* ओ३म् *

पुस्तक की संख्या..........५५ ब

पुस्तकालय-पञ्जिका-संख्या.........५

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई महाशय १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकता। अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

14271

55
5

এবং
াকে ।

ষ লক্ষণ
ঃ ব্যাধি
তগণ সে

स्टाक समाधीकरण १९८४-१९८५

१४२७१

देवेन्द्र विद्यावाचस्पति

भावप्रकाश (बङ्गानुवाद)

ভাবপ্রকাশ।

পূর্ব্ব খণ্ড।

पूर्व खण्ड

প্রথম ভাগ।

বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলাচরণ।

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থ ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রাপ্ত্যর্থ গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নহর্ত্তা সিদ্ধিদাতা অমরপ্রবর গজাননকে এবং শাস্ত্রনেত্রদাতা গুরুকে ও অভীষ্টপ্রদ ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করি ॥ ১

যে ক্রমে পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদের আগমন হয়, আমি নানা তন্ত্র অবলোকন পূর্ব্বক প্রথমে তাহাই লিখিতেছি ॥ ২

আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণ। যে শাস্ত্রে আয়ুর হিতাহিত এবং ব্যাধির নিদান ও প্রশমন বর্ণিত আছে, পণ্ডিতগণ সেই শাস্ত্রকেই আয়ুর্ব্বেদ কহিয়া থাকেন ॥

আয়ুর্ব্বেদের নিরুক্তি। এই শাস্ত্র দ্বারা পুরুষ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে এবং অন্যের আয়ু অবগত হইতে পারেন বলিয়া মুনিবরগণ কর্ত্তৃক ইহা আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত হইয়াছে।

টীকার ব্যাখ্যা। শরীর ও জীবের যে সংযোগ তাহাই জীবন নামে অভিহিত এবং যত কাল সেই সংযোগ থাকে, তাহাই আয়ুর্নামে কথিত। আয়ুর্ব্বেদ দ্বারা আয়ুর হিতকর এবং আয়ুর অহিতকর দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম সকল অবগত হইয়া তাহাদের সেবন-ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ আয়ুর হিতকর দ্রব্যগুণকর্ম্ম সকল সেবন করিয়া ও আয়ুর অহিতকর দ্রব্যগুণ-কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়া আরোগ্য লাভ হেতু মানব দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন এবং উক্ত কারণেই অন্যেরও আয়ু অবগত হইতে সমর্থ হন ॥ ৪

যে ক্রমে পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদের আগমন হয় এক্ষণে সেই ক্রম কথিত হইতেছে। তদ্ যথা—

প্রথমে **ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব।** বিধাতা অথর্ব্ববেদ সর্ব্বস্ব-আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করত নিজনামে (ব্রহ্মসংহিতা নামে) লক্ষ শ্লোকময়ী একখানি ঋজুসংহিতা প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি ধীসমুদ্র সকলকর্ম্মদক্ষ দক্ষ প্রজাপতিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দেন ॥ ৫ । ৬ ॥

অনন্তর **দক্ষ প্রাদুর্ভাব।** ব্রহ্মার উপদেশ পাইয়া ক্রিয়াদক্ষ দক্ষপ্রজাপতি স্বর্বৈদ্য সুরশ্রেষ্ঠ সূর্য্যতনয় বিদ্বান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন ॥ ৭ ॥

তৎপরে **অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রাদুর্ভাব।** অশ্বিনীকুমারদ্বয় দক্ষপ্রজাপতির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সকল চিকিৎসকদিগের প্রতিপত্তি

বৃদ্ধির নিমিত্ত একখানি অতি প্রশংসনীয় স্বীয় সংহিতা প্রকাশ করেন। লোকপরম্পরা ক্রমে শুনা যায় যে ভৈরব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহা পুনর্ব্বার সংযোজিত করিয়া দেন। সেই জন্যই তাঁহারা যজ্ঞভাগী হয়েন। আবার দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল দেবতা অসুরগণ কর্ত্তৃক সক্ষত হইয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাদিগকে সত্তই অক্ষত করেন। এই মহা অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। আবার যখন ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ হয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। সোমলোক হইতে চন্দ্র নিপতিত হন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ই চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে সুখী করেন। সূর্য্যের দন্ত বিশীর্ণ হয়, ভগনামক আদিত্যের নেত্র নষ্ট হয়, এবং চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা হয়, তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃকই চিকিৎসিত হইয়া রোগমুক্ত হয়েন। ভৃগুনন্দন কামী চ্যবন বৃদ্ধ হইয়া বিকৃতশরীর হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃকই তিনি বীর্য্যবর্ণস্বরোপেত হইয়া পুনর্ব্বার যুবা হইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যদ্বারা এবং অন্য বহু কার্য্যদ্বারা ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রাদি দেবগণের অতি পূজ্য হইয়াছিলেন ॥ ৮—১৪

তৎপরে **ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাব**। শচীপতি ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারযুগলের এই সমস্ত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট নিরুদ্বেগে আয়ুর্ব্বেদ যাচ্ঞা করেন। অশ্বিনীকুমারযুগল সত্যপ্রতিজ্ঞ ইন্দ্র কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া তাঁহাকে যথাধীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেন। ইন্দ্রদেব তাঁহাদের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আত্রেয়প্রমুখ বহু মুনিকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ১৫—১৭

অনন্তর **আত্রেয় প্রাদুর্ভাব**। একদা মুনিপুঙ্গব ভগবান্ আত্রেয় জগৎকে ইতস্তত রোগাকুল দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি কি করি, কোথায় যাই, কি উপায়ে লোক সকল নিরাময় হইবে, আমি ইহাদিগকে আর রোগাকুল দেখিতে পারি না, আমি অতিশয় দয়ালুস্বভাব, স্বভাব দুরতিক্রম অর্থাৎ স্বভাবকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; সুতরাং ইহাদের দুঃখে আমারও হৃদয়ে বিশেষ দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। অতএব আমি দেহিগণের আরোগ্যার্থ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিব। ভগবান্ আত্রেয় ঋষি এই নিশ্চয় করিয়া আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নার্থ স্বর্গধামে ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন এবং দেখিলেন—আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ সর্ব্বদেব শিরোমণি ইন্দ্রদেব সিংহাসনে আসীন আছেন। দেবর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, দেহপ্রভায় তিনি ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, তাঁহার দীপ্তিতে চতুর্দ্দিক উদ্দীপিত হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই ভূরিতপঃকৃশ-মুনিবরের যথাবিধি পূজা করিয়া কুশল ও আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই আত্রেয় মুনি নিজ আগমন কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, তদ্যথা—আত্রেয় বলিলেন—দেবরাজ আপনি কেবল স্বর্গেরই রাজা নহেন; বিধাতা যত্নপূর্ব্বক আপনাকে ত্রিলোকপতি করিয়াছেন। সম্প্রতি পৃথিবীতে মানবগণ ব্যাধিসমূহদ্বারা ব্যথিত হইয়া শোকাকুলিতচিত্ত হইয়াছে, তাহাদের সেই সন্তাপনাশ করিতে কৃপা প্রদর্শন করুন। অর্থাৎ মানবগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রদান করুন। ইন্দ্রদেব আত্রেয়ের প্রার্থনায় তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। মুনীন্দ্র আত্রেয় ইন্দ্রের নিকট সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া এবং আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন করিলেন। পরে করুণাকর মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ আত্রেয় মানব মণ্ডলের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া স্বনামে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। পরে অগ্নিবেশ, ভেড়, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীতকে আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করান। পুরাকালে অগ্নিবেশই প্রথমে তন্ত্র প্রণয়ন করেন। পরে ভেড়াদি মুনিগণ স্ব স্ব নামে এক এক খানি তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। অগ্নিবেশাদিমুনিগণ তন্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়া সেই সকল তন্ত্র মুনিবৃন্দবন্দিত আত্রেয় ঋষিকে শ্রবণ করান। অত্রিনন্দন সেই সকল তন্ত্র শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন এবং যথাবৎ সূত্রিত হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করেন, তাহাতে মুনিগণ প্রহৃষ্ট হন। এবং স্বর্গে দেব ও দেবর্ষিগণও তন্ত্রকে যথাবৎ সূত্রিত হইয়াছে শুনিয়া অতি আনন্দিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করেন ॥ ১৮—৩৪

অনন্তর **ভরদ্বাজ প্রাদুর্ভাব**। একদা বহু মুনি দৈবক্রমে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে আসিয়া সমবেত হন। মুনিগণের নাম বলিতেছি শুন, যথা—মুনিবর ভরদ্বাজ প্রথমে আসিয়া উপস্থিত হন। পরে ক্রমান্বয়ে অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত, বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, গৌতম, সাংখ্য, মৈত্রেয়, চ্যবন, জমদগ্নি, গার্গ্য,

কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিঞ্জল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বলায়ন, সাঙ্কৃত্য, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষিত, দেবল, গালব, ধৌম্য, কাপ্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, বৈজবাপ, কুশিক, বাদরায়ণ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষ, শরলোমা, গোভিল, বৈখানস ও বালখিল্য এই সকল মহর্ষি, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহর্ষি হিমবৎ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানের যমের ও নিয়মের আশ্রয় এবং তপস্তেজে হূয়মান অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত। ইহাঁরা সকলে তথায় সুখোপবিষ্ট হইয়া এই কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তদ্ যথা—শরীর ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের মূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যদি নিরাময় হয়—তাহা হইলেই তদ্দ্বারা সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ শরীর নীরোগ থাকিলেই তদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে, নতুবা নহে। তপস্যার, বেদাধ্যয়নের, ধর্ম্মের, ব্রহ্মচর্য্যের, ব্রতের ও আয়ুর সংহর্ত্তা রোগসমূহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যথাতথা প্রসৃত হইতেছে। রোগ সকল কার্শ্যকর, বলক্ষয়কর, দেহের চেষ্টাহর, দর্শনাদিইন্দ্রিয়শক্তি সংক্ষয়কর ও সর্ব্বাঙ্গ পীড়াকর; উহারা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তিবিষয়ে মহা বিঘ্নস্বরূপ; রোগ সকল বলপূর্ব্বক আশু প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে; যদি এই মহা অনিষ্টকারী রোগ সকল বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে প্রাণিগণের মঙ্গল কোথায়? অতএব আপনারা পণ্ডিত ও যোগ্যব্যক্তি, রোগ সমূহের প্রশমনের কোন উপায় চিন্তা করুন। সভায় এই প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ঋষিগণ ভরদ্বাজ মুনিকে বলিলেন—ভগবন্! আপনি যোগ্যব্যক্তি, আপনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রার্থনা করুন, আপনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলে আমরাও ক্রমশঃ আপনার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া রোগভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিব। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ বিনয়ান্বিত যোগ্য মুনিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া ত্রিদশালয়ে (স্বর্গে) গমন করিলেন এবং ইন্দ্রভবনে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষিগণপরিবৃত দীপ্যমান অনলসন্নিভ ইন্দ্রদেবের সহিত দেখা করিলেন। ভগবান্ ইন্দ্রদেব ভরদ্বাজ মুনিকে দেখিয়াই আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার স্বাগত, অর্থাৎ আপনার সুখে আগমন হইয়াছে, আপনাকে পথে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই? ইত্যাদি সুখাগমন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পরে তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন। [illegible] ভরদ্বাজ জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা সুরেশ্বরকে অভিনন্দন করিয়া ঋষিদিগের বচন সম্যক্ অবগত করাইয়া বলিলেন—হে রাজন্! সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর ব্যাধি সকল ভূতলে সমুৎপন্ন হইয়াছে, কৃপা করিয়া আমাকে তাহাদের প্রশমনের উপায় যথাবৎ উপদেশ দিন। ভরদ্বাজের প্রার্থনা বাক্য শুনিয়া শতক্রতু (ইন্দ্র) তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিলেন; যে আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করিয়া দেহী নীরোগ হইয়া সহস্রবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। মহামতি ভরদ্বাজ তন্মনা হইয়া ইন্দ্রোপদিষ্ট অনন্তপার ত্রিস্কন্ধ (হেতুলিঙ্গৌষধরূপস্কন্ধত্রয়সম্পন্ন) সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ অচিরে যথাবৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞান দ্বারা তিনি স্বয়ং নিরাময় ও দীর্ঘায়ুঃ হয়েন এবং অন্যান্য মুনিগণকেও নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ করেন। অপিচ অপর বহু বহু ঋষিও ভরদ্বাজতন্ত্র জনিত জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম সমূহ দর্শন করিয়া তদ্বিধি আশ্রয়পূর্ব্বক আরোগ্য এবং সুখান্বিত দীর্ঘায়ুঃ লাভ করেন। অন্য মুনিগণও আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধানে নিরাময় ও দীর্ঘায়ুঃ হয়েন ॥ ৩৫—৫৬ ॥

চরকপ্রাদুর্ভাব। যখন হরি মৎস্যাবতার হইয়া বেদ উদ্ধার করেন, তখন অনন্ত সেই স্থানে সাঙ্গ বেদ প্রাপ্ত হন এবং অথর্ব্বান্তর্গত সম্যক্ আয়ুর্ব্বেদও লাভ করেন। কোন সময়ে তিনি মহীবৃত্ত (পৃথিবীর অবস্থা) দর্শন করিবার নিমিত্ত চরবৎ (ছদ্মবেশে) সমাগত হন। পৃথিবীতে আসিয়া দেখেন—পৃথিবীর বহু স্থানে লোক সকল ব্যাধিদ্বারা গ্রস্ত, ব্যাধিজনিত ব্যথায় পরিপীড়িত এবং ব্যগ্র ও ম্রিয়মাণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তদেব লোকসমূহকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখিত ও অত্যন্ত দয়ান্বিত হইয়া রোগোপশমের উপায় চিন্তা করেন। এবং চিন্তা করিয়া বেদবেদাঙ্গবেদী সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি চরবৎ লোকের অজ্ঞাত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন বলিয়া ক্ষিতিমণ্ডলে চরকনামে বিখ্যাত হন। স্বর্গে বেদাচার্য্য প্রতিভাদ্বারা যেমন প্রতিভাত, ভূমণ্ডলে চরকাচার্য্যও সেইরূপ প্রতিভাত হয়েন। সহস্রবদনাংশ অর্থাৎ অনন্তাংশ-চরক রোগসমূহের ধ্বংস করেন। অগ্নিবেশাদি বহু মুনি আত্রেয় ঋষির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি করিয়া তন্ত্র প্রণয়ন করেন। পণ্ডিতপ্রবর চরক তাঁহাদের সেই সকল তন্ত্র সংগ্রহ ও সংস্কার করিয়া নিজনামে এই চরক- [illegible] ৬৫ ॥

ধন্বন্তরিপ্রাদুর্ভাব। এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের দৃষ্টি পৃথিবীতে নিপতিত হয়। তিনি দেখিলেন যে পৃথিবীতে মানবগণ নানা ব্যাধিতে পরিপীড়িত হইয়াছে। মানবগণকে ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল। তখন তিনি দয়ার্দ্র হৃদয়ে ধন্বন্তরিকে কহিলেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ ধন্বন্তরি! আপনার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, আপনি যোগ্য ব্যক্তি, আপনি পৃথিবীতে গমন করিয়া প্রাণিগণের উপকার সাধনে তৎপর হউন। পুরাকালে লোকসমূহের উপকারার্থ কে কি না করিয়াছেন? ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণুও লোকহিতার্থ স্বয়ং মৎস্যাদিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি পৃথিবীতে যান এবং কাশীধামে রাজা হইয়া রোগসমূহের প্রতিকার নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করুন। সুরশার্দ্দূল ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে এই অনুরোধ করিয়া সর্ব্বপ্রাণিহিতেচ্ছায় তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিলেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া কাশীধামে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীতে তিনি দিবোদাসনামে খ্যাত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারাসক্তিশূন্য হইয়া সুমহৎ তপঃ আচরণ কয়েন। ব্রহ্মা অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে কাশীতে রাজা করিয়াছিলেন। রাজা হইবার পর লোকে ধন্বন্তরিকে কাশীরাজ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাশীরাজ-ধন্বন্তরি লোকহিতার্থ নিজে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া বিদ্যার্থি-লোকসকলকে সেই স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন॥ ৬৬—৭৫॥

সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাব। অনন্তর বিশ্বামত্র প্রভৃতি ঋষিগণ জ্ঞাননেত্রে জানিতে পারিলেন যে—ইনি ধন্বন্তরি কাশীতে, ইনিই কাশিবাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে বলিলেন, বৎস সুশ্রুত! তুমি হরবল্লভ বারাণসীধামে গমন কর; তথায় ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত দিবোদাস নামে কাশিরাজ বিরাজ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ও আয়ুর্ব্বেদবিদ্গণের শিরোমণি। তুমি লোকোপকারার্থ তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া মহাপুণ্যলাভ কর, কারণ সকল প্রাণীতে দয়া করাই তীর্থ এবং সকল প্রাণির উপকার করাই মহাযজ্ঞ। সুশ্রুত ঋষি পিতার এই বচন শুনিয়া কাশীধামে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত শত মুনিপুত্রও অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে বিনয়ান্বিত হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিত মুনিগণকর্ত্তৃক বন্দিত সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কাশিরাজ দিবোদাসকে দর্শন করিলেন। যশোধন দিবোদাস, মুনিপুত্রগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পরে তাঁহাদের কুশল ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর সুশ্রুত ঋষি সকলের হইয়া কাশিরাজের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—ভগবন্! মানবগণকে ব্যাধি সমূহ দ্বারা পীড়িত, ক্রুদিত ও ম্রিয়মাণ হইতে দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে বড় ব্যথা জন্মিয়াছে। তজ্জন্য আমরা আপনার নিকট রোগ সমূহের প্রশমনোপায় জানিতে সমাগত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। কাশিরাজ মুনিপুত্রগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন। মুনিপুত্রগণও কাশিরাজের ব্যাখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ অতি আনন্দে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। এবং পরমাহ্লাদিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা কাশিরাজকে অভিনন্দন পূর্ব্বক সিদ্ধমনোরথ হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। মুনিপুত্রগণের মধ্যে সুশ্রুতই প্রথমে স্বনামে একখানি পরিস্ফুট তন্ত্র (সুশ্রুত নামক গ্রন্থ) প্রণয়ন করেন। তৎপরে তাঁহার সখারাও এক এক খানি পৃথক্ তন্ত্র প্রকাশ করেন। সুশ্রুতকৃত তন্ত্র বহু লোকের সুশ্রুত বলিয়া অর্থাৎ অনেক লোকেই আদরের সহিত শ্রবণ করে বলিয়া তাহা ক্ষিতিমণ্ডলে সুশ্রুত নামে বিখ্যাত হইয়াছে॥ ৭৬—৮৯

আয়ুর্ব্বেদপ্রবক্তৃগণের প্রাদুর্ভাব সমাপ্ত।

অথ গ্রন্থারম্ভ।

মহামতি মুনিগণ অখিল জনগণের ব্যাধিবিধ্বংসনার্থ আয়ুর্ব্বেদরূপ মহার্ণব হইতে যোগরূপ রত্ন সকল লাভ করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ভাবমিশ্র চিকিৎসা শাস্ত্রে জাড্যান্ধকার দূরীকরণার্থ মুনিপ্রণীত তত্তদ্‌গ্রন্থ সমূহ হইতে সংগৃহীত সুবচনরূপ মণিসকল দ্বারা এই প্রকাশ অর্থাৎ ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শ্রীপতি পদপ্রসাদে এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে সকলে এই ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থ পাঠ করুন।

টীকার অর্থ—এই গ্রন্থের ফল চিকিৎসা; চিকিৎসা পুরুষের; চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ও জীবাত্মার সমবায়কে (সংযোগ বিশেষকে) পুরুষ কহা যায়। এক্ষণে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ও জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণার্থ সৃষ্টিক্রম কথিত হইতেছে ॥ ১। ২

অথ সৃষ্টিক্রম। আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ, চিদানন্দরূপ নিত্য নিস্পৃহ ও নির্গুণ। তিনি প্রকৃতির যোগে সগুণ হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করেন। (টীকার অর্থ। সগুণ অর্থাৎ ইচ্ছাদিগুণযুক্ত) ॥ ৩

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতিতে সমান ভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি কহা যায়। প্রকৃতি জড়া হইলেও তিনি পরমাত্মা-চিৎ-অব্যয় যোগে অর্থাৎ পরম পুরুষ যোগে জগৎ সৃষ্ট করিতে সমর্থ হন। (ইহার মর্ম্মার্থ এই—প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের যোগেই সৃষ্ট কার্য্য সম্পাদিত হয়। কেবলমাত্র পুরুষ দ্বারাও জগতের সৃষ্ট হয় না, কেবলমাত্র প্রকৃতি দ্বারাও জগতের সৃষ্ট হয় না। কারণ পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ হইলেও নির্গুণ বলিয়া তিনি সৃষ্ট করিতে পারেন না, এবং প্রকৃতি সগুণ হইলেও জড় বলিয়া তিনি জগৎ নির্ম্মাণে সমর্থ হন্ না।)

টীকার অর্থ—সতের অর্থাৎ সাধুর ভাবকে সত্ত্ব কহা যায়। সত্ত্ব—প্রকাশক জ্ঞান অতএব সুখ হেতু। রজঃ—রাগাত্মক, অতএব দুঃখহেতু। তমঃ—যদ্দ্বারা তমঃ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গ্লানি জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে তমঃ কহা যায়। তমঃ—আবরক অতএব মোহহেতু। সমভাবাপন্ন এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে প্রকৃতি কহে। সুতরাং তাহারা ন্যূনাধিক ভাবান্বিত হইলে তাহাদিগকে বিকৃতি কহা যায় ॥ ৪

সুশ্রুতকে উপদেশ দিবার সময় ধন্বন্তরি, প্রকৃতির স্বরূপ বিশেষণ যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা বলা যাইতেছে।

যিনি সর্ব্বভূতের কারণ, কিন্তু নিজে অকারণ (কারণ বর্জ্জিত), যিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ স্বরূপ, অষ্টরূপ, এবং অখিল জগতের উৎপত্তি হেতু, তিনি অব্যক্ত নামে কথিত অর্থাৎ তাঁহাকেই মূল প্রকৃতি কহা যায়।

টীকার অর্থ—যাহার ব্যক্তত্ব নাই, তাহাই অব্যক্ত; অব্যক্তের অপর নাম মূলপ্রকৃতি। তাহা সকল ভূতের কারণ অর্থাৎ সমবায়িকারণ কিন্তু তিনি স্বয়ং অকারণ অর্থাৎ তাহার কোন কারণ নাই। তিনি সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপ। তিনি অষ্টরূপ অর্থাৎ অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই আটটি যাহার রূপ। (এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে অব্যক্তই প্রকৃতি, আর মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি, অব্যক্তেরই বিকার, অতএব উহারা বিকৃতি, তবে কিরূপে মহদাদি সাতটিকে প্রকৃতিরূপে গণ্য করা যাইতে পারে? ইহার উত্তর এই—) যদিও মহদাদি সাতটি বিকৃতি, তথাপি উহারা ইন্দ্রিয় সমূহের ও মহাভূত সকলের কারণ বলিয়া ঐ মহদাদি সাতটিও প্রকৃতিরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এবম্প্রকার প্রকৃতিই অখিল জগতের উৎপত্তি হেতু ॥ ৫

প্রকৃতি পুরুষের সাধর্ম্ম্য—অতঃপর প্রকৃতি ও পুরুষের সমান ধর্ম্মগুলি কথিত হইতেছে, যথা—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি, উভয়ই অনন্ত, উভয়ই অলিঙ্গ অর্থাৎ উহাদের কোন লিঙ্গ নাই, উভয়ই নিত্য, উভয়ই অপর এবং উভয়ই সর্ব্বগত।

টীকার অর্থ। উভয়ই নিত্য অর্থাৎ উহাদের কেহই কখন লয়প্রাপ্ত হয় না। উভয়ই অপর অর্থাৎ যাহাদের হইতে পর অপর কিছু নাই ॥ ৬

প্রকৃতি পুরুষের বৈধর্ম্ম্য—প্রকৃতি ও পুরুষের সমান ধর্ম্মগুলি কথিত হইল, এক্ষণে উহাদের বৈধর্ম্ম্যগুলি কথিত হইতেছে—

একপ্রকৃতি—অচেতনা, ত্রিগুণা, বীজধর্ম্মিণী, প্রসবধর্ম্মিণী ও অমধ্যস্থধর্ম্মিণী। আর পুরুষ—চেতনাবান্, নির্গুণ, অপ্রসবধর্ম্মা, অবীজধর্ম্মা ও মধ্যস্থ.র্ম্মা।

টীকার অর্থ—অচেতনা অর্থাৎ জড়া। ত্রিগুণা অর্থাৎ তুল্যগুণত্রয়াত্মিকা। বীজধর্ম্মিণী অর্থাৎ মহদাদি বিকার সমূহের বীজরূপে অবস্থিতা। প্রসবধর্ম্মিণী অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্ষোভ (আন্দোলন) পাইয়া নিজের সাম্যভাবকে অতিক্রম করত মহদহঙ্কারাদিক্রমে জগতের প্রসবিত্রী হন। অমধ্যস্থধর্ম্মিণী অর্থাৎ সুখদুঃখভোগভাগিনী অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ হইতে তিনি উদাসীন নহেন। নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণরহিত। অবীজধর্ম্মা অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে প্রকৃতিতে যেমন মহদাদি বিকার সমূহের অনবস্থান ঘটে, পুরুষেও তেমনি মহদাদির অনবস্থান হেতু উহাকে অবীজধর্ম্মা কহা যায়। মধ্যস্থধর্ম্মা অর্থাৎ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাদি হইতে উদাসীন ॥ ৭

প্রকৃতির নাম—যে প্রকৃতি পুরুষকে সম্যক্ আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহার এইগুলি নাম, তদ্‌যথা—প্রধান, প্রকৃতি, নিত্যা, শক্তি ও অবিকৃতি ॥ ৮

প্রকৃতির গুণ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। এক্ষণে এই সত্ত্বাদিগুণযুক্ত চিত্তের গুণসমূহ বলিব ॥ ৯

সত্ত্বগুণযুক্ত মনের লক্ষণ—আস্তিক্য, প্রবিভজ্য ভোজন (ভোজ্যাভোজ্য বিচারপূর্ব্বক ভোজন), অত্তাপ, সত্যবচন, মেধা, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্ষমা, করুণা, জ্ঞান, নির্দ্দম্ভতা, অনিন্দিত কর্ম্ম, অস্পৃহত্ব, বিনয় ও ধর্ম্ম, জ্ঞানিগণ সত্ত্বগুণান্বিত মনের এই গুণগুলি সদাই আদরপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

টীকার অর্থ। ধর্ম্মমোক্ষপরলোকাদি আছে, এই বুদ্ধিতে যিনি সকল কার্য্য করেন, তাঁহাকে আস্তিক কহে, আস্তিকের ভাবকে আস্তিক্য কহা যায়। অনুত্তাপ অক্রোধ। ধৃতি অর্থাৎ ভূত-প্রেত-কাম-ক্রোধলোভাদিতে আবেশ।রাহিত্য। জ্ঞান আত্মজ্ঞান। নির্দ্দম্ভতা কাপট্যাভাব। কর্ম্ম অনিন্দিত। অস্পৃহ নিষ্কাম ॥ ১০

রজোগুণযুক্ত মনের লক্ষণ—ক্রোধ, তাড়নশীলতা, বহুলদুঃখ, অধিক সুখেচ্ছা, দম্ভ, কামুকতা, অলীক বচন, অধীরতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্যাদিতে অভিমানিতা, অতিশয় আনন্দ ও অধিক পর্য্যটন, রজোগুণযুক্ত মনের এই সকল গুণ প্রসিদ্ধ।

টীকার অর্থ। অলীক বচন মিথ্যা কথন। অটন পৃথ্বীপরিভ্রমণ ॥ ১১

তমোগুণযুক্ত মনের লক্ষণ—নাস্তিক্য, অতি বিষণ্ণতা, অতিশয় আলস্য, দুষ্টমতি, নিন্দিত কর্ম্মজনিত সুখে সদাপ্রীতি, অহর্নিশ নিদ্রালুতা এবং সকল বিষয়েই অজ্ঞানতা, সতত ক্রোধান্ধতা ও মূঢ়তা (মূর্খতা), তমোগুণান্বিত মনের এই গুণগুলি বিখ্যাত ॥ ১২

মানব ত্রিবিধ, যথা।সাত্ত্বিক রাজস ও তামস। যাহার সত্ত্বগুণ প্রভূত, তাহাকে সাত্ত্বিক, যাহার রজোগুণ প্রভূত, তাহাকে রাজস, এবং যাহার তমোগুণ প্রভূত, তাহাকে তামস কহা যায় ॥ ১৩

মহত্তত্ত্বোৎপত্তি—তাঁহা হইতে (সমসত্ত্বরজস্তমোরূপ প্রকৃতি হইতে) মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণাত্মক কিন্তু উহা সত্ত্বগুণ বহুল এবং স্ফটিকবৎ নির্ম্মল। উহা চিচ্ছায়ায় প্রাপ্ত চৈতন্য হয়, মহত্তত্ত্ব চিদিচ্ছাময় বলিয়া কীর্ত্তিত।

টীকার অর্থ। তাহা হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে। ত্রিগুণ অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে তাহা ত্রিগুণ। সত্ত্ববহুল অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ ত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণই যাহাতে বহুলপরিমাণে আছে, তাহা সত্ত্ববহুল। "ত্রিগুণ ও সত্ত্ববহুল" এই বিশেষণদ্বয় প্রদান বিষয়ে অভিপ্রায় এই—যেমন নিশ্চল হ্রদাদিতে বহুদ্রব্যপাতে তদীয় জল বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ চিৎরূপ পুরুষের আক্রমণে তুল্য গুণত্রয়াত্মিকা-প্রকৃতির জ্ঞানরূপ প্রকাশক সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়। সেই প্রবৃদ্ধ সত্ত্ব-প্রকৃতি হইতে সত্ত্ববহুল বুদ্ধিতত্ত্ব জন্মে ॥ ১৪

অহঙ্কারের উৎপত্তি এবং অহঙ্কারের ত্রিবিধত্ব।—ত্রিগুণ-মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার জন্মে। অহঙ্কার ত্রিবিধ, যথা—সাত্ত্বিক রাজস ও তামস।

টীকার ব্যাখ্যা। মহত্তত্ত্ব হইতে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে। ত্রিগুণ—যাহাতে তিন গুণ বিদ্যমান আছে। (পূর্ব্ব পক্ষ) মহত্তত্ত্ব যে ত্রিগুণ তাহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তবে এ স্থলে আবার কেন ত্রিগুণ মহত্তত্ত্ব বলা হইল, পুনর্ব্বার "ত্রিগুণ" এই বিশেষণ দিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর) মহত্ত-

ত্ত্বকে পূর্ব্বে ত্রিগুণ বলা হইয়াছে, এস্থলে কেবলমাত্র ত্রিগুণ এই বিশেষণটিরই পুনরুল্লেখ হেতু বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ববহুল এই বিশেষণটি এস্থলে বর্ত্তাইবে না। অতএব অহঙ্কারোৎপাদক মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণ হইলেও বুঝিতে হইবে উহা রজোবহুল। কারণ অহঙ্কার, রজোগুণান্বিত মনের ধর্ম্ম। অহঙ্কারের অর্থ অভিমানব্যাপার। অহঙ্কার ত্রিবিধ যথা সাত্ত্বিক ইত্যাদি ॥ ১৫

ত্রিবিধ অহঙ্কারের কার্য্য—কথিত হইতেছে। সরাজস-সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় যথা—শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা ও নাসিকা এবং বাক্, হস্ত, চরণ, উপস্থ (লিঙ্গ ও যোনি) ও গুহ্য এই দশটি ইন্দ্রিয়; তদ্ভিন্ন মনও একাদশ ইন্দ্রিয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে পণ্ডিতেরা বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং শেষ পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণন করেন।

টীকার অর্থ। শ্রোত্রাদি প্রথমোক্ত ইন্দ্রিয় পাঁচটি বুদ্ধির আশ্রয় বলিয়া উহাদিগকে বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং বাগাদি শেষোক্ত ইন্দ্রিয় পাঁচটি কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া উহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহা গিয়া থাকে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জাত বলিয়া ইন্দ্রিয় সকল প্রকাশক লক্ষণ হয়। কারণ সত্ত্বগুণের প্রকাশত্ব আছে। পণ্ডিতগণ মনকে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয় বলিয়াই বর্ণন করেন। কারণ উভয় ইন্দ্রিয়ই মনে অধিষ্ঠিত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥১৬–১৮

ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই গুলিকে মহর্ষিগণ যথাক্রমে বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া এবং বাচ্য, গ্রাহ্য, গন্তব্য, আনন্দ ও ত্যাজ্য এই গুলিকে যথাক্রমে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া, আর জ্ঞানকে মনের বিষয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

টীকার অর্থ। হৃৎ শব্দের অর্থ মনঃ ॥ ১৯।২০

সরাজস তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণের অল্পমাত্র সম্বন্ধ হেতু তন্মাত্র সকল তল্লিঙ্গ (মোহাদি লিঙ্গ) হইয়া থাকে। তন্মাত্র যথা শব্দতন্মাত্রক, স্পর্শতন্মাত্রক, রূপতন্মাত্রক, রসতন্মাত্রক ও গন্ধতন্মাত্রক।

টীকার অর্থ। শব্দতন্মাত্রক, স্পর্শতন্মাত্রক, রূপতন্মাত্রক, রসতন্মাত্রক ও গন্ধতন্মাত্রক, ইহারা তল্লিঙ্গ অর্থাৎ (মোহাদি লিঙ্গ)। তন্মাত্রসকল অব্যক্তস্বভাব সুতরাং তাহারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। শব্দাদি তন্মাত্র সকল যোগিদিগেরই গ্রাহ্য। তন্মাত্র সেই সেই মাত্রা যাহাতে আছে, তাহা তন্মাত্র। অর্থাৎ শব্দতন্মাত্রে কেবল শব্দেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মাত্রা, স্পর্শতন্মাত্রে কেবল স্পর্শেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মমাত্রা, রূপতন্মাত্রে কেবল রূপেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মাত্রা, রসতন্মাত্রে কেবল রসেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মাত্রা এবং গন্ধতন্মাত্রে কেবল গন্ধেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মমাত্রা আছে ॥ ২১। ২২

পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, বহ্নি (তেজঃ), জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়।

টীকার অর্থ। পঞ্চতন্মাত্র হইতে একোত্তরপরিবৃদ্ধি দ্বারা আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের উদ্ভব হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ আকাশ জন্মে। শব্দতন্মাত্রসহিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু জন্মে। শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র সহিত রূপতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপগুণ বহ্নি (তেজঃ) জন্মে। শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও রূপতন্মাত্র সহিত রসতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগুণ জল জন্মে। এবং শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র ও রসতন্মাত্র সহিত গন্ধতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণ ক্ষিতি জন্মিয়া থাকে ॥ ২৩

মহাভূত সকলের গুণ—শব্দ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, ছিদ্র ও বিবিক্ততা, গুণবিচারক পণ্ডিতগণ এই গুলিকে আকাশের গুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

টীকার অর্থ। বিবিক্ততা—শিরাস্নায়ু-অস্থিপেশী প্রভৃতি শারীর পদার্থ সকলের জাতিদ্বারা ও পরিস্ফুটত্ব দ্বারা পরস্পর পৃথক্ করণকে বিবিক্ততা কহা যায় ॥ ২৪

স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়, লঘুতা, শরীরের স্পন্দন ও সর্ব্বশরীরের চেষ্টা, পণ্ডিতগণ এই গুলিকে বায়ুর গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৫

রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, পাক, সন্তাপ, তীক্ষ্ণতা, বর্ণ, ভ্রাজিষ্ণুতা, অমর্ষ ও শৌর্য্য, এইগুলি বহ্নির গুণ।

টীকার অর্থ। রূপ-লাবণ্য। পাক—জঠরাগ্নি দ্বারা আহারাদি পাক। সন্তাপ ঔষ্ণ্য। তীক্ষ্ণতা আশুকারিতা। বর্ণ-গৌরাদি। ভ্রাজিষ্ণুতা দীপ্তি। অমর্ষ ক্রোধ ॥ ২৬

রস, রসনেন্দ্রিয়, শৈত্য, স্নেহ, গুরুতা, সর্ব্বদ্রব সমূহ এবং শুক্র, এই গুলি জলের গুণ ॥ ২৭ ॥

গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, কাঠিন্য ও গুরুত্ব, গুণবেদিপণ্ডিতগণ এই গুলিকে ক্ষিতির গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৮

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি তৎক্রমে (শব্দতন্মাত্রাদিক্রমে) পঞ্চতন্মাত্রেরই স্থূলভাবপ্রাপ্ত বিশেষ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্রাদি স্থূলভাব প্রাপ্ত হইয়া শব্দ স্পর্শাদিরূপে পরিণত হয়।

টীকার অর্থ। তৎক্রমে শব্দতন্মাত্রাদি ক্রমে, বিশেষ অর্থাৎ অনুভবযোগ্য-সুখ-দুঃখ-মোহরূপধর্ম্ম দ্বারা যাহাকে বিশেষ করা যায়। তন্মাত্র সকল অবিশেষ, কারণ অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু অনুভব যোগ্য সুখাদি দ্বারা তাহাদিগকে বিশেষ করিতে পারা যায় না। স্থূলভাব প্রাপ্ত বলিয়া শব্দ স্পর্শাদিকে, অনুভবযোগ্য সুখাদি দ্বারা বিশেষ করা যায় ॥ ২৯

অষ্টপ্রকৃতি—প্রকৃতির সম্বন্ধে কারণের অযোগ হেতু অর্থাৎ প্রকৃতির কোন কারণ নাই বলিয়া উহা প্রকৃতি নামে খ্যাত। আর মহত্তত্ত্বাদি সাতটি, শক্তির বিকৃতি বলিয়া অভিহিত।

টীকার ব্যাখ্যা। প্রকৃতিই কারণ, প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নহে। আর মহত্তত্ত্বাদি সাতটি অর্থাৎ মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি তত্ত্ব শক্তির অর্থাৎ প্রকৃতির বিকৃতি অর্থাৎ উহারা প্রকৃতির কার্য্য ॥ ৩০

মহত্তত্ত্বাদি ঐ সাতটি তত্ত্ব বিকৃতি মধ্যে গণ্য হইলেও উহারা ইন্দ্রিয়গণের ও ভূতসকলের কারণ বলিয়া মহর্ষিগণ উহাদিগকেও প্রকৃতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

টীকার ব্যাখ্যা। যদি ইন্দ্রিয়গণের ও ভূত সকলের কারণ বলিয়া মহত্তত্ত্বাদি সাতটিও প্রকৃতি মধ্যে গণ্য হইল, তাহাহইলে প্রকৃতি বলিলে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই আটটিকে বুঝিতে হইবে ॥ ৩১

সৃষ্টিবিৎ পণ্ডিতগণ দশ ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও পঞ্চ মহাভূত,এই ষোলটিকে বিকার বলিয়া বর্ণন করেন ॥৩২

টীকার অর্থ। বিকার কার্য্য ॥ ৩২

অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে নির্ম্মিত দেহ রূপ গৃহে শুভাশুভ-কর্ম্মাধীন মনোদূতসমন্বিত জীবাত্মা বসতি করে।

টীকার ব্যাখ্যা। নিয়তি-শুভাশুভ কর্ম্ম। নিঘ্ন-আয়ত্ত। স্বান্তদূতবান্ মনোদূতযুক্ত। শুভাশুভ কর্ম্মায়ত্ত মনোদূত যুক্ত-জীবাত্মাই দেহী বলিয়া অভিহিত ॥৩৩

সেই জীবাত্মা দেহী পাপ পুণ্য সুখ দুঃখাদি দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মনোদ্বারা ও কৃত্রিম কর্ম্মবন্ধন দ্বারা বদ্ধ। সেই দেহির, শরীরজীবাত্মার স যোগ কারণ মনঃসংযোগে যে যে গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা কথিত হইতেছে—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, বিষয়জ্ঞান, প্রযত্ন, মন, সঙ্কল্প, বিচারণা, স্মৃতি, বুদ্ধি, কলাবিজ্ঞতা, প্রাণের উপরি যাপন, গুদমার্গ দ্বারা বায়ুর অধঃপ্রেরণ, নেত্রের উন্মেষ, নিমেষ এবং কৃত্যকরণোৎসাহ এই গুণগুলি জীবে অবস্থিতি করে ॥৩৪।৩৫

টীকার অর্থ। ইচ্ছা সুখহেতু অভিলাষ। দ্বেষ দুঃখ হেতু মনঃপ্রবৃত্তি। সুখ-প্রীতি। দুঃখ-অপ্রীতি। বিষয়জ্ঞান-শব্দাদিজ্ঞান। প্রযত্ন-কার্য্যে তৎপরতা। মনঃ সংশয়াত্মক। সঙ্কল্প-সংশয়াত্মক মনের কর্ম্ম। বিচারণা তর্কবিতর্ক দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ। স্মৃতি পূর্ব্বানুভূত অর্থের স্মরণ। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। কলাবিজ্ঞতা শিল্পশাস্ত্রাদিবোধ। প্রাণের উপরি যাপন অর্থাৎ হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ুর মুখাদি প্রতিনয়ন। গুদমার্গদ্বারা বায়ুর অধঃপ্রেরণ অর্থাৎ গুদমার্গদ্বারা অপান বায়ুর অধঃপ্রেরণ। নেত্রোন্মেষনিমেষ—নেত্রদ্বয়ের উন্মীলন নিমীলন। কৃত্যকরণোৎসাহ কার্য্যারম্ভে সামর্থ্যানুরূপ উৎসাহ। জীবে অর্থাৎ মনোযুক্ত জীবাত্মার এই সকল গুণ ॥৩৫

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে সৃষ্টিপ্রকরণ।

অথ গর্ভপ্রকরণ।

চিকিৎসাতে শরীরী অধিকৃত অর্থাৎ শরীরীই (দেহীই) চিকিৎস্য, অতএব শরীরী যে প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য গর্ভোৎপত্তিক্রম বলা যাইতেছে। রজস্বলা স্ত্রী গর্ভোৎপত্তির ভূমি।

রজস্বলার লক্ষণ—দ্বাদশ বৎসরের পর হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের ভগদ্বার দিয়া প্রতিমাসে স্বভাবতঃ রজোনিঃসরণ হইয়া থাকে। রজোনিঃসরণ দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি ঋতুকাল, পণ্ডিতগণ এই ষোড়শ রাত্রিকেই গর্ভধারণ যোগ্য সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

টীকার ব্যাখ্যা। চতুর্ব্বর্ণ সকল স্ত্রীরই গর্ভধারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সময়ই সর্ব্ববাদি সম্মত। কিন্তু গ্রন্থান্তরে কিছু বিশেষ বর্ণিত আছে। তদ্‌যথা ঋতুস্নানের দিবস হইতে দ্বাদশরাত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণীর দশরাত্র পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ার, অষ্টরাত্র পর্য্যন্ত বৈশ্যার এবং ষড়্‌রাত্র পর্য্যন্ত শূদ্রার গর্ভধারণে শক্তি ॥ ১।২

রজস্বলার নিয়ম—রজস্বলা স্ত্রী রজোনিঃসরণ দিবস হইতে তিন দিন হিংসা করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে; পতিকেও দর্শন করিবে না, হস্তে শরাবে বা পর্ণে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, এবং অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, অভ্যঙ্গ, অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা,

প্রধাবন, অত্যুচ্চশব্দশ্রবণ, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, ভূমিখনন ও প্রবলবাত সেবন এই গুলি পরিবর্জ্জন করিবে ॥৩—৫

উক্ত বিষয়ের অনিয়মকরণে দোষ—অজ্ঞান বশতই হউক, বা প্রমাদ বশতঃ হউক, অথবা লোভ বশতই হউক, কিংবা দৈববশতই হউক, রজস্বলা স্ত্রী যদি উক্ত অশ্রুপাতাদি নিষিদ্ধ কার্য্য সকল আচরণ করে, তাহা হইলে গর্ভ এই সকল দোষ প্রাপ্ত হয়, তদ্‌যথা—রজস্বলার রোদনে গর্ভ বিকৃতলোচন হয়, নখচ্ছেদে কুনখী হয়, অভ্যঙ্গে কুষ্ঠী হয়, অনুলেপনে ও স্নানে দুঃখশীল হয়, অঞ্জনধারণে দৃষ্টিহীন হয়, দিবানিদ্রায় নিদ্রাশীল হয়, প্রধাবনে চঞ্চল হয়, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণে বধির হয়, হাস্য করণে বালকের তালু, দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শ্যাববর্ণ হয়, বহু ভাষণে বালক প্রলাপী হয়, পরিশ্রমে উন্মত্ত হয়, ভূমিখননে স্খলিত হয় এবং বাত সেবনে উন্মত্ত হয় ॥ ৬—১০

রজস্বলাকৃত্য—রজস্বলা স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া প্রথমে যাদৃশ ব্যক্তিকে দর্শন করিবে তাঁহার তাদৃশ পুত্র উৎপন্ন হইবে। অতএব ঋতুস্নানানন্তর অগ্রে পতিকে বা কোন প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করিবে।

টীকার ব্যাখ্যা। প্রিয় শব্দ প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, পতি নিকটে না থাকিলে পুত্রাদি প্রিয়ব্যক্তিকে দর্শন করিবে ॥ ১১

ভর্তৃকৃত্য—গর্ভাধানে নিষিদ্ধ কাল, বিহিত কাল ও কালদ্বয়ের ফল কথিত হইতেছে—ভর্ত্তা আয়ুঃক্ষয় ভয়ে প্রথম দিবসে অর্থাৎ রজঃপ্রবর্ত্তন দিনে স্ত্রীসঙ্গম পরিত্যাগ করেন, দ্বিতীয় দিনেও ঋতুমতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে আয়ুঃ ক্ষয় হয় এবং উক্ত দিবসদ্বয়ে যে গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহাও রক্ষা পায় না। তৃতীয় দিবসেও স্ত্রী সঙ্গমদ্বারা যে গর্ভ জন্মে, তাহাও অল্পায়ুঃ ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। অতএব প্রথম তিন দিন রতি ক্রিয়ায় বিরত থাকিয়া চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী বা দ্বাদশী রাত্রিতে যথাবিধি অর্থাৎ গর্ভাধানোক্ত বিধানানুসারে স্ত্রী গমন করিবে। এই সকল রাত্রিতে স্ত্রী গমন করিলে যথোত্তর আয়ুঃ, আরোগ্য, প্রজা সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও বললাভ হয়, অর্থাৎ চতুর্থী রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে আয়ুঃ, ষষ্ঠী রাত্রিতে আরোগ্য, অষ্টমী রাত্রিতে প্রজা সৌভাগ্য, দশমী রাত্রিতে ঐশ্বর্য্য এবং দ্বাদশী রাত্রিতে বললাভ হইয়া থাকে।

চতুর্থাদি দিবসেও রজঃস্রাব নিবৃত্তি পাইলে স্ত্রী পতির সহিত সঙ্গম করিবে, অর্থাৎ চতুর্থাদি দিবসেও যদি রজঃস্রাব নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রী পতিসঙ্গম করিবে না। যে হেতু উক্ত আছে—প্রবহৎ সলিলে প্রক্ষিপ্ত দ্রব্য যেমন অধোগমন করে, প্রবহৎ রক্তেও প্রক্ষিপ্ত বীর্য্য সেইরূপ অধোগমন করিয়া থাকে ॥১২—১৫

অবলা প্রমদাজনগণের যোনিদ্বারে সমীরণা চান্দ্রমসী ও গৌরী নামে তিনটি নাড়ী আছে, তাহাদের বিশেষ বর্ণন করিতেছি শুন।

চন্দ্রমৌলি বলেন—মদনাতপত্রে (যোনিদ্বারে) সমীরণা নামে প্রধান ভূতা যে নাড়ী আছে তাহার মুখে যে বীর্য্য পতিত হয়, তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। কন্দর্প গেহে (ভগমধ্যে) চান্দ্রমসী নামে যে প্রধানভূতা নাড়ী আছে, তাহা অল্প রতিক্রিয়াতেই সাধ্য হয় এবং তাহাতে বীর্য্য পতিত হইলে কন্যাই জন্মিয়া থাকে। আর ভগমধ্যে গৌরী নামে যে প্রধানভূত নাড়ী আছে, তাহাতে বীর্য্য পতিত হইলে স্বভাবতঃ পুত্র জন্মিয়া থাকে কিন্তু ইহা অল্প রতিক্রিয়ায় সাধ্য নহে ॥ ১৬—১৯

যুগ্মাযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমনের ফল—যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়, অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে কন্যা জন্মে ॥ ২০ ॥

দম্পতীসম্ভোগে **পুরুষ যাদৃশ হইবার বিধান**-উক্ত আছে তাহা কথিত হইতেছে। স্ত্রীসম্ভোগের দিন পুরুষ স্নান করিয়া গাত্রে চন্দন মাখিয়া, সুগন্ধ কুসুমে কুসুমিত হইয়া, শুক্রজনক দ্রব্য ভোজন করিয়া, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া, উত্তম বেশভূষা করিয়া, এবং অধিক কামান্বিত ও স্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়া পুত্র কামনা করত তাম্বূল বদনে সুখজনক শয্যায় স্ত্রীতে উপগত হইবে ॥ ২১। ২২

স্ত্রীসম্ভোগে অযোগ্য পুরুষ—অতিভুক্ত বা ক্ষুধার্ত্ত, ধৃতিহীন, ব্যথিতাঙ্গ, পিপাসিত, অন্যবেগার্ত্ত (মল মূত্রাদির বেগান্বিত) অথবা বালক বৃদ্ধ বা রোগী ব্যক্তি মৈথুন পরিত্যাগ করিবে ॥২৩

মৈথুনে যাদৃশী স্ত্রী যোগ্যা—তাহা কথিত হইতেছে। মৈথুন বিষয়ে পুরুষের যে সকল গুণ উক্ত হইল ঋতুমতী স্ত্রীও সেই সকল গুণান্বিত হইয়া বিহিত দ্রব্য অল্প ভোজন করত পুত্র কামনায় পুরুষের সহিত সঙ্গম করিবে ॥ ২৪

মৈথুনে অযোগ্যা স্ত্রী—রজস্বলা, ব্যাধিমতী, বিশেষতঃ যোনিরোগিণী, বয়োধিকা, নিষ্কামা, মলিনা বা গর্ভবতী এই সকল স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে পুরুষদিগের অনেক বৈগুণ্য জন্মে।

টীকার অর্থ। রজস্বলা শব্দে বুঝিতে হইবে যে রজঃ প্রবর্ত্তনের প্রথম তিন দিন রজস্বলা স্ত্রীতে উপগমন নিষেধ। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে

"রজস্বলা স্ত্রীকে প্রথম দিনে চাণ্ডালীবৎ, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনীবৎ এবং তৃতীয়দিনে রজকীবৎ বর্জ্জন করিবে।" ব্যাধিমতী শব্দে বুঝিতে হইবে যে প্রদরাদি ব্যাধিযুক্ত স্ত্রী মৈথুনে নিষিদ্ধ, তন্মধ্যে যোনিরোগগ্রস্তা স্ত্রী বিশেষ নিষিদ্ধ ॥ ২৫

গর্ভাবতরণক্রম—কামবশতঃ স্ত্রীপুরুষ সংযোগে নারীর শুদ্ধ শুক্রশোণিতজ-গর্ভ উৎপন্ন হয়। সেই গর্ভ জাত হইলে বাল বলিয়া অভিহিত হয়।

টীকার অর্থ। গর্ভ অর্থাৎ শুদ্ধ গর্ভ, যে দম্পতীর শুক্র শোণিত দুষ্ট, তাহাদেরই অশুদ্ধ গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেন না, শাস্ত্রে উক্ত আছে কুষ্ঠবাহুল্য হেতু দম্পতীর শুক্র শোণিত দুষ্ট হইলে তাহাদের যে অপত্য জন্মে, তাহাকেও কুষ্ঠিত বলিয়াই জানিবে। (কুষ্ঠ জন্মিয়াছে যাহার, তাহাকে কুষ্ঠিত কহে; তারকাদিত্ব হেতু কুষ্ঠিত শব্দে ইতচ্ প্রত্যয় হইয়াছে)। সুশ্রুতে উক্ত আছে যে, "যাহাদের শুক্র বাতাদিদ্বারা দুষ্ট, তাহারা সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হয় না," ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা শুদ্ধসন্তানোৎপাদনে সমর্থ হয় না। রোগাদি দ্বারা বাতাদিদুষ্টরেতাদিগেরও অশুদ্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়। জন্মান্ধ বধির ও পঙ্গু প্রভৃতির উদ্ভবই তাহার প্রমাণ ॥ ২৬

কামবেগবশতঃ ঋতুকালে স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে মেঢ্র-যোনির সংঘর্ষণ হেতু শরীরোষ্মা অনিলাহত হইয়া পুরুষের সর্ব্বশরীরস্থ শুক্রকে তরলীভূত করে। পরে বায়ু সেই তরলীভূত শুক্রকে লিঙ্গ মার্গদ্বারা অঙ্গনাভগে পাতিত করিয়া থাকে। পরে সেই শুক্র সংস্কৃত হইয়া বিবৃতমুখ-গর্ভাশয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। আর আর্ত্তবও তথায় শুক্রবৎ আসিয়া শুক্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭—২৯

গর্ভাশয়ের স্বরূপ—যোনি শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটি আবর্ত্ত বিশিষ্ট, উহার তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিত। রোহিত মৎস্যের মুখ দেখিতে যেমন, পণ্ডিতেরা গর্ভশয্যারও আকৃতি ও রূপ সেই প্রকার বলিয়া বর্ণন করেন।

টীকার ব্যাখ্যা। গর্ভশয্যার মুখ রোহিত মৎস্যের ন্যায় হয়; অর্থাৎ রোহিত মৎস্য যেমন জলে অবস্থিতি করে, গর্ভশয্যাও সেইরূপ পিত্তাশয় পক্বাশয় মধ্যে অবস্থান করে; গর্ভশয্যার রূপও রোহিত মৎস্যের ন্যায় অর্থাৎ রোহিত মৎস্যের মুখভাগ যেমন স্বল্পায়ত, মুখাভ্যন্তর বিস্তৃত, গর্ভশয্যারও তেমনি মুখ ক্ষুদ্র, অভ্যন্তরভাগ প্রশস্ত ॥ ৩০। ৩১

যে সময়ে শুক্রশোণিতের সংযোগ হয়, সেই সময়েই জীব সেই যুক্ত শুক্রশোণিতান্তরে প্রবেশ করে। সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যমণির সংযোগে যেমন অগ্নি জন্মে সেইরূপ শুক্রশোণিতের সংযোগ হইতে জীব উদ্ভূত হয়। আত্মা অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতে পারা যায় না, তিনি চিদানন্দ একরূপ, তিনি মনেরও অগম্য। আত্মা এবম্ভূত হইয়াও জগদুৎপত্তিকারিণী মায়ার বলবত্তাহেতু তিনি কর্ম্মবশে অবিদ্যাস্বীকৃত গর্ভে প্রবেশ করেন। গর্ভ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময়, জীবাত্মাই বেত্তা, স্বাদগ্রহকর্ত্তা, দ্রষ্টা, স্পর্শবোধকর্ত্তা, শ্রোতা, বক্তা, সকল কর্ম্মকর্ত্তা, গন্তা (গমনকর্ত্তা), রন্তা (রমণ কর্ত্তা) ও ত্যাগ কর্ত্তা। দিবা গত হইলে অর্থাৎ রাত্রিতে পদ্ম যেমন নিয়ত সঙ্কুচিত হয়, ঋতুকাল অতীত হইলে স্ত্রীলোকের যোনিও সেইরূপ সংবৃত হইয়া থাকে ॥ ৩২—৩৭

টীকার ব্যাখ্যা। ঋতুকাল অর্থাৎ রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত। যোনিশব্দে এস্থলে ধরা দ্বার (গর্ভাশয় দ্বার) বোদ্ধব্য ॥ ৩৭

বীজ অর্থাৎ মিলিত শুক্র শোণিত বায়ুদ্বারা দ্বিধা ভিন্ন হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য দুইটি জীব কুক্ষিতে আগত হয়। তাহারা যমজ নামে অভিহিত।

টীকার ব্যাখ্যা। ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যজনক কর্ম্ম, তদিতর অর্থাৎ অধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইয়াছে পুরঃসর যাঁহাদের অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয় দ্বারা যম সন্তান উৎপন্ন হয় ॥ ৩৮

শুক্রের আধিক্যে পুত্র, আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা এবং শুক্রার্ত্তবের সাম্যে নপুংসক জন্মে। কেন এরূপ হয়? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, যেমন পারমেশ্বরী ইচ্ছা, সেইরূপই হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—যদি পুত্র কন্যাদি জন্মিবার এই নিয়ম, তাহা হইলে পুত্রোৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? সর্ব্বদাই ত আর্ত্তবের আধিক্য থাকে। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—আর্ত্তবের পরিমাণ চারি অঞ্জলি, শুক্রের পরিমাণ এক প্রসৃতি (অঞ্জলি অর্থাৎ অর্দ্ধসের; প্রসৃতি অর্থাৎ এক পোয়া)। বাগ্ভটেও আত্রেয়াদির এই উক্তি লিখিত আছে—মজ্জা, মেদ, বসা, মূত্র, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুরীষ, রক্ত, রস ও জল এই সকল দ্রব্য মানবদেহে যথাক্রমে এক এক অঞ্জলি অধিক আছে, আর ওজঃ মস্তিষ্ক ও শুক্র ইহারা প্রত্যেকে এক এক প্রসৃত, দুগ্ধ দুই অঞ্জলি এবং রজঃ চারি অঞ্জলি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ক্ষয় বৃদ্ধি ভিন্ন সমধাতুরই এই পরিমাণ জানিবে। এই জিজ্ঞাস্যের উত্তর এই—গর্ভাশয়স্থ শুক্র শোণিতই গর্ভোৎপত্তির হেতু, সর্ব্বশরীরস্থ শুক্রশোণিত নহে। কথন

অতিশয় হর্ষ হেতু, অথবা দুগ্ধাদি শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন হেতু, শুক্রবাহুল্য বশতঃ গর্ভাশয়ে অধিক পরিমাণে শুক্র পতিত হয়। আবার কখন বা বৈমনস্যাদি কারণে শুক্রাল্পত্বনিবন্ধন অল্প পরিমাণে পতিত হইয়া থাকে। আর্ত্তবেরও অল্পাধিক্য বিষয়ে এইরূপ কারণই জানিবে। অতএব পুত্র কন্যাদি উৎপন্ন হইবার যে নিয়ম উক্ত হইয়াছে তাহা সদোষ নহে। সুশ্রুত কহিয়াছেন—শরীরের বৈলক্ষণ্য ও অস্থায়িত্ব হেতু দোষ ধাতু ও মলপদার্থের পরিমাণের স্থিরতা থাকে না। দীর্ঘ হ্রস্ব ও কৃশাদিভেদে সাদৃশ্যের অভাবহেতু শরীরের বৈলক্ষণ্য এবং বয়স, দিন রাত্রি, ঋতু ও ভুক্ত বিষয়ে এক মাত্রা থাকে না বলিয়া শরীরের অস্থায়িত্ব ঘটে॥ ৩৯

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঋতুমতী স্ত্রীতে অভিগমন করিয়া পুনর্ব্বার একমাস পরে তাহাতে গমন করিবে।

টীকার অর্থ। মাসের ঊর্দ্ধ অর্থাৎ একমাস পরে স্ত্রীতে গমন করিবে। কারণ মাসের মধ্যে স্ত্রীসঙ্গম করিলে গর্ভদ্বার বিঘট্টনহেতু গর্ভচ্যুতি হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন—পুনর্ব্বার রজঃ হইলে সেই রজোদর্শনে গর্ভ হয় নাই, ইহা নিশ্চয় জানিয়া একমাসের পর স্ত্রী গমন করিবে। লব্ধগর্ভা স্ত্রীতে গমন করিবে না॥ ৪০

পরিহার্য্য পরিহারার্থ সদ্যোগৃহীতগর্ভার লক্ষণ—কথিত হইতেছে। যোনি হইতে শুক্রশোণিতের অস্রাব, শ্রমোদ্ভব, সক্‌থিসাদ (পায়ের অবসাদ), পিপাসা, গ্লানি ও যোনির স্ফূর্ত্তি, মৈথুনান্তে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বুঝিবে যে, গর্ভোৎপত্তি হইল॥ ৪১

গৃহীতগর্ভার উত্তরকালীন লক্ষণ—স্তনদ্বয়ের মুখের কৃষ্ণবর্ণতা, রোমরাজির উদ্গম, বিশেষতঃ নেত্রপক্ষ্ম সকলের সম্মীলন, সুপথ্য ভোজনেও বমন, শুভগন্ধেও উদ্বেগ, মুখপ্রসেক ও শরীরের অবসাদ এইগুলি গর্ভিণীর লক্ষণ॥ ৪২। ৪৩

পুত্রগর্ভবতীর লক্ষণ—পুত্রগর্ভবতী স্ত্রীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে গর্ভ পিণ্ডাকার লক্ষ্য হয়। অপর লক্ষণ বলি শুন—দক্ষিণ নেত্রের বৃহত্ত্ব, দক্ষিণস্তনে প্রথমে দুগ্ধোৎপত্তি, দক্ষিণ উরু সুপুষ্ট, মুখবর্ণের প্রসন্নতা, স্বপ্নেও পুন্নামধেয় দ্রব্য সকলে অভিলাষ এবং আম্রাদি ফল ও কমলাদি পুষ্পপ্রাপ্তি, পুত্রগর্ভবতী স্ত্রীর এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। পিণ্ডাকার অর্থাৎ বর্ত্তুলাকৃতি। "দ্বিতীয় মাসে" এই অধিকরণ পদের সহিত "গর্ভ পিণ্ডাকার লক্ষ্য হয়" এই বাক্যেরই অন্বয় আছে বুঝিতে হইবে, পরশ্লোকোক্ত বাক্য সকলের উহার সহিত অন্বয় নাই অর্থাৎ পর শ্লোকোক্ত লক্ষণ সকল দ্বিতীয় মাসে লক্ষ্য হয় না॥ ৪৪—৪৬

কন্যাগর্ভবতীর লক্ষণ—কন্যা-গর্ভবতী স্ত্রীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে গর্ভ পেশীবৎ দৃষ্ট হয় এবং পুত্রগর্ভের লক্ষণ সকলের বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

টীকার অর্থ। পেশী অর্থাৎ দীর্ঘাকৃতি॥ ৪৭

নপুংসক গর্ভবতী লক্ষণ—গর্ভ নপুংসক জন্মিলে গর্ভ অর্ব্বুদাকৃতি দৃষ্ট হয়, এবং উদরের পার্শ্বদ্বয় উন্নত ও সম্মুখ ভাগ মহৎ হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। অর্ব্বুদাকৃতি অর্থাৎ গোলাকার ফলের অর্দ্ধাংশের মত॥ ৪৮

নপুংসকের প্রকার ভেদ—কথিত হইতেছে। আসেক্য, সুগন্ধি, কুম্ভীক ও ঈর্ষ্যক এই চারি প্রকার নপুংসককে সশুক্র এব ষণ্ড নামক নপুংসককে অশুক্র জানিবে॥ ৪৯

প্রত্যেক নপুংসকের লক্ষণ—বর্ণন করা যাইতেছে। মাতা পিতার বীর্য্যের স্বল্পত্ব হেতু আসেক্য নামক নপুংসক জন্মে। আসেক্য নপুংসক শুক্র পান করিয়া স্বকীয় লিঙ্গের উত্থান শক্তি প্রাপ্ত হয়।

টীকার অর্থ। স্বল্প বীর্য্যত্ব হেতু অর্থাৎ শুক্র শোণিতের অত্যল্পতা নিবন্ধন। আসেক্যনামার অন্য একটি নাম মুখযোনি। আসেক্য নপুংসক শুক্র পান করিয়া লিঙ্গোত্থান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে অন্য পুরুষ দ্বারা নিজ মুখে মৈথুন করাইয়া এবং তাহার শুক্র পান করিয়া নিজ লিঙ্গের উত্থান শক্তি পাইয়া থাকে॥ ৫০

যে পূতিযোনিতে জন্মে, সে সৌগন্ধিক নপুংসক হয়। সৌগন্ধিক নপুংসক যোনি ও লিঙ্গের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মৈথুন শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। সৌগন্ধিক নপুংসকের অন্য নাম নাসাযোনি। বল শব্দের অর্থ মৈথুন শক্তি॥ ৫১

যে ব্যক্তি অন্য পুরুষ দ্বারা নিজ গুহ্যমার্গে মৈথুন হেতু স্ত্রীতে পুংবৎ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কুম্ভীক কহে। কুম্ভীকের অন্য নাম গুদযোনি।

টীকার অর্থ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ মৈথুন॥ ৫২

অন্যের মৈথুন দেখিয়া যে ব্যক্তি মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে ঈর্ষ্যক নপুংসক কহে। ঈর্ষ্যকের অন্য নাম দৃষ্টিযোনি ॥ ৫৩

মূর্খতা বশতঃ ঋতুকালে অঙ্গনার ন্যায় ভার্য্যায় উপগত হইলে অর্থাৎ নিজে অধোভূত হইয়া স্ত্রীকে উপরে উঠাইয়া মৈথুন করাইলে স্ত্রীচেষ্টিতাকার ষণ্ড নামক নপুংসক জন্মে।

টীকার অর্থ। স্ত্রীচেষ্টিতাকার ; স্ত্রীচেষ্টিত অর্থাৎ লিঙ্গবিশিষ্ট হইয়াও পুরুষশক্তি রহিত। (স্ত্র্যাকার অর্থাৎ শ্মশ্রুরহিত। (ষণ্ড নামক নপুংসক লিঙ্গবিশিষ্ট হইয়াও পুরুষশক্তি হীন ও শ্মশ্রু বর্জ্জিত হইয়া থাকে) ॥ ৫৪

ঋতুকালে স্ত্রী যদি পুরুষবৎ মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ পুরুষের উপর উঠিয়া মৈথুন ক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহাতে পুরুষচেষ্টিতা কন্যা জন্মে ॥ ৫৫

অন্য প্রকার গর্ভ প্রকৃতি—সকল কথিত হইতেছে।

যদি নারীদ্বয় কামোন্মত্ত হইয়া পরস্পর যোনি ঘর্ষণ দ্বারা শুক্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাতে অনস্থি সন্তান জন্মে।

টীকার অর্থ। যদি একজন স্ত্রী অন্য একজন স্ত্রীর উপর পুরুষবৎ উঠিয়া তাহার যোনিতে স্বযোনি ঘর্ষণ করে। অনস্থি, এস্থলে ঈষদর্থে নঞের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব অনস্থি শব্দে অল্প কোমলাস্থি বুঝিতে হইবে ॥ ৫৬

ঋতু স্নাতা স্ত্রী স্বপ্নে যদি মৈথুন আচরণ করে, তাহা হইলে বায়ু তাহার ঋতু শোণিতকে কুক্ষিতে লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা গর্ভ উৎপাদন করে। সেই গর্ভ গর্ভলক্ষণ হইয়া মাসে মাসে বাড়িতে থাকে। পরে তাহা পৈতৃক গুণে বর্জ্জিত কললরূপে জন্মে।

টীকার অর্থ। গর্ভলক্ষণ অর্থাৎ প্রকৃত গর্ভলক্ষণ। পৈতৃকগুণ অর্থাৎ কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দন্ত, শিরা-স্নায়ু, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি ॥ ৫৭। ৫৮

যে সকল স্ত্রীর সর্প-বৃশ্চিক-কুষ্মাণ্ডাকৃতি বিকৃত গর্ভ সকল উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্ত্রীকে এবং সেই বিকৃত গর্ভ সকলকে অতি পাপাত্মক বলিয়া জানিবে ॥ ৫৯

গর্ভিণীর দোহদ অবমানিত হইলে অর্থাৎ গর্ভিণীকে অভিলষিত বস্তু প্রদান না করিলে বাতপ্রকোপে গর্ভ কুব্জ, কুণি (নুলো), পঙ্গু, মূক (বোবা) ও মিন্মিন (খনা) হইয়া থাকে ॥ ৬০

কি কারণে সন্তানগণের আহার আচার ও চেষ্টার ভিন্নতা হয়, তাহা কথিত হইতেছে। যাদৃশ আহার আচার ও চেষ্টান্বিত হইয়া স্ত্রী-পুরুষ সমুপেত (সমুপেত অর্থাৎ সঙ্গমে নিযুক্ত) হয়, তাহাদের সন্তানও তাদৃশ হইয়া থাকে ॥ ৬১

গর্ভলক্ষণ—গর্ভাশয়গত শুক্র শোণিত জীব ও সবিকারা প্রকৃতি অর্থাৎ অষ্টপ্রকৃতি ও ষোড়শ বিকৃতি এই সমস্ত গর্ভসংজ্ঞক হয়। সেই গর্ভ কালে যখন অঙ্গোপাঙ্গ সংযুক্ত হয়, তখন তাহা শরীরী এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৬২। ৬৩

তাহার অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকল সুশ্রুত শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ অঙ্গোপাঙ্গ বর্ণন করিতেছি, শিষ্যগণ তোমরা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আদ্য অঙ্গ-মস্তক তাহার উপাঙ্গ সকল যথা—কেশ, মস্তলুঙ্গ (মস্তকাভ্যন্তরস্থ ঘৃতবৎ পদার্থ), ললাট, ভ্রূদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নেত্রের কনীনিকাদ্বয় (তারকাদ্বয়), দৃষ্টিমণ্ডলদ্বয়, কৃষ্ণমণ্ডলদ্বয়, শ্বেতভাগদ্বয়, বর্ত্মদ্বয় (নেত্রের পাতা দুইটি), পক্ষ্মসমূহ (পাতার লোম সকল), অপাঙ্গদ্বয় (নেত্রপ্রান্তদ্বয়), শঙ্খদ্বয় (রগ দুইটি), কর্ণদ্বয়, কর্ণের শষ্কুলিদ্বয় (কর্ণকুহরদ্বয়), কর্ণপালিদ্বয় (কর্ণের পাতা দুইটি), কপোলদ্বয়, নাসিকা ওষ্ঠ ও অধর, সৃক্কণীদ্বয় (ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়), মুখ, তালু, হনুদ্বয় (চোয়াল দুইটি), দন্ত সকল, দন্তবেষ্ট (দন্তের মাড়ী), জিহ্বা, চিবুক (দাড়ী) ও গলদেশ। দ্বিতীয় অঙ্গ—গ্রীবা, যাহা মস্তককে ধারণ করিয়া আছে। তৃতীয় অঙ্গ—বাহুযুগল, তাহার উপাঙ্গ সকল যথা—বাহুদ্বয়ের সর্ব্বোপরি স্কন্ধদ্বয়, তাহার নিম্নভাগে প্রগণ্ডদ্বয়, প্রগণ্ডের নিম্নে কফোণিদ্বয় (কনুই), তন্নিম্নে প্রকোষ্ঠযুগল, তন্নিম্নে মণিবন্ধদ্বয় (হাতের কব্জা), তন্নিম্নে তলদ্বয় ও হস্তদ্বয় এবং হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি দশটি, নখ দশটি, নখের পূর্ব্বভাগ দশটি স্থাপ্য ও পরভাগ দশটি ছেদ্য বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। চতুর্থ অঙ্গ বক্ষঃ, তাহার উপাঙ্গ সকল যথা—স্তনদ্বয়, স্ত্রী ও পুরুষের স্তনদ্বয়ে বিশেষ এই—যৌবনাগমে স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় পীবর হয় এবং গর্ভবতী ও প্রসূতা স্ত্রীর স্তনদ্বয় দুগ্ধে পূরিত হইয়া থাকে। (পুরুষের স্তনদ্বয় সকল অবস্থাতেই সমভাবে থাকে)। হৃদয় পদ্মসদৃশ, উহা অধোমুখে অবস্থিত, জাগরিতাবস্থায় বিকসিত এবং নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত থাকে। হৃদয় জীবের আশয় (আশ্রয়স্থান) ও চেতনার উত্তম (প্রধান) স্থান। অতএব উহা তমোব্যাপ্ত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রিত হইয়া পড়ে। জত্রুদ্বয় অর্থাৎ কক্ষদ্বয়ের (বাহুমূলদ্বয়ের) ও বক্ষের সন্ধিদ্বয়, কক্ষাদ্বয় ও তাহার বঙ্ক্ষণদ্বয় (বগল) ॥ ৬৪—৭৬

টীকার অর্থ। "চেতনার উত্তম স্থান" এই বাক্যের অভিপ্রায় এই—চরক বলিয়াছেন—

কেশ, লোম, নখাগ্র, মল, মূত্র ও শব্দাদি গুণ এই কয়েকটি পদার্থ ভিন্ন ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট সমস্ত দেহ ও মনঃ চেতনার আশ্রয় স্থান। অতএব চরক কর্ত্তৃক সকল শরীরই চেতনাস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সকল শরীর চেতনাস্থান হইলেও বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ই চেতনার বিশেষস্থান ॥ ৭৫

পঞ্চম অঙ্গ—উদর। ষষ্ঠ-অঙ্গ—পার্শ্বদ্বয়। সপ্তম অঙ্গ—পৃষ্ঠবংশের সহিত সমস্ত পৃষ্ঠ। ইহাদের উপাঙ্গ সকল বলিতেছি শুন—হৃদয়ের নিম্নে বামভাগে প্লীহা অবস্থিত, উহা শোণিত হইতে উৎপন্ন। মহর্ষিগণ প্লীহাকে রক্তবাহিশিরাসমূহের মূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হৃদয়ের বামে অধোভাগে ফুস্ফুস্ অবস্থিত, উহা রক্তফেনজ। হৃদয়ের দক্ষিণের অধোভাগে যকৃৎ অবস্থিত। যকৃৎ রঞ্জকপিত্তের স্থান, উহা শোণিতজাত। হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণভাগে ক্লোম অবস্থিত, উহা জলবাহিশিরার মূল ও তৃষ্ণাচ্ছাদক ॥ ৭৭—৮১

টীকার অর্থ। ক্লোম, ইহা তিলক নামে খ্যাত, ক্লোম বাতরক্তজ। বৃদ্ধ-বাগ্ভটও বলিয়াছেন—অনিলসংযুক্ত রক্ত হইতে কালীয়কের (ক্লোমের) উদ্ভব হয় ॥ ৮১

বৃক্কদ্বয় (কুক্ষিগোলক-দ্বয়) মেদ ও রক্তের সার হইতে উৎপন্ন, ইহারা জঠরস্থ মেদের পুষ্টিকারক বলিয়া উক্ত আছে। পণ্ডিতগণ পুরুষের অন্ত্র (আঁতুড়ী) সাড়ে তিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অন্ত্র তিন ব্যাম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উণ্ডুক (মলাশয়), কটী, ত্রিক, বস্তি ও বঙ্ক্ষণদ্বয় এই সকল উপাঙ্গ এবং মেঢ্র, ইহা কণ্ডরাসমূহের মূল ও বীর্য্যমূত্রের নির্গম পথ। মেঢ্রই স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে গর্ভের আধান করে। স্ত্রীলোকের যোনি শঙ্খনাভ্যাকৃতি, ইহা তিনটি আবর্ত্ত বিশিষ্ট। যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভ শয্যা প্রতিষ্ঠিত। বৃষণ (অণ্ড দুইটি), ইহা কফ রক্ত মাংস ও মেদের সার হইতে উদ্ভূত। বৃষণদ্বয় বীর্য্যবাহিশিরার আধার ও পৌরুষাবহ বলিয়া খ্যাত। গুদনাড়ীর পরিমাণ সাড়ে চারি অঙ্গুল, তাহা শঙ্খাবর্ত্তনিভ, তাহাতে তিনটি বলি আছে। প্রথমে (সর্ব্বোপরি) প্রবাহণী নামক বলি অবস্থিত, তাহা দেড় অঙ্গুল পরিমিত; তন্নিম্নে উৎসর্জ্জনী নামক বলি অবস্থিত, তাহাও দেড় অঙ্গুল পরিমিত; তন্নিম্নে সংবরণী নামক বলি অবস্থিত, তাহা একাঙ্গুল পরিমিত; এবং গুদমুখ অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত। এই গুদমুখই পায়ু, ইহা মলত্যাগের দ্বার। পুরুষের যাহা প্রোথদ্বয় (পাছাদ্বয়) স্ত্রীলোকের তাহাই নিতম্ব বলিয়া অভিহিত। প্রোথদ্বয়ের বা নিতম্বদ্বয়ের দুইটি কুকুন্দর (নিতম্ব গহ্বর) আছে। অষ্টম অঙ্গ—সক্থিদ্বয় (পাদদ্বয়)। ইহার উপাঙ্গ সকল, যথা জানুদ্বয়, পিণ্ডিকাদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, ঘুণ্টিকাদ্বয়, পার্ষ্ণিদ্বয়, তলদ্বয়, প্রপদদ্বয়, পাদদ্বয়, অঙ্গুলি দশটি, তাহাদের নখ দশটি ॥ ৮২-৯২

অতঃপর এই শরীর অপর যে যে সমবায়িকারণে উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত বর্ণন করিতেছি।—

প্রথমে দোষ সকল বর্ণন করিব, তৎপরে ধাতু সমূহ, তদনন্তর আহারাদির গতি ও পরিণাম, পরে আর্ত্তব, ধাতু সমূহের মল, উপধাতু, আশয়, কলা, মর্ম্ম, সন্ধি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, কণ্ডরা, রন্ধ্র, স্রোতঃ, জাল, কূর্চ্চ, রজ্জু, সেবনী, সংঘাত, সীমন্ত, ত্বক্, লোম ও লোমকূপ সকল ব্যাখ্যা করিব। এই সমস্ত পদার্থেই দেহ গঠিত ॥ ৯৩—৯৬

বাগ্ভট **দোষস্বরূপ**—যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে কথিত হইতেছে।—বায়ু, পিত্ত ও কফ সংক্ষেপতঃ এই তিনটিই দোষ নামে অভিহিত। ইহারা বিকৃত ও অবিকৃত থাকিয়া দেহকে বিনষ্ট ও বর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ দোষ সকল বিকৃত হইয়া দেহকে বিনষ্ট এবং অবিকৃত থাকিয়া দেহকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। উহারা সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও হৃন্নাভির অধঃ মধ্য ও উর্দ্ধদেশে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে। বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা বয়ঃ, দিবা, রাত্রি ও ভোজনের অন্ত মধ্য ও আদিতে যথাক্রমে বর্দ্ধিত বল হয় অর্থাৎ বয়সের শেষভাগে বায়ু, মধ্যভাগে পিত্ত ও প্রথমভাগে কফ বর্দ্ধিতবল; দিবা রাত্রিরও শেষ ভাগে বায়ু, মধ্যভাগে পিত্ত ও প্রথমভাগে কফ বর্দ্ধিত বল হয়। ভোজনেও এইরূপ ঘটে অর্থাৎ ভোজনের পরিপক্কাবস্থায় বায়ু, পচ্যমানাবস্থায় পিত্ত এবং ভোজন মাত্র কফ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৯৭। ৯৮

দোষশব্দের নিরুক্তি—বাত পিত্ত ও কফ ইহারা ধাতু সকলকে ও মল পদার্থ সকলকে দূষিত করে বলিয়া এই বাতাদিত্রয় দোষ নামে অভিহিত হইয়াছে (১)। আবার ইহাদের কর্ত্তৃক দেহ ধৃত (রক্ষিত) হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে ধাতু

টীকার অর্থ। (১) দূষ ধাতুর অর্থ বৈকৃত্য, বাতাদি দ্বারা ধাতু ও মল পদার্থ সকল বিকৃত (দূষিত) হয় বলিয়া উহাদিগকে দোষ শব্দে অভিহিত করা যায়। ৯৯

বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। এবং ইহারা রসাদি পদার্থকে মলিনীকৃত করে বলিয়া মল নামেও অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৯৯—১০০

বায়ুর স্বরূপ—বায়ু: দোষ ধাতু ও মলাদি পদার্থের নেতা, শীঘ্রকারী, রজোগুণময়, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, রুক্ষ, শীতল, লঘু ও চলনশীল।

টীকার অর্থ। নেতা অর্থাৎ স্থানান্তর প্রাপয়িতা। শীঘ্র অর্থাৎ আশুকারী ॥ ১০১

বায়ুর স্বরূপ সম্বন্ধে অন্য উক্তি—অবিকৃত বায়ু, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, চেষ্টা, মলাদির বেগ ও প্রবর্ত্তন (বিসর্জ্জন), ধাতু সমূহের সম্যগ্‌গতি ও ইন্দ্রিয়গণের পটুতা এই সকল কার্য্য সম্পাদন এবং হৃদয় ইন্দ্রিয় ও চিত্তকে ধারণ করিয়া অনুগ্রহ করেন অর্থাৎ দেহকে রক্ষা করিয়া থাকেন। বায়ু রজোগুণময়, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, শীতল, রুক্ষ, লঘু, চলনশীল, খর, মৃদু ও যোগবাহী, উহা সংযোগ বিশেষে উভয়ার্থই করিয়া থাকে অর্থাৎ তেজঃ পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া দাহ এবং সোম পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া শীতলতা উৎপাদন করে। বিভাগ করণে (শারীরপদার্থসকলের পৃথক্ত্ব করণে) দোষসংগ্রহাধ্যায়ে বায়ুই প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পক্কাশয়, কটী, সক্‌থি, শ্রোত্র, অস্থি ও স্পর্শনেন্দ্রিয় (ত্বক্) এই গুলি বায়ুর স্থান। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পক্কাশয়ই বায়ুর বিশেষ অবস্থিতি স্থান ॥ ১০২—১০৫

বায়ুর নাম—উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান, স্থানভেদে বায়ু এই পাঁচটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। এক বায়ুই স্থান ও কর্ম্মভেদে পিত্তবৎ পঞ্চবিধ হয় ॥ ১০৬

উদানাদির স্থান কথিত হইতেছে।—উদানাদি সংজ্ঞক পঞ্চ বায়ু যথাক্রমে কণ্ঠে হৃদয়ে কোষ্ঠাগ্নির নিম্নে (নাভিদেশে), মলাশয়ে ও সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করে অর্থাৎ উদান বায়ু কণ্ঠে, প্রাণবায়ু হৃদয়ে, সমান বায়ু নাভিদেশে, অপানবায়ু মলাশয়ে এবং ব্যান বায়ু সর্ব্ব শরীর ব্যপিয়া অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ১০৭

উদানাদি বায়ুর কর্ম্ম বর্ণিত হইতেছে।—কণ্ঠাবস্থিত উদান বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া ভাষণ ও গীতাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে। ইহা কুপিত হইয়া প্রধানতঃ উর্দ্ধগত রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। হৃদয়াবস্থিত প্রাণবায়ু মুখে গমন পূর্ব্বক অন্নকে অভ্যন্তরে প্রেরণ করে এবং প্রাণকে অবলম্বন করিয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা ভুক্তান্ন উদর মধ্যে প্রেরিত হয় এবং প্রাণও রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাণবায়ুই দেহধৃক্। ইহা কুপিত হইয়া প্রায়ই হিক্কাশ্বাসাদি রোগ সকল আনয়ন করে। আমপক্কাশয়চর বহ্নিসংগত সমান বায়ু ভুক্তান্নকে পাক করে এবং তজ্জাত রসাদিকে পৃথক্ করিয়া থাকে। ইহা দুষ্ট হইলে অগ্নিমান্দ্য অতিসার ও গুল্মরোগ জন্মে। পক্কাশয়স্থিত অপানবায়ু উপযুক্ত সময়ে মল মূত্র শুক্র গর্ভ ও আর্ত্তবকে বহির্নিঃসরণ করে। উহা কুপিত হইয়া বস্তি ও গুহ্যাশ্রিত উৎকট উৎকট রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্যান ও অপান বায়ুর প্রকোপে শুক্রদোষ ও প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হয়। সর্ব্বশরীরচর ব্যানবায়ু রসসংবাহন ক্রিয়া সম্পাদন করে, স্বেদ ও শোণিত নিঃসারণ করে এবং পঞ্চবিধ চেষ্টাও করিয়া থাকে। পঞ্চবিধ চেষ্টা যথা—প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ, বায়ুর এই পাঁচটি চেষ্টা প্রোক্ত আছে। ব্যানবায়ু শরীরিগণের গতি অপক্ষেপণ উৎক্ষেপণ নিমেষ ও উন্মেষাদি প্রায় সকল ক্রিয়াই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহা ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বদেহগত রোগ সকলই প্রায় উৎপন্ন হয়। যখন উদানাদি এক একটি বায়ু কুপিত হইয়া উক্ত প্রকার আত্যয়িক রোগ সকল উৎপাদন করে, তখন এই পাঁচটি বায়ুই যুগপৎ কুপিত হইলে যে নিশ্চয়ই দেহ নাশ করিবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ॥ ১০৮—১১৭

পিত্তের স্বরূপ—পিত্ত উষ্ণ, দ্রব, পীত, নীল, সত্ত্বগুণবহুল, সর (সরণ স্বভাব), কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ ও পাকে অম্ল (বিদগ্ধপিত্ত অম্লরস হইয়া থাকে)।

টীকার অর্থ। নিরাম পিত্ত পীতবর্ণ এবং সাম পিত্ত নীলবর্ণ হয় ॥ ১১৮

পিত্তের নাম—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক, স্থানভেদে পিত্ত এই পাঁচটি নামে অভিহিত হয়।

---

(২) সুশ্রুতও কহিয়াছেন—চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু যেমন বিসর্গ (সুধা বর্ষণ), আদান (রসাদি গ্রহণ) ও বিক্ষেপ দ্বারা জগৎকে ধারণ করেন, কফ পিত্ত ও বায়ুও সেইরূপে দেহকে ধারণ করিয়া থাকেন। বিসর্গাদি কার্য্যত্রয় যথাক্রমে অন্বয় আছে বুঝিবে। বিসর্গ (ত্যাগ) ও আদান বায়ু দ্বারাই হইয়া থাকে। বিক্ষেপ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদির বিবিধ প্রকারে প্রেরণ ॥ ১০০

টীকার অর্থ। একই পিত্ত বাতবৎ নাম স্থানও কর্ম্মভেদে পঞ্চবিধ হয়॥ ১১৯

পাচকাদি পিত্তের স্থান—পাচকাদিসংজ্ঞক পঞ্চপিত্ত যথাক্রমে অগ্ন্যাশয়ে, যকৃৎ-প্লীহায়, হৃদয়ে, নেত্রদ্বয়ে এবং সর্ব্বশরীরত্বকে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ-প্লীহায়, সাধক পিত্ত হৃদয়ে, আলোচকপিত্ত নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বগতত্বকে অবস্থান করিয়া থাকে॥ ১২০

পাচকাদি পিত্তের কর্ম্ম—পাচকপিত্ত ভুক্তান্ন পরিপাক করে, শেষাগ্নির বলবর্দ্ধন করে এবং রস মূত্র ও পুরীষকে নিত্য নিত্য বিরেচন করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। পাচকপিত্ত আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যগত হইয়া ভোজ্য, ভক্ষ্য, চর্ব্ব্য, লেহ্য, চূষ্য ও পেয় এই ষড়্‌বিধ আহারকে পাক করে এবং দোষ রস মূত্র ও পুরীষকে পৃথক করিয়া থাকে। ইহা অগ্ন্যাশয় গত হইয়া নিজ শক্তিদ্বারা রসের রঞ্জন, হৃদয়স্থ কফ ও তমের অপনোদন, রূপগ্রহণ, প্রভা-প্রকাশন ও অভ্যঙ্গ লেপাদির পাচন প্রভৃতি অগ্নি-কর্ম্ম দ্বারা শেষ পিত্তস্থান সকলকে অর্থাৎ যকৃৎ-প্লীহাদি পিত্তস্থান সকলকে অনুগ্রহ করে অর্থাৎ তৎতৎস্থানে গমনপূর্ব্বক রসরঞ্জনাদি কর্ম্মদ্বারা সেই সকল পিত্তস্থানের উপকার করে। পাচকপিত্ত শেষাগ্নির বলবর্দ্ধন করে,—ইহার ব্যাখ্যা শেষ অগ্নি অর্থাৎ পৃথিব্যাদি মহাভূতগুণ; যেহেতু চরকে উক্ত আছে—ভৌম আপ্য আগ্নেয় বায়ব্য ও নাভস এই পঞ্চ উষ্মা অর্থাৎ অগ্নি; যেহেতু বাগ্‌ভটেও উক্ত হইয়াছে—দোষ ধাতু ও মলাদির উষ্মাই অগ্নি; রসাদি সপ্তধাতুগত সপ্ত উষ্মা অর্থাৎ অগ্নি, পাচক-পিত্ত শেষাগ্নির অর্থাৎ এই সকল অগ্নির বল বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যেমন গৃহে স্থাপিত রত্নসকল খদ্যোতবৎ দূরভাস্বর, তাহারাই আবার দীপ-জ্যোতিতে দূরপ্রকাশক হয়, সেই রূপ অগ্ন্যাশয়স্থ পাচকাগ্নি (পাচকপিত্ত)-তেজে অন্য সকল অগ্নিই বলবান্ হইয়া থাকে। বাগ্‌ভটে উক্ত হইয়াছে—সকল পক্ক অপেক্ষা অন্নের পক্কাই প্রধান। কারণ অন্নের পক্কাই সকল পক্কার মূল অর্থাৎ অন্নপক্কার ক্ষয় বৃদ্ধি দ্বারা তাহাদের ক্ষয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য—অগ্নি কি পিত্ত হইতে ভিন্নপদার্থ অথবা পিত্তই অগ্নি? এই জিজ্ঞাস্যের উত্তরে বলা হইতেছে—যখন পিত্তেরই উষ্মাদিগুণদ্বারা আহার পাচন রঞ্জন ও দর্শনাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তখন নিশ্চয়ই পিত্ত ব্যতিরেকে অন্য অগ্নি নাই অর্থাৎ পিত্তই অগ্নি। অতএব অগ্নিরূপ পিত্তেরই স্থানভেদে পাচক রঞ্জক সাধক আলোচক ও ভ্রাজক সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—পাচকপিত্ত তিলপ্রমাণ, কাঠিন্যহেতু তাহার দোষকারিতা নাই, উহা অবিকৃত থাকিয়া পাক, উষ্মা ও দর্শন ক্রিয়া দ্বারা উপকার করে, অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পাচক পিত্ত দ্বারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, প্রভা, মেধা, বুদ্ধি, শৌর্য্য ও দেহমৃদুতা জন্মে। পাচক পিত্ত পঞ্চভূতাত্মক, উহা আম পক্কাশয় মধ্যে অবস্থিত। পাচক পিত্ত পঞ্চভূতাত্মক হইলেও উহা তেজোগুণ প্রধান, তেজোগুণের আধিক্য হেতু উহা দ্রবত্ব রহিত; পাকাদি কর্ম্ম দ্বারা উহা অগ্নি নামে খ্যাত। পাচক পিত্ত অন্নকে পাক করে, সারভাগ ও মলভাগকে পৃথক বিভক্ত করে এবং নিজ স্থানে থাকিয়াই বলদান দ্বারা অন্য পিত্ত সকলের উপকার করে। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে—যদি পিত্ততে ও অগ্নিতে কোন ভেদ না থাকে অর্থাৎ একই পদার্থ হয়, তাহা হইলে ঘৃত কি প্রকারে পিত্তের শমক ও অগ্নির দীপক হইয়া থাকে? আর মৎস্যও পিত্তের বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহা অগ্নির দীপ্তি করে না, ইহারই বা কারণ কি? আবার পক্ষান্তরে ইহাও উক্ত আছে—যথা পিত্তের আধিক্য হইলে অগ্নিরও তীক্ষ্ণতা (আধিক্য) হয়; সমদোষ ব্যক্তি সমাগ্নি হয়, ইহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? আবার শাস্ত্রে ইহাও বলা হইয়াছে—পিত্ত দ্রব, স্নিগ্ধ ও অধোগ, অগ্নি ইহার অন্যথা, অর্থাৎ অগ্নিতে দ্রবত্বাদি নাই ইত্যাদি। এই প্রশ্নের উত্তর এই—পিত্ত অগ্নির সতত অবস্থিতি স্থান অর্থাৎ পিত্তেতেই অগ্নি নিয়ত অবস্থিতি করে। এবিষয়ে তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—অগ্নি-ভিন্নগুণে যুক্ত, পিত্ত ভিন্নগুণে যুক্ত অর্থাৎ অগ্নি যে গুণবিশিষ্ট, পিত্ত সে গুণ বিশিষ্ট নহে; পিত্ত, দ্রব, স্নিগ্ধ ও অধোগ, অগ্নি তাহার বিপরীত; পিত্ত তেজোময়, পিত্তের যে উষ্মা তাহাই শক্তিমান্, তাহাই কুক্ষিস্থ হইয়া ধমনীমুখে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে; তাহাই কায়াগ্নি, তাহাই কায়োষ্মা, তাহাই পক্তা এবং তাহাই জীবন; তাহা অনন্যগতি অর্থাৎ কেবল দেহেই তাহার গতি। এই জন্য তাহা কায়াগ্নি নামে কথিত। এবিষয়ে অপর উক্তি—নাভির বাম পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত, তন্মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল এবং সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অগ্নি ব্যবস্থিত আছে। তথায় উহা জরায়ুমাত্রদ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া কাচকোশস্থ (লণ্ঠন মধ্যগত) দীপবৎ অবস্থিতি করে। মধুকোষেও উক্ত আছে—পিত্ত দ্রবতেজো-ময়, সেই দ্রবতেজোময় পিত্তেরই তেজোভাগ অগ্নি। তেজোভাগ দ্রবভাগের সর্ব্বাবয়বে ওত-

প্রোত ভাবে অবস্থিতি করে বলিয়া পিত্তকেই অগ্নিবং মনে করা যায়। যেমন অতিতাপিত লৌহ পিণ্ডকে অগ্নি বলিয়া জ্ঞান করা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ অগ্নি পিত্ত হইতে ভিন্নই ; ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব রসপ্রদীপে উক্ত আছে—ভগবান্ জাঠর অগ্নি ঈশ্বর স্বরূপ, উহা অন্নের পাচক। জাঠরাগ্নি অতি সূক্ষ্ম হইয়াও কিরূপে রস সকল গ্রহণ করে, তাহা বলিতে পারা যায় না। শরীর মধ্যে নাভিস্থলে সোমমণ্ডল নামক একটি বিশেষ স্থান আছে। সেই সোমমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল নামক অপর একটি মণ্ডল অবস্থিতি করে। সেই সূর্য্যমণ্ডলে জাঠর অগ্নি অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন সূর্য্য স্বরলোকে অবস্থিত থাকিয়া নিজ তেজোযুক্ত কিরণ দ্বারা পল্বল ও সরোবর সকলকে শোষণ করে জাঠর অগ্নিও সেইরূপ নাভিতে অবস্থান করিয়া আত্মকিরণ দ্বারা প্রাণিগণের নানাব্যঞ্জন সংস্কৃত ভুক্ত অন্ন শীঘ্র পাক করিয়া থাকে। অগ্নি স্থূলকায় প্রাণিগণের শরীরে যবপ্রমাণে, হ্রস্বকায় প্রাণিগণের শরীরে তিলপ্রমাণে এবং কৃমি, কীট ও পতঙ্গগণের শরীরে চুলপ্রমাণে অবস্থান করে। অধিক আর অপ্রকৃত চিন্তনে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে প্রকৃত চিন্তাই করা যাউক॥ ১২১

অতঃপর পুনর্ব্বার প্রকৃত বিষয়েরই অনুসরণ করা যাইতেছে।—রঞ্জক নামক যে পিত্ত তাহা রসকে রক্ত রূপে পরিণমিত করে। সাধক নামে যে পিত্ত তাহা বুদ্ধি, ধৃতি (মেধা) ও স্মৃতি উৎপাদন করে। আলোচক সংজ্ঞক যে পিত্ত তাহা রূপ গ্রহণের কারণ। এবং ভ্রাজক নামক যে পিত্ত তাহা কান্তিকারী ও লেপাভ্যঙ্গাদির পাচক॥ ১২২। ১২৩

শ্লেষ্মস্বরূপ—শ্লেষ্মা, শ্বেত, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণবহুল ও স্বাদু। ইহা বিদগ্ধ হইলে লবণ রস হয়॥ ১২৪

শ্লেষ্মার নাম—ক্লেদন অবলম্বন রসন স্নেহন ও শ্লেষণ, স্থানভেদে শ্লেষ্মা এই পাঁচটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। একই শ্লেষ্মা বাতপিত্তবৎ স্থান ও কর্ম্মভেদে পঞ্চবিধ হয়॥ ১২৫

ক্লেদনাদি শ্লেষ্মার স্থান।—ক্লেদনাদি পঞ্চ শ্লেষ্মা যথাক্রমে আমাশয়ে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, মস্তকে, ও সন্ধিসমূহে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ ক্লেদন শ্লেষ্মা আমাশয়ে, অবলম্বন শ্লেষ্মা হৃদয়ে, রসন শ্লেষ্মা কণ্ঠে, স্নেহন শ্লেষ্মা মস্তকে এবং শ্লেষণ শ্লেষ্মা সন্ধি সমূহে অবস্থান করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। দোষসকল সকলশরীরব্যাপী হইলেও বাহুল্যাভিপ্রায়ে তাহাদের প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটি করিয়া স্থান উক্ত হইয়াছে। এবিষয়ে বাগ্ভটও কহিয়াছেন—দোষ সকল সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও উহারা ঐ ঐ স্থানে বাহুল্যভাবে অবস্থিতি করে জানিবে এবং উহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মও অবগত হইবে। চরকও বলিয়াছেন—দোষসকল সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও তাহারা হৃন্নাভির অধোভাগে মধ্যভাগে ও উর্দ্ধভাগে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে॥ ১২৬

তৎ তৎ স্থানগতশ্লেষ্মার কর্ম্ম—ক্লেদন শ্লেষ্মা ভুক্তান্নকে ক্লিন্ন করে এবং আত্মশক্তি দ্বারা উদক কর্ম্মে অপর শ্লেষ্মস্থান সকলের উপকার করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। ক্লেদন শ্লেষ্মা অন্নকে ক্লিন্ন করে, ক্লিন্ন করায় স হত অন্ন ভাঙ্গিয়া যায়। অপর শ্লেষ্মস্থান অর্থাৎ হৃদয়াদি শ্লেষ্মস্থানে বিভাগ ক্রমে গমন করিয়া হৃদয়াবলম্বন, ত্রিকসন্ধারণ, রসগ্রহণ, সমস্তেন্দ্রিয় তর্পণ ও সন্ধিসংশ্লেষাদি উদক কর্ম্মদ্বারা তৎ তৎস্থানের উপকার করে। কোন্ কর্ম্মদ্বারা কোন্ স্থানের কি উপকার করে, তাহা উত্তরোত্তর বর্ণন করিব॥ ১২৭

অবলম্বন শ্লেষ্মা রসান্বিত আত্মবীর্য্যদ্বারা হৃদয়ের অবলম্বন ও ত্রিকের সন্ধারণ বিধান করে।

টীকার অর্থ। ত্রিক অর্থাৎ শিরঃ ও বাহুদ্বয়ের সন্ধি॥ ১২৮

রসনা ও রসন-শ্লেষ্মা পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া উভয়ই সৌম্যপদার্থ। রসাস্বাদনে উভয়েরই শক্তি আছে বলিয়া রসনা ও রস উভয়কেই সমান বলিয়া জানিবে।

টীকার অর্থ। রসনা অর্থাৎ রসেন্দ্রিয়, রসন অর্থাৎ কণ্ঠস্থ কফ॥ ১২৯

স্নেহন শ্লেষ্মা স্নেহদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করিয়া থাকে। শ্লেষণ-শ্লেষ্মা সন্ধি সকলের সংশ্লেষ বিধান করে॥ ১৩০

ধাতুশব্দের নিরুক্তি—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি পদার্থ স্বয়ং অবস্থিত থাকিয়া মানবগণের দেহধারণ (রক্ষণ) করে বলিয়া ইহারা ধাতু নামে অভিহিত হয়॥ ১৩১

ধাতুসমূহের কর্ম্ম—প্রীণন, জীবন, লেপ, স্নেহ, ধারণ, পূরণ ও গর্ভোৎপাদ, সাতটি ধাতুর এই সাতটি কার্য্য কথিত হইয়াছে॥ ১৩২

রসশব্দের নিরুক্তি—গত্যর্থ-বোধক-রস ধাতু হইতে রসশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বদাই সকল দেহে গমনাগমন করে বলিয়া উহা রসশব্দে অভিহিত ॥ ১৩৩

রসের স্বরূপ—ভুক্তান্ন সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে যে সারপদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই রস। রস—দ্রব, শ্বেতবর্ণ, শীতল, স্বাদু, স্নিগ্ধ ও চলনশীল।

টীকার অর্থ। সার যথা—গুড়, মৌলফুল, বব্বুলত্বক্, (বাবলাছাল) ও বদরীমূলাদি হইতে উদ্ভুত সার—মদিরা ॥ ১৩৪

রসের স্থান—রস সর্ব্বদেহচর হইলেও হৃদয়ই উহার প্রধান স্থান। কারণ সমানবায়ুকর্তৃক উহা প্রথমেই হৃদয়ে ধৃত হইয়া থাকে ॥ ১৩৫

রসের কর্ম্ম—এই রস ধমনীপথে গমন করিয়া সমস্ত ধাতুকে পরিপোষণ করে। পশ্চাৎ স্বীয় গুণ দ্বারা শরীরকে ব্যাপিয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্যে উহা বিদগ্ধ হইলে কটু বা অম্লরস হইয়া থাকে। বিদগ্ধ রস নানাপ্রকার রোগ জন্মায় এবং বিষকার্য্য করে।

টীকার অর্থ। স্বীয় গুণদ্বারা অর্থাৎ শীত-স্নিগ্ধ পোষকত্ব গুণদ্বারা ॥ ১৩৬। ১৩৭।

রক্তের স্বরূপ—রস যখন যকৃতে গমন করে, তখন উহা রঞ্জক পিত্তদ্বারা রাগ (লৌহিত্য) ও পাক প্রাপ্ত হইয়া রক্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বশরীরস্থ রক্তই জীবের প্রধান আধার। রক্ত—স্নিগ্ধ, গুরু, চলনশীল ও স্বাদু। ইহা বিদগ্ধ হইলে বিদগ্ধ পিত্তবৎ হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। রক্তই যে জীবের প্রধান আধার, এ বিষয়ে শাস্ত্রে এই উক্তি আছে, যথা—জীব সর্ব্ব দেহেই অবস্থিতি করে বটে কিন্তু রক্তে বীর্য্যে ও মলেই বিশেষরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ—উহাদের কোনটির ক্ষয় হইলেই জীব তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—অথাৎ মরিয়া যায়। জীব রক্তে, বীর্য্যে ও মলে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে, একথা বলায় এই বুঝিতে হইবে যে, বাগ্‌ভটোক্ত পরিমাণমিত শরীরারম্ভক বিশুদ্ধ রক্তাদিতেই জীব বিশেষরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। দুষ্ট বা প্রবৃদ্ধ রক্তাদিতে নহে। কারণ রক্তস্রাবণোপদেশের বৈয়র্থ্য ঘটে। বিদগ্ধ রক্ত পিত্তবৎ হয় অর্থাৎ অম্লরস হইয়া থাকে ॥১৩৮।১৩৯

রক্তের স্থান—যকৃৎ ও প্লীহা রক্তের প্রধান স্থান। উহা ঐ স্থানদ্বয়ে অবস্থিত হইয়া অন্যস্থানস্থিত রক্ত সমূহের পোষক হয় ॥ ১৪০

মাংসের স্বরূপ—শোণিত স্বকীয় অগ্নিদ্বারা (উষ্মদ্বারা) পক্ক এবং বায়ুদ্বারা ঘনীকৃত হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয়। মাংসের ভেদ সকল উত্তরোত্তর বর্ণন করিব।

টীকার অর্থ। শোণিত স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পক্ক এবং বায়ুদ্বারা ঘনীকৃত হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয়, একথা বলায় বুঝিতে হইবে যে, রসই যখন শোণিত স্থানগত হইয়া রক্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন অগ্রে রসেরই মাংসাদিব্যপদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ রক্তমাংসাদি ধাতু সকল কেবল এক রসের পরিণাম মাত্র ॥ ১৪১

মাংসপেশী—বায়ু যথাপ্রয়োজন উষ্মযুক্ত হইয়া স্রোতোবিদারণপূর্ব্বক মাংসে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহাকে পেশীরূপে বিভক্ত করে অর্থাৎ সূত্রগুচ্ছরূপে পরিণমিত করিয়া থাকে ॥ ১৪২

মাংসপেশীর সংখ্যা—মানবদেহে পাঁচশত মাংসপেশী আছে। এই পাঁচশত পেশীর মধ্যে চারি শত পেশী শাখা চতুষ্টয়ে অর্থাৎ পদদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে অবস্থিত। কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টি (৬৬টি) এবং গ্রীবার উর্দ্ধে চতুস্ত্রিংশৎ সংখ্যক (৩৪টি) পেশী আছে।

শাখাগত পেশী যথা—এক একটি পদাঙ্গুলিতে তিন তিনটি করিয়া সমুদয়ে পঞ্চদশটি, পদাগ্রে দশটি, পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্ট দশটি, গুল্‌ফ ও পদতলে দশটি, গুল্‌ফ ও জানুর মধ্যে বিংশতিটি, জানুতে পাঁচটি, উরুতে বিংশতিটি ও বঙ্ক্ষণে দশটি। এক পায়ে এইরূপ সংখ্যায় একশতটি পেশী অবস্থিত আছে। অপর পায়ে ও হস্তদ্বয়েও এইরূপ সংখ্যায় এক একশত পেশী অবস্থান করে জানিবে।

কোষ্ঠগত ষট্‌ষষ্টি পেশী যথা—গুদপ্রদেশে তিনটি, লিঙ্গে একটি, সেবনীতে একটি, বৃষণদ্বয়ে দুইটি, স্ফিক্‌দ্বয়ে পাঁচপাঁচটি করিয়া দশটি, বস্তির মূর্দ্ধাভাগে দুইটি, উদরে পাঁচটি, নাভিতে একটি, মেরুদণ্ডসন্নিবিষ্ট উভয়দিকে পাঁচটি পাঁচটি দশটি দীর্ঘপেশী, পার্শ্বদ্বয়ে ছয়টি, বক্ষঃস্থলে দশটি, অক্ষকাংসের চতুর্দ্দিকে সাতটি (অক্ষক-অমুআ নামে খ্যাত অংস-স্কন্ধ), হৃদয়ে দুইটি, যকৃতে দুইটি, প্লীহায় দুইটি ও উণ্ডুকে দুইটি পেশী অবস্থিত। (সেবনী গুহ্যের উপরে কোষ পর্য্যন্ত সেলাইয়ের ন্যায় স্থান; স্ফিক পাছা; উণ্ডুক—মলাশয়ে)।

গ্রীবার ঊর্দ্ধগত চতুস্ত্রিংশৎ পেশী যথা—গ্রীবাতে চারিটি, হনুদ্বয়ে আটটি, কাকলকে (কণ্ঠমণিতে) একটি, গলে একটি, তালুতে দুইটি,

জিহ্বায় একটি, ওষ্ঠদ্বয়ে দুইটি. নাসিকায় দুইটি, নেত্রদ্বয়ে দুইটি, গণ্ডদ্বয়ে চারিটি, কর্ণদ্বয়ে দুইটি, ললাটে চারিটি ও মস্তকে একটি পেশী অবস্থিত। মানব দেহে এই প্রকারে পাঁচশত পেশী অবস্থিত আছে ॥ ১৪৩।১৪৪

স্ত্রীলোকদিগেরও ঐ ঐ স্থানে ঐ ঐ সংখ্যায় পাঁচ শত পেশীই আছে। অপিচ গর্ভাশয়ে, গর্ভমার্গে, যোনিতে ও স্তনদ্বয়ে আর বিংশতিটি পেশী অধিক আছে।

অধিক বিংশতি পেশী যথা—গর্ভাশয়ে তিনটি, গর্ভচ্ছিদ্রসংস্থিত শুক্রশোণিতপ্রবেশিনী পেশী তিনটী, যোনিমার্গের অভ্যন্তর মুখভাগে প্রসৃত পেশী দুইটি, যোনির বহির্নির্গত-স্রোতঃপার্শ্বদ্বয়স্থিত বর্ত্তুলে (যোনিকর্ণিকায়) দুইটি এবং স্তনদ্বয়ে পাঁচটি করিয়া দশটি। স্ত্রীলোকদিগের যৌবনকালে এই সকল পেশীর বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৪৫

পুরুষদিগের লিঙ্গে ও বৃষণদ্বয়ে যে সংখ্যক পেশী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীলোকদিগের অন্তর্গত ফলকে (গর্ভাশয়কে) আবৃত করিয়া অবস্থান করে।

টীকার অর্থ। পুরুষদিগের লিঙ্গে ও মুষ্কে তিনটী পেশী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের লিঙ্গ ও মুষ্কের অভাব হেতু সেই তিনটি পেশী ফলকে অর্থাৎ গর্ভাশয়কে আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে। কিন্তু গয়দাস বলেন—স্ত্রীলোকদিগের মাংসপেশী পাঁচশত অপেক্ষা তিনটি কম অর্থাৎ চারি শত সাতানব্বইটি। ভোজও বলেন—পুরুষদিগেরই পাঁচশত পেশী, স্ত্রীলোকদিগের নহে; পুরুষদিগের লিঙ্গে ও বৃষণদ্বয়ে যে তিনটি পেশী আছে, তাহা স্ত্রীলোকদিগের নাই। অতএব স্ত্রীলোকদিগের পেশী পুরুদিগের অপেক্ষা তিনটি কম ॥ ১৪৬

মাংসপেশীসকলের কর্ম্ম—শরীরিদিগের স্নায়ু পর্ব্ব ও সন্ধিস্থান মাংসপেশী দ্বারা সংবৃত থাকে, তাহাতে শিরাদি বলবান্ হয় ॥ ১৪৭

মেদের স্বরূপ—মাংস স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পক্ক হইয়া মেদোরূপে পরিণত হয়। মেদ—অতীব গুরু স্নিগ্ধ বলকারী ও বৃংহণ ॥ ১৪৮

মেদের স্থান—মেদ সকল প্রাণির উদরে এবং অস্থিতে অবস্থিত। এই জন্যই মেদস্বিব্যক্তির উদরেই প্রায় বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৪৯

অস্থিস্বরূপ—মেদ স্বীয় অগ্নিদ্বারা পক্ক এবং বায়ুদ্বারা অতি শোষিত হইয়া অস্থিরূপে পরিণত হয়। অস্থি সর্ব্বশরীরের সার পদার্থ। অভ্যন্তরগত সারদ্বারা বৃক্ষ সকল যেমন দৃঢ়রূপে অবস্থান করে, অস্থিসার দ্বারাও দেহিগণ সেইরূপ দৃঢ়ভাবে ধৃত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। অস্থিসকল সর্ব্বথা সার পদার্থ, সেই হেতু ত্বঙ্মাংস চিরবিনষ্ট হইলেও অস্থিসকল বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ॥১৫০-১৫২

অস্থির সংখ্যা—শল্যতন্ত্রে অস্থির সংখ্যা তিন শত বলিয়া উক্ত আছে। এস্থলে সেই সকল অস্থি এবং তাহাদের স্থান সকল বর্ণন করিব। যথা—সেই তিন শত অস্থির মধ্যে এক শত বিংশতি খানি অস্থি শাখাচতুষ্টয়ে অর্থাৎ পদদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে অবস্থিত। পার্শ্বদ্বয়ে, শ্রোণিফলকে (কটিদেশে), বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠে ও উদরে সর্ব্বশুদ্ধ এক শত সতরখানি অস্থি এবং গ্রীবা ও তদূর্দ্ধে তেসট্টি (৬৩) খানি অস্থি অবস্থিত আছে।

শাখাগত অস্থি যথা—এক একটি পদাঙ্গুলিতে তিন তিন খানি করিয়া পঞ্চদশখানি, পদতলে পাঁচখানি অস্থিশলাকা এবং তাহাদের আধারভূত এক খানি অস্থি, কূর্চ্চে দুইখানি গুল্‌ফে দুইখানি, পার্ষ্ণিতে একখানি, জঙ্ঘায় দুইখানি, জানুতে একখানি, উরুতে একখানি, এইরূপ সংখ্যায় এক পায়ে ত্রিশখানি অস্থি অবস্থিত আছে। এইরূপ সংখ্যায় অপর পায়ে ও হস্তদ্বয়ে ত্রিশ ত্রিশ খানি করিয়া অস্থি আছে।

পার্শ্বাদিগত অস্থি যথা—দুই পার্শ্বে ছত্রিশ খানি করিয়া বায়াত্তর খানি, গুহ্যে একখানি, লিঙ্গে বা ভগে একখানি, দুই নিতম্বে দুইখানি, ত্রিকে একখানি, বক্ষঃস্থলে আটখানি, পৃষ্ঠে ত্রিশখানি এবং অক্ষকদ্বয়ে দুই খানি অস্থি বিদ্যমান আছে।

গ্রীবোর্দ্ধগত অস্থি যথা—গ্রীবাতে নয়খানি, কণ্ঠনালীতে চারিখানি, দুই হনুতে দুইখানি, দন্ত বত্রিশটি, নাসিকায় তিনখানি, তালুতে একখানি, দুই গণ্ডে দুইখানি, দুই কর্ণে দুইখানি, দুই ভ্রূতে দুইখানি এবং মস্তকে ছয়খানি অস্থি অবস্থিতি করে ॥ ১৫৩—১৫৫

উক্ত অস্থি সকল পঞ্চবিধ হয়। যথা—তরুণাস্থি, কপালাস্থি, রুচকাস্থি, বলয়াস্থি ও নলকাস্থি। অক্ষিকোশে কর্ণে নাসিকায় ও গ্রীবাতে তরুণাস্থি; মস্তকে শঙ্খদেশে গণ্ডস্থলে নিতম্বে তালুতে স্কন্ধে ও জানুতে কপালাস্থি; দন্তগুলি রুচকাস্থি; পাণিদ্বয়ে পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠে বক্ষঃস্থলে জঠরে গুহ্যদেশে ও পাদদ্বয়ে বলয়াস্থি এবং হস্তপদের অঙ্গুলিতে কূর্চ্চদেশে মণিবন্ধে বাহুদ্বয়ে ও জঙ্ঘাদ্বয়ে নলকাস্থি অবস্থিত ॥১৫৬—১৫৯

অস্থির প্রয়োজন—মাংস সকল শিরা ও স্নায়ু দ্বারা অস্থিতে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অস্থিকে অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়া মাংস সকল বিদীর্ণ বা পতিত হয় না ॥ ১৬০

মজ্জাস্বরূপ—অস্থি স্বকীয় অগ্নিদ্বারা (উষ্ম-দ্বারা) পক্ক হইলে উহা হইতে এক প্রকার ঘন সার উৎপন্ন হয় এবং সেই সার অস্থি হইতে পৃথগ্ভূত হইয়া অস্থিমধ্যেই অবস্থিতি করে। সেই অস্থিসারই মজ্জানামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৬১

মজ্জার স্থান—স্থূলাস্থি সমূহের অভ্যন্তরেই মজ্জা বিশেষরূপে অবস্থিতি করে ॥ ১৬২

শুক্রের উৎপত্তি—রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়।

টীকার অর্থ। সুশ্রুতের এই বচন দ্বারা উক্ত হইল যে শুক্র মজ্জা হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৬৩

আহার প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রথমে আমাশয়ে প্রেরিত হয়। উহা মধুরাদি ষড়্‌রস বিশিষ্ট হইলেও তথায় গিয়া মধুরতা ও ফেনভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—সুশ্রুতেরই আবার এই একটা বচন আছে যে, রস এক মাসে পুরুষদিগের শুক্র এবং স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব হইয়া থাকে, এই বচন দ্বারা রস হইতেই শুক্রের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা হইয়াছে। সুশ্রুতের এক বচনে বলা হইয়াছে মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়, অন্য বচনে বলা হইয়াছে—রস হইতেই শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এই সন্দেহ দূরীকরণার্থই আহারাদির গতিও পরিণাম বর্ণিত হইতেছে। আহার ষড়্‌বিধ, যথা ভোজ্য, ভক্ষ্য, চর্ব্ব্য, লেহ্য, চোষ্য ও পেয়। ভোজ্যাদির উদাহরণ ;—ভোজ্য—অন্ন ও সূপাদি; ভক্ষ্য—লড্‌ডুকাদি ; চর্ব্ব্য—চিপিটকাদি ; লেহ্য—রসালাদি ; চোষ্য—আম্রফলাদি ; পেয়—পানক। চরক ঋষি আমাশয়ের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—নাভি ও স্তনের মধ্যস্থানকে পণ্ডিতেরা আমাশয় কহিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বিশেষ বিষয় কথিত হইতেছে, যথা নাভি হইতে এক বিতস্তি ঊর্দ্ধে এবং কণ্ঠ হইতে ছয় অঙ্গুলি নিম্নে যে স্থান, তাহাকে উরঃ (বক্ষঃ) অবশিষ্ট ভাগকে হৃদয় বলিয়া জানিবে। উরঃ—রক্তাশয়, তাহার নিম্নে শ্লেষ্মাশয় (হৃদয়), শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে আমাশয় এবং আমাশয়ের নিম্নে অগ্ন্যাশয় (গ্রহণী)। "আহার প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রথমে আমাশয়ে প্রেরিত হয়" অর্থাৎ হৃদয়াধিষ্ঠান প্রাণনামক বায়ু মুখে গমন করিয়া মুখগত অন্নগ্রাসকে আমাশয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে। সুশ্রুতও বলিয়াছেন—প্রাণনামক এই যে দেহধৃক্ বায়ু, ইহা মুখে গমন করিয়া অন্নকে অভ্যন্তরে প্রেরণ করে, এবং প্রাণকে অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রাণকে রক্ষা করিয়া থাকে। আমাশয়-নীত সেই অন্নকে ক্লেদন নামক কফ ক্লিন্ন করে। ক্লেদন হেতু অন্নের সংহতি ভাঙ্গিয়া যায়, অর্থাৎ কাঠিন্য অপগত হয়। সুশ্রুতেও ইহাই উক্ত আছে, যথা ক্লেদন নামক কফ অন্নকে ক্লিন্ন করে তাহাতে অন্নের সংহতি ভাব ভেদ হইয়া থাকে। "সেই আহার মধুরাদি ষড়্‌রস বিশিষ্ট হইলেও আমাশয়ে গিয়া মধুরতা প্রাপ্ত হয়" ইহার কারণ এই আমাশয়স্থ-মধুররস-কফের সংযোগে তাহা মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মস্বরূপও এই উক্ত হইয়াছে যে, শ্লেষ্মা—শ্বেত, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণভূয়িষ্ঠ ও মধুররস। শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইলে লবণরস হয়, উহা জঠরানল তেজে ফেনভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—বাহ্য অগ্নি যেমন স্থালীস্থ জলতণ্ডুলকে পাক করে, ঔদর্য্য অগ্নিও (জঠরাগ্নিও) সমান বায়ুদ্বারা সন্ধুক্ষিত হইয়া সেইরূপ আমাশয়স্থিত অন্নকে পাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ুকর্ত্তৃক আমাশয়-প্রেরিত আহারের কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া পাচকাখ্য পিত্তোষ্ম দ্বারা ঈষৎ পক্ক হইলে অম্লরস হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে—পাচকপিত্ত দ্বারা আহার বিদগ্ধ (কতক পক্ক, কতক অপক্ক) হইলে অম্লতা প্রাপ্ত হয়। (পাচক পিত্ত-দ্বারা অর্থাৎ পাচক পিত্তের উষ্মদ্বারা)। আমাশয় প্রেরিত সেই আহার পরে নাভিমণ্ডলাধিষ্ঠান-সমান-বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গ্রহণীতে অভিনীত হয় ॥ ১৬৪

গ্রহণী-লক্ষণ।

আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যগত পিত্তধরা নামক যে ষষ্ঠীকলা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণী নামে অভিহিত। ভুক্তান্ন গ্রহণীতে কোষ্ঠাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং তাহা কটুরস হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। পাচকাখ্য পিত্ত যাহা অগ্ন্যধিষ্ঠান সেই পিত্তকে ধারণ করে যে কলা, তাহাই পিত্তধরা কলা, তাহাই গ্রহণী নামে অভিহিত। সেই গ্রহণীতে আমাশয়-পক্বাশয়মধ্যবর্ত্তি-পাচক পিত্তাধিষ্ঠিত অগ্নিদ্বারা

আহার পরিপাক পায় এবং তাহা কটুরস হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই—আহার গ্রহণীতে গিয়া কোষ্ঠ-বহ্নি দ্বারা অর্থাৎ গ্রহণীস্থিত পাচক পিত্তরূপ অগ্নিদ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং পচ্যমান সেই আহার গ্রহণীস্থিত কটুরস পিত্ত সংযোগে কটু হইয়া থাকে ॥ ১৬৫

এই আহার পরিপাক বিষয়ে আরও কিছু বিশেষ কথিত হইতেছে, যথা—শরীর পাঞ্চভৌতিক, শরীরারম্ভক পঞ্চভূতে পঞ্চপ্রকার অগ্নি অবস্থান করে। এবিষয়ে চরক বলিয়াছেন—ভৌম, আপ্য, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস এই পাঁচপ্রকার উষ্মা (অগ্নি), ইহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় পার্থিবাদি পঞ্চ আহার-গুণকে পরিপাক করে।

টীকার অর্থ। এস্থলে উষ্মাপদে অগ্নি বুঝিতে হইবে। শরীর যেমন পাঞ্চভৌতিক, আহারও তেমনি পাঞ্চভৌতিক; শরীরবর্ত্তি ভূভাগাগ্নি (ভৌমাগ্নি), পাচকপিত্তস্থ অগ্নিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া আহারবর্ত্তি ভূভাগকে পাক করে। এবং সেই পক্ক ভূভাগ নিজগুণ সকলকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে আহারের জলাদিভাগ পরিপাক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৬

সুশ্রুতেও উক্ত আছে;—পঞ্চভূতাত্মক দেহে পাঞ্চভৌতিক আহার পাঁচপ্রকারে সম্যক্ পক্ক হইয়া স্বকীয় গুণসকলকে বর্দ্ধিত করে।

টীকার অর্থ। এস্থলে গুণশব্দে গুণী অর্থাৎ পৃথিব্যাদি বুঝিতে হইবে। অতএব "গুণ সকলকে বর্দ্ধিত করে" বলায় শরীরবর্ত্তি পার্থিবাদি ভাগ সকলকে বর্দ্ধিত করে বুঝিতে হইবে ॥ ১৬৭

মিষ্ট ও লবণ রস পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া মধুর রস হয়, অম্লরস পরিপাক পাইয়া অম্লরসই হয়, আর কটু তিক্ত ও কষায় এই তিন রস পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কটু রসই হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। মিষ্ট ও লবণরসান্বিত আহার অহোরাত্রে পক্ক হইয়া মধুর রস হয়, অম্ল অম্লরস হয় এবং কটু তিক্ত ও কষায় রস কটু হইয়া থাকে। (অন্যান্য গ্রন্থে এই টীকা নাই, ইহা অনাবশ্যক অধিক পাঠমাত্র) ॥ ১৬৮

আহারের সারভাগ রস এবং সারহীনভাগ মলদ্রব। মলদ্রবের জলভাগ শিরাকর্ত্তৃক বস্তিতে নীত হইয়া মূত্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার অবশিষ্ট যে কিট্টভাগ (মলভাগ) তাহাই পুরীষ নামে কথিত হইয়া থাকে। সেই পুরীষ সমান বায়ুকর্ত্তৃক নীত হইয়া মলাশয়ে গিয়া অবস্থিতি করে। পরে অপান বায়ুদ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া মূত্র উপস্থমার্গ দ্বারা, এবং পুরীষ গুহ্যমার্গ দ্বারা শরীর হইতে বহির্নির্গত হয়।

টীকার অর্থ। উক্ত প্রকারে বিপক্ক আহারের সারভাগ রস নামে খ্যাত এবং গ্রহণীস্থ অবশিষ্ট শেষ ভাগ মলদ্রব বলিয়া অভিহিত। সেই মলদ্রবের জল ভাগ শিরাদ্বারা বস্তিতে নীত হইয়া মূত্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৯—১৭১

রস সমান বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হৃদয়ে যায়। পরে তাহা ব্যান বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সকল ধাতুকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। রস সমান বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক রসের স্থান হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক সেই রসের সহিত মিশ্রিত হয় ইত্যাদি ॥ ১৭২

অল্পতোয়া কৃত্রিমা নদী (পয়োনালী) যেমন ক্ষেত্রে বিবিধ ওষধিকে পরিপোষণ করে, রসও সেইরূপ শরীরে সকল ধাতুকে বর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥ ১৭৩

চরকে রসের ত্রৈবিধ্য উক্ত হইয়াছে, যথা—শরীরারম্ভক রসাদি প্রত্যেক ধাতুতে, আহারজাতরস যথাক্রমে গমন করিয়া তৎ তৎ স্থানে তিন তিন প্রকার হয়, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও তন্মল এই তিন তিন অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। স্থূল অংশ স্বস্থানকে, সূক্ষ্মঅংশ পর স্থানকে ও তন্মল অংশ তন্মলকে প্রাপ্ত হয়।

ভোজও বলিয়াছেন—রস শরীরারম্ভক রস হইতে মজ্জাপর্য্যন্ত প্রত্যেক ধাতুতে ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া তত্তদ্ধাতুতে পাঁচদিন দেড়দণ্ড করিয়া অবস্থিতি করে।

টীকার অর্থ। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই—"স্থূল অংশ স্বস্থানকে প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ রস যে ধাতুতে যায় স্থূল অংশ সেই ধাতুতেই অবস্থিতি করে; "সূক্ষ্ম অংশ পরস্থানকে প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাতুতে গমন করে; "তন্মল তন্মলকে প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ তন্মল (রসাদি ধাতুমল) শরীরারম্ভক তত্তদ্ধাতুমলে গমন করিয়া থাকে। যেমন লৌকিক অগ্নিদ্বারা ইক্ষুরসের পাক হয়, সেইরূপ শরীরারম্ভক-রসের অগ্নিদ্বারাও আহাররস পাক হইয়া থাকে। শরীরারম্ভক-রসাগ্নিতে পচ্যমান সেই আহার রস পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল প্রাক্তন-রসধাতুতেই অর্থাৎ শরীরারম্ভক রসেই অবস্থিতি করে। সুশ্রুতেও উক্ত আছে—সেই রস (আহার জাতরস) এক একটি ধাতুতে(শরীরারম্ভক-রসাদি প্রত্যেক ধাতুতে) তিন সহস্র পঞ্চদশ কলা পরিমিত কাল করিয়া

অবস্থিতি করে। বিংশতি কলায় এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুইদণ্ড (সুতরাং তিন সহস্র পঞ্চদশ কলায় পাঁচদিন দেড়দণ্ড হইবে)। প্রত্যেক ধাতুতে অর্থাৎ এক একটি ধাতুতে। লৌকিকাগ্নিতে ইক্ষুরস পাক হইতে থাকিলে সেই পচ্যমান ইক্ষুরস হইতে যেমন মল নির্গত হয়, সেইরূপ শরীরান্তক রসাগ্নিতে পচ্যমান সেই আহার রস হইতেও মল নির্গত হইয়া থাকে। সেই মলই কফ। সুশ্রুতেও উক্ত আছে—কফ, পিত্ত, কর্ণাদিস্রোতোমল, ঘর্ম্ম, নখ-রোম, নেত্রমল ও নেত্রস্নেহ এই গুলি যথাক্রমে ধাতুসমূহের মল। (খেমু মল অর্থাৎ কর্ণাদি স্রোতোমল।) সেই কফ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক ক্লেদনাখ্য কফে গিয়া তাহাকে পোষণ করে। মলভাগ নির্গত হইয়া গেলে সারভূত সেই আহার রসের দুইটি ভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ শরীরারম্ভক রসকে পোষণ করে এবং তাহা সকল শরীরাধিষ্ঠিত ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গে সঞ্চরণ করত পোষণস্নেহন-জঠরানল কৃত সন্তাপ নিবারণাদি গুণে সকল শরীরকে পোষণ করিয়া থাকে। তদনন্তর সূক্ষ্মভাগ প্রাণবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক রক্তস্থানে অর্থাৎ যকৃৎ-প্লীহায় গিয়া রক্তসহ মিলিত হয়। এবং পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল সেই প্রাক্তন রক্তেই অবস্থিতি করিয়া তাহার অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইতে থাকে। যেমন অগ্নিদ্বারা পুনঃ পুনঃ পচ্যমান ইক্ষুরসবিকার হইতে বারংবার মল নির্গত হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ পচ্যমান-আহার রস হইতেও প্রতিবার মল নির্গত হইয়া থাকে। রক্তাগ্নিতে পচ্যমান সেই স্থূলভাগ হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাই পিত্ত। সেই রক্তমল-পিত্ত সমান বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গে শরীরারম্ভক পাচকাখ্যপিত্তে গিয়া তাহাকে পোষণ করে। তৎপরে সারভূত সেই আহার রসের দুইটি ভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ রঞ্জকাখ্যপিত্ত দ্বারা রক্তীকৃত হইয়া সকল শরীরারম্ভক রক্তকে পোষণ করে। তৎপরে ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গে সঞ্চরণ করত সকল শরীর-গত রক্তকে পোষণ করিয়া থাকে। তৎপরে সূক্ষ্মভাগ ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরা ও ধমনীমার্গে শরীরারম্ভক মাংসে গিয়া উপস্থিত হয়। এবং সেই মাংসে পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া সেই মাংসাগ্নিতেই পুনঃ পচ্যমান হইতে থাকে। মাংসাগ্নিতে পক্ক হইবার কালে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণবিবরে গিয়া কর্ণমল হইয়া থাকে। তদনন্তর সারভূত সেই রসের দুইটি ভাগ হয়, যথা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ মাংসকে পোষণ করে এবং সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরা ও ধমনীমার্গে শরীরারম্ভকমেদের স্থান উদরে গিয়া উপস্থিত হয়। এবং তথায় পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া মেদের অগ্নিতে পুনঃ পচ্যমান হয়। তথায় পাক হইবার কালে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাই প্রস্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম। সেই ঘর্ম্মরূপ মল শীতল পদার্থ বলিয়া তাহা স্রোতোমধ্যেই অবস্থিতি করে, কিন্তু যদি শরীরোষ্মদ্বারা তাহা উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রস্বেদ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরামার্গ দ্বারা গমন করত লোমকূপ সকল দিয়া বহির্নির্গত হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন—জিহ্বা, দন্ত, কক্ষ ও মেঢ্রাদি মলও মেদো-মল। তদনন্তর সারভূত সেই রসের দুইভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ উদরে থাকিয়া মেদকে পুষ্ট করে এবং ব্যান বায়ুকর্ত্তৃক স্রোতোমার্গ দ্বারা প্রেরিত হইয়া সূক্ষ্মাস্থিস্থিত মেদেরও পোষণ করে। সূক্ষ্মভাগ ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরা ও ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক অস্থি সকলে গিয়া উপস্থিত হয়। তথায় পাঁচদিন দেড় দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া অস্থির অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইতে থাকে। পাক কালে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নখ, স্তন ও রোম হইয়া থাকে। তদনন্তর সারভূত সেই রসের দুইটি ভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম ; তন্মধ্যে স্থূলভাগ অস্থি সকলকে পোষণ করে। সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্রোতোমার্গ দ্বারা মজ্জাস্থান স্থূলাস্থির অভ্যন্তরে গিয়া উপস্থিত হয়। তথায় পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া মজ্জাগ্নিতে পুনঃ পচ্যমান হইতে থাকে। পাক কালে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরামার্গ দ্বারা নয়নে গিয়া নেত্রমল ও নেত্রস্নেহ হয়। তদনন্তর সারভূত সেই রসের দুই ভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ মজ্জাকে পোষণ করে। সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরা ও ধমনীমার্গদ্বারা শুক্রস্থান সকল শরীরে গিয়া শরীরারম্ভক শুক্রের সহিত মিশ্রিত হয়। এবং শুক্রাগ্নিতে পচ্যমান হইতে থাকে। পাককালে তাহা হইতে আর মল নির্গত হয় না। তাহা সহস্রবার ধ্মাত (পোড়ান) সুবর্ণবৎ নির্ম্মল হইয়া থাকে। এবিষয়ে অন্যবচনও আছে, তাহা পরে কথিত হইতেছে ॥ ১৭৪ । ১৭৫

মুনিগণ এই উপদেশ দেন যে—রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত এই ছয়টি ধাতু স্ব স্ব অগ্নিতে পচ্যমান হইলে তাহা হইতে মল নির্গত হয়। সুবর্ণ সহস্রবার ধ্মাত হইলে তাহাতে যেমন মল থাকে না, রসও মুহুর্মুহুঃ পক্ক হইয়া শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাতেও সেইরূপ মল থাকে না ॥ ১৭৬। ১৭৭

ওজোলক্ষণ—ওজঃ সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, স্থিরপদার্থ, শ্বেতবর্ণ, সোমাত্মক এবং শরীরের বলপুষ্টিকারক।

টীকার অর্থ। রস সকল ধাতুতে পচ্যমান হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়, কিন্তু শুক্রাগ্নিতে পরিপক্ক হইয়া মল না থাকায় তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম স্নেহভাগই ওজঃপদার্থ। ওজোলক্ষণ উপরে কথিত হইল। ওজঃপদার্থ "বলপুষ্টিকর" এস্থলে বলশব্দে বুঝিতে হইবে—চেষ্টাপাটব। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে—চেষ্টা বিষয়ে যে পটুতা, তাহা বল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতেও উক্ত আছে—রসাদি-শুক্রান্ত (রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত) ধাতুসমূহের যে প্রধান তেজঃ তাহাই ওজঃ তাহাই বল। তেজঃ অর্থাৎ তেজোদ্রব। সুশ্রুত বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, রস হইতে ওজঃ হয়, সেই রসকে সর্ব্বধাতুস্থানগতত্ব হেতু তত্তদ্ধাতুবৎ স্বীকার করা যায়। সেইজন্যই সর্ব্ব ধাতুর স্নেহ-ওজঃ। যেমন দুগ্ধে ঘৃত। "ওজই বল" ওজঃকে বল বলিবার অভিপ্রায় এই ;—যদিও ওজঃ ও বল এক পদার্থ নহে, ওজঃ কারণ, বল কার্য্য অর্থাৎ ওজঃ দ্বারা বলের উৎপত্তি হয়, তথাপি এই কার্য্যকারণ উভয়ের অভেদ চিকিৎসা বলিয়া, অর্থাৎ যাহাতে ওজঃ হয়, তাহাতেই বল হয় বলিয়া ওজকে বল বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যায়। চিকিৎসৈক্যার্থই এই অভেদ কথন বুঝিতে হইবে ॥ ১৭৮

ওজোলক্ষণ সম্বন্ধে অন্য বচনও আছে, যথা, ওজঃ—গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু, স্থির পদার্থ, প্রসন্ন (নির্ম্মল), পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামী) ওজঃ এই দশগুণ বিশিষ্ট। চরকে এইরূপ উক্ত আছে—ওজঃ অষ্টবিন্দু পরিমিত, ইহা ঈষৎ রক্ত ও অল্প পীতবর্ণ, অগ্নিসোমাত্মকত্ব হেতু ওজঃ দ্বিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ ওজঃ আগ্নেয় ও সৌম্য দুইই। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—রসাদি শুক্রান্ত ধাতু সমূহের প্রধান তেজঃ ওজঃ। ওজঃ সর্ব্বদেহব্যাপী, কিন্তু হৃদয়ই ইহার প্রধান অবস্থিতি স্থান, ওজঃ দেহস্থিতির কারণ অর্থাৎ ওজোদ্বারা দেহ রক্ষিত হয়। ওজোবৃদ্ধিতে দেহের তুষ্টি, পুষ্টি ও বলোদয় হয় ; ওজোনাশে দেহের বিনাশ হয়; ওজঃস্থিতিতে জীবনের স্থিতি হয়, এবং ওজঃ হইতেই উৎসাহ প্রতিভা ধৈর্য্য লাবণ্য ও সৌকুমার্য্য প্রভৃতি দেহাশ্রিত বিবিধ ভাবের উদয় হইয়া থাকে ॥ ১৭৯—১৮৩

স্ত্রীশুক্র বিষয়ে সুশ্রুতের মত—পুরুষের সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে স্ত্রীলোকের শুক্র ক্ষরিত হয়। কিন্তু সেই শুক্র গর্ভের যে কিছু কার্য্য সাধন করে, তাহা বোধ হয় না।

টীকার অর্থ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রসের স্থূলভাগ একমাসে পুরুষদিগের শুক্র এবং স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব ও শুক্র দুইই হয়। এই জন্যই সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ সঙ্গমে স্ত্রীলোকদিগেরও শুক্র ক্ষরিত হয়। "সেই শুক্র গর্ভের কিছু কার্য্য সাধন করে না" এস্থলে গর্ভ শব্দে শুদ্ধ গর্ভ বুঝিতে হইবে। কেননা সেই নারীশুক্র বিকৃত গর্ভের কারণ হইতে পারে। যেহেতু উক্ত হইয়াছে যে—নারীদ্বয় কামার্ত্ত হইয়া পরস্পর যোনিতে যোনি ঘর্ষণ করত কোনপ্রকারে শুক্রত্যাগ করিলে সেই শুক্রেও গর্ভের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সেই গর্ভ অনস্থি হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, স্ত্রীলোক দিগের সপ্তম ধাতু আর্ত্তব, শুক্র অষ্টম ধাতু। স্ত্রীলোকদিগের আশয়াদিও যেমন পুরুষ অপেক্ষা অধিক, ধাতুসংখ্যাও তেমনি অধিক জানিবে ॥ ১৮৪ ॥

স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তবই গর্ভোপযোগী, ইহা সর্ব্বসম্মত। আর্ত্তবদ্বারা গর্ভোৎপত্তি হয় এবং তাহা স্ত্রীলোকদিগের বল, বর্ণ, শুক্র ও পুষ্টিসাধন করে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদঃ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়।

টীকার অর্থ। কেদারকুল্যান্যায়ে অর্থাৎ কুল্যা (অল্পজলা কৃত্রিমা নদী) যেমন কেদারে (ক্ষেত্রে) ওষধি সকলকে পোষণ করে, সেইরূপ রসও শরীরে সর্ব্বধাতুকে পোষণ করত একমাসে (নবদণ্ডাধিক এক মাসে) শুক্র ও আর্ত্তব, হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব রস হইতে রক্তের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি বাক্য সঙ্গতই। "রক্ত হইতে মাংস" অর্থাৎ রক্তোৎপত্তির অনন্তর মাংস উৎপন্ন হয়, বস্তুতঃ রস হইতেই মাংস উৎপন্ন হয় ইত্যাদি ক্রমে "অস্থি হইতে মজ্জা জন্মে" অস্থি উৎপন্ন হয় ইত্যর্থ। "মজ্জা হইতে শুক্র জন্মে" মজ্জা জন্মিবার পর শুক্র অর্থাৎ ঊর্দ্ধ শুক্র জন্মে ইত্যর্থ।

(রসই যখন শরীরারম্ভক রসাদি শুক্রান্ত সপ্তধাতুগত হইয়া তত্তদ্ধাতুরূপে পরিণত হয়, তখন রস হইতেই রক্ত, রস হইতেই মাংস, রস হইতেই মেদ, রস হইতেই অস্থি, রস হইতেই মজ্জা এবং রস হইতেই শুক্র জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব রস একমাসে পুরুষদিগের শুক্র এবং স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব ও শুক্র দুইই হয়, ইহা সঙ্গত বাক্য)॥ ১৮৫। ১৮৬

দেহিগণের দেহে অনুরূপ রস শব্দসঞ্চারবৎ অর্চ্চিঃ(জ্যোতিঃ)সঞ্চারবৎ ও জলসঞ্চারবৎ নিত্যই সঞ্চরণ করে।

টীকার অর্থ। এই বচনের অভিপ্রায় এই—পুরুষ ত্রিবিধ—তীক্ষ্ণাগ্নি পুরুষ মধ্যমাগ্নি পুরুষ ও মন্দাগ্নি পুরুষ। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্নি পুরুষদিগের শরীরে রস শব্দসন্তানবৎ শীঘ্র সঞ্চরণ করে। মধ্যমাগ্নি পুরুষদিগের শরীরে রস অর্চ্চিঃসন্তানবৎ মধ্যবেগে সঞ্চরণ করে এবং মন্দাগ্নি পুরুষদিগের শরীরে রস জলসন্তানবৎ মন্দবেগে সঞ্চরণ করে। অতএব "রস একমাসে শুক্র হয়" এই যে উক্ত হইয়াছে তাহা মধ্যমাগ্নি পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। দীপ্তাগ্নি পুরুষদিগের রস কিঞ্চিন্ন্যূন একমাসে; মন্দাগ্নি পুরুষদিগের রস কিঞ্চিদধিক এক মাসে শুক্র হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত॥ ১৮৭

বাজীকরিণী ওষধী সকল নিজ প্রভাবাধিক্যে নিজ গুণাধিক্যে অথবা নিজ প্রভাবগুণাধিক্যে "বিরেচক দ্রব্যের"ন্যায় মানবের শুক্রকে বিরেচন করায় অর্থাৎ শুক্রোৎপাদন পূর্ব্বক তাহা বিরেচন করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। রস যদি এক মাসে শুক্র হয়—তাহা হইলে বাজীকরিণী ওষধী সকলের প্রয়োজন কি? এই জন্যই "বাজীকরিণী" ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে।— যে সকল ওষধীদ্বারা শুক্রাধিক্য-হেতু পুরুষ স্ত্রীতে বাজীবৎ (অশ্ববৎ) সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে বাজীকরিণী ওষধী বলে। সেই সকল বাজীকরিণী ওষধীর মধ্যে কতক গুলি নিজ-প্রভাবাধিক্যে কতক গুলি নিজগুণাধিক্যে কতকগুলি বা নিজপ্রভাব ও নিজগুণ উভয়াধিক্যে শুক্র বিরেচন করায়। যথা সংকল্প ও পাদলেপ, বিশিষ্ট—কান্তাস্পর্শাদি বিষয় সকল নিজ প্রভাবাধিক্যে শুক্র বিরেচন করায়; ঘৃতদুগ্ধাদি খাদ্য সকল নিজগুণাধিক্যে অর্থাৎ স্নিগ্ধত্বাধিক্যে শুক্র বিরেচন করায়; মাষাদি (মাষকলাই প্রভৃতি) দ্রব্য সকল নিজ প্রভাব ও স্নিগ্ধত্বাদি নিজগুণ এই উভয়ের আধিক্যেই শুক্র বিরেচন করাইয়া থাকে। এস্থলে বহুবচনান্ত বাজীকরিণী শব্দ প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে যে,—"আদি" এই অর্থের অনুবর্ত্তন করাই বহুবচনের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কেবল বাজীকরিণী ওষধী না বুঝিয়া বাজীকরিণ্যাদি অর্থাৎ বল্য-বৃংহণ-জীবনীয় গণাদিও বুঝিবে। বাজীকরিণ্যাদি দ্রব্য-সকল স্বপ্রভাবগুণাধিক্য হেতু শীঘ্রই শুক্র বিরেচন করায় অর্থাৎ স্বপ্রভাব গুণাধিক্যে শীঘ্র শীঘ্র রসাদ্যুৎপাদন পূর্ব্বক শুক্র জন্মাইয়া তাহা বিরেচন করাইয়া থাকে। এই জন্যই পরে দুগ্ধাদির উল্লেখ করা হইয়াছে॥ ১৮৮

দুগ্ধ, মাষকলাই, ভল্লাতক ফল মজ্জা ও আমলকী এই সকল দ্রব্য শুক্রের জনক ও শুক্রের রেচক বলিয়া অভিহিত॥ ১৮৯

বালকদিগেরও শুক্র আছে তবে অতি অল্প বলিয়া তাহা দর্শনযোগ্য নহে। যেমন পুষ্পমুকুলে গন্ধ থাকিলেও তাহার ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, বালকদিগেরও তদ্বৎ। আবার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তাহার যেমন গন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি বালকদিগেরও যৌবনে শুক্র পুষ্টত্ব হেতু প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। বালকদিগের শুক্র কেন যে দৃষ্ট হয় না, তাহাই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে॥ ১৯০।১৯১

যৌবনকালে পুরুষদিগের যেমন রোমরাজী প্রভৃতি উদ্গত হয়. স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ রোমরাজী প্রভৃতি উদ্গত হইয়া থাকে। তবে তদ্বিষয়ে যে ভেদ আছে; তাহা টীকার ব্যাখ্যান হইতে অবগত হইবে।

টীকার অর্থ। ব্যাখ্যান, যথা—পুরুষদিগের রোম রাজী শ্মশ্রু প্রভৃতি উদ্গত হয়, নারীদিগের রোমরাজীস্তন স্তন্য আর্ত্তব প্রভৃতি উদ্গত হইয়া থাকে॥ ১৯২

বার্দ্ধক্যাবস্থায় বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই বর্দ্ধমান বায়ুদ্বারা রস শোষণ হেতু বার্দ্ধক্যাবস্থায় ধাতু সকল বৃদ্ধি পায় না। অতএব সে অবস্থায় বায়ুকে জয় করিবে, অর্থাৎ যেরূপ আহার বিহারে বায়ু প্রশমিত থাকে তাহাই করিবে।

টীকার অর্থ। অন্নরস বৃদ্ধের ধাতুবৃদ্ধি কেন করে না, তাহাই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে॥ ১৯৩

শুক্রের স্বরূপ—শুক্র—সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, বলপুষ্টিকর, গর্ভবীজ, শরীরসার ও জীবের প্রধান আশ্রয়। জীব যদিও সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া বাস করে, তথাপি বীর্য্যে, রক্তে ও মলেই বিশেষরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। কারণ ইহাদের কোনটির নাশ হইলেই জীবেরও তৎক্ষণাৎ নাশ হইয়া থাকে।

টীকা। "জীবের প্রধান আশ্রয়" এই বিষয়টী সপ্রমাণ করিবার জন্যই এই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে।

গর্ভসঞ্জনন শুক্রের লক্ষণ।—গর্ভোৎপাদক শুক্র স্ফটিকাভ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুররস ও মধুগন্ধি। কেহ কেহ তৈলনিভ বা মধুপ্রভ শুক্রকে গর্ভোৎপাদনযোগ্য বলিয়া বর্ণন করেন॥ ১৯৬

শুক্রের স্থান—দুগ্ধে যেমন ঘৃত পদার্থ এবং ইক্ষুরসে যেমন গুড়পদার্থ অবস্থিতি করে, অর্থাৎ ঘৃত ও গুড়, দুগ্ধ ও ইক্ষুরসের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া যেমন অবস্থান করে, শুক্রও তেমনি দেহিগণের সকল দেহে অবস্থান করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। এস্থলে ঘৃত দৃষ্টান্ত বহুশুক্রস্থলে বুঝিবে। যেমন অল্পমথনেই দুগ্ধ হইতে ঘৃতাংশ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ অল্প মৈথুনেই বহুশুক্র পুরুষের শুক্র উদ্ভূত হইয়া থাকে। আর ইক্ষুরস দৃষ্টান্ত অল্পশুক্রস্থলে জানিবে। যেমন অতি পীড়নে ইক্ষু হইতে রস নির্গত হয়, সেইরূপ অধিক মৈথুনে অল্পশুক্র পুরুষের শুক্র নির্গত হইয়া থাকে॥ ১৯৭

শুক্রের ক্ষরণমার্গ—বস্তিদ্বারের অধোভাগে দুই অঙ্গুল দক্ষিণ পার্শ্বে মূত্রস্রোতঃপথে পুরুষের শুক্র প্রবর্ত্তিত হয়।

টীকার অর্থ। এবিষয়ে বৃদ্ধ বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—বস্তিদ্বারের অধোভাগে দুই অঙ্গুল দক্ষিণ পার্শ্বে সর্ব্বশরীর-ব্যাপিনী শুক্রধরা যে কলা মূত্রমার্গকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাই শুক্রকে ক্ষরিত করিয়া থাকে॥ ১৯৮

শুক্রক্ষরণ কারণ—পুরুষ প্রসন্নমনা হইয়া স্ত্রীতে মৈথুনরূপ ব্যায়াম করিলে হর্ষবশতঃ শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে। (মৈথুনকালে চিত্তের প্রসন্নতা ও হর্ষ শুক্রক্ষরণের কারণ)॥ ১৯৯

শুক্রক্ষরণকারণবিষয়ে অন্য বচন—কামপ্রযুক্ত স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন, শব্দশ্রবণ, চিন্তন ও সংযোগহেতু শুক্রক্ষরিত হইয়া থাকে॥ ২০০

আর্ত্তবস্বরূপ—রস হইতেই স্ত্রীলোকদিগের রজঃ উৎপন্ন হইয়া তাহা প্রতিমাসে তিনদিন করিয়া নিঃস্রুত হইয়া থাকে। ঐ রজঃ প্রবর্ত্তন বার বৎসর বয়সের পর হইতে আরম্ভ হয় এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর ক্ষয় পাইয়া থাকে। রজঃ প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে, কালে অর্থাৎ একমাসে তাহা উপচিত হইলে বায়ু তাহাকে ধমনীসকল হইতে যোনিমুখে আনয়ন করে। তৎকালে তাহা ঈষদ্বিবর্ণ ও কৃষ্ণাভ হয়॥ ২০১। ২০১

গর্ভগ্রহণযোগ্য আর্ত্তব লক্ষণ—যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায়, অথবা যাহা লাক্ষারসের ন্যায় লোহিতবর্ণ, অথবা যাহা বস্ত্রে লাগিলে বস্ত্রকে বিকৃতরক্ত করে না, সেই আর্ত্তবকেই পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন, অর্থাৎ গর্ভগ্রহণযোগ্য বলিয়া বর্ণন করেন।

টীকার অর্থ। আর্ত্তবের যে বর্ণদ্বয় (ঈষদ্বিবর্ণ ও কৃষ্ণাভ) উক্ত হইয়াছে, তাহা বাতাদি প্রকৃতিভেদেই হইয়া থাকে। কারণ বাতাদিদ্বারা বর্ণভেদ হয়।" "যাহা বস্ত্রকে বিকৃত রক্ত করে না" অর্থাৎ বস্ত্রলগ্ন যে আর্ত্তব বস্ত্রপ্রক্ষালনেই বস্ত্রকে ত্যাগ করে, বস্ত্রে বিকৃতরক্ত-দাগ থাকে না। স্ত্রীলোকদিগের রজোদর্শনের দিন হইতে ষোলদিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল, সেই ঋতুকালে রজঃ-শোণিত উদ্ভূত হয় বলিয়া উহা আর্ত্তব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গৃহীতগর্ভা স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তববহ স্রোতঃ সকলের গর্ভ দ্বারা অবরোধ হেতু গর্ভাবস্থায় আর্ত্তব নিঃস্রুত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা অধঃ প্রতিহত হইয়া ঊর্দ্ধগত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে উপচীয়মান হইয়া কিয়দংশ অপরারূপে অর্থাৎ গর্ভাবরণ চর্ম্মরূপে পরিণত হয় এবং অবশিষ্টাংশ আরও ঊর্দ্ধগত হইয়া স্তনদ্বয়ে উপস্থিত হয়, সেইজন্যই গর্ভিণী স্ত্রীলোকেরা পীবরপয়োধরা হইয়া থাকে॥ ২০৩

ধাতুসমূহে অতিরিক্ত গুণ—রক্তে অগ্নির গুণ অধিক, মাংসে পার্থিবগুণ অধিক, মেদে জলের গুণ ও পৃথিবীর গুণ অধিক, অস্থিতে পৃথিবী বায়ু ও অগ্নির গুণ অধিক, মজ্জায় ও শুক্রে সোমগুণ অধিক, মূত্রে অগ্নিগুণ অধিক, আর্ত্তবে পার্থিবগুণ অধিক, রসে অগ্নির গুণ অধিক, দুগ্ধে জলের গুণ অধিক॥ ২০৪। ২০৫

ধাতুসমূহের মল—কফ, পিত্ত, খ-মল (কর্ণাদি স্রোতোগত মল), প্রস্বেদ (ঘর্ম্ম), নখ ও লোম, নেত্রমল ও নেত্রস্নেহ এইগুলি যথাক্রমে রসাদি ধাতুর মল।

টীকার অর্থ। কেহ কেহ নেত্র জিহ্বা ও কপোলের জলকে রসজ মল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "খেষু মলঃ" কর্ণাদিস্রোতো মল। কেহ কেহ রসনা-দন্তকক্ষা ও মেঢ্রাদির মলকেও মেদোমল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। নেত্রবিট্ ও নেত্রস্নেহ—মজ্জমল। সহস্রধা ধ্মাত সুবর্ণের ন্যায় শুক্রের মলই নাই॥ ২০৬

উপধাতু—রসই স্তন্যবহ-ধমনীদ্বয়দ্বারা প্রসূতা-বনিতাদিগের স্তনে গিয়া স্তন্য জন্মে। স্তনদ্বয় স্তন্যের আশয়। শুদ্ধমাংসের যে স্নেহ, তাহাই বসা বলিয়া

পরিকীর্ত্তিত হয় ; তাপ্যমানমেদের স্নেহও বসা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২০৭। ২৯৮

শাঙ্গর্ধরে উক্ত হইয়াছে—স্তন্য, রজঃ, বসা, স্বেদ, দন্ত, কেশ ও ওজঃ ইহারা যথাক্রমে সাতটী ধাতুর সাতটি উপধাতু ॥ ২০৯

আশয়—উরঃ (বক্ষঃ)—রক্তাশয়, তাহার অধোভাগে শ্লেষ্মাশয়, এবং শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে আমাশয়। ইহার লক্ষণ চরকঋষি বলিয়াছেন। লক্ষণ যথা—নাভি ও স্তনের অভ্যন্তর স্থানকে পণ্ডিতেরা আমাশয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ২১০

আমাশয়ের নিম্নে ও পক্বাশয়ের উর্দ্ধে যে কলা অবস্থিত. তাহাই গ্রহণী, সেই গ্রহণীই পাচকাশয় নামে কথিত ॥ ২১১

নাভির মধ্যভাগে উর্দ্ধদেশে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। সেই অগ্ন্যাশয়ের উপরি তিল (পাচকাগ্নি) অবস্থিতি করে। অগ্ন্যাশয়ের নিম্নে পক্বাশয়, পক্বাশয়ই মলাশয় নামে খ্যাত। মলাশয়ের নিম্নে বস্তি, বস্তিই মূত্রাশয় বলিয়া কথিত।

বাগ্‌ভটও আশয় সমূহের অনুক্রম বলিয়াছেন, যথা—কফাশয়, আমাশয়, পিত্তাশয়, পবনাশয়, মলাশয় ও মূত্রাশয় পুরুষদিগের এই কয়টি আশয়। স্ত্রীলোকদিগের এতদ্ভিন্ন আরও তিনটি অধিক আশয় আছে। যথা—পিত্তাশয় ও পক্বাশয়ের অভ্যন্তরস্থ ধরা অর্থাৎ যাহা গর্ভাশয় বলিয়া প্রোক্ত, সেই একটি আশয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্তনদ্বয়, যাহা স্তন্যাশয় নামে কথিত, সেই দুইটি আশয়, এই তিনটি আশয় স্ত্রীলোকদিগের অধিক থাকে ॥২১২—২১৫

কলাস্বরূপ—স্নায়ু সমূহদ্বারা আচ্ছন্ন, জরায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত ও শ্লেষ্মদ্বারা বেষ্টিত ধাত্বাশয়ের যে ভাগ, তাহাকেই কলাভাগ বলিয়া জানিবে। ধাত্বাশয়ের অন্তরে ধাতুর যে ক্লেদ উৎপন্ন হয়, তাহা দেহোষ্মদ্বারা অতিপক্ক হইয়া কলা নামে অভিহিত হয়। কলা সাতটি, যথা—প্রথমা কলা মাংসধরা, দ্বিতীয়া কলা রক্তধরা, তৃতীয়া কলা মেদোধরা, চতুর্থী কলা শ্লেষ্মধরা, পঞ্চমী কলা মলধরা, ষষ্ঠী কলা পিত্তধরা এবং সপ্তমী কলা শুক্রধরা নামে অভিহিত ২১৬—২১৯

মর্ম্ম—শিরা-স্নায়ু-সন্ধি-মাংস ও অস্থি সম্ভব যে সন্নিপাত (সংযোগ) তাহাই মর্ম্ম, অর্থাৎ এক শিরার সহিত অন্যশিরার সংযোগ স্থল মর্ম্ম, এক স্নায়ুর সহিত অন্য স্নায়ুর সংযোগস্থল মর্ম্ম, সন্ধিস্থল মর্ম্ম, একমাংসের সহিত অন্য মাংসের সংযোগস্থল মর্ম্ম, এবং এক অস্থির সহিত অন্য অস্থির সংযোগ স্থল মর্ম্ম। মর্ম্মস্থানেই প্রাণবিশেষরূপে অবস্থিতি করে। (শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির সংযোগস্থল মর্ম্ম বলিয়া যে, উহাদের সকল সংযোগ স্থলই মর্ম্ম, তাহা নহে। শিরাদির বিশেষ বিশেষ সংযোগস্থলই মর্ম্মনামে অভিহিত হইয়াছে। মর্ম্ম সকল ক্রমে ক্রমে উক্ত হইতেছে) ॥ ২২০

মর্ম্মের সংখ্যা ও স্থান কথিত হইতেছে—মনুষ্যদেহে একশত সাতটি মর্ম্ম আছে। তাহাদের মধ্যে এগারটি মর্ম্ম মাংসে ও আটটি মর্ম্ম অস্থিতে অবস্থিত, সন্ধির মর্ম্ম কুড়িটি, স্নায়ুর মর্ম্ম সাতাইশটি এবং শিরার মর্ম্ম একচল্লিশটি সমুদায়ে এই এক শত সাতটি মর্ম্ম মানব দেহে অবস্থিতি করে। এক শত সাতটি মর্ম্মের মধ্যে বাইশটি সক্‌থিদ্বয়ে, বাইশটী ভুজদ্বয়ে, বারটি বক্ষঃস্থলে, কুক্ষিতে ও পৃষ্ঠদেশে চৌদ্দটি এবং গ্রীবা ও তদূর্দ্ধে সাঁইত্রিশটি মর্ম্ম অবস্থিত ॥ ২২১—২২৩

মর্ম্মসকল পাঁচ প্রকার—যথা সদ্যঃপ্রাণহর, কালান্তরপ্রাণহর, বৈকল্যকর, রুজাকর (পীড়া জনক) ও বিশল্যঘ্ন (যে মর্ম্ম হইতে শল্য উদ্ধৃত করিলেই মৃত্যু ঘটে কিন্তু মর্ম্মমধ্যে শল্য যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মানব জীবিত থাকে)। একশত সাতটি মর্ম্মের মধ্যে উনিশটি মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণহর, তেত্রিশটি মর্ম্ম কালান্তরমারক, চুয়াল্লিশটি মর্ম্ম বৈকল্যজনক, আটটি মর্ম্ম রুজাকর এবং তিনটি মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন ॥২২৪।২২৫

সদ্যোমারক মর্ম্ম—শৃঙ্গাটক চারিটি, অধিপতি একটি, শঙ্খ দুইটি, কণ্ঠশিরা আটটি, গুদ একটি, হৃদয় একটি, বস্তি একটি ও নাভি একটি এই মর্ম্মগুলি আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণনাশ করে ॥ ২২৬

শৃঙ্গাটক মর্ম্ম—মস্তক মধ্যে যে চারিটি স্থানে ঘ্রাণ, শ্রোত্র, নেত্র ও জিহ্বার সন্তর্পক শিরাসমূহের মুখ একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান চতুষ্টয়কে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহে। শৃঙ্গাটক মর্ম্ম চারিটি, ইহারা চতুরঙ্গুল পরিমিত, এই সকল মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যঃপ্রাণ বিনষ্ট হয়।

অধিপতি মর্ম্ম—মস্তকের অভ্যন্তরে সন্ধি ও শিরার যে সংযোগস্থান, যাহার উপরিভাগে রোমাবর্ত্ত অবস্থিত, তাহাকেই অধিপতি মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্মটি সন্ধিমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ, ইহা সদ্যোমারক।

শঙ্খ মর্ম্ম—ভ্রূদ্বয়ের প্রান্তভাগের উপরি কর্ণ ও ললাট মধ্যে শঙ্খমর্ম্মদ্বয়। ইহারা অস্থিমর্ম্ম, [illegible] পরিমিত ও সদ্যোমারক।

কণ্ঠশিরা বা শিরামাতৃকা—গ্রীবার উভয় পার্শ্বে চারি চারিটি করিয়া যে আটটি শিরা আছে, তাহারা কণ্ঠশিরা মর্ম্ম। সেই শিরা মর্ম্ম চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক।

গুদমর্ম্ম—গুদ অর্থাৎ গুহ্য, ইহা একটি মাংস মর্ম্ম। ইহা চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক।

হৃদয়মর্ম্ম—স্তনদ্বয়ের মধ্যে বক্ষঃস্থলে যে আমাশয় দ্বার অবস্থিত, যাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের আশ্রয় স্থান, তাহাই হৃদয় নামক মর্ম্ম। হৃদয়—শিরামর্ম্ম চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক।

বস্তিমর্ম্ম—নাভি পৃষ্ঠ-কটী-গুদ-বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্কি) ও লিঙ্গ, ইহাদের মধ্যে বস্তি অবস্থিত। বস্তির চর্ম্ম পাতলা, ইহা একদ্বার ও অধোমুখ। বস্তি স্নায়ুমর্ম্ম চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক।

নাভিমর্ম্ম—নাভি প্রসিদ্ধ, ইহা শিরামর্ম্ম, চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক ॥ ২২৬

কালান্তরমারক মর্ম্ম—বক্ষোমর্ম্ম আটটি, সীমন্ত পাঁচটি, তল চারিটি, ক্ষিপ্র চারিটি, ইন্দ্রবস্তি ও নিতম্ব চারিটি, বৃহতী দুইটি, পার্শ্বসন্ধি দুইটি, কটীকতরুণ দুইটি এই মর্ম্ম গুলি হত হইলে কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে ॥ ২২৭

বক্ষোমর্ম্ম যথা—স্তনমূল নামক মর্ম্মদ্বয়, স্তনরোহিত নামক মর্ম্মদ্বয়, অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয় ও অপস্তম্ভ নামক মর্ম্মদ্বয়। স্তনমূল মর্ম্ম—স্তনদ্বয়ের অধোভাগে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে স্তনমূল নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত। ইহারা শিরামর্ম্ম, এই মর্ম্ম হত হইলে কফপূর্ণ কোষ্ঠতা দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে। স্তনরোহিত মর্ম্ম—স্তনদ্বয়ের উপরি দুই দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান স্তনরোহিত মর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহারা মাংসমর্ম্ম, এই মর্ম্ম হত হইলে রক্তপূর্ণ কোষ্ঠতাদ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে। অপলাপ মর্ম্ম—অংসকূটের অধঃ এবং পার্শ্বদ্বয়ের উপরি অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অপলাপ নামক দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম হত হইলে পূযত্ব প্রাপ্ত রক্তদ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে। অপস্তম্ভ—বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে বাতবহ যে দুইটি নাড়ী আছে, সেই নাড়ীদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অপস্তম্ভ নামক দুইটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। এই মর্ম্ম হত হইলে বাতপূর্ণ কোষ্ঠতাপ্রযুক্ত কাস ও শ্বাস উপস্থিত করিয়া কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে।

সীমন্ত মর্ম্ম—মস্তকে যে পাঁচটি সন্ধি আছে, তাহাই সীমন্ত মর্ম্মনামে অভিহিত। এই সন্ধিমর্ম্ম পাঁচটি চতুরঙ্গুল পরিমিত, ইহারা হত হইলে উন্মাদ ভয় ও চিত্ত বিনাশ উপদ্রব দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে।

তলমর্ম্ম—হস্ততলের ও পদতলের মধ্যে ও মধ্যমাঙ্গুলির সমসূত্রপাতে যে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান, তাহাই তলমর্ম্মনামে অভিহিত। দুই হস্ততলে দুইটি ও দুই পদতলে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি তলমর্ম্ম। ইহারা মাংসমর্ম্ম, এই মর্ম্ম হত হইলে রুজাদ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে।

ক্ষিপ্রমর্ম্ম—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে ক্ষিপ্রমর্ম্ম অবস্থিত। দুই হস্তে দুইটি ও দুইপায়ে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি ক্ষিপ্রমর্ম্ম, ইহারা স্নায়ুমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত, এই মর্ম্ম হত হইলে আক্ষেপ উপদ্রব দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে।

ইন্দ্রবস্তি—প্রকোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যস্থলে দুইটি এবং জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যস্থলে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি ইন্দ্রবস্তি মর্ম্ম। ইহারা মাংসমর্ম্ম ও দুইঅঙ্গুলি পরিমিত, এই মর্ম্ম হত হইলে রক্তক্ষয় দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে। (কনুই হইতে কব্জা পর্য্যন্ত যে স্থান, তাহাকে প্রকোষ্ঠ এবং জানু হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত যেস্থান তাহাকে জঙ্ঘা কহে)।

বৃহতীমর্ম্ম—স্তনমূল হইতে উভয়দিকে পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত যে স্থান তাহাতে বৃহতী নামক শিরামর্ম্মদ্বয় অবস্থিত, ইহা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত, এই মর্ম্ম হত হইলে অতি শোণিত নির্গম নিমিত্তক উপদ্রব সকল উপস্থিত হইয়া কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে।

পার্শ্বসন্ধি মর্ম্ম—জঘন ও পার্শ্বদ্বয়ের সন্ধিদ্বয় পার্শ্বসন্ধি মর্ম্মনামে অভিহিত। ইহা শিরামর্ম্ম ও অর্দ্ধাঙ্গুল, এই মর্ম্ম হত হইলে শোণিত পূর্ণ কোষ্ঠতা দ্বারা কালান্তরে প্রাশ বিনষ্ট করে।

কটীকতরুণ সন্ধি—ত্রিকসন্নিধানে উভয়দিকে শ্রোণিকাণ্ডদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া যে দুইখানি অস্থি অবস্থিতি করে, তাহাতেই অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত কটীকতরুণ নামক দুইটি অস্থিমর্ম্ম অবস্থিত আছে। এই মর্ম্ম হত হইলে শোণিতক্ষয় হেতু পাণ্ডু ও বিবর্ণরূপ করিয়া কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে।

নিতম্ব মর্ম্ম—নিতম্ব প্রসিদ্ধ। এই নিতম্বদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুই দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম হত হইলে অধঃকায়শোষ ও দৌর্ব্বল্য দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে ॥ ২২৭

বৈকল্যকর মর্ম্ম—যথা—লোহিতাক্ষ চারিটি, আণি চারিটি, জানু দুইটি, উর্ব্বী চারিটি, কূর্চ্চ

চারিটি, বিটপ ২টি, কূর্পর ২টি, কুকুন্দর ২টি, কক্ষধর ২টি, বিধুর ২টি, কৃকাটিকা ২টি, অংস ২টি, অংসফলক ২টি, অপাঙ্গ ২টি, নীলা ২টি, মন্যা দুইটি, ফণ ২টি ও আবর্ত্ত ২টি। এই মর্ম্মগুলি হত হইলে অঙ্গের বিকলতা করিয়া থাকে ॥ ২২৯

লোহিতাক্ষমর্ম্ম—উর্ব্বী নামক মর্ম্মস্থানের উর্দ্ধে এবং বঙ্ক্ষণ সন্ধির অধোভাগে লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্ম অবস্থিত। দুই বাহুতে দুইটি এবং দুই উরুতে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি লোহিতাক্ষ মর্ম্ম। ইহা শিরামর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে রক্তক্ষয় হেতু পক্ষাঘাত বা সক্থিসাদ হয়।

আণিমর্ম্ম—জানুর উর্দ্ধে উভয় পার্শ্বে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান আণিমর্ম্ম। একপায়ের জানুর উর্দ্ধে দুইটি, অপর পায়ের জানুর উর্দ্ধে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি আণিমর্ম্ম আছে। ইহারা স্নায়ুমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে শোথাধিক্য ও সক্থিস্তম্ভ হয়।

জানুমর্ম্ম—জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিদ্বয় জানুমর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা সন্ধিমর্ম্ম, দুই অঙ্গুলি পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে খঞ্জতা হয়।

উর্ব্বীমর্ম্ম—দুই উরুমধ্যে দুইটি এবং দুই প্রগণ্ড মধ্যে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি উর্ব্বী মর্ম্ম। ইহারা শিরামর্ম্ম একাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে শোণিত ক্ষয়হেতু সক্থিশোষ ও বাহুশোষ হয়।

কূর্চ্চমর্ম্ম—পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যে উর্দ্ধ ও অধোভাগে দুই দুইটি করিয়া কূর্চ্চনামক চারিটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে। ইহারা বৈকল্যকর, এই মর্ম্ম হত হইলে পায়ের ভ্রমণ (ঘুরে যাওয়া) ও কম্পন উপস্থিত হইয়া থাকে।

বিটপ মর্ম্ম—বঙ্ক্ষণ ও বৃষণ মধ্যে বিটপনামে দুইটি মর্ম্ম আছে। ইহা স্নায়ুমর্ম্ম একাঙ্গুল ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্মহত হইলে ষাণ্ডা (ক্লৈব্য) বা অল্পশুক্রতা হয়।

কূর্পরমর্ম্ম—কফোণিদ্বয় (কণুই দুইটি) কূর্পরমর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা সন্ধিমর্ম্ম, দুই অঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর এই মর্ম্ম হত হইলে বাহুমধ্যে সঙ্কোচ হইয়া থাকে।

কুকুন্দর মর্ম্ম—নিতম্বকূপক দুইটি অর্থাৎ নিতম্বদ্বয়ে যে দুইটি গর্ত্ত আছে, সেই দুইটি কুকুন্দর মর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা সন্ধিমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে স্পর্শজ্ঞানের লোপ ও অধঃ কায়ের চেষ্টা নাশ হয়।

কক্ষধর মর্ম্ম—বক্ষঃ ও কক্ষের মধ্যে কক্ষধর মর্ম্ম অবস্থিত, ইহা স্নায়ুমর্ম্ম, একাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্মহত হইলে পক্ষাঘাত হয়।

বিধুর মর্ম্ম—কর্ণ দ্বয়ের পশ্চাৎ দিকে অধোভাগে কিঞ্চিন্নিম্নাকার যে দুইটি স্থান আছে, সেই স্থানেই বিধুর নামক মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা স্নায়ুমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে বাধির্য্য হইয়া থাকে।

কৃকাটিকা মর্ম্ম—মস্তক ও গ্রীবার উভয় পার্শ্বের সন্ধিদ্বয় কৃকাটিকা মর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা সন্ধিমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে শিরঃকম্প উপস্থিত হয়।

অংস মর্ম্ম—অংস অর্থাৎ স্কন্ধ, ইহাতে যে স্নায়ু মর্ম্ম আছে, তাহাই অংসমর্ম্ম নামে অভিহিত। দুই অংসে দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। অংসমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে বাহুর স্তব্ধতা হয়।

অংসফলকমর্ম্ম—পৃষ্ঠের উপরিভাগে, মেরুদণ্ডের উভয়দিকে ত্রিকসম্বন্ধ যে দুইটি মর্ম্ম আছে, তাহাই অংসফলক মর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহারা অস্থিমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে বাহুর শূন্যতা ও শোষ হয়। (গ্রীবাতে অংসদ্বয়ের যে সংযোগ স্থান, তাহাই ত্রিকনামে কথিত, আর মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নও ত্রিক নামে প্রসিদ্ধ)।

অপাঙ্গ মর্ম্ম—অপাঙ্গ অর্থাৎ নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ, তাহাই অপাঙ্গমর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ। ইহা শিরামর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে আন্ধ্য বা দৃষ্টির উপঘাত উপস্থিত হয়।

নীলামর্ম্ম ও মন্যামর্ম্ম—কণ্ঠনালীর উভয়দিকে চারিটি ধমনী আছে, তাহাদের দুইটীর নাম নীলা ও দুইটির নাম মন্যা; কণ্ঠনালীর একদিকে একটি মন্যা ও একটি নীলা, অপরদিকে একটি মন্যা ও একটি নীলা অবস্থিত। এই নীলাদ্বয়ে নীলামর্ম্মদ্বয় এবং মন্যাদ্বয়ে মন্যামর্ম্মদ্বয় অবস্থিতি করে। ইহারা শিরামর্ম্ম, দুই দুই অঙ্গুলি পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে মূকত্ব বা বিকৃতস্বরত্ব অথবা স্বাদগ্রহশক্তি লোপ হয়।

ফণমর্ম্ম—নাসা মার্গের উভয়দিকে ফণ নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত। ইহারা মাংসমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল

পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে ঘ্রাণশক্তি লোপ হয়।

আবর্ত্ত মর্ম্ম—ভ্রূদ্বয়ের উপরি ও নিম্নের সন্ধিদ্বয় আবর্ত্ত মর্ম্মনামে অভিহিত। ইহারা সন্ধিমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে আন্ধ্য বা দৃষ্টির উপঘাত জন্মে ॥ ২২৯

রুজাকর মর্ম্ম, যথা—গুল্ফ দুইটি, মণিবন্ধ দুইটি, কূর্চ্চশিরা চারিটি। এই আটটি মর্ম্ম হত হইলে রুজা (জ্বালা যন্ত্রণা বেদনা) উৎপাদন করে ॥ ২৩০

গুল্ফ মর্ম্ম—গুল্ফ অর্থাৎ ঘুন্টিকা (গোড়ালী, গোড়মুড়া প্রভৃতি চলিত ভাষা) ইহারা সন্ধিমর্ম্ম দুই অঙ্গুলি পরিমিত ও রুজাকর। এই মর্ম্ম হত হইলে রুজা পাদস্তব্ধতা বা খঞ্জতা উপস্থিত হয়।

মণিবন্ধ মর্ম্ম—মণিবন্ধদ্বয় অর্থাৎ হস্ত ও প্রকোষ্ঠের সন্ধিদ্বয় (হাতের কব্‌জিদ্বয়); ইহারা সন্ধিমর্ম্ম, দুই অঙ্গুলি পরিমিত ও রুজাকর। এই মর্ম্ম হত হইলে হস্তের ক্রিয়া লোপ হয়।

কূর্চ্চশিরা মর্ম্ম—গুল্ফসন্ধির অধোভাগে উভয় দিকে এক একটি করিয়া যে মর্ম্ম আছে, তাহাই কূর্চ্চশিরা নামে বিখ্যাত। একপায়ের গুল্ফসন্ধির দুইপার্শ্বে দুইটি, অপর পায়ের গুল্ফ সন্ধির দুইপার্শ্বে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি কূর্চ্চশিরা মর্ম্ম। ইহারা স্নায়ুমর্ম্ম একাঙ্গুল ও রুজাকর। এই মর্ম্ম হত হইলে রুজা ও শোথ উৎপন্ন হয় ॥২৩০

বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম, যথা—দুইটি উৎক্ষেপ ও একটি স্থপনী এই তিনটি মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন ॥ ২৩১

উৎক্ষেপ মর্ম্ম—শঙ্খদ্বয়ের উপরি কেশপর্য্যন্ত স্থানদ্বয়ে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত। ইহারা স্নায়ুমর্ম্ম ও অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত। এই মর্ম্ম শল্যবিদ্ধ হইলে যাবৎ কাল তাহাতে শল্যবিদ্ধ থাকে, তাবৎ কাল মনুষ্য বাঁচে : যদি বিদ্ধ স্থান পাকাতে শল্য আপনিই পতিত হয়, তাহা হইলেও মানব বাঁচে কিন্তু যদি বিদ্ধ শল্যকে উদ্ধৃত করা যায়, তাহা হইলে মানব বাঁচে না মরিয়া যায়। ইহা বিশল্য অর্থাৎ উদ্ধৃতশল্য মানবকে হনন করে বলিয়া বিশল্যঘ্ন মর্ম্মনামে অভিহিত।

স্থপনীমর্ম্ম—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে স্থপনী নামে একটি মর্ম্ম আছে। ইহা শিরামর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল ও বিশল্যঘ্ন ॥ ২৩১

সদ্যঃ প্রাণহর মর্ম্ম সকল সপ্ত রাত্রের মধ্যে এবং কালান্তর প্রাণহর মর্ম্ম সকল একপক্ষের বা এক মাসের মধ্যে প্রাণ বিনাশ করে। সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম সকল যদি প্রান্তভাগে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারা সদ্যো মারক না হইয়া কালান্তর মারক হয়। আর কালান্তর প্রাণহর যে সকল মর্ম্ম, তাহারা যদি প্রান্তভাগে বিদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহারা কালান্তর মারক না হইয়া দুঃখপ্রদ অর্থাৎ রুজাকর হইয়া থাকে ॥ ২৩২ । ২৩৩

টীকা। অন্তে অর্থাৎ মর্ম্মসমীপে ॥ ২৩৩ ॥

মানবশরীরে যে কোন প্রকার রোগ মর্ম্মস্থানকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহারা যদি সাধ্যমানও হয় এবং বৈদ্য বিশেষ যত্নও করে, তাহা হইলেও তাহারা প্রায়ই কৃচ্ছ্রতম হইয়া থাকে ॥ ২৩৪ ॥

সন্ধি।

সন্ধিসকল দ্বিবিধ, যথা—চেষ্টাবান্ সন্ধি ও স্থিরসন্ধি। শাখাচতুষ্টয়ে অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে এবং হনুদ্বয়ে ও কটীতে যে সকল সন্ধি আছে, তাহারা চেষ্টাবান্, অবশিষ্ট সন্ধিসকল স্থির অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট ॥ ২৩৫ ॥

সন্ধিসংখ্যা—মানবদেহে দুইশত দশটী সন্ধি আছে। তন্মধ্যে শাখাচতুষ্টয়ে আটষট্টি, কোষ্ঠে উনষাট এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশে তিরাশীটি সন্ধি অবস্থিত।

শাখাগত সন্ধি—সন্ধিসকলের মধ্যে শাখাগত সন্ধিগুলি প্রথমেই পরিগণিত হইতেছে। পায়ের অঙ্গুষ্ঠভিন্ন অপর চারিটী অঙ্গুলিতে তিন তিনটী করিয়া বারটি সন্ধি, অঙ্গুষ্ঠে দুইটি সন্ধি, সুতরাং এক পায়ের পাঁচটি অঙ্গুলীতে চৌদ্দটি সন্ধি আছে এবং গুল্ফ জানু ও বঙ্ক্ষণে এক একটি করিয়া তিনটি সন্ধি অবস্থিত। অর্থাৎ একপায়ে সতরটি সন্ধি আছে। এইরূপ অপর পায়েও সতরটি এবং হস্তদ্বয়েও সতরটি করিয়া চৌত্রিশটি সন্ধি আছে। অতএব শাখাচতুষ্টয়ে অর্থাৎ দুইপদে ও দুই হস্তে সন্ধির সংখ্যা, সমুদায়ে আটষট্টি।

কোষ্ঠগত সন্ধি—কটী ও কপালে তিনটী, পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) চব্বিশটি, পার্শ্বদ্বয়ে চব্বিশটি এবং বক্ষঃস্থলে আটটি সন্ধি অবস্থিত। এইরূপে কোষ্ঠে (শাখা ও গ্রীবার মধ্যদেশে) সমুদায়ে উনষাটটি সন্ধি অবস্থান করে।

গ্রীবোর্দ্ধগত সন্ধি—গ্রীবাতে আটটি, কণ্ঠে তিনটি, হৃদয় ক্লোম ও ফুস্‌ফুস নিবদ্ধ নাড়ীতে আঠারটি, দন্তমূলে বত্রিশটি, কণ্ঠমণিতে একটি, নাসিকাতে একটি, বর্ত্মমণ্ডলদ্বয়ে দুইটি, গণ্ডদ্বয়ে দুইটি, কর্ণদ্বয়ে দুইটি, শঙ্খদ্বয়ে দুইটি, হনুদ্বয়ে দুইটি,

ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগে দুইটি, শঙ্খদ্বয়ের উপরিভাগে দুইটি, শীর্ষকপালে পাঁচটি এবং মূর্দ্ধাতে একটি সন্ধি অবস্থিত। সমুদায়ে গ্রীবোর্দ্ধ গত সন্ধির সংখ্যা তিরাশীটি ॥) ২৩৬ ॥

এই সকল সন্ধি আট প্রকার, যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তূণসেবনী, কাকতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত।

টীকা। কোর অর্থাৎ গর্ত্ত, কেহ কেহ বলেন কলিকা। উদূখল—ইহা প্রসিদ্ধ। সমুদ্গ—অর্থাৎ সম্পুট (ঠোঙ্গাবৎ) সমুদ্গ শব্দে স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া সামুদ্গ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রতর—যাহাদ্বারা প্রতরণ করা যায়, প্রতর অর্থাৎ বেলক। তূণসেবনী—তূণীরের ন্যায় (বাণ রাখিবার স্থানের ন্যায়) সেবনী। কাকতুণ্ড—কাকমুখ। মণ্ডল—ইহা প্রসিদ্ধ। শঙ্খাবর্ত্ত শঙ্খের আবর্ত্তবৎ আবর্ত্ত বিশিষ্ট। এই সকল নাম অনুসারে সন্ধি সকলের আকৃতি বুঝিয়া লইবে। অঙ্গুলি মণিবন্ধ গুলফ জানু ও কূর্পরের সন্ধি কোর সন্ধি। কক্ষা, বঙ্ক্ষণ ও দন্তের সন্ধি উদূখল সন্ধি। অংস, পীঠ, গুদ, ভগ ও নিতম্বের সন্ধি সামুদ্গ সন্ধি। গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশের (মেরুদণ্ডের) সন্ধি প্রতরসন্ধি। শিরঃ কটী ও কপালের সন্ধি তূণসেবনী। হনুদ্বয়ের উভয়তঃ সন্ধি কাকতুণ্ডাখ্য সন্ধি। কণ্ঠ-হৃদয়-ক্লোম ও নাড়ীর সন্ধি মণ্ডলাখ্য সন্ধি। কর্ণ ও শৃঙ্গাটকের সন্ধি শঙ্খাবর্ত্ত সন্ধি ॥ ২৩৭ ॥

উপরে যে সকল সন্ধির উল্লেখ করা গেল, তাহারা কেবল অস্থিরই সন্ধি জানিবে; পেশী, স্নায়ু ও শিরা সমূহের সন্ধি অসংখ্য ॥ ২৩৮ ॥

শিরা।

কি সন্ধিবন্ধনকারি-শিরা কি ধাতুবহশিরা শরীরে যত শিরা আছে, তাহারা সকলেই নাভিতে নিবদ্ধ অর্থাৎ তাহারা নাভি হইতে উদ্ভূত হইয়া শাখা প্রশাখা দ্বারা শরীরের সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই সকল শিরা দ্বারাই সকল শরীর সর্ব্বদা পরিপোষিত হইয়া থাকে। জলপ্রণালীর দ্বারা যেমন উপবন (উদ্যান), কুল্যাদ্বারা (স্বল্পতোয়া কৃত্রিমা নদী দ্বারা) যেমন ক্ষেত্রস্থ শস্য পরিপোষিত হয়, শিরা সমূহদ্বারাও সমস্ত শরীর সেইরূপ পরিপোষিত হইয়া থাকে।

টীকা—স্থূল ও সূক্ষ্ম শিরা ভেদ হেতুই প্রণালী ও কুল্যা এই দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল ॥ ২৪০ ॥

প্রসারণাকুঞ্চনাদি ক্রিয়া সমূহদ্বারা শিরা সকলই সতত শরীরের উপকার করিয়া থাকে। শরীরে শিরা সংখ্যা সাতশত। যেমন বৃক্ষপত্রে শিরা সকলকে প্রতত (বিস্তৃত) দেখা যায়, সেইরূপ দেহিগণের সমস্ত দেহে শিরা সমূহ প্রতত হইয়া অবস্থিতি করে। প্রাণিগণের প্রাণ নাভিতে অবস্থিত এব নাভিও প্রাণকে উপাশ্রিত (এ স্থলে প্রাণ শব্দে প্রাণধারক শিরা সমূহই লক্ষ্য), অরক সমূহ দ্বারা (চাকার পাখী সকল দ্বারা) যেমন চক্র-নাভি আবৃত, সেইরূপ শিরা সমূহ দ্বারা নাভি আবৃত হইয়া থাকে। (শিরা সমূহ যথা—সাতশত শিরার মূলশিরা চল্লিশটী, তাহাদের দশটী বাবতহ, দশটী পিত্তবহ, দশটী শ্লেষ্মবহ ও দশটী রক্তবহ।

বাতস্থানগত বাতবহ মূলশিরা দশটি, শাখা প্রশাখায় একশত পঁচাত্তরটি, পিত্তস্থান গত পিত্তবহ মূলশিরা, দশটি, শাখা প্রশাখায় একশত পঁচাত্তরটি, শ্লেষ্মস্থানগত শ্লেষ্মবহ মূলশিরা দশটি, শাখা প্রশাখায় একশত পঁচাত্তরটি এবং যকৃৎপ্লীহগত রক্তবহ মূল-শিরা দশটি, শাখা প্রশাখায় একশত পঁচাত্তরটি হইয়াছে। অর্থাৎ মূলশিরা চল্লিশটিই শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া সাত শত সংখ্যক হইয়াছে। প্রত্যেক পাদে ও প্রত্যেক হস্তে পঁচিশটি করিয়া একশত বাতবহ শিরা অবস্থিত। কোষ্ঠে চৌত্রিশটি বাতবহ শিরা আছে, যথা শ্রোণি, গুদ ও মেঢ্রাদিতে আটটি, পার্শ্বদ্বয়ে দুই দুইটি করিয়া চারিটি, পৃষ্ঠে ছয়টি, উদরে ছয়টি ও বক্ষঃস্থলে দশটি,এই চৌত্রিশটি বাতবহ শিরা কোষ্ঠে অবস্থিত। গ্রীবোর্দ্ধদেশে এক চল্লিশটি বাত-বহ শিরা আছে; যথা গ্রীবাতে চৌদ্দটি, কর্ণদ্বয়ে চারিটি, জিহ্বায় নয়টি, নাসিকায় ছয়টি ও নেত্রদ্বয়ে আটটি, এই একচল্লিশটি বাতবহ শিরা গ্রীবোর্দ্ধ দেশে অবস্থিত। এইরূপে একশত পঁচাত্তরটি বাতবহ শিরা শরীরে অবস্থিতি করে। পিত্তবহ একশত পঁচাত্তরটি শিরারও এইরূপ বিভাগ জানিবে। তবে একটু বিশেষ এই—পিত্তবহ শিরা নেত্রদ্বয়ে দশটি এবং কর্ণদ্বয়ে দুইটি অবস্থিতি করে। রক্তবহ একশত পঁচাত্তরটি শিরার বিভাগ ঠিক পিত্তবহ শিরার ন্যায় জানিবে। শ্লেষ্মবহ একশত পঁচাত্তরটি শিরার বিভাগও এইরূপ, তবে একটু বিশেষ এই শ্লেষ্মবহ শিরা গ্রীবায় ষোলটি এবং কর্ণদ্বয়ে দুইটি অবস্থিতি করে। এইরূপে সাত শত শিরা ব্যাখ্যাত হইল ॥) ২৪১—২৪৩ ॥

বায়ু নিজ শিরায় বিচরণ করত ক্রিয়া সমূহের অপ্রতিঘাত বুদ্ধিকর্ম্মের অমোহ এবং অন্যান্য গুণ সকল সম্পাদন করে। কিন্তু বায়ু যখন কুপিত হইয়া স্বমার্গে গমন করে, তখন মানবের বাতসম্ভব বিবিধ রোগ জন্মে।

টীকা। ক্রিয়া সমূহ অর্থাৎ শরীরের প্রসারণা—কুঞ্চনাদি কর্ম্ম সকল। বুদ্ধিকর্ম্মের অমোহ, অর্থাৎ দর্শন শ্রবণাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের এবং মনের ও বুদ্ধির মোহ-রাহিত্য। অন্যান্য গুণসকল অর্থাৎ রসাদি ব্যাপন দ্বারা শরীর পোষণাদি গুণ সমূহ ॥ ২৪৪। ২৪৫ ॥

এইরূপ পিত্তও নিজ শিরায় বিচরণ করত ভ্রাজিষ্ণুতা (শরীরের দীপ্তি,কান্তি), অন্নরুচি, অগ্নিদীপ্তি, অরোগতা ও অন্যান্য গুণসকল সম্পাদন করে। কিন্তু পিত্ত যখন কুপিত হইয়া স্বমার্গে গমন করে, তখন মানবের পিত্তজনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

টীকা। অরোগতা অর্থাৎ পৈত্তিক রোগের অনুৎপত্তি। অন্য গুণ সকল অর্থাৎ মেধা, বুদ্ধি, দর্শনশক্তি প্রভৃতি ॥ ২৪৬। ২৪৭ ॥

কফ নিজশিরায় বিচরণ করত শরীরে স্নিগ্ধতা, সন্ধি সমূহের দৃঢ়তা, বল, অরোগতা এবং অন্যান্য গুণ সকল সম্পাদন করে। কিন্তু উহা যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন মানবের শ্লেষ্মজনিত বিবিধ রোগ উদ্ভূত হয়।

টীকা। অরোগতা অর্থাৎ শ্লৈষ্মিক রোগের অনুৎপত্তি। অন্যান্য গুণ সকল অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদি গুণ সমূহ ॥ ২৪৮। ২৪৯ ॥

রক্ত নিজশিরায় বিচরণ করত ধাতু সমূহের পূরণ, শরীরের বর্ণ (সৌন্দর্য্য), যথাবৎ স্পর্শজ্ঞান এবং অন্যান্য গুণসকল সম্পাদন করে। কিন্তু উহা যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন মানবের রক্তসম্ভূত বিবিধ রোগ জন্মে।

টীকা। অন্যান্য গুণ সকল অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদি গুণ সমূহ ॥ ২৫০। ২৫১ ॥

বাতবহ শিরা সকল দেখিতে অরুণবর্ণ সেই সকল শিরা বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে। পিত্তবহ শিরা সকল উষ্ণ এবং দেখিতে নীলবর্ণ। কফবহ শিরা সকল শীতল ও কঠিন, দেখিতে গৌরবর্ণ। রক্তবহ শিরা সকল নাতিউষ্ণ নাতি শীতল এবং দেখিতে রক্তবর্ণ ॥ ২৫২ ॥

স্নায়ুস্বরূপ।

শিরা সকল মেদ হইতে স্নেহ গ্রহণ করিয়া স্নায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়। শিরা সকলের পাক মৃদু এবং স্নায়ু সকলের পাক খর। স্নায়ু সকল দেহের মাংস অস্থি মেদ ও সন্ধি সমূহের বন্ধন। উহারা শিরা অপেক্ষা সুদৃঢ়। বহুবন্ধনে সম্বদ্ধ কাষ্ঠফলকাস্তীর্ণ নৌকা যেমন অগাধ সলিলে গুরুভারবহনসমর্থ হয়, সেইরূপ এই মানব শরীরে যত সন্ধি আছে, তাহারা বহুস্নায়ু দ্বারা সম্বদ্ধ থাকায় মানবগণও ভার বহন সমর্থ হইয়া থাকে।

টীকা। ফলক অর্থাৎ কাষ্ঠপট্ট (কাঠের তক্তা), আস্তীর্ণ অর্থাৎ ব্যাপ্ত ॥ ২৫৩—২৫৬ ॥

স্নায়ুসংখ্যা—মানব শরীরে নয়শত স্নায়ু আছে। তাহাদের বিবরণ বলিব, শিষ্যগণ! তোমরা যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। নয়শত স্নায়ুর মধ্যে ছয়শত স্নায়ু শাখা চতুষ্টয়ে অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে, দুইশত ত্রিশটি স্নায়ু কোষ্ঠে এবং সত্তরটি স্নায়ু গ্রীবোর্দ্ধদেশে অবস্থিত ॥ ২৫৭।২৫৮

শাখাগত স্নায়ু—এক পায়ের পাঁচটি অঙ্গুলিতে ছয় ছয়টি করিয়া ত্রিশটি, পদতল, কূর্চ্চ ও গুল্ফ দেশে ত্রিশটি, জঙ্ঘায় ত্রিশটি, জানুতে দশটি, উরুতে চল্লিশটি ও বঙ্ক্ষণ স্থানে দশটি স্নায়ু আছে। অর্থাৎ একপায়ে একশত পঞ্চাশটি স্নায়ু অবস্থিত। এইরূপ অপর পায়েও একশত পঞ্চাশটি এবং হস্তদ্বয়েও একশতপঞ্চাশটি করিয়া স্নায়ু আছে।

কোষ্ঠগত স্নায়ু—কটীদেশে ষাট্টী, পার্শ্বদ্বয়ে ষাট্টী, পৃষ্ঠে আশীটী ও বক্ষঃস্থলে ত্রিশটি স্নায়ু অবস্থিত আছে।

গ্রীবোর্দ্ধগত স্নায়ু—গ্রীবাতে ছত্রিশটি ও মস্তকে চৌত্রিশটি স্নায়ু আছে ॥ ২৫৯ ॥

ধমনী।

নাভি হইতে চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক ধমনী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের দশটি ধমনী ঊর্দ্ধগ, দশটি ধমনী অধোগ এবং অবশিষ্ট চারিটি ধমনী তির্য্যগ্ গত।

ঊর্দ্ধগত ধমনী—ঊর্দ্ধগ ধমনী দশটি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস (অন্তঃপ্রবিষ্ট বায়ু), উচ্ছ্বাস (ঊর্দ্ধগত বায়ু), জৃম্ভা, হাঁচী, হাস্য, কথন, রোদন ও গীতাদি কার্য্যসম্পাদন করিয়া শরীরকে ধারণ করে। সেই ঊর্দ্ধগ ধমনী দশটি হৃদয়ে গিয়া তথায় প্রত্যেকটি তিন তিন শাখা বিশিষ্ট হইয়া ত্রিংশৎ সংখ্যক হয়। তাহাদের মধ্যে দশটি ধমনী বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত ও রসকে বহন করে, অর্থাৎ দুইটি ধমনী বায়ুকে, দুইটি ধমনী পিত্তকে, দুইটি ধমনী কফকে, দুইটি ধমনী রক্তকে এবং দুইটি ধমনী রসকে বহন করিয়া থাকে। আটটি ধমনী দ্বারা মানব শব্দ, রস, রূপ ও গন্ধ গ্রহণ করে। দুইটি ধমনী দ্বারা কথা কহে, দুইটি দ্বারা শব্দ করে, দুইটি দ্বারা নিদ্রা যায়, দুইটি দ্বারা জাগরিত হয়; দুইটি ধমনী অশ্রু বহন করে, দুইটি ধমনী স্ত্রীলোকের স্তন্য বহন করে;

এবং সেই স্তন্যাশ্রিত ধমনী দ্বয়ই পুরুষের স্তনদ্বয় হইতেও শুক্র বহন করিয়া থাকে। এই ত্রিশটি উর্দ্ধগ ধমনীদ্বারা নাভির উর্দ্ধদেশস্থ উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, স্কন্ধ, গ্রীবা, (মস্তক) ও বাহু ধৃত ও চালিত হয়।

অধোগত ধমনী—অধোগ ধমনী দশটি বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তবাদি অধোদিকে লইয়া যায়। সেই অধোগ ধমনী দশটি পিত্তাশয়ে গিয়া তথায় প্রত্যেকটি তিন তিন শাখাবিশিষ্ট হইয়া ত্রিংশৎসংখ্যক হয়। তাহাদের মধ্যে দশটি ধমনী বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত ও রসকে বহন করে, অর্থাৎ দুইটি ধমনী বায়ুকে, দুইটি ধমনী পিত্তকে, দুইটি ধমনী কফকে,দুইটি ধমনী রক্তকে এবং দুইটি ধমনী রসকে বহন করিয়া থাকে। অবশিষ্ট বিংশতিটি ধমনীর মধ্যে দুইটি অন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অন্ন বহন করে; দুইটি জল বহন করে, দুইটি বস্তিকে আশ্রয় করিয়া মূত্রবহন করে; দুইটি ধমনী দ্বারা পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব প্রাদুর্ভূত হয়; এবং দুইটি ধমনীদ্বারা পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব নিঃসৃত হয়; দুইটি ধমনী স্থূলান্ত্রে প্রতিবদ্ধ থাকিয়া পুরীষ নিঃসারণ করে। এবং শেষ আটটি ধমনী তির্য্যগ্‌গত হইয়া স্বেদকে অর্পণ করে। এই ত্রিশটি অধোগ ধমনী কর্তৃক নাভির অধোদেশস্থ পক্কাশয়-কটী-মূত্র-পুরীষ-বস্তি-গুদ-মেঢ্র ও সক্‌থি ধৃত ও চালিত হইয়া থাকে।

তির্য্যগ্‌গত ধমনী—তির্য্যগ্‌গত ধমনী চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর শত সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্য হইয়াছে। সেই সকল ধমনীদ্বারা মানব শরীর গবাক্ষিত নিবদ্ধ ও আয়ত হইয়া থাকে। তাহাদের মুখ লোমকূপের সহিত সংলগ্ন থাকে, যে সকল মুখ দ্বারা স্বেদ নিঃস্রুত হয় এবং যাহা দেহস্থ রসকে বাহ্যাভ্যন্তরে তর্পিত করিয়া থাকে। সেই সকল ধমনীদ্বারাই অভ্যঙ্গ পরিষেক অবগাহন ও আলেপন বীর্য্য ত্বকে পক্ক হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাহাদের দ্বারাই মানব শুভস্পর্শ বা অশুভস্পর্শ বোধ করিয়া থাকে।

টীকা। "গবাক্ষিত নিবদ্ধ আয়ত" অর্থাৎ গবাক্ষবৎ নিবদ্ধ ও আয়ত। "গবাক্ষ" অর্থাৎ বাতায়ন (জানালা) যেমন গবাক্ষে বহু ছিদ্র থাকে, সেইরূপ শিরা সকল দেহকে ব্যাপিয়া জালবৎ অবস্থিতি করে। "নিবদ্ধ আয়ত-গবাক্ষিত" অর্থাৎ গবাক্ষাকার-রন্ধ্রনিকরযুক্ত কৃত ইত্যর্থ॥ ২৫৯

যেমন মৃণালে ও বিসে স্বভাবতঃ ছিদ্র থাকে, সেইরূপ ধমনীমধ্যেও ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রপথে রস সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ করে॥ ২৬০ ॥

পঞ্চভূতাত্মক-ধমনী সকল পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবাত্মাকে শ্রোত্রাদি-পঞ্চইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে পাঁচ বারে সংযোজিত করে অর্থাৎ পর্য্যায় ক্রমে এক এক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে সংযোজিত করিয়া থাকে। (জীবাত্মাকে একদাই পঞ্চ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে সংযোজিত করে না)। এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে অর্থাৎ শ্রোত্রাদি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়কে (তদুপলক্ষিত হস্তাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ও উভয়েন্দ্রিয় মনকেও) পৃথিব্যাদি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় বিষয়ে (তদুপলক্ষিত হস্তাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়ে ও মন্তব্য মনোবিষয়েও) সংযোজিত করে। এবং বিনাশকালে ধমনী সকল পঞ্চত্ব অর্থাৎ আকাশাদিভাব প্রাপ্ত হয়। ভাবার্থ এই—ধমনী সাহায্যে জীবাত্মা পর্য্যায়ক্রমে শ্রোত্রাদি এক এক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানকে আশ্রয় করে এবং জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিলে সেই সেই ইন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয়ে সংযোজিত হইয়া থাকে।

টীকা। ধমনী কথম্ভূত—পঞ্চাভিভূত অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে অভিভূত (সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন)। "পঞ্চেন্দ্রিয়" পঞ্চ ইন্দ্রিয় (ও উভয়াত্মক মন) যাহার আছে, সেই পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ জীবাত্মা। "পঞ্চে" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান শ্রোত্রাদিতে "পঞ্চকৃত্বঃ" অর্থাৎ (পাঁচবারে একদাই নহে, অর্থাৎ পাঁচ বারে পাঁচ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে সংযোজিত করে)। "পঞ্চেন্দ্রিয়" অর্থাৎ শ্রোত্রাদি বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং তদুপলক্ষিত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। "পঞ্চে" পৃথিব্যাদি বুদ্ধীন্দ্রিয় বিষয়ে এবং তদুপলক্ষিত হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষয়ে ও মন্তব্য মনোবিষয়ে॥ ২৬১ ॥

অথ কণ্ডরা—বড় বড় স্নায়ু সকল কণ্ডরা নামে প্রোক্ত। কণ্ডরা ষোলটি। প্রসারণ ও আকুঞ্চন কার্য্যে কণ্ডরার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কণ্ডরাদ্বারা দেহের প্রসারণ ও আকুঞ্চন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। হস্তদ্বয়ে চারিটি, পদদ্বয়ে চারিটি, গ্রীবাতে চারিটি এবং পৃষ্ঠে চারিটি কণ্ডরা অবস্থিতি করে।

পাদগত ও হস্তগত কণ্ডরা সকলের প্ররোহ—নখ। গ্রীবা নিবদ্ধ অধোভাগগত কণ্ডরা সকলের প্ররোহ—মেঢ্র। পৃষ্ঠনিবদ্ধ কণ্ডরাসকলের প্ররোহ, নিতম্ব, মূর্দ্ধা, উরু, বক্ষঃ, অক্ষি ও স্তনপিণ্ড॥ ২৬২।২৬৩ ॥

রন্ধ্র—নেত্রে কর্ণে ও নাসিকায় দুই দুইটি করিয়া ছয়টি রন্ধ্র, মুখে লিঙ্গে ও পায়ুতে এক একটি করিয়া তিনটি রন্ধ্র এবং মস্তকে একটি রন্ধ্র, সমুদায়ে দশটি রন্ধ্র পুরুষ শরীরে অবস্থিতি করে। স্ত্রীলোকদিগের এতদ্ভিন্ন আরও তিনটি অধিক রন্ধ্র আছে, যথা স্তনদ্বয় ও গর্ভবর্ত্ম॥ ২৬৪। ২৬৫ ॥

স্রোতঃ—যে সকল মার্গদ্বারা মন, প্রাণ, অন্ন, পানীয়, দোষ, ধাতু, উপধাতু, ধাতুমল, মূত্র ও পুরীষ প্রভৃতি পদার্থ সকল দেহে সঞ্চরণ করে, তাহারাই স্রোতোনামে অভিহিত। স্রোতঃ সকল সংখ্যায় এত অধিক যে, তাহাদের বর্ণন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ২৬৬ । ২৬৭ ॥

জাল—শিরা, স্নায়ু, মাংস ও অস্থির জাল উৎপন্ন হয়। চারিটি চারিটি করিয়া সমুদায়ে ষোলটি জাল, অর্থাৎ শিরাজাল চারিটি, স্নায়ুজাল চারিটি, মাংসজাল চারিটি ও অস্থিজাল চারিটি।

(নিরন্তর রন্ধ্রসমূহ পরিকল্পিত জালবৎ বলিয়া উহারা জালনামে খ্যাত। জালসকল মণিবন্ধ হইতে গুল্‌ক পর্য্যন্ত সংস্থত, পরস্পর নিবদ্ধ ও পরস্পর গবাক্ষিত হইয়া সর্ব্ব শরীরে অবস্থিতি করে। সর্ব্বশরীর জাল সকল দ্বারা গবাক্ষিত থাকে। ইহার অর্থ এই—একটি মণিবন্ধে প্রথম শিরাজাল, দ্বিতীয় স্নায়ুজাল, তৃতীয় মাংসজাল, চতুর্থ অস্থিজাল, এইরূপে চারিটি জাল অবস্থিত। এই প্রকারে অপর মণিবন্ধে ও গুল্‌ফ দ্বয়ে জাল সকল অবস্থান করে। "গবাক্ষিত" অর্থাৎ বিরচিত নিরন্তর জালাকার রন্ধ্র, সমূহ পরিব্যাপ্ত ইত্যর্থ) ॥ ২৬৮ ॥

কূর্চ্চ—দুই হস্তে দুইটি, দুইপদে দুইটি, গ্রীবাতে একটি ও মেঢ্রে একটি, সমুদায়ে ছয়টি কূর্চ্চ মানব দেহে অবস্থিত। কূর্চ্চ সকল শিরা স্নায়ু মাংস ও অস্থি হইতে উৎপন্ন। (কূর্চ্চের ন্যায় অর্থাৎ কুঁচীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া উহারা কূর্চ্চনামে অভিহিত) ॥ ২৬৯ ॥

রজ্জু—পৃষ্ঠবংশের (মেরুদণ্ডের) উভয়পার্শ্বে চারিগাছী বৃহৎ মাংসরজ্জু আছে। মাংসপেশী সকলের বন্ধনই তাহাদের প্রয়োজন, অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা মাংসপেশী সকল শরীরে বদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৭০ ॥

সেবনী—সেবনী সাতটি, তাহাদের মধ্যে পাঁচটি মস্তকে, লিঙ্গে একটি ও জিহ্বায় একটি সেবনী অবস্থিত। সেবনী কদাচ বিদ্ধ করিবে না। (শেলাই করার ন্যায় যে স্থান তাহাকে সেবনী কহে) ॥ ২৭১ ॥

সংঘাত—অস্থির সংঘাত (কতকগুলি অস্থির একত্রাবস্থান) চতুর্দ্দশটি, তাহাদের তিনটি সংঘাত গুল্‌ফ, জানু ও বঙ্ক্ষণে অবস্থিত ; অপর পায়ের ও গুল্‌ফ জানু ও বঙ্ক্ষণে তিনটি সংঘাত অবস্থিত ; এইরূপ হস্তদ্বয়েরও মণিবন্ধ কূর্পর (কনুই) ও বঙ্ক্ষণে (বগলে) তিনটি করিয়া ছয়টি সংঘাত অবস্থিত ; এবং ত্রিক স্থানে একটি ও শিরঃপ্রদেশে একটি সংঘাত অবস্থিতি করে।

টীকা। ত্রিকশব্দে এস্থলে বাহুদ্বয় ও গ্রীবার মধ্যস্থ অস্থি সংঘাত বুঝিতে হইবে ॥ ২৭২ ॥

সীমন্ত—যে সকল অস্থিদ্বারা সংঘাত সকল সীবিত থাকে, তাহারা সীমন্ত নামে কথিত। অস্থি সংঘাত চতুর্দ্দশটি, সুতরাং সীমন্তও চতুর্দ্দশটি ॥ ২৭৩

ত্বক্—দুগ্ধ অগ্নিতে পচ্যমান হইলে তাহার যেমন সন্তানিকা (সর) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পচ্যমান শুক্র ও রজঃ হইতে ত্বক্ জন্মে। উপর্য্যুপরি সাতটি ত্বক্ অবস্থিত। সাতটি ত্বকের মধ্যে প্রথমটির নাম অবভাসিনী, অবভাসিনী সিধ্ম রোগের স্থান। দ্বিতীয়টির নাম লোহিতা, এই লোহিতাকে আশ্রয় করিয়া তিলকালক জন্মে। (অবভাসিনী—ভ্রাজক পিত্তদ্বারা অবভাসন (দীপ্তি) হয় বলিয়া ইহার নাম অবভাসিনী। ইহার স্থৌল্য একটী বিস্তারিত ব্রীহিকে কুড়িভাগ করিয়া তাহার আঠার ভাগ। এস্থলে ব্রীহি অর্থে যব বুঝিতে হইবে। অবভাসিনী সিধ্ম ও পদ্মকণ্টক রোগের উৎপত্তি স্থান। লোহিতার স্থৌল্য, একটি যবের কুড়িভাগের ষোলভাগ। ইহা তিলকালক ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গের অধিষ্ঠান।) তৃতীয়টির নাম শ্বেতা, ইহা চর্ম্মদল রোগের উৎপত্তি স্থান। চতুর্থটির নাম তাম্রা, ইহাকে আশ্রয় করিয়া কিলাস ও শ্বিত্র রোগ উদ্ভূত হয়। (শ্বেতার স্থৌল্য, একটি যবের কুড়িভাগের বারভাগ, ইহা চর্ম্মদল অজগল্লিকা ও মশক রোগের আশ্রয় স্থান। তাম্রার স্থৌল্য, একটি যবের কুড়িভাগের আট ভাগ।) পঞ্চমটির নাম বেদিনী ইহা সর্ব্ব কুষ্ঠের উদ্ভব স্থান। ষষ্ঠটির নাম রোহিণী, ইহা গ্রন্থি, গণ্ড ও অপচী রোগের উৎপত্তি স্থান। সপ্তমটির নাম স্থূলা, ইহা বিদ্রধি প্রভৃতি রোগের জন্মভূমি। (রোহিণীর স্থৌল্য একটি যব প্রমাণ। ইহা—গ্রন্থি অপচী গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ ও শ্লীপদ রোগের জন্মভূমি। স্থূলার স্থৌল্য, দুই যব প্রমাণ। শার্ঙ্গধরও কহিয়াছেন—স্থূলাত্বক্ যবদ্বয়প্রমাণ স্থূল। সমুদায়ে সাতটি ত্বকের স্থৌল্য বিংশতিতমভাগোনষট্ যব প্রমাণ। ছয়টি যবের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠোদর তুল্য। ত্বকের এই স্থৌল্য পরিমাণ, মাংসল স্থানেই বুঝিবে ; ললাট ও সূক্ষ্মাঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে নহে। এই জন্যই উক্ত আছে—উদরে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ গাঢ় বিদ্ধ করিবে ॥ ২৭৪—২৭৮ ॥

লোম ও লোমকূপ—লোম সকল অস্থির মল হইতে উৎপন্ন হয়। লোম অসংখ্য, শরীরে যত লোম আছে, লোমকূপও তত আছে ॥ ২৭৯ ॥

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও তাহাদের যথাবৎ সন্নিবেশ (রচনা বিশেষ) স্বভাবতই হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়া থাকে। এবিষয়ে অন্য কোন কারণ নাই।

টীকা। "নির্বর্ত্তি" অর্থাৎ সিদ্ধি। "স্বভাবতঃ" অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে। "সন্নিবেশ" অর্থাৎ রচনা বিশেষ ॥ ২৮০ ॥

গর্ভের অঙ্গ প্রত্যঙ্গোৎপত্তিতে যে যে গুণ ও যে যে অগুণ উৎপন্ন হয়, তাহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিমিত্তই হইয়া থাকে জানিবে। শৈশবে একবার দন্ত পড়িয়া যে পুনর্ব্বার উঠে এবং তৎপরে দন্ত পড়িলে যে তাহা পুনর্ব্বার আর উঠে না, এবং হস্ততলে ও পদতলে যে লোমের উদ্ভব না হয়, ইত্যাদি বিষয় সকল স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে অন্য কোন কারণ নাই, ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ ॥ ২৮১ । ২৮২ ॥

প্রতিমাসে গর্ভের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে—গর্ভাশয়ে যাদৃক্ শুক্র ও যাদৃক্ আর্ত্তব নিপতিত হয়, প্রথম মাসে তাহা তাদৃক্ দ্রবীভূতই থাকে ॥ ২৮৩ ॥

দ্বিতীয় মাসে—গর্ভাশয়স্থ বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারা গর্ভ পচ্যমান হয়। তখন জরায়ুস্থ সেই মহাভূতাত্মক শুক্রশোণিত ঘন হইয়া থাকে।

টীকা। বাতকফেরও পাক হেতুত্ব আছে, কারণ বাতকফও উষ্মার অধিকরণ অর্থাৎ বাত কফেও উষ্মা থাকে। সেই জন্য চরকেও উক্ত আছে যে, উষ্মা পাঁচ প্রকার, যথা—পার্থিব উষ্মা, জলীয় উষ্মা, আগ্নেয় উষ্মা, বায়ব্য উষ্মা ও নাভস উষ্মা ॥ ২৮৪ ॥

তৃতীয় মাসে—মস্তক, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় এই পাঁচটি অবয়বের স্থানে পাঁচটি পিণ্ড এবং সূক্ষ্মভাবে দেহের অঙ্গাবয়ব সকল সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ মাসে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরিস্ফুট হয় এবং হৃদয়ের ব্যক্তভাবের দ্বারা চেতনা প্রকাশ পায়। সেই জন্যই চতুর্থ মাসে গর্ভ নানা বস্তু বাঞ্ছা করে। চতুর্থ মাস হইতে নারী দ্বিহৃদয়া অর্থাৎ নিজের ও গর্ভের হৃদয়বিশিষ্টা হয় বলিয়া তাহাকে দৌহৃদিনী কহে। দৌহৃদের অবজ্ঞা হইলে অর্থাৎ গর্ভিণী স্ত্রী অভিলষিত বস্তু না পাইলে কুব্জ, কুনি (নুলো), খঞ্জ, বামন, বিকৃতনেত্র বা নেত্র বিহীন সন্তান প্রসব করে। গর্ভবতী স্ত্রী দৌহৃদ (অভিলষিত বস্তু) প্রাপ্ত হইলে বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করে। অতএব গর্ভবতী স্ত্রীকে তাহার অভিলষিত বস্তু প্রদান করিবে। গর্ভিণী স্ত্রী যে যে ইন্দ্রিয়ার্থ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। গর্ভবাধা ভয়ে ভিষক্ সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ আহরণ করিয়া দেওয়াইবেন। গর্ভিণী দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে গুণান্বিত পুত্র প্রসব করে; দৌহৃদ প্রাপ্ত না হইলে গর্ভে বা আপনাতে ভয় পায়। দৌহৃদ অবমানিত হইলে, রূপরসাদি যে যে ইন্দ্রিয়ার্থে দৌহৃদ অবমানিত হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থে ও তদিন্দ্রিয়ে সার্ত্তি অর্থাৎ সব্যথ সন্তান জন্মে ॥ ২৮৫—২৯২ ॥

দৌহৃদাবশেষের ফল—যে গর্ভিণী স্ত্রীর রাজদর্শনে দৌহৃদ জন্মে, সে অর্থবান্ ও মহাভাগ্যবান্ কুমার প্রসব করে। যে গর্ভিণীর চেলি, গরদ, তসর প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রে এবং ভূষণাদিতে দৌহৃদ জন্মে, সে অলঙ্কারপ্রিয় ললিত পুত্র প্রসব করে। তপস্বিগণের আশ্রম দর্শনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে ধর্ম্মশীল সন্তান প্রসব করে। দেবপ্রতিমাদর্শনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে প্রমথোপম (শিবপারিষদোপম) সন্তান প্রসব করে। ব্যালজাতিজন্তুর (হিংস্রজন্তুর) দর্শনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে হিংসাশীল সন্তান প্রসব করে। মহিষমাংস ভক্ষণে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে রক্তাক্ষ রোমশ শূর সন্তান প্রসব করে। বরাহমাংস ভোজনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে নিদ্রালু শূর সন্তান প্রসব করে। মৃগমাংস ভোজনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে জঙ্ঘাল (বৃহজ্জঙ্ঘা বিশিষ্ট) বিক্রান্ত ও বনচারী সন্তান প্রসব করে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে যে জন্তুর মাংস ভোজনে গর্ভিণী অভিলাষ করে, সেই সেই জন্তুর শরীর আচার ও স্বভাবের ন্যায় শরীর আচার ও স্বভাববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে ॥ ২৯৩—২৯৮ ॥

পঞ্চম মাসে মন ও ষষ্ঠমাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তম মাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রব্যক্ত হয়। অষ্টম মাসে ওজঃ জন্মে এবং সেই ওজঃ ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ মাতা পুত্রে সঞ্চরণ করে। তজ্জন্য অষ্টম মাসে গর্ভিণী ও গর্ভস্থ শিশু পর্য্যায় ক্রমে ম্লান ও হর্ষিত হয়, অর্থাৎ ওজঃ যখন মাতাতে সঞ্চরণ করে, তখন মাতা হর্ষিত ও গর্ভস্থ শিশু ম্লান এবং ওজঃ যখন সন্তানে সঞ্চরণ করে—তখন গর্ভস্থশিশু হর্ষিত ও মাতা ম্লান হইয়া থাকে। অষ্টম মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায়ই বাঁচে না। কারণ অষ্টম মাসে ওজঃ পদার্থ সন্তানে স্থির থাকে না (ওজঃ যখন সন্তান হইতে গিয়া মাতাতে সঞ্চরণ করে, তখন যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে ত

নিশ্চয়ই বাঁচে না, কিন্তু যে সময় ওজঃ সন্তানে সঞ্চরণ করে সে সময়ে যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সে সন্তান বাঁচে)। অষ্টম মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে না বাঁচিবার অপর কারণ এই—রুদ্রানুচর নৈঋর্ত্যের বালকদেহে অংশ আছে, সেই জন্য রুদ্রানুচরেরা পূজাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বালকের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। অতএব নৈঋর্ত্যের উদ্দেশে বলি দেওয়াইবে। বলি না দিলে তাহারা জাত সন্তানের হিংসা করিয়া থাকে।

টীকা। রুদ্র বালকদেহে নৈঋর্ত্যের ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কুমারতন্ত্রে উক্ত আছে—অষ্টম মাসে নৈঋর্ত্যকে মাংস অন্ন বলি দিবে॥ ২৯৯—৩০১

গর্ভিণী নবম মাসে দশম মাসে সন্তান প্রসব করে। একাদশ দ্বাদশ মাসেও প্রসব করিয়া থাকে। ইহার অধিককাল গত হইলে বুঝিবে যে, গর্ভ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ৩০২

গর্ভে যে অঙ্গ প্রথম হয়, তাহা কথিত হইতেছে—শৌনক মুনি বলেন—অগ্রে মস্তক জন্মে। কারণ মস্তকই প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি স্থান। কৃতবীর্য্য মুনি বলেন—অগ্রে হৃদয় জন্মে। কারণ হৃদয়ই বুদ্ধির ও মনের স্থান। পারাশর্য্য মুনি বলেন—অগ্রে নাভি উৎপন্ন হয়। কারণ প্রাণ নাভিতে অবস্থিত ও উষ্মযুক্ত হইয়া সমস্ত দেহকে বর্দ্ধিত করে। মার্কণ্ডেয় মুনির এই মত যে, অগ্রে হস্তপদ উৎপন্ন হয়। কারণ দেহিগণের সকল চেষ্টাই হস্তপদাশ্রিত। মুনিপুঙ্গব গৌতম বলেন—প্রথমে কোষ্ঠ হয়। কারণ কোষ্ঠ হইতেই সকল অঙ্গের উদ্ভব হয়। কিন্তু ধন্বন্তরির এই মত যে, সমস্ত অঙ্গ ও সমস্ত প্রত্যঙ্গ যুগপৎ উৎপন্ন হয়, তবে অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহাদের উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। আম্রের অতি ক্ষুদ্রফলে মাংস, অস্থি ও মজ্জাদি সমস্তই যুগপৎ সম্ভূত হয়, কিন্তু অতি সূক্ষ্মত্বহেতু তৎসমুদয় তৎকালে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষ্য হয় না। যখন পরিপুষ্ট হয়, তখন তাহারা স্পষ্ট দৃশ্য হইয়া থাকে। এইরূপ গর্ভসমুদ্ভবেও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একদাই উৎপন্ন হয়; কেবল সূক্ষ্মত্ব হেতুই তৎ সমস্ত লক্ষ্য হয় না; বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

টীকা। "মজ্জাদি" আদিশব্দে ত্বক্, কেশর, মজ্জত্বক্, অঙ্কুর ও বৃন্ত গ্রহণীয়॥ ৩০৩—৩০৯

অতঃপর **শরীরের পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, ও আত্মজ ভাগ সকল কথিত হইতেছে**—কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দন্ত, শিরা, ধমনী, স্নায়ু ও শুক্র এই গুলি পিতৃজ। মাংস, রক্ত, মজ্জা, মেদ, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, নাভি, হৃদয় ও গুহ্যদেশ এই গুলি মাতৃজ। শরীরের উপচয় (বৃদ্ধি), বর্ণ, বল ও স্থিতি এইগুলি রসজ অর্থাৎ আহার রস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু এবং সুখদুঃখাদি ও ইন্দ্রিয় সকল এইগুলি আত্মজ, অর্থাৎ আত্মসন্নিকর্ষে উৎপন্ন।

টীকা। "দুঃখাদি" আদি শব্দে বুঝিতে হইবে যে নানাযোনিজন্মাদিও উক্ত হইয়াছে। "আত্মজ" শব্দে বুঝিতে হইবে যে, আত্মসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন, বস্তুতঃ আত্মা হইতে উৎপন্ন নহে। কেন না,—আত্মা নির্ব্বিকার, আত্মা হইতে উৎপন্ন হইলে আত্মার প্রকৃতি ভাবের অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ আত্মার প্রকৃতিত্ব অপ্রমাণ হয়, তাহা বিকৃতি মধ্যে গণ্য হয়॥ ৩১০—৩১৩

কোন্ কোন্ পদার্থ গর্ভের বিশিষ্ট উপকারক, তাহা কথিত হইতেছে—অগ্নি, সোম, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, পঞ্চেন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা এই গুলি গর্ভের সঞ্জীবক। অর্থাৎ এই সকল পদার্থ দ্বারাই গর্ভ উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হয়।

টীকা। অগ্নিশব্দে এস্থলে পাচক, আলোচক, রঞ্জক, ভ্রাজক ও সাধকাগ্নির (পাচকাদি পঞ্চ পিত্তোষ্মার) তথা পাঞ্চভৌতিকাগ্নির (পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়ব্য ও নাভস অগ্নির) তথা সপ্তধাতুগত অগ্নির শক্তিরূপে অবস্থিত এবং বাক্যের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত অগ্নি বুঝিতে হইবে। সেই অগ্নি পাচকাদি কর্ম্ম দ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। সোমশব্দে এস্থলে পঞ্চাত্মক শ্লেষ্মা রস ও শুক্রাদি সোমাত্মক ভাবের এবং রসনেন্দ্রিয়ের শক্তিরূপে অবস্থিত এবং মনের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত সোম বুঝিতে হইবে। সেই সোম ওজঃ প্রভৃতি সৌম্য ধাতুর পোষণ দ্বারা এবং বাতাগ্নিসংশুষ্কভাগের আর্দ্রতা বিধান দ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। পৃথিবী, জলক্লিন্নাবয়বেরও কাঠিন্য বিধানদ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। বায়ু, দোষ ধাতু মল, অঙ্গ ও উপাঙ্গাদির সঞ্চারণ দ্বারা ও উচ্ছ্বাস নিশ্বাসদ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। আকাশ বাতাগ্নি বিদারিত স্রোতঃ সকলকে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ অবকাশ দানদ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা মনোরূপে পরিণত হইয়া জীবাত্মার শরীরান্তরগ্রহণ ও শরীরত্যাগের কারণ হয়, অতএব সত্ত্বাদিও গর্ভকে জীবিত রাখে। পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র-ত্বক্-নেত্র-

জিহ্বা ও ঘ্রাণ ইহারা শব্দাদি গ্রহণ কর্ম্মদ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। ভূতাত্মা অর্থাৎ কর্ম্ম পুরুষ, তিনি অশেষ কর্ম্মরাশিরই চৈতন্যহেতু হইয়া গর্ভকে জীবিত রাখেন ॥ ৩১৪

গর্ভের অপর জীবনোপায়—গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত জননীর রসবহা নাড়ী সংলগ্ন থাকে। তাহাতেই দিন দিন গর্ভ বৃদ্ধি পায়। মাতার নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সংক্ষোভ (সঞ্চলন) ও নিদ্রা হইতে সন্তানেরও নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সংক্ষোভ ও নিদ্রাকার্য্য সম্পাদিত হয়।

টীকা। "সংক্ষোভ" অর্থাৎ সঞ্চালন। মাতা নিঃশ্বাসাদি যে যে চেষ্টা করে, গর্ভও সেই সেই চেষ্টা করিয়া থাকে ইত্যর্থ ॥ ৩১৫। ৩১৬

গর্ভবৃদ্ধির হেতু উপায়—গর্ভস্থ সন্তানের নাভিঃ মধ্যে একটি জ্যোতিঃস্থান আছে। বায়ু সেই স্থানকে আধ্মাপিত করিতে থাকে, সেই জন্যই তাহার দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বায়ু উষ্মার সহিত সমন্বিত হইয়া আধমন দ্বারা সন্তানের স্রোতঃ সকলকে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্ ভাগে যেমন দারিত (বিস্তারিত) করে, সন্তানের দেহও তেমনি বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ৩১৭। ৩১৮

দৃষ্টিমণ্ডলের ও রোমকূপ সকলের অবৃদ্ধি—মানবগণের দৃষ্টিমণ্ডল ও রোমকূপ সকল কখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ অন্যান্য অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ বাড়ে, দৃষ্টিমণ্ডল ও রোমকূপ সকল চিরকাল একভাবেই থাকে ॥ ৩১৯

নখ ও কেশের সদা বৃদ্ধি—শরীর ক্ষীয়মাণ হইলেও নখ ও কেশ কিন্তু সদাই বাড়িতে থাকে। নখ কেশের সদাবৰ্দ্ধন বিষয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত যে, নখ ও কেশ ইহারা স্বভাবকে প্রকৃতি করিয়া নিত্য বাড়িতে থাকে। অর্থাৎ নখকেশ বৃদ্ধির প্রতি স্বভাবই কারণ।

টীকা। "প্রকৃতি" অর্থাৎ কারণ। "স্থিতি" অর্থাৎ মর্য্যাদা (ন্যায্যমার্গে স্থিতি) ॥ ৩২০

অচেতন অঙ্গ—কেশ,লোম, নখাগ্র এবং মল মূত্র ও শব্দাদি গুণ ভিন্ন ইন্দ্রিয় সমন্বিত সমস্ত দেহ ও মন চেতনার অধিষ্ঠান অর্থাৎ কেশাদি ব্যতিরিক্ত সেন্দ্রিয় সমস্ত দেহে ও মনে চেতনা আছে ॥ ৩২১

গর্ভস্থ সন্তানের বাত মূত্র ও মলত্যাগ না করার কারণ—বায়ুর অল্পতা হেতু এবং বায়ুর ও পক্বাশয়ের অল্প সংযোগবশতঃ গর্ভস্থ সন্তান বাতমূত্র পুরীষ ত্যাগ করে না। (টীকা। "অযোগ" অর্থাৎ ঈষদযোগ) ॥ ৩২২

গর্ভস্থ সন্তানের রোদন না করার কারণ—গর্ভস্থ সন্তানের মুখ জরায়ু দ্বারা (গর্ভবেষ্টন চর্ম্মদ্বারা) আচ্ছন্ন থাকাতে এবং তাহার কণ্ঠ কফদ্বারা বেষ্টিত থাকাতে বায়ুর গমনাগমন পথ নিরোধহেতু গর্ভস্থসন্তান রোদন করে না ॥ ৩২৩

গর্ভবতী স্ত্রীর করণীয় ও অকরণীয় কর্ম্ম—গর্ভবতী স্ত্রী গর্ভের প্রথম দিবস হইতেই প্রহৃষ্ট, ভূষিত, পবিত্র শুক্লবস্ত্রধারিণী এবং গুরু ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনারত থাকিবে। নিত্য মধুর রস বহুল স্নিগ্ধ-হৃদ্য-দ্রব-লঘু-সংস্কৃত ও দীপনীয়-ভোজ্য ভোজন করিবে। ব্যায়াম ও অপতর্পণ (শরীর কর্ষককার্য্য) করিবে না, মৈথুন করিবে না, অতি সন্তর্পণ ক্রিয়াও করিবে না। রাত্রিজাগরণ করিবে না, শোক করিবে না, যানারোহণ করিবে না, রক্তমোক্ষণ করিবে না, মলমূত্রাদির বেগধারণ করিবে না, উৎকটাসন করিবে না (উঁচু হইয়া বসিবে না)। বাতাদি দোষদ্বারা বা অভিঘাতদ্বারা গর্ভিণীর যে যে শরীরভাগ প্রপীড়িত হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই শরীরভাগ প্রপীড়িত হইয়া থাকে, অতএব তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবে। গর্ভবতী স্ত্রী মলিনা, বিকৃতাঙ্গী বা হীনাঙ্গী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিবে না, নয়নের অপ্রিয় বস্তু দর্শন করিবে না, কর্ণের অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিবে না, পর্য্যুষিত (বাসি) শুষ্ক বা পচা ভোজ্য ভোজন করিবে না, চৈত্য (গ্রামের প্রসিদ্ধ দেবতাধিষ্ঠিত বৃক্ষ বা স্থান), শ্মশান বৃক্ষ, অযশস্কর বিষয় সকল, বহির্নিষ্ক্রমণ (যথাতথা গমনাগমন), ক্রোধ ও শূন্যাগার বর্জ্জন করিবে। চীৎকার করিয়া কথা কহিবে না, যাহাতে গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে, এমন কার্য্য করিবে না, অধিক তৈলাভ্যঙ্গ ও উদ্বর্ত্তন (হরিদ্রামলকাদিদ্বারা গাত্রমর্দ্দন) করিবে না, কঠিনাস্তরণে আস্তৃত বা অত্যুচ্চ শয্যা ও আসন করিবে না। গর্ভিণী স্ত্রী অতি যত্নপূর্ব্বক এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে ॥ ৩২৪—৩৩৩ ॥

প্রসব মাস—নবম বা দশমমাসে নারী সন্তান প্রসব করে; একাদশ বা দ্বাদশ মাসেও প্রসব করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার অধিক বিলম্ব হইলেই বুঝিবে যে, সে বিলম্ব কোন রোগ বশতই হইতেছে ॥ ৩৩৪ ॥

সূতিকাগৃহাকৃতি—আটহাত দীর্ঘ ও চারিহাত বিস্তৃত এবং পূর্ব্বদ্বার বা উত্তরদ্বার করিয়া সুন্দররূপ সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ করাইবে ॥ ৩৩৫ ॥

আসন্নপ্রসবার লক্ষণ—কুক্ষি শিথিল হইলে, হৃদয়বন্ধন (সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত মাতার হৃদয়স্থ রসবহ নাড়ীর যে বন্ধন, তাহা) মুক্ত হইলে, জঘনদেশ (স্ত্রীকটীর পুরোভাগ) ব্যথান্বিত হইলে, কটী-পৃষ্ঠ ব্যথাযুক্ত হইলে এবং মুহুর্মুহুঃ মলমূত্র প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলে বুঝিবে যে প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩৩৬ । ৩৩৭ ॥

আসন্নপ্রসবার উপচার অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে যাহা করণীয়—আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া উষ্ণজলে স্নান করাইবে এবং ঈষদুষ্ণ যবাগূ পরিমিত মাত্রায় পান করাইবে। প্রসবব্যথা উপস্থিত হইলে গর্ভিণী—উপাধানযুক্ত বিস্তীর্ণ কোমল শয্যায় উরুদ্বয় অসঙ্কোচিত ভাবে রাখিয়া চিত হইয়া ধীরে ধীরে শয়ন করিবে।

টীকা। “অভুগ্নসক্‌থী” অর্থাৎ অসঙ্কোচিতোরু ॥ ৩৩৮ । ৩৩৯ ॥

জনয়িত্রী—প্রসবকরান কার্য্যে পটু এবং সাহসী চারিজন হিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক সম্যক্ নখচ্ছেদন করিয়া ব্যথান্বিত গর্ভিণীর পরিচর্য্যা করিবে ॥ ৩৪০

জনয়িত্রী কৃত্য—গর্ভিণীর যোনিদ্বার তৈল দ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্যক্ অভ্যক্ত করিবে এবং জনয়িত্রীদিগের মধ্যে একজন বলিবে—সুভগে ! প্রবাহণ কর (কোঁথ পাড়) কিন্তু ব্যথা গেলে আর কুন্থন করিও না, ব্যথা উপস্থিত হইলেই কুন্থন করিবে, প্রথমে অল্প অল্প পরে প্রগাঢ় কুন্থন করিবে, সন্তান যোনিমুখে উপস্থিত হইলে যে পর্য্যন্ত না ফুলের সহিত তাহা ভূমিষ্ঠ হয়, সে পর্য্যন্ত প্রগাঢ়তর কুন্থন করিতে থাকিবে ॥ ৩৪১—৩৪৩

প্রসব ব্যথা অপগত হইলেও গর্ভিণী যদি প্রসবার্থ কুন্থন করিতে থাকে, তাহা হইলে অকাল কুন্থনহেতু সন্তান মূক, বধির, কুব্জ বা স্রস্ততনু অথবা শ্বাস-কাস-ক্ষয়-রোগান্বিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় ॥ ৩৪৪

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে গর্ভপ্রকরণ দ্বিতীয়।

অথ বাল-প্রকরণ।

বালকের জন্মোত্তর বিধি কথিত হইতেছে—কুলবৃদ্ধস্ত্রী পরম্পরায় যেরূপ বিধান চলিয়া আসিতেছে, বালক জন্মিলে সেইরূপ বিধানই অবলম্বন করিবে ॥ ১

প্রসূতার নিয়ম সকল কথিত হইতেছে—প্রসূতা স্ত্রী হিতকর আহার, বিহার করিবে, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও শৈত্য সেবন পরিত্যাগ করিবে। কারণ—অবৈধ আচরণে সূতিকা নারীর যে কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাই কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব সূতিকা নারী সুপথ্য সেবন করিবে ॥ ২ । ৩

প্রসূতার নিয়মপ্রতিপালনের কালনিরূপণ—প্রসূতা নারী প্রসবের পর একমাস কাল অতি সাবধান হইয়া থাকিবে। সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা হইবে অর্থাৎ বস্ত্রাদি লগ্ন দুষ্টরক্ত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকিবে ; স্নিগ্ধ ও সুপথ্য ভোজ্য অল্প মাত্রায় ভোজন করিবে ; এবং নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ ও স্বেদগ্রহণ করিবে।

টীকা। “সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা হইবে” অর্থাৎ ধাবনাদি দ্বারা দুষ্টরক্তের অপনয়ন করিয়া সদা পরিষ্কৃত থাকিবে। “অতন্দ্রিতা” অর্থাৎ সাবধানা ॥ ৪

প্রসবের পর দেড় মাসকাল অতীত হইলে অথবা পুনর্ব্বার রজঃ দৃষ্ট হইলে প্রসূতার আর সূতিকা নাম থাকে না, ইহাই ধন্বন্তরির মত।

চারি মাসের পর যখন বুঝিবে—প্রসূতা বিশুদ্ধ ও উপদ্রবশূন্য হইয়াছে, তখন আর তাহাকে প্রসূতার নিয়ম প্রতিপালন করাইতে হইবে না ; অর্থাৎ তাহাকে যথেচ্ছ আহার বিহার করিতে দিবে ॥ ৫ । ৬

স্তন্য স্বরূপ—পরিপক্ক আহার হইতে উৎপন্ন এবং মধুররসান্বিত যে রসপ্রসাদ (রসের সার)

সমস্ত দেহ হইতে স্তনে গিয়া অবস্থিতি করে, তাহাই স্তন্যনামে অভিহিত ॥ ৭

স্তন্যপ্রবর্ত্তনের সময়—প্রসবের তিনরাত্রি বা চারি রাত্রি পরে প্রসূতার হৃদয়স্থিত স্তন্যবহ ধমনী সকল বিবৃতমুখ হইয়া স্তন্য প্রবর্ত্তন করে ॥ ৮

স্তন্য প্রবর্ত্তনের হেতু—অভিলষিত কামিনীর দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা যেমন শুক্রক্ষরণ হয়, পুত্রের দর্শন, স্পর্শন, স্মরণ ও গ্রহণ দ্বারাও তেমনি জননীর স্তন্য প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। স্তন্যের প্রবাহ বিষয়ে প্রগাঢ় স্নেহই হেতু ॥ ৯

স্তন্যাল্পতার হেতু—অবাৎসল্য (বাৎসল্য হীনতা), ভয়, শোক, ক্রোধ, অতি অপতর্পণ ও গর্ভান্তরপরিগ্রহ এই সকল কারণে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য অল্প হইয়া থাকে ॥ ১০

স্তন্য বৃদ্ধির হেতু—শালি, ষষ্টিক, গোধূম, মাংস, ক্ষুদ্র মৎস্য, কালশাক, লাউ, নারিকেল, কেশুর, পানিফল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও রসুন, স্তন্য বৃদ্ধির জন্য এই সকল দ্রব্য সেবন করিবে এবং সুমনা হইবে, অর্থাৎ শালি ষষ্টকাদি দ্রব্য সেবনে স্তন্য বৃদ্ধি হয় ও জননীর চিত্ত প্রসাদেও স্তন্য বৃদ্ধি হয়। কলম ধান্যের তণ্ডুল দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেই কল্ক যে নারী ভক্ষণ করে, সে প্রচুরতর স্তন্যভরে তুঙ্গস্তনী হয় ॥ ১১—১৩

কলমধান্যের পরিচয়—কলম—কলিবিখ্যাত ধান্য, তাহা বৃহৎ হ্রদে জন্মে। কাশ্মীর দেশে কলম ধান্য মহাতণ্ডুল নামে বিখ্যাত।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস পান করিবে অথবা তাহার চূর্ণ দুগ্ধ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয় ॥ ১৪ । ১৫

স্তন্যদুষ্টতা হেতু—গুরুভোজন, বিষমভোজন ও দোষজনক ভোজন দ্বারা বাতাদি দোষ, ধাত্রীর দেহে প্রকুপিত হয়, সেই জন্যই স্তন্য দুষ্ট হইয়া থাকে। অবৈধ আহারবিহারশীল স্ত্রীর বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধকে দূষিত করে। তাহাতেই অর্থাৎ সেই দুষ্ট স্তন্য পান করাতেই শিশুর শরীরে রোগ সকল জন্মে ॥ ১৬।১৭

দুষ্টস্তন্য লক্ষণ—বাতদূষিত স্তনদুগ্ধ কষায় রস ও সলিলপ্লাবী হয় অর্থাৎ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলের উপর প্লাবিত হইয়া থাকে। পিত্তদুষ্ট স্তনদুগ্ধ অম্ল ও কটুরস হয়। জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে পীতবর্ণ রেখা সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কফদুষ্ট স্তনদুগ্ধ পিচ্ছিল হয়, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা নিমগ্ন হইয়া যায়। স্তন্য দুই দোষে দুষ্ট হইলে তদ্দোষদ্বয়ের এবং তিন দোষেই দুষ্ট হইলে দোষত্রয়েরই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮ । ১৯

দুষ্টস্তন্য শোধনবিধি—ধাত্রীর স্তন্য দুষ্ট হইলে স্তন্যবিশোধনার্থ তাহাকে মুদ্গযূষ ও মাংসরস খাইতে দিবে। বামুনহাটী দেবদারু বচ ও আতইচ পেষণ করিয়া তাহা সেবন করাইবে। আকনাদি, মূর্ব্বা, মুতা, চিরাতা, দেবদারু, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ স্তন্য বিশোধক। পলতা, নিম, অসন, দেবদারু, আকনাদি, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া স্তন্য বিশোধনের জন্য ধাত্রীকে পান করিতে দিবে ॥ ২০—২২

শুদ্ধ স্তন্যলক্ষণ—যে স্তন্য জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, যাহা অবিবর্ণ অতন্তুমৎ পাণ্ডুর (পীতমিশ্রশুক্ল) পাতলা ও শীতল, সেই স্তনদুগ্ধই বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে ॥ ২৩

ধাত্রীলক্ষণ—বালককে স্তন্য পান করাইবার নিমিত্ত যদি উপমাতা (ধাত্রী) নিযুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে দোষগুণ সুবিচার করিয়া ঈদৃশী উপমাতা অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ গুণান্বিতা ধাত্রী নিযুক্ত করিবে। যথা—যে স্ত্রী সবর্ণা (সজাতি), মধ্যমবয়সা, সৎস্বভাবা, সদা প্রফুল্লা, শুদ্ধদুগ্ধা ও বহুদুগ্ধা, সন্তানবতী, অতিবৎসলা, স্বাধীনা, অল্পেই সন্তুষ্টা, সদ্বংশজা ও সজ্জনকন্যা, কপটতাহীন এবং যে স্ত্রী শিশুকে নিজপুত্রবৎ দর্শন করে, সেই স্ত্রীকেই ধাত্রী নিযুক্ত করিবে ॥ ২৪—২৬

নিষিদ্ধা ধাত্রী—শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, ব্যাধিমতী, অতুচ্চদেহা বা অতিনচীদেহা, অতীব স্থূলা বা অতীব কৃশা, গর্ভিণী, জ্বরিণী, লম্বোন্নতপয়োধরা, অজীর্ণ ভোজিনী, পথ্যবিবর্জ্জিতা (অপথ্য সেবিনী), ক্ষুদ্রকার্য্যে আসক্তা, দুঃখার্ত্তা ও চঞ্চলা; এইরূপ ধাত্রীর স্তন্য পান করিলে শিশু রুগ্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭ । ২৮

বালকের স্তন্যপান বিধি—বালককে স্তন্যপ্রদান কালে মাতা চারুবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক প্রশস্তাঙ্গী হইয়া পূর্ব্বমুখে আসনে উপবেশন করিবেন এবং দক্ষিণ স্তন জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া অল্প পরিমাণে স্তন্য গালিয়া ফেলিবেন ও বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বয়ে অভিমন্ত্রিত হইবেন। তৎপরে শিশুকে

ক্রোড়দেশে উত্তরমুখে স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে স্তন্য পান করাইবেন।

টীকা। "মাতা" এস্থলে উপলক্ষণ, মাতা বলায় ধাত্রীও শিশুকে স্তন্যপ্রদান কালে স্তন ধৌত পূর্ব্বক স্তন দুগ্ধ অল্পপরিমাণে গালিয়া ফেলিবে॥ ২৯—৩১

স্তন্য প্রদানের যে বিধি উক্ত হইল, তাহার অন্যথাচরণ করিলে যে কি বৈগুণ্য হয়, তাহা সুশ্রুত বলিয়াছেন, তদ্‌যথা—বালককে স্তন্যপান করাইবার অগ্রে স্তন হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ গালিয়া না ফেলিয়া তাহাকে স্তন্যপান করিতে দিলে অধিক দুগ্ধ মুখে প্রবেশ করায় কাস, শ্বাস ও বমি উপস্থিত হইয়া বালককে অত্যন্ত পীড়িত করে। অতএব স্তন্যপান করাইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্তন্য গালিয়া ফেলিয়া দিবে।

অভিমন্ত্রণ যথা—"ক্ষীরনীরনিধিস্তেঽস্তু—হইতে "ভবত্বেষ মহাবলঃ" পর্য্যন্ত একটি মন্ত্র। এবং "পয়োঽমৃতসমং" হইতে "দেবাঃ প্রাপ্যামৃতং যথা" পর্য্যন্ত অপর একটী মন্ত্র। মন্ত্রের এই অর্থ—ক্ষীর-সমুদ্র তোমার স্তনদ্বয়কে ক্ষীরে পরিপূর্ণ করুক এবং সেই ক্ষীর পান দ্বারা বালক সদা সৌভাগ্যশালী ও মহাবল হউক। দেবতারা যেমন অমৃত পান করিয়া দীর্ঘ-আয়ুঃ লাভ করিয়াছেন, হে শুভাননে! তোমার পুত্রও এই অমৃতসম দুগ্ধ পান করিয়া দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হউক।

টীকা। উক্ত মন্ত্রদ্বয় পিতা বা অন্যকোন ব্রাহ্মণ পাঠ করিবেন। এবং মন্ত্রদ্বয় যতক্ষণ পঠিত হইবে ততক্ষণ মাতা অথবা ধাত্রী দক্ষিণ হস্তদ্বারা দক্ষিণ স্তন স্পর্শ করিয়া থাকিবেন॥ ৩২

যদি জননীর স্তনে দুগ্ধ না থাকে এবং ধাত্রীও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে যতদিন জননীর স্তনদুগ্ধ সম্যক্ পাওয়া না যায়, অথবা যাবৎ স্তন্য পানের যোগ্যতা থাকে, তাবৎ কাল উপযুক্ত মাত্রায় বালককে ছাগদুগ্ধ অথবা গোদুগ্ধ পান করাইবে। কারণ শিশুর দুগ্ধই সাত্ম্য, অতএব অন্নাদি অন্য কিছু না দিয়া দুগ্ধই পান করিতে দিবে।

টীকা "ক্ষীরসাত্ম্যতা"—শিশুর দুগ্ধই সাত্ম্য, অন্নাদি সাত্ম্য নহে। "আস্তন্যপর্য্যাপ্তি"—যাবৎ স্ত্রীর স্তন্যের সমস্ততো ভাবে প্রাপ্তি হয়, অথবা যাবৎ স্তন্যপানের যোগ্যতা থাকে॥ ৩৩

বালকের অন্নপ্রাশন সময়—ষষ্ঠ মাস বা অষ্টম মাসে শাস্ত্রোক্ত বিধানে বালককে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অন্নপ্রাশন করাইবে। পরে ক্রমে ক্রমে (বয়োবৃদ্ধি অনুসারে) অন্নের মাত্রা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৰ্দ্ধিত করিতে থাকিবে॥ ৩৪

বালকের পরিচর্য্যাবিধি—বালককে সযত্নে কোলে লইবে, তাহাকে কখন তর্জ্জন করিবে না, বালক নিদ্রিত থাকিলে হঠাৎ তাহাকে জাগাইবে না, যত দিন না বসিতে সমর্থ হয়, ততদিন তাহাকে বসাইবে না, বলপূর্ব্বক টানিয়া কোলে লইবে না, শীঘ্র শীঘ্র শয্যায় নিক্ষেপ করিবে না, অর্থাৎ বালককে অতি ধীরে ধীরে যত্ন পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করাইবে। আবশ্যক বিধি ভিন্ন অর্থাৎ ঔষধদানাদি কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে বালককে কান্দাইবে না। বালকের চিত্ত অনুবর্ত্তন করিবে অর্থাৎ বালকের মনের মত কার্য্য করিবে। বালককে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল রাখিবে। বায়ু, আতপ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ধূম, অগ্নি, জল প্রভৃতি এবং নিম্নোচ্চ স্থান হইতে বালককে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

টীকা। "অযোগ্য" অর্থাৎ উপবেশনে অসমর্থ। "আবশ্যক বিধি" অর্থাৎ ভেষজদান তৈলাভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তনাদি॥৩৫—৩৭॥

বালকের স্বভাবতঃ হিতকর বিষয়—অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন (হরিদ্রামলকাদিদ্বারা গাত্রমর্দ্দন), স্নান, নেত্রে অঞ্জন, মৃদু বসন ও মৃদু অনুলেপন, এইগুলি বালকের জন্মাবধি সর্ব্বদা হিতকর॥ ৩৮॥

বালকের সম্বন্ধে কবলাদির সময়—পঞ্চমবর্ষ বয়সের পর কবল ধারণ সময়, অষ্টমবর্ষ বয়সের পর নস্য কর্ম্মের সময়, ষোড়শ বর্ষ বয়সের পর বিরেচনের সময় এবং বিংশতি বর্ষ বয়সের পর মৈথুনের সময়॥ ৩৯॥

বাল্যাদির সীমা সম্বন্ধে সুশ্রুত যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহাই বলা যাইতেছে। বয়স ত্রিবিধ, যথা—বাল্য মধ্যম ও বার্দ্ধক্য। ঊনষোড়শবর্ষপর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ণ পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্যকাল; বালকও ত্রিবিধ, যথা দুগ্ধাশী দুগ্ধান্নাশী ও অন্নভুক্। এক বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বালক দুগ্ধাশী, দুই বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নাশী, তৎপরে অন্নাশী হয়। ষোড়শ বর্ষ হইতে সপ্ততি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত মধ্যম বয়স। মধ্যম বয়স চতুর্ব্বিধ যথা—বৃদ্ধি বয়স, যুবা বয়স, পূর্ণ বয়স ও ক্ষীণ বয়স। কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধি বয়স, বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যুবা বয়স, চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পূর্ণ বয়স অর্থাৎ এই বয়সে বীর্য্যাদি পরিপূর্ণ থাকে। তৎপরে

সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্ষীণ বয়স অর্থাৎ এই বয়সে শারীর পদার্থ সকল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। সত্তর বৎসর বয়সের পর দিন দিন মানবের ধাতুরসাদি ক্ষীণ হয়, ইন্দ্রিয় বল ক্ষীণ হয় ও শুক্র ক্ষীণ হয়। এবং মানব বলীপলিত খালিত্য যুক্ত, সর্ব্ব কর্ম্মে অক্ষম ও শ্বাস কাসাদি ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্তর বৎসর বয়সের পর মানব বৃদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। বাল্য বয়সে শ্লেষ্মা, মধ্যম বয়সে পিত্ত এবং বৃদ্ধ বয়সে বায়ু বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব বয়স বিচার করিয়া চিকিৎসা করিবে।

টীকা। "বীর্য্যাদি" আদি শব্দে রসাদি সর্ব্ব ধাতু ইন্দ্রিয় বল ও উৎসাহ বুঝিতে হইবে "ক্ষীণ" অর্থাৎ সর্ব্বধাতু-ইন্দ্রিয়-বল ও উৎসাহহীন "উপক্রম" অর্থাৎ চিকিৎসা ॥ ৪০—৪৭ ॥

তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—বাল্য, বৃদ্ধি, ছবি (দেহকান্তি), মেধা, ত্বক্, দৃষ্টি, শুক্র, বিক্রম, বুদ্ধি, কর্ম্মেন্দ্রিয়, চিত্ত ও জীবন, এই গুলি যথাক্রমে প্রতি দশ বৎসরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম দশ বৎসরে বাল্য, দ্বিতীয় দশ বৎসরে বৃদ্ধি, তৃতীয় দশ বৎসরে ছবি ইত্যাদি ॥৪৮ ॥

প্রকৃতিলক্ষণ—ভিষগ্‌গণের মতে প্রকৃতি সাতটি যথা বাত হইতে বাত প্রকৃতি, পিত্ত হইতে পিত্তপ্রকৃতি, কফ হইতে কফপ্রকৃতি, দোষদ্বয় হইতে দ্বন্দ্ব প্রকৃতি (অর্থাৎ বাতপিত্তপ্রকৃতি, বাত-শ্লেষ্মপ্রকৃতি ও পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি) এবং দোষত্রয় হইতে সান্নিপাতিক প্রকৃতি। শুক্র-শোণিতের সংযোগে বাতাদি যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষ দ্বারা মানবের প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির বিষয় পরে বলিব ॥ ৪৯। ৫০ ॥

বাগ্‌ভটে আত্রেয়াদি ঋষিগণেরও এই উক্তি আছে, যথা—শুক্র শোণিত গর্ভিণীর ভোজ্য ও চেষ্টা এবং গর্ভাশয়ের পীড়া এই সমুদায়ে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষ দ্বারাই প্রকৃতি জন্মে। প্রকৃতি সাত প্রকার।

টীকা। শুক্রশোণিতাদিগত যে দোষ দ্বারা প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা দুষ্ট দোষ নহে, তাহাও স্বভাবাবস্থিত দোষ জানিবে। কারণ তাহা দুষ্ট-দোষ হইলে তদ্দ্বারা শুক্রশোণিতেরও দুষ্টি ঘটিত, শুক্র শোণিতের দুষ্টিতে শুদ্ধ গর্ভের উৎপত্তি হইতে পারিত না ॥ ৫১ ॥

বাতপ্রকৃতির লক্ষণ—বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি—জাগরূক, অল্পকেশ, স্ফুটিতকরচরণ (হাত পা ফাটা), কৃশ, দ্রুত গমনশীল, বহুভাষণশীল ও রুক্ষ। বাত প্রকৃতি ব্যক্তি স্বপ্নে আকাশে গমন করে ॥ ৫২ ॥

পিত্তপ্রকৃতির লক্ষণ—পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি—যেরূপ হয়, তাহা বলিতেছি—যাহার কেশ অকালে পাকে, যে ব্যক্তি গৌরবর্ণ ও কোপন-স্বভাব, যাহার সর্ব্বদা ঘর্ম্ম হয়, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, বহুভোজী, তাম্রনেত্র এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে জ্যোতিষ্ক পদার্থ সকল দর্শন করে, তাহাকে পিত্তপ্রকৃতিক বলিয়া জানিবে ॥ ৫৩।৫৪ ॥

শ্লেষ্মপ্রকৃতির লক্ষণ—যাঁহার কেশ শ্যাম-বর্ণ, যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল, স্থূলকায়, বহুবীর্য্য, মহাবল এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে, তাহাকে শ্লেষ্মপ্রকৃতিক বলিয়া জানিবে।

যে প্রকৃতিতে দোষদ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে দ্বন্দ্বপ্রকৃতি এবং যাহাতে ত্রিদোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক প্রকৃতি কহা যায়।

বাগ্‌ভটেও বাতাদি প্রকৃতি সবিশেষ বর্ণিত আছে, তদ্‌যথা—বিভুত্ব হেতু, শীঘ্রকারিত্ব হেতু, বলিত্ব হেতু, অল্প কোপনত্ব হেতু (অল্পকারণেই কুপিত হইয়া উঠে বলিয়া), স্বপ্রধানত্ব হেতু এবং বহুরোগকরত্ব হেতু দোষদিগের মধ্যে বায়ুই প্রবল জানিবে।

বাত প্রকৃতি—বাতপ্রকৃতিক মনুষ্যগণ প্রায়ই দোষাত্মক হয়, তাহাদের গাত্র ও কেশ স্ফুটিত (ফাটা) ও ধূসর বর্ণ হয়, তাহারা শীতদ্বেষী হয়, তাহাদের ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, চেষ্টা, সৌহৃদ্য (বন্ধুত্ব), দৃষ্টি ও গতি অস্থির হয়, তাহারা অতি ভাষণশীল হয়, তাহাদের পিত্ত বল (পাঠান্তরে কফ) জীবিত ও নিদ্রা অল্প হয়, তাহাদের বাক্য অবসন্ন কণ্ঠলগ্ন ও জর্জ্জর হয়, তাহারা নাস্তিক বহুভোজী ও বিলাসী হয়, গীত, হাস্য, মৃগয়া ও কেলিতে অত্যাসক্ত হয়, মধুর-অম্ল-কটু-ও উষ্ণ দ্রব্যই তাহাদের সাত্ম্য এবং তাহাতেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহারা কৃশ ও দীর্ঘাকৃতি হয়, তাহাদের গমনে শব্দ হয়, তাহারা দৃঢ় হয় না, জিতেন্দ্রিয় হয় না, সজ্জন হয় না, স্ত্রীর প্রিয় হয় না এবং তাহাদের বহুসন্তান হয় না, তাহাদের নেত্রদ্বয় খর (অগ্নিদগ্ধ) ধূসরবর্ণ গোল অমনোয়ম মৃতোপম ও উন্মীলিতবৎ হয়, তাহারা, স্বপ্নে শৈল ও বৃক্ষোপরি গমন করে, তাহারা অধন্য (অভাগ্য) মৎসর-(পরশুভকাতরতা)-খ্যাত ও চৌর, তাহাদের জঙ্ঘার মাংসপিণ্ড দৃঢ়বদ্ধ হয়। বাতিক

ব্যক্তিগণ কুকুর, শৃগাল, উষ্ট্র, গৃধ্র, মূষিক, পেচক ও কাকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্ত প্রকৃতি—পিত্ত স্বয়ং বহ্নি অথবা বহ্নিসম্ভূত; অতএব পিত্তোদ্রিক্ত ব্যক্তি তীব্রতৃষ্ণ, বুভুক্ষু, গৌরবর্ণ ও উষ্ণাঙ্গ হয়, তাহাদের হস্ত, পদ ও চক্ষু তাম্র বর্ণ হয়, তাহারা শূর মানী পিঙ্গকেশ ও অল্পরোমা হয়, তাহারা মাল্য বিলেপন ও অলঙ্কার প্রিয় হয়, সুচরিত হয়, শুচি হয়, আশ্রিতবৎসল হয়, তাহারা বিভবশালী, সাহসী, বুদ্ধিমান্ ও বলিষ্ঠ হয়, শত্রুদিগেরও ভয়াবহ বিষয়ে তাহাদের গতি হয়, অর্থাৎ তাহারা শত্রুদিগেরও ভয়ে ভীত হয় না, তাহারা মেধাবী হয়, তাহাদের মাংস ও সন্ধিবন্ধ শিথিল হয়, তাহাদের কাম ও শুক্র অল্প, সুতরাং তাহারা নারীগণের অনভিমত হয়, তাহারা পলিত, ব্যঙ্গ ও নীলিকা রোগের আবাস স্থান হয়, তাহারা মধুর-কষায়-তিক্ত ও শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে ভালবাসে, তাহারা ধর্ম্মদ্বেষী হয়, তাহাদের অধিক ঘর্ম্ম হয়, গাত্রে দুর্গন্ধ হয়, মল অধিক হয়, ক্রোধ অধিক হয়, পান ভোজন অধিক হয় ও ঈর্ষ্যা অধিক হয়, তাহারা স্বপ্নে কর্ণিকার, পলাশ, দিগ্‌দাহ, উল্কা, বিদ্যুৎ, সূর্য্য ও অগ্নি দর্শন করে। তাহাদের পক্ষ্মসকল সূক্ষ্ম পিঙ্গলবর্ণ চলনশীল ক্ষুদ্র অত্যল্প ও হিমপ্রিয়, তাহাদের নেত্র ক্রোধ দ্বারা মদ্যপান দ্বারা ও সূর্য্যকিরণ দ্বারা শীঘ্রই লোহিত বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহারা মধ্যায়ুঃ মধ্যবল পণ্ডিত ও ক্লেশভীরু হয়, পৈত্তিক ব্যক্তিগণ ব্যাঘ্র ভল্লুক বানর বিড়াল ও বৃকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লেষ্ম প্রকৃতি—শ্লেষ্মা সোমপদার্থ, তজ্জন্য শ্লেষ্মল ব্যক্তি সৌম্যাবয়ব হয়, তাহাদের সন্ধি, অস্থি ও মাংস গূঢ়, স্নিগ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হয়, তাহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, ক্লেশ ও সন্তাপে সন্তপ্ত হয় না, শ্লেষ্মল ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, সাত্ত্বিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়, তাহাদের বর্ণ প্রিয়ঙ্গু, দূর্ব্বা, শরকাণ্ড, দর্ভ, গোরোচনা, পদ্ম বা সুবর্ণের ন্যায় হয়, বাহু প্রলম্ব হয়, বক্ষঃস্থল স্থূল ও পীবর হয়, ললাট প্রশস্ত হয়, কেশ ঘন ও নীলবর্ণ হয়, অঙ্গ মৃদু হয়, দেহ সম সুবিভক্ত ও চারু হয়, শ্লেষ্মল ব্যক্তির ওজঃ, রতি, রস, শুক্র, পুত্র ও ভৃত্য অধিক হয়, তাহারা ধর্ম্মাত্মা হয়, কখন নিষ্ঠুর কথা বলে না, দৃঢ় ও চিরবৈরভাব প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে, অর্থাৎ শত্রুতাভাব মনে মনে বহুকাল রাখে, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় গমন করে, তাহাদের কণ্ঠস্বর মেঘ, সমুদ্র, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ঘোষের ন্যায় গম্ভীর; তাহারা স্মৃতিমান্, অভিযোগবান্ ও বিনীত; তাহারা বাল্যকালেও অতি রোদনশীল ও অতি লোলস্বভাব হয় না, তাহারা তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণ, রুক্ষ ও অল্প ভোজন করে, তথাপি বলবান্ হয়, তাহাদের নেত্রদ্বয় রক্তান্ত (নেত্রপ্রান্তে লোহিতাভ); সুস্নিগ্ধ, বিশাল, দীর্ঘ, সুব্যক্তশুক্লকৃষ্ণমণ্ডল ও পক্ষ্মল, তাহাদের আহার, ক্রোধ, পান, ভোজন ও ঈর্ষ্যা অল্প; তাহারা প্রজ্ঞাচিত্ত, দীর্ঘসূত্রী ও বদান্য, তাহাদের হৃদয় গম্ভীর ও বক্ষঃ স্থূল; তাহারা ক্ষমাবান্ নিদ্রালু, নির্লোভ, কৃতজ্ঞ, সরলপ্রকৃতি, পণ্ডিত, সৌভাগ্যবান্, লজ্জাশীল, গুরুভক্ত ও স্থিরসৌহৃদ্; তাহারা স্বপ্নে পদ্মসমন্বিত বিহঙ্গশোভিত জলাশয় ও মেঘ দর্শন করে। শ্লেষ্মপ্রকৃতিক ব্যক্তিগণ বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, গরুড়, হংস, গজরাজ, সিংহ, অশ্ব, গো ও বৃষের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট। বিষজাত কীটকে বিষ যেমন পীড়িত করিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতি সকলও মানবকে পীড়িত করিতে সমর্থ হয় না।

টীকা। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃতি হেতু দোষদিগের মধ্যে যে দোষ অধিক, সে দোষ কেন নিজ ব্যাধি সকল উৎপাদন করে না, এই আশঙ্কাতেই বিষজাত কীটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। মূলে যে দুইটি “নকারের” প্রয়োগ আছে, তাহারা ঈষদর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিষজাত কীটের দৃষ্টান্তে ব্যাখ্যা এই—বিষ যেমন বিষজাত কীটকে পীড়া দিতে পারে না অর্থাৎ অত্যন্ত পীড়া দিতে সমর্থ হয় না, কেবল বিষজ দাহাদি দ্বারা ঈষৎ পীড়া দেয়; সেইরূপ প্রকৃতি সকলও মানবকে পীড়া দিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ জ্বরাদি উৎপাদন করিয়া অত্যন্ত পীড়া দিতে পারে না, কেবল করচরণস্ফুটিতত্বস্বেদ-নিদ্রাধিক্যাদি দ্বারা ঈষৎ পীড়া দিয়া থাকে॥ ৫৫—৭৬

মানব শরীরে প্রকৃতিদোষের স্বভাবতঃ প্রকোপ বা অন্যভাব অথবা ক্ষয় জন্মে না, কিন্তু যদি জন্মে তাহা হইলে মানব রক্ষা পায় না॥ ৭৭

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে বালপ্রকরণ তৃতীয়।

অথ চতুর্থপ্রকরণ।

অথ দেশ।

ভূমিদেশ ত্রিবিধ যথা অনূপ, জাঙ্গল ও মিশ্র—লক্ষণ ॥ ১

অনূপ লক্ষণ—যে দেশে অনেক নদী পল্বল (ক্ষুদ্রসরঃ) ও পর্ব্বত আছে, যে দেশ উৎপলাদি জলজ পুষ্পে সুশোভিত ; যে দেশে হংস, সারস, কারণ্ড ও চক্রবাকাদি পক্ষিসকল অবস্থিতি করে ; যে দেশে শশ, বরাহ, মহিষ, রুরু ও রোহি প্রভৃতি পশুগণের বাস, যে দেশে প্রভূত দ্রুম, পুষ্প এবং নীলবর্ণ শস্য ও ফল সকল উৎপন্ন হয় ; যে দেশে অনেক শালিধান্যক্ষেত্র, কদলী ও ইক্ষু জন্মে, সেই দেশকে অনূপ দেশ বলিয়া জানিবে। অনূপ দেশ বাতশ্লেষ্মরোগজনক ॥ ২—৪

জাঙ্গল দেশ লক্ষণ—যে দেশে আকাশ শুভ্র ও উচ্চ এবং জলাশয় ও বৃক্ষ অতি অল্প ; যে দেশে শমী (সাঁই গাছ), করীর (মরুজদ্রুম, বৃক্ষবিঃ), বিল্ব, আকন্দ, পীলু ও কর্কন্ধু (বদরী, কুল), এই সকল গাছ অধিক জন্মে ; যেথানে হরিণ, এণ (হরিণ বিঃ), ভল্লুক, পৃষত, গোকর্ণ ও গর্দ্দভ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; যে দেশ সুস্বাদু ফলবান্, সেই দেশকে জাঙ্গল দেশ বলিয়া জানিবে। জাঙ্গল দেশে বাতের প্রকোপ অধিক হয়।

তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—বহু জলাশয় ও বহু পর্ব্বতান্বিত যে দেশ তাহাকে অনূপ দেশ কহা যায়। অনূপ দেশে বাতশ্লেষ্মজ রোগ অধিক জন্মে। আর অল্প জলাশয় ও অল্প বৃক্ষ বিশিষ্ট দেশকে জাঙ্গল দেশ বলা গিয়া থাকে। জাঙ্গল দেশে পিত্ত, রক্ত ও বাত জনিত রোগ সকল বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় ॥ ৫—৭

সাধারণ দেশ লক্ষণ। যে দেশ, অনূপ ও জাঙ্গল উভয় দেশেরই লক্ষণ বিশিষ্ট, তাহাকেই ধারণ দেশ কহা যায়। সাধারণ দেশে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বাত সমভাবাপন্ন, সুতরাং তথায় বাতাদি দোষ সকলেরও সমতা থাকে। অতএব সাধারণ দেশই শ্রেষ্ঠ। সুশ্রুতে উক্ত আছে—কোন দুর্দ্দেশে (অননুকূল দেশে) গিয়া যদি আহার, ব্যবহার ও নিদ্রাদি বিষয়ে উচিত আচরণ করা যায়, অর্থাৎ যদি নিজ দেশানুরূপ নিজসাত্ম্যানুরূপ আহারাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করা যায়, তাহা হইলে দুর্দ্দেশজ ভয় থাকে না। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—যে লোক যে দেশের, তাহার সেই দেশ জাত ঔষধই হিতকর। তাহাকে যদি অন্যদেশে গিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তদ্দেশ জাত যে ঔষধ তাহার স্বদেশজ ঔষধের তুল্যগুণ সেই ঔষধই তাহার পক্ষে হিতকর হইবে। তুল্যগুণ ঔষধ সেবন করিলে স্বদেশ সঞ্চিত স্থলজ বা জলজ দোষ সকল অন্যদেশে প্রকোপ প্রাপ্ত হইয়া তেমন বলবান্ হইতে পারে না ॥ ৮—১১

অথ দিনাদিচর্য্যা।

স্বাস্থ্য যখন সদা বাঞ্ছনীয়, তখন যে নিয়ম দ্বারা মানব সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পারে, বৈদ্যের সেই নিয়মই করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে দিনচর্য্যা রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা যেরূপ উক্ত আছে, সেইরূপ দিনচর্য্যাদি আচরণ করিলে মানব সদা সুস্থ থাকিতে পারে, তাহার অন্যথাচরণে স্বাস্থ্য লাভ হয় না ॥ ১২ । ১৩

স্বাস্থ্যলক্ষণ—সুশ্রুতোক্ত স্বস্থ লক্ষণ কথিত হইতেছে। যাহার বাতাদি দোষ সমভাবাপন্ন, অগ্নি সমভাবাপন্ন, ধাতু মল ও ক্রিয়া সমভাবাপন্ন এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন, তাহাকেই স্বস্থ বলা যায়।

টীকা। ক্রিয়া শব্দ এস্থলে কর্ম্ম বুঝিতে হইবে, অতএব সমক্রিয় অর্থে শরীরানুরূপকর্ম্মা এই অর্থ বুঝিবে ॥ ১৪

দিনচর্য্যা—স্বস্থ ব্যক্তি আয়ুরক্ষার্থ ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে এবং সর্ব্বপাপ শান্তির জন্য সেই সময় মধুসূদনকে স্মরণ করিবে। জাগরিত হইয়া দধি, ঘৃত, দর্পণ, শ্বেত সর্ষপ, বিল্ব, গোরোচনা ও মাল্য এই সকল শুভকর দ্রব্য দর্শন ও স্পর্শন করিবে। দীর্ঘজীবন লাভে

ইচ্ছা থাকিলে ঘৃতে নিজমুখ প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে অর্থাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া ঘৃতে আত্মমুখ প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে মানব দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যুষে মলাদি ত্যাগ করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। এবং অন্ত্র কূজন (আঁত ডাকা), উদরাধ্মান ও উদর গুরুতা নিবারিত হয়।

টীকা। "মলাদির" এস্থলে আদি শব্দে বাত মূত্রাদি বুঝিতে হইবে॥ ১৫—১৭

পুরীষের বেগ ধারণ করিলে আটোপ (উদরে সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি), শূল (বেদনা), পরিকর্ত্তিকা (গুহে কর্ত্তনবৎ পীড়া), মলরোধ, ঊর্দ্ধবাত (উদ্গার বাহুল্য) অথবা মুখ দিয়া মল নির্গম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

টীকা। "পরিকর্ত্তিকা" গুহে কর্ত্তনবৎ পীড়া। "পুরীষের সঙ্গ"—মলনিরোধ। "ঊর্দ্ধবাত" উদ্গার-বাহুল্য॥ ১৮

অধোবায়ুর বেগ ধারণ করিলে বাত, মূত্র ও মলের রোধ, উদরাধ্মান, ক্লান্তি, বেদনা এবং উদরে অন্যান্য বাতজ রোগ সকল (তোদ-শূলাদি) উপস্থিত হয়॥ ১৯

মূত্রের বেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে শূলানি, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া, দেহের বিনাম (বেদনা হেতু শরীর নুইয়া পড়া) এবং বঙ্ক্ষণদ্বয়ে আকর্ষণবৎ বেদনা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

টীকা। "বিনাম"—শরীরের নম্রতা। "বঙ্ক্ষণানাহ" বঙ্ক্ষণে অর্থাৎ কুঁচ্‌কী স্থানে আকর্ষণবৎ পীড়া॥ ২০

মলাদির বেগে বেগিত হইয়া অন্য কার্য্য করিবে না অর্থাৎ মলাদির বেগ উপস্থিত হইলে সেই বেগ রোধ করিয়া কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ মলাদির বেগ উপস্থিত হইলেই মলাদি ত্যাগ করিয়া পরে অন্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আর মলাদির বেগ উপস্থিত না হইলেও বল দ্বারা বেগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করাও অকর্ত্তব্য। মলাদির বেগ ধারণ করা উচিত নয়, কিন্তু কাম, শোক, ভয় ও ক্রোধের বেগ এবং মনোবেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য। গুহ্যাদি মলমার্গ সকলের শৌচ ক্রিয়া করিবে; গুহ্যাদির শৌচ, কান্তি ও বলপ্রদ, পবিত্রকারক, অলক্ষ্মী ও কলিপাপনাশক। হস্ত পদের প্রক্ষালন—শুদ্ধিকারক, মলশ্রমনাশক, বৃষ্য, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত) ও ধূলিনাশক॥ ২১—২৩

দন্তকাষ্ঠবিধি—দন্তধাবন কাষ্ঠিকা দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগবৎ স্থূল, অবক্র এবং গ্রন্থি ও ক্ষত রহিত হইবে। কাষ্ঠিকার অগ্রভাগ চর্ব্বাদি দ্বারা অতি কোমল কূর্চ্চকাকার (কুচীর ন্যায়) করিবে এবং সেই কূর্চ্চক দ্বারা এক একটি করিয়া দন্ত ঘর্ষণ করিবে। মধু ও ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত তথা তৈল ও সৈন্ধব সমন্বিত দন্তশোধন চূর্ণ দ্বারাও দন্ত ঘর্ষণ করিবে, কিংবা তেজবস্কল চূর্ণ দ্বারা নিত্য দন্ত শোধন করিবে। কিন্তু এরূপে দন্ত ঘর্ষণ করিবে, যেন দন্ত মাংস (দাঁতের মাড়ী) আহত না হয়॥ ২৪—২৬

মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মৌলকাষ্ঠ, কটুক কাষ্ঠের মধ্যে করঞ্জ, তিক্ত কাষ্ঠের মধ্যে নিম্ব এবং কষায় কাষ্ঠের মধ্যে খদির কাষ্ঠ দন্তধাবনের পক্ষে প্রশস্ত। সময় দোষ ও প্রকৃতি বুঝিয়া যথোচিত রস ও যথোচিত বীর্য্য যুক্ত দ্রব্য দন্তধাবনার্থ প্রয়োগ করিবে। দন্তধাবন দ্বারা মুখের বিরসতা এবং দন্ত, জিহ্বা ও মুখের রোগ সকল জন্মিতে পারে না; অপিচ তাহাতে আহারে রুচি, মুখবৈশদ্য ও লঘুতা জন্মে। আকন্দ কাষ্ঠিকায় দন্তধাবন করিলে বীর্য্য, বটের ঝুরিতে দন্তধাবন করিলে দীপ্তি, করঞ্জ কাষ্ঠিকায় বিজয়, পাকুড়ে অর্থসম্পত্তি, বদরীকাষ্ঠিকায় মধুরধ্বনি, খদিরকাষ্ঠিকায় মুখসৌগন্ধ্য, বিল্বে বিপুলধন, যজ্ঞডুমুরে বাক্‌সিদ্ধি, আম্রে আরোগ্য, কদম্বে ধৃতি ও মেধা, চম্পকে দৃঢ়া মতি, শিরীষে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য, আয়ু ও আরোগ্য, অপামার্গে ধৃতি, মেধা, প্রজ্ঞা, শক্তি ও ধ্বনি (সুস্বর), দাড়িম, অর্জ্জুন ও কুড়চীতে সুন্দর আকার, জাতী, তগর ও মন্দার কাষ্ঠিকায় দুঃস্বপ্ন নাশ হয়। গুবাক, তাল, হিন্তাল, কেতক, বৃহত্তৃণ (বাঁশ), খর্জ্জুর ও নারিকেল এই সাতটি তৃণরাজ। যে ব্যক্তি এই তৃণরাজ সম্ভূত দন্তকাষ্ঠে দন্তধাবন করে, সে ব্যক্তি যত দিন না গঙ্গা দর্শন করে ততদিন চণ্ডাল যোনি হইয়া থাকে। গল-তালু-ওষ্ঠ-জিহ্বা ও দন্তগত রোগে, মুখপাকে, শোথে এবং কাস, শ্বাস ও বমন রোগে দন্তকাষ্ঠে দন্তধাবন করিবে না; দুর্ব্বলাবস্থায়, ভুক্তাহারের অজীর্ণাবস্থায়, হিক্কা, মূর্চ্ছা ও মদরোগ সময়ে এবং শিরঃপীড়ায় দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না, তৃষিত, শ্রান্ত ও পানক্লমান্বিত ব্যক্তি, এবং অর্দ্দিত কর্ণশূল, নেত্ররোগ, নবজ্বর ও হৃদ্রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ বর্জ্জন করিবে।

টীকা। "অজীর্ণভুক্ত"—জীর্ণ হয় নাই ভুক্ত আহার যার, সে অজীর্ণভুক্ত॥ ২৭—৩৮

জিহ্বানির্লেখন (জিব ছোলা)—স্বর্ণ নির্ম্মিত, রৌপ্য নির্ম্মিত বা তাম্র নির্ম্মিত জিহ্বা-

নির্লেখন ব্যবহার করিবে। অথবা দশাঙ্গুল পরিমিত দন্তশোধন যোগ্য কোমল কাষ্ঠ চিড়িয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা লেখন করিবে (জিব্ ছুলিবে) কিংবা দশাঙ্গুল পরিমিত স্নিগ্ধ মৃদু পত্রময় (পল্লব) কাষ্ঠে সুখজনকরূপে জিহ্বা লেখন করিবে। জিহ্বা-লেখন দ্বারা জিহ্বার মল, মুখের বৈরস্য, দুর্গন্ধ ও জড়তা অপগত হয়।

টীকা। "তৎকাষ্ঠ" অর্থাৎ দন্তশোধন যোগ্য কাষ্ঠ ॥ ৩৯। ৪০

গণ্ডূষবিধি—দন্ত শোধন ও জিহ্বা লেখনের পর শীতল জলে পুনঃ পুনঃ গণ্ডূষ করিবে। তাহাতে কফ, তৃষ্ণা ও মুখমল দূরীভূত এবং মুখাভ্যন্তর বিশুদ্ধ হয়। ঈষদুষ্ণ জলের গণ্ডূষ করিলে কফ, অরুচি, মুখমল ও দন্তজাড্য দূর হয় এবং মুখের লাঘব হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল লোকের পক্ষে উষ্ণজলের গণ্ডূষ বিধেয় নহে, যথা—বিষপীড়িত, মদরোগাক্রান্ত, মূর্চ্ছারোগার্ত্ত, শোষরোগান্বিত ও রক্তপিত্তগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের এবং যাহাদিগের অক্ষি প্রকোপ রোগ আছে, যাহাদের মল ক্ষীণ হইয়াছে ও যাহারা রুক্ষ, তাহাদের পক্ষে উষ্ণ জলের গণ্ডূষ প্রশস্ত নহে ॥ ৪১—৪৩

শীতল জলে মুখ প্রক্ষালন করিলে রক্তপিত্ত এবং মুখের পিড়কা, শোষ, নীলিকা ও ব্যঙ্গ বিনষ্ট হয়। ঈষদুষ্ণ জলে মুখ প্রক্ষালন করিলে মুখের বিশোধন হয়, বাতশ্লেষ্মার নাশ হয়, স্নিগ্ধতা হয় এবং মুখশোষ নিবারণ হয় ॥ ৪৪। ৪৫

নস্য—নিত্য সর্ষপ তৈলাদির নস্য লইবে। শ্লেষ্মাধিক্যে প্রাতঃকালে, পিত্তাধিক্যে মধ্যাহ্নে, বাতাধিক্যে সায়াহ্নে নস্য গ্রহণ করিবে। নস্যশীল-ব্যক্তিগণের মুখ সুগন্ধ, স্বর স্নিগ্ধ ও ইন্দ্রিয় বিমল হয়। এবং তাহাদের অকালে বলী হয় না, কেশ পাকে না ও ব্যঙ্গরোগ জন্মে না ॥ ৪৬। ৪৭ ॥

অঞ্জন—সৌবীর অঞ্জন চক্ষুর নিত্য হিতকর, অতএব সৌবীর অঞ্জন নেত্রে দিবে। তদ্দ্বারা নেত্রদ্বয় মনোরম ও সূক্ষ্মদর্শন হয়। সিন্ধুসম্ভূত স্রোতোঞ্জন শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ। তদ্দ্বারা নেত্রের কণ্ডূ, মল, দাহ, ক্লেদ ও বেদনা নিবারিত হয়। অঞ্জন দ্বারা চক্ষু সুরূপ হয়, বাতাতপ সহ্য করিতে পারে এবং নেত্রে কোন রোগ জন্মে না, অতএব অঞ্জন ব্যবহার করিবে।

রাত্রি জাগরিত, শ্রান্ত, বমিত, ভুক্তবান্, জ্বরাতুর ও শিরঃস্নাত ব্যক্তি চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না।

টীকা। "সৌবীর" অর্থাৎ শ্বেত সুরমা। "স্রোতোঞ্জন" অর্থাৎ কৃষ্ণসুরমা। "বিশুদ্ধ" অর্থাৎ বিনা শোধনেও উহা বিশুদ্ধ। "সিন্ধুসম্ভব" অর্থাৎ সিন্ধু নামক পর্ব্বতে জাত ॥ ৪৮—৫১ ॥

নখকর্ত্তনাদি বিধি—পাঁচদিন অন্তর নখ, শ্মশ্রু, কেশ ও রোম কর্ত্তন করিবে। কেশ, শ্মশ্রু ও নখাদির কর্ত্তন সম্প্রসাধন (শোভাজনক), পুষ্টি-কারক, ধন্য (সৌভাগ্যজনক), আয়ুষ্য (আয়ুর হিতকর) এবং শৌচ ও কান্তিকর।

টীকা। "সম্প্রসাধন" অর্থাৎ শোভাজনক ॥৫২॥

নাসিকার লোম কদাচ উৎপাটন করিবে না। কারণ নাসিকার লোম উৎপাটন করিলে শীঘ্রই দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য জন্মে।

প্রসাধনী দ্বারা (চিরুণী দ্বারা) কেশপাশে প্রসাধন করিবে অর্থাৎ চিরুণী দ্বারা কেশ সমূহ আঁচ্ড়াইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। কেশ প্রসাধনে কেশ সকল সুন্দর হয় এবং মস্তকের ধূলি, মল ও কীট অপনীত হয়।

দর্পণে আত্মপ্রতিবিম্ব অবলোকন করিলে মঙ্গল হয়, শরীরের কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হয়, আয়ু বাড়ে এবং পাপ ও অলক্ষ্মী দূরীভূত হয় ॥৫৩—৫৫॥

ব্যায়াম—ব্যায়াম করিলে শরীরের লঘুতা হয়, কর্ম্মে সামর্থ্য জন্মে, গাত্র দৃঢ় ও সুবিভক্ত হয়, দোষের ক্ষয় হয় এবং অগ্নির বৃদ্ধি হয়। ব্যায়াম দ্বারা শরীর দৃঢ় হইলে কখন কোন রোগ জন্মে না। ব্যায়ামদৃঢ় ব্যক্তির ভুক্ত বিরুদ্ধই হউক বা বিদগ্ধই হউক, তাহা শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হয়। তাহার দেহে শীঘ্র শিথিলতা জন্মে না। জরা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। ব্যায়ামের ন্যায় স্থৌল্য নাশক উপায় আর দ্বিতীয় নাই। ব্যায়াম সদাই সবল ও স্নিগ্ধভোজি ব্যক্তিগণের গুণ ধারণ করে। শীত ও বসন্তকালে ব্যায়াম অত্যন্ত হিতকর বলিয়া অভিহিত। অন্যকালেও যথাবল তাহার অর্দ্ধবলে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। (বলার্দ্ধের লক্ষণ) হৃদয়স্থ বায়ু শীঘ্র শীঘ্র মুখে গমন করিলে অর্থাৎ ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইলে এবং মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিলে তাহাকে বলার্দ্ধ লক্ষণ কহা যায়। কিংবা যখন ললাটে, নাসিকাতে, গাত্রসন্ধিতে ও কক্ষদ্বয়ে (বগলে) ঘর্ম্ম উদ্ভূত হয়, তখন বলার্দ্ধ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে বলা যায়। ভুক্তবান্ ব্যক্তি, কৃতসম্ভোগ ব্যক্তি (কৃতমৈথুন ব্যক্তি), কৃশব্যক্তি এবং কাস-শ্বাস,

ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও শোষরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কদাচ ব্যায়াম করিবে না।

অতিব্যায়ামের দোষ—অতি ব্যায়াম করিলে কাস, জ্বর, বমি, শ্রম, ক্লম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক ও রক্তপিত্ত উপস্থিত হয়॥ ৫৬—৬৪॥

অভ্যঙ্গ—সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তকে, কর্ণে ও পদদ্বয়ে নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। অভ্যঙ্গ দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়। সর্ষপ তৈল, গন্ধ তৈল (গন্ধ দ্রব্য হইতে নিকাশিত তৈল), পুষ্পবাসিত তৈল (ফুলেল তৈল) অথবা অন্যদ্রব্য সংযুক্ত তৈল কখন দোষজনক হয় না।

টীকা। "গন্ধতৈল" অগুর্ব্বাদি গন্ধদ্রব্য হইতে অগ্নিযোগে নিষ্কাশিত যে তৈল, তাহাই গন্ধ তৈল॥ ৬৫।৬৬॥

অভ্যঙ্গ—বাতকফহারক, শ্রমশান্তিকারক, বলসুখ-নিদ্রা-বর্ণ-কোমলত্ব ও আয়ু জনক এবং দেহপুষ্টিকারক। মস্তকে নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় তর্পিত থাকে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, এবং শিরোভূমি গত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। মস্তকাভ্যঙ্গে কেশের বহুত্ব, দৃঢ়ত্ব, মৃদুত্ব, দীর্ঘত্ব ও কৃষ্ণবর্ণত্ব হয় এবং মস্তকের পূর্ণত্ব হইয়া থাকে।

তৈলাদি দ্বারা নিত্য কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণরোগ জন্মে না, কর্ণে মল হয় না, মন্যাগ্রহ বা হনুগ্রহ রোগ জন্মে না এবং উচ্চ শ্রুতি বা বাধির্য্য রোগ উপস্থিত হয় না। রসাদি দ্বারা কর্ণ পূরণ করিতে হইলে ভোজনের পূর্ব্বে এবং তৈলাদি দ্বারা কর্ণ পূরণ করিতে হইলে সূর্য্যাস্তের পরে কর্ণ পূরণ প্রশস্ত।

পাদদ্বয়ে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে পায়ের দৃঢ়তা, নিদ্রা ও দৃষ্টিবৈমল্য হয় এবং পাদের সুপ্তি (পাদের স্পর্শানভিজ্ঞতা) শ্রান্তি স্তব্ধতা সঙ্কোচ ও স্ফুটন দূরীভূত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পাদদ্বারা ব্যায়াম করিয়া ক্লিষ্টদেহ হয়, সে যদি তৈলাভ্যঙ্গ করে, তাহা হইলে গরুড়ের নিকট যেমন সর্পগণ যাইতে সাহস করে না, সেইরূপ কোন ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তৈল মাখিয়া অবগাহন করিলে সেই তৈল ধমনীমার্গে শরীরে সঞ্চারিত হইয়া লোমকূপ ও শিরাজালকে তর্পিত এবং শরীরকে বলিষ্ঠ করে। তরুমূল জলদ্বারা সংসিক্ত হইলে তাহার পল্লব সকল যেমন বর্দ্ধিত হয়, ধাতু সকলও স্নেহসংসিক্ত হইয়া সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ॥৬৭—৭৫

নবজ্বরী, অজীর্ণী, বিরিক্ত (যাহার বিরেচন করান হইয়াছে), বান্ত (যাহার বমন করান হইয়াছে) ও নিরূঢ় ব্যক্তি (যাহাকে নিরূহবস্তি দেওয়া হইয়াছে) কদাচ অভ্যঙ্গ করিবে না। পূর্ব্ব দুই জন অর্থাৎ নবজ্বরী ও অজীর্ণ রোগী অভ্যঙ্গ করিলে ব্যাধি কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ বিরিক্ত, বান্ত ও নিরূঢ় ব্যক্তিগণ অভ্যঙ্গ করিলে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ সকল জন্মিয়া থাকে।

টীকা। "নিরূঢ়" অর্থাৎ যাহাকে নিরূহ বস্তি দেওয়া হইয়াছে। "পূর্ব্বদ্বয়" অর্থাৎ তরুণজ্বরী ও অজীর্ণী॥ ৭৬। ৭৭

উদ্বর্ত্তন—উদ্বর্ত্তন—কফহর, মেদোঘ্ন, শুক্রদ, বলকর, রক্তবর্দ্ধক এবং ত্বকের বৈমল্য ও কোমলত্ব কারক। (উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ হরিদ্রামলকাদি দ্বারা গাত্র মর্দ্দন)।

মুখলেপ—মুখে অগুরু চন্দনাদি অনুলেপন করিলে চক্ষু দৃঢ় (তীক্ষ্ণদৃষ্টি) ও গণ্ডস্থল পীন হয় এবং মুখ কমনীয়, ব্যঙ্গপিড়কা রহিত ও কমল-সন্নিভ হয়॥ ৭৮। ৭৯

স্নান—স্নান—অগ্নিদীপক, বৃষ্য(শুক্রবর্দ্ধক), আয়ুষ্য (আয়ুর হিত), ওজোবলপ্রদ এবং কণ্ডূ-মল-শ্রম-স্বেদ-তন্দ্রা-তৃষ্ণা-দাহ ও পাপনাশক। বাহ্যজলসেক ও শীতাদি দ্বারা শরীরোষ্মা বহির্গত হইতে না পারিয়া, অপিচ প্রতিহত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই জন্য স্নান করিবামাত্র মানবের অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। শীতল জলে স্নান করিলে রক্তপিত্তের প্রশান্তি হয়। উষ্ণজলে স্নান করিলে বলবৃদ্ধি ও বাতশ্লেষ্মনাশ হইয়া থাকে। অত্যুষ্ণজলে শিরঃস্নান করিলে চক্ষুর অহিত হয়, কিন্তু বাতশ্লেষ্মপ্রকোপে উহা হিতকর বলিয়া উক্ত আছে। হে মানবগণ! উষ্ণজলে স্নান, দুগ্ধপান, নব্যা স্ত্রী এবং স্নিগ্ধ ও অল্প ভোজন এইগুলি তোমাদের হিতকর (ইহা হরিশ্চন্দ্রের বচন)। যে ব্যক্তি নিত্য নির্ম্মলজলে (কাহারও ব্যাখ্যা-আমলক-সিদ্ধজলে) স্নান করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় বলীপলিত বিমুক্ত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে। জ্বরে, অতিসারে, নেত্ররোগে, কর্ণরোগে, বাতরোগে, উদরাধ্মানে, পীনস রোগে এবং আহারের অজীর্ণাবস্থায় স্নান গর্হিত। স্নানানন্তর শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন কর্ত্তব্য। গাত্রমার্জ্জন দ্বারা শরীরের কান্তি হয় এবং কণ্ডূ ও ত্বগ্ দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ৮০—৮৭

বস্ত্রধারণ—কৌশিক বস্ত্র, ঔর্ণিক বস্ত্র ও রক্ত বস্ত্র, ইহারা বাতশ্লেষ্মনাশক। শীতকালে স্নানানন্তর ঐ সকল বস্ত্র পরিধান করিবে। কষায় বস্ত্র—মেধ্য সুশীতল ও পিত্তঘ্ন। ইহা গ্রীষ্মকালে পরিধান করিবে। গ্রীষ্মকালে পাতলা কষায় বস্ত্রই প্রশস্ত। শুক্লবস্ত্র—শুভদ, শীতাতপ-নিবারক, ইহা উষ্ণও নহে, শীতলও নহে, এই বস্ত্র বর্ষাকালে পরিধান করিবে। নূতন নির্ম্মল বস্ত্র—যশস্কর, কাম্য,আয়ুষ্য, শ্রীযুক্ত, আনন্দ বর্দ্ধক, ত্বচ্য (ত্বকের হিতকর), বশীকর ও রুচ্য। ভদ্রলোকের কখন মলিন বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ মলিন বস্ত্র কণ্ডুকারক, ক্রিমিজনক, গ্লানি ও দারিদ্র্যকর।

টীকা। "কৌশেয়" পট্টবস্ত্র ও তসরবস্ত্র। "কষায়" রাগরঞ্জিতবস্ত্র। "কাম্য" কামোদ্দীপক। "অলক্ষ্মী" অশোভা ও দারিদ্র ॥ ৮৮—৯২

সুগন্ধানুলেপন—চন্দন, কুঙ্কুম ও কৃষ্ণাগুরু একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতকালে তাহা গাত্রে অনুলেপন করিবে। এই অনুলেপন উষ্ণবীর্য্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক। চন্দন কর্পূর ও বালা একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ণকালে তাহা গাত্রে অনুলেপন করিবে। এই অনুলেপন পরম সুগন্ধি ও শীতবীর্য্য। চন্দন, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্ষাকালে তাহা গাত্রে অনুলেপন করিবে। এই অনুলেপন উষ্ণবীর্য্যও নহে শীতবীর্য্যও নহে।

অনুলেপ দ্বারা তৃষ্ণা,মূর্চ্ছা, দুর্গন্ধ, স্বেদ ও দাহ নিবারিত হয়। এবং সৌভাগ্য, তেজঃ, ত্বক্‌বর্ণ, প্রীতি, ওজঃ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে সকল লোক স্নানের অযোগ্য, তাহাদের পক্ষে অনুলেপ হিতকর নহে ॥ ৯৩। ৯৭

সুগন্ধি পুষ্পপত্রধারণ—সুগন্ধি পুষ্প ও পত্র গাত্রে ধারণ করিবে। উহা কান্তিকারক, পাপ রক্ষঃ ও গ্রহনাশক, কামপ্রদ ও শোভাবর্দ্ধক ॥ ৯৮

ভূষণধারণ—যে অঙ্গে যে ভূষণ ধারণ করা বিহিত, সে অঙ্গ সেই ভূষণে যথাযোগ্য ভূষিত করিবে। আভরণ বিশেষের গুণ বিশেষ বর্ণিত হইতেছে—স্বর্ণাভরণ পবিত্র সৌভাগ্যজনক ও সন্তোষদায়ক। রত্নাভরণ গ্রহদৃষ্টি নাশক, পুষ্টিকারক, দুঃস্বপ্নপ্রণাশক এবং পাপ ও দৌর্ভাগ্য প্রশমক। সূর্য্যগ্রহের মাণিক্য, চন্দ্রগ্রহের সুজাত নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গল গ্রহের প্রবাল, বুধগ্রহের গারুত্মত (মরকতমণি), বৃহস্পতি গ্রহের পদ্মরাগমণি, শুক্র গ্রহের হীরক, শনি গ্রহের নির্ম্মল নীলকান্ত মণি এবং অন্য গ্রহ দ্বয়ের অর্থাৎ রাহু ও কেতুর গোমেদ ও বৈদূর্য্যমণি, নবগ্রহের এই নয় প্রকার মণি কথিত আছে। বস্ত্র এবং উজ্জ্বল রত্ন ধারণ প্রীতিবর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন, অর্থপ্রদ, ওজস্কর ও সৌভাগ্যজনক। সিদ্ধমন্ত্র মহৌষধী ও গোরোচনা-সর্ষপাদি মাঙ্গল্য দ্রব্যের ধারণ—আয়ু ও লক্ষ্মীকর, রক্ষোহর, মঙ্গলপ্রদ, শুভজনক, হিংস্রাদিভয়নাশক ও বশীকরণ কারণ। ভোজন সময়ে মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিবে। নিত্য মাঙ্গল্য দর্শনে আয়ু ও ধর্ম্ম-বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, পুষ্পমাল্য, ঘৃত, সূর্য্য, জল ও রাজা এই আটটি লোক সমাজে, মাঙ্গল্য বলিয়া খ্যাত। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে পাদুকা ব্যবহার করিবে। উহা পাদরোগহর, বৃষ্য, চক্ষুষ্য ও আয়ুষ্য।

মনুষ্যের শরীরে নিত্য চারিপ্রকার ইচ্ছা জন্মে, যথা—ভোজনেচ্ছা, পিপাসা, সুষুপ্সা (নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা) ও রতিস্পৃহা (মৈথুনেচ্ছা)। ভোজনেচ্ছার বিঘাতে অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, ধাতুদাহ ও বলক্ষয় হয়। পিপাসার বিঘাতে কণ্ঠ ও আস্যের শোষ, শ্রবণের অবরোধ, রক্ত শোষ ও হৃদয়ে ব্যথা হয়। নিদ্রার বিঘাতে জৃম্ভা, মস্তকের ও নেত্রদ্বয়ের গুরুতা, অঙ্গমর্দ্দ, তন্দ্রা এবং অন্নের অপরিপাক উপস্থিত হয়।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আহার না করিলে ইন্ধনহীন (কাষ্ঠহীন) অগ্নির ন্যায় তাহার জঠরাগ্নি আহাররূপ ইন্ধনাভাবে মন্দীভূত হয়। অগ্নি আহারকে পাক করে; আহার না পাইলে দোষ সকলকে পাক করিয়া ক্ষয় করে, দোষ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শেষে ধাতু সমূহকে পাক করিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলে, ধাতুসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তখন প্রাণকে পাক করিয়া ক্ষয় করিয়া থাকে; অর্থাৎ ক্ষুধাকালে আহার না করিলে ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। আহার—সদ্যঃ প্রীতি জনক, বলকারক, দেহধারক, এবং স্মৃতি, আয়ুঃ, শক্তি, বর্ণ, ওজঃ, সত্ত্ব ও শোভাবিবর্দ্ধক ॥ ৯৯—১১৩

দোষ কালাদি বিচার করিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যথোক্ত গুণ সম্পন্ন আহার সেবন করিবে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালই মানবগণের যে ভোজনের নিয়মিত সময়, ইহাই সকলে জানে ও শুনে, অতএব ঐ কালদ্বয়েই ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহার মধ্যে আর ভোজন করা বিধেয় নহে। অগ্নিহোত্রের বিধির ন্যায় আহারেরও বিধি জানিবে। অর্থাৎ অগ্নিহোত্র যেমন প্রাতঃ-

কালে ও সায়ংকালেই করণীয়, আহারও সেইরূপ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে কর্ত্তব্য। তথাচ—এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে, দুই প্রহরকে অতিক্রম করিয়াও ভোজন করা বিধেয় নহে, অর্থাৎ এক প্রহরের পর দুই প্রহরের মধ্যে ভোজন করাই উচিত। কারণ এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে রসোৎপত্তি হয়, দুই প্রহরের পর ভোজন করিলে বলক্ষয় হইয়া থাকে। আহার কাল সম্বন্ধে অন্য বচন যথা—রস, দোষ ও মল, পক্ক হইলেই ক্ষুধার উদয় হয়। সেই ক্ষুধোদয়, কালেই হউক বা অকালেই হউক—তাহাও অন্নকাল (ভোজন কাল) বলিয়া উদাহৃত।

টীকা। "উভয়কাল" অর্থাৎ প্রাতঃ ও সায়ংকাল। "প্রাতঃ" অর্থাৎ প্রথম প্রহরের পর দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বে ; ইহার সমর্থন শ্লোক (যামমধ্যে ইত্যাদি) পরে উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৪—১১৭ ॥

রসাদির পাকজ্ঞান—উদ্‌গার শুদ্ধি, উৎসাহ, যথোচিত মলমূত্রাদির বেগ ও যথোচিত মলমূত্রাদির উৎসর্গ (ত্যাগ),: দেহের লঘুতা এবং ক্ষুধার ও পিপাসার উদয় এই গুলি জীর্ণাহারের লক্ষণ অর্থাৎ এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝিবে যে, আহারের ও তজ্জনিত রসাদির পরিপাক হইয়াছে ॥ ১১৮

আহার স্থান—নির্জ্জন স্থানে আহার করিবে, নির্হারও (মলমূত্রত্যাগও) নির্জ্জনে করিবে। নির্জ্জনে আহার ও মল মূত্রত্যাগ করিলে মানব লক্ষ্মীযুক্ত হয়, প্রকাশ স্থানে আহার ও মল মূত্র ত্যাগ করিলে মানব শ্রীহীন হইয়া থাকে।

আহারাদি সম্বন্ধে অন্যবচন—আহার, বিহার ও নির্হার (মলমূত্র ত্যাগ) ভদ্রলোকদিগের সদা বিজনে করা কর্ত্তব্য ॥ ১১৯

ভোজনকালে শুভাশুভদৃষ্টি—ভোজন সময়ে পিতা, মাতা, সুহৃৎ, বৈদ্য, পাচক এবং হংস ময়ূর সারস ও চকোর ইহাদের দৃষ্টি শুভকর। আর দীন, হীন, ক্ষুধার্ত্ত, পাপিষ্ঠ, পাষণ্ড, রোগী এবং কুক্কুট ও কুক্কুরাদির দৃষ্টি অশুভকর ॥ ১২০। ১২১

ভোজনপাত্র—সুবর্ণনির্ম্মিত ভোজনপাত্র দোষ নাশক, দৃষ্টিপ্রদ ও পথ্য অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর। রৌপ্যনির্ম্মিত ভোজন পাত্র নেত্রহিত, পিত্তনাশক ও কফবাতজনক। কাংস্য পাত্র বুদ্ধিপ্রদ রুচিজনক ও রক্তপিত্ত প্রশমক। পিত্তল পাত্র বাতজনক রুক্ষতাকারক উষ্ণবীর্য্য এবং কৃমি কফনাশক। লৌহপাত্রে ও কাচ পাত্রে ভোজন করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। উহা শোথ, পাণ্ডু ও কামলা রোগ নাশক এবং বলকারক। প্রস্তরময় ও মৃন্ময় পাত্রে ভোজন করিলে মানব শ্রীহীন হয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে ভোজন করিলে আহারে রুচি জন্মে কিন্তু শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়। পত্রময় পাত্র রুচিজনক অগ্ন্যুদ্দীপক এবং বিষ ও পাপ নাশক ॥ ১২২—১২৫

জলপাত্র—তাম্রেরই জলপাত্র হিতকর, তদভাবে মৃন্ময় পাত্র। স্ফটিক নির্ম্মিত জলপাত্র, কাচনির্ম্মিত জলপাত্র ও বৈদূর্য্য নির্ম্মিত জলপাত্র পবিত্র ও শীতল ॥ ১২৬

ভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা একত্র ভক্ষণ করা হিতকর। লবণার্দ্রক ভক্ষণে অগ্নির দীপ্তি আহারে রুচি এবং জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশুদ্ধি হয়।

টীকা। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—লবণ পিত্তজনক এবং কটুরসনিবন্ধন আর্দ্রকও পিত্তকর, আর বুভুক্ষাকালে মানবেরও পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব বর্দ্ধিতপিত্ত বুভুক্ষিত ব্যক্তির ভোজনের অগ্রে পিত্তবর্দ্ধক লবণার্দ্রক ভক্ষণ কি প্রকারে উচিত হয়? উত্তর—পরিভাষায় উক্ত আছে—লবণ বলিলেই সৈন্ধব লবণ বুঝিবে, চন্দন বলিলেই রক্ত চন্দন বুঝিবে ইত্যাদি এই পরিভাষার বচনানুসারে এস্থলে লবণ শব্দে সৈন্ধব লবণই বুঝিতে হইবে। সৈন্ধব লবণ—ত্রিদোষনাশক, গুণগ্রন্থে (দ্রব্যগুণ গ্রন্থে) উক্ত আছে—সৈন্ধব লবণ স্বাদু, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচ্য, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী), নেত্রহিত ও ত্রিদোষনাশক। আর আদা যদিও কটুরস, তথাপি মধুরপাকিত্ব হেতু (মধুর বিপাক বলিয়া) উহাও পিত্তবিরোধী নহে। গুণগ্রন্থেই বর্ণিত আছে—আর্দ্রক—ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কটুরস, মধুর বিপাক (পাকে মধুর), সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামী) ও বাতশ্লেষ্মনাশক। আর যদিই বা লবণ ও আর্দ্রক পৃথক্ পৃথক্ রূপে পিত্তবিরোধীই হয়, তথাপি সংযোগ স্বভাবে এস্থলে উহারা পিত্তবিরোধী নহে। উহাদের সংযোগস্বরূপই যে এতাদৃশ অর্থাৎ সংযুক্ত লবণার্দ্রক যে পিত্তের অবিরোধী, তাহা লবণার্দ্রক ভক্ষণ বোধক বচন দ্বারা অর্থাৎ "ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং" ইত্যাদি বচন দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে ॥ ১২৭

ভোজনের অগ্রে দৃষ্টিদোষ বিনাশের নিমিত্ত ব্রহ্মাদিকে স্মরণ করিবে। তদ্ যথা—অন্ন-ব্রহ্মা, রস-বিষ্ণু, ভোক্তা-দেব মহেশ্বর, এইরূপ

চিন্তা করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহার দৃষ্টিদোষ বাধে না। অঞ্জনাগর্ভ সম্ভূত পবনকুমার ব্রহ্মচারী হনুমান্‌কে আমি দৃষ্টিদোষ বিনাশার্থ স্মরণ করি ॥ ১২৮। ১২৯

ব্রহ্মাদি স্মরণানন্তর তন্মনা হইয়া প্রথমে মধুররস, মধ্যে অম্ল ও লবণরস, শেষে কটু তিক্ত ও কষায়রস ভোজন করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভোজনের আদিতে দাড়িমাদি ফল ভোজন করিবে, কিন্তু কদলী ও কর্কটী (বড়কাঁকুড়) ভোজনের আগে খাইবে না। মৃণাল, বিস, শালূকমূল ও ইক্ষু প্রভৃতি খাদ্য সকলও ভোজনের অগ্রেই খাইবে, ভোজন করিয়া ঐ সকল দ্রব্য কখন খাইবে না ॥ ১৩০—১৩২

বুভুক্ষিত ব্যক্তি পিষ্টময়-গুরুপাক দ্রব্য, তণ্ডুল ও চিপিটক উপযুক্ত মাত্রায় ভোজন করিতে পারে, কিন্তু ভুক্তবান্ ব্যক্তি ঐ সকল দ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করিবে না ॥ ১৩৩

অগ্রে ঘৃতপূর্ব্ব কঠিন দ্রব্য, তদনন্তর মৃদুদ্রব্য, শেষে দ্রব দ্রব্য, ভক্ষণ করিবে। এই নিয়মে ভোজন করিলে বল ও আরোগ্যলাভ হয়।

টীকা। অগ্রে ঘৃতপূর্ব্ব কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবে ইত্যাদি—ইহার অর্থ এই—কাশী প্রভৃতি স্থানবাসী ব্যক্তিগণ প্রথমে যেমন সব্যঞ্জন-ঘৃতান্বিত রুটি খায় তৎপরে মৃদু সসূপাদি ওদন (অন্ন) ভোজন করে, শেষে দধি-তক্র-দুগ্ধাদি দ্রব্য ভোজন করে, তদ্বদ্‌ভোজন করিলে বল ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩৪

স্বাদু অন্নের লক্ষণ। উত্তরোত্তর স্বাদুতর দ্রব্য ভোজন করিবে, অর্থাৎ পর পর অধিক সুস্বাদু দ্রব্য খাইবে। যে বস্তু একবার ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই স্বাদু ভোজন বলা যায় ॥ ১৩৫

স্বাদু অন্নের গুণ—স্বাদু অন্ন ভোজন করিলে চিত্তপ্রসাদ, বল, পুষ্টি, উৎসাহ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। অস্বাদু অন্ন ভোজনে ইহার বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

অতি উষ্ণ অন্ন ভোজনে বল নাশ হয়। অতি শীতল ও শুষ্ক অন্ন দুর্জ্জর, অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না। অতি ক্লিন্ন (পচা) অন্ন গ্লানিজনক। অতএব যুক্তিযুক্ত ভোজনই প্রশস্ত। অতিদ্রুত আহার করিলে আহারের দোষগুণ বুঝিতে পারা যায় না। অতি ধীরে ধীরে আহার করিলেও ভোজ্য দ্রব্য শীতল ও অহৃদ্য হইয়া থাকে ॥ ১৩৬—১৩৮

গুরু ত্রিবিধ যথা—মাত্রাগুরু, স্বভাবতঃ গুরু ও সংস্কারতঃ গুরু। মন্দানল ব্যক্তি গুরু ভোজন পরিবর্জ্জন কবিবে। মাত্রাগুরু যথা—মুদ্‌গাদি বস্তুতঃ লঘু, কিন্তু মাত্রায় অধিক হইলেই তখন উহাদিগকে গুরু বলা যায়। স্বভাবগুরু যথা—মাষাদি (মাষ কলাই প্রভৃতি) স্বভাবতই গুরু। সংস্কারগুরু যথা পিষ্টান্ন। পাকাদি সংস্কারে পিষ্টান্ন গুরু বলিয়া উক্ত।

আহার ষড়্‌বিধ, যথা—চূষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য ও চর্ব্ব্য। ইহারা যথোত্তর গুরু, অর্থাৎ চূষ্য অপেক্ষা পেয় গুরু, পেয় অপেক্ষা লেহ্য গুরু ইত্যাদি।

টীকা। "চূষ্য" ইক্ষু দাড়িমাদি। "পেয়" পানক শর্করোদকাদি (চিনির পানা প্রভৃতি)। "লেহ্য"—রসালা-ক্বথিতাদি, ক্বথিতা—কটী নামে প্রসিদ্ধ। "ভোজ্য" ভক্ত সূপাদি (ভাত দাইল প্রভৃতি)। "ভক্ষ্য"—লড্‌ডুক মোদকাদি। "চর্ব্ব্য" চিপিট চণকাদি (চিড়ে ছোলা প্রভৃতি) ॥ ১৩৯—১৪১

যে মাত্রায় ভোজন করিলে অর্দ্ধতৃপ্তি হয়, গুরু-দ্রব্য সেই মাত্রায় ভোজন করা কর্ত্তব্য। আর যে মাত্রায় ভোজন করিলে সম্যক্ তৃপ্তি হয়, লঘু দ্রব্য সেই মাত্রায় ভোজন করা কর্ত্তব্য। দ্রব ও দ্রববহুল দ্রব্য মাত্রায় অধিক হইলেও তাহা মাত্রাগুরু বলিয়া মনে করা যায় না। অর্থাৎ দ্রব ও দ্রবাধিক দ্রব্য মাত্রায় অধিক হইলেও তাহা মাত্রাগুরু বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে।

টীকা। স্বভাবগুরু সংস্কারগুরু ও স্বভাব লঘু ভক্ষ্যের ভোজন পরিমাণ কথিত হইতেছে। মাষ-পিষ্টান্নাদি স্বভাবগুরু দ্রব্য সকল অর্দ্ধ তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করা কর্ত্তব্য। মুদ্‌গাদি স্বভাবলঘু দ্রব্য সকল সম্যক্ মাত্রায় তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করা কর্ত্তব্য। দ্রব অর্থাৎ পেয়াদি, দ্রবোত্তর অর্থাৎ তক্রাদি বহুল ওদনাদি (অন্নাদি) মাত্রায় অধিক হইলেও তাহা মাত্রাগুরু বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ—পেয়দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্যাপেক্ষা লঘু। সুশ্রুত বলিয়াছেন—পেয়-লেহ্যাদি ভক্ষ্য সকলের উত্তরোত্তরটি গুরু বলিয়া জানিবে, অতএব পেয়, লেহ্য, ভোজ্য ও ভক্ষ্যের মধ্যে পেয়ই লঘু। পেয় অর্থাৎ পেয়াদি। লেহ্য অর্থাৎ রসালাদি, এস্থলে আদি শব্দে ওদন সূপ প্রভৃতি (ভাত দাইল প্রভৃতি) ভোজ্যও বুঝিতে হইবে। ভক্ষ্য অর্থাৎ মোদকাদি ॥ ১৪২

শুষ্ক বস্তু প্রচুর দ্রবসমন্বিত হইলে তাহাও সম্যক্ মাত্রাতেই ভোজন করা যাইতে পারে, কিন্তু কেবল শুষ্কবস্তু ভোজন করিতে থাকিলে তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

টীকা। উক্ত বচনের অর্থ এই—শুষ্ক দ্রব্য স্রোতোরোধক হইলেও বহুদ্রবসমন্বিত হওয়ায় তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কেবল শুষ্কান্ন পরিপাক পায় না ॥ ১৪৩

কেবল শুষ্কান্ন ভোজন করিলে তাহা পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া পিণ্ডীকৃত হয় এবং সম্যক্ ক্লিন্ন হইতে না পারিয়া বিদাহ ভাব প্রাপ্ত হয়। শুষ্ক, বিরুদ্ধ ও বিষ্টম্ভি আহার অগ্নিমান্দ্যজনক হইয়া থাকে।

টীকা। অপক্ব শুষ্কান্ন কি প্রকার হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। অপক্ব শুষ্কান্ন পিণ্ডীকৃত হয়, ইত্যাদি। পিণ্ডীকৃত অর্থাৎ অষ্ঠীলাবৎ আকৃতি বিশিষ্ট। অসংক্লিষ্ট অর্থাৎ অসম্যক্ আর্দ্রীভূত। বিদাহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিদগ্ধ হয়। শুষ্কান্নাদির বৈগুণ্য কথিত হইতেছে—"শুষ্ক"—চিপিটকাদি। "বিরুদ্ধ"—ক্ষীরমৎস্যাদি। "বিষ্টম্ভি" চণক মসূরাদি। শুষ্কাদি অন্ন অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত করে ॥ ১৪৪

ভোজনের পর ছাতু খাইবে না, দাঁতে চিবাইয়া ছাতু খাইবে না, রাত্রিকালে ছাতু খাইবে না, অধিক পরিমাণে ছাতু খাইবে না, জলান্তরিত ছাতু খাইবে না, অর্থাৎ একবার জল একবার ছাতু এইরূপ ক্রমে ছাতু খাইবে না, কেবল ছাতুও জলে গুলিয়া খাইবে না ॥ ১৪৫

ছাতু ভোজনে এই সাতটি বর্জ্জন করিবে, যথা—(১) ছাতু ভোজন করিতে করিতে তাহাতে পুনর্ব্বার ছাতু দিয়া ভোজন, (২) ছাতু ভোজনে পৃথক্ জলপান, (৩) আমিষের সহিত ছাতু ভোজন, (৪) দুগ্ধের সহিত ছাতু ভোজন, (৫) রাত্রিতে ছাতু ভোজন, (৬) দাঁতে চিবাইয়া ছাতু ভোজন, (৭) উষ্ণ ছাতু ভোজন।

ছাতু ভোজন বিষয়ে সুশ্রুত এই বলেন—ছাতুর অবলেহিকা মৃদুত্ব হেতু শীঘ্র জীর্ণ হয়, অর্থাৎ ছাতু দ্রবে গুলিয়া অবলেহিকাবৎ করিয়া তাহা ভক্ষণ করিলে কোমলত্ব হেতু শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪৬

বিষমাশনের লক্ষণ—যথাকালে (ভোজন সময়ে) অতি মাত্রায় যে ভোজন, তাহা বিষমাশন, অথবা কখন বহু ভোজন, কখন অল্প ভোজন, কখন বা অসময়ে ভোজন, তাহাও বিষমাশন বলিয়া জানিবে ॥ ১৪৭

বহু ভোজন এবং অল্প ভোজনের দোষ—অধিক ভোজন করিলে আলস্য, শরীরের গুরুতা, আটোপ ও অবসাদ জন্মে। অল্প ভোজন করিলে শরীরের কৃশতা ও বলক্ষয় হয় ॥ ১৪৮

অকালে ভোজনের দোষ—অপ্রাপ্তকালে ভোজন করিলে মানব অসমর্থ দেহ হয় এবং তাহার অপ্রাপ্তকাল ভোজন জনিত সেই সেই ব্যাধি সকল জন্মে, এমন কি শেষে মরণ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

টীকা। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ভোজন কালের অতি পূর্ব্বে ভোজন করিলে মানব অসমর্থ শরীর হয়। অপ্রাপ্তকালে ভোজন করিলে সেই সেই ব্যাধি অর্থাৎ শিরোব্যথা বিসূচিকা অলসক বিলম্বিকাদি ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। এবং সেই সকল ব্যাধির আধিক্যে মরণ পর্য্যন্তও ঘটে ॥ ১৪৯

ভোজনকাল অতীত হইয়া গেলে ভোজন করিলে জঠরাগ্নি বায়ুকর্ত্তৃক উপহত হয়, সুতরাং ভুক্তান্ন অতিকষ্টে পরিপাক পায়, পুনর্ব্বার আর ভোজন করিতে স্পৃহা হয় না। কুক্ষির দুই ভাগ ভোজ্যদ্বারা পূর্ণ করিবে, তৃতীয়ভাগ জলে পূর্ণ করিবে এবং বায়ুর সঞ্চারণার্থ চতুর্থ ভাগ খালি রাখিবে ॥ ১৫০ । ১৫১

ভোজন সময়ে প্রথমে যাহা খাওয়া হয়, তাহার রসে রসনা (জিহ্বা) উপতর্পিত হয়, সুতরাং তৎপরে যাহা খাওয়া যায়, তাহা আর তত স্বাদু বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এক এক রস ভোজনের পর অল্প অল্প পরিমাণে জলপান দ্বারা মুখসংশুদ্ধ করিয়া অন্য অন্য রস ভোজন করিবে ॥ ১৫২

অধিক পরিমাণে জলপান করিলে অন্ন পরিপাক হয় না, একবারে জলপান না করিলেও সেই দোষ ঘটে অর্থাৎ তাহাতেও অন্ন পরিপাক পায় না অতএব অগ্নি বিবর্দ্ধনার্থ ভোজন সময়ে মানব মুহুর্মুহুঃ জলপান করিবে, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে ॥ ১৫৩

ভোজনের আদিতে জলপান করিলে শরীরের কৃশতা ও অগ্নি দুষ্টি হয় ; মধ্যে জলপান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়, মধ্যে জলপানই হিতকর ; অন্তে জলপান করিলে দেহের স্থূলতা ও কফের বৃদ্ধি হয়। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—ভোজনের মধ্যে অন্তে ও প্রথমে জলপান করিলে যথাক্রমে মানবের শরীর সম স্থূল ও কৃশ হয়, অর্থাৎ ভোজন মধ্যে জলপান

করিলে শরীর সমভাবাপন্ন, ভোজনান্তে জলপান করিলে শরীর স্থূল এবং ভোজনাদিতে জলপান করিলে শরীর কৃশ হইয়া থাকে।

টীকা। "ভুক্ত" ভোজন। জিজ্ঞাসা করি—শিষ্ট ব্যক্তিগণ ভোজনান্তে দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন, তাহা কি প্রকারে উচিত হয়? যেহেতু ত্রিধা বিভক্ত ভোজন কালের প্রথম ভাগ বায়ুর, দ্বিতীয় ভাগ পিত্তের এবং তৃতীয় ভাগ কফের প্রকোপ কাল। এই জন্যই উক্ত আছে—"তন্মনা হইয়া প্রথমে মধুর রস, মধ্যে অম্ল ও লবণ রস এবং অন্তে কটু, তিক্ত ও কষায় রস ভোজন করিবে" ইহার অভিপ্রায় এই—ভোজন সময়ে প্রথমে মধুররস ভোজন করিলে সেই ভুক্ত মধুররস বুভুক্ষিত ব্যক্তির বাতপিত্তের প্রশমক হয়; ভোজনের মধ্যে অম্ল ও লবণ রস ভোজন করিলে সেই ভুক্ত অম্ললবণরস পিত্তাশয়ে অগ্নি বৃদ্ধি করে; ভোজনান্ত সময়ে কটু-তিক্ত-কষায় রস ভোজন করিলে সেই ভুক্ত-কটু তিক্ত কষায় রস কফকে প্রশমিত করিয়া থাকে। অতএব ভোজনান্তসময় যখন কফের কাল, তখন সেই কফকালে কি প্রকারে কফজনক দুগ্ধ পান করা যাইতে পারে? যেহেতু উক্ত আছে—দুগ্ধ-মধুর রস, স্নিগ্ধ, ওজস্কর, ধাতুবর্দ্ধক, বাতপিত্তহর, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর, গুরু ও শীতল। উত্তর—মানব যে কোন বিদাহি অন্নপান ভোজন করে, তাহার বিদাহশান্তির জন্য ভোজনান্তে দুগ্ধপান করিবে। ব্রহ্ম পুরাণে উক্ত আছে—"দুগ্ধান্ত ভোজন করিবে, দধ্যন্ত ভোজন কদাচ করিবে না, অর্থাৎ দুগ্ধপান করিয়া ভোজন শেষ করিবে, দধি খাইয়া কদাচ ভোজন সমাপন করিবে না। লবণ-অম্ল-কটু-উষ্ণ যে কোন ভোজ্য ভোজন করা যায়, তাহার দোষ নাশের জন্য মধুর রসে ভোজন সমাপ্ত করিবে"। ভোজনান্ত সময়ে দুগ্ধাদি মধুর ভোজন দ্বারাই বর্দ্ধিত কফ, লবণ-অম্ল-কটু ভোজন জনিত-পিত্তের বৃদ্ধি হ্রাস করে, এবং পিত্ত বৃদ্ধি বিনাশন দ্বারা কফেরও বৃদ্ধি, ক্ষীণ হইয়া যায়, কফ বৃদ্ধি, ক্ষীণ হওয়ায় তাহা আর অগ্নিমান্দ্যাদি ব্যাধি সকল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। জিজ্ঞাসা করি—শত্রুর নাশ দ্বারা শত্রুহন্তার বৃদ্ধি দেখা যায়, ক্ষীণতা দৃষ্ট হয় না, তবে কি প্রকারে কফ ক্ষীণ হয়? উত্তর—বলবৎ শত্রুর বিনাশন দ্বারা শত্রুহন্তারও ক্ষীণতা দেখা যায়। তথাচ—জল অগ্নিসন্তপ্ত লৌহের তপ্ততা নাশ করিয়া যেমন নিজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রতিপক্ষের নাশ করিয়া স্বয়ংও ক্ষীণ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি—ভোজনাবসান সময়ে ভুক্ত-কটু-তিক্ত কষায় রস কফের প্রশম করিবে কিন্তু বায়ুর বৃদ্ধি করিবে, ইহাই যদি হয়? না, তাহা নহে—কটু, তিক্ত, কষায় রস ক্ষীণশক্তিক হওয়ায় তাহারা বায়ুর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। তথাচ—যাহা এক দোষকে নাশ করে, তাহা অন্য দোষকে বর্দ্ধিত করিতে পারে না কেন? যেহেতু এক দোষের নাশনে সে নিজে ক্ষীণশক্তিক হইয়া পড়ে, এই জন্যই পারে না। বস্তুতঃ যে রসই প্রচুর পরিমাণ ভোজন করা যায়, সকল রসই সেই রসের বশ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে সুশ্রুতও বলিয়াছেন—প্রকুপিত দোষ সকল যেমন প্রবল দোষের বশ্যতা প্রাপ্ত হয়, ভুক্ত রস সকলও সেইরূপ বলীয়ান্ রসের বশীভূত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত পিপাসার সময় জলপান না করিয়া অন্নভোজন করিবে না এবং অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ও অন্ন ভোজন না করিয়া জলপান করিবে না। কারণ—তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অন্ন ভোজন করিলে গুল্ম এবং ক্ষুধিত হইয়া জলপান করিলে জলোদর রোগ জন্মে॥ ১৫৪—১৫৬

আচমন—উক্ত নিয়মে ভোজন করিয়া রুক্ষ-গ্রহণ* ও গণ্ডূষ করণের পর সম্যক্ আচমন করিবে (আঁচাইবে)। দন্তলগ্ন অন্নাদি বাহির করিয়া আচমন ক্রিয়া সমাপন করিবে। দন্তান্তরগত অন্ন শোধন দ্বারা (খড়িকা দ্বারা) ধীরে ধীরে বাহির করিবে। তাহা বহির্গত না হইলে মুখে দুর্গন্ধ উৎপাদন করে। দন্তলগ্ন যে বস্তু অনির্হার্য্য (যাহা বাহির করিতে পারা যাইবে না) তাহা বাহির করিবার জন্য বহুবার যত্ন করিবে না, তাহাকে দন্তবৎ লেপ মনে করিবে। আচমন করিয়াই জলযুক্ত হস্তদ্বয় দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। কারণ—ভোজনের পর সজল হস্ততল ঘর্ষণ করিয়া যদি নেত্রদ্বয়ে দেওয়া যায়, তাহা হইলে অচিরেই সেই জল তিমির রোগ সকল নাশ করে॥ ১৫৭—১৬০

ভোজনানন্তর ক্রিয়া—ভোজন ক্রিয়া সমাপনানন্তর শুভাবহ অগস্ত্যাদিকে নিত্য স্মরণ করিবে। যথা—আমার আত্মা বিষ্ণু, অন্ন বিষ্ণু, এবং অন্ন

---

* ভোজনান্তে পাঁপর প্রভৃতি ভোজন করিয়া গণ্ডূষ করিবে। কেহ কেহ বলেন—ভোজনান্তে লবণ ময়দা প্রভৃতি রুক্ষদ্রব্য হস্তে মাখিয়া আচমন করিবে।

পরিপাক বিষ্ণু, সমস্তই বিষ্ণু, সেই সত্য স্বরূপ বিষ্ণু দ্বারা আমার এই ভুক্তান্ন জীর্ণ হউক। অগস্তি, অগ্নি ও বাড়বানল আমার ভুক্তান্নকে নিঃশেষে জীর্ণ করুন, এবং আমাকে অন্ন পরিপাক জনিত সুখ প্রদান করুন, তাঁহাদের কৃপায় আমার দেহ নীরোগ হউক। ভোজনানন্তর যে ব্যক্তি অঙ্গারক, অগস্তি, অগ্নি, সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই পাঁচ জনকে নিত্য স্মরণ করে, তাহার ভুক্তান্ন আশু জীর্ণ হয়। এইরূপে অগস্ত্যাদির নামোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বহস্তে উদর পরিমার্জ্জন করিয়া অনায়াসপ্রদ কর্ম্ম সকল করিবে। ভোজন করিয়া অর্থাৎ দিবা ভোজন করিয়া অতন্দ্রিত থাকিবে (নিদ্রা যাইবে না)।

টীকা। "অতন্দ্রিত" অর্থাৎ নিরন্তর জাগিয়া থাকিবে, নিদ্রা যাইবে না। যেহেতু শাস্ত্রে এই বচন আছে—"ভোজন করিয়াই নিদ্রা যাইলে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে বিনষ্ট করে" ॥ ১৬১—১৬৪

ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে বায়ু বর্দ্ধিত হয়, বিদগ্ধাবস্থায় পিত্ত বর্দ্ধিত হয় এবং ভুক্ত মাত্র কফ বর্দ্ধিত হয়। ভোজনের পর বাতাদি বৃদ্ধির এই ক্রম জানিবে।

টীকা। "বিদগ্ধ" অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পক্ক কিঞ্চিৎ অপক্ক ॥ ১৬৫

ভুক্তমাত্রে যে কফ সঞ্চিত হয়, তাহার প্রতিকার—আহারান্তে ধূম দ্বারা (অগুরু প্রভৃতির ধূমদ্বারা) সঞ্চিত কফের নাশ করিবে, অথবা হৃদ্য কটু, তিক্ত, কষায় দ্রব্য সেবন করিয়া সঞ্চিত কফের প্রশম করিবে। কিংবা গুবাক, কর্পূর, কস্তূরী, লবঙ্গ, জায়ফল কিংবা মুখ বৈশদ্যকারক কটু কষায় ফল (এলাইচ হরীতকী প্রভৃতি ফল) সুগন্ধি তাম্বূল সহযোগে সেবন করিয়া কফকে বিনষ্ট করিবে।

টীকা। "কষায়কটুতিক্তক" অর্থাৎ কর্পূর, কস্তূরী, লবঙ্গ প্রভৃতি। "পূগ" সুপারী। "সুমনঃ ফল" অর্থাৎ জাতীফল (জায়ফল) ॥ ১৬৬। ১৬৭

রমণকালে, নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া, স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে, যুদ্ধে এবং পণ্ডিতগণের ও রাজার সভাতে তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে ॥ ১৬৮

তাম্বূলের গুণ—তাম্বূল—তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক, সারক, এবং কষায়, তিক্ত, ক্ষার ও কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্ত বর্দ্ধক ও লঘু। ইহা বশীকরণক্ষম এবং শ্লেষ্মা, মুখদৌর্গন্ধ্য, মল, বাত ও শ্রম নাশক, মুখের বৈশদ্য ও সৌগন্ধ্যজনক এবং শরীরের কান্তি ও সৌষ্ঠব কারক, হনু ও দন্তের মলনাশক এবং জিহ্বেন্দ্রিয়ের বিশোধক, মুখপ্রসেকের প্রশমক এবং গল রোগের বিনাশক। নূতন পান—মধুর রস, কষায়ানুরস, গুরুপাক ও কফজনক। নূতন পানের গুণ প্রায় পত্রশাক গুণবৎ জানিবে। বঙ্গদেশ সম্ভূত পান অত্যন্ত কটুরস, সারক, পাচক, পিত্তজনক, উষ্ণবীর্য্য ও কফহর। পুরাণ পান—অকটু (ঈষৎ কটুরস), অল্প পাতলা, পাণ্ডুবর্ণ (ঈষৎ পীতমিশ্র শুক্লবর্ণ)। পুরাণ পান বিশেষ গুণান্বিত, অন্য পান (নূতন পান) তদপেক্ষা হীনগুণ জানিবে ॥ ১৬৯—১৭৪

পূগগুণ (সুপারীর গুণ)—পূগ—গুরুপাক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কষায়রস, কফপিত্তনাশক, মোহজনক, দীপক, রুচিপ্রদ ও মুখবৈরস্য নাশক। যে পূগের মধ্যভাগ কঠিন, অথবা যাহা সিদ্ধ করা, তাহা ত্রিদোষ নাশক, সরস, গুরুপাক, অভিষ্যন্দী এবং অত্যন্ত অগ্নিনাশক।

খদির কফনাশক, চূর্ণ (চূণ) বাতশ্লেষ্মনাশক, এই উভয়ে সংযুক্ত হইলে ত্রিদোষনাশক হয় এবং চিত্তের প্রসন্নতা, মুখের বৈশদ্য ও সৌগন্ধ্য এবং শরীরের কান্তি ও সৌষ্ঠব সম্পাদন করে। পূর্ব্বাহ্নে অধিক পরিমাণে সুপারী দিয়া, মধ্যাহ্নে অধিক পরিমাণে খয়ের দিয়া এবং রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে চূণ দিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিবে। তাম্বূল সদা ভক্ষণীয়।

পানের অগ্রভাগে আয়ু, মূলভাগে যশঃ এবং মধ্যভাগে লক্ষ্মী অবস্থিতি করে। অতএব পানের অগ্রভাগ মূলভাগ ও মধ্যভাগ ত্যাগ করিবে। পানের মূলভাগ ভক্ষণ করিলে ব্যাধি হয়, অগ্রভাগ ভক্ষণ করিলে পাপ জন্মে, মধ্যভাগ ভক্ষণ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় এবং শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নাশ পায়।

পানের প্রথম পীক বিষতুল্য, দ্বিতীয় পীক ভেদী ও দুর্জ্জর অতএব পানের প্রথম ও দ্বিতীয় পীক বর্জ্জন করিয়া তৃতীয়াদি পীক পান করিবে, তাহা সুধাতুল্য ও রসায়ন। তাম্বূল অধিক সেবন করিবে না, বিরিক্ত ও বুভুক্ষিত ব্যক্তি তাম্বূল সেবন করিবে না। অধিক তাম্বূল খাইলে দেহ-দৃষ্টি-কেশ-দন্ত-অগ্নি-শ্রোত্র-বর্ণ ও বলক্ষয় হয়, শোষরোগ জন্মে এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুর দুষ্টি হইয়া থাকে।

দন্ত-রোগিগণের, দুর্ব্বল নেত্ররোগিগণের, বিষ, মূর্চ্ছা ও মদ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের, ক্ষয়-

রোগিগণের এবং রক্তপিত্ত রোগিগণের তাম্বূল হিতকর নহে।

ভোজন করিয়া ধীরে ধীরে এক শত পদ গমন করিবে। তাহাতে অন্নকাঠিন্যের শিথিলতা এবং গ্রীবা, জানু ও কটীর সুখ হয়॥ ১৭৫—১৮৪

ভোজনানন্তর উপবেশন করিলে তুন্দ (উদর স্থৌল্য), শয়ন করিলে দেহের পুষ্টতা, চংক্রমণ করিলে (ধীরে ধীরে শত পদ গমন করিলে) আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং ধাবন করিলে (দৌড়িয়া গমন করিলে) মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১৮৫

টীকা। চংক্রমণ অর্থাৎ ধীরে ধীরে শত পদ গমন॥ ১৮৫

অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া), তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণ পার্শ্বে, তদ্দ্বিগুণ কাল বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া পশ্চাৎ যেরূপে সুখ হয় সেইরূপেই শুইবে। কিন্তু জন্তুগণের নাভির ঊর্দ্ধভাগে বামদিকে অগ্নি অবস্থিতি করে, অতএব ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকার্থ বাম পার্শ্বেই শয়ন করা কর্ত্তব্য॥ ১৮৬। ১৮৭

শয়নচর্য্যা—খাটে শয়ন করিলে ত্রিদোষের শান্তি হয়, তুলীশয্যায় (তুলার গদিতে) শয়ন করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মার নাশ হয়, ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে শরীরের পুষ্টি ও শুক্রের বৃদ্ধি হয় এবং কাষ্ঠপট্টীতে (কাঠের তক্তায়) শয়ন করিলে বায়ু বর্দ্ধিত হয়॥ ১৮৮

শয়ন সম্বন্ধে অন্যে বলেন—ভূশয্যা অতীব বায়ুজনক, রুক্ষ ও রক্তপিত্তনাশক। সুশয্যাশয়ন—হৃদ্য এবং পুষ্টি নিদ্রা ও ধৃতিপ্রদ, শ্রমানিলহর ও বৃষ্য, ইহার বিপরীত শয্যাশয়ন অর্থাৎ দুঃখপ্রদ শয্যাশয়ন, সুশয্যাশয়নের বিপরীত গুণান্বিত জানিবে॥ ১৮৯

সংবাহন অর্থাৎ গাত্রমর্দ্দন—মাংসের, রক্তের ও ত্বকের অতি প্রসাদকারক (প্রসন্নতাজনক), প্রীতি ও নিদ্রাপ্রদ, বৃষ্য এবং কফ, বাত ও শ্রমনাশক॥ ১৯০

প্রবাত অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ—রুক্ষতা, বিবর্ণতা ও স্তব্ধতা কারক, দাহ-পিত্তনাশক, এবং স্বেদ (ঘর্ম্ম) মূর্চ্ছা ও পিপাসা নিবারক। অপ্রবাত ইহার বিপরীত গুণান্বিত জানিবে। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে মধ্যে মধ্যে সুখকর প্রবাত অর্থাৎ শরীরের ও মনের প্রফুল্লতাদায়ক বায়ু প্রবাহ সেবন করিবে। আয়ুর জন্য এবং আরোগ্যের জন্য সর্ব্বদা নিবাত স্থান সেবন করিবে।

পূর্ব্ববায়ু—গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, পিত্তরক্তদূষক, বিদাহী (বিদাহজনক), বাতল (বাত বর্দ্ধক); ইহা শ্রান্তি, কফ ও শোষান্বিত ব্যক্তিগণের হিতকর ইহা স্বাদু (মধুর রসজনক) ও লবণ রস এবং অভিষ্যন্দী। পূর্ব্ববায়ু দ্বারা ত্বগদোষ, অর্শঃ, বিষ, কৃমি, সন্নিপাত, জ্বর, শ্বাস ও আমবাত বর্দ্ধিত হয়।

টীকা। "স্বাদু" অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্য সমূহে অধিক পরিমাণে মধুর রসজনক॥ ১৯১—১৯৪

দক্ষিণ বায়ু—স্বাদু, রক্তপিত্তহর, লঘু, শীতবীর্য্য, বলকর ও নেত্রহিত। ইহা বাতবর্দ্ধক নহে॥ ১৯৫

পশ্চিম বায়ু—তীক্ষ্ণ, শোষণকারক, বলহারক, লঘু, মেদ-পিত্ত-কফ নাশক ও বায়ুবর্দ্ধক॥ ১৯৬

উত্তর বায়ু—শীতল, স্নিগ্ধ, দোষ প্রকোপকারক, ক্লেদজনক, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণের বলপ্রদ, ইহা মধুররস ও মৃদু।

টীকা। "দোষ প্রকোপকৃৎ" অর্থাৎ আতুরগণেরই দোষ প্রকোপ কারক॥ ১৯৭

আগ্নেয় বায়ু—দাহ জনক ও রুক্ষ।

নৈর্ঋত বায়ু—বিদাহ জনক নহে।

বায়ব্য বায়ু—তিক্তরস।

ঐশান বায়ু—কটুরস। বিশ্বগ্ বায়ু (সর্ব্বদিগ্গামী বায়ু) প্রাণিগণের আয়ুর পক্ষে হিতকর নহে, উহা বহুরোগজনক। অতএব বিশ্বগ্বায়ু সেবন করিবে না। উহা সেবিত হইলে মঙ্গলের জন্য হয় না॥ ১৯৮। ১৯৯

ব্যজন বায়ু—দাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও শ্রমনাশক। তালবৃন্তভব বায়ু অর্থাৎ তালপাতার পাখার বাতাস ত্রিদোষ প্রশমক। বংশব্যজনজ বায়ু অর্থাৎ বাঁশের নির্ম্মিত পাখার বাতাস উষ্ণ ও রক্তপিত্ত প্রকোপক। চামরের বাতাস, বস্ত্রের বাতাস, ময়ূরপুচ্ছ রচিত পাখার বাতাস ও বেত্র নির্ম্মিত পাখার বাতাস দোষবর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, হৃদ্য ও সুপূজিত॥ ২০০। ২০১

দিবসে নিদ্রা যাইবে না। যেহেতু দিবা নিদ্রা কফবর্দ্ধক। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন সকল কালেই দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। কিন্তু যাহাদিগের নিত্য দিবসে নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস আছে, দিবসে নিদ্রা না যাইলে তাহাদের বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া

থাকে, অতএব তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা দোষাবহ নহে। ব্যায়ামরত, প্রমদারত, পথপর্য্যটনরত ও অশ্বাদি-বাহনরত ব্যক্তিদিগকে, ক্লান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং অতিসার, শূল, শ্বাস, তৃষ্ণা, হিক্কা ও বাতপীড়িত ব্যক্তিদিগকে, ক্ষীণব্যক্তিদিগকে, ক্ষীণকফ ব্যক্তিদিগকে, শিশুদিগকে, মদহত ব্যক্তিদিগকে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে, অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে, রাত্রিজাগরিত ব্যক্তিদিগকে ও নিরশন ব্যক্তিদিগকে, যথেচ্ছ দিবা নিদ্রা যাইতে দিবে। যাহাদের দিবানিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ সাত্ম্যীকৃত (অভ্যস্ত ও দেহানুকূল) হইয়া গিয়াছে, তাহাদের দিবানিদ্রা বা রাত্রি জাগরণে অনিষ্ট হয় না।

টীকা। নিদ্রাবলায় দিবানিদ্রা ও জাগরণ বলায় রাত্রিজাগরণ বুঝিতে হইবে॥ ২০২—২০৫

ভোজনের পর নিদ্রা যাইলে বায়ু ও পিত্তের নাশ হয়, কফের বৃদ্ধি হয়, শরীরের পুষ্টি হয় এবং শরীর ও মনের সুখ হইয়া থাকে॥ ২০৬

শয়নে পিত্তনাশ, মর্দ্দনে বাত নাশ, বমনে কফনাশ, লঙ্ঘনে জ্বরনাশ হয়। এবং উপবেশন ও ঘূর্ণন এই উভয় ক্রিয়া করিলে অর্থাৎ কেবল বসিয়া না থাকিয়া ও কেবল ভ্রমণ না করিয়া মধ্যে মধ্যে উপবেশন ও মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করিলে তাহা অভিষ্যন্দিও হয় না, রুক্ষণও হয় না॥ ২০৭

উদরে ভুক্তান্ন সংস্থাপনের অপর হেতু সমূহ; যথা—ভোজনের পর মনঃপ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সেবন করিলে উদরস্থ অন্ন যথাবৎ অবস্থিতি করে॥ ২০৮

ভুক্তান্ন উদরে না থাকিবার হেতু যথা—ঘৃণিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সেবন করিলে, ভুক্তান্ন অপ্রযত (অপবিত্র) হইলে কিংবা অধিক হাস্য করিলে ভুক্তান্ন উদরে থাকে না অর্থাৎ বমি হইয়া যায়।

টীকা। "অপ্রযত"—অপবিত্র॥ ২০৯

অন্য বর্জ্জনীয় যথা—ভোজনের পর অধিকক্ষণ শয়ন বা অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিক দ্রববস্তু পান, অগ্নি ও সূর্য্যাতপ, প্লবন (জলসন্তরণ, যান (পথে চলন), বাহন, ব্যায়াম, মৈথুন, ধাবন (বেগে গমন), যান (শকটাদি), যুদ্ধ, গীত ও অধ্যয়ন, ভুক্তবান্ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকাল (দুই দণ্ডকাল) এই সমস্ত বর্জ্জন করিবে।

টীকা। "প্লবন"—বাহুদ্বয় সঞ্চালন দ্বারা জল সন্তরণ। "যান"—পথে চলন। "বাহন"—অশ্বাদি॥ ২১০। ২১১

পরিবর্জ্জনার্থ অজীর্ণের হেতু সকল কথিত হইতেছে,—অধিক জলপান, বিষমাশন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, নিদ্রা বিপর্য্যয় অর্থাৎ দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, এই সকল কারণ ঘটিলে ক্ষুধাকালে সেবিত—সাত্ম্য (অভ্যস্ত, দেহানুকূল), লঘুপাক অন্নও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

টীকা। "সন্ধারণ"—অধোবাত মলমূত্রাদির বেগ ধারণ॥ ২১২

ঈর্ষ্যা, ভয় ও ক্রোধান্বিত হইয়া, লুব্ধ হইয়া, রোগ বা দৈন্যনিপীড়িত হইয়া কিংবা বিদ্বেষযুক্ত হইয়া অন্নভোজন করিলে সেই ভুক্তান্ন সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হয় না॥ ২১৩

অধ্যশনলক্ষণ—ভুক্তান্ন জীর্ণ না হইতেই যদি সেই অজীর্ণাবস্থায় পুনরায় ভোজন করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে অধ্যশন কহে॥ ২১৪

অধ্যশন বারণ। প্রাগভুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণের ভুক্তান্ন যদি জীর্ণ না হয় এবং অগ্নি যদি মন্দ থাকে, তাহা হইলে দিবসে দুইবার ভোজন করিবে না। কিন্তু প্রাতর্ভোজন অজীর্ণ হইলে রাত্রিতে ভোজন করিবে। পূর্ব্বভুক্ত অন্ন বিদগ্ধ হইলে যদি ভোজন করা যায়, তাহা হইলে অগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

টীকা। উক্ত বচনের অর্থ এই—প্রাগ্ভুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণের ভুক্তান্ন অজীর্ণ থাকিলে দিবসে দুইবার ভোজন করিবে না, অর্থাৎ দিবাভাগের মধ্যেই পুনর্ব্বার আর ভোজন করিবে না, কিন্তু পূর্ব্বভুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণের আহার অজীর্ণ থাকিলেও রাত্রিতে ভোজন করা যাইতে পারে। যে হেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাহ্ণের আহার অজীর্ণ সত্ত্বে রাত্রির আহারে দোষ হয় না" ইত্যাদি। আর "পূর্ব্বভুক্ত" ইত্যাদি বচনের অর্থ এই—পূর্ব্বভুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বরাত্রির ভুক্তান্ন বিদগ্ধ থাকিলে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পক্ক, কিঞ্চিৎ অপক্ক থাকিলে প্রাতঃকালে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ পূর্ব্ব দিনাহার অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন করিলে অগ্নি বিনষ্ট হয়। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—সায়ং আহার অর্থাৎ পূর্ব্ব রাত্রির আহার অজীর্ণ থাকিলে পরদিনের প্রাতর্ভোজন বিষোপম জানিবে। ফলিতার্থ এই—দিবসের আহার অজীর্ণ থাকিলে বরং রাত্রিতে আহার করিতে পারা যায়, কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রির আহার

অজীর্ণ থাকিলে প্রাতঃকালে কোন মতেই আহার করিতে পারা যায় না ॥ ২১৫

রাত্রির আহার অজীর্ণ থাকিলে ভোজনোপায়—প্রাতঃকালে যদি অজীর্ণ আশঙ্কা হয়, অর্থাৎ লক্ষণ দেখিয়া যদি বোধ হয় যে, পূর্ব্বরাত্রির আহার জীর্ণ হয় নাই, তাহা হইলে হরীতকী, শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ বিচূর্ণিত করিয়া সেই চূর্ণ শীতল জলসহ খাইয়া ভোজন কালে অল্প পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে।

বিদ্বান্ ব্যক্তি আয়ুঃক্ষয়ের ভয়ে দিবসে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। যদিই বা অবশ হইয়া পড়ে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতি বশবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে দিবাভাগে কোন কোন দিন স্ত্রীসঙ্গম করিতে পারে।

টীকা। "অবশ"—অজিতেন্দ্রিয় ॥ ২১৬।২১৭

অবস্থানগুণ—গমনাগমন না করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলে বর্ণ, কফ, স্থৌল্য, সৌকুমার্য্য (দেহের কমনীয়তা) ও সুখ হয়। অধিক পথ পর্য্যটন করিলে বর্ণ, কফ, স্থৌল্য ও সৌকুমার্য্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু চংক্রমণ করিলে অর্থাৎ ধীরে ধীরে বেড়াইলে দেহেরও বিশেষ ক্লেশ হয় না, অপিচ আয়ুঃ, বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়ে ॥ ২১৮। ২১৯

উষ্ণীষ ধারণ—উষ্ণীষ কান্তিপ্রদ, কেশহিত এবং ধূলি, বাত ও কফনাশক। লঘু (হাল্‌কা) উষ্ণীষই প্রশস্ত, কারণ গুরু উষ্ণীষে পিত্তবৃদ্ধি হয় ও নেত্র রোগ জন্মে ॥ ২২০

উপানদ্ধারণ—(চর্ম্ম পাদুকা ধারণ)। উপানদ্ধারণ চক্ষুর ও আয়ুর হিতকর, পাদরোগনাশক, সুখগমনাগমন সম্পাদক, ওজোবর্দ্ধক ও বৃষ্য (বলপুষ্টবর্দ্ধক)। পাদুকা ব্যতিরেকে কেবল পায়ে গমনাগমন করিলে আরোগ্য থাকে না, আয়ুর হিত হয় না, এবং ইন্দ্রিয় ও দৃষ্টির শক্তি থাকে না ॥ ২২১। ২২২

ছত্রধারণ—ছত্র—বর্ষা-আতপ-বাত-ধূলি ও হিম নাশক, চক্ষুর হিতকর ও মাঙ্গল্য বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ২২৩

দণ্ডধারণ—দণ্ড সত্ত্ব-উৎসাহ-বল-স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য ও তেজোবিবর্দ্ধক, অবষ্টম্ভকর (অবলম্বন, আশ্রয়ভূত) ও ভয়নাশক ॥ ২২৪

যানারোহণ—ঊর্দ্ধাচ্ছাদন যুক্ত যে শিবিকা (পালকী) তাহাই সকলের প্রিয়। তাহাতে আরোহণ করিলে ত্রিদোষের শান্তি হয়। তরি (নৌকা) বাতশ্লেষ্মরোগিদিগের অহিতকর, ইহা ভ্রমকারক। হস্ত্যারোহণ পিত্ত ও বায়ুজনক, এবং শ্রী, আয়ুঃ ও পুষ্টিবর্দ্ধক। ঘোটকারোহণ—বাত-পিত্ত-অগ্নি ও শ্রান্তিজনক, এবং মেদঃ বর্ণ ও কফনাশক, উষ্ট্র বলিগণের অতি হিতকর ॥ ২২৫–২২৭

আতপ ও ছায়া—আতপ—স্বেদ, মূর্চ্ছা, রক্ত, পিত্ত, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, শ্রান্তি, দাহ ও বিবর্ণতা করে। ছায়া ঐ সকলের বিপরীত ক্রিয়া করিয়া থাকে ॥ ২২৮

বৃষ্টি—বৃষ্টি—বৃষ্য, শীতল, বলকর এবং নিদ্রা ও আলস্য জনক।

কুহতি (কুয়াশা)—কুহতি ভয়াবহ, মোহকর ও কফবাতবর্দ্ধক ॥ ২২৯

অগ্নি—অগ্নি—বাত কফ স্তব্ধতা শৈত্য ও কম্প নাশক, আম ও অভিষ্যন্দশমক এবং রক্তপিত্ত প্রকোপক ॥ ২৩০

ধূম—ধূম—সদ্যঃশ্লেষ্মজনক, নেত্রের অতি অহিতকর, শিরোগৌরব কারক ও বাতপিত্ত প্রকোপক ॥ ২৩১

অথ আচার।

সৎ ও অসৎ উভয় ব্যক্তিরই সহিত মৈত্রী (বন্ধুত্ব) করিবে কিন্তু সজ্জনের সহিত সর্ব্বথা (কায়মনোবাক্যে) প্রণয় করিবে। সাধুদিগের সংসর্গ করিবে, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, বৈদ্য, নৃপ ও অতিথিগণের সেবা করিবে। যাচকদিগের প্রতি বিমুখ হইবে না। কাহাকেও অবমাননা করিবে না। গুরুলোকের নিকট সদা বিনয়ান্বিত হইয়া থাকিবে, তাঁহাদের সন্নিধানে কদাচ পাদ প্রসারণাদি করিবে না। অপকারক ব্যক্তিগণেরও উপকারে রত হইবে। সকলকে আত্মবৎ দর্শন করিবে। শত্রু হইতে দূরে থাকিবে। অমুক আমার শত্রু, ইহা প্রকাশ করিবে না এবং নিজের অপমান ও প্রভুর অস্নেহতাও কাহাকেও বলিবে না। জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবে না। নগ্ন হইয়া (উলঙ্গ হইয়া) জলে প্রবেশ করিবে না এবং যে জলাশয়ের গভীরতা জানা নাই, তাহাতেও অবতরণ করিবে না। যে স্থানে হিংস্রপ্রাণিগণ অবস্থিতি করে সেস্থানেও যাইবে না। উপযুক্ত সময়ে হিত পরিমিত সত্য সংবাদি ও মধুর কথা

কহিবে। ক্ষুধাকালে মধুররস বহুল স্নিগ্ধ হিত ও পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। রাত্রিতে দধি খ ইবে না কিংবা দধিতে লবণ মুদ্গযূষ মধু বা ঘৃত চিনি না মিশাইয়া তাহা খাইবে না। পরারাধন পণ্ডিত হইতে হইলে লোকের অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া যে যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে। একাকী সুখভোগ করিবে না। সকল স্থলে বিশ্বাসও করিবে না, শঙ্কাও করিবে না। কোন উদ্যমেই বিরত হইবে না। কোন ব্যক্তির ফলে (ধনাদিতে) ঈর্ষ্যা করিবে না, কিন্তু ফল হেতুতে (উদ্যমে) ঈর্ষ্যা করিবে, অর্থাৎ এই উদ্যমে অমুক ব্যক্তি এই ফললাভ করিয়াছে, আমিও সেই উদ্যম করিয়া সেই ফললাভ করিব, এইরূপ ঈর্ষ্যা করিবে।

টীকা। "হেতু"—ফলহেতু অর্থাৎ উদ্যম। "ফল" ধনাদি ॥২৩২—২৪১

মলমূত্রাদির বেগধারণ করিবে না, কিন্তু মনোবেগ ধারণ করিবে। ইন্দ্রিয় সকলকে একবারে সংযতও করিবে না, অতি উত্তেজিতও করিবে না। বর্ষা ও আতপাদিতে ছত্র ব্যবহার করিবে। রাত্রিকালে ও ভয়স্থলে দণ্ড ব্যবহার করিবে। সোপানৎক হইয়া অর্থাৎ জুতা পায়ে দিয়া বিচরণ এবং গমন কালে সম্মুখে চারিহস্ত স্থান দর্শন করিয়া গমন করত শরীর রক্ষা করিবে। সন্তরণ করিয়া নদী পার হইবে না। অগ্নি সমূহে অভিগমন করিবে না। দুষ্টযানবৎ সন্দিগ্ধ নৌকায় ও সন্দিগ্ধ বৃক্ষে আরোহণ কবিবে না। (টীকা। "দুষ্টযান" অর্থাৎ দুষ্ট গজ ঘোটকাদি) ॥ ২৪২—২৪৪

বিচক্ষণ ব্যক্তি সভামধ্যে অসংবৃত মুখে অথাৎ হস্তাদিদ্বারা মুখ আচ্ছাদন না করিয়া কাসিবে না, হাসিবে না, উদ্গার ও হাই তুলিবে না এবং হাঁচিবে না, নাক ঝাড়িবে না। কথন উৎকটাসন হইয়া (উঁচু হইয়া) বসিবে না। উর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না। নখদ্বারা ভূমিতে দাগ কাটিবে না। সম্মার্জ্জনীর (ঝাঁ্যাটার) ধূলি কদাচ গায়ে লাগাইবে না। নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে না। রাহুগ্রস্ত কালে, উদয়কালে ও অস্ত সময়ে সূর্য্যকে সর্ব্বথা দর্শন করিবে না, জলেও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখিবে না। নিয়ত সূক্ষ্ম বস্তু, উদ্দীপ্ত বস্তু, অপবিত্র বস্তু ও অপ্রিয় বস্তু দর্শন করিবে না এবং কাহাকেও কথন ইন্দ্র ধনু দর্শন করাইবে না। বলবানের সহিত যুদ্ধ কামনা করিবে না। মস্তকে ভার বহন করিবে না। গাত্র বাজাইবে না, হস্তদ্বারা কেশ সকল কাঁপাইবে না। পূজ্যব্যক্তিদ্বয়ের এবং দম্পতি যুগলের মধ্যে গমন করিবে না। শত্রুর অন্ন ও বেশ্যার অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না। কোন বিষয়ে কাহারও জামিন হইবে না এবং কাহারও মিথ্যা সাক্ষীও হইবে না। কদাচ কপটরূপ ধারণ করিবে না, দ্যূত ক্রিয়া দূরে পরিবর্জ্জন করিবে। স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস করিবে না, তাহাদিগকে স্বাধীন হইতেও দিবে না, সর্ব্বদা বিশেষতঃ যৌবন কালে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে। ভগ্ন শয়নে (খট্টাদিতে) বা বহুছিদ্রবিশিষ্ট স্থানে শয়ন করিবে না, একাকী শয়ন করিবে না, দেবালয়ে শয়ন করিবে না, রাত্রিকালে তরুতলেও শয়ন করিবে না। সদা সদাচাররত হইয়া এইরূপে দিন যাপন করিবে। অনন্তর রাত্রিপ্রযুক্ত কর্ম্ম সকল করিবে। যে আচার সংক্ষেপে ভাষিত হইল, যে ব্যক্তি সেই আচার আচরণ করিবে, সে আয়ুঃ, আরোগ্য, প্রীতি, ধর্ম্ম, ধন ও যশঃ লাভ করিবে ॥ ২৪৫—২৫৬

সন্ধ্যাকালে নিষিদ্ধ কর্ম্ম—আহার, মৈথুন, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও পথে গমন, এই পাঁচটি কর্ম্ম, পণ্ডিত ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে করিবে না। সন্ধ্যাকালে ভোজন করিলে ব্যাধি জন্মে, মৈথুন করিলে মৈথুনোদ্ভব গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, নিদ্রা যাইলে নিঃস্বতা হয়, পাঠ করিলে আয়ুর হানি হয় এবং পথে গমন করিলে ভয় হয় ॥ ২৫৭। ২৫৮

অথ রাত্রিচর্য্যা।

জ্যোৎস্না—শীতল, মদনানন্দপ্রদ, ইহা তৃষ্ণা, পিত্ত ও দাহনাশক। অবশ্যায় অর্থাৎ হিম বা শিশির—জ্যোৎস্না অপেক্ষা হীনগুণ, ইহা বায়ু ও কফকারক।

তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার—ভয়াবহ, মোহ ও দিঙ্মোহ (দিগ্ভ্রম) জনক, পিত্তকফনাশক, কামবর্দ্ধক ও ক্লমকারক।

রাত্রিকালে একপ্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না, কিঞ্চিৎ কম ভোজন করিবে এবং দুর্জ্জর বস্তু ভোজন করিবে না।

মানব শরীরে নিত্যই মৈথুন স্পৃহা জন্মে। মৈথুন না করিলে মেহ ও মেদোবৃদ্ধি এবং দেহের শিথিলতা হয়।

ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রীলোককে বালা বলা যায়; ষোলবৎসর বয়সের পর বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত

তরুণী বলা যায়; তদূর্দ্ধ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া বলা গিয়া থাকে। তৎপরে তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়া জানিবে। বৃদ্ধা স্ত্রী মৈথুনোৎসব বর্জ্জিত হয়। (টীকা "অধিরূঢ়া"—প্রৌঢ়া ॥ ২৫৯—২৬৪

গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বালা, শীতকালে তরুণী এবং বর্ষা ও বসন্ত কালে প্রৌঢ়া স্ত্রী মৈথুনে উপযুক্তা ও হিতকারিণী। বালা স্ত্রী নিত্য সেবন করিলে নিত্য বল বাড়িতে থাকে; তরুণী স্ত্রী নিত্য সেবন করিলে বলের হ্রাস হয়; প্রৌঢ়া স্ত্রী নিত্য সেবন করিলে জরা আনয়ন করে।

সদ্যোমাংস (টাট্‌কা মাংস), নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বালা স্ত্রী সেবন, দুগ্ধপান, ঘৃত ও উষ্ণোদকে স্নান এই ছয়টি সদ্যঃ প্রাণকারক (বলকারক); আর পূতিমাংস (পচা মাংস), বৃদ্ধা স্ত্রী সেবন, বালার্ক, (কন্যারাশিস্থ সূর্য্য), তরুণ দধি (সদ্যো জাত দধি), প্রভাতে মৈথুন ও নিদ্রা এই ছয়টই সদ্যঃ প্রাণহারক।

টীকা। প্রাণ শব্দ এস্থলে বলবাচক। "বালার্ক" অর্থাৎ কন্যা রাশিগত সূর্য্য ॥ ২৬৫—২৬৮

তরুণী স্ত্রী সেবনে বৃদ্ধেরও তরুণত্ব হয়; বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রী গমনে যুবা ব্যক্তিরও স্থবিরত্ব হইয়া থাকে। স্ত্রীতে সংযত হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হইয়া যথাবিধি স্ত্রী সেবন করিলে আয়ুর বৃদ্ধি, জরার অল্পতা, শরীরের কান্তি ও বলের আধিক্য এবং মাংসের দৃঢ়ত্ব ও পুষ্টত্ব হয়। হেমন্তকালে বাজীকৃত হইয়া অর্থাৎ বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিয়া যাবদ্ বলে যথেচ্ছ মৈথুন করিবে। শীতকালে ইচ্ছানুরূপ মৈথুন করিবে। বসন্ত ও শরৎ কালে তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে একপক্ষ অন্তর মৈথুন করিবে। স্ত্রীসঙ্গম সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন—সকল ঋতুতেই তিন তিন দিন অন্তর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এক এক পক্ষ অন্তর মৈথুন করিবে। শীতকালে রাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে দিবাতে, বসন্তকালে দিবারাত্রি, বর্ষাকালে মেঘ গর্জ্জন সময়ে, শরৎকালে কামোদ্রেক হইলে স্ত্রী সেবন করিবে। সন্ধ্যাদ্বয়ে (প্রাতঃসন্ধি ও সায়ংসন্ধি সময়ে), পর্ব্বদিনে (অমাবস্যা পূর্ণিমাদি তিথি বিশেষে). গোসর্গে (সকাল বেলায়), অর্দ্ধরাত্রে ও মধ্যন্দিনে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না।

যে স্থান অতি সংবৃত ও রমণীয়, যে স্থান গায়িকাগণের সুশ্রাব্য গানে সংগীত, যে স্থানে সুগন্ধি সুখ মারুত প্রবাহিত, সেই স্থানে ভার্য্যার সহিত বিহার করিবে। যে স্থান বিবৃত ও গুরুজনের সন্নিহিত, যে স্থান অতি লজ্জাজনক এবং যে স্থানে ব্যথাপ্রদ বচন শ্রূয়মাণ হয়, সে স্থানে স্ত্রী সহবাস করিবে না।

স্নাত-চন্দনলিপ্তাঙ্গ-সুগন্ধ-প্রসন্নচিত্ত-সুবসন-সুবেশ-সমলঙ্কৃতঅনুরক্ত-কামাসক্ত ও পুত্রার্থী হইয়া বৃষ্যভোজ্য ভোজন পূর্ব্বক তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে সুখ শয্যায় মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবে।

অতিভুক্ত ব্যক্তি, অধীরব্যক্তি, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি, ব্যথান্বিত ব্যক্তি, পিপাসিত ব্যক্তি, বালক, বৃদ্ধ, মলমূত্রাদির বেগার্ত্ত ও রোগী ব্যক্তি মৈথুন ত্যাগ করিবে।

টীকা। রোগী অর্থাৎ মৈথুন বর্জ্জনীয় রোগযুক্ত ব্যক্তি ॥ ২৬৯—২৭৯

পুরুষ অতি কামাসক্ত হৃষ্টচিত্ত ও বাজীকরণ দ্বারা লব্ধশক্তিক হইয়া রূপগুণসম্পন্না তুল্যশীলা সৎকুলোদ্ভবা অতি কামাসক্তা প্রফুল্লচিত্তা ও অলঙ্কৃতা প্রমদার সহিত যথাবিধি বিহার করিবে।

রজস্বলা, অকামা, মলিনা, অপ্রিয়া, উচ্চবর্ণা, বয়োজ্যেষ্ঠা, ব্যধিপীড়িতা, হীনাঙ্গী, গর্ভিণী, দ্বেষ্যা, যোনিরোগান্বিতা, সগোত্রা, গুরুপত্নী ও প্রব্রজিতা নারীতে মৈথুন করিবে না। যেহেতু তাহাতে বহু বৈগুণ্য ঘটিতে পারে।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করিলে দৃষ্টি, আয়ুঃ ও তেজের হানি এবং অধর্ম্ম হয়। লিঙ্গিনী (প্রব্রজিতা), গুরুপত্নী, সগোত্রা ও বৃদ্ধা স্ত্রীতে গমন করিলে এবং পর্ব্ব দিবসে ও সন্ধ্যাদ্বয়ে (প্রাতঃ সন্ধি ও সায়ং সন্ধিতে) মৈথুন করিলে জীবন ক্ষয় হয় ॥ ২৮০—২৮৫

গর্ভিণী স্ত্রীতে গমন করিলে গর্ভপীড়া ও ব্যাধিমতী স্ত্রীতে গমন করিলে বলক্ষয় হয়। হীনাঙ্গী, মলিনা, দ্বেষ্যা, ক্ষীণা ও বন্ধ্যা স্ত্রীতে গমন করিলে এবং অনাবৃত স্থানে স্ত্রী গমন করিলে শুক্র ক্ষীণ ও মন ম্লান হইয়া থাকে।

টীকা। গর্ভিণী গমন নিষেধ সম্বন্ধে এই বুঝিতে হইবে যে, গর্ভবাসের দিন হইতে দ্বিতীয় মাসে গর্ভস্থিতির নিশ্চয় না হইলে অথবা যথোক্ত নক্ষত্রাদি লাভের অভাব হইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন কৃত হইবার পর স্ত্রীতে আর গমন করিবে না। যেহেতু ব্যাস বলিয়াছেন যে, গর্ভিণী স্ত্রী পুংসবনের পর নদীতীর, দেবখাতের জল, ভর্ত্তার শয্যা (মৈথুন),মৃতবৎসা স্ত্রী ও আমিষভোজন ত্যাগ করিবে। এসম্বন্ধে অন্যবচন যথা—গর্ভিণী স্ত্রী

আমিষ ভোজন, দেবতা স্থান, উপবন, নদী, যান ও পুরুষ সহবাস যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে ॥ ২৮৬

ক্ষুধিত, ক্ষুব্ধচিত্ত, তৃষিত ও দুর্ব্বল অবস্থায় এবং মধ্যাহ্নকালে মৈথুন করিলে স্থিত শুক্রের হানি এবং বায়ুর প্রকোপ হয়।

ব্যাধিত ব্যক্তি মৈথুন করিলে রুজা, প্লীহা, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। প্রত্যূষে অথবা অর্দ্ধরাত্রে মৈথুন করিলে বাতপিত্ত প্রকুপিত হয়। তির্য্যগ্‌যোনি (পশ্বাদির যোনি), অযোনি (গুহ্যমার্গ মুখাদি) বা দুষ্ট যোনিতে মৈথুন করিলে উপদংশ রোগ জন্মে, বায়ুর প্রকোপ হয় এবং শুক্র ও সুখের ক্ষয় হইয়া থাকে। মল মূত্রের বেগোদয় কালে মৈথুন করিলে, উত্তান হইয়া মৈথুন করিলে অথবা শুক্রের বেগ ধারণ করিলে শীঘ্রই শুক্রাশ্মরীর উদ্ভব হয়। অতএব উক্ত সর্ব্বপ্রকার গর্হিত মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু ঐরূপ মৈথুন কি ইহকাল কি পরকাল উভয় কালেই অহিতজনক। মোহবশতঃ ক্ষরণোন্মুখ শুক্র কদাচ ধারণ করিবে না।

মৈথুনান্তে স্নান, শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধপান, গুড় সংস্কৃত ভক্ষ্য, বায়ুসেবন, মাংসরস এবং নিদ্রা এই সমস্ত হিতকর জানিবে।

অতি মৈথুনে শূল, কাস,জ্বর, শ্বাস, কার্শ্য, পাণ্ডু ও বলক্ষয় এবং আক্ষেপাদি রোগ সকল জন্মে।

রাত্রিজাগরণ—রুক্ষতাজনক এবং কফদোষ ও বিষ রোগনাশক। যথাসময়ে নিদ্রা সেবিত হইলে তাহাতে ধাতুসাম্য, অতন্দ্রিতা, পুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ ও অগ্নিদীপ্তি হয়। যে ব্যক্তি শয়ন সময়ে টাবালেবুর পত্র চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করে, তাহার লজ্জাজনক অধোবায়ু নিঃসরণ রোধ হয়, তাহাতে সে সুখে নিদ্রা গিয়া থাকে। সূর্য্যের উদয় সময়ে যে ব্যক্তি প্রতিদিন আট প্রসৃতি করিয়া শীতল জল পান করে, সে ব্যক্তি রোগ ও জরামুক্ত হইয়া একশত বৎসরেরও অধিককাল জীবিত থাকে।

টীকার ব্যাখ্যা। রাত্রির চতুর্থ প্রহরের প্রারম্ভই জলপানের উপক্রমকাল জানিবে। ভোজ বলিয়াছেন—রাত্রির চরম প্রহরে অর্থাৎ চতুর্থ প্রহরে প্রতিদিন পর্য্যুষিত জল (বাসি জল) পান করিবে ইত্যাদি। এই জল পানের সীমা, সূর্য্যোদয়ের অতি সন্নিহিত প্রাক্‌কাল জানিবে। তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে—সূর্য্যের অনুদয়ে আট প্রসৃতি জল পান করিলে বাত, পিত্ত ও কফ প্রশমিত হয় এবং জলপায়ী নীরোগ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকে। ভোজবচনানুসারে এস্থলে জল শব্দে পর্য্যুষিত জল বুঝিতে হইবে। (প্রসৃতি অর্থাৎ ষোল তোলা, সুতরাং আট প্রসৃতি অর্থাৎ ১২৮ তোলা) ॥ ২৮৭—২৯৬

রাত্রির শেষে জল পান অভ্যাস করিলে অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, জ্বর, জঠররোগ, জরা, কুষ্ঠ, মেদোরোগ, মূত্রাঘাত, রক্তপিত্ত, কর্ণশূল, গলশূল, শিরঃশূল, শ্রোণিশূল ও নেত্রশূল এবং বাত, পিত্ত, কফ ও ক্ষত হইতে মানবের যে সমস্ত রোগ জন্মে তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়।

ঘন নিশান্ধকার দূরীভূত হইলে প্রভাত সময়ে যে ব্যক্তি নাসারন্ধ্র দ্বারা নিত্য জলপান করে, সে ব্যক্তি প্রখর বুদ্ধি, গরুড়ের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং বলিপলিত বিহীন ও সর্ব্বরোগ বিমুক্ত হয় ॥ ২৯৭ । ২৯৮

নাসিকা দ্বারা তিন প্রসৃতি পরিমিত জল পান করিবে। তাহাতে ব্যঙ্গ, বলিপলিত, পীনস, স্বরবিকৃতি, কাস ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয়। রাত্রিশেষে জলের নস্য লইলে তাহা রসায়ন ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক হয়।

স্নেহ পীত হইলে, বমন বিরেচন দ্বারা দেহের শুদ্ধি করা হইলে, ক্ষত হইলে, উদরাধ্মান হইলে, উদর স্তিমিত থাকিলে এবং হিক্কা বা কফ বাতোত্থ ব্যাধি জন্মিলে সেই বারি (নাসাপেয় জল) বারণ করিবে।

টীকা। “তদ্বারি” নাসাপেয় বারি ॥ ২৯৯।৩০০

অথ ঋতুচর্য্যা।

দ্বাদশ রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হেতু ছয়টি ঋতু হইয়া থাকে। সেই ছয়টি ঋতুতে বাতাদি দোষত্রয়ের চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়। সূর্য্য যখন মেষ ও বৃষ রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন গ্রীষ্মঋতু, যখন মিথুন ও কর্কট রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন প্রাবৃট্‌ ঋতু, যখন সিংহ ও কন্যা রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন বর্ষা ঋতু, যখন তুলা ও বৃশ্চিক রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন শরৎ ঋতু, যখন ধনু ও মকর রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন হেমন্ত ঋতু এবং যখন কুম্ভ ও মীন রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন বসন্ত ঋতু কহা যায়। অর্থাৎ বৈশাখাদি ক্রমে দুই দুই মাসে এক একটি করিয়া ঋতু হইয়া থাকে ॥ ৩০১ । ৩০২

ঋতু সম্বন্ধে অন্যে বলেন—ক্রমে দুই দুই মাস করিয়া শিশির (শীত), বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই ছয়টি যথাক্রমে হইয়া থাকে, অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুন শীত, চৈত্র-বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন-কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ হেমন্ত ঋতু হয়।

গঙ্গার দক্ষিণ প্রদেশে বৃষ্টির আধিক্য হেতু প্রাবৃট্ ও বর্ষানামক ঋতুদ্বয় এবং গঙ্গার উত্তর প্রদেশে শীতের আধিক্যহেতু হেমন্ত ও শিশির নামক ঋতুদ্বয়, মুনিগণকর্ত্তৃক আখ্যাত হইয়া থাকে। (ইহার ভাবার্থ এই—গঙ্গার দক্ষিণ প্রদেশে চারিমাসকাল অর্থাৎ আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়, সেই চারিমাসের প্রথম দুই মাস অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃট্ নামে এবং শেষ দুই মাস অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর গঙ্গার উত্তর প্রদেশে চারি মাস কাল অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত শীত হয়, সেই চারি মাসের প্রথম দুই মাস অর্থাৎ অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত নামে এবং মাঘ ফাল্গুন শিশির নামে (শীত নামে) কথিত হইয়া থাকে)।

ছয়টি ঋতুতে দুইটি অয়ন হয়, অর্থাৎ প্রথম তিনটি ঋতুতে উত্তরায়ণ (সূর্য্যের উত্তর দিকে গমন) এব শেষ তিনটি ঋতুতে দক্ষিণায়ন (সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গমন) হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ—উষ্ণ ও বলহর এবং দক্ষিণায়ন-শীতল ও বলকর।

হেমন্ত ঋতু স্নিগ্ধ ও শীতল। এই কালে দ্রব্য সকল স্বাদুরস হয় এবং প্রাণিগণের জাঠর অগ্নির বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শিশির ঋতু-অতীব শীতল ও রুক্ষ, ইহা বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক। বসন্ত ঋতু-মধুর ও স্নিগ্ধ, ইহা শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর। গ্রীষ্ম ঋতু-রুক্ষ ও অতি কটুক অর্থাৎ এইকালে কটু দ্রব্য অতি কটু হয়, ইহা পিত্তকারক ও কফনাশক। বর্ষা ঋতু-শীতল ও বিদাহজনক, ইহা অগ্নিমান্দ্যকর ও বায়ুপ্রদ। শরৎ ঋতু-উষ্ণ ও পিত্তকর, ইহা মানবগণের মধ্যবলপ্রদ (অনেকটা বলকারক)।

গ্রীষ্মাদি ঋতুত্রয়ে বায়ুর, বর্ষাদি ঋতুত্রয়ে পিত্তের এব শিশিরাদি ঋতুত্রয়ে কফের যথাক্রমে চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে বায়ুর চয়, বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ ও শরৎ কালে বায়ুর প্রশম হয়। এইরূপ বর্ষাকালে পিত্তের চয়, শরৎ কালে পিত্তের প্রকোপ ও শিশির কালে পিত্তের প্রশম হয়। এবং শিশিরকালে কফের চয়, বসন্ত কালে কফের প্রকোপ ও গ্রীষ্মকালে কফের প্রশম হইয়া থাকে। বায়ু স্বভাবতঃ লঘু ও রুক্ষ পদার্থ, গ্রীষ্মকালে ওষধী সকলও লঘু ও রুক্ষ হয়, সেই লঘু ও রুক্ষ ঔষধি সেবনে লঘুরুক্ষস্বভাব বায়ু আরও লঘু ও রুক্ষ হয় এবং তৎকালে মানব দেহও লঘু ও রুক্ষ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিধ বায়ু (লঘু রুক্ষ বায়ু) তদ্বিধ দেহে (লঘু রুক্ষ দেহে) সঞ্চিত হইতে থাকে, অর্থাৎ অল্প অল্প বাড়িতে থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা হেতু তাহা তৎকালে কুপিত (অতি বর্দ্ধিত) হইতে পারে না।

টীকা। তদ্বিধ অর্থাৎ রুক্ষ ও লঘু ॥ ৩০৩-৩১১

পিত্ত স্বভাবতঃ অম্লবিপাক, বর্ষাকালে জল ও ওষধী সকলও অম্লবিপাক হয়, সুতরাং সেই অম্লবিপাক জল ও ওষধী সেবনে অম্লবিপাকস্বভাব পিত্ত আরও অম্লবিপাক—হইয়া মানব দেহে সঞ্চিত হইতে থাকে। কিন্তু বর্ষাকালের শৈত্য হেতু তৎকালে তাহা কুপিত (অতিবর্দ্ধিত) হইতে পারে না।

টীকা। তাদৃশ অর্থাৎ অম্লবিপাক ॥ ৩১২

কফ স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ ও শীতল পদার্থ, শিশিরকালে জল ও ওষধী সকলও স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, সেই স্নিগ্ধ ও শীতল জল এবং ওষধী সেবনে স্নিগ্ধ, শীতল স্বভাব কফ আরও স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, এবং তৎকালে মানব দেহও স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিধকালে (স্নিগ্ধ শীতল কালে) তদ্বিধ দেহে (স্নিগ্ধ শীতল দেহে) কফ সঞ্চিত হইতে থাকে, কিন্তু স্কন্নত্ব হেতু (শুষ্কত্ব হেতু অর্থাৎ শৈত্য দ্বারা কঠিনভূতত্ব হেতু) তাহা তৎকালে কুপিত হইতে পারে না।

টীকা। স্কন্নত্ব অর্থাৎ শুষ্কত্ব অর্থাৎ কঠিনীভূতত্ব ॥ ৩১৩

হেমন্তকালে পিত্তের প্রশম হয় এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া থাকে। সেই সঞ্চিত বায়ু শিশির কালে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় এবং কফ তৎকালে উপহত হইয়া থাকে। হেমন্ত কালের সঞ্চিত কফ শিশির কালে শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুদ্রব্য সেবন দ্বারা অতি সঞ্চিত হয়, কিন্তু শৈত্যদ্বারা স্কন্ন হওয়ায় (কঠিনীভূত হওয়ায়) তৎকালে তাহা কুপিত হইতে পারে না ॥ ৩১৪।৩১৫ ॥

উক্তরূপে বাতাদি দোষের চয় প্রকোপ ও প্রশম হওয়ার হেতু কালস্বভাবই জানিবে। আর আহা-

রাদি কারণ বশতও দোষ সকল দিনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কালকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকার ব্যাখ্যা। চয়াদি অর্থাৎ চয়, প্রকোপ ও প্রশম। আহারাদি কারণে দিবসের পূর্ব্বাহ্নে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের লক্ষণ, অপরাহ্নে প্রাবৃটের লক্ষণ, প্রদোষ সময়ে বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রে শরতের লক্ষণ এবং প্রত্যূষে হেমন্তের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ বাতাদি দোষের এইরূপ চয়, প্রকোপ ও প্রশম দ্বারা সংবৎসরের ন্যায় অহোরাত্রকেও শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইতি সুশ্রুত ॥ ৩১৬

সমান (চয়াদির যোগ্য) আহার, বিহার, সেবনে দোষ সকল অকালেও চয় প্রকোপ ও প্রশম প্রাপ্ত হয়। বিপরীত (চয়াদির অযোগ্য) আহার, বিহার, সেবন করিলে বিপর্য্যয় ঘটে, অর্থাৎ চয়াদির উপযুক্ত সময়েও চয়াদি ঘটে না।

টীকা। বিপর্য্যয় অর্থাৎ উপযুক্ত কালেও বৈপরীত্য হয় ॥ ৩১৭

চয়লক্ষণ—সুশ্রুতে চয়ের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে কথিত হইতেছে। স্বস্থানস্থ দোষের বৃদ্ধি, কোষ্ঠের স্তব্ধতা, শরীরের পীতাবভাসতা, অগ্নির মন্দতা, অঙ্গের গুরুতা, আলস্য এবং চয় হেতুতে দ্বেষ অর্থাৎ যাহাতে দোষের চয় হইয়া থাকে, তাহাতে বিদ্বেষ, এইগুলি চয়ের লক্ষণ জানিবে।

সঞ্চয় সময়ে দোষ সকল উপহৃত হইলে অর্থাৎ সঞ্চয়কালে দোষের নির্হরণ করিলে তাহা আর উত্তরগতি (প্রকোপ) প্রাপ্ত হইতে পারে না। উত্তরগতিতে তাহারা বলবত্তর হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বায়ু প্রবল হয়, অতএব তাহার শান্তির জন্য তৎকালে মিষ্টাদিরসত্রয় সেবন করা কর্ত্তব্য।

টীকা। "মিষ্টাদি" অর্থাৎ মধুর, অম্ল ও লবণ রস ॥ ৩১৮—৩২০

বর্ষাকালে শরীরের বিশেষ যে ক্লিন্নতা হয়, তাহার শান্তির জন্য কট্বাদি অর্থাৎ কটু, তিক্ত, কষায় রসত্রয় সেবন করিবে। বর্ষাকালে, স্বেদন, মর্দ্দন, উষ্ণদধি, জাঙ্গলমাংস, গোধূম, শালিতণ্ডুল, মাষকলাই, কূপের জল ও ঝরণার জল সেব্য। এইকালে পূর্ব্ববায়ু, বৃষ্টি, রৌদ্র, হিম, শ্রম, নদীতীর, দিবানিদ্রা, রুক্ষ দ্রব্য ও নিত্যমৈথুন পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩২১—৩২৩

বর্ষার অবসান সময়ে ঘৃত, স্বাদু কষায় ও তিক্ত রস, এবং যাহা শীতল ও যাহা লঘু তাহা, দুগ্ধ, পরিষ্কৃত চিনি ও গুড়, লবণরস, অম্ল জাঙ্গলমাংস, গোধূম, যব, মুগ, শালিতণ্ডুল, নদীর জল, অংশূদক, কর্পূর, চন্দন, চন্দ্রকিরণ, আদিরজনী, মাল্য, নির্ম্মলবস্ত্র, বিশ্রাম, সুহৃদ্‌গণের সহিত মধুরালাপ, জলক্রীড়া, পিত্তের বিরেচন এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তির রক্তমোক্ষণ উপযুক্ত হইলে রক্তমোক্ষণ, এইগুলি সুপথ্য (হিতকর)। এই সময়ে দধি, ব্যায়াম, অম্ল-কটু-উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য, দিবানিদ্রা, হিম ও আতপ পরিত্যাগ করিবে।

টীকা। অংশূদক লক্ষণ—যে জলে দিবসে রৌদ্র এবং রাত্রিতে চন্দ্রকিরণ লাগে, সেই জলই অংশূদক নামে অভিহিত। অংশূদক স্নিগ্ধ ও ত্রিদোষ নাশক। এস্থলে সমগ্র দিবস বুঝাইবার জন্য দিবা এবং নিশা এই উভয় পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৩২৪—৩২৫

শরৎকালে ইক্ষু, শালিতণ্ডুল, মুগ, সরোবরের জল, সিদ্ধজল এবং প্রদোষ সময়ে চন্দ্রকিরণ সুপথ্য ॥ ৩২৬

হেমন্তকালে প্রাতর্ভোজন, মধুর-অম্ল-লবণ রস, অভ্যঙ্গ, রৌদ্র, শ্রম, গোধূম, ইক্ষুজাত দ্রব্য (গুড়াদি), শালিতণ্ডুল, মাষকলায়, মাংস, পিষ্টান্ন, নবান্ন, তিল, কস্তূরী, উৎকৃষ্ট কুঙ্কুম, অগুরু, উষ্ণ জলপান, শৌচক্রিয়ায় উষ্ণজল, স্নেহজনক কার্য্য, স্ত্রীসুখ এবং গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র সেবন করিবে ॥ ৩২৭

শিশির কালে(শীতকালে) শীত অত্যন্ত অধিক হয় এবং আদানকালজ রুক্ষতাও জন্মে অর্থাৎ উত্তরায়ণ সময় বলিয়া সূর্য্যবলে রসাদি আকৃষ্ট হওয়ায় এই কালে রুক্ষতাও হইয়া থাকে। অতএব শিশির কালে হেমন্তকাল বিধি বিশেষরূপ সেব্য ॥ ৩২৮

বসন্ত কালে বমন, নস্য, মধুসহ হরীতকী, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন, কফনাশক কবল, জাঙ্গল শূল্যমাংস, গোধূম, বহুবিধ শালিতণ্ডুল, মুগ, যব, ষষ্টিক তণ্ডুল, চন্দন-অগুরু-ও কুঙ্কুম কৃত অনুলেপন এবং লঘু, রুক্ষ, কটু ও উষ্ণদ্রব্য সেবন করিবে। এই কালে মধুর ও অম্লরস, দধি, স্নিগ্ধদ্রব্য, দিবানিদ্রা ও দুষ্পাচ্য দ্রব্য এবং নীহার পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ৩২৯। ৩৩০

গ্রীষ্মকালে—স্বাদু-স্নিগ্ধ-শীতল ও লঘুদ্রব্য, দ্রবময় দ্রব্য, রসালা (শিখরিণী নামক খাদ্য বিশেষ), চিনি, চিনি সহ শক্তু ও দুগ্ধ এবং জাঙ্গল মাংস ভিন্ন অন্য মাংস, শালি, মাংসরস, চন্দ্রকিরণ, দিবানিদ্রা, মলয়ানিল, শীতলজল ও পানক (চিনি

প্রভৃতির পানা) সেবন করিবে। এইকালে কটু-ক্ষার ও অম্লরস এবং রৌদ্র ও শ্রম ত্যাগ করিবে ॥ ৩৩১

যে যে ঋতুতে যে যে বিধি কথিত হইল, যে ব্যক্তি সেই সেই ঋতুতে সেই সেই বিধি প্রতিপালন করে, তাহাকে কখন ঋতুকৃত দোষ সকল প্রাপ্ত হইতে হয় না ॥ ৩৩২

ইতি শ্রী নটকনতনয়শ্রীমন্‌মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে দিনচর্য্যাদিপ্রকরণ ।

অথ মিশ্রবর্গ।

ব্যাধির লক্ষণ।

বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—দোষের বৈষম্যই রোগ এবং সাম্যই আরোগতা। জ্বরপ্রভৃতি রোগ ;—রোগসকল দুঃখের দাতা। কতকগুলি স্বাভাবিক রোগ, কতকগুলি আগন্তু রোগ, কতকগুলি মানস রোগ এবং কতকগুলি কায়িক রোগ।

টীকা। স্বাভাবিক রোগ অর্থাৎ যাহা শরীর-স্বভাব হইতে জাত, যেমন ক্ষুধা, পিপাসা, সুষুপ্তি-জরা-মৃত্যু প্রভৃতি। অথবা যাহা স্ব-ভাব হইতে অর্থাৎ নিজ উৎপত্তি হইতে (জন্মাবধি) জাত, তাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ রোগ, যেমন জন্মান্ধত্বাদি। আগন্তু রোগ—যাহা অভিঘাতাদি জনিত। মানস রোগ—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ভয়-অভিমান-দৈন্য-পৈশুন্য-(খলতা)-শোক-বিষাদ-ঈর্ষ্যা-অসূয়া-মাৎসর্য্য প্রভৃতি; অথবা উন্মাদ-অপস্মার-মূর্চ্ছা-ভ্রম-মোহ-তমঃ-সন্ন্যাস প্রভৃতি। কায়িক রোগ—পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি ॥ ১। ২

ব্যাধি সকল ত্রিবিধ, যথা—কোন কোন রোগ কর্ম্মজ, কোন কোন রোগ দোষজ এবং কোন কোন রোগ কর্ম্ম-দোষজ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম ও দোষ উভয় হইতে উৎপন্ন।

টীকা। কর্ম্মজ ব্যাধি—পূর্ব্বজন্মকৃত যে প্রবল দুষ্কর্ম্ম, কেবল ভোগনাশ্য (অর্থাৎ ভোগ বিনা অন্য কিছুতেই যাহার নাশ হয় না) অথবা প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য (অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাহার নাশ হয়) সেই কর্ম্ম হইতে যে রোগ জাত, যাহা দুষ্ট বাতাদি দোষ হইতে জনিত নহে, তাহাকেই কর্ম্মজ ব্যাধি বলিয়া জানিবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে—যথাশাস্ত্র নির্ণীত এবং যথাব্যাধি চিকিৎসিত হইলেও যে ব্যাধির প্রশম হয় না, পণ্ডিতগণ তাহাকেই কর্ম্মজ ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দোষজ ব্যাধি—বায়ু, পিত্ত, কফ অবৈধ আহার বিহার দ্বারা কুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে দোষজ ব্যাধি কহা যায়। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে,—অবৈধ আহার বিহারশীল ব্যক্তিগণেরও প্রাক্তন সুকৃত বলে নৈরুজ্য (নীরোগতা) দেখা যায়ই। অতএব দোষজ ব্যাধি সমূহেও প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মই কারণ ; তবে কি প্রকারে উহারা দোষজ ব্যাধি বলিয়া অভিহিত হয় ? উত্তর—দোষজ ব্যাধি সমূহেও বস্তুতঃ আদিকারণ দুষ্কর্ম্ম ত আছেই, কিন্তু তাহাতে অবৈধ আহার বিহার দূষিত দোষদিগকেও হেতু দেখা যায়, এই জন্যই উহারা দোষজ ব্যাধি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, ইহাই মীমাংসা। কর্ম্ম-দোষোদ্ভব ব্যাধি—যে সকল ব্যাধি অল্পদোষে উৎপন্ন, অথচ অতি বলবান্, সেই সকল ব্যাধিকেই কর্ম্ম দোষজ বলিয়া জানিবে। কর্ম্ম দোষজ ব্যাধি সমূহে দুষ্কর্ম্ম প্রবল কারণ, যেহেতু দোষের অল্পত্বেও ব্যাধির গরীয়স্ত্ব হয়, এবং সেই দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্যাধির গরীয়স্ত্বও ক্ষীণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ব্যাধির আর বলবত্তা থাকে না। দোষ সকল অল্প হইলেও তাহারা নিদান বলিয়াই উক্ত থাকে। এই জন্যই ঐ সকল ব্যাধিতে দোষদিগেরও কারণতা স্বীকার করা যায় ॥ ৩

কর্ম্মের ক্ষয় হইলে কর্ম্মজব্যাধি সকল, স্ব স্ব ভেষজ দ্বারা দোষজ ব্যাধি সকল আর কর্ম্ম ও দোষ উভয়ের ক্ষয় হইলে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

টীকা। কর্ম্মজ ব্যাধি সকলের আদি কারণ দুষ্কর্ম্ম, সেই দুষ্কর্ম্ম ঔষধপ্রস্তুত করণার্থ অর্থাদি ক্ষয়

জনিত দুঃখভোগ দ্বারা এবং কটু-তিক্ত-কষায় প্রভৃতি অহৃদ্য ভক্ষণাদি জনিত দুঃখভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অবশিষ্ট কারণ—দুষ্ট দোষ সকল স্ব স্ব ভেষজ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪

সাধ্যাদি ভেদে ব্যাধি সকল ত্রিবিধ, যথা-সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য। সাধ্যব্যাধি আবার দ্বিবিধ, যথা—সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য ॥ ৫

যাপ্য লক্ষণ—চিকিৎসক দ্বারা যে ব্যাধি প্রশমিত থাকে কিন্তু চিকিৎসা নিবৃত্ত হইলে যে রোগে রোগী শীঘ্রই মরিয়া যায়, সেই রোগকে যাপ্য রোগ বলিয়া জানিবে। যত্নপূর্ব্বক স্তম্ভ যোজিত হইলে সেই স্তম্ভ যেমন পতনোন্মুখ গৃহের পতন নিবারণ করে, উপযুক্ত চিকিৎসাও সেইরূপ যাপ্য রোগাক্রান্ত রোগির মরণ নিবারণ করিয়া থাকে। চিকিৎসা না করাইলে সাধ্য রোগও ক্রমে যাপ্য হয় এবং অসাধ্য রোগ প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে।

টীকা। অক্রিয়াবান্ অর্থাৎ চিকিৎসা রহিত ॥ ৬—৮

উপদ্রব লক্ষণ—যে দোষ রোগোৎপাদন করে, রোগোৎপাদনের পর কারণান্তরে সেই দোষের অধিকতর প্রকোপ হইলে সেই প্রকোপ দ্বারা অন্য বিকার উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই উপদ্রব কহিয়া থাকেন ॥ ৯

অরিষ্ট লক্ষণ—যে লক্ষণ হইতে বুঝা যায় যে, রোগির মরণ অবশ্যম্ভাবী, সেই লক্ষণকেই অরিষ্ট বা রিষ্ট বলা গিয়া থাকে ॥ ১০

চিকিৎসালক্ষণ—যে ক্রিয়া ব্যাধিঘাতিনী অর্থাৎ যাহা দোষ ধাতু ও মলের সমতা করিয়া রোগ হরণ করে, তাহাকেই চিকিৎসা কহা যায়।

টীকা। এস্থলে ক্রিয়া শব্দে কর্ম্ম বুঝিতে হইবে ॥ ১১

চিকিৎসা সম্বন্ধে আরও উক্ত আছে, যথা—যে সকল ক্রিয়া দ্বারা শরীরে ধাতুসকল সমভাবাপন্ন হয়, তাহাই চিকিৎসা, এবং সেই চিকিৎসাই ভিষগ্গণের অভিমত ॥ ১২

যে ক্রিয়া উৎপন্ন ব্যাধির প্রশম করে, অন্য ব্যাধি আনে না, সেই ক্রিয়াই ক্রিয়া অর্থাৎ তাহাই প্রকৃত চিকিৎসা, নতুবা যে ক্রিয়া উৎপন্ন ব্যাধির শান্তি করে বটে কিন্তু অন্য ব্যাধি উৎপাদন করে, তাহাকে চিকিৎসা বলা যায় না।

টীকা। এস্থলে ক্রিয়াশব্দ চিকিৎসা বাচক। তথাচ অমরসিংহ—আরম্ভ, নিষ্কৃতি, শিক্ষা, পূজন, সংপ্রধারণ, উপায়, কর্ম্ম, চেষ্টা ও চিকিৎসা এই নয়টী ক্রিয়া ॥ ১৩

চিকিৎসাবিধির উপদেশ—উৎপন্ন হইবামাত্র রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অল্প হইলেও রোগকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। রোগকে অগ্নি শত্রু ও বিষের তুল্য জানিবে, কেননা রোগ অল্প হইলেও তাহা বিকার জন্মাইতে পারে ॥ ১৪

ভিষক্ প্রথমে রোগ পরীক্ষা (বিচার) করিবেন, পরে ঔষধ পরীক্ষা করিবেন, তৎপরে জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্ম (ঔষধ দানাদিরূপ) করিবেন।

টীকা। উক্ত বচনের অর্থ এই—ভিষক্ প্রথমে রোগ পরীক্ষা অর্থাৎ বিচার করিবেন। "ততঃ পশ্চাৎ" অর্থাৎ রোগৌষধ বিচারানন্তর। "জ্ঞানপূর্ব্ব" অর্থাৎ সাবধান হইয়া, অর্থাৎ অবজ্ঞা করিয়া নহে। "কর্ম্ম" অর্থাৎ ঔষধ দানাদিরূপা চিকিৎসা ॥ ১৫

রোগ না বুঝিয়া চিকিৎসাকরণে দোষ—যে ভিষক্ রোগ ঠিক না বুঝিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তিনি ঔষধবিধানজ্ঞ হইলেও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি যদৃচ্ছাক্রমে হয়।

টীকা। যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্য সিদ্ধি হয়। ইহার ভাবার্থ কার্য্য সিদ্ধি হয়ই না ॥ ১৬

ভিষক্ সম্বন্ধে অন্য বচন।—যে ভিষক্ কেবল ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন, কিন্তু রোগ বুঝিতে পারেন না, তিনি যদি বৈদ্যকর্ম্ম (চিকিৎসা) করেন, তাহা হইলে তিনি রাজা দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য ॥ ১৭

যে ভিষক্ রোগ বুঝেন, কিন্তু ঔষধ বুঝেন না, তাহার দোষ কথিত হইতেছে—যে ভিষক্ কেবলমাত্র রোগ বুঝিতে পারেন, কিন্তু ঔষধ বিষয়ে অবিচক্ষণ, ঈদৃশ ভিষক্ দ্বারা চিকিৎসা করাইলে, কাণ্ডারি-বিহীন নৌকা যেমন বিপদ্গ্রস্ত হয়, রোগীও সেইরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া থাকে।

টীকা। নাবিক বিনা অর্থাৎ কর্ণধার বিনা নৌকা যেমন সঙ্কটে পতিত হয়, রোগীও সেইরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৮

এসম্বন্ধে অন্যবচন—যে ভিষক্ কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু চিকিৎসা কার্য্যে অপটু, তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগীকে দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া

পড়েন। যেমন ভীরু ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরকে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হয়, তিনিও রোগীকে দেখিয়া সেইরূপ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

রোগ ও ঔষধ উভয়জ্ঞানের গুণ—যে ভিষক্ রোগভেদ বুঝিতে পারেন, যিনি সর্ব্ব-ভৈষজ্য বিষয়ে পণ্ডিত এবং যিনি দেশ বিভাগ ও কাল বিভাগ বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহার সিদ্ধি নিশ্চিত, অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়ই চিকিৎসায় সুফল লাভ করেন।

চিকিৎসক রোগজ্ঞানে অর্থাৎ রোগের অবস্থা জ্ঞানে আত্যন্ত যত্ন করিবেন। পরে ঔষধ বিধানে চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

টীকা। "চিকিৎসিত" এস্থলে ভাববাচ্যে "ক্ত" প্রত্যয় হইয়াছে। চিকিৎসিত অর্থাৎ চিকিৎসা ॥ ২০ । ২১

কোন নূতন প্রকারের রোগ উপস্থিত হইলে তুমি যদিও তাহার নাম নির্ণয় করিতে না পার, তাহা হইলেও কখন লজ্জিত হইবে না। কারণ জ্বরাতিসারাদির ন্যায় সকল বিকারেরই যে এক একটা নির্দ্দিষ্ট নাম আছে, তাহাও নহে। সুতরাং লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। যখন বাতাদি দোষ বিনা কোন রোগ হয় না, তখন নামতঃ অনুক্ত হইলেও বাতাদি দোষের লক্ষণ দর্শন দ্বারাই সেই অনুক্ত রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ২২।২৩

সাধ্যাসাধ্য পরীক্ষণে নিপুণ যে সকল বৈদ্য কোন ব্যাধিকে অসাধ্য বুঝিয়া সেই অসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা না করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভিষক্। ইহার ভাবার্থ এই—চিকিৎসাদ্বারা অসাধ্য ব্যাধিতেও ফললাভ করিতে পারা যায় না, লোক সমাজে কেবল অযশেরই ভাগী হইতে হয়, বিজ্ঞ বৈদ্যগণ অসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া অকারণ কেন অযশের ভাগী হইতে যাইবেন। অতএব সাধ্যাসাধ্য পরীক্ষণে বৈদ্যগণের শ্রম করা কর্ত্তব্য ॥ ২৪

রোগজ্ঞানের উপায় অগ্রে বলিব—শীত জনিত রোগে শীতপ্রতিকার এবং উষ্ণজনিত রোগে উষ্ণ নিবারণ করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসাকাল ত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ যে সময়ে যেরূপ চিকিৎসা করা উচিত, ঠিক সেই সময়েই ঠিক সেইরূপ চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসাকাল উপস্থিত না হইলে, অর্থাৎ চিকিৎসা কালোপস্থিতির পূর্ব্বে চিকিৎসা করিলে অথবা চিকিৎসাকাল উপস্থিত হইলে তখন চিকিৎসা না করিয়া পরে চিকিৎসা করিলে, কিংবা প্রবল রোগে অল্পক্রিয়া বা অল্পরোগে অতিরিক্ত ক্রিয়া করিলে সাধ্য রোগেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না।

টীকা। "কাল" অর্থাৎ চিকিৎসার উপযুক্ত কাল, "অপ্রাপ্ত হইলে" অর্থাৎ উপস্থিত না হইলে তখন যদি চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে সাধ্য ব্যাধিতেও সে চিকিৎসা সিদ্ধ হয় না। যেমন জ্বর জীর্ণতা প্রাপ্ত না হইতে অর্থাৎ তরুণাবস্থাতেই যদি কষায়দান ক্রিয়া করা যায়, তাহা হইলে সে ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। আর কাল (চিকিৎসার উপযুক্ত সময়) প্রাপ্ত হইলে (উপস্থিত হইলে) তখন যদি চিকিৎসা না করিয়া পশ্চাৎ করা যায়, তাহা হইলেও সে ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। যেমন দাহ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে পশ্চাৎ শীতলানুলেপনাদি ক্রিয়া ব্যর্থ। এইরূপ হীনাতিরিক্ত চিকিৎসা, সাধ্যব্যাধিতেও সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ সুফল প্রদান করে না ॥ ২৫।২৬

অল্পরোগে—মহৎক্রিয়া, এবং মহৎরোগে অল্পক্রিয়া, এই দুইই অনিপুণত্ব জানিবে। উপযুক্ত ক্রিয়াই নিপুণত্ব।

রোগ প্রশমনার্থ যে ক্রিয়া (কষায় দানাদি) করা যায়, তাহার গুণলাভ না হইলে অন্যক্রিয়া করিবে। কিন্তু পূর্ব্বপ্রযুক্ত ক্রিয়া শান্তবেগ হইলে তখন অন্য ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। যেহেতু ক্রিয়াসঙ্কর (অনেক ক্রিয়ামিলন) হিতকর নহে। তবে তুল্যরূপ ক্রিয়া সকল দ্বারা যে ক্রিয়াসঙ্কর, তাহাই হিতকর নহে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়া সকল দ্বারা যে ক্রিয়াসঙ্কর, তাহা দোষজনক হয় না।

টীকা। ভিন্নরূপা ক্রিয়ার সাঙ্কর্য্য দোষাবহ হয় না বলিয়াই সান্নিপাতিক জ্বর চিকিৎসায় উক্ত হইয়াছে—লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন, এই সমস্ত সন্নিপাত জ্বরে প্রথমে প্রযোজ্য ॥ ২৭—২৯

কেবল নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধানেই সকল স্থলে চিকিৎসা করা সুপণ্ডিতের কার্য্য নহে। চিকিৎসকের নিজেরও বিচার করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—দোষ, কাল ও বয়স অনুসারে এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে, যাহাতে শাস্ত্রে বিহিত কার্য্যও অকরণীয় এবং নিষিদ্ধ কার্য্যও করণীয় হইয়া থাকে ॥ ৩০ । ৩১

চিকিৎসার ফল—চিকিৎসা দ্বারা কোন স্থলে, অর্থ, কোন স্থলে বা বন্ধুত্ব, কোন স্থলে বা ধর্ম্ম, কোন স্থলে বা যশঃ এবং কোন স্থলে বা

নিজের কর্ম্মাভ্যাসও হইয়া থাকে, অতএব চিকিৎসা কখন নিষ্ফলা হয় না।

যাঁহারা হিতকামনায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করেন, তাঁহারা পুণ্যবান্, দীর্ঘায়ুঃ, বুদ্ধিমান্ ও নীরোগ হইয়া থাকেন। চিকিৎসক অর্থলোভে চিকিৎসারূপ পুণ্য বিক্রয় করিবেন না ; তবে নিজ বৃত্তির জন্য ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান্ লোকদিগের নিকট অর্থ গ্রহণ করিবেন।

যে দুর্ম্মতি আরোগ্য লাভ করিয়া নিজ চিকিৎসিত শরীর বৈদ্যের নিকট হইতে নিষ্ক্রয় না করে, তাহার যে সমস্ত সুকৃত থাকে, তৎসমুদয় বৈদ্য ভোগ করিয়া থাকেন।

মানব বিহীন দেশ নাই এবং রোগ বিহীন মানবও নাই, অতএব বৈদ্যদিগের বৃত্তি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ॥ ৩২—৩৬

চিকিৎসার অঙ্গ—রোগী, দূত (যে ব্যক্তি বৈদ্য আনিতে ও সংবাদাদি দিতে গমনাগমন করে), চিকিৎসক, দীর্ঘ আয়ুঃ, দ্রব্য (চিকিৎসার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল), সুসেবক ও উৎকৃষ্ট ঔষধ এই গুলি চিকিৎসার অঙ্গ॥ ৩৭

রোগীর লক্ষণ—যাহার রোগ আছে, তাহাকে রোগী কহে। যাদৃশ রোগী চিকিৎস্য এবং যাদৃশ রোগী অচিকিৎস্য, তাহা বর্ণন করিব শ্রবণ কর॥ ৩৮

চিকিৎস্য রোগী—যে রোগী নিজ প্রকৃতি ও বর্ণযুক্ত অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি ও বর্ণ বিকৃত হয় নাই ; যে রোগীর সত্ত্বগুণ ও দর্শন শক্তি নষ্ট হয় নাই ; এবং যে রোগী বৈদ্যভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় (লোভ রহিত) সে রোগী চিকিৎস্য।

টীকা। "সত্ত্ব" অর্থাৎ যে গুণ ব্যসন ও অভ্যুদয়াদি ক্রিয়াতে (দুঃখজনক ও সুখজনক কার্য্যাদিতে) অবিহ্বল করে। "চক্ষু" শব্দ এস্থলে উপলক্ষণ, অর্থাৎ চক্ষুঃ শব্দ প্রয়োগে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও বুঝিতে হইবে। "চিকিৎস্য" অর্থাৎ রোগ হইতে মোচন করিবার যোগ্য॥ ৩৯

এসম্বন্ধে অন্য বচন—যে রোগী আয়ুষ্মান (দীর্ঘায়ু লক্ষণযুক্ত), সত্ত্ববান্, দ্রব্যবান্ (অর্থাদি দ্রব্যসমন্বিত) ও মিত্রবান্ (বন্ধুবান্ধবাদি সহায় সম্পন্ন) এবং যে রোগী বৈদ্যের বাক্য প্রতিপালন করে, যে রোগী আস্তিক অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদে যাহার বিশ্বাস আছে, সে রোগী সাধ্য অর্থাৎ রোগ মোচনের যোগ্য।

টীকা। "আস্তিক" আয়ুর্ব্বেদ আছে, এই মতি যার, এস্থলে আস্তিক শব্দে সেই ব্যক্তিকেই বুঝাইবে॥ ৪০

অচিকিৎস্য রোগী—যে রোগী চণ্ড, সাহসিক বা ভীরু, কৃতঘ্ন, ব্যগ্র, শোকাকুল, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়বিহীন, বৈরী, বৈদ্যবিদগ্ধ, শ্রদ্ধাহীন, শঙ্কিত, বৈদ্যের অবশ ও বৈদ্যাভিমানী, সে রোগিকে অচিকিৎস্য জানিবে অর্থাৎ সেরূপ রোগির চিকিৎসা করিবে না, তাহাদের চিকিৎসা করিলে বৈদ্যকে বহু দোষ পাইতে হয়।

টীকা। "চণ্ড" অত্যন্ত ক্রোধশীল ; "সাহসিক"—অবিমৃষ্যকারী ; "ভীরু" ভয়শীল ; "কৃতঘ্ন" বৈদ্যকৃত-উপকারের লোপক ; "ব্যগ্র" ব্যাকুল ; "করণদ্বারা বিহীন" নেত্রাদি-ইন্দ্রিয় শক্তি রহিত ; "বৈরী" অর্থাৎ কদাচিৎ যদি রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে যে অপবাদ প্রচার করিয়া বেড়ায়, "বৈদ্যবিদগ্ধ" বৈদ্যধূর্ত্ত অর্থাৎ যে বৈদ্যের সহিত ধূর্ত্ততাচরণ করে ; "শঙ্কিত" বৈদ্যবিশ্বাস রহিত অর্থাৎ বৈদ্যের প্রতি যাহার বিশ্বাস নাই ; "বৈদ্যের অবিধেয়" অর্থাৎ যে বৈদ্যের বাক্য প্রতিপালন না করে ; "ভিষগ্বিধ" বৈদ্যতুল্য অর্থাৎ নিজে বৈদ্যাভিমানী। "উপক্রম্য নহে" অর্থাৎ চিকিৎস্য নহে। এসম্বন্ধে সুশ্রুতও বলিয়াছেন—যাহার গৃহে বৈদ্য পূজিত না হন, সে সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ সে চিকিৎসায় ফল পায় না॥ ৪১।৪২

দূতের লক্ষণ—যে ব্যক্তি চিকিৎসককে আনিতে যায়, তাহাকে দূত বলা যায়। যাদৃশ দূত সমুচিত তাহা বলিতেছি।—যে দূত স্বজাতী, অব্যঙ্গ (যে অঙ্গহীন নহে), পটু, নির্ম্মলবাসা, সুখী, অশ্ব-বৃষারূঢ়, শুক্ল পুষ্পফল যুক্ত, সজাতি, সুচেষ্ট এবং যে দূত সজীব দেশে বৈদ্যের সহিত মিলিত ও উপযুক্ত সময়ে বৈদ্যকে প্রাপ্ত হয়, সেই দূতই রোগির আরোগ্যার্থ সমুচিত বলিয়া জানিবে।

টীকা। "সজাতি" রোগির সমান জাতি। "জীব" যে নাড়ীতে প্রাণ বায়ু বহন করে, সেই নাড়ী জীব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত॥ ৪৩—৪৫

দূতযাত্রায় শকুনবিচার—বৈদ্যাহ্বানার্থ গমনকালে পথিমধ্যে দূতের সৌম্য দর্শন শুভজনক নহে, কিন্তু প্রদীপ্ত শকুনদর্শন সুখাবহ জানিবে।

টীকা। "প্রদীপ্ত" অগ্নি॥ ৪৬

রিক্তহস্ত হইয়া রাজাকে ভিষক্‌কে গুরুকে দৈবজ্ঞকে দেবতাকে ও মিত্রকে দর্শন করিবে না।

ফলদান দ্বারা দর্শন করিলে ফললাভ হয় জানিবে।

টীকা। দূত ও রোগী রিক্তহস্ত হইয়া বৈদ্যকে দর্শন করিবেনা। ইহা বলিবার জন্যই ঐ বচন উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৭

বৈদ্যের লক্ষণ—চিকিৎসা যিনি করেন, তিনি চিকিৎসক নামে অভিহিত হন। যাদৃশ চিকিৎসক সমীচীন, তাহা বর্ণিত হইতেছে—যে চিকিৎসক প্রকৃতরূপে শাস্ত্রার্থ বুঝিয়াছেন, যিনি দৃষ্টকর্ম্মা, স্বয়ংকৃতী, লঘুহস্ত, শুচি ও শূর, যিনি উপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী ও ঔষধসম্পন্ন, যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান, ব্যবসায়ী, প্রিয়ভাষী ও সত্যধর্ম্মরত তিনিই প্রশস্ত চিকিৎসক।

টীকা। "দৃষ্টকর্ম্মা"—অন্যের কৃত চিকিৎসা যিনি দেখিয়াছেন। "স্বয়ংকৃতী"—স্বয়ং চিকিৎসা কুশল ॥ ৪৮—৫০

নিষিদ্ধবৈদ্য—কুচেল (কুৎসিত পরিচ্ছদ), কর্কশ, স্তব্ধ, গ্রামীণ ও বিনাহ্বানে স্বয়ং আগত এই পাঁচ প্রকার বৈদ্য ধন্বন্তরি তুল্য হইলেও তাহারা লোকসমাজে পূজ্য হয় না।

টীকা। "কর্কশ"—অপ্রিয়বাদী, "স্তব্ধ"—সাভিমান; "গ্রামীণ" (ব্যবহারে অচতুর) ॥ ৫১

বৈদ্যের কর্ম্ম—রোগের তত্ত্ব নির্ণয় ও ব্যথা শান্তিকরণ ইহাই বৈদ্যের বৈদ্যত্ব (কর্ম্ম), 'বৈদ্য আয়ুর:কর্ত্তা নহেন।

টীকা। উক্ত বচনের অর্থ এই—ব্যাধির সম্যক্ পরিচয় এবং ব্যথাশান্তিকরণ ইহাই বৈদ্যের কর্ম্ম, কিন্তু বৈদ্য আয়ুর প্রভু নহেন। অপরে কিন্তু উক্ত বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—ব্যাধির তত্ত্ব পরিচয় ও বেদনার শান্তিকরণ, ইহাই যে কেবল বৈদ্যের বৈদ্যত্ব তাহা নহে, বৈদ্য আয়ুরও প্রভু। কারণ বৈদ্য কর্তৃক এক শত আগন্তু মৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—অথর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহেন—মৃত্যু এক শত এক সংখ্যক আছে, তন্মধ্যে একটি মৃত্যু কাল সংযুক্ত, অপর একশতটিকে আগন্তুক মৃত্যু বলিয়া জানিবে। ইহার অর্থ এই—অথর্ব্বতত্ত্বজ্ঞত্ব হেতু অথর্ব্বতুল্য পণ্ডিতগণ মৃত্যুকে এক শত এক সংখ্যক বলিয়া বর্ণন করেন, তন্মধ্যে একটি মৃত্যু কাল সংযুক্ত; কাল আয়ুর অন্তে শরীরিগণের অবশ্য সংহরণ কর্ত্তা; কোন উপায়েই তাহাকে নিবারণ করিতে পারা যায় না; তাহা আয়ুর অন্তে ব্রহ্মাদিকেও সংহরণ করিয়া থাকে। লিঙ্গপুরাণে কার্ত্তিকেয়ের প্রতি মহাদেব বলিয়াছেন—"পুত্র! কাল আমার আয়ুকে গ্রাস করিতেছে, রসায়ন কোথায় থাকিবে" ইতি। সেই কালের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ সংহারের জন্য নিযুক্ত যে মৃত্যু তাহা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ সে মৃত্যু অবশ্য হইবে, কোন উপায়েই তাহা নিবারিত হইবে না। অবশিষ্ট এক শতটি মৃত্যু আগন্তু অর্থাৎ আগন্তু উপহেতুজাত। এস্থলে কার্য্যকারণের অভেদারোপ প্রযুক্ত, আগন্তু শব্দে আগন্তু-হেতু-জাত বুঝিতে হইবে। আগন্তু হেতু যথা—বিষ ভক্ষণ, অজীর্ণ ও অধিক ভোজন (পাঠান্তরে—অজীর্ণে অত্যধিক ভোজন), দুর্দ্দেশজ জলপান, এবং অতি প্রবল শত্রু ব্যাঘ্র-বনমহিষ ও মত্ত মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ, বিষধর সর্প সহ ক্রীড়া, অত্যুচ্চ বৃক্ষাগ্রে আরোহণ, বাহুদ্বয় দ্বারা মহানদী তরণ এবং রাত্রিকালে একাকী দুর্গম পথে গমন ইত্যাদি। আগন্তু মৃত্যু সকল দুর্নিমিত্ত নিবন্ধন ভবিষ্যৎ ভাবনার বলবত্তা হেতু আয়ু থাকিতেও প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকে। যেমন দীপ, তৈল-বর্ত্তি (পলিতা) ও অগ্নি বিদ্যমানেও ঝটিকা দীপকে নির্ব্বাপিত করে, সেইরূপ আয়ু বিদ্যমানেও আগন্তু মৃত্যু প্রাণিগণের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। এসম্বন্ধে অন্য বচনও আছে, যথা—তৈলাদি থাকিতেও বায়ু যেমন দীপকে নির্ব্বাপিত করে, সেইরূপ আয়ু থাকিতেও আগন্তু মৃত্যু সকলও প্রাণিগণের প্রাণ হিংসা করে। কিন্তু আগন্তু নিমিত্ত সকল নিবারণ করিতে পারা যায়। যেহেতু সুশ্রুতে ধন্বন্তরি কহিয়াছেন—"রসবিসারদ বৈদ্য ও মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত দোষ ও আগন্তু কারণ সম্ভূত মৃত্যু হইতে রাজাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা এই—এস্থলে পুরোহিত শব্দে মন্ত্রী; দোষ শব্দে নিষিদ্ধ আহার-বিহার-দূষিত রোগোৎপাদক দোষ; আগন্তু শব্দে নিষিদ্ধ বিহার ও অতি বৈরিবিগ্রহাদি; এবম্বিধ দোষ ও আগন্তু কারণ সম্ভূত মৃত্যু হইতে রাজাকে রক্ষা করিবে। বৈদ্য ও পুরোহিত (মন্ত্রী) কি প্রকারে শত মৃত্যু নিবারণ করিতে সমর্থ, তাহাই বলা হইতেছে—যেহেতু বৈদ্য ও পুরোহিত রস-মন্ত্র-বিশারদ অর্থাৎ বৈদ্য রসবিশারদ এবং পুরোহিত মন্ত্রণাবিশারদ; বৈদ্য প্রথমে দিনচর্য্যা-রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যোক্ত আহার বিহার দ্বারা বাতপিত্তকফ ধাতু ও মল পদার্থকে সমভাবে রক্ষা করিয়া তৎপরে রসজ্ঞত্ব হেতু মৃত্যু নিবারক রস দ্বারা মিথ্যাহার বিহার জনিত মৃত্যুহেতুক রোগ সকলকে নাশ করিবেন এবং মন্ত্রী

সদ্বুদ্ধি প্রদান দ্বারা মৃত্যুর হেতুভূত নিষিদ্ধ বিহার হইতে রাজাকে বিরত রাখিবেন। অতএব আগন্তু মৃত্যু সকল নিবারণ করিতে পারা যায়, আগন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে ॥ ৫২

আয়ুর্বিচার—চিকিৎসক প্রথমে যত্নপূর্ব্বক রোগির আয়ুঃ পরীক্ষা করিবেন। কারণ আয়ুঃ থাকিলে চিকিৎসা সফলা হয়, আয়ুঃ না থাকিলে চিকিৎসা করা বৃথা ॥ ৫৩

দীর্ঘায়ুর লক্ষণ—যে রোগির চক্ষু, কর্ণ ও মুখের বিকৃতিভাব হয় নাই, এবং যে রোগী স্বাদুগন্ধ বুঝিতে পারে, সে রোগী নিশ্চয়ই সাধ্য। যে রোগির হস্তপদ উষ্ণ, দাহ স্বল্পতর ও জিহ্বা কোমল সে রোগী মরে না। যে রোগীর জ্বরে ঘর্ম্ম হয় না, শ্বাস নাসিকা পথে সঞ্চরণ করে এবং কণ্ঠ কফহীন, সে রোগী নিশ্চয়ই বাঁচে। যাহার সুখে নিদ্রা হয়, শরীর দীপ্তিমান্, এবং ইন্দ্রিয় সকল বিমল থাকে, সে রোগির মৃত্যু শঙ্কা নাই ॥ ৫৪—৫৭

স্বল্পায়ুর লক্ষণ—শরীর ও স্বভাবের প্রকৃতির যে বিকৃতি, সামান্যতঃ তাহাকেই অরিষ্ট বলিয়া জানিবে। সেই অরিষ্ট বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর—যে রোগী শব্দ না হইলেও বিবিধ শব্দ শ্রবণ করে, বা বিপরীত শব্দ শ্রবণ করে, অথবা শ্রবণ শক্তি রহিত হয়, তাহাকে গতায়ুঃ বলিয়া জানিবে। যে রোগী শীতকে উষ্ণবৎ এবং উষ্ণকে শীতবৎ অনুভব করে, যে রোগির গাত্র অত্যুষ্ণ, কিন্তু শীতে কম্পিত হয়, সে রোগীকেও গতায়ুঃ জানিবে। প্রহার বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যে রোগী তাহা অনুভব করিতে পারে না, যে রোগী নিজ শরীরকে পাংশুদ্বারা অবকীর্ণ জ্ঞান করে, যাহার বর্ণ ভিন্ন প্রকার হয় বা গাত্রে রেখা সকল উৎপন্ন হয়; স্নান ও অনুলেপন (চন্দনাদি লেপন) করিলেও যাহার শরীরে নীল মক্ষিকা সকল বসে, যে ব্যক্তি প্রয়োজিত রসকে বিপরীত অনুভব করে, অর্থাৎ মধুর রসকে অম্ল, অম্লরসকে মধুর ইত্যাদি বোধ করে, কিংবা যে ব্যক্তি কোন রসই অনুভব করিতে পারে না, তাহাকে গতাসু বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি সুগন্ধকে দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধকে সুগন্ধবৎ প্রতীতি করে, দীপ নির্ব্বাপিত হইলে অন্যরূপ গন্ধ অনুভব করে, রোগির কথা দূরে যাউক, সে ব্যক্তি নিরাময় হইলেও তাহাকে গতাসু বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি রাত্রিতে প্রদীপ্ত সূর্য্য, বা দিবসে চন্দ্ররশ্মিবৎ শীতলরশ্মিবিশিষ্ট সূর্য্য দর্শন করে, অথবা দিবাভাগে নক্ষত্র সকলকে জ্বলিতবৎ দেখে, তাহাকে গতাসু জানিবে। যে ব্যক্তি নির্ঘন গগনে (মেঘশূন্য আকাশে) বিদ্যুৎ সমন্বিত-কৃষ্ণবর্ণ মেঘসকল দর্শন করে, কিংবা আকাশকে বিমান যান ও প্রাসাদ সমূহে সঙ্কুল দেখে, অথবা অন্তরীক্ষে মূর্ত্তিবিহীন বায়ুকে মূর্ত্তিমান্ দর্শন করে, যে ব্যক্তি পৃথিবীকে ধূম নীহার ও বস্ত্রদ্বারা আচ্ছন্ন দেখে, যে ব্যক্তি জগৎকে প্রদীপ্তবৎ বা জলপ্লাবিতবৎ দর্শন করে, যে ব্যক্তি রেখা সমূহ দ্বারা ভূমিকে সুবর্ণাকৃতি দেখে, যে ব্যক্তি নক্ষত্র সকলকে, অরুন্ধতী দেবীকে, ধ্রুবকে. ও আকাশ গঙ্গাকে দেখিতে পায় না, তাহাকে গতাসু জানিবে। যে ব্যক্তি দর্পণে, জলে ও রৌদ্রে ছায়া দেখিতে পায় না, কিংবা যে ব্যক্তি ছায়াকে অঙ্গহীন বা বিকৃত দর্শন করে, অথবা কুকুর-কাক-কঙ্ক-গৃধ্র-প্রেত-রাক্ষস বা অন্য কোন প্রাণীর ছায়াবৎ দেখে, সে ব্যক্তি যদি রোগী হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ঘটে, সুস্থ হইলে তাহার ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির লজ্জা শ্রী-তেজঃ-ওজঃ-স্মৃতি ও প্রভা (প্রতিভা) নষ্ট হয়, অথবা অকস্মাৎ ঐ লজ্জাদি প্রাদুর্ভূত হয়,সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই গতাসু ; যে ব্যক্তির নিম্নের ওষ্ঠ পতিত, উপরের ওষ্ঠ ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত, কিংবা যাহার উভয় ওষ্ঠই পক্ক জামফলের ন্যায় চিক্কণ কৃষ্ণ হয়, তাহার জীবন দুর্লভ ॥ ৫৮—৭৩

যাহার দন্ত সকল আরক্ত বা শ্যাববর্ণ অথবা খঞ্জন প্রতিম (খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট) হয়, কিংবা পতিত হইতে থাকে, তাহাকে গতায়ুঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। যে ব্যক্তির জিহ্বা—কৃষ্ণবর্ণ, মলদ্বারা অনুলিপ্ত, স্ফীত বা কর্কশ (খরস্পর্শ)হয়, সে ব্যক্তি অচিরে প্রাণত্যাগ করে। যাহার নাসিকা কুটিল (বক্র) বা স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) বা শুষ্ক বা ভগ্ন হয়, কিংবা স্ফূর্জ্জন করে (শ্বাস বেগে উচ্চৈঃশব্দ করে) সে ব্যক্তি বাঁচে না। যে ব্যক্তির নয়নদ্বয় সংক্ষিপ্ত, বিষম (ছোট বড়), স্তব্ধ, রুক্ষ, সজল বা স্রাবান্বিত হয়, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে। যাহার কেশ সকল সীমন্ত বিশিষ্ট (দুইপার্শ্বে বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সীতিকাটা) হয়, ভ্রূদ্বয় সংক্ষিপ্ত (সঙ্কুচিত) বা অবনত হয়, নেত্রপক্ষ্ম সকল (চক্ষুর লোম সকল) লুণ্ঠিত (পতিত) হইতে থাকে, সে ব্যক্তি অচিরে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যে ব্যক্তি আস্যস্থ অন্নগ্রাস গিলিতে পারে না, মস্তক ধারণ করিতে পারে না (মস্তক নুইয়া পড়ে), একাগ্র দৃষ্টি ও বিভ্রান্ত হয়, সে ব্যক্তি সদ্যঃ প্রাণত্যাগ করে। যে রোগীকে

শয্যা হইতে উঠাইলে বারংবার মূর্চ্ছিত হয়, সে রোগী বলবান্ই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, বৈদ্য তাহাকে মরণপাকে পক্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। যে ব্যক্তি নিরন্তর নিদ্রা যায় বা সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকে, অথবা যে ব্যক্তি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতে গেলে মোহ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানবান্ বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবে। যে রোগী উপরের ওষ্ঠ লেহন করে, যে রোগী উৎকার (হস্তপদাদি বিক্ষেপ) করিতে থাকে, কিংবা যে রোগী সায়ংকালে (রাত্রিতে) প্রেতের (পরলোকগত ব্যক্তিদিগের) সহিত কথাবার্ত্তা কহে, তাহাকেও প্রেতরূপ বলিয়া জানিবে। যে রোগির মুখনাসাদি রন্ধ্র দিয়া ও রোম কূপ সকল দিয়া রক্ত নির্গত হয়, সে ব্যক্তি যদি বিষার্ত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার সদ্যঃ মৃত্যু ঘটে। সম্যক্ চিকিৎসা হইতে থাকিলেও যদি রোগ বাড়িতে থাকে এবং বল ও মাংস ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, ইহা গতায়ুর লক্ষণ ॥৭৪—৮৪

ভূত, প্রেত, পিশাচ ও বিবিধ রাক্ষস সকল মরণোন্মুখ রোগির নিকট উপসর্পণ করিয়া (উপস্থিত হইয়া) জিঘাংসা হেতু (রোগির প্রাণ হিংসা করিবার জন্য) বৈদ্য প্রযুক্ত ঔষধ সকলের বীর্য্য নষ্ট করে। সেইজন্য গতায়ুঃ ব্যক্তির চিকিৎসাদি সকল ক্রিয়াই ব্যর্থ হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে—“আয়ুঃ থাকিলেই চিকিৎসার সাফল্য হয়” ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আয়ুঃ যদি থাকে, তবে আয়ুইত জীবন হেতু, চিকিৎসা বিধানে কি প্রয়োজন? উত্তর—আয়ু থাকিলে চিকিৎসা করার ফল বেদনানিগ্রহ। এ বিষয়ে উক্ত আছে—“আয়ুষ্মান্ পুরুষ বিনা ভেষজে সব্যথ (পীড়িত) হইয়া জীবিত থাকে, কিন্তু ভেষজ দ্বারা সে নিরাময় হইয়া জীবন ধারণ করে।” অধিক কি—আয়ু থাকিলেও চিকিৎসা বিনা রোগী উঠিতেও সমর্থ হয় না। যেহেতু চরক বলিয়াছেন—আয়ুঃ থাকিলেও বিনা উপায়ে (বিনা চিকিৎসায়) রোগী উঠিতে সমর্থ হয় না। এবিষয়ে পঙ্ক মগ্নহস্তী দৃষ্টান্ত স্বরূপ দর্শিত হইয়াছে। অপিচ চিকিৎসা বিনা আয়ুষ্মান্ও অবসন্ন হয়। যেহেতু চরকই বলিয়াছেন—আয়ুঃ থাকিতেও অচিকিৎসিত রোগী রোগ দ্বারা বিনষ্ট হয়। যেমন তৈলাদি থাকিতেও বাত্যা দ্বারা (ঝটিকা দ্বারা) দীপ নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে—অচিকিৎসিত ব্যক্তিদিগের সাধ্য রোগ ক্রমে যাপ্যত্ব ও যাপ্য রোগ ক্রমে অসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেই অসাধ্যত্ব প্রাপ্ত রোগ শেষে প্রাণ বিনাশ করে। অনিশ্চিতায়ু রোগিরও চিকিৎসা কর্ত্তব্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—মানবের যে পর্য্যন্ত শ্বাস থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কারণ দৈবযোগে কদাচিৎ দৃষ্টারিষ্ট রোগীও বাঁচিয়া উঠে। যাহার অসাধ্যত্বে সন্দেহ থাকে, তাহার প্রতিই ঐ সকল উক্ত হইল, কিন্তু শাস্ত্রানুভব দ্বারা যাহাদের অসাধ্যতা বিশেষরূপে নিশ্চিত হয়, তাহারা অচিকিৎস্য। যেহেতু উক্ত আছে—যাঁহারা অসাধ্য রোগ সকলের চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত না হন, তাঁহারাই সদ্বৈদ্য ইতি ॥ ৮৫।৮৬

অথ দ্রব্য।

রোগী প্রভৃতি সকলেই যখন দ্রব্যকে অপেক্ষা করে এবং ধন বিনা যখন ভৈষজ্য দ্রব্য সংগৃহীত হয় না, তখন ধনও চিকিৎসার একটি অঙ্গ ॥৮৭

পরিচারকের লক্ষণ—যে ব্যক্তি স্নিগ্ধ (সন্তুষ্ট চিত্ত), অজুগুপ্সু (অনিন্দক), বলবান্, রোগির রক্ষণে যুক্ত, বৈদ্যবাক্যপ্রতিপালক ও অশ্রান্ত সেই ব্যক্তি পরিচারকের উপযুক্ত ॥ ৮৮

ভেষজের লক্ষণ—যে দ্রব্য দ্বারা বৈদ্য ব্যাধি নিবারণ করেন, তাহাই ঔষধ বলিয়া প্রোক্ত। যাদৃশ ঔষধ অবশ্য রোগঘ্ন হয়, তাহা বলিতেছি ॥৮৯

ঔষধগ্রহণ পরিভাষা—যে ঔষধ প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিনে উদ্ধৃত, যাহা অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে ফলপ্রদ হয়, যাহা বহুগুণসম্পন্ন, যথাবৎ গন্ধবর্ণরসান্বিত, যাহা দোষঘ্ন, অগ্লানিকর, অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলেও যাহা কোন প্রকার বিকার আনয়ন করে না, এবং পরীক্ষা করিয়া যাহা উপযুক্ত সময়ে দত্ত হয়, সেই ভেষজই গুণাবহ হইয়া থাকে ॥ ৯০। ৯১

বিন্ধ্যাদি পর্ব্বত আগ্নেয় ও হিমালয় পর্ব্বত সৌম্য জানিবে। অতএব তত্তৎ স্থানজাত ঔষধি সকলই রোগোৎপাদক হেতুর অনুরূপ (সদৃশ) হইয়া থাকে।

টীকা। “আগ্নেয়”—অগ্ন্যংশ বহুল। “সৌম্য”--সোমাংশ বহুল। ঔষধ শব্দে এস্থলে ওষধি বুঝিতে হইবে, ওষধি শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া ঔষধ পদ সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৯২

অন্যান্য বন ও উপবনেও ওষধি সকল জন্মিয়া থাকে। প্রশস্ত দিনে প্রাতঃকালে সুমনাঃ, শুচি, মৌনী ও সূর্য্যাভিমুখ হইয়া হৃদয়ে শিবচিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ওষধি সকল গ্রহণ করিবে। সাধারণ ভূমি হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইলে, যাহা উত্তর ভাগসম্ভূত, তাহাই গ্রহণ করিবে।

টীকা! "সাধারণধরাদ্রব্য" সর্ব্বভূমিভব-দ্রব্য। "উত্তরাশ্রিত"—আপনার অবস্থিতিস্থানের উত্তর দিগ্‌জাত ॥ ৯৩। ৯৪

যে ওষধি বল্মীকে কুৎসিত স্থানে অনূপপ্রদেশে (জল বহুলস্থানে), শ্মশানে উষর প্রদেশে (ক্ষারভূমিতে) বা পথে জন্মে, যাহা কীট-অগ্নি ও হিমব্যাপ্ত, সে ওষধি কার্য্যসাধিকা হয় না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা ফল পাওয়া যায় না। যে সকল ওষধি সরস, সকল কার্য্য সাধনার্থই তাহা শরৎকালে গ্রহণীয়; বিরেচনের ও বমনের জন্য ওষধি সকল বসন্তকালে সংগ্রহ করিবে। যাহার মূল অতিস্থূল, তাহাদের ত্বক্‌ই গ্রাহ্য। আর যাহাদের মূল সূক্ষ্ম, তাহাদের সমস্তই গ্রহণীয়। এসম্বন্ধে অন্য বচন —যাহাদের মূল মহৎ ও কাষ্ঠগর্ভ, তাহাদের বল্কল গ্রাহ্য, আর যাহাদের মূল হ্রস্ব, তাহাদের সমস্তই গ্রহণীয়। বটাদি বৃক্ষের ত্বক্ গ্রাহ্য, বীজকাদির সার গ্রাহ্য, তালীশাদির পত্র গ্রাহ্য ও ত্রিফলাদির ফল গ্রাহ্য। কোন কোন উদ্ভিদের মূল, কোন কোন উদ্ভিদের কন্দ, কোন কোন উদ্ভিদের পত্র, কোন কোন উদ্ভিদের ফল, কোন কোন উদ্ভিদের ফুল, কোন কোন উদ্ভিদের সর্ব্বাবয়ব, কোন কোন উদ্ভিদের সার ও কোন কোন উদ্ভিদের ত্বক্ গ্রাহ্য। যথা—চিতার মূল, ওলের কন্দ, নিমের ও বাসকের পত্র, ত্রিফলার ফল, ধাতকীর ফুল, কণ্টকারীর সর্ব্বাবয়ব, খদিরের সার এবং বটাদি ক্ষীরি বৃক্ষ সকলের ত্বক্ গ্রহণীয়। পত্রাভাবে নিমের ছালও কখনও গ্রাহ্য; বিল্বের কচি ফল গ্রাহ্য, সোন্দালুর পাকা ফল গ্রাহ্য ॥ ৯৫—১০২

কোন্ উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গ লইতে হইবে, তাহা উক্ত না হইলে মূল গ্রহণীয়। কোন দ্রব্যের কত ভাগ লইতে হইবে, বলা না থাকিলে সকলেরই সমান ভাগ লইতে হইবে। কিসের পাত্র লইতে হইবে, বলা না থাকিলে মৃন্ময় পাত্রই গ্রহণীয়। সময়ের নির্দ্দেশ না থাকিলে প্রাতঃকাল বুঝিতে হইবে॥ ১০৩

সকল কার্য্যের জন্য নূতন দ্রব্যই প্রযোজ্য, কেবল বিড়ঙ্গ, পিপুল, গুড়, ধান্য (অন্ন), ঘৃত ও মধু নূতন তত গুণকর নহে, পুরাতনই প্রযোজ্য। তাম্বূল এবং কাঁজীও পুরাতনই প্রশস্ত। নূতন দ্রব্য শুষ্ক করিয়া সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। সময়াভাবে যদি আর্দ্রই দিতে হয় তাহা হইলে যে পরিমাণে দিবার উল্লেখ থাকে, তাহার দ্বিগুণ দিবে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জানিবে। তবে গুলঞ্চ, কুড়চী, বাসক, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, সহচর (নীলপুষ্প ঝাঁটী), শুল্‌ফা ও গন্ধভাদুলে এই গুলি আর্দ্রই (কাঁচাই) প্রয়োগ করিতে হয়, অথচ দ্বিগুণ মাত্রায় লইতে হয় না। এসম্বন্ধে অন্য বচন—বাসক নিম, পলতা, কেতকী (কেয়া), বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, ইন্দীবরী (শতমূলী), পুনর্নবা কুড়চী, কন্দ (মৃণালাদি), গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, ঐন্দ্রী (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশসা), নাগবলা (গোরক্ষচাকুলে), কুরণ্টক (পীতপুষ্প ঝাঁটী), পুর (গুগ্‌গুলু), তগর-পাদুকা ও দূর্ব্বা এইগুলি সর্ব্বদা সকল কার্য্যেই আর্দ্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিগুণ মাত্রায় লইতে হয় না ॥ ১০৪—১০৮

ঘৃত, তৈল, পানীয়, কষায় ও ব্যঞ্জনাদি দ্রব্য সকল পাক-করার পর শীতল হইয়া গেলে পুনর্ব্বার যদি তাহাদিগকে পাক করা যায়, তাহা হইলে তাহারা বিষোপম হইয়া থাকে॥ ১০৯

দ্রব্যসকলের পরীক্ষা—যে হরীতকীর আঁটী ক্ষুদ্র, শাঁস অধিক, সেই হরীতকীই সকল কার্য্যে পূজিতা। যে সকল ভল্লাতক (ভেলা) জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়, সেই সকল ভল্লাতকই উত্তম। যে বারাহীকন্দ (চামার আলু) বরাহ মূর্দ্ধবৎ, যে সৌবর্চ্চল কাচাভ, যে সৈন্ধব স্ফটিকপ্রভ, যে স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণচ্ছবি তাহাই উত্তম জানিবে। যে মনঃশিলা জবাকুসুম সঙ্কাশ তাহাই উত্তম। যে শিলাজতু জলপূর্ণ কাংস্যপাত্রে প্রক্ষিপ্ত হইলে গলিয়া না গিয়া চতুর্দ্দিকে বিবর্দ্ধিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ শিলাজতু। স্নিগ্ধ (চিক্কণ) কর্পূর, সূক্ষ্মফলা এলাচী, অত্যন্ত সুগন্ধি ও গুরু শ্বেত চন্দন পূজিত। যে রক্তচন্দন অত্যন্ত লোহিত, যে অগুরু কাকতুণ্ডনিভ স্নিগ্ধ ও গুরু তাহাই শ্রেষ্ঠ। যে দেবদারু সুগন্ধি, লঘু ও রুক্ষ, যে সরল কাষ্ঠ—স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত সুগন্ধি তাহা গুণকর। অতি পীতবর্ণ দারুহরিদ্রাই প্রশস্ত। যে জায়ফল গুরু, স্নিগ্ধ, সমাকৃতি এবং যাহার অভ্যন্তর শুভ্র তাহাই শ্রেষ্ঠ। যে মৃদ্বীকা (মুনক্কা) গোস্তনসন্নিভ তাহাই উত্তম, এবং যাহা করম্‌চা ফলাকৃতি তাহা মধ্যম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যে খণ্ড (খাঁড় গুড়) নির্ম্মল এবং চন্দ্রকান্ত সমপ্রভ তাহা শ্রেষ্ঠ।

যে মধু গব্যঘৃত সদৃশ রুচিজনক গন্ধবিশিষ্ট সেই মধুই উৎকৃষ্ট ॥ ১১০—১১৯

স্বভাবতঃ হিতদ্রব্য—শালিধান্য সমূহের মধ্যে লোহিত শালি, ষষ্টিক ধান্য সকলের মধ্যে ষষ্টিক; শূক ধান্য সকলের মধ্যে যব ও গোধূম, শমী ধান্য সমূহের মধ্যে মুগ, মসূর ও অড়হর শ্রেষ্ঠ। রসের মধ্যে মধুর রস, লবণের মধ্যে সৈন্ধব লবণ শ্রেষ্ঠ। ফলবর্গোক্ত দ্রব্য সমূহের মধ্যে দাড়িম, আমলকী, দ্রাক্ষা, খর্জ্জূর, ফল্‌সা, রাজাদন (খিরিণী), ও মাতুলুঙ্গ (টাবা লেবু) এইগুলি উত্তম। পত্রশাকের মধ্যে বেতোশাক জীবন্তী ও পোতিকা (পুঁই শাক) শ্রেষ্ঠ। ফলশাকের মধ্যে পটোল এবং কন্দ শাকের মধ্যে ওল শ্রেষ্ঠ। জাঙ্গল মাংসমধ্যে এণ কুরঙ্গ ও হরিণ মাংস, পক্ষিমাংসের মধ্যে তিত্তিরি ও লাবপক্ষির মাংস শ্রেষ্ঠ। মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য হিতকর। হরিণ, এণ ও কুরঙ্গ ইহাদের প্রভেদ এই—হরিণ তাম্রবর্ণ, এণ কৃষ্ণবর্ণ, এবং কুরঙ্গও তাম্রবর্ণ, তবে হরিণে ও কুরঙ্গে বিশেষ এই—হরিণ অপেক্ষা কুরঙ্গ বৃহৎ। জলের মধ্যে বৃষ্টিজল, ঘৃত ও দুগ্ধের মধ্যে গব্যঘৃত ও গব্য :দুগ্ধ, তৈলের মধ্যে তিল তৈল এবং ইক্ষু বিকারের মধ্যে শর্করা হিতকর ॥ ১২০—১২৬

স্বভাবতঃ অহিত দ্রব্য—শিম্বী ধান্যের মধ্যে মাষকলাই ও লবণের মধ্যে ঔষর লবণ গ্রীষ্ম ঋতুতে ত্যাগ করিবে। ফলের মধ্যে লকুচ (ডেলোমান্দারফল), শাকের মধ্যে সরিষা শাক, গ্রাম্য মাংসের মধ্যে গোমাংস, বসার মধ্যে মহিষী বসা, দুগ্ধের মধ্যে মেষীদুগ্ধ, তৈলের মধ্যে কুসুম তৈল এবং ইক্ষু বিকারের মধ্যে ফাণিত হিতকর নহে।

টীকা। ইক্ষুরস পাক করিয়া অর্দ্ধঘন করিলে তাহাকে ফাণিত বলা যায় ॥ ১২৭। ১২৮

সংযোগ বিরুদ্ধ—মৎস্য ও আনূপমাংস দুগ্ধ সহ ভোজন করিবে না। কপোত মাংস সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া খাইবে না। গুড়াদির সহিত বা মধুর সহিত মৎস্য খাইবে না। মাংস ও দুগ্ধ যুক্ত করিয়া ছাতু খাইবে না। উষ্ণ দ্রব্যের সহিত ও বৃষ্টিজলের সহিত মধু এবং কৃশরার সহিত পায়স খাইবে না। তক্র, দধি ও বিল্বফল সহ রম্ভাফল ভোজন করিবে না (পাঠান্তরে তক্র সহ রম্ভাফল এবং বিল্বফল সংযুক্ত দধি খাইবে না), যে ঘৃত কাংস্য পাত্রে দশদিন থাকে, তাহা বিরুদ্ধ হয়, অতএব তাহা বর্জ্জন করিবে। সমপরিমিত ঘৃত মধু মিলিত হইলে তাহা বিষোপম হয়। কৃতান্ন (অগ্নিপক্ক অন্নব্যঞ্জনাদি) ও কষায় পুনর্ব্বার উষ্ণীকৃত হইলে তাহা ত্যাগ করিবে। বহুমাংস একত্র মিলিত হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। মধু, ঘৃত, বসা, তৈল, পানীয় ও দুগ্ধও একত্র বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ॥১২৯—১৩৩

ভেষজ গ্রহণ সঙ্কেত—লবণ বলিলে সৈন্ধব লবণ, চন্দন বলিলে রক্তচন্দন বুঝিতে হইবে। চূর্ণ লেহ আসব ও স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) সাধনে চন্দন উক্ত হইলে তথায় শ্বেত চন্দন দ্বারা চূর্ণাদি সাধন করিতে হইবে। কষায় ও প্রলেপে প্রায়ই রক্তচন্দন প্রযোজ্য হইয়া থাকে, অন্তঃসম্মার্জ্জনে অজমোদা উক্ত হইলে তথায় যমানী এবং বহিঃসম্মার্জ্জনে (প্রলেপাদিতে) অজমোদা উক্ত হইলে তথায় বনযমানী গ্রহীতব্য। ঘৃত ও দুগ্ধ প্রয়োগে গব্য ঘৃতদুগ্ধই গ্রহণীয়। পুরীষ রস উক্ত হইলে গোময় রস, এবং মূত্র উক্ত হইলে গোমূত্র গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৩৪—১৩৬

প্রতিনিধিদ্রব্য—চিতার অভাবে দন্তী অথবা শিখরিজ ক্ষার (অপামার্গের ক্ষার), ধন্বযাসের অভাবে দুরালভা, তগরের অভাবে কুড়, মূর্ব্বার অভাবে জিঙ্গিণীর ত্বক্, অহিংস্রার অভাবে মাণকচু, লক্ষ্মণার অভাবে ময়ূর শিখা, বকুলের (কট্‌কীর) অভাবে কহ্লার উৎপল বা পদ্ম, নীলোৎপলের অভাবে কুমুদ, জাতীপুষ্পের অভাবে লবঙ্গ, আকন্দপত্রাদির আঠার অভাবে তাহাদের পত্ররস, পুষ্করের লাঙ্গলীর (ঈশলাঙ্গলার) ও গেঁটেলার অভাবে কুড়, চই ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুল মূল, সোমরাজীর অভাবে চাকুলেফল, দারুহরিদ্রার অভাবে হরিদ্রা, রসাঞ্জনের অভাবে দারুহরিদ্রার কাথ, সৌরাষ্ট্রীর (সৌরাষ্ট্রদেশজ মৃত্তিকাবিশেষ সোরটী মাটী) অভাবে তদ্‌গুণান্বিত স্ফটিকা (ফটিকারী), তালীশপত্রের অভাবে স্বর্ণতালী, বামুনহাটীর অভাবে তালীশপত্র অথবা কণ্টকারীমূল, রুচকলবণের (চৌহার লবণের) অভাবে পাংশুলবণ (খারীলবণ), যষ্টিমধুর অভাবে ধাইফুল, 'অম্লবেতসের অভাবে চুক্র (চুকপালঙ), দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারীফল, দ্রাক্ষা ও গাম্ভারী ফলের অভাবে মৌলফুল, নখীর অভাবে লবঙ্গফুল, কস্তুরীর অভাবে কক্কোল (কাঁকলা), কক্কোলের অভাবে জাতীপুষ্প, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধিমুস্তক বা গেঁটেলা, কুঙ্কুমের অভাবে নূতন কুসুমফুল, শ্রীখণ্ড-

চন্দনের অভাবে কর্পূর এবং কর্পূর ও শ্রীখণ্ডচন্দন উভয়ের অভাবে রক্তচন্দন, রক্তচন্দনের অভাবে নূতন বেণামূল, আতইচের অভাবে মুস্তা, হরীতকীর অভাবে আমলকী, নাগকেশরের অভাবে পদ্মকেশর, মেদা, জীবক, কাকোলী ও ঋদ্ধির অভাবে যথাক্রমে শতমূলী, বিদারী (শালপাণি বা ভূমিকুষ্মাণ্ড), অশ্বগন্ধা ও বারাহী (বারাহীকন্দ); এবং বারাহীর অভাবে চামার আলু (চুব্‌ড়ী আলু) গ্রহীতব্য। বারাহীকন্দকে পশ্চিম প্রদেশে গৃষ্টি বলে; বারাহীকন্দেরই প্রকারভেদ চামার আলু; অনূপদেশজাত বারাহী বরাহের ন্যায় লোমবান্ হয়। ভল্লাতক সহ্য না হইলে রক্তচন্দন দিবে এবং ভল্লাতকের অভাব হইলে চিতামূল প্রয়োগ করিবে; ইক্ষুর অভাবে নল, সুবর্ণের অভাবে স্বর্ণমাক্ষিক বা শ্বেত মাক্ষিক প্রদেয়; শ্বেতমাক্ষিক রজতের ন্যায় শুভ্র বর্ণ। মাক্ষিকের অভাবে স্বর্ণগৈরিক প্রযোজ্য জারিত স্বর্ণ বা রৌপ্য যে স্থলে পাওয়া যাইবে না, তথায় জারিত কান্তলৌহ দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। কান্তলৌহের অভাবে তীক্ষ্ণলৌহ (ইস্‌পাত), মুক্তার অভাবে মুক্তাশুক্তি, মধুর অভাবে পুরাতন গুড়, মৎস্যণ্ডীর (দানাবিশিষ্ট সারগুড়ের) অভাবে সিতশর্করা (সাদাচিনি), চিনির অভাবে খণ্ড (খাঁড়গুড়) এবং দুগ্ধের অভাবে মুগের বা মসূরের যূষ প্রদাতব্য। যে যে বস্তুর অভাবে যে যে বস্তু গ্রহণ করিতে বলা হইল, আবার সেই সেই বস্তুর অভাব হইলে তৎ তৎ বস্তু গ্রহণ করা গিয়া থাকে। অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য ও প্রতিনিধি দ্রব্যের একতরের অভাব হইলে অপরটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। (যেমন চিতার অভাবে দন্তী গ্রহণ করা যায়, আবার সেই দন্তীর অভাব হইলে চিতাও গ্রহণ করা গিয়া থাকে ইত্যাদি)। অপিচ কোন দ্রব্যের অপ্রাপ্তি হইলে দ্রব্য সমূহের রসবীর্য্যাদিবিদ্‌ভিষক্ বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া অন্য যে দ্রব্য—সেই অপ্রাপ্ত দ্রব্যের রস, বীর্য্য ও বিপাকাদির সহিত সমান—সেই দ্রব্যও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তবে এস্থলে বক্তব্য—ঔষধে যে দ্রব্য অপ্রধান তাহারই প্রতিনিধি দ্রব্য লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে দ্রব্য প্রধান, তাহার কথনই প্রতিনিধি গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ঔষধের দ্রব্যগণের মধ্যে যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির সম্বন্ধে অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য গণোক্ত হইলেও রসবীর্য্যাদিবিদ্ ভিষক্ তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আবার কোন দ্রব্য গণোক্তদ্রব্য সকলের মধ্যে উক্ত না হইলেও তাহা যদি ব্যাধির সম্বন্ধে উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সেই অনুক্ত দ্রব্যও ঔষধে যোজিত করিয়া থাকেন ॥ ১৩৭—১৬৬ ॥

দ্রব্যগত পঞ্চপদার্থ-কর্ম্ম—দ্রব্যে রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি (প্রভাব) এই পাঁচটি পদার্থ থাকে এবং তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে ॥ ১৬৭

রস (বাগ্‌ভটোক্ত)—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু (ঝাল) ও কষায় এই ছয়টি রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই ছয় প্রকার রসের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অপেক্ষাকৃত বলাবহ। অর্থাৎ কষায় অপেক্ষা কটু, কটু অপেক্ষা তিক্ত, তিক্ত অপেক্ষা লবণ, লবণ অপেক্ষা অম্ল এবং অম্ল অপেক্ষা মধুররস অধিক বলকারক। মধুরাদি ছয়প্রকার রসের প্রথম তিনটি অর্থাৎ মধুর, অম্ল ও লবণ ইহারা বায়ুকে এবং তিক্তাদি অবশিষ্ট তিনটি কফকে নষ্ট করে। আর কষায় তিক্ত ও মধুর রস ইহারা পিত্তকে নষ্ট করিয়া থাকে। যে যে রস বাতাদিকে নষ্ট করে, তৎ তৎ রস ভিন্ন অন্য রস গুলি বাতাদিকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ মধুর অম্ল লবণ রস বায়ুকে নষ্ট করে, অবশিষ্ট তিক্ত কটু কষায় রস বায়ুকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তিক্ত কটু কষায় রস কফকে নষ্ট করে, অবশিষ্ট মধুর অম্ল লবণ রস কফকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কষায় তিক্ত মধুররস পিত্তকে নষ্ট করে, অবশিষ্ট অম্ল রস কটুরস ও লবণরস পিত্তকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যে সকল রস বাতপ্রশমক, সেই সকল রসে যদি রৌক্ষ্য, লাঘব ও শৈত্যগুণ থাকে, তাহা হইলে তাহার বায়ু নাশ করিতে পারে না। যে সকল রস পিত্তপ্রশমক, সেই সকল রসে যদি তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-লঘুতা-গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা পিত্ত নাশ করিতে সমর্থ হয় না। আর যে সকল রস শ্লেষ্মপ্রশমক, সেই সকল রসে যদি স্নেহ, গৌরব ও শৈত্যগুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা শ্লেষ্ম-নাশ করিতে পারে না ॥ ১৬৮—১৭২ ॥

মধুররসের গুণ—মধুররস—শীতবীর্য্য, ধাতুবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, বলপ্রদ, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত) ও বাতপিত্তঘ্ন। ইহা স্থৌল্য, মল ও কৃমি জন্মাইয়া থাকে। মধুররস বিষঘ্ন, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, প্রীতিজনক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, বৃংহণ (উপচয়কারক), কণ্ঠস্বরহিত, গুরু ও ভগ্নের সংযোজক। ইহা বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের এবং বর্ণ, কেশ, ইন্দ্রিয় ও ওজঃ পদার্থের সম্বন্ধে প্রশস্ত ॥ ১৭৩—১৭৫ ॥

অতি সেবিত মধুর রসের ফল—মধুররস অতিসেবিত হইলে জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ক্রিমি, স্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, মেদ ও কফরোগ সকল জন্মে ॥ ১৭৬ ॥

অম্লরসের গুণ—অম্লরস—পাচক, রুচিজনক, পিত্ত-শ্লেষ্ম-রক্তদুষ্টিকারক, লঘু, লেখন (পিণ্ডীকৃত শ্লেষ্মাদির অপনয়ন কারক), উষ্ণ, বহিঃশীত (স্পর্শে শীতল), ক্লেদজনক, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণবীর্য্য, সারক, শুক্র, বিবন্ধ (মলাদিবিবদ্ধতা, আনাহ ও দৃষ্টির নাশক, রোম ও দন্তের হর্ষজনক এবং নেত্র ও ভ্রূর সঙ্কোচজনক ॥ ১৭৭ । ১৭৮ ॥

অতি সেবিত অম্লরসের ফল—অম্লরস অতি সেবিত হইলে ভ্রমরোগ, তৃষ্ণা, দাহ, তিমির রোগ (নেত্ররোগবিঃ), জ্বর, কণ্ডূ, পাণ্ডু, বীসর্প, শোথ, বিস্ফোটক ও কুষ্ঠ জন্মে ॥ ১৭৯ ॥

লবণ রসের গুণ—লবণরস—শোধন (বমন বিরেচনকারক), রুচিজনক, পাচক, কফপিত্তজনক, পুরুষত্ব ও বাতনাশক, দেহের শৈথিল্য ও মৃদুতাকারক, বলনাশক, মুখে জলবর্দ্ধক এবং কপোল ও গলদেশের দাহকারক ॥ ১৮০ ॥

অতি সেবিত লবণরসের ফল—লবণরস অতি সেবিত হইলে অক্ষিপাক, রক্তপিত্ত, কোঠ (গাত্রে বোল্‌তাদংশনজনিত শোথবৎ স্ফীতি) ও ক্ষতাদি জন্মে। এবং বলী-পলিত-খাদিত্য-কুষ্ঠ-বীসর্প ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয় ॥ ১৮১ ॥

কটুরসের গুণ—কটুরস—উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য, বিশদ, বাতপিত্তজনক, শ্লেষ্মনাশক, লঘু, আগ্নেয় (অগ্ন্যংশ বহুল), ক্রিমি ও কণ্ডূনিবারক, বিষঘ্ন, শুক্র ও স্তন্যহারক, মেদঃ ও স্থৌল্যাপকর্ষক, অশ্রুজনক, নাসিকা-মুখ-নেত্র ও জিহ্বাগ্রের উদ্বেজক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিপ্রদ, নাসিকাশোষক, ক্লেদ-মেদঃ-বসা-মজ্জা-মল ও মূত্রের শোষক, স্রোতঃসকলের প্রকাশক, রুক্ষ, মেধ্য ও মল বিবন্ধকারক ॥ ১৮২—১৮৪

অতি সেবিত কটুরসের ফল—কটুরস অতি সেবিত হইলে ভ্রম, দাহ, মুখ তালু ও ওষ্ঠের শোষ, কণ্ঠাদির পীড়া, মূর্চ্ছা ও অন্তর্দাহ উপস্থিত হয় এবং বল ও কান্তি বিনষ্ট হয় ॥ ১৮৫ ॥

তিক্তরসের গুণ—তিক্তরস—শীতবীর্য্য, তৃষ্ণা-মূর্চ্ছা-জ্বর-পিত্ত ও কফনিবারক, ক্রিমি-কুষ্ঠ-বিষ-উৎক্লেদ (উপস্থিত বমনত্ব)-দাহ ও রক্তদুষ্টিজনিত রোগ নাশক, রুচিজনক কিন্তু স্বয়ং অরোচিষ্ণু, কণ্ঠ ও স্তন্য বিশোধক, বাতবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, নাসাশোষক, রুক্ষতা জনক ও লঘু।

টীকা। "রুচ্য"—অন্যবস্তুতে রুচি উৎপাদক। "স্বয়ং অরোচিষ্ণু"—যেমন নিম্ব স্বয়ং রোচে না, কিন্তু অন্য বস্তুতে রুচি জন্মাইয়া দেয় ॥ ১৮৬ । ১৮৭

অতি সেবিত তিক্তরসের ফল—তিক্তরস অতি সেবিত হইলে শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ, শ্রান্তি, কম্প, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয় এবং বল ও শুক্রের ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১৮৮ ॥

কষায়রসের গুণ—কষায়রস—রোপণ, গ্রাহী (মলসংগ্রাহক), স্তম্ভন, শোধন, লেখন, পীড়ন, সৌম্য, শোষণ, বাতকোপন, কফ শোণিত ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু, ত্বকের বৈমল্যকারক, আমের স্তম্ভন, বিশদ, জিহ্বার জড়তাকারক এবং কণ্ঠ ও স্রোতঃ সকলের বিবদ্ধতাকারক।

টীকা। "রোপণ"—ক্ষতের পূরণ কারক। "স্তম্ভন"—গাত্রের স্তব্ধতাকারক। "শোধন"—ক্ষতের শুদ্ধিকারক। "লেখন"—ক্ষতাদির উৎপন্ন মাংসের অপনয়নকারক। "পীড়ন"—হৃদয়ের পীড়ক। "সৌম্য"—সোম পদার্থ হইতে উৎপন্ন। "শোষণ"—ক্ষত ও মজ্জাদির শোষণ কারক ॥ ১৮৯ । ১৯০

অতি সেবিত কষায় রসের ফল—কষায় রস অতি সেবিত হইলে অঙ্গগ্রহ আধ্মান হৃৎপীড়া ও আক্ষেপকাদি রোগ উপস্থিত হয় ॥ ১৯১

মধুরাদি রস সকলের অপর বিশেষ—পুরাতন শালি ও যব, এবং মুগ, গোধূম, মধু, চিনি ও জাঙ্গলমাংস ভিন্ন অপর সমস্ত মধুর দ্রব্যই প্রায় শ্লেষ্মজনক। আমলকী ও দাড়িম ভিন্ন অন্য সমস্ত অম্লদ্রব্যই প্রায় পিত্তকর। সৈন্ধবলবণ ভিন্ন অন্য সমস্ত লবণই প্রায় নেত্রের অহিত কর। শুঁঠ, পিপুল, রসুন, পটোল ও গুলঞ্চ ভিন্ন অন্য তাবৎ কটুরসদ্রব্যই এবং তিক্তরস দ্রব্যও অবৃষ্য ও বাতপ্রকোপক। চরকেও উক্ত হইয়াছে—"পিপুল ও শুঁঠ বৃষ্য (বলকারক) কিন্তু অন্যান্য কটুরস অবৃষ্য। হরীতকী ভিন্ন অন্য কষায় দ্রব্য "স্তম্ভন"। মধুরাদি ছয় রসের গুণসকল সামান্যতঃ নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু সংযোগ দ্বারা উহাদের অন্য গুণোদয় হয়। যেমন মধু ঘৃতের সহিত সমভাগে সংযুক্ত হইলে উহা বিষগুণ প্রাপ্ত হয়। সর্পদষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে স্থাবর বিষ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯২—১৯৭

অথ গুণ—লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ এইগুলি যথাক্রমে আকাশের, পৃথিবীর, জলের, বায়ুর ও অগ্নির গুণ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ আকাশের গুণ লঘু, পৃথিবীর গুণ গুরু, জলের গুণ স্নিগ্ধ, বায়ুর গুণ রুক্ষ এবং অগ্নির গুণ তীক্ষ্ণ ॥ ১৯৮

লঘ্বাদি বিশিষ্ট দ্রব্য সকলের গুণ।

লঘুদ্রব্য—অতিহিতকর, ইহা কফঘ্ন ও শীঘ্র পাকি। গুরুদ্রব্য—বাতনাশক, পুষ্টিকারক ও শ্লেষ্মজনক, ইহা চিরপাকি অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

টীকা। এস্থলে লঘুশব্দে লঘুদ্রব্য এবং গুর্ব্বাদিশব্দে গুর্ব্বাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্যই বুঝিতে হইবে। এস্থলে গুর্ব্বাদি শব্দে যে গুর্ব্বাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্য, তাহার প্রমাণ এই—শাস্ত্রে উক্ত আছে—"রসাশ্রয় পৃথিব্যাদি দ্রব্যে এবং সাহচর্য্য হেতু রসসকলে গুর্ব্বাদিগুণের ব্যপদেশ হইয়া থাকে" ॥ ১৯৯

স্নিগ্ধদ্রব্য—বাতহারক, শ্লেষ্মকারক, বৃষ্য ও বলকর। রুক্ষদ্রব্য—অত্যন্ত বাতকর ও কফহর। তীক্ষ্ণদ্রব্য—পিত্তজনক, লেখন ও কফবাতহারক।

সুশ্রুত গ্রন্থে বিংশতি প্রকার গুণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল গুণ বর্ণন করিতেছি শুন। গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, স্থির, সর, পিচ্ছিল, বিশদ, শীত, উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ, স্থূল, সূক্ষ্ম, দ্রব, শুষ্ক, আশু ও মন্দ। এই বিংশতি প্রকার গুণের মধ্যে গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ পাঁচটি গুণের বর্ণন ইতঃপূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এক্ষণে অন্য গুণগুলির ব্যাখ্যা করিব। যথা—শ্লক্ষ্ণগুণ—স্নেহ ও কাঠিন্য বিনাও চিক্কণ অর্থাৎ দ্রব্যে স্নেহপদার্থ না থাকিলেও এবং তাহা কঠিন হইলেও যদি তাহাতে শ্লক্ষ্ণগুণ থাকে তাহা হইলে সেই দ্রব্য চিক্কণ হয়। স্থিরগুণ—বায়ু ও মলের স্তব্ধতাকারক। সরগুণ—বাত ও মলের প্রবর্ত্তক। পিচ্ছিলগুণ—তন্তুল, বলকারক, সন্ধান (ভগ্নের সংযোজক), শ্লেষ্মকর ও গুরু। বিশদগুণ—ক্লেদনাশক ও ক্ষত রোপণ। শীতগুণ—হ্লাদন (সুখজনক), স্তম্ভী (রক্তাদির অতিস্রাবাদি রোধক), মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম ও দাহ নাশক। উষ্ণগুণ—শীত গুণের বিপরীত, ইহা ব্রণাদির পাচক। (টীকা। মৃদু ও কর্কশ গুণ প্রসিদ্ধ, অতএব ইহার বিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক।) স্থূলগুণ—দেহের স্থূলতাজনক এবং স্রোতঃ সকলের অবরোধ কারক। সূক্ষ্মগুণ—যে গুণ শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রে প্রবেশ করে, তাহাকে সূক্ষ্মগুণ কহা যায়। দ্রবগুণ—ক্লেদজনক ও ব্যাপনশীল শুষ্কগুণ—দ্রবগুণের বিপরীত। আশুগুণ—আশুকারী অর্থাৎ ইহা শরীরে শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করে। জল নিক্ষিপ্ত তৈলের ন্যায় ইহা ক্ষণমধ্যে সমস্ত দেহে ধাবিত হইয়া থাকে। মন্দগুণ—ইহা সকল কার্য্যেই শিথিল, এই গুণ অল্প বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২০০—২০৮

গুণপ্রসঙ্গে দীপনাদি গুণ সকলও লক্ষণের সহিত বর্ণন করিব।

দীপন—যাহা অগ্নির দীপ্তি করে অথচ আমের পরিপাক করে না ; তাহাকে দীপনগুণ কহা যায়। যেমন মৌরী। (কোন মতে জটামাংসী)।

পাচন—আর যাহা আমের পাক করে কিন্তু অগ্নির দীপ্তি করে না, তাহাকে পাচন গুণ বলা যায়। যেমন নাগকেশরবৎ দ্রব্য। চিতা, দীপন ও পাচন উভয় গুণশালী।

টীকা। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে—যাহা অগ্নির দীপ্তি করে, তাহা আমকে কেন পরিপাক করে না। উত্তর—যাহা ভোজনে ইচ্ছা উৎপাদন করে ; কিন্তু আম পাক করিতে সমর্থ হয় না, দীপনদ্রব্য তাবৎ পরিমিত অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে। যেমন সূক্ষ্ম দীপাগ্নি দীপ্তি করে, কিন্তু তাহা বৃহৎ স্থালীস্থ তণ্ডুল সকলকে পাক করিয়া অন্নে পরিণত করিতে পারে না। আরও প্রশ্ন হইতে পারে—যাহা অগ্নির দীপ্তি করে না, তাহা আমকে কি প্রকারে পাক করিতে সমর্থ হয় ? উত্তর—পাচন দ্রব্য অগ্নির দীপ্তি না করিয়াও আমকে পাক করে। যেমন—অগ্ন্যাধানীস্থ (চুল্লীস্থ) অঙ্গারসমূহ অন্ন পাক করে, অথচ তাহা দীপবৎ চতুর্দ্দিক প্রদীপ্ত করিতে পারে না ॥ ২০৯

শমন—যাহা বাতাদি দোষত্রয়কে শোধন করে না, অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধো মার্গ দিয়া নিঃসারণ করে না, সমভাবাপন্ন দোষ সকলকেও বর্দ্ধিত করে না। বিষম দোষ সকলকে সমভাবাপন্ন করে, তাহাকেই শমন কহা যায়। যেমন গুলঞ্চ ॥ ২১০

অনুলোমন—যাহা অপক্ক মলের (বায়ু, পিত্ত, কফের) পাক করিয়া এবং বন্ধ (বায়ু বন্ধ) ভেদ করিয়া মলকে অধঃপাতিত করে, তাহাকে অনুলোমন কহে। যথা হরীতকী ॥ ২১১

স্রংসন—যাহা কোষ্ঠে সংশ্লিষ্ট-পক্তব্য মলাদিকে পাক না করিয়াই অধঃপাতিত করে, তাহাকে স্রংসন কহে। যেমন কৃতমাল (সোন্দালু)।

টীকা। "মলাদিকে"—আদি শব্দে কফ ও পিত্তকেও বুঝিতে হইবে ॥ ২১২

ভেদন—যাহা অবদ্ধ বা বদ্ধ এবং মলদ্বারা (বায়ু দ্বারা) পিণ্ডীকৃত মলকে ভাঙ্গিয়া অধঃপাতিত করে, তাহাকে ভেদন কহে। যেমন—কটুকী।

টীকা। "অবদ্ধ"—শিথিল। "বদ্ধ"—গাঢ়! "মল দ্বারা"—মলশব্দে বাতাদি দোষ, কিন্তু এস্থলে বাতাদি দোষের মধ্যে কেবল বায়ুকেই বুঝিতে হইবে। বহুবচনান্ত মল শব্দের প্রয়োগ কেবল আধিক্য বোধনার্থই জানিবে। "পিণ্ডিত" অর্থাৎ বায়ু দ্বারা গুটিকীকৃত ॥ ২১৩

রেচন—যাহা পক্ক বা অপক্ক মলাদিকে দ্রবীভূত করিয়া রেচন করে (অধোনিঃসারণ করে), তাহাকে রেচন বলা গিয়া থাকে। যেমন তেউড়ী ॥ ২১৪

বমন—যাহা অপক্ক পিত্ত শ্লেষ্মা ও অন্নকে উৰ্দ্ধে নয়ন করে অর্থাৎ মুখমার্গ দিয়া নিঃসারণ করে, তাহাকে বমন কহে। যেমন মদন ফল (ময়না ফল) ॥ ২১৫

দেহসংশোধন—যাহা মলসঞ্চয়কে অবস্থিতি-স্থান হইতে উৰ্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া বহির্নয়ন করে, তাহাকে দেহ সংশোধন কহে। যেমন দেবদালী-ফল (ঘোষাফল) ॥ ২১৬

গ্রাহী—যাহা দীপন ও পাচন এবং উষ্ণত্ব হেতু দ্রব শোষক, তাহাকে গ্রাহী বলে। যেমন শুঁঠ জীরা ও গজপিপ্পলী ॥ ২১৭

স্তম্ভন—রুক্ষত্ব, শীতত্ব, কষায়ত্ব ও লঘুপাকিত্ব হেতু যাহা বাতকৃৎ হয়, তাহাকে স্তম্ভন কহা যায়। যেমন বৎসক (ইন্দ্রযব বা কুড়চী) ও টুণ্টুক (শোনা গাছ) ॥ ২১৮

ছেদন—যাহা সংশ্লিষ্ট কফাদি মলকে বলপূৰ্ব্বক উন্মূলন করে, তাহাকে ছেদন কহে। যেমন ক্ষার (যবক্ষারাদি), মরিচ এবং শিলাজতু ॥ ২১৯

লেখন (কৃশীকারক)—যাহা দেহের ধাতু বা মলপদার্থকে বিশোষণ করিয়া উল্লিখিত করে অর্থাৎ কৃশীকৃত করে, তাহাকে লেখন কহে। যেমন মধু, উষ্ণজল, বচ ও যবক্ষার ॥ ২২০

বাজীকর—যে দ্রব্যদ্বারা স্ত্রীতে হর্ষ (অতি রমণোৎসাহ) জন্মে, তাহাকে বাজীকর কহে। যেমন অশ্বগন্ধা, তালমূলী, শর্করা ও শতমূলী ॥ ২২১

শুক্রল—যদ্দ্বারা শুক্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্রল কহে। যেমন গোরক্ষ চাকুলে ও আলকুশীবীজ ॥ ২২২

শুক্রের জনক ও রেচক—দুগ্ধ-মাষকলাই ভেলাফলের মজ্জা ও আমলকীফল, ইহারা শুক্রের জনক ও রেচক।

টীকা। দুগ্ধাদি দ্রব্য নিজ প্রভাব গুণে (অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে) শীঘ্রই রসাদি উৎপাদন পূৰ্ব্বক শুক্র জন্মায় এবং সেই বৰ্দ্ধিত শুক্রের রেচন করিয়া থাকে ॥ ২২৩

স্ত্রীলোক শুক্রের প্রবর্ত্তনকারিণী, বৃহতীফল শুক্রের রেচক (প্রবর্ত্তক)। জাতীফল (জায়ফল) শুক্রের স্তম্ভক। কলিঙ্গফল (তরমুজ) শুক্রের ক্ষয়কারী।

টীকা। স্ত্রীলোক শুক্রের প্রবর্ত্তনকারিণী অর্থাৎ স্ত্রীলোকের স্মরণ, কীৰ্ত্তন, দর্শন, সম্ভাষণ, স্পর্শন, চুম্বন, আলিঙ্গন ও মৈথুন এই সকল দ্বারা বা ইহাদের কোনটি দ্বারা শুক্রের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে ॥ ২২৪

রসায়ন—যাহা জরা-ব্যাধিনাশক, তাহাকেই রসায়ন বলিয়া জানিবে। যেমন হরীতকী, দন্তী, গুগ্‌গুলু ও শিলাজতু ॥ ২২৫

ব্যবায়ি—সেবন মাত্রেই যে দ্রব্য সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অর্থাৎ সমস্ত শরীরে নিজ ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া শেষে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ব্যবায়ি দ্রব্য কহে। যেমন ভাং ও আফিং।

টীকা। অন্যদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শরীরে নিজগুণ প্রদর্শন করে; কিন্তু ব্যবায়িদ্রব্য অপক্কই স্বকীয় গুণদ্বারা সকল শরীর ব্যাপিয়া শেষে পরিপাক প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৬

বিকাশি—যাহা ধাতুসমূহ হইতে অর্থাৎ সকল শরীরস্থ বীর্য্য সমূহ হইতে ওজঃ পদার্থকে (উপধাতু বিশেষকে) বিশোষণ পূৰ্ব্বক সন্ধিবন্ধ সকলকে শিথিল করে, তাহাকে বিকাশি কহা যায়। যেমন পূগফল (সুপারী) ও কোদ্রব (কোদ্‌ধান্য) ॥ ২২৭

মদকারি—যে দ্রব্য বুদ্ধিকে লোপ করে, তাহাকে মদকারি বা মাদক দ্রব্য কহে। মদকারি দ্রব্য তমোগুণ বহুল। যেমন মদ্য ও সুরাদি ॥ ২২৮

বিষ—ব্যবায়ি, বিকাশি, শ্লেষ্মনাশক, মদকারক, আগ্নেয়, জীবিতহারক ও যোগবাহি।

টীকা। "ব্যবায়ি"—সকল শরীরে গুণ ব্যাপন পূৰ্ব্বক পাকগমনশীল। "বিকাশি" ওজঃ শোষণ পূৰ্ব্বক সন্ধিবন্ধ শিথিলকরণশীল। "মদাবহ"—তমোগুণাধিক্যে বুদ্ধিবিধ্বংসক। "আগ্নেয়"—অধিকাগ্নিগুণ। "যোগবাহি"—সংসর্গিগুণগ্রাহক। এস্থলে বিষ লক্ষ্য পদার্থ। দৃষ্টান্ত যেমন বৎসনাভ

(স্থাবরবিষভেদ কাটবিষ) ও সক্তুকাদি (বিষ বিশেষ) ॥ ২২৯

প্রমাথি—যে দ্রব্য নিজ বীর্য্য দ্বারা স্রোতঃ সমূহ হইতে বাতাদি দোষ সঞ্চয় নিরস্ত করে, তাহাকে প্রমাথি কহে। যেমন মরিচ, বচ ॥ ২৩০

অভিষ্যন্দি—পিচ্ছিলতা ও গুরুতা হেতু যে দ্রব্য রসবহ-শিরাসমূহকে রুদ্ধ করিয়া শরীরে গুরুতা জন্মাইয়া থাকে, তাহাকে অভিষ্যন্দি কহে। যেমন দধি ॥ ২৩১

বিদাহি—যাহা ভোজন করিলে অম্লোদ্‌গার, তৃষ্ণা ও হৃদয়ে দাহ উৎপাদন করে এবং বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিদাহি কহে ॥ ২৩২

যোগবাহি—যে দ্রব্য অন্য কোন দ্রব্যের সহিত পচ্যমান হইলে সেই সংসর্গিদ্রব্যের গুণ সকল গ্রহণ করে, তাহাকে যোগবাহি কহে। যেমন মধু, জল, তৈল, ঘৃত, পারদ ও লৌহাদি ॥ ২৩৩

অথ বীর্য্য—জগতে উষ্ণ ও শীত গুণের আধিক্য হেতু পণ্ডিতগণ বীর্য্যকে দ্বিবিধ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যে হেতু ত্রিভুবন সমস্ত অগ্নিষোমীয়ই দেখা যায়। দ্বিবিধ বীর্য্য, যথা—উষ্ণবীর্য্য ও শীতবীর্য্য ॥ ২৩৪

বীর্য্যগুণ—উষ্ণবীর্য্য বায়ু ও শ্লেষ্মাকে নাশ করে, পিত্তকে বাড়ায় এবং জরা আনয়ন করে। শীতবীর্য্য বাতশ্লেষ্ম রোগ সকল উৎপাদন করে। এবং পিত্তকে অত্যন্ত হ্রাস করিয়া থাকে।

বীর্য্য সম্বন্ধে অন্যবচন। উষ্ণবীর্য্য ভ্রম, তৃষ্ণা, গ্লানি, স্বেদ ও দাহ জন্মায়, শীঘ্র পাক করে এবং বায়ু ও কফের প্রশম করিয়া থাকে। শীতবীর্য্য—আহ্লাদ জনক, জীবনহিত, স্তব্ধতাকারক ও রক্তপিত্তের বৈমল্যজনক ॥ ২৩৫। ২৩৬

অথ বিপাক—জিহ্বাগ্রাহ্য মধুরাদি রস সকল জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, পরিপাকান্তে তাহাদের যে রসান্তর উৎপন্ন হয়, সেই রসান্তরকেই বিপাক রস বলিয়া জানিবে। মিষ্ট ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্ল রসের বিপাক অম্ল এবং কটু তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু, হইয়া থাকে।

টীকা।—বিপাক সম্বন্ধে বাগ্‌ভট কহিয়াছেন—রস সকলের পাক (বিপাক) ত্রিধা হয়, যথা—মধুর বিপাক, অম্লবিপাক ও কটুবিপাক। "কটু, তিক্ত, কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে" এখানে প্রায়ঃ শব্দে বুঝিতে হইবে—অনেক স্থলে ইহার ব্যভিচারও ঘটিয়া থাকে;—যেমন ব্রীহি স্বাদু, কিন্তু বিপাকে ইহা অম্ল হয়; হরীতকী কষায় রস কিন্তু ইহা পাকে মধুর হইয়া থাকে, শুঁঠ কটু কিন্তু ইহা মধুরবিপাক ইত্যাদি ॥২৩৭।২৩৮

বিপাক সকলের গুণ—মধুর বিপাক শ্লেষ্মকারক ও বাতপিত্ত নাশক। অম্লবিপাক পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মরোগ নাশক। কটুবিপাক বাতজনক ও কফপিত্ত নাশক। বিপাক রসের এই বিশেষ নিদর্শিত হইল ॥ ২৩৯। ২৪০

অথ প্রভাব—তুল্য রসাদি বিশিষ্ট বস্তু সকলের মধ্যে কোন কোন বস্তুতে যে ভিন্ন কর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা সেই বস্তুর প্রভাবজ বলিয়া জানিবে। যেমন চিতার সহিত দন্তী, রসাদি সকল বিষয়ে তুল্য হইলেও দন্তী বিরেচক কিন্তু চিতা বিরেচক নহে। মৌল ফলের সহিত মৃদ্বীকা (মুনক্কা) এবং দুগ্ধের সহিত ঘৃত, রসাদি বিষয়ে তুল্য হইলেও মৃদ্বীকা ও ঘৃত অগ্নির দীপক, কিন্তু মৌলফল ও দুগ্ধ অগ্নিদীপক নহে। লকুচফলের (ডেলোমাঁদার ফলের) সহিত আমলকী ফল রসাদি বিষয়ে সমান হইলেও আমলকী ত্রিদোষ নাশক, কিন্তু লকুচফল নহে। এইরূপ কর্ম্ম বৈশিষ্ট্য,দ্রব্যের প্রভাব বশতই হইয়া থাকে জানিবে। কোন স্থলে দ্রব্য স্বয়ংই কর্ম্ম করে, কোন স্থলে প্রভাবদ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করে। যেমন শিরোবদ্ধ সহদেবী মূল জ্বর নাশ করে।

টীকার ব্যাখ্যা। নানা ঔষধির সংযোগ স্থলে ফলের প্রতি স্বভাবই আশ্রয়ণীয়, সে স্থলে রসাদি উপহেতু বিচার কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—যে সকল ঔষধের গুণ প্রসিদ্ধ, প্রয়োগ বিষয়ে সে সকল ঔষধের বিচার বা চিন্তা করিবার কোন আবশ্যক নাই, তাহা শাস্ত্রোপদেশানুসারে প্রয়োগ করিবে। কারণ স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ঔষধ সকলের লক্ষণ ও ফল প্রত্যক্ষ। পণ্ডিত ব্যক্তি নানা ঔষধির সংযোগস্থলে রসাদি হেতু দ্বারা কদাচ ওষধি সকল পরীক্ষা করিবেন না। অর্থাৎ সেই ঔষধ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেমন উপদেশ আছে, বিনা বিচারে সেইমত কার্য্য করিবেন ॥২৪১—২৪৩

বিরুদ্ধ গুণশালি দ্রব্যের সংযোগে যে প্রবল সেই দুর্ব্বলকে জয় করে। বিপাক রসকে জয় করে; বীর্য্য, বিপাক ও রস উভয়কে জয় করে; এবং প্রভাব, বীর্য্য বিপাক ও রস তিনকেই জয় করিয়া থাকে ॥ ২৪৪

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মিশ্রপ্রকরণ পঞ্চম।

অথ দ্রব্যগুণপ্রকরণ।

অথ হরীতক্যাদি বর্গ।

রস-গুণ-বীর্য্য-বিপাক ও প্রভাবের স্বরূপ বর্ণন করিয়া কোন্ দ্রব্যে কোন্ রস, কোন্ গুণ, কোন্ বীর্য্য, কোন্ বিপাক ও কোন্ প্রভাব আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য দ্রব্যগত রসগুণ-বীর্য্য-বিপাক ও প্রভাব বলা হইতেছে।

প্রথমে **হরীতকীর উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ** বলা যাইতেছে।

একদা অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বস্থ (স্বভাবস্থিত) দক্ষ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কোন্ পদার্থ হইতে হরীতকীর উৎপত্তি এবং তাহা কতজাতি? হরীতকীতে কত প্রকার রস ও কতপ্রকার উপরস আছে, হরীতকী সকলের কত নাম আছে, তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণই বা কি? বর্ণই বা কিরূপ? গুণই বা কত আছে? কোন জাতীয় হরীতকী কোন্ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে? এবং কোন্ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াই বা কোন রোগ নাশ করে? হে ভগবন্! যথাপৃষ্ট আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অনুগৃহীত করুন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই বচন শুনিয়া দক্ষ প্রজাপতি হরীতকীর উৎপত্ত্যাদি বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিলেন—একদা দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত পান করিতেছিলেন, দৈবযোগে তাহা হইতে একবিন্দু অমৃত পৃথিবীতে পতিত হয়, সেই দিব্য অমৃত-বিন্দু হইতেই সপ্তজাতি হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে।

হরীতকীর নাম (১)—যথা—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়স্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী, এই গুলি হরীতকীর নাম অর্থাৎ পর্য্যায়।

হরীতকীর জাতি—যথা—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী এই সপ্তজাতি হরীতকী আছে।

হরীতকীর লক্ষণ—যথা—বিজয়া নামক হরীতকীর আকৃতি অলাবুর (লাউফলের) ন্যায় গোল। রোহিণী হরীতকী—গোলাকার। পূতনা হরীতকী সূক্ষ্ম, তাহার আঁটী বড়। অমৃতা হরীতকী মাংসল অর্থাৎ তাহার শাঁস অধিক। অভয়া নামক হরীতকী পঞ্চরেখা বিশিষ্ট। জীবন্তী হরীতকীর বর্ণ স্মবর্ণের ন্যায়। চেতকী হরীতকী ত্রিরেখা যুক্ত। সাত প্রকার হরীতকীর এই সাত প্রকার লক্ষণ অর্থাৎ আকৃতি।

কোন্ হরীতকী কোন্ রোগে প্রযোজ্য—বিজয়া হরীতকী সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য হইয়া থাকে। রোহিণী হরীতকী ব্রণে (ক্ষতে) হিতকর, ইহা দ্বারা ক্ষত পূরিয়া উঠে। পূতনা হরীতকী প্রলেপে প্রযোজ্য। অমৃতা হরীতকী শোধন কার্য্যে প্রশস্ত। অভয়া হরীতকী নেত্ররোগে হিতকর। জীবন্তী সর্ব্বরোগহারক। চূর্ণার্থে চেতকী প্রশস্ত। যে হরীতকী যে রোগে প্রশস্ত, তাহা সেই রোগে প্রয়োগ করিবে।

চেতকী দ্বিবিধ, যথা—শ্বেতবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা। শ্বেতবর্ণা চেতকী ষড়ঙ্গুল, কৃষ্ণবর্ণা চেতকী একাঙ্গুল।

কোন হরীতকীর আস্বাদনে, কোন হরীতকীর গন্ধ ঘ্রাণে, কোন হরীতকীর স্পর্শে এবং কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে। শিবা অর্থাৎ হরীতকী এই চারি প্রকারে বিরেচন করায়। মানব বা পশুপক্ষিমৃগাদি যে কোন প্রাণী চেতকীবৃক্ষের ছায়ায় গমন করে, তাহার তৎক্ষণাৎ ভেদ হয়। চেতকী হরীতকী হস্তে ধারণ করিয়া যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ বেগে ভেদ হইবে। চেতকী হরীতকীর প্রভাবেই যে এই রূপে ভেদ হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। তৃষ্ণার্ত্ত ও সুকুমার ব্যক্তিদিগের, কৃশব্যক্তিদিগের ও ঔষধদ্বেষি-ব্যক্তিদিগের পক্ষে চেতকী পরম প্রশস্ত, ইহা হিতকর ও সুখবিরেচনী।

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীভাষায় হরড়, হর্র, হড়; দাক্ষিণাত্য হিন্দীতে কল্‌রা, মহারাষ্ট্রীভাষায় হর্ত্তকী, বালহরড়ী, গুজরাটী ভাষায় হরড়ে, হিবজ; কর্ণাটী ভাষায় অনিলেয়প্রশসে, তৈলঙ্গী ভাষায় করকচেট্টু, উৎকল ভাষায় হরিড়া, করেড়া ও তামিল ভাষায় কড়কৈ, ফারসী ভাষায় হলৈলেকলাং জীরেজবী অসফর, হলৈলে জর্দ্দ, আরবীভাষায় এহলীলজ, কাবলী, অহলীজ অস্‌ফর, অহলীজ অসবদ। ইহার ইংরাজী নাম মাইরোবেলান্ Myrobalan। ব্ল্যাক মাইরোনেলান্, Black Myronalan. লাটীন্ ভাষায় নাম টার্‌মিনেলিয়া কেবলা Terminalia chebula.

সপ্তজাতি হরীতকীর মধ্যে বিজয়া হরীতকীই প্রধান। কারণ উহা সুখসেব্য, সুলভ ও সর্ব্বরোগেই প্রশস্ত।

হরীতকীতে লবণ রস ভিন্ন অন্য পাঁচটি রসই আছে, তবে কষায় রসই অধিক।

হরীতকী—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, মেধ্য (মেধাজনক), মধুর বিপাক, রসায়ন, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত), লঘুপাক, আয়ুষ্য (আয়ুর হিতকর), বৃংহণ (উপচয়কারক) ও অনুলোমন (মলাদির অধঃপ্রেরক)। হরীতকী সেবনে শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, জঠর, ক্রিমি, স্বরভেদ, গ্রহণী, বিবন্ধ (মলমূত্রাদির বিবন্ধতা), বিষমজ্বর, গুল্ম, উদরাধ্মান, তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, কণ্ডূ, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়।

হরীতকীতে মধুর, তিক্ত ও কষায় রস আছে বলিয়া উহা পিত্তনাশক ; কটু, তিক্ত ও কষায় রস আছে বলিয়া উহা কফনাশক ; অম্লরস আছে বলিয়া উহা বাতনাশক। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, হরীতকীতে যখন কটু ও অম্লরস আছে, তখন উহা পিত্তকারক বা বাতকারক না হয় কেন ? উত্তর—দ্রব্যের যে দোষহন্তৃত্ব প্রভাবে সিদ্ধ হয়, শিষ্যবোধনার্থ তাহাই হেতু দ্বারা প্রকাশ করা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ হরীতকীর যে ত্রিদোষহন্তৃত্ব, তাহা হরীতকীর প্রভাব বশতই হইয়া থাকে। তবে যে পূর্ব্বে বলা হইল, মধুরাদি রস থাকায় উহা পিত্তনাশক, কটুতিক্তাদি রস থাকায় উহা কফনাশক এবং অম্লরস আছে বলিয়া উহা বাতনাশক, তাহা কেবল শিষ্যবোধনার্থই জানিবে, অর্থাৎ ঐ ঐ রসেরও যে ঐ ঐ দোষ নাশ করিবার শক্তি আছে, শিষ্যকে তাহাই বুঝাইবার জন্য হেতু দ্বারা হরীতকীর দোষহন্তৃত্ব প্রকাশ করা গিয়াছে। যখন সমান গুণান্বিত দ্রব্যদিগেরও আশ্রয়ভেদে ভিন্ন কর্ম্ম দৃষ্ট হয় ; তখন আর হরীতকীস্থিত কটু ও অম্লরস যে কেন পিত্তকৃৎ ও কেন বাতকৃৎ না হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করিবারই প্রয়োজন নাই। অম্ল ও কটুরস পিত্ত ও বাতজনক হইলেও আশ্রয় বিশেষে উহারা কর্ম্ম বিশেষ করিয়া থাকে। যেমন আমলকী ও লকুচফল (ডেলোফল) রসাদিতে তুল্য হইলেও উহাদের কর্ম্ম তুল্য নহে।

হরীতকীর মজ্জায় স্বাদুরস, স্নায়ুতে (শিরা সকলে) অম্লরস, বৃন্তে তিক্ত রস, ত্বকে কটুরস এবং অস্থিতে (আঁটিতে) কষায় রস অবস্থিতি করে।

যে হরীতকী নূতন স্নিগ্ধ ঘন (নিরেট) গোল গুরু (ভারী) এবং যাহা জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়, সেই হরীতকীই প্রশস্ত ও গুণপ্রদ। যে হরীতকীফলে নূতনত্বাদি সমস্ত গুণগুলিই আছে এবং যাহাতে দ্বিকর্ষতা আছে, অর্থাৎ যাহার পরিমাণ দুইটী বহেড়ার সমান, সেই হরীতকীই শ্রেষ্ঠা।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি করে, শিলায় পেষণ করিয়া খাইলে মল শোধন করে, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল: সংগ্রহ করে, ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষ নাশ করে। ইহা বুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করে, পিত্ত, কফ ও বায়ুর নির্ম্মূল করে এবং মূত্র, পুরীষ ও মল পদার্থ সকলের রেচন করে, হরীতকী ভোজনের সহিত সেবিত হইলে অন্নপানকৃত দোষসমূহকে এবং ভোজনের উপরি সেবন করিলে বাতপিত্তকফোদ্ভব দোষ সকলকে আশু বিনষ্ট করে। লবণের সহিত সেবন করিলে কফ, শর্করার সহিত সেবন করিলে পিত্ত, ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বাতজ রোগ এবং গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনাশ করে।

হরীতকীরসায়ন—যে ব্যক্তি রসায়নের গুণ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার বর্ষাদি ছয় ঋতুতে যথাক্রমে সৈন্ধবলবণ, চিনি, শুঁঠ, পিপুল, মধু ও গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্ত কালে শুঁটের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে রসায়নের ফল পাওয়া যায়।

পথপর্য্যটনে অতি ক্লিষ্ট ব্যক্তির, বলবর্জ্জিত ব্যক্তির, পিত্তপ্রধান ব্যক্তির, রুক্ষ ব্যক্তির, কৃশ ব্যক্তির, উপবাস কর্ষিত ব্যক্তির, গর্ভবতী স্ত্রীর এবং যাহার রক্ত মোক্ষণ করা হইয়াছে—তাহার হরীতকী সেবন করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১—৩৩

বহেড়ার নাম ও গুণ (১)—বিভীতক শব্দটি তিনলিঙ্গেই বর্ত্তে। অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয় এইগুলি বিভীতকের অর্থাৎ বহেড়ার নাম। বিভীতক—স্বাদুপাক, কষায়রস,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দী নাম বহেড়ে, তিনাস, বৈরা ও বহেড়া। মহারাষ্ট্রী নাম বহেড়া ধাটীংগবৃক্ষ। কর্ণাটী নাম তোড়ে। তৈলঙ্গী নাম বল্লা তাঁড়েচেট্টু। তামিল নাম তনি,

কফপিত্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য, হিমস্পর্শ, ভেদক, কাসনাশক, রুক্ষ, নেত্রহিত, কেশ্য (কেশহিত), ক্রমি ও স্বরভেদনাশক। বিভীতকের মজ্জা—তৃষ্ণা, বমি ও কফবাতনাশক, লঘু, মদকারক এবং কষায় রস। আমলকীর মজ্জারও এই সকল গুণ আছে ॥৩৪—৩৬

আমলকীর নাম ও গুণ (১)—আমলকী-শব্দ তিনলিঙ্গেই বর্ত্তে। ধাত্রী, তিষ্যফলা ও অমৃতা এই তিনটি আমলকীর নামান্তর। হরীতকীর যে যে গুণ, আমলকীরও সেই সেই গুণ আছে। বিশেষ এই—ইহা রক্তপিত্ত ও মেহ নাশক, অতি বৃষ্য ও রসায়ন। আমলকী অম্লত্বগুণে বায়ুনাশ করে; মধুরতা ও শীতলতাগুণে পিত্তনাশ করে, রুক্ষত্ব ও কষায়ত্বগুণে কফনাশ করে, অতএব আমলকী ত্রিদোষনাশক। যে যে ফলের যাদৃশ বীর্য্য, সেই সেই ফলের মজ্জার বীর্য্যও তাদৃশ নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৩৭—৪০

ত্রিফলার নাম লক্ষণ ও গুণ—হরীতকী বহেড়া ও আমলকী এই তিন ফল সমপরিমাণে একত্র যোজিত হইলে তাহাকে ত্রিফলা বা ফলত্রিক কহা যায়। ত্রিফলা অতি গুণশালী পদার্থ। ইহা—কফপিত্ত নাশক, মেহকুষ্ঠহন্তা, সারক, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত), অগ্নিদীপক, রুচিকারক ও বিষমজ্বর নাশক ॥ ৪১। ৪২

শুঁঠের নাম ও গুণ—(২) শুণ্ঠী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের ও মহৌষধ এই গুলি শুঁঠের নাম। শুঁঠ—রুচিকারক, আমবাত নাশক, পাচক, কটুরস, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাকে মধুর, বাতকফের বিবদ্ধতা নাশক, বৃষ্য ও সারক (পাঠান্তরে—স্বরহিত)। ইহা বমি, শ্বাস, শূল, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ, অর্শঃ, শোথ, আনাহ ও জঠর-বায়ু নাশ করে। অগ্নিগুণবহুল সুতরাং জলাংশপরিশোষণশীল যে দ্রব্য মলকে সংগ্রহ করে অর্থাৎ পাতলা মলের জলায়াংশ শোষণ করিয়া মলকে গাঢ় করে, তাহাকে গ্রাহিদ্রব্য কহা যায়। যেমন শুণ্ঠ্যাদি। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—যে শুণ্ঠী বিবন্ধভেদ করে, তাহা কি প্রকারে গ্রাহিণী হইবে? উত্তর—দ্রব্যের প্রভাবে যখন কর্ম্মান্যত্ব হয়, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে—বিবন্ধ ভেদে শুণ্ঠীর শক্তি আছে, মলপাতনে শক্তি নাই ॥ ৪৩—৪৭

আদার নাম ও গুণ (৩)—আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা এই গুলি আদার নামান্তর। আদা—ভেদক, গুরুপাক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, রসে কটু, পাকে মধুর, রুক্ষ ও বাতকফনাশক। এতদ্ভিন্ন শুণ্ঠীতে যে সকল গুণ কথিত হইয়াছে, আদাতেও সেই সমস্ত গুণ আছে। ভোজনের অগ্রে সৈন্ধব লবণসংযুক্ত আর্দ্রক ভক্ষণ সর্ব্বদা হিতকারী। ইহা অগ্নিসন্দীপক, রুচিজনক, জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশোধক। কুষ্ঠরোগে, পাণ্ডুরোগে, মূত্রকৃচ্ছ্রে, রক্তপিত্তে, ব্রণজ (ক্ষতজ) জ্বরে, দাহে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আদা ভক্ষণ প্রশস্ত নহে ॥ ৪৮—৫১

পিপুলের নাম ও গুণ (৪)—পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা এই গুলি

তণ্ডি ও তোতণ্ডি। গুজরাটী নাম বেড়াং। ফারসীতে বলেংলে, আরবীতে বলেলজ। ইংরাজী নাম Beleric Myrobalan বেলেরিক মাইরোবেলান। লাটিন ভাষায় টারমিনেলিয়া বেলিরিকা Terminalia Belirica.

(১) দেশভেদে নামভেদ; ইহার হিন্দী নাম অণোরা, আমলা, মহারাষ্ট্রীয় নাম আম্বলে, কর্ণাটী নাম নেল্লি ও উৎকলদেশীয় নাম অণ্ডা। গুজরাটী নাম আম্বলা, তৈলঙ্গী নাম উসরকায়। ফরাসী ভাষায় আম্লজ্জং; আরবী ভাষায় অম্‌লজ। ডাক্তারি নাম এম্বিলিকা ওফিসিনেলিস্ Emblica Officinalis. লাটিন ভাষায় ফিলেন্থস্ এমব্লিকা Phylanthus Amblica.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীভাষায় সোঁঠ ও শুণ্ঠী মহারাষ্ট্রে সুংঠ, গুজরাটে শুণ্ঠ্য, কর্ণাটে শুংঠি, তৈলঙ্গে শোন্ঠী ও ফারসীতে জঞ্জবীল বলে। ডাক্তারীনাম ড্রাই জিঞ্জিবার Dry Gingiber.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে আদরখ্, মহারাষ্ট্রে আলে, কর্ণাটে অল্ল ও অদ্রকা, গুজরাটী ভাষায় আদু, তৈলঙ্গী ভাষায় অল্লং; ফারসী ভাষায় জিংজিবিলরতব, আরবী ভাষায় জিঞ্জিবিলতর। ডাক্তারী নাম Jinger root. জিঞ্জার রুট। জিঞ্জিবার অফিসিনেলি।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপল, পীপর, মহারাষ্ট্রে পিম্পলী, কর্ণাটে হিপ্পলী, তৈলঙ্গে পিপ্পলু, পিপ্পলীচেট্ট,, বোম্বাইয়ে

পিপুলের পর্য্যায় অর্থাৎ নাম। পিপুল—অগ্নিদীপক, বৃষ্য, পাকে মধুর রস, রসায়ন, অনুষ্ণ (ঈষদুষ্ণ), কটুরস, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘুপাক ও রেচক। ইহা—শ্বাস, কাস, উদর রোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল ও আমবাত নাশ করে। আর্দ্র পিপুল(কাঁচা পিপুল)কফপ্রদ, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর গুরুপাক ও পিত্তপ্রশমক। কিন্তু শুষ্ক পিপুল পিত্তপ্রকোপক। মধুসংযুক্ত পিপুল মেদ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নাশ করে। তাহা বৃষ্য মেধ্য ও অগ্নিবর্দ্ধক। জীর্ণজ্বরে ও অগ্নিমান্দ্যে গুড় সংযুক্ত পিপ্পলী হিতকর। গুড়সংযুক্ত পিপ্পলী কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও কৃমিরোগ নাশ করে। পিপুল চূর্ণের পরিমাণ যত, গুড় তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে, ইহাই ভিষগ্‌দিগের মত ॥ ৫২—৫৭

মরিচের নাম ও গুণ (১)—মরিচ, বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ ও ধর্ম্মপত্তন এই গুলি মরিচের নাম। মরিচ, কটু (ঝাল), তীক্ষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কফবাতনাশক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, রুক্ষ, শ্বাস, শূল ও কৃমি নাশক। আর্দ্র মরিচ—পাকে মধুর, নাত্যুষ্ণকটুক, গুরুপাক, কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণ, শ্লেষ্মপ্রসেকি ও অপিত্তল (অল্পপিত্তকর) ॥ ৫৮। ৫৯ ॥

ত্রিকটুর নাম লক্ষণ ও গুণ—শুঁঠ,পিপুল ও মরিচ এই কটুত্রয় একত্র মিলিত হইলে তাহাকে ত্রিকটু কহে। কটুত্রিক ত্র্যষণ ও ব্যোষ এই তিনটি ত্রিকটুর অন্য নাম। ত্রিকটু-অগ্নিদীপক। ইহা শ্বাস, কাস, ত্বগ্‌গত রোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থৌল্য, মেদঃ, শ্লীপদ ও পীনস নাশ করে ॥ ৬০ ।৬১ ॥

পিপুলমূলের নাম ও গুণ—(২)—গ্রন্থিক, পিপ্পলীমূল, উষণ ও চটকাশিরঃ এই গুলি পিপুলমূলের নামান্তর। পিপুলমূল—অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণবীর্য্য, পাচন, লঘুপাক, রুক্ষ, পিত্তকর ও ভেদক। ইহা কফ, বাত, জঠররোগ, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, কৃমি, শ্বাস ও ক্ষয় নাশ করে ॥ ৬২ । ৬৩ ॥

চতুরূষণের নাম গুণ ও লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত ত্র্যষণের সহিত অর্থাৎ শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের সহিত পিপুলমূলসংযুক্ত হইলে তাহাকে চতুরূষণ কহা যায়। ত্র্যষণের অর্থাৎ ত্রিকটুর যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল গুণই চতুরূষণে অধিকভাবে অবস্থিতি করে ॥ ৬৪ ॥

চব্যের (চইএর) নাম ও গুণ (৩) চব্য চবিকা ও উষণা এই তিনটি চইএর নাম। পিপুলমূলের যে যে গুণ, চইএরও সেই সেই গুণ আছে, বিশেষ এই ইহা অর্শোনাশক ॥ ৬৫ ॥

গজপিপ্পলীর নাম ও গুণ (৪)—চবিকার ফলই গজপিপ্পলী নামে কথিত। গজপিপ্পলী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী ও বশির এই গুলি গজপিপুলের নামান্তর। গজপিপ্পলী—কটুরস, বাতশ্লেষ্মনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা অতিসার, শ্বাস' কণ্ঠরোগ ও কৃমিনাশ করে ॥ ৬৬। ৬৭ ॥

বঙ্গালিপিংপরি, তামিলে পিংপিলি বলে। ফারসীতে পিল্‌পিল্ দরাজ ও আরবীতে ডারফিল্, ও ফিল গুজরাটে লিংডিপীপল বলে, ডাক্তারি নাম লং পিপার Long Pappeɪ. লাটিন নাম পাইপর লঙ্গাম Piper Longum.

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে কালীমিরচ, মহারাষ্ট্রে মিরেং,গুজরাটে মরি, তীখা, কর্ণাটে মেণস্থ, তৈলঙ্গে মরি-য়াম রিয়ন, তামিলে মিলগু, মিলাও, ফারসীতে পিলপিলে অস্বদ হলপিলিগির্দা, আরবীতে ফিলফিলে অবীদ বলে। ইংরাজী নাম Balc pepper ব্ল্যাক পিপার, লাটিন Piper nigrum. পাইপর নগ্রম বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দু স্থানে পীপরামূল, মহারাষ্ট্রে পিম্পল্লী মূল, গুজরাটে পীপরীমূলবা গণ্ঠোড়া, কর্ণাটে হিপ্পলিযবেরু ও তৈলঙ্গে পিপ্পলিবেরু পিপ্পলীতুম্প, ফারসীতে ফিল্‌ফিল্ মোয়া, আরবীতে অসলুল্ ফিল্‌ফিল্ বলে। ইহার ইংরাজি নাম Piper root পাইপার রুট, লাটিন নাম Piper officinarum পাইপর অফিসিনেরম্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম চব্য, তৈলঙ্গী নাম সেবাম্ু,চৈকার্ণ, মহারাষ্ট্রীনাম মিরবেলীচেঁমূল্ল, চবল্ল, গুজরাটী নাম চলক, কর্ণাটী নাম চব্য, ডাক্তারী নাম Piper Chaba পিপার চবা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম গজপীপল, মহারাষ্ট্রীনাম মোরবেলীলা পিংপল্ল্যা যেতাততী, কর্ণাটীনাম গজহিপ্পলী, গুজরাটী নাম গজপীপর, তৈলঙ্গী নাম পেদ্দা পিপ্পলু। লাটিন Plantago Amplexicaulis ѕcandapans officinalis.ডাক্তারী নাম Pothes Officinalis. পোথস্ ওফিসিন্যালিস।

চিতার নাম ও গুণ (১)—চিত্রক, অগ্নিবোধক শব্দসমূহ, পীঠ, ব্যাল ও উষণ এই গুলি চিতার নাম। চিতা—পাকে কটুরস, অগ্নিকর, পাচক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, কৃমি ও কাস নাশক, বাতঘ্ন, গ্রাহী, বাত ও শ্লেষ্মপিত্ত নিবারক ॥ ৬৮ । ৬৯

পঞ্চকোলের লক্ষণ ও গুণ—পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতা ও শুঁঠ এই পঞ্চ দ্রব্য কোলমাত্র অর্থাৎ একতোলা মাত্রায় গ্রহণ করা যায় বলিয়া ইহা পঞ্চকোল নামে অভিহিত। পঞ্চকোল জিহ্বা গ্রাহ্য রসে ও পাকে কটুক, রুচিপ্রদ, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পাচক, অতি অগ্নিদীপক, কফবাত নাশক, গুল্ম-প্লীহা-উদর-আনাহ ও শূল প্রশমক এবং পিত্তপ্রকোপক ॥ ৭০ । ৭১

ষড়ূষণের লক্ষণ ও গুণ—উপরি উক্ত পঞ্চকোলের পাঁচখানি দ্রব্য এবং মরিচ এই ছয়টি দ্রব্য সংযুক্ত হইলে তাহাকে ষড়ূষণ কহা যায়। পঞ্চকোলের যে গুণ, ষড়ূষণেরও সেই গুণ। অপিচ ইহা রুক্ষ উষ্ণ ও বিষনাশক ॥ ৭২

যবানীর (যোয়ানের) নাম ও গুণ (২)-যবানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যবসাহ্বয়া এই গুলি যোয়ানের নাম। যবানী পাচক, রুচিজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কটুক, লঘু, অগ্নিদীপক, তিক্তরস, পিত্তবর্দ্ধক এবং শুক্র ও শূলনাশক। ইহা বাতশ্লেষ্ম, উদর, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও কৃমি বিনষ্ট করে ॥ ৭৩ । ৭৪

অজমোদার (বনযমানীর) নাম ও গুণ (৩)—অজমোদা, খরাশ্বা, মায়ূরী, দীপ্যক, ব্রহ্মকুশা, কারবী ও লোচমস্তকা, এই গুলি বনযমানীর নাম। অজমোদা—কটু, তীক্ষ্ণবীর্য্য অগ্নিদীপক, কফবাত-নাশক, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, হৃদ্য, বৃষ্য, বলকর ও লঘু। ইহা নেত্ররোগ, ক্রিমি, বমি, হিক্কা ও বস্তিরোগ নাশ করে ॥ ৭৫ । ৭৬

খুরাসানী যবানীর গুণ (৪)—খুরাসানী যবানীকে পারসীক যবানীও কহে। ইহা গুণে যবানীসদৃশ, বিশেষ ইহা পাচক, রোচক, গ্রাহী; মাদক ও গুরু ॥ ৭৭

শুক্লজীরা (৫) কৃষ্ণজীরা (৬)

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে চিতা, মহারাষ্ট্রে চিত্রকু, কর্ণাটে চিত্রমূলমু, কেপিন চিত্রমূল, তৈলঙ্গে চিত্রমূলমূ, তামিলে শিবপু চিত্তির, উৎকলে রকতচিতা ও ধুবচিতা এবং গুজরাটে চিত্রো বলে। ফারসী নাম বেথবরংদা, আরবী নাম শিতরজ। ডাক্তারী নাম Plambago Zeylanica প্লাম্বাগো জিলানিকা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ও বোম্বায়ে অজবাইন, অজমান, মহারাষ্ট্রে ওম্বা, কর্ণাটে ওড়, উংড়ু, তৈলঙ্গে বামু, ওমমী, তামিলে অমন ও গুজরাটে অজমা বলে। ইহার ফারসী নাম নানুথা, আরবী নাম কমূন মূলুকী। লাটিন নাম Carum copticum plychotis. ডাক্তারী নাম Ajava Seeds. অজাভা সাডস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহা হিন্দিতে অজমোদ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটে অজমোদা, গুজরাটে বোড়ী অজমোদ্ এবং তৈলঙ্গে বামং ও আজামোদা নামে প্রসিদ্ধ। ফারসী নাম করপস ও আরবী নাম হবুল কর্ত্তুকেরফস্। ডাক্তারী নাম Sescli Indicum, Apimn invalueratum সিসিলি ইণ্ডিকম্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম খুরাসানী অজবায়ন, মহারাষ্ট্রী নাম খুরাসানী, ওম্বা খুরসাণ; গুজরাটী নাম খুরসাণী অজমা, তৈলঙ্গী নাম খুরসানবামু, তামিলী খোরসণী ওনাম শিট্রামুটি। ফারসী নাম বংজ তুথ্ম বংজে। আরবী নাম বজরুল বংজ, অবীদ শীকরান্। ইংরাজী নাম হেনবেন Heubane লাটিন নাম হায়োসায়ামস্ নাইজর Hyccyamus niger.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে জীরা, সফেদজীরা; তৈলঙ্গে জীল করার ও জীলকারা, মহারাষ্ট্রে জীরে ও পাংটরে, জিরে, গুজরাটিতে শাকনু জীরুং, সাদুজীরুং, কর্ণাটে জিরিগে, বিলিয়জিরিগে; ফারসীতে জীরা, আরবীতে কমুন ও ইহুদীরা রবামুন বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Cumin Seed. কিউমিন সীড। লাটিন কিউমিনম্ সেলিনম্ Cumminum Cyminum.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দিতে কালজীরা, মঙ্গরইল ও তৈলঙ্গে নল্লজীর এবং মহারাষ্ট্রে সহাজীরেং, কালেজীরেং, কর্ণাটে করিজীরকে, গুজরাটে শাজীরু, ফারসীতে জীরেখাহ, আরবীতে কমুন্ কিরমানী বলে। ডাক্তারী নাম Nigella Sativa or indica নিগেলা সাটিভা কিংবা নিগেলা ইণ্ডিকা।

কলোঞ্জী (১) ইহাদের নাম ও গুণ—জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক, এই গুলি শুক্লজীরার নাম। কৃষ্ণজীরা সুগন্ধ ও উদ্গারশোধক এই গুলি কৃষ্ণজীরার নাম। কালা (পাঠান্তরে কণা), অজাজী, সুষবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথ্বিকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কুঞ্চী, উপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী, কুঞ্চী ও বৃহজ্জীরক এইগুলি কলোঞ্জীর নাম। এই জীরকত্রয়—রুক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, সংগ্রাহী, পিত্তকর, মেধ্য, গর্ভাশয়-বিশুদ্ধিকারক, জ্বরঘ্ন, পাচক, বৃষ্য, বলকর, রুচি-জনক, কফনাশক ও চক্ষুষ্য (নেত্রহিত)। ইহা বাতাধ্মান-গুল্ম-বমি ও অতিসার-নাশক ॥ ৭৮—৮১

ধনের নাম ও গুণ (২)—ধান্যক, ধানক, ধান্য, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক এইগুলি ধনের নাম। ধনে—কষায়রস, স্নিগ্ধ, অবৃষ্য, মূত্রজনক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক, জ্বরঘ্ন, রোচক, গ্রাহী, মধুর-বিপাক ও ত্রিদোষনাশক। ইহা তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কার্শ্য ও কৃমিনাশক। কাঁচাধনে—উক্ত গুণান্বিত ও স্বাদুরস, বিশেষতঃ ইহা পিত্ত-নাশক ॥ ৮২—৮৪

শুল্‌ফা (৩) ও মৌরীর নাম ও গুণ (৪)—শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিলম্বী, সিতচ্ছত্রা, সংহিতা ও ছত্রিকা এইগুলি শুল্‌ফার নাম। ছত্রা, শালের, শালীন, মিশ্রেয়া, মধুরা ও মিসি এইগুলি মৌরীর নাম। শুল্‌ফা—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক ও কটু। ইহা জ্বর বায়ুশ্লেষ্মা-ব্রণ-শূল ও অক্ষিরোগ-নাশক। শুল্‌ফার যে গুণ উক্ত হইল, মৌরীরও সেই গুণ জানিবে। বিশেষতঃ ইহা যোনিশূলনাশক, অগ্নিমান্দ্যহর, হৃদ্য, মলবিবন্ধকারক, কৃমি ও শুক্রনাশক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, এবং কাস-বমি-শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রশমক ॥ ৮৫—৮৮

মেথী ও বনমেথীর নাম ও গুণ (৫)—মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বোধিনী (বা বেধনী), বহুবীজা (পাঠান্তরে গন্ধবীজা, জ্যোতিঃ, গন্ধফলা, বল্লরী, চক্রিকা (বা চন্দ্রিকা), মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীত-বীজা ও মুনিচ্ছদা (বা মুনীন্দ্রকা) এই গুলি মেথীর নাম। মেথী—বাতপ্রশমক, শ্লেষ্মঘ্ন ও জ্বরনাশক। বনমেথীর গুণ ইহা অপেক্ষা স্বল্প। বনমেথী বাজিগণের হিতকর ॥ ৮৯—৯১

হালিমের নাম ও গুণ (৬)—চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা ও সুবাসরা এইগুলি হালিমের নাম। হালিম—হিক্কা-বাত-শ্লেষ্মা ও অতিসারগ্রস্ত রোগি-গণের হিতকর। ইহা রক্ত-বাতজ-রোগ-দ্বেষী ও বলপুষ্টিবর্দ্ধক ॥ ৯২। ৯৩

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে কালাজীরী, মহারাষ্ট্রে কড় জীরেং ; কর্ণাটে কাজীরগে, গুজরাটে কালীজীরা, কড়বীজীরী ; আরবীতে কমুন বহরী, কমূন রুমী, ইংরাজীতে Purpule Fleabane. লাটিন Veruonia Anthelmentica ভারুওনিয়া এন্থেলমেন্টিকা বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দিতে কোথুম্বুরি ও ধনিয়া, মহারাষ্ট্রে ধনে, কোথিংবীর, গুজরাটে ধানা, কোথমীর ; তৈলঙ্গে কোচিমির চেট্টু, ধনিয়লু এবং তামিলে কোটমল্লি, কর্ণাটে কথুম্বুরী, তৈলঙ্গে কোথমিলু, ধানীপাপূ, ফারসীতে তুখমে কস্নীজ ; আরবীতে কজবুরা ; লাটিন নাম Coriabrum Sotivam ডাক্তারী নাম Coriander Seed. কোরিএণ্ডার সীড।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দিতে সোয়া, সোয়েকেবীজ, মহারাষ্ট্রে বালংতশোপ, গুজরাটে শুবানীভাজী, শুবাদাণা, কর্ণাটে সব্বসিগে, তৈলঙ্গে পেদ্দসদাপচেট্টু-সদাপা, ফারসীতে শুতখুখ্‌মেশূত, আরবীতে শীতব্বত বজরুল, সীব্বত বলে। লাটিন নাম Aurthum graveyolens. ইংরাজী Dillseed ডিলসীড্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মৌরীকে হিন্দীতে সোঁফ, মহারাষ্ট্রে বড়ীশেঁফ, গুজরাটে বরিয়ালী, কর্ণাটে কাসংছসিগে,তৈলঙ্গে পেদ্দজিল কুরহ সৌফ, তামিলে সোহিফিরে, ফারসীতে বাদিয়ান, আরবীতে এজিয়ানজ। অসলুল্ এজিয়ানজ। ডাক্তারী নাম ফেন্নুল্‌সীড Fenul Seed.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দিতে ও মহারাষ্ট্রে মেথী, কর্ণাটে মেথপক, তৈলঙ্গে মেতুলু ও তামিলে বেন্‌ড্যম্, ফারসীতে তুখ্‌মে শমপীত, আরবীতে বজরুল্ হুল্বা বলে। ইহার ডাক্তারি নাম Fenugreek. ফীনুগ্রীক।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে হালো হালিম, মহারাষ্ট্রে আহাল্লীব, গুজরাটে অশেলিয়ো, ফারসীতে হালম তুখ্ মতরাতে জক,

চতুর্বীজ (চারদানা)—মেথী, চন্দ্রশূর, কৃষ্ণজীরা ও যবানী এই চারিটি সংযুক্ত হইলে তাহাকে চতুর্ব্বীজ অর্থাৎ চারদানা কহা যায়। চারদানা চূর্ণ নিত্য ভক্ষণ করিলে বাতরোগ, অজীর্ণ, শূল, আধ্মান, পার্শ্বশূল ও কটীব্যথা নিবারিত হয় ॥ ৯৪ ।৯৫

হিঙ্গু (হিঙ্) (১)—সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক,হিঙ্গু ও রামঠ এইগুলি হিঙ্গুর পর্য্যায়। হিঙ্গু-উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রোচক, তীক্ষ্ণ, বায়ুশ্লেষ্মনাশক, শূল-গুল্ম-উদর-আনাহ ও কৃমি নিবারক এবং পিত্তবর্দ্ধক ॥ ৯৬

বচের নাম ও গুণ (২)—বচা, উগ্রগন্ধা, ষড়্‌গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা,ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা এইগুলি বচের নাম। বচ—উগ্রগন্ধ, কটুক, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিবন্ধ, আধ্মান, শূলনাশক, মলমূত্র-বিশোধক, অপস্মার-কফ-উন্মাদ-ভূতগ্রহ-কৃমি ও বায়ুনাশক ॥ ৯৭ । ৯৮

খুরাসানী বচ (৩)—খুরাসানী বা পারসীক বচ হৈমবতী নামে অভিহিত। শুক্ল-বচেরই ন্যায় ইহার গুণ, ইহার বাতনাশকতা শক্তি বিশেষ আছে ॥ ৯৯

মহাভরী বচ, যাহার অপর নাম কুলিঞ্জন (৪)—মহাভরী বচ সুগন্ধ হইলেও ইহা উগ্রগন্ধ, কফকাসনাশে ইহার বিশেষ শক্তি আছে। এই মহাভরী বচ সুস্বরকারক, রোচক, হৃদয়-কণ্ঠ ও মুখশোধক।

অপর এক প্রকার সুগন্ধি স্থূলগ্রন্থি বচ আছে, লোকে তাহাকেও মহাভরী বচ বলে। এই বচের গুণ পূর্ব্বোক্ত বচের গুণ অপেক্ষা অল্প ॥ ১০০।১০১

তোপচিনীর গুণ (৫)—তোপচিনী-দ্বীপান্তরভব বচ, ইহা কিঞ্চিৎ তিক্ত,উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, বিবন্ধ-আধ্মান ও শূলনাশক এবং মলমূত্র বিশোধক। ইহা বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ, গাত্রবেদনা, বিশেষতঃ ফিরঙ্গ রোগ নাশ করে ॥ ১০২—১০৩

হৌহবেরদ্বয় (৬)—(হবুষাদ্বয়) তন্মধ্যে প্রথমটির ফল মৎস্যের ন্যায় বিস্রগন্ধ (আঁস্‌টে গন্ধ), দ্বিতীয়টির ফল অশ্বত্থ ফল সদৃশ ও মৎস্যগন্ধ। ইহাদের নাম ও গুণ—হবুষা, বপুষা ও বিস্রা, প্রথমটির এই তিনটি নাম প্রসিদ্ধ। অপরটির নাম অশ্বত্থফলা, মৎস্যগন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী, ও ধ্বাঙ্ক্ষ-নাশিনী (ইহা খাইলে কাক মরিয়া যায়)। হবুষা অগ্নিদীপক, তিক্ত-কষায় রস, মৃদু, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, পিত্ত-উদর-বাত-অর্শঃ-গ্রহণী-গুল্ম ও শূলনাশক। অপর হবুষারও ঠিক এইগুণ, উভয়ের কেবল আকার ভেদ মাত্র জানিবে ॥ ১০৪ । ১০৫

বিড়ঙ্গ (৭)—(ইহার লৌকিক নাম বায়ুভৃঙ্গ) পুং, ক্লীব উভয় লিঙ্গেই বিড়ঙ্গ ব্যবহৃত হয়। কৃমিঘ্ন, জন্তুনাশন, তণ্ডুল, বেল্ল, অমোঘা ও চিত্রতণ্ডুলা

আরবীতে হবুররশাদ, হাকম, বজরুল ও জিরজির এবং ইংরাজিতে Common Cress. বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে হীংগ, মহারাষ্ট্রে হিংগ, কর্ণাটে লেম্বু ও গুজরাটে বধারণী এবং তৈলঙ্গে ইংগুরা, ফারসীতে অংগুঝ দর্থতে অগুঝু খালীস ও আরবীতে হিলসীত বলে। ডাক্তারী নাম Ferula alliacea ফেরুলা আলিয়াসিয়া, ইংরাজী নাম Assafoetida.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে বচ ও ঘোরবচ, মহারাষ্ট্রে বেখংড, তৈলঙ্গে বড়জ ও নল্লরস, বোম্বায়ে বেখংডেং ও তামিলে বশম্বু বলে। ডাক্তারী নাম The Sweet Flag. দি সুইট ফ্ল্যাগ।

(৩) সমস্তবচের দেশভেদে নামভেদে। বচকে বঙ্গভাষায় বচ খোরাসানী বচ ও শ্বেত বচ, হিন্দীভাষায় বচ, খুরাসানী বচ ও সফেদ বচ, মহারাষ্ট্রে বেখণ্ড, পাংটরেং বেখণ্ড, গুজরাটে ঘোড়াবজ, খুরসানী বচ ও বালাবজ, কর্ণাটে বচ বিলীয়বজে, তৈলঙ্গে বাসা, বডজ, নল্লবস, তামিলীতে বশম্বু, ফারসীতে সোসন জর্দ্দ অগজ তুরকী এবং আরবীতে উদলবুজ, লাটিন নাম Achoras Calumus.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম চোবচিনী, মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটী চোপচীনী, ফারসী এবং আরবী এবল, ইউনানী খসিলিয়র আশসিনী; ইংরাজী চাইনা রুট, China root. লাটিন নাম Smilax china.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে হউবের, মহারাষ্ট্রে হোশ, কর্ণাটে পরডুহব্বে বলে। লাটিন Thevetia Nerifolia।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে, বাবিরাঙ্ ও বায়বিড়ং, মহারাষ্ট্রে বাবড়িঙ্গ কারকুনী, গুজরাটে বাবটীংগ, কর্ণাটে বায়ুবিড়ঙ্গ, ফারসীতে বরঙ্গকাবলী ও আরবীতে বরঙ্গকাবলী, তৈলঙ্গে

এই গুলি বিড়ঙ্গের পর্য্যায়। বিড়ঙ্গ—কটু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু; ইহা শূল-আধ্মান-উদর-শ্লেষ্ম-কৃমি ও বাতবিবন্ধতানাশক ॥ ১০৬। ১০৭

তুম্বুরুফল (১)—(তম্বুল ইহা মরিচবৎ ব্যাত্ত-মুখ)। তুম্বুরু, সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ ও অন্ধক এই গুলি তম্বুলের নাম। তম্বুল-তিক্ত ও কটুরস, পাকেও কটু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, তীক্ষ্ণ, রুচিজনক, লঘু ও বিদাহী। ইহা বাতশ্লেষ্ম-নেত্ররোগ-কর্ণরোগ-ওষ্ঠরোগ-শিরোরোগ-গুরুতা-কৃমি-কুষ্ঠ-শূল-অরুচি-শ্বাস-প্লীহা-মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নাশ করে ॥ ১০৮। ১০৯

বংশলোচনের নাম ও গুণ (২)—বংশরোচনা, বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগা, শুভা, ত্বক্‌ক্ষীরী, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী ও বৈণবী, এই গুলি বংশলোচনের নাম। বংশলোচন—বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, স্বাদু, কষায় ও শীতল। ইহা তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, পাণ্ডু ও বাতকৃচ্ছ্র নাশ করে ॥ ১১০। ১১১

সমুদ্রফেন(৩)—সমুদ্রফেন, ফেন, ডিণ্ডির ও অব্ধিকফ এইগুলি সমুদ্রফেনের নাম। সমুদ্রফেন-চক্ষুষ্য, লেখন, শীতল, কষায়, বিষ ও পিত্তনাশক, কর্ণরোগ ও কফনাশক এবং সারক ॥ ১১২

অষ্টবর্গের লক্ষণ ও গুণ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, চরকাদি মুনিগণ এই আটটি দ্রব্যকে অষ্টবর্গ বলিয়া বর্ণন করেন। অষ্টবর্গ-শীতবীর্য্য, স্বাদু, বৃংহণ, শুক্রজনক, গুরু ও ভগ্ন সংযোজক, ইহা কাম-কফ-বলবর্দ্ধক, এবং বাত-পিত্ত-রক্ত-তৃষ্ণা-দাহ-জ্বর-মেহ ও ক্ষয় নাশক ॥ ১১৩—১১৪

জীবক ও ঋষভকের উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ—জীবক ও ঋষভক হিমালয় পর্ব্বতের শিখর দেশে জন্মে। ইহাদের কন্দ রসুনের কন্দবৎ, ইহাদের সার নাই, পত্র সূক্ষ্ম। জীবক কূর্চ্চকাকার (কুঁচীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট), ঋষভক বৃষশৃঙ্গবৎ। জীবক, মধুর, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ ও কূর্চ্চশীর্ষক এইগুলি জীবকের নাম। ঋষভ, বৃষভ, ধীর, বিষাণী ও ইন্দ্রাক্ষ এইগুলি ঋষভকের নাম। জীবক ও ঋষভক বলকর, শীতবীর্য্য, শুক্র ও কফপ্রদ, মধুর-রস, পিত্ত-দাহ-রক্তদুষ্টি-কার্শ্য-বাত ও ক্ষয়নাশক ॥ ১১৫—১১৭

মেদা (৪) ও মহামেদার উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ—মহামেদা নামক কন্দ মোরঙ্গাদি প্রদেশে উৎপন্ন হয়। মুনিবরেরা বলেন—মেদাও মহামেদার উৎপত্তি স্থানে জন্মিয়া থাকে। মহামেদা লতাজাত-কন্দ শুক্ল আর্দ্রকনিভ ও অতি পাণ্ডুরবর্ণ। মেদার লক্ষণ বলিতেছি শুন—ইহার কন্দ শুক্লবর্ণ, নখচ্ছেদ্য অর্থাৎ ইহা অতি কোমল, নখ দ্বারা ছেদন করিতে পারা যায়, ছেদন করিলে ইহা হইতে মেদোধাতুবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। শল্যপর্ণী (পাঠান্তরে ;স্বল্পপর্ণী), মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা ও অধ্বরা এইগুলি মেদার নাম। মহামেদা, বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তী, দেবতা ও মণি এই গুলি মহামেদার নাম। এই মেদাদ্বয়—গুরু, স্বাদু, বৃষ্য, স্তন্য ও কফজনক, বৃংহণ, শীতল এবং পিত্ত রক্তদুষ্টি বাত ও জ্বর নাশক ॥ ১১৮—১২২

কাকোলী(৫)ও ক্ষীরকাকোলীর উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ—মহামেদার উৎপত্তি স্থানে ক্ষীরকাকোলী জন্মে এবং ক্ষীরকাকোলী যে স্থানে জন্মে, কাকোলীও সেই স্থানে জন্মিয়া থাকে।

বায়ুবিড়ঙ্গপুচেট্টু, বোম্বায়ে বর্ব্বটি, অম্বট, কার্কণনী ও তামিলে বায়বিলং বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Seeds of Embelia Ribes সিড্‌স অফ এম্বিলিয়া রিবস্।

(১) দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তেজবল, তুম্বুরু, মহারাষ্ট্রে চিরফল্ল তুম্বুরু ও কোকণে তিরফল বলে। Zanthoxylum alatum

(২) দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে অন্যান্য ভাষায় বংশলোচন বা বংশলোচনা বলে। গুজরাটী নাম বংশকপূর। ফারসী ও আরবী তবাশীর। ডাক্তারী নাম The manna of the Bamboo. দি ম্যানা অব দি বেম্বু। the siliceous

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে সমুদ্রফেন, গুজরাটে সমদর ফীণ, কর্ণাটে কড়ল নাগলে, তৈলঙ্গে সামুদ্র নালিকে, ফারসীতে কফেদরিয়া ও আরবীতে তুবহুল্লেহের বলে। লাটিন নাম Sepia officinalis।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মেদাকে গৌড়ে লঘুমেদা,তৈলঙ্গে জ্যোতিষ্মতীচেট্টু ও শঙ্খপুষ্পীচেট্টু বলে। মহামেদাকে তৈলঙ্গে মহামেদযনেচেট্টু বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কাকলীকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে দুধকাউলি এবং কর্ণাটে হসুগট-বত্তিগে বলে।

ক্ষীরকাকোলীর কন্দ শতমূলী সদৃশ, ইহা সুগন্ধযুক্ত, কাটিলে ইহা হইতে ক্ষীর (আটা) নিঃস্রুত হয়। কাকোলীর লক্ষণ বলিতেছি শুন—ক্ষীরকাকোলী যেরূপ কাকোলীও সেইরূপ জানিবে। তবে উভয়ের ভেদ এই—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণা। কাকোলী, বায়সোলী, বীরা ও কায়স্থিকা, এইগুলি কাকোলীর নাম। শুক্লা, ক্ষীরকাকোলী, বয়স্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী, এইগুলি ক্ষীরকাকোলীর নাম। কাকোলীদ্বয়—শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর, গুরু, বৃংহণ, এবং বাত-দাহ-রক্তদুষ্ট-পিত্ত-শোষ ও জ্বরনাশক ॥ ১২৩—১২৭

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ—কোশযামলপ্রদেশে ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। ঋদ্ধি-লতাজাত কন্দ শ্বেতবর্ণ লোমবিশিষ্ট ও সচ্ছিদ্র। বৃদ্ধিও এইরূপ জানিবে। তবে উভয়ের যে ভেদ আছে, তাহা বলিতেছি শুন—ঋদ্ধি তূলাগ্রন্থিসদৃশ, উহার ফল বামাবর্ত্ত কিন্তু বৃদ্ধির ফল দক্ষিণাবর্ত্ত, উভয়ের এইমাত্র প্রভেদ। যোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই তিনটি, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি উভয়েরই নাম। ঋদ্ধি—বলকর, ত্রিদোষঘ্ন, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর, গুরু, প্রাণৈশ্বর্য্যকর এবং মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত-নাশক। বৃদ্ধি—গর্ভপ্রদ, শীতল, বৃংহণ, মধুর, বৃষ্য, রক্তপিত্ত প্রশমক এবং ক্ষত-কাস-ক্ষয়নাশক। অপরের কথা দূরে যাউক ভূপতিগণের পক্ষেও এই অষ্টবর্গ সংগ্রহ করা কঠিন, অতএব অষ্টবর্গের তুল্যগুণ প্রতিনিধি দ্রব্য গ্রহণ করিবে ॥ ১২৮—১৩৩

অষ্টবর্গের প্রতিনিধি—মেদাদ্বয়, জীবকদ্বয়, কাকোলীদ্বয় ও ঋদ্ধিদ্বয় ইহাদের অভাবে যথাক্রমে শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা ও বারাহী (চামার আলু) গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ মেদা ও মহামেদার অভাবে শতমূলী, জীবক ও ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে অশ্বগন্ধা মূল এবং ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে বারাহী কন্দ গ্রহণ করিবে ॥ ১৩৪

যষ্টিমধু ও জলযষ্টিমধু (১)—যষ্টিমধু, যষ্টীমধুক ও ক্লীতক এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ অর্থাৎ যষ্টিমধুর অন্যনাম। অন্য একপ্রকার যষ্টিমধু জলে জন্মে, তাহাকে মধূলিকা কহে। যষ্টিমধু—শীতবীর্য্য, গুরু, স্বাদুরস, নেত্রহিত, বলবর্ণকারক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কেশহিত, স্বরহিত, পিত্ত-অনিল ও রক্তপ্রকোপ নাশক। ইহা ব্রণ-শোথ-বিষ-বমি-তৃষ্ণা-গ্লানি-ও ক্ষয় নষ্ট করে ॥ ১৩৫। ১৩৬

কাম্পিল্ল (কমলাগুঁড়ি) (২)—কাম্পিল্ল, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ ও রোচন এইগুলি কমলাগুঁড়ির নাম। কমলাগুঁড়ি—রেচক, কটু ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ-পিত্ত-রক্ত-কৃমি-গুল্ম-উদর-ব্রণ-মেহ-আনাহ-বিষ ও অশ্মরী নাশ করে ॥ ১৩৭

সোন্দাল (৩)—আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, শম্পাক, চতুরঙ্গুল. আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ ও স্বর্ণভূষণ এইগুলি সোন্দালের নাম। সোন্দাল গুরু, স্বাদু, শীতল, রেচক ও জ্বর-হৃদ্রোগ-পিত্তাস্র-বাত-উদাবর্ত্ত-শূল নাশক। সোন্দাল ফল-বিরেচক, রোচক, কুষ্ঠ-পিত্ত-কফ-নাশক। ইহা জ্বরে সতত হিতকর এবং বিশেষতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি কারক ॥ ১৩৮—১৪০

কটুকী (৪)—কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ।—যষ্টিমধুকে হিন্দীতে মূলহঠী, মোঠীলকরী, মুলৈঠক্রা ও জেঠীমধু, মহারাষ্ট্রে জ্যেষ্ঠিমধু, মূলৈটী, গুজরাটে জেঠীমধনোমূল, জেঠীমধনোশীরো, কর্ণাটে যষ্টিমধু, বল্লিযষ্টিমধু, তৈলঙ্গে যষ্টিমধুকম, ফারসীতে বেথমেহেকূমঝু, আরবী ভাষায় অসলুম্ স্সমুকস্সররব্যস্স্ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Glycyrrhiza. glabra গ্লাইসিরিজা গ্লেবরা। ইংরাজী নাম Liquorice root,

(২) দেশভেদে নামভেদ।—কমলাগুঁড়ির হিন্দীনাম কংবীলা, কবীলা এবং মহারাষ্ট্রী নাম কমিলা ও কপীলা, গুজরাটী কপীলো, ফারসী কম্বিলায়, আরবী কিম্বীর। লাটিন নাম Mellotus philippinesis. মেলোটস্ ফিলিপিনেসিস্। ইংরাজী নাম Kamila.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। সোন্দালকে বাঙ্গালায় সোণালু, রাখালনড়ী ও বানরনড়ী; হিন্দীতে আমল্‌তাস্, ধনবহেড়া ও শোণ হালী, তৈলঙ্গে রেল্লট্রু, রেল্লকায়া, মহারাষ্ট্রে বাহবা বাহল্যাচ্যা শেঙ্গাতীলগর, কর্ণাটে হেগাকে ও উৎকলে সুনারি, আরবীতে খ্যোরশম্বর বলে। ইহার লাটিন নাম Cassia Fistula. ক্যাসিয়া ফিস্টুলা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কট্‌কীকে হিন্দিতে কুট্‌কী, মহারাষ্ট্রে কুটকী, কুটকীকাল্লী,

শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী ও কটুরোহিণী এইগুলি কট্কীর নাম। কট্কী—কটু, পাকে তিক্ত, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু, ভেদক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য এবং ইহা কফ পিত্ত-জ্বর-প্রমেহ-শ্বাস-কাস-রক্ত-দাহ-কুষ্ঠ ও ক্বমিনাশক ॥ ১৪১—১৪৩

চিরতা (১)—কিরাততিক্ত, কৈরাত, কটুতিক্ত, কিরাতক, কাণ্ডতিক্ত, অনার্য্যতিক্ত, ভূনিম্ব ও রামসেনক এইগুলি চিরতার নাম। নেপালদেশে এক প্রকার চিরতা জন্মে,—তাহা অর্দ্ধতিক্ত ও জ্বরনাশক। চিরতা—সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্ত, লঘু। ইহা সন্নিপাতজ্বর-শ্বাস-কফ-পিত্ত-রক্ত-দাহ-কাস-শোথ-তৃষ্ণা-কুষ্ঠ-জ্বর-ব্রণ ও কৃমিনাশক ॥ ১৪৪—১৪৬

ইন্দ্রযব (২) কুড়চীর বীজকে যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কালিঙ্গ ও ভদ্রযব এই সকল নামে অভিহিত করা যায়। অমর ক্লীবলিঙ্গে ইন্দ্রযব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ধন্বন্তরি পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়াছেন। ধন্বন্তরি বলেন কুড়চীর ফল-ইন্দ্রযব ও ভদ্রযব নামে কথিত, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রের যে যে নাম, ইন্দ্রযবও সেই সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রযব—ত্রিদোষঘ্ন, সংগ্রাহী, কটু, শীতবীর্য্য ও অগ্নিদীপক। ইহা জ্বর-অতিসার-রক্তার্শঃ-বমি-বীসর্প-কুষ্ঠ-গুহ্যকীল-রক্তদুষ্টি-বাতরক্ত-শ্লেষ্ম-শূল নাশ করে ॥ ১৪৭—১৪৯

মদনফল (৩)—মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক এইগুলি ময়নাফলের নাম। ময়নাফল—মধুরতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু, বমনকারক, বিদ্রধিনাশক, প্রতিশ্যায়-ব্রণঘ্ন, রুক্ষ এবং কুষ্ঠ-কফ-আনাহ-শোথ-গুল্ম ও ক্ষত নিবারক ॥ ১৫০। ১৫১

রাস্না (৪)—রাস্না, যুক্তরসা, রস্যা, সুবহা, রসনা, রসা, এলাপর্ণী, সুরসা, সুগন্ধা ও শ্রেয়সী এইগুলি রাস্নার নাম। রাস্না—আম পাচক, তিক্তরস, গুরু, উষ্ণবীর্য্য ও কফবাত নাশক। ইহা শোথ-শ্বাস-বায়ু--রক্তদুষ্টি—বাতশূল--উদর--কাস-জ্বর—বিষ-অশীতিপ্রকার বাতরোগ ও হিক্কা নাশ করে ॥ ১৫২। ১৫৩

নাকুলী (রাস্নাভেদ) (৫)—নাকুলী, সুরসা, নাগ-সুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাক্ষী ও বিষনাশিনী এইগুলি গন্ধনাকুলীর নাম। নাকুলী—কষায়-তিক্ত-কটুরস, ঈষদুষ্ণবীর্য্য। ইহা—সর্পবিষ-লূতা-বিষ-বৃশ্চিকবিষ ও ইন্দুর বিষ এবং জ্বর কৃমি ও ব্রণ নাশ করে ॥১৫৪—১৫৫

গুজরাটে কড়ু, তৈলঙ্গে নল্লকোলকর ও কাটকরোহিণী, কর্ণাটে কেদার কটুকী, ফারসীতে থর্ব্বকে সিয়াহ ও আরবীতে থর্ব্বক অস্বদ, থর্ব্বকে অবীয়দ বলে। ডাক্তারী নাম Picrorrhiza Kurroa. পাইক্রোরিজা করুয়া। ইংরাজী নাম Black Hellebore.

(১) দেশভেদে নামভেদ। চিরতাকে হিন্দুস্থানে চিরায়তা, মহারাষ্ট্রে কিরাঈত, গুজরাটে করিয়াতু, কর্ণাটে নেলবং উচু, তৈলঙ্গে নেলানেমু, ফারসীতে নেনিহাদ, আবরীতে কস্‌বুঝ, ঝরিয়া বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Plant Agathotcs Chirayta. প্লাণ্ট এগাথোটেস্ চিরতা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইন্দ্রযবকে হিন্দুস্থানে ইন্দ্রজো ও উৎকলে ইন্দ্রযব, মহারাষ্ট্রে কুড্যাচেংবীজ, গুজরাটে ইন্দরযব, কর্ণাটে কোড়সিগেয়বীজ বলে। ডাক্তারী নাম Seed of Holarrhena anti-dysenterica. সীড অব হোলারহিনা এণ্টি ডিসেণ্ট্রিকা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে মইনফল, করহর, তৈলঙ্গে বসন্তকড়িমিচেট্টু, মণ্ড চেট্টু, মঙ্গচেট্টু ও উন্মেত্তচেট্টু, উৎকলে পাতর; তামিলে মড়ুককুরয়; নেপালে মৈদল, পঞ্জাবে মিণ্ডকোল্ল, মহারাষ্ট্রে গেল্ল; দাক্ষিণাত্যে মেণ্‌হল ও আরবীতে জোজুল্কৈ বলে। লাটিন নাম Randia dumetorum: রেণ্ডিয়া ডিউমেটোরম্। ইংরাজী নাম Bushy gardenia. বুসি গার্ডেনিয়া।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। রাস্নার হিন্দি নাম রাসন, রহসনী, রাস্না, মহারাষ্ট্রী নাম হাবলীচ্যা মুল্ল্যা, গুজরাটী নাম রাসনা কেদারে প্রসিদ্ধা, তৈলঙ্গী নাম রাসনা পুডকা, কিরস্মিচক্ক, অন্তর দামর; ফারসীনাম রাস্তন; আরবী জংজবীলশামী ডাক্তারী নাম Vanda Roxburghie. ভাণ্ডা রক্সবার্গি।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। নাকুলীকে হিন্দীতে নাঈ, নাকুলীকন্দ, হরকাঈচন্দ্রা, মহারাষ্ট্রে মুঙ্গুস্‌বেল, সাপসন্দ, কর্ণাটে বিষমুঙ্গরীদ্বয়, তৈলঙ্গে পদ্মপুচেট্টু, ফারসীতে ছোটাচান্দা বলে। ল্যাটীন নাম Rinwolfia Serpentina. ডাক্তারী নাম Ophi oxylan Serpentinum ওফিয়ক্সিলন সারপেনটিনম্।

মাচিকা (মোওয়া)—মাচিকা, প্রস্থিকা, অম্বষ্ঠা, অম্বালিকা, অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী, সহস্রা' ও বালমূলিকা এইগুলি মাচিকার নামান্তর। মাচিকা—রসে অম্ল ও পাকে কষায়রস, শীতল ও লঘু এবং পক্কাতিসার, রক্তপিত্ত, কফ ও কণ্ঠরোগ নাশ করে॥ ১৫৬। ১৫৭

তেজবতী বা তেজবল্কল (১)—তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজোহ্বা ও তেজনী এইগুলি তেজবল্কলের নাম। তেজবল্কল—কফ-শ্বাস-কাস ও মুখরোগ নাশক। ইহা পাচক উষ্ণবীর্য্য রুচিকারক বহ্নিদীপক ও কটুতিক্ত রস॥ ১৫৮

লতাকট্কী (২) জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিষ্কা, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্যা, লতা ও ককুন্দনী এইগুলি লতাফট্কীর নাম। লতাফট্কী কটুতিক্তরস, সারক, কফ-বাত নাশক, অতি উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। ইহা অগ্নি-বৃদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ॥ ১৫৯। ১৬০

কুড় (৩)—রোগ বাচক শব্দ সকল এবং বাপ্য (পাঠান্তরে ব্যাপ্য বা আপ্য) পারিভব্য ও উৎপল এইগুলি কুড়ের অন্য নাম। কুড়—উষ্ণবীর্য্য, কটু স্বাদু ও তিক্তরস, শুক্রজনক এবং লঘু। ইহা বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নাশ করে॥ ১৬১

পুষ্কর মূল (৪)—(কুষ্ঠভেদ)—কুড়বিশেষকে পুষ্কর মূল কহে। পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর এইগুলি পুষ্করমূলের নামান্তর। পুষ্কর মূল—কটুতিক্ত-রস ও উষ্ণবীর্য্য' ইহা বাত, কফ, জ্বর, শোথ, অরুচি, শ্বাস বিশেষতঃ পার্শ্ব শূল বিনষ্ট করে॥ ১৬২। ১৬৩

চোক (৫)—কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেমাহ্বা ও পীতদুগ্ধা এইগুলি স্বর্ণক্ষীরীর নামান্তর। ইহার মূলকে চোক কহে। স্বর্ণক্ষীরী—রেচক, তিক্ত, ভেদক ও উৎক্লেশকারক। ইহা ক্রিমি, কণ্ডু, বিষ, আনাহ, কফ, পিত্ত, রক্ত ও কুষ্ঠ বিনাশ করে॥ ১৬৪। ১৬৫

কাঁক্ড়াশৃঙ্গী (৬)—শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীরবিষাণিকা, অজশৃঙ্গী, চক্রা ও কর্কটাখ্যা এইগুলি কাঁক্ড়াশৃঙ্গীর নামান্তর। কাঁক্ড়াশৃঙ্গী—কষায় তিক্তরস উষ্ণবীর্য্য, ইহা কফ-বাত-ক্ষয়-জ্বর-শ্বাস-ঊর্দ্ধ-বাত-তৃষ্ণা-কাস-হিক্কা-অরুচি ও বমি নাশ করে॥ ১৬৬। ১৬৭

কায়ফলের নাম ও গুণ (৭)—কট্ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা ও ভদ্রবতী এইগুলি কায়ফলের (কট্ফলের)

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। তেজবলকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে তেজবল, মহারাষ্ট্রে তেজবল, তির্পানী; দাক্ষিণাত্যে জলধরী বলে। ইংরাজী নাম too thache tree.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে মালকাঙ্গুনী, কাকুমর্দ্দনিকা, বড়ীমালকাঙ্গুনী, উমিজ্ঞিনী; গুজরাটে মালকাঙ্গণী, মহারাষ্ট্রে মানকাঙ্গোনী, পিংগবী, কর্ণাটে কোগুএরণ্ডু এবং তৈলঙ্গে বাবজী, বেক্ কুড়ুতোগে, ফারসীতে কাল বলে। ডাক্তারী নাম Cardiospermum. Halicacabun. ক্যারডিয়সপ্যারমম্ হ্যালিকাকাবন্। ইংরাজী নাম Staff tree.।

Plate No. 229 B.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কুড়কে হিন্দুস্থানে কুষ্ঠ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে কোষ্ঠ, গুজরাটে কুঠ উপলেট, তৈলঙ্গে চেঙ্গলিকোষ্ঠ বা চঙ্গল কুষ্ঠ, ফারসীতে কোশ্নহ, আরবীতে কুস্তবেহেরী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Sausurea Auriculata. সশুরিয়া অরিকুলেটা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে কাশ্মীরে পাতালপদ্মিনী, হিন্দুস্থানে পোহকরমূল ও তৈলঙ্গে পুষ্কর দেশংলো প্রসিদ্ধ, মৈন ওষধিবিশেষম্, গুজরাটে পোকর মূল, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে পুষ্করমূল বলে। ইহা কুড় বিশেষ। ডাক্তারী নাম Root of Alpotaxis auriculata. রুট্ অব্ এ্যাল্পোটাক্সিস্ অরিকলেটা।

Plate No. 941

(৫) দেশভেদে নামভেদ। চোককে হিন্দুস্থানে সত্যানাশী, কটেরী ভরেবংদ পিসোলা, মহারাষ্ট্রে কাণ্টেধোত্রা ফিরঙ্গীধোত্রা, গুজরাটে দারুডী, কর্ণাটে চিক্কণিকেয়ভেদ ও তামিলে ব্রহ্মদণ্ডুবিরই বলে। ইংরাজী নাম Gamboje Thistle.

Plate No. 48

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ককড়াশিঙ্গী ও ককর শিং, মহারাষ্ট্রে কাক্কড়া শিঙ্গী, কর্ণাটে কর্কটশৃঙ্গী ও তৈলঙ্গে কর্কটাশৃঙ্গী বলে। ডাক্তারী নাম Rhus Succedanea রস সকসিডানিয়া।

Plate No. 263

(৭) দেশভেদে নামভেদ। কায়ফলকে হিন্দী ভাষায় কায়ফল, কর্ণাটী ভাষায় কিরুসিষন্নী, তৈলঙ্গে পাপরবুড়ম, মহারাষ্ট্রী ভাষায় কুম্ভ্যাচীশাল বা ফল্ল,

Plate. No. 505 B.

নামান্তর। কায়ফল—কষায়-তিক্ত-কটুরস, ইহা বাত-কফ-জ্বর-শ্বাস--প্রমেহ-অর্শঃ--কাস-কণ্ঠরোগ ও অরুচি নাশক ॥ ১৬৮ । ১৬৯

বামুনহাটী (১)—ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফঞ্জী, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক ও হঞ্জিকা, এইগুলি বামুনহাটীর নাম। বামুন হাটী—রুক্ষ, কটু-তিক্ত-কষায় রস, রুচি জনক, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু ও অগ্নিদীপক। ইহা গুল্ম-রক্ত-শোথ কাস-কফ-শ্বাস-পীনস-জ্বর ও বায়ু নাশক ॥ ১৭০।১৭১

পাষাণভেদ (২)—(পাথরকুচী) পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন. গিরিভিৎ ও ভিন্নযোজনী, এইগুলি পাষাণভেদের (পাথরকুচীর) নাম। পাষাণভেদ—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায় রস, মূত্রাশয় শোধক ও ভেদক। ইহা বাতাদি দোষ, অর্শঃ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণ নাশ করে ॥ ১৭২ । ১৭৩

ধাতকী (ধাইফুল) (৩)—ধাতকী, ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী ও বহ্নিজ্বালা, এইগুলি ধাতকীর অর্থাৎ ধাইফুলের নাম। ধাতকী—কটু, শীতবীর্য্য, মৃদুকারক (পাঠান্তরে মদকারক), কষায় ও লঘু। ইহা তৃষ্ণা-অতিসার-রক্তপিত্ত-বিষ-কৃমি ও বিসর্প নাশক ॥ ১৭৪ । ১৭৫

মঞ্জিষ্ঠা (৪)—মঞ্জিষ্ঠা, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, রসায়নী, অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্তযষ্টিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডীরী, মঞ্জূষা ও বস্ত্ররঞ্জিনী, এইগুলি মঞ্জিষ্ঠার পর্য্যায়। মঞ্জিষ্ঠা—মধুর-তিক্ত-কষায় রস, স্বর-বর্ণ কারক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য। ইহা বিষ-শ্লেষ্ম-শোথযোনিরোগ--অক্ষিরোগ--কর্ণরোগ-রক্তাতিসার-কুষ্ঠ-রক্তদুষ্টি-বীসর্প-ব্রণ ও মেহনাশক ॥ ১৭৬-১৭৮

কুসুমফুল (৫) কুসুম্ভ, বহ্নিশিখ ও বস্ত্ররঞ্জক এই তিনটি কুসুমফুলের নাম। কুসুমফুল—বর্তিজনক এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত ও কফ নাশক ॥ ১৭৯

লাক্ষা (৬) (লা, জে।)—লাক্ষা, পলঙ্কষা, অলক্ত, যাব, বৃক্ষাময় ও জতু এইগুলি লাক্ষার পর্য্যায়। লাক্ষা—বর্ণকর, শীতবীর্য্য, বলকারক, স্নিগ্ধ, কষায়রস, লঘু ও অনুষ্ণ। ইহা কফ-পিত্তরক্ত-হিক্কা-কাস-জ্বর-ব্রণ-উরঃক্ষত-বীসর্প-কৃমি ও কুষ্ঠ নাশক। লাক্ষাজাত অলক্তকেরও (আল্‌তারও) এই গুণ জানিবে, বিশেষতঃ ইহা ব্যঙ্গরোগ নাশক ॥ ১৮০—১৮২

গুজরাটে কায়ফল, ফারসীতে উদুলবর্ক, আরবীতে দার শীশবান বলে। ডাক্তারী নাম Myrica. Sapida মাইরিকা সাপিডা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। বামুনহাটীকে হিন্দুস্থানে ভারঙ্গী, ব্রহ্মটি, মহারাষ্ট্রে ভারঙ্গ, গুজরাটে ভারঙ্গী, কর্ণাটে কির্ইদেগু, তৈলঙ্গে ভণ্টমারঙ্গী ও নেপালে চুয়া বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Clerodendron Siphonanthus. ক্লিরোড্রেণ্ডন্ সিফোন্থান্থস্। Plate No. 684.

(২) দেশভেদে নামভেদ। পাথরকুচিকে হিন্দুস্থানে পাথান ভেদ, পাথরচুর, মহারাষ্ট্রে পাষাণভেদ, কর্ণাটে আলেল গয়া, পাষাণভেদি, তৈলঙ্গে তেলন্নুরুপিণ্ডী পিংড়চেট্টু, ফারসীতে গোশাদ্, আরবীতে জিন্তিয়ানা বলে। ডাক্তারী নাম Coleus amboinicus. কোলিয়স্ এ্যাম্বোয়িনিকস্ ইংরাজী Irissp. Plate No. 6432B.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ধাইফুলকে হিন্দুস্থানে ধাবই, ধায়কেফুল, ধবইকে ফুল, মহারাষ্ট্রে ধায়টী, তৈলঙ্গে ধাতুকীপুড, ঔর পূব্ব, ও জার্গি, গুজরাটে ধাবণী, কর্ণাটে ধায়িফুল, এব উৎকলে জাতিকো বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Woolfordia Floribunda. উডফরডিয়া ফ্লোরিবণ্ডা। P. No. 832B.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মঞ্জিষ্ঠাকে হিন্দুস্থানে গুজরাটে ও বোম্বায়ে মজীঠ, মহারাষ্ট্রে মঞ্জিষ্ঠ, তৈলঙ্গে মঞ্জিষ্ঠ তীঠী ও তাম্রবল্লী, তামিলে মঞ্জিট্টি এবং ফারসীতে রুনাস, আরবীতে ফুবহতু সিবগ উরু কুস্‌ন্নী বাগীন বলে। ইহার লাটিন নাম Rubia Cordifolia. রুবিয়া কর্ডিফোলিয়া। ইংরাজী Madder root. P. No. 420

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে কস্থম (কর্), মহারাষ্ট্রে কর্ডীচেংফল্ল, কর্ডয়া, গুজরাটে কুসুম্বো, করড় (কুসুম্বানা বী), কর্ণাটে কুসম্ভ, তৈলঙ্গে লত্তুক, লক্কবঙ্গারমু, ফারসীতে গুলেমাস্কর (তুখ্‌মকায়শা), আরবীতে অখরীজ, হবুল অস্‌ফর বলে। ডাক্তারী নাম Safflower carthamus tinctorius সাপ্লাওয়ার কার্থামস্ টিংটোরিয়স্। P. No. 424

(৬) দেশভেদে নামভেদ। লাহাকে হিন্দুস্থানে লাখ, লাহী, গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে লাখ, কর্ণাটে অরগু, তৈলঙ্গে লত্তূক ও লাকা, ফারসী নাম লাক, আরবী লুক্ ধোয়েল লাখ লুক্‌মস্থল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Shell Lac. সেল ল্যাক্।

হরিদ্রা (১) হরিদ্রা, ঞ্চ , পীতা, নিশাখ্যা, বরবর্ণিনী, ক্রমিঘ্না, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী, এইগুলি হরিদ্রার নামান্তর। হরিদ্রা—কটু-তিক্ত রস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্ত-নাশক, বর্ণকর, এবং ত্বগ্‌দোষ-মেহ-রক্ত-শোথ-পাণ্ডু-ব্রণ নিবারক ॥ ১৮৩।১৮৪

কর্পূরহরিদ্রা (২) (**আম্রগন্ধিহরিদ্রা**) (**আমআদা**) ও **বনহরিদ্রা** (৩)—কর্পূর-হরিদ্রা, ইহা দারুহরিদ্রা বিশেষ, ইহার গন্ধ আম্রের ন্যায় ; লোকে ইহাকে আম-আদা কহিয়া থাকে। সুরভী, দারুদারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরীমৎ ও সুরতারিকা (পাঠান্তরে সুরভী ও সুরনারিকা) এইগুলি কর্পূর হরিদ্রার নামান্তর। বনহরিদ্রা—কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক। আম্রগন্ধি হরিদ্রা—শীতবীর্য্য, বাতজনক, পিত্তনাশক, মধুর-তিক্তরস ও সর্ব্বকণ্ডূ বিনাশক ॥ ১৮৫। ১৮৬

দারুহরিদ্রা (৪)—দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, পর্জ্জন্যা, পর্জ্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারু ও পীতক এইগুলি দারুহরিদ্রার নামান্তর। হরিদ্রার যে গুণ, দারুহরিদ্রারও সেই গুণ, বিশেষতঃ ইহা নেত্র-কর্ণ ও মুখ জাত রোগের নাশক ॥ ১৮৭। ১৮৮

রসাঞ্জন (৫)—দারু হরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমপরিমাণে লইয়া একত্র পাক করত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইলে যে ঘন পদার্থ হয়, তাহা রসাঞ্জন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রসাঞ্জন নেত্রের পরম হিতকর। রসাঞ্জন, তার্ক্ষ্য শৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ এই কয়েকটি একার্থ বাচক শব্দ। রসাঞ্জন—কটু, শ্লেষ্ম-বিষ-নেত্র রোগ নাশক, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, তিক্ত, ছেদন (পিণ্ডীকৃত শ্লেষ্মাদির ছেদক) ও ব্রণ দোষ নাশক ॥ ১৮৯।১৯০

বাকুচী (৬) (**সোমরাজী**)—অবল্গুজ, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পূতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী ও কুষ্ঠঘ্নী এইগুলি সোমরাজীর নামান্তর। সোমরাজী—মধুর-তিক্তরস, কটুবিপাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভ নাশক, শীতবীর্য্য, রুচিকর, সারক, শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্তনাশক, রুক্ষ, হৃদ্য এবং শ্বাস-কুষ্ঠ-মেহ-জ্বর ও কৃমি নাশক। সোমরাজীর ফল-পিত্তকর, কুষ্ঠ, কফ ও বায়ু নাশক, কটু (তিক্ত)। ইহা কেশের ও ত্বকের হিতকর এবং কৃমি-শ্বাস-কাস-শোথ আম ও পাণ্ডুরোগ প্রশমক ॥ ১৯১—১৯৪

চাকুন্দে (৭)—চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দদ্রুঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, এড়গজ, চক্রী ও পুন্নাট এই গুলি চাকুন্দের নাম। চাকুন্দে—লঘু, স্বাদু, রুক্ষ,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে হর্দ্দী ও হলদী, মহারাষ্ট্রে হলদি, হল্দদ, কর্ণাটে আরসিন্ তৈলঙ্গে পাসুপু এবং দাক্ষিণাত্যে হলদ ও গুজরাটে হলদর বলে। ফারসী নাম জরদচোব, আরবী নাম উরুকুস্‌সুফর। ডাক্তারী নাম Curcuma Longa. করকিউমা লঙ্গা। ইংরাজী নাম Turmeric.

(২) দেশভেদে নামভেদ। আমআদাকে হিন্দুস্থানে কর্পূর হল্‌দী আম্বীয়া হলদী, মহারাষ্ট্রে আম্বেহল্লাদ, গুজরাটে আম্বাহলদর, কর্ণাটে হুলী অরসিন্ ও তৈলঙ্গে কারুপাসুপু বলে। ইংরাজী নাম Mangajinger. ম্যাঙ্গে জিঞ্জার।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বনহরিদ্রাকে হিন্দুস্থানে জংলী হল্‌দী, মহারাষ্ট্রে শোলী ও রাবহল্লদ, কোঙ্কণে অরিসিন, তৈলঙ্গে কস্তুরিপশুপু, অড়বিপসুপু, বোম্বায়ে রাণ হলদ্ ও কাচোরা, তামিলে কস্তুরিমঞ্জুল বলে। ইহার ডাক্তারীনাম Wild Turmeric. ওয়াইল্‌ড টারমারিক।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। দারুহরিদ্রাকে হিন্দুস্থানে ও দাক্ষিণাত্যে দারুহল্‌দী, জারকেহল্‌দী, কর্ণাটে মরন রিসিন, তৈলঙ্গে মনিপসুপু ও তামিলে মরমঞ্জিল মহারাষ্ট্রে দারুহল্লদ, গুজরাটে দারুহলদর, ফারসীতে দারচোব, আরবীতে দারহলদ বলে। ডাক্তারী নাম Cascinium fenestratum. ক্যাসিনিয়ম ফেনেস্ ট্রেটম্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। রসাঞ্জনকে হিন্দুস্থানে রসোৎ, গুজরাটে রসবতী, তৈলঙ্গে রসাঞ্জনমু, আরবীতে হুজুজ এবং সর্ব্বত্র রসাঞ্জন বলে। ডাক্তারী নাম Extract of Indian Berbery.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে বায়চী বাবচী বকুচী ও কানিয়ে জিয়োরিত, মহারাষ্ট্রে বাবচী, বাউচা, কর্ণাটে বাউচিগে, বোম্বায়ে বাম্বচী, গুজরাটে বাবচী, বাবচীনাবী, তামিলে বোগিবিট্টলু, তৈলঙ্গে তিক্ষতোগে ও নেলবয়লিয়ে বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Serratula anthelmintica. সিরাটুলা এনথেলমিন্‌টিকা।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে চক্‌বড়, পবাড ও পমাড়, মহারাষ্ট্রে তরবটা

P. No. 526 B

P. No 200

বাতপিত্তনাশক, হৃদ্য, শীতবীর্য্য, এবং কফ-শ্বাস-কুষ্ঠ দদ্রু ও কৃমিনাশক। চাকুন্দের ফল—উষ্ণবীর্য্য ও কটুক, ইহা কুষ্ঠ-কণ্ডূ-দদ্রু-বিষ-বায়ু-গুল্ম-কাস-কৃমি ও শ্বাস নাশক ॥ ১৯৫ । ১৯৭

আতইচ (১)—বিষা, অতিবিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্র বিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা ও ণবল্লভা এইগুলি আতইচের নাম। আতইচ—উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্তরস, পাচক ও অগ্নি-দীপক। ইহা কফ-পিত্ত-অতিসার-আমবিষ-কাস-বমি ও কৃমিনাশক ॥ ১৯৮ । ১৯৯

শাবর লোধ ও পট্টিয়া লোধ (২)—লোধ্র, তিল্ব, তিরীট, শাবর ও গালব এইগুলি শাবর লোধের নাম। পট্টিকা লোধ্র, ক্রমুক, স্থূল-বল্কল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র, পট্টী ও লাক্ষাপ্রসাদন এইগুলি পট্টিয়া লোধের নামান্তর। লোধ-গ্রাহী, লঘু, শীতল, চক্ষুষ্য, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও কষায় রস এবং রক্তদুষ্টি, রক্তপিত্ত, জ্বর, অতিসার ও শোথ-নাশক ॥ ২০০ ।২০১

রসুন (৩)—লশুন, রসোন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ, অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক এইগুলি রসুনের পর্য্যায়। যৎকালে পক্ষিরাজ গরুড় দেবরাজ ইন্দ্রের অমৃত হরণ করে, সেই সময় একবিন্দু অমৃত পৃথিবীতে পতিত হয়। সেই অমৃত বিন্দু হইতেই রসুনের উৎপত্তি হয়। রসুনে ছয় রসের পাঁচটি রস আছে, কেবল অম্লরস নাই। এক রসে ঊন বলিয়া দ্রব্যগুণবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে রসোন নামে অভিহিত করেন। রসুন—মূলভাগে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায়রস, নালাগ্রে লবণ রস এবং বীজে মধুররস। রসুন—বৃংহণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ,উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক। ইহা রসে ও পাকে কটু, মধুর রস, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসংযোজক, কণ্ঠহিত, গুরু, রক্ত-পিত্তবর্দ্ধক, বল ও বর্ণকর, মেধাহিত, নেত্রহিত ও রসায়ন। ইহা হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, মলবাতাদির বিবন্ধতা, গুল্ম, অরুচি,কাস, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ বিনষ্ট করে। রসুন সেবিগণের, মদ্য, মাংস ও অম্ল হিতকর। রসুনভোজী ব্যায়াম, আতপ, ক্রোধ, অধিক জল, দুগ্ধ ও গুড় এইগুলি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে ॥ ২০২—২০৯

পলাণ্ডু (৪)—(পেঁয়াজ)—পলাণ্ডু, যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ, মুখদূষক এইগুলি পলাণ্ডুর অর্থাৎ পেঁয়াজের নাম। রসুনের যে গুণ, পলাণ্ডুরও সেইগুণ। ইহা পাকে ও রসে মধুর, অনুষ্ণ (অল্প উষ্ণবীর্য্য) ও কফকারক। ইহা অতি পিত্তকর নহে। পলাণ্ডু কেবল বাত নাশ করে। ইহা বলবীর্য্যকারী ও গুরু ॥ ২১০ । ২১১

ভেলা (৫)—ভল্লাতক তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ ও শোথকৃৎ এইগুলি ভেলার নাম। পক্ক ভেলাফল—মধুর বিপাক, লঘু, মধুর কষায়রস, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, ছেদী, ভেদক, মেধ্য

ও টাংকাল্লাতরোটা, কর্ণাটে চগচে, গুজরাটে কুবাধিয়ো, তৈলঙ্গে তাংট্যমু ও ফারসীতে সঞ্জীগ বোয়া বলে। ইহার লাটিন নাম Cassiatora. কাসিয়াটোরা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। আতইচকে হিন্দুস্থানে অতীস, মহারাষ্ট্রে অতিবিষ, গুজরাটে অতলসনী কলী, কর্ণাটে অতীবিষা ও তৈলঙ্গে অতিবাসা ও অতিবসচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Aconitum Heterophyllum. একোনাইটম্ হেটারফিলম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। লোধকে হিন্দুস্থানে লোধ, পঠানী লোধ, তৈলঙ্গে তেল্ললোড্ডুগচেট্টুগ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে লোধ, গুর্জ্জরে লোদর, পঠানী লোদর বলে। আরবী নাম মুগাম্। ইহার ডাক্তারী নামSymplocos racemosa.সিম্প্লোকস রেসমোশা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে লহ্সন, লহশণ; মহারাষ্ট্রে পাংড়রাণসণু, কর্ণাটে বিলিয়বেল্লল্লি, তৈলঙ্গে তেল্লবুল্লি, তামিলে বল্লইপাণ্ডু ও গুজরাটে লসণ বলে। ইংরাজীতে Garlic root। ফারসীতে সোর ও আরবীতে—সুম্ ঈস্কুদিয়ুল সুমল হৈয়াব বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। পেঁয়াজকে হিন্দুস্থানে পিয়াজ বা পিয়জ, প্যাজ ; মহারাষ্ট্রে শ্বেতকান্দা, কর্ণাটে উল্লি, তৈলঙ্গে নীরুল্লিচেট্টু, তামিলে বেঞ্জয়ম্, বোম্বায়ে কান্দ, পারস্যে বুল্লিগড্ডুলু, গুজ্‌রাটে ডুংগলী, ল্যাটীনে Allium sepa, ফারসীতে প্যাজ, আরবীতে বসল্ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Onion. অনিয়ন। ফ্রেঞ্চ Ognon. অগ্‌নন।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ভেলার নাম হিন্দীতে ভিলাবা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বিববা, বিব্বা, বিব্বে ; গুজ্‌রাটে ভিলামাং, কর্ণাটে কেরবীজ,

P. No
13

P. No
Z-c6B

ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা কফ-বাত-ব্রণ-উদর-কুষ্ঠ-অর্শঃ-গ্রহণী-গুল্ম-শোথ-আনাহ-জ্বর ও ক্রমিনাশক। ভল্লাতকের মজ্জা-মধুররস, বৃষ্য, বৃংহণ ও বাতপিত্ত-প্রশমক। ভল্লাতকের বৃন্ত—স্বাদু, পিত্তঘ্ন, কেশ্য ও অগ্নিবর্দ্ধক। ভল্লাতক,—কষায়-মধুররস, উষ্ণ-বীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু। ইহা বাত-শ্লেষ্ম-উদর-আনাহ-কুষ্ঠ-অর্শঃ-গ্রহণী-গুল্ম-জ্বর-শ্বিত্র-অগ্নিমান্দ্য-ক্রমি-ব্রণ নাশক ॥ ২১২—২১৬

ভঙ্গা (১)—(ভাঙ্, সিদ্ধি, গাঁজা)—ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া, এইগুলি ভঙ্গা (সিদ্ধির) নাম। ভঙ্গা—কফনাশক, তিক্ত, গ্রাহী, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, মোহ-জনক, বচনমান্দ্যকর ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥২১৭

পোস্তা (২)—তিলভেদ, খসতিল ও খাখস, এইগুলি পোস্তার নামান্তর। পোস্তা ফলের বল্কল শীতবীর্য্য, লঘু, গ্রাহী, তিক্তকষায়রস, বাতজনক, কফ-কাসহারক, ধাতু সমূহের শোষক, রুক্ষ, মত্ততা-জনক, বাগ্‌বিবর্দ্ধন, মুহুর্মুহুঃ মোহকর ও রুচিপ্রদ। পোস্তা সেবনে পুংস্ত্ব বিনষ্ট হয় ॥ ২১৮। ২১৯

আফিঙ্ (৩)—পোস্তা ফলের আটাকে আফিঙ্ কহে। আফুক ও অহিফেন এই দুইটি আফিঙের নাম। আফিঙ্—শোষণকারী, গ্রাহী, শ্লেষ্মঘ্ন ও বাতপিত্তকর। পোস্তাফলের বল্কলের যে গুণ, আফিঙে সে গুণও আছে ॥ ২২০

পোস্তদানা (৬)—পোস্তার বীজকে খাখস-তিল ও খসবীজ কহে। পোস্তা বীজ অর্থাৎ পোস্ত-দানা বলকর, বৃষ্য ও অতি গুরুপাক। ইহা কফের জনক এবং বায়ুর প্রশমক ॥ ২২১

সৈন্ধবলবণ (৭)—সৈন্ধব শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে বর্ত্তে। শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ এইগুলি সৈন্ধব লবণের নাম। সৈন্ধবলবণ—স্বাদু, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রোচক, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, সূক্ষ্ম।(সূক্ষ্ম স্রোতোগামী), নেত্রহিত ও ত্রিদোষনাশক ॥ ২২২। ২২৩

শাকম্ভরীলবণ (৮) গড়াখ্য (গড়লবণ) ও রোমক, ইহারা শাকম্ভরী লবণের নামান্তর। (আজমীর দেশান্তর্গত-শাম্ভর নগরের জলাশয় বিশেষ হইতে এই লবণ উৎপন্ন হয়)। শাকম্ভরী বা শাম্ভার লবণ—লঘু, বাতঘ্ন, অতি উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, পিত্তজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামী), অভিষ্যন্দি ও কটুপাকি ॥ ২২৪

তৈলঙ্গীভাষায় জিড়িচেট্টু, নাল্লাজীড়ী বা জিড়ি-বিট্টুলু, উৎকল ভাষায় ভল্লিপ, বোম্বায়ে বিব্‌ভ, তামিলে শনকোট্টই, দাক্ষিণাত্যে ভিলবনা, ফারসী ভিলাদুর ও আরবীতে হবুলকল্ব বলে। ইহার ডাক্তারী নামThe markingnut tree. দি মার্কিং নট্‌ট্রী। লাটিন নাম Semecarpus anacardium.

(১) দেশভেদে নামভেদ। সিদ্ধিকে হিন্দুস্থানে ভাং, ভংগ, গাঞ্জা, মহারাষ্ট্রে ভাঙ্গ, গাঞ্জা, গুজরাটে ভাংগ্য, গাঞ্জো, চরস, বর্ম্মায় বিন, ফারসীতে কিন্নাবিষ বরকুলখ্যাল শবনবঙ্গ, আরবীতে কিন্নবকেন বুর্বারিংরু রুহুলবংজ ও তৈলঙ্গে জনপরিতুলু গাঞ্জাঙ্গি বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Canabis Indica. ক্যানাবিষ ইণ্ডিকা। লাটিন নাম Canabis Sativa.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দী নাম পোস্ত, খসখসকা ফল, পোস্তকে ডোরে, মহারাষ্ট্রী নাম পোস্ত, গুজরাটী নাম অফীণনাড়োডবাং, ফারসীনাম কোকনার, আরবী নাম অবুনাস। ডাক্তারী নাম Paphobhor Samlifarum. প্যাপোভর সম্‌লি ফেরম্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। আফিংকে হিন্দীতে অফীম, মহারাষ্ট্রে অফু, অপু, কড়বী, গুজরাটে অফীণ, কর্ণাটে অফেন, ফারসীতে অফ-যূন তির্য্যাক্, আরবীতে লবনুল খসখাস, মালবে আফন ও তৈলঙ্গে নাল্লমিংদু বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Opium poppy. ওপিয়ম্ পপি।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। পোস্তর হিন্দী-নাম খসখস, খসখসকে দানে, মারাঠী ও গুজরাটী নাম খসখস্, ফারসী নাম তুখ্‌মে কোকনার, আরবী নাম হবুলকোকনার। ইংরাজীতে Poppy seeds.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। সৈন্ধবলবণকে হিন্দীতে সৈন্ধানোংন, মহারাষ্ট্রে সেন্ধেলোণ, গুজরাটে সিংধালুণ, কর্ণাটে সৈন্ধবং, তৈলঙ্গে সিন্ধু-উপ্পু, ফারসীতে নমকেসংগ, বিলোরী, নমকেসেংধ, আরবীতে মিলহেহিন্দী, বোম্বায়ে সেন্ধেলোণ বলে। ইংরাজী নাম Chloride of Sodium. লাটিন নাম Sodi Chloridum.

(৮) দেশভেদে নামভেদ। শাম্ভারলবণকে হিন্দুস্থানে সাম্ভরনোংন, মহারাষ্ট্রে সাম্বরলোণ, সাম্ভরমীঠ, গুজরাটে বডাগরুংমীঠ, গাঢ়লবণ, কর্ণাটে সম্ভরদেশজ ও ফারসীতে মিলহে অবকীর বলে।

পাঙ্গা বা সামুদ্র লবণ (১)—অক্ষীব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ, লবণোদধিসম্ভব, এইগুলি করকচ লবণের নাম। সামুদ্র লবণ—পাকে মধুর, সতিক্ত-মধুররস, গুরু, নাত্যুষ্ণবীর্য্য, দীপক, ভেদক, সক্ষার, অবিদাহি, শ্লেষ্মজনক, বাতনাশক, তীক্ষ্ণ, অরুক্ষ ও নাতিশীতল ॥ ২২৫ । ২২৬

বিট্‌লবণ (২)—বিড়, পাক, কৃতক, দ্রাবিড় ও আস্থর এইগুলি বিট্‌লবণের পর্য্যায়। বিট্‌লবণ—সক্ষার, দীপক, লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচ্য ও ব্যবায়ি এবং বিবন্ধ-আনাহ-বিষ্টম্ভ-হৃদ্রোগ-গুরুতা ও শূলনাশক। ইহা উর্দ্ধাধঃ কফ বাতের অনুলোমক অর্থাৎ উর্দ্ধকফকে এবং অধোবায়ুকে সঞ্চারিত করে ॥ ২২৭ । ২২৮

সৌবর্চ্চল অর্থাৎ সচল লবণ (৩)—সৌবর্চ্চল, রুচক, অক্ষ ও পাক এইগুলি সচল লবণের নাম। সচললবণ—রোচক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অতিপাচক, সুস্নেহ, বাতঘ্ন, নাতিপিত্তজনক, বিশদ, লঘু, উদ্গারশুদ্ধিকর, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামি) এবং বিবন্ধ আনাহ ও শূলনাশক ॥ ২২৯ । ২৩০

পাংশুলবণ—ঔদ্ভিদ ও পাংশুলবণ একার্থ বাচক শব্দ। ইহা ভূমিতে স্বয়ং উৎপন্ন হয়। পাংশুলবণ গুরু, কটু, স্নিগ্ধ, শীতল ও বাতনাশক ॥ ২৩১ ॥

চণকলবণ—চণকলবণ—অম্লরসান্বিত, অতি-উষ্ণবীর্য্য, দীপক, দন্তহর্ষজনক, লবণানুরস, রুচিপ্রদ এবং শূল-অজীর্ণ ও বিবন্ধ নাশক ॥ ২৩২

যবক্ষার, (৪) সাজী (৫) সোরা—পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক ও যবাগ্রজ, এই কয়টি যবক্ষারের নাম। স্বর্জ্জিকাকেও (সাচীক্ষারকেও)—ক্ষার কপোত ও সুখবর্চ্চক বলে। সুবর্চ্চিকাক্ষারও স্বর্জ্জিকাক্ষারের প্রকার ভেদ। যবক্ষার—লঘু, স্নিগ্ধ, সুসূক্ষ্ম ও অগ্নিদীপক। ইহা—শূল, বাত, আম, শ্লেষ্মা, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডু, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগ নাশ করে। স্বর্জ্জিকাক্ষার, যবক্ষার অপেক্ষা অল্পগুণ কিন্তু গুল্ম-শূলনাশে ইহা বিশেষ সমর্থ। সুবর্চ্চিকাক্ষার স্বর্জ্জিকাক্ষারবৎ গুণ বিশিষ্ট ॥ ২৩৩—২৩৬

সোহাগা (৬)—সৌভাগ্য, টঙ্কণ, ক্ষার ও ধাতুদ্রাবক এইগুলি সোহাগার নাম। সোহাগা—অগ্নিকারক, রুক্ষ, কফ নাশক ও বাতপিত্তকারক। ॥ ২৩৭

ক্ষারদ্বয় ও ক্ষারত্রয়—ক্ষারদ্বয় শব্দে যবক্ষার ও স্বর্জ্জিকাক্ষার এই উভয়কে বুঝায়। ক্ষারত্রয় শব্দে যবক্ষার স্বর্জ্জিকাক্ষার ও সোহাগা এই ক্ষারত্রয়কে বুঝাইয়া থাকে। এই ক্ষারত্রয়ের যে যে গুণ উক্ত হইয়াছে, মিলিত হইলেও উহাদিগের সেই সেই গুণই হইয়া থাকে। বিশেষ মিলিত ক্ষারদ্বয় বা ক্ষারত্রয় অতি গুল্মনাশক ॥ ২৩৮

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। পাঙ্গালবণকে হিন্দীতে সমুদ্রনোংন, পাঙ্গা, মহারাষ্ট্রে মীঠ, গুজরাটে মীঠুং, কর্ণাটে বডাগরলবণ, তৈলঙ্গে উপ্পুং; ফারসীতে নমক, আরবীতে মিলহ শোরী বলে। ইংরাজী নাম Salt. লাটিন নাম Sodii Muras.

(২) দেশভেদে নামভেদ। বিট্‌লবণের হিন্দীনাম বিরিয়াসংচরনোংন, কটীলানোংন, মহারাষ্ট্রী নাম বিড়লোণ ও গুজরাটী নাম বিড়লবণ।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। সচলকে হিন্দুস্থানে চৌহার কোড়া, কালানোংন, সোচরনোংন; মহারাষ্ট্রে পাদেলোণ, গুজরাটে সংচল, কর্ণাটে সৌবর্চল, তৈলঙ্গে নালুউপ্পু, ফারসীতে নমক শিয়া, আরবীতে মলা অস্বদ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Socchal Salt. সচল সল্ট, ইংরাজী নাম Unaqua Sodium chloride.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। যবক্ষারকে হিন্দুস্থানে জবাখার এবং তৈলঙ্গে যবখারং, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে জবখার, কর্ণাটে যবক্ষার ও আরবীতে নুতরুন্ বলে। ইংরাজীতে Carbonate of Potash. ল্যাটিন নাম Potassium rarbonass.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। সাজীক্ষারকে হিন্দুস্থানে সজ্জী, সাজীখারু বা কঙ্গণ ক্ষার, মহারাষ্ট্রে সজ্জীখার, গুজরাটে সাজীখার, কর্ণাটে সাজীখারু, ফারসীতে সংজারকলিয়া, আরবীতে কলীবশব্বুল অস্‌ফর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Panjab Solt worth or Sajji of Carbonate of soda, কার্ব্বনেট অব সোডা বা পঞ্জাব সল্ট্ ওয়ার্থ অথবা সাজি।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। সোহাগাকে হিন্দুস্থানে সুহাগা, মহারাষ্ট্রে টাঙ্কণক্ষার, স্বাগীখার, গুজরাটে টঙ্কণপাটিয়ো, টঙ্কণ-ফুলিয়ো, কর্ণাটে টঙ্কণখারু বিলীয় টঙ্কণু, তৈলঙ্গে এলিগারম্, ফারসীতে তীগার, আরবীতে বুরগ বলে। ইংরাজীতে Borax Baborate of Soda, লাটিন Sodas Bibors.

ক্ষারাষ্টক—ক্ষারাষ্টক শব্দে পলাশক্ষার, সিজক্ষার, আপাঙ্গক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দক্ষার, তিলনালক্ষার এবং যবক্ষার ও স্বর্জ্জিকাক্ষার এই আট প্রকার ক্ষারকে বুঝায়। এই সকল ক্ষার অগ্নিতুল্য, ইহারা গুল্ম-শূল নাশক পরম ঔষধ ॥ ২৩৯

চুক্র—চুক্র, সহস্রবেধি, রসাম্ল ও শুক্ত, এই গুলি চুক্রের পর্য্যায়। চুক্র—অতি অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, দীপক ও পাচক ; ইহা শূল-গুল্ম-বিবন্ধ-আমবাত ও কফনাশক, সারক এবং বমি-তৃষ্ণা-মুখবৈরস্য-হৃৎ-পীড়া ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমক ॥ ২৪০

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে হরীতক্যাদি বর্গ।

অথ কর্পূরাদি বর্গ।

কর্পূরের নাম ও গুণ (১)—কর্পূর শব্দ পুংক্লীব উভয় লিঙ্গেই বর্ত্তে। সিতাভ্র, হিমবালুক ও ঘনসার এইগুলি এবং চন্দ্র বাচক ও হিম বাচক সমস্ত শব্দ কর্পূরের পর্য্যায়। কর্পূর—শীতবীর্য্য, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, লেখন, লঘু, সুরভি ও মধুরতিক্তরস। ইহা—কফ-পিত্ত-বিষ-দাহ-তৃষ্ণা-মুখবৈরস্য মেদ ও দৌর্গন্ধ্যনাশক। পক্ক ও অপক্ক ভেদে কর্পূর দ্বিবিধ, যথা—পক্ক কর্পূর ও অপক্ক কর্পূর। পক্ক কর্পূর হ'তে অপেক্ষা অপক্ক কর্পূর গুণবত্তর ॥ ১—৩

চিনে কর্পূর—চিনাকসংজ্ঞক কর্পূর তিক্তরস, ইহা কফের ক্ষয়কারক এবং কুষ্ঠ-কণ্ডু-বমিনাশক ॥ ৪

কস্তূরী (২)—মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তূরিকা, কস্তূরী ও বেধমুখ্যা এইগুলি কস্তূরীর নামান্তর। কস্তূরী তিন প্রকার—কামরূপ দেশজ কস্তূরী কৃষ্ণবর্ণ, নেপাল দেশজ কস্তূরী নীলবর্ণ এবং কাশ্মীর দেশোদ্ভব কস্তূরী কপিলবর্ণ। কামরূপের কস্তূরী শ্রেষ্ঠ, নেপালের কস্তূরী মধ্যম, কাশ্মীর দেশের কস্তূরী অধম বলিয়া প্রসিদ্ধ। কস্তূরী—কটু-তিক্তরস, সক্ষার, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক ও গুরু। ইহা—কফ-বাত-বিষ-বমি-শীত-দৌর্গন্ধ্য ও শোষ-নাশক ॥ ৫—৮

লতাকস্তূরী (৩)—লতাকস্তূরী—তিক্ত, স্বাদু, বৃষ্য, শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত), ছেদক (গাঢ়ীভূত শ্লেষ্মাদির ছেদক) এবং শ্লেষ্ম-তৃষ্ণা-বস্তিরোগ ও মুখরোগ নাশক ॥ ৯

গন্ধমার্জ্জার বীজ (গন্ধ গোকুলার বীচি)—গন্ধমার্জ্জার বীজ—বীর্য্যজনক, কফবাত হারক, কণ্ডু কুষ্ঠনাশক, নেত্রহিত, সুগন্ধ এবং ঘর্ম্মগন্ধ নিবারক ॥ ১০

চন্দন (৪)—চন্দন শব্দ পুংক্লীব উভয়লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তিলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্যুতি এইগুলি চন্দনের নাম। যে চন্দন আস্বাদে তিক্ত, কষে পীতবর্ণ, ছেদন করিলে রক্তবর্ণ, দেহে শ্বেতবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটরযুক্ত, তাহাই শ্রেষ্ঠ। চন্দন—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত, আহ্লাদজনক ও লঘু। ইহা—শ্রম-শোষ-বিষ-শ্লেষ্ম-তৃষ্ণা-রক্ত-পিত্ত ও দাহ নাশক ॥ ১১—১৩

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। কর্পূরকে হিন্দুস্থানে কপূর ও মহারাষ্ট্রে কাপূর, গুর্জ্জরে কপূর, কপুর ; তৈলঙ্গে কর্পূরামু বলে। পারসী নাম কাপূর, আরবী নাম কাফুর, ইহার ডাক্তারী নাম Camphor. ক্যাম্ফর।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে সকল দেশেই কস্তূরী বলে, কেবল তৈলঙ্গী ভাষায় ইহার নাম কাস্তূরী, ফারসী নাম মুষ্ক, আরবী নাম মিস্ক। কস্তূরীর ডাক্তারী নাম Musk. মস্ক, ল্যাটিন নাম Mascus.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। লতাকস্তূরীর নাম হিন্দুস্থানে মুস্ক্‌দানা, তৈলঙ্গে তক্কোল কলমু, দ্রাবিড় দেশে কস্তুরবেণ্ড ও তামিলে কঠেকস্তূরী। ডাক্তারী নাম Musk mal ow. মাস্ক্ ম্যালো।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। চন্দনকে হিন্দী মহারাষ্ট্রী ও তৈলঙ্গী ভাষাতে চন্দন, কর্ণাটী ভাষায় বেট্টপঞ্চোগন্ধ, গুজরাটে সুখড, ফারসীতে সন্দল সুফেদ, আরবীতে সংদলে অবীয়্‌ ইংরাজীতে

P. N.
127

পীতচন্দন—কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালানুসার্য্যক এইগুলি পীতচন্দনের নামান্তর। পীতচন্দন—রক্তচন্দন গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা ব্যঙ্গ (মেচেতা) নাশক ॥ ১৪

রক্তচন্দন (১)—রক্তচন্দন, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন, তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। রক্তচন্দন—শীতবীর্য্য, গুরু, স্বাদু-তিক্ত রস, বমি-তৃষ্ণা-রক্তপিত্ত নাশক, নেত্রহিত, বৃষ্য এবং জ্বর-ব্রণ-বিষ নিবারক ॥ ১৫। ১৬

বকমকাষ্ঠ (২)—পত্তঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জন, পট্টরঞ্জক, পত্তূর ও কুচন্দন এইগুলি বকমের নাম। বকম—মধুররস, শীতবীর্য্য, পিত্ত-শ্লেষ্ম-ব্রণ ও রক্তদুষ্টি নাশক। হরিচন্দনে যে সকল গুণ আছে, ইহাতেও সেই সকল গুণ দৃষ্ট হয়। বকম—দাহনাশক একটি বিশেষ ঔষধ।

সমস্ত চন্দনই রসাদিতে তুল্য, কেবল গন্ধেই বিশেষ, ইহাদের মধ্যে শ্বেতচন্দন শ্রেষ্ঠ ॥ ১৭—১৯

অগুরু (৩) ও **কৃষ্ণাগুরু**—অগুরু, প্রবর, লৌহাখ্য, রাজার্হ, যোগজ, বংশিক, কৃমিজ, কৃমিজগ্ধ ও অনার্য্যক এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। অগুরু—উষ্ণবীর্য্য, কটু, ত্বকের হিতকর, তিক্তরস, তীক্ষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক ও লঘু এবং কর্ণরোগ-নেত্ররোগ-শীতবাত ও কফ নাশক। কৃষ্ণ অগুরু ইহা অপেক্ষা অধিক গুণকর। এই অগুরু জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে লৌহবৎ নিমগ্ন হইয়া যায়। অগুরুসম্ভূত তৈল কৃষ্ণাগুরু তুল্য গুণশালী ॥ ২০—২২

দেবদারু (৪)—দেবদারু, দারুভদ্র, দারু, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, দ্রুকিলিম, কিলিম ও সুরভূরুহ এইগুলি একার্থ বাচকশব্দ। দেবদারু—লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য ও কটুবিপাক। ইহা মলমূত্রাদির বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আম, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তপ্রকোপ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডূ ও বায়ু নাশক ॥ ২৩। ২৪

সরল কাষ্ঠ (৫)—সরল, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু এই তিনটি একার্থ বাচক শব্দ। সরল কাষ্ঠ—মধুর-তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, লঘু স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, নেত্ররোগ, রক্ষোগ্রহ, কফ, বায়ু, স্বেদ, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা ও ব্রণ নাশ করিয়া থাকে ॥ ২৫। ২৬

তগরপাদিকা (৬)—শিউলী ছোপ।—তগর দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের নাম কালানুসার্য্য, কুটিল, নহুষ ও নত। দ্বিতীয় প্রকারের নাম—পিণ্ডতগর, দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ। দুই প্রকার তগরই—উষ্ণবীর্য্য, স্বাদু, স্নিগ্ধ ও লঘু। ইহারা বিষ, অপস্মার, শূল, নেত্ররোগ ও ত্রিদোষ নাশ করিয়া থাকে ॥ ২৭। ২৮

Sundal wood. ও ল্যাটিন ভাষায় Santalum album বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। রক্তচন্দনকে হিন্দীতে লাল চন্দন, তৈলঙ্গে এর্‌রগন্ধপুচেক্ক, রক্তচন্দনম্, তামিলে সেন্ শাণ্ডনম, গুজরাটে রতাংজলী, মহারাষ্ট্রে রক্তচন্দন, ফারসী ভাষায় সংদলে, সুর্থ ও আরবী ভাষায় সংদলে অহ্‌মর বলে। লাটিনে Teracarpus Santalum. ইহার ডাক্তারী নাম Red Sandal wood. রেড স্যাণ্ডাল উড্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। বকমের নাম হিন্দুস্থানে গুজরাটে কর্ণাটে ও মহারাষ্ট্রে পতঙ্গ, পতঙ্গবৃক্ষ, তৈলঙ্গে ঔকনুকট্টু, উৎকলে বকমো, গুর্জ্জর ও তামিলে বট্টঙ্গী, ফারসী ও আরবীতে বকম্। ল্যাটিন নাম Coesalpinia Sapan. কেস্যালপিনিয়া সেপান, ইংরাজী নাম Sappan wood.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। অগুরুর নাম মহারাষ্ট্রে গুজরাটে কর্ণাটে তামিলে ও হিন্দুস্থানে অগর, তৈলঙ্গে হরুগুহচেট্টু, মহারাষ্ট্রে শিশবাচে ঝাড় বা কৃষ্ণাগুরু, ফারসীতে কশবেববা ও আরবীতে উদগরকী। ডাক্তারী নাম Fregrant wood. ফ্রেগ্রাণ্ট উড। ইংরাজী নাম Eagle wood.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। দেবদারুর হিন্দী নাম দেবদারু, মহারাষ্ট্রী নাম তেল্যাদেবদার, গুজরাটে দেবদার, কর্ণাটে চোপড়াদেবদারু, কাষ্ঠ দেবদারু, তৈলঙ্গী নাম দেবদারুচেক্কা, ফারসীতে দেবদার, আরবীতে শজর তুলজীন। লাটিন নাম Cedrus Deodara. ডাক্তারী নাম Pinus Deodara. পাইনস্ ডেওডারা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। সরলকাষ্ঠের নাম হিন্দুস্থানে চিরকা পেড়, সরল ও ধূপসরল, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে সরলদেরদার, বোম্বায়ে সুরুচে ঝাড়, তৈলঙ্গে সরলদেবদারু, গরিকে ও সরলদেবদরিচেট্টু, তামিলে সরলদেবদারী এবং দাক্ষিণাত্যে চির। লাটিন নাম Pinus Longifolia. পাইনস্ লঙ্গিফোলিয়া। ইংরাজী নাম Long'eved Pine.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। তগরপাদুকাকে হিন্দুস্থানে কর্ণাটে ও গুজরাটে তগর, মহারাষ্ট্রে গোড়েতগর, নেপালে চম্মা, আরবীতে অশারুন,

পদ্মকাষ্ঠ (১)—পদ্মক, পদ্মগন্ধি ও পদ্মাহ্বয় এইগুলি পদ্মকাষ্ঠের পর্য্যায়। পদ্মকাষ্ঠ—কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, বাতজনক, লঘু, গর্ভসংস্থাপক ও রুচ্য, ইহা—বীসর্প, দাহ, বিস্ফোটক, কুষ্ঠ, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, বমি, ব্রণ ও তৃষ্ণা নাশ করে ॥ ২৯। ৩০

গুগ্গুলু (২)—গুগ্গুলু, দেবধূপ, জটায়ু, কৌশিক, পুর, কুম্ভ, উলূখল, মহিষাক্ষ ও পলঙ্কষ, এই গুলি গুগ্গুলু পর্য্যায়। মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য এই পঞ্চজাতীয় গুগ্গুলু আছে। মহিষাক্ষ গুগ্গুলু ভৃঙ্গাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ (ভীমরাজ পক্ষির ন্যায় চিক্কণ কৃষ্ণ)। মহানীল গুগ্গুলুর লক্ষণ নিজ নামানুরূপ অর্থাৎ অতি নীলবর্ণ। কুমুদ গুগ্গুলু কুমুদাভ। পদ্মগুগ্গুলু পদ্মরাগমণিপ্রভ। হিরণ্যাখ্য গুগ্গুলু স্বর্ণাভ। পাঁচ প্রকার গুগ্গুলুর লক্ষণ কথিত হইল। মহিষাক্ষ ও মহানীল এই উভয়বিধ গুগ্গুলুই গজেন্দ্রের হিতকর। কুমুদ ও পদ্ম গুগ্গুলু অশ্বগণের মঙ্গল ও আরোগ্যকর। কনকগুগ্গুলু মানবগণের বিশেষ মঙ্গল ও আরোগ্য জনক। কদাচিৎ মহিষাক্ষ গুগ্গুলুও মানবগণের মঙ্গলারোগ্য জনক হইয়া থাকে, ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত। গুগ্গুলু—বিশদ, তিক্তকষায়কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক, সারক, পাকে কটুরস, রুক্ষ, অতি লঘু, ভগ্নস্থানের সংযোজক, বৃষ্য, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী), স্বরহিত, রসায়ন, দীপক, পিচ্ছিল ও বলকর। ইহা কফবাত, ব্রণ, অপচী, মেদ, মেহ, অশ্মরী, বাতরোগ, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিড়কা, গ্রন্থি, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও কৃমি নাশ করে। গুগ্গুলু মাধুর্য্য গুণে বাতকে, কষায়ত্বগুণে পিত্তকে এবং তিক্তত্বগুণে কফকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব গুগ্গুলু সর্ব্বদোষ নাশক। নূতন গুগ্গুলু—বৃংহণ ও বৃষ্য; পুরাণ গুগ্গুলু অতিলেখন। নূতন গুগ্গুলু স্নিগ্ধ, কাঞ্চনপ্রভ, পক্কজম্বুফলোপম, সুগন্ধি ও পিচ্ছিল। পুরাণ গুগ্গুলু—শুষ্ক, দুর্গন্ধ ও ত্যক্ত প্রকৃতিবর্ণক। ইহা বীর্য্য বর্জ্জিত হয়। গুগ্গুলু সেবী ব্যক্তি গুগ্গুলুর সম্যক্ গুণ লাভ করিবার ইচ্ছা করিলে অম্লদ্রব্য, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, অপক্কদ্রব্য, মৈথুন, শ্রম, আতপ, মদ্য ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩১—৪৩

সরল নির্য্যাস (৩)—(নবনীত খোটী) শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক, এইগুলি নবনীত খোটীর নাম। নবনীত খোটী—মধুর তিক্ত কষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, সারক ও পিত্তজনক। ইহা—বাতরোগ, মূর্দ্ধরোগ, নেত্ররোগ, স্বররোগ, কফ, রক্ষোগ্রহ, স্বেদ, দৌর্গন্ধ্য, যূকা (উকুন), কণ্ডু ও ব্রণ নাশ করে ॥ ৪৪। ৪৫

রাল (৪)—(ধূনা) রাল, শালনির্য্যাস, সর্জ্জরস, দেব-ধূপ, যক্ষধূপ ও সর্ব্বরস, এই গুলি ধূনার নাম। ধূনা—শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত-কষায়-রস ও গ্রাহী। ইহা—দোষ (বাতাদি), রক্তপ্রকোপ, ঘর্ম্ম, বীসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহাবেশ, ভগ্ন, অগ্নিদগ্ধ, শূল ও অতিসার নাশ করে ॥ ৪৬। ৪৭

কুন্দুরু (৫)—কুন্দুরু সুগন্ধদ্রব্য, ইহা শল্লকী বৃক্ষের নির্য্যাস। কুন্দুরু, মুকুন্দ, সুগন্ধ ও কুন্দ,

---

তৈলঙ্গে নন্দিবৰ্দ্ধন চেট্টু, ও গন্ধিতগরপুচেট্টু, উৎকলে পাণিফলরা বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। পদ্মকাষ্ঠকে হিন্দুস্থানে পদ্মাক, বঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে পদ্মকাষ্ঠ, গুজরাটে পদ্মকতুলাকড়ুং, কর্ণাটে পদ্মক, তৈলঙ্গে পদ্মপুচেক্কা (এণুগুসহদেবি) বলে। লাটীন নাম Prunus Padam.

(২) দেশভেদ নামভেদ। গুগ্গুলুর নাম হিন্দুস্থানে গূগল, ভৈংসাগূগল, গুজরাটে গুগুল, ভৈঁসোগুগুল, মহারাষ্ট্রে ক্ষসাগুগুল্ল, গুগুল্ল, কর্ণাটে ইড়বোল, ফারসীতে বোএজহুদান, আরবে মুক্কিলে অর্জ্জক. তৈলঙ্গে গুগ্গিলমুচেট্রমহিসাছী। ডাক্তারী নাম Burseraceæ. বর্সিরেসি।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। সরল নির্য্যাসকে হিন্দুস্থানে সরলকা গোংদ, সরলকা রস, চন্দ্রস, গন্ধবিরোজা, মহারাষ্ট্রে সরলাডীক, চন্দ্রুস, গুজরাটে চন্দ্রস, জনার্জ্জন, গন্ধবেরিজো, কর্ণাটে শ্রীবেষ্টক, তামিলে পিনৈমারু, ফারসীতে সংদরুস, কাইরুবা, আরবীতে সংদরুস। ইংরাজীতে Gomeopal Sandazack.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ধূনাকে হিন্দুস্থানে রাল, মহারাষ্ট্রে রাল্লপীংবল্লী, গুজরাটে রাল, কর্ণাটে সর্জ্জরস, তৈলঙ্গে সর্জ্জরসমু—সর্জ্জ, পঞ্জাবে রাল অলু, ফারসীতে রালমগরেবী ও আরবীতে কিকহর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Mimosa rubicaulis, মিমোসা রুবিকলিস্। ইংরাজী নাম Yellow Risin. ইওলো রিজিন।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কুন্দুরুখোটীকে হিন্দীতে কুন্দুরু, গুন্দবরোসা, মহারাষ্ট্রে অবলগুন্দর,

এইগুলি কুন্দুরুখোটীর নাম। কুন্দুরু—মধুর, তিক্ত, কটু, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও ত্বচ্য। ইহা—জ্বর, স্বেদ, গ্রহাবেশ, অলক্ষ্মী, মুখরোগ, কফ ও অনিল নাশ করে॥ ৪৮

শিলারস (১)—যবন দেশ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শিলারসকে তুরুষ্কও বলে। সিহ্লক, কপিতৈল ও কপি, শিলারসের নামান্তর। শিলারস—কটু, স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শুক্র ও কান্তিকারক, বৃষ্য, কণ্ঠহিত এবং স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহ নাশক॥ ৪৯। ৫০

জায়ফল(২)—জাতীফল ও জাতিকোশ জায়ফলের নামান্তর। জায়ফলকে মালতীফলও কহে। জায়ফল—তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রোচক, লঘু, কটু, দীপক, গ্রাহী ও স্বরহিত। ইহা শ্লেষ্মা, বায়ু, মুখবৈরস্য, মলের দৌর্গন্ধ্য ও কৃষ্ণতা, ক্রিমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃৎপীড়া নাশ করে॥ ৫১। ৫২

জৈত্রী (৩)—জাতীফলের ত্বক্‌কে জাতীপত্রী অর্থাৎ জৈত্রী বলা গিয়া থাকে। জৈত্রী—লঘু, স্বাদু, কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক, বর্ণকারক এবং কফ-কাস-বমি-শ্বাস-তৃষ্ণা-ক্রিমি ও বিষ নাশক॥৫৩

লবঙ্গ (৪)—লবঙ্গ, দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ ও শ্রীপ্রসূনক এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। লবঙ্গ—কটু-তিক্ত, লঘু, নেত্রহিত, ~~শীত~~ উষ্ণ বীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক ও রুচিজনক। ইহা—কফ পিত্ত রক্ত তৃষ্ণা বমি আধ্মান শূল কাস শ্বাস হিক্কা ও ক্ষয় নাশ করে॥ ৫৪। ৫৫

বড় এলাইচ (৫)—এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুট এইগুলি বড় এলাইচের নাম। বড় এলাইচ—পাকে ও রসে কটুক, অগ্নিজনক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা শ্লেষ্ম-পিত্ত-রক্তপ্রকোপ-কণ্ডু-শ্বাস-তৃষ্ণা-হৃল্লাস-বিষ-বস্তিরোগ-মুখরোগ-শিরোরোগ-বমি ও কাস নাশক॥ ৫৬। ৫৭

ছোট এলাইচ (গুজরাটি এলাইচ) (৬)—সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটী এইগুলি ছোট এলাইচের নাম। ছোট এলাইচ—কটুরস, শীতবীর্য্য, লঘু ও বাতহর। ইহা কফ শ্বাস কাস অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক॥ ৫৮

সালঙ্গড়ীক, গুজরাটে কিন্দুরু, শেষগুন্দর, কর্ণাটে ইডবোল, তৈলঙ্গে কুন্দুরুমু, ফারসীতে কন্দুররুমী; খোটীমস্তকী ও আরবীতে কুন্দুরেজকর বিস্তজ বলে। ইংরাজী নাম Dlibanum. ডাক্তারী নাম The resin of the plant. দি রেসিন অব দি প্ল্যাণ্ট।

(১) দেশভেদে নামভেদ। শিলারসকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে শিলারস, গুজরাটে শেলারস, কর্ণাটে পিণ্ডতৈল, দাক্ষিণাত্যে কপিতেল, ফারসীতে সলারস ও আরবীতে উসারেকমিয়া, মিথাস সাইলা বলে। ইংরাজীতে Liqid ambar.

(২) দেশভেদে নামভেদ। জায়ফলের হিন্দী নাম—জায়ফল, মহারাষ্ট্রী নাম জায়ফল্ল, গুজরাটী ও কর্ণাটী নাম জাঈফল, তৈলঙ্গী জাজিকায়া, তামিলী জোদিকরায়, ব্রহ্মদেশী জাদিক্কু, ফারসী জোভোবুবা, আরবী জোজ্জউতলীব, ইংরাজী নাম Nutmeg. নাট্‌মেগ্‌।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। জৈত্রীকে হিন্দুস্থানে জাবিত্রী, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে জায়পত্রী, গুজরাটে জাবন্ত্রী, তৈলঙ্গে জাজিপত্রী, ফারসীতে জবিত্রী ও বজবার, আরবীতে বিসবাসা, ইংরেজীতে Mace. মেস বলে। লাটীন নাম Myristica Fragrans. মিরিষ্টিকা ফ্র্যাগ্রান্স।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। লবঙ্গকে হিন্দুস্থানে লোংগ, মহারাষ্ট্রে লবংগ, কর্ণাটে লবঙ্গকলিকা, গুজরাটে লবীংগ, ফারসীতে লোঙ্গ ও মেহক, আরবে করন-ফুল, তামিলে কিরম্বের, তৈলঙ্গে লবঙ্গলু ও দাক্ষিণাত্যে লবঙ্‌ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Cloves. ক্লোভস্‌।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। বড় এলাইচকে হিন্দুস্থানে বড়ী ইলাইচী বা ইলায়চি, পূর্ব্বী ইলায়চী, গুজরাটে মোটী এলচী, এলচা, কর্ণাটে পরড্‌লক্কী, ফারসীতে হৈলং কলাং, আরবীতে কাকলে কিবার, তৈলঙ্গে পেঙ্গ এলা কুলু, এলুকচেট্টু, তামিলে এলম্‌ ও মহারাষ্ট্রে বেলদোড়ে ও থোরবেলা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Larger cardamun. লার্জ্জার কার্ডেমম্‌।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ছোটএলাইচকে হিন্দীতে ছোটী ইলাচী ও গুজরাতী ইলায়চী, সফেদ ইলারচী, মহারাষ্ট্রে বেলচী, গুজরাটে এলচীকাগদী তৈলঙ্গে এলাকু, চিল্লয়ালকুলু এল্লকপ, দ্রাবিড়ে এলোকুল্লকাপু, ফারসীতে হৈল, হিল ও হাল, আরবীতে কাকিলে সিগার বলে। ডাক্তারী নাম Eleteria cardamomum. ইলিটেরিয়া কার্ডেমোমাম।

তজ(১)—(দারুচিনি বিশেষ)। ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ, চোচ ও উৎকট, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। তজ—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত-মধুররস, রুক্ষ, পিত্তজনক, কফবাতনাশক। ইহা—কণ্ডু-আম-অরুচি-হৃদ্রোগ-বস্তিরোগ-বাতার্শঃ-কৃমি-পীনস ও শুক্র নাশক॥ ৫৯। ৬০

দারুচিনি (২)—ত্বক্‌, স্বাদ্বী, তনুত্বক্‌ ও দারুসিতা (দারুচিনি) এইগুলি দারুচিনির নামান্তর। দারুচিনি—মধুর-তিক্ত-রস, বাতপিত্ত নাশক, সুরভি (সুগন্ধি), শুক্রজনক, বলকর এবং মুখশোষ ও তৃষ্ণানাশক॥ ৬১

তেজপত্র (৩)—পত্র, তমালপত্র ও পত্র বাচক শব্দ সমূহ তেজপত্রের পর্য্যায়। তেজপত্র—মধুর, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, লঘু। ইহা—কফবাতার্শঃ, হৃল্লাস, অরুচি ও পীনস নাশক॥৬২

নাগকেশর (৪)—নাগপুষ্প, নাগ; কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়,নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চন বাচক শব্দ এইগুলি নাগকেশরের পর্য্যায়। এই সকল শব্দ যখন নাগকেশরের পুষ্পকে বুঝাইবে, তখন উহারা ক্লীবলিঙ্গ হইবে। নাগকেশরফুল—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, আমপাচক। ইহা—জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, বমি, হৃল্লাস, দৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ, বীসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক॥ ৬৩। ৬৪

ত্রিজাতক ও চতুর্জাতক—দারুচিনি এলাইচ ও তেজপত্র এই তিনটি দ্রব্য মিলিত হইলে তাহাকে ত্রিসুগন্ধি বা ত্রিজাতক কহে। এই ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত হইলে তাহাকে চাতুর্জাতক বলা গিয়া থাকে। ত্রিজাতক ও চতুর্জাতক উভয়েই রোচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, মুখদুর্গন্ধ নাশক, লঘু, পিত্ত ও অগ্নিজনক, বর্ণহিত এবং কফ-বাত-বিষ-নাশক॥ ৬৫। ৬৬

কুঙ্কুম (৫)—কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক ও রক্ত নামক শব্দ সমূহ কুঙ্কুমের পর্য্যায়। কাশ্মীর দেশের ক্ষেত্রে যে কুঙ্কুম হয়, তাহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশর বিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি। এই কুঙ্কুমই শ্রেষ্ঠ। বাহ্লীক দেশে যে কুঙ্কুম জন্মে, তাহাও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশর বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ ও কেতকীগন্ধযুক্ত। এই কুঙ্কুম মধ্যম। পারসীক দেশে যে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়, তাহা স্থূল কেশরযুক্ত, ঈষৎ পাণ্ডুর বর্ণ ও মধুগন্ধি। এই কুঙ্কুম নিকৃষ্ট। কুঙ্কুম—কটু ও তিক্তরস, স্নিগ্ধ, বর্ণহিত, ইহা শিরোরোগ-ব্রণ-কৃমি-বমি-ব্যঙ্গ ও ত্রিদোষ নাশক॥ ৬৭—৭১

গোরোচনা (৬)—গোরোচনা, মঙ্গল্যা, বন্দ্যা, গৌরী ও রোচনা, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। গোরোচনা—শীতবীর্য্য, তিক্ত, বশ্য (বশীকরণক্ষম), মঙ্গলজনক ও কান্তিপ্রদ। ইহা—বিষ-অলক্ষী-গ্রহাবেশ-উন্মাদ-গর্ভস্রাব-ক্ষত ও রক্ত প্রকোপ নাশক॥ ৭২

(১। ২) দেশভেদে নামভেদ। দারুচিনিকে হিন্দীতে তজদালচীনী, মহারাষ্ট্রে দালচীনী, গুজরাটে ও কর্ণাটে তজ, তৈলঙ্গে সনলিঙ্গু, ডালচীনী, সনাললীঙ্গপুতা, তামিলে কারুথা করু উপট্টাঙ্গৈ, ফারসীতে দার্চিনী, আরবীতে সালীখা, ব্রহ্মদেশে মিট্‌থ্যাবো, লুসাই ভাষাতে থ্বাক্‌ থিন্‌ বলে। ডাক্তারী নাম Cinnamon Bark. লাটিন নাম Cunnamomi Cartex. ডাক্তারী নাম Cinamon. সিনামন্‌।

P. N. 230 A

(৩) দেশভেদে নামভেদ। তেজপত্রকে হিন্দীতে তেজপাত, মহারাষ্ট্রে তমালপত্র,সন্তারপান, গুজরাটে তমালপত্র, কর্ণাটে পত্রক, তৈলঙ্গে আকুপত্রী, ফারসীতে সাদরস্থ ও আরবীতে সাজিজ্ঞ বলে। ইংরাজী নাম Folia Malabathy. লাটিন নাম Cuinamomam mala. ডাক্তারী নাম The Leaf of Lourus cassia. দি লিফ অব লরাস্‌ ক্যাসিয়া।

P. N. 226

(৪) দেশভেদে নামভেদ। নাগকেশরকে হিন্দুস্থানে কর্ণাটে ও গুজরাটে নাগকেশর, মহারাষ্ট্রে নাগকেশর, তাংবডা নাগকেসর, তৈলঙ্গে নাগকেশরালু, তামিলে নাঙ্গল, বোম্বায়ে নাগচম্প ও আরবীতে নারমুস্ক বলে। ডাক্তারী নাম Mesuaferrea মেসুয়াফেরিয়া।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কুঙ্কুমকে হিন্দুস্থানে কেসর,জাফরান. মহারাষ্ট্রে কেশর, গুজরাটে কেসর, কর্ণাটে কুংকুম, তৈলঙ্গে কুঙ্কুমপুবু, ফারসীতে লরকীমাস, আরবীতে জাফরান বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Saffron স্যাফরন্‌।

P. N. 254

(৬) দেশভেদে নামভেদ। গোরোচনাকে হিন্দুস্থানে গোরোচন, গোলোচন, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে গোরোচন, গুজরাটে গোরোচন্দন, তৈলঙ্গে গোরোচনমু, ফারসীতে গায়রোহণ ও আরবীতে হজরুলবক্কর বলে। ইংরাজী নাম Gallstone Bijoor. লাটিন নাম Bastarous.

নখ ও নখী (১)—(গন্ধদ্রব্য বিশেষ) নখ ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ ও চক্রকারক এইগুলি নখের পর্য্যায়। স্বল্প নখকে নখী হনু ও হট্টবিলাসিনী কহে। নখদ্বয়—রসে ও পাকে কটু, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, বর্ণহিত, স্বাদু। ইহা—গ্রহাবেশ শ্লেষ্ম বাত রক্তপ্রকোপ জ্বর কুষ্ঠ ব্রণ বিষ অলক্ষ্মী ও মুখদৌর্গন্ধ্যনাশক ॥ ৭৩। ৭৪

সুগন্ধবালা (২)—বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ, উদীচ্য, কেশ ও জলবাচক শব্দ সমূহ বালার পর্য্যায়। বালা—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক। ইহা—হৃল্লাস-অরুচি-বীসর্প-হৃদ্রোগ-আম ও অতিসারনাশক ॥ ৭৫

বীরণ (৩)—(বেণা)—বীরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক এইগুলি বেণার পর্য্যায়। বেণা—পাচক, শীতবীর্য্য, বমি নিবারক, লঘু, তিক্তরস, স্তম্ভন, জ্বরঘ্ন, ভ্রম রোগ ও মদরোগনাশক, কফপিত্ত হারক এবং তৃষ্ণা, রক্তপ্রকোপ, বিষ, বীসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও ব্রণ নাশক ॥ ৭৬। ৭৭

উশীর (৪)—(বেণামূল)—বেণার মূলকে উশীর কহে। নলদ, অমৃণাল সেব্য ও সমগন্ধিক এইগুলি উশীরের পর্য্যায়। উশীর—পাচক, শীতবীর্য্য, স্তম্ভন, লঘু, তিক্তমধুর রস। ইহা—জ্বর, বমি, মদরোগ, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তপ্রকোপ, বিষ, বীসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণনাশক ॥ ৭৮। ৭৯

জটামাংসী(৫)—জটামাংসী, ভূতজটা, জটিলা ও তপস্বিনী এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। জটামাংসী—তিক্ত-কষায় রস, মেধ্য, কান্তিজনক, বলপ্রদ, স্বাদু, শীতবীর্য্য এবং ত্রিদোষ,রক্তপ্রকোপ, দাহ, বীসর্প ও কুষ্ঠ নাশক ॥ ৮০

শৈলেয় (৬)—শৈলেয়, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। শৈলেয়—শীতবীর্য্য, হৃদ্য, লঘু এবং কফ পিত্ত কণ্ডূ কুষ্ঠ অশ্মরী দাহ বিষ ও গুহ্যদেশনিঃস্রুত শোণিত নাশ করে ॥ ৮১

মুতা(৭)ও **নাগরমুতা** (৮)—মুস্তকশব্দ পুংক্লীব উভয়লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, মুস্ত শব্দ তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মুস্তক, মুস্ত, মেঘবাচক শব্দ সমূহ ও কুরুবিন্দ এইগুলি মুতার

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। নখীকে হিন্দুস্থানে দোনোং নখ, নখ ও নখী; মহারাষ্ট্রে নখলা, বাঘনখ; গুজরাটে নখলা, সাবজনানখ; কর্ণাটে ও উৎকলে নখ ও বাঘনখ; ফারসীতে তাখুন পর্যা ও গ্রাহকসর এবং আরবীতে অজফরুতিব ও ইকলিলুল্মুলুক বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। বালাকে হিন্দুস্থানে সুগন্ধবালা; মহারাষ্ট্রে বাল্লা; দাক্ষিণাত্যে করংবাল; কর্ণাটে বালদবেরু, খসমুষ্টিবাল; গুজরাটে বালো; তৈলঙ্গে বাট্টিবেল্লু, বোম্বাইয়ে বালা ও ফারসীতে অসারুং বলে। ডাক্তারী নাম Pavonia odorata, প্যাভো নিয়া ওডোরেটা।

P, N.
৭২-৮

(৩) দেশভেদে নামভেদ; বেণার নাম হিন্দীতে খস্; তৈলঙ্গে অবরুগডিড; উৎকলে বিণা, গন্দবিণা, বোম্বায়ে খস্খস ও তামিলে বেত্তেবের! ইহার ডাক্তারী নাম Andropogon Muricats. এনড্রোপোগন মিউরিকেট্স্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। উশীরকে হিন্দী ভাষাতে খশ, বীরন, গাণ্ডর; মহারাষ্ট্রে কাল্লাবাল্লা; গুজরাটে কালোবালো, মোথ্যতাবালাজিনাংগীণমূল; কর্ণাটে বালদবেস; তৈলঙ্গে অবরুগট্টি, বন্দিবেল্লু নল্ল; তামিলে বেত্তেবের, বোম্বাইয়ে খস্খস; উৎকলে বিণা; গন্ধবিণা, বাধিবেরু বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The Root of a fragrant grass. দি রুট অফ এ ফ্রেগ্রাণ্ট গ্রাস।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। জটামাংসীকে হিন্দুস্থানে জটামাংসী, বালছড়, কনুচর; মহারাষ্ট্রে ও তৈলঙ্গে জটামাংসী; গুজরাটে বালছড়; কর্ণাটে বহুলগন্ধজটামাংসী, আকাশজটামাংসী; ফারসীতে সুবুল্ ও আরবীতে সুবলুত্তীব বলে। ইংরাজী নাম Shikenard. লাটিনে Nordastachyo.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। শৈলজকে হিন্দুস্থানে ভূরিছরীলা,পত্থরকা ফুল; মহারাষ্ট্রে দগড়ফুল; গুজরাটে পথরফুল; কর্ণাটে কলভু, কলহু; তৈলঙ্গে শৈলেয়মনেদ্রব্যমু, ফারসীতে দহাল, আরবীতে আশীনা। লাটিন নাম Parmalia perleta P. Perforatas.

(৭) দেশভেদে নামভেব। ইহাকে হিন্দুস্থানে মোথা; মহারাষ্ট্রে মোথে; গুজরাটে মোথ্য; দ্রাবিড়ে গরমোটা; তৈলঙ্গে তুংগমুস্ত সকহতুঙ্গ; তামিলে কোরয়; ফারসীতে শাদকফী ও আরবীতে মুষ্কজমীন বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Cyperus rotundus. সাইপ্রাস রোটন্ডস্।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। নাগর মুতার নাম হিন্দুস্থানে নাগরমোথা; মহারাষ্ট্রে নাগর

পর্য্যায়। আর ক্রোড়, কসেরুক, ভদ্রমুস্ত, গুন্দ্রা ও নাগরমুস্তক এইগুলি নাগরমুতার নামান্তর। মুতা—কটু, শীতবীর্য্য, গ্রাহী, তিক্ত, দীপক, পাচক, কষায় এবং কফ পিত্ত রক্তপ্রকোপ তৃষ্ণা জ্বর অরুচি ও ক্বমি নাশক। যে মুস্তক অনূপদেশে জন্মে, সেই মুস্তক এবং তদ্দেশজ নাগরমুস্তক শ্রেষ্ঠ ও ঔষধে প্রশস্ত ॥ ৮২—৮৪

কচূর (১)—(শটী)—কচূর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক ও শটী এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। শটী—অগ্নিদীপক, রুচিজনক, কটুতিক্ত রস, সুগন্ধি, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য ও লঘু। ইহা—কুষ্ঠ অর্শঃ ব্রণ কাস শ্বাস গুল্ম বাত কফ ও ক্বমি নাশ করে ॥ ৮৫। ৮৬

একাঙ্গী—(২)—মুরা, গন্ধকুটী, দৈত্যা, সুরভি ও তালপর্ণিকা এইগুলি একাঙ্গীর নাম। একাঙ্গী—তিক্ত মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু এবং পিত্ত বাত জ্বর রক্তপ্রকোপ ভূতগ্রহ রক্ষোগ্রহ কুষ্ঠ ও কাস নাশক ॥ ৮৭

গন্ধপলাশী—(৩)—(সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষ, ইহা কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ)। শটী, পলাশী, ষড়্‌গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা, গান্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ, পৃথুপলাশিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। গন্ধপলাশী—কষায়, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, তীক্ষ্ণবীর্য্য, কটুক, অনুষ্ণ, মুখমল নাশক, এবং শোথ, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শূল, হিক্কা (বা সিধ্ম) ও গ্রহ নাশক ॥ ৮৮। ৮৯

প্রিয়ঙ্গু (৪) ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু—প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, কান্তা, লতা, মহিলাবাচক শব্দ সমূহ গুন্দ্রা, গন্ধফলা, শ্যামা, বিষক্ সেনা ও অঙ্গনাপ্রিয়া এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। প্রিয়ঙ্গু—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায় রস এবং বাত-পিত্ত-রক্তাতিযোগ-দৌর্গন্ধ্য-স্বেদ-দাহ-জ্বর-গুল্ম-তৃষ্ণা-বিষ ও মোহ নাশক। গন্ধ প্রিয়ঙ্গুরও এই সকল গুণ জানিবে। ইহার ফল—মধুর-কষায়রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, গুরু, বিবন্ধ আধ্মান ও বলকারক, সংগ্রাহী ও কফপিত্তনাশক ॥ ৯০—৯২

রেণুকা (৫)—(মরিচসদৃশা) রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডুপুত্রী, কৌন্তী ও হরেণুকা, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। রেণুকা—কটু-বিপাক, তিক্তকটু-রস, অনুষ্ণবীর্য্য, লঘু, পিত্তজনক, অগ্নিদীপক, মেধ্য, পাচক, গর্ভপাতকারক, কফবাতজনক এবং তৃষ্ণা কণ্ডূ বিষ ও দাহনাশক ॥ ৯৩। ৯৪

গ্রন্থিপর্ণ (৬)—(গেঁটেলা) গ্রন্থিপর্ণ, গ্রন্থিক, কালপুচ্ছ, গুচ্ছক, নীলপুষ্প, সুগন্ধ ও তৈলপর্ণক এইগুলি গেঁটেলার নাম। গেঁটেলা-তিক্তকটুরস, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু এবং কফ বাত-বিষ-শ্বাস-কণ্ডূ ও দৌর্গন্ধ্য-নাশক ॥ ৯৫। ৯৬

স্থৌণেয়ক (থুনের) (৭)—(ইহা গেঁটেলারই প্রকার ভেদ, ঈষৎ সুগন্ধ)। স্থৌণেয়ক,

---

মোথে ; গুজরাটে নাগরমোথ্য ; তৈলঙ্গে তুঙ্গগহুলবিম্ ; তামিলে মুদহকাচ ও দাক্ষিণাত্যে গরমোটা। ডাক্তারী নাম Mariscus cypru. মেরিস্‌কাস সাইপ্রাস্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। শটীকে হিন্দুস্থানে কচুর ও কালী হলদী ; বোম্বায়ে কচোরা, মহারাষ্ট্রে কচোরা, নরকচোরা, কাচরী ; গুজরাটে কচুরী ; কর্ণাটে কচোরা ; তৈলঙ্গে কাচোরালু ; ওকাতো কচেট্টা ; ফারসীতে জরংবাদ ও আরবীতে এরকুলকাফুর বলে। ডাক্তারী নাম Curcuma gedoaria. কারকুমা জেডোয়ারিয়া।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে একাঙ্গী, মুরা ; মহারাষ্ট্রে একাঙ্গী, মুরা ; কর্ণাটে মুরে ও গুজরাটে মোরমাংসী বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ! গন্ধপলাশীকে হিন্দীতে গন্ধপলাশী কচূরভেদ, কর্পূরকাচরী ; মহারাষ্ট্রে কাপূর কচরী ও আম্বেহলদ ; গুজরাটে কপূর কাচরী, তৈলঙ্গে কিচুলি রাগটল। বোম্বায়ে আবেহলদ ; আরবীতে জরংবাদ বলে। লাটীন নাম Hodychusin specatum. বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। প্রিয়ঙ্গুর নাম হিন্দুস্থানে প্রিয়ংগু, ফুলফেন ও ফুলপ্রিয়ঙ্গু; মহারাষ্ট্রে গহ্বলা ; গুজরাটে ঘড়লা ; কর্ণাটে নেপিলগু, বোম্বায়ে গহুলী ও তৈলঙ্গে প্রেঙ্কণ পুচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Aglaia Roxburghianna. আগ্‌লিয়া রক্সবার্ঘিয়ানা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। রেণুকাকে হিন্দুস্থানে সম্ভালুকেবীজ ; বোম্বায়ে রেণুকবীজ বা কৌন্তী, তামিলে যেট্টী ও গুজরাটে হরেণু বলে। ডাক্তারী নাম Piper aurantiacum. পিপার অরান্‌টিয়াকম্।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। গেঁটেলাকে হিন্দীতে গন্টিবণ বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। স্থৌণেয়কে হিন্দুস্থানে থুনের ; মহারাষ্ট্রে থুণোর ; কর্ণাটে

বর্হিবর্হ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণরোম, শুক, শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। স্থৌণেয়—কটু, স্বাদু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, মেধাজনক, শুক্রকারক, রুচিপ্রদ, রক্ষোঘ্ন এবং জ্বর-ক্রমি-কুষ্ঠ-রক্তপ্রকোপ-তৃষ্ণা-দাহ-দৌর্গন্ধ্য ও তিলকালক নাশক ॥ ৯৭ । ৯৮

নিশাচর—(ইহাও গেঁটেলার প্রকার ভেদ, নেপাল দেশে জাত ও ভটেউর নামে প্রসিদ্ধ)। নিশাচর, ধনহর, কিতব ও গণহাসক, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। নিশাচর—মধুর-তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, রুচিকর, লঘু, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, শীতবীর্য্য এবং কুষ্ঠ-কণ্ডূ-কফ-অনিল-রক্ষঃ-অলক্ষ্মী-স্বেদ-মেদঃ-রক্তপ্রকোপ জ্বর-দুর্গন্ধ-বিষ ও ব্রণনাশক ॥ ৯৯ । ১০০

তালীস (১)—(ভূম্যামলকীবদ্ গুচ্ছ যুক্ত)। তালীস, পত্রাঢ্য, ধাত্রীপত্র এই তিনটি একার্থ বাচক শব্দ। তালীস—লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য এবং শ্বাস-কাস-কফ-বাত-অরুচি-গুল্ম আম-অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ নাশক ॥ ১০১

কঙ্কোল—[সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ, শীতলচীনি নামে লোকে প্রসিদ্ধ]। কঙ্কোল, কোলক ও কোষফল এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। কঙ্কোল—লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, তিক্ত, হৃদ্য, রুচিপ্রদ এবং মুখদৌর্গন্ধ্য-হৃদ্রোগ-কফ-বাতরোগ ও আন্ধ্যনাশক ॥ ১০২

X **গন্ধকোকিলা ও গন্ধমালতী**—গন্ধকোকিলা—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য কফনাশক, তিক্তরস ও সুগন্ধ। গন্ধমালতীও গন্ধকোকিলার তুল্যগুণ জানিবে ॥ ১০৩

P.N. 109th

লামজ্জক—(২) (ইহা উশীরবৎ পীতবর্ণ তৃণ বিশেষ অর্থাৎ বেণা বিশেষ)। লামজ্জক, সুনাল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথক, সেব্য, নলদ ও অবদাহক এইগুলি বেণাবিশেষের নামান্তর। লামজ্জক-শীতবীর্য্য, তিক্ত, লঘু এবং ত্রিদোষ-রক্তপ্রকোপ-ত্বগ্‌রোগ-স্বেদ-মূত্রকৃচ্ছ্র-দাহ ও রক্তপিত্ত রোগ নাশক ॥ ১০৪ । ১০৫

এলবালুক (৩)—(ইহা কঙ্কোলসদৃশ ও কুড়ের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট)। এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, ঐলবালুক, এলালু ও কপিত্থত্বক্ এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। এলবালুক—কটুবিপাক, কষায়রস, শীতবীর্য্য, লঘু এবং কণ্ডূ-ব্রণ-বমি-তৃষ্ণা-কাস-অরুচি-হৃদ্রোগ-কফ-বিষ-পিত্তরক্ত-কুষ্ঠ-মূত্ররোগ ও কৃমি নাশক ॥ ১০৬ । ১০৭

P.N. 322 B.

কৈবর্ত্তমুস্তক বা বিতুন্নক (৪)—ইহা বিতুন্নক বৃক্ষের ত্বক্, দেখিতে মুতার ন্যায় আকৃতি কুটন্নট, দাসপুর, বালেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ ও কৈবর্ত্তীমুস্তক এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। বিতুন্নক মুস্তাবৎ বিরলপত্র ও শুক্লাভ। ইহা শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-কটু রস, কান্তিপ্রদ এবং কফ-পিত্ত-রক্ত-বীসর্প-কুষ্ঠ-কণ্ডূ ও বিষনাশক ॥ ১০৮ । ১০৯

স্পৃক্কা (৫)—(সুগন্ধিদ্রব্য, শাকবিঃ, পিড়িংশাক)। স্পৃক্কা, অসৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটিবর্ষা ও লঙ্কোপিকা, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। স্পৃক্কা—স্বাদু, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, তিক্ত, সর্ব্বদোষনাশক এবং কুষ্ঠ-কণ্ডূ-বিষ-স্বেদ-দাহ-অলক্ষ্মী-জ্বর ও রক্ত নাশক ॥ ১১০ । ১১১

স্থৌণজ ; তৈলঙ্গে সুগন্ধদ্রব্যমু ও নেপালে ভটিউর বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। তালিশপত্রকে হিন্দীতে তালিশপত্র, তালীসপত্র ; মহারাষ্ট্রে লঘু-তালীসপত্র ; তৈলঙ্গ ও তামিলে তালিশপত্রী ; দ্রাবিড়ে পংনিঅল ও বোম্বায়ে তাম্বঠ ; ফারসীতে জরনব ; আরবীতে তালীসফর বলে। ডাক্তারী নাম Pinus Webbiana. পাইনস্ ওয়েবিয়ানা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। লামজ্জককে হিন্দুস্থানে লামজ্জক ও তৈলঙ্গে তেল্লবট্টিবেরু ; মহারাষ্ট্রে লাবজ্জ পীবলাবালা ; গুজরাটে সুগন্ধিপীলু, খড়জল জলবালো বলে। ডাক্তারী নাম The Juncus odoratus. দি জাঙ্কাস্ ওডোরেটস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। এলবালুকাকে হিন্দুস্থানে এলুবা ; মহারাষ্ট্রে কলংগডলে ও বেলচী এবং তৈলঙ্গে কুতুথুডম বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কৈবর্ত্তমুতার হিন্দীনাম গুড়তজী, কেবটী মোথা। ইহাকে মরাটী ভাষায় কেবডী মোথা ; গুজরাটী ভাষায় কৈবর্ত্ত মোথা বলে। ডাক্তারী নাম Hoxastachoys Roxb. হেক্সাস্টাচস্ রক্সব।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। পিড়িংশাককে হিন্দুস্থানে অসবরগ, অস্পরকপুরী ; উৎকলে ফিরিকি শাক; মহারাষ্ট্রে স্পৃক্কা, গগোণা ; কর্ণাটে হিক্কে ও তৈলঙ্গে স্পৃক্কথনেড়ুদ্রব্যমু বলিয়া থাকে।

পর্প্ট´টী—(সুগন্ধিদ্রব্য, উত্তর দেশে পদ্মাবতী নামে খ্যাত)। পর্পটী, রঞ্জনা, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, অগ্নিসংস্পর্শা, জতুকৃৎ ও চক্রবর্ত্তিনী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। পর্পটী—কষায়তিক্তরস, শীতল, বর্ণপ্রদ, লঘু এবং বিষ-ব্রণ-কণ্ডূ-কফ-পিত্তরক্ত ও কুষ্ঠ-নাশক ॥ ১১২।১১৩

নলিকা (১)—(ইহা উত্তরাপথে প্রসিদ্ধ সুগন্ধিদ্রব্য, প্রবালাকৃতি)। নলিকা, বিদ্রুমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনকেশী, নির্ম্মধ্যা, সুষিরা ও নলী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। নলিকা—শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুষ্য এবং কফপিত্ত-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-বাত-তৃষ্ণা-রক্তদুষ্টি-কুষ্ঠ-কণ্ডূ ও জ্বর নাশক ॥ ১১৪। ১১৫

প্রপৌণ্ডরীক (২)—(সুগন্ধদ্রব্য, পুণ্ডেরী নামে প্রসিদ্ধ)। প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য্য, চক্ষুষ্য ও পৌণ্ডরীয়ক, এইগুলি একার্থ বাচকশব্দ। ইহা—মধুর-তিক্তকষায় রস, শুক্রজনক, শীতবীর্য্য, চক্ষুষ্য, মধুরবিপাক, বর্ণকর ও কফপিত্তনাশক ॥১১৬

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীসন্‌মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে কর্পূরাদিবর্গ।

অথ গুড়ূচ্যাদি বর্গ।

গুড়ূচীর (৩) উৎপত্তি নাম ও গুণ—সম্মানশালী রাক্ষসাধিপতি লঙ্কেশ্বর রাবণ কামাসক্ত হইয়া রামপত্নী সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলে, বলবান্ রাম, বানর সৈন্য দ্বারা জায়াপহারী সেই পরম শত্রু রাবণকে রণে নিহত করেন। সেই বলগর্ব্বিত দেবশত্রু রাবণ নিধন প্রাপ্ত হইলে দেবরাজ সহস্রলোচন (ইন্দ্র), রামচন্দ্রের প্রতি অতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যে কোন বানর রাক্ষস কর্ত্তৃক রণে নিহত হইয়াছিল, অমৃত বর্ষণ দ্বারা তিনি তাহাদিগকে সংসিক্ত করিয়া পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। সেই বানরগণের গাত্র হইতে অমৃত বিন্দু সকল প্রচ্যুত হইয়া যে সকল স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানেই গুড়ূচী জন্মিয়াছিল। গুড়ূচী, মধুপর্ণী, অমৃতা, অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নরুহা, ছিন্নোদ্ভবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা, সোমা, সোমবল্লী, কুণ্ডলী, চক্রলক্ষণিকা, ধীরা, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসা, বয়স্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা, এইগুলি গুড়ূচীর (গুলঞ্চের) নাম। গুড়ূচী—কটু-তিক্ত কষায়রস, মধুরবিপাক, রসায়ন, সংগ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকারক ও অগ্নিদীপক। ইহা—ত্রিদোষ, আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, কৃমি ও বমি নাশ করে। (প্রমেহ-শ্বাস-কাস-অর্শঃ-মূত্রকৃচ্ছ্র-হৃদ্রোগ ও বাতনাশক। ইহা অধিক পাঠ) ॥ ১—১০

তাম্বূল (পান) (৪)—তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এইগুলি পানের নাম।

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। নলিকাকে মহারাষ্ট্রে নলিকাজাঙ্গ ; কর্ণাটে বেসনলিকে ; তৈলঙ্গে পক্কেমুক সুগন্ধিদ্রব্যমু বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। পুণ্ডরিয়ার নাম হিন্দুস্থানে পুংণ্ডেরী, পুণ্ডরিয়া ; মহারাষ্ট্রে পুণ্ডরীক বৃক্ষ ; তৈলঙ্গে পুণ্ডরীকমনুগে বিধ্মানমু ; গুজরাটী ভাষায় পাণ্ডেরবা ও কর্ণাটী ভাষায় পুণ্ডরীক। ডাক্তারী নাম Root stock of nymphæa lotus. রুট ষ্টক অব্ নিম্ফিয়া লোটস্!

ইতি কর্পূরাদিবর্গ।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। গুলঞ্চের নাম হিন্দুস্থানে গুড়চ, গিলোয়, ঘড়ঞ্চ, মহারাষ্ট্রে গুল্লবেল, কর্ণাটে অমরদবল্লি, তৈলঙ্গে তিপ্পতিগা, তিয়াতিজ, গোধূচি, কান্যকুব্জে গুরুঞ্চী, গুজরাটে গলো, তামিলে সিন্দী, লকোদী, বোম্বায়ে গিরুলী, পঞ্জাবে গলাহ্ব, ফারসীতে গিলাহ ও আরবী ভাষায় গিলোঙ্গ। ডাক্তারী নাম Combuscordifolia. ল্যাটিন ভাষায় Tinasporaa Cordifolia. টাইন্‌স্পোরা কর্ডিফোলিয়া।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। তাম্বূলকে হিন্দুস্থানে পান, নাগরবেল, তৈলঙ্গে তামলপাকু : তামিলে বল, গুজরাটে নাগরবেল্য,

পান—মুখ-বৈশদ্যকারক, রুচিজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কষায়-তিক্ত-কটু-ক্ষাররস, সারক, বশীকরণক্ষম, রক্তপিত্তকারক, লঘু, বলকর এবং শ্লেষ্ম-মুখদৌর্গন্ধ্য-মলবাত ও শ্রমনাশক ॥ ১১ । ১২

বিল্ব (বেল) (১)—বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর ও শ্রীফল এইগুলি বেলের নাম। বেল—কষায়, তিক্ত, মলসংগ্রাহী, রুক্ষ, অগ্নিজনক, পিত্তকারক, বাতশ্লেষ্মনাশক, বলকারক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য ও পাচক ॥ ১৩

গাম্ভারী (গামার) (২)—গাম্ভারী, ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মীরী, কাশ্মরী, হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুমিকা, এইগুলি গাম্ভারীর নাম। গাম্ভারী—কষায়-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অগ্নিদীপক, পাচক, মেধ্য, ভেদক, ভ্রম-শোষ-নাশক, বাতাদিদোষ-তৃষ্ণা-আম-শূল-অর্শঃ-বিষ-দাহ ও জ্বরনাশক। গাম্ভারীফল—বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, কেশহিত, রসায়ন, বাত-পিত্ত-তৃষ্ণা-রক্ত-ক্ষয় ও মূত্র-বিবদ্ধতানাশক। ইহা মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কষায়াম্লরস, বিশুদ্ধিকারক এবং দাহ-তৃষ্ণা-বাত-রক্ত-পিত্ত-ক্ষত ও ক্ষয়নিবারক ॥ ১৪—১৮

পারুল (৩) **ও ঘণ্টাপারুল** (৪)—পাটলি, পাটলা, মোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী, অলিবল্লভা ও তাম্রপুষ্পী এইগুলি পারুলের নাম এবং পাটলা, সিতা, মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলি এইগুলি ঘণ্টাপারুলের নাম। পারুল—কষায়-তিক্তরস, অনুষ্ণবীর্য্য, দোষত্রয়নাশক এবং অরুচি-শ্বাস-শোথ-রক্তপ্রকোপ-বমি-হিক্কা ও তৃষ্ণাহারক। পারুলের পুষ্প—কষায়-মধুর, শীতবীর্য্য, হৃদ্য, কফ ও রক্তপ্রকোপনাশক, পিত্তাতিসারনিবারক ও কণ্ঠের হিতকর। পারুলের ফল—হিক্কা ও রক্তপিত্ত প্রশমক ॥ ১৯—২২

গণিয়ারি (৫)—অগ্নিমন্থ, জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, নাদেয়ী, বৈজয়ন্তিকা এইগুলি গণিয়ারির নাম। গণিয়ারি—শোথনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বাত প্রশমক, পাণ্ডুনিবারক, কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর রস ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ২৩ । ২৪

সোনাপাঠা (৬)—শ্যোনাক, শোষণ, নট, কট্বঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও কটম্ভর, এইগুলি সোনাপাঠার নাম। সোনাপাঠা—অগ্নিদীপক, কটুবিপাক, কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক এবং

পান, কর্ণাটে নাগরবল্লী, পর্ণ, ফারসী ভাষায় বর্গংতবোল, আরবীতে কান, উৎকলে ও কোকণে পানবেল বলে। . ইংরাজী ভাষায় Betel leaf. ল্যাটিন নাম Piper Betle. পিপার বিটল।

(১) দেশভেদে নামভেদ। বেলকে হিন্দুস্থানে বেল ; মহারাষ্ট্রে বেলবৃক্ষ, বেলফল্ল ; গুজরাটে বিলোবিলু ; কর্ণাটে বেললু ; তৈলঙ্গে মারেডীপংহুবিল্ব ; তামিলে বিল্বপাঝাম বলে। ল্যাটীন নাম Angle marmelos.

(২) দেশভেদে নামভেদ। গামারকে হিন্দী ভাষায় কুম্ভের, খম্ভারী, মহারাষ্ট্রে শীবণগম্ভারী ; কর্ণাটে শীবনী, তৈলঙ্গে সাল্লাগুম্মুনীচেট্টু, গুজরাটী ভাষায় শবন্য, ল্যাটিন ভাষায় Gmelina arboria. বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। পারুলকে হিন্দুস্থানে পদ, পাডরি, পাটল, সফেদ পাডর, কঠপাডর, মহারাষ্ট্রে রক্তপাড়ল ; কর্ণাটে হাদরী, বিলীয় হাদরী ; তৈলঙ্গে কলগোরু বা কলিগোট্টুচেট্টু ; গুজরাটে রাতাফুলনাপাডল, শ্বেত পাডর, কাংকচ ; উৎকলে পাটুড়ি ও তামিলে পড্রি বলে। ল্যাটিন ভাষায়—Vignonia suaviolens. ইহার ডাক্তারী নাম Streospermum Suaveolens. ষ্টিরিও স্প্যারমম্-সোয়াভিওলেনস্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ঘণ্টাপারুলের নাম হিন্দুস্থানে মোখা ; মহারাষ্ট্রে মোখে ; কর্ণাটে মোখদলাই ; তৈলঙ্গে মোক্পুচেট্টু বা মুক্কুতুণ্ডুচেট্টু। ইহার ডাক্তারী নাম Chelonioides. চিলোনিওইডেস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। গণিয়ারীর নাম হিন্দুস্থানে অরণী, অগেথু, গণিবারী, ছোট অরণী ; উৎকলে অগিরথ ; তৈলঙ্গে নেলীচেট্টু ; মহারাষ্ট্রী ভাষায় থোরঐরণ, লঘুঐরণ, টাহাংকল্লী, নরবেল্য ; গুজরাটী ভাষায় অরণী, ঐরণ। ইহার ডাক্তারী নাম Prumna Seratifolia. প্রম্না সেরাটিফোলিয়া। ল্যাটিন নাম Clorodrudron phlomodes.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। শোণার নাম হিন্দুস্থানে সোনাপাঠা, অরলু; মহারাষ্ট্রে ঢেংটু; উৎকলে ফণফণা ; পঞ্জাবে মুলিন্ ; নেপালে করুমকন্দ ও তামিলে পন ; গুজরাটী ভাষায় অরড়ুশো মরমটা;

বায়ুপিত্তশ্লেষ্ম-কাস নাশক। ইহার কচিফল—রুক্ষ, বাতকফহর, হৃদ্য, কষায়-মধুররস, রুচিজনক, লঘু, অগ্নিদীপক ও গুল্ম-অর্শঃ-কৃমিনাশক। ইহার পক্কফল গুরু ও বাতপ্রকোপক ॥ ২৫—২৮

বৃহৎ পঞ্চমূলের লক্ষণ ও গুণ—বিল্ব, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি ও শ্যোনা এই পাঁচটি গাছের মূল মিলিত হইলে তাহাকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহা যায়। বৃহৎ পঞ্চমূল—তিক্ত-কষায়-মধুররস, কফবাত নাশক, শ্বাস-কাসঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও অগ্নিদীপক ॥ ২৯ । ৩০

শালপাণি (১)—শালপর্ণী, স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারিগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী, এইগুলি শালপাণির নাম। শালপাণি—গুরু, বমি-জ্বর-শ্বাস-অতিসার নাশক, শোষ ও ত্রিদোষহর, বৃংহণ, রসায়ন, তিক্ত-স্বাদুরস, বিষহর এবং ক্ষত-কাস-কৃমিনাশক ॥ ৩১ । ৩২

চাকুলে (২)—পৃশ্নিপর্ণী, পৃথক্‌পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রিপর্ণী, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসী, ধাবনী ও গুহা এইগুলি চাকুলের নাম। চাকুলে—ত্রিদোষনাশক, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, সারক এবং দাহ-জ্বর-শ্বাস-রক্তাতীসার-তৃষ্ণা ও বমি নিবারক ॥ ৩৩ । ৩৪

বার্ত্তাকী (৩)—(বৃহতী)। ক্ষুদ্রভণ্টাকী, মহতী, বৃহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোষ্ট্রী, দুষ্প্রধর্ষিণী, এইগুলি বৃহতীর নাম। বৃহতী—মলসংগ্রাহক, হৃদ্য, পাচক, কফ-বাত-নাশক, কটুতিক্তরস, মুখবৈরস্য মুখমল ও অরুচি নিবারক এবং উষ্ণবীর্য্য। ইহা কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নাশ করে ॥ ৩৫ । ৩৬

কণ্টকারী (৪)—কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী ও বৃহতী এইগুলি কণ্টকারীর পর্য্যায়। বৃহতী ও কণ্টকারী এই উভয়ই বৃহতীনামে অভিহিত।

যেহেতু সুশ্রুতে উক্ত আছে,—'ক্ষুদ্রা, ক্ষুদ্রভণ্টাকী (কণ্টকারী ও বৃহতী) এই উভয়ই বৃহতী শব্দে বর্ত্তে। অর্থাৎ বৃহতী শব্দে কণ্টকারী ও বৃহতী উভয়কেই বুঝায়। শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী এইগুলি শ্বেতকণ্টকারীর পর্য্যায়। কণ্টকারী—সারক, তিক্তকটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, এবং ইহা—কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বাত, পীনস, পার্শ্বপীড়া, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নাশ করে। কণ্টকারী ও বৃহতীর ফল—কটুতিক্তরস, কটুবিপাক, শুক্রের রেচক, ভেদক, পিত্তাগ্নিজনক, লঘু এবং কফ-বায়ু-কণ্ডূ কাস-মেদঃ কৃমি ও জ্বরনাশক। শ্বেতকণ্টকারীও এই সকল গুণান্বিত, বিশেষ—উহা গর্ভপ্রদ ॥ ৩৭—৪২

কর্ণাটে শোণা, শোডিলমর ; তৈলঙ্গী ভাষায় পেদ্দামান্নু ; ইহার ডাক্তারী নাম Bignoni Indca. বিগ্নোনি ইণ্ডিকা। ল্যাটিন ওরক্‌সিলংঈণ্ডিকম্ (Orociylum indicum.)

P.N.
202

(১) দেশভেদে নামভেদ। শালপাণীকে হিন্দুস্থানে সরিবন ; মহারাষ্ট্রে সালবন বা ভূঁইশেবগা ; উৎকলে শারপাণি ; গুজরাটে শালিপর্ণী ; কর্ণাটে মুরুলুবোনে ; তৈলঙ্গি ভাষায় শীয়াকুপনা, সপ্পাকুপোবা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Desmodium gangeticum. ডেসমোডিয়ম্ গ্যান্‌জেটিকম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। চাকুলের হিন্দী-নাম পীটবন, পিঠোনী, ডাবডা, দোলা, পৃশ্নিপর্ণী ; মহারাষ্ট্রে সেবরা, পীঠবন ; কর্ণাটে নরিয়লবোনে, তোরোমোড ; তৈলঙ্গে কোলাকুপন্না ও উৎকলে ক্রষ্টপর্ণী। গুজরাটে পৃষ্টিপর্ণী। ডাক্তারী নাম Hemionitis Cordifolia. হেমিওনাইটিস্ কর্ডিফোলিয়া।

P.N.
208

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বৃহতীকে হিন্দীতে বরহণ্টা, কটাই ; বোম্বায়ে ডোরলীবিঙ্গনী ; তৈলঙ্গে কুকমাচী, পেদ্দামুলংগা ; কর্ণাটে হেগ্‌গুল্লু ; গুজরাটে উভীভোরিঙ্গণী ; তামিলে চেরুচুণ্ট ; মহারাষ্ট্রে থোর ডোরলী ; ফারসীতে উস্তরগার ; আরবীতে বালুংজান জঙ্গলী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Solanum Indicum. সোলানম্ ইণ্ডিকম্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কণ্টকারীর নাম হিন্দুস্থানে কণ্টেলি, কটের', লঘু কটাই, রেঙ্গনী, ভটকটৈয়া ; তৈলঙ্গে রেবতীমুলঙ্গা ব্রাকুড়িচেট্টু ; উৎকলে কণ্টমারিষ ; মহারাষ্ট্রে রিঙ্গণী, ভূঈরিঙ্গণী, লঘুরিঙ্গণী ; গুজরাটে বেঠীভোরিঙ্গণী ; কর্ণাটে নেল্লগুল্লু। ইহার ডাক্তারী নাম Solanum Janthocarpem. সোলানম্ জ্যান্থোকারপম্।

গোক্ষুর (১)—গোক্ষুর, ক্ষুরক, ত্রিকণ্ট, স্বাতুকণ্টক, গোকণ্টক, গোক্ষুরক, (ভক্ষ্যটক, পাঠান্তর), বনশৃঙ্গাট, পলঙ্কষা, শ্বদংষ্ট্রা ও ইক্ষুগন্ধিকা, এইগুলি গোক্ষুরের পর্য্যায়। গোক্ষুর—শীতবীর্য্য, স্বাতু, বলকারক, বস্তিশোধক, মধুর, দীপক, বৃষ্য, পুষ্টকর এবং অশ্মরী-প্রমেহ-শ্বাস-কাস-অর্শঃ-মূত্রকৃচ্ছ্র-হৃদ্রোগ ও বাতনাশক ॥ ৪৩—৪৫

লঘু পঞ্চমূলের লক্ষণ ও গুণ—শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটির মূল মিলিত হইলে, তাহাকে লঘুপঞ্চমূল কহা যায়। লঘুপঞ্চমূল—লঘু, স্বাতু, বলকর, বাত-পিত্তনাশক, নাত্যুষ্ণবীর্য্য, বৃংহণ, মলসংগ্রাহক এবং জ্বর-শ্বাস-অশ্মরী নাশক ॥ ৪৬। ৪৭

দশমূলের লক্ষণ ও গুণ—বৃহৎ পঞ্চমূল ও লঘুপঞ্চমূল মিলিত হইলেই তাহাকে দশমূল কহা গিয়া থাকে। দশমূল—ত্রিদোষঘ্ন, ইহা—শ্বাস-কাস-শিরোরোগ-তন্দ্রা-শোথ-জ্বর-আনাহ পার্শ্বপীড়া ও অরুচি নাশ রে ॥ ৪৮

জীবন্তী (২)—(ইহা শাকবিশেষ, ইহার পুষ্প শর্করার ন্যায় মধুররস)—জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, মধুস্রবা, মঙ্গল্যা, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। জীবন্তী—শীতবীর্য্য, স্বাতু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, রসায়ন, বলকর, নেত্রহিত, মলসংগ্রাহক ও লঘু ॥ ৪৯। ৫০

মুদ্গপর্ণী (৩)—(মুগানি)—মুদ্গপর্ণী, কাকপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, অল্পিকা, সহা, কাকমুদ্গা ও মার্জ্জারগন্ধিকা এইগুলি মুগানির নাম। মুগানি—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত, স্বাতু, শুক্রজনক, চক্ষুষ্য, ক্ষত-শোথনাশক, মলসংগ্রাহক, জ্বর দাহনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, লঘু এবং গ্রহণী অর্শঃ অতিসার প্রশমক ॥ ৫১।৫২

মাষপর্ণী (৪)—(মাষাণি)—মাষপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা, এইগুলি মাষাণির নাম। মাষাণি—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুররস, রুক্ষ, শুক্র বল ও রক্তকারক, মলসংগ্রাহক এবং শোথ-বাত-পিত্ত-জ্বর ও রক্তপ্রকোপ নাশক ॥ ৫৩। ৫৪

জীবনীয়গণের লক্ষণ ও গুণ—জীবক-ঋষভকাদি অষ্টবর্গ এবং যষ্টিমধু, জীবন্তী, মুগানি ও মাষাণি, ইহাদিগকে জীবনীয়গণ কহে। জীবনীয় গণকে জীবনগণ ও মধুরগণও কহা গিয়া থাকে। জীবনীয়গণ—শুক্রজনক, বৃংহণ, শীতবীর্য্য, গুরু, গর্ভপ্রদ, স্তন্য ও কফকারক, পিত্ত ও রক্ত-দুষ্টিহারক এবং তৃষ্ণা-শোষ-জ্বর-দাহ ও রক্তপিত্ত নিবারক ॥ ৫৫—৫৭

শুক্ল ও রক্ত এরণ্ড (৫)—আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যড়ম্বক, বাতারি, তরুণ ও রুবূক এইগুলি শুক্লএরণ্ডের পর্য্যায়। এবং রুবূক, উরুবূক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক, এইগুলি রক্তএরণ্ডের (লাল ভ্যারাণ্ডার) নাম। এই দুই প্রকার এরণ্ডই মধুররস, উষ্ণবীর্য্য ও গুরু। ইহা শূল, শোথ এবং কটি-বস্তি-শিরঃপীড়া, উদর, জ্বর, ব্রধ্ন, শ্বাস, কফ,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। গোক্ষুরকে হিন্দিতে গোখুরু, ছোটে গোখরু; মহারাষ্ট্রে সরাটে, লহান গোখরু ; গুজরাটে গোখরু, উভোবেঠো, বেজাতনো ; কর্ণাটে বেডিতীসরাটীদোড়ুনেগ্গিলু ; তৈলঙ্গে পালেরু ; ফারসীতে তুথ্মেথার থস্ক, আরবীতে বজরুলথস্ক, বকল তলথার, থস্‌ক ; উৎকলে গোথরা ও বেড়িলীসারাটী বলে। ডাক্তারী নাম Tygophylleæ Tribulus terestris. টাইগোফিলি ট্রিবুলস্ টেরিসষ্ট্রীস্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ছোট ও বড় ভেদে জীবন্তী দুই প্রকার। জীবন্তীকে হিন্দীতে জীবন্তী (ডোডী), মহারাষ্ট্রে জীবন্তী ও কর্ণাটে হিরিয়া হলি, লাহানিহরিণবেলি ও কিরিয়হালে ; গুজরাটে বাডারুডী বাছংটী বলে। ডাক্তারী নাম Celtis orientallis. কেলটিস্ ওরিএণ্টালিস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মুগানিকে হিন্দুস্থানে মাঠ মুগানী, মুগবন ; মহারাষ্ট্রে রানমুঙ্গ ; কর্ণাটে কোহসরু তৈলঙ্গে পিল্লপেসরচেট্রু, কারুপেসারা ; গুজরাটে অডবাড মগবেল্য বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Phaseolus Trilobus. ফ্যাসওলস ট্রাইলোবস্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মাষাণীর নাম হিন্দুস্থানে মষবন, মাষোণী, বনউর্দী, জঙ্গলী উডদ ; মহারাষ্ট্রে রানউডীদ্ ; কর্ণাটে রানোড়িণ্ডুকা উট্রু ; গুজরাটে অডবাড, অডদ্‌বেল ; তৈলঙ্গে কারুমীনুরু; ল্যাটিন নাম Grangea madrass Patana. গ্রেঞ্জিআ মাড্রাস পট্না। ডাক্তারী নাম Teramuns Labialis. টেরামনস্ লেবিয়ালিস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। এরণ্ডকে হিন্দুস্থানে অণ্ড, সফেদঅণ্ড, লাল অণ্ড, বডণ্ডাঅণ্ড ; মহারাষ্ট্রে এরণ্ড পারসমোঠ্যা, চাণাবারীক, এরণ্ডোলী ;

আনাহ, কাস, কুষ্ঠ ও আমবাত নাশ করে। এরণ্ডপত্র বাতঘ্ন, ইহা কফ ক্লমি মূত্রকৃচ্ছ্র এবং পিত্তরক্তপ্রকোপ নাশ করে। এরণ্ডের অগ্রদল (খুব কচি পাতা) গুল্ম ও বস্তি শূলনাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এবং ইহা দ্বারা কফ, বাত, ক্লমি এবং সপ্তবিধ বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয়। এরণ্ডের ফল অতি উষ্ণবীর্য্য, কটু, এবং অতি অগ্নিদীপক। ইহা দ্বারা গুল্ম, শূল, বাত, যকৃৎ, প্লীহা, উদর ও অর্শঃ প্রশমিত হয়। এরণ্ড ফলের মজ্জা—মলভেদক এবং বাত-শ্লেষ্ম-ও উদর নাশক ॥ ৫৮—৬৪

শুক্ল ও রক্ত আকন্দ (১)—অলর্ক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প ও প্রতাপস, এইগুলি শ্বেত আকন্দের নাম। এবং সূর্য্যবাচক শব্দ, অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও আস্ফোত, এইগুলি রক্ত আকন্দের পর্য্যায়। অর্কদ্বয়—সারক। এবং বাত-কুষ্ঠ-কণ্ডু-বিষ-ব্রণ-প্লীহ-গুল্ম-অর্শঃ-শ্লেষ্ম-উদর ও পুরীষ ক্লমি নাশক। শ্বেত আকন্দের পুষ্প বৃষ্য, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক এবং অরুচি-লালাদিস্রাব-অর্শঃ-শ্বাস ও কাস নিবারক। রক্ত আকন্দের পুষ্প—মধুর, ঈষৎ তিক্ত, মলসংগ্রাহক এবং কুষ্ঠ-ক্লমি-কফ-অর্শঃ-বিষ ও রক্তপিত্ত নাশক। ইহা—গুল্মে ও শোথে হিতকর। আকন্দের আটা—তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, ঈষৎ লবণরস, লঘু এবং কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর নাশক। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচন ॥ ৬৫—৭০

সীজ বা মনসা (২)—সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুক্, স্নুহী ও গুড়া এইগুলি সীজের পর্য্যায়। সীজ—তীক্ষ্ণ, রেচক, দীপক, কটু ও গুরু। ইহা শূল, আম, অষ্ঠীলা, আধ্মান, কফ-গুল্ম, উদর, অনিল, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণ, শোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষ নাশ করে। স্নুহীক্ষীর—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু। গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর ও অন্যান্য দীর্ঘরোগে বিরেচনার্থ ইহা শ্রেষ্ঠ ॥ ৭১—৭৪

মনসাভেদ (৩)—(শাতলা মনসা)। শাতলা, সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিদুলা, ভূরিফেনা ও চর্ম্মকষা এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। শাতলা, পাকে কটু, তিক্ত-রস, বাতজনক, শীতবীর্য্য, লঘু এবং শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও রক্তপ্রকোপ নাশক ॥ ৭৫ । ৭৬

বিষলাঙ্গলা বা ঈশলাঙ্গলা (৪)—কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিবক্ত্রা (বা বহ্নিচক্রা) ও গর্ভস্থুৎ এইগুলি ঈশলাঙ্গলার নাম। ঈশলাঙ্গলা—সারক, সক্ষার কটু-তিক্ত-কষায় রস, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, লঘু, পিত্তজনক ও গর্ভপাতকারক। ইহা কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ, শূল, শ্লেষ্মা ও ক্লমি নাশ করে ॥ ৭৭ । ৭৮

গুজরাটে ধোলোএরণ্ডো, রাতোএরণ্ডো ; কর্ণাটে এরণ্ডু আণ্ডলকে; তৈলঙ্গে আমুডামু, আমিদপুচেট্টু; ফারসীতে বেদংজীর, তুখ্‌মেবেদজীর ; আরবীতে খিরবা, হবুলখিরুবা ; তুরষ্কে করচক বলে। ডাক্তারিতে Castor Oil plaut. ক্যাষ্টর অইল প্ল্যাণ্ট ; ল্যাটিনে Ricinus Comamuuis. শ্বেতএরণ্ডকে হিন্দুস্থানে সফেদ এরণ্ড; মহারাষ্ট্রে পাংড়বে এরণ্ডু ও তাবড়ামূর্ত্তি এরণ্ড বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। আকন্দকে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানে মন্দার, লালআক, সফেদআক, গুজরাটে আকডো-ধোলোআকডো; মহারাষ্ট্রে রুঈ, পাণ্টরী রুঈ ; কর্ণাটে পক্কে ও মন্দার পক্কে ও তৈলঙ্গে নীলজিল্লেডে ঘোলী তেলাজিল্লীডে, জিল্লেড়ু, চেট্টু, বলে। ফারসীতে খুর্ক, দুধ ; আরবীতে উষর বলে। ইংরাজীতে Gigantic Swallow wort. ডাক্তারী নাম Calotropis gigantia. ক্যালোট্রোপিস জাইগেন্‌টিয়া।

(২) দেশভেদে নামভেদ। মনসাসীজকে হিন্দুস্থানে সেহুণ্ড, থূহর ও সিজ এবং বোম্বায়ে নিবড়ুঙ্গ, থোর বলে। গুজরাটে থোরদাংডলিয়ো, কটালী, হাতলোতর ধারী, নানোপরদেশী; মহারাষ্ট্রে নিবডুংগ, কাংটেনিবডুংগ, ফণীচেং নিবডুংগ, বিকাংডী ; কর্ণাটে নিবডিংগু ; তৈলঙ্গে চেংমুডু ; ফারসীতে লাদ্‌নাম ; আরবীতে জকুম, ফর্যুন বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Uuphorbia Nerrifolia. ইউফোরবিয়া নেরিফোলিয়া।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে শাতলা ; মহারাষ্ট্রে নিবডুংগাচাভেদ গুজরাটে সাথেরং ; কর্ণাটে বডীলসোতুলী, হিরীয়চট, কনথ ; ফারসীতে এশন্ ; আরবীতে সাতর ; ল্যাটিনে Origaum valgoris. অরিগোয়াম্ ভালগোরিস্ বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। বিষলাঙ্গলাকে হিন্দুস্থানে কলিহারী ও কলিয়ারী; মহারাষ্ট্রে খড্যানাগ, চগমোড্যা ; গুজরাটে ডুধিয়ো-বচ্ছনাগ ও কর্ণাটে রাডাগারী বলে। ইংরাজী নাম Wolfs bane.

শ্বেত ও রক্তকরবী (১)—করবীর, শ্বেত পুষ্প, শতকুম্ভ ও অশ্বমারক এইগুলি শ্বেত করবীর পর্য্যায়। এবং চণ্ডাত ও লগুড় এই, দুইটি রক্ত করবীর নাম। করবীরদ্বয়—তিক্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ও ব্রণ লাঘব কারক। ইহা নেত্রকোপ (চক্ষুরোগ বিশেষ), কুষ্ঠ, ব্রণ, ক্রমি ও কণ্ডূ নাশ করে। ভক্ষিত হইলে বিষবৎ হয় ॥ ৭৯ । ৮০

ধুতূরা (২)—ধত্তূর, ধূর্ত্ত, ধুস্তূর, উন্মত্ত, কনকবাচকশব্দ, দেবতা (বা দেবিকা), কিতব, তূরী, মহামোহী, শিবপ্রিয়, মাতুল ও মদন, এই গুলি ধুতূরার পর্য্যায়। ধুতূরার ফলকে মাতুলপুত্রক কহে। ধুতূরা—মদ-বর্ণ-অগ্নি ও বাতজনক, কষায়-মধুর-তিক্তরস, যূকালিক্ষাবিনাশক, উষ্ণবীর্য্য, গুরু এবং জ্বর-কুষ্ঠ-ব্রণ-শ্লেষ্ম-কণ্ডূ-ক্রমি ও বিষ নাশক ॥ ৮১—৮৩

বাসক (৩)—বাসক, বাসিকা, বাসা, ভিষঙ্‌মাতা, সিংহিকা, সিংহাস্য, বাজিদন্তা, আটরূষ, অটরূষক, অটরূষ, বৃষ ও সিংহপর্ণ এইগুলি বাসকের পর্য্যায়। বাসক—বাতকর, স্বরহিত, তিক্ত-কষায়রস, হৃদ্য, লঘু, শীতবীর্য্য এবং কফ-পিত্ত-রক্তপ্রকোপ-শীত-তৃষ্ণা-শ্বাস-কাস-জ্বর-বমি-মেহ কুষ্ঠ ও ক্ষয় নাশক ॥ ৮৪—৮৬

ক্ষেতপাপড়া (৪)—পর্পট, বরতিক্ত, পর্পটক, পাংশুবাচক শব্দ সমূহ এবং কবচ, এইগুলি ক্ষেত পাপড়ার পর্য্যায়। ক্ষেতপাপড়া—মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বাতজনক, লঘু এবং পিত্ত-রক্ত-ভ্রম-তৃষ্ণাকফ-জ্বর ও দাহ নাশক ॥ ৮৭ । ৮৮

নিম (৫)—নিম্ব, পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনির্য্যাস, এইগুলি নিমের পর্য্যায়। নিম—শীতবীর্য্য, লঘু, মলসংগ্রাহক, কটুপাক, অহৃদ্য এবং অগ্নি-বাত-শ্রম-তৃষ্ণা-কাস-জ্বর-অরুচি-ক্রমি-ব্রণ-পিত্ত-কফ-বমি-কুষ্ঠ-হৃল্লাস ও মেহ-নাশক। নিমপাতা—নেত্রহিত, বাতজনক, কটুপাক এবং ক্রিমি-পিত্ত-বিষ-সর্ব্বপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠ-নাশক। নিমের ফল—তিক্ত-রস, কটুপাক, ভেদন, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, এবং কুষ্ঠ-গুল্ম-অর্শঃ-ক্রমি ও মেহ নাশক ॥ ৮৯—৯২

মহানিম (৬)—মহানিম্ব, দ্রেকা, রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশমুষ্টি, নিম্বক, কার্ম্মুক ও জীব, এইগুলি মহানিমের অর্থাৎ ঘোঁড়ানিমের পর্য্যায়। মহানিম—

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। নাম হিন্দুস্থানে সফেদ কনের, লালকনের, পীলীকনের, কালে ফুলকী কনের ; মহারাষ্ট্রে কন্থের শ্বেতফুলাচি রক্তফুলাংচা, পিংবল্ল্যাফুলাংচী ; কর্ণাটে বাকণলিঙ্গে, কেগণলিঙ্গে; গুজরাটে কণের, ধোলাং ফুলনী রাতাফুলনী, গুলবী, পীলাফুলনী ; তৈলঙ্গে কনেরচেট্টু, ফারসীতে খরজেহরা; আরবীতে স্বমুল, হিমারদকলী বলে। ডাক্তারি নাম Nerium Odorum. নিরিয়ম্ ওডারাম। ইংরেজিতে Sweet scruted, Oleander.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ধুতূরাকে হিন্দুস্থানে ধুতূরা ; মহারাষ্ট্রে ধত্তূর, ধোত্রা, ধোতরা ; কর্ণাটে।করীব, মদকুণিকে ; তৈলঙ্গে উম্মেত্তচেট্টু, নাল্লাউম্মীতে ; তামিলে উমততাঙ্গী ; গুজরাটে ধংতুরো ; আরবীতে জো জমাসীল, জোজনসী, তাতুরা। ইংরাজীতে Thorn apple Stramonium ডাক্তারী নাম Datura fastuasa. ধাতুরা ফাসটুয়াসা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বাসককে হিন্দুস্থানে বাসা, অড়ুসা, বিসোংটা ; মহারাষ্ট্রে অরূষা, অডুল্লসা ; কর্ণাটে আড়সোগে ; তৈলঙ্গে আড়াসারং, আডাপাকু ও তামিলে অধডোড়ে ; গুজরাটে অরডুশো বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Adhatoda Vasaca. আধাটোডা বাসক।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ক্ষেতপাপড়ার নাম হিন্দুস্থানে দবনপাপড়া, পিত্তপাপড়া ; মহারাষ্ট্রে সিরপঠী, থরমরে ; গুজরাটে পীতপাপড়ো, ক্ষেত্রপর্পট, ধাতো ; বোম্বায়ে পিত্তপাপড়া ; কর্ণাটে পর্পাটক ; উৎকলে জলপাঁপুড়া ; ফারসীতে শাতরা গরমতর ; আরবীতে বকলতল মলীক। ইংরাজী নাম Justici Procorabens. ল্যাটিন নাম Eumeria Parviflora. ডাক্তারী নাম Oldenlandia Corymbosa.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। নিমকে হিন্দীতে নীম্ ; মহারাষ্ট্রে কডুনিম্ব ও লিম্ব ; কর্ণাটে বেড ; তৈলঙ্গে টায়চেট্টু বেযা ও তামিলে বেপুম্ মরম্ ; ফারসীতে নেনব্‌নীম দরথ্‌তহক গরমতর, সরদ গরম বলে। ইংরাজীতে Neenb-tree, ইহার ডাক্তারী নাম Melio Azadirachta. মেলিয়ো আজাডিরাক্‌টা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে বকাইন, বকায়ন; মহারাষ্ট্রে বকালীনিম্ব নিম্বাচাঝাঁড়, কড়ুনিম্ব ; তৈলঙ্গে গঙ্গারাখিচেট্টু, পেদ্দবেরা তুরক-

শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত-কষায়রস, মলসংগ্রাহক এবং কফ-পিত্ত-ভ্রম-বমি-কুষ্ঠ-হৃল্লাস-রক্তদুষ্টি-প্রমেহ-শ্বাস-গুল্ম অর্শঃ ও মূষিকবিষ নাশক ॥ ৯৩।৯৪

পারিভদ্র (১)—(পালিধামান্দার) পারিভদ্র, নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাত, এইগুলি পালিধামান্দারের পর্য্যায়। পালিধামান্দার—বায়ু-শ্লেষ্মা-শোথ-মেদঃ ও কৃমিনাশক। ইহার পত্র-পিত্তরোগ ও কর্ণরোগ প্রশমক ॥ ৯৫

কাঞ্চন ও কাঞ্চনভেদ-কোবিদার (২)—কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক এইগুলি কাঞ্চনের এবং কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অশ্মন্তক ও স্বল্পকেশরী এইগুলি কাঞ্চনভেদ কোবিদারের পর্য্যায়। কাঞ্চন—শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, কষায়রস এবং শ্লেষ্ম-পিত্ত-কৃমি-কুষ্ঠ-গুদভ্রংশ-গণ্ডমালা ও ব্রণনাশক। কোবিদারেরও এই সকল গুণ জানিবে। ইহাদের পুষ্প—লঘু, রুক্ষ, মলসংগ্রাহক এবং পিত্ত-রক্ত-প্রদর-ক্ষয় ও কাস নাশক ॥ ৯৬—৯৯

শোভাঞ্জন (৩)—(সজিনা)—সজিনা তিনপ্রকার, যথা শ্যাম, শ্বেত ও রক্তবর্ণ সজিনা। শোভাঞ্জন, শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধ, অক্ষীব ও মোচক এইগুলি সজিনার পর্য্যায়। সজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ কহে। মধুশিগ্রু অর্থাৎ লালশোভাঞ্জন লোহিতাভ হয়। শ্যাম সজিনা—কটু-রস, কটু-বিপাক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, মধুর, লঘু, অগ্নিদীপক, রোচক, রুক্ষ, ক্ষার, তিক্ত, বিদাহকৃৎ, সংগ্রাহী, শুক্রজনক, হৃদ্য, পিত্তরক্তপ্রকোপক, চক্ষুষ্য, কফ-বাতঘ্ন এবং বিদ্রধি-শোথ-কৃমি-মেদঃ-অপচী-বিষ-প্লীহ-গুল্ম-গলগণ্ড ও ব্রণনাশক। শ্বেত সজিনারও ঐ সকল গুণই জানিবে। বিশেষ শ্বেতসজিনা—দাহজনক এবং প্লীহ-বিদ্রধি-ব্রণ ও পিত্ত-রক্ত নাশক। রক্তসজিনারও ঐ সকল গুণই জানিবে। বিশেষ ইহা অগ্নিদীপক এবং সারক। সজিনার ছালের ও পত্রের স্বরস অত্যন্ত বেদনা নাশক। সজিনার বীজ নেত্রহিত, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, বিষনাশক, অবৃষ্য ও কফ-বাতঘ্ন। সজিনাবীজচূর্ণের নস্য দ্বারা শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় ॥ ১০০—১০৫

অপরাজিতা (৪)—অপরাজিতা দুই প্রকার, যথা শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা। আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা ও অপরাজিতা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। অপরাজিতাদ্বয়—মেধ্য, শীতবীর্য্য, কণ্ঠহিত (স্বরহিত), দৃষ্টি-স্মৃতি ও বুদ্ধিপ্রদ, কটু-তিক্ত-কষায় রস, কটুবিপাক এবং কুষ্ঠ, মূত্ররোগ (পাঠান্তরে শূলরোগ) ত্রিদোষ-আম-শোথ-ব্রণ ও বিষ-নাশক ॥ ১০৬। ১০৭

সিন্দুবার (৫)—(নিসিন্দা) সিন্দুবার দুই-প্রকার, যথা—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্প। সিন্দুক ও সিন্দুবার এই দুইটি শ্বেতপুষ্প সিন্দুবারের এবং

বয়ক ও কাণ্ডবের ; দাক্ষিণাত্য হিন্দীতে গোরি-নিম্ ; তামিলে মালাইবেতু বাবেপ্যম্ ; গুজরাটে বকান্ত ; কর্ণাটে মহাবেড ; ফারসীতে আজাদদরখ্‌ত ; আরবীতে বান, বৃক্ষ, হবুল, বীজ বলে। ডাক্তারী নাম Melia Azendarach. মেলিয়া এজেনডারাক্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। পালিধার নাম হিন্দুস্থানে ফরহদ্; মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্যে পানরো, পারিঙ্গা, পঞ্জীর ; কর্ণাটে হরিবাল ; তৈলঙ্গে মুল্লমোতিচেট্টু, মোদুগু ও বারিদেচেট্টু এবং তামিলে মুবাক ও গুজরাটে পাণ্ডেরবো। ডাক্তারী নাম Erithrina Indica The Indian coral Tree. এরিথ্রিনা ইণ্ডিকা, দি ইণ্ডিয়ান্ কোরাল্‌ট্রি।

(২) দেশভেদে নামভেদ। কাঞ্চনকে হিন্দুস্থানে কচ্‌নার, সফেদকচনার; মহারাষ্ট্রে কাংচমু, কোরল, কাঞ্চনবৃক্ষ ও কর্ণাটে কোচালে কচনার ; গুজরাটে চম্পোকাংচার, জেনাপাদডানে চম্পাভাজী চম্পা-কাটী ; তৈলঙ্গে দেবকাঞ্চন বলে। ডাক্তারী নাম Banheria Variegata. বেনহেরিয়া ভেরিগেটা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শোভাঞ্জনকে হিন্দুস্থানে সোহিঞ্জন, সৈঞ্জিনা, সফেদ সৈংজিনা, লালসৈংজিনা ; মহারাষ্ট্রে কালাসেগুবা, শেবগা. শেগট; কর্ণাটে বিলীপতুগ্‌গি, কংপনেয়নুগি ; তৈলঙ্গে মুলংগা ; তামিলে মোরংগ এবং বোম্বায়ে শেগব ও সেগত বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Horse radish tree. হর্স র‍্যাডিস্ ট্রি। ল্যাটিন নাম Moringaptery gooperma.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। অপরাজিতাকে হিন্দুস্থানে সফেদ কোয়ল, নীলীকোয়ল ; মহারাষ্ট্রে গোকর্ণীকাল্লী, পাংঢরী সুপলী ; গুজরাটে গরণী ; কর্ণাটে বিলিয় গিরিকর্ণিকে, নীল গিরিকর্ণিকে; তৈলঙ্গে নীলগণ্টুনা ; আরবীতে মজীরযুত এহিঁদী বলে। ল্যাটিন নাম megorian.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। সিন্দুবারকে হিন্দুস্থানে শঙ্কালুং, সিহরু; মহারাষ্ট্রে লিঙ্কুর, নির্গুণ্ডী,

নিগুণ্ডী, শেফালী ও সুবহা এই তিনটি নীলপুষ্প সিন্দুবারের পর্য্যায়। শ্বেতপুষ্প সিন্দুবার-স্মৃতিপ্রদ, কটু-তিক্ত-কষায়রস, লঘু, কেশ ও নেত্রের হিতকর এবং শূল-শোথ-আমবাত-ক্বমি-কুষ্ঠ-অরুচি ও শ্লেষ্ম-জ্বরনাশক। নীলসিন্দুবারও এই সকল গুণান্বিত। সিন্দুবারের পত্র—ক্বমি-বাত ও শ্লেষ্মহর এবং লঘু ॥ ১০৮—১১০

কুড়চী—(১) কুটজ, কূটজ, কৌট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্র, যবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুরদ্রুম এই গুলি কুড়চীর পর্য্যায়। কুড়চী—কটু-কষায়রস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য এবং অর্শঃ-অতিসার-পিত্তরক্ত-কফ-তৃষ্ণা-আম ও কুষ্টনাশক ॥ ১১১। ১১২

করঞ্জ—(২) (কাঁটাকরঞ্জ ও ঘৃতকরঞ্জ) করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চিরবিল্ব এইগুলি কাঁটাকরঞ্জের এবং প্রকীর্য্য, পূতিক, পূতিকরঞ্জ ও সোমবল্ক, এইগুলি ঘৃতকরঞ্জের পর্য্যায়। করঞ্জ-কটুক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, যোনিদোষনাশক এবং কুষ্ঠ-উদাবর্ত্ত-গুল্ম-অর্শঃ-ব্রণ-ক্বমি ও কফ প্রশমক। করঞ্জপত্র—কফ-বাত-অর্শঃ-ক্বমি ও শোথনাশক, ভেদন, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক ও লঘু। করঞ্জফল—কফ-বাত-মেহ-অর্শঃ-ক্বমি ও কুষ্ঠ নাশ করে। ঘৃতপূর্ণ করঞ্জও গুণে করঞ্জ সদৃশ জানিবে ॥ ১১৩—১১৬

করঞ্জী (৩)— ডহরকরঞ্জা) উক্ত দুই প্রকার করঞ্জ ব্যতীত আর একপ্রকার করঞ্জ আছে। উদকীর্য্য, ষড়্গ্রন্থা, হস্তিবারুণী, মর্কটী, বায়সী, করঞ্জী ও করভঞ্জিকা এইগুলি করঞ্জীর অর্থাৎ ডহরকরঞ্জার পর্য্যায়। করঞ্জী—স্তম্ভন, তিক্ত-কষায়রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং বমি-পিত্ত-অর্শঃ-ক্বমি-কুষ্ঠ ও প্রমেহনাশক ॥ ১১৭।১১৮

শ্বেতকুঁচ ও রক্তকুঁচ(৪)—উচ্চটা ও কৃষ্ণলা এই দুইটি শ্বেতকুঁচের এবং কাকচিঞ্চী, কাকণন্তী, রক্তিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও কাকবল্লরী এই গুলি রক্তকুঁচের পর্য্যায়। শ্বেত ও রক্ত উভয়বিধ কুঁচই—কেশহিত, বৃষ্য, বলকর এবং বাত-পিত্ত-জ্বর-মুখশোষ-ভ্রম-শ্বাস-তৃষ্ণা-মদরোগ-নেত্ররোগ-কণ্ডূ-ব্রণ-ক্বমি-ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠনাশক ॥ ১১৯—১২১

আল্কুশী (৫)—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা (ঋষ্যপ্রোক্তা পাঠান্তর), মর্কটী, অজড়া (অজহা, পাঠান্তর), কণ্ডূরা, অব্যঙ্গা (অধ্যণ্ডা পাঠান্তর), দুঃস্পর্শা, প্রাবৃষায়ণী, লাঙ্গলী ও শূকশিম্বী, এইগুলি

কালী ও পাংট্যা ফুলাংচী; তৈলঙ্গে ববিল্লি, তেলাবাবিলী; বোম্বায়ে নিগুণ্ডী, কলঅডলুসা; তামিলে নিনোচি, নোকৃচি; গুজরাটে নাগড্য, নাগড্যনাবী; কর্ণাটে করিয়ল্লাক্কিমেউডী বিলিয়লোকে; দ্রাবিড়ে কালিস্থম্বালি, সান্‌বালি; পঞ্জাবে বণা, লহরি; ফারসীতে পরংগুষ্ট ও আরবীতে অসলুক বলে। ইংরাজী নাম Fiveleaved chaste tree. ইহার ডাক্তারী নাম Vitex trifolia. ভিটেক্স ট্রিফোলিয়া।

(১) দেশভেদে নামভেদ। কুড়চীকে হিন্দুস্থানে কুড়া, কৌরৈয়া; মহারাষ্ট্রে কুড়া; কর্ণাটে কোড়সিগেয়মহনু; তৈলঙ্গে অংকুড়ুচেট্টু, অগিশচেট্টু, তুস্তিকচেট্টু, অঙ্কেলু চঙ্গলকুষ্ঠ; উৎকলে কুড়িয়া এবং আরবীতে তিবাজ বলে। লাটিন নাম Wrightia antidysenterica. রাইটিয়া আন্টিডিসেন্টি্কা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ঘৃত করঞ্জকে হিন্দুস্থানে করঞ্জা, করঞ্জ কংজুবা, করঞ্জভেদ, কণ্টকরেজী; তৈলঙ্গে কাগুগচেট্টু, কংজ; মহারাষ্ট্রে চোপড়াকরঞ্জ, ঘাণেরাকরঞ্জ, বাবলা; গুজরাটে করঞ্জ, চরেলকণসে; কর্ণাটে নাপসীয়মরনু, বারুবহুলিগিলু; ইংরাজীতে Smooth leaved pongamia. ল্যাটিনে Almus integrefolia. বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Pongamia glabra. পোংগামিয়া গ্লাবরা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কাঁটাকরঞ্জকে—হিন্দুস্থানে করংজা, করংজুবা; মহারাষ্ট্রে সাগরগোটা; গুজরাটে কাংকচ, তেনাংফল, কাঙ্কচিয়া; কর্ণাটে করঞ্জভেহু; তৈলঙ্গে কচকাঙ্গৈ, গুচ্চোপিক্কা; ফারসীতে খায়, ইবলীস; আরবীতে অক্তমক্ত বলে। ইংরাজী নাম Banducunt. ল্যাটিনে নাম Coessolpimia Bondacella.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কুঁচের নাম হিন্দুস্থানে ঘুঘুচী, চোটলী, শোণকাঁইচ চিরমিটি, সফেদঘুঘুচী; মহারাষ্ট্রে মাড়লবেল, গুঞ্জা; গুজরাটে চনোঠী রাতী, চেণঠীধোলী; তৈলঙ্গে গুলুবিংদে; কর্ণাটে গুল্‌গুঞ্জে এরড়ু; উৎকলে রুঞ্জ; ফারসীতে চশ্মখরুস্; আরবীতে হবস্থর্থ, হবসুফেদ; ইংরাজী নাম Bead tree. ইহার ডাক্তারী নাম Abrus precatorins. অ্যাব্রস প্রিকেটোরিয়নস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। আলকুশীকে বঙ্গে আলকুশী, দয়া, ধুনার গুণ্ড, শুয়াশিম্বী; হিন্দুস্থানে কৌঁচ, কিবাঁচ; মহারাষ্ট্রে কুহিলীচেংবীজ,

আলকুশীর পর্য্যায়। আলকুশী—অতিবৃষ্য, মধুর-তিক্তরস, বৃংহণ, গুরু, বাতহর, বলকর এবং কফ, পিত্ত ও রক্ত দুষ্টিনাশক। আলকুশীবীজ-বাতপ্রশমক ও উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ॥ ১২২—১২৪

মাংসরোহিণী (১)—মাংসরোহিণী, অতিরুহা (অগ্নিরুহা, পাঠান্তর), বৃতা, চর্ম্মকষা, কশা (বসা পাঠান্তর), প্রহারবল্লী, বিকশা ও বীরবতী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মাংসরোহিণী—বৃষ্য, সর ও ত্রিদোষ নাশক॥ ১২৫

চিহ্ল—চিহ্লক—বাতনাশক, শ্লেষ্মঘ্ন, ধাতু-পুষ্টিকর ও আগ্নেয়। ইহার ফল বিষবৎ, তাহা মৎস্য নাশক॥ ১২৬

টঙ্কারী—(ক্ষুপবিশেষ, টেপারী)—টঙ্কারী বাতপ্রশমক, তিক্ত, শ্লেষ্মঘ্ন, অগ্নিদীপক, লঘু, শোথ-উদর ও ব্যথানাশক। ইহা পীঠবীসর্পি-ব্যক্তিগণের হিতকর॥ ১২৭

বেতস (২)—বেতস, নম্রক. বানীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল, রথ ও শীত এইগুলি বেতসের নামান্তর। বেতস—শীতবীর্য্য, ইহা দাহ-শোথ-অর্শঃ-যোনিরোগ-বীসর্প-মূত্রকৃচ্ছ্র-রক্তপিত্ত-অশ্মরী-কফ ও বায়ুনাশক॥ ১২৮। ১২৯

জলবেতস (৩)—নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ, নাদেয় ও জলবেতস, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। জলবেতস—শীতবীর্য্য, কুষ্ঠনাশক ও বাত-প্রকোপক॥ ১৩০

হিজল গাছ (৪)—ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। হিজ্জল জল-বেতসবৎ গুণবিশিষ্ট জানিবে। ইহা বিষনাশক॥১৩১

অঙ্কোট (৫)—(আঁকড়া) অঙ্কোট, দীর্ঘ-কীল, অঙ্কোল ও নিকোচক এইগুলি আঁকোড়ের পর্য্যায়। আঁকোড়—কটু-কষায়রস, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘু, রেচক এবং ইহা কৃমি-শূল-আম-শোথ--গ্রহাবেশ-বিষ-বিসর্প-কফ-পিত্ত-রক্ত--মূষিকবিষ ও সর্পবিষ নাশ করে। আঁকোড়ের ফল—শীতবীর্য্য, স্বাদু, শ্লেষ্মঘ্ন, বৃংহণ, গুরু, বলকর, বিরেচক এবং বাত-পিত্ত-দাহ-ক্ষয় ও রক্ত-দুষ্টি নাশক॥১৩২—১৩৪

বলাচতুষ্টয়—(চারি প্রকার বেড়েলা) বলা অর্থাৎ বেড়েলা চারি প্রকার, যথা—বলা, (৬) মহাবলা (৭), অতিবলা (৮) ও

তৈলঙ্গে পিল্লিঅডুগু ; গুজরাটে কউচোং, ভেরবণী শীগনাংবী:; কর্ণাটে নম্বকুগুরী ; তামিলে পুনাইক্, কালি ; বোম্বায়ে কুহিলা, ইংরেজীতে Cowhage. বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Mucuna Pruriens. মিউকুনা প্রুরিয়েন্স ।

(১) দেশভেদে নামভেদ। মাংসরোহিণীকে হিন্দুস্থানে মাংসরোহিণী, রোহিণী ; মহারাষ্ট্রে মাংসরোহিণী; গুজরাটে রোণ্য; কর্ণাটে রোহিণী; ইংরাজীতে Redwood Tree. ল্যাটিনে Soymida febrifiga. বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। বেতসের নাম হিন্দীতে বেংত, জলবেংত ; মহারাষ্ট্রে বেড়িস্থ, থোরবেত ; কর্ণাটে বেতস্থ বেড়িমু ; গুজরাটে নেতর;তৈলঙ্গে পীপারুবা জীতযুরলুকী ; ফারসীতে বেত ; আরবীতে খলাফ। ইংরাজীতে Cane. ইহার ডাক্তারী নাম Calamus rotong. কালামস্ রোটং।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। জল বেতসকে মহারাষ্ট্রে বঞ্জালু ; কর্ণাটে বৈসেয়মরণু বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। হিজলকে হিন্দুস্থানে সমুন্দর ফল,ইজর ; মহারাষ্ট্রে পর্য্যলু ; কর্ণাটে তোরেগণগিলে ; উংকলে কিঞ্জোলো ; বোম্বায়ে সমুন্দ্রফল ও পরেল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Enginia Acutanguala.ইঞ্জিনিয়া অ্যাকুটাঙ্গুলা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। আঁকোড়কে হিন্দীতে টেরা,ঢেরা ; মহারাষ্ট্রে অঙ্কোলীবৃক্ষ ; গুজরাটে অঙ্কোল্য ; কর্ণাটে অঙ্কুলে ; তৈলঙ্গে উড়ীকে বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Alangium hexapetalum. অ্যালাঞ্জিয়ম্ হেক্সাপেটালম্।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। বলাকে হিন্দীতে খিরৈটী, বরিয়ারা, বীজবন্দ ; মহারাষ্ট্রে লঘুচিকণা, খিরহন্টী, থোরচিকণা ; গুজরাটে বলদাণা খরেটী ; কর্ণাটে বেণেগরগ ; তৈলঙ্গে মুপিড়ী ; ল্যাটিনে Sidacoraiifolia. ইংরাজীতে Hornbeam-Heart-leaved Sida, leaved sida. বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। মহাবলাকে হিন্দীতে সহদেঈ ; বোম্বায়ে পীতপুষ্প বেড়েলা ; মহারাষ্ট্রে ভাংভুডি ; গুজরাটে সহদেবী ; কর্ণাটে বেল্লুতুর্রুবে বলে। ল্যাটিনে Sida Rhombifolia.

(৮) দেশভেদে নামভেদ। অতিবলাকে হিন্দীতে কঙ্গহী, কঙ্কী, ককহিয়া; মহারাষ্ট্রে বিকঙ্কতী, আককই, কাংস্থলী; গুজরাটে খপাট্য; কর্ণাটে মুল্লু-তুর্রুবে; ইংরাজীতে Indian Malow. ল্যাটীনে Abutilon indicum.

নাগবলা (১)। বাট্যালিকা, বাট্যা ও বাট্যালকা এই তিনটি বলার ; পীতপুষ্পা ও সহদেবী এই দুইটি মহাবলার ; ঋষ্যপ্রোক্তা ও কঙ্কতিকা এই দুইটি অতিবলার এবং গাঙ্গেরুকী, ঝষা ও হ্রস্বগবেধুকা এই তিনটি নাগবলার পর্য্যায়। বলাচতুষ্টয়—শীতবীর্য্য, মধুররস, বল ও কান্তিকৃৎ, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক এবং বায়ু-রক্তপিত্ত-রক্তদুষ্টি ও ক্ষতনাশক। বলামূলের ত্বক্‌চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনিসহ পান করিলে নিঃসংশয় মূত্রাতিসার প্রশমিত হয়, ইহা দৃষ্টফল ঔষধ। মহাবলা—মূত্রকৃচ্ছ্র নাশ করে। ইহা বায়ুর অনুলোমক। দুগ্ধ ও চিনির সহিত অতিবলাচূর্ণ পান করিলে মেহ নষ্ট হয় ॥ ১৩৫—১৩৯

লক্ষ্মণা—ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবিন্দু সমূহদ্বারা পুত্রকাকারে সদা অঙ্কিত। ইহা পুত্রজননী এবং অজ-গন্ধাকৃতি। মুনিগণ লক্ষ্মণাকে অবশ্য পুত্রদায়িনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১৪০

স্বর্ণবল্লী—স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকায়ুঃ ও কাকবল্লরী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। স্বর্ণবল্লী—শিরঃপীড়া ও ত্রিদোষ নাশক। ইহা দুগ্ধজনক ॥ ১৪১

কাপাস—(২)—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা ইহারা একার্থবাচক শব্দ। কার্পাস—লঘু, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, মধুর ও বাতপ্রশমক। কার্পাসপত্র—বায়ুনাশক, রক্তকারক, মূত্রবর্দ্ধক এবং কর্ণপিড়কা-কর্ণনাদ-কর্ণপূয ও কর্ণস্রাবনাশক। কার্পাসবীজ—স্তন্যজনক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, কফকর ও গুরু ॥ ১৪২। ১৪৩

বংশ—(বাঁশ) (৩)—বংশ, ত্বক্‌সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, যবফল, বেণু, মস্কর, তেজনা এইগুলি বাঁশের পর্য্যায়। বংশ—সারক, শীতবীর্য্য, স্বাদুকষায়, বস্তিশোধক, ছেদন, কফপিত্তঘ্ন এবং কুষ্ঠ-রক্ত-ব্রণ-শোথনাশক। বাঁশের কোঁড়—পাকে কটু, রসে কটু-কষায়, রুক্ষ, গুরু, সারক, কফকৃৎ. স্বাদু, বিদাহী ও বাতপিত্তজনক। বাঁশের চাউল—সারক, রুক্ষ, কষায়, কটুপাক, বাতপিত্তকর, উষ্ণবীর্য্য, মূত্রবিবন্ধক ও কফনাশক ॥ ১৪৪—১৪৭

নল (৪)—নল, পোটগল, শূন্যমধ্য ও ধমন এইগুলি নলের (নল নামক তৃণ বিশেষের) নাম। নল—মধুর-তিক্ত-কষায়রস, কফরক্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং হৃদয়, বস্তি, যোনির পীড়া, দাহ-পিত্ত ও বিসর্পপ্রশমক ॥ ১৪৮

রামশর ও মুঞ্জ (৫) (শর বিশেষ)—ভদ্রমুঞ্জ, শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন এইগুলি রামশরের এবং মুঞ্জ, মুঞ্জাতক, বাণ, স্থূলদর্ভ ও সুমেখল এইগুলি মুঞ্জের পর্য্যায়। এই উভয়বিধ মুঞ্জই—মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, বৃষ্য এবং দাহ-তৃষ্ণা-বিসর্প-আম-মূত্রকৃচ্ছ্র-অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক। ইহা মেখলাতে প্রযোজ্য হইয়া থাকে ॥ ১৪৯—১৫১

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। নাগবলাকে হিন্দীতে গঙ্গেরন, গুলসকরী; বাঙ্গালায় গোরক্ষচাকুলে, পানড়া; মহারাষ্ট্রে গাঙ্গেটী, গাণ্ডে ধাবন, কোকণে তুপকড়ী ; কর্ণাটে বট্টগরুকে, ল্যাটিন নাম Sida spinosa.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে কাপচ্ছী, কপাস, বনকপাস, নরমাবাড়ী (রুঈ) ; মহারাষ্ট্রে কাপশী, কাপূস, সরকী, কাল্লী, কাপশী ; কর্ণাটে হত্তি ও কাড়হত্তি ; তৈলঙ্গে পত্তিচেট্টু ; গুজরাটে বণরুকপাস, হিরবণী কপাশিয়া ; ফারসীতে কুতন, পুংবেদানা ; আরবীতে কুতন, হবুলকুতন বলে। ল্যাটিনে, Gossypium herbaceum. ইহার ডাক্তারী নাম Cotton Plant. কটন প্লান্ট।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দুস্থানে বাঁস ; মহারাষ্ট্রে বেল্‌লু, পোকল্লবেল্লু, ভরীংববেল্লু ; তৈলঙ্গে কচিকঈ যদুরু, বেন্নেমুক, বেন্নুশণি ও বেত্তু ; বোম্বায়ে মাণ্ডগয় ; তামিলে মন্‌গিল; গুজরাটে বাংশ; কর্ণাটে যরডুবিদীরু ; ফারসীতে কসব। ইংরাজীতে Bamboo cane. ল্যাটিন নাম Bambusa arundenacea. বাম্বূসা অরুণ্ডিনাসিয়া।

(৪) দেশভেদে নামভেদ—নলকে হিন্দীতে নরসল, নল, বড়ানরসল ; মহারাষ্ট্রে দেবনল্ল, নল্ল, থোরদেবনল্ল ; কর্ণাটে দেবনাল, কৈহরিয় দেবনাল ; তৈলঙ্গে ভুংগুণ্ডুরু, কিক্কেশগড্ডি ; গুজরাটে নালী ; কলিঙ্গে আংচী বলে। ইংরাজীতে Indian tobacca. ল্যাটিনে Lobelia Nicotianaefolia. বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Arando Karka. অরগু কারকা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। রামশর ও মুঞ্জকে হিন্দুস্থানে রামসর, মুজ ; মহারাষ্ট্রে মোল্ল ; তৈলঙ্গে মুঞ্জগড্ডি ও অনিস্ফুলিঙ্গ ; বোম্বায়ে মুঞ্জ, শরপৎ

P.N.
1014 A

কাশ (কেশে তৃণ) (১)—কাশ, কাশেক্ষু (কাকেক্ষু পাঠান্তর), ইক্ষুরস, ইক্ষ্বালিকা, ইক্ষুগন্ধা ও পোটগল এইগুলি কাশের অর্থাৎ কেশে তৃণের পর্য্যায়। কাশ—মধুরতিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, সারক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-দাহ-রক্তদুষ্টি-ক্ষয় ও পিত্তজরোগ-নাশক ॥ ১৫২।১৫৩

গুন্দ্র (শরতৃণ বিশেষ) (২)—গুন্দ্র, পটেরক, রচ্ছ ও শৃঙ্গবেরাভমূলক এইগুলি গুন্দ্রের নাম। গুন্দ্র—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং স্তন্য-শুক্র-রজঃ ও মূত্রবিশোধক ॥১৫৪

এরকা (তৃণবিশেষ) (৩)—এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা ও শরী, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। এরকা—শীতবীর্য্য, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, বাতপ্রকোপক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও শোণিতদুষ্টিনাশক ॥ ১৫৫

কুশ ও দর্ভ (কুশ বিশেষ) (৪)—কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ এইগুলি কুশের এবং দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র এই দুইটি দর্ভের পর্য্যায়। এই উভয়বিধ দর্ভ—ত্রিদোষঘ্ন, মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য এবং মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-তৃষ্ণা-বস্তিরোগ ও প্রদর শোণিতনাশক ॥ ১৫৬। ১৫৭

কত্তৃণ (রামকর্পূর) (৫)—কত্তৃণ, রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতিক, ধ্যাম, পৌর, শ্যামক ও ধূমগন্ধিক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কত্তৃণ—তিক্ত-কষায়রস, কটুবিপাক এবং হৃদ্রোগ-কণ্ঠরোগ পিত্তরক্ত-শূল-কাস ও কফ জ্বরনাশক ॥ ১৫৮।১৫৯

ভূস্তৃণ (গন্ধখড় রামকর্পূর বিশেষ) (৬)—গুহ্যবীজ, ভূতিক, সুগন্ধ, জম্বুকপ্রিয় (গোময়প্রিয় পাঠান্তর), ভূতৃণ, ছত্রা ও মালাতৃণক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ভূতৃণ—কটু-তিক্তরস, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রেচক, লঘু, বিদাহী, অগ্নিদীপক, রুক্ষ, নেত্রের অহিতকর, মুখবিশোধক, অবৃষ্য, বহু পুরীষোৎপাদক ও রক্তপিত্তপ্রদূষক ॥ ১৬০। ১৬১

নীলদূর্ব্বা (৭)—নীলদূর্ব্বা, রুহা, অনন্তা. ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্প, সহস্রবীর্য্যা ও শতবল্লী, এইগুলি নীলদূর্ব্বার পর্য্যায়। নীলদূর্ব্বা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কষায়রস এবং কফ-পিত্তরক্ত-বীসর্প-তৃষ্ণা-দাহ ও ত্বগ্‌রোগনাশক ॥ ১৬২। ১৬৩

শ্বেতদূর্ব্বা (৮)—শ্বেতদূর্ব্বার অপর নাম—গোলোমী ও শতবীর্য্যা। শ্বেতদূর্ব্বা-কষায়-তিক্ত-স্বাদুরস, ব্রণের হিতকর, জীবনী, শীতবীর্য্য এবং বিসর্প-শোণিত-তৃষ্ণা-পিত্ত-কফ ও দাহনাশক ॥ ১৬৪

বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Saccharum munga. সাচারম্ মুঙ্গা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। কাশকে হিন্দুস্থানে কাংস; মহারাষ্ট্রে কসঙ্গ, লঘুকসঙ্গ, থোরকসঙ্গ; কর্ণাটে কিরীয়কাগছু, কাড়স্থু, কাজলু; তৈলঙ্গে রেলু ও কোঙ্কণ দেশে কসাড়; গুজরাটে কাংসড়ো বলে। ল্যাটীনে Coxbabarta. ইহার ডাক্তারী নাম Saccharum Spontaneum সাচারম স্পণ্টেনিয়ম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। গুন্দ্রকে হিন্দীতে গোংদ পটের; মহারাষ্ট্রে পানীগবত, পান্যাংতীললহ্বা; গুজরাটে পান্যঘাডাডী; ইংরাজী নাম Elephant grass, ল্যাটিন নাম Typha Elephantina.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মহারাষ্ট্রে ইহাকে মোথীতৃণ বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কুশ ও দর্ভকে হিন্দুস্থানে কুশা, দাভ, ডাভ; মহারাষ্ট্রে লঘুদর্ভ, থোরদর্ভ; গুজরাটে দরভ, ডাভ; কর্ণাটে বিলীপ বুদকুশি উহ্লাকুশি; তৈলঙ্গে কুশদুর্ব্বালু, দুভ; ল্যাটিনে Andropogon. snordaides, বলে। ডাক্তারী নাম Poa Cynosuroides, পোয়া সাইনোসুরাইডেস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কত্তৃণকে হিন্দুস্থানে রোহিষসোধিয়া, গংধেজঘাস, মিরচিয়াগন্ধরস ঘাস; তৈলঙ্গে কামংচিগড্ডি ও তুরীকুর; মহারাষ্ট্রে রোহিস, সুগন্ধরোহিষতৃণ; কর্ণাটে কিরুগঞ্জনী; উৎকলে পালথরি; ফারসীতে খবালমামুন; আরবীতে অজম্বর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Andropogon Sehœnanthus. এণ্ড্রোপোগন সিউন্যন্থ্যোস।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ভূস্তৃণকে হিন্দুস্থানে ভূতৃণ; গুজরাটে ভূত্রণ; কর্ণাটে পরিমলদগংজীণং। ল্যাটিনে Andropogan citratus,

(৭) দেশভেদে নামভেদ। নীলদূর্ব্বার নাম হিন্দীতে দুভ, হরীদুব; তৈলঙ্গে হরিতদূর্ব্বালু; মহারাষ্ট্রে নীলীহরিয়ালী; কর্ণাটে বিলিপকরুকে; গুজরাটে লীলীধ্রো বলে।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। শ্বেতদূর্ব্বাকে হিন্দীতে সফেদদূব; মহারাষ্ট্রে নীলশ্বেতহরলী; গুজরাটে ধোলোধ্রো; বোম্বায়ে পাড়রী হরিয়ালী; কর্ণাটে

গণ্ডদূর্ব্বা (১)—গণ্ডদূর্ব্বার অন্য নাম—গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী ও শকুলাক্ষক। ইহা—শীতবীর্য্য, লৌহদ্রাবী (ইহাদ্বারা লৌহ দ্রব হয়), মলসংগ্রাহক, লঘু, তিক্তকষায়-মধুররস, বাতকারক, কটুবিপাক এবং দাহ-তৃষ্ণা-কফ-শোণিত-কুষ্ঠ ও পিত্তজ্বর-নাশক ॥ ১৬৫ । ১৬৬

বারাহীকন্দ (চুব্‌ড়ী আলু) (২)—কোন কোন পণ্ডিতের মতে বারাহীকন্দই বিদারীকন্দ বা চামার আলু। অনূপদেশে বিদারীকন্দ বরাহের ন্যায় লোমবান্ হইয়া থাকে। স্বাদুকন্দা, ক্রোষ্ট্রী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী, বারাহবদনা, গৃষ্টি ও বদরা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। বিদারী—মধুররস, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, স্তন্য ও শুক্রজনক, শীতবীর্য্য, স্বরহিত, মূত্রকারক, জীবনী, বলবর্ণপ্রদ, গুরু, রসায়ন এবং পিত্ত-রক্ত-বায়ু ও দাহনাশক ॥ ১৬৭—১৭০

তালমূলী (৩)—পণ্ডিতগণ তালমূলীকে মুশলী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তালমূলী—মধুর-তিক্তরস, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য, বৃংহণ, গুরু, রসায়ন এবং অর্শঃ ও বায়ুনাশক ॥ ১৭১

শতমূলী ও মহাশতমূলী (৪)—শতাবরী, বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্য্যা ও পীবরী, এইগুলি শতমূলীর এবং শতমূলী, উর্দ্ধকণ্টিকা, সহস্রবীর্য্যা, হেতু, ঋষ্যপ্রোক্তা ও মহোদরী এইগুলি মহাশতমূলীর পর্য্যায়। শতমূলী—গুরু, শীতবীর্য্য, তিক্ত-স্বাদুরস, রসায়ন, মেধা অগ্নি ও পুষ্টিপ্রদ, স্নিগ্ধ, নেত্রহিত, গুল্ম ও অতিসার-নাশক, শুক্র ও স্তন্যজনক, বলকর এবং বাত-পিত্ত-রক্ত ও শোথনাশক। মহাশতমূলী—মেধ্য, হৃদ্য, বৃষ্য, রসায়ন, শীতবীর্য্য এবং অর্শঃ-গ্রহণী ও নেত্র-রোগ নিবারক ॥ ১৭২—১৭৫

অশ্বগন্ধা (৫)—অশ্বগন্ধা, হয়াহ্বয়া, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা ও কুষ্ঠগন্ধিনী এইগুলি এবং বাজি-হয় প্রভৃতি অশ্ববাচক শব্দের অন্তে গন্ধ শব্দের যোগ করিলে যে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই সকল শব্দ (যেমন—বাজিগন্ধা হয়গন্ধা ইত্যাদি) অশ্বগন্ধার পর্য্যায়। অশ্বগন্ধা—বায়ু-শ্লেষ্ম-শ্বিত্র-শোথ ও ক্ষয়-নাশক। ইহা বলকর, রসায়ন, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ-বীর্য্য ও অতি শুক্রজনক ॥ ১৭৬ । ১৭৭

পাঠা (আক্‌নাদি) (৬)—পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকী, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, একাষ্ঠীলা, রসা, পাঠিকা ও বরতিক্তিকা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ।

বিলিপকরুকে; তৈলঙ্গে শুক্লদূর্ব্বালু বলে। ইংরাজী Creeping cynodon.

(১) দেশভেদে নামভেদ। গণ্ডদূর্ব্বার নাম হিন্দুস্থানে গাণ্ডারদুব ; গুজরাটে গণ্ডুরধ্রো ; তৈলঙ্গে গরিককসুবু, পান্নগণ্ডী ; তামিলে অরুগমপুল্লু ; উৎকলে দুবু ; মহারাষ্ট্রে গণ্ডুরদূর্ব্বা, গাঠীহরল্লী ; কর্ণাটে মীনগত্তে হোন্নগুন্দে। ইংরাজীতে Creeping cynodon. ল্যাটিনে Dactylon. cynodon.

(২) দেশভেদে নামভেদ। বারাহীকন্দকে হিন্দুস্থানে গেণ্ঠী, ভিবোণীকন্দ ; মহারাষ্ট্রে বারাহী-কন্দ, ডুকরকন্দ ; তৈলঙ্গে ব্রাহ্মদণ্ডিচেট্টু, পাচিতোকে , বোম্বায়ে ডুকরকন্দ ; গুজরাটে সালিবণা বেল্য ; কর্ণাটে হংদিগেড্ডে নেলকুংবল বলে। ডাক্তারী নাম Disocorea. ডাইসোকোরিয়া।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। তালমূলীকে হিন্দীতে কালীমুষলী, সফেদমুশলী (শ্যামুষলী) ; তৈলঙ্গে নিলয় তলিগডডলু ও নেলতারু; মহারাষ্ট্রে কাল্লীমুষল্লী, পাণ্টরীমূসল্লী ; গুজরাটে কালীমুশলী, ধোলীমুসলী ; কর্ণাটে নেলতাড়ী বলিয়া থাকে। ল্যাটিনে Hypoxis orchioides, Asparagus sarmentosus. বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। শতমূলীকে ও মহাশতমূলীকে হিন্দুস্থানে সতাবর ও বড়ীশতাবর ; মহারাষ্ট্রে লঘুশতাবর, শতমূল্লী, আসবলী, বড়ীশতাবর, সহস্রমূলী ; কর্ণাটে কিরিপ-আসড়ী, পরডু আসড়ী ; তৈলঙ্গে এত্নগট্টীটেডাচল্ল, চল্লগড্ডলু ; বোম্বায়ে শতাবরী; গুজরাটে শতাবরী, একলকংটো শাপনাশুবা ; ফারসীতে গুর্জ্জদস্তি ; আরবীতে শকাকুলমিশ্রী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Asparagum racemosus.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। অশ্বগন্ধার নাম হিন্দুস্থানে অসগন্ধ ও বারহীগেঠী; মহারাষ্ট্রে আসংন্ধ, আসকন্দ ও আসংধিকা ; গুজরাটে আথসংধ ; কর্ণাটে আসাড়ু, অংগুর ; তৈলঙ্গে পিল্লিআংগা। ফারসীতে মেহেমন্‌ববরী। ল্যাটিন নাম Physalis Somnifero. ডাক্তারী নাম Withania Somniferae. উইথানিয়া সম্‌নিফেরা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। পাঠাকে হিন্দুস্থানে নিমুকা, পাট ; উৎকলে পাকন্‌বিন্ধি ; মহারাষ্ট্রে পাহাড়মূল্ল; গুজরাটে কালীপাট, করেটীমূল ; কর্ণাটে পাঠা; তৈলঙ্গে পাটচেট্টু বলে। ইংরাজীতে Parera

পাঠা—উষ্ণবীর্য্য, কটু, তীক্ষ্ণ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু এবং শূল-জ্বর-বমি-কুষ্ঠ-অতিসার-হৃদ্রোগ-দাহ-কণ্ডূ-বিষ-শ্বাস-কৃমি-গুল্ম-গরবিষ ও ব্রণনাশক ॥১৭৮।১৭৯

শ্বেত তেউড়ী (১)—শ্বেতা, ত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী এইগুলি শ্বেত তেউড়ীর পর্য্যায়। শ্বেত তেউড়ী—রেচক, স্বাদু, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, রুক্ষ এবং পিত্ত-জ্বর-শ্লেষ্ম-পিত্ত-শোথ ও উদর রোগ নাশক ॥ ১৮০ । ১৮১

কৃষ্ণ তেউড়ী (২)—ত্রিবৃৎ, শ্যামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালী, কৈষিকা ও কালমেষিকা, এইগুলি কৃষ্ণমূল তেউড়ীর নামান্তর। কৃষ্ণতেউড়ী, শ্বেততেউড়ী অপেক্ষা হীনগুণ। ইহা তীব্রবিরেচক এবং মূর্চ্ছা, দাহ, মদ ও ভ্রান্তিজনক এবং কণ্ঠের উৎকর্ষকারক ॥ ১৮২ । ১৮৩

লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী (৩)—লঘুদন্তী, বিশল্যা, উডুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকূলক এইগুলি লঘুদন্তীর এবং দ্রবন্তী, সম্বরী, চিত্রা, প্রত্যক্‌পর্ণী, আখুপর্ণী, উপচিত্রা, শ্রুতশ্রেণী, ন্যগ্রোধী ও বৃষা এইগুলি বৃহদ্দন্তীর পর্য্যায়। ইহার পত্র ও শাখা এরণ্ডবৎ। উভয়বিধ দন্তীই—সারক, পাকে ও রসে কটু, অগ্নিদীপক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য এবং গুদাঙ্কুর (অর্শের মাংসাঙ্কুর), অশ্মরী, শূল, রক্তদুষ্টি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্তরক্ত, কফ, শোথ, উদর ও কৃমি-রোগনাশক ॥ ১৮৪—১৮৬

লঘুদন্তীফল—রসে ও পাকে মধুর, শীতবীর্য্য, মলমূত্রনিঃসারক এবং গর-শোথ ও কফনাশক ॥১৮৭

জয়পাল (৪)—দন্তীবীজ জয়পাল ও তিন্তিড়ীফল নামে বিখ্যাত। জয়পাল—গুরু, স্নিগ্ধ, রেচক ও পিত্তকফনাশক ॥ ১৮৮

ইন্দ্রবারুণী ও মহা ইন্দ্রবারুণী, (৫) (রাখাল-শসা)—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গবাদনী ও বারুণী এইগুলি ইন্দ্রবারুণীর পর্য্যায় এবং বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগৈর্বারু ও মৃগাদনী এইগুলি মহা ইন্দ্রবারুণীর নামান্তর। ইন্দ্রবারুণীদ্বয়—তিক্তরস, কটুবিপাক, সারক, লঘু ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা—কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, মূঢ়গর্ভ, আম, গণ্ড-রোগ (গলগণ্ড, গণ্ডমালা প্রভৃতি) এবং বিষ নষ্ট করে ॥ ১৮৯—১৯১

Root. পরেরারুট ; ল্যাটীন নাম Cissampelos pareira. ইহার ডাক্তারী নাম Stephania hernandifolia. ষ্টিফেনিয়া হারন্যাণ্ডিফোলিয়া।

(১) দেশভেদে নামভেদ। তেউড়ীর সাধারণ নাম হিন্দুস্থানে তরবদ, নিশোত, পনিলর ও পিথোরী, মহারাষ্ট্রে নিশোত্তর, তেঁড ; কর্ণাটে তিগড়ে ; তৈলঙ্গে আলতেগড়া ; তামিলে শিবদহ ; গুজরাটে নসোতর ও বোম্বায়ে ফুটকুরী ও নিশোত্তর। ফারসীতে নিশোথ; আরবীতে তুরবুদ বলে। ডাক্তারী নাম Ipomoeturpethum. ইপোমিয়া টারপেটম্। শ্বেততেউড়ীর হিন্দীনাম সফেদ নিশোত্তর পাঁট্যাফুলাচা নিশোত্তর। গুজরাটে ধোলাফুলনু নসোতর।

(২) দেশভেদে নামভেদ। কৃষ্ণতেউড়ীর হিন্দী নাম শ্যামপনিলর ও কালানিসোথ ; মহারাষ্ট্রে ইহাকে কাল্লেং নিশোত্তর; কর্ণাটে কেপ্যনিয়তিগড়ে বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। দন্তীর সাধারণ নাম হিন্দুস্থানে হকুম, তিরিফল, দন্তী ; মহারাষ্ট্রে দান্তি, লঘুদন্তী ; গুজরাটে দাঁতএটলে নেপালনাংমূল ; কর্ণাটে দন্তী; তৈলঙ্গে দন্তীচেট্টু, কোণ্ড অমদ্রম এবং বোম্বায়ে জামালগোটা; ফারসীতে দংদ; আরবীতে হবুলংমুলুক। ইংরাজীতে Croten seeds. ল্যাটিনে Crotentiglium. ইহার ডাক্তারী নাম Croton Polyandrum. ক্রোটন পলিয়ান্ড্রাম।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। জয়পালের নাম হিন্দুস্থানে জমালগোটা ; মহারাষ্ট্রে জেপাল গুজরাটে নেপালো ; কর্ণাটে জেপাল ; আরবীতে হবুসসলাতীন ; ফারসীতে তুখমেবেংদং। ইংরাজীতে Purging Croton. ল্যাটিনে Volium Cortonio.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইন্দ্রবারুণীকে হিন্দুস্থানে ইন্দ্রায়ণ, বড়ী ইন্দ্রফলা, ফরফেংতু, বড়ী-ইন্দ্রায়ণ; মহারাষ্ট্রে লঘু ইন্দ্রয়ণ, কাংবড়ল্ল, থোরকাবঁড়ল্ল ; কর্ণাটে হামেক্কে, হিরিয়া হামেক্কে ; গুজরাটে ইন্দরবাণীযুঁ, ণুগাবম্লুক ; তৈলঙ্গে এতিপুচ্ছা ; ফারসীতে খুর্য্যজাতলথ ; আরবীতে হংজল বলে। ইংরাজীতে Colocynth. ল্যাটিনে Citrullus Colocynthis. ডাক্তারী নাম Eucumis madraspatanus. ইউকিউমিস ম্যাড্রাসপেটানস্।

নীল (১)—নীলী, নীলিনী, তূণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা এইগুলি নীলের পর্য্যায়। নীল—রেচক, তিক্ত, কেশহিত, মোহভ্রমনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং উদর-প্লীহা-বাতরক্ত-কফ-অনিল-আমবাত-উদাবর্ত্ত-মদরোগ ও উগ্র বিষনাশক ॥ ১৯২—১৯৪

শরপুঙ্খ (২)—শরপুঙ্খের অন্য নাম প্লীহশত্রু। ইহার আকার নীলী বৃক্ষের ন্যায়। শরপুঙ্খ—তিক্ত-কষায়, লঘু এবং যকৃৎ-প্লীহ-গুল্ম-ব্রণ-বিষ-কাস-রক্ত-শ্বাস ও জ্বর নাশক ॥ ১৯৫

যবাস ও দুরালভা (৩)—অর্থাৎ দুই প্রকার দুরালভা। যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, ধন্বযাস ও কুনাশক এইগুলি যাসের এবং দুরালভা, দুরালম্ভা, সমুদ্রান্তা, রোদণী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া ও হরবিগ্রহা, এইগুলি দুরালভার পর্য্যায়। যাস—মধুর-তিক্ত-কষায়, সারক, শীতল, লঘু এবং কফ-মেদঃ-মদরোগ-ভ্রান্তি-পিত্তরক্ত-কুষ্ঠ-কাস-তৃষ্ণা-বিসর্প-বাতরক্ত-বমি ও জ্বরনাশক। যবাসের যে গুণ, দুরালভারও সেই গুণ জানিবে ॥ ১৯৬—১৯৮

মুণ্ডী ও মহামুণ্ডী— (৪)—(শ্রাবণী ও মহাশ্রাবণী)মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণা, মুণ্ডতিকা ও শ্রবণ-শীর্ষকা, এইগুলি মুণ্ডীর এবং মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, অব্যথা ও অতিতপস্বিনী এইগুলি মহামুণ্ডীর পর্য্যায়। মুণ্ডী—কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, লঘু, মেধ্য, এবং গণ্ড-অপচী-মূত্রকৃচ্ছ্র-কৃমি-যোনিরোগ-পাণ্ডু-শ্লীপদ-অরুচি-অপস্মার-প্লীহ-মেদঃ ও অর্শোরোগ-নাশক। মুণ্ডীর যে গুণ, মহামুণ্ডীরও সেই গুণ জানিবে ॥ ১৯৯—২০২

অপামার্গ (৫)—(আপাঙ্গ) অপামার্গ, শিখরী, অধঃ-শল্য, ময়ূরক, মর্কটী, দুর্গ্রহা, কিণিহী ও খরমঞ্জরী এইগুলি আপাঙ্গের পর্য্যায়। আপাঙ্গ—সারক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, তিক্ত-কটুরস, পাচক-রোচক এবং বমি-কফ-মেদঃ-বায়ু-হৃদ্রোগ-আধ্মান-অর্শঃ-কণ্ডূ-শূল-উদর ও অপচীনাশক ॥ ২০৩। ২০৪

রক্ত অপামার্গ (৬)—বসির, বৃত্তফল, ধামার্গব, প্রত্যক্‌পর্ণী, কেশপর্ণী ও কপিপিপ্পলী

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। নীলকে হিন্দীতে নীল,লীল; মহারাষ্ট্রে নীলীচে ঝাড়, গুল্লী, লঘুনীল্লী; কর্ণাটে নীলী, হিরীপনীলী; গুজরাটে গলী; তৈলঙ্গে নল্লপেট্টু ; গেরিট ও নিলীজেট্টু বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The Iddigo Plant. দি ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্ট। ল্যাটিনে Indigofera cordifolia. বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দুস্থানে শরফোঁকা, সফেদশরফোঁকা ; দাক্ষিণাত্যে ও বোম্বায়ে জংলিকুলথি ; কর্ণাটে যরড়ুকোগ্‌গি, মল্লুকোগ্‌গি ; মহারাষ্ট্রে উন্থালি ; তৈলঙ্গে প্রাংপারাচেট্টু ; তেল্লবেংপল্লিচেট্টু এবং তামিলে কোল্লুক্কবেল্লপি। ইংরাজীতে Purptephrasia. ডাক্তারী নাম Tephrosia Purpurea. তেফ্রোসিয়া প্যারপুরিয়া।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। দুরালভাকে হিন্দুস্থানে ও বোম্বায়ে জবাসা, দুরালা, ধমাসা, হিংগুণা; মহারাষ্ট্রে বেলি কামূলি, ধমাসা; কর্ণাটে বল্লিদুরুবে, তোরে হংগলু ; তৈলঙ্গে পিলরেগটি, দুলগোড়ি ও গুজরাটে ধমাসো; ফারসীতে বাদাবর্দ, আরবীতে শুকাঈ বলে। যবাসকে হিন্দীতে জবাসা, দুলাহ ; মহারাষ্ট্রে কাণ্টেচুবুক, তাঁবড়া ধমাসা ; কর্ণাটে তোরে ইঙ্গলু; তৈলঙ্গে পিন্নরেগটীটুলগোণ্ডি; গুজরাটে জবাসো; ফারসীতে ফরাক্‌নুন্; আরবীতে অল্‌গুলহাজ বলিয়া থাকে। দুরালভাকে ল্যাটীনে Fogonia-arabica ও যবাসকে ডাক্তারীতে Alhagimaurorun.অ্যাল্‌-হাজিমোরোরন বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মুণ্ডী ও মহামুণ্ডীর নাম হিন্দুস্থানে মুণ্ডী,ছোটীমুণ্ডী,গোরখ্‌মুণ্ডী, বড়ীমুণ্ডী; তৈলঙ্গে বোড়সরপুচেট্টু ; তামিলে ও বোম্বায়ে কোট্টক; মহারাষ্ট্রে বরসবোড়ী বোড়খরা; গুজরাটে গোরখ্‌মুণ্ডী, মুণ্ডী, বোড়িয়োকলার ; কর্ণাটে কীপোবোড়তর, হিরীপবোড়তর; আরবীতে কমাদর যুস। ডাক্তারী নাম Sphareant us Indicus. স্ফারিএন্থস্ ইণ্ডিকস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। অপামার্গের নাম হিন্দুস্থানে লটজীরা, চিরচিটা, ওঙ্গা ; তৈলঙ্গে দুচ্চীণিকে; মহারাষ্ট্রে অঘাড়া; গুজরাটে অঘেড়ো ; কর্ণাটে উত্তরণে,চিচিরা; ফারসীতে খারবাস্‌গোতা; আরবীতে অংকম বলে। ইংরাজীতে Rough-chafftree. ডাক্তারী নাম Achyranthis Aspera. আচিরান্থিস্ আসপেরা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। রক্তঅপামার্গকে হিন্দুস্থানে লালচিরচিরা; মহারাষ্ট্রে লাল অঘাড়া বা

এইগুলি লাল আপাঙ্গের পর্য্যায়। লাল আপাঙ্গ—বায়ুর বিষ্টম্ভতাকারক, কফজনক, শীতবীর্য্য ও রুক্ষ। অপামার্গ অপেক্ষা রক্তঅপামার্গের গুণ কিছু ন্যূন। অপামার্গফল রসে ও পাকে স্বাদু, দুর্জ্জর, বিষ্টম্ভতাকারক, বাতজনক, রুক্ষ এবং রক্তপিত্তপ্রসাদক ॥ ২০৫—২০৭

তালমাখনা (১)—(কুলেখাড়া)-কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা এইগুলি তালমাখনার পর্য্যায়। তালমাখনা—শীতবীর্য্য, বৃষ্য, স্বাদু-অম্ল-তিক্তরস, পিত্তজনক এবং বাত-আম-শোথ-অশ্মরী-তৃষ্ণা-দৃষ্টি ও বাতরক্ত নাশক ॥ ২০৮। ২০৯

হাড়ভাঙ্গা (২)—বা হাড়জোড়া।—গ্রন্থিমান্‌, অস্থিসংহারী, বজ্রাঙ্গী ও অস্থিশৃঙ্খলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ইহা—বাতশ্লেষ্মনাশক, ভগ্নাস্থির সংযোজক, উষ্ণবীর্য্য, সারক, কৃমি-অর্শঃ ও নেত্ররোগনাশক, রুক্ষ, স্বাদু, লঘু, বৃষ্য, পাচক ও পিত্তজনক।

হাড়ভাঙ্গা ত্বগ্‌রহিত করিয়া তাহা অর্দ্ধমাষা এবং খোসারহিত মাষকলায় সিকিমাষা, উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে এবং তাহা তিল তৈলে পাক করিয়া লইবে। এই বটক অতীব বাতনাশক ॥ ২১০—২১২

ঘৃতকুমারী (৩)—কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা ও ঘৃতকুমারিকা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ঘৃতকুমারী—ভেদক, শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর, নেত্রহিত, রসায়ন, বৃংহণ, বলকর, বৃষ্য এবং বাত-বিষ-গুল্ম-প্লীহ-যকৃৎ-বৃদ্ধি-কফজ্বর-গ্রন্থি-অগ্নিদগ্ধ-বিস্ফোটক-পিত্তরক্ত ও ত্বগ্‌রোগনাশক ॥ ২১৩। ২১৪

শ্বেত পুনর্নবা (৪)—পুনর্নবা-শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী ও দীর্ঘপত্রিকা, এইগুলি শ্বেতপুনর্নবার নাম। শ্বেতপুনর্নবা—কটুরস, কষায়ানুরস, অতি অগ্নিদীপক এবং পাণ্ডু-শোথ-বায়ু-গর-শ্লেষ্ম-ব্রধ্ন ও উদর রোগ নাশক ॥২১৫

রক্ত পুনর্নবা (৫)—রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা, শোথঘ্নী, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বৃষকেতু ও কঠিল্লক, এইগুলি রক্ত পুনর্নবার নাম। ইহা তিক্ত, কটুপাক, হিমবীর্য্য, লঘু, বাতজনক, মলসংগ্রাহক, এবং শ্লেষ্মপিত্ত ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥ ২১৬। ২১৭

গন্ধ প্রসারণী (৬)—(গন্ধভাদুলে) প্রসারণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিনী, সরণী, সারণী, ভদ্রা, বলা ও কটম্ভরা এইগুলি গন্ধভাদুলের পর্য্যায়।

রক্তলট্‌জীরা ; কর্ণাটে কেম্পিগুত্তরণে ; গুজরাটে ঝিপটো ; তৈলঙ্গে উতরায়নী কেম্পিগুত্তরণে বলে

(১) দেশভেদে নামভেদ। তালমখানার নাম হিন্দুস্থানে কোলিস্তাবিখর, তালমখানা কৈলয়া; মহারাষ্ট্রে কোলিসা, বিখরা; কর্ণাটে কুলুগোলিকে; তৈলঙ্গে গোলিমিড়িচেট্টু, গোবী; উৎকলে কুইলিরখা, মাখুরেণ, কোকণে কোলিস্তা ; গুজরাটে এখরো ; ইংরাজীতে Longleaved Barlaria. ডাক্তারী নাম Ruellia Longifolia. রুলিয়া লঙ্গিফোলিয়া।

(২) দেশভেদে নামভেদ। হাড়জোড়াকে হিন্দুস্থানে হড় সঙ্করী, হড়জোড়, হড়সংহারী ; গুজরাটে হাড়সাংকলা, বেধারী, তরধারী, চৌধারী ; মহারাষ্ট্রে কাংড়বেল, ত্রিধারী, চৌধারী, বহুত ধারাচে; তৈলঙ্গে নাল্লেহ; ল্যাটিনে Vitis quodrongularis. ভিটিস্‌ কোয়াড্রাঙ্গুলারিস্‌।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ঘিউকুমারী, ঘিগুবার, গ্বারপাঠা, কুবারপাঠা ; মহারাষ্ট্রে কোরফড়, কোরফাংটা; কর্ণাটে লোয়িসর; তৈলঙ্গে পিন্নগোরিণ্টকলবন্দ ও বিরজাজিতোগে এবং গুজরাটে কুবার বলে। ফারসীতে দরখতেসিব্ব ; আরবীতে মুসবর। ইংরাজীতে Barbadoes aloes. ডাক্তারী নাম Aloe Indica. য়্যালোই ইণ্ডিকা।

(৪।৫) দেশভেদে নামভেদ। শ্বেতপুনর্নবা ও রক্ত পুনর্নবাকে হিন্দুস্থানে বিষখপরা, সাঁঠ, পাংটম্বী, গদংপূর্ণা, নীলীসাংঠ, গদহপুরেণা ; মহারাষ্ট্রে ঘেণ্টূল্লী, পাংঢরী থরপন্থা, রক্তবসু; কর্ণাটে বিলিয়হুবেল্লড় কিলু, কেংপিন বেল্লড় কিলু, করীয়বেল্লড় কিলু ; তৈলঙ্গে গাঞ্জেরু অতিকমমেদি ; তামিলে মুকরত্তেকিরে ও বোম্বায়ে পুনর্নবা ; গুজরাটে, সাটোড়ী, খেতরী, লাংবাং, পাংননী, রাতাফুলনে নিচে ধোলাকংদ ধোলাপাননে চোমাসানী ; আরবীতে হংদকুকী বলে। ইংরাজীতে Spreading Hogneed. ল্যাটিন নাম Boerhavia diffusa. বোয়েরাভিয়া ডিফিউসা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। গন্ধভাদুলের নাম হিন্দুস্থানে গান্ধালি, গন্ধালি, পসরন, গন্ধপ্রসারণী ; মহারাষ্ট্রে চাঁদবেল, প্রসারণী ; কর্ণাটে হেসরণে ;

গন্ধভাদুলে—গুরু, বৃষ্য, বলকারক, ভগ্নসংযোজক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, তিক্ত এবং বাতরক্ত-কফনাশক ॥ ২১৮ । ২১৯

কৃষ্ণ ও শ্বেত অনন্তমূল (১)—কৃষ্ণ অনন্তমূল—ইহার পত্র জামপত্রবৎ, ইহা সুগন্ধ এবং কলঘন্টিকা নামে প্রসিদ্ধ। সারিবা, শ্যামা, গোপী ও গোপবধূ এইগুলি কৃষ্ণ অনন্তমূলের পর্য্যায়।

শ্বেত অনন্তমূল—ইহারও পত্র জামপত্রবৎ, ইহা দুগ্ধগর্ভা লতা। শ্বেত সারিবা অর্থাৎ শ্বেত অনন্তমূল—গোপা,গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোতা, শ্যামা, গোপবল্লী, আস্ফোতা, লতা ও চন্দনা এই সকল নামে অভিহিত।

অনন্তমূলদ্বয়—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু এবং অগ্নিমান্দ্য-অরুচি-শ্বাস-কাস-আমবিষ-দোষত্রয়-রক্ত-প্রদর-জ্বর ও অতিসার নাশক ॥ ২২০—২২২

ভীমরাজ (২)—ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জক এইগুলি ভীমরাজের পর্য্যায়। ভীমরাজ—কটুক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণ, কফবাতনাশক, কেশহিত, ত্বক্‌প্রসাদক, দন্তহিত, রসায়ন, বলকর এবং ইহা কৃমি-শ্বাস-কাস-শোথ-আম-পাণ্ডু-কুষ্ঠ-নেত্ররোগ ও শিরোরোগ নাশ করে ॥ ২২৩ । ২২৪

শণহুলী(৩)—শণহুলীর সংস্কৃত নাম শণপুষ্পী ও ঘণ্টা, ইহা শণপুষ্পাকৃতি। শণপুষ্পী—কটু-তিক্তরস, বমনকারক ও কফপিত্তনাশক ॥ ২২৫

ত্রায়মাণা (৪)—(বলাডুমুর) বলভদ্রা, ত্রায়মাণা, ত্রায়ন্তী, গিরিজা ও অনুজা এইগুলি বলাডুমুরের পর্য্যায়। বলাডুমুর—কষায়-তিক্তরস, সারক এবং পিত্ত-কফ-জ্বর-হৃদ্রোগ গুল্ম-অর্শঃ-ভ্রম-শূল ও বিষনাশক ॥ ২২৬

মূর্ব্বা (৫)—মূর্ব্বা, মধুরসা, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রুবা, মধূলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী ও পীলুপর্ণী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মূর্ব্বা—সারক, গুরু, স্বাদুতিক্তরস এবং পিত্তরক্ত-মেহ-ত্রিদোষ-তৃষ্ণা-হৃদ্রোগ-কণ্ডূ-কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক ॥ ২২৭ । ২২৮

কাকমাচী (৬)—কাকমাচী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, কাকাহ্বা ও বায়সী, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কাকমাচী—ত্রিদোষঘ্ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, স্বর্য্য ও শুক্রপ্রদ, তিক্তরস, রসায়ন এবং শোথ-কুষ্ঠ-অর্শঃ-জ্বর ও

তৈলঙ্গে গোন্তেমগোরুচেট্টু ও সাবরেলচেট্টু; এবং গুজরাটে প্রসারণবেল্য। ডাক্তারী নাম Paederia foetida. পোয়েডেরিয়া ফোয়েটিডা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। কৃষ্ণ ও শ্বেত অনন্তমূলের হিন্দীনাম দুধি, গোরীসর, কালীসর, করিয়াসাউ, গৌরিয়াসাউ, সালসা, সরিবন; মহারাষ্ট্রে শ্বেত উপলসরী, সুগন্ধ উপলসরী, কৃষ্ণ উপলসরী; গুজরাটে কপরী, কালীবেল্য; কর্ণাটে সারিবা, উৎকলে গুপাপানমূল; তৈলঙ্গে নীলতিগ বলে। ইংরাজীতে Indian Sarsa Parilla. ল্যাটিনে Hemidesmus indicus.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ভীমরাজের নাম হিন্দুস্থানে ভাংগরা, ভেগরিয়া, ভাগরৈয়া, কুকুর ভাংগরা; মহারাষ্ট্রে পিবলমাকা, মাংকা; তৈলঙ্গে গুণ্টকলগরচেট্টু; বোম্বায়ে পিবলভাংরা; গুজরাটে ভাংগরো; কর্ণাটে গরুগমুরু; উৎকলে কলাকেশহুরা; ফারসীতে জমর্দর; আরবীতে হজীজ; ইংরাজীতে Traling Eclipta. ডাক্তারী নাম Wedelia calendulacea. ওয়েডেলিয়া কালেণ্ডুলেসিয়া।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে শণহুলীকে ঝুন্‌ঝুনিয়া, পটশণ, শণহুলী, ঘাগহী, শণই ও বনশণ; মহারাষ্ট্রে থোরতাগ, কোঙ্কণে খুল্লখুল্লা; গুজরাটে শন; দ্রাবিড়ে জনবকনর; কর্ণাটে গিলুগিচ্চি, চিক্কগিলু, মতেকাডবিট্টি; তৈলঙ্গে শণমতুবেল্লি, জেনপনর, বেল্লচেট্টু; তামিলে জেনম্পনর; বোম্বায়ে শন, ফারসীতে লাদনাং বলে। ইংরাজীতে Flax Hemp. ল্যাটিনে Crotalaria Juhcia.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ত্রায়মাণাকে হিন্দুস্থানে ত্রায়মান; মহারাষ্ট্রে ত্রায়মাণ; গুজরাটে ত্রাহিমান; কর্ণাটে ত্রায়মাণা; ফারসীতে অস্প্রক বলে। ল্যাটিনে Thalictrum-Faliotosum.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। মূর্ব্বাকে হিন্দুস্থানে চূর্ণহার, মুর্হরী; মহারাষ্ট্রে মোরবেল; তৈলঙ্গে যাগচেট্টু, সগ, সাঙ্গা ও চগ এবং বোম্বায়ে মোরমেল; কর্ণাটে মুহরসি; তামিলে মরূল বলে। ডাক্তারী নাম Sansevieria zeylanica. সান্সেভীরিয়া জীলানিকা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কাকমাচীকে হিন্দুস্থানে কবৈয়া, কাবই, মকোয় এবং মহারাষ্ট্রে লঘুকাবল্লী, কামোনি; কর্ণাটে কাবঈকাকে; গুজরাটে পীলুডী; ফারসীতে রোবাতরীথ; আরবীতে এনবুস্-

মেহনাশক, কটু, নেত্রহিত, হিক্কা-বমি ও হৃদ্রোগ প্রশমক ॥ ২২৯ । ২৩০

কাকনাসা (১)—কাকনাসা, কাকাঙ্গী ও কাকতুণ্ডফলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কাকনাসা—কষায়-কটুক-তিক্তরস, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কফঘ্ন, বামক এবং শোথ-অর্শঃ ও শ্বিত্রকুষ্ঠ-নাশক ॥ ২৩১

কাকজঙ্ঘা (২)—কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও কাকা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কাকজঙ্ঘা—হিমবীর্য্য, তিক্তকষায়রস এবং কফ-পিত্ত-জ্বর-রক্তপিত্ত-ব্রণ-কণ্ডূ-বিষ ও ক্কমিনাশক ॥ ২৩২ । ২৩৩

নাগপুষ্পী—নাগপুষ্পী, শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী ও রামদূতিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। নাগপুষ্পী—রোচক, তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য এবং কফ-পিত্ত-বিষ-শূল-যোনিদোষ-বমি ও ক্কমিনাশক ॥ ২৩৪

মেষশৃঙ্গী (৩)—(মেড়াশৃঙ্গী)—মেষশৃঙ্গী, বিষাণী, মেষবল্লী ও অজশৃঙ্গিকা এইগুলি মেড়াশৃঙ্গীর নাম। ইহা রসে তিক্ত, পাকে কটু, বাতজনক, শ্বাসকাসহৃৎ, রুক্ষ এবং পিত্ত-ব্রণ-শ্লেষ্মা ও নেত্রশূল-নাশক। মেষশৃঙ্গীফল—তিক্ত, অগ্নিদীপক, স্রংসন এবং কুষ্ঠ-মেহ-কফ-কাস-ক্কমি-ব্রণ ও বিষনাশক ॥ ২৩৫ । ২৩৬

হংসপদী (৪)—হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা ও ত্রিপাদিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। হংসপদী—গুরু, শীতবীর্য্য এবং রক্ত-বিষ-ব্রণ-বিসর্প-দাহ-অতিসার-লূতাবিষ-ভূতগ্রহ ও অগ্নিরোহিণী নাশক ॥ ২৩৭

সোমলতা (৫)—সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। সোমলতা—ত্রিদোষঘ্ন, কটুতিক্তরস ও রসায়ন ॥ ২৩৮

আকাশবল্লী (৬)—আকাশবল্লীকে পণ্ডিতগণ অমরবল্লী কহেন। আকাশবল্লী—মলসংগ্রাহক, তিক্ত-কষায়, পিচ্ছিল, নেত্ররোগহর, অগ্নিকর, হৃদ্য এবং পিত্ত-শ্লেষ্ম ও আমনাশক ॥ ২৩৯

পাতালগরুড়ী (৭)—ছিলিহিণ্ট, মহামূল ও পাতালগরুড়ী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। পাতালগরুড়ী অতিশয় বৃষ্য, কফঘ্ন ও বায়ুপ্রশমক ॥ ২৪০

সালব বলে। ইংরাজীতে Night Shed. নাইট সেড; ল্যাটিনে Solanum nigrum.

(১) দেশভেদে নামভেদ। কাকনাসাকে হিন্দুস্থানে কৌয়া ঢোঁড়ী; মহারাষ্ট্রে থোর শ্বেতকাবল্লী; কর্ণাটে বড়িলি কদ্‌গুরলি, হিরীয়কাগে ডোলে; তৈলঙ্গে বেলুমসন্দিচেট্টু, পুসগুলিবিন্দচেট্টু ও কাকিদোংড়চেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Solanum Indicum. সোলানম্ ইণ্ডিকম্।

AN. 542

(২) দেশভেদে নামভেদ। কাকজঙ্ঘাকে পশ্চিমে হিন্দুস্থানে কাকজঙ্ঘা, মসী; মহারাষ্ট্রে কাংগাচেংঝাড়; গুজ্‌রাটে অঘেডী; কর্ণাটে জীরীচিলেচ; তৈলঙ্গে নালাতুচ্চীণীকে বলে। ডাক্তারী নাম Leeahirta. লীয়াহার্টা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মেষশৃঙ্গীকে হিন্দুস্থানে মেঢ়াশীঙ্গী; কর্ণাটে উরিয়মর; মহারাষ্ট্রে মেণ্ডফল্লী, কেবণীচ্যা শেঙ্গা; গুজরাটে মংড়াশিঙ্গী, আটর্ডিণীশীঙ্গ; ফারসীতে কিস্ত; আরবীতে বর্কিস্ত বলে, ইংরাজীতে Screw tree. স্ক্রুট্রী বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। হংসপাদীকে হিন্দুস্থানে হংসপাদী, হংসপগী; গুজরাটে হংসরাজ কালীডাং ডলীনো; মহারাষ্ট্রে লাললাজালু; তৈলঙ্গে হংসপাদমু, কর্ণাটে নবিলড়ি; ফারসীতে পরস্থা উশান; আরবীতে শারুলজীন্ শারুল অর্দ বলে। ইংরাজীতে Maiden hair. ল্যাটীনে Adiantum Lunulatum, এডিএণ্টম্ লনুল্যলেটম্। ডাক্তারী নাম Vitis Pidata, ভাইটিস্ পিডেটা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। সোমলতাকে হিন্দীতে সোমলতা, সোমবল্লী; মহারাষ্ট্রে থোর সোমবল্লী; কর্ণাটে সোমবল্লী; বোম্বায়ে সোমবল্লী, তৈলঙ্গে পল্লটীজী, টিগটস্থুম্মুড়ু ও পুল্লতোগে বলে। ডাক্তারী নাম The moon Plant, দি মুন প্ল্যাণ্ট।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। আকাশবল্লীকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে অমরবেল ও আকাশবেল; কর্ণাটে নেদমূদবল্লী; তৈলঙ্গে ইন্দ্রজাল; গুজরাটে আমরবেল ও আরবীতে অফতিমূন বলে। ডাক্তারী নাম Cassayta Filliformis, ক্যাসেইটা ফিলিফরমিস্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। পাতালগরুড়ী হিন্দুস্থানে ছিরেটা; তৈলঙ্গে দুসরতোগে; মহারাষ্ট্রে ভূয়পাড তানীচাবেল; গুজরাটে বেবড়ীওলপ ও ল্যাটীনে Cocculus vitlosus. নামে অভিহিত হয়।

বন্দা (১)—(বাঁদরা) বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষভক্ষ্যা ও বৃক্ষরুহা এইগুলি বাঁদরার পর্য্যায়। বান্দরা—শীতবীর্য্য, তিক্ত কষায়-মধুর রস, মাঙ্গল্যদ্রব্য এবং কফ-বাতরক্ত-রক্ষঃ-ব্রণ ও বিষনাশক ॥ ২৪১

বটপত্রী (২)—বটপত্রীকে পণ্ডিতগণ মোহিনী ও ঐরাবতী কহিয়া থাকেন। বটপত্রী—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিরোগ ও মূত্ররোগনাশক ॥২৪২

হিঙ্গুপত্রী—হিঙ্গুপত্রী, কবরী, পৃথ্বীকা, পৃথুকা ও পৃথু এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। হিঙ্গুপত্রী—রুচিজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পাচক, কটু এবং হৃদ্রোগ-বস্তিরোগ-বিবন্ধ-অর্শঃ-শ্লেষ্ম-গুল্ম ও অনিল প্রশমক ॥ ২৪৩

বংশপত্রী (৩)—বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিণ্ডা ও হিঙ্গুশিবাটিকা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। পণ্ডিতেরা বলেন, হিঙ্গুপত্রীরও যে গুণ, বংশপত্রীরও সেই গুণ ॥ ২৪৪

মৎস্যাক্ষী (৪)—মৎস্যাক্ষী, বাহ্লিকা, মৎস্যগন্ধা ও মৎস্যাদনী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মৎস্যাক্ষী—মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্ত-কষায়-স্বাদুরস, কটুবিপাক এবং কুষ্ঠ-পিত্ত-কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক ॥ ২৪৫

সর্পাক্ষী (৫)—সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও নাড়ীকলাপক, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। সর্পাক্ষী—কটুক-তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, ক্রমিনাশক, বৃশ্চিক-ইন্দুর ও সর্পের বিষ প্রশমক এবং ব্রণরোপক ॥ ২৪৬

শঙ্খপুষ্পী (৬)—শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খা ও মাঙ্গল্য-কুসুমা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। শঙ্খপুষ্পী—সারক, মেধ্য, বৃষ্য, মানসরোগনাশক, রসায়ন, কষায়, উষ্ণবীর্য্য, স্মৃতি-কান্তি-বল ও অগ্নিপ্রদ এবং দোষ-অপস্মার-ভূতগ্রহ-অলক্ষ্মী-কুষ্ঠ-ক্রমি ও বিষনাশক ॥ ২৪৭ । ২৪৮

অর্কপুষ্পী (৭)—অর্কপুষ্পী, ক্রূরকর্ম্মা, পয়স্যা ও জলকামুকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। অর্কপুষ্পী—ক্রমি-শ্লেষ্ম-মেহ-পিত্তবিকার নাশ করে ॥ ২৪৯

লজ্জালু (৮)—লজ্জালু, শমীপত্রা, সমঙ্গা, অঞ্জলি-কারিকা, রক্তপাদী, নমস্কারী ও খদিরকা এইগুলি লজ্জালুলতার পর্য্যায়। লজ্জালু—শীতবীর্য্য, তিক্তকষায়রস এবং কফ-পিত্ত-রক্তপিত্ত-অতিসার ও যোনিরোগ নাশক ॥ ২৫০ । ২৫১

অলম্বুষা—(৯) (ইহা লজ্জালুর প্রকার ভেদ) অলম্বুষা, খরত্বক্ ও মেদোগলা এই তিনটি একার্থবাচক শব্দ। অলম্বুষা—লঘু, স্বাদু এবং ক্রমি-পিত্ত-কফনাশক ॥ ২৫২

দুগ্ধিকা (১০)—দুগ্ধিকা, স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরা ও বিক্ষীরিণী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। দুগ্ধিকা—

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। বন্দাকে হিন্দুস্থানে বন্দা, বংদাল; বদাক, বাংদা ; তৈলঙ্গে বাজিনীকে ; মহারাষ্ট্রে বাদাংগুল, কামরুখ ; গুজরাটে বাংদো ; কর্ণাটে বংদণিকে বলে। ল্যাটীনে Loranthus Longifolious. ডাক্তারী নাম A Parasite Plant. এ প্যারাসাইট্ প্ল্যাণ্ট।

(২) দেশভেদে নামভেদ। বটপত্রীকে হিন্দুস্থানে বড়পত্রী ; মহারাষ্ট্রে বড়বতী ও তৈলঙ্গে পিণ্ডি এবং বণ্ডচেট্টু বলে। ইংরাজী নাম Lycopidium.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বংশপত্রীকে মহারাষ্ট্রে বেণুপত্রী ও কর্ণাটে বিদিরয়েলে বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মৎস্যাক্ষীর নাম হিন্দুস্থানে মছেচ্ছী ও মছরিয়া এবং মহারাষ্ট্রে জলব্রাহ্মী বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। সর্পাক্ষীর হিন্দী নাম সরহচী গণ্ডিনী।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। শঙ্খপুষ্পীকে হিন্দুস্থানে শংখাহুলী, কৌড়িয়ালী; গুজরাটে শংখাবলী; কর্ণাটে শঙ্খপুষ্পী ; মহারাষ্ট্রে ও বোম্বায়ে শংখোনী বলে। ল্যাটীনে Evolvulus Erecta. ডাক্তারী নাম Andropogon acicülartum. অ্যাণ্ড্রোপোগন অ্যাসিকুলার্টম্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। অর্কপুষ্পীকে হিন্দুস্থানে অন্ধাহুলী, অর্কহুলী, দধিয়ার, ক্ষীরবৃক্ষ ; গুজরাটে খরণের ও মহারাষ্ট্রে শিরডোড়ী বলে। ডাক্তারী নাম Cleome Pentaphylla. ক্লিওমি পেণ্টাফিলা। ল্যাটীন নাম Holostema rheedii.

(৮) দেশভেদে নামভেদ। লজ্জালুকে হিন্দুস্থানে লজ্জাবন্তী, শর্ম্মানী লাজবতী, ছুইমুই ; মহারাষ্ট্রে লাজালু, লাজরী, সংকোরণী ; গুজরাটে রিশামণী ; কর্ণাটে মুদিদরেমুরুটব বলে। ডাক্তারী নাম Mimosa pudica, মাইমোসা পিউডিকা।

(৯) দেশভেদে নামভেদ—ডাক্তারী নাম A sort of sensitive plant. এ সর্ট অফ্ সেনসিটিভ প্ল্যাণ্ট।

(১০) দেশভেদে নামভেদ—দুগ্ধিকে হিন্দুস্থানে দুদ্ধী, দুধিয়া, দুধীকলব ; গুজরাটে দুধেলীমোটী,

উষ্ণবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বাতজনক ও গর্ভপ্রদ। ইহার দুগ্ধ (আটা) স্বাদু। ছুঙ্কিকা-কটু-তিক্তরস, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক ও নিবারক, স্বাদু, বিষ্টম্ভী, বৃষ্য এবং কফ-কুষ্ঠ-কৃমিনাশক ॥ ২৫৩ । ২৫৪

ভূঁইআমলা (১)—শিবা, তামলকী, বহুপত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যা ও অজটা এই গুলি ভূঁইআমলার পর্য্যায়। ভূঁইআমলা—বাতজনক, তিক্ত-কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য এবং পিপাসা-কাস-পিত্ত-রক্ত-কফ-কণ্ডূ ও ক্ষতনাশক ॥ ২৫৫ । ২৫৬

ব্রাহ্মী (২) **ও মণ্ডূকপর্ণী** (৩)—ব্রাহ্মী, কপোতবঙ্কা, সোমবল্লী ও সরস্বতী এই গুলি ব্রাহ্মীর এবং মণ্ডূকপর্ণী, মাণ্ডূকী, ত্বাষ্ট্রী, দিব্যা ও মহৌষধী এই গুলি মণ্ডূকপর্ণীর নামান্তর। ব্রাহ্মী—শীতবীর্য্য, সারক, তিক্ত-কষায়-মধুররস, লঘু, মেধ্য, শীতল, মধুরবিপাক, আয়ুর্বর্দ্ধক, রসায়ন, স্বরহিত, স্মৃতিপ্রদ এবং কুষ্ঠ-পাণ্ডু-মেহ-রক্ত-কাস-বিষ-শোথ ও জ্বরনাশক। ব্রাহ্মীর যে গুণ, মণ্ডূকপর্ণীরও সেই গুণ জানিবে ॥ ২৫৭—২৫৯

দ্রোণপুষ্পী (৪)—(ঘলঘসিয়া) দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পা ও ফলেপুষ্পা এইগুলি ঘলঘসিয়ার নাম। ঘলঘসিয়া—গুরু, স্বাদু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বাতপিত্তজনক, সতীক্ষ্ণলবণ (সক্ষার লবণ, পাঠান্তর), স্বাদুপাক, কটু, ভেদক এবং কফ-আম-কামলা-শোথ-তমকশ্বাস-কৃমিনাশক ॥ ২৬০ । ২৬১

হুড়হুড়ে ও দ্বিতীয়প্রকার হুড়হুড়ে (৫)—সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্ত্তা ও রবিপ্রীতা এইগুলি হুড়হুড়ের পর্য্যায়। দ্বিতীয় প্রকার হুড়হুড়েকে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা কহে। সুবর্চ্চলা—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, স্বাদুপাক, সারক, গুরু, ঈষৎ পিত্তজনক, কটু, ক্ষার এবং বিষ্টম্ভ-কফ-বাত-নাশক। অপর প্রকার হুড়হুড়ে-তিক্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, রুক্ষ, লঘু এবং কফ-পিত্তরক্ত-শ্বাস-কাস-অরুচি-জ্বর-বিস্ফোট-কুষ্ঠ-মেহ-রক্তপ্রদর-যোনিরোগ-কৃমি ও পাণ্ডু প্রশমক ॥ ২৬২—২৬৪

বন্ধ্যাকর্কোটকী (৬)—দেবী, কন্যা, যোগীশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী ও বিষকণ্টকিনী এই গুলি একার্থবাচক শব্দ। বন্ধ্যাকর্কোটকী—লঘু, কফঘ্ন, ব্রণশোধক, সর্পদর্পহারী তীক্ষ্ণবীর্য্য এবং বীসর্প ও বিষনাশক ॥ ২৬৫ ।২৬৬

থোরহুধী ; কর্ণাটে মরিজবনীগে ; মহারাষ্ট্রে লঘুহুধী, থোরহুধী ; তৈলঙ্গে পিলপালচেট্টু, ও ফারসীতে নিশাশত বলে ল্যাটিন নাম Euparviflora. বলে

P.N. (১) দেশভেদে নামভেদ—ভূঁইআমলাকে হিন্দুস্থানে ভুঁঈআমলা, পতাল অম্বরা, ভদ্রআম্বলা, 861 ভোমি আম্বরা ; মহারাষ্ট্রে ভুয়আংবল্লী ; গুজরাটে ভোংআংবলী, কর্ণাটে আর্ক্নেল্লি ও তৈলঙ্গে নেলউসীরীকে বলে। ল্যাটিন নাম Phyllauthusniruri.

(২) দেশভেদে নামভেদ—ব্রাহ্মীকে হিন্দুস্থানে বরংভী, ব্রহ্মী ও শ্বেতচমনী, তৈলঙ্গে শম্বুনীচেট্টু, মণ্ডুকব্রহ্মী ; বোম্বায়ে বাম ; তামিলে বীমী, বল্লরীকেরী; মহারাষ্ট্রে ব্রহ্মমাণ্ডুকী ব্রাহ্মী!; গুজরাটে ব্রাহ্মী, বিষ্ণা-ব্রাহ্মী, খড়ভরামী ; কর্ণাটে ঔদেলগ, ফারসীতে জরনব। ইংরাজীতে Indian Pennywort. ল্যাটিনে Hydrocotyle Assiatica, ডাক্তারী নাম Siphonanthus Indica. সাইফোনান্থস্ ইণ্ডিকা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ—মণ্ডূকপর্ণীর নাম হিন্দুস্থানে খুলখুড়ি, ব্রহ্মমাণ্ডুকী; তৈলঙ্গে মণ্ডুকব্রহ্মী; তামিলে বল্লরীকেরী ও বোম্বায়ে ব্রহ্মী। ডাক্তারী নাম Hydrocotyle Asiatica, হাইড্রোকোটাইল এসিয়াটিক।

(৪) দেশভেদে নামভেদ—দ্রোণপুষ্পীকে হিন্দুস্থানে গুমা, গোমা ; মহারাষ্ট্রে তুংবা, কুম্ভা ; কর্ণাটে তুংব ; গুজরাটে কুবো এবং তৈলঙ্গে মতুগতুম্মি বলে। ল্যাটীন Leucas Cephalotus.

(৫) দেশভেদে নামভেদ।—হুড়হুড়ের নাম হিন্দুস্থানে হুরহুজ, ব্রহ্মসোঞ্চলী, সোঞ্চলী; গুজরাটে সূরজমুখী; কর্ণাটে হুরহুর, আদিত্যভক্তি; তৈলঙ্গে সূর্য্যকান্তিপু; মহারাষ্ট্রে সূর্য্যফুল ; ফারসীতে গুলেআফতাবপরস্ত, আরবীতে অরদমুন। ডাক্তারী নাম Cleome viscosa Polanisia icosandra. ক্লিওমি ভিসকোসা পোলানিসিয়া আইসোসাণ্ড্রা। ইংরাজী Sunflower.

(৬) দেশভেদে নামভেদ—বন্ধ্যাকর্কোটীকে (তিৎ কাঁকরোল) হিন্দুস্থানে বাংঝখখসা, বনককোড়া, বাংঝককোড়া, বাভুখসা; মহারাষ্ট্রে বাংঝকটোলী ; কর্ণাটে বংজেমড়ুবাগলু ; গুজরাটে বাংঝকণ্টোলো বলে। ন্যাটীনে Momordica dioicamale.

মার্কণ্ডিকা (১)—(ভূমিপ্রসরণশীল লতা বিশেষ।) মার্কণ্ডিকা, ভূমিবল্লী ও মার্কণ্ডী এই গুলি একার্থবোধকশব্দ। মার্কণ্ডিকা—মৃদুরেচক, কুষ্ঠহর, উর্দ্ধাধঃকায়শোধক (বমন-বিরেচনকারক) এবং বিষদুর্গন্ধ-কাস-গুল্ম ও উদররোগনাশক ॥ ২৬৭

দেবদালী (২)—(দেবতাড়ক ঘোষা বিশেষ) দেবদালী, বেণী, কর্কটী, গরাগরী, দেবতাড়, বৃত্তকোশ ও জীমূত এই গুলি একার্থবাচক শব্দ। পীতবর্ণ অন্য এক প্রকার দেবদালী আছে, তাহাকে খরস্পর্শা বিষঘ্নী ও গরনাশিনী কহে। দেবদালী—তিক্তরস। ইহা কফ-অর্শঃ-শোথ-পাণ্ডু-ক্ষয়-হিক্কা-কৃমি ও জ্বরনাশক। তিক্তা দেবদালী বমনকারক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। দেবদালীর ফল—তিক্ত ও স্রংসন (রেচক) এবং কৃমি-শ্লেষ্ম-গুল্ম-শূল-অর্শঃ ও বাতনাশক ॥২৬৮—২৭০

জলপিপ্পলী (৩)—জলপিপ্পলী, শারদী, শকুলাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা ও লাঙ্গলী, এই গুলি একার্থবোধক শব্দ। জলপিপ্পলী—হৃদ্য, নেত্রহিত, শুক্রজনক, লঘু, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, রূক্ষ, রক্তদাহ-ব্রণনাশক, কটু-কষায়রস, কটুবিপাক, রুচিজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ২৭১। ২৭২

গোজিয়া ৪)—গোজিহ্বা, গোজিকা, গোভী, দার্ব্বিকা ও খরপর্ণিনী এই গুলি গোজিয়ার পর্য্যায়। গোজিয়া—বাতজনক, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, কফপিত্তহর, হৃদ্য, প্রমেহ-কাস-রক্ত-ব্রণ ও জ্বরনাশক, লঘু, কোমল, মধুর-কষায়-তিক্তরস ও স্বাদু-বিপাক ॥ ২৭৩। ২৭৪

নাগদমনী (৫)—নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহাযোগেশ্বরী এই গুলি একার্থবাচক শব্দ। নাগদমনী—কটু-তিক্তরস, লঘু এবং পিত্ত-কফ-মূত্রকৃচ্ছ্র-ব্রণ-রক্ষঃ ও জালগর্দ্দভ নাশক, সর্ব্বগ্রহপ্রশমক, নিঃশেষবিষনাশক, ধন ও সুমতিপ্রদ এবং সর্ব্বত্র জয়কারক ॥২৭৫—২৭৭

বেল্লন্তর (৬)—বেল্লন্তর জগতে বীরতরু নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পুষ্প চামেলী জাতিপুষ্পের ন্যায় হয়, কিন্তু তাহা শ্বেত কৃষ্ণ অরুণ গাঢ় লোহিত বা নীল বর্ণ হইয়া থাকে। ইহার পত্র শাঁইপত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হয়। বেল্লন্তর কণ্টকীবৃক্ষ, ইহা বিজল প্রদেশেই জন্মে। বেল্লন্তর রসে ও পাকে তিক্ত; ইহা মলসংগ্রাহক এবং তৃষ্ণা-কফ-মূত্রাঘাত-অশ্মরী-যোনি-রোগ-মূত্ররোগ ও বায়ুরোগ নাশক ॥ ২৭৮। ২৭৯

ছিক্কনী (৭)—(হাঁচুনী) ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা এইগুলি হাঁচুটীর পর্য্যায়। (ইহার নস্য লইলে হাঁচী হয়) ছিক্কনী—কটুরস,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ—মার্কণ্ডিকাকে হিন্দুস্থানে ভূংঈখখসা; বোম্বায়ে ভূঁইতরবড় ; মহারাষ্ট্রে সোণামুখী; গুজরাটে মীঠীআবল্য ; কর্ণাটে তলাড বল্লী, তৈলঙ্গে নেলতংঘড়ী; ফারসীতে সনা ; আরবীতে সনা। ইংরাজীতে Alexandrian sena. ল্যাটীনে Sennafolia. বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ।—দেবদালীকে হিন্দুস্থানে বিদালী, সোনৈয়া, ঘঘরবেল ; গুজরাটে কুকড়বেল্য ; মহারাষ্ট্রে দেবদালী, দেবডঙ্গরীফল; কর্ণাটে দেবডঙ্গর; তৈলঙ্গে ডাতরগংডি, লতাবিশেষমু ও যাবনিক ভাষায় বন্দাল বলে। ডাক্তারী নাম Andropogon serratus. আণ্ড্রোপোগন সেরেটাস্। ইংরাজীতে Bristly Lufia. ল্যাটীন নাম Luffa Echinata.

(৩) দেশভেদে নামভেদ—জলপীপ্পলীর (কাঁচড়া ঘাস) নাম হিন্দুস্থানে পনিসিগা, গঙ্গতিরিয়াও জলপীপর ; মহারাষ্ট্রে জলপিপ্পলী ; গুজরাটে রতবেলিয়ো; কর্ণাটে হোমুগুলু; ফারসীতে পীপল আবী; আরবীতে ফিল-ফিলমায়। ইংরাজীতে Purple Lippia. ল্যাটীনে Lipp'a Nodiflora.

(৪) দেশভেদে নামভেদ—গোজিয়াকে হিন্দুস্থানে গোজিয়া, গোভী ; তৈলঙ্গে যেদুনালুকচেট্টু, ভরীলিক চেট্টু; মহারাষ্ট্রে পাথরী; গুজরাটে ভোপাথরী; ফারসীতে কলমরুভী বলে। ডাক্তারী নাম Elephantopus scabar. এলিফ্যাণ্টোপস স্ক্যাবার।

(৫) দেশভেদে নামভেদ—নাগদনার নাম হিন্দুস্থানে নাগদৌন ও নাগদমন; তৈলঙ্গে ঈশ্বরীচেট্টুদরণমু ; তামিলে মাচিপত্রী ; বোম্বায়ে দবণা ; নেপালে তিতাপাত ; মহারাষ্ট্রে নাগদবণী; গুজরাটে নাগড়মণ, কর্ণাটে নাগদমণী। ইহার ডাক্তারী নাম Indian warm wood. ইণ্ডিয়ান্ ওয়ারম উড।

(৬) দেশভেদে নামভেদ বেল্লন্তরের হিন্দী নাম বরবেলা, বিল্বান্তর; মহারাষ্ট্রে বেল্লতূর; তৈলঙ্গে বেণুতুঙ্গচেট্টু।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ছিক্কনীর হিন্দীনাম নাকছিকনী; মহারাষ্ট্রে নাকশিকণী ; গুজরাটে নাকছীকণী; ফারসীতে বেরগাউজবাং ; আরবীতে উফ-

রুচিকর, তীক্ষোষ্ণবীর্য্য, অগ্নি ও পিত্তজনক এবং বাতরক্ত-কুষ্ঠ-ক্রিমি ও বাতশ্লেষ্ম নাশক ॥ ২৮০

কুকুন্দর (১)—(কুকুরশোঁকা) কুকুন্দর, তাম্রচূড়, সূক্ষ্মপত্র, মৃদুচ্ছদ এইগুলি কুকুরশোঁকার পর্য্যায়। ইহা কটু-তিক্তরস এবং জ্বর-রক্ত ও কফ নাশক। ইহার কাঁচামূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হয় ॥ ২৮১

সুদর্শনা (২)—সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাহ্বা ও মধুপর্ণিকা এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। সুদর্শনা—স্বাদু, উষ্ণবীর্য্য, কফ-শোথ-রক্ত-বাত-নাশক ॥ ২৮২

মূষাকর্ণী (৩)—(ইন্দুরকাণি) আখুকর্ণী, আখুপর্ণী, পর্ণিকা ও ভূদরীভবা এইগুলি ইন্দুরকাণির নাম। ইহা—কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতবীর্য্য, লঘু, কটুবিপাক এবং মূত্ররোগ-কফরোগ ও ক্রিমিনাশক ॥ ২৮৩

ময়ূরশিখা (৪)—ময়ূরশিখা, সহস্রাহি, মধুচ্ছদা ও নীলকণ্ঠশিখা এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। নীলকণ্ঠশিখা—লঘু এবং পিত্ত-শ্লেষ্মা-অতিসার নাশক ॥ ২৮৪

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে গুড়ূচ্যাদিবর্গ।

অথ পুষ্পবর্গ।

পদ্ম (৫ । ৬)—পদ্ম শব্দ পুংক্লীব উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল. সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিসপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর ও অম্ভোরুহ, এইগুলি পদ্মের পর্য্যায়। পদ্ম—শীতবীর্য্য, বর্ণহিত, মধুর এবং কফপিত্ত-তৃষ্ণা-দাহ-রক্ত-বিস্ফোট-বিষ ও বিসর্পনাশক। শ্বেতপদ্মের বিশেষ নাম পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মের বিশেষ

রক কুতুশ; ল্যাটীনে Sentipeda orbicnlaris. ডাক্তারী নাম Artemisia Sternutatoria. আরটিমিসিয়া ষ্টার্নিউটাটোরিয়া।

(১) দেশভেদে নামভেদ। কুকুন্দরের হিন্দীনাম কুকরৌন্দা ; মহারাষ্ট্রে কুকুরবন্দা ; গুজরাটে কোকরুন্দা ; ফারসীতে কমাকিসুস্ ; আরবীতে সনৌবরুল অর্দ এবং ল্যাটীনে Blumea odorata. বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। সুদর্শনকে হিন্দীতে সুদর্শন; বোম্বায়ে সুদর্শন, গুলঞ্চ, পদ্মগুলঞ্চ বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইন্দুরকাণিকে হিন্দুস্থানে মূসাকানী বা উন্দুরকন্নী ; মহারাষ্ট্রে উন্দিরকানী, ভোপনী ; কর্ণাটে বল্লিহর্হে; গুজরাটে উন্দরকনী, তৈলঙ্গে এলুক চেবিচেট্টু; ফারসীতে গোরোমুষ, সতর; আরবীতে আজানুল্‌ফার ও ইউনানীতে শরদম্ বলে। ল্যাটিন Ipomoea Renniformis. ডাক্তারী নাম Salvinia cucullata. সালভাইনিয়া সকিউল্যাটা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ময়ূরশিখাকে হিন্দুস্থানে মোরশিখা (লালমুর্গা), মহারাষ্ট্রে ময়ূরশিখা ; গুজরাটে মোরশিখা ; কর্ণাটে হোরেয়হুস্বুব ও তৈলঙ্গে ময়ূরশিখিয়নে ক্ষুপবিশেষমু; ফারসীতে অসনানে, অসলান, বলে। ল্যাটিনে Celosia cristata.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। পদ্মকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে কমল; তৈলঙ্গে তম্মি, তম্মিযুব্বু, কালাবা; তামিলে অম্বল ; কর্ণাটে বিলীয়তাবরে; ফারসীতে নীলুফর, গুলনীলোফর ; আরবীতে করংবুলমা, বদ নীলোফর বলে। ডাক্তারী নাম Nelumbium speciosum. Salvadora Indica. নেলম্বিয়ম স্পেসিওসম, সালভাডোরা ইণ্ডিকা। ইংরাজীতে Lotus.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। শ্বেতপদ্মকে হিন্দীতে সফেদকমল ; মহারাষ্ট্রে পাণ্টরে কমল ; কর্ণাটে কেদাবরে; গুজরাটে ধোলাকমল ; তৈলঙ্গে নালাবাকালাবা তেল্লনামর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম White lotus. হোয়াইট্ লোটাস্। নীলোৎপলকে হিন্দুস্থানে নীলকমল, নীলকমোদনী; মহরাষ্ট্রে নীল্লেংকমল্ল; কর্ণাটে নেইদিলু ও তৈলঙ্গে নল্লকূলবু বলে। ল্যাটিনে Nymphaea stellata.

নাম কোকনদ এবং নীলপদ্মের বিশেষ নাম ইন্দীবর। শ্বেতপদ্ম—শীতবীর্য্য, মধুর ও কফ-পিত্তনাশক। রক্তপদ্ম ও নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণ ॥ ১—৫

পদ্মিনী—মূল নাল পত্র ও প্রস্ফুটিত পুষ্প এই সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পদ্মকে পণ্ডিতগণ পদ্মিনী-বিসিনী-ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন (আদি শব্দে নলিনী-কমলিনী প্রভৃতি বুঝিবে)। পদ্মিনী—শীতবীর্য্য, গুরু, মধুর-লবণরস, পিত্ত-শোণিত-কফ-নাশক, রুক্ষ এবং বাতবিষ্টম্ভকারক ॥ ৬। ৭

নবপত্রাদি (১)—পদ্মের নবপত্রকে সংবর্ত্তিকা, বীজকোশকে কর্ণিকা, কেশরকে কিঞ্জল্ক এবং পুষ্পরসকে মকরন্দ (পাঠান্তরে-কেসরকে কিঞ্জল্ক ও চাম্পেয়) কহে। পদ্মের নালকে মৃণাল ও বিস বলে। সংবর্ত্তিকা অর্থাৎ পদ্মের নবপত্র—শীতবীর্য্য তিক্ত কষায়-রস এবং দাহ-তৃষ্ণা-মূত্রকৃচ্ছ্র-গুদজরোগ (অর্শঃ প্রভৃতি) ও রক্তপিত্ত নাশক। পদ্মের কর্ণিকা—তিক্ত-কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, মুখবৈশদ্য-কারক, লঘু এবং তৃষ্ণা-রক্ত-কফ ও পিত্তপ্রশমক। পদ্মের কিঞ্জল্ক—শীতবীর্য্য, বৃষ্য, কষায়রস, মল-সংগ্রাহক এবং কফ-পিত্ত-তৃষ্ণা-দাহ-রক্তার্শঃ বিষ ও শোথনাশক। পদ্মের মৃণাল—শীতবীর্য্য, বৃষ্য, পিত্ত-দাহ-রক্তপ্রশমক ও গুরু। ইহা দুষ্পাচ্য, মধুরবিপাক, স্তন্য-অনিল ও কফপ্রদ, মলসংগ্রাহক, মধুররস ও রুক্ষ। শালূকও এইরূপ গুণান্বিত জানিবে ॥ ৮—১৩

স্থলপদ্ম (২)—পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা এইগুলি স্থলপদ্মের পর্য্যায়। ইহা অনুষ্ণ (ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য), কটু-তিক্ত-কষায়রস এবং কফ-বাত-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-শূল-শ্বাস-কাস ও বিষ নাশক ॥ ১৪

কুমুদ (৩)—শ্বেত কুবলয়কে কুমুদ ও কৈরব বলে। ইহা পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মধুর, আহ্লাদজনক ও শীতল ॥ ১৫

কুমুদিনী (৪)—কুমুদ্বতী, কৈরবিকা, কুমুদিনী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মূল-নাল-পত্র ও প্রস্ফুটিত পুষ্প এই সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কুমুদকে পণ্ডিতেরা কুমুদিনী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পদ্মিনীর যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, কুমুদিনীরও সেই সকল গুণ জানিবে ॥ ১৬

কহ্লার (৫)—সৌগন্ধিক, কহ্লার, হল্লক ও রক্তসন্ধ্যক এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। কহ্লার—শীতল, গ্রাহি, বিষ্টম্ভি, গুরু ও রুক্ষণ ॥ ১৭

বারিপর্ণী ও শৈবাল (৬)—(পানা ও শেওলা)—বারিপর্ণী, কুম্ভিকা, শৈবাল ও শৈবল এইগুলি পানা ও শেওলার পর্য্যায়। বারিপর্ণী (পানা) শীতল, তিক্ত-স্বাদু-কটুরস, লঘু, সারক, ত্রিদোষনাশক, রুক্ষ এবং শোণিতদুষ্টি-জ্বর-শোষ-নাশক। শৈবাল (শেওলা)—কষায়-তিক্ত-মধুর,

---

নিম্ফাইয়া ষ্টেলাটা। রক্তপদ্মকে হিন্দীতে লালকমল; মহারাষ্ট্রে তাঁবডেংকমল্ল; গুজরাটে রাতনা-উখেড়েতে; কর্ণাটে করিয়তাঁবরে; তৈলঙ্গে এরাকালাবা বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। মৃণালকে হিন্দিতে কমলকীনাল কমলকীদণ্ডী; মহারাষ্ট্রে কমল্লাচা দেংট; কর্ণাটে কমলদনূপু; তৈলঙ্গে তামরতুণ্ড ও তামরতোগে বলে। পদ্মবীজকে হিন্দীতে কমলগট্টা; মহারাষ্ট্রে কমলাক্ষ; গুজরাটে কমলকাকড়ী; কর্ণাটে পদ্মাক্ষ; তৈলঙ্গে তামরকাড়া; আরবীতে বালকেকুরতি বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। স্থলপদ্মকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে স্থলকমলিনী. স্থলপদ্মমনেপুষ্যমু; কর্ণাটে কলুদাবরে বলে। ল্যাটিন নাম Jonidinam Suffruticosum.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কুমুদের নাম হিন্দুস্থানে কোঈ, কমোদনী, বঘোলা, ববূলা; মহারাষ্ট্রে পাটরেং উৎপল ও কর্ণাটে বিলিয়েতে ইটিলু; গুজরাটে পোয়ণা বলে। ডাক্তারী নাম Nymphaea Lotus নিম্ফাইয়া লোটাস্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কুমুদিনীর নাম তৈলঙ্গে:কলুবলুণ্ডে কোলিন্নু, কলুবপুব্বূলু।

(৫) দেশভেদে নামভেদ—কহ্লারকে তৈলঙ্গে কোদ্দিগা এরগাবুংড়ি, বাসনগলকলুব বলে। ডাক্তারী নাম Nymphaea Lotus. নিমফাইয়া লোটাস্।

(৬) দেশভেদে নামভেদ—পানার নাম হিন্দীতে ও গুজরাটে জলকুম্ভী, কুম্ভী; মহারাষ্ট্রে জলমণ্ডবী; কর্ণাটে হাংবলং, তৈলঙ্গে তুটিকূর ও বোম্বায়ে জলকুম্ভী। ডাক্তারী নাম Pistia Stratiotes. পিষ্টিয়া ষ্ট্রাটিওটিস্। শেওলাকে হিন্দীতে সিবার (কাঈ); মহারাষ্ট্রে শেবাল্ল; গুজরাটে লীল, সেবাল; তৈলঙ্গে নাসু; ফারসীতে পশমেংদর'

শীতল, লঘু, স্নিগ্ধ এবং দাহ-তৃষ্ণা-পিত্ত ও রক্তজ্বর নাশক ॥ ১৮। ১৯

শতপত্রী (১)—(সেউতীগোলাপফুল)—শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষাপুষ্পা ও অতিমঞ্জুলা এইগুলি গোলাপের পর্য্যায়। গোলাপ—শীতবীর্য্য, হৃদ্য, সংগ্রাহী, শুক্রজনক, লঘু, দোষত্রয় ও রক্তদুষ্টিনাশক, বর্ণকর, তিক্ত-কটুরস ও পাচক ॥ ২০। ২১

বাসন্তী (২)—নেপালী, সপ্তলা, নবমালিকা ও বাসন্তী এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। বাসন্তী—শীতল, লঘু, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥২২

বার্ষিকী (৩)—(বেলফুল)—শ্রীপদী, ষট্পদানন্দা, বার্ষিকী ও মুক্তবন্ধনা এইগুলি বেলফুলের পর্য্যায়। বেলফুল—শীতল, লঘু, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন এবং কর্ণরোগ-নেত্ররোগ ও মুখরোগ নাশক। ইহার তৈলেরও এই সকল গুণ জানিবে ॥ ২৩

চামেলী (৪)—(জাতি ও স্বর্ণজাতি)—জাতি, জাতী, সুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতিকা ও হৃদ্যগন্ধা এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। পীতবর্ণ জাতিকে স্বর্ণজাতী বলে। এই দ্বিবিধ-জাতি—তিক্ত-কষায়, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বাতাদিদোষঘ্ন এবং শিরঃ-নেত্র-মুখ ও দন্তরোগ-বিষ-কুষ্ঠ-বায়ু ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥ ২৪।২৫

যূথিকা (৫) **ও স্বর্ণযূথিকা**—(জুঁই ও স্বর্ণজুঁই)—যূথিকা গণিকা ও অম্বষ্ঠা এই তিনটি একার্থবাচকশব্দ। পীতবর্ণ যূথিকাকে স্বর্ণযূথিকা কহে। যূথিকাদ্বয়—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কটু-কষায় রস, কটুবিপাক, লঘু, হৃদ্য, পিত্তঘ্ন, কফবাতজনক এবং ব্রণ–রক্তদুষ্টি–মুখরোগ–দন্তরোগ–নেত্ররোগ-শিরোরোগ ও বিষনাশক ॥ ২৬। ২৭

চাঁপা (৬)—চাম্পেয় চম্পক ও হেমপুষ্প এই তিনটি চাঁপার পর্য্যায়। চাঁপার কলিকাকে গন্ধফলী কহে। চাঁপা—কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য এবং বিষ-কৃমি-মূত্রকৃচ্ছ্র-কফ-বাতরক্ত ও পিত্তনাশক ॥ ২৮। ২৯

বকুল (৭)—বকুল, মধুগন্ধ, সিংহকেসর এই তিনটি একার্থবাচক শব্দ। বকুল—কটুকষায়রস,

---

জামেংগূক, জবান ; আরবীতে তুহলব বলে। ল্যাটিন নাম Serra tophyllum submersum.

(১)—দেশভেদে নামভেদ—শতপত্রীকে হিন্দুস্থানে সেবতী গুলাব, কুজা, সদাগুলাব ; মহারাষ্ট্রে গুলাবচেংফুল, শেবন্তী, কাঁংটে শেবন্তী ; কর্ণাটে সেংবতিগে, চেবড়ে; তৈলঙ্গে গুলারীপুবু চেমণ্ডিচেট্টু ; গুজরাটে শেবতী গুলাব, মোশমীগুলাব ; ফারসীতে গুল, গুলেসুর্খ, গুলেমুশকি ; আরবীতে জরংজবীন, গুলকংদ বলে। ইংরাজীতে Cabbaga rose. ল্যাটীনে Rosa Centifolia.

(২) দেশভেদে নামভেদ—বাসন্তীকে হিন্দুস্থানে বাসন্তী নেবারী ; মহারাষ্ট্রে নেবালী, রায়নেবালী, বীরবন্তি ; কর্ণাটে বিরবন্তিগে ; গুজরাটে নেবরী বলে। ডাক্তারী নাম J. Zambac Floribus Multiplicatis. জে, জাম্বাক ফ্লোরিবস্ মল্টিপ্লিকেটিস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ—বার্ষিকাকে হিন্দুস্থানে বেলা, মোতিয়া ; গুজরাটে বেল্য ; মহারাষ্ট্রে মোগরী ; কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে ; তৈলঙ্গে কুলক্রান্তাচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Jasminum Savibac. জাস্‌মিনম্ সাভিবাক্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ—চামেলীকে হিন্দুস্থানে (চমেলী) জাতী, জাঈ, পীলা জাউ ; মহারাষ্ট্রে থোরশ্বেতজাঈ, পিবল্লীজাঈ ; কর্ণাটে জাজি; তৈলঙ্গে জাঈপুষ্পালু বলে। ডাক্তারী নাম Jasminum Grandiflorum. জাস্‌মিনাম্ গ্রাণ্ডিফোরাম।

(৫) দেশভেদে নামভেদ—যূথিকার নাম হিন্দুস্থানে জুহী ও পীলীজুহী ; মহারাষ্ট্রে পাণ্ডরী লহান জুঈ, পিংবল্লীজুঈ ; কর্ণাটে যরডুমোল্লে ; গুজরাটে জুই জিঙ্গরী ; তৈলঙ্গে জুঈপুষ্পালু বলে। ডাক্তারী নাম Jasminum auriculatum, জাসমিনম্ অরিকুলেটম্।

(৬) দেশভেদে নামভেদ—চাঁপাকে হিন্দুস্থানে চম্পা (আকীন); মহারাষ্ট্রে সোনা চাংফা, পিংবল্লা চাংফা, কর্ণাটে সম্পগে ; তৈলঙ্গে চংপাগী পুবুলু; গুজরাটে রায়চম্পো, পীলী চম্পো বলে। ডাক্তারী নাম Michelea champaca. মিচেলিয়া চম্পক।

(৭) দেশভেদে নামভেদ—বকুলের নাম হিন্দুস্থানে বকুল ও মৌলসিরী ; তৈলঙ্গে পাঘড়া, পোগড়চেট্টু ; উৎকলে বউড়কুড়ি ; বোম্বায়ে বকুলী ; দাক্ষিণাত্যে বোলসরী; তামিলে মোগদম্ ; মহারাষ্ট্রে বগোলে, বকুল্লী ; গুজরাটে বোলসরী, বরশোলী ; দ্রাবিড়ে বোলসরী ; কর্ণাটে করক।

অনুষ্ণবীর্য্য (ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য), কটুবিপাক, গুরু এবং কফপিত্ত-বিষ-শ্বিত্র-ক্রিমি ও দন্তরোগনাশক ॥৩০

বক (১)—শিবমল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীল, বক ও বসু এই গুলি বকফুলের নামান্তর। বক—অনুষ্ণ (ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য), কটু তিক্তরস এবং কফ, পিত্ত, বিষ, যোনিশূল, তৃষ্ণা, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥ ৩১

কদম্ব (২)—কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প ও হলিপ্রিয় এই গুলি কদম্বের পর্য্যায়। কদম্ব—মধুর-কষায়-লবণরস, শীতবীর্য্য, গুরু, সারক, বিষ্টম্ভকারক রুক্ষ এবং কফ স্তন্য ও অনিলজনক॥৩২

কুব্জক—কুঁজ—কুব্জক, ভদ্রতরণী, বৃহৎ পুষ্প, অতিকেশর, মহাসহা, কণ্টকাঢ্যা, নীলা, অলিকুলসঙ্কুলা, এই গুলি একার্থবাচক শব্দ। কুব্জক—সুগন্ধি, স্বাদু, কষায়ানুরস, সারক, ত্রিদোষপ্রশমক, বৃষ্য ও শীতনিবারক ॥ ৩৩। ৩৪

মল্লিকা (৩)—মল্লিকা, মদয়ন্তী, শীতভীরু ও ভূপদী এইগুলি মল্লিকার পর্য্যায়। মল্লিকা—উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বৃষ্য, তিক্ত-কটুকরস এবং বাতপিত্ত, মুখরোগ, দৃষ্টিরোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, ব্রণ ও বিষ নাশক ॥ ৩৫

মাধবী (৪)—মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব এই গুলি মাধবীর পর্য্যায়। মাধবী—মধুর, শীতবীর্য্য লঘু ও ত্রিদোষনাশক ॥ ৩৬

কেতকী ও সুবর্ণ কেতকী(৫)—কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও ক্রকচচ্ছদ এইগুলি কেতকীর (কেয়ার) এবং লঘুপুষ্পা ও সুগন্ধিনী এই দুইটি সুবর্ণ কেতকীর পর্য্যায়। কেতকী—কটু-স্বাদু-তিক্তরস, লঘু ও কফঘ্ন। সুবর্ণকেতকী—উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস ও চক্ষুষ্য ॥ ৩৭। ৩৮

কিঙ্কিরাত (৬)—কিঙ্কিরাত, হেমগৌর, পীতক ও পীতভদ্রক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কিঙ্কিরাত—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়রস এবং কফ-পিত্ত-পিপাসা-রক্ত-দাহ-শোষ-বমি ও ক্রিমিনাশক ॥ ৩৯

কর্ণিকার (৭)—কর্ণিকার, পরিব্যাধ ও পাদপোৎপল এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কর্ণিকার—কটু-তিক্ত-কষায়রস, শোধন, লঘু, রঞ্জন, সুখদ এবং শোথ-শ্লেষ্ম-রক্ত-ব্রণ ও কুষ্ঠনাশক ॥ ৪০

অশোক (৮)—অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট, এইগুলি একার্থবাচকশব্দ। অশোক—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়রস, গ্রাহী, বর্ণপ্রসাদক এবং বাতাদি-দোষ-অপচী-তৃষ্ণা-দাহ-ক্রিমি-শোষ-বিষ ও রক্তদোষ-নাশক ॥ ৪১। ৪২

ইংরাজীতে Surinam medler. ডাক্তারী নাম Mimusops Elengi. মিমুসোপস্ এলিঙ্গি।

(১) দেশভেদে নামভেদ—বকপুষ্পকে হিন্দুস্থানে বাসনা, বনহুলা, বৃহন্মোলশিরী; মহারাষ্ট্রে অগস্তা, থোরবকুল্ল; গুজরাটে বরশোলী, মোটীবালসিরী; তৈলঙ্গে অবিসি; তামিলে অর্গতি বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ—কদম্বের নাম হিন্দুস্থানে কদমকাপেড়; গুজরাটে কদম্ব; মহারাষ্ট্রে রাজকদম্ব, ধূলিকদম্ব; কর্ণাটে ধূলিকড়উ, কড়উ; তৈলঙ্গে কড়িমিচেট্টু, কদম্বচেট্টু; আরবীতে কদম্ব; ডাক্তারী নাম Nauclea kadamba.নক্লিয়া কদম্ব।

(৩) দেশভেদে নামভেদ—মল্লিকাকে হিন্দুস্থানে মোতিয়া; তৈলঙ্গে মল্লেচেট্টু; কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে; গুজরাটে ডোজার; মহারাষ্ট্রে রানমগরী; ল্যাটিনে Jasminumsavibac বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ—মাধবীকে হিন্দুস্থানে মাধবী; গুজরাটে মাধবীলতা, রক্তপিত্তি; মহারাষ্ট্রে পীতবেল; কর্ণাটে চিরবন্তিগে ও ইন্দ্রগোচ্চে এবং তৈলঙ্গে মাধবতোগে ও পুষ্পুলগুরিবিন্দ। ইংরাজীতে Clustered Hiptage. ল্যাটিনে Hiptage Madablota. বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কেতকীকে হিন্দুস্থানে কেবড়া, পীলীকেতকী; মহারাষ্ট্রে কেতকী. শ্বেতকেবড়া; তৈলঙ্গে মোগিলিচেট্টু, মুগলীপুবু; কর্ণাটে কেদগে; ফারসীতে করজ; আরবীতে কাদী বলে। ডাক্তারী নাম Pandanus odoratissimus. পাণ্ডানস্ অডোরেটিশিমস।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কিঙ্কিরাতকে হিন্দীতে কিঙ্কিরাত; মহারাষ্ট্রে দেববাভুল্ল; গুজরাটে রামবাবল; ফারসীতে মধিলান বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। কর্ণিকারকে মহারাষ্ট্রে লঘুবাহবা ও তৈলঙ্গে কিরুগক্কে বলে। ডাক্তারী নাম A sort of cassia. এ সর্ট অফ্ কেসিয়া।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। অশোককে হিন্দুস্থানে অশোক, অশোগি; মহারাষ্ট্রে অশোক; গুজরাটে আশুপালোদেশী, পীলাফুলনো, রাতাংফুলনো বলে। ল্যাটিন নাম—Guatterera Longifolia. ডাক্তারী নাম Saraca indica সারাকা ইণ্ডিকা।

কুরণ্টক—(পীতঝাঁটী) অম্লাত, অম্লাটন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ, এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। কুরণ্টক—কষায়-স্বাদু-তিক্তরস স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য ॥ ৪৩

সৈরেয়ক (১)—(শ্বেতঝাঁটী) সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ভিন্দী এইগুলি সৈরেয়কের পর্য্যায়। পীতঝাঁটীকে কুরণ্টক, রক্তঝাঁটীকে কুরুবক এবং নীলঝাঁটীকে বাণ, দাসী ও আর্ত্তগল কহা যায়। সৈরেয়ক—তিক্ত-মধুররস, অনম্ল (ঈষৎ অম্ল), উষ্ণবীর্য্য, সুস্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক এবং ইহা—কুষ্ঠ-বাতরক্ত-কফ-কণ্ডু ও বিষ নাশ করে ॥ ৪৪—৪৬

কুন্দ—(কুঁদ) (২)—মাঘ্য ও সদাপুষ্প এই দুইটি কুন্দের নামান্তর। কুন্দ—শীতবীর্য্য, লঘু এবং শ্লেষ্ম-শিরোরোগ-বিষ ও পিত্তনাশক ॥ ৪৭

মুচুকুন্দ (৩)—মুচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষ্ণুক এইগুলি মুচুকুন্দের নামান্তর। মুচুকুন্দ—শিরঃপীড়া-পিত্ত-রক্ত ও বিষনাশক ॥ ৪৮

তিলক (৪)—তিলক, ক্ষুরক, শ্রীমান্, পুরুষ ও ছিন্নপুষ্পক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। তিলক—রসে ও পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন এবং কফ-কুষ্ঠ-কৃমি-বস্তিগতরোগ-মুখগতরোগ ও দন্তগতরোগ-নাশক ॥ ৪৯

বন্ধূক (৫)—(রক্তবর্ণ পুষ্প বিশেষ) বন্ধূক, বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। বন্ধূক—কফকারক, গ্রাহী, বাতপিত্তহর ও লঘু ॥ ৫০

জবা (৬)—ওড্রপুষ্প, জপা ও ত্রিসন্ধ্যা এইগুলি জবার পর্য্যায়। ত্রিসন্ধ্যা জবা অরুণ ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। জবা—সংগ্রাহী ও কেশহিত এবং ত্রিসন্ধ্যা—কফবাতনাশক ॥ ৫১

সিন্দূরী (৭)—সিন্দূরী, রক্তবীজা, রক্তপুষ্পা ও সুকোমলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। সিন্দূরী—হিমবীর্য্য এবং বিষ-পিত্তরক্ত-তৃষ্ণা ও বমি-নাশক ॥ ৫২

অগস্তি (৮)—(বকপুষ্প) অগস্ত্য, বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প ও মুনিদ্রুম এইগুলি বকপুষ্পের পর্য্যায়। বকপুষ্প—পিত্তশ্লেষ্মনাশক, চাতুর্থকজ্বরপ্রশমক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বাতজনক, তিক্তরস এবং প্রতিশ্যায় নিবারক ॥ ৫৩

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দীতে নীল, পীত ও শ্বেতঝাঁটীকে কটসরৈয়া, পিয়াবাসা ; মহারাষ্ট্রে, তাংবড়াকোরণ্টা, নিল্লাকোরংটা পাংটরা কোরংটা, পিংবল্লা কোরেণ্টা; গুজরাটে ধোলাফুলণী, কাংটাঅশোলিয়ো, পীলাংফুল, রাতাংফুলনো, কালাংফুলনো ; কর্ণাটে হোবণদগারটে, বণদাগিড়ু, করিয়গোরটে, সরসুল্লগোরটেং গল্লু ; তৈলঙ্গে গোরেংডু বলে। ল্যাটিন নাম Barleria Prioaitis. ডাক্তারী নাম Barlaria crastata. বার্লেরিয়া ক্রাষ্টাটা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। কুন্দকে হিন্দুস্থানে কুংদেকাবৃক্ষ, কুন্দেকাফুল; মহারাষ্ট্রে কুন্দ ; কর্ণাটে সুরাগি; তৈলঙ্গে মোল্ল বলে। ডাক্তারী নাম Jasminum multiflorum. জাস্‌মিনম্ মল্টিফ্লোরম্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মুচুকুন্দকে হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, কর্ণাটে মুচকুন্দ ; তৈলঙ্গে লোলগু ; উৎকলে বইলো ও তামিলে চড্ডো বলে। ডাক্তারী নাম Pterospermum Suberifolium. টেরস্ পারমম্ সুবারিফোলিয়ম্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। তিলককে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে তিলকপুষ্প ; কর্ণাটে তিলকপুষ্প বিশেষ ; গুজরাটে তিলকবৃক্ষ বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। বন্ধূক পুষ্পকে হিন্দুস্থানে দুপহরিয়া, গেজুনিয়া· মহারাষ্ট্রে দুপারীচেংফুল; কর্ণাটে বন্দুরে; গুজরাটে বপোরিয়া; তৈলঙ্গে মকিনচেট্টু, নিতিমল্লী, বেগসিনচেট্টু ; বোম্বায়ে দুপারি ও পঞ্জাবে গুল্‌দুফারিয়া বলে। ডাক্তারী নাম Pentahetes phœnicea. পেণ্টাহিটেস্ ফিনিসিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। জবাফুলকে হিন্দুস্থানে ওড়হুল, জবা, গুড়হর ; মহারাষ্ট্রে জাসবন্দ ; গুজরাটে জাসুম ; কর্ণাটে দাসনল ; তৈলঙ্গে মন্দারপু বলে। ডাক্তারী নাম China Rose. চায়না রোজ। ইংরাজী নাম Shoe flower.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। সিন্দূরীপুষ্পকে (লটক্‌ণা) হিন্দীতে সেন্দুরিয়া, সিন্দুরিয়া, জাফর, লটকন ; মহারাষ্ট্রে শেংদ্রী ; কর্ণাটে ও গুজরাটে সিন্দুরী বলে। ইংরাজীতে Crnott. ল্যাটীন ভাষায় Bixa oimana.

(৮) দেশভেদে নামভেদ। বকপুষ্পের নাম হিন্দুস্থানে হথিয়া, হদগা ও অগস্তিয়া ; তৈলঙ্গে অনীসে, অবিসি ; মহারাষ্ট্রে অগস্তা, হদগা ; গুজরাটে অগথিয়ো; কর্ণাটে অগসেবমরনু; তামিলে অগতি। ডাক্তারী নাম Sesbana grandiflora. সেসবাণা গ্র্যাণ্ডীফ্লোরা।

শুক্ল ও কৃষ্ণ তুলসী (৩)—তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি, এইগুলি তুলসীর পর্য্যায়। তুলসী—কটুতিক্তরস, হৃদ্য, উষ্ণবীর্য্য, দাহপিত্তকর, অগ্নিদীপক এবং কুষ্ঠ-মূত্রকৃচ্ছ্র-রক্ত-পার্শ্ববেদনা ও কফবাতনাশক। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় তুলসীই তুল্যগুণান্বিত ॥ ৫৪। ৫৫

মরুবক (৪)—(ক্ষুদ্রপত্র তুলসী বিশেষ) মারুত্তত, মরুবক, মরুৎ, মরু, ফণী, ফণিজ্ঝক, প্রস্থপুষ্প ও সমীরণ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মরুবক—অগ্নিজনক, হৃদ্য, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর ও লঘু। ইহা বৃশ্চিকাদির বিষ, শ্লেষ্মা, বাত, কুষ্ঠ ও কৃমির নাশক। মরুবক কটুবিপাক, রুচিকর, কটুতিক্তরস, রুক্ষ ও সুগন্ধি ॥ ৫৬। ৫৭

দবনা (৫)—দমনক, দান্ত, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজট, বিনীত ও কুলপত্রক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। দমনক—কষায়-তিক্তরস, হৃদ্য, বৃষ্য, সুগন্ধিক, গ্রহাবেশ-বিষ-কুষ্ঠ-রক্ত-ক্লেদ-কণ্ডূ ও ত্রিদোষ নাশক ॥ ৫৮। ৫৯

বর্ব্বরী (৬)—(বাবুই তুলসী) বর্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা ও পর্ণাশ এইগুলি বাবুই তুলসীর পর্য্যায়। কৃষ্ণবর্বরীকে কটিল্লক ও কুঠেরক বলে। শুক্লবর্বরীকে অর্জ্জক এবং অপর এক প্রকার বর্বরী আছে, তাহাকে বটপত্র কহে। এই বর্বরীত্রয়—রুক্ষ, শীতবীর্য্য, কটু, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, পিত্তজনক এবং কফ-বাত-রক্ত-কণ্ডূ-কৃমি ও বিষনাশক ॥ ৬০—৬২

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে পুষ্পাদিবর্গ।

---

(৩) দেশভেদে নামভেদ। তুলসীকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে তুলসী; মহারাষ্ট্রে তুলসীচেঝাড়, তুল্লস; তৈলঙ্গে তুলসী, গগেগরচেট্টু; তামিলে তুলশী; দাক্ষিণাত্যে তুল্‌সী; বোম্বায়ে তুলস; কর্ণাটে এরেডতুলসী; ফারসীতে রেহান্; আরবীতে উলসীবদরুত; ইংরাজীতে White Basil. ল্যাটীনে Ocimum Album. বলে। ডাক্তারী নাম Holy basil. হোলি ব্যাসিল্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মরুবককে হিন্দুস্থানে মরুবা, মরুআ, গেদরেত; মহারাষ্ট্রে সবজা, মর্বা; গুজরাটে মরবো; তৈলঙ্গে রুদ্রজাড়; কর্ণাটে মরুবা; ফারসীতে মর্জংগুম্; আরবীতে মর্জংজুম্ বলে। ইংরাজীতে Sweet marjoram. ল্যাটিনে Origanum marjorana.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। দমনের নাম হিন্দুস্থানে দবনা, দৌনা; পঞ্জাবে দোনা; মহারাষ্ট্রে দবণা, রানদবণা; গুজরাটে উমরো; কর্ণাটে দবনা। ইংরাজীতে Worm Wood. ডাক্তারী নাম Artemisia scoparia. অর্টিমিসিয়া স্কোপেরিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে বর্বরি, বন তুলসী; মহারাষ্ট্রে আজবলা, রানতুল্লস; কর্ণাটে কগোরলে, করীয়কগোরলে; তৈলঙ্গে তেল্লগগ্গের চেট্টু, কারুতুলসী; গুজরাটে রানতুলসীভেদ; সিংহলে তোকবলাম্বা ফারসীতে পলঙ্গমুস্ক; আরবীতে ফরংজমুস্ক বলে। ল্যাটিন Ocimum gratissimum. ডাক্তারী নাম Asecimum Bajilicum. অসিমম্ ব্যাজিলিকম্।

অথ বটাদি বর্গ।

বটের নাম ও গুণ (১)—বট, রক্তফল, শৃঙ্গী, ন্যগ্রোধ, স্কন্ধজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, বহুপাদ ও বনস্পতি এই গুলি একার্থবোধক শব্দ। বট-শীতবীর্য্য, গুরু, সংগ্রাহী, বর্ণপ্রসাদক, কষায়রস এবং কফ-পিত্ত-ব্রণ-বিসর্প-দাহ ও যোনিদোষ-নাশক॥ ১। ২

পিপ্পল (২)—(অশ্বত্থ) বোধিদ্রু, পিপ্পল, অশ্বত্থ, চলপত্র ও গজাশন, এইগুলি অশ্বত্থের পর্য্যায়। অশ্বত্থ—দুষ্পাচ্য, শীতবীর্য্য, গুরু, কষায়-রস, রুক্ষ, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত-শ্লেষ্ম-ব্রণ-রক্ত-নাশক ও যোনিবিশোধক॥ ৩

পিপ্পলভেদ (৩)—(অশ্বত্থভেদ) পারীষ, পলাশ, কপিচূত, কমণ্ডল, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন ও সুপার্শ্বক এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। পারীষ—দুষ্পাচ্য,স্নিগ্ধ, কৃমি-শুক্র ও কফজনক। ইহার ফল—অম্ল-মধুর, মূল কষায় এবং মজ্জা-স্বাদু॥ ৪। ৫

নন্দীবৃক্ষ (৪)—(অশ্বত্থভেদ) নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, স্থালীবৃক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী ও বনস্পতি এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। নন্দীবৃক্ষ—লঘু, স্বাদু-তিক্ত-কটু-কষায়, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, গ্রাহী এবং বিষ-পিত্ত-কফ ও রক্ত-নাশক॥ ৬। ৭

যজ্ঞডুমুর (৫)—উদুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ, হেমদুগ্ধক এইগুলি যজ্ঞডুমুরের পর্য্যায়। যজ্ঞডুমুর—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরু, মধুর-কষায়রস, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত-কফ ও রক্তনাশক, ব্রণের শোধক ও রোপক॥ ৮

কাকডুমুর (৬)—কাকোদুম্বরিকা, ফল্গু, মলপূ, জঘনেফলা ও মলয়ু এইগুলি কাকডুমুরের পর্য্যায়। কাকডুমুর-স্তব্ধতাকারক, তিক্ত-কষায়, শীতবীর্য্য এবং কফ-পিত্ত-ব্রণ-শ্বিত্র-কুষ্ঠ-পাণ্ডু-অর্শঃ ও কামলানাশক॥ ৯

পাকুড় (৭)—প্লক্ষ, জটী, পর্করী ও পর্কটী এই গুলি পাকুড়ের পর্য্যায়। পাকুড়—কষায়রস,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। বটের নাম হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে বড়; কর্ণাটে আল তৈলঙ্গে মররিচেট্টু, মারি ও পেড়িমরি; উৎকলে বোরু; তামিলে অল; ফারসীতে দরখিতরেশা, বডবাঙ্গি, ঐশাএব গর্দ ও আরবীতে জাতুদবাইবথঅআব। ডাক্তারী নাম The Banyan tree. দি বেনিয়ন ট্রি।

(২) দেশভেদে নামভেদ। অশ্বত্থকে হিন্দুস্থানে পীপলবৃক্ষ; মহারাষ্ট্রে পিম্পল্ল; তৈলঙ্গে রাঙ্গিচেট্টু, কুলুজুব্বিচেট্টু; গুজরাটে পীপলো; কর্ণাটে অরলী; ফারসীতে দরথতলরজাং বলে। ডাক্তারী নাম Ficus religiosa. ফিকস্ রিলিজিওসা। ইংরাজীতে Poplar leavel figtree.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। অশ্বত্থভেদকো হিন্দুস্থানে পারিসপীপল ও গজদণ্ড; মহারাষ্ট্রে পারসপিম্পল্ল ভেণ্ড, মণেরবৃক্ষ; গুজরাটে পারসপিপলো; কর্ণাটে বঙ্গরলী; তৈলঙ্গে গঙ্গরেয়, ঘেনগাখী; বোম্বায়ে ভেন্দি; তামিলে পোরিশ পূবরস্, মরম; ফারসীতে যলাস বেল্য বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The tulip tree. দি টুলিপ ট্রি। ল্যাটিনে Thaspesia Pahulnea.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। নন্দীবৃক্ষের হিন্দী-নাম বেলিয়াপিপল ও তৈলঙ্গী নাম বট্টিচেট্টু।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। যজ্ঞডুমুরকে হিন্দুস্থানে গূলর; মহারাষ্ট্রে উম্বর ও উৎকলে উডুম্বর; গুজরাটে উংবরো; কর্ণাটে অত্তি; তৈলঙ্গে বাড়ুচেট্টু; ফারসীতে অংজীরে আদম; আরবীতে জমীঝ বলে। ইংরাজীতে Kegtree, ডাক্তারী নাম Glomerius fig tree. গ্লোমিরিয়স্ ফিগ্ট্রি। ল্যাটিনে, Ficus glomirata.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কাকডুমুরকে হিন্দুস্থানে তটমিলা, কঠুমর; মহারাষ্ট্রে বোখাড়া, কাল্লা-উম্বর; তৈলঙ্গে ব্রহ্মমেড়িচেট্টু, কাকীবাড়ুচেট্টু; গুজরাটে টেঢ়উম্বরো; কর্ণাটে কাঅতি; ফারসীতে অংজীরেদস্তী; আরবীতে তনবরি বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Ficus Opposetifolia. ফিকাস্ অপোজেটিফোলিয়া।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। পাকুড়ের নাম হিন্দুস্থানে পাকর, পাখর ও পিলখন; তৈলঙ্গে গঙ্গরয় জুর্ব্বি এবং তামিলে পোরিশরাবি; মহারাষ্ট্রে

শীতবীর্য্য এবং ব্রণ-যোনিরোগ-দাহ-পিত্ত-কফ-রক্ত-শোথ ও রক্ত-পিত্তপ্রশমক ॥ ১০

শিরীষ (১)—শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয় এইগুলি শিরীষের পর্য্যায়। শিরীষ—মধুর-তিক্ত-কষায়রস, অনুষ্ণ (ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য), লঘু এবং বাতাদিদোষ-শোথ-বিসর্প-কাস-ব্রণ ও বিষনাশক ॥ ১১। ১২

ক্ষীরিবৃক্ষ ও পঞ্চবল্কলের নাম ও গুণ—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পারীষ ও প্লক্ষ (পাকুড়) এই পাঁচটি বৃক্ষকে ক্ষীরিবৃক্ষ এবং তাহাদের বল্কলকে পঞ্চবল্কল কহা যায়। (কেহ কেহ পারীষ স্থলে শিরীষ, কেহ বা বেতস গ্রহণ করেন)। ক্ষীরিবৃক্ষসকল—শীতবীর্য্য, বর্ণপ্রসাদক, রুক্ষ, কষায়, স্তন্যজনক ও ভগ্নাস্থির সংযোজক। ইহা—মেদঃ-বিসর্প-শোথ-পিত্ত-কফ-রক্ত-যোনিরোগ ও ব্রণনাশক। পঞ্চবল্কল—শীতবীর্য্য, গ্রাহী এবং ব্রণ-শোথ-বিসর্প-প্রশমক। ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র—শীতবীর্য্য, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত-কষায়রস, লেখন এবং কফ-বাত-রক্ত-বিষ্টম্ভ ও আধ্মান নাশক ॥ ১৩—১৬

শাল (২)—শাল, সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্যসম্বর এইগুলি শালের পর্য্যায়। শাল—কষায় এবং ব্রণ-স্বেদ-কফ-কৃমি-ব্রধ্ন-বিদ্রধি-বাধির্য্য-যোনিরোগ ও কর্ণ রোগনাশক ॥ ১৭

শালভেদ—সর্জ্জক, অজকর্ণ, শাল ও মরিচ-পত্রক এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। অজকর্ণ শাল—কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ-পাণ্ডু-কর্ণরোগ-মেহ-কুষ্ঠ-বিষ ও ব্রণনাশক ॥ ১৮

শল্লকী (৩)—শল্লকী, গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভীরসা, মহেরুণা, কুন্দুরুকী, বল্লকী ও বহুস্রবা এইগুলি শল্লকীর পর্য্যায়। শল্লকী—কষায়রস, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকর এবং পিত্ত-শ্লেষ্ম-অতিসার-রক্তপিত্ত ও ব্রণ প্রশমক ॥ ১৯। ২০

শিংশপা (৪)—শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা, এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। শিংশপা—কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য ও গর্ভপাতকারী। ইহা—শোষ-মেদঃ-কুষ্ঠ-শ্বিত্র-বমি-কৃমি-বস্তিরোগ-ব্রণ-দাহ-রক্ত ও কফনাশক ॥ ২১। ২২

অর্জ্জুন (৫)—ককুভ, অর্জ্জুন নামবাচক শব্দ এবং নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্রু, বীরবৃক্ষ, বীর ও ধবল, এইগুলি অর্জ্জুনের পর্য্যায়। অর্জ্জুন—শীতবীর্য্য, হৃদ্য (হৃদয়হিত), কষায় রস এবং ক্ষত-ক্ষয়-বিষ-রক্ত-মেদঃ-মেহ-ব্রণ-কফ ও পিত্তপ্রশমক ॥ ২৩। ২৪

অসন (৬)—(বীজক, পীয়াশাল)—বীজক, পীতসার, পীতশাল, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক ও

পীম্পরীবৃক্ষ; গুজরাটে পীপর্য্য; কর্ণাটে বস্যুরি বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Wavedleaf fig tree. ওয়েভড্‌লিফ্‌ফিগ্‌ট্রি। ল্যাটিনে Ficus virance.

(১) দেশভেদে নামভেদ। শিরীষ হিন্দুস্থানে শিরীষ, সিরস্, লস্রীন ও কলসিস্; তৈলঙ্গে দিরসন, শিরীষংস্রান্নু; মহারাষ্ট্রে শিরসী; গুজরাটে শিরীষ, শরশড়ো; কর্ণাটে শিরস্তু; ফারসীতে দরখতে জকরিয়া, তুখ্‌মে দরখতে জকরিয়া; আরবীতে সুলতানুল্ অসজার, হবেসুলতানুল্ অসজার নামে অভিহিত হয়। ইহার ডাক্তারী নাম Acacia Lebbec. অ্যাকেসিয়া লেবেক্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। শালকে হিন্দীতে সাল, সখুয়া ও সাংখু; তৈলঙ্গে এপচেট্টু; তামিলে কুঙ্গিলিয়ম; গুজরাটে গল; মহারাষ্ট্রে লঘুরাল্লেচা বৃক্ষ, সাজরা; কর্ণাটে সজ্জরদামর, ইংরাজীতে Saltree. বলে। ডাক্তারী নাম Shoria Robusta. সোরিয়া রোবাষ্টা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শল্লকীকে হিন্দুস্থানে শালই, সলই; তামিলে কুংলি; মহারাষ্ট্রে শালঙ্গি বৃক্ষ, ধুপশলঙ্গি; গুজরাটে শালেড়ুং, ধুপেড়ো; কর্ণাটে তদীকু বলে। ডাক্তারী নাম Boswellia serrata. বসোএলিয়া সেরাটা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ—শিংশপাকে হিন্দুস্থানে সীসম; তৈলঙ্গে জিট্টরেগু চেট্টু; তামিলে জান্নুক্কুকট্টই; মহারাষ্ট্রে কাল্লাশিসবা; গুজরাটে শিশম; কর্ণাটে করীপইবিড়ু; আরবীতে সাসম বলে। ইংরাজীতে Black wood Sisoo tree. ডাক্তারী নাম Timber Tree. টিম্বার ট্রী।

(৫) দেশভেদে নামভেদ—অর্জ্জুনের নাম হিন্দুস্থানে কোহ, কৌহ; মহারাষ্ট্রে অর্জ্জুনসাদড়া ও সারঢোল; কর্ণাটে তাংরেমত্তি; গুজরাটে কড়ায়ো; তৈলঙ্গে মট্টিচেট্টু। ডাক্তারী নাম Farminalia Arjuna. ফার্ম্মেনেলিয়া অর্জ্জুন।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। অসন হিন্দুস্থানে আসন, বিজয়সার, বিজয়সারকাগোঁদ; মহারাষ্ট্রে বিবল্লা, বিবল্যাচা গোঁদ; গুজরাটে বীয়াং, হীরাদখন;

অসন এইগুলি অসনের পর্য্যায়। ইহা—ত্বক্‌প্রসাদক, কেশহিত, রসায়ন এবং কুষ্ঠ-বিসর্প-শ্বিত্র-মেহ-গুদ-ক্রমি-শ্লেষ্ম-রক্তপিত্তনাশক ॥ ২৫। ২৬

খদির (১)—খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য ও যজ্ঞিয় এইগুলি খদিরের পর্য্যায়। খদির—শীতবীর্য্য, দন্তহিত, তিক্তকষায়রস এবং কণ্ডূ-কাস-অরুচি-মেদঃ-ক্রমি-মেহ-জ্বর-ব্রণ-শ্বিত্র-শোথ-আম-পিত্তরক্ত-পাণ্ডু-কুষ্ঠ ও কফনাশক ॥ ২৭।২৮

শ্বেতখদির (২)—(পাপ্‌রি খয়ের)—শ্বেতসার কদর ও সোমবল্কল এইগুলি শ্বেত খদিরের নামান্তর। ইহা—বিশদ, বর্ণহিত এবং মুখরোগ-কফ ও রক্তদুষ্টনাশক ॥ ২৯

ইরিমেদ (৩)—(দুর্গন্ধ খদির, বিট্‌খদির নামে প্রসিদ্ধ)। ইরিমেদ, বিট্‌খদির, কালস্কন্ধ ও অরিমেদক এইগুলি বিট্‌খদিরের পর্য্যায়। বিট্‌খদির—কষায়, উষ্ণবীর্য্য এবং মুখরোগ-দন্তরোগ-রক্তদুষ্টি-কণ্ডূ-বিষ-শ্লেষ্ম-ক্রমি কুষ্ঠ ও বিষ ব্রণনাশক ॥৩০

রোহীতক (৪)—রোহীতক, রোহিতক, রোহী ও দাড়িমপুষ্পক, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। রোহীতক—প্লীহনাশক, রুচিজনক ও রক্তপ্রসাদক ॥ ৩১

বব্বূল (৫)—(বাব্‌লা) বব্বূল, কিঙ্কিরাল, কিঙ্কিরাট, সপীতক, আভা ও ষট্‌পদমোদিনী, এইগুলি বাব্‌লার পর্য্যায়। বাব্‌লা—কফঘ্ন, গ্রাহী এবং কুষ্ঠ-ক্রমি ও বিষনাশক ॥ ৩২

রীঠা (৬)—অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল ও গর্ভপাতন এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। রীটা—ত্রিদোষঘ্ন গ্রহপ্রশমন ও গর্ভপাতন ॥ ৩৩

পুত্রঞ্জীব (৭)—পুত্রঞ্জীব, গর্ভকর, ষষ্টীপুষ্প অর্থসাধক এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। পুত্রঞ্জীব (জিয়াপুতা)—গুরু, বৃষ্য, গর্ভপ্রদ, বাতশ্লেষ্মনাশক, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ, শীতবীর্য্য এবং মধুর-লবণ-কটুরস ॥ ৩৪

কর্ণাটে কেপিন্নহোনে; তৈলঙ্গে মদ্দি; বোম্বায়ে অইন; ফারসীতে কমরকস্‌ নামে অভিহিত হয়। ইংরাজীতে Indian kinotree. ডাক্তারী নাম Pentaptera tomentosa পেণ্টাপ্টেরা টোমেন্‌টোসা।

(১) দেশভেদে নামভেদ—খদিরকে হিন্দীতে, মহারাষ্ট্রে ও উৎকলে খৈর; তৈলঙ্গে চণ্ডচেট্টু; কর্ণাটে কেম্পিনখৈর; গুজরাটে খেরিয়ো বলে। ডাক্তারী নাম Acacia catechu. অ্যাকেসিয়া ক্যাটেচু।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে সফেদ খৈর, পপড়িয়া খৈর (কথা), মহারাষ্ট্রে পাংঢরা খৈরু; কর্ণাটে বিলিয়তত্রি; তৈলঙ্গে রবাস্থ তেল্লচংড; গুজরাটে গোরড বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইরিমেদের (গুয়েবাব্‌লা) নাম হিন্দীতে দুর্গন্ধিখৈর, গন্ধাবুল; কর্ণাটে করয্যবেলু; গুজরাটে ইরিমেদ, গন্ধিলো খের; মহারাষ্ট্রে গন্ধীয়াহিং বর, ঘানেরাখৈর ও শেণ্যাখৈর বলে। ডাক্তারী নাম Mimosa. মাইমোসা। ইংরাজী নাম Sponge tree.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। রোহিতককে (রোড়া) হিন্দুস্থানে রোহেড়া; মহারাষ্ট্রে রক্তরোহিড়া; গুজরাটে রগতরোহিড়ো, শ্বেতরোহিড়ো; কর্ণাটে মরডুমলু, মুত্তলূও; তৈলঙ্গী ভাষায় মুলুমোদুগচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Andersonia Rohitaka. অ্যাণ্ডারসোনিয়া রোহিতক। ল্যাটিন নাম Tecoma andulata.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। বাব্‌লাকে হিন্দীতে ববুর, কীকর, বাবুল; তৈলঙ্গে বলবংতডু ও নল্লতুম্ম; বোম্বায়ে রোমকড়ি; মহারাষ্ট্রে বার্ভূল্ল, বাবুল্ল, কীকর, বাভল্লীচা গোঁদ; উৎকলে গুইডা; দাক্ষিণাত্যে কলিকিকর; গুজরাটে বাবল; কর্ণাটে পুলঈ; ফারসীতে মুর্গিলাং গোন; আরবীতে অমুগিলাং সিমগ বলে। ডাক্তারী নাম Acacia arabica. অ্যাকেসিয়া অ্যারেবিকা। ল্যাটিনে Acacia gummi.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। রীঠাকে হিন্দুস্থানে রীঠা; মহারাষ্ট্রে রিঠা; গুজরাটে অরিঠা; তৈলঙ্গে কুকুড়; ফারসীতে ফিংদকহিংদী; আরবীতে বুংদক বলে। ইংরাজীতে Soap berri, soapnut.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। পুত্রঞ্জীবের নাম হিন্দীতে পিতোঞ্জিয়া, জিয়াপতি, হিনাজিয়া, জিয়াপোতা; মহারাষ্ট্রে জিবন্ পুত্র, পুত্রজীবক বৃক্ষ; বোম্বায়ে জীবনপুতর; গুজরাটে পুত্রজীবক; কর্ণাটে পুত্রঞ্জীব; তৈলঙ্গে শীশ, কুঁবরজুবি। ডাক্তারী নাম Nage a putranjiva. নাগেরা পুত্রঞ্জীব

ইঙ্গুদী (১)—ইঙ্গুদ, অঙ্গারবৃক্ষ, তিক্তক ও তাপসদ্রুম এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ইঙ্গুদী—উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত-রস, কটুবিপাক এবং ভূতাদিগ্রহ-কুষ্ঠ-ব্রণ-বিষ-কৃমি-শ্বিত্র ও শূলনাশক ॥ ৩৫

জিঙ্গিনী (২)—জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্যাসা ও প্রমোদিনী এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। জিঙ্গিনী—মধুর-কষায়-কটু-লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, যোনি-শোধক এব ব্রণ-হৃদ্রোগ-বাতাতিসার-দাহ ও বিস্ফোট নাশক। ইহার অপরগুণ, তমাল ও শালবৎ জানিবে ॥ ৩৬। ৩৭

তূণী (৩)—তূণী, তুন্নক, আপীন, তুণিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দীবৃক্ষ ও নন্দক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। তূণী—রক্তবর্ণ, কটুবিপাক, কষায়-মধুর-তিক্তরস, লঘু, গ্রাহী, শীতবীর্য্য, বৃষ্য এবং ব্রণ-কুষ্ঠ-রক্তপিত্ত-নাশক ॥ ৩৮। ৩৯

ভূর্জ্জপত্র (৪)—ভূর্জ্জপত্র, ভূর্জ্জ, চর্ম্মী ও বহুলবল্কল এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। ভূর্জ্জপত্র কষায় এবং ভূতগ্রহ-শ্লেষ্ম-কর্ণরোগ-পিত্তরক্ত-রাক্ষস-গ্রহ-মেদঃ ও বিষপ্রশমক ॥ ৪০

পলাশ (৫)—পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, যজ্ঞিয়, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর এইগুলি পলাশের পর্য্যায়। পলাশ—অগ্নি-দীপক, বৃষ্য, সারক, উষ্ণবীর্য্য, কষায়-কটু-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, ভগ্নসংযোজক এবং ব্রণ-গুল্ম-গুদজরোগ-বাতাদিদোষ-গ্রহণী-অর্শঃ ও কৃমিনাশক। পলাশ-পুষ্প—স্বাদুপাক, কটু-তিক্ত-কষায়রস, বাতজনক, সংগ্রাহক ও শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ-পিত্ত-রক্ত-মূত্রকৃচ্ছ্র-তৃষ্ণা-দাহ-বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নাশ করে। পলাশফল—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রুক্ষ এবং মেহ-অর্শঃ-কৃমি-বাত-কফ-কুষ্ঠ-গুল্ম ও উদররোগ-নাশক ॥ ৪১—৪৫

শাল্মলী (৬)—(শিমুল) শাল্মলী, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ু, কণ্টকাঢ্যা ও তূলিনী এইগুলি শিমুলের পর্য্যায়। শিমুল—শীতবীর্য্য, রসে ও পাকে স্বাদু, রসায়ন, শ্লেষ্মজনক এবং পিত্ত-বাতরক্ত ও রক্তপিত্ত নাশক ॥ ৪৬। ৪৭

মোচরস— (৭) শিমুলের আটাকে মোচরস কহে। পিচ্ছা, শাল্মলীবেষ্টক, মোচাস্রাব, মোচরস ও মোচনির্য্যাস, এইগুলি মোচরসের পর্য্যায়। মোচরস—শীতবীর্য্য, গ্রাহী, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, কষায়রস এবং প্রবাহিকা, অতিসার, আম, কফ, পিত্ত, রক্ত ও দাহ প্রশমক ॥ ৪৮। ৪৯

কূটশাল্মলি—কুৎসিতশাল্মলী—রোচন ও কূটশাল্মলি নামে অভিহিত। কূটশাল্মলি—তিক্ত-কটুরস, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফবাত-প্লীহ-জঠর-যকৃৎ-গুল্ম-বিষ-ভূতগ্রহ--আনাহ--বিবন্ধ-রক্ত--মেদঃ-শূল ও কফ নাশক ॥ ৫০। ৫১

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইঙ্গুদীর নাম হিন্দুস্থানে হিংগোট গোংদী ; মহারাষ্ট্রে হিংগণবেট ; গুজরাটে ইংগোরিয়ো ; তৈলঙ্গে গরা ; আরবীতে হিলেলজে। ইংরাজী নাম Delil.

(২) দেশভেদে নামভেদ। জিঙ্গিনীর নাম হিন্দুস্থানে জিঙ্গিনী ; মহারাষ্ট্রে মোক, মোঙ্গ ; গুজরাটে মবেডী, মোলেডু ; কর্ণাটে মরম ওরীথ বলে। ল্যাটীন নাম Olina wodier.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। তূণীর নাম হিন্দীতে তূণী, তুন্ ও মহানিম্ ; উৎকলে মহালিম্বু এবং পঞ্জাবে দ্রাবী বলে। ডাক্তারী নাম Cedrela Toon. কেড্রিলা তূণ।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ভূর্জ্জপত্রকে হিন্দুস্থানে ভোজপত্র ; মহারাষ্ট্রে ভূর্জ্জপত্র ; গুজরাটে ভোজপত্র ; কর্ণাটে ভূর্জ্জপত্র ; বোম্বায়ে ভূর্জ্জপত্র বলে। ডাক্তারী নাম The birch. দি বার্চ। ইংরাজীতে Jocpue montii. ল্যাটিনে Betula bhojaputra.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। পলাশকে হিন্দুস্থানে ধারা, কেসু, ঢাক, টেসু, কাংকরিয়া, পলাশ ; মহারাষ্ট্রে পল্লস ; কর্ণাটে মুত্তলু, তৈলঙ্গে মোটুগ, মাতুকাচেট্টু ; উৎকলে পরাশু ; বোম্বায়ে খাকরো ; গুজরাটে খাখরো এবং তামিলে পরশন্ বলে। ইংরাজী নাম Downy branch butea ল্যাটীনে Butea frondoza, ডাক্তারী নাম Butia Gum. বুটিয়া গাম।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। শাল্মলীকে হিন্দুস্থানে শেম্বল, সেমল, সেমরকাগোংদ ; উৎকলে বোন্‌ম্বো ; তামিলে পুলা ; মহারাষ্ট্রে সাম্বরী, শেবরী ; তৈলঙ্গে রুগচেট্টু ; কর্ণাটে যবলবদমর ও গুজরাটে শেমলো বলে। ডাক্তারী নাম Bombax malabarica. বোম্বাক্স মলবারিকা। ইংরাজী নাম Silk Cotton tree.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। মোচরসকে হিন্দীতে মোচরস; মহারাষ্ট্রে সাম্বরী চা ডীক ; গুজরাটে সেমলানো গুন্দ এবং অন্যত্র মোচরস বলে।

ধব (১)—(ধাওয়া) ধব, ঘট, নন্দিতরু, স্থির, গৌর, ধুরন্ধর এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ধব—শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়রস এবং মেহ-অর্শঃ-পাণ্ডু ও পিত্তকফনাশক। ইহার ফল অল্পমধুররস ॥ ৫২

ধন্বঙ্গ—ধন্বঙ্গ, ধনুর্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ ও সুতেজন এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ধন্বঙ্গ—কফ, পিত্তরক্ত ও কাসহর, কষায়রস, লঘু, বৃংহণ, বলকর, রুক্ষ, ভগ্নসংযোজক ও ব্রণরোপক ॥ ৫৩

করীর (২)—(মরুজবৃক্ষ বিশেষ)—করীর, ক্রকরীপত্র, গ্রন্থিল ও মরুভূরুহ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। করীর—কটু-তিক্তরস, স্বেদজনক, উষ্ণবীর্য্য, ভেদক এবং অর্শঃ-কফ-বাত-আম-গর-শোথ ও ব্রণ নাশক ॥ ৫৪

শাখোট (শেওড়া) (৩)—শাখোট, পীতফল, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ, এইগুলি শেওড়ার পর্য্যায়। শেওড়া—রক্তপিত্ত-অর্শঃ-বাত-শ্লেষ্ম ও অতিসার নাশক ॥ ৫৫

বরুণ (৪)—বরুণ, বরণ, সেতু, তিক্তশাক ও কুমারক এইগুলি বরুণের পর্য্যায়। বরুণ-পিত্তজনক, ভেদক, শ্লেষ্ম-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-বাত-গুল্ম-বাতরক্ত ও ক্রমিনাশক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কষায় মধুর-তিক্ত-কটুরস, রুক্ষ ও লঘু ॥ ৫৬। ৫৭

কটভী (লতাফট্‌কী) (৫)—কটভী, স্বাদু পুষ্প, মধুরেণু ও কটম্ভর এইগুলি কটভীর নামান্তর। কটভী-উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, রুক্ষ এবং প্রমেহ-অর্শঃ-নাড়ীব্রণ-বিষ-ক্রমি-কফ ও কুষ্ঠ নাশক। ইহার ফল-কষায় রস, বিশেষতঃ তাহা কফ ও শুক্র নাশক ॥ ৫৮। ৫৯

মোক্ষ—(পলাশবৎ পর্ব্বত বৃক্ষ)।—মোক্ষ, মোক্ষক, গোলীঢ়, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ ও ক্ষারবৃক্ষ এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। মোক্ষ দ্বিবিধ,—শ্বেত ও কৃষ্ণ। ইহা কটু-তিক্তরস, সংগ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ-বাত-বিষ-মেদঃ-গুল্ম-কণ্ডূ-বস্তিরোগ-ক্রমি ও শুক্র নাশক ॥ ৬০। ৬১

জলশিরীষিকা (৬)—শিরীষিকা, টিণ্টিণিকা, দুর্ব্বলা ও অম্বুশিরীষিকা, এইগুলি একার্থ বোধক শব্দ। জলশিরীষিকা—ত্রিদোষ-বিষ-কুষ্ঠ ও অর্শোরোগ নাশক ॥ ৬২

শমী (৭)—(শাঁই গাছ)—শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, ফলা, শিবা, মঙ্গল্যা, লক্ষ্মী, শমীর ও অল্পিকা এইগুলি শমীর পর্য্যায়। শমী-তিক্ত-কটু-কষায়রস, শীতবীর্য্য, রেচক, লঘু এবং কফ-কাস-ভ্রম-শ্বাস-কুষ্ঠ-অর্শঃ ও ক্রমিনাশক ॥ ৬৩।৬৪

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ধাওয়াকে হিন্দুস্থানে ধোং, ধাবা ; গুজরাটে ধাবড়ো ; মহারাষ্ট্রে ধাবড়া ; কর্ণাটে সিরিবরু ; তৈলঙ্গে নারিংজচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Conocorpus Latifolia. কনোকারপাস ল্যাটিফোলিয়া। ল্যাটিন Anogisus Latifolia.

(২) দেশভেদে নামভেদ। করীরকে হিন্দুস্থানে করীল; মহারাষ্ট্রে নেবতী ; গুজরাটে কের ; কর্ণাটে তিপ্পতিগে ; তৈলঙ্গে কবরকুরাক এনুগদংত মুমোদতু ও ফারসীতে কবার বলে। ইংরাজীতে Caper. ল্যাটিন নাম Capparis spinosa.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শেওড়ার নাম হিন্দীতে সহোরা, রুসাসিওড় ; কর্ণাটে আথোড়মরণু ; মহারাষ্ট্রে সহোড ; তৈলঙ্গে ভারিণিকেচেট্টু ও বরন্‌কী এবং গুজরাটে ও বোম্বায়ে সাহোড়া বলে। ডাক্তারী নাম Streplus asper. ষ্ট্রেপলস্ অ্যাস্পার।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। বরুণকে হিন্দুস্থানে (বিলি) বরনা ; মহারাষ্ট্রে বায়বরণা, ভাটবরণা ; কর্ণাটে মদবসলে ; তৈলঙ্গে উরুমট্টি, জাজিচেট্টু ও উলিমিরিচেট্টু; বোম্বায়ে বায়বরণা এবং তামিলে মরলিঙ্গম্ ; গুজরাটে বরণো বলে। ডাক্তারী নাম Crateava religiosa. ক্র্যাটেভা রিলিজিওসা। ল্যাটিনে Cratedva Roxburgbie.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কটভীকে হিন্দুস্থানে করহী হরিমন ; মহারাষ্ট্রে বাকুংভা ; গুজরাটে বাপুঙ্গা ; কর্ণাটে বেল্লাল। ইংরাজীতে Carey's tree. ল্যাটিন নাম Careya arborea.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। জলশিরীষকে হিন্দুস্থানে জলসিরস, ঢাঢোণ ও মহারাষ্ট্রে জলশিরসী বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। শাঁইগাছের নাম হিন্দীতে ছোংকর, সমী, সফেদকীকর, ছিকুর ; মহারাষ্ট্রে থোরশমী ও লঘুশমী ; কর্ণাটে বনি ও কাবন্নি ; উৎকলে শুমি; গুজরাটে খিজড়ো, নানীখিজড়ী ; তৈলঙ্গে শমীচেট্টু। ইংরাজীতে Spung tree. ডাক্তারী নাম Prosopis spicigera. প্রোসোপিস্ স্পিসিজেরা।

ছাতিম (১)—সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্ শারদ ও বিষমচ্ছদ এইগুলি ছাতিমের পর্য্যায়। ছাতিম—অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রস, সারক এবং ব্রণ-শ্লেষ্ম-বাত-কুষ্ঠ-রক্ত-কৃমি-শ্বাস ও গুল্মনাশক॥৬৫

তিনিশ (২)—তিনিশ, স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু ও বঞ্জুল এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। তিনিশ—কষায়রস এবং শ্লেষ্ম-পিত্তরক্ত-মেদঃ-কুষ্ঠ-প্রমেহ-শ্বিত্র-দাহ-ব্রণ-পাণ্ডু ও কৃমিনাশক ॥ ৬৫

ভূমিসহ (৩)—ভূমিসহ, দ্বারদারু (দ্বারদাতু, পাঠান্তর), বরদারু ও খরচ্ছদ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ভূমিসহ—শীতবীর্য্য ও রক্তপিত্ত প্রসাদক ॥ ৬৭

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাব বিরচিত ভাবপ্রকাশে বটাদিবর্গ।

অথ আম্রাদিফলবর্গ।

আম্রের নাম ও গুণ (৪)—আম্র, চূত, রসাল, সহকার, অতিসৌরভ, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ, এইগুলি আম্রের পর্য্যায়। আম্রের পুষ্প—অতিসার-কফ-পিত্ত-প্রমেহ ও রক্ত-দুষ্টি নাশক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, গ্রাহী ও বাত-জনক। কচি আম—কষায়-অম্লরস, রোচক ও বাতপিত্তকারক। তরুণ-আম্র—অতি অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্তদূষক। কাঁচা আমকে ত্বক্হীন করিয়া (খোসা ছাড়াইয়া) রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহা অম্ল-মধুর-কষায়রস, ভেদক ও কফ-বাতনাশক হয়। সুপক্ক আম্র—মধুররস, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতহর, হৃদ্য, বর্ণহিত, শীতবীর্য্য, অপিত্তল (ঈষৎ পিত্তজনক), কষায়ানুরস এবং অগ্নি-শ্লেষ্ম ও শুক্র বিবর্দ্ধক। বৃক্ষপক্ক (গাছ পাকা) আম্র-গুরুপাক, অতিশয় বাতঘ্ন,মধুরাম্লরস ও কিঞ্চিৎ পিত্ত প্রকোপক। কৃত্রিম পক্ক আম্র (ফুঁকো দেওয়া আম) অম্লরসের অল্পতা ও বিশেষতঃ মাধুর্য্য হেতু পিত্তনাশক হইয়া থাকে। পাকা আম বাসি করিয়া অর্থাৎ দুই এক দিন রাখিয়া খাইলে তাহা অত্যন্ত রোচক, বলকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, আশুপাচ্য, বাতপিত্তহর ও সারক হয়। পাকা আমের রস গালিত করিয়া খাইলে তাহা বলকর, গুরুপাক, বাতহর, সারক, অহৃদ্য, অতীব তর্পক, বৃংহণ ও কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে। আম্রের খণ্ড—গুরুপাক, অতি রুচিপ্রদ ও চিরপাকী (ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়) ; এবং মধুর, বৃংহণ, বলকর, শীতল ও বাতনাশক। দুগ্ধাম্র—বাতপিত্তহর, রুচিকর, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য, বর্ণকর, স্বাদু, গুরুপাক ও শীতল। অধিক পরিমাণে আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তজনিত রোগ, বদ্ধ গুদোদর বা নেত্ররোগ উৎপাদন করে। অতএব অধিক পরিমাণে আম্র ভক্ষণ কর্ত্তব্য নহে কিন্তু এই নিষেধ বাক্য অম্ল-আম্র বিষয়েই জানিবে, মধুর-আম্র বিষয়ে নহে। কারণ-মধুর আম্রের নেত্রহিতত্বাদি গুণ যথেষ্ট আছে। আম্র অধিক পরিমণে ভক্ষিত হইলে অতি ভক্ষণজনিত দোষ প্রশমনার্থ শুঁঠ-সিদ্ধজল বা সচল-লবণের সহিত জীরক চূর্ণ অনুপান করিতে দিবে ॥ ১—১৪

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ছাতিমকে হিন্দুস্থানে ছাতিয়ান, সতোনা, ছতিবন ; কর্ণাটে এলেলেগ ; মহারাষ্ট্রে সাতবণা, সাত্বিণ; তৈলঙ্গে ঐড়াকুল ও অরিটাকু ; বোম্বায়ে ছাতবিণ ও গুজরাটে সপ্তপর্ণ বলে ; ডাক্তারী নাম Echites scholaris. একাইটিস স্কলারিস।

(২) দেশভেদে নামভেদ।—তিনিশকে হিন্দীতে তিরিচ্ছ, তিনস্থনা ; মহারাষ্ট্রে তিবস ; কর্ণাটে স্যন্দন এবং গুজরাটে হর্ম্মো, মিণোহর্ম্মো বলে। ডাক্তারী নাম Dalbergia oujeincisis. ডালবার্গিয়া ঔজেনিসিস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—ভূমীসহের হিন্দী নাম ভুংবসহ, ভুঁইসহা।

ইতি বটাদিবর্গ।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। আমকে হিন্দীতে আম; মহারাষ্ট্রে আম্বা; কর্ণাটে মাবিনফল ; তৈলঙ্গে মাবিড়ি ; গুজরাটে আংবো ; ফারসীতে আম্বা আরবীতে অম্বজ বলে। ল্যাটীন Mangifera Indica. ডাক্তারীনাম Mango tree ম্যাঙ্গো ট্রি

আম্রাবর্ত্তের (আমসত্ত্বের) লক্ষণ ও গুণ (১)।—পাকা আমের রস গালিত এবং সেই গালিত রস একখানি বস্ত্রে বিস্তারিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; শুষ্ক হইলে তাহার উপর আবার আম্র রস প্রদান করিয়া শুকাইবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ আম্ররস দিয়া ও শুষ্ক করিয়া লইলে, তাহাকে আম্রাবর্ত্ত (আমসত্ত্ব বা আম্‌ওট) কহা যায়। আম্রাবর্ত্ত—তৃষ্ণা-বমি-ও বাতপিত্ত নাশক, সারক, রোচক এবং সূর্য্য-কিরণে পাক হেতু তাহা লঘু বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ১৫ । ১৬

আম্রবীজ (২)—আম্রবীজ-কষায়, ঈষৎ অম্ল ও মধুর। ইহা বমি-অতিসার ও হৃদয় দাহনাশক ॥১৭

আম্রপল্লব—ইহা রুচিজনক ও কফপিত্ত প্রশমক ॥ ১৮

আম্রাতক (৩)—(আমড়া) আম্রতক, পীতন মর্কটাম্র ও কপীতন এইগুলি আমড়ার পর্য্যায়। ইহা—অম্লরস, বাতঘ্ন, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক ও সারক। পাকা আমড়া - কষায় স্বাদুরস, স্বাদুপাক, শীতবীর্য্য, তৃপ্তিকর, শ্লেষ্মজনক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বিষ্টম্ভি বৃংহণ, গুরুপাক, বলকারক এবং বায়ু-পিত্ত-ক্ষত-দাহ-ক্ষয় ও রক্তদুষ্টি প্রশমক ॥১৯।২০

রাজাম্র (৪)—(বিলাতী আমড়া নামে প্রসিদ্ধ) রাজাম্র, টঙ্ক, আম্রাত, কামাহ্ব ও রাজপুত্রক, এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। রাজাম্র—কষায় স্বাদুরস, বিশদ, শীতল, গুরু, সংগ্রাহী, রুক্ষ এবং মলবিবদ্ধতা-আধ্মান-ও বাতজনক এবং কফপিত্তনাশক ॥ ২১

কোশাম্র (৫)—(কেওড়া)—কোশাম্র, ক্ষুদ্রাম্র, কৃমিবৃক্ষ ও সুকোশক, এইগুলি কেওড়ার নামান্তর। কেওড়া—কুষ্ঠ-শোথ-রক্তপিত্ত-ব্রণ ও কফ নাশক। কেওড়াফল—মলসংগ্রাহী, বাতঘ্ন, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও পিত্তজনক। পক্কফল—অগ্নিদীপক, রুচিজনক, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য ও কফবাত প্রশমক ॥ ২২ । ২৩

পনস (৬)—(কাঁটাল) পনশ, কণ্টকিফল, পনস, অতি বৃহৎ ফল, এইগুলি কাঁটালের পর্য্যায়। পাকা কাঁটাল—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, বৃংহণ, স্বাদু, মাংসবর্দ্ধক, অত্যন্ত শ্লেষ্মজনক, বলকর, শুক্রপ্রদ এবং রক্তপিত্ত ক্ষত ও ব্রণ নাশক। কাঁচা কাঁটাল—বিষ্টম্ভী, বাতবর্দ্ধক, কষায়-মধুররস, গুরুপাক, দাহজনক, বলকারক এবং কফ ও মেদোবর্দ্ধক। কাঁটালের বীজ—বৃষ্য, মধুর, গুরুপাক, মলবিবন্ধক ও মূত্র নিঃসারক। কাঁটালের মজ্জা-(ভুঁতুড়ী)-বৃষ্য এবং বাত-পিত্ত-কফ নাশক। গুল্মরোগির ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে কাঁটাল বিশেষ অহিতকর ॥ ২৪—২৮

লকুচ (৭)—(ডেলো বা মাঁদার ফল) লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ ও ডহু এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। কাঁচা লকুচ—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টব্ধতা জনক, মধুরাম্লরস, ত্রিদোষ ও রক্তদুষ্টিকারক শুক্র ও অগ্নিনাশক এবং নেত্রের অহিতকর। পাকা লকুচ—মধুরাম্লরস, বাতপিত্তহর, কফকর, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, বৃষ্য এবং বিষ্টম্ভক ॥ ২৯—৩১

কদলী (৮)—কদলী, বারণা, মোচা, অম্বুসারা ও অংশুমতীফলা (পাঠান্তর কদলী, বারণ-

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। আম্রাবর্ত্তের নাম হিন্দুস্থানে আম্বট; মহারাষ্ট্রে আঁবেরসাচীং পোলী। ডাক্তারী নাম Inspissated mango Juice. ইনস্পিসেটেড্ ম্যাঙ্গো যূষ।

(২) দেশভেদে নামভেদ। আম্রবীজের হিন্দী নাম কোইলিয়া।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। আম্রাতকের নাম হিন্দুস্থানে অম্বাড়া; মহারাষ্ট্রে আম্বচার ও আম্বাড়া; কর্ণাটে অংবোড়েয়কায়ি; তৈলঙ্গে আমাটং; গুজরাটে অংভেড়া বলে। ইংরাজীতে Spondias minute. ল্যাটীনে Spondios mangifera. ইহার ডাক্তারী নাম The hogplum. দি হগপ্লাম্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। রাজাম্রকে মহারাষ্ট্রে রাজাংবা কর্ণাটে রায়মচ্চু ও তৈলঙ্গে রাচমামিড়িচেট্টু বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কেওড়াকে হিন্দীতে কোশংভ; মহারাষ্ট্রে ঝারী, আম্বা, কোশাম্র ও কর্ণাটে জুরিমাচু বলে।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কাঁটালকে হিন্দীতে কটহর, কটহল, কঠৈল; মহারাষ্ট্রে ফণস কর্ণাটে হলসিন হণ্ণু; গুজরাটে পণস; তৈলঙ্গে পনসকায়া; উৎকলে পণস; তামিলে পিল্লা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Artocarpus Intergrifolia. আর্টোকারপস্ ইণ্টার গ্রিফোলিয়া।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। মান্দারের হিন্দী নাম বড়হর; মহারাষ্ট্রে বটারফল, ক্ষুদ্র ফণস; গুজরাটে লকুচ; ল্যাটীনে Artocarpus Lacoocha.

(৮) দেশভেদে নামভেদ। কদলীর নাম হিন্দীতে কেলা, কেরা, সবেজ ও কেলাপেড়;

বুষা, রম্ভা, মোচা ও অংশুমৎফলা) এইগুলি কদলীর পর্য্যায়। কদলী—স্বাদু, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, কফকর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ এবং পিত্তরক্ত তৃষ্ণা দাহ ক্ষত ক্ষয় ও বায়ুনাশক। পক্ককদলী—স্বাদুরস, স্বাদুবিপাক, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, বৃংহণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নেত্ররোগ ও মেহনাশক, রুচি জনক ও মাংসবর্দ্ধক। মাণিক্য, মর্ত্ত্যমান, অমৃত ও চাঁপা প্রভৃতি বহুজাতি কদলী আছে। মাণিক্য মর্ত্ত্যমানাদি রম্ভা সকলের গুণ নির্দ্দোষতা ও লঘুতা অধিক ॥ ৩২—৩৪

চির্ভিট (১)—(কাঁকুড়) চির্ভিট, ধেনুদুগ্ধ, গোরক্ষকর্কটী এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। চির্ভিট—মধুর, রুক্ষ, গুরু, পিত্ত-কফনাশক, অনুষ্ণ, গ্রাহী ও বিষ্টম্ভী। পক্ক চির্ভিট উষ্ণবীর্য্য ও পিত্তজনক ॥ ৩৫

নারিকেল (২)—নারিকের, দৃঢ়ফল, লাঙ্গলী, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণরাজ ও সদাফল, এইগুলি নারিকেলের পর্য্যায়। নারিকেল—শীতবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বস্তিশোধক, বিষ্টম্ভি, বৃংহণ, বলকর, বাতপিত্তরক্ত ও দাহনাশক। বিশেষতঃ কোমল নারিকেল—পিত্তজ্বর ও পিত্তদুষ্টি প্রশমক। পাকা নারিকেল—গুরুপাক, পিত্তকারি, বিদাহি ও বিষ্টম্ভি। নারিকেলের জল—শীতল, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, শুক্রজনক, লঘু, পিপাসা ও পিত্ত নাশক, স্বাদু ও বস্তিশুদ্ধি কারক। নারিকেলের, তালের ও খর্জ্জূরের মস্তক (মাতী) কষায়, স্নিগ্ধ, মধুর, বৃংহণ ও গুরু ॥ ৩৬—৪০

তরমুজ (৩)—কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ ও সুবর্ত্তুল, এইগুলি তরমুজের পর্য্যায়। তরমুজ—মল-সংগ্রাহক, দৃষ্টি-পিত্ত ও শুক্র নাশক, শীতল ও গুরুপাক। পক্ক তরমুজ – উষ্ণবীর্য্য, সক্ষার, পিত্তজনক ও কফবাত প্রশমক ॥ ৪১

খর্ব্বূজা (৪)—খর্ব্বূজের অন্যনাম দশাঙ্গুল। তাহার গুণ সকল বলিব। তদ্‌যথা—খর্বূজ—মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশোধক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, স্বাদুতর, শীতবীর্য্য, বৃষ্য ও বাতপিত্তনাশক। খর্ব্বূজের মধ্যে যে খর্ব্বূজ অম্ল মধুর ও সক্ষার, তাহা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক ॥ ৪২। ৪৩

ত্রপুস (৫) (লঘুখীরা)—(শসা)।—ত্রপুস, কণ্টকিফল ও সুধাবাস, এইগুলি শসার পর্য্যায়। নীলবর্ণ কচি শসা—সুশীতল, লঘু, তৃষ্ণা-কান্তি-দাহ নাশক, স্বাদু, পিত্তপ্রশমক, শীতবীর্য্য ও রক্তপিত্তহর। পাকা শসা—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর ও কফবাতহর। শসার বীজ-মূত্রকারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্তরক্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক ॥ ৪৪—৪৬

তৈলঙ্গে চক্রাকেলী, আরনীকায়া, বুরুগচেট্টু, অরটিচেট্টু, দোংড় তোগে ; মহারাষ্ট্রে কেল্ল, সোনকেল্ল, মুংঠেল্লী, লোখংডা, আবেলী, চবঙ্গী ; গুজরাটে কেল্য; কর্ণাটে কদলী, কাবালেতব, মরবালে কাষ্ঠ; তামিলে পাজমংব্রণপিপসী; ব্রহ্মদেশে হগাপী; লুসাই ভাষায় বাহ্লা; পালিতে তল, তললপজ ; ফারসীতে মাবজ, মোঝ; আরবীতে তনা; ইংরাজীতে Plantain. ডাক্তারী নাম Musa Sapientum. মুসা সেপিএণ্টম্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। কাঁকুড়কে হিন্দুস্থানে কচরিয়া, ভকুর, ফুট ; মহারাষ্ট্রে বেলসেন্ধাকং অরমেক্কে, চিবুড় শেঁদাড় ; গুজরাটে চিভড়াং, রাজগরাং কোঠীবাং ; তৈলঙ্গে বুড়রংগপংডু বলে। ইংরাজীতে Pubesceut cucumber.

(২) দেশভেদে নামভেদ। নারিকেলের নাম হিন্দুস্থানে নারিয়ল্, নরিকল,খোপরা; মহারাষ্ট্রে নারল্লী, নারল্ল; কর্ণাটে নারিয়লবম্ব; তৈলঙ্গে নারিকদম, টেংকায়া; উৎকলে নড়িয়া ; বোম্বায়ে নারলী; তামিলে টেন্না, টেঙ্গা; গুজরাটে নালীয়র; ফারসীতে জোজহিন্দী নারীগল;আরবীতে নারজিল;ইংরাজীতে Cocoanut Palm. ডাক্তারী নাম Cocoanut tree. কোকনট্‌ ট্রি।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। তরমুজের নাম হিন্দুস্থানে তরবুজ, সরদাতরবুজ; উৎকলে তরপুজ; মহারাষ্ট্রে কলিংগড়; গুজরাটে তড়বুচ, কালিংগড়ু; কর্ণাটে কোঁড়ে ; তৈলঙ্গে অরবুজংপুচ্চকায়া ; ফারসীতে হিন্দবানা; আরবীতে বত্তিখহিন্দী। ইংরাজীতে Acuteangled Cumumber.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। খর্ব্বূজকে হিন্দুস্থানে খরবুজা; মহারাষ্ট্রে খর্ব্বুজ ; গুজরাটে তলিয়াশকরটেটী; কর্ণাটে ষড়জসোতে; তৈলঙ্গে খরবুজং; ফারসীতে খুরপূজা; আরবীতে বিত্তিখ ; ইংরাজীতে Melon. বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। শসার নাম হিন্দুস্থানে খীরা, ক্ষীরা, লঘুখীরা ও বালমখীরা ; মহারাষ্ট্রে তোসেং কাংকড়ী, খিরা; কর্ণাটে তসেংযকায়ি; তৈলঙ্গে দোজকইঅ ; উৎকলে কন্টিআরি ও কাকুড়ী; গুজরাটে তাংসলি; তামিলে মহেবেহরি কোষ্কণো; ফারসীতে শিয়ারখুর্দ। ডাক্তারী নাম The Cucumber. দি ককুম্বার।

সুপারী (১)—ঘোরাট (পাঠান্তর ঘোটা) পূগী, পূগ, গুবাক ও ক্রমুক, এইগুলি সুপারীর পর্য্যায়। ইহার ফলকে পূগীফল ও উদ্বেগ কহা যায়। সুপারী—গুরু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কষায়, কফপিত্ত-নাশক, মোহকর, অগ্নিদীপক, রুচিপ্রদ এবং মুখের বিরসতানাশক। কাঁচা সরস সুপারী গুরুপাক, অভিষ্যন্দী, অগ্নিনাশক ও দৃষ্টিহর। স্বিন্ন সুপারী ত্রিদোষপ্রশমক। যে সুপারীর মধ্যভাগ দৃঢ়, তাহাই উৎকৃষ্ট ॥ ৪৭—৪৯

তাল (২)—তাল, লেখ্যপত্র, তৃণরাজ ও মহোন্নত এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। পক্কতালফল-পিত্তরক্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক, দুর্জ্জর, বহুমূত্রকর, তন্দ্রা-অভিষ্যন্দ ও শুক্রপ্রদ। তরুণ তালমজ্জা—কিঞ্চিৎ মত্ততাজনক, লঘু, শ্লেষ্মকর, বাতপিত্তঘ্ন, সস্নেহ-মধুর ও সারক। (তালমজ্জা—অর্থাৎ তালফল বীজ মজ্জা)॥ ৫০। ৫১

তাড়ী—তালের নূতন রস অতীব মদকারক। তালরস অম্লীভূত হইলে তাহা পিত্তকর ও বাতদোষ-হর হইয়া থাকে ॥ ৫২

বেল (৩)—বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর ও শ্রীফল এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। কচি বিল্বফলকে বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেশিকা কহা যায়। বিল্বপেশিকা—মলসংগ্রাহক এবং কফ-বাত-আম ও শূলনাশক। তন্ত্রান্তর বচন—বাল-বিল্বফল—মল-সংগ্রাহী, অগ্নিদীপক, পাচক, কটু-কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ ও বাতশ্লেষ্মনাশক। পক্ক-বিল্ব-ফল—গুরুপাক, ত্রিদোষজনক, দুর্জ্জর, পূতিবায়ুকর, বিদাহী, বিষ্টম্ভকর, মধুর ও অগ্নিমান্দ্যকারক। বিল্বফল ভিন্ন অন্য সকল ফলেরই পরিপক্কফল অধিক গুণকর, কিন্তু বিল্ব সেরূপ নহে, উহার অপক্ক (কচি) ফলই অধিক গুণকর। দ্রাক্ষা বিল্ব ও হরীতকী প্রভৃতির ফল শুষ্ক হইলেই অধিক গুণকর হইয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৭

কয়েতবেল (৪)—কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল ও দন্তশঠ এইগুলি কয়েতবেলের পর্য্যায়। কাঁচা কয়েতবেল—মলসংগ্রাহক, কষায়-রস, লঘু ও লেখন। পাকা কয়েতবেল—গুরু, তৃষ্ণা, হিক্কা, বাতপিত্ত প্রশমক, অম্লকষায়রস, কণ্ঠ শোধক, মলসংগ্রাহক ও দুর্জ্জর ॥ ৫৮। ৫৯

নারঙ্গফল—(৫) নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বক্‌সুগন্ধ ও মুখপ্রিয় এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। নারঙ্গ—মধুরাম্লরস, মুখরোচক ও বাতনাশক। আর এক প্রকার নারঙ্গ আছে, তাহা অম্লরস, অত্যুষ্ণবীর্য্য, দুর্জ্জর, বাতনাশক ও সারক ॥ ৬০

তিন্দুক (৬)—(গাব) তিন্দুক, স্ফূর্জ্জক, কাল-স্কন্ধ ও অসিতকারক এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। কাঁচা-তিন্দুক—মলসংগ্রাহক, বাতজনক, শীতল ও

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। সুপারীকে হিন্দুস্থানে ও উৎকলে গুয়া ও সুপারী ছোটী এবং মহারাষ্ট্রে সুপারী; গুজরাটে শোপারী; কর্ণাটে অটকেয়-হেসরুবৃক্ষ; তৈলঙ্গে পোকাকায়া; আরবীতে ফোফিল ও ফারসীতে পোপিল বলে। ইংরাজীতে Betel nut Palm. ল্যাটীনে Arecacatechu. ইহার ডাক্তারী নাম Betelnut tree. বিটেলনট্‌ট্রী।

(২) দেশভেদে নামভেদ ;—তালের নাম হিন্দুস্থানে তাল ও তাড় ; উৎকলে তাড় ; গুর্জ্জরে তাড় ; তামিলে পনম; মহারাষ্ট্রে তাড়, কাংটেতাড়; গুজরাটে তাড়; ফারসীতে তাল ; আরবীতে তার। ইংরাজীতে Palmyra palm. ডাক্তারী নাম The Palmyra tree, দি পামাইরা ট্রি।

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—বেলকে হিন্দুস্থানে বেল; মহারাষ্ট্রে বেলফল্ল, বেলবৃক্ষ; গুজরাটে বিলোবিলু; কর্ণাটে বেললু ; তৈলঙ্গে মারেডীপন্দুবিল্ব ও তামিলে বিল্বপাঝাম বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Aragle Marmelos আরগল মারমেলস।

(৪) দেশভেদে নামভেদ—কয়েতবেলকে হিন্দুস্থানে কৈথ ; মহারাষ্ট্রে কবিঠ ; কর্ণাটে বেললু; তৈলঙ্গে এলাঙ্গাকায়া,বেলগচেট্টু; গুজরাটে কোণ্ট, কাঠ, কোঠবড়ী বলে। ইংরাজীতে Wood apple. ElePhant apple. ডাক্তারী নাম Feronia Elephantinum. ফেরোনিয়া এলিফ্যাণ্টিনাম্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ।—নারঙ্গী লেবুর নাম হিন্দুস্থানে নারঙ্গ; মহারাষ্ট্রে নারিঙ্গ: গুজরাটে নারঙ্গীলিম্বু ; কর্ণাটে মাধবলা ; তৈলঙ্গে দয়াকায়া, গংজনিম্ব ; তামিলে কিচিলি ; উৎকলে নারিঙ্গী ; আরবীতে ও ফারসীতে নারঞ্জ ; ল্যাটিনে Citrus aurantium. ইংরাজী নাম Orange.

(৬) দেশভেদে নামভেদ ;—গাবকে হিন্দুস্থানে তেন্দু; মহারাষ্ট্রে টেংভূর্ণী, আপন ; কর্ণাটে কুংবুরু; তৈলঙ্গে তমিক্ ; তামিলে তুম্বিক ; বোম্বাইয়ে তিম্বোরী ; গুজরাটে টিংবরবো ; ফারসীতে অবনুস্‌ঝাড় বলে। ইংরাজীতে Ebony. ডাক্তারী নাম

লঘু। পাকা-তিন্দুক—পিত্ত-প্রমেহ-রক্তদুষ্টি ও শ্লেষ্মঘ্ন, মধুর ও গুরু ॥ ৬১

কুপীলু (১)—(যাহার ফল কুঁচিলা নামে প্রসিদ্ধ।) তিন্দুক, জলদ, দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কাকতিন্দুক, কাকপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু ও মর্কটতিন্দুক এইগুলি কুপীলুর পর্য্যায়। কুপীলু—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বাতজনক, মত্ততাকারক, লঘু, অত্যন্ত বেদনানিবারক, মলসংগ্রাহক এবং কফ-পিত্ত-রক্ত-নাশক ॥ ৬২।৬৩

রাজজম্বূ (২)—(বড়জাম) ফলেন্দ্রা, নন্দ, রাজজম্বূ, মহাফলা, সুরভিপত্রা ও মহাজম্বূ, এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। রাজজম্বূফল—স্বাদু, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রোচক ॥ ৬৪

ক্ষুদ্রজাম বা বনজাম (৩)—হ্রস্বপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা এইগুলি ক্ষুদ্রজামের পর্য্যায়। ক্ষুদ্রজাম—মলসংগ্রাহক, রুক্ষ এবং কফ-পিত্ত-রক্ত ও দাহনাশক ॥ ৬৫

কুল (৪)—কর্কন্ধু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয়লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। কর্কন্ধু. বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল. ঘোণ্টা এইগুলি কোলের ; সৌবীর ও বদর, এই দুইটী বড় কুলের ও অজপ্রিয়া, কুহা, কোলি ও বিষমোভয়কণ্টকা এইগুলি শেয়াকুলের পর্য্যায় ॥ ৬৬

কুলবিশেষের লক্ষণ ও গুণ—যে কুল বড় এবং পচ্যমান অবস্থায় সুমধুর, তাহার নাম সৌবীর। সৌবীরকুল—শীতবীর্য্য, ভেদক, গুরুপাক শুক্রজনক, বৃংহণ এবং পিত্ত-দাহ-রক্ত-ক্ষয় ও তৃষ্ণাপ্রশমক। যে কুল সৌবীর অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং সুপক্ক হইলে মধুররস হয়, তাহা কোল নামে অভিহিত। কোল—মলসংগ্রাহক, রুচিপ্রদ, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, কফপিত্তকারক, গুরু ও সারক। যে কুল অতি ক্ষুদ্র, তাহা কর্কন্ধু অর্থাৎ শেয়াকুল নামে কথিত। কর্কন্ধু—অম্লকষায় এবং অল্প মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরু, তিক্ত ও বাতপিত্তনাশক। সকল কুলই শুষ্ক করিয়া খাইলে তাহা ভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক এবং তৃষ্ণা-ক্লান্তি ও রক্তদুষ্টি নাশক হইয়া থাকে ॥ ৬৭—৭১

পানি-আমলা(৫)—প্রাচীনামলককে লোকে পানীয়ামলক বলিয়া বর্ণন করেন। পানি-আমলা—ত্রিদোষনাশক ও জ্বরঘ্ন ॥ ৭২

লবলী (৬)—(নোয়াড়) সুগন্ধমূলা, লবলী, পাণ্ডু ও কোমলবল্কলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। লবলীফল—রক্তার্শঃ ও কফপিত্তহর, গুরুপাক, বিশদ, রোচক, রুক্ষ এবং স্বাদু-অম্ল-কষায়রস ॥ ৭৩

করমর্দ্দ (৭)—(করম্চা) করমর্দ্দ, সুষেণ, কৃষ্ণপাকফল এইগুলি করম্চার পর্য্যায়। করম্চা দ্বিবিধ, এক প্রকারের ফল বড়, অপর প্রকারের ফল ছোট। যাহার ফল ছোট, তাহাকে করমর্দ্দিকা

Diosphyros glatinosa. ডিয়স্পাইরস গ্লুটিনোসা।

(১) দেশভেদে নামভেদ।—কুঁচিলার নাম হিন্দুস্থানে বিষতেন্দ, কুচলা ; তৈলঙ্গে মুংষ্টিগিঞ্জা; গুজরাটে ঝেরকোচলাং; মহারাষ্ট্রে কাজরা, কারস্কার, কুচলা ; কর্ণাটে কাঞ্জিবার ; ফারসীতে ইফারাকী ; আরবীতে কাতিলুল্‌কল্ব ফলূজমাহী। ইংরাজীতে Poison nut. ল্যাটিন নাম Strychnos nuxvomica, ষ্ট্রীক্‌নাস্ নক্সভোমিকা।

(২) দেশভেদে নামভেদ।—বড় জামের নাম হিন্দুস্থানে জামুন, বড়ীজামুন ; মহারাষ্ট্রে থোর জাম্বূল, নদীজাম্বূল ; কোঙ্কণ দেশে রাজিলে ; গুজরাটে রাজজাম্বু, রাবণাং, বেলরোপাজম্বূ; কর্ণাটে নিরলু; তৈলঙ্গে নীরনেরডিং; ইংরাজীতে Jambir tree. ল্যাটীনে Eugenia Jambolana.

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—ছোটজামের হিন্দীনাম জামুনী, ছোটীজামুন ও বনজামুনী।

(৪) দেশভেদে নামভেদ।—কুলের নাম হিন্দুস্থানে বেরীকা পেড, বের, ছোটে বের; তৈলঙ্গে রেগুচেট্টু, রংঘ ; উৎকলে কুড়ি ; বোম্বায়ে বোর এবং তামিলে রেয়ন্তি ; মহারাষ্ট্রে বোরীচেংঝাড়, বোর ; গুজরাটে মোটীবোরডী ; কর্ণাটে যেরলু ; ফারসীতে কুনার; আরবীতে সীদরনবংক ; ইংরাজীতে Jujob. Pium. ডাক্তারী নাম Fruit of the jujube. ফ্রুট অব দি জুজুবি।

(৫) দেশভেদে নামভেদ।—পানীআমলার নাম হিন্দুস্থানে পানীআমলা ; মহারাষ্ট্রে পাণআম্বলে ; গুজরাটে পাণি আম্বলা ; ইংরাজীতে Flacourtia Cataphracta.

(৬) দেশভেদে নামভেদ।—নোয়াড়ের নাম হিন্দুস্থানে হরফারেবড়ী ; মহারাষ্ট্রে কাথআম্বল্লা; গুজরাটে খাটীআম্বলী। ল্যাটিনে Ciccodisticha.

(৭) দেশভেদে নামভেদ।—করম্চাকে হিন্দীতে করোন্দা, করৌন্দী ; মহারাষ্ট্রে করবন্দী; কর্ণাটে করিজিগে ; গুজরাটে করমদী, করমদাং;

বলে। উভয়বিধ করমচাই কাঁচা অবস্থায় অম্লরস, গুরুপাক, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর এবং রক্তপিত্তকফপ্রদ। পক্ক অবস্থায় মধুররস, রুচিজনক, লঘুপাক এবং বাতপিত্তনাশক ॥ ৭৪। ৭৫

পিয়াল (১)—প্রিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু ও ধনুষ্পট, এইগুলি পিয়ালের পর্য্যায়। পিয়াল—পিত্ত-কফ-রক্তনাশক। পিয়ালের ফল—মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক এবং বাতপিত্ত-তৃষ্ণা-দাহ ও জ্বরনাশক। পিয়ালের মজ্জা—মধুর, বৃষ্য, বাতপিত্তহর, হৃদ্য, অতিদুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী ও আমবৰ্দ্ধক ॥ ৭৬-৭৮

ক্ষীরিকা (২)—(ক্ষীরুই) রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজন্যা ও ক্ষীরিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ক্ষীরিকার ফল—বৃষ্য, বলকর, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরুপাক এবং তৃষ্ণা-মূর্চ্ছা মদ-ভ্রান্তি-ক্ষয়-ত্রিদোষ ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥ ৭৯

বিকঙ্কত (৩)—(বঁইচ) বিকঙ্কত, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী ও ব্যাঘ্রপাৎ এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। বিকঙ্কত ফল—পক্ক বস্থায় মধুর ও ত্রিদোষ নাশক হয় ॥ ৮০

পদ্মবীজ (৪)—পদ্মবীজ, পদ্মাক্ষ, গালোড্য, পদ্মকর্কটী এইগুলি পদ্মবীজের পর্য্যায়। ইহা শীতবীর্য্য, স্বাদু-কষায়-তিক্তরস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভতা-কারক, বৃষ্য, রুক্ষ, গর্ভসংস্থাপক, কফবাতকর, বলবৰ্দ্ধক, গ্রাহী এবং পিত্তরক্ত ও দাহ নাশক ॥ ৮১। ৮২

মাখানা (৫)—মখান্ন অর্থাৎ মাখানা দেখিতে পদ্মবীজাভ, ইহা পানীয় ফল নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার গুণও পদ্মবীজের গুণের তুল্য জানিবে ॥ ৮৩

শিঙ্গেড়া বা পানিফল (৬)—শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল এই তিনটি শিঙ্গেড়ার পর্য্যায়। শিঙ্গেড়া—শীতবীর্য্য, স্বাদু-কষায়, গুরুপাক, বৃষ্য, মলসংগ্রাহক, শুক্র-বাত ও শ্লেষ্মকর এবং পিত্ত-রক্ত ও দাহ নাশক ॥ ৮৪

কুমুদবীজ (৭)—(ভেট) কুমুদবীজকে পণ্ডিতগণ কৈরবিণীফল কহেন। কুমুদবীজ—স্বাদু, রুক্ষ, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক ॥ ৮৫

মৌওয়া ও জল মৌওয়া (৮)—মধূক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুস্রব, বানপ্রস্থ ও মধূলল, এইগুলি মৌওয়ার পর্য্যায়। জল মৌওয়াকে মধূলক কহে। মধূকপুষ্প—মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরু, বৃংহণ, বলকর, শুক্রজনক এবং বাতপিত্ত

তৈলঙ্গে বাকা, প্যারকচেট্ট বলে। ইংরাজীতে Jasmine flowered carisa. ল্যাটীন নাম Carissa corandas.

(১) দেশভেদে নামভেদ।—পিয়ালের নাম হিন্দুস্থানে নিয়েবেরু, চিরোংজা; মহারাষ্ট্রে চারোল্লী, চারবৃক্ষবীজ; পঞ্জাবে চিরোলী; উৎকলে চরু; তামিলে কাটমরা; গুজরাটে চারোলা; কর্ণাটে চারবীজ; তৈলঙ্গে সারুপপু; ফারসীতে বুকলেথাজা; আরবীতে হবুস্‌সমানা। ডাক্তারী নাম Buchanania Latrifolia. বুচানিয়া ল্যাটিফোলিয়া।

(২) দেশভেদে নামভেদ।—ক্ষীরুইকে হিন্দীতে খিন্নী, খিরণী; মহারাষ্ট্রে খিরণী ও রেবণে; বোম্বায়ে কেণা; গুজরাটে রায়ণ; কর্ণাটে খেণে মারিলে; তামিলে পল্ল এবং গুর্জ্জরে খিরণী বলে। ডাক্তারী নাম Mimousops hexaubra. মাইমন্‌সোপস্ হেক্সান্‌ব্রা।

(৩) দেশভেদ নামভেদ।—বৈঁচীকে হিন্দীতে কংটাঙ্গী, কিঙ্কিণী ও বঞ্জ; মহারাষ্ট্রে গুলঘোণ্টী, বেহকল্ল; কর্ণাটে হনুমাণিকা মালেগু; তৈলঙ্গে কানবেগুচেট্টু; উৎকলে বইচকুড়ি ও পঞ্জাবে কুকোয়া; গুজরাটে বিকলো বলে। ডাক্তারী নাম Fiacoutria romo itchi. ফ্ল্যাকোরসিয়া রোমনটচী।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। পদ্মবীজকে হিন্দীতে কমলগট্টা; মহারাষ্ট্রে কমলাক্ষ; গুজরাটে কমলকাকড়ী; কর্ণাটে পদ্মাক্ষ; তৈলঙ্গে তামরকাড়া ও আরবীতে বালকেকুবতি বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ।—মাখনার নাম হিন্দুস্থানে মথানা; মহারাষ্ট্রে মথাণে; গুজরাটে মথানা; ল্যাটীনে Euryeli feroz.

(৬) দেশভেদে নামভেদ।—পানীফলের নাম হিন্দীতে সিংঘাড়ে; তৈলঙ্গে পরিকেগড্ডু; মহারাষ্ট্রে শিঙ্গাড়ে; গুজরাটে শিগোড়াং; কর্ণাটে সিংঘাড়ে; ফারসীতে সুরঞ্জান; ইংরাজীতে Water calteof. ডাক্তারী নাম Trapabispinosa. ট্রাপাবিস্‌পিনোসা।

(৭) দেশভেদে নামভেদ।—কুমুদ বীজের হিন্দী নাম ভেটবেরা।

(৮) দেশভেদে নামভেদ।—মৌলকে হিন্দীতে মহুবা ও জলমহুবা; তামিলে কটইল্লুপি; তৈলঙ্গে ইপ্প, পিন্না ও বোম্বায়ে মোহা; মহারাষ্ট্রে

নাশক। মধুকের ফল—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, স্বাদুরস, শুক্রজনক, বাতপিত্ত নাশক, অহৃদ্য এবং তৃষ্ণা-রক্ত-দাহ-শ্বাস-ক্ষত ও ক্ষয় নিবারক॥ ৮৬-৮৮

ফল্‌সা (১)—পরূষক, পরূব, অল্পাস্থি ও পরাপর, এইগুলি ফল্‌সার পর্য্যায়। ইহা অপক্কাবস্থায় কষায়াম্লরস, পিত্তকর ও লঘু। পক্কাবস্থায় মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভতাজনক, বৃংহণ, হৃদ্য এবং পিত্ত-দাহ-রক্ত-জ্বর-ক্ষয় ও বায়ু নাশক॥ ৮৯। ৯০

তূঁদ (২)—(তূত বা তূদ) তূল, পূগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু এইগুলি তূঁদের পর্য্যায়। পক্ক তূদ-গুরু, স্বাদু, শীতবীর্য্য ও বাতপিত্ত নাশক। অপক্ক তূদও গুরু, সারক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য ও রক্তপিত্তজনক॥৯১

দাড়িম (৩)—দাড়িম, করক, দন্তবীজ ও লোহিতপুষ্পক এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। দাড়িম ফল ত্রিবিধ ; যথা মধুরদাড়িম, মধুরাম্ল দাড়িম ও অম্ল দাড়িম। মধুরদাড়িম-ত্রিদোষঘ্ন, তৃষ্ণা-দাহ-জ্বর-হৃদ্রোগ-কণ্ঠরোগ ও মুখরোগ নাশক, তৃপ্তিজনক, শুক্রপ্রদ, লঘুপাক, কষায়ানুরস, মলসংগ্রাহক, স্নিগ্ধ, মেধা ও বলকর। মধুরাম্লদাড়িম—অগ্নিদীপক, রুচিজনক, কিঞ্চিৎ পিত্তকারক ও লঘুপাক। অম্লদাড়িম—পিত্তজনক, অম্লরস ও বাতশ্লেষ্ম নাশক॥ ৯২—৯৪

বহুবার (৪)—(চালিতা) বহুবার, শীত, উদ্দাল, বহুবারক, শেলু, শ্লেষ্মাতক, পিচ্ছিল ও ভূতবৃক্ষ, এইগুলি চালিতার পর্য্যায়। চালিতা—বিস্ফোট্র-বিষ-ব্রণ-বীসর্প ও কুষ্ঠ নাশক, মধুর-কষায়-তিক্তরস, কেশহিত এবং কফপিত্ত নাশক। অপক্ক চালিতা ফল—বিষ্টম্ভি রুক্ষ ও পিত্ত-কফ ও রক্তপ্রশমক। পক্ক চালিতা ফল—মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক॥ ৯৫—৯৭

কতক (৫)—(নির্ম্মলীফল) পয়ঃপ্রসাদি, কতক, কত ও কান্তফল এইগুলি নির্ম্মলীফলের পর্য্যায়। নির্ম্মলীফল—নেত্রহিত, জলনির্ম্মলকারক, বাতশ্লেষ্মহর, শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-রস ও গুরু॥ ৯৮

দ্রাক্ষা (৬)—(কিস্‌মিস্‌ মুনক্কা প্রভৃতি) দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহুরা ও গোস্তনী এইগুলি দ্রাক্ষার পর্য্যায়। পক্কদ্রাক্ষা-সারক, শীতবীর্য্য, নেত্রহিত, বৃংহণ, গুরু, স্বাদুরস ও স্বাদুপাক, স্বরহিত, কষায়, মলমূত্র নিঃসারক,

---

মোহাচা বৃক্ষ, মোহবৃক্ষ, জলমোহা ; গুজরাটে মহুড়ো, জলমহুড়ো ; কর্ণাটে মহুইপ্পে, জলমহ্বে, তোরেইপ্পে, ঘরড়ুইপ্পে; ফারসীতে চকাং; ইংরাজীতে Elloopatree. বলে। ডাক্তারী নাম Bassia latifolia. ব্যাসিয়া লাটিফোলিয়া।

(১) দেশভেদে নামভেদ।—ফল্‌সার নাম হিন্দুস্থানে ফালসা ও পরুষা ; মহারাষ্ট্রে ফালসা; কর্ণাটে বেট্টহা, দাগলি; তৈলঙ্গে পুটিকী ; গুজরাটে ধ্রামণ; ফারসীতে পালসা ; আরবীতে ফালসা ; ইংরাজীতে Asiatic Grewia. ডাক্তারী নাম Zcarpus grantum. কার্পাস গ্র্যাণ্টাম্‌।

(২) দেশভেদে নামভেদ। তূতকে হিন্দীতে সহতূত, তূত; মহারাষ্ট্রে তূতেং ও বঙ্গরলি; তৈলঙ্গে কম্বলিচেট্টু ; তামিলে মমুক্টইচেড়ি, কোকণে তূতীচীং ফল্লেং; গুজরাটে শেতূত, তূত ; ফারসীতে শাহতূত, তূততূর্শ, তূতশীরি; আরবীতে তূতহামীজ, তূত, তূতহুলূ ; ইংরাজীতে Mulberics. বলে। ডাক্তারী নাম Morus indica. মোরস্‌ ইণ্ডিকা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। দাড়িমের নাম হিন্দীতে আনার, অনার; মহারাষ্ট্রে দাড়িম, ডাল্লিম্ব; কর্ণাটে দালিম্ব ; তৈলঙ্গে ডানিম্মচেট্টু ; উৎকলে দালিম্ব; তামিলে মাদলই চেহেড্ডি; গুর্জ্জরে ডালম; গুজরাটে দাড়য়ম; ফারসীতে অনার, তুরস, আনারসীরী; আরবীতে রুমানহামীজ রুমালহুলু। ডাক্তারী নাম Punica gramatum. পিউনিকা গ্র্যামেটম্‌। ইংরাজীতে Pomegranate.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। চাল্‌তার নাম হিন্দুস্থানে লিসোড়া, লভেরা; বোম্বায়ে ভোক্কির; মহারাষ্ট্রে ভোক্কর, শেল্লবণ্ট, ভো করী, গোংধনী ; গুজরাটে গুন্দোমোটো, গুংদীনাংনী ; কর্ণাটে চেলু গোন্দিণী; তৈলঙ্গে নাকেরু, নুককেরু ; উৎকলে অড়; তামিলে বিড়ি; আরবীতে সেফিস্তান্‌ দবক ও ফারসীতে সিপিস্তান্‌। ইংরাজীতে Narrow leaved Sepi tum. ডাক্তারী নাম Cordia myxa. কর্ডিয়া মিক্‌সা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। নির্ম্মলীফলের নাম হিন্দুস্থানে নির্ম্মলীফল, পায়পসারী; মহারাষ্ট্রে নিবলীচ্যা বিয়া, গজরা, চিহ্লার; কর্ণাটে চীলু ও চিল্লীকাপি ; গুজরাটে নির্ম্মলী, ইংরাজীতে Aunt which clears water. ল্যাটীনে Strychinos potatarum.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। দ্রাক্ষার নাম হিন্দীতে দাখ ও অঙ্গুর, কালীদাখ, কিস্‌মিস্‌ ; মহারাষ্ট্রে কাল্লেং দ্রাক্ষ ; তৈলঙ্গে দ্রাক্ষা, পোণ্ডু,

কোষ্ঠবাতকারক, বৃষ্য, কফ পুষ্টি ও রুচিপ্রদ এবং ইহা তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিত্তরক্ত, মূর্চ্ছা, দাহ, শোষ ও মদাত্যয় নাশ করে। অপক্কদ্রাক্ষা, পক্কদ্রাক্ষা অপেক্ষা স্বল্পগুণ ; ইহা গুরুপাক, অম্লরস ও রক্তপিত্তজনক; গোস্তনী দ্রাক্ষা—বৃষ্য গুরুপাক এবং কফপিত্ত নাশক। অন্য একপ্রকার দ্রাক্ষা আছে, তাহা অবীজ ও ক্ষুদ্রাকৃতি, গুণসম্বন্ধে তাহা, গোস্তনী দ্রাক্ষারই তুল্য। আর একপ্রকার দ্রাক্ষা পর্ব্বতে জন্মে, তাহা লঘুপাক, অম্লরস এবং শ্লেষ্মা ও অম্লপিত্ত-জনক। করমর্দ্দিকা নামক অন্য একপ্রকার দ্রাক্ষা আছে, তাহা এই পর্ব্বতজা দ্রাক্ষারই সদৃশী।

টীকা। গোস্তনী, ইহা মুনক্কা নামে প্রসিদ্ধ। অবীজা অর্থাৎ অল্প বীজ বিশিষ্ট, ইহা কিস্‌মিস নামে খ্যাত। পর্ব্বতজা দ্রাক্ষা পহারী নামে খ্যাত। করমর্দ্দিকা দ্রাক্ষা করৌন্দী নামে খ্যাত ॥ ৯৯—১০৪

ক্ষুদ্র খর্জ্জুর পিণ্ডখর্জ্জুর ও ছোহারা (১)—ভূমিখর্জ্জূরিকা, স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, কাককর্কটী ও স্বাদুমস্তকা, এইগুলি ক্ষুদ্র খর্জ্জূরের নামান্তর। অন্য একপ্রকার খর্জ্জূর আছে, তাহাকে পিণ্ডখর্জ্জূর বলে। পিণ্ডখর্জ্জূর পশ্চিমদেশে জন্মে, দেখিতে গোস্তনাকার, এই খর্জ্জূর অন্য দ্বীপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। পশ্চিমদেশে আর একপ্রকার খর্জ্জূর জন্মে, তাহা ছোহারা নামে খ্যাত। এই ত্রিবিধ খর্জ্জূরই শীতবীর্য্য, মধুররস ও মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, হৃদ্য, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, রক্তপিত্তঘ্ন, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রপ্রদ, কোষ্ঠবায়ু প্রশমক, বলকর এবং বমি-বাত-কফ-জ্বর-অতিসার-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাস-শ্বাস-মদ-মূর্চ্ছা-বাতপিত্ত মদ্যজাত রোগ নাশক। পিণ্ডখর্জ্জূর ও ছোহারা অপেক্ষা ক্ষুদ্রখর্জ্জূর কিছু গুণহীন জানিবে। খর্জ্জূরবৃক্ষের রস—মত্ততাকারক, পিত্তজনক, বাতশ্লেষ্মনাশক, রোচক, অগ্নিদীপক এবং বল ও শুক্রকারক ॥ ১০৫—১১১

সুলেমানি—(পিণ্ডখর্জ্জূর ভেদ) সুলেমানী, মৃদুলা ও দলহীনফলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। সুলেমানী—শ্রান্তি-ভ্রান্তি-দাহ-মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তনাশক ॥ ১১২

বাদাম (২)—বাতাদ, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল এইগুলি বাদামের পর্য্যায়। বাদাম—উষ্ণবীর্য্য, সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, শুক্রপ্রদ ও গুরু। বাদামের মজ্জা (শাঁস)—মধুররস, বৃষ্য, বাতপিত্তহর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কফকর। ইহা রক্তপিত্ত রোগিগণের হিতকর নহে ॥ ১১৩। ১১৪

সেউ (৩)—মুষ্টিপ্রমাণ বদর সেব ও সিবিতিকাফল এই নামে সেউফল প্রসিদ্ধ। সেউ—বাতপিত্তঘ্ন, বৃংহণ, কফকারক, গুরু, মধুররস ও মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, রোচক ও শুক্রবর্দ্ধক ॥১১৫

অমৃতফল (৪)—(বদক্‌সান ও কাবুল প্রভৃতি দেশে ইহা নাসপাতী নামে প্রসিদ্ধ)। নাসপাতী—লঘু-পাক, বৃষ্য, সুস্বাদু ও ত্রিদোষনাশক। মুদ্গলদিগের (মোগলদিগের) দেশে এই ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ॥ ১১৬

পীলু (৫)—পীলু, গুলফল (গুড়ফল), স্রংসী ও শীতফল এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। পীলু—বাত-

---

কিসিমিসি ও দ্রাক্ষচেট্টু ; তামিলে কোড়িমণ্ডিরিপ্পঝাম ; গুজরাটে ধরাখ ; কর্ণাটে বেড়গণদ্রাক্ষে ; ফারসীতে অংগূর, মুনক্কা, দানেমবীজ ; আরবীতে কীসমীস, এনব্‌জবীব ; ইংরাজীতে Grape. ডাক্তারী নাম Vitis vinifera. ভাইটিস্ ভিনিফেরা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে খেজূরকে খজূর, পিণ্ডখজূর, ছুহারা; মহারাষ্ট্রে শিন্দী খজূরী; কর্ণাটে ইঞ্চিলু, সিংহইংচিলু, করীইংচিলু; গুজরাটে খজূরী, খারক, খজূর; তৈলঙ্গে ইংটাচেট্ট., খজুরপুপংডু, ফারসীতে তমররুতর ; আরবীতে খুর্মাতর, খুর্মাখুষ্ক বলে। ইংরাজীতে Date Palm. ল্যাটিন নাম Phœnix montena.

(২) দেশভেদে নামভেদ। বাদামকে হিন্দুস্থানে বদাম মীঠে, বদাম কডবে ; বোম্বায়ে জংলিবাদাম; তৈলঙ্গে বেদম; তামিলে নটবডুম; মহারাষ্ট্রে বাদাম গোড়ে, বাদাম কডু ; গুজরাটে বদামমীঠী, বদাম কড়বী ; আরবীতে লোজলহলু ; ফারসীতে বদামশীরী বলে। ইংরাজীতে Sweet almond. ডাক্তারী নাম The Almond. দি এলমণ্ড।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। সেউফলের নাম হিন্দুস্থানে সেব; মহারাষ্ট্রে মোঠেং বোর ; গুজরাটে শেব; ফারসীতে সেব; আরবীতে তুফাহ; ইংরাজীতে Apple. ল্যাটীনে Pyrus malus.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ন্যাসপাতিকে পঞ্জাবে নাক বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। পীলুর নাম হিন্দীতে পীলু, বড়াপিলু; মহারাষ্ট্রে লঘু পিলু; তৈলঙ্গে গোলু-

শ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তকর, ভেদক ও গুল্মনাশক। যে পীলু স্বাদু তিক্ত-রস, তাহা নাত্যুষ্ণ ও ত্রিদোষঘ্ন ॥ ১১৭

আখ্‌রোট্ (১)—শৈলজাতঃপীলু, অক্ষোট (আখ্‌রোট) ও কর্পরাল নামে অভিহিত। আখ্‌রোট্—বাদামের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ইহা কফপিত্তকারক ॥ ১১৮

বিজৌরঃ (২)—(টাবালেবু) বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ফলপূরক এইগুলি টাবালেবুর পর্য্যায়। টাবালেবু—সুস্বাদু, অম্লরস, অগ্নিদীপক, লঘু, কণ্ঠ-জিহ্বা ও হৃদয়ের শুদ্ধিকর, হৃদ্য এবং রক্তপিত্ত-শ্বাস-কাস-অরুচি ও তৃষ্ণানাশক ॥ ১১৯। ১২০

বিজৌরাভেদ মধুকাকড়ি (৩)—(টাবালেবু বিশেষ) আর একপ্রকার বীজপূর আছে, তাহা মধুর ও মধুকর্কটী নামে কথিত। মধুকর্কটী—স্বাদু, রোচক, শীতবীর্য্য, গুরু এবং রক্ত-পিত্ত-ক্ষয়-শ্বাস-কাস-হিক্কা ও ভ্রমনাশক ॥ ১২১

জম্বীরদ্বয় (৪)—(জম্বীর ও স্বল্প জম্বীর) জম্বীর, দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর ও জম্ভল এইগুলি জম্বীরের নাম। জম্বীর (গোঁড়ালেবু বা জামীর)—উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অম্লরস এবং বাতবিবদ্ধতা-শ্লেষ্মবিবদ্ধতা-শূল-কাস-কফোৎক্লেশ-বমি-তৃষ্ণা-আমদোষ-মুখবৈরস্য-হৃৎপীড়া-অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমিনাশক। স্বল্পজম্বীরও এইরূপ গুণসম্পন্ন। ইহা—তৃষ্ণা ও বমিনিবারক ॥ ১২২।১২৩

নীম্বু (৫)—(পাতী বা কাগজী লেবু) নিম্বূ, নিম্বুক ও নিম্বূক ইহারা একার্থবোধক শব্দ। নিম্বূ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, নিম্বুক বা নিম্বূক শব্দ ক্লীবলীঙ্গ জানিবে। ইহা—অম্লরস, বাতঘ্ন, অগ্নিদীপক, পাচক ও লঘু। অন্যবচন যথা—নিম্বুক—ক্রিমিসমূহনাশক, তীক্ষ্ণ, অম্ল ও উদরগ্রহ (উদর ব্যথা) প্রশমক। ইহা বাত-পিত্ত-কফজনিত শূলরোগীদিগের হিতকর। যাহারা কষ্টরুচি বা নষ্টরুচি, তাহাদের পক্ষে ইহা পরম রোচক। ত্রিদোষ অগ্নিনাশ ও বাতরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের এবং বিষ-বিহ্বল ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ইহা প্রদেয়। অগ্নিমান্দ্যে বদ্ধগুদরোগে ও বিসূচিকায় নিম্বুক প্রযোজ্য ॥ ১২৪—১২৬

মিষ্টনিম্বূ (মিষ্টলেবু) মিষ্টলেবু—সুস্বাদু, গুরু, বাতপিত্তনাশক, গরজনিতরোগ ও বিষপ্রশমক, কফের উৎক্লেশক, রক্তদুষ্টনিবারক, শোষ-অরুচি-তৃষ্ণা ও বমিহারক, বলকারক ও বৃংহণ ॥ ১২৭

কামরাঙ্গা (৬)—কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ল ও রুজাকর এইগুলি কামরাঙ্গার পর্য্যায়। কর্ম্মরঙ্গ

গুচেট্টু ও পিন্নবরগোণ্ড; বোম্বায়ে ককৃহন ; তামিলে কোকু ; গুজরাটে খারীজাল্য, মোটীজাল্য; কর্ণাটে দোড়্‌পীলু; ফারসীতে দর্খতে মিস্বাক ; আরবীতে ঈরাক ; ইংরাজীতে Mustard tree of scripture. ল্যাটীনে Salvabora persica. ডাক্তারী নাম Tooth brush Tree, টুথ ব্রস্‌ট্রি।

(১) দেশভেদে নামভেদ। আখ্‌রোট্‌কে হিন্দীতে অখ্‌রোট; মহারাষ্ট্রে অক্রোড ; গুজরাটে অখোড় ; দাক্ষিণাত্যে উব্বকাঙ্গি; কর্ণাটে আখোট ; ফারসীতে চার্ত্তগজ; আরবীতে জোঝঅক্রুপম্ মগজ বলে। ইংরাজীতে Walnut. ল্যাটিনে Aleuriter triloba.

(২) দেশভেদে নামভেদ। টাবালেবুর নাম হিন্দীতে বীজোরা নীবু; মহারাষ্ট্রে মহাল্লুঙ্গ; গুজরাটে বীজোরুলিংবু; কর্ণাটে মাধবলা ; তৈলঙ্গে দবাকায়া মাধোফলপুচেট্টু ; উৎকলে কলংবা, ফারসীতে তুরংজ ; আরবীতে উতরংজ ; ইংরাজীতে Citrus. ডাক্তারী নাম The citran. দি সাইট্র্যান্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে মধুকাকড়ী ও মউঙ্কুটী বলে। ডাক্তারী নাম Citrus acida, সাইট্রস্ এসিডা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। গোঁড়ালেবুর নাম হিন্দীতে নীবু, জম্ভারীনীবু ; মহারাষ্ট্রে লঘুঙ্গঈড়লিংবু, সাখরলিম্বু ; কর্ণাটে কচিলে, কনিলে ; তৈলঙ্গে জংভিরং, নিম্মপড়ু ; গুজরাটে দোড়িঙ্গালিংবু ; ফারসীতে লিমুনেতুশ, লিমুনেশিরি ; আরবীতে লিমুনেহামিজ ; ইংরাজীতে Lemons. ল্যাটিনে Lemonum acidum. ডাক্তারী নাম Citrus medica, সাইট্রাস্ মেডিকা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কাগজীলেবুকে হিন্দুস্থানে নীবু, কাগজীনীবু ; মহারাষ্ট্রে থোরঈড়লিম্বু ; গুজরাটে কাগজীলিম্বু, মীঠালিম্বু ; কর্ণাটে কচিলে; তৈলঙ্গে নিম্মপড়ু ; ফারসীতে নিমুনেতুশ লিমুনেশিরি ; আরবীতে লিমুনেহামিজ; ইংরাজীতে Lemon বলে। ডাক্তারী নাম Citrus medica, সাইট্রাস্ মেডিকা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কামরাঙ্গাকে হিন্দুস্থানে কমরথ; গুজরাটে কমরকখাটাং মীঠাংবেছে; মহারাষ্ট্রে কর্ম্মর বলে। ইংরাজী নাম Carambola,

অর্থাৎ কামরাঙ্গা—শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, স্বাদু, অম্লরস ও কফবাতহৃৎ ॥ ১২৮

তেঁতুল (১)—অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ীকা ও তিন্তিড়ী এইগুলি তেঁতুলের পর্য্যায়। তেঁতুল—অম্লরস, গুরু, বাতনাশক এবং পিত্ত-কফ ও রক্তদুষ্টিজনক। পাকা তেঁতুল—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, সারক, উষ্ণবীর্য্য ও কফবাতনাশক ॥ ১২৯ । ১৩০

অম্লবেতস (২)—অম্লবেতস, চুক্র, শতবেধি ও সহস্রনুৎ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। অম্লবেতস অতি অম্লরস, ভেদক, লঘু, অগ্নিদীপক, হৃদ্রোগ-শূল-গুল্মঘ্ন, পিত্তকর, রোমহর্ষণ, রুক্ষ, মলমূত্র-দোষ-নিবারক, প্লীহা ও উদাবর্ত্তনাশক, হিক্কা-আনাহ-অরুচি-শ্বাস-কাস-অজীর্ণ ও বমি প্রণাশকৃৎ, কফবাত রোগপ্রধ্বংসী ও ছাগমাংসের দ্রবত্বকারক। চণকাম্লের ন্যায় ইহা গুণশালী এবং লোহসূচীর দ্রবত্বকারী ॥ ১৩১—১৩২

বৃক্ষাম্ল (তিন্তিড়ীবিশেষ, মহাদা) (৩)—বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ীক, চুক্র অম্লবৃক্ষক এইগুলি একার্থ বোধক শব্দ। কাঁচা বৃক্ষাম্ল-অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন ও কফপিত্তকর। পাকা বৃক্ষাম্ল—গুরু, মলসংগ্রাহক, কটু-কষায়-অম্লরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রোচক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কফ-বাতকারক এবং তৃষ্ণা-অর্শঃ-গ্রহণী-গুল্ম-শূল-হৃদ্রোগ ও কৃমিনাশক ॥ ১৩৩—১৩৫

চতুরম্ল ও পঞ্চাম্লের লক্ষণ—অম্লবেতস, বৃক্ষাম্ল, বৃহজ্জম্বীর (গোড়া লেবু) ও নিম্বুক এই চারি প্রকার অম্লের মিলনকে চতুরম্ল এবং উহাদের সহিত টাবালেবু সংযুক্ত হইলে তাহাকে পঞ্চাম্ল কহা যায় ॥ ১৩৬

পরিভাষা—ফলের মধ্যে বিল্ব ফল ভিন্ন অন্য সকল ফলই পাকিলে গুণকর হয়, কিন্তু অপক্ক বিল্বই অধিক গুণকর হইয়া থাকে। এবং ফলের মধ্যে যে সকল ফল সরস তাহারাই অধিক গুণ-সম্পন্ন হয়। কিন্তু দ্রাক্ষা বিল্ব ও হরীতকী প্রভৃতি ফল সকল শুষ্কই অধিক গুণকর হইয়া থাকে। যে ফলের যে গুণ, তাহার মজ্জারও সেই গুণ জানিবে। যে ফল হিম-অগ্নি-দুষ্টবায়ু-ব্যাল ও কীটাদি কর্ত্তৃক দূষিত, যে ফল অকালে জাত, যে ফল কুভূমিতে উৎপন্ন এবং যে ফল পাকাতীত (পাক কাল অতিক্রম করিয়া স্থিত) সে ফল ভোজন করিবে না ॥ ১৩৭—১৩৯

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে ফলবর্গ ।

ডাক্তারী নাম Averrhoa carambola, এভারোহা কেরাম্বোলা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। তেঁতুলকে হিন্দুস্থানে অমলী ও ইমলী; মহারাষ্ট্রে ইম্‌লী ও চিঞ্চ ; কর্ণাটে হুণিসে, হুঁণিসেহণ, হুণিসিনয়লে ; তৈলঙ্গে চিণ্ট, চিন্তাচেট্টু ; উৎকলে কঁঅাঁ ; তামিলে পুলি ; বোম্বায়ে টিন্‌টজ ; গুজরাটে আংবলী ; আরবীতে তমরহিংদী বলে। ইংরাজীতে Tamarind tree. ডাক্তারী নাম Tamarindus Indicus. ট্যামারিণ্ডস ইণ্ডি ।

(২) দেশভেদে নামভেদ। থৈকলের নাম হিন্দুস্থানে অমলবেংত; মহারাষ্ট্রে চুকা ; গুজরাটে অমলবেত; ফারসীতে তুর্ষক; ইংরাজীতে Common soral. ডাক্তারী নাম Country sorrel. ল্যাটিনে Acido Zeyfolia.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মহাদার নাম হিন্দুস্থানে বিষাংবিল; মহারাষ্ট্রে আম সোল,কোকংবসোল; কর্ণাটে তিত্তীডিক ; গুজরাটে কোকম ; ইংরাজীতে Kokun butter tree. ল্যাটিনে Garcinia purpuria.

অথ ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গ ।

ধাতু সমূহের লক্ষণ ও গুণ—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, যশদ (দস্তা), সীস ও লৌহ, এই সাতটি ধাতু। ইহারা পর্ব্বতসম্ভূত। বলী-পলিত-খালিত্য-কার্শ্য-দৌর্ব্বল্য ও জরারোগ নিবারণ করিয়া মানবগণের দেহ ধারণ (রক্ষণ) করে বলিয়া ইহারা ধাতু নামে অভিহিত ॥ ১ । ২

প্রথমে সুবর্ণের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ কথিত হইতেছে (১)—পুরাকালে নিজাশ্রমস্থ-জিতেন্দ্রিয় সপ্তর্ষির অর্থাৎ মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ও বশিষ্ঠের রূপলাবণ্য-যৌবন-শ্রীসম্পন্ন-পত্নীদিগকে সন্দর্শন করিয়া কন্দর্প-বিহ্বলচিত্ত অগ্নিদেবের যে রেতঃ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহাই সুবর্ণ রূপে:পরিণত হইয়াছে। পারদের যোগেও কৃত্রিম সুবর্ণ উৎপন্ন হয়।

সুবর্ণের নাম—স্বর্ণ, সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বূনদ, জাতরূপ ও মহারজত এইগুলি সুবর্ণের পর্য্যায় অর্থাৎ নাম।

সুবর্ণের লক্ষণ—যে স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ, নিষেক করিলে কুঙ্কুমপ্রভ হয় :এবং যাহা রৌপ্য-তাম্রাংশ-বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল ও গুরু, সেই সুবর্ণই উত্তম। আর যে সুবর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), বিবর্ণ, সমল ও দল (স্তর)।বিশিষ্ট এবং যাহা ছেদনে, দাহে ও কষে শ্বেতবর্ণ, যাহা লঘু ও আঘাত করিলে ফাটিয়া যায়, তাহা ত্যাজ্য।

বিশুদ্ধ সুবর্ণের গুণ—সুবর্ণ—শীতবীর্য্য, বৃষ্য (.শুক্রজনক), বলকর, গুরু, রসায়ন, স্বাদু-তিক্ত-কষায়রস, স্বাদুবিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, বৃংহণ, নেত্রহিত, মেধা, স্মৃতি ও মতিপ্রদ, হৃদ্য, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাগ্‌বিশুদ্ধিকারক ও দেহ দার্ঢ্য সম্পাদক। ইহা স্থাবর-জঙ্গম-বিষক্ষয় উন্মাদ ত্রিদোষ জর ও শোষ প্রশমক।

অশুদ্ধ স্বর্ণের দোষ—অশুদ্ধ স্বর্ণ-মানবের বলবীর্য্য নাশ:করে, শরীরে নানা রোগ আনয়ন করে, সদা অসুখ উৎপাদন করে, এমন কি মরণ পর্য্যন্ত সংঘটন করে। অসম্যক্ মারিত স্বর্ণও বলবীর্য্য নাশ করে, রোগসমূহ উৎপাদন করে এবং জীবন নাশও করিয়া থাকে। অতএব সুবর্ণকে সম্যক্‌রূপে মারিত করিয়া ব্যবহার।করিবে ॥ ৩—১৩

রৌপ্যের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ কথিত হইতেছে (২)—পুরাণে উক্ত আছে যে, মহাদেব ক্রোধ-পরিপূরিত হইয়া যৎকালে ত্রিপুরাসুর-বধার্থ নির্নিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার দক্ষিণ নেত্র হইতে অগ্নি নির্গম হইয়াছিল। সেই অগ্নি হইতে সাক্ষাৎ অগ্নিসম তেজোময় রুদ্রের উদ্‌ভব হয়। এবং তাঁহার বামনেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, তাহা হইতেই রজতের উৎপত্তি হইয়াছিল। সুবর্ণ যে কার্য্যে প্রযোজিত হয়, রৌপ্যও সেই কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। বঙ্গাদিরস-যোগে কৃত্রিম রৌপ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রৌপ্যের নাম—রুপ্য, রজত, তার, চন্দ্র-কান্তি ও সিতপ্রভ এইগুলি রৌপ্যের পর্য্যায় অর্থাৎ অন্য নাম।

রৌপ্যের লক্ষণ—যে রৌপ্য—গুরু, স্নিগ্ধ ও মৃদু, পোড়াইলে ও ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ হয়, ঘাতসহ, বর্ণাঢ্য (উজ্জ্বলবর্ণ), চন্দ্রবৎ ও স্বচ্ছ এই নবগুণবিশিষ্ট সেই রৌপ্যই উত্তম। আর যে রৌপ্য

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। সুবর্ণকে হিন্দুস্থানে সোনা; মহারাষ্ট্রে সোনেং; গুজরাটে সোনু; কর্ণাটে স্বর্ণ; তৈলঙ্গে বগারং ; ফারসীতে তিলা; আরবীতে জহব; ল্যাটিনে Aurum. ডাক্তারীতে Gold. গোল্ড বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। রূপাকে হিন্দুস্থানে চান্দী, রূপা ; মহারাষ্ট্রে রূপেং ; গুজরাটে রুপুং; কর্ণাটে বেল্লি ; তৈলঙ্গে ঐগুী ; ফারসীতে নুকরা ; আরবীতে ফিদ্দা বলে। ইংরাজীতে Silver. ল্যাটিনে Argentum.

কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, লোহিতবর্ণ, পীতদল ও লঘু এবং যাহা পোড়াইলে, ছেদন করিলে ও পিটিলে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা দুষ্ট রৌপ্য বলিয়া কথিত।

রৌপ্যের গুণ।—বিশুদ্ধ রৌপ্য—শীতবীর্য্য, মধুরকষায়াম্লরস, স্বাদুবিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ ও লেখন। ইহা বাতপিত্ত ও প্রমেহাদি রোগ সকল অচিরে নাশ করে। আর অশুদ্ধ রৌপ্য শরীরের তাপ উৎপাদন করে, শরীরের ধ্বংস করে, শুক্র নাশ করে, বল বীর্য্য ও পুষ্টির ক্ষয় করে এবং উৎকট রোগ সকল আনয়ন করে॥ ১৪—২১

তাম্রের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ (১) পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে—কার্ত্তিকেয়ের যে শুক্র ধরণী তলে পতিত হয়, তাহা হইতেই তাম্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

তাম্রের নাম;—তাম্র, ঔডুম্বর, শুল্ব, উন্দূবর, রবিপ্রিয়, ম্লেচ্ছমুখ এবং সূর্য্যপর্য্যায় শব্দ সকল তাম্রের পর্য্যায়।

তাম্রের লক্ষণ—তাম্র জবাকুসুমবৎ রক্তবর্ণ, ইহা স্নিগ্ধ, মৃদু ও ঘাতসহ। যে তাম্র লৌহ ও সীসাংশ বর্জ্জিত, তাহাই মারণে প্রশস্ত। আর যে তাম্র কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ, রুক্ষ, অতিস্তব্ধ, যাহা ঘাতসহ নহে এবং যাহা লৌহ ও সীসাংশ যুক্ত, তাহা দুষ্ট তাম্র বলিয়া কীর্ত্তিত।

তাম্রের গুণ—তাম্র—কষায়াম্ল-মধুর-তিক্তরস, কটুপাক, সারক, পিত্তঘ্ন, শ্লেষ্মহর, শীতবীর্য্য, ব্রণ রোপক, লঘু ও লেখন গুণবিশিষ্ট। ইহা পাণ্ডু-উদর-অর্শঃ-জ্বর-কুষ্ঠ--কাস--শ্বাস-ক্ষয়-পীনস-অম্লপিত্ত-শোথ-কৃমি ও শূলনাশক। কেহ কেহ বলেন—তাম্র অঙ্গবৃংহণ। বিষে একটি দোষ (এক বিষত্ব দোষ) কিন্তু অসম্যক্ মারিত তাম্রে এই আটটি দোষ, যথা—দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, রেক (বিরেক) বমি ও ভ্রম বিদ্যমান থাকে॥ ২২—২৮

বঙ্গের নাম লক্ষণ ও গুণ—রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট এইগুলি বঙ্গ পর্য্যায়। রঙ্গ দ্বিবিধ—ক্ষুরক ও মিশ্রক। এই দ্বিবিধ রঙ্গের মধ্যে ক্ষুরক শ্রেষ্ঠ এবং মিশ্রক অপকৃষ্ট।

বঙ্গের গুণ (২)—বঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা মেহ-কফ-কৃমি-পাণ্ডু ও শ্বাস নাশক, নেত্রহিত ও অল্প পিত্তকর। সিংহ যেমন হস্তিগণকে নাশ করে, বঙ্গও তেমনি সর্ব্বপ্রকার মেহকে নাশ করিয়া থাকে। ইহা দেহের সৌখ্য, ইন্দ্রিয়ের বলাধান ও শরীরের পুষ্টিসাধন করে॥ ২৯—৩১

যসদ (৩)—(দস্তা) দস্তাও বঙ্গসদৃশ জানিবে। ইহা পিত্তলের একটি উপাদান অর্থাৎ দস্তা ও তাম্রযোগে পিত্তল প্রস্তুত করা যায়। দস্তা—কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, কফপিত্তহর ও চক্ষুষ্য। ইহা মেহ পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশ করে॥ ৩২

সীসকের উৎপত্তি নাম ও গুণ (৪)—মনোরমা সর্পকন্যা দর্শন করিয়া বাসুকির যে বীর্য্য স্খলিত হয়, সেই বীর্য্য হইতেই সর্ব্বরোগহর সীসক জন্মে। সীস, ব্রধ্ন, বপ্র, যোগেষ্ট ও নাগবাচক শব্দসমূহ (নাগ ভুজঙ্গ ইত্যাদি) সীসকের পর্য্যায়। বঙ্গের যে গুণ সীসকেরও সেই গুণ জানিবে। ইহা মেহনাশক বিশেষ ঔষধ। যে ব্যক্তি যথাবিধি সতত সীসক সেবন করে, তাহার শতনাগের বল হয়, ব্যাধি বিনষ্ট হয়, জীবন বর্দ্ধিত হয়, অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, কামবল উৎপন্ন হয় ও মৃত্যু দূরীভূত হয়। সম্যক্ পাক না করিয়া বঙ্গ ও সীসক সেবন করিলে তাহা অতি

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। তাম্রের নাম হিন্দুস্থানে তাঁবা; তৈলঙ্গে রাগী; তামিলে সেনবু; মহারাষ্ট্রে তাম্বেং; গুজরাটে ত্রাম্বো; কর্ণাটে তাম্র; ফারসীতে মিস্; আরবীতে নুহাস বলে। ডাক্তারী নাম Copper. কপার। ল্যাটীন নাম Cuprum.

(২) দেশভেদে নামভেদ—বঙ্গের নাম হিন্দুস্থানে, রাংগ; রাংগা, বঙ্গ ও কলঈ; মহারাষ্ট্রে কথীল; গুজরাটে কলঈ, কথীর, খরিপারী; কর্ণাটে তবর; তৈলঙ্গে তাগারামু; ফারসীতে অরজীজ; আরবীতে রুসাস্; ইংরাজীতে Tin. ল্যাটীনে Stannum বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। দস্তাকে হিন্দুস্থানে জস্ত, জস্তা; মহারাষ্ট্রে জস্ত; গুজরাটে জসত; তৈলঙ্গে খর্পরং; ফারসীতে রুএতুতিয়া; আরবীতে শব্হা; ইংরাজীতে Zinc. ল্যাটীনে Zincum. বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। সীসকের নাম হিন্দুস্থানে সীষক ও শীষা, সীসা; তৈলঙ্গে শীশ, শিষমু, দাক্ষিণাত্যে শিশ্; মহারাষ্ট্রে শিসেং; গুজরাটে শীস্হং; কর্ণাটে সীসা; ফারসীতে সুর্ব; আরবীতে রুসাস্নল,

কষ্টপ্রদ কুষ্ঠ-গুল্ম-কণ্ডূ-প্রমেহ-অগ্নিমান্দ্য-শোথ ও ভগন্দরাদি রোগ সকল উৎপাদন করে ॥ ৩৩—৩৬

লৌহের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ

(১) পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে লোমিল দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাহাদের শরীর হইতে বিবিধ লৌহ সকল উৎপন্ন হয়। লৌহ শব্দ পুং ক্লীব উভয় লিঙ্গেই বর্ত্তে। শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও অয়স্ এইগুলি লৌহের পর্য্যায়। গুরুতা, দৃঢ়তা, উৎক্লেদজনকতা, মোহজনকতা, দাহকারিতা, অশ্মদোষ ও অতি দুর্গন্ধ, এই সাতটি লৌহের দোষ।

লৌহের গুণাদি—লৌহ—মধুর-তিক্ত-কষায় রস, সারক, শীতবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, নেত্র-হিত, লেখন ও বাতজনক। ইহা কফ-পিত্ত-গর-(সংযোগজবিষ)-শূল-শোথ-অর্শঃ-প্লীহ-পাণ্ডু-মেদ-মেহ-ক্রিমি ও কুষ্ঠ নাশ করে। লৌহের যে গুণ, লৌহ-মলেরও (মণ্ডূরেরও) সেই গুণ জানিবে। অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডত্ব (ক্লৈব্যভাব) কুষ্ঠ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। উহা—হৃদ্রোগ-শূল ও অশ্মরীরোগ উৎপাদন করে, নানারোগের প্রকোপ জন্মায় এবং হৃল্লাস আনয়ন করে। অশোধিত ও অসংস্কৃত লৌহ জীবহারী ও মদকারী জানিবে। উহা সেবনে শরীরের পটুতা থাকে না এবং হৃদয়ে দারুণ রুজা জন্মে। লৌহ সেবন কালে কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষান্ন (মাষকলায় সংযুক্ত অন্ন) কৃষ্ণসর্ষপ, মদ্য ও অম্লরস বর্জ্জন করিবে ॥ ৩৭—৪৩

সারলৌহের লক্ষণ ও গুণ—যে লৌহে অম্ললেপন করিলে তাহার অঙ্গ সকল পর্ব্বত-শিখরাকার সূক্ষ্ম হয়, তাহাই সারলৌহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সারলৌহ (ইস্পাত)—গ্রহণী, অতিসার, অর্দ্ধাঙ্গজ ও সর্ব্বাঙ্গজ বাত, পরিণামশূল, বমি, পীনস, পিত্ত, শ্বাস ও কাস বিনাশ করে ॥ ৪৪।৪৫

কান্তলৌহের লক্ষণ ও গুণ—যে লৌহের পাত্রে জল প্রতপ্ত করিয়া সেই প্রতপ্ত জলে তৈল-বিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রসরিত হয় না; যাহাতে হিঙ্‌ ভর্জ্জিত করিলে হিঙের গন্ধ থাকে না, নিম্বছাল সিদ্ধ করিলে তাহার তিক্ততা যায়; দুগ্ধ তপ্ত করিলে শিখরাকার হইয়া উঠে কিন্তু ভূমিতে পড়ে না; যাহাতে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে সেই ছোলা কৃষ্ণাঙ্গ হয়, তাহাই কান্তলৌহ নামে উক্ত হইয়া থাকে। কান্তলৌহ—বলকর, বীর্য্যজনক, পুষ্টি-কারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শূল, আমবাত, ভগন্দর, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগ, প্লীহা, যকৃৎ, অম্লপিত্ত, শিরোরোগ প্রভৃতি রোগ সমূহ নাশ করিয়া থাকে ॥ ৪৬—৪৯

লোহমল—লৌহকে পোড়াইলে তাহা হইতে যে মল ভাগ নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর কহা যায়। লৌহসিংহানিকা কিট্টী ও সিংহান এইগুলি মণ্ডূরের নামান্তর। যে লৌহের যে গুণ, তাহার কিট্টেরও (মলেরও) সেই গুণ জানিবে ॥ ৫০

উপধাতু—স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, তুঁতে, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দূর ও শিলাজতু এই সাতটি উপধাতু। "উপধাতুর অর্থ গৌণধাতু" উপধাতু সকলে তত্তৎমুখ্য ধাতু সকলের গুণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু উপধাতুতে মুখ্যধাতুর অংশ অল্প থাকে বলিয়া গুণ সকলও অল্প ভাবে থাকে ॥ ৫১। ৫২

সুবর্ণমাক্ষিকের নাম ও গুণ (২)—তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিকধাতু ও মধুধাতু এইগুলি স্বর্ণমাক্ষিকের নাম। কিঞ্চিৎ সুবর্ণের সংস্রব হেতু ইহা স্বর্ণমাক্ষিক নামে অভিহিত। সুবর্ণের উপধাতুকে অর্থাৎ স্বর্ণমাক্ষিককে কিঞ্চিৎ সুবর্ণগুণান্বিত বলিয়া জানিবে। এই জন্যই স্বর্ণের অভাবে স্বর্ণমাক্ষিক প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। কিন্তু সুবর্ণের অনুকল্পত্ব হেতু সুবর্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণ পাওয়া যায়। সুবর্ণমাক্ষিকে কেবল যে সুবর্ণেরই গুণ সকল বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে; দ্রব্যান্তরের সংসর্গে উহাতে অন্য গুণ সকলও বর্ত্তমান থাকে। সুবর্ণমাক্ষিক—স্বাদু-তিক্তরস, বৃষ্য, রসায়ন ও নেত্রহিত। ইহা—বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, বিষোদর, অর্শঃ, শোথ, বিষ, কণ্ডু

অম্বদ। ডাক্তারী নাম Lead. লেড। ল্যাটীন Plumbum.

(১) দেশভেদে নামভেদ। লৌহকে হিন্দীতে লোহা, ফোলাদ, ইস্পাত; তৈলঙ্গে ইনুমু; মহারাষ্ট্রে লোখণ্ড, তিখেৎ, পোলাদ; গুজরাটে লোঢ়ুং, মোলুং; কর্ণাটে অয়স্কান্ত, কবুন; ফারসীতে আহন্, ফোলাদ; আরবীতে হদীদ, হজরুল; ল্যাটীনে Ferrum. ডাক্তারী নাম Iron. আয়রন।

(২) দেশভেদে নামভেদ। স্বর্ণমাক্ষিককে হিন্দুস্থানে সোনামাখী মহারাষ্ট্রে দগড়ীসোনামখী; গুজরাটে সোনামাখী, কর্ণাটে ধাতুমাক্ষিক; তৈলঙ্গে

ও ত্রিদোষ নাশ করে। অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, উগ্র বলহানি, বিষ্টব্ধতা, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ এবং ব্রণপূর্ব্বিকা গণ্ডমালা উপস্থিত হয় ॥ ৫৩—৫৮

রৌপ্যমাক্ষিকের নাম ও গুণ (১)— রৌপ্যমাক্ষিক দেখিতে রজতোপম। কিঞ্চিৎ রৌপ্যসংস্রব হেতু উহা রৌপ্যমাক্ষিক নামে অভিহিত হয়। রৌপ্যের অনুকল্পত্ব হেতু অর্থাৎ অল্প সংস্রব বশতঃ উহা রৌপ্য অপেক্ষা হীন গুণ জানিবে। রৌপ্যমাক্ষিকে কেবল যে রৌপ্যেরই গুণ থাকে, তাহা নহে, দ্রব্যান্তর সংসর্গে ইহাতে অন্য গুণ সকলও বিদ্যমান থাকে। ইহা পাকে স্বাদু, রসে কিঞ্চিৎতিক্ত। রৌপ্যমাক্ষিক—বৃষ্য, রসায়ন ও চক্ষুষ্য (নেত্রহিত)। ইহা—বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, বিষোদর, অর্শঃ শোথ, ক্ষয়, কণ্ডূ ও ত্রিদোষ নাশ করে। অশোধিত রৌপ্যমাক্ষিক সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, উগ্র বলহানি, বিষ্টব্ধতা, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ এবং ব্রণপূর্ব্বিকা গণ্ডমালা উপস্থিত হয় ॥৫৯—৬২

তুতে (২)— তুত্থ, বিতুন্নক, শিখিগ্রীব ও ময়ূরক এইগুলি তুঁতের পর্য্যায়। তুতে তাম্রের উপধাতু। তাম্রের কিঞ্চিৎ অংশ থাকায় উহা কিঞ্চিৎ তাম্রগুণ বিশিষ্ট হয়। তদ্‌যথা—তুঁতে—কটু-কষায়-ক্ষার, বামক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতবীর্য্য, চক্ষুষ্য এবং কফ-পিত্ত-বিষ-অশ্মরী-কুষ্ঠ ও কণ্ডূ নাশক। খর্পরও (খাপরাও) এই গুণান্বিত জানিবে ॥ ৬৩—৬৫

কাঁসা (৩)— তাম্রত্রপুজ, কাংস্য, ঘোষ ও কংসক এইগুলি কাঁসার পর্য্যায়। কাঁসা তাম্র ও রঙ্গের উপধাতু। কাঁসার গুণ স্বযোনিসদৃশ অর্থাৎ কাঁসাতে তাম্র ও রঙ্গের গুণ সকল বিদ্যমান থাকে। অপিচ সংযোগ-প্রভাবে তাহাতে অন্য গুণও আছে। কাঁসা—কষায়-তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, বিশদ, সারক, গুরু, নেত্রহিত, রুক্ষ এবং কফ ও পিত্তকর ॥ ৬৬—৬৮

পিতল ও কাঁচা পিতল (৪)— পিত্তল দ্বিবিধ যথা—রাজরীতি ও ব্রহ্মরীতি। পিত্তল, আরকূট, আর ও রীতি এইগুলি রাজরীতির পর্য্যায়। এবং কপিলা ও পিঙ্গলা এই দুইটি ব্রহ্মরীতির অন্য নাম। পিতল, তামা ও দস্তার উপধাতু। পিতলের গুণ স্বযোনিসদৃশ অর্থাৎ তামা ও দস্তার যে গুণ, পিতলেরও সেই গুণ। পিতলে যে কেবল তামা ও দস্তারই গুণ থাকে তাহা নহে, সংযোগপ্রভাবে উহাতে অন্য গুণ সকলও বিদ্যমান থাকে। পিত্তল যুগল—রুক্ষ, তিক্ত-লবণরস, ব্রণাদির শোধক, পাণ্ডুরোগ ও কৃমি নাশক। ইহা অতি লেখন নহে ॥৬৯—৭১

সিন্দূর (৫)— সিন্দূর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ এইগুলি সিন্দূরের পর্য্যায়। সিন্দূর সীসকের উপধাতু। সুতরাং ইহার গুণও সীসকের ন্যায় জানিবে। সিন্দূর—উষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসংযোজক ব্রণের শোধক ও রোপক এবং বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও বিষনাশক ॥ ৭২ । ৭৩

স্বর্ণমাখী ও আরবীতে মুর্কশীশাজহবী। ল্যাটীনে Ferri sulphuretum. ইংরাজীতে Iron Pyrites.

(১) দেশভেদে নামভেদ। তারমাক্ষিককে হিন্দুস্থানে তারামুখী, রূপামাখী; মহারাষ্ট্রে রৌপ্যমাক্ষী; গুজরাটে ও তৈলঙ্গে রূপামাখী; কর্ণাটে যরডুমাক্ষিক; আরবীতে মুর্কশীশাফিদ্দা বলে। ল্যাটীনে Ferri Sulphuretum. ডাক্তারী নাম Ir.n Pyrites. আয়রন্ পাইরিটিস্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। তুঁতেকে হিন্দুস্থানে নীলাথোথা, নীলাতুতিয়া; মহারাষ্ট্রে মোরচুক; গুজরাটে মোরথুথু; কর্ণাটে ময়ূরতুথ; তৈলঙ্গে মেলতুতু; ফারসীতে দূদিয়া; আরবীতে তুতিয়া অকজর; লাটিন নাম Cuprea sulphas. ডাক্তারী নাম Sulphate of Cupper. সালফেট্ অফ কপার।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কাঁসাকে হিন্দুস্থানে কাঁসা, কাঁসী; মহারাষ্ট্রে কাংসেং; কর্ণাটে কংচু; গুজরাটে কাংস্য; তৈলঙ্গে কংচু; ফারসীতে রোঙ্গীন আরবীতে তালিকুন বলে। ডাক্তারী নাম White capper brass. Queen's metal. হোয়াইট কপার ব্র্যাস, কুইন্স মেট্যাল।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। পিতল ও রাজপিতলকে হিন্দীতে পিতল ও কাঁচীপিতল; মহারাষ্ট্রে সোনপিতল্ল; গুজরাটে পীতল; কর্ণাটে পিত্তালেয়রডু; তৈলঙ্গে ইত্তড়ী; ফারসীতে বিরংজ বলে। ডাক্তারী নাম Brass. ব্র্যাস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। সিন্দূরের নাম দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে সিন্দুর; মহারাষ্ট্রে শেংতুর; তৈলঙ্গে চেন্দুরমু; তামিলে চেন্দূরম্ ও ফারসীতে সিরিন্জ। ইহার ডাক্তারী নাম Red Lead. রেড লেড।

শিলাজতুর উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ

(১)—নিদাঘকালে পর্ব্বত সকল সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত হইয়া নির্য্যাসবৎ যে ধাতুসার নিঃস্রব করে, তাহাই শিলাজতু নামে কীর্ত্তিত। শিলাজতু চতুর্ব্বিধ যথা—সৌবর্ণ রাজত তাম্র ও আয়স। শিলাজতু, অদ্রিজতু, শৈলনির্য্যাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈলধাতুজ এই গুলি শিলাজতুর পর্য্যায়। শিলাজতু—কটু-তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন, ছেদী (ক্লেদাদির উচ্ছেদক) ও যোগবহ। ইহা কফ-মেহ-অশ্মরী-শর্করা-মূত্রকৃচ্ছ্র-ক্ষয়-শ্বাস-বাতার্শঃ-পাণ্ডু-অপস্মার-উন্মাদ-শোথ-কুষ্ঠ-উদর ও কৃমিরোগ নাশ করে। সৌবর্ণ শিলাজতু জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ, ইহা মধুর-কটু-তিক্ত রস, শীতবীর্য্য ও কটুবিপাক। রাজত শিলাজতু পাণ্ডুরবর্ণ, শীতবীর্য্য, কটুরস ও স্বাদুবিপাক। তাম্র শিলাজতু-দেখিতে ময়ূর কণ্ঠাভ, ইহা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য। আয়স শিলাজতু-দেখিতে জটায়ু পক্ষাভ, ইহা তিক্ত-লবণ রস, কটুবিপাক ও শীতল। চতুর্ব্বিধ শিলাজতুর মধ্যে এই আয়স শিলাজতুই শ্রেষ্ঠ ॥ ৭৪—৮১

রস (পারদ)—রসায়নার্থ লোক কর্ত্তৃক পারদ রসিত (ভক্ষিত) হয় বলিয়া ইহা রস নামে অভিহিত হয়; ধাতু নামেও উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮২

পারদের উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ(২)

—শিবের যে বীর্য্য প্রচ্যুত হইয়া ধরণীতলে পতিত হয়, তাহাই পারদ রূপে পরিণত হইয়াছে। দেহের সার পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহা শুক্ল ও স্বচ্ছ। ক্ষেত্রভেদে শিববীর্য্য (পারদ) চতুর্ব্বিধ, যথা—শ্বেত রক্ত পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ পারদ ব্রাহ্মণ জাতি ; রক্তবর্ণ পারদ ক্ষত্রিয় জাতি ; পীতবর্ণ পারদ বৈশ্যজাতি এবং কৃষ্ণবর্ণ পারদ শূদ্রজাতি। রোগ নাশে শ্বেত, রসায়নে রক্ত,ধাতুবাদে পীত এবং শূন্যমার্গ গমনে কৃষ্ণ পারদ প্রশস্ত। পারদ রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস, সূত ও শিবাহ্বয় এইগুলি পারদের পর্য্যায়। পারদে মধুরাদি ছয় রসই বিদ্যমান আছে,—ইহা স্নিগ্ধ ত্রিদোষঘ্ন রসায়ন, যোগবাহী, মহাবৃষ্য, সদা দৃষ্টিবল প্রদ, ইহা সর্ব্বরোগ বিশেষতঃ সর্ব্বকুষ্ঠ রোগ নাশক। স্বস্থ (স্বপ্রকৃতিগত) পারদকে ব্রহ্মা স্বরূপ; বদ্ধ পারদকে জনার্দ্দন স্বরূপ রঞ্জিত ও কামিত পারদকে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহেশ্বর স্বরূপ, জানিবে। মূর্চ্ছিত পারদ রোগ নাশ করে, বদ্ধ পারদ শূন্যে গতি করে, মৃত পারদ মানবকে জরামুক্ত বরে। পারদের ন্যায় করুণাকর দ্রব্য জগতে আর দ্বিতীয় নাই। মনুষ্য হস্তী ও অশ্বদিগের যে রোগ অসাধ্য, যাহার চিকিৎসা নাই, পারদ সে রোগও বিনষ্ট করিয়া থাকে। মল বিষ বহ্নি গিরিত্ব ও চাপল, পারদে এই কয়টি নৈসর্গিক দোষ আছে। এতদ্ভিন্ন বঙ্গ ও সীসক যোগে অপর দুইটি উপাধিজ দোষ পারদে বিদ্যমান থাকে। মল দোষে মূর্চ্ছা, বিষদোষে মরণ, বহ্নিদোষে শরীরে কষ্টতর দাহ, গিরিত্ব দোষে দেহের সদা জড়তা, চাপল্য দোষে পুরুষের বীর্য্যনাশ, বঙ্গ দোষে কুষ্ঠ এবং নাগ দোষে (সীসকদোষে) ষাণ্ড্য (ক্লৈব্য) উপস্থিত হয়। অতএব পারদকে সম্যক্ শোধন করা কর্ত্তব্য। বহ্নি বিষ ও মল এই তিনটিই পারদের মুখ্য দোষ। ইহারা যথাক্রমে সন্তাপ মরণ ও মূর্চ্ছা আনয়ন করে। যদিও ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক পারদে অন্য দোষ সকলও কথিত হইয়াছে, তথাপি ঐ তিনটি দোষই বিশেষরূপে হরণীয়। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত (অশোধিত) পারদ সেবন করে, তাহার শরীরে বাধা (নানাবিধ পীড়া) উৎপন্ন হয়, দেহ বিনষ্ট হয় এবং কষ্টপ্রদ রোগ সকল জন্মে ॥ ৮৩—৯৬

উপরসের লক্ষণ—গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোঽঞ্জন, টঙ্কণ (সোহাগা), রাজাবর্ত্তক, চুম্বক, স্ফটিকা, শঙ্খ, খটী (খড়ী), গৈরিক, হীরাকস, রসক, কপর্দ্দ (কড়ী), সিকতা (বালুকা), বোল (স্বনামখ্যাত), কঙ্কুষ্ঠক (পার্ব্বতীয় মৃত্তিকা), সৌরাষ্ট্রী (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা) ইহারা উপরস বলিয়া কীর্ত্তিত। এই সকল দ্রব্যে পারদের কিঞ্চিৎ গুণ দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহারা উপরস অর্থাৎ গৌণরস বলিয়া অভিহিত ॥ ৯৭

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। শিলাজতুকে হিন্দুস্থানে শিলাজীত ; মহারাষ্ট্রে শিলাজিত ; কর্ণাটে কল্লুবেচরু বলে। ইংরাজীতে Asfelt, আসফেল্ট ; ল্যাটীন নাম Asflangt. অস্ফলংট।

(২) দেশভেদে নামভেদ। পারদকে হিন্দুস্থানে পারা ; মহারাষ্ট্রে পারা ; গুজরাটে পারো ; কর্ণাটে পারদরসঃ ; তৈলঙ্গে পারদরসং ; ফারসীতে সিমাব ; আরবীতে জীবক বলে। ইংরাজীতে Mercury. ডাক্তারী নাম Hydrargyrum, হাইড্রারজিরাম্।

হিঙ্গুলের নাম লক্ষণ ও গুণ (১)—

হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, হিঙ্গুলি (পাঠান্তর বিত্রাস) ও চূর্ণপারদ এইগুলি হিঙ্গুলপর্য্যায়। হিঙ্গুল ত্রিবিধ যথা—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ইহারা উত্তরোত্তর অধিক গুণশালী। চর্ম্মার হিঙ্গুল শুক্লবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং হংসপাদ হিঙ্গুল জবাকুসুম-সঙ্কাশ, ইহাই উৎকৃষ্ট। হিঙ্গুল—তিক্ত-কষায়-কটু-রস, নেত্ররোগঘ্ন, কফপিত্তহর, ইহা হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গর (সংযোগজ-বিষ) নাশ করে।

উর্দ্ধপাতনযুক্তি দ্বারা ডমরু যন্ত্রে হিঙ্গুল বিপাচিত হইলে তাহা হইতে যে পারদ নির্গত হয়, তাহা শুদ্ধই, সে পারদকে আর শোধন করিতে হয় না॥ ৯৮—১০১

গন্ধকের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ

(২) পুরাকালে কোন সময়ে দেবী ভগবতী শ্বেত-দ্বীপে ক্রীড়া করিতেছিলেন, ক্রীড়াকালে তাঁহার রজঃ নিঃস্রুত হইয়া পরিধেয় বস্ত্রকে আপ্লুত করে। ভগবতী সেই বস্ত্রে ক্ষীর সমুদ্রে স্নান করিলে তাঁহার বস্ত্রলগ্ন যে রজঃ সমুদ্রজলে প্রসৃত হয়, তাহা হইতেই গন্ধক জন্মে। গন্ধক, গন্ধিক, গন্ধপাষাণ, সৌগন্ধিক, বলি ও বলরসা এইগুলি গন্ধকের পর্য্যায় শব্দ। গন্ধক চারিপ্রকার, যথা—রক্ত-পীত-শ্বেত ও কৃষ্ণ। রক্তগন্ধক—হেমক্রিয়াতে, পীত গন্ধক রসায়নে, শ্বেতগন্ধক ব্রণাদিলেপনে প্রযোজ্য এবং কৃষ্ণগন্ধক হেমক্রিয়াদি সকল স্থলেই প্রশস্ততর, ইহা সুদুর্লভ। গন্ধক—কটু-তিক্ত-কষায়, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তকর, কটুপাক ও রসায়ন। ইহা কণ্ডু-বীসর্প-কৃমি-কুষ্ঠ-ক্ষয়-প্লীহ-কফ ও বাত নাশ করে। অশোধিত গন্ধক কুষ্ঠ জন্মায়, শরীরে বিষম তাপ আনয়ন করে, সৌখ্য রূপ বল ওজঃ ও শুক্র নাশ করে এবং রক্তদুষ্টি উৎপাদন করে॥১০২—১০৭

অভ্রের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ (৩)

পুরাকালে বৃত্রাসুর বধের নিমিত্ত ইন্দ্রদেব বজ্রত্যাগ করেন, সেই বজ্রের স্ফুলিঙ্গ সকল গগনে পরিব্যাপ্ত হইয়া মেঘরবে পর্ব্বত সকলের শিখরদেশে গিয়া নিপতিত হয়। সেই সকল স্ফুলিঙ্গ হইতেই তৎতৎ গিরিশৃঙ্গে অভ্র উৎপন্ন হয়। বজ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহা বজ্রনামে, অভ্ররবে (মেঘরবে) উদ্ভূত বলিয়া উহা অভ্র নামে এবং গগন হইতে স্খলিত বলিয়া উহা গগন নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতিভেদে অভ্র চতুর্ব্বিধ। ব্রাহ্মণ-জাতি অভ্র শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়জাতি অভ্র রক্তবর্ণ, বৈশ্য-জাতি অভ্র পীতবর্ণ এবং শূদ্রজাতি অভ্র কৃষ্ণবর্ণ। রৌপ্যকার্য্যে শ্বেতঅভ্র প্রশস্ত, রসায়ন কার্য্যে রক্তবর্ণ এবং হেম কার্য্যে পীতবর্ণ অভ্র প্রযোজ্য। রোগ প্রশমনে কৃষ্ণবর্ণ অভ্র এবং দ্রুতিক্রিয়াতেও কৃষ্ণবর্ণ অভ্র প্রদেয়। পিনাক দর্দ্দুর নাগ ও বজ্র এই চারি প্রকারের অভ্র আছে। ইহাদের বিজ্ঞানোপায় যথা—যে অভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে স্তর সকল উৎপাদন করে, তাহাকে পিনাক অভ্র বলিয়া জানিবে। অজ্ঞানবশতঃ এই অভ্র ভক্ষণ করিলে মহাকুষ্ঠ উৎপন্ন হয়। যে অভ্র অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে দর্দ্দুরবৎ ধ্বনি হইতে থাকে, তাহাকে দর্দ্দুর অভ্র বলিয়া জানিবে। ইহা ভক্ষিত হইলে গাত্রে গোলক সকল উৎপাদন করিয়া প্রাণ বিনাশ করে। যে অভ্র অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে নাগবৎ ফুৎকার ত্যাগ করে, তাহাকে নাগ অভ্র বলিয়া জানিবে। ইহা ভক্ষণ করিলে ভগন্দর রোগ অবশ্য উৎপন্ন হয়। আর যে অভ্র অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে কোনরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত না হইয়া বজ্রবৎ অবস্থিতি করে, তাহাকে বজ্র অভ্র বলিয়া জানিবে। সর্ব্বপ্রকার অভ্রের মধ্যে বজ্র অভ্রই ব্যাধি বার্দ্ধক্য ও মরণ নিবারক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উত্তর-শৈলসম্ভূত অভ্র বহুসত্ত্বসম্পন্ন এবং তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণান্বিত। দক্ষিণ শৈলজাত অভ্র অল্পসত্ত্ব ও অল্প গুণসম্পন্ন। অভ্র কষায়-মধুররস, সুশীতল, আয়ুষ্কর ও ধাতুবর্দ্ধক। ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহোদর, গ্রন্থি, বিষ ও কৃমি নাশ করে। অভ্র শরীরকে দৃঢ় করে, বীর্য্যকে বর্দ্ধিত করে, যৌবন

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। হিঙ্গুলকে হিন্দুস্থানে সিংগরফ, হিংগলু, ইঙ্গুর; মহারাষ্ট্রে হিংগূল্ল; গুজরাটে হিংগলো; কর্ণাটে ইংগুলিয়ক; তৈলঙ্গে হংগিলাকামু; ফারসীতে সিংগ্রফ; আরবীতে জংজফর; ইংরাজীতে Sulphurate of Mercury বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। গন্ধককে হিন্দী মহারাষ্ট্রী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাতে গন্ধক বলে। ফারসী নাম গোগির্দ। ডাক্তারী নাম Sulphur, সালফার্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। অভ্রকে হিন্দুস্থানে অবরথ্, আভ, অভ্রক; মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে অভ্রক; গুজরাটে অভরথ; তৈলঙ্গে অভ্রকং; ফারসীতে

সংস্থাপন করে এবং নিত্য শত স্ত্রীসঙ্গমে সামর্থ্য প্রদান করে। মৃতাভ্র (জারিতাভ্র) সতত সেব্যমান হইলে সিংহতুল্য বিক্রমশালী ও দীর্ঘায়ুঃ পুত্রসকল জন্মে ও মৃত্যুর ভয় দূর হয়। অশোধিত অভ্র সেবন করিলে কুষ্ঠ ক্ষয়-পাণ্ডুরোগ-শোথ-হৃৎ-পার্শ্বপীড়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। অসিদ্ধ (অসম্যগ্‌জারিত) অভ্র গুরু ও তাপপ্রদ জানিবে ॥ ১০৮—১২০

হরিতালের নাম লক্ষণ ও গুণ (১)—হরিতাল, তাল, আল ও তালক এইগুলি হরিতালের নাম। হরিতাল দ্বিবিধ যথা—পত্রাখ্য ও পিণ্ডসংজ্ঞক। এই দ্বিবিধ হরিতালের মধ্যে আদ্যটি অর্থাৎ পত্রাখ্য হরিতাল শ্রেষ্ঠ, অপরটি অর্থাৎ পিণ্ড সংজ্ঞক হরিতাল: অপেক্ষাকৃত হীনগুণ। স্বর্ণবর্ণ গুরু স্নিগ্ধ ও অভ্রবৎ পত্রবিশিষ্ট যে হরিতাল, তাহাকেই পত্রাখ্য হরিতাল বলিয়া জানিবে। পত্রাখ্য হরিতাল গুণবহুল এবং তাহা রসায়ন। আর নিষ্পত্র পিণ্ডসদৃশ স্বল্পসত্ত্ব ও অগুরু যে হরিতাল তাহাকেই পিণ্ডতালক বলিয়া জানিবে। পিণ্ডতালক—স্ত্রীপুষ্পহারক (রজোনাশক) ও স্বল্প গুণ। হরিতাল—কটু, স্নিগ্ধ, কষায় ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা বিষ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্ত, কফ, পিত্ত ও কেশ-ব্রণ নাশ করে। অশোধিত বা অসম্যক্ মারিত হরিতাল সেবন করিলে তাহা দেহের চারুতা নাশ করে, শরীরে বহু তাপ উৎপাদন করে, অঙ্গসঙ্কোচ পীড়া জন্মায়, কফ-বাত বর্দ্ধন করে এবং কুষ্ঠ রোগ আনয়ন করে ॥ ১২১—১২৫

মনঃশিলার (মনছালের) নাম ও গুণ—(২) মনঃশিলা, মনোগুপ্তা, মনোহ্বা, নাগজিহ্বিকা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যোষধি এইগুলি মনঃশিলার পর্য্যায়। মনঃশিলা—গুরু, বর্ণপ্রসাদক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, কটু-তিক্ত, স্নিগ্ধ, বিষ-শ্বাস-কাস-ভূতগ্রহ-কফ ও রক্তদুষ্টির নাশক। শোধন না করিয়া মনঃশিলা সেবন করিলে তাহা দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, ক্রিমি উৎপাদন করে, মলমূত্রের অবরোধ ও কৃচ্ছ্রতা এবং শর্করা রোগ জন্মায় ॥ ১২৬—১২৮

সৌবীরাঞ্জন ও স্রোতোহঞ্জন (সুরমা) (৩)—অঞ্জন, যামুন ও কাপোতাঞ্জন এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। অঞ্জন দ্বিবিধ—স্রোতোহঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন। স্রোতোহঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ, সৌবীরাঞ্জন শ্বেতবর্ণ। যে অঞ্জন বল্মীক শিখরাকার, যাহ ভাঙ্গিলে অঞ্জনসন্নিভ এবং ঘর্ষণ করিলে গৈরিকাকার হয়, তাহাকেই স্রোতোহঞ্জন বলিয়া জানিবে। সৌবীরাঞ্জনও স্রোতোহঞ্জনের তুল্য কিন্তু ইহা পাণ্ডুবর্ণ। স্রোতোহঞ্জন-স্বাদু-কষায়রস, চক্ষুষ্য, কফপিত্তহর, লেখন, স্নিগ্ধ, গ্রাহী ও শীতবীর্য্য ; এবং বমন-বিষ-সিধ্ম-ক্ষয় ও রক্তদুষ্টিনাশক ; পণ্ডিতগণ কর্তৃক ইহা সদা সেবনীয়। পণ্ডিতগণের মতে যদিও সৌবীরাঞ্জনে স্রোতোহঞ্জনের সমস্ত গুণই আছে, তথাপি স্রোতোহঞ্জনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ১২৯—১৩৩

সোহাগা (৪)—সোহাগার সংস্কৃত নাম টঙ্কণ। ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফঘ্ন ও বাতপিত্তকারক। (উপরসত্ব হেতু এস্থলে ইহা পুনরুক্ত হইয়াছে) ॥ ১৩৪

ফট্‌কিরী(৫)—স্ফটী, স্ফটিকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গাঙ্গা এইগুলি ফট্‌কিরীর পর্য্যায়। ফট্‌কিরী—কষায়রস ও উষ্ণবীর্য্য, ইহা বাত-পিত্ত-কফ-ব্রণ-শ্বিত্র ও বিসর্প রোগনাশ করে। ফট্‌কিরী যোনিসঙ্কোচক ॥ ১৩৫। ১৩৬

সিতারাজমীন ; আরবীতে তল্‌ক ; ইংরাজীতে Talc Glimmer. ল্যাটিনে Mica. বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। হরিতালকে হিন্দীতে হরতাল ও মহারাষ্ট্রে হরতাল্ল বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। মনছালকে হিন্দুস্থানে মৈনশিল, মনশিল ; মহারাষ্ট্রে মনশীল্ল ; ডাক্তারী নাম Realgar. রিয়েলগার।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। স্রোতোহঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জনকে হিন্দুস্থানে সুরমা, অঞ্জন, শ্বেতশুর্ম্মা, কালাশুর্ম্মা ; মহারাষ্ট্রে কাল্লাসুরমা, লালসুরমা ; গুজরাটে সুরমো, কালোসুরমো, লালসুরমো ; কর্ণাটে স্রোতোংজন ; তৈলঙ্গে সৌবীরাঞ্জন; ফারসীতে সূর্ম্মঅস্ফহানি; আরবীতে কুহল ইস্‌মুদ বলে। ডাক্তারী নাম Sulphuret of Antimony. সল্‌ফিউরেট অফ এণ্টিমনী।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। সোহাগাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে টঙ্কণক্ষার কহে। ডাক্তারী নাম Borax. বোরাক্স।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ফট্‌কিরির হিন্দীনাম ফট্‌কিরী; মহারাষ্ট্রে তুর্টী ফট্‌কড়ী। ডাক্তারী নাম Alum. য়্যাল্‌ম।

রাজাবর্ত্ত।—(রেবটী) রাজাবর্ত্ত—কটু-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, প্রমেহঘ্ন এবং বমি ও হিক্কা নিবারক ॥ ১৩৭

চুম্বক(১)—যে কান্তপাষাণ লৌহকে আকর্ষণ করে, সেই কান্তপাষাণকে চুম্বক কহা যায়। চুম্বক—লেখন, শীতবীর্য্য, মেদঃ বিষ ও গরনাশক ॥ ১৩৮

গৈরিক (গেরিমাটী) ও **স্বর্ণ গৈরিক** (২)—গৈরিক রক্তধাতু গৈরেয় ও গিরিজ এইগুলি গৈরিক পর্য্যায়। যে গৈরিক অধিকতর রক্তবর্ণ, তাহাকে স্বর্ণ গৈরিক কহে। দ্বিবিধ গৈরিকই স্নিগ্ধ মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, নেত্রহিত এবং দাহ-রক্ত-পিত্ত-কফ-হিক্কা ও বিষনাশক ॥ ১৩৯। ১৪০

খড়ী ও গৌরখড়ী (৩)—খটিকা কঠিনী ও লেখনী এইগুলি খড়ীর নামান্তর। খড়ী—শীতবীর্য্য,মধুররস, দাহ-রক্তদুষ্টি-বিষ ও শোথনাশক। ইহা প্রলেপে উক্ত গুণবিশিষ্ট, ভক্ষণে মৃত্তিকা-গুণশালী। খটী ও গৌরখটী উভয়ই গুণে তুল্য জানিবে ॥ ১৪১। ১৪২

বালুকা (৪)—বালুকা সিকতা শর্করা ও রেতজা এইগুলি বালুকার পর্য্যায়। বালুকা—লেখনগুণান্বিত, শীতবীর্য্য, ব্রণ ও উরঃক্ষত নাশক ॥ ১৪৩

খর্পরী (৫)—(তুঁতে বিশেষ) খর্পরী এক প্রকার তুঁতে, খর্পরীতুঁতে ভিন্ন অন্য একপ্রকার তুঁতে আছে, তাহাকে রসক কহে। তুঁতের যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, রসকেও সেই সকল গুণ আছে জানিবে ॥ ১৪৪

কাশীশ (৬)—(হীরাকস) কাশীশ, ধাতুকাসীস ও পাংশুকাসীস এই গুলি হীরাকসের পর্য্যায়। যে কাসীস কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ, তাহাকে পুষ্পকাসীস কহা যায়। কাসীস—অম্ল-কষায়-তিক্তরস, উষ্ণগুণ, কেশহিত এবং বাত-শ্লেষ্ম-নেত্রকণ্ডূ-বিষ-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী ও শ্বিত্রনাশক ॥ ১৪৫। ১৪৬

সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকা (৭)—সৌরাষ্ট্রী, তুবরী, কাংক্ষী, মৃত্তালক, সুরাষ্ট্রজ, আঢ়কী, মৃৎস্না ও সুরমৃত্তিকা এইগুলি সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকার নামান্তর। স্ফটিকার যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকারও সেই সকল গুণ আছে জানিবে ॥ ১৪৭

কালমৃত্তিকা (৮)—কৃষ্ণমৃত্তিকা—ক্ষত-দাহ-রক্ত-প্রদর-শ্লেষ্ম ও পিত্তনাশক ॥ ১৪৮

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। চুম্বকের হিন্দীনাম চুম্বক ও ডাক্তারী নামLoad Stone.লোড ষ্টোন।

(২) দেশভেদে নামভেদ। গেরিমাটীকে হিন্দুস্থানে গেরু, পীলাগেরু, ও সুবর্ণ গেরু ; মহারাষ্ট্রে সোনগেরু, তাংবেগেরু, হুড়মুঞ্জী ; গুজরাটে হড়মচী, গেরু, সোনাগেরু ; কর্ণাটে জাজু, হোজাজু ; ফারসীতে গিলেসুর্খমিশ্রী ; আরবীতে তীনে মগরেবী অহমর ; ইংরাজীতে Oker, Red Lumber-stone, ল্যাটীনে Bole Rubra. বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Red chalk. রেড্ চক্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। খড়ীকে হিন্দীতে খরিয়ামাটী খড়িয়া ও গৌরখড়ী ; মহারাষ্ট্রে খড়ু ; গুজরাটে খড়ী; কর্ণাটে বেণেবহু; ফারসীতে গিলেসুফেদ, গিলেখরিয়া ও আরবীতে তিনে অবীপদ বলে। ইংরাজীতে Pipe clay. ল্যাটীনে Corbonate of calcum. ডাক্তারী নাম Chalk. চক।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। বালুকার নাম হিন্দুস্থানে বালু, রেত ; মহারাষ্ট্রে বালু ; গুজরাটে রেতী, বেলু ; কর্ণাটে হালুলু ; তৈলঙ্গে বিশিকা ; ফারসীতে রেগ; আরবীতে রমল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Saud. স্যাণ্ড। ল্যাটীনেSilica.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। খর্পরীকে হিন্দীতে খপরিয়া, খাপরিয়া ; মহারাষ্ট্রে কলখাপরী ; গুজরাটে খাপরিয়ুংকালুং ; কর্ণাটে খর্পরী ; তৈলঙ্গে খর্পরং ; ফারসীতে সংগবসরী ; আরবীতে তুতিয়া কিরমানী, মকমুল বলে। ইংরাজী Black jack.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। হীরাকসের হিন্দীনাম কসীস্ ও কোশীশ ; পুষ্পকসীস ; মহারাষ্ট্রে হীরাকস, শ্বেতনীল্লী ; গুজরাটে হীরাকশী ; কর্ণাটে কাসীস ; ফারসীতে জাকেসব্জ ; আরবীতে জাজে অখদর, জাজেঅস্ফর। ল্যাটীনে Ferry sulphus. ডাক্তারী নাম Green Sulphate of Iron. গ্রীন্ সালফেট্ অফ আয়রন্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকাকে হিন্দুস্থানে গোপীচন্দন, সোরঠকী মিট্টী ; মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে গোপীচন্দন ; কর্ণাটে তুরবিরমণু ও বোম্বায়ে সোরটী মাতী বলে।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। কৃষ্ণমৃত্তিকাকে হিন্দুস্থানে কালীমিট্টী, কীংচ, মিট্টী, গারা ; মহারাষ্ট্রে চিখল, মাতী ; গুজরাটে গারো কালী-

কর্দ্দম (কাদা)—শীতবীর্য্য, সারক এবং দাহ-পিত্তপীড়া ও শোথ নিবারক ॥ ১৪৯

বোল (১)—(স্বনামখ্যাত বণিক্ দ্রব্য বিশেষ) —বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপরস এইগুলি বোল পর্য্যায়। বোল—রক্তহর, শীতবীর্য্য, মেধ্য, অগ্নিদীপক, পাচক, মধুর-কটু-তিক্তরস, দাহ-স্বেদ-ত্রিদোষ-জ্বর-অপস্মার ও কুষ্ঠনাশক। ইহা গর্ভাশয়ের বিশুদ্ধিকারক ॥ ১৫০। ১৫১

কঙ্কুষ্ঠের উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ—হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বত সকলের শিখর দেশে কঙ্কুষ্ঠ (পার্ব্বতীয় মৃত্তিকাবিশেষ) জন্মে। কঙ্কুষ্ঠ দুই প্রকার—রক্তকাল ও অণ্ডক (পাঠান্তর—নলিকাখ্য ও রেণুক)। যে কঙ্কুষ্ঠ পীতপ্রভ গুরু ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ কঙ্কুষ্ঠ বলিয়া জানিবে। আর যাহা শ্যাম-পীতবর্ণ লঘু ত্যক্ত-সত্ত্ব তাহাই অণ্ডক বা রেণুক কঙ্কুষ্ঠ। এই কঙ্কুষ্ঠকে অপকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। কঙ্কুষ্ঠ কাককুষ্ঠ বিরঙ্গ ও কোলকাকুল (রঙ্গদায়ক) এইগুলি কঙ্কুষ্ঠ পর্য্যায়। কঙ্কুষ্ঠ—রেচক, তিক্ত-কটু, উষ্ণবীর্য্য ও বর্ণকারক। ইহা কৃমি-শোথ-উদর-আধ্মান-গুল্ম-আনাহ ও কফনাশক ॥ ১৫২—১৫৪

রত্নের নিরুক্তি—ধনার্থী সকল লোকই ইহাতে অতীব রমণ (আমোদ) করে বলিয়া শব্দশাস্ত্রবিশারদগণ ইহাকে রত্ননামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ১৫৫

রত্নের নাম ও স্বরূপ নিরূপণ—রত্নশব্দ ক্লীবলিঙ্গে বর্ত্তে, মণিশব্দ পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তিয়া থাকে। রত্ন—পাষাণভেদ, রত্নশব্দে মুক্তাদিকেও বুঝায়। (অমর কোষ দ্রষ্টব্য) ॥ ১৫৬

রত্নের নিরূপণ—রত্ন গারুত্মত, পুষ্পরাগ, মাণিক্য,ইন্দ্রনীল, গোমেদ ও বৈদূর্য্য এবং মৌক্তিক ও বিদ্রুম এই নয়টি রত্ন বলিয়া উক্ত। (রত্ন—হীরা, গারুত্মত—পান্না, মাণিক্য-পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল—লীলা) ॥ ১৫৭

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও নয় প্রকার রত্ন নিরূপিত হইয়াছে। তদ্ যথা—মুক্তাফল, হীরক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীল, গারুত্মত ও প্রবাল এই নয়টি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মহারত্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১৫৮

হীরার নাম লক্ষণ ও গুণ (২)—হীরকশব্দ পুংলিঙ্গে এবং বজ্রশব্দ পুংক্লীব উভয় লিঙ্গে বর্ত্তে। চন্দ্র ও মণিবর শব্দও পুংক্লীবে বর্ত্তিয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ হীরক বিপ্রজাতি, লোহিতবর্ণ হীরক:ক্ষত্রিয়জাতি, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্যজাতি এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি বলিয়া কীর্ত্তিত। হীরা এই চতুর্বর্ণাত্মক জানিবে। রসায়নে বিপ্রজাতি হীরক প্রশস্ত, ইহা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক। ক্ষত্রিয়জাতি হীরক ব্যাধিবিধ্বংসী, ইহা জরামৃত্যুনাশক; বৈশ্যজাতি হীরক ধনপ্রদ,ইহা দেহের দৃঢ়তাকারক। শূদ্রজাতি হীরক সকল ব্যাধি নাশ এবং বয়ঃস্থাপন করিয়া থাকে। পুরুষজাতি, স্ত্রীজাতি ও নপুংসকজাতি হীরক বক্ষ্যমাণ লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করিবে। তদ্ যথা—যে সকল হীরা সুবৃত্ত ফলসম্পূর্ণ (পূর্ণাঙ্গ) তেজোযুক্ত বৃহত্তর এবং রেখা ও বিন্দুবর্জ্জিত, তাহারা পুরুষজাতি বলিয়া সমাখ্যাত। যে সকল হীরা রেখা ও বিন্দুযুক্ত এবং ষট্‌কোণ, তাহারা স্ত্রীজাতি। যে সকল হীরা ত্রিকোণ ও সুদীর্ঘ, তাহারা নপুংসকজাতি। তন্মধ্যে পুরুষজাতি হীরাই শ্রেষ্ঠ, ইহারা রসবন্ধনকারী। স্ত্রীজাতি হীরা স্ত্রীদেহের কান্তি সম্পাদন করে ও সুখপ্রদ হয়। নপুংসকজাতি হীরা অবীর্য্য অকাম ও সত্ত্ববর্জ্জিত। স্ত্রীজাতি হীরা স্ত্রীলোকদিগকে এবং ক্লীবজাতি হীরা ক্লীবদিগকে প্রদান করিবে। পুরুষজাতি হীরা সকলকেই সর্ব্বদা প্রদেয়, ইহা বীর্য্যবর্দ্ধক। অশোধিত হীরা সেবন করিলে তাহা কুষ্ঠ, পার্শ্বব্যথা, পাণ্ডুতা ও পঙ্গুরত্ব জন্মায়। অতএব হীরা শোধন পূর্ব্বক জারণ করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১৫৯—১৬৭

মারিত বজ্রের গুণ—মারিত বজ্র আয়ুর্‌দ্ধি পুষ্টি বল বীর্য্য বর্ণ ও সৌখ্য সম্পাদন করে। মৃত-

---

মাটী; তৈলঙ্গে নোবুলু বলে। ইংরাজীতে Mud black clay.

(১) দেশভেদে নামভেদ। বোলের নাম হিন্দুস্থানে বোল, হীরাবোল, বীজাবোল ; মহারাষ্ট্রে বোল্ল; কর্ণাটে বোল; তৈলঙ্গে বালিমু, ত্রোপোলম্; তামিলে বেল্লইপ্পোলম্ ; বোম্বায়ে রক্ত্যাবোল ; গুজরাটে হিরাবোল ; ফারসীতে মুর ; আরবীতে মুরসাফ, মুরমকী; ডাক্তারি নাম Myrrha. মার।

(২) দেশভেদে নামভেদ। হীরককে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে হীরা ; গুজরাটে হিরো ; কর্ণাটে বজ্র, তৈলঙ্গে বজ্রং ; ফারসীতে ইল্মাশ বলে। ল্যাটীনে Pure carbon Adams. ডাক্তারী নাম Diamond. ডায়মণ্ড।

বজ্র সেবিত হইলে তাহা নিঃসংশয় সর্ব্বরোগ নাশ করিয়া থাকে ॥ ১৬৮

হরিন্মণির—(পান্নার) নাম (১)—গারুত্মত, মরকত, অশ্মগর্ভ ও হরিন্মণি এইগুলি একার্থবাচক শব্দ ॥ ১৬৯

মাণিক্যের নাম (২)—মাণিক্য, পদ্মরাগ, শোণরত্ন ও লোহিত, এইগুলি মাণিক্য পর্য্যায় ॥ ১৭০

পুষ্পরাগের নাম—পুষ্পরাগ, মঞ্জুমণি ও বাচস্পতিবল্লভ এইগুলি পদ্মরাগ মণির নাম ॥ ১৭১

ইন্দ্রনীল ও গোমেদের নাম (৩)—নীল ও ইন্দ্রনীল এবং গোমেদ ও পীতরত্ন এইগুলি ইন্দ্রনীলের ও গোমেদ মণির নাম ॥ ১৭২

বৈদূর্য্যের নাম (৪)—বৈদূর্য্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ এইগুলি বৈদূর্য্যের নাম ॥ ১৭৩

মৌক্তিকের নাম (৫)—মৌক্তিক, শৌক্তিক, মুক্তা ও মুক্তাফল এইগুলি মৌক্তিকের নামান্তর। পণ্ডিতগণ শুক্তি, শঙ্খ, গজক্রোড়, ফণী, মৎস্য, দর্দ্দুর ও বেণু এইগুলিকে মুক্তা-যোনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মৌক্তিক-শীতল, বৃষ্য, চক্ষুষ্য ও বল-পুষ্টিপ্রদ ॥ ১৭৪। ১৭৫

প্রবালের নাম (৬)—প্রবাল শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে বর্ত্তে। বিদ্রুম শব্দ কেবল পুংলিঙ্গেই বর্ত্তিয়া থাকে ॥ ১৭৬

রত্নসমূহের গুণ—রত্ন ভক্ষণে মধুররস, সারক, চক্ষুষ্য, শীতবীর্য্য ও বিষঘ্ন হয়; ধারণে মঙ্গলপ্রদ, মনোজ্ঞ ও গ্রহদোষ নিবারণ করে।

কোন্ রত্ন কোন্ গ্রহের প্রীতিকর হইয়া দোষহর হয়, তাহা রত্নমালায় বিবৃত আছে। তদ্‌যথা—সূর্য্য গ্রহের মাণিক্য, চন্দ্রগ্রহের সুজাত নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের গারুত্মত, বৃহস্পতির পুষ্পরাগ, শুক্রের হীরক, শনির নির্ম্মল নীলকান্তমণি রাহুর গোমেদ এবং কেতুর বৈদূর্য্য মণি প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক দোষহর হইয়া থাকে ॥ ১৭৭।১৭৮

উপরত্ন সকলের নিরূপণ—কাচ, কর্পূরাশ্ম (কষ্টিপাথর), মুক্তা-শুক্তি ও শঙ্খ, ইত্যাদি বহুপ্রকার উপরত্ন আছে। (উপরত্ন অর্থাৎ গৌণরত্ন)। রত্নে যে যে গুণ আছে, উপরত্ন সকলেও সেই সেই গুণ আছে জানিবে, তবে উপরত্নে সেই সেই গুণ কম পরিমাণে বিদ্যমান থাকে ॥ ১৭৯।১৮০

বিষের নাম লক্ষণ ও গুণ—বিষ, গরল ও ক্ষ্বেড় এইগুলি বিষ পর্য্যায়। বিষের ভেদ বলিতেছি শুন—বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রিক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র এই নয় প্রকার বিষভেদ আছে ॥ ১৮১। ১৮২

বৎসনাভের স্বরূপ নিরূপণ (৭)—সিন্দুবার সদৃশ যাহার পত্র, যাহার আকৃতি বৎসনাভের

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। পান্নাকে হিন্দীতে পান্না; মহারাষ্ট্রে পাচূরত্ন; গুজরাটে লীলুংপান্নুং; কর্ণাটে পাচী পচ্ছে; তৈলঙ্গে নীলম্; ফারসীতে জুমুরংঈপ; আরবীতে জুমূঈদ্; ইংরাজীতে Emerald. ল্যাটীনে Samaragdus.বলে।

(২)দেশভেদে নামভেদ। মাণিক্যকে হিন্দুস্থানে মাণিক, লাল; মহারাষ্ট্রে মাণিক; গুজরাটে মাণ্যক, চুনী; কর্ণাটে মাণক; তৈলঙ্গে মাণিক্যং; ফারসীতে লালবদপ্‌শানী; আরবীতে লাল বলে। ইংরাজীতে Ruby. ল্যাটীনে Rubinus.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। নীলমণিকে হিন্দীতে নীলমণি; মহারাষ্ট্রে নীল্লমণি; গুজরাটে নীলম্ কালুংনংগ; কর্ণাটে নীল; তৈলঙ্গে নীলং; ইংরাজীতে Saffire. ল্যাটীনে নাম Sofllrus. বলে। গোমেদকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে গোমেদ মণি; গুজরাটে গোমূত্র জেবুং পীলারংগনুং; কর্ণাটে গোমেদ; তৈলঙ্গে গোমেদকং বলে। ইংরাজী নাম onyx.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। বৈদূর্য্যমণিকে হিন্দীতে বৈড়ূর্য্য, বৈদূর্য্য, লহসুনিয়া; মহারাষ্ট্রে বৈড়ূর্য্যরত্ন; গুজরাটে মিজরানী, আংখ, যজেং, সণিয়ো; কর্ণাটে বৈড়ূর্য্য; তৈলঙ্গে বৈড়ূর্য্য বলে। ইংরাজী নাম Cats eye.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। মুক্তার নাম হিন্দুস্থানে মোতী; মহারাষ্ট্রে মোতীং; গুজরাটে মোতী; কর্ণাটে মৌক্তিক; তৈলঙ্গে মোত্যালু; ফারসীতে মথারিদ; আরবীতে লোলো; ইংরাজীতে Pearl. ল্যাটীন নাম Margarita.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। প্রবালের নাম হিন্দুস্থানে মুগা; মহারাষ্ট্রে পোংবল্লেং; গুজরাটে পরবালা; কর্ণাটে অবলেহবত; তৈলঙ্গে প্রবালকং; পাগড়ালু; ফারসীতে মিরজান্; বেথমিরজাং; আরবীতে এহেমখুম্‌সুদ। ইংরাজীতে Red coral. ল্যাটীনে Coralum rubrum, বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। বৎসনাভকে হিন্দীতে বচনাগ; তামিলে বসনবী; মহারাষ্ট্রে

ন্যায়, যাহার পার্শ্বে কোন বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাহাই বৎসনাভ নামে ভাষিত ॥ ১৮৩

হারিদ্রের স্বরূপ নিরূপণ—যাহার মূল হরিদ্রার ন্যায়, তাহাকে হারিদ্রবিষ কহা যায় ॥ ১৮৪

সক্তুকের স্বরূপ নিরূপণ—যাহার গ্রন্থি সক্তুক দ্বারাই পূর্ণমধ্য, তাহাকে সক্তুক বিষ বলে ॥ ১৮৫

প্রদীপনের স্বরূপ—যাহার বর্ণ লোহিত, যাহা দীপ্তিমান্ অগ্নিপ্রভ ও মহাদাহকর, তাহা প্রদীপন নামে কথিত ॥ ১৮৬

সৌরাষ্ট্রিকের স্বরূপ—এই বিষ সৌরাষ্ট্র দেশে জন্মে, এই জন্যই ইহার নাম সৌরাষ্ট্রিক বিষ ॥ ১৮৭

শৃঙ্গিকের স্বরূপ—যে বিষ গোশৃঙ্গে বান্ধিয়া রাখিলে দুগ্ধ লোহিত বর্ণ হয়, দ্রব্যতত্ত্ববিশারদগণ তাহাকেই শৃঙ্গিক বিষ বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ১৮৮

কালকূটের স্বরূপ—দেবাসুর যুদ্ধে পৃথুমালি নামক দৈত্য দেবগণ কর্তৃক হত হইলে তাহার রক্ত হইতে অশ্বত্থ সদৃশ একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। সেই বৃক্ষের নির্য্যাসকে মুনিগণ কালকূট বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ শৃঙ্গবের ক্ষেত্রে কোকণে ও মলয় প্রদেশে জন্মে ॥ ১৮৯। ১৯০

হালাহলের স্বরূপ—যাহার ফল মুনক্কা ফল গুচ্ছবৎ, পত্র তালপত্রচ্ছদ সদৃশ, যাহার তেজে সমীপস্থ তরু সকল দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকেই হালাহল বলিয়া জানিবে। ইহা কিষ্কিন্ধায়, হিমালয়ে, দক্ষিণ সমুদ্র-তটে ও কোকণ দেশে জন্মে ॥ ১৯১। ১৯২

ব্রহ্মপুত্রের স্বরূপ—যাহা কপিলবর্ণ, যাহার সারাংশও কপিলবর্ণ, তাহাকেই ব্রহ্মপুত্র বলিয়া জানিবে। ইহা মলয় পর্ব্বতে জন্মে। জাতিভেদে ব্রহ্মপুত্র বিষ চতুর্ব্বিধ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি পাণ্ডুর-বর্ণ, ক্ষত্রিয় জাতি লোহিতপ্রভ, বৈশ্য জাতি পীত-বর্ণ এবং শূদ্র জাতি শ্বেতবর্ণ জানিবে। রসায়ন কার্য্যে ব্রাহ্মণ জাতি, দেহপুষ্টি জন্য ক্ষত্রিয় জাতি, কুষ্ঠ বিনাশার্থ বৈশ্য জাতি এবং বধার্থ শূদ্রজাতি প্রযোজ্য।

বিষ—প্রাণহর, ব্যবায়ি, বিকাশি, আগ্নেয়, বাতকফহৃৎ, যোগবাহি ও মদাবহ। বিষ যথাযুক্তি প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রাণদায়ি, রসায়ন, যোগবাহি, ত্রিদোষঘ্ন, বৃংহণ ও বীর্য্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে। বিষে যে সকল কুগুণ থাকে, বিশোধনে সেই সকল কুগুণ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। অতএব শোধন করিয়া বিষ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৯৩—১৯৮

উপবিষের নিরূপণ—অর্কক্ষীর (আকন্দ আটা), স্নুহীক্ষীর (মনসা আটা), ঈশলাঙ্গলা, করবীর, গুঞ্জা, অহিফেন ও ধুতূরা এই সাতটি উপবিষ জাতি। (উপবিষ অর্থাৎ গৌণ বিষ, ইহাদের গুণ যথোক্ত স্থানে দেখিবে) ॥ ১৯৯

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্‌মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে ধাত্বাদিবর্গ।

বচনাগ ; গুজরাটে বছনাগ, ছিংগাড়য়ো ; কর্ণাটে বশনবী; তৈলঙ্গে নাভী; ফারসীতে জহর; আরবীতে বিষ বলে। ইংরাজীতে Aconite. ডাক্তারী নাম Aconitum Nepilum. একোনাইটম্ নেপিলম্।

অথ ধান্য বর্গ।

ধান্যভেদ—শালিধান্য, ব্রীহিধান্য, শূকধান্য, শিম্বীধান্য ও ক্ষুদ্রধান্য এই পাঁচ প্রকার ধান্য। রক্তশালি প্রভৃতি শালিধান্য, ষষ্টিক প্রভৃতি ব্রীহিধান্য, যব প্রভৃতি শূকধান্য, মুদ্গ প্রভৃতি শিম্বিধান্য এবং কঙ্গু প্রভৃতি ক্ষুদ্রধান্য, তৃণধান্যও ক্ষুদ্রধান্য বলিয়া জানিবে॥ ১। ২

শালিধান্যের লক্ষণ ও গুণ (১)—হেমন্তকালজাত যে সকল ধান্যের তণ্ডুল বিনা কণ্ডনে (বিনা ছাঁটনে) স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ হয়, তাহারাই শালিধান্য নামে অভিহিত॥ ৩

শালিধান্য সকলের নাম—রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষমস্তক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন ও লোধ্রপুষ্পক প্রভৃতি বহুপ্রকার শালিধান্য বহুদেশে জন্মে, গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এস্থলে সমস্ত ভাষিত হইল না॥ ৪—৬

শালিধান্য সকলের গুণ—শালিধান্য সকল মধুর-কষায়রস, স্নিগ্ধ, বলকর, বদ্ধ ও অল্প মলজনক, লঘুপাক, রুচিপ্রদ, স্বরহিত, বৃষ্য, বৃংহণ, অল্প-বাতকফকারক, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন ও মূত্রকারক। দগ্ধমৃত্তিকাজাত শালিধান্য সকল কষায়রস, লঘুপাক, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ ও কফাপকর্ষক। ক্ষেত্রকর্ষণ পূর্ব্বক যে সকল শালি বপন করা যায়, তাহারা বাতপিত্তঘ্ন, গুরুপাক, কফ-শুক্রকারক, কষায়রস, অল্পমলজনক, মেধা ও বলবর্দ্ধক। স্থলজ অর্থাৎ অকর্ষিত ভূমিতে স্বয়ংজাত শালিধান্য সকল স্বাদুরস, কফপিত্ত-নাশক, বাতকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কিঞ্চিত্তিক্ত কষায় ও কটু বিপাক। কর্ষিত বা অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজবপন দ্বারা যে শালিধান্য জন্মে, তাহারা মধুর-কষায়রস, বৃষ্য, বলকর, পিত্তঘ্ন, শ্লেষ্মজনক, অল্প-পুরীষোৎপাদক, গুরুপাক ও শীতবীর্য্য। বাপিত শালিধান্য অপেক্ষা অবাপিত শালিধান্য কিছু হীনগুণ জানিবে। রোপিত নূতন শালি বৃষ্য, পুরাণ হইলে তাহা লঘুপাক হয়। রোপিত ধান্য পুনর্ব্বার রোপিত হইলে তাহা শীঘ্রপাক ও গুণাধিক হয়। ছিন্নরূঢ় শালিধান্য—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বলকর, পিত্তকফ-নাশক, মলবিবদ্ধতাকারক, কষায়, অল্পতিক্ত ও লঘুপাক॥ ৭—১৪

রক্তশালির (দাউদ খানির) গুণ (২)—(রক্তশালি মগধদেশে দাউদখানি নামে প্রসিদ্ধ।) সকল প্রকার শালি অপেক্ষা রক্তশালিই শ্রেষ্ঠ। ইহা বলকর, বর্ণবৈমল্যকারক, ত্রিদোষনাশক, নেত্রহিত, মূত্রজনক, স্বরবর্দ্ধক, শুক্রকর, তৃষ্ণা ও জ্বরনাশক। রক্তশালি—বিষ-ব্রণ-শ্বাস-কাস-দাহপ্রশমক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। মহদাদি অন্য সকল প্রকার শালিই রক্তশালি অপেক্ষা হীন গুণ॥ ১৫। ১৬

ব্রীহিধান্যের লক্ষণ ও গুণ—এক বৎসরের ব্রীহি কণ্ডিত হইলে (ছাঁটিলে) শুক্লবর্ণ হয়, ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শালামুখ ও জতুমুখ প্রভৃতি ব্রীহিধান্য। যাহার তুষ ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকেই কৃষ্ণব্রীহি বলিয়া জানিবে। পাটলা-পুষ্পের ন্যায় অর্থাৎ রক্ত-লোধফুলের ন্যায় যাহার বর্ণ, তাহাকে পাটলব্রীহি বলিয়া জানিবে। যে ব্রীহির আকৃতি কুক্কুটাণ্ডের সদৃশ, তাহাকে কুক্কুটাণ্ডক ব্রীহি বলে। যাহার শূক (শুঁয়া) কৃষ্ণবর্ণ, তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে শালামুখ ব্রীহি কহা যায়। যাহার মুখ লাক্ষাবর্ণ, তাহা জতুমুখ ব্রীহি নামে অভিহিত। ব্রীহিধান্য পাকে মধুর ও বীর্য্যে শীতল বলিয়া কথিত। ইহা অল্প অভিষ্যন্দী, মলবিবন্ধক ও ষষ্টিকসমগুণশালী। ব্রীহি সকলের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ঠ, অন্য সকল তদপেক্ষা হীনগুণ॥ ১৭—২১

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। শালিধান্যকে হিন্দুস্থানে শালিধান, চাবল, ধান; মহারাষ্ট্রে সাল্লী, ভাত; গুজরাটে শাল্য, চোখা; কর্ণাটে নেলু; তৈলঙ্গে ধান্যমু, বীয়মু; ফারসীতে বিরংজ; আরবীতে উরজ; ইংরাজীতে **Rice**. ল্যাটিন নাম Oryza sativa.

(২) দেশভেদে নামভেদ। রক্তশালির তৈলঙ্গী নাম এরনিবর্ণং গলধান্যমু। ডাক্তারী নাম Oriza Sativa. ওরিজা সেটিভা।

ষষ্টিকের নাম লক্ষণ ও গুণ—যাহারা গর্ভস্থই পাক প্রাপ্ত হয়, তাহারাই ষষ্টিক নামে অভিহিত। ষষ্টিকের নাম—ষষ্টিক, শতপুষ্প, প্রমোদক, মুকুন্দক ও মহাষষ্টিক প্রভৃতি ধান্য সকল ষষ্টিক বলিয়া উদাহৃত। এই সকল ধান্যে যদি ব্রীহি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহারাও ব্রীহিনামে উক্ত হইয়া থাকে। ষষ্টিক—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলবিবন্ধক ও বাতপিত্ত প্রশমক। ইহারা গুণে শালিসদৃশ জানিবে॥ ২২—২৫

ষষ্টিকা ধান্যের গুণ—ষষ্টিক জাতীয় সমস্ত ধান্যের মধ্যে ষষ্টিকা ধান্যই শ্রেষ্ঠ। ষষ্টিকা—লঘুপাক, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, স্বাদুরস, মৃদু, মলসংগ্রাহক, বলপ্রদ ও জ্বরহর। ইহা গুণে রক্তশালি সদৃশ জানিবে। অপরাপর ষষ্টিক ধান্য সকল ইহা অপেক্ষা হীনগুণ। ষষ্টিকা, ষাটী ধান্য নামে প্রসিদ্ধ॥ ২৬

অথ শূক ধান্যের নাম ও গুণ—(১) যব শ্বেতবর্ণ শূক বিশিষ্ট, অতিযব নিঃশূক, তোক্য নামক যবও নিঃশূক, ইহা হরিতবর্ণ এবং যব অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। (শূক ধান্যের মধ্যে যব প্রসিদ্ধ, অতিযব কৃষ্ণারুণ বর্ণ, তোক্য হরিতবর্ণ নিঃশূক ও ক্ষুদ্রাকৃতি, ইহা যবা নামে প্রসিদ্ধ)। যব—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, লেখন, মৃদু, ব্রণ সমূহে তিলবৎ হিতকারী, রুক্ষ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটুপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরহিত, বলকর, গুরুপাক, বহু বাতমলজনক, বর্ণ স্থৈর্য্যকারক, পিচ্ছিল, কণ্ঠরোগ-ত্বগ্‌রোগ-শ্লেষ্ম-পিত্ত ও মেদঃ প্রণাশক, পীনস-শ্বাস কাস-উরুস্তম্ভ-রক্তদুষ্টি ও পিপাসা নিবারক। যব অপেক্ষা অতিযব গুণে ন্যূন এবং তোক্য ন্যূনতর জানিবে॥২৭—৩০

গোধূমের নাম লক্ষণ ও গুণ—(২)—গোধূমের অন্যনাম সুমন। গোধূম ত্রিবিধ, যথা—মহাগোধূম, মধূলী ও দীর্ঘগোধূম। মহা-গোধূম পশ্চিমদেশ হইতে আনীত (ইহা বড় গোধূমা নামে খ্যাত); মধূলী মধ্যদেশে জন্মে, ইহা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকৃতি। দীর্ঘ গোধূম শূকরহিত, কোন কোন স্থানে ইহা নন্দীমুখ নামে আখ্যাত। গোধূম—মধুররস, শীতবীর্য্য, বাত-পিত্তহর, গুরুপাক, কফ-শুক্রপ্রদ, বলকর, স্নিগ্ধ, ভগ্ন-সংযোজক, সারক, জীবনহিত, বৃংহণ, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণহিত, রুচিকর এবং দেহের দৃঢ়তা সম্পাদক। (গোধূমকে কফপ্রদ বলায় বুঝিতে হইবে যে, নূতন গোধূমই কফপ্রদ, পুরাণ গোধূম নহে। কারণ বাগ্‌ভটে উপদেশ আছে যে, বসন্তকালে পুরাণ যব-গোধূম-মধু-জাঙ্গল-শূল্য মাংস ভোজন করিবে)। মধূলী—শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্তঘ্ন, মধুররস, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বৃংহণ ও পথ্য। নন্দীমুখও তদ্বৎ জানিবে॥ ৩১—৩৪

শিম্বিধান্য এবং তাহার পর্য্যায় ও গুণ—শমীজ শিম্বিজ শিম্বীভব সূপ্য ও বৈদল এইগুলি শিম্বিধান্য পর্য্যায়। বৈদল—মধুর-কষায়, রুক্ষ, কটুপাক, বাতজনক, কফপিত্তনাশক, মলমূত্র-বিবন্ধক ও শীতল। শিম্বিধান্যের মধ্যে মুগ ও মসূর ভিন্ন অন্য সকল শিম্বিধান্য আধ্মানজনক। (মুগ ও মসূরেরও আধ্মানকারিত্ব আছে, তবে অন্য বৈদলবৎ সর্ব্বথা আধ্মানজনক নহে। ইহাদেরও কিঞ্চিৎ আধ্মানকারিত্ব দেখা যায়)॥ ৩৫। ৩৬

মুগের গুণ (৩)—মুগ—রুক্ষ, লঘুপাক, মলসংগ্রাহক, কফপিত্তহর, শীতবীর্য্য, স্বাদুরস, অল্পবাতজনক, নেত্রহিত ও জ্বরঘ্ন। বনজ মুগও তদ্বৎ। মুগ বহুবিধ দৃষ্ট হয়, যথা—শ্যামবর্ণ মুগ, হরিত বর্ণ মুগ, পীতবর্ণ মুগ, শ্বেতবর্ণ মুগ ও রক্তবর্ণ মুগ। এই সকল মুগের পূর্ব্ব পূর্ব্বটিকে অপেক্ষাকৃত লঘুপাক বলিয়া জানিবে। কিন্তু সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে যে,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। যবকে হিন্দীতে জো; মহারাষ্ট্রে জব ও জোং; কর্ণাটে মুংডজযব; তৈলঙ্গে যবধান্য, যবলনেড়ুধান্যমু ও বার্লিবিয়ম; তামিলে বার্লিঅরিসু; গুজরাটে জব; ফারসীতে জব; আরবীতে শঈর বলে। ইংরাজীতে Bitter Barley. ল্যাটীনে Herdeum Hoxasticum ডাক্তারী নাম Berley বার্লি।

(২) দেশভেদে নামভেদ। গমের নাম হিন্দুস্থানে গেহূং; তৈলঙ্গে গোদুমু, গোধূমতু; মহারাষ্ট্রে গহূ, কাঠে লাল রঙ্গাচে; কোঙ্কণে পোটেগুল্লধুবে; গুজরাটে ঘউং; কর্ণাটে গোধী; ফারসীতে গংদুম; আরবীতে হিংতা; ইংরাজীতে Wheat. ল্যাটীনে Triticum vulgare. ডাক্তারী নাম Common Wheat. কমন হুইট।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মুগের নাম হিন্দুস্থানে হারিমুং, মূগ; মহারাষ্ট্রে হিরবে মুগ, পিবল্লে মুগ; কর্ণাটে হেসয়েরু; তৈলঙ্গে পেসলু; পঞ্জাবে মুজি; গুজরাটে মগ লীলা, কালাকচ্ছী; ফারসীতে বুনুমাষ; আরবীতে মজ; ইংরাজীতে Green

হরিত মুগই গুণে শ্রেষ্ঠ। চরকাদি ঋষিগণও হরিত মুগকেই গুণাধিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥ ৩৭-৩৯

মাষকলায়ের গুণ (১)—মাষকলায়—গুরু, স্বাদুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিজনক, বাতনাশক, স্রংসন (রেচন), তর্পণ (তৃপ্তিকর), বলপ্রদ, শুক্রজনক, অতি বৃংহণ, মলমূত্রভেদক, স্তন্যবর্দ্ধক, মেদঃ-পিত্ত-কফপ্রদ এবং অর্শঃ-অর্দ্দিত-শ্বাস ও পক্তিশূল নাশক। মাষকলায়—কফ-পিত্তকর, দধি—কফপিত্তকর, মৎস্য কফপিত্তকর এবং বৃন্তাকও (বেগুনও) কফপিত্তকর জানিবে॥ ৪০—৪২

রাজমাষ (বরবটী) (২)—রাজমাষ, মহামাষ, চপল ও চবল এইগুলি রাজমাষের পর্য্যায়। রাজমাষ—গুরুপাক, স্বাদু-কষায়রস, তৃপ্তিজনক, সারক, রুক্ষ, বাতকর, রুচিপ্রদ, স্তন্যবর্দ্ধক ও অতীব বলপ্রদ। ইহা শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে তিন প্রকার হয়। তাহার মধ্যে যাহার দানা বড়, তাহাই গুণাধিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৪৩। ৪৪

নিষ্পাব (রাজশিম্বিবীজ) (৩)—নিষ্পাব, রাজশিম্বি, বল্লক ও শ্বেতশিম্বিক এইগুলি নিষ্পাব পর্য্যায়। নিষ্পাব-মধুরকষায়রস, রুক্ষ, অম্লবিপাক, গুরু, সারক,স্তন্য-পিত্ত-রক্ত-মূত্রাঘাত ও বিবন্ধকারক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, বিষ-শ্লেষ্ম-শোথ ও শুক্রনাশক॥ ৪৫। ৪৬

বনমুগ (৪)—মকুষ্ট, বনমুদ্গ, মকুষ্টক ও মুকুষ্টক এইগুলি বনমুগের পর্য্যায়। বনমুগ—বাতজনক, মলসংগ্রাহক, কফপিত্তহর, লঘু, অগ্নিমান্দ্যকারক, মধুরবিপাক এবং কৃমিজনক ও জ্বরনাশক॥ ৪৭

মসূর (৫)—মঙ্গল্যক, মসূর, মঙ্গল্যা ও মসূরিকা এইগুলি মসূর পর্য্যায়। মসূর—মধুরপাক, মলসংগ্রাহী, শীতল, লঘু, রুক্ষ, বাতকর এবং কফ পিত্ত-রক্ত ও জ্বরনাশক॥ ৪৮

অড়হর (৬)—আঢ়কী, তুবরী ও শণপুষ্পিকা এইগুলি অড়হরের পর্য্যায়। অড়হর—কষায়-মধুররস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু, মলসংগ্রাহী, বাতজনক, বর্ণকর এবং পিত্ত-কফ-রক্তনাশক॥ ৪৯

ছোলা (৭)—চণক, হরিমন্থ ও সকলপ্রিয় এইগুলি ছোলার পর্য্যায়। ছোলা-শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্ত-রক্ত-কফনাশক, লঘু, কষায়, বিষ্টম্ভী, বাতজনক ও জ্বরনাশক। অঙ্গারভৃষ্ট (কাঠখোলায় ভাজা) বা

---

grain. ডাক্তারী নাম Phaseolus mungo ফেসিওলাস্ মুঙ্গো।

(১) দেশভেদে নামভেদ। মাষকলায়কে হিন্দুস্থানে উড়দ, উরীদ; তৈলঙ্গে মিনুউলু; মহারাষ্ট্রে উড়িদ; গুজরাটে অড়দ; কর্ণাটে উড়ু; ফারসীতে মাষ; আরবীতে মাষা বলে। ডাক্তারী নাম haseolus Roxburghi. ফ্যাসিয়োলস্ রক্সবারঘাই। ইংরাজীতে Kidneybean.

(২) দেশভেদে নামভেদ। বরবটীকে হিন্দীতে লোবিয়া, রৈস ও বোড়া; মহারাষ্ট্রে নীলউরীদ, চংবল্যা; কর্ণাটে বরবটা, অলসংদে; গুজরাটে চোলা; পঞ্জাবে রৈস; ফারসীতে লোবিয়া; আরবীতে ফরিকা বলে। ইংরাজীতে Chinese dalicas. ডাক্তারী নাম Dolichos Sinensis. ডোলিকস্ সাইনেন্সিস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। নিষ্পাবকে হিন্দীতে ভটবাস্নু, ভেটবাস্নু, রাজশিম্বীকে বীজ; মহারাষ্ট্রে কড়বেবাল,শ্বেতপাবটে, তাংবড়ে পাবটে; গুজরাটে ওলীয়া; কর্ণাটে আবরে, তোরে অ.বরে; তৈলঙ্গে আনপচেট্টু বলে। ল্যাটিন নাম Lablab Vulgars.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। বনমুগকে হিন্দুস্থানে মোঠ; মহারাষ্ট্রে মটক্যা; গুজরাটে মঠ; কর্ণাটে মুগ, হেসরুভেদ; তৈলঙ্গে কঙ্কঙ্কে শালু; ফারসীতে মাষহিন্দী; ইংরাজীতে Aconite Leaved. বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। মসূরকলায়কে হিন্দীতে মসূর; মহারাষ্ট্রে মসূরা; কর্ণাটে চণগী; গুজরাটে মসূর; তৈলঙ্গে চিরশনমলু ও মসূরপপ্পু; তামিলে মিসূর, পুরপুর; ফারসীতে বুনোসুর্খ; আরবীতে অদম্ বলে। ডাক্তারী নাম Cicer lens. সিসার লেন্স। ইংরাজীতে Lentil. ল্যাটীনে Ervey lens.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। অড়হরের হিন্দীনাম রহড়, অড়হর, তুবরী ও টুমর; মহারাষ্ট্রে তুরী; গুজরাটে তুরদাল্য; কর্ণাটে কটলাকটু, তোগরী; তৈলঙ্গে কাতুলু; ফারসীতে শাখুল। ইংরাজীতে Pigeonpea. ডাক্তারী নাম Cajanus. ক্যাজেনাস্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ছোলাকে হিন্দীতে চনা, চনে, ছোলা; মহারাষ্ট্রে হরভরে; কর্ণাটে কড়লে, বিলীয় কড়লে; গুজরাটে চণ্যা; তৈলঙ্গে

তৈলভৃষ্ট ছোলার উক্ত গুণ জানিবে। আর্দ্রভৃষ্ট (ভিজা ছোলা ভাজা)—বলকর ও রোচক। শুষ্কভৃষ্ট ছোলা অতিরুক্ষ, বাত ও কুষ্ঠ প্রকোপক। স্বিন্ন ছোলা (সিদ্ধকরা ছোলা) পিত্তকফনাশক, ইহার দাইল উদরের ক্ষোভকর। আর্দ্র ছোলা (কাঁচা ছোলা) অতি কোমল, রুচিপ্রদ, পিত্ত ও শুক্রনাশক, শীতল, কষায়, বাতকর, মলসংগ্রাহক, কফপিত্তহর ও লঘু ॥ ৫০—৫৩

কলায় (মটর) (১)—কলায়, বর্ত্তুল, সতিল (বা সতীন) ও হরেণুক এইগুলি মটরের পর্য্যায়। মটর-মধুররস, মধুর বিপাক, রুক্ষ ও শীতল ॥ ৫৪

খেঁসারী (তেওড়া) (২)—ত্রিপুট ও খণ্ডিক এই দুইটি খেঁসারীর নাম। খেঁসারী-মধুর-তিক্ত-কষায়রস, অতি রুক্ষ, কফপিত্তহর, রোচক, মলসংগ্রাহক ও শীতল। কিন্তু ইহা খঞ্জত্ব ও পঙ্গুতাকারক এবং বায়ুর অতি প্রকোপক ॥ ৫৫।৫৬

কুলত্থ (৩)—কুলত্থিকা ও কুলত্থ এই দুইটি কুলত্থ কলায়ের পর্য্যায়। কুলত্থ—কটুপাক, কষায়রস, পিত্তরক্তকর, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, স্বেদসংগ্রাহক এবং শ্বাস-কাস-কফ-বায়ু-হিক্কা-অশ্মরী-শুক্র-দাহ-আনাহ ও পীনসনাশক। ইহা মেদঃ-জ্বর ও কৃমি নাশের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ॥ ৫৭। ৫৮

তিল (৪)—কৃষ্ণবর্ণ, শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণ এই তিন প্রকার বর্ণের তিল আছে। তদ্ভিন্ন এক প্রকার তিল বনে জন্মে, তাহাকে অল্লতিল কহে। তিল—কটু-তিক্ত-মধুর ও কষায়রস, গুরু, স্বাদু-কটু-বিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তহর, বলকর. কেশহিত, হিমস্পর্শ, ত্বক্‌প্রসাদক, স্তন্যজনক, ব্রণে হিতকর, দন্তহিত, অল্প মূত্রকারক, মলাদিসংগ্রাহক, বাতনাশক, অগ্নিকর ও বুদ্ধিপ্রদ। সকল প্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিলই শ্রেষ্ঠ, ইহা শুক্রবর্দ্ধক। শ্বেতবর্ণ তিল গুণে মধ্যম। রক্তবর্ণাদি অন্য তিল সকল গুণে হীনতর জানিবে ॥ ৫৯—৬১

তিসি (৫)—অতসী, নীলপুষ্পী, পার্ব্বতী, উমা ও ক্ষুমা এইগুলি তিসির পর্য্যায়। তিসি—মধুর-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, পাকে কটু, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, ইহা দৃষ্টি-শুক্র-বাত-কফ ও পিত্তনাশক ॥ ৬২

তুবরীকলায়—(সুরাষ্ট্রদেশজ অড়হর, তোরী, তোড়িসা,) তুবরী—গ্রাহী, লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিকর, কফ-বিষ-রক্ত-কণ্ডূ-কুষ্ঠ ও কোষ্ঠকৃমি-নাশক ॥ ৬৩

রক্ত সর্ষপ ও শ্বেত সর্ষপ (৬)—সর্ষপ, কটুকস্নেহ, তন্তুভ ও কদম্বক এইগুলি রক্তসর্ষপের পর্য্যায়। গৌরবর্ণ সর্ষপকে (শ্বেত সরিষাকে)

শলংগাল্ ; ফারসীতে নখুদ; আরবীতে হুমস্ বলে। ইংরাজীতে Gram or chick Pea, গ্রাম্ বা চিক্ পি।

(১) দেশভেদে নামভেদ। মটরের নাম হিন্দুস্থানে মটর, কেরাব; তৈলঙ্গে পেদ্দইর্ব্ব ; মহারাষ্ট্রে বাটাণে ; গুজরাটে মটাণা ; কর্ণাটে বট্টকডলে; ইংরাজীতে Fieldpea. ডাক্তারী নাম Pisum Sativum পাইসম্ স্যাটিভম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। খেঁসারীর নাম হিন্দুস্থানে খেসারী, কস্থর, কস্‌সা; মহারাষ্ট্রে লাংগ, লাংক ; গুজরাটে মটর; তৈলঙ্গে লাংক; ফারসীতে মাসংগ, জলবান ; আরবীতে হবুল বকর, খলজ; ইংরাজীতে Chickling Vetch. ল্যাটীন নাম Lathyrus Sativus.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কুলত্থ কলায়কে হিন্দীতে কুলথী; তৈলঙ্গে বুলাবুলু; মহারাষ্ট্রে কুল্লীথ; গুজরাটে কলথী; কর্ণাটে হুলুবলেতীসী ; ফারসীতে কিল্লত, মুংখহিংদী ; আরবীতে হবুলকিলত বলে। ইংরাজীতে Two flowered dolicos. ডাক্তারী নাম Dolichos biflorus.ডোলিকস্ বাইফ্লোরাস্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। তিলের নাম হিন্দুস্থানে তিল, কালেতিল, তিলী ; মহারাষ্ট্রে তীল্ল, কাল্লেতীল্ল, চোখেতিল্ল ; কর্ণাটে এলু ; তৈলঙ্গে তোবুলু, মঞ্চিনূনে নুব্বুলু ; তামিলে বাল্লেনের ; দ্রাবিড়ে বারিক তিল ; গুজরাটে তল ; ফারসীতে কুঞ্জদ্ ; আরবীতে সিমসিম ; ইংরাজীতে Sisamum Niger seeds. ইহার ডাক্তারী নাম Sisamum Indicum. শিশেমাম্ ইণ্ডিকাম্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। মসিনাকে হিন্দুস্থানে ত্রিসী, অলসী, মসিনা ; তৈলঙ্গে নল্লপগসিচেট্টু ; মহারাষ্ট্রে জবস, অল্লশী ; গুজরাটে অলশী ; কর্ণাটে অসগে ; ফারসীতে তুখ্‌মেকতান্ ও আরবীতে বজরুল্‌কতান্ বলে। ল্যাটিন Linum Usitatissimum. ইহার ডাক্তারী নাম Common Flax. কমন্ ফ্ল্যাক্স; ইংরাজী Linseeds.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। সর্ষপের হিন্দীনাম সর্ষোং ও সফেদ সর্‌সোঁং ; মহারাষ্ট্রে শিরস্, শ্বেতশিরস্ ; গুজরাটে শরশব ; কর্ণাটে বিলীয়-

সিদ্ধার্থক কহা যায়। সর্ষপ—কটুরস ও কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, ঈষৎ তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কফবাতঘ্ন, রক্ত-পিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, রক্ষোগ্রহপ্রশমক, কণ্ডূ-কুষ্ঠ-কোঠ-ক্রিমি ও গ্রহনাশক। আরক্ত ও গৌর উভয় সর্ষপই প্রায় তুল্য গুণ, তবে গৌরসর্ষপকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে॥ ৬৪—৬৬

রাই, কৃষ্ণ রাই (৭)—রাজী, রাজিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্ষুজ্জনিকা ও আসুরী এইগুলি শ্বেত রাই-সর্ষপের এবং ক্ষব, ক্ষুতাভিজনক, কৃমিকৃৎ ও কৃষ্ণ-সর্ষপ এইগুলি কৃষ্ণ রাইসর্ষপের নাম। রাই—কফ-পিত্তঘ্ন, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তকর, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কণ্ডূ-কুষ্ঠ-কোঠ ও কৃমিনাশক। কৃষ্ণরাজিকাও এই সকল গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা অতিতীক্ষ্ণ॥ ৬৭। ৬৮

ক্ষুদ্রধান্য—ক্ষুদ্রধান্য কুধান্য ও তৃণধান্য এই-গুলি একার্থবাচক শব্দ। ক্ষুদ্রধান্য—অনুষ্ণবীর্য্য (ঈষদুষ্ণবীর্য্য), কষায়, লঘুপাক, লেখন, মধুর, কটুপাক, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বাতকৃৎ, মলবিবন্ধক এবং পিত্ত-রক্ত ও কফনাশক॥ ৬৯—৭০

কঙ্গু নামক ক্ষুদ্র ধান্য (১)—কঙ্গু ও প্রিয়ঙ্গু, কঙ্গু পর্য্যায়। ইহারা স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তে। কৃষ্ণ রক্ত শ্বেত ও পীতবর্ণভেদে ইহারা চতুর্ব্বিধ। চতুর্ব্বিধ কঙ্গুর মধ্যে পীতবর্ণ কঙ্গুই শ্রেষ্ঠ। কঙ্গু—ভগ্নসংযোজক, বাতজনক, বৃংহণ, গুরু, রুক্ষ, অতীব শ্লেষ্মহর, ইহা ঘোটকের পক্ষে বিশেষ গুণকারক॥ ৭১। ৭২

চীনা নামক ক্ষুদ্রধান্য (২)—চীনা কঙ্গু-ভেদ, কঙ্গুর ন্যায়ই ইহার গুণ জানিবে॥ ৭৩

শ্যামা নামক ক্ষুদ্রধান্য (৩)—ইহা শোষণ, রুক্ষ, বাতল ও কফপিত্তহর॥ ৭৪

কোদ্রব (৪)—(কোদ্ধান্য) কোদ্রবের অন্য নাম কোরদূষ এবং বনকোদ্রবের নাম উদ্দাল। কোদ্রব—বাতকর, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য এবং পিত্তকফনাশক। উদ্দাল—উষ্ণবীর্য্য মলসংগ্রাহক ও অতীব বাতজনক॥ ৭৫। ৭৬

চারুক (সরবীজ)—সরবীজ চারুকনামে অভিহিত। চারুক—মধুরকষায়রস, রুক্ষ, রক্ত-পিত্ত-কফ নাশক, শীতল, লঘু, বৃষ্য ও বাত-প্রকোপক॥ ৭৭

বংশবীজ—বংশজাত যব (বাঁশের চাউল) —রুক্ষ, কষায়, কটুপাক, মূত্রবিবন্ধক, কফঘ্ন, বাত-পিত্তজনক ও সারক॥ ৭৮

কুসুমবীজ (৫)—কুসুমবীজ বরটা ও বর-টিকা নামে অভিহিত হয়। ইহা—মধুর-কষায়রস, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তকফনাশক, শীতল, গুরু, অবৃষ্য ও বাতহর॥ ৭৯

সাসেব ; তৈলঙ্গে পাচ্চাঅশ্বালু ; ফারসীতে সর্ষফ ; আরবীতে উর্ফে অবীরদ বলে। ইংরাজীতে Sinapisalba. ল্যাটিনে Brassicæ ımpestris. ইহার ডাক্তারী নাম Dinapis dichotoma. ডাইনাপিস্ ডাইকোটোমা।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। রাজিকার নাম হিন্দীতে রাঈ, লাঈ ; মহারাষ্ট্রে মোহরী, রায়ী ; গুজরাটে রাঈ, জম্বুসরী ; কর্ণাটে সাসিরাউ ; তৈলঙ্গে বর্ণালু ; আরবীতে খরদল ; ইংরাজীতে Mustard seeds. ল্যাটিন নাম Sinap's nigra. ডাক্তারী নাম The black mustard. দি ব্ল্যাক্ মষ্টার্ড।

(১) দেশভেদে নামভেদ। কাঙ্গণীধান্যকে হিন্দুস্থানে কাঙ্গনী, কংগ্নী; তৈলঙ্গে প্রেংকণপুচেট্টু; মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কাংগ ; কর্ণাটে নবণে; ফারসীতে গল বলে। ডাক্তারী নাম Panicum Italicum. পানিকম্ ইটালিকম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। চীনাককে হিন্দীতে চীনা, চৈনা ; মহারাষ্ট্রে রাল্লে ; গুজরাটে চীণো ; কর্ণাটে চীণক ; ফারসীতে উরজন ; আরবীতে বারেগা বলে। ইংরাজীতে Millet. ল্যাটিন নাম Panicum milian.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শ্যামাকে হিন্দুস্থানে সমা ; মহারাষ্ট্রে সাংবে ; কাথলী ; গুজরাটে শামো ; কর্ণাটে সংধে ; তৈলঙ্গে শ্যামালু ; ফারসীতে শামাখ বলে। ল্যাটিন নাম Panicum Frumentanceum.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কেদোধানকে হিন্দুস্থানে কোদোং ; মহারাষ্ট্রে হরীক ; গুজরাটে কোদরো ; কর্ণাটে হারকং ; তৈলঙ্গে আলুবালু ; আরবীতে কোদ্রু ; ইংরাজীতে Punctured Paspalum. ডাক্তারী নাম Paspalum Scrobiculatum. পাস্পালম্ স্ক্রোবিকিউলেটম্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কুস্মবীজকে হিন্দীতে কর্র, কর, বরৈসুস্তবীজ ; মহারাষ্ট্রে

গবেধুকা—(দেধান) গবেধুকা ও :গবেধু একার্থবাচক শব্দ। গবেধু—কটুক-স্বাদু, কৃশতাকারক ও কফ নাশক ॥ ৮০

নীবার (৬)—(তৃণধান্য বিশেষ') প্রসাধিকা নীবার ও তৃণান্ত এইগুলি নীবারের পর্য্যায়। নীবার—শীতল, গ্রাহী, পিত্তঘ্ন ও কফবাতজনক ॥৮১

পবনাল (৭)—(জনার ইতি ভাষা) পবনাল—শীতল, স্বাদু, লোহিত, শ্লেষ্মপিত্তনাশক, অবৃষ্য, কষায়, রুক্ষ, ক্লেদকৃৎ ও লঘু ॥ ৮২

সকলপ্রকার নূতন ধান্যই—স্বাদু, গুরু ও শ্লেষ্মকর। এক বৎসরের পুরাতন ধান্য সুপথ্য। কারণ তাহা নূতন ধান্য অপেক্ষা লঘুতর ও হিতকর হইয়া থাকে। এক বৎসর থাকিলে সকল ধান্যেরই গুরুত্ব যায় কিন্তু বীর্য্য যায় না। এক বৎসরের পরে তাহারা ক্রমে ক্রমে নিজবীর্য্য ত্যাগ করিতে থাকে। ধান্যাদির মধ্যে যব, গোধূম, তিল ও মাষকলাই নূতনই হিতকর। ইহারা পুরাণ হইলে বিরস ও রুক্ষ হয় এবং তত গুণকারী থাকে না।

(টীকা। পুরাণ শব্দে দুই বৎসরেরও অধিক কালের পুরাণ বুঝিতে হইবে। নূতন যবাদি স্বাস্থ্যের প্রতি হিতকর। কিন্তু পথ্যাশিগণের পক্ষে পুরাতনই প্রশস্ত। বাগ্ভটও বলিয়াছেন—বসন্তকালে পুরাণ যব গোধূম মধু ও জাঙ্গলশূল্যমাংস ভোজন করিবে।) ॥ ৮৩—৮৫

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে ধান্যাদিবর্গ।

অথ শাকবর্গ।

শাক নিরূপণ—শাক ছয়প্রকার যথা—পত্রশাক, পুষ্পশাক, ফলশাক, নালশাক, কন্দশাক ও সংস্বেদজ শাক। এই ছয় প্রকার শাকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকার শাক অপেক্ষা পর পর প্রকার শাককে গুরুপাক জানিবে ॥ ১

শাকের গুণ—প্রায় সকল প্রকার শাকই বিষ্টম্ভী, গুরু, রুক্ষ, বহুমলজনক ও মল-বাত প্রবর্ত্তক। শাকগুণবিৎ পণ্ডিতগণ কহেন—শাক অতি অপকৃষ্ট, ইহা শরীরের ভেদ করে, অস্থিকে নষ্ট করে, নেত্রবর্ণকে বিনাশ করে, রক্ত শুক্র ও প্রজ্ঞাকে ক্ষয় করে, শরীরের পালিত্য জন্মায়, স্মৃতি ও গতি হনন করে। দেহ বিনাশের হেতু স্বরূপ রোগ সকল শাকসমূহে বাস করে। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি শাক ভোজন ত্যাগ করিবেন। শাকে যে সমস্ত দোষ উক্ত হইল, অম্লেও সেই সকল দোষ আছে জানিবে।

(টীকা। এই শাক নিন্দকবচন সকলকে সামান্য জানিবে, অতঃপর বিশেষ বচন সকল কথিত হইবে।) ২—৪

পত্রশাক এবং পত্রশাকের মধ্যে দুই-প্রকার বাস্তুক শাকের নাম ও গুণ (বেতোশাক) (১)—বাস্তূক, বাস্তুক, ক্ষারপত্র ও শাকরাট্ এই কয়টি বেতোশাকের পর্য্যায়। আর একপ্রকার বেতোশাক আছে, তাহার পত্র বৃহৎ এবং

কর্ড্যা ; গুজরাটে কুসুমম্বানারী ; ফারসীতে তুখ্মকাপসা ; আরবীতে হবুল নক্কর বলে।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। নীবারকে হিন্দীতে তীনী, তীনী ; তৈলঙ্গে নিবরিবট্টু ; মহারাষ্ট্রে দেবভাত ; গুজরাটে বংটী; কর্ণাটে জ্যরহুমেধে বলে। ল্যাটীনে Panicum Italicum. ডাক্তারী নাম Wild variety of oryza sativa.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। জনারের সাধারণ নাম হিন্দীতে জুআর, সুফেদ জুআর, লালজ্বার ; মহারাষ্ট্রে জোংধল্লে, জ্বারী ; গুজরাটে জার, জুবার ; কর্ণাটে জোলদহেসরু, কাব্বজোল ; তৈলঙ্গে জোন্নলু ; ফারসীতে জুরেমকা ; আরবীতে হংতারুমিয়া থংদরুস্ বলে। ইংরাজীতে Great millet. ল্যাটীন নাম Halcusvulgave. ডাক্তারী নাম Andropogon Saccharatus. য়্যাণ্ড্রোপোগন সাকারেটস্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। বেতোশাককে হিন্দুস্থানে বথুআ, বড়া বথুআ, চিল্লী ; মহারাষ্ট্রে চাকবত, চিবিল, চাকবতাচী ভাজী ; কর্ণাটে চক্রবতী,

তাহা রক্তবর্ণ। উহাকে গোঁড়বাস্তুক কহা যায়। বেতোশাক প্রায়ই যবের মধ্যে জন্মে, এই জন্য উহাকে যবশাকও কহা গিয়া থাকে। দুই প্রকার বেতোশাকই—স্বাদু, ক্ষারবিশিষ্ট, কটুবিপাক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিজনক, লঘুপাক, শুক্র ও বলপ্রদ, সারক, প্লীহারক্তপিত্ত-অর্শঃ-কৃমি ও বাতাদি ত্রিদোষনাশক ॥ ৫—৭

পূঁইশাক (১)—পোতকী, উপোদিকা, মালবা ও অমৃতবল্লরী এইগুলি পূঁইশাকের পর্য্যায়। পূঁইশাক—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, বাতপিত্তনাশক, কণ্ঠের অহিতকর, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, শুক্রকর, রক্তপিত্তপ্রশমক, বলপ্রদ, রুচিকারক, সুপথ্য, বৃংহণ ও তৃপ্তিদায়ক ॥ ৮। ৯

মারিষশাক (২)—(নটেশাক) মারিষ, বাষ্পক ও মার্ষ এইগুলি নটেশাকের পর্য্যায়। শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে ইহা দ্বিবিধ। নটেশাক—মধুররস, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, গুরুপাক, বাতশ্লেষ্মজনক, রক্তপিত্তনাশক ও বিষমাগ্নিপ্রশমক। রক্তবর্ণ নটেশাক—অনতিগুরু, সক্ষার, মধুররস, সারক, শ্লেষ্মজনক, কটুপাক ও অল্পদোষজনক ॥ ১০।১১

তণ্ডুলীয় (৩)—(চাঁপানটে) তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলীবীজ, বিষঘ্ন ও অল্পমারিষ এইগুলি চাঁপানটের পর্য্যায়। চাঁপানটে—লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্ত-কফ-রক্ত-প্রশমক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুচিকর, অগ্নিদীপক ও বিষনাশক ॥ ১২। ১৩

জলতণ্ডুলীয়—(কঞ্চট, কাঁচড়া ইতি ভাষা) পানীয় তণ্ডুলীয়কে শাস্ত্রে কঞ্চট কহে। কঞ্চট—তিক্তরস, রক্তপিত্ত ও বাতহর এবং লঘু ॥ ১৪

পালংশাক (৪)—পালংশাক—বাস্তুকশাকাকৃতি। ছুরিকা ও চীরিতচ্ছদা উহার নামান্তর। পালংশাক—বাতজনক, শীতবীর্য্য, শ্লেষ্মকর, ভেদক, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী এবং মদ-শ্বাস-পিত্ত-রক্ত ও কফনাশক ॥ ১৫

কালশাক—(নারিচ শাক) নাড়িক, কালশাক, শ্রাদ্ধশাক ও কালক এইগুলি কালশাকের পর্য্যায়। কালশাক—সারক, রোচক, বাতজনক, কফশোথহারক, বলকর, রুচিকর, মেধানাশক, রক্তপিত্তপ্রশমক ও শীতবীর্য্য ॥ ১৬

পাটশাক (৫) (নালিতা শাক) পট্টশাক, নাড়ীক ও নাড়ীশাক এইগুলি নালিতাশাকের পর্য্যায়। নালিতাশাক—রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপক ॥ ১৭

বতী, বিলীপচিল্লীকে; গুজরাটে টাংকো, চীল; ফারসীতে মুসেলেসা, সরমক; আরবীতে রোক্‌বতুল বজামেল কুতুফ বলে। ইংরাজীতে Whitegoose foot. ডাক্তারী নাম Chenopodium Album. চেনোপোডিয়ম্ অ্যালবম্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। পূঁইশাককে হিন্দুস্থানে পোঈকা সাগ; গুজরাটে পোথী; মহারাষ্ট্রে মায়াল্লু লঘু ও থোর বলে। ইংরাজীতে Red Malabar Night shade. ডাক্তারী নাম A Potherb. এ পোথর্ব।

(২) দেশভেদে নামভেদে। মারিষের নাম হিন্দীতে সফেদ মরসা, লাল মরসা, নবড়া; মহারাষ্ট্রে পোকল্যাচী ভাজী, মাঠাচীভাজী; গুজরাটে ডাংভো; তৈলঙ্গে ডুগ্গকুরা; উৎকলে নেউটাশাগ বলে। ল্যাটিন নাম Amaranthus tricolor.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। চাঁপা নটেশাকের নাম হিন্দুস্থানে চৌলাঈকা শাক, জংচৌলাঈ; মহারাষ্ট্রে তাংদুল্জা, চবল্লাঈ; কর্ণাটে কিরুকুশালে; দ্রাবিড়ে কাণ্ডেমাটি; তামিলে মুল্লক্কিরই; গুজরাটে তাংজলজো; তৈলঙ্গে মোলাকুরা, কুঈকোরা; ফারসীতে সুপেজমর্জ্জ; আরবীতে বুকলেয়মানীয় বলে। ইংরাজীতে Hermaphrodite Amaranth. ল্যাটিনে Amaranthus Tenifolius. ডাক্তারী নাম Prickly Amaranth. প্রিক্লি অ্যামারান্থ।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। পালঙ্‌শাককে হিন্দীতে পালগকাশাগ, পল্‌কী; দাক্ষিণাত্যে পালক্য শাক; মহারাষ্ট্রে পালখ, পোঈশাক; গুজরাটে পালখনীভাজী; কর্ণাটে পালক্য; ফারসীতে ইস্তলাখ; আরবীতে অস্তনাখ বলে। ইংরাজী নাম Spinage. ল্যাটিনে Spinesia Oleracea. ডাক্তারী নাম A sort of beet roots. এ সর্ট অফ বীট রুটস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। পাটশাকের হিন্দী নাম পটুআ সাগ; মহারাষ্ট্রে নাড়ীশাক; গুজরাটে নালানীভাজী; ল্যাটিন নাম Ipomœa Reptams. ডাক্তারী নাম Corchorus olitorius. কর্কোরস্ ওলিটোরিয়স।

কলম্বীশাক (১)—কলম্বী ও শতপূর্ব্বা এই দুইটি কলমী-শাকের নাম। কলমীশাক—স্তন্যজনক, মধুর রস ও শুক্রবর্দ্ধক ॥ ১৮

লোণী ও বৃহল্লোণীশাক (২) (নুনেশাক) লোণীর অপর নাম লোণা এবং বৃহল্লোণীর অপর নাম ঘোটিকা। লোণী—রুক্ষ, গুরুপাক, বাতশ্লেষ্মহর, লবণাম্লরস, অর্শোঘ্ন, অগ্নিদীপক, অগ্নিমান্দ্য ও বিষনাশক। বৃহল্লোণী—অম্লরস, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতকর, কফপিত্তহর, বাগ্‌দোষ-ব্রণ-গুল্ম-শ্বাস-কাস ও প্রমেহনাশক। ইহা শোথে ও নেত্ররোগে হিতকর ॥ ১৯—২১

চাঙ্গেরী (আমরুল) (৩)—চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্তশঠা, অম্বষ্ঠা, অম্ললোণিকা, অশ্মন্তক, শফরী, কুশলী ও অম্লপত্রক এইগুলি আমরুলের পর্য্যায়। আমরুল—অগ্নিদীপক, রোচক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফবাতনাশক, পিত্তজনক, অম্লরস, গ্রহণী-অর্শঃ-কুষ্ঠ ও অতিসারনাশক ॥ ২২। ২৩

চুকাপালং (৪)—চুক্রিকা, পত্রাম্লা, রোচনী ও শতবেধিনী এইগুলি চুকাপালঙ্গের পর্য্যায়। চুকাপালঙ্—অতি অম্লরস, স্বাদু, বাতঘ্ন, কফপিত্তকারক ও রোচক। ইহা বেগুনের সহিত পাক করিলে অতি লঘু ও অতি রোচক হইয়া থাকে ॥ ২৪

চিঞ্চাশাক (৫)—চিঞ্চা, চঞ্চু, চঞ্চুকী, দীর্ঘপত্রা ও সতিক্তকা এইগুলি চিঞ্চার পর্য্যায়। চিঞ্চা—শীতবীর্য্য, সারক, রোচক, স্বাদু, ত্রিদোষনাশক, ধাতুপুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, মেধাজনক ও পিচ্ছিল ॥ ২৫

হিলমোচিকা (৬)—ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, চারী, মৎস্যাক্ষী ও হিলমোচিকা এইগুলি হেলেঞ্চার নাম। হেলেঞ্চা—শোথ কুষ্ঠ কফ ও পিত্ত নাশ করে ॥ ২৬

শিতিবার (সুষুণী শাক) (৭)—শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক, সূচীপত্র, পর্ণক, কুক্কুট ও শিখী এইগুলি সুষুণী শাকের নাম। ইহার পত্র আমরুল-পত্রের ন্যায় চতুর্দ্দল, এইজন্য ইহাকে চতুষ্পত্রী কহে। জলসমন্বিত স্থানে এই শাক জন্মিয়া থাকে। সুষুণী—শীতবীর্য্য, সংগ্রাহী, মেদঃ ও ত্রিদোষ নাশক, অবিদাহী, লঘু, স্বাদু, কষায়রস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, বৃষ্য, রোচক, জ্বর-শ্বাস-মেহ-কুষ্ঠ ও ভ্রম নাশক ॥ ২৭। ২৯

মূলাশাক—কচি মূলাশাক—পাচক, লঘু, রোচক ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা তৈলাদি স্নেহ পদার্থের সহিত পাক করিলে ত্রিদোষ নাশক হইয়া থাকে। অসিদ্ধ মূলাশাক কফপিত্ত কারক জানিবে ॥ ৩০

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। কলমীশাকের নাম হিন্দীতে করেঁবু কল্‌মীশাক ও তৈলঙ্গে তোমেবচলিচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Convolvulus repens. কন্‌ভল্‌ভিউলাস্ রিপেন্স।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দীতে নোনিয়া, লোণী, কুল্‌ফা; তৈলঙ্গে অইলকুস; বোম্বায়ে কুর্ফা; তামিলে কোরিলকীরই; মহারাষ্ট্রে ঘোল্ল, লহানঘোল্ল; গুজরাটে লুণীমোটী; কর্ণাটে গোলি; ফারসীতে খুরফা; আরবীতে বক্লতুলহুমক্কা বলে। ইংরাজীতে Purs lane. ল্যাটিনে Portulaca Oleracoa ডাক্তারী নাম Indian Purs lane. ইণ্ডিয়ান্ পার্স‌লেন।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। আমরুলকে হিন্দীতে চৌপতিয়া, আংববতী; কর্ণাটে পুলুম্বুনিসে বলে। ডাক্তারী নাম Wood Scrrel. উড সরেল।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। চুকাপালঙ্গকে হিন্দুস্থানে চুক, চুকাকা শাক; মহারাষ্ট্রে আংবটচুকা, লঘু ও থোর; গুজরাটে চুকোখাটীভাজী; কর্ণাটে হুলিচকোত; ফারসীতে তুরশক্‌বড়া তূর্রে খুরাসানীছোটা; আরবীতে হুমাজবুকলে হামেজা বলে। ইংরাজীতে Bladdered Dock, ল্যাটিনে Rumex vesicarius.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। চঞ্চুকে হিন্দীতে চঞ্চু, চেবুণা; মহারাষ্ট্রে লঘু চঞ্চু, থোরচঞ্চু; গুজরাটে ছচ, রাজগরিনীভাজী; তৈলঙ্গে চিন্তাচেট্ট বলে। ল্যাটিনে Carchorus acutangularis.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। হেলেঞ্চাশাককে হিন্দীতে হরহুর, হরহুল; বোম্বায়ে হুরহুচী ও উৎকলে হিরমিচা বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। সুষুণি শাককে হিন্দুস্থানে চৌপতিয়া, উটিংগণ, গুঠবা, উটিংগণকেবীজ, শিরীআরী; মহারাষ্ট্রে কুরড়ূ; কর্ণাটে কুরড়াহকে ও খড়কতিরা; তৈলঙ্গে স্থনিষন্নমনেশাকমু; উৎকলে ছুনছুনিয়া; গুজরাটে ওটীগণ, ওটীগণনাবী, খড়কতিরা; ফারসীতে অংজরা, তুখমে অঞ্জরা; আরবীতে অংজরা, বজহুলঅংজরা বলে। ল্যাটিন নাম Blepharis Edulis.

দ্রোণপুষ্পীদল—(ঘলঘসিয়া পত্র, গুল্মা) —ইহা স্বাদু, রুক্ষ, গুরু, পিত্তকৃৎ, ভেদক, কটু এবং কামলা-শোথ-মেহ ও জ্বরনাশক ॥ ৩১

জোয়ান শাক।—ইহা আগ্নেয়, রোচক, বাতকফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্ত রস, পিত্ত-প্রকোপক, লঘুপাক ও শূলকারক ॥ ৩২

দদ্রুঘ্ন পত্র (চাকুন্দে পাতা)—ইহা দোষঘ্ন (পিত্তঘ্ন), অম্লরস, বাত-কফ-নাশক, লঘুপাক এবং কণ্ডূ-কাস-কৃমি-শ্বাস-দদ্রু ও কুষ্ঠপ্রশমক ॥ ৩৩

মনসাপত্র—ইহা তীক্ষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, রোচক এবং আধ্মান-অষ্ঠীলা, গুল্ম-শূল-শোথ ও উদররোগ নাশক ॥ ৩৪

ক্ষেত্‌পাপড়া—ইহা পিত্ত-রক্ত-জ্বর-তৃষ্ণা-কফ ও ভ্রমরোগনাশক, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, তিক্তরস, দাহনিবারক, বাতজনক ও লঘু ॥ ৩৫

গোজিয়া শাক—(গোমী) ইহা লঘুপাক এবং কুষ্ঠ-মেহ-রক্তদুষ্টি-মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর প্রশমক ॥৩৬

পটোল পত্র (পল্‌তা শাক)—ইহা পিত্তঘ্ন, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য এবং জ্বর-কাস ও কৃমিনাশক ॥ ৩৭

গুলঞ্চ পত্র—ইহা আগ্নেয়, সর্ব্বজ্বরহর, লঘু, কষায়-কটু-তিক্তরস, স্বাদুপাক, রসায়ন, বলকর, উষ্ণবীর্য্য, সংগ্রাহক, ত্রিদোষঘ্ন, তৃষ্ণা-নিবারক এবং দাহ-প্রমেহ-বাতরক্ত-কামলা-কুষ্ঠ ও পাণ্ডু রোগ নাশক ॥ ৩৮ । ৩৯

কালকাসুন্দা (১)—কাসমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি ও কর্কশ এইগুলি কালকাসুন্দার পর্য্যায়। কালকাসুন্দা পত্র—রোচক, বৃষ্য, কাস-বিষ ও রক্তদুষ্টি নাশক, মধুর, কফবাতঘ্ন, পাচক, কণ্ঠবিশোধক, বিশেষ কাসহর, পিত্তঘ্ন, সংগ্রাহক ও লঘু ॥ ৪০।৪১

ছোলা শাক—ইহা রোচক, দুর্জ্জর, কফবাত-কারক, অম্লরস, বিষ্টম্ভজনক, পিত্তনাশক ও দন্তশোথ হারক ॥ ৪২

মটর শাক—ইহা ভেদক, লঘুপাক, তিক্তরস ও ত্রিদোষঘ্ন ॥ ৪৩

সরিষা শাক—ইহা কটু, বহুমলমূত্রকারক, গুরু, অম্লপাক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ত্রিদোষঘ্ন, সক্ষার, লবণরস, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও স্বাদু। শাকের মধ্যে সর্ষপশাক নিন্দিত ॥ ৪৪

অথ পুষ্প শাক।

বকপুষ্পের গুণ—ইহা শীতবীর্য্য, চাতুর্থক জ্বর নিবারক, নক্তান্ধ্য (রাতকাণা) নাশক, তিক্ত-কষায়রস, কটুবিপাক এবং পীনস-শ্লেষ্ম-পিত্ত ও বাত প্রশমক ॥ ৪৫

কদলী পুষ্প (মোচা)—স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়-রস, গুরু, শীতবীর্য্য, বাতপিত্ত-রক্তপিত্ত ও ক্ষয়-নাশক ॥ ৪৬

শজিনা ফুল—কটু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, স্নায়ুশোথ-কারক, এবং ইহা কৃমি-কফ-বাত-বিদ্রধি-প্লীহ ও গুল্ম নাশক। রক্তশজিনা ফুল—নেত্রহিত এবং রক্তপিত্ত-প্রশমক ॥ ৪৭

শিমুল ফুল—ইহা ঘৃত সৈন্ধবে পাক করিয়া খাইলে দুঃসাধ্য প্রদর রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়। শিমুল ফুল—রসে ও পাকে মধুর-কষায়, শীতল, গুরু, কফ-পিত্ত-রক্তদুষ্টনাশক, মলসংগ্রাহক ও বাতজনক ॥ ৪৮।৪৯

অথ ফলশাক।

কুষ্মাণ্ডের নাম ও গুণ (২)—কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প ও বৃহৎফল এইগুলি কুষ্মাণ্ডের নাম। কুষ্মাণ্ড—বৃংহণ, বৃষ্য, গুরুপাক এবং পিত্ত রক্ত ও বাতনাশক। কচি কুষ্মাণ্ড—পিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য। মধ্যম কুষ্মাণ্ড—কফকারক। পাকা কুমড়া—নাতিশীতবীর্য্য, স্বাদু, সক্ষার, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, বস্তি-শুদ্ধিকর, চিত্তবিকার ও সর্ব্বদোষ নাশক ॥ ৫০।৫১

কর্কারু—(ক্ষুদ্রজাতি কুষ্মাণ্ড)—কুষ্মাণ্ডীর অপর নাম কর্কারু। ইহা—সংগ্রাহক, শীতবীর্য্য,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। কালকাসুন্দার হিন্দী নাম কসৌদী ; মহারাষ্ট্রে রানকাসবিংদা ; গুজরাটে কাসোংদরী ; কর্ণাটে কাসবদী ফরহল কসাদ ; তৈলঙ্গে গুর্‌পুতাড্যং বলে। ইংরাজী Round Poddadcassi . ল্যাটিন্ নাম Cassia sophera.

(২) দেশভেদে নামভেদ। কুমড়াকে হিন্দীতে কুহ্মড়া, পেঠা, কোহড়া ; তৈলঙ্গে গুম্মড়ি, পুল্লাহা বর্ডীকা ; উৎকলে কখাড়ু, পানীকখারু ; মহারাষ্ট্রে কোহোল্লা ; গুজরাটে ভুরুংকোলু ; কর্ণাটে দারকো-হোল্লা ; ফারসীতে ভূরাকুহু ; আরবীতে মহদ্দেবা বলে। ইংরাজীতে Pumpkin. ডাক্তারী নাম Benincassa cerifera. বিনাইন্‌কেসাসেরিফেরা

রক্তপিত্তহর ও গুরু। পক্ককুষ্মাণ্ডী—তিক্তরস, অগ্নিকারক, সক্ষার ও কফবাতনাশক ॥ ৫২

অলাবূ (১)—(লাউ) ইহার অপর নাম তুম্বী। অলাবূ দুই প্রকার—একপ্রকার দীর্ঘাকার, অন্যপ্রকার বর্ত্তুলাকার। মিষ্ট লাউ—হৃদ্য, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, গুরু, বৃষ্য, রুচিকর, ধাতু ও পুষ্টি-বর্দ্ধক ॥ ৫৩

তিত লাউ (২)—ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী ও মহাফলা এই কয়টি তিত্‌লাউএর নাম। ইহা—শীতবীর্য্য, হৃদ্য, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং পিত্তকাস-বিষ-বাতপিত্ত ও জ্বরনাশক ॥ ৫৪

কর্কটী (৩)—(কাঁকুড়) ইহার অন্য নাম এর্বারু। অপক্ক কাঁকুড়—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গ্রাহী, মধুররস, গুরুপাক, রোচক ও পিত্তনাশক। পাকা কাঁকুড়—তৃষ্ণা-পিত্ত-অগ্নিকারক ॥৫৫

চিচিঙ্গে (৪)—চিচিণ্ড ও গৃহকূলক এই দুইটি চিচিঙ্গার নাম। চিচিঙ্গা দীর্ঘাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ রেখাবিশিষ্ট। ইহা—বাতপিত্তনাশক, বলকর, পথ্য ও রুচিপ্রদ। শোষরোগির পক্ষে অতি হিতকর। চিচিঙ্গা পটোল অপেক্ষা গুণে কিঞ্চিৎ ন্যূন ॥ ৫৬

করলা ও উচ্ছে (৫)—কারবেল্ল ও কটিল্ল এই দুইটি করলার নাম। ক্ষুদ্রজাতি করলাকে অর্থাৎ উচ্ছেকে কারবেল্লী কহা যায়। করলা—শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু, তিক্তরস, অবাতল (অল্পবাতজনক)। ইহা—জ্বর-পিত্ত-কফ-রক্ত-পাণ্ডু-মেহ ও কৃমিনাশক। উচ্ছেরও এই সকল গুণ আছে, তবে উচ্ছে বিশেষ অগ্নিদীপক ও লঘু ॥ ৫৭।৫৮

মহাকোষাতকী (৬)—(ধুধুল) মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মহাকোষাতকী—স্নিগ্ধ এবং রক্ত-পিত্ত ও বায়ুনাশক ॥ ৫৯

ঝিঙ্গে (৭)—ধামার্গব, পীতপুষ্প, জালিনী, কৃতবেধনা, রাজকোশাতকী ও রাজিমৎফলা এইগুলি ঝিঙ্গের পর্য্যায়। ইহা—শীতবীর্য্য, মধুররস, কফবাত-

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। লাউয়ের নাম হিন্দীতে কট্টু, মিঠী, তোম্বী, লম্বালৌআ, গ্রহালৌআ, রামতোরঈ ; মহারাষ্ট্রে দুধ্যাভোংপল্লা ; গুজরাটে দুধীয়ূং, দুধলু ; কর্ণাটে কড়ংউবলকায়ি ; তৈলঙ্গে তীয়াতুখড়ীকায়া, ফারসীতে কুদুশিরিন্ কুদুএদরোজ; আরবীতে যুক্তিনেহলুকরা ; ইংরাজীতে Vhite gourd. ল্যাটিনে Cucurbita lagenaria. ডাক্তারী নাম Cagenaria vulgaris. ক্যাগেনেরিয়া ভল্‌গেরিস্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। তিতলাউকে হিন্দীতে তিতলোকী, কড়বীতোম্বী ; মহারাষ্ট্রে কড়ূভোংপল্লা ; কর্ণাটে কড়ূদুধী, কহীসোরে ; তৈলঙ্গে চেতি আনব ; গুজরাটে কড়বীতু বড়ী ; ফারসীতে কুটুতল্‌খ ; আরবীতে করউল্‌মর বলে। ইংরাজীতে Bottle gourd. ডাক্তারী নাম Wild variety of Lagenaria vulgaris. ওয়াইল্ড ভেরাইটী অফ্‌ ল্যাগেনারিয়া ভল্‌গারিস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বড় কাঁকুড়কে হিন্দুস্থানে ককড়ী ; মহারাষ্ট্রে কাংকড়ী, বাল্লুককাকড়ী ; কর্ণাটে ক্যেয়-সৌত ; তৈলঙ্গে দোসকায়া; ফারসীতে খ্যাটজাব, দরংজ খ্যারদরাজ ; আরবীতে কিস্‌সাকদস্ বলে। ইংরাজীতে Cucumber. ল্যাটিন নাম Cucunis Sativus.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। চিচিঙ্গেকে হিন্দুস্থানে চচেণ্ডা, চিচেংড়া ; মহারাষ্ট্রে টরকাংকড়ী ; গুজরাটে পংড়োলা ; তৈলঙ্গে পোটলাকায়া ; ইংরাজীতে Snake gourd. বলে। ডাক্তারী নাম Trichasanthis anguirae. টিকেস্থান্থিস্ অ্যাঙ্গুইনি।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। করেলা ও উচ্ছেকে হিন্দীতে করেলা, করেলী ; তৈলঙ্গে করিলা, কাকরকায়া ; উৎকলে শলরা ; মহারাষ্ট্রে কারলে, ক্ষুদ্রকারলী, লঘুকারলী ; গুজরাটে কারেলা, কড়বাবেলা ; কর্ণাটে হাগল ; ফারসীতে কারেলাহ ; আরবীতে কিম্‌সা, উল্‌হিমার বলে। ইংরাজীতে Hairy Mordica. ডাক্তারী নাম Momardica Charantia. মোমার্‌ডিকা কারান্টিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ধুঁধুলকে হিন্দুস্থানে ঘিয়াতোরঈ, নেন্নুআ; তৈলঙ্গে পুছাবীরকায়া, এন্নুগবীর ; উড়িষ্যায় তরড়ি ; মহারাষ্ট্রে ঘোসাল্লী, পারোশী ; গুজরাটে গলকা ; কর্ণাটে অরহিরে ; ফারসীতে খিয়ার বলে। ডাক্তারী নাম Laffu aegyptiaca. লাফ্‌ফুই জিপটিএকা।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ঝিঙ্গাকে হিন্দীতে তোরঈ, জঙ্গলী তোরঈ, ঝিমনী ; মহারাষ্ট্রে কড়ুদোড়কী, দীবালী, কড়ুশিরাল্লী ; তৈলঙ্গে চেহুবির্কায়া ; কর্ণাটে কাহিরে ; ফারসীতে তুরীয়ে

কর, পিত্তঘ্ন, অগ্নিদীপক এবং শ্বাস-জ্বর-কাস ও কৃমিনাশক ॥ ৬০।৬১

পটোল (১)—পটোল, কূলক, তিক্ত, পাণ্ডুক, কর্কশচ্ছদ, রাজীফল, পাণ্ডুফল, রাজের, অমৃতফল, বীজগর্ভ, প্রতীক, কুষ্ঠহা ও কাসভঞ্জন এইগুলি পটোলের পর্য্যায়। পটোল— পাচক, হৃদ্য, বৃষ্য, লঘু, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এব কাস রক্ত-জ্বর-ত্রিদোষ ও কৃমিনাশক। পটোলের মূল সুখবিরেচক। ইহার নাল (ডাঁটা) শ্লেষ্মহর, পত্র-পিত্তহর এবং ফল ত্রিদোষ-হর। তিক্ত পটোলিকারও গুণ এইরূপ ॥ ৬২—৬৫

কুন্দুরু (২) (কুঁদ্‌রুকী ও তেলাকুচা) বিম্বী, রক্তফলা, তুণ্ডী, তুণ্ডীকেরী, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপমফলা ও পীলুপর্ণী, এইগুলি কুন্দুরুর পর্য্যায়। কুন্দুরু—স্বাদু, শীতবীর্য্য, গুরু, পিত্ত-রক্তবাতনাশক, স্তম্ভন, লেখন, রোচক, বিবন্ধ ও আধ্মানকারক ॥ ৬৬।৬৭

শিম্বি (৩)—(শিম) শিম্বি দ্বিবিধ, এক প্রকারকে শিম্বি বা শিম্বী, অপর প্রকারকে পুস্তশিম্বী বা পুস্তকশিম্বিকা কহে। শিম্বিদ্বয় রসে ও পাকে মধুর, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বলকর, দাহজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক ॥ ৬৮

কোলশিম্বি—(কট্‌রা শিম) কোলশিম্বি, কৃষ্ণফলা ও পর্য্যঙ্কপট্টিকা এইগুলি কোলশিমের নাম। কোলশিম্বি—বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তবর্দ্ধক, শুক্র ও অগ্নিমান্দ্যকারক, বৃষ্য, রুচিকর, মলবিবন্ধক ও গুরু ॥ ৬৯

শোভাঞ্জনফল (৪)—(শজিনা খাড়া) ইহা স্বাদু, কষায়, কফপিত্তহর এবং শূল-কুষ্ঠ-ক্ষয়-শ্বাস ও গুল্মনাশক। ইহা অতীব অগ্নিদীপক ॥ ৭০

বেগুন (৫)—বৃন্তাক, বার্ত্তাকু, ভণ্টাকী ও ভাণ্টিকা এইগুলি বেগুনের পর্য্যায়। বার্ত্তাকু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তে। বেগুন—স্বাদু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কটুপাক অপিত্তল (ঈষৎ পিত্তকর), জ্বরবাত-কফনাশক, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক ও লঘু। কচি-বেগুণ—কফপিত্তনাশক, পাকাবেগুণ—পিত্তকর ও গুরু। অঙ্গারাগ্নিপাচিতবেগুন—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, কফ-মেদঃ-বায়ু ও আম নাশক, লঘু এবং অগ্নিদীপক। কিন্তু উহাতে তৈল ও লবণ সংযুক্ত করিয়া খাইলে উহা স্নিগ্ধ ও গুরুপাক হইয়া থাকে। কুক্কুট-ডিম্ব সদৃশ একপ্রকার শ্বেতবেগুন আছে, তাহা উক্ত বেগুন অপেক্ষা হীনগুণ। অর্শোরোগে বিশেষ হিতকর ॥ ৭১—৭৪

ডিণ্ডিশ (ঢেঁড়শ) (৬) ডিণ্ডিশ, রোমশফল ও মুনিনির্ম্মিত এইগুলি ঢেঁড়শের নাম। ঢেঁড়শ—রুচিকারক, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, শীতবীর্য্য, বাতজনক, রুক্ষ, মূত্রকারক ও অশ্মরী-হারক ॥ ৭৫

পিণ্ডার—ইহা শীতল, বলকর, পিত্তঘ্ন, রুচিকারক, পাকে লঘু বিশেষতঃ ইহা বিষের শান্তিকর ॥ ৭৬

তল্‌থ বলে। ইংরাজীতে Bitter Luffa. ল্যাটিন নাম Luffa amara.

(১) দেশভেদে নামভেদ। পটোলের নাম হিন্দীতে পরবল ; মহারাষ্ট্রে পড়বল্ল ও পড়োল ; কর্ণাটে কোহিপড়বল ; তৈলঙ্গে কোম্মুপটোল, গুর্জ্জরদেশে চুরনিহার, কপিলবর্ণী ; তামিলে কোম্বূ-পুড়লৈ এবং কান্যকুব্জে মোরহড়ী বলে। ডাক্তারী নাম Trichosamthes dioclo Roxb. ট্রিকোসেমথিস্ ডায়ক্লো রক্সব।

(২) দেশভেদে নামভেদ। কুন্দরুকীকে হিন্দুস্থানে কন্দুরী ; মহারাষ্ট্রে গোড়তোংড়লী ; গুজরাটে ঘোলা মিঠাং বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শিমকে ও কোলশিম্বীকে হিন্দুস্থানে সেম, সুঅরাসেম, গোজিয়াসেম, শেম্বি ; মহারাষ্ট্রে খড়সা বল্ল, আবঙ্গীচী শেগং ; গুজরাটে পরবোলিয়া, তরবাবড়ী ; তৈলঙ্গে কারুচিকটু ; আরবীতে গলাফুলগোল বলে। ল্যাটিনে Canavalia Ensiformis.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। শজিনা ডাঁটাকে হিন্দীতে সোহিঞ্জন ফল ও তৈলঙ্গে মুনগপংডু বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। বেগুণকে হিন্দুস্থানে বৈংগন, ভণ্টা, ভটা; মহারাষ্ট্রে বা গে; গুজরাটে রিংগণা, রিংগনী; কর্ণাটে বদনে ; তৈলঙ্গে বংকায়া; উৎকলে বাইগুণ ; তামিলে কুঠরেকই ; ফারসীতে বাদংগান্ ; আরবীতে বাদর্জান, বলে। ল্যাটীনে Solanum Melongena. ইংরাজী নাম Bringle.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ঢেড়শের নাম হিন্দীতে ঢেঁড়সে ফল ॥ ৭৫

কর্কোটকী—(খেখসা) (১)—কর্কোটকী পীতপুষ্পা ও মহাজালী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কর্কোটী—মলহারক, কুষ্ঠ-হৃল্লাস ও অরুচিনাশক, শ্বাস-কাস ও জ্বরপ্রশমক, কটুপাক এবং অগ্নির দীপক ॥ ৭৭

ডোড়িকা (২)—(করেরুআ) ডোড়িকা, বিষমুষ্টি, ডোড়ী ও সুমুষ্টিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ডোড়িকা—পুষ্টিকর, বৃষ্য, রোচক, অগ্নিপ্রদ, লঘু এবং পিত্ত-কফ-অর্শঃ-কৃমি-গুল্ম ও বিষজ রোগ নাশক ॥ ৭৮

কণ্টকারী ফল—তিক্ত কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা শ্বাস কাসজ্বর-বাত ও কফনাশ করে ॥ ৭৯

অথ নাল শাক।

সর্ষপ নাল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক এবং বাত-শ্লেষ্ম ব্রণ-কণ্ডূ-কৃমি-দদ্রু ও কুষ্ঠ প্রশমক ॥ ৮০

অথ কন্দ শাক।

শূরণ অর্থাৎ ওল (৩)—শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল ও অর্শোঘ্ন এইগুলি ওলের পর্য্যায়। ওল—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কষায়, কণ্ডূজনক, কটু, বিষ্টম্ভী, বিশদ, রোচক, কফ ও অর্শোনাশক এবং লঘুপাক। অর্শোরোগে ইহা বিশেষ পথ্য। ওল প্লীহা ও গুল্মনাশক। সকল প্রকার কন্দ শাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ। দদ্রু-কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত-রোগিগণের পক্ষে ইহা হিতকর নহে। ওলের সন্ধান করিলে (আচার বিশেষ করিলে) তাহা অধিকতর গুণকর হইয়া থাকে ॥ ৮১—৮৩

আলু (৪)—আরু আরুক আলুক ও বীরসেন এই কয়টি আলুর পর্য্যায়। প্রধানতঃ আলু ছয় প্রকার যথা—কাষ্ঠালুক, শঙ্খালুক, হস্ত্যালুক, পিণ্ডালুক, মধ্বালুক ও রক্তালুক। (টীকা—কাষ্ঠালু কাঠিন্যযুক্ত আলু যাহা কাঠালু নামে খ্যাত। শঙ্খালু—শঙ্খবৎ শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ শাঁখআলু। হস্ত্যালু যাহা অতি দীর্ঘ ও মহাশরীর। পিণ্ডালু-যাহা বর্ত্তুলাকার। মধ্বালুক—যাহা মধুরতাযুক্ত ও রোমান্বিত। রক্তালুক অর্থাৎ লাল আলু। সকল প্রকার আলুই—শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, মধুররস, গুরুপাক, মলমূত্র নিঃসারক, রুক্ষ, দুর্জ্জর, রক্তপিত্ত নাশক, কফানিল কর, বলপ্রদ, বৃষ্য এবং অল্প স্তন্যবর্দ্ধক ॥ ৮৪ ॥ ৮৫

আলুকী (রক্তালু ভেদ)—এক প্রকার লাল আলু আছে, তাহা সরু ও লম্বা, তাহাকে আলুকী কহে। আলুকী—বলকারক, স্নিগ্ধ, গুরু, হৃদয়গত-কফনাশক ও বিষ্টম্ভকারক। ইহা তৈলপক্ক করিয়া খাইলে অতি রুচিপ্রদ হয় ॥ ৮৬

মূলক (মূলা) (৫)—মূলা দুই প্রকার—লঘু-মূলক ও বৃহৎমূলক। শালা মর্কটক, বিস্র, শালেয়, মরুসম্ভব, চাণক্যমূলক, তীক্ষ্ণ ও মূলকপোতিকা এইগুলি লঘু মূলকের জাতিভেদ। নেপাল দেশ জাত এক প্রকার মূলক আছে, তাহা গজদন্তবৎ। লঘু মূলক—কটু, উষ্ণবীর্য্য, রোচক, লঘু, পাচক, ত্রিদোষহর, স্বরহিত, জ্বর শ্বাস-নাসারোগ-কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগনাশক। বৃহন্মূলক—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও ত্রিদোষজনক কিন্তু তাহা তৈলাদি স্নেহ পদার্থের সহিত সিদ্ধ করিলে ত্রিদোষ নাশ করিয়া থাকে ॥ ৮৭—৯০।

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। কাঁকরোলকে হিন্দুস্থানে খেখসা, ককোড়া; মহারাষ্ট্রে কাংটলী, কর্টৌলী; গুজরাটে কংটৌলী; তৈলঙ্গে অগোরকর বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ডোড়ীকে হিন্দীতে ডোড়ী; মহারাষ্ট্রে বিষডোড়ী; গুজরাটে কড়বো খড়খারো; কর্ণাটে দোড়িকর্গসগে বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ওলকে হিন্দুস্থানে স্থরন জিমীকন্দ; তৈলঙ্গে মংচাকন্দা, দোলকন্দা; বোম্বায়ে জংলিশূরণ; তামিলে স্থরণ; কর্ণাটে সুরণ ও সুরণা; মহারাষ্ট্রে গোড়াসুরণ; গুজরাটে স্থরণ; ফারসীতে ওল বলে। ডাক্তারী নাম Arum companulatum. অরম কম্প্যানিউলেটাম্। ল্যাটীন নাম Amophophallus paniculatus.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। আলুকে হিন্দীতে রতালু, পিণ্ডালু, কাঁদু, শকরকন্দী; মহারাষ্ট্রে রতালে, গোড়েং রতাল্লেং; গুজরাটে রতালু, শকরকন্দ, শ্বেতালু; তৈলঙ্গে চিরগেড়ু; কর্ণাটে কেপিনংহেড়ল, বিলিয় হেংড়ল; তামিলে যাসংক্কোল্লং; উৎকলে ঘরাআলু; ফারসীতে জরদাক লাহোরী বলে ইংরাজী নাম Sweet potato.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। মূলার নাম হিন্দুস্থানে মূলী, বড়ীমূলী, মূলা, মূলীকী ফলী; মহারাষ্ট্রে মূল্লা, চণকমূলী; কর্ণাটে মূলগী; তৈলঙ্গে মূলংগিচেট্টু, শূতিদংপা; গুজরাটে মূলা, মূলাফলী, মোগরী; আরবীতে ফজল্, বজরুলফজল; ফারসীতে তুখ্, তুখ্‌মতুখ; ল্যাটীনে Raphenua sativus. ডাক্তারী নাম Radish র‍্যাডিস্।

গাজর (১)—গাজর, গৃঞ্জন ও নারঙ্গ বর্ণক (পাঠান্তর-নাগরবর্ণক) এই কয়টি গাজরের নাম। গাজর—মধুর-তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, সংগ্রাহী এবং রক্তপিত্ত-অর্শঃ-গ্রহণী-কফ ও বাত নাশক ॥ ৯১

কদলীকন্দ (কেরাকন্দ) (২)—ইহা শীতল, বলকর, কেশহিতকর, অম্লপিত্তনাশক, অগ্নিকারক, দাহহারক, মধুররস ও রুচিকারক ॥ ৯২

মানকন্দ (মানকচু)—মানক ও মহাপত্র এই দুইটি মানকচুর নাম। মানকচু—শোথনাশক, শীতবীর্য্য, পিত্তরক্তহর ও লঘু ॥ ৯৩

বারাহীকন্দ—(চামার আলু, গেঠি) (৩)—ইহা পিত্তজনক, বলকর, কটু-তিক্ত, রসায়ন, আয়ুর্বর্দ্ধক, শুত্রজনক, অগ্নিকারক এব মেহ-কফ কুষ্ঠ ও বাতহর ॥ ৯৪

হস্তীকর্ণ(৪)—ইহা উষ্ণবীর্য্য, বাতকফনাশক, শীতজ্বর প্রশমক, তিক্তরস ও স্বাদুপাক। ইহার কন্দ-পাণ্ডু শোথ-কৃমি প্লীহ-গুল্ম-আনাহ-উদর-গ্রহণী ও অর্শো রোগ নাশক। ইহা বন্য ওলের ন্যায় গুণকর ॥ ৯৫।৯৬

কেশুক (কেঁউ) (৫)—ইহা—কটুপাক, তিক্তরস, গ্রাহী, শীতল, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, হৃদ্য, বাতজনক ও কটু। ইহা কফ-পিত্ত জ্বর-কুষ্ঠ-কাস-প্রমেহ ও রক্তদুষ্টনাশক ॥ ৯৭

কেস্থর (৬)—ইহা দ্বিবিধ যথা—মহৎ কেস্থর ও লঘু কেশুর। মহৎ কেস্থরকে রাজকসেরুক কহে। লঘু কেস্থর দেখিতে মুস্তাকৃতি, তাহাকে চিচোড় কহা গিয়া থাকে। কেস্থরদ্বয়—শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়রস, গুরু, পিত্ত-রক্ত দাহ ও নেত্ররোগ নাশক, সংগ্রাহক, এবং শুক্র-অনিল-শ্লেষ্ম-অরুচি ও স্তন্যকারক ॥৯৮।৯৯

শালূক (কসেরু ভিসীড়া)—পদ্মাদির কন্দকে শালূক, বা করহাট এবং মৃণালমূলকে ভিস্মাণ্ড বা জলালূক কহা যায়। শালূক—শীতল, বৃষ্য, পিত্ত-দাহ ও রক্তদুষ্টিনাশক, গুরুপাক, দুর্জ্জর, স্বাদুপাক, স্তন্য-অনিল ও কফপ্রদ, সংগ্রাহী, মধুর এবং রুক্ষ। ভিস্মাণ্ডও (মৃণালের মূলও) শালূকবৎ গুণকর জানিবে ॥১০০।১০১

বাল (অতি কচি), অনার্ত্তব, জীর্ণ, ব্যাধিত বা কৃমিভক্ষিত সকল কন্দই বর্জ্জন করিবে। অথবা যাহা অগ্ন্যাদি দূষিত, অতিজীর্ণ, অকালসম্ভূত, অতৈলাদি সিদ্ধ, রুক্ষ বা অশুভস্থানজ, তৎসমুদয়ও পরিত্যাগ করিবে। যে সকল শাক অতি কর্কশ বা অতি কোমল অথবা অতিশীত বা ব্যালাদি দূষিত কিংবা সংশুষ্ক, সে সকল শাক খাইবে না। তবে শুষ্কমূলক খাওয়া যাইতে পারে ॥১০২।১০৩

সংস্বেদজ শাক (৭)—(ভূঁইছাতু, পোয়াল-ছাতু প্রভৃতি) এবং তাহাদের নাম ও গুণ—ভূমিচ্ছন্ন

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। গাজরকে হিন্দীতে গাজর, জংগলীগাজর, গোলমূলী ; মহারাষ্ট্রে গাজর, রানগাজর ; কর্ণাটে চড়িকেয়মূলংগি, সেঠীমূলং ; গুজরাটে গাজর, পতালুগাজর, অড়বাউগাজর ; তৈলঙ্গে গৃঞ্জনং; ফারসীতে জর্দ্দক, গজর, গজরেদস্তি, তুখমেজর্দ্দক ; আরবীতে জজর, জজরেবীরং, বজরুল-জজর বলে। ইংরাজী নাম Carrotroot.

(২) দেশভেদে নামভেদ। কদলীকন্দের নাম হিন্দুস্থানে কেরাকন্দ ও তৈলঙ্গে অরটি দুংপ।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। চামার আলুকে হিন্দীতে গেংঠী, ভির্ব্বোলীকন্দ; মহারাষ্ট্রে ডুকরকন্দ; গুজরাটে বারাহীকন্দ, সুঅরিয়া, সালিবণা বেল্য ; কর্ণাটে হংদিগেট্রে ; তৈলঙ্গে ব্রাহ্মদংডিচেট্টু, পাচিতোকে, নেলতাড়িচেট্র বলে। ল্যাটিন নাম Diorcorea sativa.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। গজকর্ণকে হিন্দীতে ধুর্য্যা, আলু ; মহারাষ্ট্রে অল্লবাচা কান্দা ; গুজরাটে অলবী ; তৈলঙ্গে সারকন্দা ; আরবীতে হুআং কলকাস বলে। ইংরাজী Great Leaved cledium. ল্যাটিন নাম Ereumindicum.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কেমুককে হিন্দীতে কেঁউআ ; মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কোবী ; ফারসীতে কলাম ; আরবীতে কংদকলব বলে। ইংরাজী নাম Cobbage.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কেশুরকে হিন্দুস্থানে চিচোড়, কসেরূ ; মহারাষ্ট্রে কচরা, ফুরড্যা ; কর্ণাটে কসেরুবা, সেকিনগড়ে এবং তৈলঙ্গে ইট্রিকোতি বলে। ডাক্তারী নাম Kysoor cipuss. কেশুর সিপাস্। ল্যাটিন নাম Scripus Kysoor.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ভূঁইছাতাকে হিন্দুস্থানে সাংপকীছত্রী, ছাতা, ছতোনা ; মহারাষ্ট্রে ভূঁঈফোড়, অল্লম্বী ; কোকণে কালিম; গুজরাটে ফুগ্যা মী দড়ানীবলী বলে। ল্যাটীন Fungi. ইংরাজী নাম Mushroom.

ও শিলীন্ধ্রক এই দুইটি সংস্বেদজ শাকের নাম। ভূমিতে গোময়ে কাষ্ঠে ও বৃক্ষাদিতে সংস্বেদজ শাক জন্মে। সংস্বেদজ সকল শাকই (ছাতু,বা ছাতা) শীতবীর্য্য, দোষপ্রকোপক ও পিচ্ছিল। ইহারা গুরু-পাক, বমি অতিসার জ্বর ও শ্লেষ্মরোগজনক। যে সকল সংস্বেজদ শাক (ছাতা) পবিত্র স্থানে কাষ্ঠে বংশে বা গোময়ে জন্মে এবং শুভ্রবর্ণ হয়, তাহারা অতি দোষজনক নহে। তদ্ভিন্ন সমস্তই অতি গর্হিত জানিবে ॥১০৪—১০৬

ইতি শ্রীলটকতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে শাকবর্গ।

অথ মাংসবর্গ।

মাংসের নাম ও গুণ—মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল ও পল এইগুলি মাংসের পর্য্যায়। সকল মাংসই—বাতহর, বৃংহণ,বলপুষ্টিকারক, প্রীতিজনক, গুরু, হৃদ্য, মধুররস ও মধুরবিপাক ॥ ১

মাংসবর্গ দ্বিবিধ যথা—জাঙ্গল মাংস ও আনূপ মাংস। জাঙ্গল মাংসের লক্ষণ ও গুণ—জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য এই আট প্রকার জাঙ্গল জাতি। জাঙ্গল মাংস সকল—মধুর-কষায়রস, রুক্ষ, লঘু, বলকারক, বৃংহণ, বৃষ্য, অগ্নিদীপক ও দোষনাশক। জাঙ্গল-মাংস—মূকত্ব-মিন্মিনবচনত্ব গদ্‌গদবচনত্ব অর্দ্দিত-বধি-রতা-অরুচি-বমি প্রমেহ মুখজরোগ-শ্লীপদ-গলগণ্ড ও বাতরোগ নাশ করে ॥ ২—৫

আনূপ মাংসের লক্ষণ ও গুণ—কূলে-চর, প্লব, কোশস্থ, পাদিন ও মৎস্য এই পাঁচপ্রকার আনূপজাতি। আনূপমাংস—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরু, অগ্নিমান্দ্যকর, শ্লেষ্মজনক ও পিচ্ছিল। মাংস ও পুষ্টিবর্দ্ধক এবং অভিষ্যন্দী। আনূপমাংসসকল প্রায়ই পথ্যতম ॥ ৬। ৭

জঙ্ঘালাদগের গণনা ও বিশিষ্ট গুণ—হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পৃষত, ন্যঙ্কু, শম্বর, রাজীব ও মুণ্ডী প্রভৃতি মৃগবিশেষকে জঙ্ঘাল কহা যায়। হরিণ—তাম্রবর্ণ, এণ-কৃষ্ণবর্ণ, কুরঙ্গ-ঈষৎ তাম্রবর্ণ, ইহা এণতুল্যাকৃতি ও মহান্। ঋষ্য—নীলাঙ্গক, ইহা সরোহ নামে লোকে প্রসিদ্ধ। পৃষত—ইহার অঙ্গ চন্দ্রবিন্দুবৎ চিহ্নে অঙ্কিত, ইহা হরিণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ন্যঙ্কু—বহুশৃঙ্গ-বিশিষ্ট। শম্বর—গবয় অর্থাৎ গলকম্বল শূন্য গোসদৃশ পশু, ইহা বৃহদাকার। রাজীব ইহার সর্ব্বাবয়ব রেখাদ্বারা অঙ্কিত। শৃঙ্গহীন যে মৃগ তাহাকে মুণ্ডী কহা যায়। প্রায় সকল জঙ্ঘালমাংসই পিত্তশ্লেষ্মহর, কিঞ্চিৎবাতকর, লঘু ও বলবর্দ্ধক ॥ ৮—১২

বিলেশয়ের গণনা ও গুণ—গোধা (গো-সাপ), শশ, ভুজঙ্গ, আখু (ইন্দুর) ও শল্লকী প্রভৃতি যে সকল জন্তু বিলে (গর্ত্তে) বাস করে, তাহা-দিগকে বিলেশয় কহে। বিলেশয়ের মাংস—বাতহর, মধুর রস, মধুরবিপাক, বৃংহণ, মলমূত্র বিবন্ধকারক ও উষ্ণবীর্য্য ॥ ১৩

গুহাশয়ের গণনা ও গুণ—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ঋক্ষ (ভল্লূক), তরক্ষু, দ্বীপী (চিতাবাঘ), বভ্রু (স্থূলপুচ্ছ রক্তনেত্র, নকুল ভেদ) জম্বূক (শৃগাল) ও মার্জ্জার প্রভৃতিকে গুহাশয় কহে। ইহাদের মাংস—বাতহর, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ ও বলকারক। নেত্ররোগির ও গুহ্যরোগির গুহাশয় মাংস সদা হিতকর ॥ ১৪। ১৫

পর্ণমৃগের গণনা ও গুণ—বনৌকা (বানর), বৃক্ষবিড়াল ও বৃক্ষমর্কটিকা (রুবী) প্রভৃতিকে সুশ্রুতাদি মহর্ষিগণ পর্ণমৃগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাদের মাংস—বৃষ্য, চক্ষুষ্য, শোষ-রোগির হিতকর, শ্বাস-অর্শঃ ও কাস-প্রশমক এবং মলমূত্র প্রবর্ত্তক ॥ ১৬। ১৭

বিষ্কিরের গণনা ও গুণ—বর্ত্তকা, লাব, বর্ত্তীর, কপিঞ্জল, তিত্তির, কুলিঙ্গ ও কুক্কুটাদি পক্ষিগণকে বিষ্কির কহা যায়। এই সকল পক্ষী ভক্ষ্যদ্রব্য বিকীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে বিষ্কির কহে। গৌরতিত্তিরিকে লোকে কপিঞ্জল কহে। (কুলিঙ্গ—গবরৈআ নামে লোকে প্রসিদ্ধ।) বিষ্কিরমাংস—মধুর-কষায় রস, শীতবীর্য্য, কটুবিপাক, বলকর, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন, লঘু ও সুপথ্য ॥ ১৮—২০

প্রতুদের গণনা ও গুণ—কালকণ্ঠ, হারীত, কপোত, শতপত্রক (পাঠান্তর—ধবল, পাণ্ডু, হারীত, চিত্রপক্ষ, বৃহচ্ছুক কাঠ্‌ঠোকরা) পারাবত, খঞ্জরীট ও পিক-প্রভৃতিকে প্রতুদ কহে। ঠোঁট দিয়া তাড়ন পূর্ব্বক ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রতুদ কহা যায়। (হারীত—হারিল নামে লোকে খ্যাত।) প্রতুদমাংস—মধুর কষায়-রস, পিত্ত-কফনাশক, শীত-বীর্য্য, লঘু, মলবিবন্ধক ও কিঞ্চিদ্‌বাত-জনক ॥ ২১। ২২

প্রসহের গণনা ও গুণ—কাক, গৃধ্র, উলূক (পেঁচা), চিল, শশঘাতক (বাজ), চাষ (নীল-কণ্ঠ বা সোনাচড়া), ভাস (গৃধ্র বিশেষ) ও কুরর (করাকুর) প্রভৃতিকে প্রসহ কহা যায়। প্রসহ অর্থাৎ হঠাৎ ছিড়িয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রসহ কহে। প্রসহমাংস—উষ্ণবীর্য্য, যাহারা প্রসহ-মাংস ভক্ষণ করে তাহাদের শোষ ভস্মক উন্মাদ ও শুক্রক্ষয় হয় ॥ ২৩। ২৪

গ্রাম্য পশুর গণনা ও গুণ—ছাগ, মেষ, বৃষ ও অশ্ব, ইহারা গ্রাম্যপশু। ইহাদের মাংস—বাতহর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্তজনক, মধুর রস ও মধুরবিপাক, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক ॥ ২৫

কূলেচরদিগের গণনা ও গুণ—লুলাপ (মহিষ), গণ্ড (গণ্ডার), বরাহ (শূকর), চমরী (চরমপুচ্ছি গো) ও হস্তী প্রভৃতি যে সকল পশু জলাশয় সমীপে বিচরণ করে তাহাদিগকে কূলেচর কহে। কূলেচর মাংস—বাতপিত্তহর, বৃষ্য, বলবর্দ্ধক, মধুর রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক ও শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক ॥ ২৬। ২৭

প্লবের গণনা ও গুণ—হংস, সারস, কারণ্ড, বক, ক্রৌঞ্চ, শরারিকা, নন্দীমুখী, কাদম্ব ও বলাকাদি যে সকল পক্ষী জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে প্লব কহে। (কারণ্ড বা কাচাক্ষ—কপদ্দিকাখ্য বৃহদ্বক যাহা খাড়হাস নামে খ্যাত) ক্রৌঞ্চ—শরদ্‌বিহঙ্গ, যাহা টেঁক বা কোঁচবক নামে খ্যাত। শরারিকা—যাহা সিদ্ধু নামে প্রসিদ্ধ (শরাল)। নন্দীমুখী—যাহার চঞ্চুর উপরি স্থূল-কঠোর ও বৃত্ত-গুটিকা থাকে, সেই পক্ষী নন্দীমুখী নামে অভিহিত। কাদম্ব—করবা নামে খ্যাত। বলাকা—বগুলী নামে প্রসিদ্ধ)। প্লবমাংস—পিত্তহর, স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, বাতশ্লেষ্মজনক, বলবর্দ্ধক, শুক্রকারক ও সারক ॥ ২৮। ২৯

কোশস্থের গণনা ও গুণ—শঙ্খ, শঙ্খনখ (ক্ষুদ্র শঙ্খ), শুক্তি, শম্বূক ও কর্কট এবংবিধ জীব সকল কোশমধ্যে অবস্থিতি করে বলিয়া উহাদিগকে কোশস্থ কহে। কোশস্থের মাংস—মধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, শীতল, বৃংহণ, বহুমলজনক, বৃষ্য ও বলবর্দ্ধক ॥ ৩০। ৩১

পাদিজন্তুর গণনা ও গুণ—কুম্ভীর, কূর্ম্ম, নক্র, গোধা, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিক ও শিশুমার প্রভৃতি জন্তুকে পাদী বলা গিয়া থাকে। ইহারা পাদবিশিষ্ট হইলেও গুণে কোশস্থ জীবের তুল্য। (কুম্ভীর—মারক জলজন্তু অর্থাৎ কুমীর। কূর্ম্ম—কচ্ছপ। নক্র—নাক নামে লোকে প্রসিদ্ধ, কুমীর বিশেষ। গোধা—গোহি, জলজন্তু। মকর—মঙ্গর নামে লোকে প্রসিদ্ধ। শঙ্কু—সাকুচা নামে লোকে প্রসিদ্ধ। ঘণ্টিক—ঘরীআল নামে লোকে প্রসিদ্ধ। শিশুমার—সুসুক নামে বিখ্যাত।) ॥ ৩২

মৎস্যের নাম ও গুণ—মৎস্য, মীন, বিসার, ঝষ, বৈসারিণ, অণ্ডজ, শকুলী, পৃথুরোমা, সুদর্শন ও রোহিতাদি জীব সকল মৎস্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। মৎস্য—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, গুরুপাক, কফ-পিত্তকর, বাতঘ্ন, বৃংহণ, বৃষ্য, রোচক ও বলবর্দ্ধক। যাহারা মদ্যপানাসক্ত, মৈথুনাসক্ত এবং যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত, তাহাদের পক্ষে মৎস্য বিশেষ হিতকর ॥ ৩৩—৩৫

জঙ্ঘালাদি কতিপয় জন্তুর নাম ও গুণ—হরিণ মাংসের গুণ—হরিণমাংস—শীতল, মলমূত্র বিবন্ধক, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুররস, মধুরবিপাক, সুগন্ধি ও সন্নিপাতনাশক ॥ ৩৬

এণ (করীসাইল হরিণ)-মাংসের গুণ—এণমাংস কষায়-মধুররস, পিত্ত-রক্ত-কফ-বাত হর, মলসংগ্রাহী, রোচক, বলকর ও জ্বরপ্রশমক ॥ ৩৭

কুরঙ্গমাংসের গুণ—কুরঙ্গমাংস—বৃংহণ, বলকর, শীতল, পিত্তহর, গুরু, মধুররস, বাতনাশক, গ্রাহী ও কিঞ্চিৎ কফজনক ॥ ৩৮

ঋষ্য—(রোঝ)—ঋষ্য, নীলাণ্ডক (পাঠান্তর নীলাঙ্গক) গবয় ও রোঝ এই গুলি ঋষ্য হরিণের পর্য্যায়। ইহার মাংস—মধুররস, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কফ-পিত্তজনক ॥ ৩৯

পৃষত—(চিতরি) মাংস অর্থাৎ পৃষত নামক হরিণ বিশেষের মাংস—স্বাদু, মলস গ্রাহক. শীতল, লঘু, অগ্নিদীপক, রোচক এবং শ্বাস-জ্বর-ত্রিদোষ ও রক্তদুষ্ট প্রশমক ॥ ৪০

ন্যঙ্কু—(বারাহসিঙ্গা) **মাংসগুণ**—ন্যঙ্কুমাংস—স্বাদু, লঘু, বলকর, বৃষ্য ও ত্রিদোষঘ্ন ॥ ৪১

সাবর মাংস—ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, মধুর রস, মধুর বিপাক, কফপ্রদ ও রক্তপিত্তহর। গুণ সম্বন্ধে রাজীব মাংসও পৃষত মাংসের তুল্য জানিবে ॥ ৪২

মুণ্ডীমাংস—ইহা জ্বর-কাস-রক্ত-দুষ্ট-ক্ষয় ও শ্বাস নাশক এবং শীতল ॥ ৪৩

বিলেশয়—শশ—লম্বকর্ণ, শশ, শূলী, লোমকর্ণ ও বিলেশয় এইগুলি শশ পর্য্যায়। শশমাংস—শীতল, লঘু, গ্রাহী, রুক্ষ, স্বাদু, সদা হিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্ত নাশক ও বাত সাধারণ। ইহা জ্বর অতিসার-শোষ-রক্তদুষ্ট ও শ্বাস রোগনাশক ॥ ৪৪।৪৫

শজারু—সেধাতু, শল্যক, শ্বাবিৎ এই কয়টি শজারুর নাম। শজারুমাংস—শ্বাস-কাস-রক্তদুষ্ট-শোষ ও ত্রিদোষ নাশক ॥ ৪০

পক্ষির নাম ও গুণ—পক্ষী, খগ, বিহঙ্গ, বিহগ, বিহঙ্গম, শকুনি, বি, পতত্রী, বিষ্কির, বিকির, ও অণ্ডজ এইগুলি পক্ষির পর্য্যায়। পক্ষিগণের মধ্যে যাহারা ধান্যাঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের মাংস অতি লঘু। আনূপ পক্ষিমাংস—বলকারক, স্নিগ্ধ ও অতিগুরু ॥ ৪৭।৪৮

বিষ্কির—বর্ত্তীক (বটের),—বর্ত্তীক, বর্ত্তক ও চিত্র এই কয়টি বটের পক্ষির নাম। অন্য এক প্রকার বর্ত্তীক আছে, তাহাকে বর্ত্তকা কহে। বর্ত্তীক মাংস অগ্নিকর, শীতল, জ্বর ও ত্রিদোষ নাশক, অতিরুচিপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকর, বর্ত্তকমাংস বর্ত্তীক মাংস অপেক্ষা অল্পগুণকর ॥ ৪৯

লাব—বিষ্কিরবর্গে লাব পক্ষী চারিপ্রকার আছে, যথা—পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ভর এই কয়টি লাব পক্ষীর পর্য্যায়। লাবমাংস—অগ্নিকর, স্নিগ্ধ,গরনাশক, গ্রাহী ও হিতকর। পাংশুল লাবমাংস শ্লেষ্মবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। গৌর লাবমাংস অতিলঘু, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ প্রশমক। পৌণ্ড্রক লাবমাংস-পিত্তকর, কিঞ্চিৎ লঘু ও বাতকফনাশক। দর্ভরলাবমাংস—রক্তপিত্তপ্রশমক, হৃদ্রোগনাশক ও শীতবীর্য্য ॥ ৫০—৫২

বার্ত্তীক—বগেরা (১)—বার্ত্তীক, বর্ত্তিচটক (বর্ত্তীর, বাতচটক, পাঠান্তর) ও বার্ত্তীক এই কয়টি বার্ত্তীক পক্ষির নাম। ইহার মাংস-মধুররস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ ও কফপিত্তহর ॥ ৫৩

কৃষ্ণতিত্তির ও গৌরতিত্তির (২)—তিত্তিরি কৃষ্ণবর্ণ ; গৌরবর্ণ হইলে তাহাকে গৌরতিত্তিরি বা কপিঞ্জল কহে। তিত্তির মাংস-বলকর, গ্রাহী এবং হিক্কা-ত্রিদোষ-শ্বাস-কাস ও জ্বর নাশক। গৌরতিত্তিরি ইহা অপেক্ষা অধিকগুণকর ॥ ৫৪

চটক (চড়ুই) (৩)—চটক, কলবিঙ্ক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্ঠক এইগুলি চটকের পর্য্যায়। চটকমাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, স্বাদু, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক ও সন্নিপাত নাশক। গৃহচটকের মাংস অতি শুক্রজনক ॥ ৫৫

কুক্কুট ও বনকুক্কুট (৪)—কুক্কুট, কৃকবাকু, কালজ্ঞ, চরণায়ুধ, তাম্রচূড়, দক্ষ, যামনাদী ও শিখণ্ডিক এইগুলি কুক্কুটের পর্য্যায়। কুক্কুটমাংস—বৃংহণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, গুরু, নেত্রহিত, শুক্রকারক, কফবর্দ্ধক, বলপ্রদ, বৃষ্য ও কষায়। অরণ্য কুক্কুটমাংস—স্নিগ্ধ, বৃংহণ, শ্লেষ্মকর, গুরু এবং বাত-পিত্ত-ক্ষয়-বমি ও বিষম জ্বরনাশক ॥ ৫৬—৫৮

প্রতুদ—হারীতপক্ষীকে (হরিয়ালকে) রক্তপীত ও হারীত পক্ষীও কহে। হারীতমাংস—রুক্ষ,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। বার্ত্তীকের হিন্দীনাম বগেরা, বটেরী গুড়্ গুড়ে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। তৈলঙ্গে তিতিরের তাম তোতুকপিট্ট ও বসন্ত গৌর।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। চড়াই পাখীকে হিন্দীতে গবরৈআ, চবুড়ৈয়া ও মহারাষ্ট্রে চিমণা বলে। ডাক্তারী নাম Sparrow. স্প্যারো।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মোরগ ও মুরগীর হিন্দী নাম মুর্গা ও তৈলঙ্গী নাম কোড়ি এবং কুক্কু। বন্য কুক্কুটকে তৈলঙ্গে অড়বিকোড়ি বলে। মোরগের ডাক্তারী নাম Cock. কক্, মুরগীর ডাক্তারী নাম Hen. হেন।

উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তকফনাশক, স্বেদজনক, স্বরকারক এবং ঈষদ্‌বাতজনক ॥ ৫৯

পাণ্ডু ও ধবলপাণ্ডু কপোত—একপ্রকার কপোত চিত্রপক্ষ, পাণ্ডুবর্ণ ও কলধ্বনি, দ্বিতীয় প্রকার কপোত—ধবল পাণ্ডুবর্ণ ও স্ফুটধ্বনি। চিত্রপক্ষ কপোতমাংস—কফহর, বাতঘ্ন ও গ্রহণীনাশক। ধবলপাণ্ডু কপোতমাংস রক্তপিত্তহর, শীতবীর্য্য, মধুররস, মধুরবিপাক, সংগ্রাহী ও বাত-প্রশমক। (চিত্রপক্ষ কপোত পিত্তরোষানামে খ্যাত) ॥ ৬০ । ৬১

ময়ূর—ময়ূর, চন্দ্রকী, কেকী, মেঘরাব, ভুজঙ্গভুক্‌, শিখী, শিখাবল, বর্হী, শিখণ্ডী, নীলকণ্ঠ, শুক্লাপাঙ্গ, কলাপী ও মেঘনাদ এই গুলি ময়ূরের পর্য্যায়। ময়ূরমাংস, মধুরবিপাক, সংগ্রাহী ও বাত-শান্তিকারক ॥ ৬২ । ৬৩

কবুতর-পায়রা—পারাবত, কলরব, কপোত ও রক্তলোচন এই গুলি কবুতরের পর্য্যায়। কবুতর মাংস—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্ত-পিত্ত ও বায়ুনাশক, সংগ্রাহী শীতল ও বীর্য্যবর্দ্ধক ॥ ৬৪

পক্ষিডিম্বের গুণ—পক্ষিডিম্ব—নাতিস্নিগ্ধ, বৃষ্য, স্বাদুপাক, স্বাদুরস, বাতঘ্ন, অতি শুক্রজনক ও গুরুপাক ॥ ৬৫

গ্রাম্যবর্গ। ছাগ—ছাগল, বর্কর, ছাগ, বস্ত, অজ, ক্ষেলক ও স্তভ এই গুলি ছাগের এবং অজা, ছাগী, স্তভা, ছেলিকা ও গলস্তনী এইগুলি ছাগীর পর্য্যায়। ছাগমাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, স্বাদুপাক, ত্রিদোষঘ্ন, নাতিশীতবীর্য্য, অদাহী, স্বাদুরস, পীনসনাশক, অতিবলকর, রোচক, বৃংহণ ও বীর্য্যবর্দ্ধক। অপ্রসূতা ছাগীর মাংস—পীনস-নাশক এবং শুষ্ককাসে, অরুচিতে ও শোষরোগে হিতকর, ইহা অগ্নির দীপক। ছাগ শিশুর মাংস—অতি লঘুপাক, হৃদ্য, জ্বরহর, অতি সুখকর, অতি বলবর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাশিতাণ্ড ছাগের (খাসীর) মাংস—কফজনক, গুরুপাক, স্রোতঃশুদ্ধিকর, বলপ্রদ, মাংসবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক। বৃদ্ধ বা ব্যাধিমৃত ছাগের মাংস—বাতজনক ও রুক্ষ। ছাগের মুণ্ড—ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নাশক এবং রুচিপ্রদ ॥ ৬৬—৭১

মেড়া—(মেষ)। মেঢ্র, মেঢ় (পাঠান্তর ভেড়), হুড়, মেষ, উরণ (পাঠান্তর), উরভ্র, এড়ক অবি, বৃষ্ণি ও ঊর্ণায়ু এইগুলি মেষের পর্য্যায়। মেষমাংস—পুষ্টিকর, পিত্ত-শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক। অণ্ডবিহীন মেষ মাংস কিঞ্চিৎ লঘু ॥ ৭২ । ৭৩

দুম্বা—এড়ক, পৃথুশৃঙ্গ, মেদঃপুচ্ছ ও দুম্বক এইগুলি দুম্বমেষের পর্য্যায়। দুম্বামাংস মেষমাংসেরই তুল্য গুণান্বিত। মেদঃপুচ্ছের মাংস হৃদ্য, বৃষ্য, শ্রম-নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মকর ও বাতব্যাধি বিনাশক ॥ ৭৪ । ৭৫

বৃষ—বলীবর্দ্দ, বৃষভ, ঋষভ, বৃষ, অনড্বান, সৌরভেয়, গৌ, উক্ষা ও ভদ্র এইগুলি বৃষের এবং সুরভি, সৌরভেয়ী, মাহেয়ী ও গৌ এইগুলি গাভীর পর্য্যায়। গোমাংস—অতি গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক, বৃংহণ, বাতনাশক, বলকর, অপথ্য ও পীনসনাশক ॥ ৭৬।৭৭

ঘোটক—ঘোটক, অশ্ব, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, বাজী, বাহ, অর্ব্বা, গন্ধর্ব্ব, হয়, সৈন্ধব ও সপ্তি এইগুলি ঘোটকের পর্য্যায়। ঘোটকমাংস—কষায়-মধুর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্তজনক, বাতনাশক, বৃংহণ, বলকর, নেত্রহিত ও লঘু ॥ ৭৮।৭৯

কূলেচর মহিষ—মহিষ, ঘোটকারি, কাসর, রজস্বল, পীনস্কন্ধ, কৃষ্ণকায়, লুলাপ ও যমবাহন এই গুলি মহিষের পর্য্যায়। মহিষমাংস—স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, নিদ্রাকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলপ্রদ, দেহ-দার্ঢ্যকর, গুরু, বৃষ্য, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক এবং বাত পিত্ত ও রক্তদুষ্ট প্রশমক ॥ ৮০ । ৮১

মণ্ডূক (ভেক)—মণ্ডূক, প্লবগ, ভেক, বর্ষাভূ, দর্দ্দুর ও হরি এই গুলি মণ্ডূক পর্য্যায়। মণ্ডূকমাংস—শ্লেষ্মজনক, নাতিপিত্তকর ও বলকারক ॥ ৮২

পাদীজীব—কচ্ছপ (কচ্ছুআ)। কচ্ছপ, গূঢ়পাৎ, কূর্ম্ম, কমঠ ও দৃঢ়-পৃষ্ঠক এই গুলি কচ্ছপের পর্য্যায়। কচ্ছপ-মাংস—বলকর, বাতপিত্তনাশক ও পুংস্ত্বকারক ॥ ৯৩

সদ্যোহত মাংসের গুণ—মাংস-সাত্ম্য ব্যক্তির পক্ষে সদ্যোহত জন্তুর মাংস অমৃতসম, ব্যাধি-নাশক, বয়ঃস্থাপক ও বৃংহণ কিন্তু মাংস যাহার সাত্ম্য নহে, তাহার মাংস ভোজন না করাই কর্ত্তব্য ॥ ৮৪

স্বয়ংমৃতজন্তুর মাংস—অবলকর, অতিসার-জনক ও গুরুপাক ॥ ৮০

বৃদ্ধ ও বালজন্তুর মাংস—বৃদ্ধজন্তুর মাংস বাতাদিদোষজনক। বালজন্তুর মাংস বলকর ও লঘু ॥ ৮৬

সর্পদষ্ট মাংস ও শুষ্কমাংস—সর্পদষ্ট জন্তুর মাংস ত্রিদোষজনক। শুষ্কমাংস শূলকর ও গুরু ॥ ৮৭

বিষাদি মৃতজন্তুর মাংস—বিষাক্ত, জলমগ্ন বা রুগ্ন হইয়া যে সকল জন্তু মরে, সেই সকল মৃতজন্তুর মাংস—মৃত্যুজনক দোষজনক বা রোগজনক হইয়া থাকে। ক্লিন্নমাংস (পচা মাংস) —উৎক্লেশজনক, কৃশজন্তুর মাংস বাতপ্রকোপজনক এবং জলমগ্ন জন্তুর মাংস ত্রিদোষজনক হইয়া থাকে। কারণ—জলমগ্ন :হইয়া মরিলে শিরাসমূহ জলপূর্ণ হয়, সুতরাং জলমৃতজন্তুর মাংস ভক্ষণে ত্রিদোষেরই প্রকোপ জন্মে ॥ ৮৮

পক্ষিমাংস গুণ—পক্ষিদিগের পুরুষজাতি এবং চতুষ্পদজন্তুদিগের স্ত্রীজাতিই শ্রেষ্ঠ জানিবে। পুরুষজাতির উত্তরার্দ্ধ এবং স্ত্রীজাতির পূর্ব্বার্দ্ধ লঘু বলিয়া কীর্ত্তিত। আর স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মধ্যদেহ গুরুপ্রায় বুঝিবে। কিন্তু বারংবার পক্ষ বিক্ষেপ হেতু পক্ষিগণের মধ্যদেহ লঘু বলিয়া উক্ত আছে। সকল পক্ষিরই অণ্ড ও গ্রীবা গুরুপাক। উরঃ (বক্ষঃ), স্কন্ধ, উদর, কুক্ষি, পাদ, পাণি, কটি, পৃষ্ঠ, ত্বক্, যকৃৎ ও অন্ত্রসকলের যথাক্রমে উত্তরোত্তরটি গুরু বলিয়া জানিবে। যে সকল পক্ষী ধান্যচারী অর্থাৎ ধান্যাদি শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের মাংস লঘু ও বাতকর। মৎস্যাশি-পক্ষিগণের মাংস—পিত্তকর, বাতঘ্ন ও গুরু। (পাঠান্তর ফলাশি পক্ষিগণের মাংস) মাংসাশি-পক্ষিগণের মাংস—শ্লেষ্মকর, লঘু ও রুক্ষ। আর যে সকল পক্ষী মাংসাশি-পক্ষিগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহাদের মাংস—বৃংহণ, গুরু ও বাতঘ্ন। বৃহৎকায় .জন্তুর মধ্যে তত্তুল্যজাতি লঘুকায় জন্তু এবং ক্ষুদ্রকায় জন্তুর মধ্যে স্থূলকায় জন্তু প্রশস্ত।

অথ মৎস্য।

রোহিত—পণ্ডিতগণ রোহিত মৎস্যকে রক্তোদর, রক্তমুখ, রক্তাক্ষ, রক্তপক্ষতি, কৃষ্ণপুচ্ছ ও ঝষশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। রোহিত মৎস্য সকল মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা বৃষ্য, অর্দ্দিতনাশক, কষায়ানুরস, স্বাদু, বাতঘ্ন ও নাতিপিত্তকর। রোহিতের মুণ্ড উর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক ॥ ৯৫।৯৬

সিলন্ধ. (সিলংধা) মৎস্য—শ্লেষ্মজনক, বলকর, মধুরবিপাক, গুরু, বাত-পিত্তহর ও হৃদ্য, ইহা আমবাতকর ॥ ৯৭

ভাকুর মৎস্য—(ভেট্‌কী মাছ)—ইহা মধুর রস, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর, গুরুপাক, বিষ্টম্ভতা-জনক ও রক্তপিত্তনাশক ॥ ৯৮

মোচিকা মৎস্য (মোমাচিকা)—বাতঘ্ন, বলকর, বৃংহণ, মধুর, গুরু, ।পিত্তহৃৎ, কফকৃৎ, রুচিকর ও বৃষ্য ; ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদের হিতকর ॥ ৯৯

পাঠীন মৎস্য—(মঠনা চুআরী, বোয়াল মাছ) শ্লেষ্মকর, বলবর্দ্ধক ও নিদ্রাজনক। বোয়াল-মৎস্য মাংসভোজী, ইহা রক্তকে ও পিত্তকে দূষিত করে এবং কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তরোগ জন্মায় ॥ ১০০

শৃঙ্গী মৎস্য—(সিঙ্গী মাছ)—ইহা বাত-প্রশমক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মপ্রকোপক, তিক্তকষায়রস, লঘু ও রোচক ॥ ১০১

ইল্লিশ মৎস্য—(হীলসা, ইলিশ মাছ) —ইহা মধুর, স্নিগ্ধ, রোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তহৃৎ, কফকৃৎ, কিঞ্চিৎ লঘু, বৃষ্য ও বায়ুনাশক ॥ ১০২

শষ্কুলী মৎস্য (সৌরী, শাল্‌মাছ)—ইহা মলসংগ্রাহক, হৃদ্য ও মধুর-কষায়রস ॥ ১০৩

গর্গর মৎস্য—(গাগরমাছ)—পিত্তকর, কিঞ্চিৎ বাতপ্রশমক ও কফপ্রকোপক ॥১০৪

কবিকা মৎস্য—কই মাছ, (কবই)—ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, কফঘ্ন, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বাতপ্রশমক ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ১০৫

বর্মি মৎস্য—(বাংবী, বান্ মাছ)—ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক, রুচিকারক ও লঘু ॥ ১০৬

দণ্ড মৎস্য—(ডান্‌কুনি মাছ, দণ্ডারি)—ইহা তিক্তরস, পিত্ত রক্ত-কফনাশক, বাতসাধারণ, শুক্র-জনক ও বলবর্দ্ধক ॥ ১০৭

এরঙ্গ মৎস্য—(আড়ি মাছ)—মধুর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, শীতল ও লঘু ॥ ১০৮

মহাশফর মৎস্য—(পাপ্‌তা বা বড়পুঁটিমাছ) ইহা—তিক্ত-মধুর, পিত্তকফনাশক, শীতল, রোচক ও বাতসাধারণ ॥ ১০৯

গরঘ্নী—(গরঙ্গৈ মৎস্য)—ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়, বাতপিত্তহর, কফঘ্ন, রুচিকারক, লঘু, অগ্নি-দীপক ও বলবীর্য্যকারক ॥ ১১০

মদ্‌গুর মৎস্য—(মাগুরমাছ, মঙ্গুরী)—ইহা বাতনাশক, বলকর, বৃষ্য, কফজনক ও লঘু ॥ ১১১

সপাদ মৎস্য—(গোগরা মাছ)—ইহা—মেধাজনক, মেদঃক্ষয়কারক, বাতপিত্তপ্রকোপক ও রুচিপ্রদ ॥ ১১২

প্রোষ্ঠী মৎস্য—(পুঁটীমাছ)—ইহা তিক্ত-কটু-স্বাতুরস, শুক্রজনক, কফ-বাতপ্রশমক, স্নিগ্ধ, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগনাশক, রোচক ও লঘু॥ ১১৩

ক্ষুদ্র মৎস্য—স্বাতুরস, ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, রুচিকর ও বলবর্দ্ধক। ক্ষুদ্র মৎস্য হিতকর॥ ১১৪

অতিক্ষুদ্র মৎস্য—পুংস্ত্বনাশক, রোচক এবং কাস ও বায়ুপ্রশমক॥ ১১৫

মৎস্যাণ্ড—(মাছের ডিম)—ইহা অতি বৃষ্য, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, লঘু, কফ-মেদঃপ্রদ, বলকারক, গ্লানি-কর ও মেহনাশক॥ ১১৬

শুষ্ক মৎস্য—(শুকটী মাছ)—নূতন শুকটী মাছ—বলকর, দুর্জ্জর ও মলবিবন্ধক॥ ১১৭

দগ্ধ মৎস্য—(পোড়ামাছ)—গুণে শ্রেষ্ঠ, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক॥ ১১৮

কূপজাদি মৎস্য গুণ—কূপজাত মৎস্য—শুক্র ও মূত্রবর্দ্ধক এবং কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মকারক। সরোবরজাত-মৎস্য—মধুররস, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বাতবিনাশক। নদীজাত মৎস্য—বৃংহণ, গুরু, বাতনাশক, রক্তপিত্তকারক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও স্বল্পমলকারক। চুণ্ট—(কূপবিশেষ) জাত মৎস্য—পিত্তকর, স্নিগ্ধ, মধুর, লঘুপাক ও শীতল। তড়াগজাত মৎস্য—গুরু, বৃষ্য, শীতল, বলকর ও মূত্রজনক, নির্ঝরজাত-মৎস্য তড়াগজাত-মৎস্যবৎ গুণশালী, ইহা বল, আয়ুঃ, মতি ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক॥ ১১৯—১২১

ঋতুবিশেষে মৎস্য বিশেষ—হেমন্তকালে কূপজাতমৎস্য, শীতকালে সরোবরজাতমৎস্য, বসন্তকালে নদীজাতমৎস্য, গ্রীষ্মকালে চুণ্টজাতমৎস্য এবং বর্ষাকালে তড়াগজাতমৎস্য হিতকর। কিন্তু নদীজাত মৎস্য বর্ষাকালে অপথ্য। শরৎকালে নির্ঝরজাত মৎস্য উপকারী॥ ১২২। ১২৩

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্‌মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মাংসাদিবর্গ।

অথ কৃতান্ন বর্গ।

অন্নের সাধন প্রকার ও গুণ—অন্ন অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য কিরূপে পাক করিতে হয়, পক্ক অন্নেরই বা কি গুণ, তাহা কথিত হইতেছে। তদ্বিষয়ক **পরিভাষা**—কোন দ্রব্যের সমবায়ি-কারণে যে সকল গুণ মুনিগণ কর্ত্তৃক গণিত হইয়াছে, কার্য্যেও সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকে, ইহাই পরিভাষা। তবে ক্বচিৎ সংস্কারভেদেও গুণভেদ হয়। যেমন পুরাণ শালির অন্ন (ভাত) লঘু, কিন্তু তাহার চিপিটক (চিঁড়া) গুরু। ক্বচিৎ যোগপ্রভাবেও গুণান্তর হইয়া থাকে। যেমন কদন্ন ও ঘৃত উভয়ই গুরু, কিন্তু উভয়ে সংযুক্ত হইলে সুপচ অর্থাৎ লঘুপাক হইয়া থাকে॥ ১—৩

ভক্তের (ভাতের) নাম সাধন ও গুণ—ভক্ত, অন্ন, অন্ধঃ, কূর, ওদন, ভিস্সা ও দীদিবি এই গুলি ভাতের পর্য্যায়। ওদন শব্দ পুং ক্লীব উভয় লিঙ্গে, ভিস্সা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে এবং দীদিবি শব্দ পুংলিঙ্গে বর্ত্তে। অন্নের সাধন—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবে, যখন সেই সুধৌত তণ্ডুল কিঞ্চিৎ স্ফীত হইবে, তখন তাহা পাঁচগুণ জলে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে মণ্ড (মাড়) গালিয়া ফেলিবে। সেই গালিতমণ্ড উষ্ণ ও বিশদ অন্ন গুণশালী জানিবে। ইহা—অগ্নিকর, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রোচক ও লঘু। কিন্তু যদি তণ্ডুল না ধৌত করিয়া পাক করা যায় এবং যদি তাহার মণ্ড না গালিয়া ফেলা যায়, আর সেই অন্ন যদি শীতল হয়, তাহা হইলে সে অন্ন গুরু, অরুচ্য ও কফপ্রদ হইয়া থাকে॥ ৪—৬

দাল—(পহিতী)—মুদ্গ-মাষাদি শমীধান্যকে দলিত দালি বা দালী কহে। দালি ও দালী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তে। দালি জলে সিদ্ধ এবং তাহাতে লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গু সংযুক্ত করিলে সূপনামে অভিহিত হয়। সূপ—বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, বিশেষতঃ শীতল।

দালি ভাজিয়া নিস্তুষ (খোসারহিত) করিয়া পাক করিলে তাহা অতি লঘু হইয়া থাকে ॥ ৭ । ৮

কৃশরা—(খিচুড়ী) তণ্ডুল ও দালি মিশ্রিত করিয়া তাহা লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গুসহ জলে পাক করিলে কৃশরা নামে অভিহিত হয়। কৃশরা—শুক্রজনক, বলকারক, গুরুপাক, পিত্তকফবর্দ্ধক, দুর্জ্জর, বুদ্ধিপ্রদ, বিষ্টম্ভকারক এবং মলমূত্রপ্রবর্ত্তক ॥ ৯।১০

তাপহরী—(তাতাহরী, ব্যঞ্জন বিশেষ) ঘৃতে হরিদ্রা সংযুক্ত করিয়া তাহাতে মাষকলায়ের বড়ী এবং নির্ধৌত তণ্ডুল একত্র ভর্জ্জন করিবে। পরে তাহাতে সিদ্ধযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। এবং উপযুক্ত মাত্রায় তাহাতে লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গু নিঃক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইবে। ইহাই তাপহরী নামে অভিহিত। তাপহরী—বলকর, বৃষ্য,শ্লেষ্মজনক, বৃংহণ, তর্পক, রোচক, গুরু ও পিত্তহর ॥ ১১—১৩

পরমান্ন বা পায়স—পায়স পরমান্ন ও ক্ষীরিকা এইগুলি পায়সের পর্য্যায়। শুদ্ধ অর্দ্ধপক্ক দুগ্ধে ঘৃতাক্ত তণ্ডুল পাক করিবে এবং তাহাতে চিনি ও ঘৃত নিঃক্ষেপ করিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। ইহাই উত্তম ক্ষীরিকা নামে অভিহিত। ক্ষীরিকা দুষ্পাচ্য, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক ও বিষ্টব্ধতাজনক এবং পিত্ত রক্ত-পিত্ত অগ্নি ও বায়ু নাশক ॥ ১৪ । ১৫

নারিকেল ক্ষীরী—নারিকেলের শাঁস অতি পাত্‌লা পাতলা করিয়া চিরিয়া অথবা কূড়ণীতে কূড়িয়া তাহা চিনি ও গব্যঘৃত সহ গোদুগ্ধে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাই নারিকেল ক্ষীরী। নারিকেল ক্ষীরী—স্নিগ্ধ, শীতল, অতিপুষ্টিকর, গুরুপাক, সুমধুর, বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত-বায়ুনাশক ॥ ১৬ । ১৭

সেবিকা—(সেবই) যবের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া ময়দার বা সুজীর বর্ত্তিকা সকল প্রস্তুত করিয়া এবং তাহা শুকাইয়া ঘৃত চিনি সংযোগে দুগ্ধসহ পাক করিবে। এই ভোজ্যই সেবিকা নামে অভিহিত। ইহা তৃপ্তিজনক, বলকর, গুরু, বাতপিত্তনাশক, সংগ্রাহক, ভগ্ন সংযোজক এবং রোচক। ইহা অতি মাত্রায় ভোজন করিবে না ॥ ১৮ । ১৯

মণ্ডক—প্রস্তুতবিধি—শ্বেত গোধূম ধৌত ও কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে। তৎপরে তাহা প্রোক্ষিত করিয়া (তাহাতে জলের ছিটা দিয়া) যন্ত্রে পেষণ পূর্ব্বক চালিয়া লইবে। ইহাই সমিতা (ময়দা বা সুজী) নামে অভিহিত। জলসংযোগে ময়দাকে কোমল করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে এবং তাহার লোপত্রী (লেচি বা লোই) প্রস্তুত করিয়া হস্ত চালনা দ্বারা সম্যক্ প্রসারিত করিবে। তৎপরে তাহা একটা অধোমুখ ঘটের উপর প্রসারিত করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। ইহাই মণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ। দুগ্ধ, ঘৃত ও খণ্ডের (খাঁড়গুড়ের) সহিত, অথবা সিদ্ধমাংস ও তক্র বটকের সহিত ঐ মণ্ডক ভক্ষণ করিবে। মণ্ডক—বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, অতি রুচিপ্রদ, মধুরবিপাক, মলসংগ্রাহক লঘু ও ত্রিদোষনাশক ॥ ২০—২৪

পোলিকা—(পাত্‌লারুটি, পোরী বা দুনৌরী) ময়দার অতি পাত্‌লা পর্পটী প্রস্তুত করিয়া অর্থাৎ পাত্‌লা করিয়া বেলিয়া তপ্তকে (তাওয়ায়) সেকিয়া লইলে তাহাকে পোলিকা বা পাত্‌লা রুটী কহে। ইহা মোহনভোগের সহিত খাইলে মণ্ডকের ন্যায় গুণ পাওয়া যায় ॥ ২৫

লপ্‌সিকা—(মোহনভোগ)—ময়দা বা সুজি ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচাদি মসলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহাই লপ্‌সিকা বা মোহন ভোগ। লপ্‌সিকা—বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, পিত্তানিলনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, গুরুপাক, রোচক ও তৃপ্তিদায়ক ॥ ২৬ । ২৭

রুটী—শুষ্ক গোধূম চূর্ণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পুরু পোলিকা প্রস্তুত করিবে এবং তাহা তাওয়ায় সেকিয়া অঙ্গারাগ্নিতে সুসিদ্ধ করিয়া লইবে। ইহাই রুটী। রুটী—বলকারক, রুচ্য, বৃংহণ, ধাতুবর্দ্ধন, বায়ুনাশক, কফকারক ও গুরু। ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপযোগী ॥ ২৮ । ২৯

অঙ্গারকর্কটী (লীটী)—শুষ্ক গোধূমচূর্ণ জলসিক্ত করিয়া গাঢ় মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার বটক প্রস্তুত করত নির্ধূম অগ্নিতে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করিবে। ইহাই অঙ্গার কর্কটী নামে অভিহিত। অঙ্গারকর্কটী—বৃংহণ (শরীরের উপচয়কারক), শুক্রজনক, লঘু, অগ্নিদীপক, কফকারক, বলবর্দ্ধক এবং পীনস-শ্বাস ও কাসনাশক ॥ ৩০ । ৩১

যবরুটী—যবচূর্ণের রুটী—রুচিকারক, মধুররস, বিশদ, লঘু, মল-শুক্র ও অনিলজনক, বলকারক এবং কফরোগ নাশক ॥৩২

মাষরুটী—(বলভদ্রিকা ও ঝঝরিকা) শুষ্ক মাষকলায় চূর্ণকে চমসী কহে। সেই চমসী রচিত রোটী বলভদ্রিকা নামে খ্যাত। বলভদ্রিকা—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বাতজনক ও বলকর। ইহা দীপ্তাগ্নি

ব্যক্তিগণের বিশেষ উপযোগী। মাষকলায়ের দাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ভিজিলে তাহার খোসা সকল রগ্‌ড়াইয়া তুলিয়া ফেলিবে। পরে তাহা সূর্য্যতাপে শুষ্ক করত যন্ত্রে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই মাষচূর্ণকে ধূমসী কহা যায়। সেই ধূমসীরচিত যে রুটী, তাহাই ঝর্ঝরিকা নামে অভিহিত। ঝর্ঝরিকা-কফপিত্তঘ্ন ও কিঞ্চিৎ বাতকর ॥৩৩—৩৫

চণকরুটী—চণকচূর্ণ নির্ম্মিত রুটী—রুক্ষ, শ্লেষ্মপিত্ত ও রক্তদুষ্টিনাশক, গুরুপাক ও বিষ্টম্ভী। ইহা চক্ষুর হিতকর নহে। তিলশষ্কুলীরও (তিলপিষ্টকেরও) এইরূপ গুণ জানিবে ॥

পিষ্টিকা—দাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। উত্তমরূপে ভিজিলে তাহার খোসা সকল তুলিয়া ফেলিবে। পরে সেই খোসা রহিত দালকে শিলায় পেষণ করিবে। এইরূপ পেষিত দালই পিষ্টিকা নামে অভিহিত ॥৩৭

বেষ্টনিকা বা বেঢ়মিকা—(দালপুরী, বেঠই) ময়দার মধ্যে মাষকলায়ের পিষ্টিকা (দালবাটা) পূরিয়া যে রোটিকা প্রস্তুত করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে বেষ্টনিকা বা বেঢ়মিকা(দালপুরী) কহিয়া থাকেন্। ইহা—বলকারক, বৃষ্য, রোচক, বাতনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিদায়ক, গুরু, বৃংহণ (শরীরের উপচয়কারক), শুক্রজনক, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক, স্তন্য-মেদঃ-পিত্ত ও কফপ্রদ এবং গুদকীল-অর্দ্দিত শ্বাস ও পঙ্‌ক্তিশূলনাশক ॥৩৮—৪০

পাপর—ধূমসীর (মাষকলাই চূর্ণের) সহিত হিঙ্গু হরিদ্রা লবণ জীরা ও স্বর্জ্জিকা মিশ্রিত করিয়া তাহার অতি পাত্‌লা রুটী বেলিয়া অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিবে। ইহাই পর্পট অর্থাৎ পাঁপর নামে অভিহিত। পাঁপর—অতিমুখরোচক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ গুরু। উপাদানভেদে গুণভেদ—মুগের পাঁপর প্রস্তুত করিলে তাহাও এই ধূমসীকৃত পাঁপরের ন্যায় গুণযুক্ত হয়, বিশেষ তাহা অতি লঘু ও হিতকর হইয়া থাকে। ছোলার রচিত পাঁপর ছোলার ন্যায় গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সকল পাঁপরই ঘৃতাদি স্নেহপদার্থে ভাজিয়া লইলে মধ্যম গুণযুক্ত হয় ॥৪১—৪৩

পূরিকা—(কচুরী) মাষকলায়ের পিষ্টিকা (মাষকলাই বাটা) লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গুসহ সংযুক্ত করিয়া তাহা ময়দার ঠুলির মধ্যে পূরিয়া পোলিকা প্রস্তুত করিবে। সেই পোলিকা তৈলে পাক করিলে তাহাকেই পূরিকা বা কচুরি কহা যায়। পূরিকা—রোচক, স্বাদু, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর, পিত্তরক্তদূষক, চক্ষুস্তেজোহর, পাকে উষ্ণবীর্য্য ও বাতনাশক। ইহা তৈলে না ভাজিয়া ঘৃতে ভাজিলে চক্ষুর হিতকর ও রক্তপিত্ত নাশক হইয়া থাকে ॥৪৪—৪৬

মাষবটক—(মাষকলায়ের বড়া) মাষকলায়ের দাল ভিজাইয়া তাহাকে লবণ আদা ও হিঙ্‌সহ পেষণ করিয়া পিষ্টিকা প্রস্তুত করিবে। পিষ্টিকার বটক তৈলে ভাজিয়া লইবে। ইহাকেই মাষবটক কহা যায়। বিশুদ্ধ বটক—বলকর, বৃংহণ, বীর্য্যবর্দ্ধক, বাতরোগনাশক, রোচক, বিশেষতঃ ইহা অর্দ্দিত নাশক, মলাদির বিবন্ধভেদক ও শ্লেষ্মকর। ইহা অত্যগ্নি ব্যক্তিদের অতি পূজিত। জীরা ও হিঙ্গু ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ এবং লবণ ও ঐ সকল মাষবটক ঘোলে নিক্ষেপ করিবে। এই ঘোলনিক্ষিপ্ত বটক—শুক্রজনক, বলকারক, রোচক, গুরু, বিবন্ধনাশক, বিদাহী, শ্লেষ্মকর ও বায়ুপ্রশমক। রাইতার সহিত ভক্ষণ করিলে ইহা অতি রোচক ও পাচক হইয়া থাকে ॥৪৭—৫১

কাঞ্জীবড়া—একটি নূতন মন্থন-ভাণ্ড সর্ষপ তৈলাক্ত করিয়া তাহা নির্ম্মল জলে পূর্ণ করিবে। এবং সেই জলে রাইসর্ষপ, জীরা, লবণ, হিঙ্গু, শুঁঠ ও হরিদ্রার চূর্ণ মিশাইবে। তৎপরে তাহাতে বড়াগুলি নিক্ষেপ করিয়া ভাণ্ডের মুখ তিন দিন বন্ধ করিয়া রাখিবে। ঐ তিন দিনের পর বটকগুলি নিশ্চয়ই অম্লরস হইবে। ইহারই নাম কাঞ্জীক-বটক। এই বটক—রোচক, বাতনাশক, শ্লেষ্মকারক, শূলপ্রশমক এবং অজীর্ণ ও দাহ নিবারক। নেত্ররোগে ইহা হিতকর নহে ॥৫২—৫৪

অম্লিকাবটক (ঝরীবড়া)—তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া তাহা জলে মর্দ্দন করিবে এবং সেই জলে সর্ষপ লবণ হিঙ্গু শুঁঠ ও হরিদ্রার চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া তাহা ঘৃত বা তৈলে সাঁত্‌লাইয়া লইবে। পরে তাহাতে বটকগুলি মগ্ন করিয়া রাখিবে। ইহারই নাম অম্লিকাবটক। অম্লিকাবটক—রোচক ও অগ্নিপ্রদীপক। ইহারও গুণ কাঞ্জীক বটকের ন্যায় জানিবে ॥৫৫।৫৬

মুগবড়া—মুগের বড়া ঘোলে পাক করিলে সংস্কার-প্রভাবে উহা লঘু শীতল ও ত্রিদোষপ্রশমক হইয়া থাকে ॥ ৫৭

মাষবটী—(মাষকলায়ের বড়ী) মাষকলায়ের দাল বাটিয়া তাহাতে হিঙ্, লবণ ও আদা মিশ্রিত করিয়া একখান বস্ত্রে তাহার বড়ী বিন্যাস করিবে

এবং বড়ী সকল সূর্য্যতাপে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইবে। সেই বড়ী তৈলে ভাজিয়া খাইলে অথবা তৈলে ভাজিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া খাইলে বটকের গুণ পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত রুচিপ্রদ হইয়া থাকে ।।৫৮।৫৯

কুমড়াবড়ী (কোহড়ৌরী)—কুমড়ার শাঁস কুড়িয়া শুষ্ক করণানন্তর তাহা মাষকলায়ের পিষ্টকার সহিত মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বড়ী বিন্যাস করিবে। ইহারও গুণ পূর্ব্বোক্ত বটিকার গুণের ন্যায় জানিবে। বিশেষ ইহা পিত্তরক্তনাশক ও লঘু ।। ৬০

মুদ্গবটী—(মুগের বড়ী) পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ী প্রস্তুতের ও পাকের বিধানানুসারে মুগের বড়ী প্রস্তুত ও পাক করিবে। ইহা—হিতকর, রোচক, লঘু ও মুদ্গযূপের (মুগের দালের) গুণ বিশিষ্ট ।। ৬১

অলীক মৎস্য (ক্ষরিকবচ্ছ)—মাষকলায়ের দাল বাটিয়া তাহা পানের পত্রে লেপন করিবে। এবং হাঁড়ীর মুখে আস্তরণ দিয়া তদুপরি যেরূপে পিষ্টক সিদ্ধ করে, সেইরূপে যুক্তিপূর্ব্বক ঐ পানপত্রস্থ পিষ্টকা সিদ্ধ করিবে। তৎপরে তাহা পানপত্র হইতে নিষ্কাশিত করিয়া এবং তাহাতে খাঁড় মিশাইয়া তৈলে ভাজিবে। পাকপণ্ডিতগণ এই প্রকার পিষ্টক বিশেষকে অলীকমৎস্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা বেগুণের কাবাব বা বেতশাকের সহিত সেব্য ।। ৬২।৬৩

ক্বথিতা (কঢ়ী)—একটী হাঁড়িতে ঘৃতে বা তৈলে হরিদ্রা ও হিঙ্ ভাজিবে। পরে তাহাতে অবলেহন সংযুক্ত তক্র নিক্ষেপ করিবে এবং সেই তক্রে মরিচচূর্ণ মিশাইয়া কাথ করিবে। ইহাই ক্বথিতানামে কথিত। ক্বথিতা—পাচক, রোচক, লঘু, অগ্নিদীপক, কফ-অনিল ও বিবন্ধতানাশক। ইহা কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রকোপক। পূর্ব্বোক্ত অলীকমৎস্য শুষ্কই হউক বা ক্বথিতার সহিত হউক ভক্ষণ করিলে তাহা বৃংহণ, রোচন, বৃষ্য, বলকর, বাতরোগনাশক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর হয়। শুষ্ক অলীক মৎস্য—কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রকোপক। তাহা অর্দ্দিতে ও হনুস্তম্ভে বিশেষ হিতকর জানিবে।। ৬৩—৬৭

আদার বড়া—মুগের দালের বটক প্রস্তুত করিয়া তাহা তৈলে ভাজিবে এবং সেই ভর্জ্জিত বটক হস্তদ্বারা সম্যক্ চূর্ণ করিবে। পরে হিঙ্, আদা মরিচ জীরা ও যমানী ভাজিয়া এবং তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ও লেবুর রস পূর্ব্বোক্ত বটকচূর্ণের সহিত যথাযুক্তি মিশ্রিত করিবে। তৎপরে সেই মুদ্গপিষ্টী, সিদ্ধপুলী পিষ্টকের ন্যায় হাঁড়ীর আস্তরণোপরি সম্যক্ সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে তাহার গোলক প্রস্তুত করিয়া সেই গোলক মধ্যে পূর নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই সকল মুদ্গ গোলক তৈলে পাক করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বথিতাতে মগ্ন করিয়া রাখিবে। এই বটককে পাচকেরা আর্দ্রকবটক(আদার বড়া) কহে। ইহা রোচক, লঘু, বলকারক, অগ্নিদীপক, তৃপ্তিজনক ও পথ্য, ত্রিদোষেই ইহা পূজিত ।।৬৮—৭২

বেশম (বেশন, পকৌরী)—খোসারহিত ছোলার দাল যাঁতায় পেষণ করিয়া যে সূক্ষ্ম চূর্ণ করা যায়, পাকশাস্ত্রবিশারদগণ তাহাকে বেশন বলেন। বেশনের বটিকা পূর্ব্বোক্ত ক্বথিতায় নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা রোচক, বিষ্টম্ভজনক, বলকর ও পুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে ।।৭৩।৭৪

মাংসের প্রকার।

শুদ্ধ মাংস (সুধবাসু)—পাকপাত্রে ঘৃত, ঘৃতের অভাবে তৈল দিয়া তাহাতে হিঙ্ ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির অস্থিরহিত খণ্ডিত মাংস ধৌত ও নির্গালিত করিয়া সেই ঘৃত বা তৈলে ধীরে ধীরে ভাজিবে। পরে তাহাতে সিদ্ধযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। পাককালে উপযুক্ত মাত্রায় লবণ দিবে। এবং বেশবার (বাটনা) জলে পেষণ করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পানপত্র, তণ্ডুল, লবঙ্গ ও মরিচ প্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে সংক্ষেপতঃ বেশবার দ্রব্য বলিয়া জানিবে। এই বিধানে মাংস পাক করিলে তাহাকে শুদ্ধমাংস কহা যায়। শুদ্ধমাংস—অত্যন্ত বৃষ্য, বলকর, রোচক, বৃংহণ, ত্রিদোষশমক, অগ্নিদীপক ও ধাতুবর্দ্ধক ।।৭৫—৭৯

সহদ্রক (সেহুড়ক)—ছাগাদির উরু প্রভৃতি মাংসল স্থানের মাংস পুনঃপুনঃ খণ্ডিত ও কুট্টিত করিয়া শুদ্ধমাংসপাক বিধানে পাক করিলে তাহাকেই সহদ্রক মাংস কহা যায়। ইহার গুণ শুদ্ধমাংসেরই গুণের তুল্য বলিয়া দ্রব্যগুণ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে ।।৮

তক্র-মাংস—(অখ্‌নি) পাকপাত্রে ঘৃত দিয়া তাহাতে হরিদ্রা ও হিঙ্ ভাজিবে। এবং ছাগাদির সর্ব্বাবয়বের মাংস খণ্ড খণ্ডিত করিয়া সেই ঘৃতে সন্তলন করিবে। পরে তাহাতে সিদ্ধযোগ্য জল দিয়া মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে মাংসখণ্ড সকল জীরকাদিচূর্ণযুক্ত তক্রে (পাঠান্তর রাজিকাদিচূর্ণযুক্ত তক্রে) নিঃক্ষিপ্ত করিবে। ইহাই তক্রমাংস। এই তক্রমাংস—বাতঘ্ন, লঘু,

রোচক, বলপ্রদ, কফঘ্ন ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক। ইহা সর্ব্ব প্রকার আহারের পাচক ॥ ৮১—৮৩

হরীসা (আস)—একটি বৃহৎ পাকপাত্রে প্রচুর পরিমাণে জল, প্রভূত ঘৃত এবং হিঙ্, জীরা, হরিদ্রা, আদা, শুঁঠ, লবণ, মরিচ, তণ্ডুল, গোধূম ও যথেষ্ট জামির লেবুর রস নিক্ষেপ করিবে এবং যাহাতে এই সমস্ত দ্রব্য সুপক্ক হয় এবং বহু মণ্ড থাকে, নিপুণ পাচক এইরূপে পাক করিবে। ইহারই নাম হরীসা। হরীসা—বলকারক, বাতপিত্তনাশক, গুরু, শীতোষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, স্নিগ্ধ, সারক ও ভগ্ন-সংযোজক ॥৮৪—৮৭

তলিত মাংস—শুদ্ধমাংস-পাকবিধানে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া তাহা পুনরায় ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকেই তলিত মাংস কহা যায়। তলিত মাংস—বল-মেধা-অগ্নি-মাংস-ওজঃ ও শুক্রের বর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, লঘু, সুস্নিগ্ধ, রোচক ও শরীরের দৃঢ়তা-কারক ॥ ৮৮।৮৯

শূল্যমাংস (শিক্ কাবাব)—যকৃৎ প্রভৃতি মাংস খণ্ডে ঘৃত ও লবণ মিশাইয়া একটী শলাকায় গ্রথিত করিবে। পরে তাহা নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিলে শূল্যমাংস প্রস্তুত হইবে। শূল্যমাংস সুধাতুল্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, বাত-শ্লেষ্মনাশক, বলকর ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক ॥ ৯০।৯১

মাংসশৃঙ্গাটক—শুদ্ধমাংসকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে এবং লবঙ্গ হিঙ্ লবণ মরিচ আদা এলাইচ জীরা ধনে ও লেবুর রস তাহাতে মিলিত করিয়া সুগন্ধ গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। পণ্ডিতগণ ইহাকে পূরণনামে বর্ণন করেন। এই পূরণ অন্তর্নিহিত করত ময়দার শৃঙ্গাটক (শিঙ্গেড়া) প্রস্তুত করিয়া তাহা পুনর্ব্বার ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে মাংস-শৃঙ্গাটক কহা যায়। মাংস-শৃঙ্গাটক—রোচক, বৃংহণ, বলকারক, গুরু, বাতপিত্তহর, বৃষ্য, কফঘ্ন ও বীর্য্যবর্দ্ধক ॥ ৯২—৯৫

মাংসরস—সিদ্ধ-মাংসরস—রুচিকারক, প্রীতি জনক এবং শ্রম-শ্বাস-ক্ষয়-বাত ও পিত্ত নাশক। উহা ক্ষীণ অথবা অল্প শুক্রবিশিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট-সন্ধি কিংবা ভগ্নসন্ধি অথবা বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ বা শোধনেচ্ছুদিগের পক্ষে প্রশস্ত। যাহাদের স্মরণশক্তি, ওজোধাতু ও বল হীন হইয়াছে, যাহারা জ্বররোগে ক্ষীণ, উরুঃক্ষতরোগে আক্রান্ত ও স্বরহীন, যাহারা দর্শন ও শ্রবণ শক্তির প্রাখর্য্য এবং দীর্ঘায়ুঃ পাইতে ইচ্ছা করে তাহাদের পক্ষে মাংসরস হিতকর।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ—মাংসপাকের বহুপ্রকার প্রকার-ভেদ বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এস্থলে সেই সমস্ত প্রকারভেদ কথিত হইল না ॥ ৯৬—৯৮

শাকপাকবিধি—শাককে সুখণ্ডিত করিয়া অর্থাৎ উত্তমরূপে কুটিয়া তাহা হিঙ্ ও জীরা সংযুক্ত তৈলে নিঃক্ষেপ করিবে। সিদ্ধ হইয়া আসিলে তাহাতে লবণ মস্লাচূর্ণ হিঙ্ ও জল দিয়া সম্যক্ পাক করিবে। সকল শাকপাকেরই এই বিধান অভিহিত হইল ॥ ৯৯

পক্বান্নসাধনবিধি। **মণ্ডক**—(গজা-বিশেষ, মাড়) প্রথমে ঘৃতসহ ময়দাকে মর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ ঘৃতের ময়ান দিয়া পরে তাহা অল্পজলে মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহাতে বটক প্রস্তুত করিবে। পরে সেই সকল বটক ঘৃতে পাক করিবে। তদনন্তর তাহা এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর ও মরিচাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া কিছুক্ষণ পরে উদ্ধৃত করিবে। এই প্রকারে সাধিত খাদ্যদ্রব্যকে মণ্ড (গজাবিশেষ) কহা যায়। মণ্ড—বৃংহণ (শরীরের উপচয় কারক), বৃষ্য (শুক্রজনক), বলকর, সুমধুর, গুরু, বাতপিত্তনাশক ও রুচিজনক। ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের সুপূজিত। ময়দা চিনি ও ঘৃত দ্বারা এইরূপে অন্যান্য যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল খাদ্যও মণ্ডের ন্যায় গুণকর জানিবে ॥ ১০০—১০৩

সম্পাব—(পেরাক)—ঘৃতান্বিত ময়দার পর্পটী প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতে ভাজিবে। এবং সেই ঘৃতভৃষ্ট পর্পটী কুট্টিত ও চালিত করিয়া তাহাতে বিশুদ্ধ চিনি মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সহিত এলাইচ লবঙ্গ ও মরিচের চূর্ণ এবং নারিকেল কর্পূর ও চারদানা প্রভৃতি দ্রব্য সকল মিশ্রিত করিবে। পরে তাহা ঘৃতাক্ত ময়দা নির্ম্মিত পুষ্ট রোটিকা মধ্যে পূরিয়া উত্তমরূপে তাহার মুখ মুদ্রিত করিবে। তদনন্তর সেই রোটিকা প্রচুর ঘৃতে সুপাক করিয়া লইবে। ইহাই সম্পাব নামে কীর্ত্তিত ॥ ১০৪—১০৭

কর্পূরনালী—ঘৃতবহুল ময়দার ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে লবঙ্গ মরিচ কর্পূর ও চিনির পূর দিয়া মুখবন্ধ করত ঘৃতে পাক করিবে। ইহাকেই কর্পূরনালী কহে। কর্পূরনালীর গুণ সম্পাবের ন্যায় জানিবে ॥ ১০৮।১০৯

ফেনিকা—(খাজা ; বহুল ঘৃত ম্রক্ষিত ময়দা দ্বারা দীর্ঘাকৃতি বাতি প্রস্তুত করিবে। পরে সেই দীর্ঘাকৃতি বাতি একখানি পীড়ির উপরি স্থাপিত করিয়া বেলন দ্বারা বেলিয়া একখানি রোটিকা প্রস্তুত করত তাহাকে ছুরিকা দ্বারা সংলগ্নভাবে কাটিয়া কাটিয়া পুনর্ব্বার বেলিবে। তৎপরে তাহা শট্টকে লেপন করিবে। শালিচূর্ণ ঘৃত ও জল মিশ্রিত করিয়া যে গোলা প্রস্তুত করা যায়, তাহাকেই শট্টক কহে। শট্টক লেপনানন্তর ঐ রোটিকা সংবৃত করিয়া তাহাতে পৃথক পৃথক্ লোপত্রী (লেচি বা লোই) প্রস্তুত করিবে। পরে সেই লোপত্রী পুনর্ব্বার এমন করিয়া বেলিবে, যেন তাহা গোলাকার হয়, তদনন্তর তাহা ঘৃতে সম্যক্ পাক করিবে। পাক দ্বারা তাহার গাত্র ফাটা ফাটা গর্ত্তের ন্যায় হইবে। পাকানন্তর তাহা সুগন্ধযুক্ত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবে। ইহারই নাম ফেনিকা (খাজা)। ইহার গুণ মণ্ডকেরই ন্যায়, বিশেষ এই ফেনিকা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ লঘু॥ ১১০—১১৫

শষ্কুলী—(লুচি, সোহালী) ঘৃত ম্রক্ষিত ময়দার লোপ্‌ত্রী (লেচী) প্রস্তুত করত বেলিয়া তাহাকে ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ইহাই শষ্কুলী অর্থাৎ লুচি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার গুণ খাজারই ন্যায় জানিবে॥ ১১৬

সেবিকা মোদক—(সেউলাড়ু) ঘৃত ম্রক্ষিত ময়দার সূত্র সকল প্রস্তুত করত ঘৃতে ভাজিয়া এবং চিনির পাকে ফেলিয়া তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহারই নাম (সেউলাড়ু)। ইহারও গুণ মণ্ডকের ন্যায়॥ ১১৭

মতিচুর (মোতিলাড়ু)—মুদ্‌গকৃত ধূমসী (মুগের দাল জলে ভিজাইয়া উহার খোসা নিষ্কাশিত করত রৌদ্রে শুষ্ক করণানন্তর যাঁতায় পেষণ করিয়া চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণকে মুদ্‌গধূমসী বলে)। নির্ম্মল জলে উত্তমরূপে গুলিবে। এবং একখানি কড়াতে ঘৃত চাপাইয়া তাহার উপরিভাগে একখান ঝাঁঝরী ধারণ করিবে (ঘৃত সম্যক্ উষ্ণ হইলে) উক্ত ধূমসীর গোলা ঝাঁঝরীর উপর নিক্ষেপ করিবে। এবং ঝাঁঝরী হইতে সে সকল ধূমসীবিন্দু কড়ায় পতিত হইবে তাহা উত্তমরূপে ভাজা হইলে তুলিয়া লইবে এবং তাহা চিনির রসে ফেলিয়া হস্ত দ্বারা তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাকেই মুক্তা মোদক বা মতিচুর কহা যায়। মতিচুর—লঘু, সংগ্রাহী, ত্রিদোষঘ্ন, স্বাদু, শীতল, রুচিপ্রদ, নেত্রহিত, জ্বরনাশক, বলকারক ও তৃপ্তিদায়ক॥ ১১৮—১২০

বেসনমোদক—(বেসনের মেঠাই, সেবকালড়ুয়া) মুদ্‌গমোদক (মতিচুর) প্রস্তুত করিবার যেরূপ প্রণালী কথিত হইয়াছে, বেসন দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সেইরূপ। বেসন মোদক—বলকর, লঘু, শীতল, কিঞ্চিৎ বাতজনক, বিষ্টম্ভী, জ্বরঘ্ন এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক॥ ১২১

দুগ্ধকূপিকা—তণ্ডুলচূর্ণ ও ছানা মিশ্রিত করিয়া গাঢ়তররূপে পেষণ করিবে। পরে সেই গাঢ় পিষ্ট দ্বারা দৃঢ় কূপিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতে সম্যক্ পাক করিবে। পাকানন্তর সেই কূপিকার মধ্যভাগ কুড়িয়া ঘন দুগ্ধ দ্বারা তন্মধ্যভাগ পূর্ণ করিবে। এবং শট্টক দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া ঘৃতে পাক করিবে। পাকানন্তর তাহা কর্পূর-বাসিত চিনির রসে ডুবাইয়া লইবে। ইহারই নাম দুগ্ধকূপিকা। দুগ্ধকূপিকা—বলকারক, বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য, শীতল, গুরু, শুক্রজনক, তৃপ্তিকারক, বৃংহণ ও রোচক। ইহা শরীরকে পরিপুষ্ট এবং দৃষ্টিকে দূরপ্রসারিণী করে॥ ১২২—১২৫

কুণ্ডলিনী—(জিলিপী) পাকনিপুণ ব্যক্তি একটী নূতন হাঁড়ী আনাইয়া, তাহার মধ্যদেশ অর্দ্ধপ্রস্থ পরিমিত অম্লদধি দ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে দুই প্রস্থ ময়দা, একপ্রস্থ অম্লদধি ও অর্দ্ধসের ঘৃত একত্র গুলিয়া ঐ হাঁড়ীর মধ্যে নিঃক্ষেপ করত রৌদ্রে স্থাপন করিবে। যতক্ষণ না হাঁড়ীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ অম্লরস প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ হাঁড়ী রৌদ্রে রাখিবে। সূর্য্যসন্তাপে তাহা অম্লত্বপ্রাপ্ত হইলে একটা পাত্রে ঘৃত চাপাইবে। ঘৃত সম্যক্ তপ্ত হইলে একটী ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্রে করিয়া ঐ অম্লত্ব প্রাপ্ত পদার্থ লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহা মণ্ডলাকৃতি করত ঐ তপ্ত ঘৃতে পুনঃ পুনঃ নিঃক্ষেপ করিবে। এবং উহা সুপক্ক হইলে ঘৃত হইতে তুলিয়া কর্পূরাদি সুবাসিত পাত্‌লা চিনির রসে ডুবাইয়া পরে তাহা তুলিয়া লইবে। ইহাই কুণ্ডলিনী বা জিলিপী নামে বিখ্যাত। ইহা—পুষ্টি-কান্তি ও বলপ্রদ, ধাতুবৃদ্ধিকর, বৃষ্য, রোচক ও ইন্দ্রিয়ের (রসনেন্দ্রিয়ের) তৃপ্তিকর॥ ১২৬—১৩১

পশ্চাৎ পরিবেশ্য। রসালা (শিখরিণী নামক-খাদ্য বিশেষ)—নির্জল-অম্লরস প্রাপ্ত মাহিষ দধি ১৬ সের, শুভ্র শর্করা ৪ সের, একত্র মিশ্রিত

করিয়া একখানি পবিত্র বস্ত্রে তাহা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিঃক্ষেপ করিবে। এবং ৩২ সের দুগ্ধ লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাতে ঢালিবে। বস্ত্রের নিম্নে একটা নূতন মৃন্ময় পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে ঐ বস্ত্র নিঃক্ষিপ্ত দধি প্রভৃতি মর্দ্দনপূর্ব্বক স্রাবিত করিবে। এবং তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে এলাইচ-দানা, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ-চূর্ণ মিশাইবে। ইহাই রসালা নামে খ্যাত; ভোজন-প্রিয়-ভীমসেন কর্ত্তৃক ইহা রচিত। পূরাকালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রীতি পূর্ব্বক ইহা পুনঃ পুনঃ পান করিতেন। যাহারা বসন্ত ভিন্ন অন্য সময়ে নিত্য নিত্য ইহা সেবন করে, তাহাদের সদা অতি বীর্য্য বৃদ্ধি ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বল বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সূর্য্যাতপে শোষিত দেহ, যাহারা কামোন্মত্তা স্ত্রী-সঙ্গমে অতি খিন্ন এবং যাহারা পথপর্য্যটনে শীর্ণ গাত্র, এই রসালা-তাহাদের শরীর শীঘ্র পোষণ করিয়া থাকে। রসালা—শুক্রজনক,বলকর, রুচিপ্রদ, বাতপিত্তহর, অগ্নিদীপক, বৃংহণ, স্নিগ্ধ, মধুররস, শীতবীর্য্য, সারক এবং রক্তপিত্ত-তৃষ্ণা দাহ ও প্রতিশ্যায় প্রশমক॥ ১৩২—১৩৫

শর্করোদক—(চিনির সরবত)—শুভ্র চিনি শীতল জলে গুলিয়া তাহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ-চূর্ণ মিশ্রিত করিলে যে পানক প্রস্তুত হয়, তাহাই শর্করোদক নামে প্রসিদ্ধ। শর্করোদক—শুক্রজনক, শীতল, সারক, বলকর, রোচক, লঘু, স্বাদু, বাতপিত্তনাশক, এবং মূর্চ্ছা বমি-তৃষ্ণা দাহ ও জ্বরের শান্তিকারক॥ ১৩৬—১৩৮

প্রপানক। আম্রপানক—(পন্না) কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহা উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া শীতল জলে গুলিবে, পরে তাহাতে চিনি কর্পূর ও মরিচ-চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই শ্রেষ্ঠ প্রপানক ভীমসেনের নির্ম্মিত। ইহা সদ্য রুচিকর, বলপ্রদ এবং ইন্দ্রিয়ের তর্পক॥ ১৩৯।১৪০

অম্লিকাফলপানক (তেঁতুলের পানা)—পাকা তেঁতুল জলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে চিনি মরিচ লবঙ্গ ও কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিলে অম্লিকা পানক হয়। ইহা বাতনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মকারক, অতি রোচক ও অগ্নির উদ্দীপক॥ ১৪১। ১৪২

নিম্বূকপানক (নেবুর পানা)—এক ভাগ নেবুর রস ও ছয় ভাগ শর্করোদক (চিনির জল) একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহাই নিম্বূকপানক। নিম্বূকপানক—অতি অম্ল, বাতনাশক, অগ্নিদীপক ও রোচক। ইহা সমস্ত আহারের পাচক॥ ১৪৩। ১৪৪

ধান্যাকপানক—(ধনেরপানা)—ধনে শিলায় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে শর্করোদক (চিনির জল) ও কর্পূরাদি মিশ্রিত করিয়া একটা মৃন্ময় নূতন পাত্রে রাখিবে। ইহা অতি পিত্তহর॥ ১৪৫

কাঁজী—(কাঁজী-প্রস্তুত করিবার বিধি বটক প্রস্তুত বর্ণন কালে লিখিত হইয়াছে।) কাঁজী-রোচক ও রুচিপ্রদ, পাচক, অগ্নিদীপক, শূল-অজীর্ণ ও বিবদ্ধতা নাশক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। যেখানে কাঁজী পাওয়া না যাইবে, সেখানে জালি (সাধারণ আমানী) প্রয়োগ করিবে॥ ১৪৬

জালি—(আচার)—অপক্ক আম্রফল পেষণ পূর্ব্বক তাহাতে রাইসর্ষপ চূর্ণ, লবণ ও ভাজাহিঙ মিশ্রিত করিয়া পবিত্র ভাবে চট্‌কাইয়া লইলে জালি অর্থাৎ আচার প্রস্তুত হয়। ইহা জিহ্বার কুণ্ঠত্ব-নাশক ও কণ্ঠ-বিশোধক। জালি অল্প অল্প করিয়া সেবন করিলে রোচক ও অগ্নি-প্রদীপক হইয়া থাকে॥ ১৪৭। ১৪৮

তক্র—চতুর্থাংশ জল সম্পন্ন-অতি স্থূল (অতি ঘন)—অম্ল দধি (সাধারণতঃ মাহিষ দধি) একটা নির্ম্মল মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া তাহা জলের সহিত চালিত করিবে অর্থাৎ মন্থন করিবে। তৎপরে ভাজা হিঙ. জীরা লবণ ও অল্প পরিমাণে পেষিত সর্ষপ তাহাতে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাই তক্র, এই তক্র কাহার না প্রিয়? ইহা রুচিকারক, অগ্নি-দীপক ও অতি পাচক। উদরে যে সকল রোগ জন্মে, তৎসমস্তেরই নাশক। ইহা তৃপ্তিকারক॥ ১৪৯। ১৫০

দুগ্ধ—লোকে যে সমস্ত বিদাহি-অন্নপান ভোজন করে, সেই সমস্ত বিদাহি অন্নপানের বিদাহ শান্তির জন্য ভোজনান্তে তাহাদের দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ দুগ্ধপান দ্বারা বিদাহজনক অন্নপানের বিদাহ নিবারিত হয়। (দুগ্ধের অন্যান্য গুণ সকল দুগ্ধবর্গে লিখিত হইয়াছে)॥ ১৫১

শক্ত, (ছাতু)—শালি বা শমী ধান্যকে ভাজনা খোলায় ভাজিয়া যাঁতায় পেষণ করিলে শক্ত, প্রস্তুত হয়॥ ১৫২

যবশক্তু (যবের ছাতু)—ইহা—শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, সারক, কফপিত্তহর, রুক্ষ ও

লেখন গুণ যুক্ত। উহা তরল করিয়া পান করিলে বলকারক, বৃষ্য, বৃংহণ, ভেদক, তৃপ্তিকারক, মধুর-রস, রুচিকর ও পরিণামে (পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া) বলবর্দ্ধক হয়। ইহা কফ-পিত্ত-শ্রম-ক্ষুৎ-তৃষ্ণা-ব্রণ (পাঠান্তর-বৃদ্ধি) ও নেত্র রোগনাশক। রৌদ্র দাহ পথপর্য্যটন ও ব্যায়ামে পরিপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে ছাতু ভোজন প্রশস্ত ॥ ১৫৩—১৫৫

চণক-যবশক্তু—ভাজা ছোলা ও চতুর্থাংশ ভাজা যব পেষণ করিয়া যে ছাতু প্রস্তুত করা যায়, তাহা চিনি ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া গ্রীষ্মকালে ভোজন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা গ্রীষ্ম-কালে অতি পূজিত ॥ ১৫৬

শালিশক্তু—শালিধান্য সম্ভূত শক্তু—অগ্নি-বর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, মধুর, মলসংগ্রাহক, রুচিপ্রদ, পথ্য এবং বল ও শুক্র জনক। ভোজন করিয়া ছাতু খাইবে না, দাঁতে ছিঁড়িয়া ছাতু খাইবে না, রাত্রিকালে ছাতু খাইবে না, বহুপরিমাণে ছাতু খাইবে না, জলান্তরিত করিয়া ছাতু খাইবে না অর্থাৎ ছাতুভোজনের মধ্যে মধ্যে জল খাইবে না, এবং শর্করাদির সংযোগ ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র ছাতু জলের সহিত খাইবে না। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে—শক্তুভোজনকালে পৃথক্ জল পান করিবে না, ছাতু ভোজন করিতে করিতে পুনর্ব্বার ছাতু লইয়া ভোজন করিবে না, আমিষের সহিত ছাতু খাইবে না, দুগ্ধের সহিতও ছাতু খাইবে না, রাত্রি-কালে ছাতু খাইবে না, দাঁতে ছিঁড়িয়া ছাতু খাইবে না এবং উষ্ণ করিয়া ছাতু খাইবে না। ছাতু ভোজনে এই সাতটি দোষ বর্জ্জন বরিবে॥ ১৫৭-১৫৯

ধানা (বহুরী)—নিস্তুষ-ভৃষ্ট-যবকে ধানা কহে। ধানা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তে। ধানা—দুর্জ্জর, রুক্ষ, তৃষ্ণাজনক, গুরু এবং মেহ-কফ ও বমিনাশক ॥ ১৬০

লাজা—(খৈ) যে সকল ধান্যের তণ্ডুল হয়, সেই সকল ধান্য সতুষ ভাজিলে ফুটিয়া খৈ উৎপন্ন হয়। খৈ—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নিদীপক, অল্প মলমূত্রজনক, রুক্ষ, বলকর, পিত্তকফনাশক এবং বমি-অতিসার দাহ রক্তদুষ্টি-মেহ-মেদঃ ও তৃষ্ণা প্রশমক ॥ ১৬১। ১৬২

চিপিটক—(চিঁড়া)—সতুষ (খোসাযুক্ত) শালিধান্য জলে ভিজাইয়া পরে সেই ভিজা ধান্য এমন করিয়া খোলায় ভাজিবে, যেন তাহা না ফুটিয়া যায়। পরে সেই ভৃষ্ট অথচ অস্ফুটিত ধান্য কুট্টিত করিলেই তাহাতে চিপিটক (চিঁড়া) উৎপন্ন হইবে। চিপিটকের অন্য নাম—পৃথুক। ইহা গুরুপাক, বাতনাশক ও শ্লেষ্মকর। চিপিটক দুগ্ধের সহিত খাইলে বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর ও মলভেদক হয় ॥ ১৬৩। ১৬৪

হোলক—(হড়া পোড়া, হোরহা)—ছোলা মটর প্রভৃতি শমীধান্যকে তৃণের আগুণে পোড়াইয়া অর্দ্ধপক্ক করিলে তাহাকে হোলক কহা যায়। হোলক—অল্পবাতজনক এবং মেদঃ-কফ ও ত্রিদোষ-নাশক। ছোলা-মটর প্রভৃতি যাহার হোলক করা যায়, সে হোলক তাহারই গুণান্বিত হইয়া থাকে ॥ ১৬৫

উম্বী-(উচী)-যবগোধূমাদির অর্দ্ধপক্ক মঞ্জরী তৃণের আগুণে ভাজিলে অর্থাৎ পোড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া লইলে পণ্ডিতেরা তাহাকে উম্বী নামে অভিহিত করেন। উম্বী—কফপ্রদ, বলকর, লঘু এবং পিত্তনাশক ॥ ১৬৬

কুল্মাষ—(ঘুঘ্‌নী)—অর্দ্ধস্বিন্ন গোধূম ও চণকাদিকে পণ্ডিতগণ কুল্মাষ কহিয়া থাকেন। ইহা—গুরু, রুক্ষ, বাতজনক ও মলভেদক ॥ ১৬৭

পলল—(তিলকুটা)—গুড় শর্করাদি সংযুক্ত তিলপিষ্টককে পলল কহা যায়। ইহা—মলজনক, বৃষ্য, বাতঘ্ন, কফপিত্তকারক, বৃংহণ, গুরু, স্নিগ্ধ এবং মূত্রাধিক্যনিবারক ॥ ১৬৮

তিলকল্ক—(পীনা)—তিলকিট্ট, পিণ্যাক ও তিলখলি ইহারা একার্থবাচক শব্দ। পিণ্যাক—লেখন, রুক্ষ, বিষ্টম্ভতাকারক ও দৃষ্টিপ্রদূষক ॥ ১৬৯

তণ্ডুল—ইহা মেহ ও কৃমিনাশক। নূতন তণ্ডুল অতি দুর্জ্জর ॥ ১৭০

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে কৃতান্নবর্গ।

অথ বারি বর্গ।

জলের নাম ও গুণ—পানীয়, সলিল, নীর, কীলাল, জল, অম্বু, আপ, বার, বারি, তোয়, পয়ঃ, পাথঃ, উদক, জীবন, বন, অম্ভঃ, অর্ণঃ, অমৃত ও ঘনরস, এইগুলি জলের পর্য্যায়। জল—শ্রমনাশক, ক্লমহর, মূর্চ্ছা ও পিপাসাপ্রশমক, তন্দ্রা-বমি ও বিবন্ধতানিবারক, বলকর, নিদ্রাহর, তৃপ্তিকর, হৃদ্য, অব্যক্তরস, অজীর্ণপ্রশমক, সদাহিতকর, শীতল, লঘু ও স্বচ্ছ। ইহা মধুরাদি রসের কারণ, অমৃতসম ও জীবনস্বরূপ ॥ ১।২

পানীয়ভেদ—পানীয় অর্থাৎ জল দ্বিবিধ যথা—দিব্য ও ভৌম। দিব্যজল আবার চতুর্ব্বিধ যথা ধারাজ, করকাভব, তৌষার ও হৈম। এই চতুর্ব্বিধ জলের মধ্যে ধারাজ জলই গুণাধিক ॥ ৩

ধারজলের লক্ষণ ও গুণ—ধারা পতিত জল (বৃষ্টির জল) একখান স্ফীত বস্ত্রে ধরিয়া তাহা সুধৌত শিলায় বা সুধায় (প্রাসাদভাক্ দ্রব্যে) পাতিত করিবে। পরে সেই জল সুবর্ণ রজত তাম্র স্ফটিক বা কাচনির্ম্মিত পাত্রে অথবা মৃন্ময় পাত্রে স্থাপন করিবে। সেই স্থাপিত জলই ধারজল নামে অভিহিত। ধারজল—ত্রিদোষঘ্ন, অনির্দ্দেশ্যরস, লঘু, সৌম্য, রসায়ন, বলকর, তৃপ্তিপ্রদ, আহ্লাদজনক, জীবনস্বরূপ, পাচক, বুদ্ধিপ্রদ এবং মূর্চ্ছা-তন্দ্রা-দাহ-শ্রম-ক্লম ও তৃষ্ণানাশক। এই জল সকল সময়েই বিশেষতঃ বর্ষাকালে অতি সুপথ্য ॥ ৪—৭

ধারাজলের ভেদ—ধারাজল দ্বিবিধ যথা—গাঙ্গ ও সামুদ্র ॥ ৮

গাঙ্গ ও সামুদ্র জলের লক্ষণ ও গুণ—ভাল ভাল লোকে বলিয়া থাকেন যে, দিগ্‌গজ সকল আকাশগঙ্গাসম্বন্ধি জল আদান করিয়া তাহা মেঘ দ্বারা অন্তরিত করিয়া বর্ষণ করিয়া থাকে। প্রায় আশ্বিন মাসেই মেঘ গাঙ্গবারি বর্ষণ করে। সেই গাঙ্গবারি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। চরকে গাঙ্গবারির এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা—সুবর্ণ বা রজত নির্ম্মিত পাত্রে অথবা মৃন্ময় পাত্রে স্থাপিত শালিঅন্ন যে জলে সংসিক্ত হইলে ক্লিন্ন ও বিবর্ণ না হয়, সেই জলই গাঙ্গজল বলিয়া জানিবে, ক্লিন্ন ও বিবর্ণ হইলে তাহা সামুদ্র জল বলিয়া বুঝিবে। গাঙ্গজল সর্ব্বদোষঘ্ন। সামুদ্র জল—সক্ষারলবণ, শুক্র ও দৃষ্টিশক্তিনাশক, বিস্র (আঁসটে গন্ধ), বাতাদি-দোষজনক ও তীক্ষ্ণ, তাহা কোন কার্য্যেই হিতকর নহে। কিন্তু আশ্বিন মাসে সামুদ্রজল গাঙ্গজলবৎ গুণকর হইয়া থাকে। কারণ—তৎকালে দিব্যর্ষি অগস্ত্যের উদয় হেতু সকল জলই নির্ম্মল, নির্ব্বিষ, স্বাদু, শুক্রজনক ও অদোষল হয়। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে—আকাশচারি-নাগগণের ফুৎকার-বিষ-বায়ুদ্বারা দিব্যজল (বৃষ্টির জল) বর্ষাকালে সবিষ হয়, কিন্তু আশ্বিন মাসে হয় না ॥ ৯—১৫

অনার্ত্তব জলের গুণ—(অকালবৃষ্টিজলের গুণ) মেঘসকল বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে যে জল বর্ষণ করে, তাহা সকল দেহিরই ত্রিদোষপ্রকোপের জন্য জানিবে। টীকা। অনার্ত্তব শব্দে—পৌষাদিমাস চতুষ্টয় বিষয় বুঝিতে হইবে) ॥ ১৬

করকাজলের (শিলাজলের) লক্ষণ ও গুণ—যে জল দিব্য বায়ু ও দিব্যাগ্নি সংযোগে সংহত হইয়া আকাশ হইতে পাষাণখণ্ডবৎ পতিত হয়, তাহাই করকা জল বলিয়া জানিবে। করকাজাত জল—অমৃতোপম, তাহা রুক্ষ, বিশদ, গুরু, স্থির (কঠিন), দারুণ, শীতল, সান্দ্র (গাঢ়), পিত্তনাশক ও কফবাতকারক ॥ ১৭।১৮

তুষারজাত জলের লক্ষণ ও গুণ—নদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত জলে অগ্নি আছে। সেই অগ্নিসম্ভূত এবং ধূমাংশরহিত যে জল, তাহাই তুষার নামে খ্যাত। তুষার জল প্রায় সকল প্রাণিরই অপথ্য, কিন্তু তাহা উদ্ভিদ্‌গণের হিতকারী। তুষারাম্বু—শীতল, রুক্ষ, বাতজনক ও অপিত্তল (ঈষৎ পিত্তকর)। ইহা—কফ-উরুস্তম্ভ-কণ্ঠরোগ অগ্নি-দুষ্ট-মেহ ও গণ্ডাদিরোগনাশক ॥ ১৯।২০

হৈমজলের লক্ষণ ও গুণ—হিমালয় পর্ব্বতের শিখরাদি হিমাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে যে হিম (বরফ) দ্রবীভূত হইয়া অভিবৃষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ

তাহাকেই হৈমজল বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। হৈমজল—শীতল, পিত্তঘ্ন, গুরু ও বাতবর্দ্ধক। কিন্তু হিম অর্থাৎ কুয়াসা—শীতল রুক্ষ ও দারুণ সূক্ষ্ম। ইহা কি বায়ুকে কি পিত্তকে কি কফকে কাহাকেও দূষিত করে না ॥ ২১।২২

ভৌমজল এবং তাহার ভেদ—পণ্ডিতগণ ভৌমজলকে ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণন করেন, যথা—জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ ॥ ২৩

ত্রিবিধ ভৌমজলের লক্ষণ ও গুণ—যে দেশে জল অল্প, বৃক্ষ অল্প এবং রক্তপিত্তরোগ অধিক জন্মে, সেই দেশ জাঙ্গল দেশ বলিয়া অভিহিত এবং তত্রত্য জল জাঙ্গল জল বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে দেশে জল অধিক, বৃক্ষ অধিক এবং বাতশ্লেষ্মরোগ অধিক জন্মে, সেই দেশ অনূপদেশ নামে অভিহিত এবং তত্রত্যজল আনূপ জল বলিয় কীর্ত্তিত। আর যে দেশ আনূপ ও জাঙ্গল এই উভয় দেশের লক্ষণান্বিত, সেই দেশ সাধারণ দেশ নামে কথিত এবং তত্রত্য জল সাধারণ জল বলিয়া বিখ্যাত। জাঙ্গলসলিল—রুক্ষ, লবণ, লঘু, পিত্তনাশক, অগ্নিকারক, কফহারক ও পথ্য। জাঙ্গলজল বহুবিকার উৎপাদন করে। আনূপজল—অভিষ্যন্দি, স্বাদু, স্নিগ্ধ, ঘন, গুরু, অগ্নিনাশক, কফকারক ও হৃদ্য। ইহাও বহুবিকার উৎপাদন করে। সাধারণ জল—মধুর, অগ্নিদীপক, শীতল, লঘু, তৃপ্তিকর, রোচক এবং তৃষ্ণা-দাহ ও ত্রিদোষনাশক ॥ ২৪—২৯

নাদেয়াদি ভৌমজলের লক্ষণ ও গুণ

—নাদেয়জলের লক্ষণ ও গুণ—নদীর বা নদের জল নাদেয়জল বলিয়া কীর্ত্তিত। নাদেয়জল—রুক্ষ, বাতজনক, লঘু, অগ্নিদীপক, অনভিষ্যন্দি, বিশদ, কটুক ও কফপিত্তনাশক। যে সকল নদী শীঘ্রবহা অর্থাৎ যাহাদের জল অতি দ্রুত গমন করে এবং যাহাদের জল নির্ম্মল তাহারা অর্থাৎ তাহাদের জল—লঘু। আর যে সকল নদী মন্দগামিনী, শৈবালাচ্ছন্না এবং যাহাদের জল কলুষ, তাহার অর্থাৎ তাহাদের জল গুরু। যে সকল নদী হিমালয় হইতে সম্ভূত এবং যাহাদের জল প্রস্তর দ্বারা আহত, সেই সকল নদীর জল পথ্য। যেমন গঙ্গা-শতদ্রু-সরযূ ও যমুনা প্রভৃতি নদীসকল গুণোত্তম। আর বেণা-গোদাবরী প্রভৃতি সহ্যপর্ব্বত সম্ভূত-নদীসকল প্রায়ই কুষ্ঠরোগের উৎপাদক। উহারা অল্প বাতকফজনক। নদীসরোবর ও তড়াগাদির জলে এবং কূপ ও প্রস্রবণাদির জলে দেশভেদে গুণ ও দোষ লক্ষ্য করিবে ॥ ৩০—৩৪

ঔদ্ভিদজলের লক্ষণ ও গুণ—নিম্নভূমি বিদীর্ণ করিয়া মহতী ধারায় যে জল প্রস্রুত হয়, মহর্ষিগণ সেই জলকেই ঔদ্ভিদ জল বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ঔদ্ভিদজল—পিত্তঘ্ন, অবিদাহি, অতি শীতল, প্রীণন, মধুর, বলকর, ঈষৎবাতজনক ও লঘু ॥ ৩৫।৩৬

নির্ঝরজলের লক্ষণ ও গুণ—পর্ব্বতের সানুপ্রদেশ হইতে অর্থাৎ পর্ব্বতের সমভূভাগ কোন স্থান হইতে যে জলপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাকে নির্ঝর ঝর বা প্রস্রবণ কহে এবং তত্রত্য জলকে নির্ঝরজল বলে। এইজল—রুচিকারক, কফঘ্ন, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুর, কটুপাক, বাতজনক ও অপিত্তল (ঈষৎপিত্তকর) ॥ ৩৭। ৩৮

সারস জলের লক্ষণ ও গুণ—নদীর জল পর্ব্বতাদিদ্বারা রুদ্ধ হইয়া কোন স্থানে সঞ্চিত হইয়া স্থিতি করিলে সেই সঞ্চিতজলস্থানকে সরঃ এবং তাহার জলকে সারসজল কহা যায়। সারসজল—বলকর, তৃষ্ণানাশক, মধুর, লঘু, রোচক, কষায়, রুক্ষ ও মলমূত্রবিবন্ধক ॥ ৩৯।৪০

তড়াগ জলের লক্ষণ ও গুণ—প্রশস্ত ভূভাগস্থ বহুকালের জলাশয়কে তড়াগ কহে এব তাহার জলকে তাড়াগজল বলে। তাড়াগজল—স্বাদু-কষায়, কটুবিপাক, বাতকর, মলমূত্রবিবন্ধক, এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক ॥ ৪১।৪২

বাপীজলের লক্ষণ ও গুণ—প্রস্তর বা ইষ্টক দ্বারা বাঁধান এবং সোপান বিশিষ্ট অতিবৃহৎ যে কূপ তাহাকে বাপী কহা যায় এবং তাহার জলকে বাপ্য জল নামে অভিহিত করা গিয়া থাকে। বাপ্য জল—ক্ষাররসান্বিত হইলে পিত্তকারক ও কফবাতনাশক হয়; মিষ্টরস হইলে কফকারক ও বাতপিত্তহারক হইয়া থাকে ॥ ৪৩।৪৪

কৌপজলের লক্ষণ ও গুণ—অল্প বিস্তৃত কিন্তু গভীর ও মণ্ডলাকৃতি যে খাত খনন করা যায়, তাহা ইষ্টকাদিদ্বারা বাঁধানই হউক আর না বাঁধানই হউক, তাহাকে কূপ কহা যায় এবং তাহার জলকে কৌপজল বলা গিয়া থাকে। কৌপজল স্বাদুরস হইলে ত্রিদোষঘ্ন, হিতকর ও লঘু হয়; ক্ষাররসান্বিত হইলে কফবাতনাশক, অগ্নিদীপক এবং অতি পিত্তকারক হইয়া থাকে ॥ ৪৫। ৪৬

চৌঞ্জ্যজলের লক্ষণ ও গুণ—শিলাকীর্ণ যে খাত স্বয়ং জাত, যাহার জল নীলাঞ্জনপ্রভ এবং যাহা লতাবিতানে সংচ্ছন্ন তাহাকে চুঞ্জা (বা চুণ্টা) কহা যায়। কেহ বা বলেন—যে স্বয়ংজাত গর্ত্ত প্রস্তরাদি দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহাকে চুঞ্জা কহা গিয়া থাকে। চুঞ্জা জল চৌঞ্জ্য জল নামে অভিহিত। ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফহর, লঘু, মধুর, পিত্তনাশক, রুচিপ্রদ, পাচক ও বিশদ ।। ৪৭—৪৯

পাল্বল জলের লক্ষণ ও গুণ—যে সরঃ ক্ষুদ্র এবং রবি কর্কটরাশিস্থ হইলে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসেও যাহাতে কিঞ্চিৎ জল থাকে না; তাহাকেই পল্বল কহা যায় এবং তত্রত্য জলকে পাল্বল জল কহা গিয়া থাকে। এই জল—অভিষ্যন্দি, গুরু, স্বাদু ও ত্রিদোষ প্রকোপক।

(টীকা। রবি-সূর্য্য, চন্দ্রর্ক্ষগ-কর্কটরাশিস্থ। মুখ্য অর্থ—চন্দ্রর্ক্ষ অর্থাৎ মৃগশিরঃ; সূর্য্য মৃগশিরোনক্ষত্রগত হইলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও জল থাকে না, সেইরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়কেই পল্বল বলা গিয়া থাকে) ।। ৫০

বিকির (বা চিকির) জলের লক্ষণ ও গুণ—নদ্যাদির নিকটবর্ত্তি বালুকাময় ভূমি হইতে যে জল উদ্ভূত হয়, তাহাকে চিকির বা বিকির জল কহে। এই জল—শীতল, স্বচ্ছ, নির্দ্দোষ, লঘু, স্বাদু-কষায়রস, ও পিত্তঘ্ন। ইহা ক্ষাররস হইলে অম্লপিত্তকর হইয়া থাকে ।। ৫১।৫২

কৈদার জলের লক্ষণ ও গুণ—ক্ষেত্রকে (চতুর্দ্দিকে আলিবদ্ধ ক্ষেতকে) কেদার কহে। কেদারের জলকে কৈদার জল বলা যায়। কৈদারজল—অভিষ্যন্দি, মধুর, গুরু ও বাতাদিদোষকারক ।। ৫৩

বৃষ্টিজলের লক্ষণ ও গুণ—সদ্যোবৃষ্ট জলকে বাষিকজল (বৃষ্টজল) কহে। বৃষ্টির জল যে দিন ভূমিস্থ হয়, সেদিন তাহা অহিতকর থাকে। তিন দিনের পর সেই জল নির্ম্মল ও অমৃতোপম হইয়া থাকে ।। ৫৪

হেমন্তাদি কাল বিশেষে বিহিত জল বিশেষ—হেমন্তকালে সরোবরের বা তড়াগের জল হিতকর। হেমন্তকালে যে জল বিহিত, শিশিরকালেও (শীতকালেও) সেই জল প্রশস্ত জানিবে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কূপের, বাপীর বা নির্ঝরের জল হিতকর। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে নদীর জল গ্রহণীয় (সেব্য) নহে। কারণ—তৎকালে বনবৃক্ষের পত্রাদিদ্বারা সেই জল দূষিত হইয়া বিষবৎ হইয়া থাকে। প্রাবৃট্কালে ঔদ্ভিদ বা আন্তরীক্ষ, অথবা কৌপজল এবং শরৎকালে নাদেয় বা অংশূদক অতি প্রশস্ত। যে জল সমস্তদিন রৌদ্র এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্রকিরণ পায়, তাহাই অংশূদক নামে অভিহিত। অংশূদক—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, অনভিষ্যন্দি, নির্দ্দোষ, আন্তরীক্ষজলোপম, বলকারক, রসায়ন, মেধাজনক, শীতল, লঘু ও অমৃতসম।

টীকা। "রবিকরদ্বারা জুষ্ট" এই বাক্য প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, দিবা শব্দে সমস্ত দিবস। এবং "শীতকরাংশু দ্বারা জুষ্ট" এই বাক্য প্রয়োগে সমস্ত রাত্রি।

অন্যবচন—অগস্ত্যের উদয় হেতু শরৎকালে সকল জলই স্বচ্ছ ও হিতকর হয়। বৃদ্ধ সুশ্রুতেও উক্ত আছে—পৌষমাসে সরোবরের জল, মাঘ মাসে তড়াগের জল, ফাল্গুন মাসে কূপের জল, চৈত্রমাসে চৌঞ্জ্যজল, বৈশাখমাসে নির্ঝরের জল, জ্যৈষ্ঠমাসে ঔদ্ভিদ জল, আষাঢ় মাসে কূপের জল, শ্রাবণমাসে দিব্যজল (বৃষ্টির জল), ভাদ্রমাসে কূপের জল, আশ্বিন মাসে চৌঞ্জ্যজল এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে সকল প্রকার জলই প্রশস্ত ।। ৫৫—৬৩

জলগ্রহণের কাল—সকল প্রকার ভৌমজলই প্রায় প্রাতঃকালেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ শীতলত্ব ও নির্ম্মলই জলের প্রধান গুণ। প্রাতঃকালে সকল জলই শীতল ও নির্ম্মল থাকে ।। ৬৪

জলপান বিধি—অত্যন্ত জলপান করিলেও অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, একবারে জলপান না করিলেও সেই দোষ অর্থাৎ তাহাতেও অন্ন পরিপাক পায় না। অতএব অগ্নিবিবর্দ্ধনার্থ মানব মুহুর্মুহুঃ জলপান করিবে, কিন্তু অল্প অল্প পরিমাণে ।। ৬৫

শীতল জল পানের বিষয়—মূর্চ্ছায়, পিত্তোষ্ণায়, দাহে, বিষে, রক্তদুষ্টিতে, মদাত্যয়রোগে, শ্রমে, ভ্রমে (গাত্রঘূর্ণন রোগে), ভুক্তান্ন বিদগ্ধ হইলে, তমকরোগে, বমনরোগে এবং ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগে শীতল জল প্রশস্ত ।। ৬৬

শীতল জল নিষেধ—পার্শ্বশূলে, প্রতিশ্যায়ে, বাতরোগে, গলগ্রহে, আধ্মানে, স্তিমিতকোষ্ঠে, সদ্যঃ শুদ্ধিতে (বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়ার পরে এবং নবজ্বর-অরুচি-গ্রহণী-গুল্ম-শ্বাস-কাস-বিদ্রধি ও হিক্কারোগে এবং স্নেহপানে শীতল জল বর্জ্জন করিবে ।। ৬৭।৬৮

অল্পজল পানের বিষয়—অরোচকরোগে, প্রতিশ্যায়ে, অগ্নিমান্দ্যে, শোথে, ক্ষয়ে, মুখপ্রসেকে, জঠররোগে, কুষ্ঠে, নেত্ররোগে, জ্বরে, ব্রণে (ক্ষতে) ও মধুমেহরোগে অতি অল্প জলপান বিধেয় ॥ ৬৯

জলপানের আবশ্যকতা—জল জীবিগণের জীবন এবং সমস্ত জগৎই জলময়, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জলপান করিতে কদাচিৎ অত্যন্ত নিষেধ করিবেন না। আর হারীতেও উক্ত আছে—প্রবল পিপাসা অতি ভয়ানক, তাহা সদ্যঃ প্রাণনাশ করিতে পারে, অতএব তৃষ্ণার্ত্তব্যক্তিকে প্রাণধারণার্থ পানীয় প্রদান করিবে। তৃষিত ব্যক্তি পানীয় জল না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় (মূর্চ্ছা যায়) এবং মোহ হইতে প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটে। অতএব সকল অবস্থাতেই তৃষিতকে জল দিবে, কদাচিৎ বারি বারণ করিবে না ॥ ৭০—৭২

প্রশস্ত জল—যে জলে কোন প্রকার গন্ধ নাই, মধুরাদি কোন রস ব্যক্ত নাই, যাহা সুশীতল, তৃষ্ণানাশক, নির্ম্মল, লঘু ও হৃদ্য, সেই জলই গুণবৎ জানিবে, তাহাই প্রশস্ত জল ॥ ৭৩

নিন্দিত জল—যে জল পিচ্ছিল, কৃমিসঙ্কুল, পত্র-শৈবাল ও কর্দ্দম দ্বারা ক্লিন্ন, বিবর্ণ, বিরস, ঘন, দুর্গন্ধ, কলুষ এবং জলজপত্র নীলী ও তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন, যাহা দুঃস্পর্শন (যাহার স্পর্শে কণ্ডূয়নাদি উপস্থিত হয়), (পাঠান্তর-কুদেশজ), যাহা সূর্য্য ও চন্দ্র কিরণ দ্বারা অস্পৃষ্ট, যাহা অনার্ত্তব (যাহা অসময়ে অর্থাৎ পৌষমাঘাদি সময়ে বৃষ্ট) এব যাহা প্রথম ভূমি পতিত বার্ষিক:(বৃষ্টির জল) ও ব্যাপন্ন (দুষ্ট) সে জল হিতকর নহে, তাহা পরিত্যাজ্য। এরূপ জল দ্বারা ত্রিদোষের প্রকোপ হয়। স্নান-পানে এরূপ জল ব্যবহার করিলে তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, চিরজ্বর (পাঠান্তরউদর ও জ্বর), কাস, অগ্নিমান্দ্য, অভিষ্যন্দ (নেত্ররোগ বিশেষ), কণ্ডূ ও গণ্ডাদি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ৭৪—৭৭

দুষ্টজলের নির্দ্দোষীকরণোপায়—দূষিত জলকে সিদ্ধ করিবে, কিংবা সূর্য্য-সন্তাপে উত্তপ্ত করিবে। অথবা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর বা বালুকা অগ্নিসন্তাপে ভৃশ সন্তপ্ত করিয়া দুষ্টজলে নিঃক্ষেপ করিবে। এইরূপ নিক্ষেপ সাতবার করিতে হইবে ; পরে কর্পূর, জাতিপুষ্প, পুন্নাগ ও পাটলাদি পুষ্পদ্বারা সুবাসিত করিয়া একখান ঘন ও পরিষ্কৃত বস্ত্রে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। তাহাতে ক্ষুদ্র কৃমি সকলও অপগত হইবে। পরে স্বর্ণ ও মুক্তাদি জলপ্রসাদক দ্রব্যদ্বারা সেই জলকে স্বচ্ছ ও দোষ-বর্জ্জিত করিয়া লইবে। পত্র, মূল, বিসগ্রন্থি, মুক্তা, কনক, শৈবাল, গোমেদ মণি ও বস্ত্র এই সকল দ্বারা জল প্রসাদন করিবে ॥ ৭৮—৮১

পীতজলের পরিপাক কাল—কাঁচা জল দুই প্রহরে পরিপাক হয়। গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে একপ্রহরে এবং ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে অর্দ্ধপ্রহরে পরিপাক হইয়া থাকে। জল পরিপাকের এই তিনটি কাল নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৮২

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে বারিবর্গ।

অথ দুগ্ধবর্গ।

দুগ্ধের নাম ও গুণ—(১)—দুগ্ধ, ক্ষীর, পয়ঃ, স্তন্য ও বালজীবন এইগুলি দুগ্ধের পর্য্যায়। দুগ্ধ—সুমধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, সারক, সদ্যঃশুক্র-জনক, শীতল, সকল প্রাণীর সাত্ম্য, জীবন স্বরূপ, বৃংহণ, বলকর, মেধাজনক, অত্যন্তবাজীকর (মৈথুনে অতি সামর্থ্যপ্রদ), বয়ঃস্থাপক, আয়ুষ্কর, ভগ্নস যোজক, রসায়ন এব বিরেচন বমন ও বস্তির প্রধান উপাদান, ওজোবর্দ্ধক। ইহা—জীর্ণজ্বরে, মনোবিকারে, শোষে, মূর্চ্ছায়, ভ্রমরোগে (গাত্রঘূর্ণন রোগে), গ্রহণীরোগে, পাণ্ডুরোগে, দাহে, তৃষ্ণায়, হৃদ্রোগে, শূলে, উদাবর্ত্তে,গুল্মে, বস্তিরোগে, অর্শোরোগে, রক্তপিত্তে, অতিসারে, যোনিরোগে, শ্রমে, ক্লমে ও গর্ভস্রাবে সতত হিতকর। দুগ্ধ—বালক-বৃদ্ধ-ক্ষতক্ষীণ ব্যক্তিদিগের এব যাহারা ক্ষুধায় ও মৈথুনে অতিক্লশ, তাহাদের পক্ষে অতিশয় উপকারী। ১—৬

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। দুগ্ধকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে দুধ; গুজরাটে দুধ; কর্ণাটে হালু; তৈলঙ্গে পালু ; ফারসীতে শীরে ; আরবীতে লবনুল বলে। ল্যাটিন Lactus. ইংরাজী নাম Milk.

গব্য দুগ্ধের গুণ—গব্যদুগ্ধ—রসে ও পাকে বিশেষ মধুর, শীতল, স্তন্যজনক, স্নিগ্ধ, বাতপিত্ত ও রক্তদুষ্টনাশক, দোষ-ধাতু-মল ও স্রোতের কিঞ্চিৎ ক্লেদকর ও গুরু। যাহারা সতত দুগ্ধ পান করে, তাহাদের জরা ও সমস্ত রোগের শান্তি হয় ॥ ৭। ৮

গাভীর বর্ণভেদে দুগ্ধের গুণভেদ—কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—বাতনাশক ও অধিক গুণকর। পীতবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বাতনাশক ও পিত্তপ্রশমক। শুক্লবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—শ্লেষ্মকর ও গুরু। এবং লোহিতচিত্রবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—বাতঘ্ন ॥ ৯

বালবৎসা ও বিবৎসা ধেনুর দুগ্ধগুণ—যে গাভীরবৎস অতি অল্পদিন প্রসূত হইয়াছে এবং যাহার বৎস মরিয়া গিয়াছে, তাহার দুগ্ধ ত্রিদোষজনক ॥ ১০

বস্কয়নী গাভীর (চির প্রসূতা গাভীর) দুগ্ধ গুণ—যে গাভী অনেক দিন প্রসব করিয়াছে, সেই চিরপ্রসূতা-গাভীর দুগ্ধ—ত্রিদোষঘ্ন, তৃপ্তিজনক ও বলকারক ॥ ১১

দেশবিশেষে গুণ বিশেষ—জাঙ্গল, আনূপ ও শৈলপ্রদেশে যে সকল গাভী চরিয়া বেড়ায়, তাহাদের দুগ্ধ যথাক্রমে গুরুতর, অর্থাৎ জাঙ্গলদেশচর গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা আনূপ দেশচর গাভীর দুগ্ধ গুরুতর ; আনূপদেশচর গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা শৈলদেশচর গাভীর দুগ্ধ গুরুতর। কারণ—আহার অনুসারে গাভীর দুগ্ধে স্নেহ পদার্থ জন্মিয়া থাকে ॥ ১২

আহার বিশেষে গুণ বিশেষ—যে সকল গাভী স্বল্প খাদ্য ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ—গুরু, কফপ্রদ, বলকর ও অতি বৃষ্য, তাহা স্বস্থব্যক্তিদিগের পক্ষে গুণদায়ক। আর যাহারা পলাল (খড়) ঘাস ও কার্পাসবীজ ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ রোগিগণের হিতকর ॥ ১৩

মহিষী দুগ্ধের গুণ (১)—মহিষীর দুগ্ধ গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ (অধিক স্নেহপদার্থ বিশিষ্ট), শুক্রকর, গুরুপাক, নিদ্রাজনক, অভিষ্যন্দি, ক্ষুধাধিক্যকর ও শীতবীর্য্য ॥ ১৪

ছাগী দুগ্ধের গুণ (২)—ছাগীর দুগ্ধ—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং রক্তপিত্ত-অতিসার-ক্ষয়-কাস ও জ্বরনাশক। অজাদিগের দেহ ক্ষুদ্র, তাহারা কটুতিক্ত দ্রব্য খায়, অল্পজল পান করে এবং ব্যায়াম করে, এই জন্যই তাহাদের দুগ্ধ সকলরোগের শান্তিকারক হইয়া থাকে ॥ ১৫। ১৬

মৃগ্যাদি দুগ্ধের গুণ—জাঙ্গল দেশজাত মৃগীর দুগ্ধ ছাগদুগ্ধের ন্যায় গুণকর ॥ ১৭

ভেড়ীদুগ্ধের গুণ—ভেড়ীর দুগ্ধ—স্বাদু, লবণ রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, অশ্মরীনাশক, অহৃদ্য, শরীরের তর্পক, কেশ্য, শুক্রজনক, কফপিত্তকর ও গুরু। ইহা বাতসম্ভূত কাসে ও কেবল বাতে বিশেষ উপকারী॥১৮

ঘোটকীর দুগ্ধগুণ—ঘোটকীর দুগ্ধ—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, শোষ ও অনিলনাশক, অম্ললবণরস, লঘু ও স্বাদু। যে সকল পশুর খুর অশ্বের ন্যায় অখণ্ডিত, তাহাদের সকলেরই দুগ্ধ ঘোটকীর দুগ্ধবৎ গুণশালী ॥ ১৯

উষ্ট্রীদুগ্ধের গুণ—উষ্ট্রীর দুগ্ধ—লঘু, স্বাদু, লবণ, অগ্নিদীপক, সারক এবং কৃমি-কুষ্ঠ-কফ-আনাহ-শোথ ও উদররোগনাশক ॥ ২০

হস্তিনীদুগ্ধের গুণ—হস্তিনীর দুগ্ধ—বৃংহণ, মধুর, কষায়রস, গুরু, বৃষ্য, বলকর, শীতল, স্নিগ্ধ, নেত্রহিত ও দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক ॥ ২১

নারীদুগ্ধের গুণ—নারীর দুগ্ধ—লঘু, শীতল, অগ্নিদীপক, বাতপিত্তপ্রশমক, চক্ষুঃশূল ও অভিঘাতনাশক। ইহা নস্যে ও আশ্চোতনে প্রশস্ত ॥ ২২

ধারোষ্ণাদি দুগ্ধের গুণ—ধারোষ্ণ (দোহনধারে উষ্ণ) গব্যদুগ্ধ—বলকর, লঘু, শীতল, সুধাসম, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষঘ্ন। কিন্তু দোহনের পর কিছুক্ষণ থাকায় শীতল হইয়া গেলে তাহা অপকারী হয় জানিবে। অতএব সে দুগ্ধ উষ্ণ না করিয়া খাইবে না। গব্যদুগ্ধ ধারোষ্ণ প্রশস্ত, মাহিষ দুগ্ধ ধারাশীতল হিতকর, ভেড়ীর দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণাবস্থায় খাওয়া এবং ছাগী দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শীতলাবস্থায় খাওয়া পথ্য। গব্য ও মহিষদুগ্ধ ভিন্ন অপর সকল অপক্ক দুগ্ধই অভিষ্যন্দী, গুরু, কফ ও আমবর্দ্ধক এবং অপথ্য। কিন্তু নারীদুগ্ধ কাঁচাই হিতকর, সিদ্ধ হিতজনক নহে। দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ থাকিতে পান করিলে তাহা কফ ও বাতনাশ করে; দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শীতল অবস্থায় পান করিলে পিত্তনাশ করিয়া থাকে। অর্দ্ধজলযুক্ত দুগ্ধকে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া খাইলে কাঁচা দুগ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হয়। নির্জ্জল দুগ্ধ যত অধিক সিদ্ধ করা যায়, ততই তাহা গুরু, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও বলবর্দ্ধক হইয়া থাকে ॥ ২৩—২৭

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। মহিষ দুগ্ধকে হিন্দুস্থানে ভৈষীদুধু ও কর্ণাটে যাম্যেয় হালু বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ছাগীদুগ্ধকে মহারাষ্ট্রে শেলী দুধ ও কর্ণাটে পুটআড়ি নহালু বলে।

পীযূষ-কিলাট-ক্ষীরশাক-তক্রপিণ্ড ও মোরটের লক্ষণ এবং গুণ—সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর ঘনদুগ্ধকে পীয়ূষ (পেবস) কহে। নষ্টদুগ্ধকে পাক করিয়া পিণ্ডাকার করিলে তাহাকে কিলাট (গিজিরী) বলে। অপক্কাবস্থাতেই যে দুগ্ধ নষ্ট হয়, তাহাকে ক্ষীরশাক (তুষিভরা বা থিরিসা) বলে। দধি বা তক্রের সংযোগে যে দুগ্ধ নষ্ট হয়, তাহা পরিষ্কৃত বস্ত্রে বান্ধিয়া দ্রবাংশহীন করিলে তাহাকে তক্রপিণ্ড কহা যায়। নষ্টদুগ্ধ সম্ভূত জলকে জেজ্জড় মোরট বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পীয়ূষ কিলাট ক্ষীরশাক ও তক্রপিণ্ড ইহারা—বৃষ্য, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্মকর, হৃদ্য ও বাতপিত্তনাশক। যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত, যাহাদের নিদ্রা হয় না, তাহাদের পক্ষে এবং বিদ্রধিরোগে ঐ সকল দ্রব্য অতি পূজিত। উহারা মুখশোষ-তৃষ্ণা-দাহ-রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক। চিনি সংযুক্ত করিয়া খাইলে মোরট—লঘু, বলকর ও রোচক হইয়া থাকে ॥ ২৮—৩৩

সন্তানিকার (দুগ্ধের সরের, সাগীর) **গুণ**—সন্তানিকা অর্থাৎ দুগ্ধের সর—গুরু, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, পিত্ত-রক্ত-বাতনাশক, তৃপ্তিদায়ক, বৃংহণ, স্নিগ্ধ এব কফ বল ও শুক্রবর্দ্ধক ॥ ৩৪

খণ্ডাদিযুক্ত দুগ্ধের গুণ—খণ্ডের অর্থাৎ খাঁড়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দুগ্ধ খাইলে তাহা কফকারক ও বায়ুনাশক হয়। চিনি ও মিছরীর সহিত খাইলে শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ নাশক এবং গুড় সংযুক্ত করিয়া খাইলে তাহা মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক ও পিত্তশ্লেষ্মকারক হয় ॥ ৩৫

প্রভাতাদি জাত দুগ্ধের গুণ—রাত্রিকালে চন্দ্রগুণের আধিক্য হেতু এবং ব্যায়ামের অকরণ নিমিত্ত প্রাতঃকালের দুগ্ধ, সন্ধ্যাকালের দুগ্ধ অপেক্ষা প্রায় গুরু ও শীতল হয়। আর দিবাভাগে সূর্য্য কিরণাভিঘাত-ব্যায়াম (শারীর-শ্রম) ও অনিল সেবন হেতু সন্ধ্যাকালের দুগ্ধ, প্রাতঃকালের দুগ্ধ অপেক্ষা লঘু ও বাতশ্লেষ্মনাশক ॥ ৩৬। ৩৭

সময়বিশেষে দুগ্ধ সেবনের গুণ—পূর্ব্বাহ্ণকালে দুগ্ধ পান করিলে তাহা বৃষ্য, বৃংহণ ও অগ্নির দীপক হয়। মধ্যাহ্নকালে দুগ্ধ পান করিলে তাহা বলবর্দ্ধক, কফকর, পিত্তনাশক ও অগ্নির দীপক হয়। বাল্যাবস্থায় দুগ্ধ শরীরের বৃদ্ধি করে, ক্ষয়াবস্থায় ক্ষয়ের নিবারণ করে, বৃদ্ধাবস্থায় শুক্রের রক্ষা করে এবং রাত্রিকালে অনেক দোষের প্রশমন করে ও অতি হিতকর হয়। অতএব দুগ্ধ সকল সময়েই সেবন করিবে। (পাঠান্তর—রাত্রিকালে সুপথ্য, অনেক দোষের প্রশমক ও নেত্রের হিতকর হয়)। পণ্ডিতগণ বলেন—রাত্রিতে কেবল দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য, তাহার সহিত অন্নাদি ভোজন করা উচিত নহে। রাত্রিকালে দুগ্ধসহ অন্নাদি ভোজন করিলে যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে আর শুইবে না। পীত দুগ্ধের শেষ ভাগ বর্জ্জন করিবে না, অর্থাৎ দুগ্ধের শেষ রাখিবে না। দিবসে যে সকল বিদাহি-অন্নপান ভোজন করা যায়, তাহাদের বিদাহ শান্তির জন্য রাত্রিতে নিত্য দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। দীপ্তানল ব্যক্তির, কৃশ ব্যক্তির, বালকের, বৃদ্ধের ও দুগ্ধপ্রিয় মানবের, দুগ্ধ হিততম পথ্য ও সদ্যঃ শুক্রকর ॥ ৩৮-৪১

মথিত দুগ্ধের গুণ—দণ্ডাহত (দণ্ড দ্বারা মথিত) ও ঈষদুষ্ণ গব্য বা ছাগদুগ্ধ পান করিলে তাহা লঘু, বৃষ্য, জ্বরহর এবং বাতপিত্ত ও কফ নাশক হয় ॥ ৪২

গব্যাজ দুগ্ধ-ফেন গুণ—গব্য দুগ্ধের বা ছাগ দুগ্ধের ফেন—ত্রিদোষনাশক, রোচক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, বৃষ্য, সদ্যঃ তৃপ্তিপ্রদ ও লঘু। ইহা অতিসারে, অগ্নিমান্দ্যে, জ্বরে ও অজীর্ণে প্রশস্ত ॥ ৪৩।৪৪

নিন্দিত দুগ্ধ—যে দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অম্লরস, দুর্গন্ধ ও গ্রথিত, তাহা নিন্দিত দুগ্ধ, সে দুগ্ধ বর্জ্জন করিবে। অম্ল ও লবণযুক্ত দুগ্ধও খাইবে না। কারণ—তাহা কুষ্ঠাদি রোগ উৎপাদন করে ॥ ৪৫

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে দুগ্ধবর্গ।

অথ দধিবর্গ।

দধির গুণ (১)—দধি—উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, কষায়ানুরস, গুরু, গ্রাহি ও অম্লপাক। ইহা শ্বাস-পিত্ত-রক্ত-শোথ-মেদঃ ও কফপ্রদ, বল ও শুক্র-কারক। দধি—মূত্রকৃচ্ছ্রে, প্রতিশ্যায়ে, শীতগবিষম-জ্বরে, অতিসারে, অরুচিতে ও কার্শ্যে প্রশস্ত॥ ১-২

দধিভেদ—দধি পাঁচ প্রকার, যথা—মন্দদধি, স্বাদু দধি, স্বাদ্বম্লদধি, অম্ল দধি ও অত্যম্ল দধি॥ ৩

মন্দাদি দধির লক্ষণ ও গুণ—যে দধি দুগ্ধবৎ ও অব্যক্তরস ও কিঞ্চিৎ ঘন অর্থাৎ যাহা ভাল বসে নাই, তাহা মন্দ দধি নামে অভিহিত। মন্দ দধি—মলমূত্র প্রবর্ত্তক, ত্রিদোষজনক ও বিদাহকারক। যে দধি সম্যক্ ঘনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে স্বাদু-রস ব্যক্ত এবং অম্লরস অব্যক্ত, বিজ্ঞগণ তাহাকেই স্বাদু দধি বলেন। স্বাদু দধি অতি অভিষ্যন্দি, বৃষ্য, মেদঃ ও কফজনক, বাতনাশক, মধুরপাক ও রক্ত পিত্ত প্রসাদনকর। স্বাদ্বম্লদধি—গাঢ়, মধুর-রস ও কষায়ানুরস। ইহার গুণ সাধারণ দধিগুণের ন্যায় জানিবে। যাহাতে কিছুমাত্র মধুররস নাই, অম্লরসই ব্যক্ত, তাহাই অম্ল দধি। অম্ল দধি—অগ্নি-দীপক, পিত্তরক্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। যে দধি অতি অম্ল এবং দন্তহর্ষ-রোমহর্ষ ও কণ্ঠাদির দাহকারক, তাহা-কেই অত্যম্লদধি বলিয়া জানিবে। এই দধি—অগ্নি-দীপক এবং অতি রক্তপিত্ত ও বাতজনক॥ ৪—৯

গোদধির গুণ—গব্য দধি বিশেষতঃ স্বাদ্বম্ল, রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, পুষ্টিকারক ও বাতনাশক। যতপ্রকার দধি আছে, তন্মধ্যে গব্য দধিই গুণাধিক বলিয়া উক্ত॥ ১০

মাহিষদধির গুণ—মাহিষ দধি—সুস্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, বাতপিত্তনাশক, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দি, বৃষ্য, গুরুপাক ও রক্তদূষক॥ ১১

ছাগী দধির গুণ—ছাগদধি—গুণে উত্তম, মলসংগ্রাহক, লঘু, ত্রিদোষনাশক ও অগ্নিদীপক। ইহা—শ্বাস-কাস-অর্শঃ-ক্ষয় ও কার্শ্যে প্রশস্ত॥ ১২

পক্ক দুগ্ধজাত দধির গুণ—পক্ক দুগ্ধজাত দধি—রোচক, স্নিগ্ধ, গুণোত্তম, বাতপিত্তনাশক এবং সকল ধাতু-অগ্নি ও বলবর্দ্ধক॥ ১৩

সারহীন দুগ্ধজাত দধির গুণ—অসার দধি মলসংগ্রাহক, শীতল, বাতজনক, লঘু, বিষ্টম্ভতা-কারক, অগ্নিদীপক, রোচক এবং গ্রহণী রোগনাশক॥ ১৪

(**গালিত দধি গুণ**—গালিত দধি—সুস্নিগ্ধ, বাতকর, কফকারক, গুরু, বলপুষ্টিকর, রোচক, মধুর ও নাতিপিত্তকৃৎ। এই পাঠটি অধিক, অন্য পুস্তকে নাই।)

শর্করাদি সহিত দধি গুণ—শর্করা সংযুক্ত দধিই উৎকৃষ্ট, ইহা তৃষ্ণা-রক্তপিত্ত ও দাহ প্রশমক। গুড় সংযুক্ত দধি—বাতনাশক, বৃষ্য, বৃংহণ, তৃপ্তিজনক ও গুরু॥ ১৫

রাত্রিতে দধিভোজন নিষেধ—ঘৃত, চিনি, মুদ্গসূপ (মুগের দাল), মধু বা আমলকী সংযুক্ত না করিয়া রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না, উষ্ণ দধিও রাত্রিতে খাইবে না।

টীকা। রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না, যদি করিতে হয়, তাহা হইলে ঘৃত, চিনি, মুদ্গসূপ, মধু বা আমলকীর সহিত সংযুক্ত করিয়া খাইবে। ঘৃত, চিনি, মুদ্গসূপ, মধু বা আমলকী বিনা কদাচ খাইবে না॥ ১৬

ঋতুবিশেষে বিধিনিষেধ—হেমন্ত, শীত ও বর্ষা ঋতুতে দধি ভোজন প্রশস্ত। শরৎগ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে দধি গর্হিত॥ ১৭

অবিধি দধিসেবনে দোষ—দধিপ্রিয় ব্যক্তি যদি দধি ভোজনের উক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া দধি ভোজন করে, তাহা হইলে জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, ভ্রম ও উগ্র কামলা রোগ প্রাপ্ত হয়॥ ১৮

দধি সরের ও দধিমস্তুর লক্ষণ ও গুণ—দধির উপরিস্থ স্নেহসমন্বিত যে ঘন ভাগ, লোকে তাহাই সর নামে প্রসিদ্ধ। আর দধির মণ্ড (জলীয় ভাগ), মস্তু (দধির মাত) বলিয়া অভিহিত। স্বাদু সর—গুরু, বৃষ্য, বায়ু ও অগ্নিনাশক। অম্লরস

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। দধিকে হিন্দীতে দহী; মহারাষ্ট্রে দহীং; কর্ণাটে মোসর; গুজরাটে দহি; তৈলঙ্গে হুগু; ফারসীতে দোগ; আরবীতে জুগরাত বলে। ইংরাজীতে **Curdled Milk.**

—বস্তি-প্রধমন (মূত্রাশয়কে ধ্মাপিত করে) এবং উহা পিত্ত শ্লেষ্মকে বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে। মস্তু—ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘু, ভক্তে (ভাতে) অভিলাষজনক, স্রোতোবিশোধক, আহ্লাদজনক, কফ-তৃষ্ণা ও অনিলনাশক, অবৃষ্য, প্রীতিপ্রদ এবং মলসঞ্চারের শীঘ্র ভেদক ॥ ১৯—২২

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত **ভাবপ্রকাশে দধিবর্গ।**

অথ তক্রবর্গ।

তক্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম লক্ষণ ও গুণ (১)—ঘোল, মথিত, তক্র,উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা এইগুলি তক্রের নাম। সরসমন্বিত-নির্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল; সরবিহীন-নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে মথিত; চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র; অর্দ্ধজল সমন্বিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং সারহীন ও প্রচুর জলযুক্ত দধি মন্থন করিলে তাহাকে ছচ্ছিকা কহা যায়। (মথিত মহুয়া নামে এবং ছচ্ছিকা-ছাচ্ছ নামে লোকে প্রসিদ্ধ।) শর্করা-যুক্ত ঘোলকে গুণে রসালবৎ জানিবে। ইহা বাতপিত্তহর ও আহ্লাদজনক। মথিত—কফপিত্ত-নাশক। তক্র—মলসংগ্রাহক, কষায়াম্লরস, স্বাদু-বিপাকরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, বৃষ্য, প্রীণন (তৃপ্তিজনক) ও বাতনাশক। গ্রহণী প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ইহা পথ্য। লঘুত্ব গুণ থাকায় তক্র মলসংগ্রাহি হইয়া থাকে। স্বাদুবিপাক বলিয়া ইহা পিত্তপ্রকোপক হয় না এবং কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, বিকাশিত্ব ও রুক্ষত্ব গুণ থাকায় তক্র কফনাশ করে। যে ব্যক্তি নিয়ত তক্র সেবন করে, সে কখন রোগে ক্লেশ পায় না, তক্রপ্রভাবে রোগ সকল দগ্ধ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ বলেন—অমৃত যেমন দেবতাদিগের সুখজনক, পৃথিবীতে তক্রও তেমনি মানবগণের সুখাবহ জানিবে। উদশ্বিৎ—কফজনক, বলকর ও অতি আমঘ্ন। ছচ্ছিকা—শীতল, লঘু এবং পিত্ত-শ্রম ও পিপাসা প্রশমক, বাতনাশক ও কফকারক। লবণান্বিত ছচ্ছিকা—অগ্নির দীপ্তিকর ॥১—৮

উদ্ধৃত ঘৃত অল্পোদ্ধৃত ঘৃত ও অনুদ্ধৃত ঘৃত তক্রের গুণ—যে তক্রের ঘৃতাংশ সম্যক্ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পথ্য ও বিশেষতঃ লঘু। যাহা হইতে ঘৃতভাগ অল্প উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, বৃষ্য ও কফজনক। এবং যাহার ঘৃতভাগ কিছুই উদ্ধৃত হয় নাই এবং যাহা ঘন, তাহা গুরু, পুষ্টিকারক ও কফজনক ॥৯

বাতাদিদোষ বিশেষে ও ব্যাধিবিশেষে তক্র বিশেষ—বাতাধিক্যে শুণ্ঠী ও সৈন্ধবসংযুক্ত অম্লতক্র প্রশস্ত। পিত্তাধিক্যে চিনিসংযুক্ত স্বাদুতক্র হিতকর এবং কফাধিক্যে ত্রিকটুচূর্ণসংযুক্ত তক্র উপকারি। হিঙ্. জীরা ও সৈন্ধবসংযুক্ত ঘোল অতীব বাতনাশক, অর্শঃ ও অতিসারের বিশেষ শান্তিকারক, রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও বস্তিশূলনাশক। মূত্রকৃচ্ছ্রে গুড়সংযুক্ত এবং পাণ্ডুরোগে চিতাসংযুক্ত ঘোল হিতকারী ॥ ১০—১২

আম ও পক্বতক্রের গুণ—আম অর্থাৎ অপক্ব তক্র কোষ্ঠগত কফনাশ করে, কিন্তু কণ্ঠে কফ উৎপাদন করিয়া থাকে। পীনস শ্বাস ও কাসাদিতে পক্ব তক্রই প্রযোজ্য ॥ ১৩

তক্রসেবনের নিমিত্ত (বিষয়)—শীতকালে, অগ্নিমান্দ্যে, বাতরোগে, অরুচিতে এবং স্রোতোরোধে তক্র অমৃততুল্য গুণ প্রদর্শন করে। তক্র দ্বারা গর (সংযোগজবিষ), বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদঃ, গ্রহণী, অর্শঃ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, মেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদর, অরুচি,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে তক্রকে ছাছ, মহ্‌ঠা; মহারাষ্ট্রে তাক; গুজরাটে ছাস, ঘোলবু; কর্ণাটে অলিমাজ্জগে; তৈলঙ্গে মজ্জিকে; ফারসীতে মস্ত, মঠা; আরবীতে হমীজ বলে। ইংরাজীতে **Butter milk whey.**

শ্বিত্র, কোষ্ঠগত ব্যাধিসমূহ, কুষ্ঠ, শোথ, তৃষ্ণা ও ক্রমি বিনষ্ট হয় ॥ ১৪—১৬

তক্রের অবিষয়—ক্ষতে, উষ্ণকালে, দুর্ব্বলে এবং মূর্চ্ছা-ভ্রম-দাহ ও রক্তপিত্তরোগে তক্র সেবন করিতে দিবে না ॥ ১৭

গব্যাদিতক্রের বিশিষ্ট গুণ—গব্যাদি আট প্রকার দধির যেমন যেমন গুণ উক্ত হইয়াছে, গব্যাদিতক্রেরও তেমনি তেমনি গুণ আছে, জানিবে ॥ ১৮

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত **ভাবপ্রকাশে** তক্রবর্গ !

অথ নবনীতবর্গ ।

নবনীতের নাম ও গুণ(১)—ম্রক্ষণ, সরজ হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীতক এইগুলি নবনীতের পর্য্যায় ।

গব্য নবনীতের গুণ—গব্য নবনীত—বৃষ্য, বর্ণ-বল ও অগ্নিকারক, সংগ্রাহি এবং বাত-পিত্ত-রক্ত-ক্ষয়-অর্শঃ-অর্দ্দিত ও কাসপ্রশমক । ইহা বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে অমৃত তুল্য ॥ ১—২

মাহিষ নবনীতের গুণ—মাহিষ-নবনীত—বাত শ্লেষ্মকর, গুরু, দাহ-পিত্ত ও শ্রমহর এবং মেদঃ ও শুক্রবর্দ্ধক ॥ ৩

দুগ্ধোৎপন্ন নবনীতের গুণ—দুগ্ধোত্থ নবনীত নেত্রের হিতকর, রক্তপিত্তপ্রশমক, বৃষ্য, বলকারক, অতিস্নিগ্ধ, মধুর, গ্রাহি ও শীতল ॥ ৪

সদ্যঃ সমুদ্ধৃত নবনীতের গুণ—সদ্যোজাত নবনীত—স্বাদু, সংগ্রাহি, শীতবীর্য্য, লঘু, মেধাবর্দ্ধক, তক্রাংশের সংযোগ হেতু ইহা কিঞ্চিৎ কষায়াম্লরস ॥৫

চিরন্তন নবনীত গুণ—দীর্ঘকালজাত নবনীত—শ্লেষ্মজনক, গুরু ও মেদস্কর। অল্প ক্ষারত্ব-কটুকত্ব ও অম্লত্ব থাকায় ইহা বমি-অর্শঃ ও কুষ্ঠকারক হইয়া থাকে ॥ ৬

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত **ভাবপ্রকাশে নবনীত** বর্গ ।

অথ ঘৃতবর্গ ।

ঘৃতের নাম ও গুণ(২)—ঘৃত, আজ্য, হবিঃ ও সর্পিঃ এইগুলি ঘৃত পর্য্যায় । ঘৃত—রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত), অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য, বিষ-অলক্ষ্মী-পাপ এবং পিত্ত ও বাতনাশক, অল্পঅভিষ্যন্দি, কান্তি-ওজঃ-তেজঃ-লাবণ্য ও বুদ্ধিজনক, স্বর ও স্মৃতিকারক, মেধা ও আয়ুর্বর্দ্ধক, বলকারক, গুরু, স্নিগ্ধ, কফকর এবং উদাবর্ত্ত-জ্বর-উন্মাদ-শূল-আনাহ-ব্রণ-রক্ষোগ্রহ-ক্ষয়-বীসর্প ও রক্তদুষ্ট হর ॥ ১—৩

গব্যঘৃতের গুণ—গব্যঘৃত—চক্ষুর বিশেষ হিতকর, বৃষ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, স্বাদুপাকরস, শীতবীর্য্য, বাত-পিত্ত-কফনাশক, মেধা-লাবণ্য-কান্তি-ওজঃ ও তেজোবৃদ্ধিকর, অলক্ষ্মী-পাপ ও রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুষ্কর, সুমঙ্গল্য, রসায়ন, সুগন্ধ, রোচক, সর্ব্বপ্রকার ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত উৎকৃষ্ট ও গুণাধিক ॥ ৪—৬

---

(১) দেশভেদে নামভেদ । ননীকে হিন্দুস্থানে নবনী, নোনী, মক্‌খন ; মহারাষ্ট্রে লোণী ; গুজরাটে মাখণ ; কর্ণাটে বেণো ; তৈলঙ্গে পেন্না ; ফারসীতে মসকা ;. আরবীতে জুব্‌দ বলে । ল্যাটিনে **Butyrum**, ইংরাজী নাম **Butter.**

(২) দেশভেদে নামভেদ । ঘৃততে হিন্দুস্থানে ঘি, ঘৃত, ঘী; মহারাষ্ট্রে তূপ; গুজরাটে ঘী ; তৈলঙ্গে নেঈ ; ফারসীতে রোঘনেজর্জ্জ ; আরবীতে সমন্, দুহরুলবকর বলে । ল্যাটিনে **Butyrum Deparatum**, ইংরাজী নাম **Clerified Butter.**

মহিষ ঘৃতের গুণ—মাহিষঘৃত—স্বাদু, পিত্ত-রক্ত ও অনিলনাশক, শীতল, শ্লেষ্মকর, বৃষ্য, গুরু ও স্বাদুবিপাক ॥ ৭

ছাগঘৃতের গুণ—ছাগঘৃত—অগ্নিকর, নেত্রহিত, বলবর্দ্ধক, কটুবিপাক, ইহা শ্বাসে কাসে ও ক্ষয়ে হিতকর ॥ ৮

উষ্ট্রীঘৃতের গুণ—ইহা কটুবিপাক, অগ্নিদীপক, কফবাতঘ্ন এবং শোথ-কৃমি-বিষ-কুষ্ঠ-গুল্ম ও উদর-রোগনাশক ॥ ৯

মেষীঘৃতের গুণ—ইহা লঘুপাক, সর্ব্বরোগ-বিনাশক, অস্থির বৃদ্ধিকারক, অশ্মরী ও শর্করা-নাশক, নেত্রহিত, অগ্নির উদ্দীপক এবং বাতদুষ্টি নিবারক ॥১০

নারীঘৃতের গুণ—নারীঘৃত—অমৃতোপম, ইহা চক্ষুষ্য এবং কফে অনিলে যোনিদোষে পিত্তে ও রক্তদুষ্টিতে হিতকর ॥ ১১

ঘোটকীঘৃতের গুণ—ইহা—দেহ ও অগ্নির বৃদ্ধিকর, লঘুপাক, বিষঘ্ন, তৃপ্তিজনক, নেত্ররোগ-নাশক ও দাহপ্রশমক ॥ ১২

দুগ্ধভব ঘৃতের গুণ—দুগ্ধভব ঘৃত—সংগ্রাহি ও শীতল। ইহা নেত্ররোগ-পিত্ত-দাহ-রক্তদুষ্টি-মদ-মূর্চ্ছা-ভ্রম ও অনিল নাশ করে ॥ ১৩

হ্যস্তন দুগ্ধোত্থ অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের দুগ্ধসম্ভূতসদ্যোজাতঘৃতের গুণ—পূর্ব্বদিনের দুগ্ধসমুত্থিত ঘৃতের নাম হৈয়ঙ্গবীন। হৈয়ঙ্গবীন—নেত্রের হিতকর, অগ্নির দীপক, অতি রুচিকর, বলবর্দ্ধক, বৃংহণ, বৃষ্য, বিশেষতঃ ইহা জ্বরনাশক ॥ ১৪

পুরাণঘৃতের গুণ—এক বৎসরের ঘৃতকে পুরাণ ঘৃত বলা যায়। পুরাণ ঘৃত ত্রিদোষঘ্ন। ইহা—মূর্চ্ছা-কুষ্ঠ-বিষ-উন্মাদ-অপস্মার ও তিমিররোগনাশক। সকল প্রকার ঘৃতই যত অধিক দিনের পুরাতন হইবে, তাহাদের নিজ নিজ গুণও তত অধিক হইবে ॥ ১৫। ১৬

নূতন ঘৃতের বিষয়—ভোজনে, তর্পণে, শ্রমে, বলক্ষয়ে, পাণ্ডু কামলা ও নেত্ররোগে নূতন ঘৃতই প্রয়োগ করিবে ॥ ১৭

ঘৃত প্রয়োগের অবিষয়—বালকের পক্ষে ও বৃদ্ধের পক্ষে এবং রাজযক্ষ্মরোগে, শ্লেষ্মজরোগে, আমান্বিতরোগে, বিসূচিকায়, বিবন্ধে (মলমূত্রবিবদ্ধতায়), মদাত্যয়ে, জ্বরে ও অগ্নিমান্দ্যে বহুঘৃত প্রশস্ত নহে ॥ ১৮

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে ঘৃতবর্গ।

অথ মূত্রবর্গ।

গোমূত্রের গুণ—গোমূত্র—কটু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, ক্ষার-তিক্ত-কষায়রস, লঘু, অগ্নিদীপক, মেধাহিত, পিত্তকারক ও কফবাতনাশক এবং শূল-গুল্ম-জঠর-আনাহ-কণ্ডু-নেত্ররোগ-মুখরোগ-কিলাস-বাত-আম-বস্তিজাতরোগ-কুষ্ঠ-কাস-শ্বাস-শোথ কামলা ও পাণ্ডুরোগ-নাশক। একমাত্র গোমূত্র পান করিলে কণ্ডূ, কিলাস, শূল, মুখরোগ, নেত্ররোগ, গুল্ম, অতিসার, বাতরোগ, মূত্ররোধ, কাস, কুষ্ঠ, জঠর, কৃমি ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। সকল প্রকার মূত্রের মধ্যে গোমূত্রই গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব যে স্থলে কোন্ মূত্র লইতে হইবে, তাহার বিশেষ উল্লেখ না থাকে অর্থাৎ কেবল মাত্র মূত্রশব্দের উল্লেখ থাকে, সেস্থলে মূত্রশব্দে গোমূত্রই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গোমূত্র—প্লীহ-জঠর-শ্বাস-কাস-শোথ-বর্চ্চোরোধ-শূল-গুল্ম-আনাহ কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক। ইহা কষায়-তিক্ত ও তীক্ষ্ণবীর্য্য, গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয় ॥ ১—৫

মানুষমূত্র গুণ (১)—নরমূত্র—গরবিষ নাশক, রসায়ন, রক্তদুষ্টি ও পামারোগ প্রশমক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও সক্ষার লবণ। গো ছাগ মেষ ও মহিষের স্ত্রীজাতির মূত্রই প্রশস্ত। গর্দ্দভ উষ্ট্র হস্তী মনুষ্য ও ঘোটকের পুরুষজাতির মূত্র হিতকর ॥ ৬।৭

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মূত্রবর্গ।

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। মূত্রকে হিন্দুস্থানে মূত, পেশাব; মহারাষ্ট্রে মূত, মূত্র; গুজরাটে মূতর; কর্ণাটে আকলগোত, মূত্র; তৈলঙ্গে উচ্চা বলে। ইংরাজী নাম Urine.

অথ তৈলবর্গ।

তেলের স্বরূপনিরূপণ—তিলাদি স্নিগ্ধ দ্রব্যের স্নেহ পদার্থকে তৈল বলা গিয়া থাকে। সকল তৈলই বিশেষতঃ তিলের তৈল বাতনাশক ॥ ১

তিল তৈলের গুণ (১) তিলতৈল—গুরু, দেহের দৃঢ়তা, বল ও বর্ণকারক, সারক, বৃষ্য, বিকাশি, বিশদ, মধুররস, মধুরবিপাক, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম-স্রোতোগামি), কষায়ানুরস, তিক্ত, বাতকফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, শীতলস্পর্শ, বৃংহণ, পিত্তরক্তকারক, লেখন, মলমূত্রবিবন্ধকারক, গর্ভাশয়বিশোধক, অগ্নিদীপক, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্যবায়ি, ব্রণ ও মেহনাশক, কর্ণশূল-যোনিশূল ও শিরঃশূল নিবারক, লঘুতাজনক এবং ত্বকের কেশের ও চক্ষুর হিতকর। তিলতৈল মর্দ্দনে উক্ত গুণ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্ষণে অন্য গুণ জন্মে। ছিন্ন, ভিন্ন, চ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট ও দারিত এবং অভিহিত, নির্ভুগ্ন ও মৃগ-ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক বিক্ষত হইলে, এতদ্ভিন্ন বস্তিকার্য্যে, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্যে, কর্ণ ও নেত্র-পূরণে, পরিষেকে, অভ্যঙ্গে ও অবগাহে তিলতৈলই প্রশস্ত। (এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বৃংহণ শরীরের উপচয়কারক এবং লেখন কৃশীকারক, অতএব বৃংহণ ও লেখন এই গুণদ্বয় পরস্পর বিপরীত-ধর্ম্মী, বিপরীতধর্ম্মিগুণদ্বয়ের কিরূপে সমান অধিকরণ হইতে পারে? অর্থাৎ এক তিলতৈলে কি প্রকারে এই বিপরীতধর্ম্মিগুণদ্বয়ের অবস্থান সম্ভবে? এই জন্যই বলা হইতেছে—) পবন নিজ রূক্ষত্বাদি ধর্ম্মে দুষ্ট হইয়া যখন স্রোতকে (রসগমনমার্গকে) সংকুচিত করে, তখন রস সেই সঙ্কুচিত স্রোতে সম্যগ্‌বহন করিতে পারে না, সুতরাং রক্তাদিকেও বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য শরীরও কৃশ হইয়া পড়ে। কিন্তু তৈল নিজ সরণশীলত্ব-সূক্ষ্মত্ব-স্নিগ্ধত্ব ও মৃদুত্বগুণে সেই স্রোতে প্রবেশ করিতে ও রসকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। এইজন্য তৈল কৃশ ব্যক্তিদিগের বৃংহণ হইয়া থাকে। আবার তৈল নিজ ব্যবায়িত্ব-সূক্ষ্মত্ব-তীক্ষ্ণত্ব ও সরত্বগুণে ক্রমে ক্রমে স্থূল ব্যক্তিদিগের মেদের ক্ষয়ও করে। এই হেতু তৈলকে লেখনও বলা যায়। তৈল তরল মলকে গাঢ় করে এবং তাহাকে স্খলিত করিয়া নিঃসারিত করিয়া থাকে। এই জন্য তৈলকে মলসংগ্রাহক ও সারকও বলা গিয়া থাকে। পক্কঘৃত এক বৎসরের পর হীনবীর্য্য হইতে থাকে, কিন্তু তৈল পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, দীর্ঘকাল থাকিলে গুণাধিক হয় ॥ ২—১২

সর্ষপ তৈলের গুণ—সর্ষপ তৈল—অগ্নিদীপক, কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, লেখন, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পিত্তরক্তদূষক এবং কফ-মেদঃ-বায়ু-অর্শঃ-শিরঃ-শূল-কর্ণরোগ-কণ্ডূ-কুষ্ঠ-কৃমি-শ্বিত্র-কোঠ ও দুষ্টব্রণ নাশক। কৃষ্ণরাই ও আরক্তরাই সর্ষপ তৈলেরও গুণ ঐরূপ জানিবে। বিশেষ এই—রাই সর্ষপ তৈল মূত্র কৃচ্ছ্রকারক ॥ ১৩।১৪

তুবরী তৈলের গুণ—(তুবরী—সুরাষ্ট্র-দেশজ অড়হর) তুবরী তৈল—তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, লঘু, মলসংগ্রাহক, কফ ও রক্তদুষ্ট প্রশমক, অগ্নিকারক, এবং বিষ-কণ্ডূ-কুষ্ঠ-কোঠ-কৃমি-মেদোদুষ্ট ও ব্রণ-শোথনাশক ॥ ১৫

অতসী তৈলের (মসিনা তৈলের) গুণ—ইহা আগ্নেয়, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তকারক, কটুপাক, চক্ষুর-অহিতকর, বলবর্দ্ধক, বাতহর, গুরু, মলজনক, স্বাদুরস, মলসংগ্রাহক, ত্বগ্‌দোষনাশক ও ঘন। বস্তিকার্য্যে, পানে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, কর্ণ-পূরণে, অনুপানবিধিতে ও বাতশান্তির জন্য অতসী-তৈল প্রয়োগ করা গিয়া থাকে ॥ ১৬।১৭

কুসুমতৈলের (বররে)গুণ—কুসুমতৈল—অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বিদাহজনক, চক্ষুর অহিতকর, বলবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত ও কফজনক ॥ ১৮

খসবীজের (পোস্তদানার) তৈল—ইহা বলকর, বৃষ্য, গুরু এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার নাশক, শীত-বীর্য্য, স্বাদু-পাক ও স্বাদুরস ॥ ১৯

এরণ্ড তৈলের গুণ (২)—এরণ্ডতৈল—তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল, গুরু, বৃষ্য, ত্বকের হিতকর, বয়ঃস্থাপক, মেধা-কান্তি ও বলপ্রদ,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। তৈলকে হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে তেল; কর্ণাটে তৈলং; তৈলঙ্গে নুনে; ফারসীতে রোগন, রোগেনেকুংজদ; আরবীতে দোহনুসিমসিগ বলে। ইংরাজী নাম Oil.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ভেরেণ্ডাতৈলকে হিন্দুস্থানে রেঁড়িকাতৈল ও এরতৈল বলে। ডাক্তারী নাম **Castor Oil** ক্যাষ্টর অইল।

কষায়ানুরস, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামি), যোনি ও শুক্রের বিশোধক, বিস্র, স্বাদুরস: স্বাদুপাক, সতিক্ত-কটু ও সারক। ইহা—বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠ-গুহ্যাদির শূল-এবং বাত, উদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটীগ্রহ, বাতরক্ত, মলবিবন্ধতা, ব্রধ্ন, শোথ, আম ও বিদ্রধি নাশ করে। কেশরী যেমন বনচারি গজেন্দ্রের একমাত্র নিহন্তা, এরণ্ডতৈলরূপ কেশরীও সেইরূপ শরীররূপ বনচারী আমবাতরূপ গজেন্দ্রের একমাত্র হননকর্ত্তা ॥ ২০—২৩

ধূনার তৈল—ইহা বিস্ফোট-ব্রণ-কুষ্ঠ-পামা ক্রিমি ও বাতশ্লেষ্মজরোগনাশক ॥ ২৪

সকল প্রকার তৈলের গুণ—বাগ্‌ভটের এই মত যে, সকল তৈলই স্বযোনিগুণকারক অর্থাৎ যে তৈল যে দ্রব্য হইতে উৎপন্ন, সে তৈল সেই দ্রব্যের ন্যায়ই গুণকর হইয়া থাকে। অতএব অবশিষ্ট তৈল সকলেরও গুণ, তাহাদের স্বযোনিবৎ জানিবে ॥ ২৫

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্‌মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে তৈলবর্গ।

অথ সন্ধান বর্গ।

কাঁজীর লক্ষণ ও গুণ—ধান্যমণ্ডাদি সন্ধিত অর্থাৎ অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে কাঞ্জিক কহা যায়। কাঁজী—ভেদক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রোচক, পাচক ও লঘু। কাঁজীর স্পর্শে অর্থাৎ কাঞ্জিক সিক্ত বস্ত্র দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিলে দাহজ্বর এবং কাঁজী পান করিলে বায়ু ও কফ প্রশমিত হয়। মাষাদিবটক সংযোগে যে কাঁজী প্রস্তুত করা যায়, তাহা গুণাধিক হইয়া থাকে। এবং তাহা লঘু, বাতহর, রোচক, অতি পাচক, শূল, অজীর্ণ ও মলবাতাদির বিবন্ধতা এবং আমদোষনাশক ও বস্তিশোধক। শোষ (শোষণ), মূর্চ্ছা, ভ্রম (গাত্র ঘূর্ণন রোগ), মদরোগ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কাঁজী প্রশস্ত নহে। পাণ্ডুরোগ যক্ষ্মা শোষ ক্ষতক্ষীণ শ্রান্ত ও মন্দজ্বর নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কাঁজী দোষকর হইলেও দোষোৎপাদন না করিয়া হিতই করিয়া থাকে ॥ ১—৫

তুষোদকের লক্ষণ ও গুণ—সতুষ কাঁচা যবকে কুট্টিত করিয়া জলে সন্ধিত অর্থাৎ অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে তুষোদক কহা যায়। তুষোদক অগ্নিদীপক, হৃদ্য, পাণ্ডু ও ক্রিমি নাশক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পাচক, পিত্ত ও রক্তদুষ্টি কারক এবং বস্তিশূলনিবারক ॥ ৬

সৌবীরের লক্ষণ ও গুণ—অপক্ক বা পক্ক নিস্তুষ যবকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে সৌবীর কহা যায়। কোন কোন আচার্য্য বলেন—গোধূমদ্বারাও সৌবীর প্রস্তুত হয়। সৌবীর—গ্রহণী অর্শঃ ও কফ নাশক, ভেদক ও অগ্নিদীপক। উদাবর্ত্তে অঙ্গমর্দ্দে অস্থিশূলে ও আনাহে সৌবীর প্রশস্ত ॥ ৭। ৮

আরনালের লক্ষণ ও গুণ—নিস্তুষীকৃত অপক্ক গোধূম অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে আরনাল কহে। পক্ক গোধূমদ্বারাও আরনাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। আরনাল গুণে সৌবীর সদৃশ ॥ ৯

ধান্যাম্লের লক্ষণ ও গুণ—শালিচূর্ণ বা কোদ্রবাদি ধান্য চূর্ণ অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে ধান্যাম্ল প্রস্তুত হয়। ধান্যযোনিত্ব হেতু অর্থাৎ ধান্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া ধান্যাম্ল প্রীণন, লঘু ও অগ্নিদীপক। অরুচিরোগে বাতরোগে এবং সকল প্রকার আস্থাপনে ধান্যাম্ল হিতকর ॥ ১০

শিণ্ডাকীর লক্ষণ ও গুণ—মূলকপত্রের ক্বাথে রাইসর্ষপচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহা অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে, অথবা সর্ষপস্বরসে শালিচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহা অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে শিণ্ডাকী কহা যায়। শিণ্ডাকী রোচক গুরু ও পিত্তশ্লেষ্মকর ॥ ১১

শুক্তের লক্ষণ ও গুণ—তৈললবণ সংযুক্ত কন্দ মূল ও ফলাদি যে দ্রব্যে সন্ধিত করা যায়, তাহাকে তচ্ছুক্ত কহা গিয়া থাকে। শুক্ত—কফঘ্ন,

তীক্ষোষ্ণবীর্য্য, রোচক, পাচক, লঘু, পাণ্ডু ও ক্রিমি-নাশক, রুক্ষ, ভেদক ও রক্তপিত্তকারক ॥ ১২।১৩

সন্ধানের লক্ষণ ও গুণ—কন্দ মূল ফল বহুল যে দ্রব্য আহৃত হয়, অর্থাৎ চোয়ান যায়, তাহাকে সন্ধান বলা গিয়া থাকে। সন্ধান—রুচিপ্রদ, পাচক, বাতনাশক, বিশেষতঃ লঘু ॥ ১৪

মদ্যের নাম লক্ষণ ও গুণ—মদ্য, সীধু, মৈরেয়, ইরা, মদিরা, সুরা, কাদম্বরী, বারুণী, হালা ও বলবল্লভ, এইগুলি মদ্যের পর্য্যায়। লোককর্ত্তৃক যে মাদক পেয়, তাহা মদ্য নামে অভিহিত। মদ্য অনেক প্রকার, যেমন—অরিষ্ট সুরা সীধু ও আসবাদি। সকল মদ্যই উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক, বাতনাশক, ভেদক, শীঘ্রপাক, রুক্ষ, কফহর, অম্ল, অগ্নিদীপক, রুচিপ্রদ, পাচক, আশুকারি, তীক্ষ্ণবীর্য্য, সূক্ষ্ম, বিশদ, ব্যবায়ি ও বিকাশি ॥ ১৫—১৮

অরিষ্টের লক্ষণ ও গুণ—কোন ঔষধের ক্বাথে যে মদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে অরিষ্ট কহে। (যেমন দ্রাক্ষারিষ্ট, দশমূলারিষ্ট, বব্বূলারিষ্ট প্রভৃতি) অরিষ্ট পাকে লঘু, ইহা সর্ব্বতঃ গুণাধিক। যে অরিষ্ট যে বীজদ্রব্যে প্রস্তুত হয়, তাহার গুণ সেই বীজ দ্রব্যের গুণের সমান ॥ ১৯

সুরার লক্ষণ ও গুণ—শালি ও ষষ্টিক প্রভৃতি দ্রব্য সকল পেষণ করিয়া চোয়াইয়া লইলে সুরা প্রস্তুত হয়। সুরা—গুরু, বল-স্তন্য-পুষ্টি মেদঃ ও কফজনক, মলসংগ্রাহক এবং শোথ-গুল্ম-অর্শঃ গ্রহণী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক ॥ ২০

বারুণী (সুরাভেদ) ইহার লক্ষণ ও গুণ—পুনর্নবা ও শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া চোয়াইয়া লইলে বারুণী মদ্য প্রস্তুত হয়। তাল ও খেজুরের রস অন্তরুৎসিক্ত করিলে যে মদ্য (তাড়ী) উৎপন্ন হয়, তাহাকেও বারুণী কহা যায়। বারুণী সুরারই ন্যায়, বিশেষ এই—ইহা লঘু এবং পীনস আধ্মান ও শূল নাশক ॥ ২১

সীধুদ্বয়ের লক্ষণ ও গুণ—ইক্ষুর রস পাক করিয়া সন্ধিত (অন্তরুৎসিক্ত) করিলে যে মদ্য বিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পক্বরস সীধু এবং অপক্ব ইক্ষু রসকে সন্ধিত করিলে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অপক্বরস সীধু কহা যায়। পক্বরস সীধুই শ্রেষ্ঠ। ইহা স্বর-অগ্নি-বল ও বর্ণকারক, বাতপিত্ত-কারক, সদ্যঃ স্নেহন (স্নিগ্ধতাজনক) ও রোচক। পক্বরস সীধু—মলবাতাদির বিবদ্ধতা-মেদঃ-শোথ-অর্শঃ-শোথোদর ও কফজ রোগ নাশক। পক্বরস সীধু অপেক্ষা অপক্বরস সীধুর গুণ অল্প। ইহা অতিলেখন ॥ ২২—২৪

আসবের লক্ষণ ও গুণ—অপক্কৌষধ জল অর্থাৎ কোন ঔষধ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল সন্ধিত (অন্তরুৎসিক্ত) করিয়া লইলে যে মদ্যবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আসব কহা যায়। (যেমন—লৌহাসব) আসবের বীজ-দ্রব্যের যে গুণ, আসবেরও সেই গুণ জানিবে ॥ ২৫

নূতন ও পুরাতন মদ্যের গুণ—নূতন মদ্য—অভিষ্যন্দি, ত্রিদোষজনক, সারক, অহৃদ্য, বৃংহণ, দাহজনক, দুর্গন্ধ, বিশদ ও গুরু। পুরাণ মদ্য—রুচিপ্রদ, ক্রিমি-শ্লেষ্ম ও অনিল নাশক, হৃদ্য, সুগন্ধি, গুণশালী, লঘু ও স্রোতোবিশোধক ॥ ২৬।২৭

মদ্যপায়িসাত্ত্বিকাদি ব্যক্তিদের চেষ্টা বিশেষ—সাত্ত্বিক ব্যক্তি মদ্য পান করিয়া গীত হাস্যাদি করে; রজোগুণবহুল ব্যক্তি মদ্য পান করিয়া সাহসাদির কার্য্য করে; তমোগুণবহুল ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া নিন্দাজনক কার্য্য সকল করিয়া থাকে। এবং তাহার নিদ্রা হয় ॥ ২৮

যে ব্যক্তি প্রহৃষ্ট হইয়া যথাবিধি যথামাত্রা যথোপযুক্ত কালে যথাবল মদ্যপান করে, তাহার সম্বন্ধে মদ্য অমৃতের ন্যায় গুণকর হয়। অন্নের যেমন স্বভাব, মদ্যেরও তেমনি স্বভাব জানিবে, অর্থাৎ অন্ন যেমন অবিধি সেবনে রোগকর এবং বৈধসেবনে অমৃতসম গুণকর হয়, মদ্যও সেইরূপ অবিধি সেবিত হইলে বহুরোগজনক এবং বিধি-পূর্ব্বক সেবিত হইলে অমৃতের ন্যায় বহু গুণকারী হইয়া থাকে ॥ ২৯।৩০

মদ্যের গন্ধনাশোপায়—মদ্যপান করিয়া যে ব্যক্তি মুতা, এলবালুক, কুড়, জীরা, ধনে ও এলাচ চর্ব্বণ করে, সে লোক-সমাজে সুস্পষ্ট কথা কহিতে পারে এবং তাহাব মুখে স্বাভাবিক গন্ধ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দ্রব্য চর্ব্বণে নিশ্চয়ই পূতিগন্ধ ও মদ্য লশুনাদিজনিত গন্ধ দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৩১

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্‌মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে সন্ধানবর্গ।

অথ মধু বর্গ।

মধুর নাম ও লক্ষণ—মধু, মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্ষৌদ্র ও সারঘ্য (সারঘ) এই কয়টি মধুপর্য্যায়। মক্ষিকা বরটী (বোল্‌তা) ও ভ্রমর ইহারা যে পুষ্পরস পান করিয়া বমন করে, তাহাই মধু নামে খ্যাত। মধু—শীতল, লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, মলসংগ্রাহক, অতিলেখন, নেত্রহিত, অগ্নিদীপক, স্বরজনক, ব্রণশোধক ও ব্রণ-রোপক, সৌকুমার্য্যকর, অতিসূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামি), স্রোতোবিশোধক, কষায়ানুরস, আহ্লাদজনক, প্রসন্নতাকারক, বর্ণ-প্রসাদক, মেধাকর, বৃষ্য, বিশদ ও রোচক। ইহা—কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস, পিত্তরক্ত, কফ, মেহ, ক্লম, কৃমি, মেদঃ, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় নাশ করে। মধু যোগবাহী অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্তুর গুণ গ্রহণ করে। ইহা অল্প বাতজনক ॥ ১—৫

মধুভেদ—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল এই আট প্রকার মধুজাতি ॥ ৬

মধু সকলের লক্ষণ ও গুণ।

মাক্ষিকের লক্ষণ ও গুণ—পিঙ্গলবর্ণ বৃহদাকার যে মক্ষিকা, তাহা মধুমক্ষিকা নামে অভিহিত। সেই সকল মাক্ষিকাকৃত তৈলবর্ণ যে মধু তাহাই মাক্ষিকমধু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। মধু সকলের মধ্যে মাক্ষিক মধুই শ্রেষ্ঠ। ইহা নেত্ররোগ-নাশক, লঘু এবং কামলা-অর্শঃ-ক্ষত-শ্বাস-কাস ও ক্ষয়-নিবারক ॥ ৭। ৮

ভ্রামরের লক্ষণ ও গুণ—প্রসিদ্ধ ভ্রমর সকল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মাকার যে সকল ভ্রমর, সেই সকল ভ্রমর কর্ত্তৃক সঞ্চিত যে মধু, তাহাই ভ্রামর মধু নামে অভিহিত। ভ্রামর মধু—নির্ম্মল স্ফটিকাভ। ইহা—রক্তপিত্তনাশক, মূত্রজনক ও জাড্যকর, গুরু, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দি, অতি পিচ্ছিল ও শীতল ॥ ৯। ১০

ক্ষৌদ্রের লক্ষণ ও গুণ—কপিলবর্ণ-সূক্ষ্মাকার যে সকল মক্ষিকা ক্ষুদ্রা নামে খ্যাত, সেই সকল মক্ষিকা কর্ত্তৃক সঞ্চিত যে মধু, মুনিগণ তাহাকেই ক্ষৌদ্র নামে বর্ণন করিয়াছেন। ক্ষৌদ্রমধু কপিলবর্ণ। ক্ষৌদ্রমধু, গুণে মাক্ষিকবৎ, বিশেষ ইহা মেহনাশক ॥ ১১

পৌত্তিকের লক্ষণ ও গুণ—মশকসদৃশ লঘুতর ও মহাপীড়াজনক কৃষ্ণবর্ণ যে সকল মক্ষিকা প্রাচীন তরুকোটরে মধু সঞ্চয় করে, সেই সকল মক্ষিকা পূত্তিকা নামে অভিহিত। সেই পূত্তিকা কর্ত্তৃক আহৃতঘৃতবর্ণ যে মধু, তাহাই পৌত্তিক মধু বলিয়া কীর্ত্তিত। পৌত্তিকমধু—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্ত-দাহ-রক্তদুষ্টি ও বাতজনক, বিদাহি, মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং গ্রন্থ্যাদি ক্ষতশোধক ॥ ১২।১৩

ছাত্রের লক্ষণ ও গুণ—কপিল-পীতবর্ণ বরটা সকল ছত্রাকার যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, তাহার মধুই ছাত্রমধু নামে অভিহিত। হিমালয় প্রদেশস্থ বনেই ইহারা প্রায় চাক নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ছাত্রমধু—কপিল-পীতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতল, গুরু ও স্বাদুপাক এবং ইহা কৃমি-শ্বিত্র রক্তপিত্ত-প্রমেহ-ভ্রম-তৃষ্ণা-মোহ ও বিষনাশক। ইহা তৃপ্তি-জনক ও অধিক গুণকর ॥ ১৪।১৫

আর্ঘ্যের লক্ষণ ও গুণ—জরৎকারুমুনির আশ্রমজাত-মধূক বৃক্ষের (মৌলগাছের) যে নির্য্যাস নিঃস্রুত হয়, তাহা আর্ঘ্যমধুনামে খ্যাত। মালব-দেশে এই মধু শ্বেতক নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন—ভ্রমরসদৃশ এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহাদের বর্ণ পীত এবং তুণ্ড তীক্ষ্ণ, সেই সকল মক্ষিকাকে আর্ঘ্য বলে এবং তাহাদের সঞ্চিত মধুকে আর্ঘ্য মধু কহা গিয়া থাকে। আর্ঘ্যমধু—নেত্রের অতিহিতকর, অতীব কফপিত্তহর, কষায়-তিক্তরস, কটুপাক এবং বল ও পুষ্টিজনক ॥ ১৬—১৮

ঔদ্দালকের লক্ষণ ও গুণ—কপিলবর্ণ একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা প্রায় বল্মীক

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও তামিলে সহত, মধু; তৈলঙ্গে তেনী; মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে মধু; কর্ণাটে জেনতুপ্প; ফারসীতে শহদ অগবিন; আরবীতে অসলুল নহল বলে। ল্যাটীনে **Mel.** ডাক্তারী নাম **Honey.** হনি।

মধ্যেই অবস্থিতি করে, সেই সকল কীটকে উদ্দালক এবং তাহাদের সঞ্চিত মধুকে ঔদ্দালক মধু কহা গিয়া থাকে। এই মধু অতি অল্প পরিমাণেই উৎপন্ন হয়, ইহার বর্ণ কপিল। ঔদ্দালকমধু—রুচিকর, স্বর-বর্দ্ধক, কুষ্ঠ ও বিষনাশক, কষায়াম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক ও পিত্তকারক ॥ ১৯।২০

দালের লক্ষণ ও গুণ—পুষ্প হইতে নিঃস্রুত হইয়া যে মধু পত্রোপরি পতিত ও স্থিত হয়, তাহা দালমধু নামে কীর্ত্তিত। ইহা মধুরাম্ল-কষায়রস, লঘুপাক, দীপনীয়, কফঘ্ন, কষায়ানুরস, রুক্ষ, রুচ্য, বমন ও প্রমেহনাশক, অধিক মধুর, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও গুরুভারিক (অত্যন্ত ভারী)। ২১।২২

নূতন ও পুরাতন মধুর গুণ—নূতন মধু—পুষ্টিকর, নাতিশ্লেষ্মহর (অল্পশ্লেষ্মনাশক) ও সারক। পুরাণ মধু—মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, মেদোঘ্ন ও অতিলেখন। পণ্ডিতেরা বলেন—মধু, চিনি বিশেষতঃ গুড় একবৎসর থাকিলেই পুরাণ হয়, অর্থাৎ এক বৎসরের পরেই ইহাদের পুরাণত্ব স্বীকার করা যায় ॥ ২৩। ২৪

শীতল মধুর গুণাধিক্য এবং উষ্ণতাতে মধুর নিষিদ্ধতা—মধুসংগ্রাহক ভ্রমরাদি-প্রাণিগণ সবিষ এবং তাহারা যখন সকল পুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে, তখন অবশ্যই কোন না কোন বিষপুষ্প হইতেও মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। অতএব শীতল মধুই গুণকর। বিষ সম্পর্কহেতু উষ্ণ মধুকে বিষ-সম জ্ঞান করিবে। উষ্ণ-দ্রব্যের সহিত মধু পান করিলে, অথবা উষ্ণার্ত্ত হইয়া মধুপান করিলে, কিংবা উষ্ণকালে মধুপান করিলে, সেই পীত মধুও বিষতুল্য অনিষ্টকারি হয় জানিবে ॥ ২৫।২৬

ময়ন—(মোম) (১)—ময়ন, মধূচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থক, মধ্বাধার, মদনক ও মধূষিত, এইগুলি ময়নের অর্থাৎ মোমের পর্য্যায়। ময়ন—মৃদু, সুস্নিগ্ধ, ভূত গ্রহনাশক, ব্রণরোপক (ক্ষতপূরক), ভগ্নসংযোজক, এবং বাত-কুষ্ঠ-বীসর্প ও রক্তদুষ্ট প্রশমক ॥ ২৭। ২৮

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মধুবর্গ।

অথ ইক্ষুবর্গ।

ইক্ষুর নাম ও গুণ (২)—ইক্ষু, দীর্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসিপত্র ও মধুতৃণ এইগুলি ইক্ষুর পর্য্যায়। ইক্ষু—রক্তপিত্তনাশক, বলকর, বৃষ্য, কফ-জনক, স্বাদুপাক ও স্বাদুরস, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রকারক ও শীতল ॥ ১।২

ইক্ষুভেদ—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, সূচী-পত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশক, এইগুলি ইক্ষুর জাতিভেদ। ইহাদের গুণ বলা যাইতেছে ॥ ৩।৪

শ্বেত পৌণ্ড্র ও ভীরুকের গুণ—ইহারা বাত-পিত্তপ্রশমক, মধুররস, মধুরবিপাক, সুশীতল, বৃংহণ ও বলকর ॥ ৫

কোশকার গুণ—(করিয়া কুশিআর) ইহা—গুরু, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়নাশক ॥ ৬

কান্তারেক্ষু গুণ—ইহা—গুরু, বৃষ্য, শ্লেষ্ম-জনক, বৃংহণ ও সারক ॥ ৭

বংশক ইক্ষুর গুণ (বড়োখা)—ইহা—দীর্ঘপর্ব্ববিশিষ্ট, অতিকঠিন ও সক্ষার (ঈষৎ ক্ষাররস) ॥ ৮

---

(১) দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে মোম; তৈলঙ্গে মৈনম; তামিলে মঝুক্কু; মহারাষ্ট্রে মেণ; গুজরাটে মিণ; ফারসীতে মোমেজর্দ্দ। ডাক্তারী নাম Wax, ওয়াক্স।

(২) দেশভেদে নামভেদ—ইক্ষুকে হিন্দুস্থানে ঈক্ষু, গন্না, ঊখু, গণ্ডা, পোংডা; তৈলঙ্গে চিরকু; মহারাষ্ট্রে উংস; গুজরাটে শেরডী, শেরডীনুংমূল; কর্ণাটে কবু, কব্বিনমেরু; ফারসীতে নেশকর; আরবীতে কসবুস সক্কয় বলে। ডাক্তারী নাম Sugarcane. সুগারকেন্।

শতপোরক গুণ—ইহাতে কোশকার ইক্ষুর কিছু কিছু গুণ আছে। বিশেষ ইহা কিঞ্চিৎ উষ্ণ-বীর্য্য, সক্ষার ও বায়ুনাশক ॥ ৯

তাপসেক্ষুর গুণ—ইহা—মৃদু, মধুর, শ্লেষ্ম-প্রকোপক, তৃপ্তিজনক, রুচিকারক, বৃষ্য ও বলকর ॥ ১০

কাণ্ডেক্ষু গুণ—ইহা গুণে তাপসেক্ষুরই তুল্য, বিশেষ এই কাণ্ডেক্ষু বাতপ্রকোপক ॥ ১১

সূচীপত্র-নৈপালী-দীর্ঘপত্র ও নীল-পোর ইক্ষুর গুণ—এই সকল ইক্ষু—বাতজনক, কফপিত্তনাশক, ঈষৎ কষায়রস ও বিদাহী ॥ ১২

মনোগুপ্তার (ইক্ষুবিশেষের) গুণ—ইহা—বাতহর, তৃষ্ণারোগনাশক, সুশীতল, অতীব মধুররস ও রক্তপিত্ত প্রশমক ॥ ১৩

বালযুববৃদ্ধেক্ষুর গুণ—বালইক্ষু (কচি আক্) —কফকারক এবং মেদঃ ও মেহজনক। যুবা ইক্ষু—বাতনাশক, স্বাদু, ঈষৎতীক্ষ্ণ, পিত্তপ্রশমক ও রক্ত-পিত্তহর। বৃদ্ধ ইক্ষু—ক্ষতনিবারক এবং বলবীর্য্য-কারক ॥ ১৪

ইক্ষুর অঙ্গভেদে রসভেদ—ইক্ষুর মূলভাগে অত্যন্ত মধুররস, মধ্যভাগেও মধুররস এবং অগ্রভাগে ও গ্রন্থি সকলে লবণরস অবস্থিতি করে ॥ ১৫

দন্তনিষ্পেষিত ইক্ষুরসের গুণ—দন্ত-নিষ্পীড়িত ইক্ষুর রস—রক্তপিত্তনাশক, শর্করা সমবীর্য্য, অবিদাহী ও কফপ্রদ ॥ ১৬

যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরসের গুণ—মূলভাগ অগ্রভাগ ও কীট ভক্ষিতাদি সর্ব্বাবয়বই নিষ্পীড়ন করা যায় বলিয়া এবং মলপদার্থের সংস্রব হেতু ও কিঞ্চিৎ কাল থাকায় যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই তাহা বিদাহী, বিষ্টম্ভী ও গুরু হইয়া থাকে ॥ ১৭

পর্য্যুষিত ইক্ষুরসের গুণ—ইক্ষুরস পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে তাহা হিতকর থাকে না। পর্য্যুষিত ইক্ষুরস—অম্ল, বাতনাশক, গুরুপাক, কফপিত্তকর, শোষণশীল, ভেদক ও অতি মূত্রকারক ॥ ১৮

পক্ক ইক্ষুরসের গুণ—পক্কইক্ষুরস—গুরু-পাক, স্নিগ্ধ, অতিতীক্ষ্ণ, কফ-বাতনাশক, গুল্ম ও আনাহপ্রশমক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তজনক ॥ ১৯

ইক্ষুরস বিকারের অর্থাৎ ইক্ষুরসজাত গুড়াদির গুণ—ইক্ষুরস-বিকার (গুড়াদি) তৃষ্ণা-দাহ-মূর্চ্ছা ও রক্ত-পিত্ত নাশক, গুরু, মধুর, বলকর, স্নিগ্ধ, বাতহর, সারক, বৃষ্য, মোহনাশক, শীতল, বৃংহণ ও বিষহারী ॥ ২০

ফাণিতের (অতি পাত্‌লা মাত গুড়ের) লক্ষণ ও গুণ—ইক্ষুরসকে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় করিলে অর্থাৎ তাহার দ্রবভাগই অধিক থাকিলে ইক্ষু বিকারের মধ্যে তাহাই ফাণিত নামে অভিহিত হয়। ফাণিত—গুরু, অভিষ্যন্দী, বৃংহণ, কফ ও শুক্রজনক, বাত-পিত্ত ও শ্রমনাশক এবং মূত্র ও মূত্রাশয় বিশোধক ॥ ২১।২২

মৎস্যণ্ডীর (সার গুড়ের, খণ্ডরাব,) লক্ষণ ও গুণ—ইক্ষুরস পাকদ্বারা অতি গাঢ় ও কিঞ্চিদ্ দ্রবান্বিত হইলে তাহাকে মৎস্যণ্ডী কহা যায়। মৎস্যণ্ডী হইতে মন্দ অর্থাৎ অতি অল্প স্যন্দন (রসক্ষরণ) হয় বলিয়া উহা মৎস্যণ্ডী নামে অভি-হিত হইয়াছে। মৎস্যণ্ডী অর্থাৎ কিঞ্চিদ্ দ্রবান্বিত অতি গাঢ় গুড় (সার গুড়) ভেদক, বলকর, লঘু, বাত-পিত্তনাশক, মধুর, বৃংহণ, বৃষ্য ও রক্তদুষ্টি প্রশমক ॥ ২৩।২৪

গুড়ের লক্ষণ ও গুণ (১)—ইক্ষুরস পাক-দ্বারা লোষ্ট্রবৎ কঠিন হইলে তাহাকে গুড় কহা যায়। কিন্তু গৌড় দেশে মৎস্যণ্ডীই গুড় নামে প্রসিদ্ধ। গুড়—বৃষ্য, গুরু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, মূত্রশোধক, নাতি-পিত্তহর (অল্প পিত্তনাশক) এবং মেদঃ-কফ-ক্রিমি ও বলপ্রদ ॥ ২৫।২৬

পুরাতন গুড়ের গুণ—পুরাণ গুড়—লঘু, পথ্য, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, পিত্ত-নাশক, মধুর রস, বৃষ্য, বাতঘ্ন ও রক্তপরিষ্কারক ॥ ২৭

নূতন গুড়ের গুণ—নূতন গুড়—কফ-শ্বাস-কাস ও ক্রিমিজনক এবং অগ্নিকারক। নূতন গুড় আদার সহিত খাইলে আশু কফ বিনষ্ট হয়; হরীতকীর সহিত খাইলে পিত্ত বিনষ্ট হয় এবং শুঁঠের সহিত খাইলে অশেষ বাত বিনষ্ট হয়। অতএব এবংপ্রকার দোষ-ক্ষয়কারক গুড়কে নমস্কার করি ॥ ২৮

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। গুড়কে হিন্দুস্থানে গুড়; মহারাষ্ট্রে গূল্; গুজ্‌রাটে গোল; কর্ণাটে হোস-বেল্লংদ হেলরু; তৈলঙ্গে বেল্লামু; ফারসীতে কংদে-সিয়া; আরবীতে কংদেঅস্বদ বলে। ইংরাজীনাম Treacle Molasses.

খণ্ডের (খাঁড় গুড়ের) গুণ (২)—খণ্ড—মধুর, বৃষ্য, নেত্রহিত, বৃংহণ, শীতল, বাতপিত্তহর, স্নিগ্ধ, বলকর ও বমননাশক ॥ ২৯

সিতার (চিনির) লক্ষণ ও গুণ (৩)—বালির ন্যায় সূক্ষ্মাকার প্রাপ্ত অতি শুক্লবর্ণ খণ্ডকে শর্করা ও সিতা নামে অভিহিত করা যায়। শর্করা—সুমধুর, রুচিপ্রদ, বাত-পিত্ত-রক্তদুষ্টি-দাহ-মূর্চ্ছা-বমি ও জ্বরনাশক। ইহা শীতবীর্য্য ও শুক্রকারক ॥ ৩০

পুষ্পসিতা ও সিতোপলা এই দুই প্রকার মিছরীর গুণ—পুষ্পসিতা মিছরী—শীতল, রক্তপিত্তনাশক ও লঘু। সিতোপলা মিছরী—সারক, লঘু, বাতপিত্তনাশক ও শীতল ॥ ৩১

মধুখণ্ডের গুণ—মধুজাত শর্করা—রুক্ষ, কফপিত্তহর, গুরু, বমি-অতিসার-তৃষ্ণা-দাহ ও রক্তদুষ্টপ্রশমক, কষায়রস এবং শীতল। উক্ত দ্রব্য সকলের যেমন যেমন নির্ম্মলতা ও মধুরতা হইবে, উহাদের স্নেহ-লাঘব ও শৈত্যাদি গুণ এবং সারকত্বও তেমনি হইবে জানিবে ॥ ৩২

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে ইক্ষুবর্গ।

অথ অনেকার্থ নাম বর্গ।

দ্ব্যর্থ নাম—যথা—অশ্মন্তক শব্দে—অম্ললোণিকা ও কোবিদার। কঠিল্লক শব্দে—কারবেল্ল ও রক্তপুনর্নবা। কুলক শব্দে—পটোল ও কুপীলু (কুঁচিলা)। কোশাতকী শব্দে—মহা কোশাতকী ও রাজকোশাতকী। দীপ্যক শব্দে—যমানী ও অজমোদা। মরুবক শব্দে—ফণিজ্ঝক (মরুবা, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী) ও পিণ্ডীতক (ময়নাফল)। মধূলিকা শব্দে—মূর্ব্বা ও জলযষ্টিমধু। রুচক্ শব্দে—সৌবর্চ্চল ও বীজপূরক। লোণিকা শব্দে—লোণীশাক ও চাঙ্গেরী শাক। বস্তুক শব্দে—রক্তার্ক ও ক্ষারলবণ। বাহ্লীক শব্দে—কুঙ্কুম ও হিঙ্গু। বিতুন্নক শব্দে ধনে ও তুঁতে। স্বাদুকণ্টক শব্দে—গোক্ষুর ও বিকঙ্কত (বৈঁচ্)। অগ্নিমুখী শব্দে—ভেলা ও ঈশলাঙ্গলা। অগ্নিশিখ শব্দে—কুঙ্কুম ও কুসুম্ভ (কুসুম)। অজশৃঙ্গী শব্দে—মেষশৃঙ্গী ও কর্কটশৃঙ্গী। প্রিয়ঙ্গু শব্দে—ফলিনী ও কঙ্গুধান্য। ভৃঙ্গ শব্দে—ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ) ও ত্বক্ (গুড়ত্বক্)। সমঙ্গা শব্দে মঞ্জিষ্ঠা ও লজ্জালু। অমোঘা শব্দে—বিড়ঙ্গ ও পাটলা (পারুল)। মোচা শব্দে—কদলী ও শাল্মলী। কুটন্নট শব্দে—শ্যোনা ও কৈবর্ত্তমুস্তক। কুনটী শব্দে—ধনিকা (ধনে বা প্রিয়ঙ্গু) ও মনঃশিলা। ঘোণ্টাশব্দে—পূগ ও বদরী। ত্রিপুটাশব্দে—তেউড়ী ও ছোট এলাইচ। শটীশব্দে—কর্চূর ও গন্ধপলাশী। দন্তশঠ শব্দে—জম্বীর ও কপিত্থ। দন্তশঠা শব্দে—অম্লিকা ও চাঙ্গেরী। অরুণ শব্দে—মঞ্জিষ্ঠা ও আতইচ। কণা শব্দে—পিপুল ও জীরা। তালপর্ণী শব্দে—মুশলী (তালমূলী) ও মুরামাংসী। পীলুপর্ণী শব্দে—মূর্ব্বা ও বিম্বী। ব্রাহ্মণী শব্দে—ভার্গী (বামুনহাটী) ও স্পৃক্কা (গন্ধপিড়িং)। অপরাজিতা শব্দে—বিষ্ণুক্রান্তা ও শালপাণি। আস্ফোতা শব্দে—অপরাজিতা ও অনন্তমূল। পারাবতপদী শব্দে—জ্যোতিষ্মতী ও কাকজঙ্ঘা। শারদী শব্দে—অনন্তমূল ও জলপিপ্পলী। উগ্রগন্ধা শব্দে—বচ ও যমানী। পরিব্যাধ শব্দে—কর্ণিকার ও জলবেতস। অঞ্জন শব্দে

---

(২) দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে থাংড়; মহারাষ্ট্রে সাথর; কর্ণাটে মালথংড় ; তৈলঙ্গে পাঁচাদারা; ফারসীতে সক্কর; আরবীতে সক্কর। ইংরাজীতে **Sugar.** ল্যাটীনে **Saccharum.**

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে বুরা, মিশ্রী, বতাসে, কংদ; মহারাষ্ট্রে পিঠীসাথর, থড়ীসাথর; গুজরাটে শাকর; কর্ণাটে গুড়গুড়াতুগীতু; তৈলঙ্গে ফাটিকেপাংচাদারা; ফারসীতে থড়ীশক্করনবাত; আরবীতে সক্করে অবিয়দ বলে। ইংরাজী নাম **Purified Sugercandy.**

—স্রোতোহঞ্জন ও সৌবীর। অগ্নিশব্দে—চিতা ও ভেলা। কৃমিঘ্নশব্দে—বিড়ঙ্গ ও হরিদ্রা। তেজনশব্দে—শর ও বেণু। তেজনীশব্দে—তেজবতী ও মূর্ব্বা। রোচনশব্দে কমলাগুঁড়ি ও গোরোচনা (রক্তকহ্লার) রাজাদন শব্দে—ক্ষীরিকা ও পিয়াল। শকুলাদনী শব্দে—কটুকী ও জলপিপ্পলী। গোলোমী শব্দে—শ্বেতদূর্ব্বা ও বচ। পদ্মাশব্দে—পদ্মচারিণী ও ভার্গী। শ্যামাশব্দে—অনন্তমূল ও প্রিয়ঙ্গু। ধান্য শব্দে—ধনে ও শালিধান্যাদি। সহবীর্য্যাশব্দে—নীলদূর্ব্বা ও মহাশতাবরী। সেব্যশব্দে—বেণামূল ও লামজ্জক। উডুম্বর শব্দে—যজ্ঞডুমুর ও তাম্র। ঐন্দ্রীশব্দে—ইন্দ্রবারুণী ও ইন্দ্রাণী। কটম্ভরাশব্দে—কটুকা ও শ্যোনা। ক্ষারশব্দে—যবক্ষার ও স্বর্জ্জিক্ষার। গণ্ডীরশব্দে—গণ্ডারীশাক বিশেষ ও মঞ্জিষ্ঠা। গান্ধারীশব্দে—দুরালভা ও গন্ধপলাশী। চিত্রাশব্দে—ইন্দ্রবারুণী ও বৃহদ্দন্তী। তুণ্ডীকেরীশব্দে—কার্পাসী ও বিম্বী। ধারাশব্দে—গুড়ূচী ও ক্ষীরকাকোলী। বালপত্রশব্দে—খদির ও যবাস। বারিশব্দে—বালা ও জল। অঙ্গারবল্লীশব্দে—ভার্গী ও গুঞ্জা। অমৃণালশব্দে—লামজ্জক ও বেণামূল। কুণ্ডলীশব্দে—গুড়ূচী ও কোবিদার। গন্ধফলীশব্দে—প্রিয়ঙ্গু ও চম্পককলিকা। দীর্ঘমূলশব্দে—যবাস ও শালপাণি। পিচ্ছিলাশব্দে—শাল্মলী ও শিংশপা। পুষ্পফলশব্দে—কপিত্থ ও কুষ্মাণ্ড। পোটগলশব্দে—নল ও কাশ। যবফলশব্দে—কুড়চী ও বাঁশ। দেবীশব্দে—মূর্ব্বা ও স্পৃক্কা। বিশ্বাশব্দে—শুঁঠ ও আতইচ। শীতশিব শব্দে—সৈন্ধব ও মিশ্রেয়া। কর্কশশব্দে—কমলাগুঁড়ি ও কাসমর্দ্দ। চর্ম্মকষাশব্দে—শাতলা ও মাংসরোহিণী। নন্দিবৃক্ষশব্দে—অশ্বত্থবিশেষ ও তূণি। পয়ঃশব্দে—দুগ্ধ ও জল। রুহাশব্দে—দূর্ব্বা ও মাংসরোহিণী। সিংহীশব্দে—বৃহতী ও বাসক ॥ ১

ত্র্যর্থ নাম—যথা—ক্রমুক শব্দে—পূগ তূদ ও পট্টিয়া লোধ। ক্ষুরক শব্দে-কোকিলাক্ষ ;(কুলেখাড়া) গোক্ষুর ও তিলকনামক পুষ্প বিশেষ। প্রিয়ক শব্দে প্রিয়ঙ্গু কদম্ব ও অসন। পৃথ্বীকা শব্দে—কালাজাজী (কালজীরা) বড় এলাচ ও হিঙ্গুপত্রী। ভূতীক শব্দে—ভূনিম্ব কতৃণ ও ভূস্তৃণ। সোমবল্ক শব্দে—কট্ফল শ্বেতখদির ও ঘৃতপূর্ণকরঞ্জ। সৌগন্ধিক শব্দে—কহ্লার কতৃণ ও গন্ধক। ভৃঙ্গ শব্দে—ভীমরাজ গুড়ত্বক্ ও ভ্রমর। অরিষ্ট শব্দে—নিম রশুন ও মদ্য। মর্কটী শব্দে—কপিকচ্ছু অপামার্গ ও করঞ্জী। অম্বষ্ঠা শব্দে—পাঠা চাঙ্গেরী ও মাচিকা। কৃষ্ণা শব্দে—পিপ্পলী কালাজাজী ও নীলী। ক্ষীরিণী শব্দে—দুগ্ধিকা ক্ষীরকাকোলী ও শ্বেত সারিবা। মধুপর্ণী শব্দে—গুড়ূচী গাম্ভারী ও নীলা। মণ্ডূকপর্ণ শব্দে—শ্যোনা মঞ্জিষ্ঠা ও ব্রহ্মমাণ্ডূকী। শ্রীপর্ণী শব্দে—গাম্ভারী গণিয়ারি ও কট্ফল। অমৃতা শব্দে—গুড়ূচী হরীতকী ও আমলকী। অনন্তা শব্দে—দুরালভা নীলদূর্ব্বা ও লাঙ্গলী। ঋষ্যপ্রোক্তা শব্দে—অতিবলা মহাশতাবরী ও কপিকচ্ছু। কৃষ্ণবৃন্তা শব্দে—পাটলী গাম্ভারী ও মাষাণী। জীবন্তী শব্দে—গুড়ূচী জীবন্তীশাক ও বন্দা (পরগাছা—বাঁদ্‌রা)। লতাশব্দে—সারিবা প্রিয়ঙ্গু ও জ্যোতিষ্মতী। সমুদ্রান্তা শব্দে—দুরালভা কার্পাসী ও স্পৃক্কা। হৈমবতী শব্দে—হরীতকী শ্বেতবচ ও পীতদুগ্ধ (সেহুণ্ড) ইহার (হৈমবতীর) মূলকে লোকে চোক বলে)। অব্যথা শব্দে—হরীতকী মহাশ্রাবণী ও পদ্মচারিণী। ষড়্‌গ্রন্থা শব্দে—বচ গন্ধপলাশী ও করঞ্জী। বরদা শব্দে—সুবর্চ্চলা (হুর্‌হুর) অশ্বগন্ধা ও বারাহী (গেঁঠী হিন্দী ভাষা)। ইক্ষুগন্ধা শব্দে—কাস কোকিলাক্ষ (গোক্ষুর বা) ও ক্ষীরবিদারী। কালস্কন্ধ শব্দে—তমাল তিন্দুক ও কালখদির। মহৌষধ শব্দে—শুঁঠ রসুন ও বিষ। মধু শব্দে-ক্ষৌদ্র পুষ্পরস ও মদ্য। কপীতন শব্দে—আম্রাতক শিরীষ ও গর্দ্দভাণ্ড। মদন শব্দে—পিণ্ডীতক ধুস্তূর ও সিক্থক। শতপর্ব্বা শব্দে—বাঁশ দূর্ব্বা ও বচ। সহস্রবেধী শব্দে—অম্লবেতস মৃগমদ ও হিঙ্গু। তাম্রপুষ্পী শব্দে—ধাইফুল পারুল ও শ্যামমূলা তেউড়ী। সদাপুষ্পা শব্দে—শ্বেত আকন্দ লালআকন্দ ও কুন্দপুষ্প। সুরভীশব্দে—সল্লকী মুরামাংসী ও এলবালুক। লক্ষ্মী শব্দে—ঋদ্ধি বৃদ্ধি ও শমী। কালানুসার্য্য শব্দে—কালীয়ক তগর ও শৈলেয়। চাম্পেয় শব্দে—চম্পক নাগকেশর ও পদ্মকেশর। নাদেয়ী শব্দে—গণিয়ারি জলজম্বূ ও জলবেতস। পাক্য শব্দে—বিট্ লবণ সচল লবণ ও যবক্ষার। বিশল্যা শব্দে—ঈশলাঙ্গলী গুড়ূচী ও লঘুদন্তী। ইন্দ্রদ্রু শব্দে—অর্জ্জুন দেবদারু ও কুড়চী। কাশ্মীর শব্দে—কুঙ্কুম পুষ্করমূল ও গাম্ভারী। কাশ্মীরী শব্দে—গুন্দ্র পটেরক ও শর। গুন্দ্রা শব্দে—প্রিয়ঙ্গু ভদ্র ও মুস্তক। চুক্র শব্দে—চুক্র অম্লবেতস ও বৃক্ষাম্ল। পারিভদ্র শব্দে—নিম পারিজাত ও দেবদারু। পীতদারু শব্দে—হরিদ্রা দেবদারু ও সরলকাষ্ঠ বীরশব্দে—অর্জ্জুন বেণা ও কাকোলী। বীরতরু শব্দে—অর্জ্জুন-

বৃক্ষ বেণা ও শর। ময়ূর শব্দে—অপামার্গ অজমোদা ও তুঁতে। রক্তসার শব্দে—রক্তচন্দন পত্তঙ্গ (বকম) ও খদির। বদরা শব্দে—সুবর্চ্চলা অশ্বগন্ধা ও বারাহী। বসির শব্দে—রক্ত অপামার্গ গজপিপ্পলী ও সমুদ্রলবণ। সৌবীর শব্দে—সৌবীরাঞ্জন বদর ও সন্ধানবিশেষ। বঞ্জুল শব্দে—অশোক বেতস ও তিনিশ। শিলা শব্দে—মনঃশিলা শিলাজতু ও গৈরিক। সোমবল্লী শব্দে—বাকুচী (সোমরাজী) গুড়ূচী ও ব্রাহ্মী। অক্ষীব শব্দে—শোভাঞ্জন (সজিনা) মহানিম্ব ও সমুদ্রলবণ। কারবী শব্দে—কালাজাজী শুল্‌ফা ও অজমোদা (বনযমানী)। ধামার্গব শব্দে—রক্ত অপামার্গ রাজকোশাতকী ও মহাকোশাতকী। দুঃস্পর্শ শব্দে—যবাস (দুরালভা) কপিকচ্ছু ও কণ্টকারী। পলাশ শব্দে—কিংশুক গন্ধপলাশী ও তেজপত্র। কালমেষী শব্দে—মঞ্জিষ্ঠা সোমরাজী ও শ্যামা তেউড়ী। পলঙ্কষা শব্দে—গুগ্‌গুলু গোক্ষুর ও লাক্ষা। মধুরসা শব্দে—দ্রাক্ষা মূর্ব্বা ও গাম্ভারী। রসা শব্দে—রাস্না শল্লকী ও আকনাদি। শ্রেয়সী শব্দে—হরীতকী রাস্না ও গজ পিপ্পলী। লোহ শব্দে—লৌহ কাংস্য ও অগুরু। সহা শব্দে—মুগানি বলাবিশেষ (হিন্দী ভাষায় ককহী বলে) ও শতপত্রী (সেবতী গোলাপ)। রাস্না শব্দে—নাকুলী নীলপুষ্প ও সিন্ধুবার ॥ ২

বহ্বর্থ নাম। অক্ষশব্দে—সৌবর্চ্চল, বহেড়া, কর্ষ (দুই তোলা পরিমাণ), পদ্মাক্ষ (পদ্মবীজ), রুদ্রাক্ষ, শকট, ইন্দ্রিয় ও পাশক এই আট প্রকারকে বুঝায়। কাকশব্দে—কাকপক্ষী, কাকমাচী, কাকোলী কাকণন্তিকা, কাকজঙ্ঘা, কাকনাসা ও কাকডুমুর এই সাতটি বুঝায়। নাগ শব্দে—সর্প, হস্তী, মেষ, সীসক, নাগকেশর, নাগবল্লী ও নাগদন্তী এই সকলকে বুঝায়। রস শব্দে—মাংস, দ্রব, ইক্ষুরস, পারদ, মধুরাদিরস, বালরোগ, বিষ ও নীর এই নয়টিকে বুঝায় ॥ ৩—৬

ইতি অনেকার্থ নাম বর্গ।

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে দ্রব্যগুণপ্রকরণ।

ভাবপ্রকাশ-পূর্ব্বখণ্ডে প্রথমভাগ সমাপ্ত।

मागधमान .

३० परमाणु = १ त्रसरेणु = वंशी
६ वंशी = १ मरीचि
६ मरीचि = १ राजिका
३ राजिका = १ सर्षप
८ सर्षप = १ यव
४ यव = १ गुञ्जा
६ गुञ्जा = १ माषक = हेम = धानक.
४ माषा = १ शाण = धरण = टङ्क
२ टङ्क = १ कोल = क्षुद्रक = वटक = द्रङ्क्षण = तोला
२ कोल = १ कर्ष = पाणिमानिका = अक्ष = पिचु = पाणितल = किञ्चित = पाणि
= तिन्दुक = बिडालपदक = षोडशिका = करमध्य = हंसपद
= सुवर्ण = कवडग्रह = उदुम्बर.
२ कर्ष = ½ पल = शुक्ति = अष्टमिका
२ शुक्ति = १ पल = मुष्टि = आम्र = चतुर्थिका = प्रकुञ्च = षोडशी = बिल्व
२ पल = १ प्रसृति = प्रसृत
२ प्रसृति = १ अञ्जलि = कुडव = अर्धशरावक = अष्टमान
२ कुडव = १ मानिका = शराव = १ सेर
२ शराव = १ प्रस्थ
४ प्रस्थ = १ आढक = भाजन = कांस्य = पात्र
४ आढक = १ द्रोण = कलश = नल्वण = अर्मण = उन्मान = घट = राशि
२ द्रोण = १ शूर्प = कुम्भ
२ शूर्प = १ द्रोणी = वाह = गोणी
४ द्रोणी = १ खारी
२००० पल = १ भार
१०० पल = १ तुला

मागधमान और चरक मान	सुश्रुत मान	कालिङ्ग मान
६ रत्ति = १ माष	५ रत्ति = १ माष	८ रत्ति = १ माष
२४ रत्ति = १ टङ्क	२० रत्ति = १ टङ्क	३२ रत्ति = १ टङ्क
९६ रत्ति = १ कर्ष	८० रत्ति = १ कर्ष	८० रत्ति = १ कर्ष = २½ टङ्क

कालिङ्ग मान

१२ श्वेतसर्षप = १ यव
२ यव = १ रत्ति
३ रत्ति = १ वल्ल
८ रत्ति = १ माष
४ माष = १ शाण = निष्क = टङ्क
६ माष = १ गद्याण
१० माष = १ कर्ष
४ कर्ष = १० गद्याण = १ पल
४ पल = १ कुडव
आगे मागधवत

ভাবপ্রকাশ।

পূর্ব্বখণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ।

অথ মানপরিভাষা।

বিনা পরিমাণে কোন স্থলে দ্রব্য সকলের প্রয়োগ করিতে পারা যায় না। অতএব প্রয়োগ কার্য্যার্থ এস্থলে পরিমাণ বর্ণন করিব। প্রাচীন বৈদ্যগণ চরকের মতই গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব অন্য মান (পরিমাণ) সকল ত্যাগ করিয়া অগ্রে মাগধমানই বলিব। তদ্‌যথা—ত্রিংশৎ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু হয়। ত্রসরেণুর অপর নাম—বংশী। (পরমাণু দৃশ্য হয় না, ত্রসরেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে)। গবাক্ষান্তর্গত সূর্য্যকিরণ দ্বারা যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ত্রসরেণু বা বংশী বলে। ছয়টি বংশীতে এক মরীচি হয়। ছয়টি মরীচিতে এক রাজিকা, তিনটি রাজিকায় এক সর্ষপ, আট সর্ষপে এক যব, চারি যবে এক গুঞ্জা, ছয় গুঞ্জায় (ছয় রক্তিকায় বা ছয় কুঁচে) এক মাষক হয়। মাষকের অন্য নাম—হেম ও ধানক। চারি মাষায় এক শাণ হয়; শাণের পর্য্যায়—ধরণ ও টঙ্ক। দুই টঙ্কে এক কোল (তোলা) হয়, কোলের অন্য নাম—ক্ষুদ্রক বটক ও দ্রংক্ষণ। দুই কোলে এক কর্ষ (২ তোলা), কর্ষের অপর নাম—পাণিমাণিকা, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উদুম্বর। দুই কর্ষে অর্দ্ধপল, শুক্তি বা অষ্টমিকা হয়। দুই শুক্তিতে এক পল, পলের অন্য নাম—মুষ্টি, আম্র, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব। দুই পলে এক প্রসৃতি বা প্রসৃত হয়। দুই প্রসৃতিতে এক অঞ্জলি, কুড়ব অর্দ্ধশরাবক বা অষ্টমান হয়, দুই কুড়বে এক মাণিকা বা শরাব (১ সের) হয়, আটপলে এক শরাব জানিবে। দুই শরাবে এক প্রস্থ, চারিপ্রস্থে এক আঢ়ক, ভাজন, কাংস্য, পাত্র বা চতুঃষষ্টিপল; চারি আঢ়কে এক দ্রোণ, কলস, লম্বণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট বা রাশি হয়। দুই দ্রোণে এক সূর্প কুম্ভ বা চতুঃষষ্ট শরাব হয়। দুই সূর্পে এক দ্রোণী বাহ বা গোণী হয়। চারি দ্রোণীতে এক খারী হয়। এক খারী অর্থাৎ চারি হাজার ছিয়ানব্বই পল। দুই হাজার পলে এক ভার এবং একশত পলে এক তুলা হইয়া থাকে। মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, গোণী ও খারী, ইহাদের পরাপরবর্ত্তীটি যথাক্রমে চারিগুণ জানিবে, অর্থাৎ চারিমাষায় এক টঙ্ক, চারি টঙ্কে এক অক্ষ, চারি অক্ষে এক বিল্ব ইত্যাদি।

টীকা। মাগধ পরিভাষায়—ছয় রতিতে এক মাষ, চব্বিশ রতিতে এক টঙ্ক ও ছিয়ানব্বই রতিতে এক কর্ষ হয়। এই পরিমাণ চরক সম্মত। কিন্তু সুশ্রুত মতে—পাঁচরতিতে এক মাষ, কুড়ি রতিতে এক টঙ্ক এবং আশী রতিতে এক কর্ষ হইয়া থাকে। কালিঙ্গ পরিভাষাতে এইরূপ পরিমাণ উক্ত আছে, যথা—আট রতিতে এক মাষ, বত্রিশ

রতিতে এক টঙ্ক ও আড়াই টঙ্কে এক কর্ষ হয়॥ ১—১৯

গুঞ্জা হইতে (রতি হইতে) কুড়ব পর্য্যন্ত যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কি দ্রব, কি আর্দ্র (সরস) কি শুষ্ক, সকল প্রকার দ্রব্যই সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণেই গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার পর অর্থাৎ প্রস্থাদি পরিমাণ হইতে দ্রব ও আর্দ্র দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে লইতে হইবে। (যথা—জল দুগ্ধ বা ক্বাথাদি কোন দ্রবদ্রব্য, অথবা কাঁচা উদ্ভিদাদি কোন সরস দ্রব্য এক প্রস্থ লইতে বলিলে, সে স্থলে এক প্রস্থ অর্থাৎ দুই সের না লইয়া দ্বিগুণ (অর্থাৎ চারিসের) লইতে হইবে, কিন্তু কোন শুষ্কদ্রব্য এক প্রস্থ লইতে বলিলে সে স্থলে ঠিক এক প্রস্থই (দুইসেরই) লইতে হইবে। ইত্যাদি)। কিন্তু কোন দ্রব্যের পরিমাণ যদি তুলা শব্দে উক্ত থাকে, তাহা হইলে সেই দ্রব্য দ্রবই হউক বা আর্দ্রই হউক কোন স্থলে তাহা দ্বিগুণ লইতে হইবে না। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাঁশ বা লৌহাদিদ্বারা নির্ম্মিত যে পাত্র চারি অঙ্গুল বিস্তীর্ণ ও চারি অঙ্গুল গভীর, সেই পাত্রের পরিমাণ এক কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধসের। মাগধমান সমাপ্ত॥ ২০—২২

অথ কালিঙ্গ মান—কলিযুগে মানবগণ অল্পাগ্নি, হ্রস্বকায় ও হীনসত্ত্ব। অতএব যে মাত্রা তাহাদিগের যোগ্য এবং যাহা সুবুদ্ধিসম্মত, সেই মাত্রা বলা যাইতেছে।—তদ্‌যথা—দ্বাদশ শ্বেত সর্ষপে এক যব, দুই যবে এক গুঞ্জা (কুঁচ), তিন গুঞ্জায় এক বল্ল এবং আট গুঞ্জায় একমাষ হয়। কুঁচ আকারে বড় হইলে কখন সাত কুঁচেও এক মাষা হইয়া থাকে। চারি মাষায় এক শাণ নিষ্ক বা টঙ্ক ; ছয় মাষায় এক গদ্যাণ এবং দশ মাষায় এক কর্ষ হয়। চারি কর্ষে বা দশ শাণে এক পল, চারি পলে এক কুড়ব হয়। কুড়বের পর প্রস্থ হইতে যত পরিমাণ উক্ত হইয়াছে, তৎ সমস্ত পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ মাগধ পরিমাণ যাহা, কালিঙ্গ পরিমাণও ঠিক তাহাই ; উভয়ে কোন প্রভেদ নাই।

মাত্রার স্থিরতা নাই ;—দেশ, কাল, প্রকৃতি, দোষ, অগ্নি, বয়স ও বল দেখিয়া মাত্রা কল্পনা করিবে। অল্প জল যেমন প্রবল অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না, অল্প ঔষধও সেইরূপ বলবান্ ব্যাধিকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয় না। অতিমাত্র ঔষধও দোষের জন্য, যেমন শস্যে বহুজল। মানপরিভাষা সমাপ্ত॥ ২৩—২৮

ভেষজ সমূহের বিধান—স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্ট এই পাঁচটি কষায় নামে অভিহিত। এই পাঁচ প্রকার কষায়ের পর পরটি পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অপেক্ষা লঘু জানিবে॥ ১

স্বরস বিধি—শীতাগ্নি কীটাদি দ্বারা অনুপহত, এরূপ কোন দ্রব্যকে তুলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কুট্টিত করিয়া (পেষণ করিয়া) বস্ত্রে নিস্পীড়িত করিলে তাহা হইতে যে রস গালিত হয়, তাহাকেই স্বরস কহা যায়। অথবা অর্দ্ধসের দ্রব্য চূর্ণীকৃত করিয়া তাহা একসের জলে অহোরাত্র ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে তাহাও স্বরস স্বরূপ হয়। স্বরসের অসম্ভবে অর্থাৎ স্বরসদ্রব্য না পাইলে শুষ্ক দ্রব্যই গ্রহণ করিয়া তাহা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পাঁচ প্রকার কষায়ের মধ্যে স্বরস গুরু বলিয়া তাহা অর্দ্ধপল পরিমাণে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অগ্নি—সিদ্ধ রস যদি একরাত্রি পর্য্যুসিত (বাসি) হয়, তাহা হইলে সে রস একপল মাত্রায় পান করা যাইতে পারে। চিনি, মধু, গুড়, ক্ষীর, জীরা, লবণ, ঘৃত, তৈল ও চূর্ণাদি কোন দ্রব্য রসে প্রক্ষেপ দিতে হইলে তাহা এক কোল (১ তোলা) মাত্রায় ক্ষেপণ করিবে॥ ২—৬

তণ্ডুলজলবিধি—এক পল (৮ তোলা) তণ্ডুল কণ্ডিত করিয়া (কাঁড়িয়া) তাহা আটগুণ জলে নিক্ষেপ করিবে। যখন তণ্ডুল সকল ভিজিয়া কোমল হইবে, তখন সেই জল গ্রহণ করিবে এবং অনুপানাদি সকল কর্ম্মে দিবে॥ ৭

হিমবিধি—এক পল পরিমিত কোন দ্রব্য চূর্ণীকৃত করিয়া এবং তাহা ছয়পল জলে আপ্লুত করিয়া একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া লইবে। তাহাই হিম বা শীতকষায় নামে অভিহিত। পণ্ডিতগণের মতে শীতকষায় দুই পল পর্য্যন্ত পান করা যাইতে পারে॥ ৮

মন্থবিধি—চূর্ণীকৃত এক পল দ্রব্য, চারি পল শীতল জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহা একটা মৃন্ময় পাত্রে সম্যক্ মন্থন করিবে। সেই জলই মন্থ নামে আখ্যাত। মন্থও দুই পল পর্য্যন্ত পান করা যাইতে পারে॥ ৯

ফাণ্ট বিধি—সম্যক্ চূর্ণীকৃত এক পল (অর্দ্ধপোয়া) দ্রব্য অর্দ্ধসের উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিয়া

একটা মৃৎপাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। এবং কিছুক্ষণ পরে সেই জল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণদ্রবই ফাণ্ট নামে কীর্ত্তিত হয়। ফাণ্টপানের মাত্রা—দুই পল অর্থাৎ এক পোয়া পর্য্যন্ত। ইহাতে মধু চিনি ও গুড়াদি প্রক্ষেপ দিতে হইলে দুই তোলা মাত্রায় দিবে॥ ১০।১১

কল্কবিধি—কোন সরস দ্রব্যকে, অথবা জলসংযুক্ত শুষ্ক দ্রব্যকে শিলায় পেষণ করিলে, সেই শিলাপিষ্ট দ্রব্যকে কল্ক কহা যায়। কল্কের মাত্রা দুই তোলা। কল্কে মধু ঘৃত বা তৈল মিশ্রিত করিতে হইলে দ্বিগুণ মাত্রায়, চিনি বা গুড় মিশ্রিত করিতে হইলে কল্কের তুল্যমাত্রায় এবং দ্রব মিশাইতে হইলে চতুর্গুণ মাত্রায় মিশ্রিত করিবে॥ ১২।১৩

চূর্ণবিধি—অত্যন্ত শুষ্ক দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে চূর্ণ, রজঃ বা ক্ষোদ কহা যায়। চূর্ণের মাত্রা দুই তোলা। চূর্ণে গুড় মিশ্রিত করিতে হইলে সমপরিমাণে, শর্করা মিশ্রিত করিতে হইলে দ্বিগুণ পরিমাণে মিশাইবে। হিঙ্গু মিশ্রিত করিতে হইলে তাহা ঘৃতে ভাজিয়া এরূপ পরিমাণে দিবে—যেন উৎক্লেদ (বমন বেগ) জনক না হয়। ঘৃতাদি দ্রবপদার্থ মিশাইয়া চূর্ণ লেহন করিতে হইলে দ্বিগুণ মাত্রায় ঘৃতাদি মিশ্রিত করিবে। এবং পান করিতে হইলে চতুর্গুণ দ্রব পদার্থে চূর্ণ আলোড়িত করিয়া পান করিবে॥ ১৪—১৬

অনুপান—চূর্ণ অবলেহ গুটিকা ও কল্কের অনুপান, পিত্তজ বাতজ ও কফজ রোগে যথাক্রমে তিনপল, দুইপল ও একপল। তৈল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে পরিসর্পিত হয়—অনুপান বলেও ভেষজের বীর্য্য সেইরূপ শরীরে পরিসর্পিত হইয়া থাকে॥ ১৭।১৮

ভাবনাবিধি—যে পরিমিত দ্রবে সমস্ত চূর্ণ আপ্লুত হইতে পারে। তাহাই ভাবনা-দ্রবের পরিমাণ॥ ১৯

পুটপাকবিধি—অনেক স্থলে কল্ককে পুটপাক করিয়া সেই পুটপক্ক কল্কের স্বরস গ্রহণ করিতে হয়, অতএব পুটপাকের যুক্তি বলিব। তদ্ যথা—যে কল্ককে পুটপাক করিতে হইবে, তাহাকে প্রথমে গাম্ভারী বট জাম প্রভৃতি কোন বৃক্ষের পত্রদ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া বান্ধিবে। পরে তাহার উপরিভাগে দুই অঙ্গুল পুরু করিয়া মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে। তদনন্তর তাহাকে ঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইবে। মৃৎপ্রলেপ যখন অগ্নিবর্ণ হইবে, তখনই জানিবে যে, পুটপাকের পাক সিদ্ধ হইয়াছে। পুটপক্ক-কল্কের রসের মাত্রা একপল পর্য্যন্ত এবং সেই রসে দুই তোলা পর্য্যন্ত মধু প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। পণ্ডিতগণ কল্ক চূর্ণ ও দ্রবাদি এক-তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন॥ ২০-২২

উষ্ণোদকবিধি—জলকে অষ্টমাংশাবশেষ বা চতুর্থাংশাবশেষ করিয়া সিদ্ধ করিলে অথবা কেবল ফুটাইয়া লইলেও তাহাকে উষ্ণোদক কহা যায়। রাত্রিতে উষ্ণ জলপান করিলে শ্লেষ্মা-আম-বাত-মেদো-রোগ-কাস-শ্বাস ও জ্বর প্রশমিত এবং বস্তি বিশোধিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়॥ ২৩।২৪

দুগ্ধপাকবিধি—যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিতে হইবে, সেই দ্রব্য-পরিমাণ যত, দুগ্ধ তাহার আটগুণ এবং জল দুগ্ধের চারিগুণ লইবে এবং পাকদ্বারা যখন সমস্ত মরিয়া গিয়া দুগ্ধাবশেষ মাত্র থাকিবে, তখন তাহা নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই দুগ্ধ পানে আমোদ্ভব শূল প্রশমিত হয়॥ ২৫

ক্বাথবিধি—একপল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহাতে ষোলগুণ জল দিয়া একটা মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে তাহা নামাইবে। কর্ষ হইতে পল মান পর্য্যন্ত দ্রব্যে ষোলগুণ জল দিয়া পাক করিতে হইবে। পলের পর হইতে কুড়বমান পর্য্যন্ত দ্রব্যে আট গুণ জল দিয়া এবং উর্দ্ধে চারিগুণ জল দিয়া পাক করিবে। মৃদু অগ্নিতে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহা পান করাইবে। শৃত, ক্বাথ, কষায় ও নির্য্যূহ এইগুলি ক্বাথের পর্য্যায়॥ ২৬।২৮

ক্বাথপান মাত্রা—স্নেহ ক্বাথ ঔষধ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মাত্রা এক পল (৮ তোলা), মধ্যমমাত্রা তিন অক্ষ (৬ তোলা) এবং নিকৃষ্ট মাত্রা অর্দ্ধ পল (৪ তোলা) অর্থাৎ প্রদীপ্তানল মহাকায় ব্যক্তিকে এক পল পর্য্যন্ত; মধ্যমানল মধ্যকায় ব্যক্তিকে তিন অক্ষ পর্য্যন্ত এবং অল্পানল অল্পকায় ব্যক্তিকে অর্দ্ধপল পর্য্যন্ত ক্বাথাদি পান করান যাইতে পারে। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—একপল পরিমিত ক্বাথ্য দ্রব্য ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পান মাত্রা চারিপল (অর্দ্ধ সের) পর্য্যন্ত। প্রদীপ্তানল মহাকায় পুরুষকেই এক অঞ্জলি অর্থাৎ অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত পান করান যাইতে পারে। অন্য চিকিৎসকগণ

বলেন--অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ চারি পলের দুই পল ত্যাগ করিয়া প্রস্থতি পরিমাণে অর্থাৎ দুই পল মাত্রায় ক্বাথ পান করাইবে। অনেক বৃদ্ধবৈদ্য ক্বাথ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা পিতৃপিতামহ উপদেশানুসারে বলেন যে,—ক্বাথ করিবার সময় চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে না নামাইয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে অর্থাৎ দুই পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই দুই পল পান করিতে দিবে।

টীকা।—চতুর্ভাগাবশিষ্ট ক্বাথ অপেক্ষা অষ্টভাগাবশেষিত ক্বাথের গুরুত্ব হেতু, প্রদীপ্তানল মহাকায় পুরুষকেই দুই পল পরিমাণে পান করাইবে। কিন্তু মধ্যমানল মধ্যমকায় পুরুষকে এক পল মাত্র পান করিতে দিবে। কারণ পূর্ব্ব বচনে উক্ত হইয়াছে যে,—শ্রেষ্ঠ মাত্রা এক পল ॥ ২৯। ৩২

ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিতে হইলে বাতজনিত রোগে ক্বাথের চতুর্থাংশ, পিত্তজনিত রোগে অষ্টমাংশ এবং কফ জনিত রোগে ষোড়শাংশ চিনি প্রক্ষেপ দিবে। কিন্তু মধু প্রক্ষেপ দিতে হইলে ইহার বিপরীত ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে অর্থাৎ বাতজ রোগে ক্বাথের ষোড়শাংশ, পিত্তজ রোগে অষ্টমাংশ এবং কফজ রোগে চতুর্থাংশ মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে। জীরা, গুগ্‌গুলু, ক্ষার, লবণ, শিলাজতু, হিঙ্‌ ও ত্রিকটু (মিলিত শুঁঠ পিপুল মরিচ) এই সকল দ্রব্য শাণ (৪ মাষা) পরিমাণে ক্বাথে প্রক্ষেপ দিবে। দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, তৈল, মূত্র বা অন্য কোন দ্রব পদার্থ এবং কল্ক ও চূর্ণাদি দুই তোলা পরিমাণে ক্বাথে প্রক্ষেপ দিবে ॥ ৩৩—৩৫

প্রসন্ন বদনে প্রসন্ন নয়নে ও প্রশান্ত ভাবে উপবেশন করিয়া স্বর্ণ রৌপ্য বা মৃন্ময় পাত্রস্থিত ঔষধ প্রসন্ন হৃদয়ে পান করিবে। পানানন্তর পাত্রটি অধোমুখ করিয়া ভূমিতে রাখিবে। তদনন্তর আচমন করিয়া তাম্বূলাদি চর্ব্বণ করিবে ॥ ৩৬। ৩৭

অবলেহবিধি—ক্বাথকে পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘনীভূত করিলে তাহাকে রসক্রিয়া অবলেহ বা লেহ কহা যায়। লেহের মাত্রা এক পল। উহাতে চিনি মিশ্রিত করিতে হইলে চূর্ণের চারিগুণ, গুড় মিশ্রিত করিতে হইলে দ্বিগুণ এবং দ্রব পদার্থ মিশ্রিত করিতে হইলে চতুর্গুণ মিশাইতে হয়। সর্ব্বত্র এই নিয়ম জানিবে। (পাক পরিজ্ঞান।) অবলেহ সুপক্ক হইলে তাহা টানিলে তন্তুবৎ হইয়া উঠে, জলে ফেলিলে মগ্ন হইয়া যায়, টিপিলে মুদ্রাবৎ হয় এবং তাহাতে যথাবৎ গন্ধ বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবলেহের অনুপান—দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মুদ্গাদির যূষ, পঞ্চমূলের কষায় ও বাসকের কষায়। যথাযোগ্য প্রযোজ্য ॥ ৩৮—৪১ ॥

বটকবিধি—বটকা, গুটিকা, বটী, মোদক, বটিকা, পিণ্ডী, গুড় ও বর্ত্তি এইগুলি বটকের পর্য্যায়। লেহ যেমন পাক করিতে হয়, চিনি বা গুড় অথবা গুগ্‌গুলু সেইরূপ অগ্নিতে পাক করিবে। আসন্ন পাকে তাহাতে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। কখন বা গুগ্‌গুলুকে অগ্নিপক্ক না করিয়াও তদ্দ্বারা বটক প্রস্তুত করা গিয়া থাকে। কোন প্রকার দ্রব পদার্থ অথবা মধু দ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করিবে। বটীতে চিনি দিতে হইলে চতুর্গুণ, গুড় দিতে হইলে দ্বিগুণ দিবে। চূর্ণে গুগ্‌গুলু বা মধু মিশ্রিত করিতে হইলে চূর্ণ সম প্রয়োগ করিবে। মোদকে গুড় দিতে হইলে দ্বিগুণ গুড় দিবে। রোগির বলাদি বুঝিয়া দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৪২—৪৬

ঘৃত ও তৈলবিধি।—ঘৃত বা তৈল পাক করিতে হইলে কল্ক পদার্থ যত, ঘৃত বা তৈল তাহার চতুর্গুণ লইবে এবং তাহার চতুর্গুণ অর্থাৎ ঘৃত বা তৈলের চতুর্গুণ দ্রবে (ক্বাথাদি দ্রবপদার্থে) পাক করিবে। ঘৃত বা তৈলের পান মাত্রা একপল পর্য্যন্ত। (স্নেহ পাকার্থ ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম —) ক্বাথ্য দ্রব্যে চতুর্গুণ জল দিয়া তাহা সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) পাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য কোমল হইলে (গুড়ূচ্যাদির ন্যায় সরস হইলে) চতুর্গুণ জলে, কঠিন হইলে (শুণ্ঠ্যাদির ন্যায় শুষ্ক হইলে) অথবা মৃদু শুষ্ক মিশ্রিত হইলে আটগুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে (দেবদারুর ন্যায় ঠিক শুষ্ক হইলে) ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিবে। মৃদুকঠিনাদি গুণভেদে জল পরিমাণ উক্ত হইল, এক্ষণে কোন'কোন আচার্য্যের মতানুসারে ক্বাথ্যদ্রব্যের পরিমাণভেদে জল পরিমাণ কথিত হইতেছে। কর্ষ হইতে পল পরিমাণ পর্য্যন্ত ষোলগুণ জলে, তদূর্দ্ধ্ব কুড়ব পর্য্যন্ত আটগুণ জলে এবং প্রস্থ হইতে খারী পরিমাণ পর্য্যন্ত চারিগুণ জলে ক্বাথ্যদ্রব্য সিদ্ধ করিবে। জল দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ, ক্বাথ দ্বারা স্নেহপাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের ষষ্ঠাংশ, এবং স্বরস দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ হইবে। পুনঃ বিশেষ উক্তি—দুগ্ধে দধিতে স্বরসে বা তক্রে স্নেহ পাক

করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ হইবে। এবং সম্যক্ পাকার্থ চতুর্গুণ জলে সেই কল্ক পেষণ করিতে হইবে। যে স্থলে দুগ্ধ দধি স্বরস তক্র ও কল্কযুক্ত জল এই পাঁচটিরই সহিত স্নেহপাক করিতে হইবে, সে স্থলে দুগ্ধাদি প্রত্যেক দ্রব্য স্নেহের সমান পরিমাণে লইতে হইবে। অর্থাৎ দুগ্ধ দধি স্বরস ও তক্র, এই চারিটি দ্রব্যের মিলিত পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হইবে। কেবল কল্কেরই সহিত স্নেহ পাক করিতে হইলে, সেই কল্ক চতুর্গুণ জলে পেষণ করিতে হইবে। কোন স্থলে যদি কেবল ক্বাথ দ্বারাই স্নেহ পাক করিতে বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে স্থলে সেই ক্বাথ্য দ্রব্যের কল্কও স্নেহে প্রয়োগ করিতে বলা হইয়াছে। যে স্নেহ কল্কহীন তাহা কেবল দ্রবে অর্থাৎ ক্বাথ ভিন্ন স্বরসাদি দ্রবে পাক করিতে হইবে। পুষ্পকল্কে স্নেহ পাক করিতে হইলে স্নেহ চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিতে হইবে। এবং পুষ্পকল্ক স্নেহের অষ্টমাংশ লইতে হইবে। (স্নেহের পাক পরিজ্ঞান) স্নেহকল্ক অঙ্গুলি দ্বারা বিবর্ত্তিত করিলে (পাকাইলে) যখন বর্ত্তিবৎ (বাতির ন্যায়) হইবে এবং তাহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ফট্ ফট্ শব্দ হইবে না, তখনই বুঝিবে স্নেহের পাক সম্পন্ন হইয়াছে। তৈলে যখন ফেনোদ্গম এবং ঘৃতে যখন ফেন শান্তি হইবে, আর তাহাদের যথাবৎ গন্ধ বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হইবে, তখনই জানিবে যে, স্নেহ পাক সিদ্ধ হইয়াছে। স্নেহপাক ত্রিবিধ যথা—মৃদুপাক মধ্যপাক ও খরপাক। কল্ক ঈষৎ সরস থাকিতে স্নেহ পাক শেষ করিলে তাহাকে মৃদুপাক কল্ক ; নীরস অথচ কোমল থাকিতে পাক শেষ করিলে তাহাকে মধ্যপাক এবং কল্ক ঈষৎ কঠিন হইয়া গেলে পাক শেষ করিলে তাহাকে খরপাক কহা যায়। তাহারও অধিক পাক হইলে তাহাকে দগ্ধপাক বলিয়া জানিবে। দগ্ধপাক দাহজনক ও তাহা নিষ্প্রয়োজন। মৃদুপাকেরও কম পাক হইলে তাহাকে আমপাক বলে। আমপাক স্নেহ নির্বীর্য্য অগ্নিমান্দ্যজনক ও গুরু। নস্যার্থ মৃদু পাক স্নেহ, অভ্যঙ্গার্থ খরপাক স্নেহ এবং অপর সমস্ত কার্য্যে মধ্যপাক স্নেহ যথোচিত প্রয়োগ করিবে। ঘৃত তৈল ও গুড়াদির পাক এক দিনে শেষ করিবে না, কারণ উষিত হইলে (বাসি হইলে) ইহারা বিশেষ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৭—৬৪

সন্ধান বিধি—কোন দ্রব্য কোন দ্রব পদার্থে দীর্ঘকাল পরিষিক্ত থাকিয়া সন্ধিত (অন্তরুৎসিক্ত) হইলে আসবারিষ্ট ভেদে তাহা ভেষজোচিত বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৬৫

আসব ও অরিষ্টের লক্ষণ—কোন ঔষধ (দ্রব্য) কাঁচা জলে কিছু দিন ভিজাইয়া রাখিলে তাহা অন্তরুৎসিক্ত হইয়া যে মদ্য বিশেষে পরিণত হয়, তাহাকেই আসব কহা যায়। আর ক্বাথ দ্বারা সাধ্য যে মদ্য তাহাকে অরিষ্ট কহা গিয়া থাকে। ইহাদের পান পরিমাণ একপল ॥ ৬৬

সামান্যতঃ অরিষ্ট বিধি—কোন অরিষ্ট প্রস্তুত করণে যদি দ্রবাদি পদার্থ সকলের পরিমাণ বলা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দ্রব পদার্থের পরিমাণ এক দ্রোণ (৬৪ সের), গুড়ের পরিমাণ একতুলা (১২॥০ সের), মধুর পরিমাণ গুড়ের অর্দ্ধেক এবং প্রক্ষেপ্য দ্রব্যের পরিমাণ গুড়ের দশমাংশ ॥ ৬৭

দ্বিবিধ সীধু—অপক্কইক্ষু রসাদি দ্বারা যে মদ্য বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহাকে শীতরস সীধু এবং পক্ক ইক্ষুরসাদি দ্বারা যে মদ্য বিশেষ জন্মে, তাহাকে পক্করস সীধু কহা যায়।

পরিপক্ক অন্ন সন্ধিত হইলে তাহা হইতে যে মদ্য বিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সুরা কহে। সুরামণ্ড অর্থাৎ সুরার উপরিস্থ তরল স্বচ্ছ ভাগ প্রসন্না নামে এব তদপেক্ষা ঘনভাগ কাদম্বরী নামে, তন্নিম্নস্থ ভাগ জগল নামে, জগল অপেক্ষা ঘন ভাগ মেদক নামে, হৃতসার মদ্য বক্কস নামে ও সুরাবীজ (যব গোধূম তণ্ডুলাদি) কিরাবক নামে অভিহিত। তাল ও খর্জ্জূরের রসে সন্ধিত হইয়া যে মদ্য বিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বারুণী (তাড়ী) কহে। তৈললবণযুক্ত কন্দ মূল ফলাদি পদার্থ, কোন দ্রব্যে সন্ধিত হইলে তাহা শুক্ত নামে কথিত হইয়া থাকে। মদ্য বিনষ্ট হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে অথবা কোন মধুর দ্রব্য বিনষ্ট হইয়া সন্ধিত হইলে তাহাকেও শুক্ত কহা যায়। গুড়াম্বু (গুড়ের পানা) তৈল এবং কন্দ শাক ও ফল এই সকল দ্রব্য সন্ধিত হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুড়শুক্ত বলে। এই প্রকারেই মৃদ্বীকা হইতেও শুক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। খোসা সহিত কাঁচা যব জলে সন্ধিত হইলে তাহাকে তুষাম্বু এবং খোসা রহিত পক্ক যব সন্ধিত হইলে তাহাকে সৌবীর কহা যায়। নিস্তুষীকৃত কাঁচা বা পক্ক গোধূম জলে সন্ধিত হইলে তাহাকে আরনাল (কাঁজী বিশেষ) কহে। ইহা গুণে সৌবীর সদৃশ। কুল্মাষ (অর্দ্ধ-

স্বিন্ন চণকাদি), ধান্য ও মণ্ডাদি সন্ধিত হইলে তাহাকে কাঁজী কহা যায়। মূলক ও সর্ষপাদি সন্ধিত হইলে তাহা শিণ্ডাকী নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৮—৭৭

ইতি ভেনস্ববিধি।

অথ ধাতুসমূহের শোধনমারণবিধি।

মারণ যোগ্য স্থবর্ণ—যে স্থবর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ, কষিলে কুঙ্কুমপ্রভ হয় এবং যাহা রৌপ্যতাম্রাদি খাদ বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), কোমল ও গুরু, তাহাই উত্তম স্থবর্ণ। তাহাই মারণ যোগ্য। আর যে স্থবর্ণ ছেদন কঠিন যাহা রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), বিবর্ণ, সমল, দল (স্তর) বিশিষ্ট এবং যাহা দাহে ছেদে ও কষে শ্বেতবর্ণ দেখায়, যাহা স্ফুটিত ও লঘু, তাহা ত্যাজ্য ॥ ১—২ ॥

শোধনবিধি—স্থবর্ণের পাত্‌লা পাতকে অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই অগ্নিসন্তপ্ত স্থবর্ণ তিল তৈলে, তক্রে, কাঁজীতে, গোমূত্রে ও কুলথক্কাথে তিন তিনবার করিয়া নিষিক্ত করিবে (ডুবাইবে)। এইরূপ ক্রিয়ায় স্থবর্ণের এবং অন্যান্য তাবৎ ধাতুরই শোধন হইয়া থাকে ॥ ৩। ৪

অশুদ্ধ স্থবর্ণের দোষ—স্থবর্ণ শোধন না করিয়া সেবন করিলে তাহা মানবের বলবীর্য্য হরণ করে, শরীরে রোগসমূহকে পোষণ করে এবং সদা অস্থখকারী, এমন কি মৃত্যুজনক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ॥ ৫

স্থবর্ণের মারণ বিধি—স্থবর্ণে দ্বিগুণ পারদ মিশাইয়া তাহা গোঁড়া লেবুর রসে বা অন্য অম্লরসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে সেই স্বর্ণপিণ্ডের সমপরিমিত গন্ধক চূর্ণ তাহার উপরিভাগে ও নিম্নদেশে স্থাপন করিয়া সেই পিণ্ড একখানি শরায় বা কটোরায় রাখিয়া অপর একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। পরে ত্রিশখানি বনঘুঁটের অগ্নিতে তাহা পুটপাক করিবে। এই প্রকারে চৌদ্দবার পুটপাক করিলেই স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে। অর্থাৎ সে স্বর্ণের আর পুনরুত্থান হইবে না। (তাহা পুনর্ব্বার আর পূর্ব্ববৎ স্বর্ণাকার প্রাপ্ত হইবে না)। স্বর্ণকে যতবার পুটে পোড়াইতে হইবে, ততবারই গন্ধক দিতে হইবে ॥ ৬। ৭

অন্য প্রকার মারণবিধি—স্বর্ণকে গলাইয়া তাহাতে ষোড়শাংশ রাঙ্‌ নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহা চূর্ণ করিয়া অম্লরসে মর্দ্দন করিবে। এবং তাহা পিণ্ডাকার করিয়া সেই পিণ্ডের উপরিভাগে ও নিম্নপ্রদেশে সমপরিমিত গন্ধক স্থাপন করিবে। তদনন্তর তাহা পূর্ব্ববৎ শরাবসম্পুটে রাখিয়া কুড়ি খানি বনঘুঁটের (ঘাঁটাঘুঁটের) অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এইরূপে সাতবার পুট দিলেই স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ প্রতিপুটে গন্ধক দিতে হইবে ॥ ৮। ৯

অপর প্রকার মারণ বিধি— সম পরিমিত পারদ ও গন্ধক মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া তাহা রক্ত কাঞ্চনের রসে উত্তমরূপে মাড়িবে। তৎপরে স্বর্ণের সমপরিমাণে সেই কজ্জলী লইয়া তদ্দ্বারা স্থবর্ণপত্র প্রলিপ্ত করিবে। এবং রক্তকাঞ্চনের ত্বক্‌দ্বারা দুইটি মূষা (মূচী) প্রস্তুত করিয়া সেই মূষাসম্পুটে স্বর্ণপত্র রাখিবে। তদনন্তর সেই সম্পুট আবার অন্য মৃন্ময় মূষা মধ্যে স্থাপন করিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। প্রলেপ শুকাইলে খরতর অগ্নিতে তাহা পুটপাক করিবে। এইরূপে তিন পুট দিলেই স্থবর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে। সেই ভস্ম সকল ঔষধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রক্ত কাঞ্চনের মূষা মধ্যে স্থবর্ণ রাখিয়া যেমন ভস্ম করা যায়, ঈশলাঙ্গলা, হুড়হুড়ে ও মনঃশিলা দ্বারাও সেইরূপে ভস্ম করা যাইতে পারে।

সমপরিমিত মনঃশিলা ও সিন্দূরের চূর্ণ আকন্দ-আঠায় এক একবার ভাবনা দিবে ও সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইবে, এইরূপে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। তৎপরে স্বর্ণকে গলাইয়া ঐ চূর্ণরূপ কল্ক সমপরিমাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। কল্কনিক্ষেপানন্তর অগ্নিকে এত অধিক ধ্মাপিত করিবে, যেন সেই কল্ক স্বর্ণে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে তিনবার কল্ক প্রক্ষেপ করিলে স্বর্ণ জারিত হইবে ॥ ১০—১৬

মারিত সুবর্ণের গুণ—মারিত সুবর্ণ—শীতবীর্য্য, বৃষ্য (কামুকহিত), বলকর, গুরু, রসায়ন, স্বাদু-তিক্ত-কষায়রস, স্বাদুপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, বৃংহণ, নেত্রহিত, মেধা স্মৃতি ও বুদ্ধিপ্রদ, হৃদ্য, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যের বিশুদ্ধি ও দেহের দৃঢ়তাকারক এবং দ্বিবিধ বিষ-ক্ষয়-উন্মাদ দোষত্রয়-জ্বর ও শোষনাশক। অসম্যক্ মারিত স্বর্ণ—বল ও বীর্য্য নাশ করে, নানারোগ জন্মায় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক সুবর্ণকে মারিত করিবে ॥ ১৭—১৯

ধাত্বাদির মারণোপযুক্ত পুট প্রকার—

(যথোক্ত রসপ্রদীপে) পুটন দ্বারা লৌহাদি ধাতু সকল সম্যক্ মারিত হইলে, তাহাদের আর পুনর্ভাব হয় না, অর্থাৎ তাহারা আর কোনরূপেই পূর্ব্বাবস্থা পায় না ; পুটপাক-জনিত গুণ সকল লাভ করে, গুণাঢ্য হয়, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসে এবং যথাবৎ কার্য্যসাধক হইয়া থাকে।

মহাপুট—দীর্ঘে প্রস্থে ও গভীরতায় দুই হস্ত পরিমিত একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে সহস্রখানি বনঘুঁটে সাজাইয়া রাখিবে। এবং মূষাবদ্ধ-ঔষধ সেই ঘুঁটের উপর যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া তদুপরি পাঁচশত খানি বন ঘুঁটে দিয়া তাহাতে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। ইহারই নাম মহাপুট।

গজপুট—দীর্ঘে প্রস্থে ও গভীরতায় সপাদ হস্ত পরিমাণে (ত্রিশ অঙ্গুল পরিমাণে) একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যভাগ সহস্রখানি বনঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করিবে। তৎপরে পুটন দ্রব্য সংযুক্ত (ঔষধ সমন্বিত মূষার মুখ বন্ধ করিয়া তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক ঐ ঘুঁটের উপর স্থাপন করিবে। তদনন্তর আর পাঁচশত খানি বনঘুঁটে তাহার উপর দিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। ইহারই নাম গজপুট, ইহা সকল পুট অপেক্ষা উত্তম।

টীকা। চব্বিশ অঙ্গুলে এক হস্ত হয়। অতএব সপাদ হস্ত পরিমাণ—ত্রিশ অঙ্গুল বুঝিতে হইবে। এই জন্যই উক্ত আছে—সাধারণ মনুষ্যের ত্রিশ অঙ্গুলে এক গজ হয়। (গর্ত্তের পরিমাণ সকল দিকেই ত্রিশ অঙ্গুলি বলিয়া ইহাকে গজপুট বলা গিয়া থাকে)।

বারাহপুট, কৌক্কুটপুট, কপোতপুট, গোবরপুট ও ভাণ্ডপুট—গর্ত্তের পরিমাণ সকল দিকেই এক অরত্নি প্রমাণ হইলে তাহাকে বারাহপুট কহে। (কূর্পর হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্তকে অরত্নি বলে)। গর্ত্তের পরিমাণ সকল দিকেই বিতস্তি প্রমাণ (বিঘত প্রমাণ) হইলে তাহাকে কৌক্কুট পুট কহে। কাহার মতে—গর্ত্তের পরিমাণ সকল দিকেই ষোড়শাঙ্গুল হইলে তাহা কৌক্কুটপুট নামে অভিহিত হয়। যে ক্ষুদ্র গর্ত্তে আট খানি মাত্র বনঘুঁটে দ্বারা পুট দেওয়া যায়, তাহাকে কপোত পুট কহে। গোষ্ঠাভ্যন্তরস্থিত গোরুর খুরে কুট্টিত এবং শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত গোময়দ্বারা যে পুট দেওয়া যায়, তাহাকে গোবরপুট বলে। রসসাধনে এই পুট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৃহদ্ভাণ্ডস্থিত শুষ্ক গোময় দ্বারা যে পুট দেওয়া যায়, ভিষগ্‌গণ তাহাকেও গোবরপুট বলিয়া থাকেন। পারদ-ভস্মে এই পুট উপযোগী। তুষপূর্ণ-বৃহদ্ভাণ্ডের মধ্যে মূষা (ঔষধ পূর্ণ মুচী) স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি দিয়া ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে তাহাকে ভাণ্ডপুট কহা যায় ॥ ২০—২৯

যন্ত্র প্রকার।

বালুকাযন্ত্র—এক বিতস্তি প্রমাণ (এক বিঘত পরিমাণ) গভীর একটা হাঁড়ীতে ঔষধ সমন্বিত একটা কাচকূপী (বোতল) স্থাপন করিয়া বালুকাদ্বারা কূপিকার গলদেশ পর্য্যন্ত পূরিত করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জাল দিয়া কূপীস্থ ঔষধ পাক করিবে। ইহার নাম বালুকা যন্ত্র ॥ ৩০।৩১

দোলাযন্ত্র—পারদ-ঔষধ (বা স্বেদনীয় যে কোন ঔষধ) তিন পুরু উৎকৃষ্ট ভূর্জ্জপত্রে জড়াইয়া পোটলী বদ্ধ করিবে। এবং একটি হাঁড়ীর অর্দ্ধভাগ কাঞ্জিকাদি-কোন দ্রব পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে সেই হাঁড়ীর মুখের উপর একটি কাষ্ঠিকা স্থাপন করিবে। তৎপরে এক গাছী সূতার এক প্রান্তে সেই ঔষধ পোটলীটি বান্ধিবে, অপরপ্রান্ত

কাষ্ঠিকায় বান্ধিয়া পোট্‌লীটি হাঁড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে। তদনন্তর হাঁড়ীটি চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিয়া কাঞ্জিকাদির স্বেদে সেই পোট্‌লী-বদ্ধ ঔষধ পাক করিবে। ইহাকেই দোলাযন্ত্র বা স্বেদন যন্ত্র কহা যায় ॥ ৩২।৩৩

স্বেদনযন্ত্র—একটি হাঁড়ীতে জল রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ বস্ত্রদ্বারা বান্ধিবে। পরে স্বেদনীয় ঔষধ সেই বস্ত্রের উপর স্থাপন করিয়া হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল দিয়া জলস্বেদে সেই ঔষধ পাক করিবে। ইহারই নাম স্বেদন যন্ত্র ॥ ৩৪

বিদ্যাধর যন্ত্র—একটি হাঁড়ীতে পারদ রাখিয়া সেই হাঁড়ীর উপর আর একটি হাঁড়ী ঊর্দ্ধমুখ করিয়া স্থাপন করিবে। এব উভয় হাঁড়ীর সংযোগস্থল কোমল মৃত্তিকাদি দ্বারা এরূপে প্রলিপ্ত করিবে, যেন তন্মধ্য দিয়া ধূম নির্গত হইতে না পারে। পরে উপরিস্থ হাঁড়ীতে খানিকটা শীতল জল নিক্ষেপ করিয়া সেই হাঁড়ীদ্বয় চুল্লীর উপর বসাইবে। এবং নিম্নে পাঁচপ্রহর কাল জ্বাল দিবে, অগ্নিসন্তাপে নিম্নস্থ হাঁড়ীর পারা উত্থিত হইয়া উপরিস্থ হাঁড়ীর নিম্নদেশে সংলগ্ন হইতে থাকিবে। উপরিস্থ হাঁড়ীর জল উষ্ণ হইলেই ফেলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে শীতল জল নিক্ষেপ করিবে। পাকান্তে পারদ শীতল হইলে তাহা যন্ত্র হইতে (ঊর্দ্ধস্থ হাঁড়ীর তলদেশ হইতে) উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই পারদকে অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ পারদ বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ এই যন্ত্রকে বিদ্যাধর যন্ত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৩৫—৩৭

ভূধর যন্ত্র—পারদকে মূষা-বদ্ধ করিবে। এবং একটি গর্ত্তে বালুকা নিক্ষেপ করিয়া সেই মূষাবদ্ধ পারদ ঐ বালুকা মধ্যে নিহিত করিবে। তদনন্তর তাহা ঘুঁটে দ্বারা আবৃত করিয়া অগ্নিপ্রদান করিবে। ইহারই নাম ভূধর যন্ত্র ॥ ৩৮

ডমরু যন্ত্র—একটি ভাঁড়ের মুখে আর একটি ভাঁড়ের মুখ সংযোজিত করিয়া সংযোগস্থল প্রলিপ্ত করিবে। এইরূপ যন্ত্রের নামই ডমরু যন্ত্র ॥ ৩৯

মারণযোগ্য রৌপ্য—গুরু, স্নিগ্ধ (চিক্কণ) কোমল, দাহে ও ছেদে শ্বেতবর্ণ, ঘাতসহ, বর্ণাঢ্য, চন্দ্রপ্রভ ও স্বচ্ছ এই নবগুণ বিশিষ্ট যে রৌপ্য, তাহাই উত্তম ও মারণযোগ্য ॥ ৪০

মারণের অযোগ্য রৌপ্য—যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), রক্তাভ, পীতদল, লঘু এবং যাহা দাহে ছেদে ও আঘাতে নষ্ট হয়, তাহাকে দুষ্ট রৌপ্য বলিয়া জানিবে। সেরূপ রৌপ্য মারণের অযোগ্য ॥ ৪১

রৌপ্যশোধনবিধি—রৌপ্যের পাতলা পাতকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত তপ্ত থাকিতে স্বর্ণ শোধনবৎ তিলতৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থকাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিনবার করিয়া নির্ষিক্ত করিবে। ইহাতেই রৌপ্যপত্রের শোধন হইবে ॥ ৪২। ৪৩

অশুদ্ধরৌপ্যের দোষ—রৌপ্য শোধন না করিয়া তাহা ব্যবহার করিলে সেই অশুদ্ধ রৌপ্য মলবাতাদির বিবদ্ধতা, বলবীর্য্যের ক্ষয়, দেহের পুষ্টিনাশ ও সন্তাপ এবং নানারোগের উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব রৌপ্যের শোধন করিবে ॥ ৪৪

রৌপ্যমারণবিধি—একভাগ হরিতাল যে কোন অম্লরসে এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। পরে সেই মর্দ্দিত হরিতাল দ্বারা তিনভাগ রৌপ্য পত্র প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর সেই রৌপ্যপত্র মূষাবদ্ধ করিয়া ত্রিশ খানি বনঘুঁটের আগুনে পুট দিবে। তৎপরে তাহা মূষা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হরিতাল লিপ্ত ও মূষাবদ্ধ করিয়া পুটে পাক করিবে। এইরূপ চতুর্দ্দশ পুটেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া যাইবে ॥ ৪৫। ৪৬

অন্যপ্রকার মনসা সীজের আঠায় মাক্ষিক (স্বর্ণমাক্ষিক বা রৌপ্যমাক্ষিক) সম্যক্ মর্দ্দিত করিয়া তদ্দ্বারা রৌপ্যপত্র প্রলিপ্ত করিবে। এবং পূর্ব্বোক্ত হরিতাল প্রকারে ঐ রৌপ্যপত্র পুটে পাক করিবে। চতুর্দ্দশ পুটেই হরিতাল ভস্মরূপে পরিণত হইবে ॥ ৪৭

মারিতরৌপ্যের গুণ—মারিতরৌপ্য—শীতবীর্য্য, কষায়-স্বাদুরস, স্বাদুবিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন ও বাতপিত্ত প্রশমক। ইহা প্রমেহাদি রোগ সকল নিশ্চয় অচিরে নাশ করে ॥ ৪৮

মারণযোগ্য তাম্র—যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং যাহা স্নিগ্ধ (চিক্কণ), মৃদু, ঘাতসহ, যাহাতে লোহ বা সীসক মিশ্রিত থাকে না, সেই তাম্রই উৎকৃষ্ট এবং তাহাই মারণযোগ্য ॥ ৪৯

মারণের অযোগ্য তাম্র—যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), অতি স্বচ্ছ এবং শুক্লাভ, যাহা

ঘাতসহ নহে এবং যাহাতে লৌহ ও সীসক মিশ্রিত থাকে, তাহা দুষ্ট তাম্র বলিয়া কীর্ত্তিত, সে তাম্র মারণের অযোগ্য ॥ ৫০

তাম্রশোধন বিধি—তাম্রের অতি পাত্‌লা পাতকে (বা জরিকে) অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে সুবর্ণশোধনবৎ তিলতৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থ ক্বাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিন বার নিষিক্ত করিবে। ইহাতে তাম্রের বিশুদ্ধি হইবে। বিষে একদোষ (একমাত্র বিষত্বদোষ) কিন্তু অশুদ্ধ তাম্রে ভ্রম, বমি, বিরেচন, ঘর্ম্ম, উৎক্লেদ (বমনবেগ), মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি এই আটটী দোষ বিদ্যমান। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, বিষকেই যে কেবল বিষ বলা যায় তাহা নহে, তাম্রও বিষ বলিয়া উক্ত হয়; বিষে একদোষ, তাম্রে (অশোধিত তাম্রে) আট প্রকার দোষ বিদ্যমান থাকে ॥ ৫১—৫৪

তাম্রের মারণবিধি—তাম্রের পাত্‌লা পাত লেবু প্রভৃতির অম্লরসে ভিজাইয়া তিনদিন খলে রাখিবে। পরে তাহাতে চতুর্থাংশ পারদ মিশাইয়া একপ্রহরকাল অম্লরসে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর দ্বিগুণ গন্ধক অম্লে মাড়িয়া তদ্দ্বারা তাম্রপত্র গুলি প্রলিপ্ত করিয়া গোলাকৃতি করিবে। পরে মীনাক্ষী (গেঁটে দূর্ব্বা), আমরুল ও পুনর্ণবা পেষণ করিয়া সেই পেষিত কল্ক দ্বারা তাম্রগোলকের বহির্ভাগ দুই অঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলিপ্ত করিবে এবং তাহা একটি ভাণ্ডে রাখিয়া সেই ভাণ্ড বালুকা পূর্ণ করিয়া একখানি শরার দ্বারা ভাণ্ডমুখ অবরুদ্ধ করিবে। এবং বিভূতি (ভস্ম) লবণ ও জল দ্বারা ভাণ্ডমুখ প্রলিপ্ত করিয়া চুল্লীতে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে চারিপ্রহরকাল জ্বাল দিবে। পাককালে অগ্নিকে ক্রমশই খরতর করিতে থাকিবে। পাকান্তে উহা শীতল হইলে ভাণ্ড হইতে তাম্র উদ্ধৃত করিয়া তাহা ওলের রসে মর্দ্দিত করিবে এবং একটি ওলের মধ্যভাগ কুরিয়া তন্মধ্যে ঐ মর্দ্দিত তাম্র পূরিবে। তৎপরে সেই ওলের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুষ্ঠ পুরু করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে তাহা গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে তাম্র নিশ্চয়ই মৃত ও অমৃতীকৃত হইবে। এইরূপে মারিত ও অমৃতীকৃত তাম্র সেবন করিলে কদাচ বমন, বিবেচন, ভ্রম, ক্লম, অরুচি, বিদাহ, ঘর্ম্ম ও উৎক্লেদ হইবে না ॥৫৫—৬২

মারিত তাম্রের গুণ—মারিত তাম্র কষায়-মধুর-তিক্ত-অম্লরস, কটুপাক, সারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মহর, শীতবীর্য্য, ব্রণরোপক, লঘু ও লেখন ইহা—পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূল নাশ করে। মারিত তাম্র অল্প বৃংহণ। বিষে একদোষ (এক বিষত্বদোষ) কিন্তু অসম্যক্ মারিত তাম্রে দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেচন, বমি ও ভ্রম এই আটটি দোষ বিদ্যমান ॥ ৬৩—৬৫

বঙ্গের স্বরূপ নিরূপণ—বঙ্গ গিরিজাত ধাতু। ইহা দ্বিবিধ যথা—খুরক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে খুরকই শ্রেষ্ঠ, মিশ্রক অহিত বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ৬৬

অশুদ্ধ বঙ্গের দোষ—বঙ্গ শোধন না করিয়া সেবন করিলে আক্ষেপ, কম্প, কিলাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, শূল, বাতশোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, ভগন্দর, রক্তজনিত রোগসমূহ, ক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফজ্বর, মেহ, অশ্মরী, বিদ্রধি ও মুষ্করোগ (কুরণ্ড প্রভৃতি) উৎপাদন করে। ইহা বিষসদৃশ অপকারী। অশোধিত সীসকও উক্ত রোগ সকল জন্মাইয়া থাকে ॥ ৬৭।৬৮

বঙ্গ ও সীসক শোধন—বঙ্গ ও সীসককে অগ্নিসন্তাপে গালিত করিয়া তাহা তপ্ত তপ্ত তিল তৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থ ক্বাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিনবার করিয়া নিষিক্ত করিবে এবং আকন্দের আঠাতেও তিনবার নিষেক করিতে হইবে। এইরূপ নিষেকে বঙ্গ ও নাগ বিশুদ্ধ হইবে ॥ ৬৯

বঙ্গের মারণ বিধি—একটি মৃন্ময়পাত্রে অগ্নিসন্তাপে বঙ্গকে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গের চতুর্থাংশ তেঁতুল ছাল ও অশ্বত্থ ছাল চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। এবং একখানা লোহার হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইরূপ করিলে দুই প্রহরেই বঙ্গ ভস্ম হইবে। অনন্তর সেই ভস্মে সমপরিমিত হরিতাল মিশাইয়া অম্লরসে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনানন্তর তাহা গজপুটে পাক করিবে। পাকানন্তর তাহা পুনর্ব্বার দশমাংশ হরিতালের সহিত এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া পুটে পাক করিবে। এইরূপ দশ পুটেই বঙ্গ মারিত হইবে ॥ ৭০—৭২

মারিত বঙ্গের গুণ—মারিতবঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ, কুষ্ঠ-মেহ-কফ-ক্রিমি-পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক, নেত্রহিত, ঈষৎ পিত্তকর। সিংহ যেমন গজবৃন্দকে নাশ করে, বঙ্গও সেইরূপ নিখিল মেহবর্গকে নাশ করিয়া থাকে। ইহা সেবনে নিশ্চয়ই

দেহের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও পুষ্টি এবং ইন্দ্রিয় সকলের বলবত্তা হয়॥ ৭৩।৭৪

যশদের (দস্তার) স্বরূপ—দস্তাও গিরিজ ধাতু। বঙ্গের যে সকল দোষ এবং শোধন ও মারণ উক্ত হইয়াছে, দস্তারও সেই সকল দোষ এবং সেইরূপ শোধন ও সেইরূপ মারণবিধি জানিবে। মারিত দস্তার গুণ—ইহা—সারক, তিক্ত, শীতবীর্য্য, কফ ও পিত্তনাশক, নেত্রহিত এবং মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাস প্রশমক॥ ৭৫। ৭৬

সীসকের শোধন—বঙ্গের প্রকৃতিগত (স্বাভাবিক) যে সকল দোষ নিদর্শিত হইয়াছে, সীসকেরও সেই সকল প্রকৃতিগত দোষ আছে জানিবে। ইহার শোধনও বঙ্গের শোধনের ন্যায় বলিয়া ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে॥ ৭৭

সীসকের মারণবিধি—পানের রসে মনঃশিলা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা সীসক বারংবার প্রলিপ্ত করত বত্রিশবার পুটে পাক করিলেই উহা নিরুত্থ ভস্ম হইবে।

অন্য প্রকার—একটা মৃৎপাত্রে সীসককে গলাইয়া তাহাতে তচ্চতুর্থাংশ তেঁতুল ও অশ্বত্থছাল-চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া লোহার হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইরূপ করিলে এক প্রহরেই উহা ভস্মরূপে পরিণত হইবে। পরে সেই ভস্মে সমপরিমিত মনঃ-শিলা মিশাইয়া কাঁজীতে পেষণ পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। পাকানন্তর শীতল হইলে তাহাতে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ মনঃ-শিলা মিশাইয়া কাঁজীতে পেষণ করিবে এবং শরাব সম্পুটে রাখিয়া পুটে পাক করিবে। এইরূপ ষাটিপুট দিলে সীসক ভস্ম হইবে॥ ৭৮—৮১

মারিত সীসকের গুণ—বঙ্গের যে গুণ, সীসকেরও সেই গুণ জানিবে। ইহা বিশেষ মেহনাশক। যে ব্যক্তি সতত সীসক সেবন করে, তাহার শতহস্তির বল হয়, ব্যাধি বিনষ্ট হয়, জীবন বর্দ্ধিত হয়, অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, কামবল বাড়ে এবং অকাল মৃত্যু দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ৮২

অশুদ্ধ লৌহের দোষ—অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডত্ব, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস এবং নানারোগের প্রকোপ, শেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৮৩

লৌহের শোধন—লৌহের অতি পাত্‌লা পাতকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহা তপ্ত তপ্ত তিলতৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থক্কাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিনবার করিয়া নিষিক্ত করিবে। ইহাতে লৌহের বিশোধন হইবে॥ ৮৪।৮৫

লৌহের মারণ বিধি—শোধিত লৌহের চূর্ণ পাতাল গরুড়ীর রসে মর্দ্দন করিয়া পুটে তিনবার পাক করিবে। তৎপরে ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিনবার পুটে পাক করিবে। তদনন্তর কুঠারিকাচ্ছিন্ন রসে (কোদালে কুড়ুলের রসে) মর্দ্দন করিয়া ছয় বার পুটে পাক করিবে। ইহাতে লৌহ মারিত হইবে।

অন্য প্রকার—লৌহচূর্ণে তদ্দ্বাদশাংশ হিঙ্গুল-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে দুই প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া পুটে পাক করিবে। এই রূপে সাতবার পুটে পাক করিলেই লৌহ মারিত হইবে।

যোগেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক লৌহমারণের যে অন্য-প্রকার সত্যক্রম অনুভূত হইয়াছিল, কৌতূহলচিত্ত-রামরাজ কর্ত্তৃক অধুনা তাহা কথিত হইতেছে। একভাগ পারদ দুই ভাগ গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। সেই কজ্জলীতে সমপরিমাণে লৌহচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে দুই প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহা পিণ্ডাকার করিবে এবং সেই পিণ্ড একটা তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরণ্ড পত্রদ্বারা আচ্ছাদনকরত দুই-প্রহর কাল রৌদ্রে রাখিবে। দুই প্রহর রৌদ্রে থাকিয়া উহা উষ্ণ হইলে তাহার উপর একখানি শরাব (শরা) চাপা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন নিহিত করিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া পেষণ পূর্ব্বক বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। তাহাতে সেই লৌহচূর্ণ বারিতর (জলে ভাসিবার যোগ্য) হইবে। তদনন্তর দাড়িমের ফল চতুর্গুণ জলে পেষণ পূর্ব্বক তাহার রসে লৌহচূর্ণ প্লাবিত করিয়া সূর্য্যাতপে শুকাইয়া তাহা পুটে পাক করিবে। এইরূপ ক্রমে পুনঃ পুনঃ পুট দিবে। এক বিংশতিবার পুট দিলেই লৌহ মারিত হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই ক্রমে সর্ব্বপ্রকার লৌহ এবং স্বর্ণাদিও মারিত হইয়া থাকে॥ ৮৬—৯৫

মারিত লৌহের গুণ—ইহা—তিক্ত-কষায়-মধুররস, সারক, শীতবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, নেত্রহিত, লেখন ও বাতকর। ইহা কফ, পিত্ত, গর, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদঃ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ নাশ করে। লৌহ-কিট্টেও (মণ্ডুরেরও)

গুণ এইরূপ। বাতাদিদোষ ও অগ্নিবল অনুসারে এক রতি হইতে নয় রতি পর্য্যন্ত লৌহ খাইবে। লৌহসেবি-ব্যক্তি কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষান্ন, সর্ষপ, মদ্য ও অম্লরস বর্জ্জন করিবে। স্বর্ণাদি সকল ধাতুকে মনঃশিলা গন্ধক ও আকন্দ আঠায় মর্দ্দিত করিয়া দ্বাদশবার পুটে পাক করিলে মারিত হইয়া থাকে। গুরুবাক্য যেমন সত্য, ইহাও তেমনি সত্য জানিবে॥ ৯৬—১০০

উপধাতু সকলের মারণ প্রকার—

অশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের দোষ—অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করিলে তাহা অগ্নিমান্দ্য, উগ্রবলহানি, বিষ্টম্ভতা, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ এবং ব্রণোৎপাদন পূর্ব্বক গণ্ডমালা উৎপাদন করে॥ ১০১

দোষপ্রশমার্থ স্বর্ণমাক্ষিকের শোধন—স্বর্ণমাক্ষিক তিনভাগ ও সৈন্ধব একভাগ লইয়া তাহা ছোলঙ্গলেবুর বা গোঁড়ালেবুর রসের সহিত একটা লৌহপাত্রে ততক্ষণ পাক করিবে, যতক্ষণ না লৌহপাত্রটি লালবর্ণ হয়। এইরূপ পাক করিলেই স্বর্ণমাক্ষিক বিশোধিত হইবে॥ ১০২—১০৩

মারণবিধি—কুলত্থের ক্বাথে তিলতৈলে তক্রে অথবা ছাগমূত্রে ঘর্ষণ করিয়া পুট দিলে স্বার্ণমাক্ষিক মারিত হয়॥ ১০৪

রৌপ্যমাক্ষিকের শোধনবিধি—অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিকের যে যে দোষ, অশোধিত রৌপ্যমাক্ষিকেরও সেই সেই দোষ আছে জানিবে। অতএব দোষশান্তির জন্য তাহার শোধন বলিতেছি শুন।—পীতঘোষা মেড়াশিঙ্গী ও জামির লেবুর রসে একদিন ভাবনা দিয়া প্রখর রৌদ্রে রাখিলেই রৌপ্যমাক্ষিক বিশোধিত হইবে॥ ১০৫—১০৬

মারণবিধি—কুলত্থ কলায়ের ক্বাথে তিলতৈলের অথবা ছাগমূত্রে ঘর্ষণ করিয়া পুট দিলে রৌপ্যমাক্ষিক মারিত হয়॥ ১০৭

স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিকের বিশিষ্ট গুণ—স্বর্ণমাক্ষিকে ও রৌপ্যমাক্ষিকে কেবল যে স্বর্ণের ও রৌপ্যেরই গুণ আছে তাহা নহে, দ্রব্যান্তরসংযোগ হেতু উহাতে অন্য গুণ সকলও বিদ্যমান থাকে। মাক্ষিক—মধুরতিক্তরস, স্বরহিতকর, বৃষ্য (কামুকহিত), রসায়ন, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত) এবং বস্তিরোগ-কুষ্ঠ-পাণ্ডু-মেহ বিষ-উদর-অর্শঃ-শোথ-ক্ষয়-কণ্ডূ ও ত্রিদোষ নাশক॥ ১০৮। ১০৯

তুঁতের শোধনবিধি—বিড়াল ও কপোতের বিষ্ঠায় তুঁতে মর্দ্দন করিবে। এবং তাহাতে দশমাংশ সোহাগা মিশাইয়া দধি ও মধুর সহিত লঘু পুটে পাক করিবে। তাহাতে তুঁতে বিশোধিত হইবে॥ ১১০

শুদ্ধ তুঁতের গুণ—বিশোধিত তুঁতে—কটু-ক্ষার-কষায়, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতল, চক্ষুষ্য, কফ-পিত্ত-বিষ-অশ্মরী-কুষ্ঠ ও কণ্ডূনাশক। খর্পরের (খাপরের) গুণও এইরূপ॥ ১১১। ১১২

কাঁসা ও পিত্তলের শোধন বিধি—কাঁসা ও পিতলের পাতলা পাতকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত তপ্ত তিলতৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থ ক্বাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিনবার নিষিক্ত করিলে কাঁসা ও পিতলের বিশোধন হয়॥ ১১৩। ১১৪

উহাদের মারণ বিধি—কাংস্য পত্র সকল অম্লরসে মুহুর্মুহুঃ শুদ্ধ করিবে। এবং কাংস্যপত্রের সমপরিমিত গন্ধক আকন্দ-আঠায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা সেই কাংসপত্রগুলি প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর তাহা মূষাপুটে স্থাপন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ দুইবার পুট দিলেই কাংস্য মারিত হইবে। পিতলের মারণও ঠিক এইরূপেই করা গিয়া থাকে॥ ১১৫। ১১৬

মারিত কাংস্যের ও পিত্তলের গুণ—মারিত কাংস্য—কষায়, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, লেখন, বিশদ, সারক, গুরু, নেত্রহিত, রুক্ষ এবং অতি কফপিত্তনাশক। মারিত পিতল—রুক্ষ, তিক্তলবণরস, শোধন, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক। ইহা অতি লেখন নহে॥ ১১৭—১১৮

সিন্দূরের শোধন—দুগ্ধ ও অম্লের যোগে সিন্দূরের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

শোধিত সিন্দূরের গুণ—ইহা-উষ্ণবীর্য্য, বীসর্প-কুষ্ঠ-বিষ ও কণ্ডূনাশক, ভগ্নসংযোজক এবং ক্ষতের শোধক ও রোপক॥ ১১৯

শিলাজতুর শোধন এবং শোধনযোগ্য শিলাজতু বর্ণন—যে শিলাজতু গোমূত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), মৃদু, গুরু, তিক্তকষায়রস ও শীতল, সেই শিলাজতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (শিলাজতু আয়স অর্থাৎ লৌহের উপধাতু) বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি স্থানে বহুপরিমাণে শিলাজতু

পাওয়া যায়। কারণ—সেই সকল স্থানে লৌহ অধিক আছে। শিলাজতুতে অনেক মলসংযোগ থাকে, অতএব শোধন ব্যতিরেকে তাহা ব্যর্থ। শিলাজতুকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অত্যুষ্ণ জলে এক প্রহর কাল ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে উহা মর্দ্দন করিয়া সেই জল বস্ত্রখণ্ডে গালিত করিবে এবং বস্ত্রগালিত জল একটা মৃৎপাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে স্থাপন করিবে। পরে সেই জলের উপরিভাগে যে ঘন পদার্থ ভাসমান হইতে থাকিবে, তাহা পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিয়া অন্য একটা পাত্রে রাখিবে। দুই মাসে শিলাজতু কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। যখন দেখিবে—উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে লিঙ্গবৎ স্ফীত হইয়া উঠিবে এবং তাহা হইতে ধূম নির্গত হইবে না, তখন তাহা বিশুদ্ধ জানিয়া সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে।

অন্য প্রকার—বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—রোগ রোগী এবং সাত্ম্য বিবেচনা করিয়া লৌহপাত্রে শিলাজতু ভাবনা দিতে হইবে। ভাবনা দিবার পূর্ব্বে বহির্ম্মল দূরীকরণার্থ প্রথমে কেবল জলদ্বারা ধৌত করণানন্তর শুষ্ক করিয়া তদন্তর্গত মৃত্তিকা ও বালুকাদি দোষ দূরীকরণার্থ ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং যে দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে, সেই দ্রব্য শিলাজতুর সমপরিমাণে লইয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই উষ্ণ ক্বাথে শিলাজতু নিক্ষেপ করিবে। শিলাজতু ক্বাথের সমরসতা প্রাপ্ত হইলে তাহা শুষ্ক করিয়া পুনরায় ক্বাথে সপ্তবার নিক্ষেপ করিতে হইবে। তৎপরে রোগীকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ ও বিরেচনাদিদ্বারা সংশুদ্ধ করিয়া তিক্তকদ্রব্যসাধিত-ঘৃত তিন দিন সেবন করাইবে। তদনন্তর ত্রিফলার ক্বাথের সহিত একদিন, পটোলীর ক্বাথের সহিত একদিন এবং যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত একদিন শিলাজতু খাইতে দিবে। এইরূপ নিয়মে শিলাজতু প্রস্তত করিলে ও সেবন করাইলে তাহা অতি উপকারক হইয়া থাকে ॥ ১২০—১৩০

ভাবনার দ্রব্য ও ভাবনার ফল—হারীত বলিয়াছেন—সন্তানিকা (শিলাজতুর বহিঃসংলগ্ন মৃত্তিকাদি-আবরণ) কীট পতঙ্গ ও দংশ (ডাঁশমশকাদি) কর্ত্তৃক দূষিত ওষধীর দোষ নিবারণার্থ শিলাজতুকে লৌহপাত্রে রাখিয়া নিমের ক্বাথ দ্বারা, গুলঞ্চের ক্বাথ দ্বারা, ঘৃতের দ্বারা ও যবক্বাথ দ্বারা যথাবৎ ভাবনা দিবে। (এই প্রকার ভাবনা দিয়া ও তাহা শুকাইয়া কেবল জল দ্বারা শোধন করা কর্ত্তব্য)। শোধন প্রকার অগ্নিবেশমুনি বলিয়াছেন, তদ্‌যথা—গ্রীষ্মকালে মেঘ-বাতবর্জ্জিত–সূর্য্যতাপযুক্ত দিবসে সমতল ভূভাগে চারিখানি কৃষ্ণ লৌহপাত্র সূর্য্যতাপে স্থাপন করিবে। তদনন্তর উৎকৃষ্ট শিলাজতু সেই পাত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে দ্বিগুণ উষ্ণজল ও অর্দ্ধাংশ ক্বাথ নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে ও যথাবৎ মর্দ্দিত করিবে। তৎপরে সূর্য্যরশ্মি সন্তপ্ত হইয়া সন্তানিকাবৎ (সরের ন্যায়) যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উপরিভাগে সঞ্চিত হইবে, তাহা সংগ্রহ করিয়া অপর একটি লৌহপাত্রে রাখিবে এবং পূর্ব্ববৎ তাহাতেও উষ্ণজল নিক্ষেপ করিবে, তাহা রৌদ্রে রাখিবে ও তাহা হইতে সন্তানিকাবৎ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় লৌহপাত্রে স্থাপন করিবে। তৃতীয় পাত্র হইতে ও উক্ত প্রকার সন্তানিকাবৎ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া চতুর্থ পাত্রে রাখিবে। এইরূপ করিলে যখন কেবল বিশুদ্ধ জলমাত্র উর্দ্ধে উত্থিত হইবে এবং কৃষ্ণবর্ণ সমস্ত মল অধোভাগে পতিত হইবে, তখন সেই জল ও মল নিষ্কাশিত করিবে। এই প্রকারে শিলাজতু জলশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৩১—১৩৬

বিশোধিত শিলাজতুর গুণ—বিশোধিত শিলাজতু—তিক্ত-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন ও যোগবাহি। ইহা শ্লেষ্ম, মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শঃ, পাণ্ডুতা, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অপস্মার ও উদর রোগ নাশ করে ॥ ১৩৭। ১৩৮

পারদের শোধন বিধি—প্রথমে **স্বেদন**—নানাপ্রকার ধান্যের মধ্যে যত প্রকার ধান্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা তুষবর্জ্জিত করিয়া জলের সহিত একটা মাটীর হাঁড়ীতে রাখিবে। যখন উহা অম্লভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন ভীমরাজ, মুণ্ডী (বড় থুলকুড়ী), বিষ্ণুক্রান্তা (শ্বেত অপরাজিতা, পুনর্নবা), মীনাক্ষী (গেটে দূর্ব্বা), সর্পাক্ষী (গন্ধনাকুলী), সহদেবী (গন্ধভাদুলে), শতমূলী, ত্রিফলা, গিরিকর্ণিকা (কৃষ্ণঅপরাজিতা), হংসপাদী (গোয়ালে লতা) ও চিতা, ইহাদের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা সমূল কুট্টিত করিয়া সেই হাঁড়ীতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই ধান্যাম্ল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ধান্যাম্ল পারদের স্বেদনাদি সকল কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। ধান্যাম্লের অভাবে

অত্যম্ল কাঁজীও প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, রাই সর্ষপ, হরিদ্রা, ত্রিফলা, আদা, মহাবলা (বেড়েলা ভেদ), নাগবলা (গোরক্ষচাকুলে), মেঘনাদ (চাঁপানটে), পুনর্নবা, মেড়াশিঙ্গী (অলাভে কাঁকড়া শৃঙ্গী), চিতা ও নরসার (নরসাদর) এইগুলি সমস্ত বা যতগুলি পাওয়া যায়, তাহা সমান পরিমাণে লইয়া উক্ত অম্লে পেষণ করিবে। এবং সেই পেষিত কল্ক দ্বারা এক অঙ্গুল পুরু করিয়া এক খণ্ড বস্ত্র প্রলিপ্ত করিবে। পরে সেই বস্ত্রে পারদকে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া অম্ল পূরিত দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিবে। এইরূপে পারদ স্বেদিত হয়।

অন্যপ্রকার—মূলা, চিতা, সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু, আদা ও রাইসর্ষপ, ইহাদের প্রত্যেকটি পারদের ষোড়শাংশ পরিমাণে লইবে। যেস্থলে দ্রব্যের পরিমাণ উক্ত না থাকে, পণ্ডিতগণ তথায় কার্য্যসাধনোপযুক্ত পরিমাণেই দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। (কত পরিমাণে পারদ লইয়া তাহার স্বেদন করিতে হইবে, এস্থলে তাহা উক্ত না থাকায়, বুঝিতে হইবে যে কার্য্যসাধনোপযুক্ত পারদেরই স্বেদন করিতে হইবে।) অনন্তর এই মূলকাদি দ্রব্য সকল বস্ত্রখণ্ডাবৃত এবং তাহাতে পারদ নিক্ষিপ্ত করিয়া কাঁজীকপূরিত দোলাযন্ত্রে এক দিন স্বেদ দিবে। স্বেদদ্বারা পারদ তীব্র হয় এবং মর্দ্দন দ্বারা তাহা সুনির্ম্মল হইয়া থাকে॥ ১৩৯—১৪৮

মর্দ্দন—ইষ্টক চূর্ণ (সুর্‌কী) ও চূণ দ্বারা পারদকে প্রথমে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে (তাহা জলে ধৌত করিয়া) দধিদ্বারা, গুড়দ্বারা, সৈন্ধবলবণ দ্বারা, রাইসর্ষপচূর্ণ দ্বারা ও ঝুলদ্বারা মর্দ্দন করিবে।

অন্য প্রকার—ঘৃতকুমারী চিতা রক্তসর্ষপ ও বৃহতীর ক্বাথে এবং ত্রিফলার ক্বাথেও তিন দিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে পারদ সর্ব্বমলে বিমুক্ত হইয়া থাকে॥ ১৪৯। ১৫০

মূর্চ্ছন—ত্রিকটু, ত্রিফলা, বন্ধ্যাকন্দ (বাঁদ্‌রা, পরগাছা), কণ্টকারী, বৃহতী, চিতা, ঊর্ণা (ঊর্ণমেষকা), হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারী, আকন্দপত্ররস ও ধুতুরাপত্ররস, ইহাদের কষায়ে সাতবার মর্দ্দন করিলে পারদ সংমূর্চ্ছিত হইয়া সপ্তকঞ্চুকদোষ পরিত্যাগ করে॥ ১৫১। ১৫২

ঊর্দ্ধপাতন—তুঁতে ও সুবর্ণমাক্ষিকের সহিত পারদকে ঘৃতকুমারীর রসে এরূপ মর্দ্দন করিবে যেন পারদ পৃথক্ দৃষ্ট না হয়। এইরূপ মর্দ্দনে পারদকে নষ্টপিষ্টীকৃত করিয়া বিদ্যাধর যন্ত্রে (ডমরুযন্ত্রে) তাহার ঊর্দ্ধপাতন করিবে॥ ১৫৩

অধঃপাতন—ত্রিফলা, শজিনামূল, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ ও রাইসর্ষপচূর্ণের সহিত পারদকে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনকরত তদ্দ্বারা ভূধরযন্ত্রের ঊর্দ্ধপাত্র প্রলিপ্ত করিয়া বনঘুঁটের অগ্নিতে সেই ভূধরযন্ত্রে পারদের অধঃপাতন করিবে। তাহাতে পারদ বিশুদ্ধ হইবে। স্বেদনাদি ক্রিয়াসকল দ্বারা পারদ যখন বিশোধিত হয়, তখন সকল কার্য্যে প্রযোজ্য হইয়া ক্রিয়াসাধন করে॥ ১৫৪—১৫৬

মুখ্যদোষহর শোধনবিধি—ঘৃতকুমারী পারদের মলদোষ নাশ করে, ত্রিফলা অগ্নিদোষ নাশ করে, চিতা বিষদোষ নাশ করে, অতএব এই কয়টি দ্রব্য মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা পারদকে সাতবার মূর্চ্ছিত করিবে॥ ১৫৭

সর্ব্বদোষহর সংক্ষিপ্ত শোধন বিধি—ঘৃতকুমারী, চিতা, রক্তসর্ষপ ও বৃহতী ইহাদের কষায়ে অথবা ত্রিফলার কষায়ে তিনদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে পারদ সর্ব্বমল হইতে বিমুক্ত হয়। ঘৃতকুমারী ও হরিদ্রাচূর্ণে একদিন বিমর্দ্দন করিলে পারদের ষণ্ডদোষ নিশ্চয়ই দূরীভূত হয়। বহুওষধী কষায়ে স্বেদিত হইলে পারদ বলবান্ হয়। যথা—সর্পাক্ষী (গন্ধনাকুলী), চিঞ্চিকা (তেঁতুল), বন্ধ্যা (পরগাছা, বাঁদ্‌রা), ভীমরাজ ও মুতা এই সকল দ্রব্যের কষায়ে স্বেদিত করিলে পারদ বলবান্ হয়। তৎপরে চিতার ক্বাথে স্বিন্ন হইলে অতি দীপ্তিমান হইয়া থাকে॥ ১৫৮—১৬০

পারদের মারণবিধি—ঝুল, পারদ, তোরী, গন্ধক ও নিশাদল এই সকল দ্রব্য সমান সমানভাগে লইয়া অম্লরসে একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। এবং একটি কাচকূপীর (বোতলের) চতুর্দ্দিক্ মৃত্তিকা ও বস্ত্র দ্বারা (নেকড়া দ্বারা) বিলেপিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। অনন্তর সেই মর্দ্দিত পারদ বোতলের ভিতর ন্যস্ত করিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিবে। পরে একটি হাঁড়ীর তলায় ছিদ্র করিয়া সেই সচ্ছিদ্র হাঁড়ীর মধ্যে ছিদ্রোপরি সেই বোতলটি বসাইবে। এবং হাঁড়ীর মধ্যে বালুকা নিক্ষেপ করিয়া বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া প্রথমে নিম্নে ধীরে ধীরে অগ্নির জ্বাল দিবে, ক্রমে অগ্নি বর্দ্ধিত করিবে। এইরূপে দ্বাদশ প্রহর পাক করিলেই পারদ মৃত হইবে। পাকান্তে শীতল হইলে

বোতলটি ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধগত গন্ধক ত্যাগ করিয়া অধঃস্থ মৃত পারদ গ্রহণ করিবে, এই পারদ উপযুক্ত-মাত্রায় যথোচিত অনুপানসহ সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে।

অন্য প্রকার—আপাঙ্গের বীজে দুইটি মূষা (মূচী) কল্পনা করিবে। এবং ডুমুরের আঠায় পারদকে মাড়িয়া তাহা সেই মূষাপুটে রাখিবে। তৎপরে ঘলঘসেব্ফুল বিড়ঙ্গ ও অরিমেদ (গুয়ে বাব্‌লা) ইহাদের চূর্ণ সেই মূষাপুটস্থ পারদের উর্দ্ধ ও অধোভাগে নিক্ষেপ করিয়া মূষাপুট মৃত্তিকাদিদ্বারা বদ্ধ করিবে। পরে তাহা অপর একটি মৃন্ময় মূষার অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিলে একপুটেই পারদ ভস্ম হইবে। এই পারদ ভস্ম যথোপযুক্ত স্থলে যথোপযুক্ত মাত্রায় ও যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

অন্য প্রকার—ডুমুরের আঠায় পারদকে কিঞ্চিৎ মর্দ্দিত করিবে। এবং ডুমুরের আঠায় হিঙ্ মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা দুইটি মূষা কল্পনা (প্রস্তুত) করিবে। পরে পারদকে সেই মূষাপুটে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা মূষাপুট মুদ্রিত করিবে। এবং সেই মূষাপুট বড় একটি মৃন্মূষাপুট মধ্যে স্থাপন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিলে একপুটেই পারদ ভস্ম হইবে।

অন্য প্রকার—পানের রসে পারদকে মর্দ্দন করিয়া তাহা কর্কোটীকন্দের মধ্যে স্থাপন করিবে। তদনন্তর উহা অপর একটি মৃন্মূষার মধ্যে রাখিয়া পাক করিলে ভস্মতা প্রাপ্ত হইবে॥ ১৬১—১৭২

কর্পূররসের বিধি—সংক্ষিপ্ত শোধন বিধানে পারদকে শোধিত করিবে। এবং গেরিমাটী, ইষ্টক, খড়ী, ফট্‌কিরী, সৈন্ধব, বল্মীক-মৃত্তিকা, ক্ষারলবণ ও ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা (যে মৃত্তিকা দ্বারা ভাঁড় প্রভৃতি রঞ্জিত করে) ইহাদের প্রত্যেকটি পারদের তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণীকৃত ও বস্ত্রে গালিত করিবে। পরে এই সকল চূর্ণের সহিত পারদ মিশাইয়া এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনান্তে তাহা একটি হাঁড়ী মধ্যে রাখিয়া সেই হাঁড়ীর মুখে অপর একটি তুল্যহাঁড়ীর মুখ স্থাপন করিয়া সবস্ত্র কুট্টিত মৃত্তিকা দ্বারা উভয় হাঁড়ীর মুখসন্ধি প্রলিপ্ত করিবে এবং প্রলেপকে শুকাইয়া পুনর্ব্বার সেই প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে। এইরূপে বারংবার হাঁড়ী দ্বয়ের মুখসন্ধি উত্তমরূপপ্রলিপ্ত ও সংশুষ্ক করিয়া তাহা চুল্লীর উপর বসাইয়া চারিদিন কাল নিরন্তর জ্বাল দিতে থাকিবে। তৎপরে এক অহোরাত্র সেই হাঁড়ী যত্নপূর্ব্বক অঙ্গারাগ্নির উপর বসাইয়া রাখিবে। অনন্তর শীতল হইলে হাঁড়ীর মুখ ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করিয়া উর্দ্ধস্থালীগত কর্পূরবৎ সুবিমল গুণবত্তর পারদকে গ্রহণ করিবে। ইহাই কর্পূর রস (বা রসকর্পূর) নামে অভিহিত। লবঙ্গ চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমের সহিত কর্পূররস খাইলে সোপদ্রব ফিরঙ্গ ব্যাধি (গর্‌মি রোগ) শীঘ্র প্রশমিত হয়। যে ব্যক্তি সতত কর্পূর রস সেবন করে, তাহার অগ্নির দীপ্তি, দেহের পুষ্টি ও বিপুল বল হয় এবং সে শত রমণী রমণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ১৭৩—১৮১

সিন্দূররস—শোধিত পারদ চারিভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ এব কৃত্রিম গন্ধক একভাগ অথবা শোধিত পারদ একভাগ ও শোধিত গন্ধক অর্দ্ধভাগ লইয়া একদিন মর্দ্দন করত কজ্জলী করিবে। এবং একটি কাচকূপী (বোতল) সবস্ত্রকুট্টিত-মৃত্তিকা দ্বারা উপর্য্যুপরি তিনবার উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিয়া শুষ্ক করণানন্তর তন্মধ্যে কজ্জলী নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই কূপী বালুকা যন্ত্রে স্থাপন করিয়া নিরন্তর চারিদিন অগ্নি সন্তাপে পারদ পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে কাচকূপীর উর্দ্ধ সংলগ্ন সিন্দূর সদৃশ পারদ গ্রহণ করিবে। ইহাই সিন্দূর রস (বা রসসিন্দূর) নামে অভিহিত॥ ১৮২—১৮৬

এইরূপে মারিত ও মূর্চ্ছিত পারদের গুণ ইহা—কৃমি ও কুষ্ঠনাশক, জয়দ (কার্য্য সিদ্ধিকর), দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক, সারক অকালমৃত্যুহর, মহাবীর্য্য, যোগবাহী, জরাহর, স্মৃতি-ওজঃ ও রূপপ্রদ, বৃষ্য (কামুকহিত) বৃদ্ধিকারক, ধাতুবর্দ্ধক, ষণ্ডত্বনাশক, শূর, খেচর ও অতি সিদ্ধিদায়ক। পারদ—সকলরোগহর, ষড়্‌রস ও নিখিল যোগবাহক অর্থাৎ ইহা সকল রোগের সকল ঔষধের সহিতই যোজিত হইয়া সকল রোগ নাশেই সমর্থ। পারদ—পঞ্চভূতময়, সেইজন্য ইহা পঞ্চভূত গুণে বিরাজ করে। রসামৃতে উক্ত আছে—মানবের বা হস্তির অথবা ঘোটকের যে রোগের যে ঔষধ, সেই ঔষধের সহিতই পারদ যোজিত হইয়া সেই রোগকে নাশ করিয়া থাকে॥ ১৮—১৯০

অথ উপরসের শোধনবিধি।

হিঙ্গুলের শোধনবিধি—মেষদুগ্ধে ও অম্লবর্গে হিঙ্গুলকে যত্নপূর্ব্বক সাতবার ভাবনা দিলে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৯১

বিশুদ্ধ হিঙ্গুলের গুণ—ইহা তিক্ত-কষায়-কটুরস, নেত্ররোগনাশক ও কফপিত্তহারক। হিঙ্গুল হৃল্লাস (বমনবেগ), কণ্ডূ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরবিষ নাশ করে॥ ১৯২

হিঙ্গল হইতে পারদ নিষ্কাশনের বিধান নেবুর রসে বা নিমপাতার রসে হিঙ্গুলকে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া পারদের ন্যায় ইহার ঊর্দ্ধ পাতন করিবে। পরে ঊর্দ্ধস্থালী সংলগ্ন পারদ গ্রহণ করিবে। এই পারদ বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট, ইহা সর্ব্ব কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে॥ ১৯৩। ১৯৪

অশুদ্ধ গন্ধকের দোষ—অশুদ্ধ গন্ধক—কুষ্ঠ পিত্তরোগ ও ভ্রমরোগ উৎপাদন করে এবং বলবীর্য্য ও রূপ নাশ করে। অতএব গন্ধককে বিশোধিত করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১৯৫

শোধনবিধি—লৌহ পাত্রে (লোহার হাতায় বা তদ্বৎ কোন লৌহ পাত্রে) কিঞ্চিৎ ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া তাহা অগ্নিতে তপ্ত করিবে। পরে সেই ঘৃতে সম পরিমিত গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে তাহা একখণ্ড পাত্‌লা বস্ত্রে ঢালিবে। এবং বস্ত্রের নিম্নে একটা দুগ্ধ সমন্বিত পাত্র স্থাপন করিবে। সেই গলিত গন্ধক বস্ত্র হইতে নিঃস্রুত হইয়া দুগ্ধ মধ্যে সমস্ত আসিয়া পড়িবে। ইহাই বিশুদ্ধ গন্ধক, এই গন্ধকই সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য॥ ১৯৬।১৯৭

শোধিত গন্ধকের গুণ—ইহা—কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তজনক, কটুবিপাক, রসায়ন এবং কণ্ডূ বিসর্প-কৃমি–কুষ্ঠ-ক্ষয়-প্লীহ কফ ও বাতনাশক॥ ১৯৮

অশুদ্ধ অভ্রের দোষ—অশোধিত—অভ্র—গুরু ও অগ্নিনাশক। ইহা মানবের কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডুরোগ ও অসহ্য হৃৎপীড়া পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে॥ ১৯৯

অভ্রের শোধনবিধি—কৃষ্ণাভ্রকে অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহার পত্র সকল ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নটের রস ও অম্লরসে আট প্রহর কাল ভাবনা দিবে। তাহাতে অভ্র বিশোধিত হইবে॥ ২০০

অভ্রের মারণ—অভ্রকে ধান্যাভ্র করিয়া তাহাকে শুষ্ক করত আকন্দের আঠায় খলে এক দিন মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনানন্তর তাহাকে চক্রাকার করিবে। পরে তাহা আকন্দ পত্রে বেষ্টন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ সাতবার আকন্দ আঠায় মর্দ্দন ও সাতবার গজপুটে পাক করিতে হইবে। তাহার পর বটের ঝুরির ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া তদ্বৎ তিন বার পুট দিবে। ইহাতে অভ্র নিশ্চয়ই মারিত হইবে। এই মারিত অভ্র সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। মারিত অভ্র এবং তত্তুল্য ঘৃত একটা লৌহ পাত্রে পাক করিবে। ঘৃত জীর্ণ হইলে সেই অভ্র সকল যোগে (ঔষধে) যোজনা করিবে॥ ২০১—২০৪

ধান্যাভ্রের বিধি—অভ্র ও অভ্রের চতুর্থাংশ শালিধান্য একত্র করিয়া তাহা একখানা কম্বলে বান্ধিয়া ত্রিরাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে সেই জলক্লিন্ন অভ্র হস্ত দ্বারা কম্বলের উপর মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে গলিত হইয়া যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভ্রচূর্ণ বাহির হইবে, তাহাই ধান্যাভ্র নামে অভিহিত। অভ্র মারণে সেই ধান্যাভ্রই প্রশস্ত॥ ২০৫। ৩০৬

মারিত অভ্রের গুণ—ইহা কষায়-মধুর রস, সুশীতল, আয়ুষ্কর ও ধাতুবর্দ্ধক। অভ্র—ত্রিদোষ, ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহোদর, গ্রন্থি, বিষ ও কৃমি প্রভৃতি রোগ সকল নাশ করে, শরীরকে দৃঢ় করে ও বীর্য্য বৃদ্ধি করে। মৃতাভ্র সেবী নিত্য শত যুবতী রমণীর সহিত রমণ করিতে সমর্থ হয়, তাহার সিংহতুল্য বিক্রমশালী দীর্ঘায়ুঃ পুত্র সকল উৎপন্ন হয় এবং তাহার কখন অকাল মৃত্যুর ভয় থাকে না॥ ২০৭।২০৮

অশুদ্ধ হরিতালের দোষ—অশুদ্ধ হরিতাল আয়ুনাশক, কফ বায়ু ও মেহজনক এবং শরীরে তাপ ও স্ফোটকজনক, অঙ্গসঙ্কোচকারক, অতএব তাহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিবে॥ ২০৯

হরিতালের শোধন—হরিতালকে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ কাঞ্জিক পূরিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহর, কুষ্মাণ্ড রস পূরিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহর, তিলতৈল পূরিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহর এবং ত্রিফলার ক্বাথ পূরিত দোলা যন্ত্রে এক প্রহর পাক করিবে। এইরূপে চারি প্রহর কাল দোলাযন্ত্রে পাক করিলে হরিতাল বিশুদ্ধ হয়॥ ২১০।২১১

হরিতালের মারণবিধি—শুদ্ধ ও সদল হরিতাল পুনর্নবার রসে এক দিন খলে মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে। এবং একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধাংশ পুনর্নবার ক্ষারে পূর্ণ করিয়া তদুপরি ঐ

হরিতাল গোলক স্থাপন করিবে। স্থাপনানন্তর সেই পুনর্ব্বারই ক্ষার নিক্ষেপ দ্বারা হাঁড়ীর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রপূরিত করিবে। পরে হাঁড়ীর মুখে একখানা শরা চাপা দিয়া সেই হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া পাঁচ দিন নিরন্তর অগ্নির জ্বাল দিবে এবং ক্রমে অগ্নি বর্দ্ধিত করিবে। এইরূপে পাক করিলে হরিতাল মারিত হইবে। ইহার মাত্রা এক রতি। অনুপান অনেক, যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবে॥ ২১২—২১৫

এইরূপে শোধিত ও মারিত হরিতালের গুণ—ইহা কটু-কষায়, স্নিগ্ধ এবং উষ্ণবীর্য্য, বিষ-কণ্ডূ-কুষ্ঠ-মুখরোগ-রক্তদুষ্ট-কফ পিত্ত ও কেশব্রণ নাশক।

অন্য বচন—শোধিত ও মারিত হরিতাল-কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ সকল নাশ করে, অকাল মৃত্যু ও জরা নিবারণ করে এবং কান্তি বীর্য্য ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করে॥ ২১৬।২১৭

অশুদ্ধ মনঃশিলার দোষ—মনঃশিলা—হরিতালেরই ভেদ মাত্র। উভয়ের বিশেষ এই—হরিতাল-অতি পীতবর্ণ, মনঃশিলা—রক্তবর্ণ। অশুদ্ধমনঃশিলা—দৌর্ব্বল্য ও ক্রিমিজনক, মল ও মূত্র রোধক এবং শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক। (অতএব শোধন করিয়া মনঃশিলা ব্যবহার করিবে)॥ ২১৮।২১৯

মনঃশিলাশোধন—ছাগমূত্র পূরিত দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিলে এবং ছাগপিত্তে সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয়॥ ২২০

এইরূপে শোধিত মনঃশিলার গুণ—শোধিত মনঃশিলা—গুরু, বর্ণ প্রসাদক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ এবং বিষ-শ্বাস-কাস ভূতাবেশ-কফ ও রক্তদুষ্ট নাশক॥ ২২১

খর্পর—তুঁতেভেদ; তাহার শোধন—খর্পরকে নরমূত্রে ও গোমূত্রে এক সপ্তাহ দোলাযন্ত্রে পাক করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়। শোধনানন্তর খর্পর সকল কার্য্যে প্রযোজ্য॥ ২২২

শোধিত খর্পরের গুণ—ইহা কটু-ক্ষার কষায় রস, বামক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতবীর্য্য, নেত্রহিত এবং কফ-পিত্ত-বিষ-অশ্মরী-কুষ্ঠ ও কণ্ডূনাশক॥ ২২৩

সর্ব্ব উপরসের সাধারণ শোধনবিধি—তদ্‌যথা—সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে), বজ্রকন্দ (সকরকন্দ আলু), কদলী, দেবদালিকা (মাকাল), সজিনা, ঘোষা, পরগাছা, কাকমাচী ও বালা, ইহাদের কাহারও রসে, ক্ষারত্রয় (সাচিক্ষার যবক্ষার ও সোহাগা) ও লবণের সহিত এবং অম্লবর্গে একদিন যত্নপূর্ব্বক ভাবনা দিবে। তৎপরে ঐ সকল দ্রবেরই সহিত দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার উপরস বিশুদ্ধ হইবে। বিশেষ কথন—কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিক (গেরিমাটী), শঙ্খ, কাসীস (হীরাকস), সোহাগা, নীলাঞ্জন (সৌবীরাঞ্জন), শুক্তিভেদ সকল, ক্ষুল্লক (ক্ষুদ্রশঙ্খ) ও কড়ী এই সকল দ্রব্য জামির লেবুর রসে স্নিগ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে ধৌত করিলে উহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদিগকে বিশোধিত করিয়া ঔষধসকলে যোগ করিবে। (ঐ সকল দ্রব্যের গুণ গুণগ্রন্থে দ্রষ্টব্য)॥ ২২৪—২২৮

রত্নসমূহের শোধনমারণবিধি।

অশুদ্ধ বজ্রের (হীরকের) দোষ—অশুদ্ধ হীরক সেবন করিলে কুষ্ঠ, পার্শ্বব্যথা, পাণ্ডুতা, ও পঙ্গুত্ব উপস্থিত হয়। অতএব ইহা শোধন করিয়া মারিত করিবে॥ ২২৯

বজ্র শোধন বিধি—বজ্রকে কণ্টকারী কন্দের মধ্যগত করিয়া কুলত্থকলায়ের ও কোদ ধান্যের ক্বাথে তিন দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ২৩০

অন্য প্রকার শোধনবিধি—শুভ দিনে বজ্রকে কণ্টকারী কন্দের মধ্যে পূরিয়া সেই কন্দ মহিষীর বিষ্ঠায় প্রলিপ্ত করিয়া ঘুঁটের আগুনে সমস্ত রাত্রি পাক করিবে। এবং প্রাতঃকালে তাহা অশ্বমূত্রে সিক্ত করিয়া পুনর্বার ঐরূপ পাক করিবে। এইরূপ সাত দিন করিলেই বজ্র বিশুদ্ধ হইবে॥ ২৩১। ২৩২॥

বজ্রের মারণবিধি—বজ্রকে পোড়াইয়া তপ্ত তপ্ত তাহা হিঙ্গু ও সৈন্ধব সংযুক্ত কুলত্থক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ এক বিংশতি বার করিলেই বজ্র ভস্ম হইবে।

অন্য প্রকার মারণবিধি—মেষের শৃঙ্গ, ভুজঙ্গের অস্থি, কূর্ম্মের পৃষ্ঠাস্থি, অম্লবেতস এবং শশকের দন্ত, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মনসার আঠায় পেষণ করিয়া তাহা গোলাকৃতি করিবে।

এবং বজ্রকে সেই গোলকের মধ্যগত করিয়া পোড়াইবে। ইহাতেও বজ্র ভস্ম হইয়া থাকে ॥ ২৩৩-২৩৪

মারিত বজ্রের গুণ—মারিত বজ্র সেবন করিলে আয়ুর্বর্দ্ধিত হয়, দেহ পুষ্ট হয়, বল বীর্য্য বর্ণ ও সৌখ্য উৎপন্ন হয় এবং নিশ্চয়ই সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৩৫

অবশিষ্ট রত্ন সমূহের শোধন মারণ বিধি—অন্যান্য রত্ন সকলের শোধন ও মারণ বজ্রের ন্যায়ই করিতে হইবে। সেই সকল শোধিত ও মারিত রত্নের গুণ বর্ণন করিতেছি শুন।—মণিসকল—শীতবীর্য্য, মধুর-কষায় রস, নেত্রহিত, লেখন, সারক ও বিষহারক। মণিসকল অঙ্গে ধারণ করিলে মঙ্গল হয় এবং গ্রহদৃষ্ট নাশক হইয়া থাকে।

টীকা।—উপরত্ন সমূহের শোধন মারণ বিধি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়া লইবে ॥ ২৩৬।২৩৭

বিষসমূহের শোধনবিধি।

বৎসনাভের স্বরূপ নিরূপণ—যাহার পত্র সিন্দুবার পত্র সদৃশ এবং আকৃতি বৎসনাভিবৎ, যাহার পার্শ্বে বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই বৎসনাভ বিষ বলিয়া জানিবে ॥ ২৩৮

বিষের শোধনবিধি—বিষকে তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া পরে রক্ত সর্ষপ তৈলাক্ত বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই বিষ বিশুদ্ধ হইবে। বিষের যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, শোধন করিলে সে সকল গুণ হীন হইয়া থাকে। অতএব শোধন করিয়া বিষ প্রয়োগ করিবে ॥ ২৩৯। ২৪০

বিষের গুণ—বিষ—প্রাণহর, ব্যবায়ি, বিকাশি, আগ্নেয়, বাতশ্লেষ্মনাশক, যোগবাহি ও মদাবহ। কিন্তু এই বিষই যুক্তিযুক্ত হইলে প্রাণদায়ি ও রসায়ন হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ যোগবাহি বলিয়া বাতশ্লেষ্ম ও সন্নিপাত নাশক হয়।

টীকা—ব্যবায়ী—যাহা সেবিত হইয়াই অগ্রে সকল শরীরে গুণ ব্যাপন করিয়া পশ্চাৎ পাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ব্যবায়ী কহা যায়। বিকাশী—যাহা ওজঃ শোষণ পূর্ব্বক সন্ধিবন্ধ শিথিল করণশীল, তাহাকে বিকাশী কহা যায়। আগ্নেয়—যাহাতে অধিক অগ্ন্যংশ আছে, তাহাকে আগ্নেয় কহা যায়। যোগবাহী—যাহা সঙ্গিগুণ গ্রাহক তাহাকে যোগবাহী কহা যায়। মদাবহ—যাহা তমোগুণ প্রাধান্যে বুদ্ধি বিধ্বংস করে, তাহাকে মদাবহ কহা যায় ॥ ২৪১।২৪২

উপবিষ সকলের নিরূপণ—আকন্দ আঠা, মনসা আঠা, ঈশলাঙ্গলা, করবীর, গুঞ্জা, অহিফেন ও ধুতূরা এই সাতটি উপবিষ জাতি।

টীকা।—ইহাদের শোধন নিজে নিজে বিবেচনা করিয়া স্থির করিবে। এবং যে যে স্থানে এইসকল দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে ইহাদের গুণ সকল দেখিবে ॥ ২৪৩

কোন্ প্রকার ঔষধদ্রব্যের গুণ কত দিন পর্য্যন্ত থাকে তাহা কথিত হইতেছে—যে সকল ঔষধ দ্রব্য উক্ত হইল, এক বৎসরের পর তাহারা গুণহীন হয়। তাহাদিগকে চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণ দুইমাসের পর হীনবীর্য্যতা প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগকে গুটিকা ও লেহে পরিণত করিলে এক বৎসরের পর হীনত্ব পায়। এবং ঘৃত তৈলাদি যোগ সকল, এক বৎসর চারিমাসের পর (ষোলমাসের পর) গুণ হীন হইয়া থাকে ॥ ২৪৪। ২৪৫

ঘৃত ও তৈলের বিশেষ—(তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে)—পক্ক ঘৃত এক বৎসরের পর গুণহীন হইতে থাকে। কিন্তু তৈল পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, তাহার গুণ বহুকাল থাকে। (টীকার ব্যাখ্যা—এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, পক্ক তৈল ষোলমাসের মধ্যে গুণাধিক থাকে)।

ধান্যাদি ওষধি সকল এক বৎসরের পর নির্ব্বীর্য্য ও লঘুপাক হয়। কিন্তু আসব ধাতু ও রস সকল (পারদাদি) পুরাণ হইলে গুণযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪৬—২৪৭

ইতি ধাত্বাদি-শোধনাদি বিধি।

অথ স্নেহপানবিধি।

স্নেহ চতুর্বিধ যথা—ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ কাল পরে স্নেহপান করা কর্ত্তব্য। স্নেহ দ্বিযোনি যথা—স্থাবর ও জঙ্গম অর্থাৎ কতকগুলি স্নেহ স্থাবর হইতে উৎপন্ন এবং কতকগুলি জঙ্গম হইতে উৎপন্ন হয়। স্থাবর স্নেহ মধ্যে তিলতৈল এবং জঙ্গম স্নেহ মধ্যে ঘৃতই শ্রেষ্ঠ। দুইটি স্নেহের সংযোগে, তিনটি স্নেহের সংযোগে এবং চারিটি স্নেহের সংযোগে যথাক্রমে যমক স্নেহ, ত্রিবৃত স্নেহ এবং মহাস্নেহ হইয়া থাকে, অর্থাৎ মিলিত ঘৃত তৈলে যমকাখ্য স্নেহ, মিলিত ঘৃত তৈল ও বসা দ্বারা ত্রিবৃতাখ্য স্নেহ এবং মিশ্রিত ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জাদ্বারা মহাস্নেহ হয়। তিনদিন চারিদিন পাঁচদিন বা ছয়দিন স্নেহ পান করিবে। (টীকার ব্যাখ্যা—মৃদু, মধ্য ও ক্রূর কোষ্ঠকে অপেক্ষা করিয়া তিনদিন চারিদিন পাঁচদিন বা ছয়দিন স্নেহ পান করিবে। কারণ—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি তিনদিন স্নেহ সেবনে স্নিগ্ধ হয়; মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তি চারিদিন স্নেহ সেবনে স্নিগ্ধ হয়; এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি পাঁচদিন বা ছয়দিন স্নেহ সেবনে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। সেবিত স্নেহ সাতদিনের পর সাত্ম্যীভূত হয়। অর্থাৎ কি মৃদুকোষ্ঠ কি মধ্যকোষ্ঠ কি ক্রূরকোষ্ঠ সকলেরই সপ্তরাত্রের পর স্নেহ সাত্ম্যীভূত হইয়া থাকে। তাহা বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি, কোষ্ঠের শুদ্ধি এবং অঙ্গের, স্বরের ও বাক্যের মৃদুত্ব ও স্নিগ্ধত্ব, অঙ্গের লঘুত্ব, ধাতুর পুষ্টি, দন্তের দৃঢ়তা, জরাহীনতা, বলের বৃদ্ধি ও বর্ণের নির্ম্মলতা সাধন করে। ভক্তদ্বেষ ও গ্লানি প্রভৃতি জন্মায় না)। বুদ্ধিমান্ ভিষক্ দোষ কাল বয়স অগ্নি ও বল অবলোকন করিয়া স্নেহের হীন মাত্রা মধ্যমাত্রা ও জ্যেষ্ঠমাত্রা প্রয়োগ করিবে। অনুপযুক্ত মাত্রায় বা অনুপযুক্ত কালে স্নেহ পান করিলে, অথবা স্নেহপান করিয়া অনুচিত আহার বিহার করিলে সেই পীতস্নেহ—শোথ, অর্শঃ, তন্দ্রা, নিদ্রা ও সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে।

দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে একপল পর্য্যন্ত (আট তোলা পর্য্যন্ত), মধ্যমাগ্নি ব্যক্তিকে ত্রিকর্ষ পর্য্যন্ত (ছয় তোলা পর্য্যন্ত), হীনাগ্নি ব্যক্তিকে দ্বিকর্ষ পর্য্যন্ত (চারি তোলা পর্য্যন্ত), স্নেহ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। স্নেহপান সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মত অপর তিন প্রকার মাত্রা প্রচলিত আছে, তদ্‌যথা—স্নেহের যে মাত্রা সমস্ত দিবা রাত্রে জীর্ণ হয়, তাহাকে মহতী মাত্রা; যে মাত্রা দিবাভাগ মধ্যে জীর্ণ হয়, তাহাকে মধ্যমা মাত্রা এবং যে মাত্রা অর্দ্ধ দিনে জীর্ণ হয়, তাহাকে অল্পামাত্রা বলিয়া জানিবে। অল্পামাত্রা সুখাবহা, তাহা অগ্নির দীপ্তিকর ও বৃষ্য এবং অল্পদোষে সুপূজিত। মধ্যমমাত্রা—স্নেহন, বৃংহণ ও ভ্রমনাশক। জ্যেষ্ঠমাত্রা—কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ ও গ্রহাপস্মার নাশক। মাত্রা সম্বন্ধে সুশ্রুতও কহিয়াছেন—যে মাত্রায় স্নেহপান করিলে তাহা দিবসের প্রথম প্রহর গত হইলেই পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সে মাত্রা অগ্নিদীপক এবং অল্পদোষে সুপূজিত; যে মাত্রায় স্নেহপান করিলে তাহা দিবসের অর্দ্ধভাগ অতীত হইলেই পরিপাক পাইয়া থাকে, সে মাত্রা বৃষ্য বৃংহণ ও মধ্যদোষে সুপূজিত; আর যে মাত্রায় স্নেহপান করিলে তাহা দিবসের শেষপ্রহরে পরিপাক হয়, সে মাত্রা স্নেহন জানিবে এবং তাহা বহুদোষে সুপূজিত। পিত্তাধিক্যে কেবল ঘৃত, বাতাধিক্যে সৈন্ধব সংযুক্ত ঘৃত এবং বহুকফে চিতা ত্রিকটু ও যবক্ষারসংযুক্ত ঘৃত প্রদেয়।

রুক্ষ ক্ষত ও বিষার্ত্ত ব্যক্তিদিগের, বাতরোগী ও পিত্তরোগীদিগের এবং মেধা ও স্মৃতিহীন ব্যক্তিদিগের ঘৃতপান প্রশস্ত। আর যাহারা কৃমিকোষ্ঠ, যাহারা বাতাক্রান্ত, যাহাদের কফ ও মেদঃ প্রবৃদ্ধ, যাহারা তৈল সাত্ম্য (তৈল সেবন যাহাদের সতত অভ্যাস) এবং যাহারা শরীরের দৃঢ়তাপ্রার্থী, তাহাদের তৈল পান হিতকর। যাহারা ব্যায়াম দ্বারা (শরীর শ্রম দ্বারা) কর্ষিত, যাহাদের শুক্র ও শোণিত শুষ্ক, যাহারা মহারুগ্ন এবং যাহাদের অগ্নিপ্রবল বায়ুপ্রবল ও প্রাণ (বল) অধিক, তাহাদিগকে বসাপান যোগ্য বলিয়া জানিবে। এবং যাহারা ক্রূরাশয় (ক্রূরকোষ্ঠ) ক্লেশসহ, বাতার্ত্ত ও দীপ্তাগ্নি তাহাদের পক্ষে মজ্জা বা ঘৃত সর্ব্বতঃ (সকল স্নেহ অপেক্ষা) হিতকর।

শীতকালে দিবসে, গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে, বাতপিত্তাধিক্যে রাত্রিতে এবং বাতশ্লেষ্মাধিক্যে দিবসে

স্নেহপান করিবে। নস্যে অভ্যঙ্গে গণ্ডূষে এবং মস্তক কর্ণ ও নেত্র তর্পণে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ঘৃতে ঈষদুষ্ণ জল অনুপান, তৈলে যূষ অনুপান এবং বসায় ও মজ্জায় মণ্ড অনুপান প্রশস্ত ও সুখাবহ। স্নেহদ্বেষিদিগকে, শিশুদিগকে, বৃদ্ধদিগকে, সুকুমারদেহ ব্যক্তিদিগকে কৃশব্যক্তিদিগকে ও তৃষ্ণালুব্যক্তিদিগকে এবং গ্রীষ্ম-সময়ে অন্নের সহিত স্নেহ পান করিতে দিবে।

বহুতিল ও অল্পতণ্ডুলে যবাগূ পাক করত তাহা ঘৃতে সংস্কৃত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে সদ্যঃ স্নেহন ক্রিয়া সাধিত হয়। দোহনপাত্রে চিনি মিশ্রিত ঘৃত রাখিয়া তাহাতে গো দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ রুক্ষ ব্যক্তি পান করিলে সদ্যঃ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

অবৈধ আচরণ হেতু বা অধিক পরিমাণে স্নেহ পান হেতু যাহার স্নেহ পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, অথবা উদরকে বিষ্টব্ধ করিয়া পরে পরিপাক পায়, উষ্ণজল পান দ্বারা তাহার বমন করাইবে। স্নেহের অজীর্ণ শঙ্কা হইলে অর্থাৎ অপরিপাক বোধ করিলে উষ্ণজল পান করিবে, তাহাতে উদ্গার শুদ্ধি হইবে ও অন্নের প্রতি রুচি জন্মিবে। পিত্তাধিক ব্যক্তির অগ্নি স্নেহপান দ্বারা যদি খরতরীকৃত হয় এবং তজ্জন্য যদি তাহার বিষম তৃষ্ণা জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে শীতল পায়স পান করিতে দিবে। তাহাতে তাহার তৃষ্ণা প্রশমিত হইবে।

অজীর্ণরোগী, উদররোগী, তরুণজ্বরগ্রস্তরোগী, দুর্ব্বল ব্যক্তি, অরোচক রোগাক্রান্তব্যক্তি, স্থূলব্যক্তি, মূর্চ্ছারোগান্বিত ব্যক্তি, মেহরোগী এবং যে ব্যক্তিকে বস্তি দেওয়া হইয়াছে বা বিরেচন করান হইয়াছে, অথবা বমন করান হইয়াছে, সে ব্যক্তি, তৃষ্ণা বা শ্রমান্বিত ব্যক্তি এবং আসন্নপ্রসবা স্ত্রী স্নেহ বর্জ্জন করিবে। দুর্দ্দিনেও (ঝড়বৃষ্টির দিনেও) স্নেহ পান করিবে না।

যাহারা স্বেদ্য (যাহাদিগকে স্বেদ দিতে হইবে), যাহারা সংশোধ্য (যাহাদিগকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন করিতে হইবে), যাহারা মদ্য-পানাসক্ত, মৈথুনাসক্ত, ব্যায়ামাসক্ত ও চিন্তক (সদা চিন্তান্বিত), যাহারা বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, রুক্ষ, ক্ষীণরক্ত, ক্ষীণশুক্র এবং যাহারা বাতার্ত্ত ও তিমির রোগার্ত্ত, তাহাদের পক্ষে স্নেহন (স্নেহ পান দ্বারা স্নিগ্ধতা সাধন) হিতকর।

সম্যক্ স্নিগ্ধের লক্ষণ—বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি, মলের স্নিগ্ধতা ও সরলতা, অঙ্গের কোমলত্ব ও স্নিগ্ধত্ব, গ্লানি, স্নেহদ্বেষ, অঙ্গলাঘব এবং ইন্দ্রিয়ের বৈমল্য সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। রুক্ষের লক্ষণ ইহার বিপরীত।

অতিস্নিগ্ধের লক্ষণ—ভক্তদ্বেষ (অন্নে অনভিলাষ), মুখস্রাব, গুহ্যদেশে দাহ, প্রবাহিকা, তন্দ্রা, অতিসার ও পাণ্ডুত্ব (পাঠান্তর-মণ্ডত্ব), অতিরিক্ত স্নিগ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রুক্ষ ব্যক্তির স্নেহদ্বারা স্নেহন এবং অতি স্নিগ্ধ ব্যক্তির, শ্যামাতণ্ডুল ও চণকাদি দ্বারা এবং তক্র পিণ্যাক (তিলখলি) ও শক্তুদ্বারা রুক্ষণ কর্ত্তব্য। স্নেহ-সেবনকারির অগ্নির দীপ্তি, কোষ্ঠশুদ্ধি, ধাতুপুষ্টি, ইন্দ্রিয়দার্ঢ্য, জরারাহিত্য এবং বল ও বর্ণের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। স্নেহ সেবন কালে ব্যায়াম, অতি-শৈত্য, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, দিবা-নিদ্রা, অভিষ্যন্দি দ্রব্য ও রুক্ষান্ন বিসর্জ্জন করিবে॥ ১---৩৫

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে স্নেহপানবিধি।

অথ পঞ্চকর্ম্ম-বিধি।

পঞ্চকর্ম্ম—প্রথম বমন, পরে বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহ ও নাবন (নস্য) এই পাঁচটি পঞ্চকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত ॥ ১

বমনবিধি—চিকিৎসা-নিপুণ ভিষক্ শরৎকালে বসন্তকালে ও প্রাবৃট্কালে বমন এবং বিরেচন করাইবে। বলবান্ ব্যক্তিকে, কফব্যাপ্ত ব্যক্তিকে, হৃল্লাসাদি নিপীড়িত ব্যক্তিকে, বমনসাত্ম্য ব্যক্তিকে ও ধীরচিত্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে। বিষদোষে, স্তন্যরোগে (দুষ্টদুগ্ধপানজনিত বালকের রোগে) অগ্নিমান্দ্যে এবং শ্লীপদ অর্ব্বুদ হৃদ্রোগ কুষ্ঠ বীসর্প মেহ অজীর্ণ ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) বিদারিকা অপচী কাস শ্বাস পীনস বৃদ্ধি অপস্মার জ্বর উন্মাদ রক্তাতিসার নাসাপাক তালুপাক ওষ্ঠপাক কর্ণস্রাব অধিজিহ্বক গলশুণ্ডী অতিসার পিত্তশ্লেষ্মরোগ মেদোরোগ ও অরুচি এই সকল রোগে বমন করাইবে। আর তিমিররোগী গুল্মরোগী উদররোগী কৃশব্যক্তি এবং অতিবৃদ্ধ গর্ভিণী স্থূল ক্ষতাতুর মদার্ত্ত বালক রুক্ষ ক্ষুধিত নিরূহিত-ব্যক্তি উদাবর্ত্তরোগী ঊর্দ্ধরক্তী (যাহার নাসা নেত্র কর্ণ ও মুখমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হয়) দুশ্ছর্দ্য ব্যক্তি (যে ব্যক্তি কর্তৃক রুক্ষকর্কশদ্রব্য ভুক্ত হইয়াছে) কেবল বাতার্ত্ত পাণ্ডুরোগী ক্রিমিব্যাপ্ত এবং পঠন হেতু (পাঠান্তর-পবন হেতু) স্বরভেদবান্, এই সকল ব্যক্তি বমনীয় নহে অর্থাৎ ইহাদিগকে বমন করাইবে না। তবে ইহারাও যদি অজীর্ণপীড়িত বা বিষপীড়িত অথবা কফব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকেও যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। সুকুমার ব্যক্তিকে, কৃশব্যক্তিকে, বালককে, বৃদ্ধকে ও ভীরু ব্যক্তিকে যবাগূ অথবা দুগ্ধ দধি ও তক্র পান করাইয়া বমন করাইবে। অসাত্ম্য ও শ্লেষ্মকর ভোজ্য ভোজন করাইয়া প্রথমে দোষকে উৎক্লেশিত (বহির্গমনোন্মুখ) করত স্নিগ্ধস্বিন্ন ব্যক্তিকে বমন-ঔষধ প্রয়োগ করিলে সম্যক্ বমন হইয়া থাকে। বমনকারক দ্রব্য সমূহের মধ্যে সৈন্ধব ও মধু হিতকর। বমন দ্রব্য বীভৎস (কুরূপ) এবং বিরেচন দ্রব্য তদ্বিপরীত অর্থাৎ সুরূপ প্রয়োগ করিবে। কোন দ্রব্যের ক্বাথ খাওয়াইয়া বমন করাইতে হইলে সেই ক্বাথ্যদ্রব্য অর্দ্ধসের পরিমাণে লইয়া ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া আটসের থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ বমনে প্রয়োগ করিবে। বমনার্থ ক্বাথপানের শ্রেষ্ঠমাত্রা নয়প্রস্থ পর্য্যন্ত ; মধ্যম মাত্রা ছয় প্রস্থ পর্য্যন্ত এবং কনিষ্ঠ মাত্রা তিন প্রস্থ পর্য্যন্ত উক্ত আছে। বমনে বিরেচনে এবং রক্তমোক্ষণে প্রস্থের পরিমাণ সাড়ে ছয় পল জানিবে। বমনার্থ কল্কচূর্ণ ও অবলেহের শ্রেষ্ঠ মাত্রা তিন পল, মধ্যম মাত্রা দুইপল এবং কনিষ্ঠ মাত্রা এক পল। বমনৌষধ সেবন দ্বারা আটবার বমন বেগ উপস্থিত হইলে এবং তদ্দ্বারা দুষ্ট পদার্থ সকল বমন করাইয়া শেষে পিত্তবমন হইতে আরম্ভ হইলে, তাহাই বমনে উত্তমবেগ ; আর ছয় বেগকে মধ্যমবেগ এবং চারিবেগকে কনিষ্ঠবেগ বলিয়া জানিবে। কটু-তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বমনৌষধ দ্বারা কফকে, মধুর ও শীতল বমনৌষধ দ্বারা পিত্তকে এবং মধুরলবণ-অম্ল ও উষ্ণ বমনৌষধদ্বারা বায়ুসংসৃষ্ট কফকে জয় করিবে। কফপীড়ায় পিপুল ময়নাফল ও সৈন্ধব লবণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। পিত্তপীড়ায় পল্তা বাসক ও নিম শীতল জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। শ্লেষ্মসমন্বিত বাতপীড়ায় দুগ্ধের সহিত ময়নাফল পান করাইবে। অজীর্ণে ঈষদুষ্ণজল সহ সৈন্ধব পান করিয়া বমন করাইবে। বমনৌষধ পান করিয়া জানুসম উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া এরণ্ডের নালদ্বারা কণ্ঠাভ্যন্তরদেশ স্পর্শ করিবে, তাহা হইলেই বমন হইবে। দুশ্ছর্দ্দিতে অর্থাৎ সম্যক্ বমন না হইলে মুখস্রাব, হৃদ্গ্রহ (হৃদয় বিবন্ধতা ও হৃদ্ব্যথা), কোঠ ও কণ্ডূ উপস্থিত হয়। অতি বান্তে অর্থাৎ অত্যন্ত বমন হইলে তৃষ্ণা হিক্কা, উদ্গার, সংজ্ঞানাশ, জিহ্বানিঃসরণ, চক্ষুর ব্যাবর্ত্তন (উল্টাইয়া যাওয়া), হনুসংহতি (হনুদ্বয়ের মিলন অর্থাৎ চোয়ালধরা), রক্তবমন, নিষ্ঠীবন (অল্প উদ্গিরণ) ও কণ্ঠপীড়া এই সকল উপদ্রব জন্মে। বমনের অতিযোগ হইলে মৃদু বিরেচন করাইবে। বমনদ্বারা জিহ্বা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলে স্নিগ্ধাম্ললবণসংযুক্ত ঘৃতের দুগ্ধের বা মাংসরসের হৃদ্য কবল ধারণ করিবে ; অপর ব্যক্তিদিগকে

তাহার সম্মুখে অম্লফল খাইতে দিবে। আর জিহ্বা নিঃসৃত হইয়া পড়িলে জিহ্বাকে তিল ও দ্রাক্ষার কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। নেত্র ব্যাবৃত্ত হইয়া গেলে (উল্‌টাইয়া গেলে) তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া ধীরে ধীরে টিপিয়া যথাবস্থিত করিবে। হনুসন্ধি শ্লথ হইয়া পড়িলে বাতশ্লেষ্মনাশক স্বেদ ও নস্য প্রয়োগ করিবে। রক্ত নিষ্ঠীবন হইতে থাকিলে রক্তপিত্তবিধানে চিকিৎসা করিবে। আমলকী, রসাঞ্জন, বেণামূল, খৈ, চন্দন ও জল দ্বারা মন্থ প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মধু চিনি মিশাইয়া পান করাইলে বমনজনিত তৃষ্ণাদি রোগ সকল প্রশমিত হইয়া থাকে। হৃদয় কণ্ঠ ও মস্তকের শুদ্ধি, অগ্নির দীপ্তি, দেহের লঘুতা এবং কফপিত্তের নাশ, সম্যক্ বমন হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। সম্যগ্ বমনানন্তর অগ্নির দীপ্তি হইলে অপরাহ্ণে মুগের দাল, ষষ্টিক বা শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং হৃদ্য জাঙ্গলমাংসরস ভোজন করিতে দিবে। তন্দ্রা নিদ্রা মুখদৌর্গন্ধ্য কণ্ডু গ্রহণী ও আম বিষ এই সকল পীড়া সুবান্ত ব্যক্তিকে কদাচ পীড়া দিতে পারে না। বমন করিয়া একদিন অর্থাৎ সেই দিন অপক্বভোজ্য, শীতলজল, ব্যায়াম (শারীর শ্রম), মৈথুন, স্নেহাভ্যঙ্গ ও রোষ পরিত্যাগ করিবে॥ ১—৩৩

ইতি বমনাধিকার।

বিরেচন বিধি।

রোগিকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ, স্বেদদ্বারা স্বিন্ন ও বমনৌষধদ্বারা বমন করাইয়া পরে সম্যগ্ বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ অবান্ত ব্যক্তির কফ অধঃস্রস্ত হইয়া গ্রহণীকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং অগ্নিমান্দ্য দেহগৌরব বা প্রবাহিকা জন্মায়। অতএব অগ্রে বমন করাইয়া পরে বিরেচন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অথবা পাচন ঔষধ দ্বারা প্রথমে অপক্ব-কফের পরিপাক করা বিধেয়। বসন্ত ও শরৎ ঋতুতে দেহশুদ্ধির জন্য বিরেচন করাইবে। প্রাণ-সঙ্কট কার্য্যে শোধন আবশ্যক হইলে অন্য ঋতুতেও বিরেচনাদিদ্বারা শোধন করিবে। পিত্তপীড়ায়, আমসম্ভূত পীড়ায়, উদররোগে, আধ্মানে, বিশেষতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিতে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা দোষ সকল জিত হইলে তাহাও বরং কখন আবার প্রকুপিত হইতে পারে। কিন্তু যে সকল দোষ শোধন দ্বারা শোধিত হয়, তাহাদের আর কখন পুনরুদ্ভব হয় না।

বালক, বৃদ্ধ, স্নেহদ্বারা অতিস্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভয়ান্বিত, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, স্থূল, গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতা স্ত্রী, মন্দাগ্নি, মদাত্যয়রোগী, শল্যার্দ্দিত ও রুক্ষ এই সকল ব্যক্তি বিরেচনার্হ নহে।

জীর্ণজ্বরী, গরব্যাপ্ত ব্যক্তি, বাতরোগী, ভগন্দর-রোগী এবং অর্শঃ-পাণ্ডু-জঠর গ্রন্থি-হৃদ্রোগ-অরুচি-যোনিরোগ-প্রমেহ-গুল্ম-প্লীহা-ব্রণ-বিদ্রধি-বমি-বিস্ফোট-বিসূচী-কুষ্ঠ-কর্ণরোগ নাসারোগ-শিরোরোগ-মুখরোগ-গুদরোগ—লিঙ্গরোগ—প্লীহশোথ নেত্ররোগ-কৃমিরোগ-ক্ষারপীড়া-অনিলপীড়া-শূল ও মূত্রাঘাত এই সকল পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিরেচন যোগ্য জানিবে।

বহুপিত্তবিশিষ্ট কোষ্ঠকে মৃদু, বহুশ্লেষ্মবিশিষ্ট কোষ্ঠকে মধ্যম এব বহু বাতবিশিষ্ট কোষ্ঠকে ক্রূর-কোষ্ঠ বলিয়া জানিবে, ক্রূরকোষ্ঠ দুর্বিরেচ্য বলিয়া কথিত হয়। মৃদুকোষ্ঠে মৃদু মাত্রায় মৃদুবীর্য্য দ্রব্যের বিরেচন, মধ্যমকোষ্ঠে মধ্যম মাত্রায় মধ্যবীর্য্য দ্রব্যের বিরেচন এবং ক্রূরকোষ্ঠে তীক্ষ্ণমাত্রায় তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের বিরেচন প্রযোজ্য। মৃদুকোষ্ঠে দ্রাক্ষা দুগ্ধ এরণ্ড তৈল দ্বারাই বিরেচন হয়। মধ্যমকোষ্ঠে তেউড়ী কটুকী ও সোন্দালের দ্বারা বিরেচন হয়। ক্রূরকোষ্ঠে—মনসার আঠা, স্বর্ণ ক্ষীরী (চোক্) ও জয়পালাদিদ্বারা বিরেচন হইয়া থাকে।

বিরেচনৌষধ সেবন দ্বারা ত্রিশবার বিরেচন বেগ উপস্থিত হইলে এবং তদ্দ্বারা দুষ্ট পদার্থ সকল বিরেচিত হইয়া শেষে কফনির্গত হইতে আরম্ভ হইলে তাহাই বিরেচনের শ্রেষ্ঠ মাত্রা ; বিংশতি বেগদ্বারা মধ্যমমাত্রা এবং দশবেগ দ্বারা হীনমাত্রা জানিবে। কষায় দ্বারা বিরেচন করাইতে হইলে দুইপল কষায় শ্রেষ্ঠ বিরেচন ; একপল কষায় মধ্যম বিরেচন এবং অর্দ্ধপল কষায় কনিষ্ঠ বিরেচন। কল্ক-মোদক ও চূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইতে হইলে তাহাদের মাত্রা এক কর্ষ পর্য্যন্ত ; ঘৃত মধুর সহিত সেবন করিতে হইলে রোগির বয়স ও রোগাদি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মাত্রা দুইকর্ষ বা একপল পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তাধিকরোগে দ্রাক্ষাক্কাথাদির সহিত তেউড়ী চূর্ণ পান করিবে। কফাধিকরোগে ত্রিফলা ক্কাথ ও গোমূত্রের সহিত ত্রিকটু চূর্ণ পান করিবে। বাতার্দ্দিত ব্যক্তি বিরেচনার্থ তেউড়ী সৈন্ধব ও শুঁঠের চূর্ণ

অম্ল রসের সহিত অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত পান করিবে ; কিংবা এরণ্ডতৈল দ্বিগুণ ত্রিফলা ক্বাথের সহিত অথবা দুগ্ধের সহিত পান করিবে। তাহাতে শীঘ্রই বিরেচন হইবে।

বর্ষাকালে বিরেচনার্থ—তেউড়ী, কুড়চী বীজ, (ইন্দ্রযব), পিপুল ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ, দ্রাক্ষাক্বাথ ও মধুসহ প্রয়োগ করিবে। শরৎকালে বিরেচনার্থ তেউড়ী, দুরালভা, মুতা, শর্করা, বালা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ, দ্রাক্ষাক্বাথ শীতল করিয়া তৎসহ পান করিবে। শীত ও বসন্তকালে বিরেচনার্থ—পিপুল, শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ, শ্যামালতা ও তেউড়ী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। গ্রীষ্মকালে বিরেচনার্থ তেউড়ীচূর্ণ ও চিনি তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাইবে।

অভয়া মোদক—অভয়া (হরীতকী), মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, দারুচিনি, তেজপত্র ও মুতা প্রত্যেক সমভাগ ; দন্তী তিনগুণ ; তেউড়ী আটগুণ ও চিনি ছয়গুণ, যথাবিধানে মধুর সহিত এই সকল দ্রব্যে দুইতোলা পরিমিত মোদক সকল প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহার এক একটি মোদক ভক্ষণ করত শীতল জল অনুপান করিবে। এই মোদক ভক্ষণ করিয়া যতক্ষণ না উষ্ণ সেবন করিবে, ততক্ষণ বিরেচন হইতে থাকিবে। এই মোদক সেবন করিয়া পান আহার ও বিহার কোন বিষয়ে যন্ত্রণা পাইতে হয় না। ইহা দ্বারা বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কাস, ভগন্দর এবং পৃষ্ঠ-পার্শ্ব-উরু-জঘন জঙ্ঘা ও উদরের বেদনা নিবারিত হয়। এই মোদক সেবন করিয়া একদিন (সেবন দিন) স্নেহাভ্যঙ্গ ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। ইহা সতত সেবন করিলে পলিত নাশ হয়। এই অভয়া মোদককে রসায়ন প্রধান বলিয়া জানিবে।

বিরেচনৌষধপানানন্তর—শীতল জলে নেত্রদ্বয় সেচন এবং কিঞ্চিৎ সুগন্ধি দ্রব্য আঘ্রাণ করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে, নির্ব্বাতস্থানে থাকিবে, মলবেগ উপস্থিত হইলে তাহা ধারণ করিবে না, শয়ন করিবে না ; শীতল জল কদাচ স্পর্শ করিবে না, ঈষদুষ্ণ জল মুহুর্ম্মুহুঃ পান করিবে। বমনে যেমন কফ ঔষধ পিত্ত ও বায়ু ক্রমশঃ নির্গত হয়, বিরেচনেও তেমনি মল পিত্ত ঔষধ ও কফ ক্রমশঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

দুর্ব্বিরিক্ত হইলে অর্থাৎ সম্যক্ বিরেচন না হইলে নাভিদেশে স্তব্ধতা, কুক্ষিদেশে শূলনি ও বেদনা, মল ও বাতের বিবদ্ধতা, কণ্ডূ ও মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, গাত্রগৌরব, বিদাহ, অরুচি, আধ্মান, ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) ও বমন এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে পাচন স্নেহদ্বারা দুষ্টমলাদির পরিপাক এবং রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার বিরেচন করাইবে ; তাহা হইলে উপদ্রব সমূহের প্রশমন, অগ্নির দীপ্তি এবং দেহের লঘুতা হইবে।

বিরেচনের অভিযোগ হইলে মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ, শূলনি ও অধিক কফনির্গম হয়, অথবা—মাংস ধাবন (মাংস ধোয়া) জল সন্নিভ বা মেদোনিভ, অথবা জলাভাস রক্ত বিরেচন হইতে থাকে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে রোগির শরীর শীতল জলে পরিষিক্ত করিয়া মধুমিশ্র শীতল তণ্ডুলোদক দ্বারা মৃদু বমন করাইবে। দধি বা সৌবীরসহ আমছাল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিবে। প্রলেপ দ্বারা উল্বণ অতিসার প্রশমিত হইবে। নিস্তুষীকৃত পক্ক বা অপক্ক যবে সৌবীর প্রস্তুত করা গিয়া থাকে (সৌবীর—সন্ধানবিশেষ)। ছাগ-দুগ্ধ এবং ছাগের বিষ্কিরপক্ষির বা হরিণের মাংস-রস অথবা মসূরযূষসহ শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে। শীতল-সংগ্রাহি-দ্রব্য দ্বারা মলের সংগ্রহ করিবে (তরল মলকে গাঢ়ীভূত করিবে)। শরীরের লঘুতা হইলে, মনের তুষ্টি হইলে এবং বায়ুর অনুলোম হইলে রোগিকে সুবিরিক্ত জ্ঞান করিয়া রাত্রিতে পাচন পান করাইবে। বিরেচন সেবনে ইন্দ্রিয় সকলের বল, বুদ্ধির প্রসাদ, অগ্নির দীপ্তি এবং ধাতুর স্থৈর্য্য ও বয়সের স্থৈর্য্য হইয়া থাকে।

বিরেচিত ব্যক্তি প্রবাত সেবন (বায়ু প্রবাহ গাত্রে লাগান), শীতলজল, স্নেহাভ্যঙ্গ, অপক্কভোজ্য, ব্যায়াম ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুল ও মুদ্গাদি দ্বারা যবাগূ পাক করিয়া সেই যবাগূ ভোজন করাইবে। অথবা জঙ্ঘাল জন্তুর বা বিষ্কির পক্ষির মাংসরস সহ অন্ন খাইতে দিবে ॥ ৩৪—৭৮

স্নেহবস্তি বিধি।

বস্তি দ্বিবিধ যথা—অনুবাসন ও নিরূহ। স্নেহ যোগে যে বস্তি দেওয়া যায়, তাহাকে অনুবাসন এবং কষায়-দুগ্ধ ও তৈল যোগে যে বস্তি দেওয়া

যায়, তাহাকে নিরূহ কহে। মৃগাদির বস্তি দ্বারা (মূত্রাশয় দ্বারা) বস্তিপুট প্রস্তুত করিয়া সেই বস্তিপুট দ্বারা বস্তিদ্রব গুহ্যাদিমার্গে প্রয়োগ করা যায় বলিয়া ইহা বস্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বস্তির মধ্যে অনুবাসনাখ্য বস্তি অগ্রে বর্ণন করিব। মাত্রাবস্তি বলিয়া যে বস্তি কথিত হয়, তাহা অনুবাসন ভেদমাত্র জানিবে। তাহার মাত্রা দুইপল বা একপল। রুক্ষব্যক্তি, তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তি ও কেবল বাতার্দ্দিত ব্যক্তি অনুবাস্য অর্থাৎ অনুবাসনের যোগ্য। কুষ্ঠরোগী, মেহরোগী, উদররোগী ও স্থূল ব্যক্তি অননুবাস্য অর্থাৎ ইহারা অনুবাসন যোগ্য নহে। জীর্ণব্যক্তি, উন্মাদরোগাক্রান্ত ব্যক্তি, তৃষ্ণার্দ্দিত ব্যক্তি এবং শোথ, মূর্চ্ছা, অরুচি, ভয়, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়াতুর ব্যক্তি ইহারা নিরূহ যোগ্যও নহে, অনুবাসন যোগ্যও নহে।

সুবর্ণাদি ধাতুদ্বারা, কাষ্ঠদ্বারা, বাঁশদ্বারা, নলদ্বারা, হস্ত্যাদির দন্ত দ্বারা, শৃঙ্গাগ্রদ্বারা বা মণিদ্বারা বস্তির নেত্র (নল) প্রস্তুত করিবে। (টীকা) নেত্রশব্দে যে নল বুঝায়, তাহা বিশ্বকোষে উক্ত আছে; তদ্‌যথা—নেত্রশব্দ মন্থগুণে বস্ত্রে তরুমূলে বিলোচনে (নয়নে) নেত্রবন্ধে ও নাড়ীতে (নলে) বর্ত্তে।) এক বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে নেত্রের দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুলী; তদূর্দ্ধ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আট অঙ্গুল; তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে বার অঙ্গুল। নেত্রাভ্যন্তর ছিদ্র পরিমাণ যথাক্রমে মুদ্গ প্রমাণ, মটর প্রমাণ ও কুলপ্রমাণ ছিদ্র বিশিষ্ট নেত্র, ছয়বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বালকে, মটর প্রমাণ ছিদ্র বিশিষ্ট নেত্র, দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বালকে এবং কুলপ্রমাণ ছিদ্রবিশিষ্ট নেত্র তদূর্দ্ধবয়সের ব্যক্তিতে প্রযোজ্য। নেত্র মসৃণ ও গোপুচ্ছাকার হইবে অর্থাৎ গোরুর লাঙ্গুলের ন্যায় মূলভাগে স্থূল ও ক্রমে সূক্ষ্ম করিতে হইবে। মূলভাগে নেত্রকে আতুরের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এবং অগ্রভাগে কনিষ্ঠাঙ্গুল প্রমাণ স্থূল করিতে হইবে এবং নেত্রের মুখ গুটিকাকৃতি (বর্ত্তুলবৎ) হইবে। নেত্রের মূলভাগে চতুর্থাংশ পরিমিত স্থানে দুইটি কর্ণিকা করিবে (গবাদির কর্ণবৎ বা ছত্রাকৃতি দুইটি কর্ণিকা স্থাপন করিবে)। এবং সেই কর্ণিকাদ্বয়ে বস্তিপুট যোজনা করিয়া প্রত্যেক কর্ণিকার সহিত বস্তি পুটকে দুই দৃঢ়বন্ধনে সম্বদ্ধ করিবে। মৃগ, ছাগ, শূকর, গো বা মহিষের বস্তি অর্থাৎ মূত্রকোষ লইয়া তাহাতে বস্তিপুট প্রস্তুত করিবে। তদলাভে চর্ম্মের বস্তি তৈয়ার করিবে। বস্তিচর্ম্মকে কষায়-রক্ত মৃদু স্নিগ্ধ ও দৃঢ় করিবে। ব্রণবস্তির নেত্র মসৃণ ও অষ্টাঙ্গুল পরিমিত, তাহার অভ্যন্তরছিদ্র মুদ্গপ্রবেশ যোগ্য এবং স্থৌল্য গৃধ্রের পক্ষনলিকাবৎ। বস্তি সম্যক্ সেবিত হইলে শরীরের উপচয় বর্ণ বল আরোগ্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

শীত ও বসন্তকালে দিবসে স্নেহবস্তি অর্থাৎ অনুবাসন প্রদান করিবে। গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরৎকালে রাত্রিতে অনুবাসন দিবে। অতিস্নিগ্ধ (বহুল ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ভোজ্য) ভোজন করাইয়া অনুবাসন প্রদান করিবে না। কারণ দ্বিধা প্রযোজিত স্নেহ-(ভোজনে প্রযোজিত ও বস্তিতে প্রযোজিত স্নেহ) মদ ও মূর্চ্ছা জন্মাইয়া থাকে। আর অত্যন্ত রুক্ষ ভোজ্য ভোজন করাইয়াও অনুবাসন দিবে না। তাহাতেও বল ও বর্ণ নাশ হয়। অতএব যথোচিত স্নেহ বিশিষ্ট ভোজ্য ভোজন করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অনুবাসন ও নিরূহ এই উভয় বস্তিই হীনমাত্রায় প্রদত্ত হইলে তাহারা বিশেষ কার্য্যকারী হয় না। এবং অতিমাত্রায় প্রয়োজিত হইলেও তাহারা আনাহ ক্লম ও অতিসার উৎপাদন করে। অনুবাসন কার্য্যে ছয় পলে শ্রেষ্ঠা মাত্রা, তিন পলে মধ্যমা মাত্রা এবং দেড়পলে হীনা মাত্রা উক্ত হইয়াছে। অনুবাসনার্থ স্নেহে শুল্‌ফা ও সৈন্ধব চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। তাহার শ্রেষ্ঠমাত্রা ছয় মাষা, মধ্যম মাত্রা চারি মাষা এবং কনিষ্ঠ মাত্রা দুই মাষা। বিরেচন করাইবার পর সাত দিন গত হইলে অনুবাসন যোগ্য রোগী কিছু বলবান্ হইলে তাহাকে অন্ন ভোজন করাইয়া অনুবাসন বস্তি প্রদান করিবে।

বস্তিপ্রয়োগবিধি—যে ব্যক্তিকে অনুবাসন বস্তি দিতে হইবে, তাহাকে প্রথমে তৈলাদি অভ্যঙ্গ উষ্ণজলে স্নান, যথাশাস্ত্র ভোজন, পদব্রজে ভ্রমণ ও মলমূত্রাদি ত্যাগ করাইবে। অনন্তর সে ব্যক্তি বামজঙ্ঘা প্রসারিত এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা সঙ্কুচিত করিয়া বামপার্শ্বে শুইবে। এইরূপে শুইলে তাহার গুহ্যমার্গ তৈলাক্ত করিয়া তন্মধ্যে বস্তির নেত্র প্রবেশিত করিয়া দিবে। এবং সূত্রবদ্ধ নেত্রমুখ বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মধ্যবেগে বস্তি পুট পীড়ন করিবে (টিপিবে)। বস্তি প্রয়োগ কালে রোগী হাই তুলিবে না, কাসিবে না ও হাঁচিবে না। ত্রিংশন্মাত্রা পরিমিত কাল অর্থাৎ ত্রিশটি গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, সেই পরিমিত কাল বস্তি পীড়ন করিবে। বস্তি পীড়নে ইহার অধিক সময় যেন না লাগে। গুহ্যমার্গে স্নেহ

প্রবেশিত হইলে বাক্‌শতকাল অর্থাৎ এক শত গুরু অক্ষর উচ্চারণে যত সময় লাগে, তত সময় উত্তান হইয়া (চিত হইয়া) থাকিবে। এবং নিজ জানুর উপর ছোটিকা যুক্ত (তুরি যুক্ত) করাবর্ত্ত করিবে। মানবের নিমেষোন্মেষণে যত সময় লাগে বা অঙ্গুলিদ্বারা ছোটিকা করিতে (তুরি দিতে) যত সময় লাগে, অথবা একটি গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে—তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ। সর্ব্বত্রই মাত্রার পরিমাণ এইরূপ জানিবে। বস্তিগ্রহণানন্তর সর্ব্বগাত্র প্রসারিত করিয়া অবস্থান করিবে, যেন বীর্য্য অর্থাৎ স্নেহাদি অবাধে পরিসর্পণ করিতে পারে। আর ধীরে ধীরে তিন তিন বার পদতলদ্বয়ে ও পাছাদ্বয়ে আঘাত করিবে এবং পায়ের দিকের শয্যা ধরিয়া শ্রোণীকে ও শয্যাকে উৎক্ষিপ্ত করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার নিজ হস্তদ্বারা (বা পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারা) পাছাদ্বয়ে পূর্ব্ববৎ আঘাত করিবে এবং পায়ের দিক্ হইতে শয্যাকেও তিন বার উৎক্ষিপ্ত করিবে। বস্তি বিধান যথাবৎ সম্পাদিত হইলে যথাসুখ নিদ্রা যাইবে। যাহার গুহ্যমার্গ প্রেরিত স্নেহ বিনা উপদ্রবে পুরীষ ও বায়ুর সহিত শীঘ্র প্রত্যাগত হয় (বহির্গত হইয়া আইসে), তাহাকে সম্যক্ অনুবাসিত বলিয়া জানিবে। স্নেহ প্রত্যাগত হইলে এবং পূর্ব্বভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে রোগী যদি দীপ্তাগ্নি হয়, তাহা হইলে সায়ংকালে তাহাকে যথাভিলাষ লঘু অন্ন ভোজন করিতে দিবে। অনুবাসিত ব্যক্তিকে পরদিন ঈষদুষ্ণজল, অথবা স্নেহব্যাপত্তিনাশক (স্নেহপীড়া নিবারক) ধান্যশুণ্ঠীকষায় পান করিতে দিবে। এইরূপ বিধানে ছয় সাত আট বা নয় বার বস্তি প্রয়োগ করিবে। তৎপরে নিরূহ বস্তি দিবে॥ প্রদত্ত প্রথম বস্তি মূত্রাশয় ও বঙ্ক্ষণকে স্নিগ্ধ করে। দ্বিতীয় বস্তি মূর্দ্ধস্থ বায়ুকে প্রশমিত করে। তৃতীয় বস্তি বল ও বর্ণ জন্মায়। চতুর্থ ও পঞ্চম বস্তি রস ও রক্তকে স্নিগ্ধ করে। ষষ্ঠ বস্তি মাংসকে এবং সপ্তম বস্তি মেদকে স্নিগ্ধ করে। অষ্টম ও নবম বস্তি যথাক্রমে অস্থিকে ও মজ্জাকে স্নিগ্ধ করে। দ্বিগুণ বস্তি প্রদত্ত হইলে অর্থাৎ অষ্টাদশ দিবসাবধি বস্তি প্রদান করিলে শুক্রগত দোষ প্রশমিত হয়। যে ব্যক্তি অষ্টাদশ দিন বস্তি নিষেবণ করে, সে ব্যক্তি হস্তিতুল্য বলশালী, অশ্ববৎ বেগবান্ এবং অমর সদৃশ সুদৃশ্য হয়। যে ব্যক্তি রুক্ষ ও বাতবহুল তাহাকে দিন দিন স্নেহবস্তি প্রদান করিবে। কিন্তু অন্যস্থলে অগ্নিমান্দ্য ভয়ে তিন দিন অন্তর স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রুক্ষদেহে অল্পমাত্র স্নেহ দীর্ঘকাল প্রযোজিত হইলেও তাহা পীড়াজনক হয় না। তথা স্নিগ্ধদেহে অল্পমাত্র নিরূহ প্রযোজিত হইলেও তাহা অহিত করে না, অপিচ তাহা প্রশস্ত। অথবা স্নেহবস্তি প্রয়োগ মাত্র তৎক্ষণাৎ যাহার কেবল স্নেহ নির্গত হইয়া আইসে, তাহাকেও অল্পতর স্নেহ প্রদেয়। কারণ স্নিগ্ধদেহে প্রদত্ত স্নেহ অবস্থিতি করিতে পারে না। অশুদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রদত্ত স্নেহ যদি মলমিশ্র হইয়া প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে অঙ্গাবসাদ, আধ্মান, শূল, শ্বাস ও পক্বাশয়ে গুরুত্ব এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে তীক্ষ্ণ ঔষধযুক্ত তীক্ষ্ণ নিরূহ অথবা ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। যেমন বিরেচন দিলে বায়ুর ও মলের অনুলোম হয় এবং শরীরে স্নেহ জন্মে, সেইরূপ বিরেচন দিবে। এবং তীক্ষ্ণ নস্যও প্রয়োগ করিবে। প্রদত্ত স্নেহবস্তি যদি যথাসময়ে নিঃসৃত না হয় এবং নিঃসৃত না হইয়াও যদি কোন উপদ্রব না জন্মায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, রুক্ষতা হেতুই সমস্ত বা অল্পাংশ স্নেহ ব্যাবৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে কোন প্রতিকার আবশ্যক করে না, অপিচ তাহা উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি তাহা অহোরাত্রের মধ্যে প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে সংশোধন দ্বারা (বিরেচন দ্বারা) সেই স্নেহ নির্হরণ করিবে। স্নেহবস্তি অনাগত হইলে অন্যস্নেহ প্রয়োগ বিধেয় নহে।

সর্ব্বপ্রকার বাতবিনাশক অনুবাসন— গুলঞ্চ, এরণ্ড, পূতিক (করঞ্জ), বামুনহাটী, বাসক, রৌহিষ (রাম কর্পূর, সুগন্ধি তৃণবিশেষ), শতমূলী, সহচর (পীতঝিণ্টী) ও কাকনাসা (কাকঠোঁটা) প্রত্যেক এক এক পল ; যব, মাষকলাই, মসিনা, কুলশুঁঠ, কুলথ কলাই প্রত্যেক দুই দুই পল। এই সকল দ্রব্য চারি দ্রোণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই ক্বাথের সহিত এক আঢ়ক তৈল ও এক এক পল পরিমিত জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্য সমূহের কল্ক পাক করিবে। ইহা অনুবাসনে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার বাত রোগ প্রশমিত হয়।

বস্তিকর্ম্মের দোষে ছিয়াত্তর প্রকার ব্যাপত্তি (ব্যাধি) জন্মে। অতএব সমুচিত নেত্রাদি সামগ্রীদ্বারা সুশ্রুতমতে সেই সকল ব্যাপত্তির চিকিৎসা করিবে। স্নেহপানে যেরূপ পানাহার বিহার করিতে হয় এবং যাহা যাহা পরিহার করিতে হয়, বস্তিকার্য্যেও সেই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে॥ ৭৯—১৩০

নিরূহ বস্তিবিধি।

সমবায়ি-কারণ বিশেষে নিরূহবস্তির বহু প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। সেই কারণ বিশেষ দ্বারাই মুনিগণ কর্তৃক তাহাদের নামও কৃত হইয়াছে। (যেমন উৎক্লেশন বস্তি, দোষহর বস্তি, শমন বস্তি ইত্যাদি।) নিরূহের অপর নাম আস্থাপন। বাতাদি দোষের ও রসরক্তাদি ধাতু সমূহের স্বস্থানে স্থাপন হেতু উহার নাম স্থাপন বা আস্থাপন হইয়াছে। নিরূহের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ একপ্রস্থ এবং ন্যূন পরিমাণ তিন কুড়ব (দেড়সের)।

অতিস্নিগ্ধ ব্যক্তি, অক্লিষ্ট দোষব্যক্তি (উৎক্লেশ জনক আহারাদি দ্বারা যাহার দোষকে উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ করা হয় নাই সেই ব্যক্তি), উরঃক্ষত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি,কৃশব্যক্তি এবং আধ্মান-বমন-হিক্কা-অর্শঃ-শ্বাস-কাস-গুদশোথ-অতিসার-বিসূচিকা-কুষ্ঠ-মধুমেহ ও জলোদর রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং গর্ভিণী স্ত্রী, ইহারা অনাস্থাপ্য অর্থাৎ ইহাদিগকে আস্থাপন (নিরূহ) দেওয়া বিধেয় নহে। বাতব্যাধিতে, উদাবর্ত্তরোগে, বাতরক্তরোগে, বিষমজ্বরে এবং মূর্চ্ছা-তৃষ্ণা-উদর-আনাহ-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-বৃদ্ধি-অসৃগ্‌দর-মন্দাগ্নি-প্রমেহ-শূল- অম্লপিত্ত ও হৃদ্রোগে যথাবিধি নিরূহ-প্রয়োগ করিবে।

নিরূহ প্রয়োগ বিধি—যে ব্যক্তিকে নিরূহ দিতে হইবে, সে ব্যক্তি বাত মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিলে তাহাকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদদ্বারা স্বিন্ন করিয়া অভুক্তাবস্থায়, মধ্যাহ্নকালে, গৃহমধ্যে যথাযোগ্য নিরূহ প্রদান করিবে। স্নেহবস্তিবিধানে (অনুবাসন দিবার নিয়মে) নিরূহ প্রয়োগ করিবে। নিরূহ প্রদত্ত হইলে নিরূহ-দ্রব প্রত্যাগত হইবার কামনায় রোগী মুহূর্ত্তকাল উৎকটাসন হইয়া (উচুঁ হইয়া) উপবেশন করিবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে যদি নিরূহ প্রত্যাগত না হয়,তাহা হইলে ক্ষার-মূত্র-অম্ল-সৈন্ধবরূপ শোধন নিরূহ দ্বারাই অনাগত নিরূহের নির্হরণ করিবে। নিরূহদ্বারা যে ব্যক্তির মল পিত্ত কফ ও বায়ু যথাক্রমে নির্গত হয় এবং শরীরের লঘুতা জন্মে, তাহাকে সুনিরূঢ় বলিয়া জানিবে। আর যাহার বাস্তির বেগ অত্যল্প হয়, মল ও বায়ু অল্প নির্গত হয় এবং মূর্চ্ছা জড়তা ও অরুচি উপস্থিত হয়, তাহাকে দুর্নিরূহ বলিয়া জানিবে। নিরূহণ ও অনুবাসন সম্যক্ প্রদত্ত হইলে বিবিক্ততা (দত্তৌষধের নিঃসরণ), মনস্তুষ্টি, স্নিগ্ধতা ও ব্যাধিনাশ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বস্তিদানবিদ্ ভিষক্ উপরি-উক্ত বিধানে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ নিরূহ যথোপযুক্ত প্রয়োগ করিবে। বাতজনিত পীড়ায় স্নেহসংযুক্ত এক বস্তি, পিত্তপীড়ায় দুগ্ধ সমন্বিত দুই বস্তি এবং কফপীড়ায় উষ্ণ কষায় কটু-মূত্রাদি বিশিষ্ট তিন বস্তি হিতকর। পিত্তপীড়াগ্রস্ত নিরূঢ় ব্যক্তিকে দুগ্ধের সহিত, শ্লেষ্মপীড়াগ্রস্ত নিরূঢ় ব্যক্তিকে মুদ্গাদির যূষের সহিত এবং বাতপীড়াগ্রস্ত নিরূঢ় ব্যক্তিকে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইয়া তৎপরে অনুবাসন দিবে।

সুকুমারদেহ ব্যক্তির, বৃদ্ধব্যক্তির এবং বালকের মৃদুবস্তিই হিতকর। তীক্ষ্ণবস্তি প্রযুক্ত হইলে তাহাদের বল ও আয়ুঃক্ষয় হয়।

প্রথমে উৎক্লেশন বস্তি অর্থাৎ যদ্দ্বারা মলাদি উৎক্লিষ্ট (বহির্গমনোন্মুখ) হয়, সেই বস্তি, তৎপরে দোষহর বস্তি ; তদনন্তর সংশমনীয় বস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ১৩১—১৪৮

উৎক্লেশন বস্তি—এরণ্ডবীজ, যষ্টিমধু, পিপুল, সৈন্ধব, বচ, হবুষ ও ময়নাফল ইহাদের কল্ক দ্বারা যে বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাকে উৎক্লেশন বস্তি কহে ॥ ১৪৯

দোষহর বস্তি—শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, বেলশুঠ ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কল্ক, কাঁজী ও গোমূত্রে আলোড়িত করিয়া যে বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাকে দোষহর বস্তি কহে ॥ ১৫০

শমন বস্তি—প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মুতা ও রসাঞ্জন ইহাদের কল্কে ও দুগ্ধে যে বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাকে দোষদিগের শমনবস্তি বলিয়া জানিবে ॥ ১৫১

লেখনবস্তি—ত্রিফলার ক্বাথে ও গোমূত্রে মধু ও ক্ষার সংযুক্ত করিয়া এবং তাহাতে উষকাদি গণোক্ত দ্রব্য সমূহের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া যে সকল বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাদিগকে লেখনবস্তি কহা যায় ॥ ১৫২

বৃংহণবস্তি—বৃংহণীয় গণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ, মধুর গণোক্ত দ্রব্যের কল্ক এবং ঘৃত ও মাংসরস এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যে সকল বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাদিগকে বৃংহণ বস্তি বলিয়া জানিবে ॥ ১৫৩

পিচ্ছিলবস্তি—বদরী (কুল), ঐরাবতী (নারাঙ্গী), শেলু (চালতা) ও শিমূল ফুলের অঙ্কুর, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে মধু মিশাইয়া যে সকল বস্তি কল্পনা করা

যায়, তাহাদিগকে পিচ্ছিল বস্তি কহে। ছাগ, মেষ বা হরিণের রক্ত মিশ্রিত করিয়া পিচ্ছিল বস্তি প্রযোজ্য। পিচ্ছিল বস্তির মাত্রা বারপল॥ ১৫৪।১৫৫

নিরূহের মাত্রা—প্রথমে সৈন্ধব লবণ দুই তোলা এবং মধু দুই প্রসৃতি অর্থাৎ বত্রিশ তোলা একত্র মিশ্রিত ও নির্মথিত করিয়া পরে তাহাতে স্নেহ তিন প্রসৃতি অর্থাৎ আটচল্লিশ তোলা মিশাইবে। উহারা মিশ্রিত হইয়া একীভূত হইলে তাহাতে এক প্রসৃতি অর্থাৎ ষোলতোলা কল্ক মিশাইবে। এবং সেই মিশ্রিত পদার্থে চারি প্রসৃতি কষায়, পরে দুই প্রসৃতি প্রক্ষেপ্য নিক্ষেপ করত বিমথিত করিবে। মথনানন্তর নিরূহ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে কল্পিত বস্তি দ্বাদশ প্রসৃতি হইবে। বাতপীড়ায় চারিপল মধু এবং স্নেহ ছয় পল, পিত্তপীড়ায় চারিপল মধু এবং তিন পল স্নেহ, কফপীড়ায় ছয় পল মধু এবং চারিপল স্নেহ মিশ্রিত করিবে॥ ১৫৬—১৬০

মধুতৈলক বস্তি—এরণ্ড ক্বাথ আটপল, মধু ও তৈল আটপল, শুল্‌ফা অর্দ্ধপল এবং সৈন্ধব লবণ তদর্দ্ধ, এই সকল দ্রব্য একটা কাষ্ঠদণ্ডে বিলোড়িত করিয়া যে বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাকে মধুতৈলক বস্তি কহে। ইহা মেদঃ-গুল্ম-কৃমি-প্লীহ-মল ও উদাবর্ত্ত নাশক, বলবর্ণকারক, বৃষ্য, অগ্নিদীপক ও বৃংহণ॥ ১৬১।১৬২

যাপন বস্তি—মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও তৈল প্রত্যেকে এক এক প্রসৃতি অর্থাৎ দুই দুই পল এবং হবুষ ও সৈন্ধব প্রত্যেকে এক এক অক্ষ অর্থাৎ দুই দুই তোলা, এই সকল দ্রব্যে যে বস্তি কল্পিত হয়, তাহাকে যাপন বস্তি কহে। (যাপন-সারক, অর্থাৎ সারক বস্তি)॥ ১৬৩

যুক্তরথ বস্তি—এরণ্ডমূলের ক্বাথ, মধু, তৈল, সৈন্ধব, বচ, পিপুল ও ময়নাফল এই সকল দ্রব্যে যে বস্তি কল্পিত হয়, তাহা যুক্তরথবস্তি নামে অভিহিত॥ ১৬৪

সিদ্ধবস্তি—পঞ্চমূলের ক্বাথে ও তৈল, পিপুল, মধু, সৈন্ধবলবণ ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যে যে বস্তি কল্পিত হয়, তাহাকে সিদ্ধবস্তি কহা যায়। সিদ্ধবস্তি লওয়া হইলে উষ্ণোদকে স্নান করিবে এবং দিবানিদ্রা ও অপক্ক ভোজ্য ভোজন ত্যাগ করিবে। অন্যান্য বিষয়ে স্নেহবস্তিবৎ নিয়ম প্রতিপালন করিবে॥ ১৬৫।১৬৬

অথ উত্তরবস্তি বিধি।

অতঃপর উত্তরসংজ্ঞিত বস্তি বর্ণন করিব। নিরূহের উত্তর (পরে) এই বস্তি প্রযোজ্য বলিয়া ইহা উত্তরবস্তি নামে অভিহিত হয়। উত্তরবস্তির নেত্র পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল, তাহার মধ্যস্থলে কর্ণিকা থাকে, তাহা দেখিতে মালতীপুষ্প বৃন্তাভ, তাহার ছিদ্র সর্ষপ নির্গমযোগ্য। পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে উত্তরবস্তির স্নেহ মাত্রা দুই কর্ষ (চারিতোলা), তাহার অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে স্নেহমাত্রা এক পল (আট তোলা)।

উত্তরবস্তিপ্রয়োগ বিধি—যে ব্যক্তিকে উত্তরবস্তি দিতে হইবে, তাহাকে অগ্রে নিরূহ প্রদান দ্বারা বিশুদ্ধ এবং স্নান ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। পরে সে ব্যক্তি জানুসম উচ্চ একখান চৌকিতে উপবেশন করিবে। পরে একটী স্নেহাভ্যক্ত শলাকাদ্বারা মেঢ্রমার্গ স্নিগ্ধ করিয়া তাহাতে ঘৃতাভ্যক্ত নেত্র ধীরে ধীরে ছয় অঙ্গুল পর্য্যন্ত প্রবেশিত করিবে। তদনন্তর বস্তিকে পীড়ন করিবে (টিপিবে) এবং পীড়নানন্তর তাহাকে ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইবে। পরে স্নেহ প্রত্যাগত হইলে স্নেহবস্তির নিয়ম প্রতিপালন করিবে। স্ত্রীলোকদিগকে যে উত্তরবস্তি দেওয়া যায়, তাহার নেত্র কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল, নেত্রের দৈর্ঘ্য দশাঙ্গুল এবং তাহার ছিদ্র মুদ্গ প্রবেশ যোগ্য করিতে হইবে। ঐরূপ নেত্র, যোনির মধ্যে চারি অঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে সূক্ষ্ম ও মালতীপুষ্প বৃন্তাভ নেত্র মূত্রমার্গে ধীরে ধীরে নিষ্কম্পভাবে দুই অঙ্গুল, কিন্তু বালকদের এক অঙ্গুল পর্য্যন্ত প্রবেশিত করিবে। স্ত্রীলোকদিগের যোনিমার্গে বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে স্নেহের মাত্রা দুই পল হইবে। মূত্রমার্গে স্নেহের মাত্রা এক পল, কিন্তু বালকদিগের দুইকর্ষ (চারিতোলা)। উত্তরবস্তি প্রদানকালে স্ত্রীলোক উর্দ্ধজানু হইয়া উত্তানভাবে (চিত হইয়া) শুইবে। প্রদত্ত-উত্তরবস্তি প্রত্যাগত না হইলে ভিষক্ পুনর্ব্বার শোধনগুণযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করিবে, অথবা যোনিমার্গে সূত্রবিনির্ম্মিত-দৃঢ়-স্নিগ্ধ ও শোধনদ্রব্যযুক্ত ফলবর্ত্তি প্রণিহিত করিয়া দিবে। যে স্থানে উত্তরবস্তি প্রদত্ত হয়, সেই স্থান দহমান হইলে ক্ষীরিবৃক্ষের কষায় দ্বারা দুগ্ধদ্বারা বা শীতল জল দ্বারা পুনরায় বস্তি প্রদান করিবে। বস্তি পুরুষদিগের শুক্রগত রোগ এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোগত রোগ সকল নাশ করে। উত্তরবস্তি মেহন

(লিঙ্গ বা যোনি) ভিন্ন অন্যত্র হিতকর নহে। সম্যগ্‌দত্ত-উত্তর বস্তির লক্ষণ, ব্যাপদ ও ক্রম স্নেহ-বস্তির সমান জানিবে ॥ ১৬৭—১৮১

ফলবর্ত্তিবিধি—রোগির গুহ্যমার্গ ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহাতে স্বাঙ্গুষ্ঠবৎ-স্থূল ও শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ) যে মলপ্রবর্ত্তিনী বর্ত্তি (বাতি, পলিতা) প্রবেশিত করা যায়, তাহাকে ফলবর্ত্তি কহা গিয়া থাকে ॥ ১৮২

নস্যগ্রহণাবাধ—নাসাগ্রাহ্য:যে ঔষধ, পণ্ডিতগণ তাহাকেই নস্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। নস্যের অপর দুইটি নাম—নাবন ও নস্যকর্ম্ম। (যদ্দ্বারা নাসিকাতে কর্ম্ম অর্থাৎ চিকিৎসা করা যায়, তাহাই নস্য কর্ম্ম)। নস্য দুইপ্রকার, যথা—রেচন নস্য ও স্নেহন নস্য। রেচন নস্য—কর্ষণ ও স্নেহন নস্য—বৃংহণ। পূর্ব্বাহ্নে নস্য লইলে কফ, মধ্যাহ্নে নস্য লইলে পিত্ত এবং অপরাহ্নে নস্য লইলে বায়ু বিনষ্ট হয়। উৎকট রোগ উপস্থিত হইলে, রাত্রিতেও নস্যগ্রহণ করিবে। ভোজনান্তে নস্য লইবে না, দুর্দ্দিনে (ঝড় বৃষ্টির দিনে) নস্য লইবে না, অপতর্পিত হইয়া অর্থাৎ উপবাসাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া নস্য লইবে না এবং নবপ্রতিশ্যায় রোগী গর্ভিণী ও গরদূষিত ব্যক্তিও নস্য লইবে না, অজীর্ণাবস্থায় নস্য লইবে না, বস্তিগ্রহণ করিয়া নস্য লইবে না, স্নেহ-জল-বা আসব পান করিয়াও নস্য লইবে না, ক্রুদ্ধ শোকাভিভূত বা তৃষার্ত্ত হইয়া নস্য গ্রহণ করিবে না, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিও নস্য গ্রহণ করিবে না, মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে তাহা রোধ করিয়াও নস্য লইবে না, শ্রান্ত বা স্নানার্থী ব্যক্তিও নস্য লইবে না।

অষ্টবর্ষ বয়স্ক বালক হইতে অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পর্য্যন্তকেও নস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু অশীতিবর্ষের পর আর নস্য দেওয়া যাইতে পারে না।

বিরেচন নস্য গ্রহণ করিতে হইলে অতি তীক্ষ্ণ তৈলের অথবা তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধের সহিত স্নেহ ক্বাথ বা মাংসরস পাক করিয়া সেই স্নেহের, ক্বাথের বা মাংসরসের নস্য গ্রাহ্য। নাসারন্ধ্রদ্বয়ের প্রত্যেক রন্ধ্রে পূর্ণ মধ্য ও অল্পমাত্রায় যথাক্রমে আটবিন্দু ছয়বিন্দু ও চারিবিন্দু রেচন নস্য প্রয়োগ করিবে।

নস্যকর্ম্মে—তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ একশাণ (অর্দ্ধতোলা), হিঙ্‌. এক যব, সৈন্ধবলবণ একমাষা, দুগ্ধ আট শাণ, পানীয় তিনকর্ষ (ছয়তোলা) এবং মধুর দ্রব্য এক কর্ষ প্রয়োগ করিবে।

নস্যের অপর দুই প্রকার ভেদ আছে, যথা—অবপীড় নস্য ও প্রধমন নস্য। শিরোবিরেচনার্থ এই দ্বিবিধ নস্য যথাযথ প্রয়োগ করিবে। তীক্ষ্ণ ঔষধাদি দ্রব্য শিলায় পেষিত এবং তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রস দ্বারা যে নস্য গ্রহণ করা যায়, তাহাকে অবপীড় নস্য বলে। আর ছয় অঙ্গুল দীর্ঘ, একটি দ্বিমুখ নলে তীক্ষ্ণদ্রব্যের কোলপরিমিত (একতোলা) চূর্ণ পূরিয়া ফুৎকার দ্বারা সেই চূর্ণ নাসাভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া যে নস্য লওয়া যায়, তাহাকে প্রধমন নস্য কহে।

ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে, কফজ রোগে, স্বরক্ষয়ে, অরোচকে, প্রতিশ্যায়ে, শিরঃশূলে, পীনসরোগে এবং শোথ-অপস্মার ও কুষ্ঠরোগে বৈরেচন নস্য হিতকর। ভীরুব্যক্তির, স্ত্রীলোকের, কৃশব্যক্তির এবং বালকের স্নেহন নস্য প্রশস্ত। গলরোগে, সন্নিপাতে, নিদ্রাধিক্যে, বিষমজ্বরে, চিত্তবিকারে ও কৃমিরোগে অবপীড় নস্য পূজ্য। অত্যন্ত উৎকট দোষে এবং বিসংজ্ঞাবস্থায় পণ্ডিতেরা প্রধমন নস্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কারণ উহা তীক্ষ্ণতর ॥ ১৮৩—১৯৯

বৈরেচন নস্য—গুড় ও শুঁঠ চূর্ণদ্বারা অথবা পিপুল ও সৈন্ধব জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য লইলে কর্ণ নেত্র নাসা ও মস্তক সম্ভূত রোগ সকল, মন্যা হনু ও গলদেশ জাত রোগ সকল এবং ভুজ পৃষ্ঠ জনিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। মৌলসার, পিপুল, বচ, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ ঈষদুষ্ণ জলে পেষণ করিয়া, অপস্মার উন্মাদ, সন্নিপাত ও অপতন্ত্রক রোগে তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহা সংজ্ঞাজনক নস্য। সৈন্ধব, শজিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য দিলে তন্দ্রারোগ নিবারিত হয়। মরিচ বচ ও কট্‌ফলের চূর্ণ রোহিত মৎস্যের পিত্তে ভাবিত করিয়া তাহার প্রধমন নস্য প্রয়োগ করিবে।

অতঃপর বৃংহণ নস্যের কল্পনা বর্ণন করিব—স্নেহন ক্রিয়ায় মর্শ ও প্রতিমর্শ এই দ্বিবিধ নস্যভেদ অনুমত। মর্শের তর্পণী মুখ্যমাত্রা আটশাণ, মধ্যমা মাত্রা চারিশাণ এবং হীনা মাত্রা একশাণ (আধ তোলা)। বিচক্ষণ বৈদ্য বাতাদি দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া সাবধানে এক একটি নাসাপুটে উক্ত মাত্রায় এক দিন অন্তর বা দুই দিন অন্তর দিবসে দুইবেলা বা তিনবেলা করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবেন। এবং ক্রমান্বয়ে তিন দিন পাঁচদিন বা সাতদিন নস্য দিতে হইবে। নস্য অতি সাবধানে দিবে, যেন

নস্যপ্রদানে হাঁচী না হয়। মর্শে ও শিরোবিরেকে (বৈরেচন নস্যে) যথাক্রমে দোষের উৎক্লেশ ও ধাত্বাদির ক্ষয়হেতু বহুবিধ ব্যাপদ্ (উপদ্রব) উপস্থিত হইতে পারে। দোষোৎক্লেশ নিমিত্ত ব্যাপদে বমনরূপ-শোধন এবং ধাত্বাদি-ক্ষয় নিমিত্ত ব্যাপদে যথাস্ব বৃংহণ (তত্তদ্ধাতুবর্দ্ধক নস্য) হিতকর। শিরঃ-নাসা ও নেত্ররোগে, সূর্য্যাবর্ত্তে, অর্দ্ধাবভেদকে, দন্তরোগে, হীনবলে, মন্যা-বাহু ও অংসজাত রোগে, মুখশোষে, কর্ণনাদে, বাত-পিত্তরোগে, অকাল পলিতে এবং কেশ ও শ্মশ্রুপাতে স্নেহদ্বারা বা মধুর দ্রবদ্বারা বৃংহণ নস্য প্রশস্ত ॥ ২০০—২১২

বৃংহণনস্য যথা—কুঙ্কুম ঘৃতে ভাজিয়া তাহা দুগ্ধে পেষিত এবং শর্করা সংযুক্ত করিয়া নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত জনিত রোগ সকল এবং ভ্রূ-শঙ্খ-নেত্র-শিরঃ ও কর্ণগত রোগ সকল, সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক বিনষ্ট হয়। অণুতৈলের নস্য, নারায়ণ তৈলের নস্য কিংবা মাষাদিসহ বা তত্তদ্‌রোগ নাশক ভেষজ সহ স্নেহ পাক করিয়া সেই স্নেহের নস্য বৃংহণ নস্য।

টীকা। সুশ্রুতে অণুতৈল উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা—যে ঘানিগাছে দীর্ঘকাল তিল নিষ্পীড়ন করিয়া তৈল বাহির করা হইতেছে, সেই ঘানিগাছের কাষ্ঠকে অতি সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া এবং তাহা উদূখলে কুটিয়া একখানি কড়াতে জলে পাক করিবে। পাক কালে তাহা হইতে যে তৈল নিঃসৃত হইয়া জলের উপর ভাসিবে, তাহা হস্তদ্বারা সংগ্রহ করিবে। পরে সেই তৈল বাতঘ্ন ঔষধের কল্কসহ পাক করিবে। ইহারই নাম অণুতৈল, অণুতৈল বাতরোগনাশক ॥

কফে বাতে বা কেবল বাতে তৈলের নস্য, পিত্তে ঘৃতের ও মজ্জার নস্য সদা প্রয়োগ করিবে। মাষকলাই, আলকুশীবীজ, রাস্না, বেড়েলা, রক্তেরণ্ড, রোহিষ (সুগন্ধি তৃণ বিশেষ) ও অশ্বগন্ধা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে হিঙ্‌ ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় তাহার নস্য লইলে পক্ষাঘাত, কম্পনরোগ, অর্দ্দিত বাত, মন্যাস্তম্ভ ও অববাহুক রোগ প্রশমিত হয়।

প্রতিমর্শ নস্যের মাত্রা দুই তিন বিন্দু। প্রত্যেক নাসারন্ধ্রে স্নেহেরই দুই তিন বিন্দু নস্য দিতে হয়। তর্জ্জনীর দুই পর্ব্ব স্নেহে ডুবাইয়া উদ্ধৃত করিলে তাহা হইতে যে বিন্দু পতিত হয়, তাহাই বিন্দুর মাত্রা। এইরূপ বিন্দুর আট বিন্দুতে এক শাণ হয়। মর্শ নস্যের মাত্রা এক শাণ এবং প্রতিমর্শ নস্যের মাত্রা—দুই বিন্দু। পণ্ডিতগণ প্রতিমর্শ নস্যের চতুর্দ্দশটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তদ্‌যথা—প্রভাতে, দন্তধাবনের পরে, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময়ে, ব্যায়ামান্তে, পথ পর্য্যটনান্তে, মৈথুনান্তে, মল মূত্র ত্যাগান্তে, অঞ্জন গ্রহণান্তে, কবল ধারণান্তে, ভোজনান্তে, দিবানিদ্রা হইতে উত্থানান্তে, বমনান্তে এবং সায়ংকালে প্রতিমর্শ নস্য প্রযোজ্য। প্রতিমর্শ প্রমাণে নস্য গ্রহণ করিয়া এরূপে ঈষৎ উচ্ছিঙ্কণ করিবে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে টানিয়া লইবে যেন স্নেহ মুখের ভিতর যায়। তাহা হইলেই বুঝিবে—নস্যগ্রহীতা নস্যে নিষিক্ত হইয়াছে। উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ নস্যাবশিষ্ট যাহা মুখাভ্যন্তরে যায়, তাহা নিষ্ঠীবন করিয়া ফেলিয়া দিবে। প্রতিমর্শ নস্য ক্ষীণ ব্যক্তির, তৃষ্ণার্ত্ত ও মুখশোষার্ত্ত ব্যক্তির এবং বালকের ও বৃদ্ধের পূজিত। প্রতিমর্শ নস্য লইলে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ সকল জন্মে না, বলিপলিত নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়ের বল হইয়া থাকে। বহেড়া, নিম, গাম্ভারী, হরীতকী, শেলু ও কাকিনী (কুঁচ) ইহাদের প্রত্যেকটির তৈলে নস্য লইলে নিশ্চয়ই পলিত নাশ হয়।

অতঃপর নস্য গ্রহণের জন্য নস্যবিধি বর্ণন করিব—যে ব্যক্তিকে নস্য দিতে হইবে, সে ব্যক্তি দন্তধাবনানন্তর ধূমপান দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে, ললাট ও গলদেশকে স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। পরে ধূলিবাতবিবর্জ্জিত স্থানে মস্তক কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত, হস্তপদ প্রসারিত এবং নেত্রদ্বয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া চিত হইয়া শুইবে। রোগী এইরূপে শয়ান হইলে বৈদ্য তাহার নাসাগ্র উন্নামিত করিয়া স্বর্ণ বা রজত নির্ম্মিত ঝিনুক দ্বারা বা প্রকৃত ঝিনুক দ্বারা বা কোন উপযোগি-যন্ত্র দ্বারা অথবা প্লোত দ্বারা (বস্ত্র খণ্ড বা তূল দ্বারা) ঈষদুষ্ণ স্নেহ গ্রহণ পূর্ব্বক অবিচ্ছিন্নধারে নস্য প্রয়োগ করিবেন। নস্য প্রযোজিত হইলে রোগী তৎকালে শিরঃকম্পন করিবে না, ক্রোধ করিবে না, উচ্ছিঙ্কণ করিবে না (ঊর্দ্ধে টানিয়া লইবে না) এবং হাসিবে না। কারণ—শিরঃকম্পনাদি দ্বারা প্রযোজিত স্নেহ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। অপিচ তাহাতে কাস, প্রতিশ্যায়, শিরোরোগ ও নেত্ররোগ জন্মিতে পারে। প্রযোজিতস্নেহকে শৃঙ্গাটক (নাসাস্থি) ব্যাপিয়া রাখিবে, তাহাকে গিলিবে না। স্নেহ ধারণের পরিমিত কাল—পাঁচ সাত বা দশ মাত্রা। (মাত্রার পরিমাণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে) অনন্তর উপবিষ্ট হইয়া মুখনাসাগত দ্রব পদার্থকে নিষ্ঠীবন করিয়া ফেলিবে। বাম বা

দক্ষিণ পার্শ্ব দ্বারা নিষ্ঠীবন করিবে, সম্মুখে নিষ্ঠীবন করিবে না। নস্য নীত হইলে মনস্তাপ, রজঃ (ধূলি) ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। নিদ্রা না যাইয়া উত্তান হইয়া (চিত হইয়া) বাক্ শত কাল শয়ন করিয়া থাকিবে। শিরোবিরেচনান্তে ধূম ও কবল হিতকারী। নস্য প্রয়োগে শুদ্ধিযোগ হীনযোগ ও অতিযোগ এই ত্রিবিধ রোগের ত্রিবিধ লক্ষণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। তদ্‌যথা—মস্তকের লঘুতা, স্রোতঃ সমূহের মলসংশুদ্ধি, ব্যাধি নাশ, চিত্তের প্রসন্নতা ও ইন্দ্রিয়ের বৈমল্য, এইগুলি মস্তকের শুদ্ধি লক্ষণ। কণ্ডূ, প্রদেহ (কফ লিপ্ততা), স্রোতঃ সকলের গুরুতা ও কফস্রাব, হীন নস্য দ্বারা মস্তক অবিশুদ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তলুঙ্গনির্গম, বাত বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয় বিভ্রম ও মস্তকের শূন্যতা, মস্তক অতি বিরেচিত হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মস্তক হীনাতিশুদ্ধ হইলে কফবাতঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। হীন নস্য দ্বারা শুদ্ধ হইলে বাতঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। মস্তক সম্যগ্‌ বিশুদ্ধ হইলে ঘৃতের নস্য প্রয়োগ করিবে। কফ প্রসেক, মস্তকের গুরুত্ব ও ইন্দ্রিয় বিভ্রম এইগুলি অতি স্নিগ্ধের লক্ষণ। অতিস্নিগ্ধে রুক্ষ ব্যবস্থা করিবে, অনভিষ্যন্দি ভোজন করাইবে এবং বাতিক (বাতল, বাতজনক) ক্রিয়া করিবে ॥ ২১৩—২৪৩

ইতি পঞ্চকর্ম্মবিধি।

অথ ধূমপানবিধি।

ধূম ছয় প্রকার, যথা—শমন, বৃংহণ, রেচন, কাসহা, বামন ও ব্রণধূপন। শমন ধূমের পর্য্যায় অর্থাৎ অপর নাম—মধ্য ও প্রায়োগিক। বৃংহণ ধূমের পর্য্যায়—স্নেহন ও মৃদু। রেচন ধূমের পর্য্যায়—শোধন ও তীক্ষ্ণ। শ্রান্তব্যক্তি, ভীতব্যক্তি, দুঃখিত ব্যক্তি, যাহাকে বস্তি দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি, যাহার বিরেচন করান হইয়াছে সেই বিরিক্ত ব্যক্তি, রাত্রি জাগরিত ব্যক্তি, পিপাসিত ব্যক্তি, দাহার্ত্ত ব্যক্তি, তালুশোষী ব্যক্তি, উদর রোগী, শিরোরোগী, তিমির রোগী, বমন পীড়িত ও আধ্মান পীড়িত ব্যক্তি, উরঃক্ষত রোগী, প্রমেহরোগী, পাণ্ডুরোগী, গর্ব্ভিণী স্ত্রী, রুক্ষ ব্যক্তি, ক্ষীণ ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি দুগ্ধ ঘৃত মধু বা আসব অথবা অন্ন দধি ও মৎস্য ভোজন করিয়াছে সেই ব্যক্তি, বালক বৃদ্ধ ও কৃশ ব্যক্তি অধূমার্হ অর্থাৎ ইহারা ধূমপানের যোগ্য নহে। এই সকল ব্যক্তি ধূমপান করিলে, বা অকালে ধূমপান করিলে, বা ধূম অতিপীত হইলে সেই ধূম বহু উপদ্রব সংঘটন করে। যদি এইরূপ ঘটে, তাহা হইলে সে স্থলে ঘৃত পান, নস্য, অঞ্জন ও তর্পণ হিতকর। অথবা ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, শর্করাম্বু বা মধুর ও অম্লরস বমনার্থ প্রদেয়।

দ্বাদশ বর্ষ হইতে ধূম গ্রহণ করিবে, অশীতি বর্ষের পর আর ধূম গ্রহণ করিবে না। ধূম সুযোজিত হইলে (যথাবিধি প্রয়োগ করিলে) তাহা কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, শিরোরোগ ও বাতশ্লেষ্মজপীড়া নাশ করে। ধূমের উপযোগে পুরুষের ইন্দ্রিয় বাক্ ও মনঃ প্রসন্ন হয়, কেশ দন্ত ও শ্মশ্রু দৃঢ় হয় এবং মুখ সুগন্ধি হইয়া থাকে।

ধূমপানের নল ত্রিখণ্ড ও ত্রিপর্ব্ব বিশিষ্ট করিতে হইবে (অর্থাৎ গুড়্‌গুড়ীর নলাকৃতি করিতে হইবে) নলের স্থৌল্য কনিষ্ঠাঙ্গুলিবৎ এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ ছিদ্র রাজমাষ (বরবটীকলায়) প্রবেশ যোগ্য হইবে। শমন ধূমে নলের দৈর্ঘ্য, রোগির অঙ্গুলের চল্লিশ অঙ্গুল ; মৃদু অর্থাৎ বৃংহণ ধূমে নলের দৈর্ঘ্য বত্রিশ অঙ্গুল ; তীক্ষ্ণ অর্থাৎ রেচন ধূমে নলের দৈর্ঘ্য চব্বিশ অঙ্গুল ; কাসঘ্ন ধূমে নলের দৈর্ঘ্য ষোল অঙ্গুল ; বামনীয় ধূমে ও ব্রণ ধূপনে নলের দৈর্ঘ্য দশাঙ্গুল করিতে হইবে। এই সকল নল মটরকলায়বৎ স্থূল এবং নলের ছিদ্র কুলথকলাই প্রবেশ যোগ্য।

দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত-অতিমসৃণ একটি ইষিকা (শরকাণ্ড) সংগ্রহ করিবে। এবং ধূমদ্রব্যের কল্ক দ্বারা সেই ইষিকার আট অঙ্গুল পরিমিত অংশ প্রলিপ্ত করিবে। এক কর্ষ (দুই তোলা) কল্ক লেপন করা হইলে তাহা ছায়াতে শুকাইবে। এবং শুষ্ক হইলে ইষিকাটি সাবধানে টানিয়া খুলিয়া লইবে। পরে সেই শুষ্ক কল্ক বর্ত্তিটি স্নেহাভ্যক্ত করিয়া তাহার এক প্রান্ত অগ্নিতে জ্বালিবে, অপর প্রান্ত ধূমপাননলের ছিদ্রে প্রবেশিত করিয়া মুখ দ্বারা ধূমপান করিবে এবং মুখ দ্বারাই ধূম ত্যাগ করিবে। তৎপরে নাসারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা ধূমপান করিয়া মুখ দ্বারাই ধূম পরিত্যাগ করিবে। ব্রণকে ধূপিত করিতে হইলে একখানি শরাতে কল্ক দ্রব্য রাখিয়া তাহা অগ্নি দ্বারা দীপিত করিবে এবং অপর একখানি সচ্ছিদ্র শরা তাহার উপর চাপা দিবে। পরে একটি নল শরার ছিদ্রে প্রবেশিত করিয়া সেই নল দ্বারাই ব্রণে ধূম লাগাইবে। শমনে এলাদি কল্কের ধূম, বৃংহণে স্নিগ্ধ সর্জ্জরসের (ধুনার) ধূম, রেচনে তীক্ষ্ণ কল্কের ধূম,

শ্বাসঘ্নে ক্ষুদ্রক (ক্ষুদেন্নুনে), উষণ (মরিচ বা পিপ্পলী) সম্ভূত ধূম, বামনে স্নায়ু ও চর্ম্ম বহুল ধূম এবং ব্রণে নিম্ব বচাদির ধূম প্রশস্ত। রোগ শান্তির জন্য গৃহাভ্যন্তরে অন্যান্য ধূমও করণীয়। যথা—ময়ূরপিচ্ছ, নিমপাতা, বৃহতীফল, মরিচ, হিঙ্, জটা-মাংসী, কার্পাসবীজ, ছাগরোম, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা ও গজদন্ত, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গৃহাভ্যন্তর ধূপিত করিলে সর্ব্বপ্রকার বালগ্রহ, পিশাচ ও রাক্ষস দূরীভূত হয়। এই ধূপ সর্ব্বজ্বরনাশক। ইহার নাম অপরাজিত ধূম। ধূমপান করিয়া মনস্তাপ ধূলি ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। ধূমপানের নল ধাতু দ্বারা অথবা নল বংশাদি দ্বারা প্রস্তুত করিবে॥ ১—২৪

অথ গণ্ডূষ-কবল-প্রতিসারণবিধি।

গণ্ডূষ—গণ্ডূষ ধারণের কালের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাবৎকাল স্নেহ দুগ্ধ ও কষায়াদি-দ্রব পদার্থ দ্বারা মুখ পরিপূর্ণ করিয়া থাকাই গণ্ডূষ ধারণের বিধি। অথবা মুখের কফপূর্ণতা, বা দোষের ছেদ বা নেত্র ও ঘ্রাণ মার্গ দিয়া জলস্রাব হওয়া পর্য্যন্ত স্নেহাদি দ্রব দ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়া থাকাই গণ্ডূষধারণ ললাট ও গলদেশাদি স্থান সকল ("আদি" শব্দে গণ্ডকপোলও বুঝিতে হইবে) স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার, অথবা দোষ নাশ হওয়া পর্য্যন্ত গণ্ডূষ ধারণ করিবে। গণ্ডূষ চতুর্ব্বিধ, যথা—স্নেহন, শমন, শোধন ও রোপণ। কবলও গণ্ডূষবৎ এই চারি প্রকার হয় জানিবে। বাত পীড়ায় স্নিগ্ধোষ্ণ দ্রবদ্বারা স্নৈহিক (স্নেহন) গণ্ডূষ, পিত্ত পীড়ায় স্বাদু-শীতল দ্রব দ্বারা প্রসাদন (শমন) গণ্ডূষ, কফ পীড়ায় উষ্ণ কটু-অম্ললবণ দ্বারা শোধন গণ্ডূষ, এবং ব্রণে কষায়-তিক্ত-মধুরের সহিত কটু-উষ্ণ রোপণ গণ্ডূষ ধার্য্য। যে দ্রবে গণ্ডূষ করিতে হইবে, বুধগণ সেই দ্রবে এক তোলা পরিমিত চূর্ণ এবং যে দ্রবে কবল করিতে হইবে, সেই দ্রবে দুই তোলা পরিমিত কল্ক প্রদান করিয়া থাকেন। পাঁচ বৎসর বয়সের পর গণ্ডূষ ও কবলাদি ধারণ করিবে। গণ্ডূষ ধারণে ব্যাধির নাশ, মনস্তুষ্টি, বৈশদ্য, মুখের লঘুতা ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা হয় এবং মুখের বিরসতা, শোষ, পাক, ব্রণ, তৃষ্ণা ও দন্তচাল (দাঁতনড়া) অপগত হইয়া থাকে। গণ্ডূষ মুখাদির বৈশদ্য করে॥ ২৫—

কবল—বাত পিত্ত ও কফ নাশক দ্রব্য দ্বারা মুখার্দ্ধ পূরণ করত তাহা চর্ব্বণ করিয়া নিষ্ঠীবন করিবে। কবলে এই বিধি। কবল—ভক্ষ্য দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, কফ হরণ করে এবং তৃষ্ণা শোষ মুখবৈরস্য ও দন্তচাল নাশ করে॥ ৩৪।৩৫

প্রতিসারণ—অঙ্গুলি করিয়া চূর্ণ কল্ক ও অবলেহ দ্বারা দন্ত জিহ্বা ও মুখে আস্তে আস্তে যে ঘর্ষণ করা যায়, তাহাই প্রতিসারণ বলিয়া উক্ত। প্রতিসারণে মুখের বিরসতা ও দৌর্গন্ধ্য, মুখশোষ, তৃষ্ণা, অরুচি ও দন্ত-পীড়া বিনষ্ট হয়। প্রতিসারণ মাত্রায় হীন হইলে জড়তা, কফোৎক্লেশ ও অরসজ্ঞান এবং মাত্রায় অধিক হইলে মুখপাক, শোষ, তৃষ্ণা, বমি ও ক্লম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়॥ ৩৬—৩৮

স্বেদবিধি—স্বেদ চতুর্ব্বিধ যথা—তাপস্বেদ, উষ্মস্বেদ, উপনাহস্বেদ ও দ্রবস্বেদ। সকল স্বেদই বাতার্ত্তি নাশক। তাপস্বেদ ও উষ্মস্বেদ বাহুল্যতঃ শ্লেষ্মঘ্ন, উপনাহ স্বেদ বাতঘ্ন এবং দ্রবস্বেদ পিত্তঘ্ন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। মহা বলবান্ ব্যক্তিতে, প্রবল ব্যাধিতে এবং শীতকালে মহাস্বেদ; দুর্ব্বল ব্যক্তিতে ও দুর্ব্বল ব্যাধিতে দুর্ব্বল স্বেদ এবং মধ্যম বল ব্যক্তিতে ও মধ্যম ব্যাধিতে মধ্যম স্বেদ প্রযোজ্য। কফে রুক্ষণ স্বেদ, কফানিলে রুক্ষ স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদেয়। কফমেদোবৃত বাতে সুখোষ্ণ গৃহ, সূর্য্যের কিরণ, নিযুদ্ধ (মল্লযুদ্ধ), পথ পর্য্যটন, গুরু বস্ত্রাচ্ছাদন, চিন্তা, ব্যায়াম ও ভারবহন, রোগ মুক্তির জন্য এই সকল সেবন করিবে। যাহাদিগকে নস্য দিতে হইবে, যাহাদিগকে বস্তি প্রদান করিতে হইবে এবং যে কোন ব্যক্তি বমন বিরেচনাদি দ্বারা শোধনীয়, তাহারাই প্রথমে স্বেদ্য অর্থাৎ অগ্রে তাহাদিগকে স্বেদ দিয়া পরে নস্যাদি প্রদান করিতে হইবে। সুশ্রুত মতে—ভগন্দর রোগী অর্শোরোগী ও অশ্মরীরোগী এই তিন ব্যক্তি শস্ত্র কর্ম্মের পশ্চাৎ স্বেদ্য। শল্য হৃত হইলে, তৎপরে স্বেদ প্রদেয়, মূঢ়গর্ভ রোগেও গর্ভ নির্হৃত হইবার পর স্বেদ প্রযোজ্য এবং স্ত্রীলোক কালেই প্রসব করুক বা অকালেই প্রসব করুক, প্রসবান্তে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। সকল প্রকার স্বেদই নিবাত স্থানে এবং ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে প্রদেয়। স্বেদ প্রয়োগের পূর্ব্বে স্বেদ্য ব্যক্তিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। রোগী স্নেহক্লিন্ন হইলে তাহার ধাতুস্থিত দোষ সকল দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক বিরেকতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দোষ সকল নিঃসৃত হইয়া থাকে।

রোগির শরীর স্নেহাভ্যক্ত করিয়া আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা তাহার নেত্রদ্বয় আচ্ছাদন করত স্বেদ প্রদান করিবে এবং স্বেদ্যমান দেহ ব্যক্তির হৃদয় আর্দ্রবস্ত্রাদি শীতস্পর্শ দ্রব্যদ্বারা স্পর্শ করিবে। অজীর্ণী ব্যক্তি, দুর্ব্বল ব্যক্তি, মেহরোগী, ক্ষতক্ষীণ রোগী, পিপাসিত ব্যক্তি, অতিসাররোগী, রক্তপিত্তরোগী, পাণ্ডুরোগী, উদররোগী, মেদোরোগী ও গর্ভবতী স্ত্রী ইহারা স্বেদ্য নহে। কারণ স্বেদ দ্বারা ইহাদের দেহ বিনষ্ট হয় এবং রোগ সকল অসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি স্বেদসাধ্য রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকেও মৃদু স্বেদ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। হৃদয়ে মুষ্কে ও নেত্রে যদি স্বেদ দেওয়া প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত স্থানে মৃদু স্বেদ প্রয়োগ করিবে। স্বেদ্য ব্যক্তিকেও সম্যক্ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য ; কারণ অতিস্বেদে সন্ধিপীড়া, দাহ, তৃষ্ণা, ক্লম, ভ্রম এবং পিত্তরক্ত ও পিড়কার প্রকোপ হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে শীতল চিকিৎসা করিবে॥ ৩৯—৫২

তাপস্বেদ—রোগির শরীর অলক্তকে অর্থাৎ লাক্ষারস রঞ্জিত বস্ত্রে আবৃত করিয়া, প্রতপ্ত বালুকা বস্ত্র বা হস্ততল কাঞ্জিক সিক্ত করত তদ্দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকেই তাপস্বেদ কহে॥ ৫৩

উষ্মস্বেদ—বাতঘ্ন দ্রব্যের অত্যুষ্ণ ক্বাথ বা রসাদি দ্বারা একটি ঘট পূর্ণ করিয়া শরাবাদি দ্বারা তাহার মুখ মুদ্রিত করিবে। এবং ঘটের পার্শ্বে একটি ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে ধাতুনির্ম্মিত বা কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি ত্রিখণ্ড নল প্রবেশিত করিয়া দিবে। নলটি ষড়ঙ্গুলাস্য (মূলভাগে ষড়ঙ্গুল বিশাল মুখ), গো-পুচ্ছাকার (গোপুচ্ছবৎ ক্রম কৃশ) এবং দ্বিহস্ত প্রমাণ দীর্ঘ হইবে। স্বেদ সৌকর্য্যার্থ নলটিকে ত্রিখণ্ডান্বিত করিতে হইবে। পরে বাতরোগিকে সুখোপবিষ্ট স্বভ্যক্ত ও গুরু প্রাবরণে (আচ্ছাদন বস্ত্রে) আচ্ছাদিত করিয়া সেই ঘট প্রণিহিত হস্তিশুণ্ডিকা নাড়ী দ্বারা (হস্তিশুণ্ডবৎ ক্রমকৃশ নল দ্বারা) উষ্মস্বেদ প্রদান করিবে। অন্যবিধ উষ্মস্বেদ—রোগির শরীরের দৈর্ঘ্যপ্রমাণ ভূমি মার্জ্জিত করিয়া তাহা খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে ভস্মাদি অপসারিত করিয়া সেই উত্তপ্ত ভূমি খণ্ড দুগ্ধ ধান্যাম্ল (কাঁজী) বা জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত এবং বাতঘ্ন পত্র দ্বারা (এরণ্ডাদির পত্র দ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি রোগিকে শোয়াইয়া উষ্ম স্বেদ দিবে। এই প্রকারে স্বিন্ন মাষাদি দ্বারাও উষ্মস্বেদ প্রয়োগ করিবে॥ ৫৪—৫৮

উপনাহস্বেদ—বাতঘ্ন ঔষধকে কাঁজী ও তক্রাদি অম্লপদার্থ দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক তাহাতে লবণস্নেহ-দুগ্ধ ও মাংসরসাদি সংযুক্ত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং সুখোষ্ণ অবস্থায় তদ্দ্বারা বাতার্ত্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে, অর্থাৎ সেই উষ্ণ প্রলেপ স্বেদে বাতার্ত্ত অঙ্গকে স্বিন্ন করিবে। এইরূপ গ্রাম ও আনূপ জন্তুর মাংস দ্বারা, জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা, দধি, দুগ্ধ ও সৌবীরকসহ বীরতর্ব্বাদি গণোক্ত দ্রব্যসকল দ্বারা এবং কুলত্থ, মাষকলায়, গোধূম, মসিনা, তিল, সর্ষপ, শুল্‌ফা, দেবদারু, শেফালী (নিসিন্দা), স্থূল জীরক, এরণ্ডমূল, জীরা, রাস্না, মূলক, শজিনা, জটামাংসী, কৃষ্ণা (পিপুল বা কাল জীরে), তুলসী, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, দশমূল, গুড়ূচী ও আলকুশী বীজ, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সংগ্রহ করিয়া তাহা শিলায় পেষিত, অম্ল লবণের সহিত সংযুক্ত, অগ্নিতে স্বিন্ন এবং বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা বাতার্ত্ত স্থানে স্বেদ দিবে। ইহার নাম মহাশাল্বণ স্বেদ, এই স্বেদ দ্বারা সর্ব্ব প্রকার বাতপীড়া প্রশমিত হয়। অথবা ঔষধ দ্রব্যকে কাঞ্জিকাদি অম্লে পেষিত, অগ্নিতে উত্তপ্ত ও সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ডে বদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে। কিংবা ঔষধ দ্রব্যকে স্বিন্ন ও বস্ত্র খণ্ডস্থিত করিয়া সুখোষ্ণাবস্থায় তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। (যেমন পুলটিস)॥ ৫৯—৬৫

দ্রবস্বেদ—বাতঘ্ন ঔষধের ক্বাথে একখান কটাহ বা কোষ্ঠক (দ্রোণী বা টপ) আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রোগিকে অবগাহন করাইবে, অর্থাৎ রোগী তাহাতে সুস্থির হইয়া উপবেশন করিবে। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা লোহ দ্বারা অথবা কাষ্ঠ দ্বারা কোষ্ঠক প্রস্তুত করাইবে। কোষ্ঠক খানি উর্দ্ধে ও বিস্তারে ছাব্বিশ অঙ্গুল করিতে হইবে এবং তাহা চতুষ্কোণ ও চিক্কণ হইবে। পক্ষান্তর—রোগী স্নেহাভ্যক্ত হইয়া নাভির উর্দ্ধ ছয় অঙ্গুল পর্য্যন্ত ক্বাথে নিমগ্ন করিয়া কোষ্ঠকে উপবেশন করিবে। পরে সুখোষ্ণ সেই বাতঘ্ন ক্বাথধারা তাহার স্কন্ধদ্বয়ে পাতিত করিতে থাকিবে। যতক্ষণ না কোষ্ঠক পরিপূর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্বাথধারা পাতিত করিবে। এক মুহূর্ত্ত হইতে চারি মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, অথবা যতক্ষণ না আরোগ্য নিশ্চয় হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী সেই কোষ্ঠকে অবগাহন করিবে। ক্বাথবৎ তৈল দ্বারা,

দুগ্ধ দ্বারা বা ঘৃত দ্বারাও স্বেদ প্রদান করিবে। কিন্তু স্নেহে অর্থাৎ তৈলে বা ঘৃতে প্রতিদিন অবগাহন না করিয়া এক দিন বা দুই দিন অন্তর অবগাহন কর্ত্তব্য। কারণ প্রতিদিন স্নেহাবগাহনে অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইতে পারে। এতাবতা বলা হইল যে, ক্বাথে ও দুগ্ধে নিত্যই অবগাহন করা যাইতে পারে। শিরামুখ দ্বারা, লোমকূপ দ্বারা ও ধমনী দ্বারা স্নেহ পরিচালিত হইয়া শরীরকে তর্পিত করে এবং শরীরে বল জন্মাইয়া দেয়। অতএব অবগাহন স্নেহ উপযুক্ত। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে সেই জল-সিক্ত বৃক্ষের অঙ্কুরাদি যেমন বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ স্নেহাসিক্ত ব্যক্তির ধাতু সকলও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা বাতনাশক উৎকৃষ্ট উপায় আর দ্বিতীয় নাই। শীত ও শূল (বেদনা) অপগত হইলে, শরীরের স্তব্ধতা ও গুরুতা দূরীভূত হইলে, অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে এবং বাতার্ত্ত অঙ্গ কোমল হইলে স্বেদ হইতে বিরত হইবে ॥ ৬৬—৭৩

মূর্দ্ধতৈল বিধি—মূর্দ্ধ-তৈল চতুর্ব্বিধ যথা—অভ্যঙ্গ, পরিষেক, পিচু ও বস্তি। (অভ্যঙ্গ—তৈল দ্বারা শিরোমর্দ্দন), পরিষেক (মস্তকে তৈলের ধারা পাতন), পিচু (তৈলাক্ত তূলা মস্তকে স্থাপন), বস্তি (ইহা পরে বর্ণিত হইবে)। এই চারি প্রকার মূর্দ্ধ-তৈলের পর পরটি যথাক্রমে বলবান্। অভ্যঙ্গাদি প্রথমোক্ত তিনটি অর্থাৎ অভ্যঙ্গ পরিষেক ও পিচু এই তিনটি সর্ব্বতঃ প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ সকলেই অবগত আছেন। এস্থলে শাস্ত্রজ্ঞসম্মত শিরোবস্তিবিধি বর্ণন করিব। তদ্যথা—শিরোবস্তি চর্ম্মনির্ম্মিত, তাহা দ্বিমুখ এবং দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ ও শিরঃপ্রমাণ প্রশস্ত। ইহা মস্তকে বান্ধিয়া পেষিত মাষকলায়ের কল্কদ্বারা সন্ধিরোধ করিয়া আশু ঈষদুষ্ণ স্নেহ দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে। এবং নাসা-কর্ণ-মুখস্রুতি হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা বেদনার উপশম হওয়া পর্য্যন্ত, কিংবা এক সহস্র মাত্রা পর্য্যন্ত মস্তকে ধারণ করিবে। নিজ জানুর উপর ছোটিকাযুক্ত করাবর্ত্ত করিবে। করাবর্ত্তে যত সময় লাগে, তাহাই একমাত্রা, এইরূপ নিশ্চয় সর্ব্বত্রই। অভুক্তাবস্থায় শিরোবস্তি ধারণ প্রশস্ত। পাঁচ দিন বা সাত দিন শিরোবস্তি প্রযোজ্য। মস্তকের বস্তি বিমোচন করিয়া তাহা সর্ব্বাবয়বে গ্রহণ করিবে। তদনন্তর ঈষদুষ্ণ জলে দেহের উর্দ্ধভাগ অভিষিক্ত করিবে। ইহা দ্বারা শিরঃকম্পাদি দুর্জয় বাতজ-রোগ সকল সংক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব শিরোবস্তি সর্ব্বকালে প্রযোজ্য।

টীকা। "পাঁচদিন বা সাতদিন শিরোবস্তি প্রযোজ্য" ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার "সর্ব্বকালে প্রযোজ্য" এই কথা বলায় বুঝিতে হইবে যে, শিরঃকম্পাদি-রোগ সকল যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন শিরোবস্তি ধার্য্য ॥ ৭৪—৮১

কর্ণপূরণবিধি—কর্ণরোগ বা কণ্ঠরোগ অথবা শিরোরোগ উপস্থিত হইলে রোগীকে পার্শ্ব পাতিয়া শোয়াইবে। সে পার্শ্বশায়ী হইলে তাহার কর্ণদেশে কিঞ্চিৎ স্বেদ দিয়া উষ্ণ মূত্র স্নেহ বা মাংস-রস দ্বারা তাহার কর্ণ পূরণ করিবে। কর্ণ পূরণ করিয়া রোগী পাঁচশত বা সহস্র মাত্রা কাল থাকিবে। ভোজনের পূর্ব্বে মূত্রাদিদ্বারা কর্ণ পূরণ প্রশস্ত; এবং সূর্য্য অস্ত গেলে তৈলাদি দারা কর্ণ পূরণ করা বিধেয়। তদ্যথা—কর্ণশূল রোগে ঈষদুষ্ণ ছাগ-মূত্র সৈন্ধব লবণ সহ কর্ণে নিক্ষেপ করিবে। ইহা দ্বারা কর্ণশূল-কর্ণপাকাদি প্রশমিত হয়। আদা, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও তৈল এই সকল দ্রব্য উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কর্ণে দিলে কর্ণের বেদনা নাশ হয়। পীত আকন্দের পাতা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহা অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে। সেই প্রতপ্ত পাতার রস কর্ণে ক্ষেপণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। ইহা কর্ণশূলহর উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ৮২—৮৭

লেপবিধি—আলেপের অপর নাম—লেপ লেপন ও লিপ্তক। লেপ ত্রিবিধ যথা—দোষঘ্ন লেপ, বিষঘ্নলেপ ও বর্ণকর লেপ। লেপ—অঙ্গুলির চতুর্থাংশ উন্নত (পুরু), তৃতীয়াংশ উন্নত বা অর্দ্ধাংশ উন্নত হইবে; লেপের এই তিন পরিমাণ। আর্দ্রলেপ ব্যাধিহর, তাহা শুকাইলে শরীরের কান্তিকে দূষিত করিয়া থাকে। দোষঘ্ন-লেপ যথা—পুনর্নবা, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও শজিনা ছাল এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়। শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই দশটি দ্রব্যের চূর্ণ তৎপঞ্চমাংশঘৃতে আপ্লুত এবং জলে ম্রক্ষিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বীসর্প, বিস্ফোটক, শোথ ও দুষ্টব্রণ বিনষ্ট হয়। ইহা দশাঙ্গ লেপ নামে অভিহিত। বিষঘ্নলেপ যথা—ছাগদুগ্ধে তিল বাটিয়া এবং তাহাতে মাহিষ নবনীত সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে আরুষ্কর ('ভেলা-জনিত) শোথ প্রশমিত হয়। কৃষ্ণমৃত্তিকার প্রলেপও শোথনাশক। ঈশলাঙ্গলা, আতইচ,

তিত্‌লাউবীজ, ঝিঙ্গেবীজ ও মূলা এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্রমি ও বিস্ফোট বিনষ্ট হয়। বর্ণপ্রসাদকলেপ যথা—রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর ও মসুর, ইহাদের প্রলেপ ব্যঙ্গনাশক ও মুখকান্তিপ্রদ।

অতঃপর পণ্ডিতসম্মত লেপবিধি বর্ণন করিব। লেপের তুইটি ভেদ যথা—আলেপ ও প্রদেহ। মহিষের আর্দ্র চর্ম্মের ন্যায় ইহাদের স্থূলতা। আলেপ—শীতল পাত্‌লা ও বিশোষী, প্রলেপ পিত্তহৃৎ। প্রদেহ আলেপ অপেক্ষা পুরু, ইহা আর্দ্রও ব্যবহৃত হয়, উষ্ণও ব্যবহৃত হয়। প্রদেহ কফ বাতনাশক। রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না, প্রলেপ শুষ্যমাণ হইলে তাহা আর শরীরে রাখিবে না, তুলিয়া ফেলিবে। তবে পীড়ন প্রদেহ অর্থাৎ যে প্রদেহ ব্রণশোথের পূযকে আকর্ষণ করিয়া ব্রণ-মুখে আনয়ন করে, তাহা শুষ্যমাণ হইলেও উপেক্ষা করিবে, অর্থাৎ তাহা তুলিয়া ফেলিবে না। রাত্রির অন্ধকারে ব্রণোষ্মা ব্যবহিত হইয়া লোমকূপ-মুখে স্থিতি করে। লোমকূপমুখাগত সেই উষ্মা বিনা প্রলেপে নির্গত হইয়া থাকে। অতএব রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না। অপাকি-অতিগম্ভীর-রক্তশ্লেষ্মসম্ভূত ব্রণে পণ্ডিতগণ রাত্রিতেও প্রলেপ দিয়া থাকেন। প্রলেপ যথা—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, নলমূল, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বেণামূল, বালা ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ পিত্তশোথনাশক। প্রদেহ যথা—টাবালেবুর মূল, জটামাংসী, কালিয়াকড়ামূল, দেবদারু, শুঁঠ, রাস্না ও গণিয়ারি, ইহাদের প্রদেহ (পুরু প্রলেপ) বাতশোথনাশক। পিপুল, পুরাণপিণ্যাক (তিল খইল) শজিনাছাল, বালি ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষিত এবং অগ্নিসন্তাপে উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় তাহার প্রদেহ দিলে শ্লেষ্মশোথ বিনষ্ট হয়॥ ৮৮—১০৩

শোণিত-স্রাবণবিধি।

মানবের রোগ বুঝিয়া একপ্রস্থ অর্দ্ধপ্রস্থ বা সিকি প্রস্থ শোণিত স্রাব করিবে। (বমনে বিরেচনে ও রক্ত-মোক্ষণে প্রস্থের পরিমাণ সাড়ে ছয় পল জানিবে)। শরৎকালে স্বভাবতঃ মানবের শোণিত মোক্ষণ করিবে। তাহাতে শোণিতোদ্ভব ত্বগ্‌দোষ-গ্রন্থি ও শোথাদিরোগসমূহ বিনষ্ট হইবে। বর্ষাকালে, গ্রীষ্মকালে, শরৎকালে, শীতকালে, মেঘরহিত দিবসে, মধ্যাহ্ন সময়ে রক্তমোক্ষণ করিবে।

প্রকৃত শোণিত—অনুষ্ণশীত (উষ্ণও নহে শীতলও নহে), মধুর, স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ ও গুরু শোণিত বিস্র (আঁশ্‌টে গন্ধ) হইলে পিত্তবৎ তাহার বিদাহ হয়। তাহাকে বিদগ্ধ শোণিত বলিয়া জানিবে। বিস্রতা, দ্রবতা, রক্তবর্ণতা চলন ও বিলয়, ভূম্যাদি পঞ্চভূতের এই পাঁচটি গুণ রক্তে বিদ্যমান আছে।

রক্তদুষ্ট হইলে শোথ, রক্তবর্ণমণ্ডলোৎপত্তি, ব্যথা, দাহ, পাক, কণ্ডূ ও পিড়কোদ্‌গম হয়। রক্তের বৃদ্ধি হইলে অঙ্গের ও নেত্রের রক্তবর্ণতা, শিরা সমূহের পূর্ণতা, গাত্রের গৌরব এবং নিদ্রা মোহ ও দাহ জন্মে। রক্তের ক্ষীণতা হইলে মধুর দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, মূর্চ্ছা, ত্বকের রুক্ষতা এবং রক্তক্ষৈণ্য জনিত বাত হেতু শিরাসমূহের শিথিলতা ও উন্মার্গগামিতা হইয়া থাকে।

শোণিত বাতকর্ত্তৃক দূষিত হইলে অরুণবর্ণ, ফেনিল, রুক্ষ, পরুষ, পাত্‌লা, শীঘ্রগামী, আস্কন্দি ও সূচীবেধবদ্‌ বেদনাপ্রদ হইয়া থাকে। পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পীতবর্ণ, হরিতবর্ণ, নীলবর্ণ বা শ্যামবর্ণ, বিস্র, অস্বাদু, উষ্ণ এবং মক্ষিকা ও পিপীলিকাদিগের অপ্রিয় হইয়া থাকে। কফকর্ত্তৃক দূষিত হইলে শীতল, ঘন, স্নিগ্ধ, গৈরিকজলসদৃশ বা মাংসপেশীপ্রভ স্ত্যানীভূত ও মন্দগামী হয়। দুই দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে সেই দোষদ্বয়ের লক্ষণাক্রান্ত এবং তিন দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে সেই দোষত্রয়ের মিলিত লক্ষণাক্রান্ত, পূতিগন্ধ বিশিষ্ট ও কাঞ্জিকপ্রভ হইয়া থাকে। বিষকর্ত্তৃক দূষিত হইলে শ্যাববর্ণ, নাসিকোন্মার্গগ, বিস্র, কাঞ্জিকপ্রভ ও সর্ব্বকুষ্ঠজনক হয়। প্রকৃতিস্থ রক্ত ইন্দ্রগোপপ্রতিম অর্থাৎ বর্ষাকালসম্ভূত রক্তবর্ণ কীটবিশেষ ও অসংহত সদৃশ হইয়া থাকে।

শোথে, দাহে, অঙ্গপাকে, রক্তের লোহিতবর্ণস্রাবে, বাতরক্তে, কুষ্ঠে, কণ্ডূরোগে, দুর্জ্জয় বাতে, পাণ্ডুরোগে, শ্লীপদে, বিষদুষ্ট-শোণিতে এবং গ্রন্থি-অর্ব্বুদ-অপচী-ক্ষুদ্ররোগ-অধিমন্থ-বিদারী ও স্তনরোগে, গাত্রের অবসাদ ও গৌরবে, রক্তাভিষ্যন্দে, তন্দ্রারোগে, পূতিঘ্রাণ ও আস্যদাহে, যকৃৎ-প্লীহা-বীসর্প-বিদ্রধি ও পিড়কারোগে, কর্ণ ওষ্ঠ ঘ্রাণ ও মুখের পাকে, দাহে, শিরোরোগে, উপদংশে ও রক্তপিত্তে, রক্তস্রাব প্রশস্ত। এই সকল রোগে শৃঙ্গদ্বারা, জলৌকাদ্বারা, বা অলাবুদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে, অথবা শিরামোক্ষণ দ্বারা রক্ত পাতন করিবে।

কৃশ ব্যক্তির, অতি মৈথুনশীল ব্যক্তির, ক্লীব ব্যক্তির, ভীরুব্যক্তির, গর্ভিণীস্ত্রীর, প্রসূতাস্ত্রীর, যে ব্যক্তির বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম করা হইয়াছে বা যে ব্যক্তি স্নেহপান করিয়াছে তাহার, অর্শো-রোগির, সর্ব্বাঙ্গশোথাক্রান্তব্যক্তির, উদররোগির, শ্বাস ও কাসরোগির, বমি, অতিসার ও কুষ্ঠ রোগির, যে ব্যক্তিকে অতি স্বেদ দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তির এবং ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তির বা সপ্ততি বর্ষের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির, আঘাত হেতু স্রুতরক্ত ব্যক্তির এবং রক্তপিত্তাদি দ্বারা যাহার রক্ত স্রুত হইয়াছে সেই ব্যক্তির শিরা মোক্ষণ প্রশস্ত নহে। কিন্তু ইহাদের কোন আত্যয়িক (প্রাণ সঙ্কট) রোগ উপস্থিত হইলে জলোকাদ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে। বিষাক্রান্ত ব্যক্তিদিগেরও শিরা-মোক্ষণ বিধেয় নহে। বাতদুষ্ট শোণিত—গোশৃঙ্গ দ্বারা, পিত্তদুষ্ট শোণিত জলোকাদ্বারা, কফদুষ্ট শোণিত অলাবুদ্বারা, মোক্ষণ করিবে। যে রক্ত দুই দোষদ্বারা বা ত্রিদোষদ্বারা দূষিত হয়, সেই দূষিত রক্ত যুক্তি পূর্ব্বক গোশৃঙ্গাদি কোন যন্ত্র দ্বারা, শিরামোক্ষণ দ্বারা বা শস্ত্রপাত দ্বারা স্রাবিত করিবে।

শৃঙ্গ দশাঙ্গুল পরিমিত স্থানস্থ শোণিত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে; জলৌকা হস্ত পরিমিত স্থানস্থ শোণিত গ্রহণ করে; অলাবু দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত স্থানস্থ শোণিত গ্রহণ করে; শস্ত্রপদ একাঙ্গুল পরিমিত স্থানস্থ শোণিত গ্রহণ করে, শিরা সর্ব্বাঙ্গ শোধিনী অর্থাৎ শিরামোক্ষণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গগত রক্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

শীত সময়ে বা অভুক্তাবস্থায় রক্ত প্রস্রুত হয় না এবং মূর্চ্ছা নিদ্রা ভয় মদ ও শ্রমান্বিত ব্যক্তিদের রক্তস্রাব হয় না; যাহাদের মল মূত্র রোধ হইয়াছে, তাহাদেরও রক্ত নির্গত হয় না। রক্ত প্রস্রুত না হইলে কুড় ত্রিক ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ক্ষত-মুখে মর্দ্দন করিবে, তাহাতে রক্তস্রাব হইবে। অতএব শীত সময়ে বা অত্যুষ্ণ সময়ে রক্তস্রাব করিবে না; স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন না করিয়াও রক্ত মোক্ষণ করিবে না; অতি তাপিত (পাঠান্তর অতি স্বিন্ন ব্যক্তি অথবা ভোজনাদি দ্বারা অতি তর্পিত) ব্যক্তিরও রক্ত মোক্ষণ করিবে না। রোগী যবাগূ পান করিয়া তৃপ্ত হইলে তাহার রক্ত মোক্ষণ করিবে। অতিস্বিন্ন ব্যক্তির রক্ত মোক্ষণ করিলে বা অত্যুষ্ণকালে রক্ত মোক্ষণ করিলে বা অতি শিরাব্যধ করিলে অধিক মাত্রায় রক্ত নির্গত হয়। তাহাতে এই প্রতিকার করিবে, তদ্‌যথা—রক্ত অতি প্রবৃত্ত হইলে লোধ, ধুনা ও রসাঞ্জনচূর্ণ দ্বারা, যব ও গোধূমচূর্ণ দ্বারা, ধব ধন্বন ও গৈরিক চূর্ণ দ্বারা অথবা সাপের খোলস-চূর্ণ দ্বারা কিংবা ক্ষৌমবস্ত্র ও সূত্রবস্ত্রের ভস্মদ্বারা ক্ষতমুখ বদ্ধ করিয়া শীতল চিকিৎসা করিবে। শিরার যে স্থান হইতে রক্তের অতিস্রাব হইতেছে, তাহার উর্দ্ধে আর একস্থান বিদ্ধ করিয়া দিবে, অথবা ক্ষার দ্বারা বা অগ্নি দ্বারা ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবে। কষায়রস ক্ষতকে সংযোজিত করে, শৈত্য প্রয়োগে রক্ত গাঢ়ীভূত হয়, ক্ষার ক্ষতকে পাকায়, অগ্নি-দাহে শিরা সঙ্কুচিত হয়। দুষ্ট রক্তের যদি কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাতেও ব্যাধি প্রকুপিত হয় না, অতএব দুষ্ট রক্তের কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখিবে, তথাপি রক্তের অতিস্রাব করান হিতকর নহে। রক্তের অতিস্রাবে আন্ধ্য, আক্ষেপ, তৃষ্ণা, তিমির রোগ, শিরোরোগ, পক্ষাঘাত, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দাহ ও পাণ্ডুতা, এমন কি মরণ পর্য্যন্তও উপ-স্থিত হয়। রক্ত দ্বারাই দেহের উৎপত্তি, রক্তদ্বারাই দেহ রক্ষিত এবং রক্তই জীবের আধার, অতএব রক্তকে রক্ষা করিবে। স্রুতরক্ত ব্যক্তির শীতোপচার দ্বারা বায়ু কুপিত হইলে ব্যথান্বিত শোথে সুখোষ্ণ ঘৃত সেচন করিবে। অতি রক্তস্রাবে রোগী ক্ষীণ হইলে তাহার পক্ষে এণ শশ মেষ হরিণ বা ছাগের মাংসরস এবং ষষ্টিক তণ্ডুলের সহিত দুগ্ধপান অতি কর্ত্তব্য। রক্ত সম্যক্ নিঃসারিত হইলে পীড়াশান্তি, লঘুত্ব, ব্যাধির উপদ্রব নাশ ও মনের স্বাস্থ্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। রক্তস্রাবান্তে বলাধান না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ, শীতল জলে স্নান, বায়ুপ্রবাহ সেবন, একাহার, দিবানিদ্রা এবং ক্ষার অম্ল কটু ভোজন, শোক, বাদানুবাদ ও অপক্ক দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে॥ ১০৪—১৪৫

নেত্রপ্রসাদন কর্ম্ম।

সেক, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়াল, তর্পণ, পটু-পাক ও অঞ্জন, এই কয়টি কল্পে (বিধানে) নেত্রের চিকিৎসা করিবে॥ ১৪৬

সেকবিধি—রোগী মীলিতাক্ষ হইলে তাহার সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া সূক্ষ্ম ধারায় চতুরঙ্গুল সেক (পরিষেক) প্রদেয়, এই পরিমিত সেকই হিতকর। বাত প্রকোপে সস্নেহ সেক, পিত্ত ও রক্ত প্রকোপে রোপণ সেক এবং কফে লেখন সেক কর্ত্তব্য। সেকের

মাত্রা বলিব, তদ্‌যথা—নেত্র প্রসাদনে ছয়শত বাঙ্‌মাত্রা কাল স্নেহ সেক, চারিশত বাঙ্‌মাত্রা কাল রোপণ সেক, তিন শত বাঙ্‌মাত্রা কাল লেখন সেক প্রদেয়। মানবের নিমেষোন্মেষণে যতটুকু সময় লাগে, অঙ্গুলি দ্বারা ছোটিকা করিতে (তুরীদিতে) যতটুকু সময় লাগে, অথবা গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত টুকু সময় লাগে, পণ্ডিতগণ তাহাকে বাঙ্‌মাত্রা কহেন। দিবাভাগে সেক প্রদেয়, উৎকট ব্যাধিতে রাত্রিতেও সেক প্রদান করা যাইতে পারে। এরণ্ডের পত্র (পাঠান্তর এরণ্ডের পত্র মূল ও ত্বক্) পেষণ করিয়া তৎসহ ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিবে। সুখোষ্ণাবস্থায় সেই দুগ্ধ নয়নে সেচন করিলে বাতাভিষ্যন্দ নাশ হয়॥ ১৪৭—১৫১

আশ্চ্যোতন বিধি—নেত্র দুই অঙ্গুল আয়ত, রোগী নেত্রকে সেই দুই অঙ্গুলই ব্যাপিয়া উন্মীলিত করিলে তাহাতে ক্বাথ মধু আসব বা স্নেহের যে বিন্দু পাতন করা যায়, তাহাই আশ্চ্যোতন নামে প্রোক্ত। লেখন আশ্চ্যোতনে আটবিন্দু, রোপণ আশ্চ্যোতনে দশবিন্দু, স্নেহন আশ্চ্যোতনে দ্বাদশ বিন্দু পাতন বিধেয়। শীত হেতুক নেত্ররোগে ঈষদুষ্ণ এবং উষ্ণ হেতুক নেত্র রোগে শীতল ক্বাথাদি বিন্দু প্রদেয়। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জানিবে। বাতপ্রকোপে তিক্ত ও স্নিগ্ধ আশ্চ্যোতন, পিত্ত প্রকোপে মধুর ও শীতল আশ্চ্যোতন এবং কফপ্রকোপে তিক্ত উষ্ণ ও রুক্ষ আশ্চ্যোতন হিতকর। সকল আশ্চ্যোতনেরই মাত্রা—বাক্‌শত পরিমিত কাল। নেত্ররোগে আশ্চ্যোতন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভেষজ-কল্পনা আর নাই। কাহারও কখনও রাত্রিতে আশ্চ্যোতন কর্ত্তব্য নহে। আশ্চ্যোতন যথা—বিল্বাদি পঞ্চমূল, বৃহতী, এরণ্ডমূল ও শজিনা, ইহাদের ক্বাথ সুখোষ্ণাবস্থায় নেত্রে আশ্চ্যোতন করিলে বাতাভিষ্যন্দ নাশ হয়॥ ১৫২—১৫৭

পিণ্ডীবিধি—রোগোপযোগি ঔষধের কল্ক-পিণ্ডিকা এক গ্রাস মাত্রায় লইয়া তাহা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা নেত্রে বান্ধিয়া রাখিলে অভিষ্যন্দ বিনষ্ট হয়। বাত-প্রকোপে স্নিগ্ধ ও উষ্ণপিণ্ডিকা, পিত্তপ্রকোপে শীতলপিণ্ডিকা এবং কফপ্রকোপে রুক্ষ ও উষ্ণ-পিণ্ডিকা নেত্রে ধার্য্য, এই বিধি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। পিণ্ডী যথা—এরণ্ডের পত্র মূল ও ত্বকের কল্ক নির্ম্মিত পিণ্ডী বাতনাশক। পিত্তে আমলকী কল্ক কৃত পিণ্ডী এবং কফে শজিনা-পত্রের কল্কনির্ম্মিত পিণ্ডী নেত্রে ধার্য্য॥ ১৫৮।১৬০

বিড়ালকবিধি—পক্ষ্ম বর্জ্জন করিয়া নেত্রের বহির্ভাগে যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা বিড়ালক নামে অভিহিত। বিড়ালক লেপের মাত্রা মুখালেপ-বিধানবৎ জানিবে। যষ্টিমধু, গেরিমাটী, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জন, প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক তাহার বহির্লেপ দিলে সর্ব্ব-প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৬১। ১৬২

তর্পণবিধি—বাত-আতপ ও ধূলিবিহীন গৃহে রোগী উত্তানশায়ী হইয়া থাকিবে (চিত হইয়া শুইবে)। পরে ক্লিন্ন মাষকলায় চূর্ণ দ্বারা দুইটি সমান—দৃঢ়-অসম্বন্ধি-পরিপিণ্ডিত প্রস্তুত করিয়া তাহা নেত্রকোষদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিবে অর্থাৎ মাষকলায় চূর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা নেত্রকোষদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে সমান দৃঢ় ও অসম্বন্ধি দুইটি আলবাল নির্ম্মাণ করিবে। তৎপরে দ্রবীভূত ঘৃতখণ্ড দ্বারা, ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা, শতধৌত ঘৃত দ্বারা বা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা ঐ পরিপিণ্ডিতদ্বয় পূর্ণ করিবে। ঘৃতাদি নিক্ষেপ কালে রোগী নেত্র মুদ্রিত করিয়া থাকিবে। যে পর্য্যন্ত না পক্ষ্ম সকল নিমগ্ন হয়, সে পর্য্যন্ত ঘৃতাদি নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর রোগী ক্রমে ক্রমে নেত্র উন্মীলন করিবে। ভিষগ্‌গণ ইহাকেই তর্পণবিধি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

যে নেত্রে রুক্ষ, পরিষ্যন্দি (যাহা হইতে স্রাব নিঃস্রুত হয়), যে নেত্র কুটিল, আবিল, যাহার পক্ষ্ম-সকল শীর্ণ, যাহা শিরোৎপাতযুক্ত, যাহা কষ্টে উন্মীলিত হয় এবং যাহা তিমির-অর্জ্জুন-শুক্র-অভিষ্যন্দ-অধিমন্থ- শুষ্কাক্ষিপাক ও অক্ষিশোথাদি পীড়া যুক্ত এবং যাহা বাতবিপর্য্যয় সমন্বিত, নেত্ররোগবিশারদ ভিষক্ সেই নেত্রকে সম্যক্ তর্পণ করিয়া থাকেন।

বর্ত্মরোগে শত বাঙ্‌মাত্রা, স্বস্থকফে ও সন্ধি-রোগে পাঁচশত বাঙ্‌মাত্রা, কফে ছয় শত বাঙ্‌মাত্রা, কৃষ্ণরোগে সাত শত বাঙ্‌মাত্রা, দৃষ্টিরোগে আটশত বাঙ মাত্রা এবং অধিমন্থে ও বাতরোগে সহস্র বাঙ্‌-মাত্রাকাল নেত্রে তর্পণ ধারণ করিবে। তর্পণ ধারণ কাল পূর্ণ হইলে অপাঙ্গ-মার্গদ্বারা (নেত্রকোষ দিয়া) তর্পণ-স্নেহ স্রাবিত করিয়া স্বিন্নযবপিষ্টদ্বারা নেত্রদ্বয় শোধন করিবে অর্থাৎ নেত্রলগ্ন-স্নেহাদি মুছিয়া চক্ষুঃ পরিষ্কৃত করিবে। নেত্র শোধনানন্তর রোগী ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিবে। তদনন্তর যথাবৎ ধূমপানদ্বারা স্নেহবীর্য্য প্রেরিত কফের বিরেচন করিবে। ব্যাধি বলানুসারে একদিন তিনদিন বা পাঁচদিন তর্পণ ধারণ করিবে। নেত্রের তর্পণ বিষয়ে

এই সকল তৃপ্তিলক্ষণ লক্ষ্য করিবে, তদ্যথা—সুখনিদ্রা ও সুখজাগরণ, নেত্রের বৈশদ্য ও পটুতা, নির্বৃতি (সুখ), ব্যাধিশান্তি এবং ক্রিয়ালাঘব অর্থাৎ নেত্রের নিমেষোন্মেষাদি ক্রিয়াতে লঘুতা। নেত্র সম্যক্ তর্পিত হইলে এই লক্ষণগুলি উপস্থিত হইয়া থাকে। নেত্র অতিতর্পিত হইলে চক্ষুর গুরুতা, আবিলতা, অতিস্নিগ্ধতা, অশ্রুপাত, নেত্রকণ্ডূ, উপদেহ (শ্লেষ্মলিপ্তত্ব), ঘর্ষ ও তোদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। নেত্র হীনতর্পিত হইলে আস্রাবশোথ ও রাগাঢ্যতা, উপদেহ, রুক্ষতা, অল্পস্রাব ও অরুণবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ ঘটে। অতিতর্পিত ও হীনতর্পিত নেত্রের দোষবাহুল্য হেতু ইহাদের চিকিৎসাতে বিশেষ যত্ন করিবে। রুক্ষ ও স্নিগ্ধ উপচার দ্বারা ইহাদের চিকিৎসা করিতে হইবে। অর্থাৎ অতিতর্পণে রুক্ষ উপচার দ্বারা এবং হীন তর্পণে স্নিগ্ধ উপচার দ্বারা চিকিৎসা করিবে। দুর্দ্দিনে (ঝড়বৃষ্টির দিনে), অতি উষ্ণ বা অতি শীত সময়ে, চিন্তিতাবস্থায়, সংভ্রমসময়ে এবং উপদ্রবের অশান্তিতে নেত্র তর্পণ হিতকর নহে ॥ ১৬৩—১৭৭

পুটপাকবিধি—স্নিগ্ধমাংস দুই পল (১৬ তোলা), অপর দ্রব্য এক পল (৮ তোলা), দ্রব পদার্থ এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) এই সকল একত্র পেষিত ও আলোড়িত করিবে। পরে পত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পুটপাক বিধানে পাক করিবে। অনন্তর তাহার রস গালিত করিয়া তর্পণোক্ত বিধানে রোগিকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া তাহার দৃষ্টি মধ্যে সেই রস নিক্ষেপ করিবে ও যথাবৎ ধারণ করাইবে।

পুটপাক ত্রিবিধ যথা—স্নেহন লেখন ও রোপণ। অতি রুক্ষ ব্যক্তির স্নেহন-পুটপাক, স্নিগ্ধ ব্যক্তির লেখন-পুটপাক এবং দৃষ্টির বলাধানার্থ রোপণ পুটপাক হিতকর। রোপণ পুটপাক—পিত্ত-রক্ত-ব্রণ ও বাতনাশক। স্নেহ-মাংস বসা-মজ্জ-মেদঃ ও স্বাদু ঔষধ দ্বারা স্নেহন-পুটপাক কৃত হয়। ইহা দুই শত বাঙ মাত্রা কাল ধার্য্য। জাঙ্গল জন্তুর যকৃৎ ও মাংস, লেখন দ্রব্য, কৃষ্ণ লৌহচূর্ণ, তাম্র, শঙ্খ, প্রবাল, সৈন্ধব লবণ, সমুদ্র ফেন, হীরাকস, স্রোতোঞ্জন ও দধির মাত, এই সকল দ্রব্য দ্বারা লেখন-পুটপাক কৃত হয়। ইহা শত বাঙ মাত্রা কাল ধার্য্য। স্তন্য, জাঙ্গলমাংস, মধু, ঘৃত ও তিক্তক দ্রব্য পাক করিয়া রোপণ-পুটপাক কৃত হয়। ইহা লেখন-পুটপাক অপেক্ষা তিন গুণ সময় ধার্য্য। তিক্তক-দ্রব্য যথা—নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পল্তা ও কণ্টকারী ইহারা পঞ্চতিক্তকগণ বলিয়া অভিহিত। (রোপণ পুট-পাকে এই পঞ্চতিক্তকগণই গ্রহীতব্য)। ব্যাপত্তি ঘটিলে অর্থাৎ অযথা কৃত-পুটপাক জনিত ব্যাধি জন্মিলে তর্পণোক্ত চিকিৎসা করিবে। যে ব্যক্তি নেত্রে তর্পণ বা পুটপাক ধারণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি তেজঃ, বায়ু, আকাশ, দর্পণ ও ভাস্বর বস্তু দর্শন করিবে না ॥ ১৭৮—১৮৭

অঞ্জনবিধি—নেত্রগত দোষ সম্যক্ পক্ব হইলে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। যে দ্রব্য দ্বারা অঞ্জন কৃত হয়, তাহাই অঞ্জন বলিয়া অভিহিত হয়। অঞ্জন ত্রিবিধ, যথা—রস বর্ত্তী ও চূর্ণ অঞ্জন। এই ত্রিবিধ অঞ্জনের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি যথাক্রমে বলবান্ অর্থাৎ চূর্ণাঞ্জন অপেক্ষা বর্ত্তী-অঞ্জন ; বর্ত্তী-অঞ্জন অপেক্ষা রস-অঞ্জন বলবান্। এই ত্রিবিধ অঞ্জনের প্রত্যেকটি আবার ত্রিবিধ. যথা—লেখন রোপণ ও স্নেহন। ইহাদের লক্ষণ সকল সবিস্তর বলিতেছি শুন।—ক্ষার, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও অম্লরসদ্বারা লেখন-অঞ্জন কৃত হয়। লেখনাঞ্জন নেত্র-বর্ত্ম শিরাজাল শ্রোত্র ও শৃঙ্গাটকস্থিত দোষকে উৎক্লেশিত (বহির্গমনোন্মুখ) করিয়া মুখ নাক ও নেত্র দ্বারা স্রাবিত করে। কষায় ও তিক্তদ্রব্য এবং স্নেহ পদার্থ দ্বারা রোপণ অঞ্জন কৃত হইয়া থাকে। স্নেহের শৈত্য হেতু রোপণাঞ্জন বর্ণজনক ও দৃষ্টির বলবর্দ্ধক হয়। মধুর দ্রব্য ও স্নেহমণ্ড দ্বারা প্রসাদন (স্নেহন) অঞ্জন প্রস্তুত হয়। দৃষ্টিদোষপ্রসাদনার্থ এবং স্নেহনার্থ ইহা প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। লেখনী বর্ত্তি (বর্ত্তী) এক রেণুক পরিমিত ; রোপণী বর্ত্তি দেড় রেণুক পরিমিত এবং স্নেহনী বর্ত্তি দুই রেণুক পরিমিত হইয়া থাকে। (রেণুক—মরিচাকৃতি, সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য)। বর্ত্তি ঘসিয়া রসাঞ্জনের মাত্রায় নেত্রে প্রদেয়। চূর্ণ লেখনাঞ্জন দুই শলাকা প্রদান করিবে অর্থাৎ শলাকাগ্র দ্বারা দুইবার তুলিয়া তাহা নেত্রে প্রয়োগ করিবে। চূর্ণ রোপণাঞ্জন তিনশলাকা এবং চূর্ণ স্নেহনাঞ্জন চারি শলাকা প্রদেয়। শলাকা প্রস্তর বা ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার দৈর্ঘ্য আট অঙ্গুল এবং মুখদ্বয় মুকুলাকার ও মটরবৎ বর্ত্তুলাকৃতি হইয়া থাকে। লেখনাঞ্জন প্রদানে তাম্র লৌহ ও প্রস্তর নির্ম্মিত শলাকা, স্নেহনাঞ্জন প্রদানে সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত শলাকা প্রশস্ত। মৃদুত্ব হেতু অঙ্গুলি দ্বারাই রোপণাঞ্জন নেত্রে প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। কৃষ্ণ ভাগের নিম্নে অপাঙ্গ পর্য্যন্ত অঞ্জন লেপন করিবে।

হেমন্ত ও শীত ঋতুতে মধ্যাহ্নকালে ; গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতে, পূর্ব্বাহ্ণে বা পরাহ্ণে ; বর্ষা ঋতুতে, মেঘ বর্জ্জিত দিবসে, নাত্যুষ্ণ সময়ে ও বসন্ত ঋতুতে সকল সময়েই অঞ্জন প্রযোজ্য। অথবা সকল ঋতুতেই প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে অঞ্জন প্রদেয়। অতিশীত বা অতি উষ্ণ সময়ে, বায়ু প্রবাহ কালে ও মেঘ হইলে অঞ্জন প্রদান করিবে না। শ্রান্ত ব্যক্তিকে, রুদিত ব্যক্তিকে, ভীত ব্যক্তিকে এবং যে ব্যক্তি মদ্যপান করিয়াছে তাহাকে অঞ্জন প্রদান করিবে না। আর নবজ্বরে, অজীর্ণে ও মলমূত্রাদির বেগ রোধেও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। উক্ত নিষিদ্ধ স্থলে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নেত্রের লৌহিত্য, উপদেহ (শ্লেষ্ম লিপ্তত্ব), তিমির, শূলনি, শোথ ও নিদ্রাক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১৮৮—২০৩

লেখনী বটী বা বর্ত্তি—(লেখনী চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি)। শঙ্খনাভি, বহেড়ার মজ্জা, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপ্পলী, মরিচ, কুড় ও বচ, প্রত্যেক সমভাগ। ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া যবপরিমিত বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি জলে ঘসিয়া হরেণু মাত্রায় অঞ্জন প্রদান করিবে। এই অঞ্জন দ্বারা তিমির, মাংসবৃদ্ধি, কাচ, পটল, নেত্রার্ব্বুদ, রাত্র্যন্ধ, কার্ষ্ণিক ও পুষ্প বিনষ্ট হয়। এই বর্ত্তি চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি নামে অভিহিত ॥ ২০৪—২০৬

রোপণীবর্ত্তি—(কুসুমিকা রোপণী বর্ত্তি)—তিল পুষ্প ৮০টি, পিপুল ৬০টি, জাতীপুষ্প ৫০টি এবং মরিচ ১৬টি, এই সকল দ্রব্য একত্র জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা কুসুমিকা বর্ত্তি নামে অভিহিত। ইহার অঞ্জনে তিমির, অর্জ্জুন, শুক্র ও মাংসবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়। ইহার মাত্রা দেড় রেণুক। ২০৭।২০৮

স্নেহনীবর্ত্তি—আমলকীর বীজ একভাগ, বহেড়ার বীজ দুই ভাগ এবং হরীতকীর বীজ তিন ভাগ জলে পেষণ করিয়া দুই রেণুক পরিমাণে অঞ্জন প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা নেত্রস্রাব ও বাতরক্ত জনিত রোগ আশু প্রশমিত হয় ॥ ২০৯

লেখনী রসক্রিয়া—তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, চিনি, শঙ্খ, মনঃশিলা, গেরিমাটী, সমুদ্রফেন ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুতে আপ্লুত করিবে। অঞ্জনার্থ ইহাই রসক্রিয়া। ইহার অঞ্জনে বর্ত্মরোগ, অর্ম, তিমির, কাচ ও শুক্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২১০ । ২১১

রোপণী রসক্রিয়া—রসাঞ্জন, ধুনা, জাতীপুষ্প, মনঃশিলা, সমুদ্রফেন, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটী ও মরিচ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, মধুতে পেষণ করিয়া প্রক্লিন্নবর্ত্ম রোগে তাহার অঞ্জন দিলে ক্লেদ ও কণ্ডূ নাশ হয় এবং পক্ষ্ম সকল পুনরুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ২১২ । ২১৩

স্নেহনী রসক্রিয়া—নির্ম্মলী ফল মধুতে ঘসিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎকর্পূর সংযুক্ত করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিবে। ইহা নেত্র প্রসাদন (স্নিগ্ধতা কারক) ॥ ২১৪

লেখনচূর্ণ—কুক্কুট ডিম্বের খোসা, মনঃশিলা, কাচ, শঙ্খ, চন্দন ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নেত্রে নিত্য অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। (পাঠান্তর এই অঞ্জন পুষ্প ও অর্ম্মাদি রোগের বিলেখন [উচ্ছেদক]) ॥ ২১৫

রোপণচূর্ণ—শিলাতে রসক (খাপর) পেষণ করিয়া তাহা জলে আপ্লাবিত করিবে। পরে সেই জলের নিম্নে যে চূর্ণ সঞ্চিত হইবে, তাহা ত্যাগ করিয়া সমস্ত জল গ্রহণ করিবে। সেই জল সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিলে তাহা পর্পটী সদৃশ হইবে। পরে সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে তিনবেলা ভাবনা দিবে। এবং তাহাতে দশমাংশ কর্পূর চূর্ণ মিশাইবে। সর্ব্বদোষ শান্তির জন্য তদ্দ্বারা অঞ্জন দিবে। এই অঞ্জন নিশ্চয়ই সর্ব্বনেত্র রোগঘ্ন জানিবে ॥ ২১৬—২১৮

স্নেহন চূর্ণ—সৌবীরাঞ্জনকে অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া তাহা ত্রিফলার ক্বাথে নিষিক্ত করিবে। পরে তাহা স্তন দুগ্ধে সাতবার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ দ্বারা প্রত্যহ নয়নে অঞ্জন দিবে। ইহা চক্ষুর হিতকর, ইহার অঞ্জনে নিশ্চয়ই সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। (সৌবীরাঞ্জন শ্বেত-অঞ্জন) ॥ ২১৯ । ২২০

প্রত্যঞ্জন—(নয়নামৃত প্রত্যঞ্জন)—নেত্রের দোষ ও অশ্রু অপগত হইলে জলে নেত্র নিমগ্ন করিয়া সম্যগ্‌রূপে চাহিবে। পরে নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে যথাদোষ প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে। বাতদোষরহিত নেত্রে ধাবন প্রয়োগ করিবে না, তাহাতে নেত্র প্রসাদন তীক্ষ্ণ চূর্ণের প্রত্যঞ্জন দিবে অর্থাৎ নেত্রে যদি বাতদুষ্ট না থাকে, তাহা হইলে উক্ত প্রকারে নেত্র প্রক্ষালন না করিয়া তাহাতে প্রসাদন তীক্ষ্ণচূর্ণ দ্বারা প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

তদ্‌যথা—বিশুদ্ধ সীসক গলাইয়া তাহাতে তুল্য পরিমাণে শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই সীসক ও পারদ উভয়ের তুল্য কৃষ্ণাঞ্জন (স্রোতোঽঞ্জন) তাহাতে মিশাইয়া তৎসমুদায় একত্র চূর্ণ করিবে। এবং সেই চূর্ণে দশমাংশ কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই প্রত্যঞ্জন নয়নামৃত নামে অভিহিত। ইহা সর্ব্বনেত্ররোগ নাশক ॥২২১–২২৪

দৃষ্টিপ্রসাদনী শলাকা—সীসককে প্রতপ্ত করিয়া ত্রিফলা, ভীমরাজ ও শুঁঠের ক্বাথে, ঘৃতে এবং গোমূত্রে, মধুতে ও ছাগদুগ্ধে সিক্ত করিবে। সেই সীসকের শলাকা সর্ব্বপ্রকার নেত্রভব রোগ বিনষ্ট করে ॥২২৫

ইতি ভেষজ বিধান।

ঔষধ ভক্ষণের সময়।

পণ্ডিত ব্যক্তি প্রায় প্রভাতেই সকল ঔষধ বিশেষতঃ কষায় সকল ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ঔষধ ভক্ষণে কালভেদও দর্শিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—ঔষধ গ্রহণে পঞ্চবিধ কাল জানিবে—কোন ঔষধ সূর্য্যোদয় হইলে, কোন ঔষধ দিবসভোজনে, কোন ঔষধ সায়ন্তন ভোজনে, কোন ঔষধ মুহুর্মুহুঃ ও কোন ঔষধ রাত্রিতে সেব্য ॥ ২২৬। ২২৭

তন্মধ্যে প্রথম কাল—পিত্ত ও কফের উদ্রেকে বমন ও বিরেচনার্থে এবং লেখনার্থে প্রভাতে কিছু না খাইয়া ঔষধ ভক্ষণ করিবে ॥ ২২৮

দ্বিতীয় কাল—অপান বায়ু বিগুণ হইলে ভোজনাগ্রে ঔষধ ভক্ষণ প্রশস্ত। অরুচিরোগে—বিবিধ ভোজ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রুচিপ্রদ ঔষধ ভোজন করিবে। সমান বায়ু বিগুণ হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে ভোজন মধ্যে অগ্নিদীপক ঔষধ ভোজন করিতে দিবে। ব্যান বায়ু বিগুণ হইলে ভোজনান্তে ঔষধ সেবন করিবে। হিক্কা আক্ষেপ ও কম্পরোগে ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে ঔষধ ভোজন করিবে ॥ ২২৯—২৩১

তৃতীয় কাল—উদান বায়ু কুপিত হইয়া স্বরভঙ্গাদি রোগকর হইলে সায়ন্তন ভোজনের গ্রাস গ্রাসান্তরে ঔষধ ভোজন করিবে, অর্থাৎ একগ্রাস অন্ন ভোজন করিয়া, পরে ঔষধ ভোজন, তৎপরে একগ্রাস অন্ন ভোজন, পরে ঔষধ ভোজন ইত্যাদি ক্রমে ঔষধ খাইবে। প্রাণ বায়ু প্রদুষ্ট হইলে সায়ন্তন ভোজনের পর ঔষধ ভোজন করিবে। ইহাই ঔষধ ভোজনের তৃতীয় কাল ॥ ২৩২।২৩৩

চতুর্থকাল—তৃষ্ণা বমি হিক্কা শ্বাস ও গররোগে মুহুর্মুহুঃ সান্ন (অন্নসহ) ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইতি চতুর্থ কাল ॥ ২৩৪

পঞ্চমকাল—ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ সমূহে, লেখনে, বৃংহণে, পাচনে ও শমনে, রাত্রিতে অন্নরহিত ঔষধ প্রদেয়। ইতি পঞ্চম কাল ॥ ২৩৫

নিরন্ন ভেষজের গুণ—অন্নহীন ঔষধ বীর্য্যাধিক হয় এবং নিঃসংশয় আশু রোগ নাশ করে। কিন্তু নিরন্ন ঔষধ বালক বৃদ্ধ যুবতী স্ত্রী ও কোমলকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ নিরন্ন ঔষধ তাহাদের অত্যন্ত গ্লানি জন্মায় এবং বলক্ষয় করে ॥ ২৩৬

সান্ন ভেষজের গুণ—অন্ন সমন্বিত ঔষধ শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, বল নাশ করে না এবং অন্নাবৃত থাকায় তাহা মুখ দিয়াও মুহুর্মুহুঃ নির্গত হইতে পারে না। ইহা বৃদ্ধ বালক কৃশ ও অঙ্গনাদিগের হিতকর। ভোজনের পূর্ব্বেই যে ঔষধ ভোজন করা যায়, তাহাও তদ্বৎ অর্থাৎ অন্নাবৃত ঔষধবৎ জানিবে।

ঔষধ শেষে অর্থাৎ ভুক্ত ঔষধ পরিপাক না পাইতে না পাইতেই যাহা ভোজন করা যায়, অথবা ভোজন শেষে অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হইতে হইতেই যে ঔষধ পান করা যায়, তাহা রোগের শান্তি করে না, অপিচ অন্যরোগ সকলকে প্রকুপিত করিয়া থাকে। বাতানুলোম, স্বাস্থ্য, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, সুমনস্কতা (প্রসন্ন চিত্ততা), শরীরের লঘুত্ব, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা ও উদ্‌গারের শুদ্ধি এই গুলি জীর্ণৌষধের লক্ষণ, অর্থাৎ পীত ঔষধ জীর্ণ হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্লান্তি, দাহ, অঙ্গাবসাদ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা, অরতি ও বলহানি এইগুলি সাবশেষ ঔষধের লক্ষণ অর্থাৎ পীত ঔষধের কতক জীর্ণ না হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ২৩৭—২৪০

ঔষধভক্ষণবিধি—চরকোক্তি—দেবতা গুরু ও ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঔষধ সেবন করিবে। আশীর্ব্বচন—ঋষিগণের পক্ষে যেমন রসায়ন, দেবগণের পক্ষে যেমন অমৃত, উত্তম নাগগণের পক্ষে যেমন সুধা, তোমার পক্ষেও এই ঔষধ

সেইরূপ হিতকর হউক। ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, রুদ্র, ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, অনল, দেবগণ, ঔষধিগণ, ভূমিদেবগণ (ব্রাহ্মণগণ). তোমাকে পালন করুন (রক্ষা করুন)। প্রসন্ন বদন প্রফুল্লনয়ন ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া আপ্তজনের (বিশ্বস্ত আত্মীয় স্বজনের) সম্মুখে উপবেশন করিয়া স্বর্ণ পাত্রে রৌপ্য পাত্রে বা মৃন্ময় পাত্রে করিয়া ঔষধ পান করিবে। এবং পানান্তে পাত্রটি অধোমুখ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর জলে মুখ আচমন করিয়া তাম্বূলাদি চর্ব্বণ করিবে ॥ ২৪১—২৪৫

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে পঞ্চম প্রকরণ চিকিৎসার সপ্তাঙ্গ সম্পূর্ণ।

চিকিৎসার্থ-রোগির পরীক্ষা।

বাগ্‌ভটোক্তি—দর্শন স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা রোগীকে পরীক্ষা করিবে। দর্শন দ্বারা আয়ুরাদি অর্থাৎ রোগির আয়ু এবং রোগের সাধ্যাসাধ্যত্বাদি পরীক্ষা করিবে, স্পর্শন দ্বারা শীতাদি অর্থাৎ শীত-উষ্ণ মৃদু-কঠিনত্বাদি এবং নাড়ী পরীক্ষণ করিবে; প্রশ্ন দ্বারা অপর বিষয় সমস্ত অর্থাৎ উদরের লঘুতা ও গুরুতা, তৃষ্ণা ও অতৃষ্ণা, ক্ষুধা ও অক্ষুধা, বল ও অবল প্রভৃতি পরীক্ষা করিবে। প্রকৃতরূপে রোগাদি দর্শন, অবস্থা বর্ণন অথবা প্রশ্নকরণ না হইলে চিকিৎসকগণকে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয় ॥ ১। ২

নেত্র জিহ্বা ও মূত্রাদির দর্শন কর্ত্তব্য।

তন্মধ্যে নেত্র পরীক্ষা—বাত প্রকোপে নেত্র রুক্ষ (স্নিগ্ধতাহীন), ধূম্রবর্ণ, অরুণবর্ণ, কোটরাভ্যন্তরপ্রবিষ্ট ও স্তব্ধদৃষ্টি হয়। পিত্ত প্রকোপে নেত্র হরিদ্রাখণ্ডবর্ণ বা রক্তবর্ণ বা হরিতবর্ণ, দীপদ্বেষি (দীপ দর্শনে অসমর্থ) ও দাহযুক্ত হয়। কফ প্রকোপে নেত্র—স্নিগ্ধ, জলপ্লুত, ধবলবর্ণ, জ্যোতির্হীন ও বলান্বিত হয়। দ্বিদোষ প্রকোপে নেত্র তত্তদ্দোষদ্বয় লক্ষণান্বিত হয়। ত্রিদোষের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলে রোগী বাঁচে না। ত্রিদোষ প্রকোপে নেত্র অত্যন্ত কোটরমগ্ন হয়, ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত হয়, জলস্রাব করে এবং নেত্র প্রান্তে উন্মীলিত হইয়া থাকে ॥ ৩—৭

জিহ্বা পরীক্ষা—বাতপ্রকোপে জিহ্বা সেগুনপত্রবৎ কণ্টকিত রুক্ষ ও স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হয়। পিত্ত প্রকোপে জিহ্বা রক্ত বা শ্যামবর্ণ হয়। কফ প্রকোপে জিহ্বা লিপ্ত ও আর্দ্র এবং ধবলবর্ণ হয়। ত্রিদোষ প্রকোপে জিহ্বা—পরিদগ্ধা (দগ্ধ অঙ্গারবৎ), খরস্পর্শ (গোজিহ্বা স্পর্শবৎ) ও কৃষ্ণ বর্ণ হয়। দ্বিদোষ প্রকোপে জিহ্বা তত্তদ্দোষদ্বয় লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে ॥ ৮। ৯

মূত্রপরীক্ষা—বাত প্রকোপে মূত্র—পাণ্ডুর বর্ণ (পীতাভ শুক্লবর্ণ), পিত্ত প্রকোপে রক্ত বা নীলবর্ণ, রক্ত প্রকোপে কেবল রক্তবর্ণ এবং কফ প্রকোপে ধবলবর্ণ ও ফেনিল হইয়া থাকে ॥ ১০

শরীরের শৈত্যোষ্ণতা বিজ্ঞানার্থ স্পর্শন কর্ত্তব্য—তন্মধ্যে নাড়ী পরীক্ষা।—পুরুষের দক্ষিণ হস্তের এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-মূল-গত নাড়ী পরীক্ষণীয়। তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা সেই নাড়ী সাবধানে স্পর্শ করিবে। সুনিপুণ ভিষক্ নাড়ীর গতি দেখিয়া সুখ দুঃখাদি সমস্ত বিষয় জানিয়া থাকেন। সদ্যঃস্নাত (যে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়াছে), নিদ্রিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, আতপতাপিত ও ব্যায়াম-শ্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী সম্যক্ বুঝা যায় না। বায়ুর আধিক্যে নাড়ী তর্জ্জনীতলে প্রব্যক্ত হয়, পিত্তের আধিক্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে প্রব্যক্ত হয়, কফের আধিক্যে তৃতীয়াঙ্গুলিতে (অনামিকায়) প্রব্যক্ত হয় এবং বাতপিত্তের আধিক্যে নাড়ী তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যে, বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে অনামিকা ও তর্জ্জনীতলে, পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্যে মধ্যমা ও অনামিকা তলে, সন্নিপাতে অর্থাৎ ত্রিদোষ প্রকোপে নাড়ী অঙ্গুলীত্রয়েই প্রব্যক্ত (পরিস্ফুট) হইয়া থাকে। বাতপ্রকোপে নাড়ীর গতি বক্র হয়, পিত্তের প্রকোপে নাড়ী লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে, কফের প্রকোপে নাড়ী মন্দ মন্দ চলে, সন্নিপাতে নাড়ীর গতি অতি দ্রুত হয়। বাতপিত্তের প্রকোপে নাড়ী বক্র গতিতে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে নাড়ীর গতি বক্র ও মন্দ মন্দ হয়, পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপে মন্দ গতিতে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। কামার্ত্ত ও ক্রোধার্ত্ত ব্যক্তির নাড়ী বেগে বহন করে, চিন্তিত ও ভীত ব্যক্তির নাড়ী ক্ষীণ হয়। যে নাড়ী থামিয়া থামিয়া চলে, যে নাড়ী স্থানচ্যুত হয়, যে নাড়ী অতি ক্ষীণ ও অতি শীতল হয়, সে নাড়ী নিঃসংশয় প্রাণ নাশ করে। জ্বর-

কোপে ধমনী উষ্ণা ও বেগবতী হয়। মন্দাগ্নি ও ক্ষীণধাতু ব্যক্তির নাড়ী অতি মন্দ মন্দ গমন করে। ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী চপলা হয়, ভোজনতৃপ্ত ব্যক্তির নাড়ী স্থিরা (স্তিমিত গামিনী) হয়, সুখী ব্যক্তির নাড়ীও স্থিরা ও বলবতী হইয়া থাকে ॥ ১১—১২

যাহা দ্বারা রোগের জ্ঞান হয় অর্থাৎ রোগের স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করা যাইতেছে—হেতু, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ (রূপ) ও উপশয় এই পাঁচটি, রোগ বিজ্ঞান হেতু অর্থাৎ এই পাঁচটি দ্বারা রোগের বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় ॥ ২৩

হেতুর লক্ষণ—যাহা বিনা যাহা হইতে পারে না, তাহাই তাহার হেতু। শাস্ত্রে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত হেতুর পর্য্যায় সকল অর্থাৎ হেতুশব্দবোধক অন্যান্য শব্দ সকল বলিতেছি। তদ্ যথা—নিদান, কারণ, হেতু, নিমিত্ত, নিবন্ধন, মূল, আয়তন ও প্রত্যয় এইগুলি একার্থবাচক শব্দ অর্থাৎ হেতু শব্দের যে অর্থ, নিদানাদি শব্দ গুলিরও সেই অর্থ।

টীকা।—হেতু ব্যাধির জ্ঞানের নিমিত্ত ; হেতু প্রদর্শিত হইতেছে—যথা—বর্ষা,, রুক্ষ, শ্রম, হিম, অনশন, মৈথুন, শোক, চিন্তা ও ভয়াদি বাতপ্রকোপের হেতু, ইহারা বাতজ ব্যাধি সকলের বোধক। শরৎ, কটু, অম্ল, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ক্রোধ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, অভিঘাত ও আতপাদি পিত্তপ্রকোপের হেতু, ইহারা পিত্তজ ব্যাধি সকলের বোধক। বসন্ত, মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতাদি কফ প্রকোপের হেতু, ইহারা কফজ ব্যাধি সকলের বোধক ॥ ২৪। ২৫

সম্প্রাপ্তি লক্ষণ—যেরূপ কারণ বিশেষে দুষ্ট হইলে দোষ রোগোৎপাদনে সমর্থ হয়, বাতাদিদোষ সেইরূপ কারণ বিশেষে দুষ্ট হইয়া এবং ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যগাদি যেরূপ গতি বিশেষে গমন করিলে রোগোৎপাদন করিতে পারে, বাতাদিদোষ সেইরূপ গতিবিশেষে গমন করিয়া রোগের যে উৎপত্তি করে, সেই উৎপত্তিকেই সম্প্রাপ্তি কহা যায়। শাস্ত্রে ব্যবহারার্থ সম্প্রাপ্তির পর্য্যায় অর্থাৎ অন্যনাম—জাতি ও আগতি ॥ ২৬

সম্প্রাপ্তির ঔপাধিক ভেদ—সংখ্যাবিশেষে বিকল্পবিশেষে, প্রাধান্যবিশেষে, বলবিশেষে ও কালবিশেষে সম্প্রাপ্তি ভেদ প্রাপ্ত হয়। সংখ্যা, যথা এই স্থলেই (জ্বর প্রকরণেই) বলা হইবে যে, জ্বর আট প্রকার ইত্যাদি। (এই আট সংখ্যাদ্বারা বুঝাইতেছে যে, সকল জ্বরেরই সম্প্রাপ্তি একরূপ নহে)। কারণ সম্প্রাপ্তি যদি ঠিক একরূপই হইত, তাহা হইলে সকল জ্বরই ঠিক এক প্রকারই হইত, কখন আট প্রকার হইতে পারিত না। জ্বর যখন আট প্রকার, তখন অবশ্যই সম্প্রাপ্তির আট প্রকার অবান্তর ভেদ আছে। অতএব সংখ্যাও রোগোৎপত্তির প্রকার বোধক। সংখ্যা বর্ণিত হইল, অতঃপর বিকল্প বর্ণন করা যাইতেছে। দোষ সকল পরস্পর মিলিত হইয়া কোন ব্যাধির উৎপত্তি করিলে সেই উৎপন্ন ব্যাধিতে দোষদিগের যে অংশাংশ কল্পনা, অর্থাৎ হীন-মধ্য-অধিক ভেদে তাহাদের যে ভাগকল্পনা, তাহাকেই বিকল্প কহা যায়। প্রাধান্য বর্ণিত হইতেছে—স্বাতন্ত্র্য দ্বারা (আত্ম প্রধানতা দ্বারা) ব্যাধির প্রাধান্য এবং পারতন্ত্র্য দ্বারা ব্যাধির অপ্রাধান্য বলা গিয়া থাকে। (অথা—স্বতন্ত্র জ্বরের প্রাধান্য এবং জ্বরাধীন শ্বাসাদির অপ্রাধান্য)। বল বর্ণিত হইতেছে—হেত্বাদির অর্থাৎ হেতু পূর্ব্বরূপ ও রূপের সাকল্য দ্বারা ব্যাধির বল এবং একদেশ দ্বারা ব্যাধির অবল বিশেষরূপ বোধ হইয়া থাকে। কাল বর্ণিত হইতেছে—মলকে (বাতাদি দোষকে) অতিক্রম না করিয়া রাত্রি দিন ঋতু ও ভুক্ত ইহাদের অংশ দ্বারা ব্যাধি কাল (প্রকোপ কাল) জানা যায়। (অর্থাৎ রাত্রি দিন ঋতু ও ভুক্ত, ইহাদের যে ভাগে যে দোষের প্রকোপ উক্ত আছে, সেই ভাগ সেই দোষজ ব্যাধির কাল ইত্যর্থ।) রাত্র্যাদির কোন্ অংশে কোন্ দোষের প্রকোপ হয়, তাহা বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—বায়ু পিত্ত ও কফ সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইলেও যথাক্রমে তাহারা হৃদয় ও ও নাভির অধোভাগে, মধ্যভাগে ও ঊর্দ্ধভাগে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ হৃদয় ও নাভির অধোভাগে বায়ু, মধ্যভাগে পিত্ত এবং ঊর্দ্ধভাগে কফ অবস্থান করে। এইরূপ বয়স, দিন, রাত্রি ও ভুক্ত (ভোজনকাল) ইহাদের শেষভাগে মধ্যভাগে ও প্রথমভাগে যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বয়স, দিন, রাত্রি ও ভোজনের শেষ সময়ে বায়ুর প্রকোপ, মধ্য সময়ে পিত্তের প্রকোপ এবং প্রথম সময়ে কফের প্রকোপ হয়। কোন্ ঋতুতে কোন্ দোষের প্রকোপ হয়, তাহা বলা যাইতেছে।—বর্ষা ও শিশির ঋতুতে বায়ুর প্রকোপ, শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে পিত্তের প্রকোপ এবং বসন্ত ঋতুতে কফের প্রকোপ হইয়া থাকে। ইহা আর্ত্তবী প্রকৃতি অর্থাৎ ঋতুস্বভাব ॥ ২৭—৩২

পূর্ব্বরূপের লক্ষণ—যদ্দ্বারা ভাবি ব্যাধি জানা যায়, অর্থাৎ অমুক রোগ হইবে, ইহা যে লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, তাহাকেই পূর্ব্বরূপ কহে। পূর্ব্বরূপ দ্বিবিধ, যথা—সামান্য পূর্ব্বরূপ ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ। বাতাদি দোষদিগের বিশেষ লক্ষণে অসম্বদ্ধ (অসংযুক্ত) যে রূপ, তাহাকেই সামান্য পূর্ব্বরূপ এবং সেই সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত যদি দোষদিগের বিশেষ লক্ষণ কিঞ্চিদ্ব্যক্ত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলা যায়।

টীকা—দোষদিগের বিশেষ লক্ষণ যথা—বায়ুর অত্যর্থ জৃম্ভাদি, পিত্তের অতিশয় নেত্রদাহাদি এবং কফের অগ্নিমান্দ্যাদি। সামান্য পূর্ব্বরূপ, যথা শ্রান্তত্ব, অনবস্থিত-চিত্তত্ব ও বিবর্ণত্বাদি লক্ষণ সকল উপস্থিত হইলে ঐ সকল লক্ষণ দ্বারা সামান্যতঃ বুঝা যায় যে, জ্বর হইবে, কিন্তু কি জ্বর হইবে—বাতিক জ্বর কি পৈত্তিক জ্বর, কি শ্লৈষ্মিক জ্বর, তাহার বিশেষ কিছু জানা যায় না। অতএব সেই শ্রান্তত্বাদিকে ভাবিজ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ বলা যায়। আর সেই শ্রান্তত্বাদি-সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত যদি অত্যর্থ জৃম্ভা সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, ভাবিজ্বরটি বাতিক জ্বর; যদি নেত্রদাহ সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, ভাবিজ্বরটি পৈত্তিক জ্বর এবং যদি অগ্নিমান্দ্যাদিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, ভাবি-জ্বরটি শ্লৈষ্মিক জ্বর। অতএব অত্যর্থ জৃম্ভাদিযুক্ত যে শ্রান্তত্বাদি লক্ষণ, তাহাই ভাবি-জ্বরের বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ। অতএব পূর্ব্বরূপ ব্যাধিজ্ঞানের একটি হেতু ॥ ৩৩।৩৪

রূপের লক্ষণ—সেই কিঞ্চিদ্ব্যক্ত বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপই সম্যগ্ ব্যক্ত হইলে তাহাকেই রূপ কহা যায়। রূপের পর্য্যায় যথা—সংস্থান, লিঙ্গ, চিহ্ন, ব্যঞ্জন, রূপ ও আকৃতি। মনে কর—বায়ুর জৃম্ভাদি অনেক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে, পিত্তের নেত্রদাহাদি অনেক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে এবং কফের অগ্নিমান্দ্যাদি অনেক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে, কিন্তু সেই লক্ষণ সমূহের মধ্যে জ্বর বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপে কেবল মাত্র অত্যর্থ জৃম্ভা, অতিশয় নেত্রদাহ এবং অগ্নিমান্দ্যাদি কিঞ্চিৎ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অধিকাংশই অপ্রকাশিত ছিল। যখন অধিকাংশ লক্ষণ ব্যক্ত হইবে, তখনই সেই সকল লক্ষণকে জ্বরের লক্ষণ বলিয়া বর্ণন করা যাইবে। লক্ষণ ব্যাধিজ্ঞানের একটি হেতু, যথা—স্বেদাবরোধ সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গবেদনা এই তিনটি লক্ষণ যে রোগে যুগপৎ প্রকাশ পায়, সেই রোগই জ্বর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অর্থাৎ যুগপৎ উপস্থিত এই লক্ষণত্রয় জ্বরের বোধক হইয়া থাকে ॥ ৩৫

উপশয়ের লক্ষণ—মানবের সম্বন্ধে ঔষধ অন্ন ও বিহারের উপযোগ (সেবন) সুখাবহ হইলে তাহাকে উপশয় কহা যায়। উপশয়ের পর্য্যায় অর্থাৎ অন্য নাম—সাত্ম্য।

টীকা—উপশয় ব্যাধিজ্ঞানের একটি হেতু। যে হেতু চরক বলিয়াছেন—গূঢ়লিঙ্গ ও সঙ্কীর্ণলক্ষণ ব্যাধি উপশয়-অনুপশয় দ্বারা পরীক্ষা করিবে। সুশ্রুতেও উক্ত হইয়াছে—যে রোগ বাতিক, তাহা যদি অভ্যঙ্গ স্বেদ ও স্নেহদ্বারা প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, তাহাতে দূষিত রক্ত আছে ॥ ৩৬

বাতের উপশয়—মধুর-অম্ল-লবণ ও স্নিগ্ধদ্রব্য, নস্য, উষ্ণ, নিদ্রা, গুরুদ্রব্য, রবিকিরণ, বস্তি, স্বেদ, সংমর্দ্দন, দধি, ঘৃত, তিলতৈল (পাঠান্তর-অগ্নি ও শরৎকাল) অভ্যঙ্গ ও সন্তর্পণ, এইগুলি প্রকুপিত বায়ুকে প্রশমিত করে ॥ ৩৭

পিত্তের উপশয়—তিক্ত, স্বাদু, কষায়, শৈত্য, বায়ু, ছায়া, রাত্রি, বীজন, জ্যোৎস্না, ভূগর্ভস্থ-গৃহ, যন্ত্র, জল, জলজ (পদ্মাদি), স্ত্রীগাত্র সংস্পর্শন, ঘৃত, দুগ্ধ, বিরেচন, সেক (পরিষেক), রক্তমোক্ষণ ও প্রদেহাদি, এই সকল পান-আহার-বিহার ও ভেষজ, পিত্তকে প্রশমতা পাওয়ায় ॥ ৩৮

কফের উপশয়—রুক্ষ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত, কটু, ব্যায়াম, নিষ্ঠীবন, ধূমপান, অত্যুষ্ণ, শিরোবিরেচন-বমন, স্বেদ, উপবাসাদি, স্ত্রীসঙ্গ, পথপর্য্যটন, নিযুদ্ধ, (মল্লযুদ্ধ), রাত্রিজাগরণ, জলক্রীড়া, অঙ্গনা সেবন, এই সকল পান-আহার বিহার ও ঔষধ কুপিত-শ্লেষ্মাকে হরণ করে।

টীকা—জলক্রীড়া শ্লেষ্মবর্দ্ধক না হইয়া কিরূপে শ্লেষ্মহারক হইয়া থাকে? যেমন পাকাগ্নি চতুর্দ্দিকে পঙ্কলিপ্ত হইলে তাহা প্রখর হয়, সেইরূপ শরীর উষ্মাজলক্রীড়াজনিত শৈত্যদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় উগ্র হইয়া কফকে শোষণ করে। ইহাই সমাধি।

সকল রোগেরই নিদান কুপিত মল, অর্থাৎ প্রকুপিত বাত পিত্ত ও কফই সর্ব্বপ্রকার রোগোৎপত্তির হেতু। আবার নানাবিধ অহিত সেবনই সেই বাত পিত্ত ও কফপ্রকোপের কারণ।

টীকা—সকল প্রকার রোগের নিদান অর্থাৎ সন্নিকৃষ্ট কারণ কুপিত (স্বহেতুদুষ্ট) মল অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত ও কফ। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—বায়ু-পিত্ত-কফই সকল রোগেরই এক কারণ। যদি বল আগন্তুজ ব্যাধি সমূহে ব্যভিচার হয়? না; তাহা হয় না। কারণ—আগন্তুজ ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইবামাত্রই তাহাতে অবশ্যই দোষ প্রকোপ হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যে উৎপত্তির পরক্ষণেই যেমন গুণযোগ হয়ই, আগন্তুজ ব্যাধি সমূহেও সেইরূপ উৎপত্তির পরক্ষণেই দোষ সম্বন্ধ ঘটেই। চরকেও উক্ত হইয়াছে—আগন্তু ব্যাধি ব্যথাপূর্ব্ব অর্থাৎ আগন্তু রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে ব্যথা (অভিঘাতাদি) কারণ, পশ্চাৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পর তাহা নিজদোষ (যথাস্বদোষে) অনুবদ্ধ হয় ॥ ৩৯।৪০

বায়ু প্রকোপের নিদান—(কারণ সমূহ) —নীবার (তৃণধান্য), ত্রিপুট (খেসারী), সতীন (মটর), ছোলা, শ্যামাতণ্ডুল, মুগ, অড়হর, নিষ্পাব (রাজশিম্বী, তাহার ফল বীজে অন্ন হয়) বনমুগ, কুসুমবীজ, মসুর ও কোদধান্য এবং কটু-তিক্ত-কষায়-শীতল-রুক্ষ-ও লঘুদ্রব্য, অল্পাশন, বিষমাশন, নিরশন, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন অর্থাৎ অধ্যশন, জীর্ণতর ভুক্ত (সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত ভুক্তান্ন), অতি পরিশ্রম, গর্ত্তাদি, উষ্ণ, অন্ধকার, বাহুদ্বয় দ্বারা সন্তরণ, বৃক্ষ হইতে পতন, পদব্রজে অতি পথপর্য্যটন, দণ্ডাদি প্রহার, উচ্চপতন (উল্লম্ফন), ধাতুক্ষয়, রাত্রিজাগরণ, মার্গাবরণ, অতিমৈথুন, বাত-মলমূত্রাদির বেগরোধ, অতি বমন, অতি বিরেচন, অধিক রক্তস্রাব, রোগহেতু মাংসহীনতা, অতি কাম, অতিচিন্তা, শোক, ভয়, বর্ষা ও শিশির ঋতু, দিনের ও রাত্রির তৃতীয় ভাগ (শেষভাগ), মেঘ, প্রাগ্‌বায়ু (পূর্ব্ববায়ু) ও তুহিন (শিশির) এইগুলি শরীর বায়ুর প্রকোপ হেতু ॥ ৪১—৪৩

পিত্তের প্রকোপকারণ—কটু-অম্ল-উষ্ণ-বিদাহি-তীক্ষ্ণ-লবণদ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, আতপ, স্ত্রীসম্ভোগ, তৃষ্ণা, ক্ষুধারোধ, ব্যায়াম ও মদ্যাদি এইগুলি পিত্তপ্রকোপের কারণ। তদ্ভিন্ন ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময়ে, ভোজনকালে, শরৎ ও গ্রীষ্ম-ঋতুতে, মধ্যাহ্নকালে ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে পিত্ত-প্রকোপ হয় ॥ ৪৪

বিদাহি লক্ষণ—বিদাহিদ্রব্য-অম্লোদ্গার, তৃষ্ণা ও হৃদয়ে দাহ উৎপাদন করে এবং তাহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অন্যবচন—মাষকলায়, তিল, কুলত্থকলায়, মৎস্য, মেষমাংস এবং গব্যদধি ও তক্র, ইহারা পিত্তকে প্রকুপিত করে ॥ ৪৫।৪৬

শ্লেষ্মার প্রকোপকারণ—গুরু-লবণ-মধুর অম্ল ও স্নিগ্ধদ্রব্য, মাষকলায়, তিল, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবানিদ্রা, শীত, ঘৃত ও প্রচুর ভোজন (পাঠান্তর নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি) এইগুলি শ্লেষ্মপ্রকোপের কারণ। তদ্ভিন্ন দিবা ও রাত্রির প্রথমভাগে, ভুক্তমাত্রে ও বসন্তকালে কফের প্রকোপ হইয়া থাকে।

টীকা—প্রথম দিবসভাগে অর্থাৎ দিবাকে তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথম ভাগে। রাত্রিরও এইরূপ প্রথম ভাগে। কুপিত দোষই সকল রোগের নিদান কি অন্য কিছু আছে, এই সংশয় নিরাশার্থ চরক বলিয়াছেন—রোগকেও রোগের নিদানার্থকর হইতে দেখা যায়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত —জ্বরসন্তাপে রক্তপিত্ত জন্মে, আবার রক্তপিত্ত হইতেও জ্বর উৎপন্ন হয়। আবার রক্তপিত্ত ও জ্বর এই উভয় হইতে শোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লীহার অতিবৃদ্ধিতে জঠররোগ এবং জঠর রোগ হইতে শোথরোগ উপস্থিত হয়। অর্শঃ হইতে দুঃখপ্রদ জঠর ও গুল্মরোগ জন্মে। প্রতিশ্যায় হইতে কাস এবং কাস হইতে ক্ষয় (যক্ষ্মা বা ধাতুক্ষয়) উৎপন্ন হয়। অন্যে মধুকোষে বলিয়াছেন—রোগ যদি রোগের নিদান হইত, তাহা হইলে রোগকে স্পষ্ট নিদান বলিয়াই বলা হইত, কিন্তু তাহা না বলিয়া নিদানার্থকর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। নিদানার্থকর বলায় এই বুঝাইতেছে—রোগ রোগের নিদানার্থকর অর্থাৎ নিদান-কার্য্যকরণে সহায়, বস্তুতঃ নিদান নহে। কেবল জ্বরাদিই রক্তপিত্তাদি কতিপয় মাত্র রোগের হেতু, ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব চরক অগ্রেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে,—“কোন রোগ কোন রোগের হেতু হইয়া” ইত্যাদি। “কুপিত মল (বাতাদিদোষ) সকল রোগেরই হেতু” এই বচন প্রমাণে যদি বল—যে দুষ্ট দোষ (বাতাদি) প্রথমোৎপন্ন জ্বরাদিরোগের হেতু, সেই দুষ্ট দোষই পশ্চাদ্‌ভাবি রক্তপিত্তাদি রোগেরও হেতু ; তা নয়, তাহা হইলে রক্তপিত্তাদিকে উপদ্রব স্বরূপ বলিয়াই গণ্য করা যায়,তাহার রোগত্বের বিঘাত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাকে রোগই বলা যাইতে পারে না। অতএব “কুপিত মল সকল রোগেরই কারণ” ইহা

সামান্য বচন, আর "নিদানার্থকর" ইহা বিশেষ বচন বলিয়া জানিবে। রোগের হেতুস্বরূপ যে রোগ, তাহার বৈচিত্র্য (নানাবিধত্ব) বর্ণিত হইতেছে—কোন্ রোগ কোন্ রোগের হেতু হইয়া অর্থাৎ অন্য রোগের উৎপত্তি করিয়া দিয়া স্বয়ং প্রশান্ত হয়। যেমন জ্বর, রক্তপিত্ত উৎপাদন করিয়া স্বয়ং প্রশমতা প্রাপ্ত হয়। যদি বল—যে দোষোদ্রেকে জ্বর রক্তপিত্ত রোগকে উৎপাদিত করিয়াছে, সে দোষের বিদ্যমানতাতে সে জ্বর কি প্রকারে প্রশান্ত হইবে? এ বিষয়ে ব্যাধির স্বভাবই কারণ, সুতরাং তাহাতে দোষ ঘটে না। আবার কোন্ রোগ কোন্ রোগের উৎপাদন করে, স্বয়ং প্রশান্ত হয় না। অর্থাৎ কোন্ রোগ হেত্বর্থও করে. স্বয়ংও প্রশমতা পায় না। যথা—প্রতিশ্যায়, কাস উৎপাদন করে, স্বয়ংও থাকে, তথা অর্শঃ, জঠর ও গুল্ম উৎপাদন করে, স্বয়ংও নিবৃত্ত হয় না ইত্যাদি ॥ ৪৭

দোষ ধাতু ও মলবৃদ্ধ (বর্দ্ধিত) এবং ক্ষীণ হইলে তাহাদের যে চিকিৎসা, তাহা বর্ণিত হইতেছে—সুশ্রুতোক্তি—সদা স্থূল ও সদা কৃশ ব্যক্তি অত্যন্ত কুৎসিত, মধ্যশরীর শ্রেষ্ঠ। স্থূল ও ক্ষীণ ব্যক্তি সমাজে প্রশংসনীয় নহে। সুনিপুণ ভিষক্ স্থূল ব্যক্তির কর্ষণ চিকিৎসা এবং কৃশ ব্যক্তির বৃংহণ চিকিৎসা করিবে। মধ্য শরীর ব্যক্তির মধ্যাবস্থা রক্ষা করিবে। অন্যবচন—দোষ-ধাতু ও মল প্রবৃদ্ধ হইলে, তদ্বৃদ্ধি হেতু রোগান্বিত নর যে পর্য্যন্ত না রোগ রহিত হয়, সে পর্য্যন্ত ক্ষীণতাকারক ঔষধ অন্ন ও বিহার দ্বারা প্রবৃদ্ধ দোষধাতু ও মলের ক্ষয় করিয়া সমতা পাওয়াইবে। এবং দোষ-ধাতু ও মল ক্ষীণ হইলে তৎক্ষীণতা হেতু রোগান্বিত নর যে পর্য্যন্ত না রোগমুক্ত হয়, সে পর্য্যন্ত পুষ্টিকারক ঔষধ অন্ন ও বিহার দ্বারা ক্ষীণ দোষ ধাতু ও মলের বর্দ্ধন করিয়া সমতা উৎপাদন করিবে।

অস্বস্থ ব্যক্তি যে নিয়ম প্রতিপালন করিলে স্বস্থ হইতে পারে, বৈদ্য তাহাকে সেই নিয়মেই প্রতিপালন করাইবেন। কারণ—স্বাস্থ্যই সদা বাঞ্ছনীয় ॥ ৪৮—৫১

স্বস্থের লক্ষণ।—যে ব্যক্তির বাতাদিদোষ সমভাবাপন্ন, অগ্নি সমভাবাপন্ন, ধাতু মল ও ক্রিয়া (শরীরানুরূপকর্ম্ম) সমভাবাপন্ন এবং আত্মা (শরীর) ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রসন্ন, সেই ব্যক্তিই সুস্থ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে—মল, মূত্র, দোষ ও ধাতুসমূহের সমতা, পান ভোজনে আকাঙ্ক্ষা, রুচি (শরীর কান্তি), ভোজন ও ভুক্ত-অন্নের পরিপাক এবং পরিপাক-ফলে দেহপুষ্টি, সুখ-নিদ্রা ও সুখে নিদ্রাভঙ্গ, সমুচিত বিষয় সকলের যথাবৎ গ্রহণ এবং মনোবৃত্তি অনুসারে বর্ত্তন, স্বস্থ-ব্যক্তির এই চতুর্দ্দশবিধ লক্ষণ।

টীকা। রুচি—শরীর কান্তি। যদি বল—স্বাভাবিক অবস্থাতেও যখন দিবা রাত্রি ঋতু ও ভোজনের প্রথমভাগাদি কালবিশেষে স্বভাবতই দোষদিগের বৃদ্ধি হয়, তখন কি প্রকারে সমদোষতা সম্ভবে? ইহার উত্তর—অহোরাত্র প্রথমভাগাদি সময়ে যে যে দোষের বৃদ্ধি হয়, স্বস্থবৃত্তোক্ত বিধি দ্বারা তত্তদ্দোষ বৃদ্ধির উপশম হইয়া থাকে। অতএব সমদোষতা বলায় কোন দোষ হয় নাই। অপিচ দোষদিগের যে সমস্ত ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, স্বাস্থ্য বিনা অন্য হেতু দ্বারা সে সমস্ত বর্ণন করিতে পারা যায় না। সেই হেতু সমদোষের ও স্বস্থের লক্ষণ পরস্পরাপেক্ষ্য অর্থাৎ সমদোষের লক্ষণ স্বস্থের লক্ষণকে অপেক্ষা করে এবং স্বস্থের লক্ষণ সমদোষের লক্ষণকে অপেক্ষা করিয়া থাকে, উভয়ের কেহই নিরপেক্ষ নহে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বস্থ সেই সমদোষ এবং যে ব্যক্তি সমদোষ সেই স্বস্থ। যাহা স্বপ্রমাণস্থিত দোষ ধাতু ও মলের সমতারক্ষণে হেতু, যাহা নিরাপদ, যাহা স্বস্থানুবৃত্তি করে, ঋতুচর্য্যাধ্যায়ে যাহা সেব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বস্থ ব্যক্তিদিগের হিতকর; এবং মাত্রাশিতীয় অধ্যায়োক্ত রক্তশালি-ষষ্টিক-যব-গোধূম-জাঙ্গলমাংস-জীবন্তীশাকাদি ও মোদক দুগ্ধাদি স্বস্থ ব্যক্তিগণের হিতকর; এবং ওজস্কর, রসায়ন ও বাজীকরণ; যাহা সর্ব্বদা সেবনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্বস্থ ব্যক্তিগণের হিতকর ॥ ৫৩

দোষ ধাতু ও মলের বৃদ্ধির নিদান।—ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, দোষ-ধাতু-মলবর্দ্ধক আহার বিহারের অতি সেবন দ্বারাই দোষ ধাতু ও মলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫৪

অতিবৃদ্ধ দোষাদির লক্ষণ।—বায়ু বৃদ্ধ হইলে দেহের কৃশতা ও পরুষতা, উষ্ণাভিলাষ, মলের গাঢ়তা, বলের অল্পতা, গাত্রের স্ফূর্ত্তি (স্পন্দন) ও অনিদ্রতা হয়। পিত্ত বৃদ্ধ হইলে মল, মূত্র. নেত্র ও অঙ্গের পীতবর্ণতা, ইন্দ্রিয়ের

ক্ষীণতা, শীতেচ্ছা, তাপ, মূর্চ্ছা ও মূত্রের অল্পতা হয়। কফ বৃদ্ধ হইলে মলাদির অর্থাৎ মল মূত্র নেত্র ও অঙ্গের শুক্লবর্ণতা, শীতত্ব, গাত্র গুরুতা, অতিনিদ্রতা, সন্ধির শিথিলতা, উৎক্লেদ ও মুখস্রাব হয়। রস বৃদ্ধ হইলে অন্নবিদ্বেষ, গাত্রগুরুতা, লালা প্রসেক, বমি, মূর্চ্ছা, অবসাদ, ভ্রম ও কফ হয়। রক্ত বৃদ্ধ হইলে গাত্রের আরক্ত বর্ণতা, নেত্রের লৌহিত্য ও শিরার পরিপূর্ণতা হয়। অন্য বচন—রক্ত বৃদ্ধ হইলে বিসর্প, প্লীহা, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, শিরাপূর্ণত্ব, কামলা, গাত্রগৌরব, নিদ্রা, মদ (মত্তত্ববৎ), দাহ, ব্যঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, সম্মোহ (মূর্চ্ছা), ত্বক্ নেত্র ও মূত্রের রক্তবর্ণতা, গুহ্যপাক, লিঙ্গপাক ও মুখপাক, অর্শঃ, পিড়কা, মশক,ইন্দ্রলুপ্ত, অঙ্গমর্দ্দ, রক্তপ্রদর এবং হস্তে ও পদে সন্তাপ হয়। রক্তবৃদ্ধিজনিত উক্ত রোগ সকল রক্তস্রাব ও বিরেচন দ্বারা প্রশমিত করিবে। মাংস বৃদ্ধ হইলে গণ্ডস্থল, ওষ্ঠ, স্ফিক্ (পাছা), উপস্থ (লিঙ্গ), উরু, বাহু ও জঙ্ঘা প্রদেশে বৃদ্ধি (মাংস বৃদ্ধি) ও গাত্রের গুরুতা হয়। মেদ বৃদ্ধ হইলে উদর বৃদ্ধি ও পার্শ্ব বৃদ্ধি, কাস শ্বাসাদি, গাত্রের দৌর্গন্ধ্য ও স্নিগ্ধতা হয়। অন্য বচন—মেদ প্রবৃদ্ধ হইলে অল্প চেষ্টাতেই শ্রান্তি বোধ, তৃষ্ণা, স্বেদ, গলরোগ, গণ্ডরোগ ও ওষ্ঠরোগ, মেহাদিরোগ, শ্বাস এবং স্ফিক্ উদর গ্রীবা ও স্তনের সঞ্চলন এবং লম্বন (ঝুলিয়া পড়া) হয়। অস্থি সকল বর্দ্ধিত হইলে সেই বৃদ্ধ অস্থি সমূহে অন্য অস্থির উৎপাদন করে এবং দন্ত সকলকে বিকট ও মহৎ করিয়া থাকে। মজ্জা বৃদ্ধ হইলে তাহা সমস্ত অঙ্গের ও নেত্রের গুরুতা সম্পাদন করে। শুক্র বর্দ্ধিত হইলে শুক্রাশ্মরী এবং শুক্রের অতি প্রবর্ত্তন হয়। মল বৃদ্ধ হইলে আটোপ (উদরে সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি) ও উদরে ব্যথা হয়। মূত্র বৃদ্ধ হইলে মুহুর্মুহুঃ মূত্রণ ও বস্তিবেদনা হয়। স্বেদ বৃদ্ধ হইলে গাত্রে দৌর্গন্ধ্য ও ত্বকে কণ্ডূ জন্মে। আর্ত্তব (ঋতু শোণিত) অধিক হইলে আর্ত্তবের অতি প্রবর্ত্তন, আর্ত্তবে দৌর্গন্ধ্য ও অঙ্গমর্দ্দ হয়। স্তন্য অধিক হইলে স্তনদ্বয়ের অতি পীনত্ব, মুহুর্মুহুঃ স্তন্যস্রাব ও স্তনদ্বয়ে তোদ হয়। গর্ভ বৃদ্ধ হইলে উদরাদির প্রবৃদ্ধি, গর্ভবতীর স্বেদ এবং প্রসবে মহৎ ব্যসন (দুঃখ) হইয়া থাকে॥ ৫৫—৭২

অতি বৃদ্ধ দোষের ধাতুর ও মলের হ্রাসন—ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে,—দোষ ও মল সমূহের হ্রাসকারক আহার বিহার দ্বারা অতি বৃদ্ধ দোষ ধাতু ও মল সমূহের হ্রাস হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্বটির অতি বৃদ্ধি হইলে তাহার পর পরটির বৃদ্ধি করে। অতএব অতি প্রবৃদ্ধ ধাতুর হ্রাস করা কর্ত্তব্য॥ ৭৩। ৭৪

দোষ ধাতু ও মলসমূহের ক্ষয়ের নিদান—অসাত্ম্য ভোজন, সদা ক্রোধ, শোক, চিন্তা, ভয়, শ্রম, অতি মৈথুন, অনশন, অত্যর্থ সংশোধন (অতিবমন বিরেচনাদি), মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, অতি সাহসের কার্য্য ও অভিঘাত, এই সকল কারণে দোষ ধাতু ও মল সমূহের ক্ষয় হইয়া থাকে॥ ৭৫।৭৬

তাহাদের ক্ষয় লক্ষণ—বাতক্ষয়ে অল্পচেষ্টত্ব (আলস্য), অল্প কথন ও বিসংজ্ঞতা (সংজ্ঞাল্পতা ; পিত্তক্ষয়ে—শ্লেষ্মাধিক্য, অগ্নিমান্দ্য ও প্রভাক্ষয়। কফক্ষয়ে—সন্ধি সকলের শিথিলতা, মূর্চ্ছা, রুক্ষতা. ও দাহ। রসক্ষয়ে—হৃৎপীড়া, কণ্ঠশোষ, ত্বক্‌শূন্যতা ও তৃষ্ণা। রক্তক্ষয়ে—শিরাশৈথিল্য, হিমে ও অম্লে অভিলাষ ও ত্বকের পরুষতা (কর্কশতা)। মাংসক্ষয়ে—গণ্ড-ওষ্ঠ-গ্রীবা-স্কন্ধ বক্ষঃ-জঠর সন্ধিস্থল-উপস্থ ও শোথপিণ্ডীর শুষ্কতা, গাত্রের রুক্ষতা, তোদ ও ধমনী সমূহের শিথিলতা। মেদোক্ষয়ে—প্লীহার অতিবৃদ্ধি, সন্ধি সমূহের শূন্যতা, গাত্রের রুক্ষতা ও স্নিগ্ধমাংসে অভিলাষ। অস্থিক্ষয়ে—অস্থিশূল, গাত্রের রুক্ষতা ও নখ দন্ত ভঙ্গ। মজ্জক্ষয়ে—শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বভেদ (পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবদ্ বেদনা), তোদ (সূচীবেধবদ্ বেদনা) ও অস্থিশূন্যতা। শুক্রক্ষয়ে মৈথুনে অশক্তি, লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে ব্যথা, বিলম্বে শুক্রক্ষরণ এবং রক্তবর্ণ-অল্প শুক্র প্রসেক এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৭৭—৮৪

ওজঃক্ষয়ের নিদান।—ক্রোধ, চিন্তা, শোক, শ্রমাদি, রুক্ষ-তীক্ষ্ণ-উষ্ণ ও কটুদ্রব্য এবং অপরাপর কর্ষণ সমূহ দ্বারা (উপবাসাদি কৃশীকরণ ব্যাপার দ্বারা) ওজঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়॥ ৮৫

ক্ষীণ ওজের লক্ষণ।—যাহার ওজঃ ক্ষয় হয়, সে ব্যক্তি সকল বিষয়ে ভয় পায়. সর্ব্বদা দুর্ব্বল, সদা চিন্তা করে, ব্যথিতেন্দ্রিয় হয়, অভ্যুত্থানের জন্য উন্মনা হয় এবং রুক্ষ ও ক্ষীণদেহ হইয়া থাকে।

পুরীষ ক্ষয়ে—পার্শ্বে ও হৃদয়ে ব্যথা, উদরে সশব্দ বায়ুর ঊর্দ্ধগমন ও কুক্ষিসংবৃতি (উদর

সঙ্কোচ)। মূত্রক্ষয়ে—মূত্রের অল্পতা ও মূত্রাশয়ে সূচীবেধবদ্ বেদনা হয়। স্বেদ ক্ষয়ে—ত্বকের রুক্ষতা, নেত্রদ্বয়েরও রুক্ষতা এবং রোমকূপসমূহের স্তব্ধতা হইয়া থাকে। আর্ত্তবক্ষয়ে—আর্ত্তব প্রবর্ত্তনের উপযুক্ত সময়ে আর্ত্তবের অপ্রবর্ত্তন অথবা অল্প প্রবর্ত্তন এবং যোনিতে বেদনা। স্তন্যক্ষয়ে—স্তন্যের অভাব বা অল্পতা এবং পয়োধরদ্বয়ের ম্লানতা। গর্ভক্ষয়ে কুক্ষির অনুন্নতি ও গর্ভের অস্পন্দন হয় ॥ ৮৬—৯১

ক্ষীণ দোষধাতু-মল সমূহের বর্দ্ধন— দোষধাতু ও মলবর্দ্ধক—আহার বিহার নিষেবণ দ্বারা শীঘ্রই তাহাদের ক্ষয় অপগত হয়। সুস্নিগ্ধ ও সুস্বাদু আহারাদি দ্বারা, অন্য বৃষ্য দ্বারা, বিশেষতঃ দুগ্ধ ও মাংসরসাদি দ্বারা ওজঃ পদার্থ বর্দ্ধিত হয়। অন্যবচন—যাহার দোষ ধাতু ও মল ক্ষীণ হইয়াছে, বলও (ওজঃ পদার্থও) ক্ষীণ হইয়াছে, সে ব্যক্তি যে যে অন্ন পান দ্বারা দোষাদির সংবর্দ্ধন হয়, সেই সেই অন্ন পানই প্রার্থনা করে। ক্ষীণ ব্যক্তি যে যে অন্নপান প্রার্থনা করে, সেই সেই অন্ন পান প্রাপ্ত হইলে তাহার তত্তৎক্ষয় নাশ হইয়া থাকে ॥৯২—৯৫

কোন্ দোষাদি দ্বারা ক্ষীণ হইলে মানব কি আকাঙ্ক্ষা করে—তাহাই বর্ণিত হইতেছে—মানব বাত দ্বারা ক্ষীণ হইলে কষায়-কটু-তিক্ত-রুক্ষ-শীতল ও লঘুদ্রব্য এবং যব মুগ ও প্রিয়ঙ্গু আকাজ্ক্ষা করে। পিত্ত দ্বারা ক্ষীণ হইলে তিল, মাষ ও কুলত্থাদি কলায়, পিষ্টকাদি, মস্ত (দধির মাত), শুক্ত (কাঁজী বিশেষ), অম্লতক্র, কাঁজী, দধি এবং কটু-অম্ল লবণ-উষ্ণ-তীক্ষ্ণ ও বিদাহি দ্রব্য, ক্রোধ, উষ্ণকাল ও উষ্ণদেশ আকাজ্ক্ষা করে। কফ দ্বারা ক্ষীণ হইলে—মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরুদ্রব্য, দধি, দুগ্ধ ও দিবানিদ্রা আকাজ্ক্ষা করে। রস দ্বারা ক্ষীণ হইলে—পুনঃ পুনঃ অতি শীতল জল পান, রাত্রিনিদ্রা, শৈত্য, চন্দ্র-কিরণ, মধুররস, ইক্ষু, মাংসরস, মন্থ, মধু, ঘৃত, গুড়োদক, দ্রাক্ষা, দাড়িম, শুক্ত, স্নেহ পদার্থ ও লবণ আকাজ্ক্ষা করে। রক্ত দ্বারা ক্ষীণ হইলে রক্তসিদ্ধ মাংস, দধিসিদ্ধ অন্ন (ভোজ্য) এবং বহু ষাড়ব (মধুরাম্লাদিরসপাচিত খাদ্য বিশেষ) আকাজ্ক্ষা করে। মাংস দ্বারা ক্ষীণ হইলে মাংসলক্রব্যাদ্ জন্তুর (মাংসভোজি জন্তুর) মাংস আকাজ্ক্ষা করে। মেদো দ্বারা ক্ষীণ হইলে মেদঃ-সিদ্ধ মাংস, গ্রাম্য-আনূপ ও ঔদক, বিশেষতঃ সক্ষার মাংস আকাজ্ক্ষা করে। অস্থি দ্বারা ক্ষীণ হইলে—মজ্জা-অস্থি-স্নেহসংযুক্ত মাংস আকাজ্ক্ষা করে। মজ্জা দ্বারা ক্ষীণ হইলে মধুরাম্ল-সংযুক্ত দ্রব্য আকাজ্ক্ষা করে। শুক্র দ্বারা ক্ষীণ হইলে ময়ূর কুক্কুট হংস ও সারসের ডিম্ব এবং গ্রাম্য-আনূপ-ঔদক মাংস আকাজ্ক্ষা করে। মল দ্বারা ক্ষীণ হইলে যবকৃত অন্ন, ক্ষুদ্রযবকৃত অন্ন, বিবিধ শাক, মসূর ও মাষ-কলায়ের যূষ আকাজ্ক্ষা করে। মূত্র দ্বারা ক্ষীণ হইলে পেয় দ্রব্য, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, গুড়মিশ্র-কুলগোলা-জল এবং শসা কাঁকুড় প্রভৃতি আকাজ্ক্ষা করে। স্বেদ দ্বারা ক্ষীণ হইলে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন (হরিদ্রা-আমলকী প্রভৃতি দ্বারা গাত্রমর্দ্দন), মদ্য, নিবাত স্থানে শয়ন ও উপবেশন, স্থূল-গাত্রাচ্ছাদন-বস্ত্র আকাজ্ক্ষা করে।

আর্ত্তবক্ষীণ স্ত্রী—কটু-অম্ল-লবণ-উষ্ণ-বিদাহি ও গুরুদ্রব্য এবং ফলশাক (লাউ কুমড়া প্রভৃতি) ও অন্ন পান আকাজ্ক্ষা করে। স্তন্যক্ষীণ স্ত্রী—সুরা, শালি তণ্ডুলের অন্ন, মাংস, গব্য দুগ্ধ, শর্করা, আসব, দধি এবং হৃদ্য বস্তু সকল আকাজ্ক্ষা করে। গর্ভ পরিক্ষয় হইলে স্ত্রী—মৃগ-ছাগ-মেষ ও বরাহের গর্ভ (গর্ভস্থ বৎস) পাক করিয়া খাইতে বাঞ্ছা করে এবং বসা ও নানাপ্রকার শূল্য মাংস আকাজ্ক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৯৬—১১১

সুশ্রুত মতে বললক্ষণ—রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু সকল পরিপুষ্ট হইলে, সেই পরিপুষ্টি নিমিত্তক চেষ্টা সমূহে (ক্রিয়া সকলে) যে পটুতা জন্মে, সেই চেষ্টা-পাটবই বল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১১২

বলের ক্ষয়নিদান—অভিঘাত, ভয়, ক্রোধ, চিন্তা, পরিশ্রম, ধাতুসমূহের সংক্ষয় ও শোক এই সকল কারণে মানবের বল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১১৩

বলক্ষয়ের লক্ষণ—গাত্রের গুরুতা ও স্তব্ধতা, মুখের ম্লানতা, বিবর্ণতা, তন্দ্রা, নিদ্রা ও বাতশোথ এইগুলি বলক্ষয়ের লক্ষণ ॥ ১১৪

বল বৃদ্ধির নিদান—যে দ্রব্য দোষের সমতাকারক, অগ্নির সমতাকারক এবং ধাতুসমূহের পুষ্টিকারক, সেই দ্রব্যই বলকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥১১৫

বলাবল লক্ষণ—কোন কোন কৃশ ব্যক্তিও বলবান্ থাকে এবং কোন কোন স্থূল ব্যক্তিও অল্পবল হয়, অতএব পণ্ডিতগণ চেষ্টা পটুত্ব দ্বারা মানবকে বলবান্ বুঝিয়া লয়েন। অর্থাৎ কৃশ হইলেই যে দুর্ব্বল হয় এবং স্থূল হইলেই যে সবল হয়, তাহা নহে, চেষ্টা সমূহে (শারীর কার্য্য সমূহে) যাহার পটুতা (সামর্থ্য) থাকে, তাহাকেই বলবান্ বলিয়া জানিবে ॥ ১১৬

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে ষষ্ঠপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

পূর্ব্বখণ্ডে দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

ভাবপ্রকাশ।

মধ্যখণ্ড

প্রথম ভাগ।

জ্বরাধিকার—জ্বর সকল রোগের রাজা বলিয়া বিখ্যাত, অতএব এই প্রকরণে প্রথমেই আমি জ্বর-বিবরণই লিখিব ॥ ১

জ্বরের প্রথম-উৎপত্তি, যাহা সুশ্রুত বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে বর্ণন করিব—তদ্‌যথা—মহাদেব দক্ষাপমানে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিঃশ্বাস হইতেই জ্বরের প্রথম সৃষ্ট হয়। জ্বর আট প্রকার, যথা পৃথগ্‌জ অর্থাৎ বাতজ পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ; দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ এবং সন্নিপাতজ (ত্রিদোষজ) ও আগন্তুজ।

টীকার অর্থ। দক্ষকর্ত্তৃক যে অপমান, তদ্দ্বারা সংক্রুদ্ধ যে রুদ্র, তাহার যে নিঃশ্বাস, সেই নিঃশ্বাস হইতে সম্ভব (উদ্‌ভব) যাহার, সেই জ্বর। ক্রুদ্ধ-রুদ্র-নিঃশ্বাস-সম্ভূতত্বে হেতু বুঝাইতেছে যে, জ্বর স্বভাবতই পৈত্তিক। যে হেতু চরক কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে—“ক্রোধ হইতে পিত্তের প্রকোপ হয়” ইত্যাদি। অতএব সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই পিত্ত প্রশমনকারিণী চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বাগ্‌ভটেও উক্ত হইয়াছে—“পিত্ত বিনা উষ্মা নাই, উষ্মা বিনা জ্বর নাই। অতএব পিত্তাধিক জ্বরে পিত্তবিরুদ্ধ বিষয় সকল অধিক ত্যাগ করিবে। “অধিক” শব্দের প্রয়োগে রুদ্রসম্ভূতত্ব হেতু জ্বরের দেবতাত্মকত্ব এবং পূজার্হত্ব উপদর্শিত হইয়াছে। অতএব বৈদেহও বলিয়াছেন—“অথবা সংপূজন দ্বারাও জ্বর সহসাই উপশমিত হয়” ইত্যাদি। সুশ্রুত কর্ত্তৃক জ্বরের মূর্ত্তিও উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা—জ্বর রুদ্রকোপাগ্নি-সম্ভূত, সর্ব্বপ্রাণিপ্রতাপন, ত্রিপাদ, ভস্মপ্রহরণ, ত্রিশিরাঃ, সুমহোদর, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান, কপিলবর্ণ, মাল্যধারী, পিঙ্গলনেত্র, হ্রস্বজঙ্ঘ, বীভৎস, মহাবলবান্ পুরুষ এবং লোকনাশক। অন্যান্য প্রাণির জ্বর বিশেষ বিশেষ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। দেহিগণের জন্মকালে ও নিধন সময়ে প্রায়ই জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে। দেবতা ও মনুষ্য ভিন্ন অপর কোন প্রাণী তাহার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। জ্বরের সংখ্যারূপ সংপ্রাপ্তি বলা হইতেছে, যথা—জ্বর—আট প্রকার। পৃথক্ তিনটি অর্থাৎ বাত্তিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক; দ্বন্দ্বজ—তিনটি অর্থাৎ বাতপৈত্তিক বাতশ্লৈষ্মিক পিত্তশ্লৈষ্মিক; সংঘাতজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক একটি। চরকে ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর উক্ত হইয়াছে—দোষের একোল্বণত্ব ও দ্ব্যুল্বণত্ব দ্বারা ছয় প্রকার এবং হীন-মধ্য-অধিক দ্বারা ছয়প্রকার ও সমত্রিদোষোল্বণ এক প্রকার। তদ্‌যথা—বাতোল্বণ পিত্তোল্বণ, কফোল্বণ, বাতপিত্তোল্বণ, বাতশ্লেষ্মোল্বণ, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ, এই ছয় প্রকার। এবং অধিকবাত-মধ্যপিত্ত-হীনকফ; অধিকবাত-মধ্যকফ-হীনপিত্ত; অধিকপিত্ত-মধ্যবাত-হীনকফ, অধিকপিত্ত-মধ্যকফ-হীনবাত; অধিককফ-মধ্যবাত-হীনপিত্ত; অধিককফ-মধ্যপিত্ত-হীনবাত; এই ছয় প্রকার। এবং উল্বণ (সমত্রিদোষোল্বণ) এক প্রকার। এবম্প্রকারে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত হয়। কিন্তু ত্রয়োদশ প্রকার হইলেও ত্রিদোষজত্বে সমানত্ব হেতু এস্থলে

সান্নিপাতিক এক সংখ্যকই গণিত হইয়াছে। অর্থাৎ সান্নিপাতিক জ্বর একটি বলিয়াই গণনা করা যায়। আগন্তু শব্দে—অভিঘাতাদি হেতু, কোন স্থলে কার্য্যকারণের অভেদ উপচার নিবন্ধন আগন্তু শব্দে—আগন্তুজ ব্যাধিও বুঝায়। অর্থাৎ আগন্তু-শব্দে অভিঘাতাদি হেতু সকলকে, কোন স্থলে বা আগন্তুহেতুসম্ভূত ব্যাধি সকলকেও বুঝাইয়া থাকে। অভিঘাতাদি অনেক প্রকার কারণ যোগে আগন্তুজ ব্যাধিসকল অনেক প্রকার হয়, কিন্তু অনেক প্রকার হইলেও আগন্তুজত্বে সামান্য হেতু তাহারা এক প্রকার বলিয়াই এস্থলে পরিগণিত হইয়াছে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,—আগন্তুজ ব্যাধিতেও যখন বাতাদিদোষের লক্ষণ সকল বিদ্যমান দৃষ্ট হয়, তখন তাহা বাতাদিদোষজ ব্যাধি হইতে কি প্রকারে ভিন্ন হইতে পারে? উত্তর—রোগোৎপত্তির পরে দোষোৎপত্তি হয় বলিয়া আগন্তুজ ব্যাধি দোষজ ব্যাধি হইতে ভিন্ন। তথা চরকে উক্ত আছে—আগন্তুক ব্যাধি প্রথমে অভিঘাতাদিদ্বারা উৎপন্ন হয়, পরে তাহা বাতাদিদোষে অনুবন্ধ হইয়া থাকে। ইতি ॥ ২

জ্বরের দূরবর্ত্তি-কারণ-কথনপূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে—অনুচিত আহার বিহার দ্বারা বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া আমাশয়-নামক স্থানে গমন করে, তথায় আমরসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। (অগ্নি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ত্বগাদি উষ্ণ হইয়া থাকে)।

টীকা। এস্থলে কোষ্ঠাগ্নি শব্দে—কোষ্ঠগত সমস্ত অগ্নি না বুঝিয়া অগ্নির কেবল উষ্মাই বুঝিতে হইবে। কারণ সমস্ত অগ্নি বহির্নিক্ষিপ্ত হইলে দোষের পরিপাক অসম্ভব হয় ॥ ৩

জ্বরের সামান্য ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ—বিনাশ্রমে শ্রান্তি বোধ, অস্বস্থচিত্ততা, বিবর্ণতা (ম্লানগাত্রতা), মুখের বিরসতা, নেত্রদ্বয়ের সজলতা, শীত বাত ও আতপাদিতে মুহুঃ ইচ্ছা মুহুর্দ্বেষ, জৃম্ভা (হাইউঠা) অঙ্গমর্দ্দন (গাত্রকুট্টন), গাত্রগুরুতা, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, আনন্দাভাব ও অধিক শীত, এই সকল লক্ষণ বা ইহাদের কতকগুলি সর্ব্বপ্রকার জ্বর হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়। এই জন্য ইহাদিগকে জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ বলে। আর বাতিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে উক্ত সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত অত্যর্থ জৃম্ভা ; পিত্তজ্বর হইবার পূর্ব্বে নয়নের দাহ ; কফজ্বর হইবার পূর্ব্বে অন্নে অরুচি ; এবং বাতপিত্ত জ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও নেত্রদাহ ; বাতশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও অন্নারুচি ; পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের পূর্ব্বে নেত্রদাহ ও অন্নারুচি এবং সান্নিপাতিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে জৃম্ভা নেত্রদাহ ও অন্নারুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাদিগের দ্বারা ভাবি-বাতজাদি বিশেষ বিশেষ জ্বরের উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলে।

টীকা। বিশিষ্টধর্ম্ম সামান্য ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব জৃম্ভাদি বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপের সহিত শ্রমাদি সামান্য পূর্ব্বরূপ সকলও প্রকাশিত থাকে বুঝিতে হইবে ॥ ৪—৮

জ্বরের সামান্য লক্ষণ—যে রোগে ঘর্ম্মাবরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ (বেদনা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ বেদনা) এই তিনটি লক্ষণ যুগপৎ (একদা) উপস্থিত হয়, তাহাকেই জ্বর কহে।

টীকা। স্বেদাবরোধ—ঘর্ম্মের অনির্গম। এস্থলে এরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে যে, ঘর্ম্মের অনির্গম যদি জ্বরের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তবে পিত্তজ্বরে ঘর্ম্মনির্গম হওয়ায় উক্ত লক্ষণের ত ব্যভিচার ঘটে, এরূপ আশঙ্কা-নিবারণার্থ জৈজ্জট-কার্ত্তিককুণ্ডাদি পণ্ডিতগণ বলেন—লক্ষণের উৎসর্গাপবাদভাব হেতু অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষভাব প্রযুক্ত পিত্তজ্বরে ঘর্ম্ম নির্গম হয়। ভাবার্থ এই—সাধারণ সকল জ্বরেই ঘর্ম্মের অবরোধ হয়, কেবল পিত্তজ্বরে বিশেষ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ কেবল পিত্তজ্বরেই ঘর্ম্ম-নির্গম হয়। অন্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—যৎকর্ত্তৃক স্বিন্ন (উৎস্বিন্ন) হয়, তাহাই স্বেদ অর্থাৎ অগ্নি, সেই অগ্নির অবরোধ (দোষ দ্বারা আচ্ছন্নতা) হয়। ইহাদের মীমাংসায় স্বেদাবরোধ অর্থে অগ্নির অবরোধ। অর্থাৎ সকল জ্বরেই অগ্নি, দোষ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। "সন্তাপ" তাপ বলিলেই চলিত, কিন্তু তাপ না বলিয়া সন্তাপ শব্দ প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে যে, জ্বরে কেবল দেহে তাপ হয় না, দেহে ইন্দ্রিয়ে ও মনে সন্তাপ হইয়া থাকে। যে হেতু চরকে "দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী" জ্বরের এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। দেহসন্তাপ—দেহের ও ইন্দ্রিয়ের উষ্ণতা। ইন্দ্রিয়সন্তাপ—ইন্দ্রিয়-বৈকৃত্য (ইন্দ্রিয়ের বিকৃতভাব), উক্ত আছে—ইন্দ্রিয় সকলের যে বৈকৃত্য, তাহাই ইন্দ্রিয় সন্তাপ লক্ষণ। এবং বৈচিত্ত্য অরতি ও

গ্লানি এইগুলি মনঃসন্তাপ লক্ষণ। “সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ”—অর্থাৎ বেদনা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ, অথবা সকল অঙ্গ স্তব্ধতা দ্বারা : গৃহীতবৎ হয়। “যুগপৎ” অর্থাৎ মিলিত এই লক্ষণ ত্রয়। কারণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলে ব্যভিচার ঘটে। যথা—কুষ্ঠ পূর্ব্বরূপে স্বেদাবরোধ হয়, দাহরোগে সন্তাপ হয়, সর্ব্বাঙ্গরোগাখ্য বাত-ব্যাধিতে সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ হয়॥ ৯

ঘর্ম্মের অনির্গম পক্ষে কারণ—জ্বর রস-ধাতুকে রোধ করে বলিয়া জ্বরাতুর ব্যক্তি অত্যুষ্ণ-গাত্র হয়, তাহার সর্ব্বাবয়ব ঘর্ম্মান্বিত হয় না॥ ১০

সামান্যতঃ জ্বর-চিকিৎসা—যে স্থলে বাতাদিদোষের অংশাংশ নির্ণয় করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ কোন্ দোষ কি পরিমাণে কুপিত হইয়াছে তাহা ভাল বুঝা যায় না, সে স্থলে সাধারণ চিকিৎসা করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। সামান্যতঃ জ্বর রোগী প্রথমাবস্থায় নিবাত গৃহে থাকিবে। কারণ তাহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ হয়। বায়ুর প্রয়োজন হইলে পাখার বাতাস করিবে। ব্যজনানিলের গুণ—ব্যজন-বায়ু দ্বারা তৃষ্ণা ঘর্ম্ম মূর্চ্ছা ও শ্রম নাশ হয়। তালবৃন্ত-সম্ভূত বায়ু (তালপাতার পাখার বাতাস)—ত্রিদোষ প্রশমক। বংশরচিত-পাখার বাতাস-উষ্ণ ও রক্তপিত্ত-প্রকোপক। চামর, বস্ত্রসম্ভূত ব্যজন, ময়ূরপিচ্ছ রচিত ব্যজন এবং বেত্রনির্ম্মিত ব্যজন, ইহাদের বায়ু দোষনাশক স্নিগ্ধ হৃদ্য ও সুপূজিত। নবজ্বরী উষ্ণবীর্য্য-স্থূল বস্ত্রাবৃত হইয়া থাকিবে। পিপাসা হইলে যে ঋতুতে যে জল পান করা বিহিত, সেই ঋতুতে সেই জল সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ অল্পমাত্রায় পান করিবে। ঔষধ ব্যতিরেকেও কেবল পথ্য দ্বারাই ব্যাধি নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু পথ্যবিহীন ব্যক্তির ব্যাধি শত ঔষধেও নিবৃত্তি পায় না। (অতএব পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে)॥ ১১—১৬

জ্বরে বর্জ্জনীয়—পরিষেক (স্নানাদি), প্রদেহ (অনুলেপন-অভ্যঙ্গাদি), স্নেহ পান, সংশোধন (বমনবিরেচনাদি), দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, (শারীরশ্রম), শীতল জল, ক্রোধ, প্রবাত (প্রবল বায়ু) ও অন্নাদি গুরু ভোজ্য বর্জ্জন করিবে॥১৭

নিষিদ্ধাচরণের দোষ—উপরি-উক্ত পরিষেকাদি-নিষিদ্ধ বিষয় সকল আচরণ করিলে শোষ, বমি, মদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা ও অরুচি, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। হারীত কর্ত্তৃক প্রত্যেক দূষণ উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা—নবজ্বরে পরিশ্রম করিলে জ্বরের সংবৃদ্ধি, মৈথুন করিলে শরীরের স্তব্ধতা ও মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। স্নেহ পানাদি দ্বারা মূর্চ্ছা বমি মদ ও অরুচি হয়। গুরু-অন্ন ভোজন করিলে এবং দিবসে নিদ্রা যাইলে বিষ্টব্ধতা, দোষের প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য, খরত্ব ও স্রোতঃসকলে প্রবর্ত্তন (মুখনাসাদি স্রোতঃ সমূহ হইতে জলাদিস্রাব) হয়।

অন্য বর্জ্জনীয়—রোগী সজ্বরই হউক বা জ্বর মুক্তই হউক, বিদাহী গুরু ও অসাত্ম্য অন্নপান, বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন, ব্যায়াম, অতিচেষ্টা, অভ্যঙ্গ ও স্নান বর্জ্জন করিবে। রোগী যদি সজ্বর হয়, তাহা হইলে এই সকল বর্জ্জন দ্বারা তাহার জ্বর প্রশমিত হইবে এবং যদি জ্বর মুক্ত হয়, তাহা হইলে জ্বর আর পুনর্ব্বার হইবে না॥ ১৮—২২

জ্বর রোগির ডপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে চরক ও বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—
আমাশয়স্থ দোষ (বায়ুপিত্ত কফ) আমরসের (অপক্ক আহার রসের) সহিত সমন্বিত হইয়া অগ্নি নাশ (অগ্ন্যাচ্ছাদন) ও মার্গাবরোধ (রস মার্গাবরোধ) করত জ্বর উৎপাদন করে বলিয়াই জ্বরে লঙ্ঘন (উপবাস) দেওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রোক্তি যথা—জ্বরের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন, মধ্যাবস্থায় পাচন, শেষাবস্থায় মুখ্য ভেষজ এবং জ্বরের মুক্তিতে বিরেচন প্রযোজ্য। জ্বরের দোষাবস্থা লক্ষ্য করিয়া ত্রিবিধ দোষে ত্রিবিধ কার্য্য করিবে, তদ্‌যথা—অল্পদোষে লঙ্ঘন; মধ্যদোষে লঙ্ঘন ও পাচন; প্রভূত দোষে শোধন (বিরেচনাদি) করণীয়। শোধন মল সকলকে সমূলে উন্মূলন করিয়া থাকে। চক্রদত্তোক্তি—লঙ্ঘন দ্বারা তরুণ জ্বরকে ক্ষীণ করিবে। অথবা যদি জ্বরে দোষ লক্ষণ অল্প প্রকাশিত থাকে তাহা হইলে রোগিকে যথাবিধি লঙ্ঘন দেওয়াইয়া আমদোষের ক্ষয় করিবে। অন্যবচন—সাতদিন লঙ্ঘনে বায়ু, দশদিন লঙ্ঘনে পিত্ত এবং দ্বাদশ দিন লঙ্ঘনে শ্লেষ্মা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। লঙ্ঘনার্হ ব্যক্তি দোষানুসারে জ্বরে ত্রিরাত্র একরাত্র বা এক অহোরাত্র লঙ্ঘন দিবে। নির্বাত-স্থান সেবন দ্বারা স্বেদ দ্বারা লঙ্ঘন দ্বারা ও উষ্ণ জলপান দ্বারা জ্বর ক্ষীণ হইলে পর তখন মুখ্য ঔষধ সেবন করিবে। আত্রেয়োক্তি—জ্বরের প্রথম লঙ্ঘন, জ্বরের মধ্য সময়ে পাচন, জ্বরের শেষাবস্থায় মুখ্য ঔষধ এবং জ্বর মুক্তিতে বিরেচন ব্যবস্থা করিবে।

টীকা—এস্থলে “লঙ্ঘন” শব্দে অনশন বুঝিতে হইবে। যেহেতু সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—জ্বররোগী

যতদিন আনদ্ধ-স্তিমিত দোষ দ্বারা সম্বদ্ধ থাকিবে, ততদিন তাহাকে অনশন করাইবে, তৎপরে সংসর্গ ব্যবস্থা করিবে। "আনদ্ধ-স্তিমিত দোষ"—বিবদ্ধ নিশ্চল দোষ, অর্থাৎ যতদিন বাতাদি দোষ ও মল বিবদ্ধ সুতরাং নিশ্চল হইয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত জ্বর রোগিকে উপবাস দেওয়াইবে। "সংসর্গ"—ঔষধ অন্নাদি প্রসঙ্গ। যেহেতু চরকে উক্ত হইয়াছে—লঙ্ঘন শব্দে চারি প্রকার সংশুদ্ধি, পিপাসা, বাত, আতপ, পাচন, উপবাস ও ব্যায়াম, এই সমস্তকে বুঝায়। "চারি প্রকার সংশুদ্ধি" যথা—বমন, বিরেচন, নিরূহ, বস্তি ও শিরোবিরেচন। সংশুদ্ধি মধ্যে অনুবাসন গণ্য নহে। কারণ অনুবাসনের বৃংহণত্ব আছে। এস্থলে "লঙ্ঘন" শব্দের অর্থ—কর্ষণ। সুশ্রুত বলিয়াছেন যে দ্রব্য বা যে কর্ম্ম শরীরের লাঘবকর তাহাই লঙ্ঘন বলিয়া জানিবে। বৃংহণ অন্যবিধ, অর্থাৎ লঙ্ঘন হইতে (কর্ষণ হইতে) ভিন্ন ; বৃংহণ—শরীর পোষক ইত্যর্থ। "জ্বর রোগী যতদিন আনদ্ধ-স্তিমিত দোষ দ্বারা সম্বদ্ধ থাকিবে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত বচন অনুসারে সাধারণ জ্বর রোগিকর্তৃক যেমন অনশনরূপ লঙ্ঘন কৃত হয়, "চারি প্রকার সংশুদ্ধি" ইত্যাদি চরক বচনানুসারে সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগি কর্তৃক সেই প্রকার বমনাদি-রূপ লঙ্ঘন কেন কৃত হয় না ? উত্তর—বমনাদিরূপ লঙ্ঘন অবস্থা বিশেষে কৃত হয়. সর্ব্বপ্রকার জ্বরে তাহা উপযোগী নহে। সুশ্রুত বলিয়াছেন—কফ-জ্বরে যদি রোগির উৎক্লেশ (বমন বেগ) থাকে, অপিচ, রোগির যদি বলও থাকে তাহা হইলে বমন প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ্বরে যদি মলাশয় প্রশিথিল অর্থাৎ গাঢ় হয়, তাহা হইলে বিরেচন দিবে। বাত জ্বরে যদি বেদনা ও উদাবর্ত্ত (বায়ু দ্বারা উদর পূরণ) থাকে, তাহা হইলে নিরূহ প্রদান করিবে। জ্বর রোগে মস্তক যদি কফাভিপন্ন (কফ-ব্যাপ্ত) থাকে, তাহা হইলে শিরোবিরেচন ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগির পিপাসা-নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু হারীত বলিয়াছেন—গরীয়সী তৃষ্ণা অতি ভয়ানক, তাহা সদ্যঃ প্রাণনাশ করিতে পারে। অতএব তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রাণধারণোপযোগি-পানীয় প্রদান করিবে। অতএব অবস্থা বিশেষেই জ্বররোগিদিগের পিপাসা সহন ও বায়ু সেবন কর্ত্তব্য। কারণ সুশ্রুত, জ্বররোগে প্রবাত সেবন (প্রবল বাত সেবন) করিতে সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছেন। অতএব বায়ুসেবনও অবস্থা বিশেষেই উক্ত হইয়াছে। আতপ সেবনও অবস্থা বিশেষেই বিধেয়। লঙ্ঘন উষ্ণজল ও যবাগূ দ্বারা যদি দোষের পরিপাক না হয়, তাহা হইলে মুখবৈরস্য তৃষ্ণা ও অরোচকনাশক জ্বরঘ্ন-হৃদ্য-কষায় দ্বারা (পাচন দ্বারা) চিকিৎসা করিবে। এই বচন দ্বারা এস্থলে লঙ্ঘন ও পাচনের স্পষ্ট ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্বরে ব্যায়ামও কর্ত্তব্য নহে। কারণ শাস্ত্রে উহার অতিনিষেধ আছে কিন্তু অবস্থাবিশেষে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনাদিরূপ ব্যায়ামও করণীয়। অতএব "চারি প্রকার সংশুদ্ধি" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে লঙ্ঘন শব্দ কর্ষণবাচক নির্ণীত হইল।

দোষশেষের পরিপাক এবং অগ্নির উদ্দীপন জন্য যথাবৎ লঙ্ঘন দেওয়ান হইলে রোগী যদি অদোষও হয়, তাহা হইলেও লঙ্ঘনান্তে তাহাকে শালিষষ্টিক-মুদ্গের যবাগূ অথবা প্রশস্ত যূষ পান করিতে দিবে। মধ্যলঙ্ঘনে পঞ্চকোলের সহিত যবাগূ পাক করিয়া জ্বররোগিকে পান করাইবে। লঙ্ঘন দ্বারা রোগী অতি কর্ষিত হইয়াছে দেখিলে সন্তর্পণ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর রোগী যদি তর্পণার্হ হয়, তাহা হইলে দ্রাক্ষা দাড়িম খর্জ্জূর পিয়াল ও ফল্‌সার সহিত খৈএর তর্পণ প্রস্তুত করিয়া সেই তর্পণ জ্বরশান্তির জন্য রোগিকে পান করাইবে ॥ ২৩—৩৩

অনশনরূপ লঙ্ঘনের ফল—লঙ্ঘন দ্বারা দোষক্ষয় প্রাপ্ত হইলে এবং অগ্নি সন্ধুক্ষিত হইলে রোগির জ্বর বিনষ্ট হয়, শরীরের লঘুত্ব হয় এবং ক্ষুধা জন্মে।

টীকা।—"লঙ্ঘন"—অনশনরূপ লঙ্ঘন। "দোষ" প্রবৃদ্ধ দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে। শাস্ত্রে উক্ত আছে—অগ্নি আহারকে পাক করে এবং আহারবর্জ্জিত-অগ্নি দোষসকলকে পাক করিয়া থাকে। জ্বরোৎপাদন সময়ে অগ্নি দোষ কর্তৃক আচ্ছাদিত হয়, সেই আচ্ছাদক দোষ ক্ষীণ হইলে এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে যথোক্ত সম্প্রাপ্তি-সামগ্রীর বিঘটন হেতু বিজ্বরত্ব, শরীরের গৌরবাভাবে লঘুত্ব এবং ক্ষুধার উদ্রেক হয়, ইত্যর্থ।

সুশ্রুতোক্ত অন্যবচন—জ্বর রোগির বাতাদি দোষ ও অগ্নি স্বস্থানভ্রষ্ট হয়, সে অবস্থায় লঙ্ঘন অতি উপযোগী। লঙ্ঘন দ্বারা দোষের পরিপাক, জ্বরনাশ, অগ্নির দীপ্তি, বুভুক্ষা, রুচি ও দেহের লঘুতা হয়।

টীকা—"অনবস্থিত দোষাগ্নি"—অনবস্থিত(স্বস্থান হইতে গত) দোষ ও অগ্নি যার। "কাঙ্ক্ষা"—অন্নাভিলাষ। "রুচি"—লঙ্ঘন দ্বারা আমপাক হেতু মুখশোষাদি নাশে মুখের যে প্রকৃতত্ব তাহাই রুচি

অর্থাৎ শোভা। রুচিশব্দ দীপ্তি শোভা অভীষ্টার্থ ও অভিলাষে বর্ত্তে ইতি মেদিনীকার ॥ ৩৪। ৩৫

সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের লক্ষণ—বাত মূত্র ও পুরীষের নির্গম হইলে, শরীরের লঘুত্ব জন্মিলে, হৃদয়ের উদ্‌গারের কণ্ঠের ও মুখের শুদ্ধি হইলে, তন্দ্রা ও ক্লম অপগত হইলে, ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইলে এবং ক্ষুধা পিপাসা ও রুচি জন্মিলে আর অন্তরাত্মা (মন) নির্ব্যথ হইলে বুঝিবে যে, লঙ্ঘন সম্যক্ কৃত হইয়াছে, আর লঙ্ঘনের প্রয়োজন নাই।

টীকা।—হৃদয়ের শুদ্ধি—হৃদয়ের অনবরোধ। উদ্‌গার শুদ্ধি—সধূম অম্লোদ্‌গার রাহিত্য। কণ্ঠের শুদ্ধি কফ দ্বারা কণ্ঠের অনবলিপ্তত্ব। মুখের শুদ্ধি—মুখের প্রকৃতরসত্ব। তন্দ্রা নিদ্রা। ক্লম—গ্লানি। ক্ষুৎপিপাসা সহোদয়-ক্ষুধা ও পিপাসার সহিত একত্র রুচির উদয়। অন্তরাত্মা: মনঃ। মিলিত এই সকল লক্ষণ, সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের বোধক। ইহাদের এক একটি সম্যক্‌কৃত লঙ্ঘনের বোধক নহে, অর্থাৎ উক্তলক্ষণ গুলি সমস্ত প্রকাশ পাইলে বুঝিবে যে, লঙ্ঘন সম্যক্‌কৃত হইয়াছে ॥ ৩৬। ৩৭

হীন লঙ্ঘনের লক্ষণ—কফোৎক্লেশ, হৃল্লাস, মুহুর্ম্মুহুঃ ষ্ঠীবন, কণ্ঠের ও হৃদয়ের অশুদ্ধি এবং অনিদ্রা এইগুলি হীন লঙ্ঘনের (অসম্যক লঙ্ঘনের) লক্ষণ।

টীকা—কফোৎক্লেশ—বমনের নিমিত্ত কফের উপস্থিতি। হৃল্লাস উপস্থিত বমনত্ববৎ অর্থাৎ বমনভাব। ষ্ঠীবন—হৃদয় হইতে কফ নির্গম ॥ ৩৮

অতিশয়িত লঙ্ঘনের লক্ষণ—পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবদ্ বেদনা, অঙ্গমর্দ্দন (গাত্র কুট্টন), কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কর্ণের ও নেত্রের দৌর্ব্বল্য (স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে অসামর্থ্য), মনের সম্ভ্রম (চিত্ত বিভ্রম, নিরন্তর ঊর্দ্ধবাত (উদ্‌গার বাহুল্য), অন্ধকার দর্শন ও দেহাগ্নির বলহানি, এইগুলি অতিরিক্ত লঙ্ঘনের লক্ষণ ॥ ৩৯। ৪০

বল রক্ষা হয়, এরূপ লঙ্ঘন করান কর্ত্তব্য, সেই জন্যই উক্ত আছে—রোগিকে বলের অবিরোধি-লঙ্ঘন করাইবে, অর্থাৎ অনতি বলক্ষয়কারক লঙ্ঘন দেওয়াইবে। কারণ যে আরোগ্যের জন্য ক্রিয়াক্রম অর্থাৎ চিকিৎসোপক্রম, সেই আরোগ্যই বলাশ্রয় অর্থাৎ বলকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৪১

কাহাদের পক্ষে অনশননিষেধ, তাহাই বলা হইতেছে—সুশ্রুতোক্তি-কেবল মারুতজ জ্বর তৃষ্ণা ক্ষুধা মুখশোষ ও ভ্রম এই সকল দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির, গর্ভিণী স্ত্রীর, বালক বৃদ্ধ দুর্ব্বল বা ভীরু ব্যক্তির, ক্ষয়রোগির, পথপর্য্যটনকারির, শ্রমার্ত্ত ও ক্রোধার্ত্ত ব্যক্তির, শোষরোগির, কাসরোগির ও চিরজ্বরির অনশন কর্ত্তব্য নহে।

টীকা।—উল্বণ বাতযুক্ত জ্বর রোগির অনশন কর্ত্তব্য নহে। মারুত শব্দে এস্থলে নিরাম মারুত বুঝিতে হইবে। সামমারুতে লঙ্ঘন অবশ্যকর্ত্তব্য। যে হেতু তন্ত্রান্তরোক্ত পর শ্লোকেই বলা হইয়াছে—"সাম মারুতে অবশ্যই লঙ্ঘন দিবে'' ইত্যাদি। তদ্বৎ মারুত তৃষ্ণাতে লঙ্ঘন অবশ্য করণীয়। মুখশোষ ও ভ্রমে যে অনশন নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাও নিরাম মুখশোষ ও ভ্রমে বুঝিতে হইবে। সাম মুখশোষ ও ভ্রমে লঙ্ঘন অবশ্য করণীয়। গর্ভিণী স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধাদিরও যে অনশন নিষেধ আছে, তাহাও নিরাম গর্ভিণী বালক ও বৃদ্ধাদির পক্ষে জানিবে। সাম-গর্ভিণীস্ত্রী বালক ও বৃদ্ধাদির অনশন অবশ্য করণীয়। ক্ষয় ধাতুক্ষয় ও রাজযক্ষ্মা। বাতজ জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে।

বায়ু আমসংযুক্ত থাকিলে জ্বররোগী আমপাকার্থ অবশ্যই অনশন করিবে। তদূর্দ্ধ (আম পাকের পর) আর অনশন করিবে না, যেমন কফে।

টীকা।—তদূর্দ্ধ আমপাকের পর। অতএব উক্ত হইতেছে—কফ ও পিত্ত দ্রবধাতু, ইহারা বহু লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে। কিন্তু আমক্ষয়ের পর বায়ু ক্ষণকালও অনশন সহ্য করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪২। ৪৩

আমের লক্ষণ—আহারের সারভাগ যে রস অগ্নিলাঘবহেতু পক্ক না হয়, সেই অপক্ক রসই আমসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাকেই আম কহা যায়। আম বহু ব্যাধির আশ্রয়। কিন্তু তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—কেহ অপক্ক অন্নরসকে, কেহ মলসঞ্চয়কে, কেহ বা প্রথমা দোষদুষ্টকে আম বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন।

অন্য বচন—অবিপক্ক অসংযুক্ত দুর্গন্ধ বহু পিচ্ছিল এবং সর্ব্বগাত্রের অবসাদক যে অন্নরস তাহাই আম বলিয়া অভিশব্দিত (আমনামে কথিত) সেই আমের সহিত সংযুক্ত যে সকল দোষ বা দূষ্য পদার্থ, তাহারা তাদৃশ অর্থাৎ তদ্‌গুণবিশিষ্ট হয়। সেই দোষ দূষ্য হইতে সমুদ্ভূত যে সকল রোগ, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তাহারা সাম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৭

সামবাতের লক্ষণ—আম সমন্বিত বায়ু—মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, অন্ত্রকূজন

(আঁত ডাকা), বেদনা শোথ ও নিস্তোদ দ্বারা (সূচীবেধবদ্ বেদনা দ্বারা) ক্রমে ক্রমে অঙ্গ সকলকে পীড়া দেয়। বায়ু ও আম যুগপৎ (এক সময়) বিচরণ করে। কুপিত সাম বায়ু বেদনা দ্বারা অঙ্গ সকলকে অত্যর্থ পীড়া দিয়া থাকে। উহা স্নেহাদি দ্বারা বৃদ্ধি পায়. এবং সূর্য্যোদয়ে ও রাত্রিকালেও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৪৮—৪৯

নিরাম বাতের লক্ষণ—নিরাম বায়ু—বিশদ, রুক্ষ, নির্গন্ধ, অল্প বেদনাপ্রদ। বিপরীত গুণান্বিত দ্রব্য দ্বারা বিশেষতঃ স্নেহ দ্বারা বায়ু শান্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫০

প্রসঙ্গক্রমে সাম পিত্তের লক্ষণ কথিত হইতেছে—সামপিত্ত—অম্লরস, দুর্গন্ধ, হরিতবর্ণ বা শ্যাববর্ণ, গুরু ও স্থির। ইহা অম্লজনক এবং হৃদয় ও কণ্ঠের দাহকারক। ৫১

নিরাম পিত্তের লক্ষণ—নিরাম পিত্ত—ঈষৎ তাম্রবর্ণ, অত্যুষ্ণ, কটুরস, সরণ স্বভাব, দুর্গন্ধি, রুচিকারক এবং অগ্নিবলবর্দ্ধক ॥ ৫২

সাম কফের লক্ষণ—সামকফ—আবিল, তন্তুল, স্ত্যান (গাঢ়ীভূত), কণ্ঠদেশে অবস্থিত, দুর্গন্ধ এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধার নাশক ॥ ৫৩

নিরাম কফের লক্ষণ—নিরাম কফ নির্গন্ধ, ফেনবান্ (ফেনিল), ছেদবান্ (জাড়িত নহে), পিণ্ডিত, পাণ্ডুবর্ণ ও মুখবৈরস্য নাশক ॥ ৫৪

সাম ব্যাধির লক্ষণ—আলস্য, তন্দ্রা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি, দোষের অনির্গম, মূত্রের আবিলতা, উদরের গুরুতা, অরুচি ও সুপ্ততা (স্পর্শমনভিজ্ঞতা) এই সকল লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, ব্যাধি আমসমন্বিত আছে। লঙ্ঘন, ঈষদুষ্ণ পেয়াপান, লঘু অন্ন-যূপ-ওদন (ভাত), তিক্তযূষ, বিরুক্ষণ (রুক্ষক্রিয়া), স্বেদন, পাচন এবং ঊর্দ্ধাধঃ সংশোধন দ্বারা আমের শান্তি করিবে ॥ ৫৫। ৫৬

লঙ্ঘনসময়েও জ্বররোগির যে জল পান করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সুশ্রুতোক্তি—তৃষিত জ্বররোগী জল পান করিতে না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় (মূর্চ্ছা যায়), মোহ হইতে প্রাণ বিয়োগ হয়। অতএব সকল অবস্থাতেই জল পান করিতে দিবে, কখন জল বারণ করিবে না। হারীত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—গরীয়সী তৃষ্ণা অতি ভয়ানক, তাহা সদ্যঃ প্রাণ বিনাশ করিতে পারে, অতএব তৃষিত ব্যক্তিকে প্রাণ ধারণোপযোগী:পানীয় প্রদান করিবে।

টীকা।—জল অবশ্য পেয় হইলেও কিঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া পান করিবে। অর্থাৎ কিছু অল্প করিয়া পান করিবে। যেহেতু সুশ্রুতই বলিয়াছেন—জল প্রাণিগণের প্রাণ, জগৎ সমস্তই জলময় (জল বহুল), অতএব অত্যন্ত নিষেধ থাকিলেও কখন একবারে জল বর্জ্জন করিবে না, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কম করিয়া খাইবে। তথাচ জ্বরে, নেত্ররোগে, কুষ্ঠে, অগ্নিমান্দ্যে, উদররোগে, অরোচক রোগে, প্রতিশ্যায় রোগে, প্রসেকে, শোথে, ক্ষয়ে, ব্রণে ও মধুমেহে অল্প পানীয় পান করিবে। প্রসেকে অর্থাৎ মুখ প্রসেকে অল্পজল পান করিবে। যেহেতু উক্ত আছে—উক্ত রোগ সকলে বিশেষতঃ জ্বররোগে তৃষিত ব্যক্তিকেও অতি মাত্রায় জল পান করিতে দিলে সেই পীত:জল শ্লেষ্মপিত্তত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৭—৫৮

শীতল জল পান নিষেধ; তদ্যথা—সুশ্রুতোক্তি—নবজ্বরে প্রতিশ্যায়ে পার্শ্বশূলে গলগ্রহে (গলবেদনায়) সংশুদ্ধিদিবসে উদরাধ্মানে বাতকফোদ্ভব ব্যাধিতে এবং অরুচি-গ্রহণী-গুল্ম-শ্বাস-কাস- বিদ্রধি ও হিক্কারোগে এবং স্নেহপানে শীতল জল বর্জ্জন করিবে। অন্যবচন—শীতল জল সেব্যমান হইলে তদ্দ্বারা জ্বর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

টীকা।—এস্থলে "শীতল জল" অর্থে অক্বথিত শীতল জল নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ক্বথিত শীতল জল গ্রাহ্য। ক্বথিত জলের বিধি ও গুণ—"জল সিদ্ধ করিতে করিতে যখন ক্রমে ক্রমে নির্বেগ নিষ্ফেন ও নির্ম্মল হইবে, তখন তাহা ক্বথিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। ক্বথিত জল দোষঘ্ন পাচক ও লঘু" ক্বথিত জলবিধান, যথা সুশ্রুতোক্তি—বাত-শ্লেষ্ম-জ্বরার্ত্ত ব্যক্তিকে তৃষ্ণা কালে উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। উষ্ণজল হিতকর, অগ্নিদীপক, কফবিচ্ছেদকারক, বাতপিত্তের অনুলোমক:এবং দোষ ও স্রোতঃ সকলের মৃদুতা সম্পাদক। শীতল জল ইহার বিপরীত ধর্ম্মী। বাগ ভট বলিয়াছেন—বাতশ্লেষ্মজ্বরে তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে উষ্ণজল পান করাইবে। উষ্ণ জল কফের বিলয় করিয়া আশু তৃষ্ণা নিবারণ করে, অগ্নিকে উদ্দীপিত করে, স্রোতঃ সকলকে মৃদু করিয়া বিশোধন করে এবং বাত পিত্ত কফ স্বেদ মল ও মূত্র নিঃসারিত করে ॥ ৫৯। ৬০

উষ্ণজলের লক্ষণ ও গুণসকল—জল সিদ্ধ করিতে করিতে যখন নির্বেগ, নিষ্ফেন ও নির্মল এবং অর্দ্ধাবশিষ্ট হইবে, তখন সেই সিদ্ধজলকে উষ্ণজল বলিয়া অভিহিত করা যাইবে। উষ্ণজল—

জ্বর-কাস-শ্বাস-কফ-পিত্ত-বাত-আম ও মেদের নাশক ও পাচক। ইহা সদা পথ্য ॥ ৬১। ৬২

ঋতুভেদে জলের পাক ভেদ।—গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতে, ত্রিপাদাবশিষ্ট জল এবং হেমন্ত ঋতুতে, শিশির ঋতুতে, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে অর্দ্ধাবশিষ্ট জল প্রশস্ত। জৈজ্জট তন্ত্রদর্শনে অন্য কোন কোন পণ্ডিত বলেন—গ্রীষ্ম ঋতুতে অর্দ্ধপাদহীন, শরৎ ঋতুতে পাদহীন এবং শিশির ঋতুতে, বসন্ত ঋতুতে ও হেমন্ত ঋতুতে অর্দ্ধাবশিষ্ট। বর্ষা ঋতুতে অষ্টমাংশাবশেষিত জল প্রশস্ত। আবার কেহ কেহ বলেন—বর্ষাদি ঋতুতে যথাক্রমে আট ভাগের একভাগ, ছয় ভাগের একভাগ, পাঁচভাগের একভাগ, চারিভাগের একভাগ, তিনভাগের একভাগ ও দুইভাগের একভাগ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল পান করা বিধেয়। (দোষসমূহের প্রবলতা বা হীনতা অনুসারে জল পাক ব্যবস্থা কল্পনা করিবে)। পাদহীন উষ্ণজল শ্লেষ্মঘ্ন, সংগ্রাহী, অগ্নিপ্রদীপক ও লঘু ॥ ৬৩—৬৭

তন্ত্রান্তরে পাদহীন জলের সংজ্ঞা—আরোগ্যাম্বু, তাহার লক্ষণ ও গুণ—পাদশেষ অর্থাৎ চতুর্থাংশাবশিষ্ট যে জল, তাহাই আরোগ্যাম্বু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আরোগ্যাম্বু সদা পথ্য, তাহা সংগ্রাহী, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু এবং কাস-শ্বাস কফ-জ্বর-আনাহ-পাণ্ডু-শূল-অর্শঃ-গুল্ম-শোথ ও উদররোগ নাশক।

হেমন্ত ও শীত ঋতুতে সরোবরের জল বা তড়াগের জল ; বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কূপের জল বা নির্ঝরের জল হিতকর। বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে নদীর জল গ্রহীতব্য নহে। কারণ পত্র পুষ্পাদি দূষিত নির্ঝর যোগে তৎকালে নদীর জল বিষবৎ হইয়া থাকে। প্রাবৃট্‌কালে ঔদ্ভিদ জল (প্রস্রবণ জল), অন্তরীক্ষ জল (বৃষ্টির জল) বা কৌপ্যজল (কূপের জল), শরৎকালে নদীর জল বা অংশূদক প্রশস্ত। (ঋতুভেদে জল গ্রহণার্থ দেশভেদ বারিবর্গে বোদ্ধব্য)।

অংশূদকের লক্ষণ ও গুণ।—যে জল দিবাভাগে সূর্য্য-কিরণ দ্বারা এবং রাত্রিতে চন্দ্রাংশু দ্বারা জুষ্ট অর্থাৎ যে জলে সমস্ত দিন রৌদ্র পায় এবং রাত্রিতে চন্দ্র-কিরণ লাগে, সেই জল অংশূদক নামে অভিহিত। অংশূদক—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, অনভিষ্যন্দি, নির্দ্দোষ, আন্তরীক্ষ জলোপম, বলকর, রসায়ন, মেধ্য, শীতল, লঘু ও সুধাসম জানিবে। অন্যবচন—শরৎকালে অগস্ত্যের উদয় হেতু সকল জলই হিতকর। বৃদ্ধ সুশ্রুতও বলিয়াছেন—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল মাত্রই প্রশস্ত।

জল যথর্ত্তুপক্ক হইলেও অবস্থাবিশেষে তাহা শীতল করিয়া পান করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে সুশ্রুতোক্তি—দাহরোগে, অতিসারে, পিত্তরক্তে, মূর্চ্ছারোগে মদ্য ও বিষজপীড়ায়, মূত্রকৃচ্ছ্রে, পাণ্ডুরোগে, তৃষ্ণা ও বমিরোগে, শ্রমে, মদ্যপানসমুদ্ভূতরোগে, পিত্তোত্থিতরোগে এবং সন্নিপাতসমুত্থরোগে শৃতশীতজল প্রশস্ত, অর্থাৎ জল যথাবিধি সিদ্ধ করিয়া সেই জল শীতল হইলে তাহা পান করা বিধেয় ॥ ৬৮—৭৭

ক্বথিত জলের শীতলীকরণ বিশেষে গুণ বিশেষ বর্ণিত হইতেছে, সুশ্রুতোক্তি

যে শৃত-জল (সিদ্ধ জল) অন্তর্বাষ্পে শীতল হয়, অর্থাৎ যাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া শীতল করা যায়, সে শৃত-শীতলজল—ত্রিদোষঘ্ন, অরুক্ষ, অনভিষ্যন্দি, ক্বমি তৃষ্ণা-জ্বরনাশক ও লঘু। যে শৃতজল ধারাপাতে শীতলীকৃত হয়, তাহা বিষ্টব্ধতাজনক, যাহা বাতাহত (বায়ু দ্বারা শীতলীকৃত) তাহা দুর্জ্জর। অন্য বচন—রাত্রিতে উষ্ণজল পান করিলে সেই পীতজল শ্লেষ্মার সংঘাতকে (সংহতিকে) ভেদ করে, বায়ুকে অপকর্ষণ করে এবং অজীর্ণকে আশু জীর্ণ করিয়া থাকে। এবিষয়ে অপর বিশেষও আছে,—তদ্‌যথা—দিবাশৃত জল (দিবসের সিদ্ধ করা জল) রাত্রিতে গুরুতা প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রির শৃতজল দিবসে গুরুত্ব পায়। সিদ্ধ করা জল বাসি হইলে তাহাতে অগ্নিগুণ থাকে না, সে জল ত্রিদোষজনক, গুরু, অম্লপাক ও বিষ্টম্ভি। তাহা সকল রোগেই নিন্দিত। শৃতশীতজলকে পুনর্ব্বার তপ্ত করিলে তাহা বিষসম হয়। শীতল কষায়ও (পাচনও) পুনর্ব্বার তপ্ত করিলে বিষোপম হইয়া থাকে ॥ ৭৮—৮২

রাত্রিতে উষ্ণজলের অন্য লক্ষণ—

রাত্রিতে উষ্ণজল প্রস্তুত করিতে হইলে জল সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ থাকিতে, চতুর্থাংশ থাকিতে বা অর্দ্ধাংশ থাকিতে অথবা কেবল মাত্র ফুটাইয়াই নামাইয়া লইলে সেই সিদ্ধ জলকে উষ্ণজল বলে। রাত্রিতে সেই জল পীত হইলে তাহা শ্লেষ্ম-বাত-আম ও মেদোনাশক, অগ্নিদীপক, বস্তিশোধক এবং শ্বাস-কাস ও জ্বরহারক হইয়া থাকে ॥ ৮৩। ৮৪

রাত্রিতে উষ্ণজল তপ্তই পান কর্ত্তব্য— রাত্রিকালে উষ্ণজল তপ্ত তপ্ত পান করিলে তাহা অগ্নিজনক, লঘু, স্বচ্ছ, মূত্রাশয় বিশোধক এবং পার্শ্ববেদনা-পীনস-আধ্মান-হিক্কা-অনিল ও কফনাশক হয়। ইহা তৃষ্ণারোগে শ্বাসে শূলে সদ্যঃশুদ্ধিতে ও নবজ্বরে প্রশস্ত ॥ ৮৫

অপক্ক শীতল জল পানের বিষয় বিশেষে সুশ্রুতোক্তি—মূর্চ্ছা, পিত্তাধিক্য, উষ্ণতা ও দাহে, বিষে, রক্তদুষ্টিতে, মদাত্যয়ে, ভ্রমে, শ্রান্তিতে, তমকরোগে, শোথরোগে, ধূমোদ্গারে, অন্ন বিদগ্ধ হইলে, মুখ ও কণ্ঠের শোষে এবং ঊর্দ্ধগ-রক্তপিত্তে শীতল জল প্রশস্ত।

টীকা। "শীতল জল" শব্দে কাঁচা শীতল জলই বুঝিতে হইবে, ক্বথিত শীতলজল নহে। ইতঃপূর্ব্বে দাহাদিতে যে ক্বথিত শীতল জল পান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা জ্বরসমন্বিত দাহাদিতে জানিবে, বিজ্বর দাহাদিতে কাঁচা শীতল জলই প্রশস্ত, ইহাই ভেদ ॥ ৮৬। ৮৭

জঠরাগ্নি দ্বারা আমাদিজলের পাক-কাল-সীমা—অপক্ক শীতল জল এক প্রহরে, পক্ক শীতল জল অর্দ্ধ প্রহরে এবং পক্কঈষদুষ্ণজল তদর্দ্ধ সময়ে (সিকি প্রহরে) পরিপাক প্রাপ্ত হয়। সুপীতজলের পাক বিষয়ে এই তিনটি কাল ॥ ৮৮

রোগবিশেষে জলসংস্কার—পিত্ত-মদ্য ও বিষ পীড়ায় তিক্তক দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করিতে দিবে। সুশ্রুত বলিয়াছেন—মুতা, ক্ষেত্পাপড়া, বালা, ছত্রা (ধনে), বেণার মূল, ও চন্দন এই ছয়টি তিক্তক দ্রব্য শৃত শীতল জলে নিক্ষেপ করিয়া এবং কিছুক্ষণ পরে তাহা ছাঁকিয়া তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর শান্তির জন্য পান করিতে দিবে। (ষড়ঙ্গপানীয়)।

টীকা।—এস্থলে ছত্রা শব্দে ধনে বুঝিতে হইবে। যেহেতু ধন্বন্তরি নিঘণ্টুতে বলিয়াছেন—"কুস্তুম্বুরু, স্বর্ণিকা, ছত্রা, ধান্য (ধনে) ও বিতুন্নক ইত্যাদি শব্দ গুলি একার্থবাচক শব্দ"। ধনের গুণ—ইহা অগ্নিদীপক, রুচিকর, পাচক, স্বাদুপাক এবং ত্রিদোষ-তৃষ্ণা-দাহ-শ্বাস-কাস ও জ্বরনাশক। চক্রদত্ত-বঙ্গসেন ও বৃন্দাদি পণ্ডিতগণ ছত্রাস্থলে "নাগর" পাঠ করেন। নাগর অর্থাৎ শুঁঠ কটু হইলেও মধুরপাকী বলিয়া উহা পিত্তজনক নহে, চক্রদত্তাদির এই অভিপ্রায়। "নাগর" শব্দে কেহ নাগর মুতা ব্যাখ্যা করেন। একদেশ দ্বারা কোনস্থলে সমুদায়েরও বোধ হয়। যেমন ভীম বলিলে ভীমসেন বুঝায় ইত্যাদি। ষড়ঙ্গপানীয় প্রস্তুত করিবার প্রণালী—মুতা প্রভৃতি ঐ ছয়টি দ্রব্য কাঁচাই কুট্টিত করিবে। এবং চারিসের জল সিদ্ধ করিয়া দুইসের থাকিতে নামাইবে। পরে সেই জল শীতল হইলে তাহাতে উক্ত কুট্টিত মুতা প্রভৃতি, দুই তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ করিবে। কিছুক্ষণ পরে তাহা ছাঁকিয়া পানার্থ প্রয়োগ করিবে। এই ষড়ঙ্গ পানীয় বিধি বঙ্গসেনাদি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ইহাতে রক্তচন্দন প্রযোজ্য নহে, শ্বেত চন্দনই গ্রাহ্য। কারণ কষায় ও প্রলেপেই রক্তচন্দন প্রয়োগ করিতে শাস্ত্রে উপদেশ আছে। যথা—"কষায় ও লেপে প্রায় রক্তচন্দন গ্রাহ্য" ইত্যাদি। ইহা ষড়ঙ্গাদি পানীয়। কিন্তু ষড়ঙ্গাদির পান বিধানে অর্থাৎ ষড়ঙ্গাদির কষায় পান বিধানে মহাবঙ্গসেন কর্ত্তৃক এইরূপ প্রক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—চারিসের জলে মুস্তকাদি দ্রব্য দুই তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ করিয়া সিদ্ধ করিবে এবং দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথ, পানে ও পেয়াদি প্রস্তুত করণে প্রয়োগ করিবে। "আদি" শব্দে—যূষ, যবাগূ, বিলেপী ও ভক্ত (ভাত) বুঝিতে হইবে। শার্ঙ্গধরও পানপ্রক্রিয়া এই প্রকারই বলিয়াছেন। তদ্যথা—"কুট্টিত এক পল দ্রব্য চতুঃষষ্টিপলজলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই জল পানে ও পেয়াদি প্রস্তুত করণে প্রয়োগ করিবে"। শার্ঙ্গধর কর্ত্তৃক পানপ্রয়োগ ষড়ঙ্গই উক্ত হইয়াছে। এপক্ষে রক্তচন্দন গ্রাহ্য। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কষায় ও লেপে রক্তচন্দন প্রয়োগ করিবে। রক্তচন্দনের গুণ—রক্তচন্দন—শীতল, স্বাদুপাক, তিক্তরস, বৃষ্য, নেত্রহিত এবং বমি তৃষ্ণা রক্তপিত্ত জ্বর ব্রণ ও বিষদোষ নাশক। "ষড়ঙ্গাদি প্রয়োগ করিবে" এস্থলে আদি শব্দে বক্ষ্যমাণাদি যোগসকল বুঝিতে হইবে। তদ্যথা—১ম যোগ। গাম্ভারীফল, চন্দন, বেণার মূল, মৌলপুষ্প ও ফল্সাফল। ২য় যোগ। শারিবাদিগণের পানীয় শর্করাসংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। ৩য় যোগ। যষ্টিমধু ও পদ্মের সহিত, কিংবা কেবল পদ্মের সহিত শর্করাযুক্ত শৃতজল পান করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

দিবসে নিদ্রা যাইবে না। কারণ দিবানিদ্রা কফবর্দ্ধক। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতুতে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। তবে যে সকল ব্যক্তির প্রতিদিন দিবানিদ্রা অভ্যাস আছে, দিবসে নিদ্রা না যাইলে

তাহাদের বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া থাকে। যাহারা ব্যায়ামশীল, প্রমদারত, পথপর্য্যটনকারী, বাহনগামী ও ক্লান্ত, যাহারা অতিসার-শূল-শ্বাস-বমি-তৃষ্ণা-হিক্কা ও বাতপীড়িত, যাহারা ক্ষীণ ও ক্ষীণকফ, যাহারা মদ্যহত, শিশু, বৃদ্ধ ও অজীর্ণী, যাহারা রাত্রি জাগরিত ও নিরশন, তাহাদিগকে যথেচ্ছ দিবানিদ্রা যাইতে দিবে ॥ ৮৯—৯৩

বাতিকাদি জ্বরের পরিপাক কালসীমা—বাতিকজ্বর সপ্তরাত্রে, পৈত্তিকজ্বর দশরাত্রে এবং শ্লৈষ্মিক জ্বর দ্বাদশরাত্রে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

টীকা। রসের আমত্ব থাকিলে উক্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়াও জ্বর বিদ্যমান থাকে। সুশ্রুত বলিয়াছেন—"জ্বরে দোষের আধিক্য এবং অগ্নির অল্পত্ব হেতু যদি লঙ্ঘন, উষ্ণজল পান ও যবাগূ-ভোজন দ্বারা সাতদিনের পরও দোষের পরিপাক না হয়, তাহা হইলে তখন তাহাকে মুখবৈরস্য-তৃষ্ণা ও অরোচকনাশক জ্বরঘ্ন-হৃদ্য পাচন-কষায়দ্বারা চিকিৎসা করিবে ॥ ৯৪

জ্বরের তারুণ্যাবস্থা মধ্যাবস্থা ও জীর্ণতার সীমা—মনীষিগণ বলেন—সাতরাত্রি অবধি জ্বরের তারুণ্যাবস্থা, দ্বাদশরাত্র অবধি মধ্যাবস্থা এবং তৎপরে জীর্ণাবস্থা।

টীকা।—এস্থলে রাত্রি শব্দ—দিবসের উপলক্ষক। অতএব সাত দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্বর তরুণ থাকে ইত্যর্থ। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—"কোন কোন পণ্ডিতের মতে ছয় দিন অতীত হইলে জ্বরকে জীর্ণজ্বর বলা যায়; আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে দ্বাদশ দিন অতীত হইলে জ্বরকে জীর্ণজ্বর বলা গিয়া থাকে।" এই জন্যই জাতুকর্ণ বলিয়াছেন—"ত্রয়োদশ দিবসে জ্বর জীর্ণ হয়। ত্রয়োদশ দিবসের পর জ্বরে ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৯৫

জ্বরে ভেষজপ্রয়োগ সময়—বাতিক জ্বরে সপ্তরাত্রে, পৈত্তিকজ্বরে দশরাত্রে এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশ রাত্রে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

টীকা।—"সপ্তরাত্রে" এস্থলে রাত্রি শব্দ দিবসের উপলক্ষক। অতএব উক্ত হইয়াছে—"সাম (আমদোষান্বিত) জ্বর রোগিকে সপ্তম দিবসে ঔষধ পান করাইবে। অথবা রোগিকে নিরাম দেখিলে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।" শাঙ্গর্ধর কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"বাতজ্বরে সপ্তম দিবসে গুলঞ্চ, পিপুলমূল, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব ইহাদের কষায় পান করিতে দিবে।" হারীত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"ছয় দিন পর্য্যন্ত এই ক্রিয়া অর্থাৎ লঙ্ঘনাদিরূপ ক্রিয়া করিবে। সপ্তম দিবসে যথোপযুক্ত কষায়ের সহিত জ্বরনাশিনী পেয়াপাক করিয়া সেই পেয়া পান করিতে দিবে। খরনাদও বলিয়াছেন—"এই নবজ্বরহর-ষড়্রাত্রিক বিধি উক্ত হইল, অতঃপর জ্বরে (মধ্য জ্বরে) অবস্থা বিশেষে পাচনীয় বা শমনীয় ঔষধ হিতকর।" বাগ্ভটও বলিয়াছেন—"কেহ বলেন —সপ্তম দিবসে, কেহ বলেন দশম দিবসে ঔষধ দিবে। কেহ বলেন—জ্বর রোগিকে লঘু অন্ন পথ্য দিয়া ঔষধ প্রদান করিবে। কিন্তু যেপর্য্যন্ত জ্বরে আমের আধিক্য থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।" অতএব সুশ্রুত বলিয়াছেন—"দশরাত্রের পর সকলকেই ঔষধ প্রদান করিবে, ইহাই নিশ্চিত।" দশ দিন বা বার দিন পরে ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা হওয়ায় এই বুঝিতে হইবে যে, জ্বর রোগিকে দশ দিন বা বার দিন লঙ্ঘন দেওয়াইয়া তৎপরে ঔষধ প্রদেয়। এ বিষয়ে চরক এইরূপ বলেন—"জ্বরিত ব্যক্তির লঙ্ঘন দ্বারা ছয় দিন অতিক্রান্ত হইলে সপ্তম দিনে তাহাকে কিছু লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া অষ্টম দিনে অবস্থা বুঝিয়া পাচন-কষায় বা শমন-কষায় পান করাইবে।" সুশ্রুতও বলিয়াছেন—"কোন কোন পণ্ডিত (চরকাদি) সপ্তরাত্রের পর অর্থাৎ অষ্টম দিনে ঔষধ প্রদান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।" চক্রদত্তও বলিয়াছেন—"সপ্তরাত্রে সপ্তধাতু গত মল সকল পরিপাক প্রাপ্ত হয়, অষ্টম দিবসে তাহারা নিরাম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।" উক্ত বচন সকল দ্বারা এই স্থির হইতেছে যে, সপ্তম বা অষ্টম দিবস, কষায় দানের প্রশস্ত সময়। কিন্তু ইহাতেও বয়স, বল, অগ্নি, দোষ, দেশ ও কাল বিবেচনা করিতে হইবে। সুশ্রুত বলেন—"দোষ পাক দেখিয়া ভেষজ ও অন্ন প্রদান করিবে, অর্থাৎ যখনই দেখিবে—দোষের পরিপাক হইয়াছে, তখনই ভেষজ ও অন্ন দিবে।" সুশ্রুতোক্তি যথা—"অল্পকাল সমুত্থিত পৈত্তিক জ্বরে এবং নবজ্বরেও দোষের পরিপাক দেখিয়া ভেষজ প্রয়োগ করিবে" অর্থাৎ দোষের পরিপাক হইলে আর ঔষধ প্রয়োগে দশরাত্রকে অপেক্ষা করিতে হইবে না। সুশ্রুত দোষপাকের এই সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, যথা—"জ্বর মৃদু হইলে (স্বল্পীভূত হইলে), দেহ লঘু হইলে এবং মল প্রচলিত হইলে অর্থাৎ বাত-পিত্ত-কফ ও পুরীষ স্বমার্গ সঞ্চারী:হইলে জানিবে যে, দোষের পরিপাক

হইয়াছে। দোষের পক্ক (নিরাম) জানিয়া তখন জ্বরে ঔষধ প্রদান করিবে।” দোষ প্রকৃতির বৈকৃত্য দ্বারা দোষদিগের পক্ক লক্ষণ অবধারণ করিবে। ইহার অর্থ এই—জ্বরের এবং জ্বরোপদ্রব সমূহের উৎপাদন করাই দোষ সকলের প্রকৃতি অর্থাৎ দুষ্ট বাতপিত্ত কফের স্বভাব, সেই প্রকৃতির বৈকৃত্য দ্বারা (বৈপরীত্য দ্বারা) বাতাদি দোষের পক্কতা (নিরামতা) বুঝিবে। কাহারও মত এই ; আবার কাহারও মতে নিরাম জ্বর লক্ষণ এই—ক্ষুধা, ক্ষীণতা, দেহের লঘুতা, জ্বরে মৃদুতা, দোষ প্রকৃতি (দোষদিগের স্বমার্গে সঞ্চার) ও উৎসাহ, (পাঠান্তর—অষ্টাহকাল) এইগুলি পক্ক জ্বরের লক্ষণ।

ঔষধ সেবনের পাঁচটিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে স্থলে সেই পাঁচটি কালের কোন্ কালে ঔষধ সেবন করিতে হইবে, তাহার বিশেষ উল্লেখ না থাকিবে সেই স্থলে বিশেষতঃ কষায় সেবনে প্রভাতই প্রশস্ত কাল বলিয়া জানিবে।

তরুণ জ্বরে মুখ্য ভেষজের (কষায়ের) সম্বন্ধ (পান) নিষিদ্ধ অর্থাৎ নবজ্বরে কষায় পান বিহিত নহে। কিন্তু পানীয় জলের ও পেয়াদির সংস্কার দ্বারা তরুণ জ্বরে ভেষজ সেবন করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। (যেমন জল সংস্কারার্থ মুস্তাদির সহিত ষড়ঙ্গ পানীয় প্রস্তুত করিয়া তাহা তরুণ জ্বরে পান করা যাইতে পারে ; যেমন বিশেষ বিশেষ কষায়ে পেয়া-যবাগূ প্রভৃতি পাক করিয়া পান করা যাইতে পারে, ইত্যাদি)

টীকা।—যেহেতু উক্ত আছে—“মানবগণের তরুণ জ্বরে কষায় প্রশস্ত নহে। কারণ কষায় দ্বারা দোষ সকল আকুলীভূত হয়। আকুলীভূত হইলে তখন তাহাদিগকে জয় করা দুষ্কর হইয়া উঠে। “আকুলীভূত” অর্থাৎ দোষ সকল প্রবৃদ্ধ হইয়া স্বমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ গমন করে। এস্থলে “কষায়” শব্দে ক্বাথ গ্রাহ্য। কারণ-ক্বাথের এই পর্য্যায় উক্ত হইয়াছে, যথাশৃত ক্বাথ কষায় ও নির্য্যূহ এই গুলি একার্থ বাচক শব্দ। “ভেষজ” অর্থাৎ ক্বাথরূপ মুখ্যভেষজ। তরুণ জ্বরে সেই ক্বাথরূপ মুখ্য ভেষজ পান করাই নিষিদ্ধ। কিন্তু কল্পনোদ্দেশে যে কষায়, তাহা নিষিদ্ধ নহে। “কল্পন” অর্থে তোয়-পেয়া-যবাগ্বাদি বুঝিতে হইবে। সেই তোয়-পেয়া-যবাগ্বাদি প্রস্তুত করিবার উদ্দেশে যে কষায় গৃহীত হয়, তাহা দোষাবহ হয় না। ভাবার্থ এই—তরুণ জ্বরে কেবল কষায় পান করা বিধেয় নহে, কিন্তু কষায় সহ পানীয়-পেয়া ও যবাগ্বাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করা যাইতে পারে। কষায় শব্দে-স্বরস কল্ক ক্বাথ হিম ও ফাণ্ট পাঁচটিকেই বুঝায়। ইহাদের পরপটি যথাক্রমে লঘু। এই বচনবলে যদি বল কষায় শব্দে যখন স্বরসাদি পাঁচটিকেই বুঝায়, তখন জ্বরে স্বরসাদিও কেন নিষিদ্ধ না হইল ? উত্তর—স্বরসাদি পাঁচটির মধ্যে যেটি কষায়, সেইটিই তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ চতুর্থভাগাবশেষ করণ দ্বারা, বা অষ্টম ভাগাবশেষকরণ দ্বারা, যাহা কষায়বর্ণ ও কষায়রস হয়, তাহাই কষায় বা ক্বাথ, তাহাই তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ। কষায় বা ক্বাথের লক্ষণ—ক্বাথ্য দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলেই তাহাকেই ক্বাথ বা কষায় বলা যায়। এই জন্যই তরুণ জ্বরে ষড়ঙ্গাদি নিষিদ্ধ নহে। কারণ অপাক বা অর্দ্ধপাক হেতু কষায় লক্ষণের অভাব প্রযুক্ত ষড়ঙ্গাদিতে কষায়ত্ব নাই, অর্থাৎ ষড়ঙ্গাদি কষায় লক্ষণান্বিত নহে, উহা অর্দ্ধাবশিষ্ট ॥ ৯৬—৯৮

তরুণ জ্বরে কষায়ের দোষ—তরুণ জ্বরে কষায় প্রয়োগ করিলে সেই কষায় দ্বারা কুপিত দোষ সকল স্তম্ভিত হয়, অর্থাৎ বহির্গত না হইয়া স্তব্ধ থাকে। আধ্মান উপস্থিত করে এবং তাহা অতি কষ্ট দিয়া বিশেষ লঙ্ঘন দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অপিচ বিষমজ্বর আনয়ন করে। (কষায় রসের গুণ এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—কষায় স্তব্ধতাকারক, শীতল, রুক্ষ এবং পিত্ত কফ নাশক)। অন্যবচন—তরুণ জ্বরে কষায় পান করিলে তাহা স্তম্ভিত হইয়া, নির্গত হয় না, পরিপাকও পায় না, অথবা তির্য্যগ্‌গামী বা বিমার্গগামী হইয়া নবজ্বরকে অতি ভয়ানক করিয়া তোলে। নবজ্বরে কফাদি দোষের অনুপস্থিতিতে বমনৌষধ প্রয়োগ করিলে তাহা প্রবল হৃদ্রোগ-শ্বাস-আনাহ ও মোহ উৎপাদন করে।

টীকা। উক্ত বচনের ভাবার্থ এই—কফাদি দোষের উপস্থিতিতে যদি স্বয়ংই (আপনা হইতেই) হয়, তাহা হইলে সে বমন দোষের জন্য নহে। কিন্তু যত্ন করিয়া বমন করিলে তাহা হৃদ্রোগাদি উৎপাদন করে। এই বচন দ্বারা তরুণ জ্বরে যত্ন করিয়া বমন করান নিষেধ করা হইয়াছে ॥ ৯৯—১০১

অবস্থাবিশেষে বমন কর্ত্তব্য—সদ্যঃ ভোজনান্তে, জ্বর হইলে অথবা সন্তর্পণ দ্বারা (যথেচ্ছ স্নান আহারাদি দ্বারা) জ্বর হইলে, রোগী যদি

বমনার্হ হয়, তাহা হইলে তাহার বমন করান প্রশস্ত, একথা বাগ্‌ভট বলেন।

টীকা। মূলে "বা'' শব্দ প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, লঙ্ঘন দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক করিবে, অথবা বমন দ্বারা বমনার্হ ব্যক্তির ভুক্ত দ্রব্যের নির্হরণ করিবে। "বমনার্হ'' বলায় বুঝিবে যে গর্ভিণী, অতিকৃশ ও অতিবৃদ্ধাদির বমন নিষেধ। এবিষয়ে বৃদ্ধ বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"বমিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করাইবে, কিন্তু লঙ্ঘিত ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। কারণ—বমনে ক্লেশ বাহুল্য হেতু তাহা লঙ্ঘন-কর্ষিত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে। গর্ভিণী বাল-বৃদ্ধ-দুর্ব্বল ও ভীরুব্যক্তি অনশনও করিবে না (সম্পূর্ণ উপবাসও দিবে না)''। এই বচন দ্বারা বলা হইতেছে—গর্ভিণী প্রভৃতির সামজ্বরে পাচন, নিরামজ্বরে শমন এবং সুপথ্য অন্নমণ্ডাদি ব্যবস্থা করিবে। পাচনের লক্ষণ, পরে গুণপ্রস্তাবে জ্ঞাত হইবে ॥ ১০২

পাচন ও শমনের সম্প্রদান কাল—লঙ্ঘনাদি দ্বারা যদি আমের সম্যক্ পরিপাক না হয়, তাহা হইলে আমপাকার্থ সপ্তম দিবসে জ্বর রোগিকে পাচন পান করাইবে। আর যদি রোগিকে নিরাম দেখা যায়, তাহা হইলে শমন দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। অন্য বচন—লঙ্ঘনাদি দ্বারা জ্বররোগী কৃশ হইলে এবং দোষের বলও কমিয়া গেলে শমনীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

টীকা। যদি বল শাস্ত্রে উক্ত আছে যে,—"মুখ হইতে লালাস্রাব, হৃল্লাস (বমনবেগ), হৃদয়ের অশুদ্ধি, অরোচক, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, গাত্রের গুরুতা, ক্ষুধার নাশ, মূত্রের আধিক্য, শরীরের স্তব্ধতা এবং জ্বরের বলবত্তা, এইগুলি আমজ্বরের লক্ষণ। আম জ্বরে ভেষজ (কষায়রূপ) প্রদান করিবে না। কারণ আমদোষে ভেষজ প্রয়োগ করিলে তাহা জ্বরকে অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া থাকে''। "যে ভিষক্ অজ্ঞান বশতঃ আমজ্বরে দোষহারক ঔষধ পান করান, তিনি নিদ্রিত কৃষ্ণসর্পকে করাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করেন'' এই বচনদ্বয়ে আমজ্বরে ভেষজ প্রদানের নিষেধ থাকায়, কিরূপে আমজ্বরে ভেষজ প্রদান করা যাইবে? উত্তর—সামজ্বর যদি নিরুপদ্রব হয়, তাহা হইলে তাহাতে পাচন দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সোপদ্রব হইলে ভেষজ নিষিদ্ধ। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"সাত দিনের পর অদুষ্ট (নিরুপদ্রব) সামজ্বরে পাচন এবং নিরাম জ্বরে শমন ঔষধ প্রযোজ্য কিন্তু সামজ্বর যদি স্তব্ধ অর্থাৎ সোপদ্রব হয়, তাহা হইলে তাহাতে ঔষধ প্রদেহ নহে'' ॥১০৩

সাধারণ জ্বরে পাচন-কষায়। যাহা সুশ্রুত বলিয়াছেন—নাগরাদিক্বাথ। নাগর (শুঁঠ), দেবদারু, ধ্যামক (গন্ধ খড়, তদলাভে বেণামূল), বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের কষায়, জ্বরিত ব্যক্তিকে প্রথমে দিবে। (ইহা পাচন-কষায়, ইহা আমদোষের পাচক ও জ্বরনাশক) ॥১০৪

সর্ব্বজ্বরে সামান্যতঃ সংশমনীয় কষায় যাহা সুশ্রুত বলিয়াছেন—শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্য যে সকল শমনীয় কষায় সকল জ্বরেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই সকল শমনীয় কষায় বর্ণন করিতেছি শুন। বৃশ্চীর (শ্বেত পুনর্নবা), বেলছাল ও বর্ষাভূ (রক্ত পুনর্নবা) এই দ্রব্যত্রয় যথাবিধি মিশ্রিত জল দুগ্ধে পাক করিবে এবং দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বজ্বর নাশক।

টীকা—বৃশ্চীর—শ্বেত পুনর্নবা। বর্ষাভূ—রক্ত পুনর্নবা। তথাচ মদনপাল "যে পুনর্নবার মূল শ্বেতবর্ণ এবং পত্র দীর্ঘ, তাহাকে বৃশ্চীর এবং যে পুনর্নবার পুষ্প রক্তবর্ণ তাহাকে বর্ষাভূ কহে''। পাক প্রকার—যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিতে হইবে, সেই দ্রব্যের আট গুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারি গুণ জল, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইতে হইবে। দুগ্ধ পাকে এই বিধি। দুগ্ধপাকের দ্রব্য পরিমাণ একপল (৮ তোলা) লওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং দুগ্ধ আটপল ও জল বত্রিশপল লইতে হইবে।

অন্য বচন—জলে তদ্দ্বিগুণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া শিংশপাত্বক্ (শিশু বৃক্ষের ছাল) ও বেণার মূল তাহাতে সিদ্ধ করিবে এবং দুগ্ধাবশেষ থাকিতে তাহা নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করিতে দিবে। ইহা সর্ব্বজ্বর প্রশমক ॥ ১০৫—১০৭

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ, ধনে, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন। ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বজ্বরনাশক অগ্নিদীপক এবং দাহ-হৃল্লাস-(বমনভাব)-তৃষ্ণা-বমি ও অরুচি নিবারক ॥ ১০৮

সংশোধন নিষেধ—তরুণজ্বরে সংশোধন (বিরেচনাদি) পান করিলে বমি-মূর্চ্ছা-মদ-শ্বাস-শ্রম তৃষ্ণা ও বিষমজ্বর, এই সকল উপদ্রব ঘটে ॥ ১০৯

তরুণ জ্বরে সংশোধন নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে তাহা দেওয়া যাইতে পারে। তদ্‌যথা—সংশোধনসাধ্য রোগে দোষের আধিক্য হেতু রোগী যদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভিষক্ বিবেচনা করিয়া মৃদু বিরেচন করাইবেন।

টীকা। বিরেচন করাইতে হইলে ভিষকের ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, রোগী দোষের আধিক্যে দুর্ব্বল হইয়াছে, কি উপবাসাদি দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছে। যদি দোষাধিক্যে দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তাহা হইলেই বিরেচন করাইবেন, কিন্তু রোগী যদি উপবাসাদি দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিরেচন করান কর্ত্তব্য নহে ॥ ১১০

শোধনসাধ্য রোগসমূহ—সদ্যোজ্বরে, বিষে, অজীর্ণে, অগ্নিমান্দ্যে, উদররোগে (পাঠান্তর—অরুচিতে), স্তন্যরোগে, হৃদ্রোগে, শ্বাস ও কাসে বমন করাইবে। জীর্ণজ্বর-গরদুষ্টি-বমি গুল্ম-প্লীহ ও উদররোগে, শূলে, শোথে, মূলাঘাতে এবং ক্রিমিরোগে বিরেচন করাইবে।

দোষ প্রচল হইলে ও কোষ্ঠ মৃদু হইলে রোগিকে শোধন-ঔষধ (বমন-বিরেচন) সেবন করিতে দিবে, তখন রোগির বল দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ সে অবস্থায় দুর্ব্বল রোগিরও (দোষ দুর্ব্বল রোগিরও) শোধন ব্যাপজ্জনক নহে, অর্থাৎ তাহা বমনাদি উপদ্রব সকল উৎপাদন করে না। দোষ পক্ক হইলেও যদি তাহা অনির্হৃত হয় অর্থাৎ বিরেচন দ্বারা তাহার নির্হরণ করা না যায়, তাহা হইলে সেই অনির্হৃত দোষ দেহে থাকিয়া মহা অত্যয় উপস্থিত করে বা বিষমজ্বর আনয়ন করে, অথবা বলব্যাপৎ ঘটায়।

টীকা। "পক্ক"—অর্থাৎ লঙ্ঘন-উষ্ণোদক ও পেয়াদি দ্বারা পক্ক। অনির্হৃত—অধোমার্গ দ্বারা অনুৎসৃষ্ট। "মহাত্যয়"—গদাধর ব্যাখ্যা করেন—মহাত্যয় শব্দ বিষমজ্বরের বিশেষণ, মহাত্যয় বিষমজ্বর অর্থাৎ চাতুর্থিক বিষমজ্বর। কারণ চাতুর্থিক বিষম জ্বর মহাত্যয়জনক। কার্ত্তিক ব্যাখ্যা করেন—মহাত্যয় শব্দে এস্থলে গম্ভীরজ্বর বুঝিতে হইবে। অথবা মহাত্যয় শব্দে—মহাকষ্ট। "বলব্যাপৎ"—বলক্ষয় ॥ ১১১—১১৪

সংশোধন।—আরগ্বধাদি ক্বাথ—আরগ্বধ (সোন্দাল), পিপুলমূল, মুতা, কট্‌কী ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ সাম সশূল-বাতশ্লেষ্ম জ্বরে হিতকর। ইহা অগ্নিদীপক ও পাচক।

পথ্যাদি ক্বাথ—পথ্যা (হরীতকী), আরগ্বধ, কট্‌কী, তেউড়ী ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথ সামজীর্ণজ্বরে হিতকর। ইহা সারক। আরগ্বধাদি ও পথ্যাদি এই দুইটি ক্বাথ আরোগ্যপঞ্চক নামে অভিহিত ॥ ১১৫। ১১৬

সারিবাদি কল্ক—অনন্তা (সারিবা, অনন্তমূল), বালা, মুতা, শুঁঠ ও কট্‌কী, ইহাদের কল্ক সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। এই কল্ক অল্প সময়েই সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট করে, কোষ্ঠের সংশুদ্ধি করে এবং অগ্নির দীপ্তি করে ॥ ১১৭। ১১৮

যাহারা সংশোধন ও সংশমনের নিষেধ যোগ্য—যে ব্যক্তি পীতাম্বু অর্থাৎ তিক্ত কষায় পান করিয়াছে, যে ব্যক্তি লঙ্ঘন দ্বারা ক্ষীণ হইয়াছে, যে ব্যক্তি অজীর্ণযুক্ত, যে ব্যক্তি ভুক্তবান্ ও যে ব্যক্তি পিপাসিত, সে ব্যক্তি সংশোধন ও সংশমন ঔষধ পান করিবে না ॥ ১১৯

সুদর্শন চূর্ণ—ত্রিফলা (হরীতকী, বহেড়া, আমলকী), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, বৃহতী, শটী, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), পিপুল মূল; মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, দুরালভা, কট্‌কী, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, বলাডুমুর, বালা, নিম, পুষ্করমূল, যষ্টিমধু, কুড়চী, যমানী, ইন্দ্রযব, বামুনহাটী, শজিনা বীজ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, বচ, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, চন্দন কাষ্ঠ, আতইচ, বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তগরপাদুকা, চিতা, দেবদারু, চই, পল্‌তা, জীবক, ঋষভক, লবঙ্গ, বংশলোচন, পুণ্ডরীক, কাকোলী, তেজপত্র, জাতীপত্র ও তালীশপত্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এবং চূর্ণ সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরতাচূর্ণ তাহাতে মিশাইবে। ইহার নাম—সুদর্শনচূর্ণ। সুদর্শনচূর্ণ ত্রিদোষনাশক। ইহা সর্ব্বজ্বর নাশ করে। কি দোষজ জ্বর, কি আগন্তুজ জ্বর, কি ধাতুস্থ জ্বর, কি বিষম জ্বর, কি সন্নিপাতোদ্ভূত জ্বর, কি মানস জ্বর, সমস্তই নাশ করিয়া থাকে; শীতাদি জ্বর ও দাহাদি জ্বর সকলও নাশ করে। তদ্ভিন্ন মেহ, তন্দ্রা, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা এবং ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, কটীশূল, জানুশূল ও পার্শ্বশূল নিবারণ করে। সর্ব্বজ্বর শান্তির জন্য ইহা শীতল জলের সহিত পান করিবে। সুদর্শন চক্র যেমন দানবগণের বিনাশক, এই সুদর্শন চূর্ণও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার জ্বরের প্রশমক।

টীকা।—পুষ্কর মূলের অভাবে কুড়, বামুনহাটীর অভাবে কণ্টকারীর মূল, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে স্ফটিকা, তগরের অভাবে কুড়, জীবক ও ঋষভকের অভাবে বিদারীকন্দের ভাগদ্বয়, পুণ্ডরীকের অভাবে শ্বেতকমল, কাকোলীর অভাবে অশ্বগন্ধার মূল, তালীশপত্রের অভাবে স্বর্ণতালী বা কণ্টকারী মূল প্রয়োগ করিবে॥ ১২০—১৩০

নিম্বাদি চূর্ণ—নিম পাতা ১০ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, ত্রিকটু ৩ ভাগ, জোয়ান ৫ ভাগ, লবণত্রয় ৩ ভাগ এবং যবক্ষার ৩ ভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া শীতল জল সহ প্রত্যুষে পান করিবে। ইহা ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থিক জ্বর এবং সন্তত সতত দৈবসিক ধাতুস্থ ও ত্রিদোষজ জ্বর নিঃসংশয় নাশ করে॥ ১৩১—১৩৩

শট্যাদি ক্বাথ—শটী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, শুঁঠ, পুষ্করমূল, এলাইচ, গুলঞ্চ, কটকী, ক্ষেত্‌পাপড়া, দুরালভা, কাঁকড়া শৃঙ্গী, চিরতা ও দশমূলী (দশমূলোক্ত দশটি দ্রব্য) ইহাদের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে সৈন্ধব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশ করে। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ॥ ১৩৪। ১৩৫

হরীতক্যাদি গুটী—হরীতকী, তেউড়ী ও বীজতাড়ক, প্রত্যেক দুইপল। এবং পিপুল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শতমূলী, সহদেবী ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক এক পল। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধু দ্বারা বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী খাইলে জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, মলস্তব্ধতা ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা অনুভূত ঔষধ॥ ১৩৬। ১৩৭

লাক্ষাদি তৈল—তিল তৈল একতুলা (১২৷৷০ সের), গব্য দুগ্ধ দেড় তুলা (১৮৸০ সের) কল্কার্থ—লাক্ষা দশ অক্ষ (২০ তোলা), মঞ্জিষ্ঠা ছয় অক্ষ (১২ তোলা) এবং চন্দন, রক্তচন্দন, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, বালা, সুরা (পাঠান্তর) মুরামাংসী ও মুতা, প্রত্যেক এক এক পল (৮ তোলা করিয়া), চিরতা, তেউড়ী, কটকী, গুলঞ্চ, পিপুল, ক্ষেত পাপড়া, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, আমলকী, বাসক, রাস্না, হরিদ্রা, বেণামুল ও নিসিন্দা, প্রত্যেক অর্দ্ধ অর্দ্ধ পল। যথাবিধি পাক করিবে। এই লাক্ষাদি তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়, শরীরের বল বীর্য্য ও পুষ্টি হয়, শ্রম ও ভ্রম আশু অপগত হয়, দেহের কান্তি জন্মে এবং অস্থির ব্যথা নাশ হওয়ায় রোগী সুখে নিদ্রা যায়॥ ১৩৮—১৪২

লাক্ষাদি তৈল—(দ্বিতীয়)।—তিল তৈল ও লাক্ষা রস সমানভাগ, দধিজল তৈলের চতুর্গুণ; কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দেবদারু, রেণুক, কুড়, মুতা, শ্বেতচন্দন, মূর্ব্বা, কটকী, রাস্না, শুল্‌ফা ও যষ্টিমধু প্রত্যেক সমভাগ। যথাবিধি পাক করিবে। এই লাক্ষাদি নামক তৈলের অভ্যঙ্গাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, ক্ষয়, উন্মাদ, শ্বাস, অপস্মার ও বাত নাশ হয়। এই তৈল যক্ষ রাক্ষস ও ভূত গ্রহনাশক। ইহা গর্ভিণীদিগের হিতকর॥ ১৪৩—১৪৫

মহালাক্ষাদি তৈল—ক্বাথার্থ—লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, লামজ্জক (বেণার ন্যায় তৃণ বিশেষ), শ্বেতচন্দন, চম্পক ও নীলোৎপল, প্রত্যেক ছয় পল করিয়া লইবে এবং চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ;—রেণুক, পদ্মকাষ্ঠ, অশ্বগন্ধা, বেতস, চোরক (পাঠান্তর-জীরক), কুড়, দেবদারু, নখী, গুরুত্বক্‌, শুল্‌ফা, পুণ্ডরীক, জটামাংসী ও যষ্টিমধু, প্রত্যেকটি দুই তোলা পরিমাণে লইয়া উক্ত কষায় দ্বারাই পেষিত করিবে। দধিজল শুক্ত ও আরনাল এক আঢ়ক (১৬ সের), দুগ্ধ এক আঢ়ক। এই সকল ক্বাথ-কল্কাদির সহিত যথাবিধি চারি সের তিল তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহ এবং বাত পিত্ত-শ্লেষ্ম-সম্ভূত জ্বর ও তদুপসর্গ প্রলাপ, তৃষ্ণা, তালু-শোষ ও ভ্রম আশু প্রশমিত হয়। যে সকল বালক গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা রক্ষঃ কর্ত্তৃক দূষিত, এই মহালাক্ষাদি তৈল তাহাদের কষ্ট প্রশমিত করে।

টীকা।—ফেনিল—বদরী। লামজ্জক—বেণাবৎ পীতচ্ছবি তৃণবিশেষ। লামজ্জকের অভাবে বেণার মূল প্রদেয়। চম্পক স্থলে কোথাও গৈরিক পাঠও আছে। নীলোৎপলের অভাবে কুমুদ প্রদেয়। চোরক—গেঁটেলা ভেদ, ইহা নেপাল দেশে জন্মে। চোরকের অভাবে গেঁটেলা প্রদেয়। পুণ্ডরীক—শ্বেত কমল। মস্তু—দধিজল। শুক্ত—সন্ধানবিশেষ। আরনালও সন্ধান বিশেষ॥ ১৪৬—১৫২

নবজ্বরে রসপ্রয়োগ।

উদকমঞ্জরী রস—(রসরত্ন প্রদীপোক্ত) পারা গন্ধক সোহাগা ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ,

চিনি সর্ব্বসম, মৎস্যপিত্তে তিন দিন ভূয়োভূয়ঃ মর্দ্দন করিয়া দুই বা তিন রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী আদার রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনে অধিক উষ্ণ হইলে শীতলজল, তক্র, অন্ন ও বার্ত্তাকু বহুল ব্যঞ্জন পথ্য দিবে। এই ঔষধ সেবনে উগ্র জ্বর এক দিনেই বিনষ্ট হয়। পিত্তাধিক্য থাকিলে মস্তকে জলের পটী দিবে।

টীকা।—ঔষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া—শোধিত পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ১ ভাগ (কজ্জলী করিয়া লইবে), সোহাগার খৈ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, চিনি ৪ ভাগ, রোহিত মৎস্যের পিত্ত ৪ভাগ। এই সমস্ত দ্রব্য তিন দিন বারংবার মর্দ্দন করিবে। তিন রতি প্রমাণ বটী আদার রস সহ সেব্য ॥ ১৫৩। ১৫৪

জ্বরধূমকেতু—(রসেন্দ্রচিন্তামণিতে উক্ত) শোধিত পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও সমুদ্রফেন সমভাগে লইয়া এক প্রহর কাল আদার রসে মাড়িয়া ছয় রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী আদার রসের সহিত তিন দিন খাইলে নবজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৫৫

মহাজ্বরাঙ্কুশ (শার্ঙ্গধরে উক্ত)—শোধিত পারদ বিষ ও গন্ধক, প্রত্যেক শাণপরিমিত (আদ্ তোলা), ধুতূরা বীজ তিন শাণ পরিমিত (দেড় তোলা) ও হেমাহ্বা (চোক, স্বর্ণ জীবন্তী) বার শাণ পরিমিত (ছয় তোলা), এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গোঁড়া লেবুর বা আদার রসের সহিত দুই কুঁচ পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ জ্বর, ঐকাহিক জ্বর, দ্ব্যাহিক জ্বর, ত্র্যাহিক জ্বর, চতুর্থক জ্বর, বিষমজ্বর, নবজ্বর ও জীর্ণ জ্বর সর্ব্বথা বিনষ্ট হয়। ইহার নাম মহাজ্বরাঙ্কুশ, ইহা সর্ব্বজ্বরে প্রদেয় ॥ ১৫৬—১৫৯

জ্বরঘ্নী বটিকা (শার্ঙ্গধরে উক্ত)—শোধিত পারদ একভাগ এবং শৈলজ, পিপুল, হরীতকী, আকরকরা বচ, কটু তৈল শোধিত গন্ধক ও রাখাল শসার ফল এই ছয়টি দ্রব্য মিলিয়া চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া রাখাল শসার রসে মাড়িয়া এক মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা গুলঞ্চের রস সহ সেব্য। জ্বরঘ্নী বটিকা সদ্যোজ্বরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥১৬০—১৬২

জ্বরঘ্নী বটিকা—(রসরত্নপ্রদীপে উক্ত) পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ ও জয়পাল ৪ ভাগ, দন্তী রসে মাড়িয়া কুঁচ পরিমিত বটিকা করিবে। এই বটিকা শীতল জল ও চিনির সহিত প্রভাতে সেবন করিলে এক দিনেই নবজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৬৩।১৬৪

নবজ্বহরী বটী।—পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শোধিত দন্তীবীজ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘলঘসিয়ার রসে মর্দ্দন করিয়া পুট দিবে এবং তাহাতে মাষকলায় সদৃশ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা নূতন জ্বরে প্রদেয় ॥ ১৬৫—১৬৬

সর্ব্বজ্বরহর।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, স্বর্ণক্ষীরী ৪ ভাগ জয়পাল ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মাড়িয়া বিড়ঙ্গ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বজ্বর নাশক। প্রতিদিন আদার রসের সহিত এক একটি বটী সেব্য। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, অজীর্ণজ্বর, সামজ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬৭—১৬৯

সামান্যজ্বরে রসপ্রয়োগ।

মহাজ্বরাঙ্কুশ—শোধিত পারদ গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক এক ভাগ, ধুতূরা বীজ তিনভাগ এবং ত্রিকটু উক্ত চারিটি দ্রব্যের দ্বিগুণ অর্থাৎ বারভাগ (যথা—শুঁঠ চারিভাগ, পিপুল চারিভাগ ও মরিচ চারিভাগ) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ আদার রসে কিংবা জামীর লেবুর রসে মাড়িয়া দুইরতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহার নাম মহাজ্বরাঙ্কুশ, ইহা সর্ব্বজ্বরনাশক। ইহা সেবনে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চতুর্থক, বিষম ও ত্রিদোষজ জ্বর নিঃসংশয় বিনষ্ট হয়। মহাজ্বরাঙ্কুশ সর্ব্বজ্বরে প্রদেয় ॥ ১৭০—১৭২

শ্বাসকুঠার—(রসরত্নাকরে উক্ত) পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ ও মনঃশিলা প্রত্যেকে টঙ্ক পরিমিত (অর্দ্ধতোলা করিয়া), মরিচ আট টঙ্ক (চারিতোলা), ত্রিকটু ছয় টঙ্ক (শুঁঠ এক তোলা, পিপুল একতোলা, মরিচ এক তোলা), এই সকল দ্রব্য খলে ফেলিয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিবে। ইহার নাম শ্বাসকুঠার রস। ইহা শ্বাসে ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরে প্রযোজ্য ॥ ১৭৩।১৭৪

জ্বরাঙ্কুশ—দারুমুখা (দারমোচ, বিষ বিশেষ), শিখিগ্রীবা (তুঁতে), রসক (খার্পর) প্রত্যেকটি তিন টঙ্ক পরিমাণে লইবে। এবং ধুতূরাপত্রের রসে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া ছোলার ন্যায় বটিকা

প্রস্তুত করিবে। একুশটি মরিচ ও সাতটি তুলসী পত্রের সহিত দুইটি করিয়া বটী খাইবে। শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধান্ন পথ্য। ইহা দ্বারা তরুণজ্বর জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। ইহার নাম জ্বরাঙ্কুশ, ইহা সর্ব্বজ্বরে প্রযোজ্য ॥ ১৭৫—১৭৭

হুতাশন রস—শুঁঠ দুইতোলা, সোহাগার খৈ চারিতোলা, (পাঠান্তর—দুইতোলা), মরিচ তিনতোলা, কড়িভস্ম তিনতোলা এবং বিষ অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এক রতি পরিমাণে সেব্য। ইহার নাম—হুতাশন রস ॥ ১৭৮।১৭৯

জ্বরঘ্নী বটী—শোধিত জয়পাল এক টঙ্ক, (অর্দ্ধতোলা), কট্‌কী দুই টঙ্ক, গেরিমাটী এক টঙ্ক, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া মটর পরিমিত বটিকা করিবে। এই বটিকা শীতল জলের সহিত খাইবে। ইহা জীর্ণজ্বর নাশক ॥১৮০।২৮১

রবিসুন্দর রস—পারদ একভাগ, গন্ধক এক ভাগ, বিষ একভাগ এবং দ্বিগুণ হরিতালের সহিত তাম্রকে জারিত করিয়া সেই তাম্র দুইভাগ ও রোহিত মৎস্যের পিত্ত একভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে এবং সেই চূর্ণ নিমপাতার রসে একুশবার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া একরতি পরিমাণে শুভ্র চিনির সহিত খাইবে। এই জ্বরাঙ্কুশ রবিসুন্দর নামে খ্যাত। ইহা সেবনে অষ্টবিধ সমস্ত জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা সর্ব্ব জ্বরে প্রযোজ্য ॥ ১৮২।১৮৩

কজ্জলী—শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক খলে ফেলিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। যখন পারদ আর স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইবে না উভয়ে মিলিয়া কজ্জলবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইবে তখন জানিবে যে কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে। কজ্জলী—বৃংহণ ও বীর্য্যবর্দ্ধক। নানা অনুপান যোগে ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নাশ করিয়া থাকে। কজ্জলী প্রস্তুতের এই বিধান ও গুণ রসরত্ন প্রদীপে উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮৪।১৮৫

রসপর্প্পটী—জবাপত্রের রস দ্বারা, এরণ্ডপত্রের রস দ্বারা, ভীমরাজের রস দ্বারা ও কাকমাচীর রসদ্বারা পারদকে শোধন করিবে এবং পারদের সমপরিমিত গন্ধককেও ঐ সকল রস দ্বারা শোধন করিবে। পরে গন্ধককে ভীমরাজের রসে মাড়িয়া সূর্য্যকিরণে শুকাইবে। এইরূপ সাতবার বা তিনবার গন্ধককে ভীমরাজের রসে মাড়িয়া ও সূর্য্যতাপে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণ করিয়া সেই পারদের সহিত সমপরিমিত ঐ গন্ধক মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে পারদ যখন অদৃশ্য হইবে এবং উভয়ে মিলিয়া কজ্জলসন্নিভ দেখাইবে, তখন তাহা কুলকাষ্ঠের নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে গলাইবে। গলিলে, মহিষীর বিষ্ঠার উপর কদলীপত্র স্থাপন করিয়া সেই পত্রের উপর উহা ঢালিবে এবং অন্য এক টুক্‌রা কদলীপত্র তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া পীড়ন করিয়া (চাপিয়া) ধরিবে। তদনন্তর উহা শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এবম্প্রকারে প্রস্তুত রসপর্প্পটী ব্যাধিঘাতিনী হইয়া থাকে। পুরাকালে মহাদেব পৃথিবীকে জ্বরাদিব্যাধি সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত দেখিয়া কৃপান্বিত হইয়া সুধাসম এই রসপর্প্পটী সৃষ্ট করেন। একরতি রসপর্প্পটী একরতি জীরাভাজার গুঁড়া ও অর্দ্ধরতি ভাজাহিঙ্গুর সহিত সেবন করিবে। অথবা রোগানুরূপ ঔষধের সহিত উহা খাইবে। রসপর্প্পটী খাইবার পর তিনচুমুক শীতল জল (বা মাষকলাই ভিজার জল) অনুপান করিবে। প্রতিদিন এক একরতি করিয়া রসপর্প্পটীর মাত্রা বাড়াইবে। কিন্তু দশরতির অধিক কদাচ খাইবে না। দশদিনে দশরতি বাড়াইয়া একাদশ দিন হইতে আবার এক একরতি করিয়া কমাইতে থাকিবে। এইরূপে বিংশতিদিন রসপর্প্পটী সেবন করিবে। ভক্তি পূর্ব্বক মহাদেবকে গুরুকে ও ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও প্রণাম করিয়া রসপর্প্পটী সেবন করিবে এবং সেবনকালে দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য করিবে। রসপর্প্পটী সেবনে জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, কামলা, পাণ্ডু, শূল, প্লীহা ও জলোদর প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং রোগী রোগবিমুক্ত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট বীর্য্যবান্ ও বলীপলিত বর্জ্জিত হইয়া শতবর্ষেরও অধিককাল জীবিত থাকে ॥ ১৮৬—১৯৯। ইতি রসপর্প্পটী।

জ্বররোগির অন্নদান সময়—(চরকোক্তি) রস দোষ ও মলের পাক নির্দ্দিষ্ট কালেই হউক বা অনির্দ্দিষ্টকালেই হউক উহাদের পাক হওয়ায় যে সময় ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, সেই সময়ই জ্বররোগির অন্নকাল অর্থাৎ রোগিকে লঘু অন্ন পথ্য দিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া জানিবে।

টীকা। জ্বরের পাকাবস্থা অন্নদানের কাল। জ্বরের পাক কাল—বাতিক জ্বর সপ্তরাত্রে, পৈত্তিক জ্বর দশ রাত্রে এবং শ্লৈষ্মিকজ্বর দ্বাদশরাত্রে পাক

প্রাপ্ত হয়। জ্বরের পাক অর্থাৎ জ্বরের উপশম। জ্বরপাক দ্বারাই রসপাক ও দোষপাকও কথিত হয়। যথা—দোষপাক বিনা জ্বরপাক হয় না এবং রসপাক বিনা দোষপাকও হয় না, অর্থাৎ জ্বরপাক রসপাক ও দোষপাক পরস্পর সাপেক্ষ। বলিতে পার—যেমন পৈত্তিকজ্বর দশরাত্রে পাক প্রাপ্ত হয়, একাদশ দিনে অন্ন দেওয়া যায়, তথা শ্লৈষ্মিকজ্বর দ্বাদশদিনে পাক প্রাপ্ত হয়, ত্রয়োদশ দিনে অন্ন দেওয়া যায়, সেইরূপ বাতিকজ্বর সপ্তরাত্রে পাক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অষ্টম দিবসে অন্ন না দিয়া সপ্তম দিবসেই কেন অন্ন দেওয়া হয়? উত্তর—"কফ ও পিত্ত ইহারা উভয়েই দ্রব ধাতু, দ্রব ধাতু বহু লঙ্ঘন সহ করিতে পারে; কিন্তু বায়ু আমক্ষয়ের পর ক্ষণকালও লঙ্ঘন সহ করিতে পারে না"। এই বচন হেতু, রসপাক হইলে, আহারলাভ ব্যতিরেকে বায়ু ক্ষণকালও লঙ্ঘন সহ করিতে সমর্থ হয় না। আশুকারিত্ব হেতু উহা ক্ষণকালেই আক্ষেপকাদি রোগ সকল আনয়ন করিয়া থাকে। এই জন্যই বাতিক জ্বরে পাক দিনের অন্তিম দিবসেই অর্থাৎ সপ্তম দিবসেই অন্ন পথ্য দেওয়া যায়। ধন্বন্তরিও বলিয়াছেন যে জ্বরাভিভূত রোগী ছয় দিন অতীত হইলে বিপক্ক-দোষ হয় ও যথাবিধি লঙ্ঘনাদি করে এবং বৈদ্যবশ্য হইয়া ভেষজ সেবন করে, সে রোগী অচিরে নিঃসংশয় রোগমুক্ত হইয়া থাকে। এস্থলে "জ্বরাভিভূত" অর্থে বাতজ্বরাভিভূত; "বিপক্কদোষ" অর্থে বিপক্ক-বাত-দোষ এবং লঙ্ঘনাদির "আদি" অর্থে পক্কজলপান নিবাতগৃহবাস এবং গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র ধারণাদি বুঝিতে হইবে। আর "বৈদ্যবশ্য হইয়া ভেষজ সেবন করে" এস্থলে ভেষজ শব্দ অন্নেরও উপলক্ষণ বুঝিবে, অর্থাৎ ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করে বুঝিতে হইবে। চরকও বলিয়াছেন—"জ্বরিত ব্যক্তিকে ছয়দিন অতিক্রান্ত হইলে পর অর্থাৎ সপ্তম দিনে লঘু অন্ন পথ্যঃ দিয়া অষ্টম দিবসে "অবস্থা বুঝিয়া" পাচন-কষায় বা শমন-কষায় ব্যবস্থা করিবে। এস্থলে জ্বরিত শব্দে বাতজ্বরিত বুঝিতে হইবে। এবং "ছয়দিন অতিক্রান্ত হইলে পর" এবচনও উপলক্ষণ অর্থাৎ পিত্তজ্বরিকে দশদিন অতিক্রান্ত হইলে পর, শ্লেষ্মজ্বরিকে দ্বাদশ দিন অতিক্রান্ত হইলে পর, লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া পাচন বা শমনকষায় পান করাইবে। চরক আরও বলিয়াছেন—"সকল জ্বররোগিকেই দিনান্তে লঘু ভোজন করাইবে"। "দিনান্তে" এস্থলে অন্তশব্দ মধ্যবাচী, অতএব ত্রিধা বিভক্ত দিবসের মধ্যভাগে অর্থাৎ পিত্তের প্রাধান্য সময়ে লঘু ভোজন করাইবে ইত্যর্থ। বাগভটও বলিয়াছেন—"বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা, সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও কিন্তু ইহারা যথাক্রমে হৃদয়-নাভির অধোভাগ মধ্যভাগ ও ঊর্দ্ধভাগকে বিশেষরূপ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে অর্থাৎ বায়ু হৃদয়-নাভির অধোভাগকে, পিত্ত মধ্যভাগকে এবং শ্লেষ্মা ঊর্দ্ধভাগকে বিশেষ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। এইরূপে আবার তাহারা বয়সের, দিবসের, রাত্রির ও ভোজনের অন্ত মধ্য ও প্রথম ভাগকে যথাক্রমে বিশেষরূপ অবলম্বন করে, অর্থাৎ বায়ু বয়স দিবস রাত্রি ও ভোজনের অন্তভাগকে, পিত্ত মধ্যভাগকে এবং কফ প্রথমভাগকে বিশেষ আশ্রয় করে, অর্থাৎ ঐ ঐ ভাগে তাহারা প্রকুপিত হইয়া থাকে" মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বেই পিত্তকাল অর্থাৎ পিত্তের প্রাবল্য সময়। যে হেতু উক্ত আছে—"এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে, দুই প্রহরকেও লঙ্ঘন করিয়া ভোজন করিবে না। কারণ এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে রসোৎপত্তি হয় এবং দুই প্রহরকেও লঙ্ঘন করিয়া ভোজন করিলে বলক্ষয় হইয়া থাকে"। তবে কি ভোজন সম্বন্ধে এই নিয়ম সংখ্যাপর? অর্থাৎ একপ্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না ও দুই প্রহরকেও লঙ্ঘন করিয়া ভোজন করিবে না, ভোজন বিষয়ে এই এক প্রহরত্ব ও দ্বিপ্রহরত্বই কি প্রধান দ্রষ্টব্য? তাহা নহে, যেহেতু উক্ত আছে—"শ্লেষ্মক্ষয় হইলে যখন জঠরাগ্নির উষ্মা বাড়িবে এবং তাহা বলবান্ হইবে, সেই সময়েই অর্থাৎ পিত্তপ্রাধান্য সময়েই ভোজন করিবে। অন্যথা (উক্ত সময় ব্যতিক্রমে) বেগাপায়ে (জঠরাগ্নিবেগনাশে) ভোজন করিলে সেই ভোজন জ্বরবেগাভিবর্দ্ধক হইয়া থাকে" ইত্যর্থ।

ভোজন কাল সম্বন্ধে অন্যবচন—আম পরিপাক প্রাপ্ত হইলে মানবের যখন ভোজন লালসা হইবে, অর্থাৎ ভোজনলালসা সময়েই হউক বা অসময়েই হউক তাহাই অন্নকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ২০০।২০১

বিষমজ্বরির অন্নদানকাল কথিত হইতেছে—(চরকোক্তি)—সর্ব্বজ্বরে (সর্ব্ব প্রকার বিষম জ্বরে), বেগাপায়ে (জ্বরবেগাপগমে), সপ্তাহ কাল অতিপরিমিত লঘু অন্ন ভোজন করাইবে। ইহার অন্যথা করিলে অর্থাৎ জ্বরবেগাপগম বিনা ভোজন করিলে সেই ভোজন জ্বরবেগের অভিবর্দ্ধক হইয়া থাকে॥ ২০২

অন্নগ্রহণ যোগ্য স্থান—ভদ্র লোকের আহার মলমূত্র ত্যাগ ও বিহার সদা নির্জ্জন স্থানে করা বিধেয় ॥ ২০৩

অতি দুর্ব্বল-জ্বরিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত কি প্রকারে অবস্থিত রাখিয়া ভোজন করাইতে হইবে, তাহাই বলা হইতেছে (সুশ্রুতোক্তি)

জ্বরে অল্পমাত্র শ্রমেই দুর্ব্বল রোগির মূর্চ্ছা হইতে পারে। অতএব দুর্ব্বল-জ্বররোগিকে নিষণ্ণ রাখিয়াই অর্থাৎ সে যে স্থানে যে ভাবে অবস্থিত থাকে তাহাকে সে স্থানে সেই ভাবেই অবস্থিত রাখিয়া (স্থানান্তরিত না করিয়া) ভোজন করাইবে এবং তাহার মলমূত্রও করাইবে ॥ ২০৪

অন্নগ্রহণ সময়ে প্রথম জ্বরিত ব্যক্তির কবলকরণ—অন্নগ্রহণ সময়ে, জ্বরিত ব্যক্তির প্রথমে যথাদোষোচিত-দ্রব্য দ্বারা অর্থাৎ জ্বরোৎপাদনাদিকারক দোষের প্রশমক দ্রব্য দ্বারা কবল গ্রহণ কর্ত্তব্য। তাদৃশ কবল গ্রহণে অরুচি এবং মুখের বিরসতা-মল-দুর্গন্ধ ও প্রসেক নিবারিত হয়। ভাজা জীরা চূর্ণ ও সৈন্ধবচূর্ণ মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বাদন্ত ও মুখাভ্যন্তর ঘর্ষণ করিলে মুখের মল পূতিগন্ধ ও বিরসতা নষ্ট হয়, মনঃ প্রসন্ন হয় এবং ভোজনে অভিরুচি হয়।

যদ্যপি জ্বরিত ব্যক্তির হিতভক্ষ্যে অরুচি হয়, তথাপি তাহার হিতভক্ষ্যই ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে হেতু অন্নকালে (ক্ষুধা সময়ে) ভোজন না করিলে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অথবা মরিয়া যায়।

টীকা। হিতভক্ষ্যে অরুচি হইলেও জ্বরিত ব্যক্তির হিতভক্ষ্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। এই নিয়ম। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"জ্বররোগী কদাচ গুরুদ্রব্য ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজন করিবে না, অকালেও ভোজন করিবে না। কারণ—তাহার অহিত ভোজন আয়ুর জন্যও হয় না, সুখের জন্যও হয় না। জ্বররোগী যতদিন পর্য্যন্ত স্তিমিতদোষ দ্বারা (অপক্কদোষ দ্বারা) আনদ্ধ থাকিবে (ব্যাপ্ত থাকিবে) ততদিন পর্য্যন্ত সে বিরিক্তবৎ লঘু অন্ন ভোজন করিবে"। যদি বল—হিত বস্তুতে কেন অরুচি হইবে ? উত্তর—এক বস্তুই সর্ব্বদা ভক্ষণ হেতু অথবা অস্বাদুত্ব প্রযুক্ত পথ্য ও অপ্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও সেই অপ্রিয়ই পথ্য। অতএব যাহাতে সেই অপ্রিয় পথ্য দ্রব্যে রুচি জন্মে, পাকাদিবিধানে তাহা নানাপ্রকারে কল্পিত করিয়া রোগিকে ভোজন করিতে দিবে। আর জ্বরিত ব্যক্তি অন্নকালে (ক্ষুধা সময়ে) ভোজন করিবে, ইহা দ্বিতীয় নিয়ম। যদি বল কেন ? ইহার উত্তর এই—অন্নকালে ভোজন না করিলে রোগী ক্ষীণ হয় এবং সে তৎকালে পক্কদোষ ধাতুও হয় অর্থাৎ তাহার দোষ ও ধাতু পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অতএব তখন ভোজন না করিলে মরিয়া যাইতেও পারে ॥ ২০৫—২০৮

জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে হিতকর অন্নাদি—জ্বরিত ব্যক্তিগণের ভোজনার্থ যবাগূ, অন্ন (ভাত) ও খৈ প্রস্তুত করিতে হইলে পুরাণ রক্তশাল্যাদি ধান্য ও ষষ্টিক ধান্যই প্রশস্ত। কারণ উহারা জ্বরনাশক। যে সকল জ্বররোগির যূষ সাত্ম্য অর্থাৎ যূষ ভোজন যাহাদের অভ্যস্ত এবং যূষ যাহাদের দেহানুকূল, তাহাদিগকে মুগ, মসূর, ছোলা, কুলত্থ ও বনমুগের যূষ খাইতে দিবে। এবং শাকার্থ—পল্‌তা, বেগুন, পটোল, করলা (উচ্ছে), কাঁকরোল, ক্ষেতপাপড়া, গোজিয়া শাক, কচিমূলা ও গুলঞ্চপত্র প্রদান করিবে। অর্থাৎ এই সকল শাক খাইতে দিবে। কারণ ইহারা জ্বরঘ্ন। যে সকল জ্বররোগির মাংস সাত্ম্য অর্থাৎ মাংসভোজন যাহাদের অভ্যস্ত এবং মাংস যাহাদের দেহানুকূল, তাহাদিগকে মাংসার্থ লাব, কপিঞ্জল (চাতক, ফটিকজল পাখী), এণ (কাল সার মৃগ), হরিণ, পৃষত (শ্বেত বিন্দুযুক্ত মৃগ বিশেষ), শশ (খরগোস), কুরঙ্গ (হরিণ বিশেষ) কালপুচ্ছ (পশু বিশেষ) ও মৃগমাতৃকা (জাঙ্গল মৃগ বিশেষ) ইহাদের মাংস ভোজন করিতে দিবে। কেহ কেহ বলেন—সারস, ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক), শিখী(ময়ূর), তিত্তির (কৃষ্ণতিত্তির) ও কুক্কুট ইহাদের মাংস গুরু ও উষ্ণ, অতএব জ্বরে উহা প্রশংসিত নহে। কিন্তু জ্বরিত ব্যক্তিদিগের বায়ু যখন প্রকোপ প্রাপ্ত হইবে, তখন উপযুক্ত কালে উহাদের মাংস হিতকর। রোগী যদি অম্লসাত্ম্য হয় অর্থাৎ অম্লভোজন যদি তাহার অভ্যস্ত ও দেহানুকূল হয় এবং সে যদি অম্ল আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাকে অম্লভোজনার্থ লেবু দাড়িম ও আমলকীফল খাইতে দিবে। (ইহাদের গুণ ও নাম পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) ॥ ২০৯—২১৬

অন্নসাধন প্রক্রিয়া।

মণ্ডের লক্ষণ বিধি ও গুণ—চতুর্দ্দশ গুণ জলে তণ্ডুলকে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সিক্‌থক বর্জ্জিত (সিটি রহিত) করিবে। সেই সিক্‌থক বর্জ্জিত

দ্রব্যই মণ্ড নামে অভিহিত। শুঁঠ ও সৈন্ধব সংযুক্ত মণ্ড অগ্নিদীপক ও পাচক। অগ্নির সম্যক্ সিদ্ধত্বই মণ্ডের সিদ্ধতা জানিবে। পেয়া যূষ যবাগূ বিলেপী ও ভাতের সিদ্ধতাও অন্নের সম্যক্ সিদ্ধতা বলিয়া জানিবে। মণ্ড—মলসংগ্রাহক, লঘু, শীতল, অগ্নিদীপক, ধাতু সাম্যকারক, জ্বরঘ্ন, তৃপ্তিজনক, বলকারক এবং পিত্তশ্লেষ্ম ও শ্রমনাশক ॥ ২১৭—২১৯

পেয়ার বিধি ও গুণ—চতুর্দ্দশগুণ জলে রক্তশাল্যাদি তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া যখন তাহা অধিক দ্রবাংশ ও অল্প সিকথাংশ বিশিষ্ট হইবে, তখন নামাইবে। ভিষগ্‌গণ ইহাকেই পেয়া নামে অভিহিত করেন। পেয়া—লঘু, মলসংগ্রাহক, ধাতুপুষ্টিকারক, তৃষ্ণা-জ্বর-অনিল-দৌর্ব্বল্য ও কুক্ষিরোগনাশক, স্বেদ ও অগ্নিজনক এবং বাত ও মলের অনুলোমক। শুঁঠ ও সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা অগ্নিদীপক, পাচক, আমশূল ও বিবন্ধনাশক এবং রুচিজনক হয় ॥ ২২০—২২২

প্রমথ্যার বিধি ও গুণ—একপল পরিমিত তণ্ডুলাদি দ্রব্য কল্কীকৃত (কুট্টিত) করিয়া তাহা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিবে এবং দুইপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহাই প্রমথ্যানামে অভিহিত। গুণ বিষয় প্রমথ্যা পেয়াবং। তবে প্রমথ্যা পেয়া অপেক্ষা লঘু ॥ ২২৩

যূষের বিধি ও গুণ—অষ্টাদশগুণজলে মুগমসুর প্রভৃতি শিম্বীধান্যকে পাকক্রিয়া দ্বারা অল্পসিক্থবিশিষ্ট ও পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন করিয়া নামাইলে তাহাকে যূষ কহা যায়। যূষের অপর নাম—শরাব নির্য্যূহ। ইহা বিশেষ রুচিকারক ॥ ২২৪

যূষেরপ্রকারান্তর—একপল পরিমিত যূষধান্য (মুগমসুরাদি) বাটিয়া কল্কীকৃত করিবে এবং একতোলা পরিমিত শুঁঠ ও পিপুল বাটিয়াও কল্কীকৃত করিবে। পরে এই উভয় কল্ক চারিসের জলে পাক করিবে। ইহাও যূষ বলিয়া অভিহিত। এই যূষ—বলকর, পাকে লঘু (লঘুপাক), রোচক, কণ্ঠহিত ও কফনাশক ॥ ২২৫

মুদ্গযূষ বিধি—(তন্ত্রান্তরে বৃন্দ টীকায় উক্ত)—মুগের দাইল দুইপল (একপোয়া) আটসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুইসের থাকিতে নামাইবে এবং তাহা মর্দ্দিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে দাড়িমের রস আটতোলা, সৈন্ধব শুঁঠ ও ধনে দুইতোলা সংযুক্ত করিবে এবং পিপুল ও জীরাচূর্ণ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিয়া সাঁতলাইয়া লইবে। এইপ্রকার প্রস্তুত মুদ্গযূষ পিত্তশ্লেষ্মহর ॥ ২২৬—২২৮

মুদ্গযূষের গুণ—মুগের উত্তমযূষ—অগ্নিদীপক, শীতল, লঘুপাক এবং ব্রণ, ঊর্দ্ধজত্রুগতরোগ, দাহ, কফপিত্ত জ্বর ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥ ২২৯

মুদ্গামলক যূষ গুণ—আমলকীর সহিত যথাবিধানে মুগের যূষ প্রস্তুত করিলে সেই যূষ—ভেদক, পিত্ত ও অনিলনাশক, তৃষ্ণা ও দাহপ্রশমক, শীতল এবং মূর্চ্ছা শ্রম ও মদনিবারক হয় ॥ ২৩০

মসূরযূষ গুণ—মসুরের যূষ—মলসংগ্রাহক, বৃংহণ, স্বাদু ও প্রমেহ নাশক ॥ ২৩১

যবাগূর বিধি ও গুণ—ছয়গুণ জলে তণ্ডুলাদিকে, পাক ক্রিয়া দ্বারা ঘন সিক্থ সমন্বিত এবং কিঞ্চিৎ পৃথক্ দ্রবান্বিত করিয়া নামাইলে তাহাকে যবাগূ (যাউ) কহা যায়। যবাগূ জ্বররোগির হিতকর পথ্য। ইহা অগ্নিদীপক, লঘু, তৃষ্ণানাশক, বস্তিশোধক, শ্রম ও গ্লানি প্রশমক। যবাগূ জ্বরে ও অতিসারে হিতকর ॥ ২৩২—২৩৩

বিলেপীর বিধি ও গুণ—চতুর্গুণ জলে তণ্ডুলাদিকে অত্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ঘন সিক্থান্বিত এবং পৃথগ্‌দ্রব রহিত করিলে তাহাকে বিলেপী বা বা শিথিল ভক্তিকা কহা যায়। বিলেপী—অগ্নিদীপক, বলকর, হৃদ্য, বলসংগ্রাহক, লঘু, ব্রণ ও নেত্ররোগিগণের পথ্য, তৃপ্তিকর এবং জ্বর ও তৃষ্ণানাশক ॥ ২৩৪। ২৩৫

ভক্তের (ভাতের) বিধি ও গুণ—অর্দ্ধ সের তণ্ডুল চতুর্দ্দশ গুণ জলে পাক করিবে। তণ্ডুল সম্যক্ সিদ্ধ হইলে তাহার মণ্ড (মাড়) গালিয়া ফেলিবে। তাহাই ভক্ত বলিয়া অভিহিত। ভক্ত—মধুর ও লঘু।

ভক্তাদিপাকবিষয়ে চক্রদত্তোক্তি—অন্ন পাঁচগুণ জলে এবং যবাগূ ছয়গুণ জলে পাক করিবে। অন্ন—অগ্নিবৃদ্ধিকারক, পথ্য, তৃপ্তিকারক, মূত্রবৃদ্ধিকর ও লঘু। তণ্ডুলকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া যে অন্ন পাক করা যায় এবং যাহার মণ্ড গালিয়া ফেলা যায়, যাহা উষ্ণ থাকে ও যাহা বিশদ (পরিষ্কৃত) সেই অন্নই অধিক গুণকর। আর তণ্ডুল না ধৌত করিয়া যে অন্ন পাক করা যায়, যাহার মণ্ড গালিয়া ফেলা না যায় এবং যাহা শীতল হইয়া যায়, তাহা বৃষ্য, গুরুপাক ও কফপ্রদ। অত্যুষ্ণ অন্ন—বলহারক, শীতল ও শুষ্ক অন্ন দুর্জ্জর, অতিক্লিন্ন অন্ন গ্লানিকর

তণ্ডুলান্বিত অন্ন দুষ্পাচ্য, তণ্ডুল অল্প ভাজিয়া যে অন্ন পাক করা যায়, তাহা রোচক, সুগন্ধি, কফহারক ও লঘু। বাতের পক্ষে, আস্থাপিত ব্যক্তির পক্ষে, মন্দাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে এবং বিরিক্ত ব্যক্তির পক্ষে সে অন্ন প্রশস্ত।

ঢাকা।—এস্থলে অন্ন শব্দে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য না বুঝিয়া কেবল ভাতই বুঝিতে হইবে। যে হেতু ভক্তের (ভাতের) অন্য একটি নাম অন্ন। যথা অমরকোষে—ভিস্‌সা, ভক্ত, অন্ধ, অন্ন, ওদন ও সদীদিবি, এইগুলি ভক্তের পর্য্যায় ॥ ২৩৬—২৪০

রসৌদন বিধি, তন্ত্রান্তরে বৃন্দটীকায় উক্ত—ছাগাদির পায়ের মাংসল স্থানের অস্থি অথবা তিতির পক্ষির অস্থি-রহিত মাংস চারিপল পরিমাণে লইয়া তাহা সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে ধৌত করিবে এবং পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, জীরা ও ধনে বাটিয়া তাহার একতোলা কল্ক—আধ আঢ়ক (আটসের) জলে গুলিয়া সেই জলে উক্ত মাংস সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে দাড়িম কুট্টিত ও তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রস ঐ মাংস-রসে মিশাইয়া মর্দ্দিত করিবে। অনন্তর ভর্জ্জিত হিঙ্গু, সৈন্ধব ও জীরকচূর্ণ তাহাতে সংযুক্ত করিয়া সুগন্ধি দ্রব্যের ধূপে তাহা প্রধূপিত করিবে। যাহারা বিরেচনাদিদ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে ও যাহারা শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে, ঐ মাংসরস তাহাদের সুপথ্য ॥ ২৪১—২৪৩

রসৌদনের গুণ—ইহা গুরু, বৃষ্য, বলকর ও বাতজ্বরনাশক।

কেবল জলসাধ্য মণ্ডাদির বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে ঔষধসাধ্য মণ্ডাদির প্রক্রিয়া বর্ণিত হইবে —চৌষট্টি পল জলে চারিপল দ্রব্য (ঔষধাদিদ্রব্য) সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই জলে মণ্ড-পেয়াদি পাক করিবে। ভেষজদ্রব্যের অত্যাধিক্য হেতু কদাচিৎ অরুচি হইতে পারে, এইজন্য বৃদ্ধবৈদ্যগণ এক আঢ়ক জলে একপল ভেষজদ্রব্য সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ জলে মণ্ড পেয়াদি পাক করিবার উপদেশ দেন। যে ভোজ্য দ্রব্যের সহিত বা যে ঔষধ দ্রব্যের সহিত মণ্ডাদিকৃত হয়, সেই ভোজ্যদ্রব্যের বা সেই ঔষধ দ্রব্যের গুণ সকল বিচার করিয়া মণ্ডাদিরও গুণ সকল নির্দ্দেশ করিবে ॥ ২৪৪—২৪৬

ঔষধসিদ্ধি-পেয়ার গুণ—দোষানুরূপ পাচন দ্রব্যের সহিত কৃত পেয়া অন্নকালে (ক্ষুধা সময়ে) পান করিলে তাহা হিতকর হয়। সেই পেয়া অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু ও জ্বরার্ত্তদিগের জ্বর নাশক। দোষানুরূপ পাচন যথা—বাতিকজ্বরে পঞ্চমূলীর পাচন,পৈত্তিকজ্বরে মুতা কট্‌কী ও ইন্দ্রযবের কৃত মধুসংযুক্ত পাচন ; কফজজ্বরে পিপ্পল্যাদিগণের পাচন ; বাতপিত্তজ্বরে লঘুপঞ্চমূলের পাচন ; পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে পিপুল ও ধনের পাচন, কফবাতজ্বরে মহৎপঞ্চমূলের পাচন এবং ত্রিদোষজ জ্বরে কণ্টকারী দুরালভা ও গোক্ষুরের পাচন প্রশস্ত। ভিষক্ বাতজাদি জ্বরে যথাক্রমে এই সকল পাচনের সহিত অন্ন(মণ্ডপেয়াদি) পাক করিয়া পথ্য প্রয়োগ করিবেন।

টীকা। লঘুপঞ্চমূল—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর।—মহৎপঞ্চমূল—বিল্ব,গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী ও শ্যোনা।

বস্তি-পার্শ্ব ও শিরোদেশে বেদনা থাকিলে গোক্ষুর ও কণ্টকারীর ক্বাথে রক্তশালির পেয়া পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিবে। তাহা জ্বরনাশক। মলবিবদ্ধ হইলে জ্বররোগী পিপুল ও আমলকীর ক্বাথে যবের সহিত পেয়া প্রস্তুত এবং তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাইবে। ইহা দোষের অনুলোমক। জ্বরে কাস শ্বাস ও হিক্কা থাকিলে বৃহৎ বা লঘুপঞ্চমূলীর ক্বাথে পেয়া পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিবে। ভেষজের সংযোগহেতু এবং লঘু বলিয়া পেয়া অগ্নির দীপক, বাতমূত্র পুরীষের এবং দোষের অনুলোমক, উষ্ণত্বহেতু পেয়া ঘর্ম্মকারক, দ্রবত্বহেতু পেয়া তৃষ্ণা নিবারক, আহারভাব হেতু (আহার স্বরূপ বলিয়া) পেয়া বলকারক, সারকত্ব গুণ থাকায় পেয়া শরীরের লঘুতা সম্পাদক, হেতুসাম্যত্ব হেতু অর্থাৎ বাতপিত্তকফের সাম্যত্ব প্রযুক্ত পেয়া জ্বরঘ্ন। অতএব অগ্রে পেয়া পান করিবে ॥ ২৪৭—২৫৫

পঞ্চমুষ্টিক যূষ—যব, কুলশুঁঠা, কুলথকলায়, মুগ ও মূলাশুঁঠ এইসকল দ্রব্য এক মুষ্টি পরিমাণে (এক পল মাত্রায়) লইয়া তাহা আটগুণজলে পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিবে। ইহাই পঞ্চমুষ্টক যূষনামে অভিহিত। এই যূষ—বাত-পিত্তকফনাশক। ইহা শূলে, গুল্মে, কাসে, শ্বাসে, ক্ষয়ে ও জ্বরে প্রশস্ত। মল ও মূত্র রুদ্ধ হইলে পিপুল, পিপুলমূল, যবানী ও চৈ এই কয়টি দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা রোগির গুহ্যমার্গে প্রণিহিত করিয়া দিবে। অথবা ঐ পিপ্পল্যাদির কষায়ে যবাগূ পাক করিয়া সেই

যবাগূ রোগীকে পান করাইবে। তাহা দ্বারা বাতাদির অনুলোম হইয়া থাকে ॥ ২৫৬—২৫৮

পেয়া ও যবাগূর নিষেধস্থল—মদাত্যয় রোগে বা যে ব্যক্তি নিত্য মদ্য পান করে, তাহার পক্ষে বা গ্রীষ্মকালে অথবা পিত্তকফোত্থিত রোগে কিংবা ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে অথবা জ্বরে যবাগূ হিতজনক নহে।

দাহ ও বমনার্দ্দিত ব্যক্তিকে, ক্ষীণব্যক্তিকে, নিরন্ন ব্যক্তিকে, ঘর্ম্মার্ত্ত ব্যক্তিকে বা মদ্যপ ব্যক্তিকে খৈএর ছাতু জলে আলোড়িত এবং তাহাতে চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া সেই লাজতর্পণ পান করাইবে। অথবা জ্বরঘ্ন ফলরসে অন্নসংযুক্ত করিয়া সেই অন্ন খাইতে দিবে। কচিৎ তাহাও জ্বরে হিতকর হইয়া থাকে ॥ ২৫৯—২৬১

সন্তর্পণের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—ধন্বন্তরি উক্তি—দ্রাক্ষা দাড়িম ও খর্জ্জূর জলে উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া সেই জলে খৈ-চূর্ণ চিনি মধু ও ঘৃত দিয়া আলোড়িত করিবে, ইহাই সন্তর্পণ নামে অভিহিত ॥ ২৬২

খৈ-এর ছাতুর গুণ—খৈ-এর ছাতু, বিশেষতঃ চিনি-মধুসংযুক্ত খৈ-এর ছাতু—বমি অতিসার তৃষ্ণা-দাহ-বিষ-মূর্চ্ছা ও জ্বরনাশ করিয়া থাকে। (ইহা গুণাধিকারে উক্ত হইয়াছে) চরকও বলিয়াছেন—জ্বরে প্রথমে খৈ-এর ছাতুর তর্পণ প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে জ্বরঘ্ন ফলরস মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিতে দিবে ॥ ২৬৩। ২৬৪

জ্বরঘ্নফল কথিত হইতেছে (যাহা চরকেরই উক্তি)—দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জূর, পিয়াল ও ফল্‌সাফল, ইহারা জ্বরঘ্ন। ইহাদের সহিত তর্পণ প্রস্তুত করিয়া সেই তর্পণ তর্পণার্হ রোগিকে পান করিতে দিবে। এই তর্পণ জ্বরনাশক।

টীকা। "পিয়াল" শব্দে পিয়ালের পক্কফল বুঝিতে হইবে। গুরুত্বহেতু তাহার মজ্জা গ্রহীতব্য নহে। "তর্পণার্হ" শব্দে—দাহার্ত্ত, বমনার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, লঙ্ঘিত ও ক্ষীণরোগী বুঝিতে হইবে।

শ্রম উপবাস ও অনিলজনিতজ্বরে রসৌদন অর্থাৎ মাংসরসসিক্ত ওদন (ভাত) নিত্য হিতজনক। কফসমুত্থিত জ্বরে, মুদ্গ যূষৌদন (মুদ্গযূষের সহিত অন্ন) ভোজন হিতকর। সেই মুদ্গযূষৌদন চিনিসংযুক্ত ও শীতল হইলে তাহা পিত্তজ্বরে হিতকর হইয়া থাকে।

যে কৃশ, যাহার দোষের বল অল্প, যাহার কফ ক্ষীণ, যে জীর্ণজ্বরান্বিত, যাহার দোষ বিবদ্ধ সুতরাং অস্পষ্ট, যে রুক্ষ, বাতপিত্তজ্বরগ্রস্ত, পিপাসার্ত্ত ও দাহার্ত্ত, সে জ্বররোগী দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন করিলে সুখী হয় অর্থাৎ তাহার উক্ত অসুখ সকল দূর হইয়া থাকে। অন্য বচন—জ্বর শান্তির জন্য গুড়সংযুক্ত ছাগদুগ্ধ পান করিবে। কিন্তু তরুণজ্বরে সেই দুগ্ধই পীত হইলে মানবকে বিনষ্ট করে। অন্য বচন—জীর্ণজ্বরে ও কফের ক্ষীণাবস্থায় দুগ্ধ অমৃতোপম, কিন্তু সেই দুগ্ধই তরুণজ্বরে পীত হইলে বিষবৎ মানবকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২৬৫—২৭০

জ্বররোগির নিয়ম—তরুণজ্বরে রোগী কদাচ দিবসে দুইবার ভোজন করিবে না, পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করিবে না, অভিষ্যন্দি-দ্রব্য ভোজন করিবে না, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন: করিবে না এবং গুরুপাক বহুল দ্রব্যও ভোজন করিবে না। প্রাজ্ঞ ভিষক্ কদাচ জ্বরকর্ষিত ব্যক্তিকে সহসা তর্পিত করিবেন না, অর্থাৎ প্রচুর ভোজনাদি করিতে দিবেন না। কারণ তাহাতে যদি, কখন জ্বর সংশমিতও হয়, তথাপি তাহার জ্বর আবার পুনরুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ২৭১। ২৭২

জ্বরমুক্তির পূর্ব্বরূপ—দাহ, ঘর্ম্ম, ভ্রম, তৃষ্ণা, কম্প, মলভেদ, সংজ্ঞাহীনতা, কূজন (কুন্থন) ও গাত্রের অতি দৌর্গন্ধ্য এইগুলি ভবিষ্যৎ জ্বরমুক্তির পূর্ব্বলক্ষণ

টীকা। যদি বল—দোষক্ষয় বিনা ব্যাধিনিবৃত্তি হয় না, ব্যাধিমুক্তিকালে অবশ্যই দোষ ক্ষীণ হয়, তবে ক্ষীণ দোষ কি প্রকারে জ্বরমুক্তির পূর্ব্বে এবংবিধ উৎকট লক্ষণ সকল প্রকাশ করে? উত্তর কোন কোন ভাব ক্ষীণ হইয়াও স্বশক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। যেমন—নির্ব্বাণাবস্থায় দীপ বিশেষ উজ্জ্বলিত হয়। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—"জ্বরমুক্তিকালে দোষ ধাতুসকলকে আন্দোলিত করিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই জন্যই তৎকালে রোগী ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, কুন্থন করে, বমি করে, ঘামে ও চেষ্টারহিত হয়"।

ত্রিদোষজজ্বরে, অন্তর্ব্বেগজ্বরে ও ধাতুগতজ্বরেই উক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, অন্য জ্বরের মুক্তির পূর্ব্বে কেবল ঘর্ম্মমাত্র হইয়া থাকে ॥ ২৭৩।২৭৪

জ্বরমুক্তব্যক্তির লক্ষণ—দেহের লঘুতা, ক্লম, মোহ ও তাপের অপগম, মুখের পাক (শুষ্কতা), ইন্দ্রিয়ের সৌষ্ঠব, ব্যথারাহিত্য, ঘর্ম্মোদ্গম, ক্ষবথু (হাঁচী), মনের প্রকৃতিস্থতা, অন্নে অভিলাষ এবং

মস্তকে কণ্ডূ, জ্বরমুক্ত ব্যক্তির এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতও বলিয়াছেন—"ঘর্ম্মোৎপত্তি, দেহের লঘুতা, মস্তকে কণ্ডূ, মুখের পাক, ক্ষবথু (হাঁচী) ও অন্নলিপ্সা এইগুলি জ্বরমুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ" ॥ ২৭৫।২৭৬

জ্বরমুক্তব্যক্তির নিয়ম—জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যত দিন না সবল হয়, ততদিন ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও অধিক গমনাগমন করিবে না। অন্যবচন—"জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত না বলবান্ হয়, সে পর্য্যন্ত ব্যায়াম, মৈথুন, প্রবলবায়ু ও শীতল জল সেবন করিবে না"। জ্বরমুক্ত হইবার পরই স্নান করিলে পুনর্ব্বার জ্বর প্রত্যাগত হইতে পারে। অতএব যে পর্য্যন্ত না শরীরে বলাধান হয়, সে পর্য্যন্ত স্নানকে বিষবৎ ত্যাগ করিবে। যতদিন না বল বর্ণ অগ্নি ও দেহ স্বাভাবিক হয়, জ্বরমুক্ত হইয়াও ততদিন বর্জ্জনীয় বিষয় সকল বর্জ্জন করিবে ॥ ২৭৭—২৮০

বাতজ্বরাধিকার।

বাতজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানকে আশ্রয় করত তত্রত্য আম রসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। (অগ্নি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই রোগী উষ্ণগাত্র হইয়া থাকে)।

টীকা—বাতজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বলা হইতেছে। বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্ত্তী কারণ—অবৈধ আহার বিহারাদি; সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী কারণ—বাত পিত্ত ও কফ। বাতিক জ্বরের পূর্ব্বরূপ অগ্রেই উক্ত হইয়াছে, যথা—ভাবি বাতজ্বরে অত্যর্থ জৃম্ভা হয় এবং সেই জৃম্ভার পূর্ব্বে শ্রমাদি সামান্য পূর্ব্বরূপ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১

বাতজ্বরের লক্ষণ—কম্প, বিষমবেগ, কণ্ঠ-ওষ্ঠ ও মুখের শোষণ, অনিদ্রা, ক্ষবস্তম্ভ (হাঁচী না হওয়া), গাত্রের রুক্ষতা, মস্তকে হৃদয়ে ও গাত্রে বেদনা, মুখের বিরসতা, মলের বদ্ধতা (কাঠিন্য), উদরে শূলবৎ বেদনা ও আধ্মান এবং জৃম্ভা এই সকল লক্ষণ বাতিক জ্বরে উপস্থিত হয়।

টীকা—"বিষমবেগ"—শরীরোষ্ণতাদিরূপ জ্বরবেগ বিষম হয় অর্থাৎ দেহে ঔষ্ণ্যাদির বিষমতা এবং জ্বরাগমন কালের ও জ্বরবৃদ্ধি সময়ের বিষমতা হইয়া থাকে। "ক্ষবস্তম্ভ"—হাঁচীর অভাব। বাতজ্বরে যে হাঁচী হয় না, তাহা বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন; তদ্‌যথা—বাতজ্বরে রোমহর্ষ অঙ্গহর্ষ ও দন্তহর্ষ এবং হাঁচীর রোধ" ইত্যাদি। চরকও বলিয়াছেন—"ক্ষবথু ও উদ্গারের রোধ অর্থাৎ বাতজ্বরে হাঁচী ও উদ্‌গার হয় না" ইত্যাদি। "মস্তকে হৃদয়ে ও গাত্রে বেদনা"—এস্থলে গাত্রে বেদনা বলিলেই চলিত, কারণ গাত্র শব্দে মস্তক-হৃদয়াদি তাবৎ অঙ্গকেই বুঝাইয়া থাকে, তবে এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, বাতজ্বরে সর্ব্বাঙ্গেই বেদনা হয়, অপিচ, মস্তকে হৃদয়ে বিশেষরূপ বেদনা হইয়া থাকে। বাত জ্বরে এই লক্ষণগুলি প্রায়ই উৎপন্ন হয় বলিয়া সুশ্রুত কর্ত্তৃক এইগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূলে "চ" শব্দের প্রয়োগ থাকায়, এই সমস্ত লক্ষণ ভিন্ন চরকোক্ত অন্যান্য লক্ষণও বুঝিতে হইবে। সেই সকল লক্ষণ শ্লোক দ্বারা ইহার পরই প্রদর্শিত হইয়াছে—

চরকে বাতজ্বরের এই সকল লক্ষণ পঠিত হইয়াছে, যথা—বিবিধ বাতবেদনা, অনিদ্রা, পিণ্ডিকার উদ্বেষ্টন (পায়ের ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা তাড়নবদ বেদনা), কর্ণে শব্দোৎপত্তি, মুখের কষায়রসতা, গাত্রের অবসাদ, হনুস্তম্ভ (চোয়াল বন্ধ), সন্ধি ও জানুর শিথিলতা, শুষ্ক কাস, বমি, রোমহর্ষ (রোমাঞ্চ), দন্তহর্ষ (দাঁত শিড়িশিড়ি করণ অর্থাৎ অম্ল ভক্ষণ দ্বারা দন্তের যেরূপ ভাব উপস্থিত হয়), শ্রম, ভ্রম, মূত্রনেত্রাদির অরুণ বর্ণতা, তৃষ্ণা, প্রলাপ ও গাত্রের উষ্ণতা, বাতজ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ২—৫

বাতজ্বর-চিকিৎসা—বাতজ্বরিত ব্যক্তিকে ছয় দিন অতীত হইলে অর্থাৎ সপ্তম দিবসে লঘু অন্ন ভোজন করিতে দিবে। তৎপরে অর্থাৎ অষ্টম দিবসে অবস্থা বুঝিয়া পাচন কষায় বা শমনীয় কষায় পান করাইবে।

টীকা।—"আমাশয়স্থ সাম দোষ (অপক্ক দোষ) রসমার্গকে আবৃত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই জন্যই জ্বরে লঙ্ঘন (উপবাস) দেওয়া অতি আবশ্যক" এই বচন হেতু সাধারণতঃ জ্বররোগির আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘনাভিধান থাকায় বাতজ্বরির লঙ্ঘন বিধানে যে বিশেষ আছে, তাহাই চরক বলিয়াছেন—"জ্বরিত ব্যক্তিকে (বাতজ্বরাক্রান্ত রোগিকে) ছয় দিন অতীত হইলে অর্থাৎ সপ্তম দিনে লঘু-অন্ন ভোজন করিতে দিবে" ইত্যাদি।

লঙ্ঘন বিষয়ে সুশ্রুতও বলিয়াছেন—বাতিক জ্বরে সপ্তরাত্র ব্যতীত হইলে, পৈত্তিক জ্বরে দশরাত্র ব্যতীত হইলে এবং শ্লৈষ্মিকজ্বরে দ্বাদশরাত্র ব্যতীত হইলে ভেষজ (মুখ্য কষায়) প্রয়োগ করিবে।

লঙ্ঘন বিষয়ে যে সহিষ্ণুতা, তাহা দোষেরই শক্তি অর্থাৎ দোষের বলেই লোকে লঙ্ঘন করিতে (উপবাস দিতে) সমর্থ হয়। দোষের ক্ষয় হইলে কেহই অধিক লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না।

টীকা।—যদি বল—"অন্নই প্রাণিগণের প্রাণ এই শ্রুতি (বেদ বাক্য), সেই অন্ন বিনা প্রাণিগণ কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবে? সেই জন্যই বলা হইয়াছে যে, "লঙ্ঘন বিষয়ে যে সহিষ্ণুতা, তাহা দোষেরই শক্তি" ইত্যাদি।

কফ ও পিত্ত দ্রবধাতু, ইহারা অধিক লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বায়ু আমক্ষয়ের পর ক্ষণকাল মাত্রও লঙ্ঘন সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। (এবিষয় পূর্ব্বে বিশেষরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে) ॥ ৬—৯

দশমূলাদি ক্বাথ—বিল্ব, গাম্ভারী, পারুল, শোনা, পাঠা, গণিয়ারি, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে, শালপানি, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুতা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বালা, দ্রাক্ষা, দুরালভা ও শুল্‌ফা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ্বর ও তদুপদ্রব সকল বিনষ্ট হয়। ইহা সর্ব্বযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ বলিয়া জানিবে ॥ ১০—১২

বৃহৎ পঞ্চমূলী কষায়—ত্রিশতী (গাম্ভারী), গণিয়ারি, বিল্ব, শ্যোনা ও পারুল, ইহাদের মূলের ছালের ক্বাথ পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হয়।

টীকা।—সুশ্রুতও বলিয়াছেন—বাতিক জ্বরে পঞ্চমূলী কষায় পান করাইবে। পঞ্চমূলী শব্দে এস্থলে বৃহৎ পঞ্চমূল বুঝিতে হইবে ॥ ১৩

কিরাতাদি ক্বাথ—চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে ও বিল্ব (পাঠান্তর শুঁঠ) ইহাদের ক্বাথ বাতজ্বর নাশক। গুলঞ্চ, পিপুলমূল ও শুঁঠ, ইহাদের পাচন অথবা ইন্দ্রযবের পাচন বাতজ্বরের সপ্তম দিবসে পান করিতে দিবে ॥ ১৪—১৫

শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ—শুঁঠ, গুলঞ্চ, পিপুলমূল, ইহাদের পাচন বাতজ্বর নাশক। ধনে, দেবদারু, কণ্টকারী ও শুঁঠ ইহাদের পাচনও বাতজ্বরে মনোরম ॥১৬

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ—বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূল (বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি) এবং বেড়েলা, রাস্না, কুলত্থ কলাই ও পুষ্কর (অভাবে কুড়) ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ্বর এবং শিরঃকম্প ও পর্ব্বভেদ (পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবদ্ বেদনা) প্রশমিত হয় ॥ ১৭

কণাদি ক্বাথ—কণা (পিপুল), রসুন, গুলঞ্চ, আতইচ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরতা ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ্বর, কফজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠাবরোধ, হৃদয়াবরোধ. রোমাঞ্চ, স্বেদ, শৈত্য ও মোহ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮—১৯

কল্পতরুরস—শোধিত পারদ গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক দুই দুই তোলা, বিশোধিত মনঃশিলা দুই তোলা, সোহাগার খৈ দুই তোলা, শুঁঠ চারিতোলা, পিপুল চারি তোলা, মরিচ কুড়ি তোলা। বিষ হইতে মরিচ পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলিকে শিলায় বিচূর্ণিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। সেই চূর্ণ এবং পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া খলে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। ইহা কল্পতরু নামে অভিহিত। ইহার কল্পতরু নামটি অন্বর্থ অর্থাৎ কল্পতরুর যেমন গুণ, এই শ্রেষ্ঠ রসেরও তেমনি গুণ। কল্পতরুর সেবন মাত্রা এক কুঁচ। আদার রসের সহিত ইহা ভক্ষিত হইলে বাতশ্লেষ্মসম্ভূত জ্বর বিনষ্ট করে। ইহা সেবনে শ্বাস, কাস, মুখ প্রসেক, শৈত্য, অগ্নিমান্দ্য ও বিসূচী নাশ হয়। ইহার নস্য লইলে কফবাতজ শিরঃপীড়া, প্রবল মোহ (মূর্চ্ছা), প্রলাপ ও ক্ষবথুগ্রহ (হাঁচী বিবদ্ধতা) দূর হইয়া থাকে। বাতজ্বরে সাধারণ জ্বর চিকিৎসোক্ত মহাজ্বরাঙ্কুশও প্রদেয় ॥ ২০—২৪

ত্রিপুর-ভৈরব রস—বিষ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ এবং মারিত তাম্র ৫ ভাগ ও হিঙ্গুল ৬ ভাগ, এই সকল দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ-রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম ত্রিপুর ভৈরব রস। ইহা জ্বরকে উদ্দলিত করিয়া থাকে ॥ ২৫

জঙ্ঘা-পার্শ্ব ও অস্থি শূলান্বিত বাতশ্লেষ্মজ্বরে এবং পীনস-শ্বাস ও বাধির্য্য রোগে স্বেদবিধানবিদ্ ভিষক্ যথাবৎ স্বেদ প্রয়োগ করিবেন। স্বেদ স্রোতঃ সকলকে কোমল করিয়া, অগ্নিকে স্বস্থানে আনিয়া এবং বায়ু ও কফের স্তব্ধতাকে দূর করিয়া জ্বরকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২৬। ২৭

বালুকাস্বেদ—বালুকা খোলায় ভাজিয়া বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবন্ধন পূর্ব্বক কাঁজীতে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত পীড়া,

মস্তকশূল ও অঙ্গভঙ্গাদি (গাত্রকুট্টনাদি) নিবারিত হয়। কম্পে, শিরোব্যথায়, হৃদয়ব্যথায় ও গাত্রব্যথায়, জৃম্ভায়, পাদসুপ্ততায়, পিণ্ডিকার উদ্বেষ্টনে (পায়ের ডিমের মোচড়ানবদ্ ব্যথায়), অঙ্গের অবসাদে, হনুস্তম্ভে ও লোমহর্ষে স্বেদ প্রশস্ত॥২৮।২৯

কবল—টাবালেবুর কেশরোদ্ধৃত-রসে সৈন্ধবলবণ ও মরিচচূর্ণ মিলিত করিয়া মুখে তাহার কবল ধারণ করিলে বাতশ্লেষ্মজ মুখরোগ, মুখশোষ, মুখের জড়তা ও অরুচি বিনষ্ট হয়। কণ্ঠ-ওষ্ঠ ও মুখশোষে এই কবল করণীয়। অন্যবচন—শর্করা ও দাড়িমের কল্ক, তথা দ্রাক্ষা ও দাড়িমের কল্ক মুখে ধারণ করিলে মুখের শোষ ও বিরসতা বিনষ্ট হয়। দ্রাক্ষা ও আমলকীর কল্ক ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া প্রতিসারণ করিবে (অঙ্গুলি দ্বারা জিহ্বাদিতে সেই কল্ক ঘর্ষণ করিবে)। ইহাদ্বারা তালু ও গলাভ্যন্তরজাত রোগ ও শোষ প্রশমিত হয়, মুখ সুরস হয় এবং ভোজনে রুচি জন্মে॥ ৩০—৩৩

নিদ্রানাশের নিদান—নাবন (নস্য), লঙ্ঘন (উপবাস), চিন্তা, ব্যায়াম, শোক, ভয় ও ক্রোধ এই সকল কারণ উপস্থিত হইলে এবং শ্লেষ্মার অতি ক্ষয় হইলে নিদ্রার নাশ হইয়া থাকে॥ ৩৪

নিদ্রানাশের চিকিৎসা—সিদ্ধি ভাজিয়া এবং তাহা চূর্ণ করিয়া রাত্রিকালে মধুর সহিত খাইবে। তাহাতে নিদ্রানাশ দূর হইবে। অতিসারে গ্রহণীরোগে ও অগ্নিমান্দ্যেও ইহা হিতকর। পিপুলমূলের চূর্ণ গুড়ে আলোড়িত করিয়া তাহা লেহন করিলে চিরকালের বিনষ্ট-নিদ্রা পুনরাগত হয়। কাকজঙ্ঘার মূল অথবা কাকমাচীর মূল মস্তকে বান্ধিয়া রাখিলে, কিংবা কাকমাচীর ত্বক্ ও মূল সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয়! কাকমাচীর মূল সূত্রে বান্ধিয়া নিয়ত মস্তকে ধারণ করিলে নষ্টনিদ্র ব্যক্তি শীঘ্রই নিদ্রা প্রাপ্ত হয়, ইহা সিদ্ধ ঔষধ। নষ্টনিদ্র ব্যক্তি দুগ্ধ, মদ্য, মাংসরস ও দধি সতত খাইবে এবং অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, মূর্দ্ধতর্পণ, কর্ণতর্পণ ও নেত্রতর্পণ.করিবে। মনোরমা স্ত্রীর বাহুলতা দ্বারা আলিঙ্গন, নির্বৃতি (কার্য্যসিদ্ধি-নিশ্চিন্ততা), কৃতকৃত্যতা এবং মনের অনুকূলবিষয় সকল যথাভিলাষ নিদ্রাসুখ প্রদান করে। মাংসরসে শাকে, সূপে, ঘৃতে, যূষে ও দুগ্ধে পলাণ্ডু উপযোজিত করিয়া খাইলে আশু নিদ্রা উপস্থিত হয়। ইক্ষুবিকার (গুড়াদি), পুঁইশাক, মাষকলাই, সুরা, মাংসরস, দুগ্ধ, গোধূম, তিল ও মৎস্য এই সকল দ্রব্য মানবের নিদ্রাজনক॥ ৩৫—৪২

দারুষট্ক লেপ—(শূলাধ্মানে)—দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্ফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ এই ছয়টিদ্রব্য গোঁড়া লেবুর রসে পেষিত এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া সুখোষ্ণাবস্থায় উদরে প্রলেপ দিলে উদরের বেদনা ও আধ্মান প্রশমিত হয়॥ ৪৩

কর্ণস্বনে তৈল—পিপুল, হিঙ্গু, বচ ও লশুনের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া তাহা তপ্ত কর্ণে দিলে কর্ণের ধ্বনি ও ব্যথা প্রশমিত হয়।

শুষ্ককাসে যোগ—পিপুল, সুগন্ধি বচ ও যমানী পানের সহিত মুখে ধারণ করিলে শুষ্ককাস নিবারিত হয়॥ ৪৪। ৪৫

অন্নপ্রদান ব্যবস্থা—পরিশ্রম-উপবাস ও বায়ুজনিত জ্বরে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন হিতকর। বাতজ্বরে মলবন্ধ থাকিলে দ্রাক্ষা ও আমলকীর সহিত মুগের যূষপাক করিয়া তাহা খাইতে দিবে। বস্তিদেশে পার্শ্বদেশে ও মস্তকে বেদনা থাকিলে রক্তশালিতণ্ডুলের পেয়া পাক করিয়া খাওয়াইবে, অথবা গোক্ষুর ও কণ্টকারীর ক্বাথে পেয়া পাক করিয়া সেই জ্বরহরী পেয়া খাইতে দিবে। জ্বরে কাস শ্বাস ও হিক্কা থাকিলে পঞ্চমূলীর কষায়ে পেয়া পাক করিয়া তাহা পান করাইবে॥ ৪৬। ৪৭

ইতি বাতজ্বরাধিকার।

পিত্তজ্বরাধিকার।

পিত্তজনক আহার বিহার দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করত তত্রত্য আমরসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। পিত্তজ্বরের সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট কারণ কথনপূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে। যথা—পিত্তজনক আহার বিহার দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া ইত্যাদি, যদি বল—পিত্ত পঙ্গুপদার্থ (স্বয়ং অচল বস্তু), সেই পঙ্গু-পিত্ত কি প্রকারে কোষ্ঠে গমন করিয়া কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয়? উত্তর—শাস্ত্রে উক্ত আছে—পিত্ত পঙ্গু, কফ পঙ্গু, মল ধাতু সকলও পঙ্গু, ইহারা বায়ু কর্তৃক যেখানে নীত হয়, সেইখানেই নিজ ক্রিয়া প্রদর্শন করে, যেমন মেঘ বায়ুকর্তৃক পরিচালিত হইয়া স্থানে স্থানে

বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জানিবে অর্থাৎ বায়ু সহায়ে পিত্ত কোষ্ঠে গমন করিয়া তত্রত্য অগ্নিকে বহির্নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়। যদি বল—পিত্তজনক আহার বিহারে পিত্তই কুপিত হয়, বায়ু কুপিত হয় না, তবে অকুপিত বায়ু, কুপিত পিত্তের কেন সাহায্য করিবে? এই জন্যই বলা হইতেছে যে, শাস্ত্রে উক্ত আছে—কোন দ্রব্য এক রস নহে, অর্থাৎ দ্রব্য মাত্রেই মধুরাদি অনেক রস থাকে, তবে যে রসের আধিক্য থাকে, সেই রসই উল্লেখ যোগ্য হয়। আবার কোন রোগও এক দোষজ নহে। রোগারম্ভক এক দোষ কুপিত হইয়া তাহা অন্য দোষ সকলকেও কুপিত করিয়া থাকে। অতএব জ্বরোৎপাদক কুপিত পিত্ত বায়ু প্রভৃতিকেও কুপিত করে, সেই জন্য বায়ু পিত্তের সাহায্য করিয়া থাকে ইতি। পিত্তজ জ্বরের পূর্ব্বরূপ উক্ত হইয়াছে,—যথা ভাবি-পিত্তজ্বরে নয়নদ্বয়ের দাহ হয় এবং সেই দাহের পূর্ব্বেই শ্রমাদি সামান্য পূর্ব্বরূপ সকলও প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৪৮।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ—তীক্ষ্ণবেগ, অতিসার, নিদ্রাল্পতা, বমি, কণ্ঠ-ওষ্ঠ-মুখ ও নাকের পাক ঐ সকল স্থানে ক্ষত), ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখতিক্ততা, মূর্চ্ছা, দাহ, মদ, তৃষ্ণা এবং মল-মূত্র-নেত্রের পীতবর্ণতা ও ভ্রম পিত্তজ্বরে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৮।

টীকা। "অতিসার"—পিত্ত সারকপদার্থ বলিয়া পিত্তজ্বরে দ্রবের সহিত মলনির্গম হয়, বস্তুতঃ তাহা অতিসার নহে, পিত্তজ্বরের উপদ্রব মাত্র। "বামক" পিত্ত যখন কফস্থানে গমন করে, তখনই বমি হয় জানিবে। "প্রলাপ"—অনর্থক বাক্য। "মূর্চ্ছা—রূপাদির জ্ঞানাভাব "মদ" পূগ (সুপারি)-কোদ্রব (কোদ্ধান্য) ও ধুতূরা ভক্ষণ জনিত মত্তভাবং। "ভ্রম"—চক্রারূঢ়ের ন্যায় জ্ঞান অর্থাৎ জগদ্ ঘূর্ণন বা গাত্রঘূর্ণন। মূলে "চ" শব্দের প্রয়োগে রক্তবর্ণ কোঠাদিও বুঝিবে ॥ ৪৯ ॥ ৫০।

পিত্তজ্বরের চিকিৎসা—(সুশ্রুতোক্ত)—পৈত্তিক জ্বরে লঙ্ঘন দ্বারা দশরাত্র ব্যতীত হইলে রোগিকে ভেষজ (মুখ্যকষায়) সেবন করাইবে।

টীকা। "আমাশয়স্থ আমদোষ (অপক্কদোষ) রসমার্গকে আবৃত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, এই জন্যই জ্বরে লঙ্ঘন (উপবাস) দেওয়া অতি আবশ্যক" এই শাস্ত্রীয় বচন হেতু সাধারণতঃ জ্বররোগির আরোগ্যদর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘনাভিধান থাকায়, পিত্তজ্বরির লঙ্ঘন বিধানে যে বিশেষ আছে, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে—"পৈত্তিকজ্বরে দশরাত্র ব্যতীত হইলে" ইত্যাদি ॥ ৫১

তিক্তাদি ক্বাথ—তিক্তা (কট্‌কী), মুতা, যব, আকনাদি ও কট্‌ফল ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত পৈত্তিক জ্বরে পান করিতে দিবে। ইহা পৈত্তিক জ্বরের পাচন ॥ ৫২

পর্পটাদি ক্বাথ—ক্ষেত্‌পাপড়া, বাসক, কট্‌কী, চিরতা, দুরালভা ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ্বর এবং তদুপদ্রব—পিপাসা, দাহ, পিত্ত ও রক্তদুষ্ট নিবারিত হয় ॥ ৫৩। ৫৪

দ্রাক্ষাদিক্বাথ—দ্রাক্ষা, হরীতকী, মুতা, কট্‌কী, সোন্দাল ও ক্ষেত্‌পাপড়া ইহাদের ক্বাথ পিত্তজ্বর নাশক। ইহা দ্বারা মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দ্দাহ, মূর্চ্ছা ও ভ্রম বিনষ্ট হয়, পিপাসা ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ইহা ভেদক ॥ ৫৫। ৫৬

পটোলাদিক্বাথ—পল্‌তা, যব, ধনে ও মৌলফল ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া খাইলে পিত্তজ্বর, দাহ ও অতি প্রবল তৃষ্ণা নিবারিত হয় ॥ ৫৭

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ ও আমলকী সংযুক্ত ক্ষেতপাপড়ার অথবা কেবল ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ্বর এবং তদুপদ্রব দাহ শোষ ও ভ্রম শীঘ্র প্রশমিত হয়। এক ক্ষেতপাপড়াই পিত্তজ্বর নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ, তাহার সহিত যদি আবার রক্তচন্দন, বেণার মূল ও বলা সংযুক্ত করিয়া ক্বাথ করা যায়, তাহা হইলে যে পিত্তজ্বরে কত উপকার পাওয়া যায়, তাহা আর কি বলিব ॥ ৫৮। ৫৯

হ্রীবেরাদিক্বাথ—হ্রীবের (বলা), রক্তচন্দন, বেণামূল, মুতা ও ক্ষেত্‌পাপড়া ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে পান করিতে দিলে পিপাসা বমি জ্বর ও দাহ বিনষ্ট হয় ॥ ৬০

ভূনিম্বাদি ক্বাথ—ভূনিম্ব (চিরতা), আতইচ, লোধকাষ্ঠ, মুতা, ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ, বালা, ধনে ও বেলছাল ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে মলভেদ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত জ্বর নিবারিত হয় ॥ ৬১

মহাদ্রাক্ষাদি ক্বাথ—দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণার মূল, লোধকাষ্ঠ, ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপড়া, ফল্‌সা, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পল্‌তা, চিরতা ও ধনে ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পিত্তসম্ভূত জ্বর

এবং তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লম, মূর্চ্ছা, বমি, শূল, মুখশোষ, অরুচি, কাস, শ্বাস ও হৃল্লাস (বমনবেগ) নিশ্চয় প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬২–৬৫

ধান্যাক ক্বাথ—ধনের ক্বাথ একরাত্রি পর্য্যুষিত (বাসি) করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে তাহা চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে অন্তর্দ্দাহ পৈত্তিকজ্বর অচিরে প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের শীতকষায় প্রাতঃকালে চিনি সংযুক্ত করিয়া খাইলে পৈত্তিক জ্বর বিনষ্ট হয়। সেইরূপ বাসকের শীতকষায়ও পান করিলে কাস, রক্তপিত্ত ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৬। ৬৭

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ—গুলঞ্চ, চিরতা, বালা, বেণার মূল, লঘুমুস্তক (ক্ষুদ্র মুস্তক, কোন মতে লঘু অগুরু এবং মুস্তক-মুতা), তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বাসক ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের ক্বাথ মধু সংযুক্ত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে পিত্তজ্বর এবং তদুপদ্রব শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

পলাশের, কুলের বা নিমের কচি পল্লব কাঁজীতে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দাহ সংযুক্ত পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

রোগিকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া তাহার নাভির উপর তাম্র-কাংস্যাদির গভীর পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে বহুল শীতল জলধারা পাতিত করিলে শীঘ্র দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়।

তিল তৈলের সহিত বা ঘৃতের সহিত অথবা মধুর সহিত হরীতকী কল্ক লেহন করিলে দাহজ্বর এবং কাস, রক্তপিত্ত, বীসর্প, শ্বাস ও বমি নিবারিত হইয়া থাকে।

কাঞ্জিকসিক্ত বস্ত্রদ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিলে দাহ নাশ হয়। অথবা গব্যতক্রে বস্ত্র সিদ্ধ করণানন্তর তাহা শীতলীকৃত করিয়া সেই বস্ত্র দ্বারাও গাত্র আবৃত করিলে দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৮—৭৩

কবল—দ্রাক্ষা ও আমলকীর কল্ক দ্বারা কিংবা পক্ব দাড়িমবীজ দ্বারা, অথবা ধনের কল্ক দ্বারা কবল করিলে পিত্তজ্বরে উপকার পাওয়া যায় ॥ ৭৪

তর্পণ—দাহার্ত্ত, কম্পান্বিত, ক্ষীণ, নিরন্ন ও তৃষ্ণার্ত্ত জ্বররোগিকে খৈএর ছাতুর তর্পণ চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। (সন্তর্পণের স্বরূপ সাধারণ জ্বর চিকিৎসায় উক্ত হইয়াছে)। পৈত্তিকজ্বরে রোগিকে মুদ্গযূষ সহ অন্ন চিনি সংযুক্ত করিয়া পথ্য দিবে। শুভ্রমেঘসংকাশ শশাঙ্ককরশীতল মলয়োদকসংসিক্ত প্রাসাদে পিত্তজ্বরী শয়ন করিবে। হারাবলীচন্দনে সুশীতল সুগন্ধপুষ্পাম্বরে ভূষিতনিতম্বিনী কামিনীগণের পীনপয়োধরের আলিঙ্গন আশু দাহ নাশ করে। যখন বুঝিবে সেই কামিনীগণের সংস্পর্শে রোগির আহ্লাদ জন্মিয়াছে অর্থাৎ মৈথুনস্পৃহা উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেই সকল কামিনীকে তাহার নিকট হইতে অপহৃত করিবে। অপসারণানন্তর তাহাকে হিতকর অন্ন ভোজন করাইবে। তাহার পক্ষে মৈথুন বিধেয় নহে। প্রফুল্লকমলশোভিতবাপী (দীর্ঘিকা), মনোহর জলযন্ত্র গৃহ (ফোয়ারা বিশিষ্ট গৃহ) এবং চন্দনদিগ্ধাঙ্গী কামিনী ইহারা দাহদৈন্য নাশক ॥ ৭৫—৭৯

ইতি পিত্তজ্বরাধিকার।

শ্লেষ্মজ্বরাধিকার।

শ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করত তত্রত্য আমরসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। শ্লেষ্মজ্বরের সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট নিদানকথন পূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে। "যথা শ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া" ইত্যাদি। শ্লেষ্মা পঙ্গু হইয়াও যে কি প্রকারে কোষ্ঠে গমন করিয়া তত্রত্য অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করে, তাহার সিদ্ধান্ত পিত্তের সিদ্ধান্তের ন্যায়ই জানিবে। শ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বরূপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যথা ভাবিশ্লেষ্মজ্বরে অন্নে অরুচি হয় এবং পূর্ব্বেই শ্রমাদি সামান্য পূর্ব্বরূপ সকলও প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৮০

শ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ—স্তৈমিত্য, স্তিমিত বেগ, আলস্য, মুখের মধুরতা, মল-মূত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা, স্তম্ভ, তৃপ্তি, গৌরব, শীত, উৎক্লেদ, রোমাঞ্চ, অতি নিদ্রতা, প্রতিশ্যায়, অরুচি ও কাস এই সকল লক্ষণ শ্লেষ্ম জ্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

টীকা। "স্তৈমিত্য"—আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা শরীরের অবগুণ্ঠিতত্ববৎ প্রতীতি। "স্তিমিত বেগ" জ্বরের মন্দবেগ। "আলস্য" সামর্থ্য থাকিতেও কর্ম্মে অনুৎসাহ। "স্তম্ভ"—অঙ্গের অনম্রতা। "তৃপ্তি"—ভোজন সামর্থ্য থাকিলেও অন্নে অনভিলাষ। "গৌরব" গাত্রের গুরুতা। "শীত" গাত্রে শীতলাগা। "উৎক্লেদ" বমনোপস্থিতি। "অতিনিদ্রতা"

নিদ্রাধিক্য। "প্রতিশ্যায়" নাসারোগ বিশেষ অর্থাৎ মুখনাসা হইতে জলস্রাব। "অরুচি" ভোজনে অনিচ্ছা। মূলে "চ" শব্দের প্রয়োগ থাকায় শীত-পীড়কা, মুখপ্রসেক, বমি, তন্দ্রা, হৃদয়োপলেপ (কফদ্বারা হৃদয়ের লিপ্তত্ব), উষ্ণাভিলাষ ও অগ্নি-মান্দ্য এই লক্ষণ গুলিও কফজ্বরে উপস্থিত হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যেহেতু উক্ত আছে কফজ্বরে মুখপ্রসেক, শীত পিড়কা, বমি, তন্দ্রা, উষ্ণকামিতা, কফদ্বারা হৃদয়ের লিপ্তত্ব ও অগ্নির মন্দতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৮১।৮২

কফজ্বরের চিকিৎসা—(সুশ্রুতোক্ত) কফ-জ্বরে লঙ্ঘন দ্বারা দ্বাদশরাত্র অতিক্রান্ত হইলে রোগিকে ভেষজ (মুখ্যকষায়) সেবন করাইবে। কফজ্বরে পিপ্পল্যাদিগণের কষায় রসের পরি পাচক ॥ ৮৩

পিপ্পল্যাদি ক্বাথ—পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, চিতা, চৈ, রেণুক, এলাইচ, যমানী, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ,বামুনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, মহানিম্ব (ঘোড়ানিম), বচ, মূর্ব্বা, আতইচ, কট্‌কী ও বিড়ঙ্গ এই পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ কফমারুত নাশক, গুল্মশূল-জ্বর-দাহ, অগ্নিদীপক ও আম পাচক ॥ ৮৪—৮৬

পিপ্পল্যবলেহ—পিপুলের কল্ক মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে কাস-শ্বাস-জ্বর-প্লীহা ও হিক্কা নিবারিত হয়। ইহা বালকগণের বিশেষ হিতকারী ঔষধ ॥ ৮৭

চতুভদ্রিকাবলেহ—পিপুল ও ত্রিফলা এই চারিটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া তাহার কল্ক মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিতে দিলে জ্বররোগী কাস-রোগী ও শ্বাসরোগী আরোগ্য লাভ করে ॥ ৮৮।

চতুর্ভদ্রিকাবলেহ (দ্বিতীয়)—কট্‌ফল, পৌষ্কর (অভাবে কুড়), কাঁকৃড়াশৃঙ্গী ও পিপুল এই চারিটি দ্রব্যের কল্ক মধুসহ লেহন করিলে কাস শ্বাস-জ্বর ও কফ বিনষ্ট হয় ॥ ৮৯

অষ্টাঙ্গাবলেহ—কট্‌ফল, পৌষ্কর, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) এই আটটি দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহা মধুর সহিত বা আদার রসের সহিত লেহন করিলে কফজ্বর, কাস, শ্বাস, অরুচি, বমি, হিক্কা, শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রশমিত হয় ॥ ৯০।৯১

নিগুণ্ডীক্বাথ—কফজ্বরে জঙ্ঘাদ্বয়ের বল ক্ষীণ ও কর্ণ পিহিত হইলে (কর্ণে তালা ধরিলে) নিসিন্দা পত্রের ক্বাথে অধিক মাত্রায় পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে ॥ ৯২

যমান্যাদিক্বাথ—যমানী, পিপুল, বাসক ও খাখস বল্কল (পোস্তঢেঁরীর ছাল) ইহাদের ক্বাথ কাসে শ্বাসে ও কফজ্বরে প্রয়োগ করিবে ॥ ৯৩

বাসাদিক্বাথ—বাসক, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে জ্বর-কাস বিনষ্ট হয়।

মরিচাদি ক্বাথ—মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতা, কট্‌ফল, কুড়, সুগন্ধিবচ, হরীতকী, কণ্টকারী মূল, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, যমানী ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কফসম্ভূতজ্বর এবং তদুপদ্রব বিনষ্ট হয়।

কফ বাত ব্যাধি হরণে সমর্থ বলিয়া বাতাধিকা-রোক্ত কল্পতরুরস শ্লেষ্মজ্বরে প্রয়োগ করিবে ॥ ৯৪।৯৫

কবল—সৈন্ধবলবণ ত্রিকটু ও রাই, আদার রসের সহিত ইহাদের কবল করিলে কফে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অন্ন—কফ সমুত্থিত জ্বরে মুগের যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে ॥ ৯৬

ইতি শ্লেষ্মজ্বরাধিকার।

বাতপিত্তজ্বরাধিকার।

বাতপিত্তকর আহার বিহার দ্বারা বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে এবং তত্রত্য আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বহি-র্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। বাতপিত্তজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা —বাতপিত্তজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া ইত্যাদি ॥ ৯৭

বাতপিত্তজ্বরের পূর্ব্বরূপ—ভাবি বাত-জ্বরের ও ভাবি-পিত্তজ্বরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে পূর্ব্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই মিলিত হইয়া বাতপিত্তজ্বর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৯৮

বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, নিদ্রানাশ, শিরোবেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, তমঃ (অন্ধকার দর্শন),

পর্ব্বভেদ (পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবদ্ বেদনা অর্থাৎ সন্ধি ব্যথা) ও জৃম্ভা এইগুলি বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ ॥৯৯

বাতপিত্তজ্বরের চিকিৎসা—বাতপিত্তজ্বরে চারিদিন লঙ্ঘন দিয়া পঞ্চম দিবসে ঔষধ (মুখ্য-কষায়) পান করিতে দিবে।

কিরাতাদিক্বাথ—চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী ইহাদের ক্বাথ গুড়সংযুক্ত করিয়া বাতপিত্ত জ্বরে পান করিবে ॥ ১০০

পঞ্চভদ্রক্বাথ—গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, চিরতা ও শুঁঠ এই পাঁচটি দ্রব্যের ক্বাথ, বাতপিত্ত-জ্বরে পান করিতে দিবে। ইহা পঞ্চভদ্রক্বাথ নামে অভিহিত, এই ক্বাথ বাতপিত্তজ্বরে শুভকর ॥ ১০১

ত্রিফলাদি ক্বাথ—ত্রিফলা, শিমূলছাল, রাস্না, সোন্দাল ও বাসকছাল (পাঠান্তরে ফল্‌সা) ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতপিত্তজ্বর আশু বিনষ্ট হয় ॥ ১০২

মধুকাদি হিম—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, মৌল, চন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারীফল, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, ফল্‌সা ও মৃণাল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ রাত্রিতে জলে নিক্ষেপ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি মধু ও খৈ-চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বাতপিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরুচি, ভ্রম ও রক্তপিত্ত দূরীভূত হয়।

টীকা। যষ্টিমধু হইতে মৃণাল পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্যের পরিমাণ দুই পল। ঐ দুইপল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া রাত্রিতে ছয়পল জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে তাহাতে চিনি মধু ও খৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইবে। এই মধুকাদি হিম দাহে প্রযোজ্য ॥ ১০৩—১০৫

অন্ন—আমলকীর সহিত মুগের যূষ পাক করিয়া তাহা বাতপিত্তজ্বরে পান করিতে দিবে। মহাদাহে ছোলার যূষ প্রদান করিবে। আমলকীর সহিত মুগের যূষ পাক করিয়া তাহাতে দাড়িমের রস দিয়া সেই যূষ বাতপিত্তজ্বরে রোগিকে খাইতে দিবে। মুগ এবং কারবেল্লাদি দ্রব্য সকল (করলা উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য সকল) কফপিত্তহর, বাত-পিত্তোল্বণ জ্বরে ঐ সকল দ্রব্য প্রায়ই প্রদেয় নহে, যদি প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা জ্বর-বিষ্টব্ধতা-শূল ও উদাবর্ত্ত উপস্থিত হয় ॥ ১০৬। ১০৭

ইতি বাতপিত্তজ্বরাধিকার।

বাতশ্লেষ্মজ্বরাধিকার।

বাতশ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু ও শ্লেষ্ম প্রকুপিত হইয়া আমাশয়নামক স্থানে গমন করে এবং তত্রত্য আমরসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। বাতশ্লেষ্মজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা—বাতশ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া—ইত্যাদি ॥ ১০৮

বাতশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বরূপ—বাতজ্বরের শ্লেষ্মজ্বরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে পূর্ব্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই মিলিত হইয়া বাতশ্লেষ্মজ্বরে প্রকাশিত হয় ॥ ১০৯

বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ—স্তৈমিত্য, পর্ব্ব-ভেদ, নিদ্রা, গৌরব, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, স্বেদের সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তি, সন্তাপ ও মধ্যবেগ, এইগুলি বাত-শ্লেষ্ম-জ্বরের লক্ষণ।

টীকা। "স্বেদাপ্রবর্ত্তন" স্বেদের (ঘর্ম্মের) সর্ব্বতোভাবে প্রবর্ত্তন। যথা হারীত বলিয়াছেন—শিরোবেদনা, স্বেদভব ও কাস, এইগুলি বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ। স্বেদভব—স্বেদোৎপত্তি। যদি বল—স্বেদ পিত্তের ধর্ম্ম, এই জন্যই পিত্তজ্বরে কণ্ঠ-ওষ্ঠ-মুখ ও নাকের পাক হয় এবং ঘর্ম্ম হয়; কিন্তু বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদের অতি প্রবৃত্তি কেন হইবে? উত্তর—কার্ত্তিক এ বিষয়ে এই মীমাংসা করেন—বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধত্ব হেতু বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহের কারণ কি? প্রকৃতিসমসমবায়ের এবং বিকৃতিবিষম সমবায়ের এই অর্থ—প্রকৃতির অর্থাৎ হেতুভূত প্রকৃতির সম (অর্থাৎ কারণের অনুরূপ) যে সমবায় অর্থাৎ কার্য্যকারণ-ভাবসম্বন্ধ, তাহাই প্রকৃতিসম-সমবায়। অর্থাৎ কারণানুরূপ কার্য্য ইতি যাবৎ। যথা—প্রকৃত-শুক্লতন্তু দ্বারা অর্থাৎ যথাস্থিত-শুক্লবর্ণ সূত্রসমূহদ্বারা (সমবায় কারণদ্বারা) প্রস্তুত যে বস্ত্র, তাহা শুক্ল-বর্ণই হইয়া থাকে। তদ্বৎ প্রকৃত কেবল বাতকর্ত্তৃক বা কেবল পিত্তকর্ত্তৃক অথবা কেবল কফকর্ত্তৃক উৎপাদিত যে জ্বর তাহা বাতাদির উচিত ধর্ম্মদ্বারাই (কম্প বেগাধিক্য ও স্তৈমিত্যাদি লক্ষণ সমূহ দ্বারাই) সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ কেবল বাতদ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা কম্পাদিদ্বারা; কেবল পিত্তদ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা বেগাধিক্যাদি দ্বারা এবং কেবল

কফদ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা স্তৈমিত্যাদি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া থাকে। বিকৃতি বিষমসমবায়, যথা—বিকৃতির অর্থাৎ হেতুভূত বিকৃতির বিষম (কারণের অননুরূপ) যে সমবায় অর্থাৎ কার্য্যের কারণে সম্বন্ধ তাহাই বিকৃতি বিষমসমবায় অর্থাৎ কারণের অননুরূপ কার্য্য। যথা—হরিদ্রা ও চূর্ণ (চূণ) পরস্পর সংযোগদ্বারা বিকৃতভাবাপন্ন হইলে তদ্দ্বারা বিষমবর্ণ অর্থাৎ কারণের অননুরূপ লোহিতবর্ণ জন্মে। সেইরূপ সংযোগদ্বারা বিকৃতভাবাপন্ন হেতুভূত যে বাতশ্লেষ্মা, সেই বাতশ্লেষ্মদ্বারা বিষম অর্থাৎ কারণের অননুরূপ স্বেদের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১১০

বাতশ্লেষ্মজ্বরের চিকিৎসা—বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগিকে আটদিন লঙ্ঘন দেওয়াইয়া নবম দিবসে ঔষধ প্রদান করিবে ॥ ১১১

পঞ্চকোল—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ ইহারা দীপনীয় বর্গ। ইহাদের ক্বাথ বাতশ্লেষ্মজ্বর নাশক। প্রায় তাবৎ পাচনেরই দ্রব্য পরিমাণ দুইতোলা, কিন্তু এই পাচনোক্ত দ্রব্য পাঁচটির পরিমাণ সমষ্টি এক কোল অর্থাৎ একতোলা, এইজন্য ইহা পঞ্চকোল নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্চকোল পাচন—তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, আমপাচক, অগ্নিদীপক এবং কফ-দাহ-গুল্ম-প্লীহোদর-আনাহ ও শূলনাশক। ইহা পিত্ত প্রকোপক ॥ ১১২। ১১৩

দ্বিতীয় কিরাতাদিক্বাথ—কিরাত (চিরতা) বিশ্ব (শুঁঠ, অথবা বিশ্বা-আতইচ), গুলঞ্চ, কণ্টকারী বৃহতী, পিপুল মূল, রসুন ও নিসিন্দা ইহাদের ক্বাথ সত্বর বাতশ্লেষ্মসম্ভূত জ্বর বিনষ্ট করে ॥ ১১৪

পিপ্পল্যাদি ক্বাথ—বাতশ্লেষ্মজ্বরী পিপ্পল্যাদি গণের ক্বাথ পান করিবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ইহার তুল্য আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই ॥ ১১৫

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্বাথ—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, বচ, আতইচ, কৃষ্ণজীরা, আকনাদি, কুড়চী, রেণুক, চিরতা, মূর্ব্বা, শ্বেতসর্ষপ, মরিচ, কট্‌ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী (অথবা কাট আমলা). আকন্দমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, রাস্না, দুরালভা, বনযমানী, যমানী, শোনা ও হিঙ্গু এই উনত্রিশটি দ্রব্য সমভাবে লইয়া ক্বাথ করিবে। এই ক্বাথ বাতশ্লেষ্ম-জ্বরনাশক। ইহা সেবনে বাত, শীত, প্রস্বেদ (ঘর্ম্ম), অতি কম্প, প্রলাপ, অতিনিদ্রা, রোমাঞ্চ ও অরুচি বিনষ্ট হয়। মহাবাতে, অপতন্ত্রে, সর্ব্বাঙ্গশূন্যত্বে এবং জ্বরে এই পিপ্পল্যাদি-মহাক্বাথ সর্ব্বত্র পূজিত ॥ ১১৬—১২১

দশমূলীক্বাথ—দশমূলী অর্থাৎ বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের মূলের ছালের ক্বাথ করিয়া এবং সেই ক্বাথে কিছু অধিক পরিমাণে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বাতশ্লেষ্মজ্বরে পান করিবে। ইহা দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বর, অবিপাক, নিদ্রা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয় ॥ ১২২

পিপ্পলীক্বাথ—দুইতোলা পিপুল অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ—অনভিষ্যন্দী, অগ্নিদীপক এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর ও প্লীহানাশক ॥ ১২৩

সূর্য্যশেখর রস—পারদ একভাগ, সোহাগার খৈ একভাগ, গন্ধক একভাগ, খোসাবিবর্জ্জিত জয়পাল দুইভাগ, সৈন্ধব একভাগ, মরিচ একভাগ, তেঁতুলছালের ক্ষার একভাগ, চিনি একভাগ এই সকল দ্রব্য টাবালেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া দুইরতি পরিমাণে বটী করিবে। এই বটী উষ্ণজলের সহিত ভক্ষণ করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়। রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যশেখর রস বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও শীতজ্বরে প্রদেয় ॥ ১২৪—১২৬

অধিক ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকিলে ভাজা কুলখ কলায়ের চূর্ণ গাত্রে উদ্ধূলন করিবে (মর্দ্দন করিবে)। ঘুঁটের ছাই এবং লবণের জীর্ণ মৃৎপাত্র চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ মর্দ্দন করিলেও স্বেদবন্ধ হইয়া থাকে ॥১২৭

মরিচাদি উদ্ধূলন—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, লোধকাষ্ঠ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), চিরতা, কট্‌কী, কুড়, গন্ধশটী, লিঙ্গিকা (লতাবিশেষ, পঞ্চ গুরিয়া) ও শটী (গন্ধপলাশী) প্রত্যেক দ্রব্য সমভাবে লইয়া চূর্ণ করিবে। স্রোতের ন্যায় গাত্র হইতে স্বেদনির্গম হইতে থাকিলে ঐ চূর্ণ উদ্ধূলন করিবে (গাত্রে লইবে) ॥ ১২৮।১২৯

ভূনিম্বাদি উদ্ধূলন—চিরতা, কালজীরে, কট্‌কী, বচ ও কট্‌ফল ইহাদের চূর্ণ স্বেদোদ্গমে সতত শ্রেষ্ঠ। স্বেদোদ্গমে পূর্ব্বোক্ত বালুকাস্বেদও প্রদেয়, শাস্ত্রে উক্ত আছে—পীনস-শ্বাস-বাধির্য্য-জঙ্ঘা-পার্শ্ব ও অস্থিশূলান্বিত বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদবিধানযুক্ত ঔষধ প্রদান করিবে ॥ ১৩০—১৩১

কবল—ছোলঙ্গা লেবুর কেশর সৈন্ধব ও মরিচ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া মুখে কবল করিলে বাত-

শ্লেষ্ম জনিত মুখরোগ, মুখশোষ, মুখের জড়তা ও অরুচি বিনষ্ট হয় ॥ ১৩২

অন্ন—বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথে অন্ন পাক করিয়া সেই অন্ন বাতশ্লেষ্মজ্বরে সপ্তম দিবসে পথ্য দিবে ॥ ১৩৩

ইতি বাতশ্লেষ্মজ্বরাধিকার ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাধিকার ।

পিত্তশ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে গমন করে এবং তত্রত্য রস দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে ।

টীকা ।—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথনপূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা—পিত্তশ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা ইত্যাদি ॥ ১৩৪

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বরূপ—ভাবি-পিত্তজ্বরের ও ভাবি-শ্লেষ্মজ্বরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে পূর্ব্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই মিলিত হইয়া পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ—মুখের লিপ্তত্ব ও তিক্তত্ব, তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহুর্দাহ ও মুহুঃশীত এইগুলি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ ।

টীকা ।—মুখের লিপ্তত্ব কফদ্বারা এবং তিক্তত্ব পিত্তদ্বারা হয় । "তন্দ্রা"—অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রত্ব । "মোহ"—মূর্চ্ছা ॥ ১৩৫

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের চিকিৎসা—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে লঙ্ঘন দ্বারা নয়দিন অতিক্রান্ত করিয়া দশমদিনে ঔষধ প্রদান করিবে ॥ ১৩৬

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, রক্তচন্দন ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ পান করিবে । এই গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ আমপাচক, অগ্নিদীপক এবং তৃষ্ণা-দাহ-অরুচি-বমি ও পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নাশক ॥ ১৩৭

অমৃতাষ্টক—গুলঞ্চ, কট্‌কী, নিমছাল, পল্‌তা, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব, ইহাই অমৃতাষ্টক নামে অভিহিত । অমৃতাষ্টক-ক্বাথ পিপুল চূর্ণসহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, হৃল্লাস, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা ও দাহ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩৮—১৩৯

কণ্টকার্য্যাদিক্বাথ—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, বাসক, চিরতা, রক্তচন্দন, মুতা, পল্‌তা ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর এবং দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস ও শূল নিবারিত হয় ॥ ১৪০—১৪১

নাগরাদিক্বাথ—শুঁঠ, বেণামূল, বেলছাল, মুতা, ধনে, মোচরস ও বালা ইহাদের ক্বাথ—মলসংগ্রাহক এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নাশক ॥ ১৪২

কটুকীকল্ক—কট্‌কীর কল্ক ও চিনি এক কর্ষ পরিমাণে (দুইতোলা মাত্রায়) লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মসম্ভূত জ্বর প্রশমিত হয় ॥ ১৪৩

টীকা ।—চরকের মতে—কট্‌কীকল্কের পরিমাণ বারমাষা এবং চিনির পরিমাণ চারিমাষা এই ষোলমাষা অর্থাৎ এক কর্ষ গ্রহীতব্য । কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্য ব্যবহারে কট্‌কী ও চিনি সমভাগেই অর্থাৎ কট্‌কী একতোলা এবং চিনি এক তোলা গৃহীত হইয়া আসিতেছে ॥ ১৪৩

বাসারস—পত্রপুষ্প-সমন্বিত বাসক ছেঁচিয়া তাহার রস গালিত করিবে । সেই রস মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, অম্লপিত্ত ও কামলা প্রশমিত হয় ।

টীকা । বাসকের রস অর্দ্ধপল পরিমিত (৪ তোলা) দেয়, মধু ও চিনি প্রত্যেক চারিমাষা প্রক্ষেপ্য ॥ ১৪৪

অন্ন—শুঁঠ ও পল্‌তার ক্বাথে অন্ন সংস্কৃত করিয়া তাহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরিকে পথ্য দিবে । ইহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বমি-দাহ ও কণ্ডূনাশক । অন্য বচন—পল্‌তা ও ধনের ক্বাথে মুদ্গাদির যূষ পাক করিয়া তাহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরিকে সেবন করাইবে । ইহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমক ॥ ১৪৫

ইতি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাধিকার ।

অথ সন্নিপাত-জ্বরাধিকার ।

ত্রিদোষজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে এবং তত্রত্য আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে ।

টীকা । সন্নিপাতজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা—ত্রিদোষজনক আহার বিহার দ্বারা—ইত্যাদি ॥ ১৪৬

সন্নিপাতজ্বরের পূর্ব্বরূপ—বাতজ্বরের পিত্তজ্বরের ও কফজ্বরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে পূর্ব্বরূপ

উক্ত হইয়াছে, তাহাই মিলিত হইয়া সন্নিপাত জ্বরের পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ্বরের সাধারণ লক্ষণ—ক্ষণে ক্ষণে দাহ ও ক্ষণে ক্ষণে শীত, অস্থি সন্ধি ও শিরোদেশে বেদনা, নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ কলুষ রক্তবর্ণ ও নির্ভুগ্ন (বিস্ফারিত বা অতি কুটিল), কর্ণদ্বয়—শব্দ ও বেদনান্বিত, কণ্ঠ যেন শূকদ্বারা (যবধান্যাদির শুঁয়া দ্বারা) আবৃত, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা—পরিদগ্ধ (দগ্ধাঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ), খরস্পর্শ (গোজিহ্বা স্পর্শবৎ), অঙ্গের অতি শিথিলতা, কফমিশ্রিতরক্ত বা পিত্তের নিষ্ঠীবন, শিরোলুণ্ঠন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, দীর্ঘকালের পর স্বেদ মূত্র ও পুরীষের অল্পনির্গম, শরীরের অনতিকৃশত্ব, নিরন্তর কণ্ঠকূজন, গাত্রে শ্যাব-রক্ত বর্ণ কোঠের ও মণ্ডলের উৎপত্তি, অল্পবচনত্ব, কর্ণনাসাদি-স্রোতের পাক, উদরের গুরুত্ব এবং বাতাদিদোষের বিলম্বে পরিপাক, সাধারণ সন্নিপাত জ্বরে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। "সাস্রাব"—অশ্রুযুক্ত, "কলুষ"—অস্বচ্ছ, "নির্ভুগ্ন—কৌটিল্যরহিত অর্থাৎ বিস্ফারিত, অথবা নির্ভুগ্ন—অতিকোটরগত ; "শিরোলুণ্ঠন"—ইতস্ততঃ মস্তক সঞ্চালন, "শরীরের অনতিকৃশত্ব—" ব্যাধিস্বভাব হেতু হয় ; "কোঠ"—বোল্‌তাদংশনজনিত শোথবৎ ; "শ্যাব"—কপিশবর্ণ ; "মূকত্ব"—অবচনত্ব বা অল্পবচনত্ব। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে,—বায়ু পিত্ত ও কফ, ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধগুণ, বিরুদ্ধগুণান্বিত বস্তু সকলের একত্র মিলিয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব। কারণ অগ্নি ও জলের ন্যায় তাহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্যের উপঘাতক অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে একটি যে কার্য্য করিতে উদ্যোগ করে, অপরটি সে কার্য্যের বাধা জন্মায় ; সুতরাং বিরুদ্ধগুণান্বিত বস্তু সকল দ্বারা কোন একটি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তজ্জন্যই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, বিরুদ্ধগুণশালী বায়ু পিত্ত ও কফ, ইহারা একত্র মিলিয়া কিরূপে সান্নিপাতিকজ্বর উৎপাদন করে ? এবিষয়ে দৃঢ়বল এই সমাধান করিয়াছেন যে, বাতাদি দোষ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ গুণান্বিত হইলেও সহজসাত্ম্যত্ব হেতু অর্থাৎ এক সঙ্গে জন্মে বলিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাত্ম্য (অবাধক) হয়, এই জন্য কেহ কাহার উপঘাত করে না ; যেমন বিষ ও সর্প এক সঙ্গে জন্মে বলিয়া ঘোর বিষও সর্পকে উপহত করে না, এস্থলেও তদ্বৎ জানিবে। কিন্তু গদাধর এবিষয়ে অন্য হেতু ব্যাখ্যা করেন,—তিনি বলেন—সান্নিপাতিক স্থলে বাতাদি দোষ সকল যে বিরুদ্ধগুণদ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপঘাত করে না, তাহা দৈববশতঃ, অথবা সান্নিপাতিক স্থলে দোষদিগের স্বভাবই ঐরূপ হইয়া থাকে, তজ্জন্যই তাহারা বিরুদ্ধগুণদ্বারা পরস্পরকে উপঘাত করে না। এস্থলে আর একটি প্রশ্নও হইতে পারে যে, বায়ু পিত্ত ও কফের চয় ও প্রকোপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়, এক সময়ে হয় না, অতএব কি প্রকারে উহারা এক সময়ে একত্র মিলিয়া সন্নিপাতজ্বর উৎপাদন করে ? উত্তর—ত্রিদোষজনক নিদান বলে ইহারা মিলিত হইয়া সান্নিপাতিক বিকার উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৪৭—১৫২

সামান্য সন্নিপাত জ্বরের ত্রয়োদশ প্রকার বিশেষ বর্ণিত হইতেছে—ত্রিদোষোৎপন্ন সন্নিপাত-জ্বরের এক একটি দোষের উল্বণত্বদ্বারা (আধিক্যদ্বারা) তিন প্রকার বিশেষ (ভেদ) ; দুই দুইটি দোষের উল্বণত্বদ্বারা তিন প্রকার বিশেষ ; তিন দোষেরই উল্বণত্বদ্বারা এক প্রকার বিশেষ ; এবং প্রবৃদ্ধ মধ্য ও হীন বাতপিত্ত-কফদ্বারা ছয় প্রকার বিশেষ হয়। সন্নিপাতজ্বরের এই ত্রয়োদশ প্রকার বিশেষ হইয়া থাকে। যথা—বাতোল্বণ সন্নিপাত, পিত্তোল্বণ সন্নিপাত, কফোল্বণ সন্নিপাত, এই তিন প্রকার ভেদ। এবং বাত-পিত্তোল্বণ সন্নিপাত, বাতকফোল্বণ সন্নিপাত, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত, এই তিন প্রকার ভেদ। এবং বাতপিত্তকফোল্বণ সন্নিপাত এক প্রকার। আর প্রবৃদ্ধ বাত-মধ্যপিত্ত-হীনকফ সন্নিপাত, মধ্যবাত-প্রবৃদ্ধপিত্তহীনকফ সন্নিপাত, হীনবাত-প্রবৃদ্ধপিত্ত-মধ্যকফ সন্নিপাত, প্রবৃদ্ধবাত হীনপিত্ত-মধ্যকফ সন্নিপাত, মধ্যবাত-হীনপিত্ত-প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাত, হীন-বাত-মধ্যপিত্ত-প্রবৃদ্ধকফসন্নিপাত। এই ছয় প্রকার ভেদ, অর্থাৎ সমুদায়ে সন্নিপাতের ত্রয়োদশ প্রকার বিশেষ (ভেদ) বর্ণিত হইল ॥ ১৫৩। ১৫৪

ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের নাম যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে—যথা—বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, বভ্র, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কূটপাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য, ক্রকচ, কর্কট ও বৈদারিক।

টীকা। তন্ত্রান্তরে বিস্ফারক স্থানে বিস্ফোরক, বভ্রস্থানে বভ্রু, কোন তন্ত্রে বা বন্ধ, ভল্লুস্থানে ফল্গু,

যাম্যস্থানে সংগ্রাম এবং কর্কটস্থানে কর্কোটক এইরূপ পাঠ আছে ॥ ১৫৫।১৫৬

বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের—(বিস্ফারকের) **লক্ষণ**—শ্বাস, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, বেপথু (কম্প), পার্শ্ববেদনা, জৃম্ভা ও মুখের কষায়তা এইলক্ষণ গুলি বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে উপস্থিত হয়। ইহা বিস্ফারক সন্নিপাত নামে কথিত হইয়া থাকে। বিস্ফারক অতি ভয়ানক ॥ ১৫৭।১৫৮

পিত্তোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের (আশুকারির) **লক্ষণ**—অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখপাক (মুখে ক্ষত) গাত্রে রক্তবর্ণ বিন্দুসকলের উৎপত্তি ও অতীব দাহ, এই লক্ষণ গুলি পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে প্রকাশ পায়। ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক ইহা আশুকারী এই নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৫৯। ১৬০

কফোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের (কম্পন সন্নিপাতের) **লক্ষণ**—শরীরের জড়তা, বাক্যের গদ্‌গদতা, রাত্রিতে অবশ্য নিদ্রা, নয়নের স্তব্ধতা ও মুখের মধুরতা. এই লক্ষণ গুলি কফোল্বণ-সন্নিপাতে দৃষ্ট হয়। মুনিগণ কর্ত্তৃক ইহা কম্পন নামে উক্ত ॥ ১৬১। ১৬২

বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের (বক্রুর) **লক্ষণ**—যাহার বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাত প্রকুপিত হয়, তাহার জ্বরে, মদ, তৃষ্ণা, মুখশোষ, প্রমীলক (তন্দ্রাভাব আবিরি ভাষা), আধ্মান, অরুচি, তন্দ্রা, কাস, শ্বাস, ভ্রম ও শ্রম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মুনিগণ কর্ত্তৃক ইহা বক্রু সন্নিপাত নামে কীর্ত্তিত ॥ ১৬৩। ১৬৪

বাতশ্লেষ্মোল্বণের (শীঘ্রকারি সন্নিপাতজ্বরের) **লক্ষণ**—যাহার বাতশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত: প্রকুপিত হয়, তাহার শীতজ্বর, মূর্চ্ছা, ক্ষুৎ (হাঁচী), তৃষ্ণা, পার্শ্ববেদনা, শূল, স্বেদাভাব, তন্দ্রা ও শ্বাস উপস্থিত হয়। ইহা শীঘ্রকারি সন্নিপাত নামে কথিত। এই সন্নিপাত অসাধ্য। এই সন্নিপাতজ্বরে যে ব্যক্তি আক্রান্ত হয়, সে অহোরাত্রও বাঁচে না ॥ ১৬৫।১৬৬

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতের (ভল্লুজ্বরের) **লক্ষণ**—পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাত জ্বরের প্রকোপে অন্তরে দাহ ও বাহিরে শীত হয়, তৃষ্ণা বাড়ে, দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধবদ্ বেদনা হইতে থাকে, হৃদ্‌গ্রহ, শিরোগ্রহ ও গলগ্রহ হয়, রোগী অতি কষ্টে শ্লেষ্মপিত্ত নিষ্ঠীবন করে, শরীরে কোঠের (বোল্‌তা:দংশনজনিত শোথবৎ স্ফীতির) :উৎপত্তি হয়, মলভেদ হয়, শ্বাস ও হিক্কা হইতে থাকে এবং প্রমীলক:(তন্দ্রাবৎ অবসন্নতা) হয়। ঋষিগণ কর্ত্তৃক ইহা ভল্লু-সন্নিপাত নামে কীর্ত্তিত ॥ ৬৭—৬৯

বাতপিত্ত শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতের (কুট পাকলের) **লক্ষণ**—ত্রিদোষোল্বণ-সন্নিপাতের প্রকোপে—তিন দোষেরই লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়। সকল ব্যাধি অপেক্ষা ইহা অতি ভয়ানক ব্যাধি, ইহা বজ্র শস্ত্র ও অগ্নিসদৃশ আশু বিপজ্জনক, এই রোগে রোগী নিরন্তর হাঁপাইতে থাকে, স্তব্ধাঙ্গ ও স্তব্ধনেত্র হয়, এই রোগে ত্রিরাত্রের পরই রোগির মৃত্যু ঘটে। রোগিকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অজ্ঞলোকে বলে—যে সকল রাক্ষস অকালে বিচরণ করিয়া বেড়ায় তাহারাই ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে। কেহ বলে—অম্বাগ্রহ কর্ত্তৃক, কেহ বলে—যক্ষিণী কর্ত্তৃক, কেহ বলে—ব্রহ্মরাক্ষস কর্ত্তৃক, কেহ বলে—পিশাচ কর্ত্তৃক, কেহ বলে—গুহ্যক কর্ত্তৃক এ ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে। কেহ বলে—অন্য কোন উপদেবতা কর্ত্তৃক এ ব্যক্তি মস্তকে আহত হইয়াছে। কেহ বা ইহাও কহে যে,—এব্যক্তি কুলদেবতার অর্চ্চনা করে না, সেই জন্য কুলদেবতাগণ কর্ত্তৃকই এব্যক্তি ধর্ষিত হইয়াছে অপর কেহ বা বলে—ইহা নক্ষত্রপীড়া, আবার [illegible] বা বলে—ইহা গরকর্ম্ম (অর্থাৎ কেহ এমন [illegible] দ্রব্য সেবন করাইয়াছে বা নিজেই এমন কোন দ্রব্য খাইয়াছে, যাহা বিষবৎ হইয়া এব্যক্তিকে এইরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছে)। এই সন্নিপাতকে ভিষগ্‌গণ কুটপাকল নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৭০-১৭৫

প্রবৃদ্ধ-মধ্য-হীনবাতাদিজনিত সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ—প্রবৃদ্ধ মধ্য-হীন বায়ু পিত্ত ও কফদ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদিদোষ-জনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে প্রলাপ, শ্রান্তি, সংমোহ (মনোমোহ), কম্প, মূর্চ্ছা, অরতি (অনবস্থিত চিত্তত্ব) ভ্রম ও একপক্ষাভিঘাত (পক্ষাঘাত এই সকল লক্ষণ বিশেষরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সন্নিপাত অর্থাৎ প্রবৃদ্ধবাত-মধ্যপিত্ত-হীনকফ এইরূপে ত্রিদোষের সম্মিলন জনিত জ্বর সম্মোহক নামে অভিহিত। সম্মোহকজ্বর অতি ভয়ানক।

টীকা। “বাতাদি দোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়”—বাতাদি দোষ জনিত রোগ যথা—ব্যথা কম্প-নিদ্রানাশ ও বিষ্টম্ভাদি বাতজনিত রোগ, দাহ-তৃষ্ণা-উষ্ণতা

ও স্বেদাদি পিত্তজনিত রোগ এবং গাত্রগুরুতা-অগ্নিমান্দ্য-উৎকাশ-নাসিকামুখপ্রসেকাদি, কফজনিত রোগ। এই সকল রোগই প্রবৃদ্ধবাত মধ্যপিত্ত-হীন-কফ-সন্নিপাতে দোষবলানুসারে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এই সন্নিপাতে বায়ুর বল অধিক বলিয়া বাতজনিত রোগগুলি প্রবলভাবে উপস্থিত হয়; পিত্তের বল মধ্য বলিয়া পিত্তজনিত রোগগুলি মধ্যভাবে উপস্থিত হয়; এবং কফের বল হীন বলিয়া কফজনিত রোগগুলি হীনভাবে উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রলাপ হইতে পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত ব্যাধিগুলি বিশেষরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে—বায়ু প্রবৃদ্ধ, সে অবশ্যই জ্বর উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু পিত্ত মধ্য অর্থাৎ সমভাবাপন্ন, সমভাবাপন্ন দোষ কেন জ্বর উৎপাদন করিবে? যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"ধাতু সকল ধাতুদিগের মলসকল এবং বাতাদি-দোষ সকল অসম হইলেই তাহারা শরীরের নাশের জন্য হয়, সমভাবাপন্ন হইলে সুখের জন্য এবং শরীরের বল ও উপচয়ের জন্য হইয়া থাকে"। উত্তর—এস্থলে পিত্ত মধ্য হইলেও তাহা অপ্রকৃত অর্থাৎ প্রকৃতস্থ নহে; অপ্রকৃত বায়ু ও শ্লেষ্মা অপেক্ষা পিত্ত মধ্য অর্থাৎ মধ্যকুপিত; মধ্যকুপিত পিত্ত কেন না জ্বর উৎপাদন করিতে পারিবে। এস্থলে আর একটী প্রশ্নও করা যাইতে পারে, যদি বল কফ হীন, হীনশক্তিক-কফ কিপ্রকারে জ্বর উৎপাদন করিবে। উত্তর—দোষসকল ক্ষীণ হইলেও অবশ্যই রোগ উৎপাদন করিতে পারে। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"বাতক্ষয়ে অল্পচেষ্টতা, অল্পবচনতা, সংজ্ঞাহীনতা; পিত্তক্ষয়ে শ্লেষ্মার আধিক্য, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের দীপ্তিক্ষয়, সন্ধি সকলের শৈথিল্য, মূর্চ্ছা, রুক্ষতা ও দাহ এই সকল লক্ষণ (রোগ) উপস্থিত হইয়া থাকে। উক্ত আশঙ্কার এই সিদ্ধান্ত, অন্য সান্নিপাতেও এই সিদ্ধান্তই জানিবে।

পাকলা—মধ্য-প্রবৃদ্ধ-হীন বাতপিত্ত ও কফ-দ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদি দোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে মোহ (মনোমোহ), প্রলাপ, মূর্চ্ছা, মন্যাস্তম্ভ, শিরোগ্রহ, কাস. শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, মুখনাসাদি স্রোতঃসমূহ হইতে রক্তনির্গম এবং নেত্রের-লৌহিত্য ও স্তব্ধতা এই সকল লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সন্নিপাতে তিন দিনের মধ্যেই রোগির মৃত্যু উপস্থিত হয়। ভিষগ্‌গণ এই সন্নিপাতকে পাকলা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

যাম্য—হীন প্রবৃদ্ধ-মধ্য বাত পিত্ত ও কফদ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদি দোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষ বলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে হৃদয় জ্বালা করে, যকৃৎ প্লীহা অন্ত্র ও ফুস্‌ফুস্ পাকে, মুখাদি উর্দ্ধমার্গ ও গুহ্যাদি অধোমার্গ দিয়া পূয ও রক্ত নির্গত হয়, দন্ত শীর্ণ (পতিত) হয় এবং শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। ভিষগগণ কর্ত্তৃক এই সন্নিপাত যাম্যনামে কীর্ত্তিত।

ক্রকচ—প্রবৃদ্ধ-হীন মধ্য বাত পিত্ত ও কফদ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদিদোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষ বলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে প্রলাপ, শ্রান্তি, সম্মোহ, (মনোমোহ), কম্প, মূর্চ্ছা (ইন্দ্রিয়মোহ), অরতি, ভ্রম এবং মন্যাস্তম্ভ দ্বারা মৃত্যু এই সকল লক্ষণ বিশেষরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক এই সন্নিপাত ক্রকচ নামে অভিহিত।

কর্কটক—মধ্য-হীন-প্রবৃদ্ধ বাতপিত্ত ও কফদ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদিদোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে এমন অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয় যে, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না, মুখমণ্ডল এমন রক্তবর্ণ হয়, যেন তাহা আল্‌তার রঙ্গে রঞ্জিত করা হইয়াছে; পিত্তদ্বারা শ্লেষ্মা আকর্ষিত হয় কিন্তু তাহা হৃদয় হইতে বাহির হয় না; পার্শ্বদেশ যেন বাণ দ্বারা আহত ও সূচীদ্বারা বিদ্ধ হয়; খনিত্রদ্বারা হৃদয় যেন খনিত হয়; প্রমীলক (তন্দ্রাবৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অপটুত্ব), শ্বাস ও হিক্কা দিন দিন বাড়িতে থাকে; জিহ্বা দগ্ধবৎ ও খরস্পর্শ হয়, গলাভ্যন্তর যেন শূকদ্বারা (যবধান্যাদি শুঁয়া দ্বারা) আবৃত বোধ হয়; রোগী মল মূত্রের নির্গম জানিতে পারে না; কপোতবৎ কূজন করে; শুষ্ক মুখ-ওষ্ঠ ও তালু শ্লেষ্মদ্বারা অতীব পূর্ণ হয়; রোগী তন্দ্রা ও নিদ্রার অতিযোগে আর্ত্ত হয়; বাক্য ও দেহদ্যুতি নষ্ট হয়; সদাই অরতি বিদ্যমান থাকে; বিপরীত বিষয়ে ইচ্ছা হয়; বারংবার হস্তপদাদির বিস্তার করণ এবং অল্প অল্প রক্ত নিষ্ঠীবন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই সুদারুণ সন্নিপাতের নাম কর্কটক।

বৈদারিক—হীন-মধ্য-প্রবৃদ্ধ বাতপিত্ত ও কফ দ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদি দোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলানুরূপ হইয়া

প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে অল্প বেদনা, কটীদেশে সূচীবেধবৎযন্ত্রণা, মধ্যম দাহ, রুজা ও ভ্রম, অত্যন্ত ক্লান্তি এবং মস্তক-বস্তি-মন্যাহৃদয় ও বাক্য কথনে রুজা, প্রমীলক, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দেহের জড়তা ও সংজ্ঞানাশ এই সকল লক্ষণ বিশেষ রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমোৎপত্তি সময়েই সুচিকিৎসা করিলে কদাচিৎ ইহার শান্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রশমিত হইলেও অনেকের কর্ণমূলে সুদারুণ পিড়কা (শোথ) জন্মে। তাহাতে রোগী অতি কষ্টে রক্ষা পায়। এই সুদারুণ সন্নিপাত বৈদারিক নামে অভিহিত। তিনদিন যদি যথাবৎ চিকিৎসা করা না হয়, তাহা হইলে তৎপরে (তিনদিন পরে) ঔষধ কল্পনা করা ব্যর্থ ॥ ১৭৬—১৯৭

তন্ত্রান্তরোক্ত নাম—বাতোল্বণাদি-ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর বিশেষের (শীতাঙ্গাদি জ্বর-বিশেষের) ত্রয়োদশ নামান্তর ও লক্ষণান্তর কথিত হইতেছে - ত্রয়োদশ নামান্তর যথা—শীতাঙ্গ, তন্দ্রী, প্রলাপী, রক্তষ্ঠীবয়িতা, সংভুগ্ননেত্র, অভিন্যাস, জিহ্বক, প্রাক্ সন্ধিগ, অন্তক, রুগ্‌দাহ, চিত্তবিভ্রম, কর্ণগ্রহ ও কণ্ঠগ্রহ ॥

টীকা—তন্দ্রী-তন্দ্রিক, প্রলাপী-প্রলাপক, রক্তষ্ঠীবয়িতা, রক্তষ্ঠীবী, সংভুগ্ননেত্র-ভুগ্ননেত্র অভিন্যাসক-অভিন্যাস ; কর্ণগ্রহ-কর্ণিক ; কণ্ঠগ্রহ কণ্ঠকূজক ॥ ১

প্রত্যেকের লক্ষণ ।

শীতজ্বর—যে সন্নিপাতজ্বরে রোগির শরীর হিমবৎ শীতল হয় এবং রোগী, শ্বাস-কাস-হিক্কা-মোহ-কম্প-প্রলাপ-ক্লান্তি-বহুকফ বাত-দাহ-বমি অঙ্গমর্দ্দ ও স্বরবিকৃতি দ্বারা আর্ত্ত হয়, সেই সন্নিপাত জ্বরকেই শীতাঙ্গ জ্বর বলে।

তন্দ্রিক—যে জ্বরে অতীব তন্দ্রা, তৃষ্ণা, তরল মলভেদ, অধিক শ্বাস, কাস, দেহের অতি সন্তাপ, গলদেশে শোথ, কণ্ডূ, কফ, জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, ক্লান্তি, শ্রবণ-শক্তিহীনতা ও দাহ হয়, সেই সন্নিপাত জ্বরকে তন্দ্রিক বলা যায়।

প্রলাপক—যে জ্বরে বাতাদি তিন দোষেরই অতি প্রকোপ হয়, রোগী সহসা বহু প্রলাপ বকিতে থাকে, কম্প হয়, গাত্রে ব্যথা হয়, উঠিলেই রোগী পড়িয়া যায়, দাহ হয় ও সংজ্ঞাহীন হয়, তাহাকে প্রলাপক জ্বর কহা যায়।

রক্তনিষ্ঠীবীজ্বর—যে জ্বরে রোগী রক্তসদৃশ নিষ্ঠীবন করে, গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলোৎপত্তি হয়, নেত্র লোহিত বর্ণ হয় এবং তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, শ্বাস, অতিসার, ভ্রম, উদরাধ্মান, সংজ্ঞারাহিত্য, পতন, হিক্কা ও অত্যন্ত অঙ্গমর্দ্দ উপস্থিত হয়, সেই সন্নিপাত জনিত জ্বরকে রক্তনিষ্ঠীবী জ্বর কহা যায়।

ভুগ্ননেত্র—যে জ্বরে নয়নের অতি বক্রতা, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, অতিপ্রলাপ, মদ (মত্তত্ববৎ), কম্প, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস ও মোহ হয়, এই সকল লক্ষণ অগ্রেই উপস্থিত হয়, প্রাচীন চিকিৎসকগণ সেই সন্নিপাত জ্বরকে ভুগ্ননেত্রজ্বর কহিয়া থাকেন।

অভিন্যাস—যে জ্বরে বাতাদি তিন দোষই অতি তীব্র ও বলবান্ হয় এবং অতীব মোহ, বিরুদ্ধ-চেষ্টা, বিকলতা, অধিক শ্বাস, মূকতা (অতি অল্প কথন), দাহ, মুখের চিক্কণতা, অগ্নিমান্দ্য ও বলের ক্ষয় হয়, প্রাজ্ঞ ভিষগ্‌গণ তাহাকে অভিন্যাস জ্বর কহেন।

জিহ্বক—যে সন্নিপাত জ্বরে জিহ্বা কঠিন মাংস কণ্টক দ্বারা অত্যন্ত আবৃত হয়, তৎপরে তৎক্ষণাৎ মূকতা (বাক্যকথনে অসামর্থ্য), (পাঠান্তর—মূঢ়তা ও মূকতা), শ্রবণশক্তির নাশ, বলক্ষয়, শ্বাস, কাস ও সন্তাপ হয়, পুরাতন ভিষগ্‌গণ তাহাকে জিহ্বক কহিয়া থাকেন।

সন্ধিগ—যে সন্নিপাত জ্বরে সন্ধিসমূহে শোথ ও অত্যন্ত বেদনা হয়, মুখে প্রভূত কফ হয় এবং নিদ্রা নাশ ও কাস হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সন্ধিগ সন্নিপাত জ্বর কহেন।

অন্তক—যে সন্নিপাত জ্বরে নিরন্তর মস্তক কম্পন, কাস, সর্ব্বাঙ্গে বেদনাধিক্য, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, মোহ, দেহে অতি সন্তাপ, বৈকল্য ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, মুনিগণ তাহাকেই অন্তক কহেন।

রুগ্‌দাহ—যে সন্নিপাত জ্বরে অধিক দাহ, তীব্র তৃষ্ণা, শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি (বিপরীত রুচি), ভ্রম, মোহ, মন্যা ও হনুপ্রদেশে ব্যথা, কণ্ঠ বেদনা ও শ্রান্তি এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাই রুগ্‌দাহ-সংজ্ঞক জ্বর।

চিত্তবিভ্রম—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগী গান করে, নৃত্য করে, হাসে, প্রলাপ বকে, বিকৃত নিরীক্ষণ করে, মূর্চ্ছা যায় এবং দাহ-ব্যথা ও ভয়ে আর্ত্ত হয়, তাহাই চিত্তবিভ্রম সংজ্ঞক সান্নিপাতিক জ্বর।

কর্ণগ্রহ—(কর্ণিক) যে ত্রিদোষজ জ্বরে কর্ণমূলে তীব্র শোথ ও ব্যথা হয় এবং কণ্ঠরোধ, বধিরতা, শ্বাস, প্রলাপ, ঘর্ম্ম, মোহ ও দাহ হইয়া থাকে, তাহাই কর্ণগ্রহ বা কর্ণিক নামে খ্যাত।

কণ্ঠগ্রহ—(কণ্ঠকুব্জ) যে ত্রিদোষজ জ্বরে কণ্ঠ যেন শূকশত দ্বারা অবরুদ্ধবৎ প্রতীতি হয় এবং অতি শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, দাহ, শরীরব্যথা, তৃষ্ণা, হনুস্তম্ভ, শিরঃপীড়া, মোহ ও কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, প্রাচ্য চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক তাহাই রুগ্‌দাহ নামে অভিহিত।

এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের মধ্যে সন্ধিগ জ্বর সাধ্য অর্থাৎ সুচিকিৎসা দ্বারা তাহা প্রশমিত হইতে পারে। তন্দ্রিক, চিত্তবিভ্রম, কর্ণিক, জিহ্বক ও কণ্ঠকুব্জ এই পাঁচটি কষ্টসাধ্য। রুগ্‌দাহজ্বর অতিকষ্টে সাধ্য হইতে পারে বলিয়া কথিত আছে। রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, শীতগাত্র, প্রলাপক, অভিন্যাস ও অন্তক এই ছয়টি জ্বর অসাধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত॥ ২—১৬

তন্ত্রান্তরোক্ত বাতোল্বণাদি ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বর বিশেষের কুম্ভীপাকাদি ত্রয়োদশ নামান্তর ও লক্ষণান্তর কথিত হইতেছে। তদ্‌যথা—কুম্ভীপাক, প্রোর্ণুনাব, প্রলাপী, অন্তর্দাহ, দন্তপাত, অন্তক, এণীদাহ, হারিদ্র, অজঘোষ, ভূতহাস, যন্ত্রাপীড়, সন্ন্যাস ও সংশোষী॥ ১৭। ১৮

ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ।

কুম্ভীপাক—যে সন্নিপাত জ্বরে নাসিকা হইতে কৃষ্ণাভ লোহিতবর্ণ ঘন স্রাব বহুবার নিঃসৃত হয় এবং রোগী ইতস্ততঃ মস্তক বিলুণ্ঠিত করে, তাহাকেই কুম্ভীপাক সন্নিপাতজ্বর বলিয়া জানিবে।

প্রোর্ণুনাব—যে সন্নিপাতজ্বরে রোগী আপন অঙ্গ (হস্ত পদাদি) উৎক্ষেপ করিয়া অধোদিকে নিক্ষেপ করে এবং ঘন ঘন উচ্ছ্বাস ত্যাগ করে, তাহাকে প্রোর্ণুনাব বলিয়া জানিবে। প্রোর্ণুনাব নানাবিধ কষ্টপ্রদ।

প্রলাপী—যে সন্নিপাত জ্বরে ঘর্ম্ম, ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন), অঙ্গে ভেদবৎ বেদনা, কম্প, দবথু (নেত্রাদি দাহ), বমি, কণ্ঠদেশে বেদনা ও গাত্রের গুরুতা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রলাপী জ্বর বলিয়া জানিবে॥

অন্তর্দাহ—যে সন্নিপাত জ্বরে অন্তরে দাহ, বাহিরে শীত, অঙ্গশোথ, অরতি (চিত্তের অস্থিরতা) ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে অন্তর্দাহ জ্বর বলিয়া জানিবে। এই জ্বরে রোগী মনে করে, যেন তাহার অঙ্গদগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

দণ্ডপাত—যে সন্নিপাত জ্বরে কি রাত্রি কি দিবা কোন সময়েই রোগী নিদ্রা যায় না, মূঢ় বুদ্ধি হইয়া, আকাশ হইতে যেন কোন বস্তু গ্রহণ করিবে, এই জন্য নিজ করদ্বয় প্রসারণ করে, উত্থিত হইয়া দণ্ডবৎ পড়িয়া যায়, ভ্রমাতুর হয় এবং চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণন করে, সেই সন্নিপাত জ্বরকে দণ্ডপাত জ্বর বলিয়া জানিবে।

অন্তক—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগীর শরীর গ্রন্থি দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, উদর বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয় এবং রোগী নিরন্তর হাঁপায় ও বিচেতন হইয়া থাকে, সেই সন্নিপাত জ্বরকে অন্তক বলিয়া জানিবে।

এণীদাহ—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগী বোধ করে যেন তাহার পীড়াভাজন গাত্রে সর্প পতঙ্গ ও হরিণগণ পরিধাবন করিতেছে এবং যে জ্বরে রোগী কম্পিত ও দাহান্বিত হয়, তাহাকে এণীদাহ জ্বর বলা গিয়া থাকে।

হারিদ্র—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগির সর্ব্বাবয়ব বিশেষতঃ নয়নদ্বয় অতি পীতবর্ণ হইয়া থাকে এবং অন্তরে অতীব দাহ ও বাহিরে অতীব শীত হয়, তাহাই হারিদ্র জ্বর বলিয়া জানিবে।

অজঘোষ—যে সন্নিপাতজ্বরে গাত্রে ছাগগন্ধ, স্কন্ধদেশে বেদনা, গলরন্ধ্ররোধ এবং নেত্র তাম্রবর্ণ হয়, তাহাকে অজঘোষ সন্নিপাত জ্বর কহে।

ভূতহাস—যে সন্নিপাতজ্বরে চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয় সকল গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয় অর্থাৎ চক্ষুঃ রূপ দর্শন করিতে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করিতে, জিহ্বা আস্বাদ গ্রহণ করিতে এবং ত্বক্‌ স্পর্শানুভব করিতে পারে না। রোগী হাসে ও কর্কশ ভাবে প্রলাপ বকে, সেই সন্নিপাতজ্বরকে ভূতহাস বলিয়া জানিবে।

যন্ত্রাপীড়—যে সন্নিপাত জ্বরে মুহুর্মুহুঃ জ্বররোগহেতু রোগী বোধ করে যেন তাহার গাত্র যন্ত্র দ্বারা পেষিত হইতেছে এবং রক্ত ও পীতবর্ণ বমন করে, তাহাকেই যন্ত্রাপীড় জ্বর বলিয়া জানিবে।

সন্ন্যাস—যে সন্নিপাত জ্বরে অতিসার (তরল মলভেদ) হয়, রোগী বমন করে, কূজন করে

(অব্যক্ত ধ্বনি করে), অঙ্গ সকলকে ইতস্ততঃ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিক্ষেপ করে, প্রলাপ বকে এবং নেত্রমণ্ডল উগ্র হয়, সেই সন্নিপাত জ্বরকে সন্ন্যাসজ্বর কহা গিয়া থাকে।

সংশোষী—যে সন্নিপাত জ্বরে মলোৎসর্গ হেতু অর্থাৎ অত্যন্ত মলত্যাগ নিবন্ধন শরীর মেচকবর্ণ (ময়ূরপিচ্ছবৎ কৃষ্ণবর্ণ). নয়নযুগল অতি মেচক হয় এবং গাত্রে শ্বেতবর্ণ পিড়কামণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে সংশোষী জ্বর কহে।

এই সকল জ্বরে নারায়ণই চিকিৎসক, গঙ্গার জলই ঔষধ এবং আরোগ্যার্থ মৃত্যুঞ্জয়ই নিত্য ধ্যেয়॥ ১৯—৩২

অসাধ্য সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ—যে সন্নিপাত জ্বরের অন্তে কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ জন্মে, তাহাতে কেহ কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে।

টীকা। মারকত্ব হেতু "সুদারুণ" এই বিশেষণ পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেই শোথে কেহ বা মুক্তি লাভ করে, কেহ বা প্রাণত্যাগ করে।

সন্নিপাতজ্বর সকলকে কেহ বা কষ্টসাধ্য বলিয়া, কেহ বা অসাধ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বর কখনই সুখসাধ্য নহে।

দোষ যদি প্রবৃদ্ধ হয়, অগ্নি যদি নষ্ট হয় এবং বাতাদি ত্রিদোষেরই সমস্ত লক্ষণ যদি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সন্নিপাতজ্বর অসাধ্য, ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ দোষ পক্ক ও অগ্নি প্রদীপ্ত এবং স্বল্প লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সন্নিপাত জ্বর কষ্টসাধ্য জানিবে। (এই বচন দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সন্নিপাত জ্বরের কখনই সুখসাধ্যত্ব নাই)॥ ৩৩।৩৪

সাধারণ সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা—সন্নিপাতরূপ সমুদ্রনিমগ্ন মানবকে যে চিকিৎসক উদ্ধার করেন, তাঁহার কোন্ ধর্ম্ম করা না হয় এবং তিনি কোন্ পূজাই বা না পাইতে পারেন। সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা করিয়া সফলতা লাভ করা অতি কঠিন; সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসককে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যিনি সন্নিপাত জ্বরে জয়লাভ করেন, তিনি রোগসঙ্কুলে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

ত্রিদোষজ জ্বরে অগ্রে শ্লেষ্মার প্রশম করণীয়। সংসর্গজ জ্বরে (দ্বিদোষজ জ্বরে) যে দোষ বলবত্তর অগ্রে তাহাই চিকিৎস্য। যে স্থলে বাতাদি দোষ সকলের অংশাংশ বিবেচনা করিতে পারা না যাইবে, অর্থাৎ বাতাদি দোষত্রয়ের কোন্ দোষ, রৌক্ষ্যাদি কোন্ কোন্ ধর্ম্মে কি পরিমাণে প্রকুপিত হইয়াছে, স্থির না হইবে, সেস্থলে সাধারণী ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ ত্রিদোষজ জ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য,নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। তুল্যরূপ ক্রিয়া সকল যুগপৎ কৃত হইলে তাহাকে ক্রিয়াসঙ্কর কহে। ক্রিয়াসঙ্কর হিতকর নহে। কিন্তু ক্রিয়া সকল ভিন্নরূপ হইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না।

টীকা। যদি বল—শাস্ত্রীয় বচন আছে যে, "কোন ক্রিয়া করিয়া যদি তাহার গুণলাভ না হয়; তাহা হইলে অন্য ক্রিয়া করিবে, কিন্তু সেই পূর্ব্বকৃত ক্রিয়াটির বেগ শান্ত হইলে তবে অন্য ক্রিয়া করিতে হইবে। কেন না পূর্ব্বকৃত ক্রিয়ার বেগ শান্ত না হইতেই অন্য ক্রিয়া করিলে তাহা ক্রিয়াসঙ্কর হইবে, ক্রিয়াসঙ্কর হিতকর নহে"। এই শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা ক্রিয়াসঙ্করের নিষিদ্ধত্ব হেতু কেমন করিয়া এস্থলে নস্য নিষ্ঠীবন অবলেহ ও অঞ্জন যুগপৎ প্রয়োগ করিতে বিধান করা হইল? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্যই বলা হইল যে,—তুল্যরূপ ক্রিয়া সকল যুগপৎ কৃত হইলে তাহা ক্রিয়াসঙ্কর হয়, কিন্তু ভিন্নরূপে (নস্য নিষ্ঠীবন-অবলেহ অঞ্জনাদি বিভিন্ন প্রকারে) যুগপৎ কৃত হইলে তাহাতে কোন দোষ ঘটে না॥ ৩৫—৪০

লঙ্ঘনের সীমা—সন্নিপাতে ত্রিরাত্র পঞ্চরাত্র বা দশরাত্র অথবা আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘন দিবে।

টীকা। লঙ্ঘন বিষয়ে ত্রিরাত্রাদি যে সীমা নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা উল্বণ বাতাদিকে অপেক্ষা করিয়া জানিবে। দোষদিগের শক্তির তারতম্যানুসারে লঙ্ঘনের সীমা নির্ণয় করিবে। আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘনের বিধান করায় বুঝিতে হইবে যে, ত্রিরাত্রাদি সীমা নিশ্চিত নহে।

লঙ্ঘনের ত্রিরাত্রাদি সীমা যে নিশ্চিত নহে, তাহা সুশ্রুত বচনেও বুঝা যায়। সুশ্রুতোক্তি যথা—সপ্তম দিবসে, দশম দিবসে বা দ্বাদশ দিবসে সন্নিপাত জ্বর পুনর্ব্বার স্বভাবতঃ ঘোরতর হইয়া প্রশমিত হয়, অথবা রোগীকে হনন করে॥ ৪১।৪২

হনন ও প্রশমনের কারণ—পিত্ত কফ ও বায়ুর উল্বণত্ব দ্বারা যথাক্রমে দশ দিবসে, দ্বাদশ দিবসে ও সপ্তাহে ধাতুমলপাক হেতু ত্রিদোষজ জ্বর রোগিকে হনন করে, অথবা ত্যাগ করে।

টীকা। "ধাতু-মলপাক হেতু"—অর্থাৎ ধাতুপাক হেতু রোগিকে বিনাশ করে এবং মলপাকহেতু রোগিকে ত্যাগ করে। ধাতু-মলপাকে প্রাক্তন কর্ম্ম হেতু। রোগির যদি জীবনসংবর্দ্ধক প্রাক্তন কর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে মলপাক হয় নতুবা ধাতুপাক হইয়া থাকে। ধাতুপাক শব্দে—রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু সকলের পাক বুঝিবে ॥ ৪৩

ধাতুপাকের লক্ষণ—নিদ্রানাশ, হৃদয়ের স্তব্ধতা, উদরের বিষ্টব্ধতা, গাত্রের গুরুতা, অরুচি, অরতি (চিত্তের অস্থিরতা) ও বলহানি এইগুলি ধাতুপাকের লক্ষণ। অন্য বচন—জ্বরার্ত্ত ব্যক্তি যদি হৃদয়ে, নাভিদেশে বা অন্য গাত্রে অত্যন্ত বেদনা বোধ করে, এমন কি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলেও অসহ্য ব্যথা অনুভব করে এবং গাত্রপ্রদেশে ক্ষত হয়, তাহা হইলে জানিবে যে সেই রোগির ধাতুপাক হইতেছে। অপর বচন—নাভির ঊর্দ্ধ এবং হৃদয়ের অধঃ কোন স্থান টিপিলে যদি ব্যথা জন্মে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, ধাতুপাক হইতেছে। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নাভি ও হৃদয়ের মধ্যে কোন স্থান টিপিলে যদি ব্যথা না হয়, তাহা হইলে জানিবে যে মলপাক হইতেছে ॥ ৪৪—৪৬

মলপাকের লক্ষণ—বাতাদি দোষের যে প্রকৃতি অর্থাৎ দাহ-তন্দ্রা-গৌরবাদি, সেই প্রকৃতির বৈকৃত্য (বৈপরীত্য) হইলে অর্থাৎ দাহ-তন্দ্রা-গৌরবাদি না হইলে, জ্বর ও দেহের লঘুতা হইলে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বৈমল্য (মলরাহিত্য) হইলে বুঝিবে যে, মলের অর্থাৎ বাতাদি দোষের পরিপাক হইতেছে। অন্য বচন—নিরন্তর ইন্দ্রিয় পঞ্চকের পটুতা, অগ্নির বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ তৃষ্ণাদি উপদ্রবের প্রশম ও জ্বরের মৃদুতা এই সকল মলপাকের (বাতাদির দোষপাকের) লক্ষণ। আর হৃদয়ের অধঃ ও নাভির ঊর্দ্ধ স্থানে অতিবেদনা, অতিসার (পাতলা মলভেদ) জ্বরের তীব্রতা ও তৃষ্ণা, মত্ততা, শ্বাসাধিক্য, অরুচি ও অরতি এইগুলি ধাতুপাকের লক্ষণ ॥ ৪৭।৪৮

হনন ও প্রশমনের পরম সীমা—সপ্তম দিবস বা দ্বিগুণ সপ্তমদিবস (চতুর্দ্দশদিবস), নবম দিবস বা একাদশ দিবস এই দিবসগুলি রোগির রোগমুক্তির বা মৃত্যুর চরমসীমা অর্থাৎ ঐ ঐ দিবসে জ্বর ঘোরতর হইয়া, হয় রোগিকে ছাড়িয়া যায়, না হয় তাহাকে বিনাশ করে।

টীকা। রোগের আধিক্যে সপ্তম দিবসাদি যে সীমা আছে, তাহার অতিক্রমে হারীতোক্ত পরম সীমা, অর্থাৎ সপ্তম দিবস, চতুর্দ্দশ দিবস, নবম দিবস বা একাদশ দিবস এই পরম সীমাগুলি উল্লিখিত হইল। নবম দিবস ও একাদশ দিবস এই দুইটি যে পরম সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা জ্বরোৎপত্তি দিন ত্যাগ করিয়া ধরিতে হইবে। অতএব জ্বরোৎপত্তির দিন লইয়া দশম দিবস ও দ্বাদশ দিবস বুঝিতে হইবে। (কেহ কেহ নবম দিবস ও একাদশ দিবসেরও দ্বৈগুণ্য গ্রহীতব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অষ্টাদশ দিবস ও দ্বাবিংশ দিবসও রোগির জ্বরমুক্তির বা রোগির মৃত্যুর পরম সীমা)। দিবস শব্দে দিবা ও রাত্রি উভয়ই বুঝিতে হইবে ॥ ৪৯

লঙ্ঘন—সন্নিপাতজ্বরে রোগী প্রথমে সম্যক্ লঙ্ঘন করিবে। (উপবাস দিবে)। শৃতশীতল জল পান করিবে এবং উপযুক্ত সময়ে ঔষধ সেবন করিবে। সন্নিপাত জ্বরে রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে এবং তাহার পার্শ্ব বেদনা ও তালুশোষ থাকিলে, যে চিকিৎসক তাহাকে শীতল জল অর্থাৎ অক্কথিত (কাঁচা) শীতল জল পান করিতে দেয়, তাহাকে মনুষ্যরূপধারী যম বলিয়া জানিবে (সন্নিপাত জ্বরে জল সিদ্ধ না করিয়া কদাচ রোগিকে কাঁচা শীতল জল খাইতে দিবে না) ॥ ৫০।৫১

স্বেদ—বাতশ্লেষ্মকৃত রোগে রোগিকে রুক্ষনির্ম্মিত স্বেদ (বালুকাস্বেদাদি) প্রদান করিবে। বাতশ্লেষ্মক্ষেত্রে স্নিগ্ধ স্বেদ নিষিদ্ধ। কেবল বাতজ রোগে স্নিগ্ধ স্বেদ প্রযোজ্য।

বালুকাস্বেদ—বালুকা খোলায় ভাজিয়া তাহা বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ ও কাঁজীতে সংসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে কফজনিত রোগ, মস্তকশূল ও অঙ্গভঙ্গাদি প্রশমিত হয়।ঐ স্বেদস্রোতঃ সকলকে কোমল করিয়া, অগ্নিকে স্বস্থানে আনিয়া এবং বাতশ্লেষ্মস্তব্ধতা হনন করিয়া জ্বরকে বিনষ্ট করে ॥ ৫২—৫৪

সৈন্ধবাদি নস্য—সৈন্ধবাদি, শজিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারণ হয় ॥ ৫৫

মধূকসারাদি নস্য—মৌলসার সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া তাহার নস্য প্রদান করিলে সংজ্ঞা লাভ হয় ॥ ৫৬

নস্য—ছোলেঙ্গালেবুর ও আদার রসে ত্রিলবণ (সৈন্ধব-বিট-সৌবর্চ্চল) সংযুক্ত এবং তাহা অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে অথবা কোন সিদ্ধপুরুষবিহিত তীক্ষ্ণ নস্য প্রদান করিবে। তাহাতে শ্লেষ্মা প্রভিন্ন হইবে, প্রভিন্ন শ্লেষ্মা প্রস্রুত হইবে এবং শিরোরোগ, হৃদয়-রোগ, কণ্ঠরোগ, মুখরোগ ও পার্শ্বগতরোগ উপশমিত হইবে। মোহরোগে মুগ্ধ ব্যক্তির অর্থাৎ মূর্চ্ছারোগে মূর্চ্ছিত রোগির সংজ্ঞাসম্পাদন করিতে কল্পতরু নাম-ধেয় রস যেমন সমর্থ, এমন আর অপর কোন ঔষধ নাই॥ ৫৭–৫৯

নিষ্ঠীবন—বায়ু ও পিত্ত দ্বারা জিহ্বা-তালু-গল-ও ক্লোমস্থান যখন দূষিত হয়, তখন শোষ সঞ্চারিত এবং জিহ্বা বিরস ও স্ফুটিত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় দ্রাক্ষা মধুতে পেষিত এবং ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া জিহ্বাতে লেপন করিবে। তাহাতে জিহ্বা সরস ও মৃদু (কোমল) হইবে। সৈন্ধব লবণ ও আদার রসে আপ্লুত করিয়া তাহা আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন করিবে। তাহাতে মুখ তালু-কোষ্ঠ-অংস-মন্যা-পার্শ্ব- মস্তক ও গল-দেশ হইতে লীন শ্লেষ্মাও আকৃষ্ট হইবে এবং মুখের লঘুতা জন্মিবে। আর পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, শ্বাস, গলরোগ, মুখ ও নেত্রের গুরুতা, জাড্য এবং উৎক্লেশ এসমস্তও প্রশমিত হয়। দোষের বলাবল দেখিয়া একবার দুইবার তিনবার বা চারিবার পর্য্যন্তও উক্তরূপ কবল ধারণ করিবে। সন্নিপাত রোগিদিগের ইহা পরম ঔষধ॥ ৬০—৬৫ ইতি কবলগ্রহ।

অবলেহ (অষ্টাঙ্গাবলেহ)—কট্‌ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা এই আটটি দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণিত এবং মধুসহ মিলিত করিয়া লেহন করিবে। এই অবলেহিকা সুদারুণ সন্নিপাতজ্বরকে এবং হিক্কা-শ্বাস-কাস-ও কণ্ঠরোগকে নাশ করে। কফোল্বণ সন্নিপাতে ঐ কট্‌ফলাদি চূর্ণ আদার রসে সংযুক্ত করিয়া লেহন করিবে। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—কট্‌ফলাদি অষ্টাঙ্গ মধুর সহিত বা আদার রসের সহিত লেহন করিবে। তাহাতে-দারুণ-সম্মোহ, তন্দ্রা ও কাস বিনষ্ট হইবে। সকল সন্নিপাতে মধু প্রয়োগ করিবে না। কারণ মধু শীতোপচারি অর্থাৎ মধু প্রয়োগ করিয়া শীতোপচার করিতে হয়। কিন্তু সন্নিপাতে শীতোপচার বিরুদ্ধ। ইতি অষ্টাঙ্গাবলেহ।

টীকা—সন্নিপাত জ্বরে শ্লেষ্মনিগ্রহার্থ সর্ব্বদা স্বেদ হিতকর। কারণ অগ্নিসম্বন্ধে শরীরের উষ্ণতা অবস্থিত থাকে। উষ্ণের সহিত মধুর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—বিষসম্পর্ক হেতু সকল প্রকার মধুই উষ্ণের বিরোধী। উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে উষ্ণের সহিত মধু পান করিতে দিলে বা উষ্ণমধু খাইতে দিলে সেই মধু বিষবৎ হইয়া তাহাকে নিহত করিয়া থাকে। কারণ মধু—শীতোপচারি (শীতলতার সহিত উপচার যাহার তাহা শীতোপচারি) কিন্তু সন্নিপাতজ্বরে শৈত্য বিরুদ্ধ। অবলেহ বাহুল্যতঃ উর্দ্ধজত্রুগত রোগের নাশক বলিয়া উহা প্রায় সায়ংকালে প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। যেহেতু চরকে উক্ত আছে—"অবলেহিকা উর্দ্ধজত্রুগত রোগঘ্নী, তাহা সায়ংকালে এবং যে অবলেহিকা অধোরোগহরী, তাহা ভোজনের পূর্ব্বে প্রয়োগ করিবে"॥ ৬৬–৭০

চতুরঙ্গাবলেহ—আমলকী সিদ্ধ করিয়া তাহা পেষিত এবং দ্রাক্ষা, শুঁঠ ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া লেহন করিবে। তদ্দ্বারা রোগির শ্বাস কাস মূর্চ্ছা ও অরুচি বিনষ্ট হইবে॥ ৭১

অঞ্জন (শিরীষবীজাদ্যঞ্জন)।—শিরীষ-বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে রোগির চৈতন্যোদয় হয়॥ ৭২

লৌহচূর্ণাদ্যঞ্জন—লৌহচূর্ণ, শ্বেতলোধ, মরিচ ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে রোগির তন্দ্রানাশ হয়। দণ্ডপাণি বলেন—মধু, সৈন্ধব লবণ, মনঃশিলা ও মরিচ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে মোহনাশ হয়॥ ৭৩। ৭৪ ইতি অঞ্জন।

লেপ—পারদ, বিষ, মরিচ, তুঁতে ও নিশাদল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ধুতুরা পাতার ও রসোনের রসে মর্দ্দন করিয়া মস্তকে এবং পাদোপরি প্রলেপ দিলে সন্নিপাতকৃত মোহ প্রশমিত হয়। অস্থিব্যথাতে পাদোপরি ইহাদ্বারা প্রলেপ দিবে॥ ৭৫। ৭৬

দশমূলক্কাথ—বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি এই পাঁচটি বৃক্ষের মূলকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে। বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্কাথ পিত্তঘ্ন ও কফ বাতনাশক। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটির মূলকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহা বাতপিত্ত নাশক। এই উভয় পঞ্চমূল দশমূল নামে কথিত। দশমূলের ক্কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয় এবং হৃদয় ও কণ্ঠবেদনা,

তন্দ্রা, বাত-শ্লেষ্মরোগ, শ্বাস, পার্শ্বব্যথা ও কাস প্রশমিত হইয়া থাকে। পরিভাষা—যে সকল মূল বৃহৎ এবং যে সকল মূল কাষ্ঠ গর্ভ, সেই সমল মূলের কাষ্ঠাংশ ত্যাগ করিয়া বল্কলই গ্রাহ্য। আর যে সকল মূল ক্ষুদ্র, তাহাদের সর্ব্বাবয়বই গ্রহণীয় ॥ ৭৭—৮০

দ্বাদশাঙ্গক্কাথ—শ্বাস-কাস সমন্বিত সন্নিপাত জ্বরে দশমূলের ক্কাথে পিপুল ও কুড়ের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে ॥ ১৮

চতুর্দ্দশাঙ্গ ক্কাথ—দশমূলের দশখানি এবং কিরাততিক্তাদিগণ অর্থাৎ চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই চারি খানি, সমুদায়ে চতুর্দ্দশ খানি দ্রব্যের ক্কাথ করিয়া তাহা চিরজ্বরে বা বাতকফোল্বণ জ্বরে অথবা ত্রিদোষজ জ্বরে পান করিতে দিবে। রোগির যদি বিরেচন করান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ঐ ক্কাথে তেউড়ীমূল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে ॥ ৮২

কিরাততিক্তাদিগণ—কিরাততিক্ত (চিরতা), মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহারা কিরাততিক্তাদিগণ বা চাতুর্ভদ্রক নামে অভিহিত ॥ ৮৩

অষ্টাদশাঙ্গ ক্কাথ—দশমূলের দশ খানি দ্রব্য এবং শঠী, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) দুরালভা, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী এই আটখানি, সমুদায় আঠারখানি দ্রব্যের ক্কাথ করিয়া তাহা পান করিলে সন্নিপাতজ্বর এবং কাস-হৃদ্রোগ-পার্শ্ববেদনা শ্বাস হিক্কা ও বমি প্রশমিত হয় ॥ ৮৪-৮৫

দ্বিতীয় অষ্টাদশাঙ্গক্কাথ—দশমূলের দশ খানি এবং চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপ্পলী এই আটখানি সমুদায়ে আঠার খানি দ্রব্যের ক্কাথ করিয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর এবং তদুপদ্রব তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাস বিনষ্ট হয়।

টীকা। বঙ্গ সেন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—এই অষ্টাদশাঙ্গ মৃত্যু কল্প জ্বরেরও নাশক ॥ ৮৬

সন্নিপাত জ্বরে রসপ্রয়োগ।

মৃতসঞ্জীবনী বটিকা—বিষ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্রভস্ম, ধুতূরা বীজ ও হিঙ্গুল এই নয়টি দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া চণকবৎ বটিকা করিবে। আকন্দমূলের ক্কাথ সহ সেব্য। এই বটিকা মৃতসঞ্জীবনী নামে অভিহিত, ইহা সন্নিপাত জ্বর নাশক। এই মৃতসঞ্জীবনী বটিকা, রস প্রদীপে সন্নিপাত জ্বরে উক্ত আছে ॥ ৮৭-৮৯

ত্রিনেত্র রস—শোধিত পারদ, গন্ধক ও তাম্রভস্ম এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঐ তিনের তুল্য পরিমাণ গো-দুগ্ধে তাহা প্রখর রৌদ্রে মর্দ্দন করিবে। পরে নিসিন্দা ও সজিনার রসে এক দিন মাড়িবে। তদনন্তর উহা গোলাকৃতি ও মূষাগত করিয়া বালুকাযন্ত্রে তিন প্রহর কাল পাক করিবে। পাকানন্তর খলে চূর্ণ করিবে এবং তাহাতে অষ্টমাংশ বিষ প্রক্ষেপ দিয়া তৎসহ মর্দ্দন করিবে। ইহাই ত্রিনেত্রাখ্য রস। পঞ্চকোল কষায় বা ছাগ দুগ্ধ সহ এই রস দুই কুঁচ পরিমাণে সেব্য। ত্রিনেত্র রস সেবনে প্রবল সন্নিপাত জ্বর শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। রস-প্রদীপে সন্নিপাত জ্বরাধিকারে ত্রিনেত্র রস উক্ত হইয়াছে ॥ ৯০—৯৪

ভস্মেশ্বর রস—বিলঘুঁটে ভস্ম ১৬ নিষ্ক (চারি মাষায় এক নিষ্ক, সুতরাং ১৬ নিষ্ক—৬৪ মাষা) মরিচ ১ নিষ্ক এবং বিষ ১ নিষ্ক, একত্র চূর্ণ করিবে। ইহাই ভস্মেশ্বর রস নামে অভিহিত। আদার রসের সহিত ইহা এককুঁচ পরিমাণ সেব্য। ইহা সেবনে সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিন্তামণিতে সন্নিপাত জ্বরাধিকারে ভস্মেশ্বর রস উক্ত হইয়াছে ॥ ৯৫। ৯৬

অগ্নিকুমার রস—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, এই উভয়কেই গোয়ালেলতার রসে একদিন যত্ন পূর্ব্বক মর্দ্দন করিবে। পরে তাহা গোলাকৃতি করিয়া একটী কাচকূপীতে রাখিবে। এবং তাহাতে দুই তোলা বিষ নিক্ষেপ করিয়া কূপীর মুখ বন্ধ করিবে। তদনন্তর তাহা বালুকাযন্ত্রে যথাবৎ স্থাপন করিয়া মন্দ মন্দ জ্বালে দেড় দিন কাল পাক করিবে। পাকানন্তর সেই রস শীতল হইলে কূপী হইতে বাহির করিয়া লইবে। এবং তাহাতে অর্দ্ধ তোলা বিষ ও অর্দ্ধ তোলা পিপুল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মর্দ্দন করিবে ইহাই অগ্নিকুমার রস নামে অভিহিত। এই রস এক রতি মাত্রায় ভক্ষিতব্য। ইহা ভক্ষণে সন্নিপাত জ্বর এবং অগ্নিমান্দ্য, শূল, গ্রহণী, গুল্ম, ক্ষয়, জত্রুগত রোগ এবং শ্বাস কাসাদি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। অগ্নিকুমার রস, রসেন্দ্রচিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে, ইহা সন্নিপাত জ্বরাদিতে প্রযোজ্য ॥ ৯৭—১০২

পঞ্চবক্ত্র রস—গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ, মরিচ ও বিষ এই সকল দ্রব্য ধুতূরার রসে একদিন

মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে। ইহাই পঞ্চবক্ত্ররস। আদার রসের সহিত ইহা এক রতি মাত্রায় সেব্য। ঘোর সন্নিপাত জ্বরে পঞ্চবক্ত্ররস প্রযোজ্য। ইহা ত্রিদোষ নাশক। রসেন্দ্র চিন্তামণিতে পঞ্চবক্ত্ররস উক্ত হইয়াছে. ইহা সন্নিপাতে প্রযোজ্য ॥১০৩–১০৪

অমৃতাদি বটী—বিষ ২ ভাগ, কড়ীভস্ম ৫ ভাগ এবং মরিচ ৯ ভাগ একত্র জলে মর্দ্দিত করিয়া মুদ্গ সমান বটিকা রচনা করিবে। ইহা কফ-ত্রিদোষ ও অগ্নিমান্দ্য নাশক ॥ ১০৫

শীতজ্বরে রস—শীতজ্বরারি—পারদ ১ টঙ্ক (৪ মাষা), গন্ধক ২ টঙ্ক, হরিতাল ৪ টঙ্ক এবং মনঃশিলা ৫ টঙ্ক এই সকল দ্রব্য করেলা পত্রের রসে মর্দ্দন করিবে এবং তদ্দ্বারা তুল্য পরিমিত অর্থাৎ ১২ টঙ্ক তাম্র পত্র সকল প্রলিপ্ত করিবে। পরে সেই :সকল তাম্রপত্র শরায় রাখিয়া এবং তাহার উপর অন্য একখানি শরা চাপা দিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা শরাদ্বয়ের সন্ধিস্থল প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর তাহা পুটপাকে পাক করিবে। পাকানন্তর ঔষধ চূর্ণ করিবে। এক যব পরিমিত এই রস মধুতে মাড়িয়া ভক্ষণ করিলে ঘোর শীতজ্বর নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। রসপ্রদীপে শীতজ্বরারি উক্ত আছে ॥ ১০৬—১০৯

শীতকেশরী রস—পারদ, গন্ধক, তুঁতে, হিঙ্গুল ও বিষ প্রত্যেকে সমভাগ, বিষের অষ্টগুণ মরিচ ও শুঁঠ। ইহাদের চূর্ণ অশ্বগন্ধার রসে, সিদ্ধির রসে, কালকাসুন্দার রসে ও তুলসীপত্রের রসে ক্রমে ক্রমে মর্দ্দন করিবে। ইহাই শীতকেশরী নামে কথিত। তুলসীপত্রের সহিত ইহা একরতি মাত্রায় সেবন করিলে ঘোর শীতজ্বর বিনষ্ট হয়। শীতকেশরী রস রসপ্রদীপে উক্ত আছে ॥ ১১০—১১২

শীতভঞ্জী রস—হরিতাল ও শুক্তিকা চূর্ণ (ঝিনুক ভস্ম) সমভাগ, এই উভয়ের নবমাংশ তুঁতে, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে তাহা বনঘুঁটের অগ্নিতে গজপুটে পাক করিবে। পাকানন্তর শীতল হইলে উহা চূর্ণ করিবে। মাত্রা অর্দ্ধরতি. প্রাতঃকালে চিনি সহ সেব্য। ইহা সেবনে শীতজ্বর নাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা কাহারও বমি হয়, কাহারও বা বমি হয় না ॥ ১১৩–১১৫

শীতভঞ্জীরস—হরিতাল,তুঁতে, আম্র, পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খৈ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ; করলা পত্রের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। এবং ঐ মর্দ্দিত কল্ক দ্বারা একটি খলাকৃতি তাম্র পাত্রের উদরভাগ অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমাণে পুরু করিয়া প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঐ ঔষধলিপ্ত তাম্রপাত্র একটি হাঁড়ির মধ্যে অধোমুখে রাখিয়া এবং পাত্রান্তরে আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি বালুকা নিক্ষেপ করত হাঁড়িটী পরিপূর্ণ করিবে। তৎপরে হাঁড়ীস্থিত বালুকার উপরি কতকগুলি যব নিক্ষেপ করিয়া হাঁড়িটী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। অগ্নির উত্তাপে যবগুলি যখন ফুটিবে তখন চুল্লী হইতে হাঁড়িটি নামাইবে, এবং শীতল হইলে তাম্রপাত্রোদর হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই শীতভঞ্জী রসের সেবন মাত্রা ১ মাষা পর্য্যন্ত। মরিচ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পানের সহিত ভক্ষিতব্য। ইহা সেবনে বিষমজ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রসেন্দ্রচিন্তা মণিতে এই শীতভঞ্জীরস উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৬—১১৯

শীতভঞ্জীরস—হরিতাল ২॥ ভাগ, হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ১॥ ভাগ ও মনঃশিলা ১ ভাগ, করেলা (উচ্ছে) পত্রের রসে মর্দ্দন করিবে। এবং এই হরিতালাদি দ্রব্য চতুষ্টয়ের তুল্য পরিমিত একখানি খলাকৃতি তাম্র পাত্রের উদরভাগ উক্ত মর্দ্দিত হরিতালাদির কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে সেই তাম্রপাত্র একটি দৃঢ় ভাণ্ডের মধ্যে অধোমুখে রাখিয়া এবং পাত্রান্তরে আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি বালুকা নিক্ষেপ করত ভাণ্ডটি পরিপূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই ভাণ্ড চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে এক দিন জ্বাল দিবে। পাক শেষ হইলে ভাণ্ডটি নামাইবে এবং শীতল হইলে তাম্রপাত্রোদর হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই শীতভঞ্জীরসের সেবন মাত্রা ১ মাষা পর্য্যন্ত। মরিচ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পানের সহিত ভক্ষিতব্য। এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে দাহ শীতাদি সমস্ত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। পথ্য—শালিতণ্ডুলের (দাউদখানি চাউলের) অন্ন ও দুগ্ধ। এই শীতভঞ্জীরস রসরত্নপ্রদীপে উক্ত, শীতজ্বরাদি বিষমজ্বরে প্রযোজ্য ॥ ১৩০—১২৩

কট্ফলাদি পান—কট্ফল, ত্রিফলা, দেবদারু, রক্তচন্দন, ফল্সাফল, কট্কী, পদ্মকাষ্ঠ ও বেণার মূল এইসকল দ্রব্যের সমষ্টি পরিমাণ— ২ তোলা, /৪সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২সের থাকিতে নামাইবে; পান মাত্রেই ইহা দ্বারা ত্রিদোষজনিত দাহ তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। যাহারা দীর্ঘকাল জ্বরভোগ করিতেছে তাহাদের পক্ষে ইহা অমৃত সদৃশ। কট্ফলাদি পান তৃষ্ণায় ও দাহে প্রযোজ্য। সন্নিপাত জ্বরে রোগী দাহার্ত্ত হইলে যে চিকিৎসক তাহাকে

শীতল জল দ্বারা পরিষিক্ত করে, সে রোগীই বা কেমন করিয়া বাঁচিবে এবং সেই চিকিৎসকই বা কি প্রকারে চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হইবে।

টীকা। সন্নিপাত জ্বরার্ত্ত রোগির দাহে শীতল জল সেক নিষিদ্ধ কিন্তু রুগ্‌দাহ নামক সন্নিপাত ভিন্ন ; কারণ—তাহাতে অবগাহনেরও কখন বিধি দেখা যায় ॥ ১২৪—১২৬

অন্ন—দুরালভা, গোক্ষুর ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথে সুপথ্য ভোজ্য (যথোপযুক্ত খাদ্য) পাক করিয়া দোষ শান্তির জন্য এবং বল ও অগ্নি বৃদ্ধির নিমিত্ত সন্নিপাত জ্বরাক্রান্ত রোগীকে আহার করিতে দিবে। যৈ-এর ছাতু সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া খাইতে দিবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং জ্বররোগীও তখন সজীব হইয়া উঠে। (ইতি কেচিৎ)। যৈ-এর ছাতু রক্তপিত্তের হিতকর বলিয়া উহা তৃষ্ণা-দাহ-জ্বরে পথ্যরূপে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু যৈএর ছাতু শীতবীর্য্য বলিয়া সন্নিপাত জ্বরে হিতকর নহে। (ইহাই অনেকের মত)। দশমূলাদির ক্বাথে যৈ-এর মণ্ড পাক করিলে তাহা পাচক অগ্নিদীপক ও স্বেদকারক হয়। অতএব দশমূলাদি-সংসিদ্ধ যৈ-এর মণ্ড সন্নিপাত জ্বরে হিতকর।

যে সন্নিপাত জ্বরী কাঁপে, প্রলাপ বকে এবং কিছুই জানিতে পারে না অর্থাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, তাহার চিকিৎসা বর্ণন করিব। তদ্‌যথা—পুরাণ ঘৃত দ্বারা অগ্রেই তাহাকে অভ্যক্ত করিবে, বলাদি রাস্নাদি ও গুড়ূচ্যাদি তৈল দ্বারা পরিষেক করিবে এবং বর্ত্তক (বটেরি), বর্ত্তিকা (বটের), লাব, বার্ত্তিক, (বাত চটক, বগেরা ভাবা), তিত্তিরি (তিতির), শশ ও কুলিঙ্গ (গবরৈআ, ফিঙ্গা) এই সকলের মাংসরস দ্বারা রোগিকে যথাগ্নি তর্পিত করিবে। সন্নিপাতজ্বরী ক্ষুধার্ত্ত হইলে যে ভিষক্ তাহাকে মাংস সহ অন্ন ভোজন করায়, সেই মনুজাধম কেমন করিয়া ভিষক্ সংজ্ঞা লাভ করিবে ? অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরাক্রান্ত রোগী ক্ষুধার্ত্ত হইলেও তাহাকে কখন মাংসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে বর্ত্তকাদি পক্ষির মাংসের যূষ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে ॥ ১২৭—১৩৪

বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা—

বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায়, দোষবলাবল বুঝিয়া অত্যুষ্ণ বা সুখোষ্ণ অবস্থায় পান করিতে দিবে ॥ ১৩৫

পিত্তোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা।

পরূষকাদি ক্বাথ—পরূষক (ফল্‌সা), ত্রিফলা, দেবদারু, কট্‌ফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া একরাত্রি পর্য্যুষিত (বাসি) করিবে। এবং পরদিন প্রাতঃকালে সেই শীতল ক্বাথ জল খাইতে দিবে। ইহা পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ১৩৬।১৩৭

কিরাতাদি সপ্তক - কিরাততিক্তক (চিরতা মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আক্‌নাদি, বালা ও মৃণাল এই সাতটির ক্বাথ, পিত্তাধিক সন্নিপাতে রোগী পান করিবে ॥ ১৩৮

কফোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা।

বৃহত্যাদি—বৃহতী, কণ্টকারী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বামুনহাটী, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, কুড়চীর বীজ (ইন্দ্রযব), পল্‌তা ও কট্‌কী ইহারা বৃহত্যাদিগণ নামে অভিহিত। বৃহত্যাদিগণ কফোল্বণ সন্নিপাতে প্রশস্ত। ইহা সোপদ্রব-শ্বাসাদি রোগ সকলেও হিতকর ॥ ১৩৯। ১৪০

বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা।

স্বল্প পঞ্চমূলের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে বাতপিত্তোল্বণ জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা বাতপিত্তহর ও বৃষ্য ॥ ১৪১

চাতুর্ভদ্রক ক্বাথ—চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদিগকে চাতুর্ভদ্রক কহা যায়। ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাতে প্রযোজ্য ॥ ১৪২

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা।

পর্পটাদি ক্বাথ—ক্ষেত্‌পাপড়া, কট্‌ফল, কুড়, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা, শুঁঠ, মুতা, শৃঙ্গী ও পিপুল ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ জ্বরে এবং তৃষ্ণা-দাহ ও অগ্নিমান্দ্যে প্রযোজ্য।

টীকা। বাতশ্লেষ্মোল্বণ জ্বরের চিকিৎসা উক্ত হয় নাই। কারণ তাহা অসাধ্য, তদ্দ্বারা অতি শীঘ্রই বিপদ ঘটে, চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না ॥ ১৪৩

বাতপিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা।

যোগরাজ ক্বাথ—শুঁঠ, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু,

বেড়েলা; শর্করা (প্রক্ষেপ্য), কট্‌কী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোন্দাল, কিরাত ও তিক্ত (কিরাত অর্থাৎ চিরতা, তিক্ত অর্থাৎ চিরতা, দ্বৈগুণ্য গ্রহণার্থ কিরাত তিক্ত পৃথক্ পঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ চিরতা দুই ভাগ গ্রহীতব্য), গুলঞ্চ এবং দশমূলের দশখানি ও কণ্টকারী (দশমূলেও কণ্টকারী আছে, সুতরাং কণ্টকারীও দুই ভাগ লইতে হইবে) এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ যোগরাজ ক্বাথ নামে অভিহিত। ইহা ত্রিদোষোল্বণ সন্নিপাত নাশ করে, সন্নিপাত সমুত্থিত আগত মৃত্যুও ইহা দ্বারা নিবারিত হয় ॥ ১৪৪—১৫০

প্রবৃদ্ধ-মধ্য-হীন-বাতাদিজনিত সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা—সন্নিপাতে যে দোষ প্রবৃদ্ধ তাহাকে কর্শিত করিবে, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ দোষকে ক্ষীণতাকারক ঔষধ-অন্ন বিহার দ্বারা কৃশীকৃত করিয়া সমভাবাপন্ন করিবে। এবং যে দোষ ক্ষীণ, তাহাকে সংবর্দ্ধিত করিবে অর্থাৎ ক্ষীণ দোষকে বৃদ্ধিজনক ঔষধ অন্নবিহার দ্বারা, বর্দ্ধিত করিয়া সমভাবাপন্ন করিবে। বৃদ্ধ ও ক্ষীণ দোষদ্বয়ের এইরূপ চিকিৎসা বিধান করিবে। প্রবৃদ্ধ দোষ শমিত হইলে মধ্যম দোষ স্বয়ংই শান্তিপ্রাপ্ত হয়। যেমন অনুবন্ধ্য দোষ অর্থাৎ প্রধান দোষ প্রশান্ত হইলে অনুবন্ধ দোষ অর্থাৎ অপ্রধান (তদধীন) দোষ আপনা আপনিই প্রশান্ত হইয়া থাকে, তদ্বৎ।

টীকা। উক্ত বচনের ভাবার্থ এই—যথা বর্ষাকালে বায়ু অনুবন্ধ্য (সেব্য) অর্থাৎ প্রধান হয় এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা তাহার অনুবন্ধ (সেবক) অর্থাৎ অপ্রধান থাকে ; শরৎ কালে পিত্ত অনুবন্ধ্য (সেব্য) অর্থাৎ প্রধান হয় এবং কফ তাহার অনুবন্ধ (সেবক) অর্থাৎ অপ্রধান থাকে ; বসন্তে কফ অনুবন্ধ্য (সেব্য) অর্থাৎ প্রধান হয় এবং বাত ও পিত্ত তাহার অনুবন্ধ (সেবক) অর্থাৎ অপ্রধান থাকে ; এই এই স্থলে অনুবন্ধ্য দোষ (প্রধান দোষ) প্রশম প্রাপ্ত হইলে অনুবন্ধ দোষ (অপ্রধান দোষ) যেমন স্বয়ংই প্রশমিত হয়, সেইরূপ প্রবৃদ্ধ দোষ শমিত হইলে অর্থাৎ তাহাকে হ্রাস করিয়া সমভাবাপন্ন করিলে মধ্যম দোষ নিশ্চয়ই স্বয়ং প্রশমিত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে ॥ ১৫১ । ১৫২

শীতাঙ্গাদি ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের মধ্যে শীতাঙ্গের চিকিৎসা—আকন্দমূল, জীরা, ত্রিকটু, বামুনহাটী, কণ্টকারী, শুঁঠ ও পুষ্কর (অভাবে কুড়) এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে ক্বথিত করিয়া পান করিলে সদ্যঃ শীতগাত্রার্ত্তি-মোহশ্বাস-কফোদ্রেক ও কাস বিনষ্ট হয়। শীতাঙ্গ জ্বরে পীতঘোষার মূল, কুলত্থ, পিপ্পলী, বচ, কট্‌ফল, কৃষ্ণজীরা, চিরতা, চিতা, কট্‌ফল, বালা ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন প্রশস্ত। (ইহার পূর্ব্ব বচনে দুইবার শুঁঠের এবং এই বচনে দুইবার কট্‌ফলের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে শুঁঠ দুইভাগ এবং কট্‌ফল দুইভাগ লইতে হইবে)।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, বিষ ২ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ ও রুদ্রাক্ষফলভস্ম ৮ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ দ্বারা উদ্ধূলন করিলে (নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে ঘর্ষণ করিলে) ঘর্ম্ম ও শৈত্য নিবারিত হয় ॥ ১৫৩—১৫৫

তন্দ্রিকের চিকিৎসা—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পুষ্করমূল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথে হরীতকী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এবং শুঁঠ পিপুল ও মরিচ বকপুষ্পের রসে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে প্রবল তন্দ্রা দূরীভূত হয়।

মরিচ, কচ (বালা), পচম্পচা (দারুহরিদ্রা), বচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, হরিদ্রা ও রাখালশসার মূল এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নাসিকাভ্যন্তরে নিহিত করিলে তন্দ্রিক নিবারিত হয়।

অশ্বলালা, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, মনঃশিলা, পিপুল ও মধু এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন দিলে তন্দ্রা ও অনিদ্রা দূরীভূত হয় ॥ ১৫৬—১৫৮

প্রলাপকের চিকিৎসা—তগরপাদুকা, বরতিক্ত (ক্ষেতপাপড়া), আরেবত (সোন্দালু), মুতা, কট্‌কী, নলদ (লামজ্জক, বেণাসদৃশতৃণ বিশেষ) অশ্বগন্ধা, ভারতী (ব্রাহ্মী), হারহূরা (দ্রাক্ষা), শ্বেতচন্দন, দশমূলী (দশমূলের দশখানি দ্রব্য) ও শঙ্খপুষ্পী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে শীঘ্রই প্রলপন দূর হয়।

টীকা—বরতিক্ত শব্দে মহানিম্ব না বুঝিয়া ক্ষেতপাপড়াই বুঝিবে, কারণ তন্ত্রান্তরে ক্ষেতপাপড়ারই উল্লেখ আছে। "নলদ" অর্থাৎ লামজ্জক, তদলাভে বেণামূল গ্রাহ্য। "ভারতী"—ব্রাহ্মী। "হারহূরা"—দ্রাক্ষা।

সান্ত্বনাবচন দ্বারা, তীক্ষ্ণ অঞ্জন ও তীক্ষ্ণ নস্য দ্বারা এবং তিমির সেবন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিকৃত চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিবে ॥ ১৫৯ । ১৬০

রক্তষ্ঠীবির চিকিৎসা—রোহিষ (সুগন্ধ তৃণবিশেষ, রোহিসতৃণ), দুরালভা, বাসক, ক্ষেতপাপড়া, গন্ধলতা (প্রিয়ঙ্গু) ও কট্‌কী ইহাদের

ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তনিষ্ঠীবন নিবারিত হয়।

পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেত্‌পাপড়া, মুতা, জাতী, জীবক, শ্বেতচন্দন, বালা, যষ্টিমধু ও নিম ইহাদের ক্বাথ রক্তনিষ্ঠীবন প্রশমক।

যষ্টিমধু, মৌলফল, ফল্‌সাফল, বালা, চন্দন, তেজপত্র, দেবদারু ও গাম্ভারীফল ইহাদের শীত-কষায় চিনিসহ পান করিলে রক্তনিষ্ঠীবন দূর হয়॥ ১৬১—১৬৩

ভুগ্ননেত্রের চিকিৎসা—অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব-লবণ, বচ, মৌলসার, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও লসুন ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে ভুগ্ননেত্র রোগ প্রশমিত হয়॥ ১৬৪

অভিন্যাসের চিকিৎসা।

শৃঙ্গাদি ক্বাথ—কাক্‌ড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিরতা, ক্ষেত্‌পাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্‌ফল, শুঁঠ, মুতা, ধনে, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, রেণুক, গজপিপ্পলী, অপামার্গ, পিপুলমূল, চিতা, রাখালশসা, সোন্দাল, নিমছাল, শটী, সোমরাজী বীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী, প্রত্যেক সমভাগ; ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ঘোর অভিন্যাসজ্বর ও তন্দ্রা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনে প্রমেহ, কর্ণশূল, ত্রয়োদশ সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৬৫—১৬৯

জিহ্বকের চিকিৎসা-কিরাতাদি কবল—চিরতা, আকুলকুৎ (আকরকরভ্‌), কুলিঙ্গ, কর্পূর (কর্চূর) ও পিপুল এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সর্ষপ তৈলে সংযুক্ত ও বীজপূরাদি অম্ল রসে আপ্লুত করিয়া তাহার কবল করিলে জিহ্বা-দোষ সকল সংশমিত হয়॥ ১৭০

শালুরপর্ণ্যাদ্যবলেহ—শালুরপর্ণী (ব্রাহ্মী), মালুর মূল (বিল্বমূল), কুড় ও শঙ্খপুষ্পী ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া অবলেহন করিলে বাক্যের বিশুদ্ধি হয়।

কণ্টকারী, শুঁঠ, পুষ্করমূল, গুলঞ্চ, ব্রাহ্মী, বচ, সুব্রতা (গন্ধপলাশী, কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ), বামুনহাটী, বাসক, দুরালভা, বালা ও সুরসা (তুলসী) ইহাদের ক্বাথ পান করিলে জিহ্বক রোগ নাশ হয়।

বিশ্বা (আতইচ), বর্ম (ক্ষেত পাপড়া), হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, বৎসাদনী (গুলঞ্চ), মুতা, কণ্টকারী, নিমছাল, পল্‌তা, পুষ্করমূল, কুড় ও দেবদারু, ইহাদের ক্বাথ জিহ্বক রোগনাশক॥ ১৭১।১৭২

সন্ধিকের চিকিৎসা—শটী, দেবদারু, ত্রিফলা, স্থবিরদারু (বীজতাড়ক), রাস্না, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও শতমূলী, মৃদু অগ্নিতে ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্ধিগ্রহের ব্যথা বিনষ্ট হয়। ইহাতে বৃথা শৈত্য সেবন কদাচ করিবে না।

বচ, ক্ষেত্‌পাপড়া, দুরালভা, পীতঝাঁটী, গুলঞ্চ, আতইচ, দেবদারু, মুতা, শুঁঠ, অতরুণদারু (বৃদ্ধদারু, বীজতাড়ক লতা), রাস্না, গুগ্‌গুলু, বৃষা (বৃহদ্দন্তী ইহার পল্লব এরণ্ডবৎ, ইহার অলাভে দন্তী গ্রাহ্য) তরুণ (এরণ্ড) ও শতমূলী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সন্ধিগ্রহ-ব্যথা, উরুর জড়িমা-ক্লম ভ্রমণ (বিপরীত বর্ত্তন) পক্ষাঘাত দূরীভূত হয়।

রাস্না, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও গুগ্‌গুলু ইহাদের ক্বাথ সতত সেবন করিলে সন্ধিগত বায়ু প্রশমিত হয়।

মুতা, এরণ্ড, প্রাণদা (হরীতকী), বাণ (নীলঝাঁটী), দেবদারু, গুলঞ্চ, রাস্না, শতমূলী, কর্চূর (কচুর) কট্‌কী, বাসক, আতইচ, বৃহৎ পঞ্চমূল ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে মন্যাস্তম্ভ ও সন্ধিগ্রহ ব্যথা নিবারিত হয়॥ ১৭৩—১৭৬

অন্তকের চিকিৎসা—অন্তক জ্বরে ব্রত (লঙ্ঘনাদি নিয়ম), উষ্ণজল, জ্বরনাশক যূষাদি ও রোগাপহারি ঔষধাদি ত্যাগ করিয়া জ্বরচ্ছেদকারক-জীবনদায়ক-মৃত্যুঞ্জয়কে হৃদয়ে সদা চিন্তা কর। যাঁহার শরীর কর্পূরনিকরবৎ শুভ্রবর্ণ, যিনি মহা যোগান্বিত, যিনি ভক্তজন সমূহে সদা ভাবুকসেবিত, যাঁহার ললাটে নেত্র প্রস্ফুরৎ হইতেছে, যিনি অমৃতপূর্ণ কুম্ভ হস্তে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি রুদ্রাক্ষমালাধারী, পিঙ্গলবর্ণ উত্তুঙ্গ জটাকলাপে যিনি সুশোভিত, যাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে, সেই মৃত্যুঞ্জয়ের স্তব কর। ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক এই নির্ণীত হইয়াছে—অন্তক জ্বরে জাহ্নবী-নীরই ঔষধ এবং গোবিন্দই বৈদ্য॥ ১৭৭—১৭৯

রুগ্‌দাহের চিকিৎসা—(ষড়ঙ্গপানীয়) বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা, দ্রাক্ষা, আমলকী ও ক্ষেত্‌পাপড়া এই ছয়টী দ্রব্যের পরিমাণ ২ তোলা /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে

নামাইয়া সেই জল শীতল হইলে দাহ-তৃষ্ণা ও জ্বর শান্তির জন্য পান করিবে॥ ১৮০

ধান্যকক্কাথ—ধনের চাউল রাত্রিতে ক্বাথ করিয়া পর্য্যুষিত করিবে। পর দিন প্রাতঃকালে তাহা ছাঁকিয়া চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহাতে অন্তর্দাহ ও পিত্তজ্বর অচিরে প্রশমিত হইবে॥ ১৮১

পথ্যাবলেহ—হরীতকী বাটিয়া তাহা তিল তৈল ঘৃত বা মধুর সহিত লেহন করিলে দাহ বিনষ্ট হয়। কচি কুলপাতা দধিতে বাটিয়া তাহা গাত্রে মাখিলে অচিরে দাহ প্রশমিত হয় অথবা কর্পূর, শ্বেতচন্দন ও কচি নিমপাতা তক্রে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শীঘ্র দাহ বিনষ্ট হয়।

দাহজ্বরসন্তপ্ত ব্যক্তিকে উত্তানভাবে শুয়াইয়া তাহার নাভিতে তাম্র-কাংস্যাদি নির্ম্মিত এক খানি গভীর পাত্র স্থাপন করিবে এবং সেই পাত্রে বহুল বারিধারা পাতিত করিবে। কিছুক্ষণ জলধারা পাতিত করিলে দাহ ও জ্বর ত্বরিত প্রশমিত হইবে।

গব্য ঘৃত শীতলজলে শতবার ধৌত করিয়া সেই শত ধৌত ঘৃত দাহজ্বরিকে মাখাইবে এবং সে কমল উৎপলের মাল্য ধারণ করিয়া শীঘ্র জলপূর্ণ কোষ্ঠে কিছু অধিক কাল উপবেশন করিবে। কাঁজীতে বস্ত্র ভিজাইয়া সেই বস্ত্র দ্বারা শরীর অবগুণ্ঠিত করিবে। গব্য তক্রে বস্ত্র সংস্বিন্ন এবং তাহা শীতলীকৃত করিয়া সেই বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়॥ ১৮২—১৮৬

অন্ন—জ্বর রোগী দাহ ও বমি দ্বারা অর্দ্দিত তৃষ্ণান্বিত এবং ক্ষীণ ও নিরন্ন হইলে তাহাকে চিনি ও মধু মিশ্রিত খৈ-এর ছাতুর তর্পণ পান করাইবে।

প্রফুল্ল পদ্ম শোভিত বাপী (দীর্ঘিকা), জলযন্ত্র গৃহ (ফোয়ারা বিশিষ্ট ঘর), চন্দনদিগ্ধাঙ্গী মনোরমা নারী ইহারা দাহ-দৈন্য নিবারক। মুক্তাবলী চন্দন সুশীতল এবং সুগন্ধ পুষ্পাম্বর বিভূষিত নিতম্বিনীগণের পীনপয়োধরের আলিঙ্গনও আশু দাহ প্রশমক। কিন্তু যখন বুঝিবে রোগির প্রহ্লাদ অর্থাৎ কামকৃত হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেই কামিনীগণকে তাহার নিকট হইতে অপসৃত করিবে। এবং যদ্দ্বারা রোগী মহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়, এরূপ হিতকর অন্ন তাহাকে ভোজন করিতে দিবে॥ ১৮৭—১৯০

চিত্তভ্রমের চিকিৎসা—পিপুল, মরিচ, বচ, সৈন্ধব লবণ, করঞ্জবীজ, ধুতূরা ফল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকার অঞ্জন নয়নে দিলে সংজ্ঞা উপস্থিত হয়। চেতনা প্রদানে ইহা অতি বিখ্যাত ও অন্বিতার্থ ঔষধ এবং চিত্তভ্রমজনক স্মৃতিভূতদোষ, শিরোরোগ-অক্ষিরোগ ও ভ্রমরোগ নাশের হেতু।

বকফুলের গাছের ছালের রস, গুড়, শুঁঠচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া নাসিকাতে নিহিত করিলে নিশ্চয়ই চিত্তভ্রম বিনষ্ট হয়। একাঙ্গী, কেশ (বালা), মুতা, মৌলফল, শ্বেত চন্দন, দেবদারু, মধু, গুগ্গুলু, নখ, ক্ষেতপাপড়া, লৌহ, (অগুরু) লামজ্জক (উশীরবৎ পীতবর্ণ বৃক্ষ বিশেষ, তদলাভে উশীর গ্রাহ্য) ও এলাইচ এই সকল দ্রব্যের ধূপ চিত্তভ্রম নাশক, গ্রহ দোষহারক, শ্রীপ্রদ, সৌভাগ্যজনক ও শুভকর।

দ্রাক্ষা, দেবদারু, মৎস্যশকলা (কট্‌কী), মুতা, আমলকী, গুলঞ্চ, হরীতকী, সোন্দাল, রামসেনক (চিরতা), রজঃ (ক্ষেতপাপ্‌ড়া) ও পটোল। দ্বিতীয় যোগ—দর্দ্দুরদলা (মণ্ডূকপর্ণী অর্থাৎ ব্রাহ্মী), আকনাদি, পটোলী (পড়োলী), বালা, হরীতকী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, সোন্দাল, কট্‌কী ও শঙ্খপুষ্পী। এই যোগ দ্বয় ক্বাথ করিয়া পান করিলে চিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

টীকা। মণ্ডূকপর্ণী শব্দে যদিও ব্রাহ্মীকে মঞ্জিষ্ঠাকে ও শ্যোনাকে বুঝায়, তথাপি এস্থলে ব্রাহ্মীই গ্রাহ্য। কারণ দ্রব্যগুণগ্রন্থে উক্ত আছে—ব্রাহ্মী-মতিপ্রদা, মেধ্যা, জ্বরহন্ত্রী ও রসায়নী। অতএব চিত্তরোগে ব্রাহ্মীই গ্রাহ্য॥ ১৯১—১৯৬

কর্ণিকের চিকিৎসা—কর্ণমূলের শোষ অত্যল্প হইলে একমাত্র প্রলেপেই তাহা প্রশমিত হয়। কিন্তু অতি প্রবল হইলে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। শোথ যদি পাকে তাহা হইলে শস্ত্রক্রিয়া করণীয়। কারণ তাহা দ্বারা পূয নির্গত হইয়া যায়। শস্ত্রক্রিয়া করণানন্তর ব্রণভাবাপন্ন শোথে যথাবৎ ব্রণচিকিৎসা বিধেয়।

হরিদ্রা, রাখালশসা, কুড়, সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা ও ইঙ্গুদীমূল এইগুলি সমস্ত বা ইহাদের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, ততগুলি বাটিয়া এবং তাহাতে আকন্দ আটা সংযুক্ত করিয়া কর্ণমূলশোথে প্রলেপ দিলে কর্ণিকা (কর্ণমূলশোথ) বিনষ্ট হয়।

কুলত্থ, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা, সমভাগে লইয়া কর্ণমূলে মুহুর্মুহুঃ সুখোষ্ণ প্রলেপ দিবে।

গেরিমাটী, খড়ীমাটী, শুঁঠ, কট্‌ফল ও সোন্দাল সমভাগে লইয়া এবং তাহা কাঁজীতে বাটিয়া ও অগ্নি-সন্তাপে উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কর্ণমূল-শোথ বিনষ্ট হয়।

শজিনাছাল ও শ্বেতসর্ষপ বাটিয়া কর্ণমূলে প্রলেপ দিলে কর্ণমূলভব শোথ প্রশমিত হয়।

মরিচ, পিপুল, জীরা ও সৈন্ধবলবণ উষ্ণজলে মর্দ্দিত করিয়াই নস্যবিধানে তাহার নস্য লইলে কর্ণমূল শোথ নাশ প্রাপ্ত হয়।

বামুনহাটী (তদলাভে কণ্টকারীমূল), জয়া (গণিয়ারি), পুষ্করমূল (তদলাভে কুড়), কণ্টকারী, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), বচ, মুতা, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌কী ও রসা (রাস্না) ইহাদের ক্বাথ কর্ণমূল শোথ নাশক।

দশমূলের দশখানি দ্রব্য এবং কট্‌কী, পিপ্পলী, ত্রিফলা (হরীতকী বহেড়া আমলকী), শুঁঠ, চিরতা ও মরিচ ইহাদের ক্বাথ সকল প্রকার কর্ণব্যথা বলে নাশ করিয়া থাকে॥ ১৯৭—২০৪

কণ্ঠকুব্জের চিকিৎসা—ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, সিংহানন (বাসক) ও হরিদ্রা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কণ্ঠকুব্জরোগ প্রশমিত হয়। সিংহ যেমন কুঞ্জরকে বিনষ্ট করে, ইহাও তদ্বৎ কণ্ঠকুব্জ নাশ করিয়া থাকে।

চিরতা, কট্‌কী, পিপুল, কুড়চী, কণ্টকারী, শটী, বহেড়া, দেবদারু, হরীতকী, কটুক (মরিচ), কট্‌ফল, বাসক ও মহৌষধ (শুঁঠ) ইহাদের ক্বাথ কণ্ঠকুব্জ নাশ করিয়া থাকে।

টীকা। মহৌষধসখ—মহৌষধের সখিগণসহ অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য সকলের সহিত মহৌষধ। অনন্তর উল্বণ বাতাদি প্রবৃদ্ধ-মধ্য-ক্ষীণ-বাতাদি হেতুক কুম্ভীপাকাদি ত্রয়োদশ সন্নিপাত জ্বরেই ইহাদের ন্যায় বিশেষ চিকিৎসা করিবে॥ ২০৫।২০৬

অথাগন্তু জ্বরাধিকার।

আগন্তু জ্বরের নিদান—অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচার ও অভিশাপ দ্বারা আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হয়। যে আগন্তুজ্বরে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষান্বিত বলিয়া জানিবে।

টীকা।—অভিঘাত—শস্ত্র-মুষ্টি-লগুড়াদি দ্বারা অভিহনন। অভিষঙ্গ—কাম-শোক-ভয়-ক্রোধ ও ভূতাদির আবেশ। অভিচার—শ্যেনাদি যজ্ঞ দ্বারা নিরপরাধের মারণার্থ কৃত্যাদি (কালানলোপম দেবতা বিশেষ) উৎপাদন। অভিশাপ—ব্রাহ্মণ-গুরু-বৃদ্ধ ও সিদ্ধলোকাদি কৃত শাপ॥ ১

আগন্তুজ্বরের অপর নিদান—ভূতগ্রহ, বিষ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষত ও ভঙ্গাদি এবং রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদি আগন্তু কারণে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেও আগন্তু রোগ বলা যায়

টীকা। "ভয়াদি" এ স্থলে আদি শব্দে রাগাদি হইতে ভঙ্গাদি পর্য্যন্ত সমস্ত হেতু গুলিই আগন্তু-সংজ্ঞক বুঝিবে। কার্য্য ও কারণের অভেদ উপচার (প্রতিকার) হেতু আগন্তু শব্দের আগন্তুজ অর্থ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ আগন্তু শব্দ—হেতুবাচীও হয়। ব্যাধিবাচীও হইয়া থাকে। এস্থলে একটা আপত্তি হইতে পারে যে,—নিজ জ্বরের অর্থাৎ বাতাদি দোষ জনিত জ্বরের, মিথ্যাহার বিহার, যেমন বিপ্রকৃষ্ট কারণ এবং বাতাদিদোষ সন্নিকৃষ্ট কারণ, আগন্তু জ্বরেরও ত তেমনি অভিঘাতাভিষঙ্গাদি বিপ্রকৃষ্ট কারণ এবং বাতাদি দোষ সন্নিকৃষ্ট কারণ, তাহা হইলে আগন্তুজ্বরও ত বাতাদি দোষজ জ্বরেরই অন্তর্ভূত হইল? ইহার অষ্টমত্ব কিরূপে সম্ভবে? উত্তর—বাতাদিদোষ আগন্তু জ্বরের আরম্ভক নহে, আগন্তু জ্বরোৎপত্তির পরে উহারা অনুবন্ধী হয়, অর্থাৎ অভিঘাতাভিষঙ্গাদি জনিত আগন্তু জ্বরের অনুবল হয়। চরকঋষি আগন্তু জ্বরের এই সম্প্রাপ্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তদ্‌যথা—"আগন্তুজ্বর ব্যথা পূর্ব্ব অর্থাৎ উহার উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ব্যথা (অভিঘাতাদি), পশ্চাৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পরে তাহা বাতাদিদোষে সম্বন্ধ হয়" অর্থাৎ বাতাদিদোষ নিজ জ্বরের উৎপত্তির কারণ, আগন্তু জ্বরের উৎপত্তির কারণ নহে। অতএব আগন্তুজ্বরের অষ্টমত্বের বিরোধ ঘটিতেছে না॥ ২

কোন্ আগন্তুর কোন্ দোষ নিজ তাহাই বর্ণিত হইতেছে—কাম-শোক-ভয়জনিত আগন্তু ব্যাধিতে বায়ু প্রকুপিত হয়; ক্রোধজ-আগন্তু ব্যাধিতে পিত্ত প্রকুপিত হয়; এবং ভূতাবেশজ আগন্তু ব্যাধিতে বাতাদি তিন দোষই প্রকুপিত হইয়া থাকে এবং ভূত সামান্য লক্ষণ সকলও প্রকাশ পায় অর্থাৎ যে ভূতের যে লক্ষণ অর্থাৎ হাস্য রোদন বা কম্পাদি, তাহাও প্রকাশিত হয়॥ ৩

আগন্তু জ্বরের হেতুভেদে লক্ষণ ভেদ—বিষকৃত জ্বরে অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম বিষ ভক্ষণ জনিত জ্বরে মুখের শ্যাববর্ণতা (শুক্ল মিশ্রিত কৃষ্ণ বর্ণতা

বা শাক বর্ণতা), অতিসার (এই লক্ষণ স্থাবর বিষ দ্বারাই উৎপন্ন হয়, কারণ স্থাবর বিষই রেচক), অন্নে অরুচি, পিপাসা, তোদ (সূচীবেধবৎ বেদনা) ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ওষধী গন্ধজ জ্বরে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও বমি উপস্থিত হয়। কামজ্বরে অর্থাৎ অভিলষিত কামিন্যাদির অপ্রাপ্তি নিমিত্তকজ্বরে চিত্তবিভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য ও অভোজন (ভোজনে অসামর্থ্য), হৃদয়ে বেদনা এবং গাত্রের শোষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকদিগের কামজ্বরে মূর্চ্ছা, অঙ্গমর্দ্দ, তৃষ্ণা, নয়নের চাপল্য, স্তনদ্বয়ে ও মুখে ঘর্ম্ম এবং হৃদয়ে দাহ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

টীকা। মূলে "চ" শব্দ প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, বাগ্‌ভটোক্ত লক্ষণ সকলও উপস্থিত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—"কামজ্বরে ভ্রম, অরুচি, দাহ, এবং লজ্জা নিদ্রা বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ক্ষয়" এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বালা, শতদলপদ্ম, শ্বেতচন্দন, বেণামূল, গুড়ত্বক্, ধনে ও জটামাংসী ইহাদের ক্বাথ কামজ্বর নাশক। সন্ধ্যাকালে অতি সুগন্ধি কুসুম দ্বারা সংস্তরকরণ (শয্যাদি রচনা ও তোড়া মাল্যাদি করণ) এবং রাত্রিকালে নিজ কান্ত ও কান্তার সহিত ক্রীড়ন কামজ্বর নাশক।

ভয়জ জ্বরে প্রলাপ হয়, শোকজ জ্বরেও প্রলাপ হয় এবং কোপজ জ্বরে কম্প হইয়া থাকে। ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে অর্থাৎ ভূতগ্রহের (দেবগ্রহাদির) আবেশজনিত জ্বরে উদ্বেগ হাস্য রোদন ও কম্পন হয়। ভূতাভিষঙ্গোক্ত জ্বরকে কেহ কেহ বিষমজ্বর বলিয়া থাকেন। অভিচার ও অভিশাপ দ্বারা যে জ্বর হয়, তাহাতে মোহ ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে এই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে—কম্প, বায়ুর ধর্ম্ম, ক্রোধজ জ্বরে কি প্রকারে কম্পন হইবে ? শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, "ক্রোধ হেতু পিত্ত প্রকুপিত হয়" পিত্তের ধর্ম্ম ত দাহ। উত্তর—শাস্ত্রীয় বচন আছে—একদোষ প্রকুপিত হইয়া তাহা অন্যান্য দোষ সকলকেও কুপিত করিয়া থাকে" এই বচন বলেই বুঝিতে হইবে যে, ক্রোধজ জ্বরে পিত্ত কর্ত্তৃক বায়ু কোপিত হইয়া কম্প উৎপাদন করে। আর ক্রোধ হেতু বায়ুও কুপিত হয়। বিদেহে উক্ত হইয়াছে—"ক্রোধ ও শোককে বায়ু-পিত্ত ও রক্তের প্রকোপক বলিয়া জানিবে।" ভূতাভিষঙ্গে বিষমজ্বরও উৎপন্ন হয়। সেই জ্বর কদাচিদ্ বেগবান্, কদাচিৎ শান্তবেগ হয় ইত্যর্থ। মূলে "তৃষ্ণা চ" এই চকারের প্রয়োগে হারীতানুবাদি বাগ্‌ভটোক্ত লক্ষণও বোদ্ধব্য। তদ্‌যথা—আভিচারিক মন্ত্র দ্বারা যে ব্যক্তি হ্রয়মান হয়, প্রথমে তাহার মন, তৎপরে দেহ সন্তপ্ত হয়, তদনন্তর বিস্ফোট-তৃষ্ণা-ভ্রম-দাহ-মূর্চ্ছা হয় এবং জ্বর প্রত্যহ বাড়িতে থাকে ॥ ৪—১০

আগন্তুজ্বরসকলের চিকিৎসা—আগন্তু জ্বরে মানব কখনও উপবাস করিবে না।

টীকা। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"শুদ্ধ বাতজ জ্বরে ধাতুক্ষয়জ জ্বরে, আগন্তু জ্বরে ও জীর্ণজ্বরে লঙ্ঘন বাঞ্ছিত নহে।"

অন্যবচন—কাম-শোক চিন্তা ও অভিঘাত জনিত-জ্বর এবং ভয় ভূতাবেশ-শ্রম ক্রোধ ও উপবাস জন্য জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর নহে। কিন্তু যদি অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই সকল জ্বরে মাংসরসের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। অভিঘাতজ জ্বরে উষ্ণ বর্জ্জিত ক্রিয়া করিবে। দোষানুসারে কষায় মধুর বা স্নিগ্ধ দ্রব্য-প্রয়োগ করিবে। ঘৃতপান ও ঘৃতাভ্যঙ্গ দ্বারা অভিঘাত জ্বর বিনষ্ট হয়। রক্তমোক্ষণ ও মেধ্য (মেধাহিত) মাংসরস সহ অন্ন ভোজন দ্বারাও অভিঘাত জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ব্যধ (তাড়ন বা কর্ণাদিবেধ), বন্ধ, শ্রম, অতি পথপর্য্যটন, ভঙ্গ (ছেদ ভেদাদি) ও ভ্রংশ (বৃক্ষাদি হইতে পতন) এই সকল কারণে যে জ্বর হয়, সেই সকল জ্বরে প্রথমে ক্ষীর ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। পথপর্য্যটন শ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অভ্যঙ্গ ও দিবানিদ্রা হিতকর। বিষনাশক ও পিত্তনাশক কষায়দ্বারা এবং সর্ব্বগন্ধযুক্ত কষায় দ্বারা ওষধিগন্ধজ ও বিষজ জ্বর প্রশমিত করিবে ॥ ১১—১৬

সর্ব্বগন্ধ যথা—চাতুর্জাত (এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি ও নাগেশ্বর), কর্পূর, কঙ্কোল (কাক্‌লা), অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ এই গুলিকে সর্ব্বগন্ধ বলিয়া জানিবে।

ক্রোধজ জ্বরে পিত্তপ্রশমক ক্রিয়া করিবে এবং সদ্বাক্য (উপদেশবাক্য) কহিবে। আশ্বাস দ্বারা, ইষ্টলাভ দ্বারা, বায়ুর প্রশমন দ্বারা এবং হর্ষোৎপাদন দ্বারা কাম-ক্রোধ-ও ভয়জনিত জ্বর প্রশমিত করিবে। কাম দ্বারা (কামবিষয় দ্বারা), মনোজ্ঞ বিষয় দ্বারা (ধিক্কারাদি দ্বারা ভয়জনক বচন দ্বারা), পিত্তঘ্ন চিকিৎসা দ্বারা ও সদ্বাক্য দ্বারা ক্রোধসমুত্থিত জ্বর প্রশান্ত হয়। কাম উপস্থিত হইলে ক্রোধজ জ্বর বিনষ্ট হয় এবং ক্রোধ উপস্থিত হইলে কামজ্বর বিনষ্ট হয় ; আর কাম ও ক্রোধ ঘাতিত হইলে অর্থাৎ মনে নিগৃ-

হিত হইলে কামজ ও ক্রোধজ জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভূতবিদ্যা সমুদ্দিষ্ট বন্ধ আবেশন ও তাড়ন দ্বারা ভূতাভিষঙ্গজনিত জ্বর প্রশমিত করিবে। (কোন-গ্রন্থে তাড়ন স্থলে পূজন পাঠ আছে), মনঃশান্তি দ্বারা মানস জ্বরকে দূরীভূত করিবে। সহদেবার (বেড়েলার) মূল যথাবিধানে কণ্ঠে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে এক দুই তিন বা চারিদিনে মানবের ভূত-জ্বর বিনষ্ট হয়। অভিচারজ জ্বর এবং অভিশাপজ জ্বর হোমাদি দ্বারা জয় করিবে। উৎপাতজ ও গ্রহ-দুষ্টিজ জ্বর দান স্বস্ত্যয়ন ও আতিথ্য দ্বারা প্রশমিত করিবে॥ ১৭—২৩

ইতি আগন্তুজ্বরাধিকার।

বিষমজ্বরাধিকার।

জ্বরমুক্ত হইয়াই অনুচিত আহার বিহার করিলে সেই জ্বরমুক্ত ব্যক্তির অনতিবল-বাতাদিদোষ লব্ধবল হইয়া রসরক্তাদি কোন ধাতুকে দূষিত করিয়া পুনর্ব্বার বিষমজ্বর আনয়ন করে।

টীকা।—মূলে "বা" শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কখন কখন প্রথম হইতেই বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"প্রথমেই যদি বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে জ্বর অসাধ্য বলিয়া জানিবে" ॥ ২৪

রসাদি ধাতুবিশেষদূষণে বিষমজ্বর বিশেষ—জ্বরমুক্ত ব্যক্তির অনতিবল-বাতাদিদোষ অহিত আহার বিহারে লব্ধবল হইয়া রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া সন্তত জ্বর, রক্তধাতুকে আশ্রয় করিয়া সতত জ্বর, মাংসধাতুকে আশ্রয় করিয়া অন্যেদ্যুষ্ক-জ্বর, মেদোধাতুকে আশ্রয় করিয়া তৃতীয়কজ্বর এবং অস্থি ও মজ্জা ধাতুকে আশ্রয় করিয়া অতি ভয়ঙ্কর বহূপদ্রবজনক অর্থাৎ যমস্বরূপ চতুর্থকজ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ২৫।২৬

বিষমজ্বরের সামান্য লক্ষণ—যে জ্বর অনিয়মকালে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যাহার উপস্থিতির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, যে জ্বরে শীত ও উষ্ণ একরূপ থাকে না এবং যে জ্বরের বেগও বিষম, তাহাকেই বিষমজ্বর কহা যায়।

টীকা। যেমন বাতিকজ্বর সপ্তদিন, পৈত্তিক-জ্বর দশদিন এবং শ্লৈষ্মিকজ্বর দ্বাদশদিন হয়; আবার দোষদিগের প্রাবল্যে বাতিকজ্বর চতুর্দ্দশ দিন, পৈত্তিকজ্বর বিংশতি দিন ও শ্লৈষ্মিকজ্বর চতুর্বিংশতিদিন ব্যাপক হইয়া থাকে। বিষমজ্বর সেরূপ কোন নিয়মিত কালকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় না। "শীত ও উষ্ণ" এস্থলে গুণবাচক বুঝিবে।" "বেগ ও বিষম" অর্থাৎ জ্বর কখন বেগবান্, কখন বা শান্তবেগ হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে ইত্যর্থ॥ ২৭

বিষমজ্বরের ভেদ—সাধারণতঃ বিষমজ্বর পাঁচপ্রকার, যথা—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক ও চতুর্থক।

সন্ততের লক্ষণ—যে বিষমজ্বর সপ্তাহকাল, বা দশাহকাল বা দ্বাদশাহ কাল নিরন্তর ভোগ করে, অর্থাৎ ঐ ঐ কালের মধ্যে একবারও ছাড়ে না, তাহাকে সন্ততজ্বর বলিয়া জানিবে।

টীকা। সপ্তাহাদি কালের যে বিকল্প, তাহা বাতিকাদি ভেদে হইয়া থাকে। "সন্ততি"—নৈরন্তর্য্য। "অবিসর্গী"—অপরিত্যাগী। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মুক্তানুবন্ধিত্বই বিষমত্ব, অর্থাৎ ছেড়ে ছেড়ে হওয়াই বিষমজ্বরের প্রধান লক্ষণ, সন্ততজ্বরে ত মুক্তানুবন্ধিত্ব ঘটে না, তবে সন্ততজ্বর বিষমজ্বর মধ্যে কি প্রকারে গণ্য হইতে পারে? উত্তর—সন্ততজ্বরেও মুক্তানুবন্ধিত্ব ঘটে। যেহেতু চরক কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—"সন্ততজ্বর দ্বাদশ দিবসে রোগিকে কিঞ্চিৎকাল ত্যাগ করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার ব্যক্ত লক্ষণ হয়। এইজ্বর দীর্ঘ-কালই অনুবর্ত্তন করে, ইহার উপশম অল্প"। অতএব ইহারও মুক্তানুবন্ধিত্ব আছে বলিতে হইবে। তবে খরনাদ যে বলিয়াছেন—"আমি পূর্ব্বে সন্ততকাদি যে পাঁচটি জ্বরের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে সন্তত ভিন্ন অপর চারিটীকে বিষম জ্বর বলিয়া জানিবে" তাহা দীর্ঘকাল ত্যাগাভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সন্ততজ্বরের ত্যাগ কাল অতি অল্প বলিয়াই খরনাদ সন্ততজ্বরকে বিষমজ্বর বলিতে ইচ্ছা করেন নাই। বস্তুতঃ উহা বিষম জ্বরই জানিবে॥ ২৮।

সততকাদির লক্ষণ—সততজ্বর অহোরাত্রের মধ্যে দুইকাল অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ দিনরাত্রের মধ্যে দুইবার উপস্থিত হয়। অন্যেদ্যুষ্কজ্বর অহো-রাত্রের মধ্যে এক কাল উপস্থিত হয়। তৃতীয়কজ্বর প্রতি তৃতীয় দিবসে এবং চতুর্থকজ্বর প্রতি চতুর্থ দিবসে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

টীকা। দুইকাল অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার উপস্থিত হয়। কারণ-

দোষদিগের প্রত্যেকের দিবারাত্রে দুই দুইবার প্রকোপ কাল। যেহেতু বাগ্‌ভটে উক্ত হইয়াছে—"বয়স দিবা রাত্রি ও ভুক্ত, ইহাদের অন্তভাগ মধ্যভাগ ও আদি ভাগ, যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ কাল," অর্থাৎ বয়সাদির শেষভাগে বায়ু, মধ্যভাগে পিত্ত এবং প্রথম ভাগে কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে। অন্যেদ্যুষ্ক যে অহোরাত্রে এক কাল উপস্থিত হয়, তাহাও দোষকে অপেক্ষা করিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ প্রথম কালে দোষ হৃদয়েই অবস্থিতি করে। আমাশয়ে উপস্থিত হইতে পারে না; দ্বিতীয় কালে আমাশয়ে আসিয়া জ্বর প্রকাশ করিয়া থাকে। তৃতীয়ক জ্বর, "প্রতি তৃতীয় দিনে উৎপন্ন হয়" এস্থলে জ্বরাগমন দিন ধরিয়া তৃতীয় দিন বুঝিতে হইবে, যেহেতু শাস্ত্রীয় বচন আছে—"এক দিন অতিক্রমণ করিয়া যে জ্বর হয়, তাহা তৃতীয়ক জ্বর এবং দিনদ্বয়কে অতিক্রমণ করিয়া যে জ্বর হয়, তাহা চতুর্থক জ্বর" অর্থাৎ তৃতীয়ক জ্বর একদিন অন্তর এবং চতুর্থক জ্বর দুইদিন অন্তর হইয়া থাকে।

বিষমজ্বর বিষয়ে সুশ্রুত বলিয়াছেন—"বাতাদি দোষ কফস্থান বিভাগানুসারে এক এক অহোরাত্রে এক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌছিতে পৌছিতে শেষে আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে সতত অন্যেদ্যুঃ-তৃতীয়ক-চতুর্থক ও প্রলেপক জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। আমাশয়-হৃদয়-কণ্ঠ-শিরঃ ও সন্ধি এই পাঁচটি কফস্থান। এই এই স্থানস্থিত দোষ যথাসাধ্য সততাদি বিষমজ্বর উৎপাদন করে। তন্মধ্যে আমাশয়ে অবস্থিত দোষ দিবারাত্রে দুইবার সততজ্বর উৎপাদন করে। কারণ প্রত্যেক দোষের দিবারাত্রে দুইবার প্রকোপ হয়। হৃদয়ে অবস্থিত দোষ হৃদয় হইতে আমাশয়ে আসিয়া অন্যেদ্যুষ্ক একবার উৎপাদন করে। কারণ অহোরাত্রে দোষ প্রকোপের দুইটি কাল; তাহার প্রথম কালে দোষ হৃদয়েই অবস্থিতি করে। দ্বিতীয় কালে আমাশয়ে পৌছিয়া একবার মাত্র অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর করে। কণ্ঠে অবস্থিত দোষ প্রথম প্রকোপ কালে কণ্ঠেই অবস্থিতি করে, দ্বিতীয় অহোরাত্রে কণ্ঠ হইতে হৃদয়ে পৌছে এবং তৃতীয় দিনে আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া নিজ প্রকোপ সময়ে এককালে তৃতীয়ক জ্বর করে। দুই প্রকোপ কালেই যে দুইবার জ্বর উৎপাদন করে না, ইহা তৃতীয়ক জ্বরোৎপাদক দোষেরই স্বভাব জানিবে। এইরূপ শিরঃস্থিত দোষ এক অহোরাত্রে কণ্ঠে, তৎপরের অহোরাত্রে হৃদয়ে পৌছে এবং চতুর্থদিনে আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া স্বপ্রকোপ কালে এককাল চতুর্থকজ্বর উৎপাদন করে। দুই প্রকোপ কালেই যে দুইবার জ্বর উৎপাদন করে না, ইহা চতুর্থক জ্বরোৎপাদক দোষেরই স্বভাব জানিবে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে,—দোষের আমাশয়ে আগমন ক্রমে হয়, আমাশয় হইতে স্বস্থান গমন অক্রমে হয়, তবে কি প্রকারে তৃতীয় চতুর্থ দিবসে পুনরাগমন সম্ভবে? উত্তর—দোষ প্রকোপ-সময়ে বেগ পরিত্যাগ করিয়া লাঘব হেতু বেগ দিনেই স্বস্থানে গমন করে। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"দোষ প্রকোপ কালে বেগবত্ত্বনিবন্ধন লাঘব হেতু বেগবাসরেই স্বস্থানে গমন করে"। সন্ধিস্থান স্থিত দোষ প্রলেপক জ্বর উৎপাদন করে। আমাশয়েও সন্ধি সকল আছে, সেই সকল সন্ধিতে অবস্থিত দোষ প্রলেপক জ্বর সর্ব্বদা করিয়া থাকে।

বিষমজ্বর নিবৃত্ত হইয়াও নিয়ত দিনে যে তাহা পুনরায় উপস্থিত হয়, মুনিপুঙ্গবেরা তদ্বিষয়ে স্বভাবকেই কারণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

টীকা। স্বভাবেরই কারণত্বে, কফস্থান বিভাগনিরপেক্ষ হইয়া চতুর্থকাদি বিপর্য্যয় জ্বর সকলও স্ব স্ব কালে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

বীজ যেমন ভূমিতে পড়িয়া থাকে এব উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই তাহা অঙ্কুরিত হয়, দোষও তেমনি রসরক্তাদি ধাতুতে অবস্থিত করিয়া সময়ে প্রকুপিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে সুশ্রুতও বলিয়াছেন—বিষমজ্বরও শরীরকে যে সম্পূর্ণ কখন ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা নহে। কেননা জ্বরবেগ অতিক্রান্ত হইলেও ত রোগী গ্লানি-গুরুতা ও কৃশতা হইতে মুক্ত হয় না। জ্বরই যদি সর্ব্বতোভাবে যাইবে তাহা হইলে রোগির গ্লানি প্রভৃতি থাকে কেন? জ্বরের বেগ গত হইলে বোধ হয়, বুঝি জ্বর ছাড়িয়া গেল, বস্তুতঃ তাহা নহে। ধাত্বন্তরে লীনত্ব হেতু এবং সূক্ষ্মত্ব হেতুই তাহার উপলব্ধি হয় না মাত্র ॥ ২৯—৩৫

দ্বিদোষোল্বণ তৃতীয়কজ্বরের লক্ষণ— কফপিত্তোল্বণ তৃতীয়ক জ্বর উপস্থিত হইবার সময় প্রথমে ত্রিক স্থানে (কটী ও মেরুদণ্ডের সন্ধিতে), বাতশ্লেষ্মোল্বণ তৃতীয়ক জ্বর উপস্থিত হইবার সময় পৃষ্ঠেও বাতপিত্তোল্বণ তৃতীয়ক জ্বর উপস্থিত হইবার সময় মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া থাকে। তৃতীয়ক জ্বর এইরূপ ত্রিবিধ হয় ॥ ৩৬

কফোল্বণ ও বাতোল্বণ চতুর্থক জ্বরের লক্ষণ—চতুর্থক জ্বর দ্বিবিধ স্বভাব দর্শাইয়া থাকে। তদ্যথা—শ্লেষ্মোল্বণ চতুর্থক জ্বর উপস্থিত হইবার সময় প্রথমে জঙ্ঘাদ্বয়ে এবং বাতোল্বণ চতুর্থক জ্বর অগ্রে মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া পরে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়।

টীকা। সন্ততাদি জ্বর ত্রিদোষজ। যেহেতু চরকে উক্ত আছে—"প্রায়ঃ সন্নিপাতেই পাঁচ প্রকার বিষম জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে।" জৈজ্জট বলেন—প্রায়ঃ শব্দগ্রহণে বুঝিতে হইবে যে, বিষম জ্বর সকল একদোষজ ও দ্বিদোষজও হইয়া থাকে।

পিত্তোল্বণ বিষমজ্বরে প্রথমে মধ্যকায়ে বেদনা জন্মাইয়া উপস্থিত হয়। চতুর্থক বিপর্য্যয় নামক অন্য এক প্রকার জ্বর হয়, বৈদ্য! তাহাও বিষমজ্বর বলিয়াই জানিবে। দোষ অস্থিমজ্জগত হইয়া সেই চতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বর উৎপাদন করে ॥ ৩৭—৩৯।

চাতুর্থক বিপর্য্যয়ের লক্ষণ—চাতুর্থকজ্বর যে প্রথম দিন হয়, দ্বিতীয় তৃতীয় দিন হয় না এবং চতুর্থ দিন হয়, চাতুর্থক বিপর্য্যয় ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম দিন ও শেষ দিন (চতুর্থ দিন) হয় না, মধ্যের দুইদিন হয়।

টীকা। চতুর্থক বিপর্য্যয় উপলক্ষক। চতুর্থক বিপর্য্যয় বলায় সততাদি বিপর্য্যয়ও বুঝিতে হইবে। যথা—সততজ্বর অহোরাত্রে যেমন দুইকাল মাত্র হয়, অবশিষ্ট সময় জ্বরের বিচ্ছেদ থাকে, সততক বিপর্য্যয়ও তেমনি, অহোরাত্রে দুই কাল হয় না, অবশিষ্ট সমস্ত অহোরাত্র বিদ্যমান থাকে। সততক বিপর্য্যয় এইরূপ। অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর যেমন অহোরাত্রে এককাল মাত্র হয়, অবশিষ্ট সময় জ্বরের বিচ্ছেদ থাকে, অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয়ও তেমনি অহোরাত্রে এককালমাত্র বিচ্ছেদ হয় এবং সমস্ত অহোরাত্র বিদ্যমান থাকে। ইহাই অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয়। তৃতীয়ক জ্বর যেমন মধ্যে একদিন হয় না, আদি ও অন্ত দিন হয়, তৃতীয়ক বিপর্য্যয় জ্বরও তেমনি মধ্যে একদিন হয়, আদি ও অন্ত দিনে হয় না, ইহাই তৃতীয়ক বিপর্য্যয়, এইগুলি বিষমজ্বরের উপলক্ষক, অতএব এতদ্ভিন্ন অন্য রাত্রিজ্বরাদিও বিষমজ্বর বলিয়া বুঝিবে। যথা—শাস্ত্রে উক্ত আছে—যে ব্যক্তির বায়ু ও কফ সম এবং পিত্ত ক্ষীণ তাহার জ্বর প্রায় রাত্রিতেই হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তির কফহীন, তাহার জ্বর প্রায় দিবাতেই হয়। প্রায়ঃ শব্দের অর্থ বাহুল্য বুঝিতে হইবে ॥ ৪০

সন্ততাদিজ্বরের শীতপূর্ব্বত্বে ও দাহপূর্ব্বত্বে হেতু—যদি দুষ্টশ্লেষ্মা ও দুষ্টবায়ু ত্বক্‌স্থ অর্থাৎ ত্বগ্‌গত রসস্থ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথমে শীতসহ জ্বর উৎপাদন করে, কিছুক্ষণ পরে যখন ঐ শ্লেষ্মানিল প্রশান্ত বেগ হয়, তখন পিত্ত অভ্যন্তরে দাহ উপস্থিত করে। (ইহাকে শীতপূর্ব্ব জ্বর কহে) তথা দুষ্টপিত্ত যদি ত্বগ্‌গত রসস্থ হয়, তাহা হইলে প্রথমে অত্যন্ত দাহ উৎপাদন করে। ক্রমে ঐ পিত্ত মন্দ বেগ হইলে শ্লেষ্মা ও বায়ু অন্তে (হস্ত পদাদিতে) শীত জন্মাইয়া থাকে ॥ ৪১। ৪২

শীতপূর্ব্ব ও দাহপূর্ব্বজ্বরের ত্রিদোষজত্ব—উক্ত দাহপূর্ব্ব ও শীতপূর্ব্ব জ্বরদ্বয়কে সংসর্গজ (ত্রিদোষ সংসর্গজ) বলিয়া জানিবে। ঐ দ্বিবিধ জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্বজ্বর কষ্টসাধ্য এবং অপরটি অর্থাৎ শীতপূর্ব্ব জ্বর সুখসাধ্যতম ॥ ৪৩

বিষমজ্বর বিশেষ - যদি আহাররস পরিপাক না হইয়া দুষ্ট হয় এবং যদি দুষ্ট-কফ ও দুষ্ট-পিত্ত বিভাগানুসারে অর্থাৎ হরগৌরীরূপে কিংবা নরসিংহ আকারে শরীরের অর্দ্ধার্দ্ধভাগে (শরীরের বামার্দ্ধে ও দক্ষিণার্দ্ধে কিংবা কটীদেশের নিম্নে ও কটীদেশের উর্দ্ধে) অবস্থিতি করে, তাহা হইলে যে ভাগে পিত্ত থাকে, দেহের সেই ভাগ উষ্ণ এবং যে ভাগে কফ থাকে সেই ভাগ শীতল হয়। যদি দুষ্টপিত্ত কোষ্ঠে (মধ্য দেহে) এবং দুষ্ট কফ হস্তে ও পদে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে মধ্যদেহ উষ্ণ ও হস্তপদ শীতল হয়, আর যদি দুষ্টকফ মধ্য দেহে এবং দুষ্টপিত্ত হস্ত পদে অবস্থান করে, তাহা হইলে মধ্যদেহ শীতল ও হস্তপদ উষ্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৬

প্রলেপক নামক বিষমজ্বর বিশেষের লক্ষণ—প্রলেপক জ্বরে রোগির শরীর ঘর্ম্ম ও গৌরব দ্বারা সদা লিপ্তবৎ বোধ হয়, এই জ্বর মন্দবেগে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে ও শীতানুভব হয়। (প্রলেপক জ্বর প্রায় যক্ষ্ম-রোগিদেরই হইয়া থাকে) ॥ ৪৭

বিষমজ্বরের সামান্যচিকিৎসা।

সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর সন্নিপাত-সম্ভূত। সেই সকল জ্বরে যে দোষের উল্বণত্ব (প্রাবল্য) থাকিবে, তাহারই চিকিৎসা করণীয়। বিষমজ্বরে প্রথমে উর্দ্ধ ও অধঃ শোধন (বমন-বিরেচন) কর্ত্তব্য। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্ন পান দ্বারা বিষমজ্বর প্রশমিত করিবে।

ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী ইহাদের কষায় সন্তত জ্বরে ; পল্‌তা, অনন্তমূল, মুতা, আক্‌নাদি ও কট্‌কী ইহাদের কষায় সততজ্বরে ; নিমছাল, পল্‌তা, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, মুতা ও কুড়্‌চী ইহাদের কষায় অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে ; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ ইহাদের কষায় তৃতীয়ক জ্বরে এবং গুলঞ্চ, আমলকী ও মুতা ইহাদের কষায় চতুর্থক জ্বরে পান করিতে দিবে ; এই পাঁচ প্রকার কষায় পঞ্চবিধ বিষমজ্বর নাশ করে।

মহাবলা মূল (পীত বেড়েলার মূল) ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ দুই তিন দিন পান করিলে শীত কম্প ও দাহ সমন্বিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

মুতা, আমলকী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

রশুন বাটিয়া তাহাতে তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাইলে বিষমজ্বর এবং অশেষ বাতব্যাধি দূরীভূত হয়।

কালজীরা কিঞ্চিৎ ভাজিয়া তাহার চূর্ণে সমপরিমিত গুড় মিশাইয়া দুই তোলা মাত্রায় খাইলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়। হরীতকী বাটিয়া মধুর সহিত লেহন করিলেও বিষমজ্বর আশু নিবারিত হয়। তুলসীপত্রের রস বা ঘলঘসিয়া পত্রের রস মরিচ চূর্ণ সহ পান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

কৃষ্ণজীরা চূর্ণ সমপরিমিত গুড় ও অল্প মরিচ চূর্ণ সহ ভক্ষণ করিলে সত্তঃ ঐকাহিক বিষমজ্বর নিবারিত হয়। শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরার চূর্ণে গুড় মিশাইয়া তাহা উষ্ণ জলের সহিত, পুরাতন মদ্যের সহিত বা তক্রের সহিত পান করিলে তীব্র শীতজ্বর নিবারিত হয়॥ ৫৮। ৫৯

সন্ততাদিজ্বরের সামান্যচিকিৎসা।

গুড়ূচী মোদক—গুলঞ্চচূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহা একশত ভাগ এবং পুরাতন গুড় মধু ও ঘৃত প্রত্যেক ষোল ভাগ, মিলিত করিয়া যে ব্যক্তি অগ্নিবলানুসারে ভক্ষণ করিয়া হিত ও পরিমিত ভোজন করে, তাহার কোন ব্যাধি হয় না, জরা হয় না, পলিত হয় না, বিষমজ্বর হয় না, মেহ হয় না, বাতরক্ত হয় না ও নেত্ররোগ হয় না। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন, মেধাকর ও ত্রিদোষঘ্ন। এই ঔষধ সেবনে মানব দেবতাবৎ সম্পূর্ণ বর্ষশত জীবিত থাকে॥ ৬০—৬৩

অন্ন—তক্র সমন্বিত মাংস, দুগ্ধসমন্বিত মাংস, দধিসমন্বিত মাংস ও মাষকলায় সমন্বিত মাংস ভোজন করিলে বিষমজ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়॥ ৬৪

অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক উক্ত—বিষমজ্বরে পানার্থ সুরা ও সুরামণ্ড এবং ভোজনার্থ গৃহকুক্কুট, বনকুক্কুট তিত্তির এবং বিষ্কির (বর্ত্তিকা-লাব-বিগির-ও-চকোরাদি) প্রদেয়॥ ৬৫

সন্ততাদি জ্বরের বিশিষ্ট চিকিৎসা—

বলাডুমুর, কট্‌কী, শ্যামালতা ও অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথ এবং পল্‌তা, মুতা, বৃষা, কট্‌কী ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সন্ততজ্বরে বাতাদির প্রশমার্থ পান করিতে দিবে। (বৃষা বৃহদ্দন্তী, ইহার পত্রপল্লব এরণ্ডবৎ, ইহার অভাবে দন্তী গ্রাহ্য, কারণ দন্তী বৃহদ্দন্তীর তুল্যগুণ)।

পল্‌তা, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, হরীতকী, নিমছাল, গুলঞ্চ ও বালা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সততজ্বর বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষা, পল্‌তা, নিমছাল. মুতা, ইন্দ্রযব ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শীঘ্র অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর প্রশমিত হয়।

সাধারণ কর্ম্ম (চিকিৎসা), সকল বিষমজ্বরকেই বিশেষতঃ তৃতীয়ক চতুর্থক জ্বরকে নিরাকৃত করিয়া থাকে। অতএব বিশেষোক্ত সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরের প্রতিকার করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। (বিশেষ ব্যাখ্যা—দৈব ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ বলি-মঙ্গল-হোমাদিরূপ দৈবকর্ম্ম এবং যুক্তি ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ কষায়াদি প্রয়োগরূপ কর্ম্ম, এই উভয়বিধ কর্ম্মই সাধারণ কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যদিও সকল বিষমজ্বরেই সাধারণ কর্ম্ম অর্থাৎ দৈব ব্যপাশ্রয় ও যুক্তি ব্যপাশ্রয় কর্ত্তব্য, তথাপি তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরে প্রায়ই ভূতগ্রহাদির অনুবন্ধ থাকে বলিয়া ঐ উভয় জ্বরে সাধারণ কর্ম্ম অবশ্য করণীয়।

বেণামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ সমন্বিত তৃতীয়ক জ্বর প্রশমিত হয়। আপাঙ্গের মূল রবিবারে সাত গাছি লাল সূতা দ্বারা কটিদেশে বান্ধিয়া রাখিলে তৃতীয়ক জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

শালপানি, ভূঁইআমলা, দেবদারু, হরীতকী, বাসক ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হয়।

বকপত্রের রসের নস্য লইলে অথবা শিরীষপুষ্প, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কল্কে ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহার নস্য লইলে চতুর্থক জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

জ্বরের বেগ ও জ্বরোপস্থিতির সময় চিন্তা করিতে করিতে যে ব্যক্তি জ্বরাক্রান্ত হয়, ইষ্ট বা অদ্ভুত বিষম বিষয়ের স্মরণ দ্বারা তাহার জ্বর নাশ করিবে, অর্থাৎ ইষ্ট বা অদ্ভুত অন্য ব্যাপারের কথা-বার্ত্তা দ্বারা বা কার্য্যাদি দ্বারা তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবে, জ্বরোপস্থিতির সময় চিন্তা করিতে অবসর দিবে না। পথ্য ও মনঃপ্রিয় সুভোজন দ্বারা অতি দীর্ঘকালজাত সন্তত-সততাদি বিষমজ্বরের প্রতিকার করিবে।

সন্ততাদি বিপর্য্যয় বিষমজ্বরের চিকিৎসা, সন্ততাদি জ্বরের ন্যায়ই করিবে। শীতাভিভূত জ্বর-রোগির সম্বন্ধে শীতহর বিধি এবং দাহাভিভূত জ্বররোগির সম্বন্ধে দাহ নাশ বিধি ব্যবস্থা করিবে। কম্বলাদি বহুতর-গুরু আচ্ছাদন দ্বারা ও তুলবতী দ্বারা (লেপাদি দ্বারা শীতপূর্ব্ব জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির মহাশীত দূর করিবে)। পীবরোরু নিতম্বিনী যুবতী গাঢ় আলিঙ্গনে সুপীন স্তন দ্বারা তাহার শীত নিবারণ করিবে। কান্তার আলিঙ্গনে শীত নিবারিত হইলে যখন বুঝিবে—তাহার প্রহ্লাদ (মনে মৈথুন স্পৃহা) জন্মিয়াছে, তখনই তাহার নিকট হইতে সেই স্ত্রীকে সরাইয়া দিবে। পরে দাহ জন্মিলে শীতল এরণ্ড পত্র দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া দাহের অপনয়ন করিবে ॥ ৬৬—৮০

ভূতভৈরব চূর্ণ (শীতজ্বরে)—হরিতাল ও শুক্তিচূর্ণ সমভাগ, উভয়ের নবমাংশ তুঁতে একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহা শুকাইয়া বনঘুঁটের অগ্নিতে গজপুটে পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে উহা চূর্ণ করিবে। এক রতি মাত্রায় সেই চূর্ণ চিনিসংযুক্ত করিয়া প্রাতঃকালে খাইবে। তাহাতে শীতজ্বর, ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাহারও কান্তি হয়, কাহারও বা না হয়। ইহা দ্বারা একদিনেই শীতজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। মধ্যাহ্ন সময়ে শিখরিণী (রসালা—খাদ্য বিশেষ) ও অন্ন পথ্য দিবে ॥ ৮১—৮৪

কায়স্থাদি ধূপন লেপন ও তৈল—কায়স্থা (হরীতকী), নাকুলী (রাস্নাভেদ), কট্‌কী, বয়ঃস্থা (গুড়ূচী), গুগ্‌গুলু, চোরক (সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ নেপাল দেশীয় ভাষা ভটেউর), সহদেবা (বৃহদ্ বলা), বচ ও কুড় এই সকল শীতঘ্ন দ্রব্যের ধূপ দিলে, ইহাদের কল্ক গাত্রে লেপন করিলে এবং ইহাদের কল্কে সৈন্ধব লবণ ও যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া সেই কল্ক ও কাঁজীর সহিত তৈল পাক করত তাহা গাত্রে মাখিলে শীতজ্বর প্রশমিত হয়।

এরণ্ডের কতকগুলি পত্র লিপ্তভূমিতে স্থাপন করিবে। পরে সেই সকল পত্র দ্বারা দাহজ্বরির গাত্র আচ্ছাদিত করিবে। ইহা দ্বারা দাহজ্বরির দাহ নষ্ট হইবে, জ্বরও উপশমিত হইবে। দাহ নষ্ট হইয়া যখন শীত উপস্থিত হইবে, তখন যুক্তি পূর্ব্বক সেই শীত নিবারিত করিবে।

যে অঙ্গনার জঘন চক্রে মণি মেখলা (মণি খচিত চন্দ্রহার) চালিত হইতেছে, যে অঙ্গনার গাত্র সরস চন্দন কর্পূরে বিলেপিত হইয়াছে, বন-লতার ন্যায় সেই অঙ্গনা দাহপীড়িত রোগিকে আলিঙ্গন করিবে। তাহার আলিঙ্গনে দাহ নিবারিত এবং শৈত্য সঞ্জাত হইলে যখন বুঝিবে—রোগির প্রহ্লাদ (সুরত স্পৃহা) জন্মিয়াছে, তখনি সেই অঙ্গনাকে তাহার নিকট হইতে অপসারিত করিবে ॥ ৮৫—৯০

ষট্‌তক্র তৈল—সার্জ্জিক্ষার, শুঁঠ, কুড়, মূর্ব্বা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের কল্ক এবং ছয় গুণ (তৈলের ছয়গুণ) তক্র সহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল দাহজ্বর নাশক ॥ ৯১

মহা ষট্‌তক্রতৈল—রাস্না, শুঁঠ, কুড়, শ্বেতচন্দন, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, পিপুল, বেড়েলা, লাক্ষা, সৈন্ধব, অনন্তমূল, মূর্ব্বা, দেবদারু, রোহীতক (রোহিণী), বেণামূল, সমুদ্রফেন, রোহিষতৃণ ও বালা, এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং ছয়গুণ তক্র সহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহপূর্ব্ব ও শীতপূর্ব্ব ঘোরজ্বর প্রশমিত হয় ॥ ৯২

পদ্মকাদি তৈল—পদ্ম, নীলোৎপল, কহ্লার, পদ্মের মৃণাল (পদ্মমূল, মোলাম ভাষা) ও বিস (পদ্মের ডাঁটা), পুষ্কর মূল, কুমুদ, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, গেরিমাটী, কট্‌ফল, সারিবা দ্বয় (শ্যামালতা ও অনন্তমূল), লোধ, ক্ষীরী (দুগ্ধ ফেণিকা ক্ষুপ বিশেষ), খর্জ্জুর-মস্তক (খেজুর মাতী), আমলকী ও শতমূলী ইহাদের কল্ক ও ক্বাথ এবং লাক্ষারস, দুগ্ধ, শুক্ত (কাঁজী বিশেষ), দধিজল ও কাঁজী (লাক্ষারসাদি দ্রব পদার্থ সকল তৈল তুল্য) এই সকলের সহিত যথাবিধি তৈল

পাক করিবে। এই তৈল দাহজ্বরহর এবং ত্বকের বৈমল্য কারক। প্রলেপকজ্বরে শ্লেষ্মজ্বরহরী ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ৯৩—৯৫

মাহেশ্বরধূপ—রুদ্রজটা (জটাধারী, মুক্তবর্ষী ভাষা), গোশৃঙ্গ, বিড়ালবিষ্ঠা, সাপের খোলস, ময়না ফল, ভূতকেশী (জটামাংসী), বাঁশের ত্বক্‌, রুদ্রনির্ম্মাল্য (মহাদেবের পুষ্পাদি), ঘৃত; যব, ময়ূরপুচ্ছ, ছাগলোম, সর্ষপ, বচ, হিঙ্‌, গরুর অস্থি ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিবে। ধূপন বিধানে ইহার ধূপ প্রদান করিলে নিশ্চয়ই সকল প্রকার জ্বর এবং ভূতগ্রহ ডাকিনী পিশাচ ও প্রেতের আবেশ জনিত রোগ সকল প্রশমিত হয়।

পবিত্র ও সংযতচিত্ত হইয়া উমার সহিত, নন্দ্যাদি অনুচরবর্গের সহিত এবং মাতৃকাগণের সহিত ঈশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে বিষমজ্বর হইতে শীঘ্র মুক্তি লাভ করা যায়।

চরাচরপতি সহস্রশীর্ষ বিভু বিষ্ণুকে মহাভারতোক্ত সহস্র নামে স্তব করিলে সকল প্রকার জ্বর নিবারিত হয়। (বেদে নারায়ণ সহস্রশীর্ষেত্যাদি বিশেষণে অভিহিত হইয়াছেন)।

দেবতাত্মকত্বহেতু জ্বরেরও পূজা করণীয়। যেহেতু বিদেহ বলিয়াছেন—তীর্থ সেবন, দেবাধিষ্ঠিত স্থানে গমন, দেবতা অগ্নি গুরু ও বৃদ্ধ পূজন এই সকল কার্য্য দ্বারা এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক জ্বরের পূজন দ্বারা সহসা জ্বর প্রশমিত হয়।

টীকা। তীর্থ—ঋষিজুষ্টজল; আয়তন দেবাধিষ্ঠিত স্থান, যেমন পুরুষোত্তমক্ষেত্র শ্রীশৈলাদি স্থান॥ ৯৬—১০১

ইতি বিষমজ্বরাধিকার।

রসাদধাতুগতজ্বর।

রসগতজ্বর—জ্বর বিশেষরূপে রসধাতুগ হইলে দেহের গুরুতা, বমনভাব, অবসাদ, বমি, অরুচি ও ক্লান্তচিত্তত্ব এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

রসগতজ্বরের চিকিৎসা—রসস্থ জ্বরে বমন ও লঙ্ঘন (উপবাস) করিবে।

টীকা। যদ্যপি রসধাতুকে প্রাপ্ত হইয়া সন্ততজ্বর হয়, তথাপি অনুক্রমধাতুগত কথনার্থই এস্থলে নির্দ্দেশ করা হইল॥ ১। ২

রক্তগতজ্বর—জ্বর রক্তধাতু গত হইলে রক্ত নিষ্ঠীবন (মুখ হইতে অল্প রক্তোদ্গিরণ), দাহ, মোহ (ব্যগ্রচিত্ততা), বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়িকা (ব্রণ বিশেষ) ও তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহার চিকিৎসা—সেক, সংশমন, প্রলেপ ও রক্তমোক্ষণ॥ ৩

মাংসগত জ্বরে—জানুর অধো জঙ্ঘা-মাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদিদ্বারা তাড়নবদ্‌ বেদনা, তৃষ্ণা মলমূত্রের অতিপ্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ ও অন্তরে দাহ, হস্ত পদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার চিকিৎসা—মাংসগত জ্বরে তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োগ করিবে॥ ৪

মেদোগতজ্বরে—অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার চিকিৎসা, মেদঃস্থ জ্বরে মেদের নাশ করিবে॥ ৫

অস্থিগতজ্বরে—অস্থিসমূহে ভঙ্গবদ্‌ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, মলরেচন, বমন ও হস্তপদাদির বিক্ষেপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহার চিকিৎসা—অস্থিগত জ্বরে অস্থি নাশক বিধি, বস্তিকর্ম্ম, অভ্যঙ্গ ও উন্মর্দ্দন প্রযোক্তব্য॥ ৬। ৭

মজ্জগতজ্বরে—অন্ধকারদর্শন, হিক্কা, কাস, শৈত্য, বমি, অন্তর্দ্দাহ, মহাশ্বাস ও মর্ম্মস্থলে ছেদনবৎ পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। (মজ্জগতজ্বর অসাধ্য বলিয়া ইহার চিকিৎসা বলা হয় নাই)॥ ৮

শুক্রগতজ্বরে—পুরুষাঙ্গের জড়বৎ স্তব্ধতা, অথচ তাহা হইতে বিশেষরূপে শুক্র ক্ষরিত হয়। এই জ্বরে রোগির মৃত্যুই হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে—জ্বর শুক্রস্থান গত হইলে মরণ হয়, কিন্তু শুক্রের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, শুক্র ত সর্ব্বদেহগ? উত্তর—স্বাশ্রয়স্থ শুক্রগত জ্বরে অর্থাৎ শুক্ররূপ স্থানগত (অর্থাৎ শুক্রগত) জ্বরে মরণ হইয়া থাকে॥ ৯

ইতি ধাতুগতজ্বরাধিকার।

জীর্ণজ্বরাধিকার।

জীর্ণজ্বরের সামান্যলক্ষণ—ত্রিদোষ সম্ভূত যে জ্বর দ্বাদশ দিনের পর দ্বিগুণ দ্বাদশ দিনের (২৪ দিনের) অধিক কাল মন্দ মন্দ বেগে মানবদেহে

অবস্থিতি করে, ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক তাহাই জীর্ণজ্বর বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১০

জীর্ণজ্বর বিশেষ বাতবলাসক জ্বর—বাতবলাসাখ্যজ্বর নিত্য মন্দ মন্দ বেগে হয়, এই জ্বরে রোগী রুক্ষদেহ, শোথান্বিত, স্তব্ধাঙ্গ ও শ্লেষ্ম-বহুল হয়। বাতবলাস জ্বর কষ্টসাধ্য ॥ ১১

জীর্ণজ্বরের সামান্যচিকিৎসা—জীর্ণজ্বরী কদাচ উপবাস করিবে না। কারণ উপবাসে রোগী ক্ষীণ এবং জ্বরও বলবান্ হয়। কিন্তু জ্বর পুরাণ হইলেও যদি অপথ্য দ্বারা জ্বরোৎপাদক দোষ সকল পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রবল হয়, তাহা হইলে উপবাস করিবে এবং তৎপরে পূর্ব্ব ক্রিয়াই অর্থাৎ নবজ্বরোক্ত চিকিৎসাই করিবে ॥ ১২। ১৩

ত্রিকণ্টক ক্বাথ—কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনস রোগে পান করিবে। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নাশ করে বলিয়া এই ক্বাথ প্রায় সায়ংকালেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা পঞ্চমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের ক্বাথ শীতলীকৃত করিয়া তাহাতে চতুর্থাংশ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের স্বরসে পিপুল চূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিবে, তাহা জীর্ণ-জ্বর-কফ-প্লীহা-কাস ও অরুচি নাশক। জীর্ণজ্বরে ও অগ্নিমান্দ্যে গুড়পিপ্পলী প্রশস্ত। ইহা দ্বারা কাস-অজীর্ণ-অরুচি-শ্বাস-হৃদ্রোগ-পাণ্ডু ও ক্রিমি রোগ বিনষ্ট হয়। গুড়পিপ্পলী সম্বন্ধে ভিষগ্‌গণের এই মত—পিপুলচূর্ণ যত, গুড় তাহার দ্বিগুণ। পিপুলচূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া খাইলে মেদঃ-কফ-শ্বাস-কাস-জ্বর-পাণ্ডু ও প্লীহোদর প্রশমিত হয় ॥ ১৪—১৯

আমলক্যাদি চূর্ণ—আমলকী, চিতামূল, হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণিত করিয়া খাইবে। এই চূর্ণ সর্ব্বজ্বর নাশক, ভেদকারক, রুচিজনক, শ্লেষ্মাপ্রশমক এবং অগ্নিদীপক ও পাচক ॥ ২০

দ্রাক্ষাদি অষ্টাদশাঙ্গক্বাথ—দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, কট্‌কী, আক্‌নাদি, চিরতা, দুরালভা, বেণামূল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ও নিমছাল এই অষ্টাদশটি দ্রব্যকে দ্রাক্ষাদি অষ্টাদশাঙ্গ বলিয়া জানিবে। ইহা জীর্ণজ্বর-অরুচি-শ্বাস-কাস ও শোথ নাশক ॥ ২১। ২২

বর্দ্ধমানপিপ্পলী—প্রতিদিন তিনটি করিয়া বা পাঁচটি করিয়া অথবা সাতটি করিয়া পিপ্পলী বাড়াইয়া এবং তাহা গব্যদুগ্ধে বাটিয়া দশদিন পর্য্যন্ত খাইবে এবং দশ দিনের পর হইতে ঐ নিয়মে আবার পিপ্পলী কমাইয়া দশদিন সেবন করিবে। এইরূপে বিংশতি দিন পিপ্পলী সেবন করিলে জ্বরের শান্তি হয় এবং ইহাদ্বারা পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়, শ্বাস-কাস-অগ্নিমান্দ্য ও কফাধিক্য বিনষ্ট হয়।

টীকা। ত্র্যাদিবৃদ্ধি যথা—কফবৃদ্ধি দুগ্ধবৃদ্ধি যথাগ্নিবৃদ্ধি।

বাতবলাসকজ্বরে বাতশ্লেষ্মজ্বরোক্ত চিকিৎসা করিবে। জীর্ণজ্বরে কফ ক্ষীণ হইলে এবং তাহাতে দাহ ও তৃষ্ণা থাকিলে সে জ্বরে দুগ্ধ অমৃত সদৃশ উপকার করে, কিন্তু নবজ্বরে দুগ্ধ বিষোপম জানিবে। শোষাধিকারোক্ত চন্দনাদ্য তৈল এবং নারায়ণ তৈল জীর্ণজ্বর নাশক ॥ ২৩—২৬

ইতি জীর্ণ জ্বরাধিকার।

দূষিতজলসেবনজনিত জ্বরের চিকিৎসা।

হরীতক্যাদি চূর্ণ—দুষ্ট জল সেবন জনিত জ্বরের শান্তি জন্য হরীতকী, নিমপত্র, শুঁঠ, সৈন্ধব ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ সদা খাইবে ॥ ২৭

শুণ্ঠীক্বাথ—আটপল (অর্দ্ধপোয়া) শুণ্ঠীক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, শ্বাস, কাস, উদর ও উদকদোষাদি অশেষ দোষ আশু বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা দেহের কান্তি এবং চিত্তের ও নেত্রের প্রসন্নতা জন্মে ॥ ২৮

দুর্জলজেতা রস—বিষ দুইভাগ, কড়ীভস্ম পাঁচভাগ, মরিচ পাঁচভাগ ও শুঁঠ পাঁচভাগ এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে এবং আদার রসে তাহা মাড়িয়া মুদ্গ সমান বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জলের সহিত দুইটি বটী খাইবে। এই রস সামজ্বরে, দুর্জলজজ্বরে এবং অজীর্ণ আধ্মান-বিষ্টম্ভ-শূল-শ্বাস ও কাসে প্রযোজ্য ॥ ২৯—৩১

পটোলাদি ক্বাথ—পল্‌তা, মুতা, গুলঞ্চ, বাসক, শুঁঠ, ধনে ও চিরতা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উল্বণদুর্জল-দোষ নিবারিত হয় ॥ ৩২

কিরাতাদি চূর্ণ—চিরতা, তেউড়ীমূল, বালা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও কট্‌কী ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে অতি দুঃসাধ্য দুর্জ্জল-দোষজজ্বর সত্বর বিনষ্ট হয়। শুঁঠ কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী বাটিয়া ভোজনাগ্রে নিত্য সেবন করিলে নানাদেশোদ্ভব জলে কোন অপকার হয় না। আদা ও যবক্ষার ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে নানাদেশ স্থূত জলদোষ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩—৩৫

সাধ্যজ্বরের লক্ষণ—রোগির যদি বল থাকে এবং জ্বরোৎপাদকদোষ যদি অল্পবল হয়, আর যদি জ্বরে কোন উপদ্রব না থাকে, তাহা হইলে সে জ্বর সাধ্য ॥ ৩৬

জ্বরের উপদ্রব—শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও গাত্রদাহ জ্বরের এই দশটি উপদ্রব ॥ ৩৭

প্রসঙ্গ হেতু উপদ্রব সকলের চিকিৎসা কথিত হইতেছে—

ব্যাধিতে উপদ্রব উপস্থিত হইলে চিকিৎসকের মূল ব্যাধি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ—ব্যাধি প্রশমিত হইলে সকল উপদ্রবই সদ্যঃ প্রনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব অগ্রে যত্নপূর্ব্বক ব্যাধির শান্তি করিবে, পশ্চাৎ উপদ্রব সকল নিবারণ করিবে। যে ভিষক্ চিকিৎসাকুশল, আবশ্যক বোধে তিনি প্রথমে উপদ্রবও নিবারণ করেন। প্রচুর উপদ্রব সমূহের মধ্যে যাহা আশু বিপজ্জনক, অগ্রে তাহারই নাশ করিবে। মূলব্যাধি প্রথমে জয় করিবে, অথবা মূলব্যাধি ও উপদ্রব ইহার মধ্যে যে বলবান্ তাহারই প্রশমন অগ্রে করিবে। যদি মূলব্যাধি ও উপদ্রব উভয়েরই চিকিৎসা একত্র করিতে হয়, তাহা হইলে পরস্পরের অবিরোধে চিকিৎসা করিবে, অর্থাৎ একের চিকিৎসা যেন অন্যের বিরোধী না হয় ॥ ৩৮—৪০

জ্বরে শ্বাসোপদ্রবের চিকিৎসা। দশাঙ্গ প্রয়োগ—বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পল্‌তা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, পদ্মা (পদ্মচারিণী, স্বনামখ্যাত), পুষ্করমূল, কট্‌কী, শটীশাক ও শৈলমল্লীর বীজ (কোরৈআ বীজ) এই দশাঙ্গ প্রয়োগে শ্বাস ও সন্নিপাত বিনষ্ট হয় ॥ ৪১

দ্বাত্রিংশৎ ক্বাথ—বামুনহাটী, নিমছাল, মুতা, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিরতা, বাসক, আতইচ, বলাডুমুর, কট্‌কী, বচ, ত্রিকটু, শ্যোনা, শক্রদ্রুম (বকুল), রাস্না, দুরালভা, পল্‌তা, পারুল, শটী, দারুহরিদ্রা, রাখালশশা, তেউড়ী, ব্রাহ্মী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া ও দেবদারু এই দ্বাত্রিংশৎ দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে গরুড় যেমন সর্প সমূহকে বিনষ্ট করে, এই ক্বাথও তেমনি সতেজে দুর্দ্ধর্ষ সন্নিপাত সমূহ এবং শ্বাস, কফ, কাস, গুহ্যরোগ (অর্শঃ প্রভৃতি), হৃদ্রোগ, হিক্কা, বায়ু, মন্যাস্তম্ভ, গলরোগ, অর্দ্দিত, মলবিষ্টব্ধতা ও ব্রধ্নরোগ নিবারিত করিয়া থাকে ॥ ৪২। ৪৩

পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া লেহন করিলে অতি উগ্রশ্বাস প্রশমিত হয়। বনঘুঁটের অগ্নিতে দাত্রের (কাটারির) অগ্রভাগ তাপিত করিয়া তদ্দ্বারা রোগির পঞ্জরে দাহ করিলে নিঃসংশয় শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৪। ৪৫

জ্বরে মূর্চ্ছোপদ্রবের চিকিৎসা—মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে আদার রসের নস্য দিবে। মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ ইহাদের দ্বারা অঞ্জন দিবে নেত্রে শীতলজলের পরিষেক করিবে। সুগন্ধি দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিবে ও সুগন্ধি পুষ্প ধারণ করিবে। তালবৃন্তদ্বারা মৃদু মৃদু বাতাস করিবে এবং কোমল কদলীপত্র স্পর্শ করিবে ॥ ৪৬। ৪৭

জ্বরে অরুচি-উপদ্রবের চিকিৎসা—অরুচি উপদ্রবে সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ আর্দ্রক রসের কবল করিবে। সৈন্ধবলবণ ও ছোলঙ্গলেবুর কেশর মুখে ধারণ করিবে ॥ ৪৮

জ্বরে বমনোপদ্রব চিকিৎসা—গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল হইলে তাহাতে মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বমন প্রশমিত হয়। মক্ষিকার বিষ্ঠা মধুসহ, চন্দনসহ বা চিনিসহ মর্দ্দিত করিয়া লেহন করিলে বমন নিবারিত হয় ॥ ৪৯

জ্বরে তৃষ্ণা উপদ্রবের চিকিৎসা—দন্তশঠ (কয়েতবেল), টাবালেবু (বা ছোলেঙ্গলেবু), দাড়িম, কুল ও অম্লবেতস এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা মুখাভ্যন্তরে লেপন করিলে অথবা একটা রূপার গুটী মুখাভ্যন্তরে ধারণ করিলে পিপাসা প্রশমিত হয়। মধু মিশ্রিত শীতলজল আকণ্ঠ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলিলে অথবা মধু বটাঙ্কুর ও খৈ পেষিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে প্রবল পিপাসা প্রশমিত হয় ॥ ৫০। ৫১

জ্বরে অতিসার উপদ্রবের চিকিৎসা—রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে উপবাসের ন্যায় অতিসার নিবারক অন্য ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই।

কারণ উপবাস দ্বারা প্রবল দোষ সমূহের পরিপাক এবং তাহাদের প্রশমন হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, মুতা, কুড়চী, চিরতা, নিমছাল, আতইচ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ ; শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চী ও মুতা ইহাদের ক্বাথ এবং আকনাদি, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্ড়া, মুতা, আতইচ, চিরতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে দুর্নিবার জ্বরাতিসারও শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৫২—৫৪

জ্বরে মলবিবদ্ধতা উপদ্রবের চিকিৎসা—

জ্বরে মলবিবদ্ধ হইলে বায়ুর প্রশমন ও বায়ুর অনুলোমন ক্রিয়া করিবে। গুহ্যমার্গে তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি প্রণিহিত করিলে আশু মলনিঃসরণ হয়। জীর্ণজ্বরে মলের বিবন্ধ ঘটিলে হরীতকী, সোন্দাল, কট্‌কী, তেউড়ী ও আমলকী ইহাদের ক্বাথ পান করাইলে মলবদ্ধতা প্রশমিত হয় ॥ ৫৫—৫৬

জ্বরে হিক্কার চিকিৎসা—সৈন্ধবলবণ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলের সহিত তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে অথবা শুঁঠ চূর্ণে চিনি সংযুক্ত করিয়া জলের সহিত তাহার নস্য দিলে, কিংবা হিঙ্গের ধূম্ নাসিকায় গ্রহণ করিলে হিক্কা নষ্ট হয় ॥ ৫৭

জ্বরে কাসের চিকিৎসা—জ্বরে কাস-উপদ্রব উপস্থিত হইলে পিপুল, পিপুলমূল, কুড়চী, বহেড়াফল, রজঃ (ক্ষেতপাপ্ড়া) ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে অথবা বাসকের রস মধুসহ খাইলে কাস প্রশমিত হয়।

পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ত্রিকটু, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী কট্‌ফল, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া লেহন করিবে। ইহা কাস ও কফরোগ নাশক ॥ ৫৮। ৫৯

জ্বরে দাহোপদ্রব চিকিৎসা—জ্বরে দাহোপদ্রব উপস্থিত হইলে দাহাধিকার-লিখিত-চিকিৎসা করিবে। কিন্তু যাহা জ্বরে বিরুদ্ধ তাহা করা উচিত নহে ॥ ৬০

সুখসাধ্য জ্বরের লক্ষণ—যে জ্বরে বাহিরে অত্যধিক সন্তাপ, কিন্তু তৃষ্ণাদি অল্প, তাহা বহির্বেগ জ্বরের লক্ষণ জানিবে। বহির্বেগ জ্বর সুখসাধ্য।

টীকা। "তৃষ্ণাদি" এস্থলে আদি শব্দে অন্তর্দাহ, সন্ধিব্যথা ও অস্থিব্যথা এবং শ্বাসও বুঝিতে হইবে। ইহাদেরও অল্পতা।

বর্ষা শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে যথাক্রমে বাতাদি দোষত্রয় দ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রাকৃত জ্বর কহে, অর্থাৎ বর্ষাকালে বাতিক জ্বর, শরৎকালে পৈত্তিক জ্বর এবং বসন্তকালে শ্লৈষ্মিক জ্বর প্রাকৃত। ইহার অন্যথা বৈকৃত, যেমন বর্ষা কালে পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বর ইত্যাদি। বসন্তকাল সম্ভূত প্রাকৃত জ্বর অর্থাৎ বসন্তকাল জাত শ্লৈষ্মিকজ্বর সুখসাধ্য। (বর্ষা ঋতুতে বায়ু কুপিত হয়, শরৎ ঋতুতে পিত্ত কুপিত হয় এবং বসন্ত ঋতুতে শ্লেষ্মা কুপিত হয়। এই যথর্ত্তু কুপিত দোষকে প্রকৃতি কহে। সেই প্রকৃতি দোষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ ঐ জ্বরকে প্রাকৃত জ্বর কহে। সকল প্রাকৃত রোগই দুঃসাধ্য এবং বৈকৃত রোগ মাত্রই সুখসাধ্য, কেবল জ্বর রোগেই ব্যাধিমাহাত্ম্যে এই বৈপরীত্য ঘটে, অর্থাৎ বসন্তকাল সম্ভূত প্রাকৃত জ্বর সুখসাধ্য হয়) ॥ ৬১। ৬২

কষ্টসাধ্য জ্বরের লক্ষণ—প্রাকৃত হইতে অন্য অর্থাৎ বৈকৃত জ্বর দুঃসাধ্য, অনিলোদ্ভব প্রাকৃত জ্বরও দুঃসাধ্য।

বর্ষাদি কাল জাত জ্বরের চিকিৎসা বিশেষ ও প্রকার কথিত হইতেছে—বর্ষাকালে বায়ু কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তাহার অনুবল হয়। শরৎকালে পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, কফ তাহার অনুবল হয় এবং বসন্তকালে কফ কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে বায়ু ও পিত্ত তাহার অনুবল:হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মার দ্রবত্ব প্রকৃতি হেতু এবং বিসর্গ কাল বলিয়া শরৎকাল জাত পিত্তজ্বরে অনশনে ভয় নাই অর্থাৎ অধিক দিন উপবাস দেওয়ান যাইতে পারে।

টীকা।—শাস্ত্রে উক্ত আছে—"দ্রব ধাতু মহৎ লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে। পিত্ত ও শ্লেষ্মা দ্রব ধাতু, সুতরাং ঐ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে অনশনে ভয় নাই। আর বিসর্গকাল বলিয়াও উপবাসে ভয় নাই। কাল দ্বিবিধ, যথা বিসর্গকাল ও আদানকাল। যেহেতু উক্ত আছে—বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত এই ঋতুত্রয় বিসর্গকাল, এই কালে চন্দ্রের বলে প্রাণিগণ স্বভাবতই বর্দ্ধিতবল হয়, সেই জন্যই বিসর্গকালে অধিক উপবাস দেওয়ান যাইতে পারে। আর শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয় আদানকাল, এই কালে সূর্য্যবলে প্রাণিসমূহ স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কাজে কাজেই আদানকালে অধিক উপবাস সহ্য হয় না। এই জন্য শরৎকাল জাত পিত্তজ্বরে যেমন নিঃশঙ্ক উপবাস দেওয়ান যাইতে পারে, বসন্তকালজাত কফ জ্বরে সেরূপ নিঃশঙ্ক উপবাস দেওয়ান যাইতে পারে না। কারণ কফ দ্রবধাতু

বলিয়া কফজ জ্বরে অনশনে তত ভয় না থাকিলেও বসন্তঋতু আদানকালের অন্তর্ভূত বলিয়া বসন্তকালজাত কফজ্বরে নিঃশঙ্ক উপবাস দেওয়ান কর্ত্তব্য নহে। ইহা দ্বারা এই উক্ত হইল—বর্ষাকালে বায়ু প্রধান, পিত্ত ও শ্লেষ্মা অপ্রধান, শরৎকালে পিত্ত প্রধান, কফ অপ্রধান ; বসন্তকালে কফ প্রধান বায়ু ও পিত্ত অপ্রধান। উক্ত জ্বর সকলে প্রধানের প্রাধান্যে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে—দোষদ্বয়ের সংসর্গে ও ত্রিদোষের সন্নিপাতে যে দোষ প্রধান, অপর দোষের অবিরোধে সেই প্রধান দোষই চিকিৎস্য হইবে।

অন্তর্ব্বেগজ্বর লক্ষণ—অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা, ঘর্ম্মাভাব এবং বাতাদিদোষের ও মলের বিবদ্ধতা এইগুলি অন্তর্বেগ জ্বরের লক্ষণ। অন্তর্বেগ জ্বর কষ্টসাধ্য ॥ ৬৩—৬৬

অসাধ্যজ্বরের লক্ষণ—ক্ষীণ ও শোথযুক্ত রোগির গম্ভীর জ্বর (অন্তর্ধাতুস্থ জ্বর), দীর্ঘকালানুবন্ধী জ্বর অথবা অতি বলবান্ জ্বর কিংবা কেশে সিঁথী উৎপাদন করে যে জ্বর, তাহা অসাধ্য ॥ ৬৭

গম্ভীরজ্বরের লক্ষণ—অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মলের বিবদ্ধতা এবং কাস ও শ্বাস এইগুলি গম্ভীর জ্বরের লক্ষণ ॥ ৬৮

সামান্য জ্বরে কর্ণমূল শোথের সুখসাধ্যত্বাদি কথিত হইতেছে—সামান্য জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় মধ্যাবস্থায় ও শেষাবস্থায় কর্ণমূলে শোথ হইলে যথাক্রমে তাহা অসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধ্য ও সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে। (সন্নিপাত জ্বরের শেষাবস্থায় কর্ণমূলে যে শোথ হয়, তাহা কিন্তু অসাধ্য) ॥ ৬৯

অরিষ্ট লক্ষণ (মৃত্যু লক্ষণ)—যে লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, রোগির মরণ অবশ্যম্ভাবী, তাহাই অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রবল প্রবল বহুহেতু দ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন এবং যাহা বহু লক্ষণ যুক্ত, সে জ্বর প্রাণনাশক এবং যে জ্বর শীঘ্র শীঘ্র (উৎপন্ন মাত্রই) দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় শক্তি নাশ করে, তাহাও মারাত্মক।

অন্যবচন—যে জ্বরে রোগী জ্ঞানহীন ও মূর্চ্ছিত হয়, একবারে নিপতিত হইয়াই শয়ন করে অর্থাৎ একটিবারও উঠিয়া বসিতে সমর্থ হয় না, যে জ্বরে রোগী বাহিরে শীতার্ত্ত ও অন্তরে দাহার্দ্দিত হয়, সে জ্বরে রোগির মৃত্যু হয়।

অন্যবচন—যে জ্বরে রোগির শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, হৃদয় সাংঘাতিক শূল নিখাতবদ্ বেদনা যুক্ত এবং শ্বাস প্রশ্বাস কেবল মুখ দিয়াই নির্গত হয়, সে জ্বরও রোগিকে বিনষ্ট করে।

অন্যবচন—যে জ্বরে রোগী হিক্কা-শ্বাস ও তৃষ্ণাযুক্ত, বিহ্বল, চলিতনেত্র, অতি ক্ষীণ এবং নিরন্তর মুখ দিয়া শ্বাস ত্যাগ করে, সে জ্বরে রোগী রক্ষা পায় না।

অন্যবচন—যে জ্বরে রোগির দেহদীপ্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তির নাশ, বলমাংসের ক্ষয় ও অরুচি হয় এবং যাহাতে গম্ভীর জ্বরের লক্ষণ প্রকাশিত ও জ্বরবেগ দুঃসহ হয়, সে জ্বররোগিকে পরিত্যাগ করিবে।

অন্যবচন—জ্বর শুক্রস্থানগত (শুক্রগত) হইলে রোগির মৃত্যু হয়। শুক্রগত জ্বরে লিঙ্গের স্তব্ধতা কিন্তু শুক্রের বিশেষ ক্ষরণ হয় (এই বচনের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে) ॥ ৭০—৭৬

বিষমজ্বরের অরিষ্ট—যাহার জ্বর প্রথম হইতে বিষম, যাহার জ্বর দীর্ঘকালানুবন্ধী এবং যে ক্ষীণ ও অতিরুক্ষ ব্যক্তির জ্বর গম্ভীর, সে রোগী রক্ষা পায় না ॥ ৭৭

ইতি জ্বরাধিকার।

অতিসারাধিকার।

অতিসারের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান—গুরু-অতিস্নিগ্ধ-অতিরুক্ষ-অতিউষ্ণ-অতিদ্রব-অতিস্থূল ও অতিশীতল দ্রব্য ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন, অজীর্ণ ভোজন, বিষম ভোজন, অতি প্রযুক্ত বা মিথ্যাপ্রযুক্ত স্নেহাদি, বিষ, ভয়, শোক, দুষ্ট জল ও দুষ্ট মদ্যের অতিপান, সাত্ম্যবিপর্য্যয় ও ঋতু বিপর্য্যয়, জলাভিরমণ, বেগবিঘাত ও ক্রিমিদোষ এই সকল কারণে মানবগণের অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে। অতিসারের লক্ষণ বর্ণন করিব।

টীকা। "গুরু" অর্থাৎ পরিমাণে গুরু (অধিক), স্বভাবতঃ গুরু (যেমন মাষাদি), সংস্কার (পাকাদি দ্বারা) গুরু। "স্থূল"—অসম্যক্ পিষ্ট গোধূমাদি অথবা সংহতাবয়ব (যেমন লড্ডুক-পিষ্টকাদি), "বিরুদ্ধ"—সংযোগবিরুদ্ধ (যেমন দুগ্ধমৎস্যাদি) "অধ্যশন"–পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন। "অজীর্ণ" অপক্ক বা বিদগ্ধ (কতক পক্ক কতক অপক্ক), "বিষম ভোজন"—কখন বহুভোজন, কখন বা অল্প ভোজন, কখন বা অসময়ে ভোজন। "স্নেহাদি"—স্নেহপান স্বেদন বমন বিরেচন অনুবাসন ও নিরূহণ। "অতিযুক্ত"—বারংবার প্রযুক্ত। "মিথ্যাযুক্ত—অবিধি প্রযুক্ত। "বিষ"—বিষশব্দে এস্থলে স্থাবরবিষই বুঝিবে, কারণ স্থাবরবিষই ভেদক। "শোক"—বন্ধুবান্ধবাদি বিয়োগ জনিত মনঃপীড়া। "সাত্ম্যবিপরীত"—অর্থাৎ অসাত্ম্য। "ঋতুবিপরীত"—যে ঋতুতে যে আহার-বিহার উচিত, তদ্বিপরীত। "জলাভিরমণ" জলক্রীড়াদি। "বেগবিঘাত"—মলমূত্রাদির বেগধারণ। "ক্রিমিদোষ"—পক্কাশয়ের দুষ্ট হেতু ক্রিমির উৎপত্তি। এই গুলি যথাসম্ভব বাতাদি দোষের দুষ্টির কারণ বুঝিতে হইবে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—উক্ত কারণ সমূহের মধ্যে যে যে কারণ, বাতাদি যে যে দোষের প্রকোপক, সেই সেই কারণে বাতাদিদোষ দুষ্ট হইয়াই অর্থাৎ স্বহেতু প্রকুপিত হইয়াই যদি অতিসার উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাবন্মাত্রই বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া গুরু প্রভৃতির অভিধান করা হইল কেন? উত্তর—উক্ত গুরু প্রভৃতি হেতু দ্বারা দূষিত হইয়াই বাতাদিদোষ বাহুল্যতঃ অতিসার জন্মাইয়া থাকে; লঙ্ঘন—ভুক্তজীর্ণতাদিকাল—লঘু অন্নভোজন-ক্রোধ-তৃষ্ণা ও ক্ষুধার অভিহনন দধি-কাঞ্জিক-ব্যায়াম এবং বর্ষা শরৎ ও বসন্তাদি কারণে কুপিত হইয়া বাতাদিদোষ অতিসার উৎপাদন করে না, এই জন্যই গুরু প্রভৃতি কারণ-সমূহ বলা হইল। অন্যত্রও এই যুক্তিই বুঝিবে॥ ১—৩

অতিসারের পূর্ব্বরূপ—হৃদয়ে নাভিস্থলে পার্শ্বদেশে উদরে ও কুক্ষিতে সূচীবেধবদ্ বেদনা, শরীরের অবসাদ, বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা, উদরাধ্মান ও ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক এই গুলি অতিসারের পূর্ব্বরূপ॥ ৪

অতিসারের সম্প্রাপ্তি—শরীরস্থ প্রবৃদ্ধ (দূষিত) জলীয় ধাতু সকল অর্থাৎ রস-রক্ত-জল-স্বেদ-মেদঃ-মূত্র-কফ-পিত্ত ও রক্তাদি দ্রবধাতুসমূহ অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া পুরীষের সহিত মিশ্রিত এবং বায়ু কর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত হইয়া গুহ্যমার্গ দিয়া অতীব নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাকে অতিসার বলে। অতিসার অতিভয়ানক ব্যাধি। এই ব্যাধি ছয় প্রকার।

ষড়্বিধত্বের বিবরণ—বাতাদি ত্রিদোষের এক একটি দোষদ্বারা এক এক প্রকার, মিলিত ত্রিদোষ দ্বারা এক প্রকার, শোকদ্বারা এক প্রকার এবং আমদ্বারা একপ্রকার। অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ শোকজ ও আমজ এই ছয় প্রকার অতিসার॥ ৫

সামান্যাতীসারের চিকিৎসা—অতিসারে আমাবস্থা ও পক্কাবস্থার ক্রম ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করা যায় না। অতএব সকল অতিসারে আমলক্ষণ ও পক্কলক্ষণ লক্ষ্য করিবে॥ ৬

আম ও পক্কের লক্ষণ—অতিসারে মল যে পর্য্যন্ত আমদোষে সংসৃষ্ট থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহা জলে ন্যস্ত (নিক্ষিপ্ত) হইলে ডুবিয়া যায় এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণান্বিত অতিসারই আমাতীসার বলিয়া জানিবে। আর যখন এই সকল লক্ষণই বিপরীত হইবে, অর্থাৎ

মল দুর্গন্ধ রহিত, অপিচ্ছিল ও জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসমান হইবে, বিশেষতঃ কোষ্ঠের ও দেহের লঘুতা জন্মিবে, তখন তাহাকে পক্কাতীসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

আমাতিসারীকে প্রথমে ধারক ঔষধ দিবে না। কারণ—অসময়ে অতিসার বন্ধ করিলে তাহা বহুরোগ উৎপাদন করে, অর্থাৎ দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী, অর্শঃ, ভগন্দর, শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, গুল্ম, মেহ, উদর ও জ্বররোগ আনয়ন করিয়া থাকে। শিশুর অতিসার, বৃদ্ধের অতিসার এবং যে অতিসার বাতপিত্তাত্মক, যে অতিসারে ধাতুসমূহের বল ক্ষীণ হইয়াছে, যাহা বহু দোষ বিশিষ্ট ও অতি নিঃসরণশীল, সে অতিসার অপক্ক হইলেও স্তম্ভনীয়। কারণ—তাদৃশ অতিসারে আমের পরিপাক করিতে গেলে যত সময় লাগে, তত সময় রোগী বাঁচে না, মরিয়া যায়। (অতএব অবস্থা বিশেষে আমাতীসারেও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়)। রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে লঙ্ঘনই অতিসারের একটি পরম ঔষধ, লঙ্ঘনের ন্যায় গুণকর ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। লঙ্ঘন উদীর্ণবেগ দোষসমূহের পরিপাক এবং তাহাদের প্রশম করিয়া থাকে।

অতিসারে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে ধনে ও বালা, অথবা বালা ও শুঁঠ, কিংবা মুতা ও ক্ষেতপাপড়া, অথবা মুতা ও বালা ৴৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৴২ সের থাকিতে নামাইয়া সেই জল একটু একটু করিয়া খাইতে দিবে।

অতিসারের পূর্ব্বরূপাবস্থায় প্রথমে লঙ্ঘনই হিতকর। লঙ্ঘনান্তে দ্রব (তরল) লঘুভোজন কর্ত্তব্য ॥ ৭—১৪

পথ্যাদিক্কাথ—আমাতিসার নাশের জন্য হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচ, ইহাদের ক্কাথ পান করিতে দিবে ॥ ১৫

পাঠাদি চূর্ণ—আক্‌নাদি, হিঙ, বনযমানী, বচ ও পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই চিতা ও শুঁঠ) ইহাদের চূর্ণ সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আম ও উদরের বেদনা নিবারিত হয় ॥ ১৬

হরীতক্যাদি কল্ক—হরীতকী, আতইচ, হিঙ, সচললবণ, বচ ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিবে ; এই আমাতিসার যোগ আমের পরিপাক করিয়া অতিসার নিবারিত করে। যদি এই যোগদ্বারা আমাতিসার প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে চিকিৎসক অন্য শতযোগ দ্বারাও সে অতিসারের প্রশম করিতে পারিবে না ॥ ১৭ । ১৮

বৎসকাদিক্কাথ—বৎসক (কুড়্‌চী), আতইচ, বেলশুঁঠ, মুতা, :বালা ও শটী, ইহাদের ক্কাথ দীর্ঘকালজাত অতিসার আম ও রক্তশূল জয় করে।

শুঁঠের পুটপাক ও কল্ক—এরণ্ডপত্রের রসে শুঁঠ বাটিয়া তাহা পুটপক্ক করিয়া অথবা কাঁচাই খাইলে আমাতিসারের বেদনা নিবারিত হয়। ইহা পাচক ও অগ্নিদীপক ॥ ১৯ । ২০

ধান্যাদি পঞ্চক—ধনে, বালা, বেলশুঁঠ, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের ক্কাথ পান করিলে আমশূল ও বিবন্ধতা নষ্ট হয়। ইহা পাচক ও অগ্নিদীপক ॥ ২১

ধান্যাদি চতুষ্ক—আমাতিসারে পিত্তের প্রকোপ থাকিলে ধান্যপঞ্চকের শুঁঠ বাদ দিয়া অপর চারিটির ক্কাথ পান করিতে দিবে। রক্তের প্রকোপ থাকিলেও ধান্যচতুষ্টয়ের ক্কাথ ব্যবস্থা করিবে। কারণ রক্ত পিত্তের সমধর্ম্মী ॥ ২২

ইতি আমাতিসারচিকিৎসা।

লোধ্রাদি চূর্ণ—লোধ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মুতা, আমের আঁটীর কেশী ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ মাহিষ তক্রের সহিত পান করিলে পক্কাতীসার নাশ হয় ॥

সমঙ্গাদি চূর্ণ—সমঙ্গা (লজ্জালুলতা), ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা ও লোধ। মোচরস, লোধ, দাড়িম গাছের ছাল ও দাড়িমফলের খোসা। আমের আঁটীর শাঁস, লোধ, বেলের শাঁস ও প্রিয়ঙ্গু। যষ্টিমধু, শুঁঠ ও শ্যোনাছাল এই যোগচতুষ্টয় পক্কাতিসারনাশক। ইহাদের চূর্ণ মধু ও তণ্ডুল জল (চেলনী) সহ সেব্য ॥ ২৪—২৬

গঙ্গাধরক্কাথ—কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পাণিফল পত্র, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের ক্কাথ পান করিলে বেগবাহিনী গঙ্গাও রুদ্ধ হয় অর্থাৎ এই ক্কাথ পানে প্রবল বেগান্বিত পক্কাতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৭

গঙ্গাধর চূর্ণ—মোচরস, মুতা, শুঁঠ, আক্‌নাদি, শোনাছাল ও ধাইফুল ইহাদের চূর্ণ মথিত সমেত (নির্জল দধি সহ) খাইলে গঙ্গাবৎ প্রবাহ বিশিষ্ট অতিসার সদ্যঃ নিবারিত হয় ॥ ২৮

দ্বিতীয় গঙ্গাধরচূর্ণ—মুতা, কুড়চী বীজ, মোচরস, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও লোধ ইহাদের চূর্ণ

গুড় ও নির্জ্জল দধিসহ সেবন করিলে প্রবল বেগান্বিত অতিসার বন্ধ হয় ॥ ২৯

বৃদ্ধগঙ্গাধরচূর্ণ—মুতা, শ্যোনাছাল, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বেলশুঁঠ, মোচরস, আক্‌নাদি. ইন্দ্রযব, কুড়চী, আমের আঁটীর শাঁস, বরাক্রান্তা ও আতইচ ইহাদের চূর্ণ মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে প্রবাহিকা বিনষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী নিবারিত হয়। এই বৃদ্ধ গঙ্গাধরচূর্ণ মন্দাকিনীর ন্যায় বেগ বিশিষ্ট অতিসার রুদ্ধ. করিয়া থাকে।

অ াকোড় মূল বাটিয়া তণ্ডুলোদক ও মধুসহ পান করিলে ঝটিতি অতিসার রোধ করে ॥ ৩০—৩৩

কুটজাষ্টকাবলেহ—কাঁচা কুড়চীছাল একতুলা (১২॥০ সের) একদ্রোণ জলে (১৬ সের জলে) সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ (১৬ সের) জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহা বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে লজ্জালু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, মোচরস, মুতা ও আতইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল নিক্ষেপ করিয়া পুনঃ পাক করিবে এবং হাতাদ্বারা নাড়িবে। যখন সেই ক্বাথ গাঢ় হইয়া হাতার গাত্রে লাগিবে, তখন তাহা নামাইবে। এই অবলেহ জলের সহিত, ছাগদুগ্ধের সহিত বা মণ্ডের সহিত পান করিলে নানা বর্ণ বিশিষ্ট বেদনান্বিত অতি ভয়ানক সর্ব্বপ্রকার অতিসার, সকলপ্রকার প্রদর, অর্শঃ ও প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

আমলকী বাটিয়া তদ্দ্বারা নাভিমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে দৃঢ় আলবাল দিবে এবং তন্মধ্যভাগ আদার রসে পূর্ণ করিবে। ইহাদ্বারা অতি প্রবৃদ্ধ দুর্নিবার দুর্জ্জয় নদীবেগোপম অতি ভয়ানক-অতিসারও সদ্যঃ প্রশমিত হইয়া থাকে। গব্য দধিতে আক্‌নাদি পেষণ করিয়া, তথা আম্রের মধ্যত্বক্ বাটিয়া তদ্দ্বারা নাভিমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ সুদৃঢ় আলবালে বদ্ধ ও মধ্যভাগ আদার রসে পূর্ণ করিলেও অতিসার ব্যথা ও দাহ নিঃসংশয় আশু নিবারিত হয় ॥ ৩৪—৪০

বাতাতিসারের লক্ষণ—বাতাতিসারে অরুণ বর্ণ (ঈষদ্ রক্তবর্ণ), ফেনযুক্ত ও রুক্ষ অপক্কমল বায়ু কর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ অল্পপরিমাণে নিঃসারিত হইয়া থাকে এবং মল নির্গম কালে গুহ্যদেশে বেদনা ও শব্দ হয় ॥ ৪১

বাতাতিসারের চিকিৎসা—বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কষায় পান করিলে বাতাতিসার প্রশমিত হয় ॥ ৪২

পিত্তাতিসারের লক্ষণ—পিত্তাতিসারে পীত, রক্ত বা হরিৎ বর্ণ, দুর্গন্ধ ও অতি পাত্‌লা মল নিঃসারিত হয় এবং গুহ্যপাক, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ হইয়া থাকে ॥ ৪৩

পিত্তাতিসারের চিকিৎসা। বিল্বাদি ক্বাথ—বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা. বালা ও আতইচ ইহাদের ক্বাথে আম সমন্বিত-পৈত্তিক-অতিসার বিনষ্ট করে ॥ ৪৪

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ—রসাঞ্জন, আতইচ, কুড়চীর ফল ও ছাল, ধাইফুল এবং শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ মধু ও তণ্ডুলধৌত জল সহ পান করিলে অতি প্রবল পিত্তাতিসার বিনষ্ট, অগ্নি সন্দীপিত এবং উদরের শূলানি আশু নিবারিত হয় ॥ ৪৫। ৩৬

পিত্তাতিসারভেদ রক্তাতিসারের লক্ষণ ও সম্প্রাপ্তি—পৈত্তিক অতিসার উৎপন্ন হইলে অথবা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যদি পিত্তকারক দ্রব্য সকল অধিক পরিমাণে ভোজন করা যায়, তাহা হইলে অতি প্রবল রক্তাতিসার জন্মে। (রক্তাতিসার পিত্তাতিসারেরই অবস্থা বিশেষ) ॥ ৪৭

রক্তাতিসারের চিকিৎসা।

কুটজ-দাড়িম ক্বাথ—কুড়চীর ত্বক্ এবং কচি দাড়িম ফলের ত্বক্ এই ত্বগ্‌দ্বয় একপল পরিমাণে লইয়া আটপল জলে পাক করিবে এবং অষ্টমাংস থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে অতি উল্বণ রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়। ৪৮। ৪৯

কুটজাদিক্বাথ—কুড়চীছাল, আতইচ, মুতা, বালা, লোধ, রক্তচন্দন, ধাইফুল, দাড়িম ও আক্‌নাদি ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবারিত হয় এবং অতিসারজনিত দাহ ও বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণতিলের কল্কে তৎপঞ্চমাংশ চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধসহ পান করিলে সদ্যঃ অতিসার নিবারিত হয়।

কুড়চীছাল, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা ইহাদের কষায় আম-শূল ও রক্তসমন্বিত এবং দীর্ঘকাল জাত অতিসারে প্রয়োগ করিবে।

কৃষ্ণমৃত্তিকা, যষ্টিমধু- লোধ ও কুড়চীছাল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলধৌত

জলের সহিত পান কবিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট রক্ত রোধক ঔষধ ॥ ৫০—৫৪

গুড়বিল্ব—কাঁচা বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার, আমশূল, বিবদ্ধতা ও কুক্ষিরোগ নিবারিত হয় ॥ ৫৫

জম্ব্বাদি স্বরস—জাম আম ও আমলকীর কচিপল্লব কুট্টিত এবং তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রসে কিঞ্চিৎ মধু ও ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পান করিলে রক্তাতিসার নিবারিত হয় ॥ ৫৬

কুটজক্ষীর—কুড়চীর পরিষ্কৃত মূল ১৬ তোলা, লইয়া তাহা ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং সেই ক্বাথজলে ১৬ তোলা ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে ও দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে ৮ মাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা রক্তাতিসার নাশক ॥ ৫৭। ৫৮

শতাবরীকল্ক—শতমূলীর কল্ক দুগ্ধসহ পান করিয়া দুগ্ধভুক হইলে অথবা শতমূলীর কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে রক্তাতিসার নিবারিত হয় ॥ ৫৯

নবনীতাবলেহ—গোদুগ্ধ এবং নবনীত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে। ইহা রক্তাতিসারে পরম ধারক ঔষধ ॥ ৬০

চন্দনকল্ক—ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া তণ্ডুল ধৌত জলের সহিত খাইলে রক্তাতিসার এবং রক্তপিত্ত তৃষ্ণা দাহ ও মেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বহুবিরেচন পিত্তদ্বারা গুদনাড়ীতে দাহ উপস্থিত হইলে বা গুদনাড়ী পাকিলে তাহাতে পরিষেক-প্রক্ষালন ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে। পল্‌তা ও যষ্টিমধুর ক্বাথ শীতলীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা গুদমার্গ প্রক্ষালন এব গুদসেচন করিবে। গুদনাড়ীর দাহে ও পাকে মধু ও চিনিসংযুক্ত ছাগদুগ্ধ হিতকর। গুদনাড়ীর প্রক্ষালনে ও পরিষেকে এবং রোগির পানে ও ভোজনে ছাগদুগ্ধ প্রযোজ্য। অতিসার রোগে মলের অতি প্রবৃত্তি হেতু যদি গুহ্যদেশে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইন্দুরের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা গুহ্যদেশে স্বেদ দিবে। অথবা গোধূমচূর্ণ, জলে সিদ্ধ এবং তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া একটি গোলক করিবে। সেই গোলকদ্বারা গুহ্যদেশে মৃদু মৃদু স্বেদ দিবে। গুদনাড়ী-নিঃসরণে চাঙ্গেরী ঘৃত উত্তম ঔষধ।

গুদভ্রংশে—গুদনাড়ী বহির্গত হইলে তাহা তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া দিবে। প্রবিষ্ট হইলে মূষিক মাংস দ্বারা গুহ্যদেশে মন্দ মন্দ স্বেদ দিবে।

টীকা। মূষিকমাংস কাঁজীতে সিদ্ধ করিবে এবং তাহা এরণ্ড পত্রাদিতে পোট্‌লীবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

শম্বূকমাংস সুসিদ্ধ এবং তাহা তৈললবণান্বিত ও অল্প ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তদ্দ্বারা গুহ্যদেশে উত্তমরূপে স্বেদ প্রদান করিবে। তাহাতে শীঘ্রই গুদভ্রংশ নিঃশেষ প্রশমিত হইবে। ইন্দুরের বসাদ্বারা গুহ্যমার্গ প্রলিপ্ত করিলে গুদভ্রংশ নামক ব্যাধি নিঃসংশয় প্রনষ্ট হয় ॥ ৬১—৬৯

চাঙ্গেরীঘৃত—চাঙ্গেরীর (আমরুলের) স্বরস, কুলের ক্বাথ ও অম্লদধি এই দ্রবত্রয় মিলিত চতুর্গুণ (ঘৃতের চতুর্গুণ) এবং যবক্ষার ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক (ঘৃতের চতুর্থাংশ) এই সকলের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে গুদভ্রংশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কোমল পদ্ম পত্র শর্করা সংযুক্ত করিয়া খাইলে গুদনাড়ী নির্গত হয় না।

টীকা। পদ্মপত্র শুষ্ক ও চূর্ণিত করিয়া চিনি সহ খাইবে। গুদভ্রংশ রোগ অতিসার বিনাও উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য গুদভ্রংশ ক্ষুদ্ররোগ মধ্যে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে গুদনাড়ীর দাহ পাক ও ব্যথা প্রসঙ্গে ভ্রংশও লিখিত হইল। চিকিৎসা উভয়েরই তুল্য ॥ ৭০। ৭১

শ্লেষ্মাতিসারের লক্ষণ—শ্লেষ্মাতিসারে শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), ঘন, বদ্ধ (খণ্ড খণ্ড) ও শীতল মল শ্লেষ্মকর্তৃক নিঃসারিত হয়। এই অতিসারে উদরে মন্দ মন্দ বেদনা, গাত্রগুরুতা ও অরুচি হইয়া থাকে ॥ ৭২

শ্লেষ্মাতিসারের চিকিৎসা—শ্লেষ্মাতিসারে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচন হিতকর। ইহাতে আমাতিসার নাশক যথোক্ত দীপনগণ প্রযোজ্য ॥ ৭৩

চব্যাদি ক্বাথ—চই, আতইচ, মুতা, কচিবেল, শুঁঠ, কুড়চীর ত্বক্ ও ফল (ইন্দ্রযব) এবং হরীতকী ইহাদের ক্বাথ বমি ও শ্লেষ্মাতিসার নাশক ॥ ৭৪

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ—হিঙ্গু, সচল লবণ, ত্রিকটু, হরীতকী, আতইচ ও বচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলসহ পান করিবে। ইহা শ্লেষ্মাতিসার প্রশমক।

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, ধনে ও কট্‌ফল ইহাদের ক্বাথ দ্বিদোষজ অতিসারে প্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষজ অতিসারের চিকিৎসা বলাই হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের বিশেষ চিকিৎসা বলিব। (ভাবার্থ এই—কোন অতিসারে দুই দোষের প্রকোপ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তত্তদ্‌দোষজ পৃথক্ পৃথক্ অতিসারের পৃথক্ পৃথক্ যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে তাহাই মিলিত করিয়া সেই দ্বিদোষ-লক্ষণান্বিত অতিসারে ব্যবস্থা করিবে। তদ্ভিন্ন তাহাদের বিশেষ যে চিকিৎসা আছে, তাহাই অতঃপর বর্ণন করিব) ॥ ৭৫ । ৭৬

বাতশ্লেষ্মাতিসারে—কট্‌ফল, যষ্টিমধু, লোধ ও দাড়িমফলের ত্বক্ ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে বাতশ্লেষ্মাতিসার প্রশমিত হয় ॥ ৭৭

বাতপিত্তাতিসারে—চিতামূল, আতইচ, মুতা, কচিবেল, শুঁঠ, কুড়চীর ছাল ও ফল এবং হরীতকী ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্তাতিসার নাশক ॥ ৭৮

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে—মুতা, আতইচ, মূর্ব্বা বচ ও কুড়চী প্রত্যেক সমভাগ, ইহাদের কষায় মধুসহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার প্রশমিত হয় ॥ ৭৯

সন্নিপাতাতিসারের লক্ষণ—ত্রিদোষজ অতিসারে তন্দ্রা, মোহ, অবসাদ, মুখশোষ, তৃষ্ণা ও নানারূপের মলনির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্বে বাতাদিজ অতিসারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সে সকল লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে। বালক বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের সান্নিপাতিক অতিসার অতিকষ্টে সাধ্য হয় ॥ ৮০

সন্নিপাতাতিসারের চিকিৎসা—পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ—পঞ্চমূল, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আক্‌নাদি, চিরতা, বালা, কুড়চীছাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ ত্রিদোষজ অতিসার, জ্বর, বমি, শূলোপদ্রব, শ্বাস ও কাস নাশ করে ॥ ৮১।৮২

পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ—পিত্তাধিক্যে স্বল্প পঞ্চমূল এবং বাতে ও কফে মহৎ পঞ্চমূল প্রযোজ্য। এই ত্রিদোষজ অতিসার যদি পিত্তোল্বণ হয়, তাহা হইলে স্বল্পপঞ্চমূলের এবং যদি বাত ও শ্লেষ্মোল্বণ হয়, তাহা হইলে মহৎপঞ্চমূলের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে) ॥ ৮৩

চতুঃসমমোদক—হরীতকী, শুঁঠ, মুতা ও গুড় সমপরিমাণে লইয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই চতুঃসমগুটিকা সর্ব্বদোষ সমুদ্ভূত অতিসার, আমাতিসার, আনাহ, বিবদ্ধতা, বিসূচিকা, কৃমি ও অরুচি নাশ করে এবং অগ্নিকে আশু প্রদীপ্ত করিয়া থাকে ॥ ৮৪ । ৮৫

কুটজপুটপাক—কুড়চীর ছাল তুলিয়াই তাহা অর্থাৎ টাট্‌কা কুড়চীছাল চারিপল পরিমাণে (বত্রিশ তোলা) লইয়া তণ্ডুলধৌতজলে পেষণ করিবে। পরে সেই পেষিত কল্ক জামপত্রে বেষ্টিত করিয়া সূত্রের দ্বারা বান্ধিবে। এবং গোধূম পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা তাহা পরিবেষ্টিত করিবে। তদনন্তর কর্দ্দম দ্বারা তাহা প্রলিপ্ত করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইবে। যখন দেখিবে—মৃৎপ্রলেপের বর্ণ অগ্নিসন্তাপে তপ্তাঙ্গারবৎ লাল হইয়াছে, তখনি তাহা অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিবে। তৎপরে তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রস শীতলীকৃত ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। এই কৌটজপুটপাক কৃষ্ণাত্রিপুত্রকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা দীর্ঘকাল সম্ভূত সর্ব্বপ্রকার রক্তাতিসার প্রশমিত হয় ॥ ৮৬-৮৯

কুটজাবলেহ—কুড়চীছালের ক্বাথ বস্ত্রে ছাঁকিয়া ও তাহা শীতলীকৃত করিয়া তাহাতে আতইচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিলে ত্রিদোষাতিসার বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ কুড়চীর ক্বাথে অষ্টমাংশ আতইচ চূর্ণ, কেহ বা চতুর্থাংশ আতইচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে উপদেশ দেন ॥ ৯০ । ৯১

অঙ্কোটবটক—কুড়চীমূলের ছাল, আক্‌নাদি ও দারুহরিদ্রা, প্রত্যেকটি আট আট তোলা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুল জলে পেষণ পূর্ব্বক দুইতোলা পরিমিত বটক সকল প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা ছায়ায় শুকাইয়া একটি করিয়া বটক তণ্ডুলজলে মাড়িয়া রোগিকে পান করিতে দিবে। এই বটক সেবনে বাতজ পিত্তজ কফজ দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ প্রভৃতি সকল প্রকার অতিসার নিবারিত হয় ॥ ৯২-৯৪

আগন্তুজ শোকাতীসারের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—যে ব্যক্তি ধনক্ষয় ও বন্ধুবিয়োগাদি

জনিত শোকে কাতর এবং তজ্জন্য অল্পাহারী হয়, তাহার শোকজ বাষ্প (নেত্রগল নাসাদিগত জল) ও উষ্মা (দেহ তেজঃ) কোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রক্তকে ক্ষোভিত অর্থাৎ স্বস্থান হইতে চালিত করে। (শোকজাতীসারের ইহাই সম্প্রাপ্তি)। সেই গুঞ্জাফল সদৃশ (কুঁচের ন্যায় লোহিতবর্ণ) রক্ত মল-মিশ্রিত অথবা মল-রহিত হইয়া গুহ্যমার্গ দিয়া নির্গত হয়। উহা মল-মিশ্রিত হইলে দুর্গন্ধ, নতুবা নির্গন্ধ হইয়া থাকে। এই শোকোৎপন্ন অতিসার অতীব দুশ্চিকিৎস্য ও কষ্টপ্রদ। কারণ শোকাপনোদন ব্যতিরেকে কেবল-মাত্র ভেষজদ্বারা ব্যাধির প্রতিকার করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ রোগোৎপাদক হেতু পরিত্যাগ ভিন্ন কেবল ঔষধদ্বারা কোন ব্যাধিই প্রশমিত হয় না। (শোকজাতীসারের ইহাই লক্ষণ) ॥ ৯৫।৯৬

আগন্তুজ-ভয়াতীসারের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—ভয়হেতু বাতাদিদোষ সকল ক্ষোভিত অর্থাৎ স্বস্থান হইতে চালিত হইয়া মলকে যখন দূষিত করে, তখনই মানবের উষ্ণ জলপ্লব মল শীঘ্র শীঘ্র অতি নিঃসরণ হইয়া থাকে। ভয়জাতিসারের মল প্রায় বাতপিত্তাতিসারের লক্ষণান্বিত হয়। যে অতিসার অভয় প্রদান দ্বারা উপশম হয় এবং তাহাতে রোগী স্বচ্ছন্দতা লাভ করে, তাহাকেই ভয়জ-অতিসার বলিয়া মনে করিবে। অর্থাৎ অভয় দ্বারা ভয়জ অতিসারের উপশম হয় এবং রোগীও স্বচ্ছন্দ হইয়া থাকে।

টীকা। "জলপ্লব" অর্থাৎ জলে প্লবমান। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে—ভয়জাতিসারের আগন্তুজত্ব কিরূপে সম্ভবে ইহা ত দোষজই। যেহেতু ভয়জাতিসারের সম্প্রাপ্তিতে বলা হইয়াছে—ভয়দ্বারা ক্ষোভিত অর্থাৎ দূষিত দোষ সকল মল দূষিত করে এবং সেই মল অতি নিঃসৃত হয়। অতএব ভয়জাতিসারে ত প্রথম হইতেই দোষসম্বন্ধ থাকে। উত্তর—শাস্ত্রে উক্ত আছে—"রাগ-দ্বেষ-ভয়হেতু যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা আগন্তু রোগ" এই বচন হেতু ভয়াতিসারকে আগন্তুজই বলিতে হইবে। অপিচ হেতুভূত-ভয়দ্বারাই দোষ অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফ অতিসার উৎপাদন করে। ক্ষোভিত শব্দের অর্থ সঞ্চালিত, দূষিত নহে। কারণ ভয়দ্বারা তিন দোষেরই দূষণ অসম্ভব। বায়ু-পিত্ত-কফ অতি নিঃসৃত হইবার জন্য আপনারা সঞ্চালিত হয় এবং মলকে অতি নিঃসারিত করিবার জন্যই তাহাকে (মলকে) দূষিত করে। তৎপরে সকলেই অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফ ও মল ভয়হেতুই অতিনিঃসৃত হইয়া থাকে। পরে তাহাতে বাতসম্বন্ধ ঘটে। যেহেতু "ভয়হেতু বায়ু কুপিত হয়" শাস্ত্রে এই বচন আছে। অতএব কথিত আছে যে, ভয়াতিসারে বাতহরী ক্রিয়া করিবে, ইহা সাধু ॥ ৯৭। ৯৮

শোকাতিসার ও ভয়াতিসারের চিকিৎসা—ভয়জ ও শোকজ অতিসারকে বাতাতিসারবৎ জ্ঞান করিবে। হর্ষোৎপাদন ও আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বাতহরকার্য্য (চিকিৎসা) করিবে ॥ ৯৯

আমাতিসারের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—ভুক্তান্নের অজীর্ণতা হেতু দোষ সকল প্রদ্রুত (বিমার্গগামী) হইয়া কোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক রক্তাদি ধাতুসমূহকে এবং পুরীষাদি মল সকলকে চালিত করিয়া নানাবর্ণে বারংবার নিঃসারিত করে। এই আমাতীসার শূলনিখাত বেদনাবৎ বেদনান্বিত হইয়া থাকে। ইহাই ষষ্ঠ অতিসার।

টীকা। গুর্ব্বাদি দ্রব্য ভক্ষণাদি দ্বারা যেমন বাতাদিদোষ দূষিত হইয়া অতিসার উৎপাদন করে, আমের দ্বারাও তেমনি দূষিত হইয়া উহারা অতিসার জন্মাইয়া থাকে। বাতাদিদোষিত আমদ্বারা অতিসার উৎপাদন করে না; অতএব আমাতিসার দোষজই, কিজন্য তাহা পৃথক্ উক্ত হইল? উত্তর—ভিন্ন চিকিৎসার্থ আমাতিসারের পৃথক্ উক্তি হইয়াছে। সকল প্রকার অতিসারেই সংগ্রাহক (ধারক) ঔষধ উক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমাতিসারে সংগ্রাহক নিষিদ্ধ। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"আম-অতিসারে কদাচ সংগ্রাহক ঔষধ দিবে না। কারণ ভেষজবলে আম সংগৃহীত (বদ্ধ) হইলে তাহা বহু বিকার (গ্রহণী-আধ্মান-শূল-গুল্ম-শোথ-উদর-জ্বরাদি) উৎপাদন করে" ॥ ১০০

আমাতিসারের চিকিৎসা—কুড়চীছাল, আতইচ, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, হিঙ, যব, মুতা ও চিতামূল ইহাদের ক্বাথ আমাতিসার নাশক। (হিঙ্ ক্বাথে প্রক্ষেপ্য) ॥ ১০১

শোথাতিসারের চিকিৎসা—পুনর্নবা, ইন্দ্রযব, আক্নাদি, বেলশুঁঠ, আতইচ ও মুতা ইহাদের ক্বাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোথাতিসার প্রশমিত হয় ॥ ১০২

বমনাতিসারে—আমের আটির শাঁস (আমের কেশী) ও কচিবেল ইহাদের ক্বাথে মধু ও চিনি

প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমি সমন্বিত প্রবল অতিসার নিবারিত হয়। ভাজা মুগের কষায়ে খৈ-মধু-চিনি সংযুক্ত করিয়া খাইলে বমি সমন্বিত অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর ও ভ্রম বিনষ্ট হয় ॥ ১০৩। ১০৪

নিঃসারকে—নিঃসারক পীড়িত ব্যক্তিকে সসার দধি মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। কিংবা স্বর্ণ বা রৌপ্য অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া তাহা দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে। পরে সেই দুগ্ধ শীতল হইলে তাহা মধুপ্লুত করিয়া তৎসহ সুপথ্য ভোজ্য ভোজন করাইবে ॥ ১০৫

পুরীষক্ষয়ে—পুরীষের ক্ষয় হইলে রোগির যদি ফেনযুক্ত পুরীষ অতিনিঃসৃত হয় এবং তাহার অগ্নি-বল থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ফাণিত (পাতলা মাত্ গুড়), শুঁঠচূর্ণ, দধি, তিলতৈল, দুগ্ধ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা দুগ্ধ পাক বিধানে বেড়েলা ও আতইচ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে গুড় ও তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পুরীষ ক্ষয়ান্বিত দীপ্তাগ্নি রোগিকে প্রাতঃকালে পান করাইবে। এই দুগ্ধ পুরীষক্ষয়ে সুখপ্রদ ॥ ১০৬।১০৭

বিল্বতৈল—তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—কুট্টিত কাঁচাবেল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—বেল, ধাইফুল, কুড়, শুঁঠ, রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, বচ, মুতা, লোধ ও মোচরস, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টি /১ সের। যথা বিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই বিল্বতৈল গ্রহণী-অর্শঃ ও অতিসার নাশক। মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক এই তৈল নির্ম্মিত। গ্রহণী ও অর্শোরোগাধিকারে যে সকল স্নেহ উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তও অতিসারে প্রয়োগ করিবে। কারণ গ্রহণী, অর্শঃ ও অতিসার এই তিনেরই হেতু তুল্য ॥ ১০৮—১১১

অতিসারভেদ প্রবাহিকার (আমাশয় রোগের) সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—অহিতাশন ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি অতিশয় বাতল ভোজ্য ভোজন করে, তাহার বায়ু (অপান বায়ু) কুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে মলের সহিত অল্প অল্প পরিমাণে বারংবার অধঃপ্রেরণ করে, অর্থাৎ গুহ্যমার্গ দ্বারা নিঃসারিত করিয়া থাকে। এই রোগে প্রবাহণ দ্বারা অর্থাৎ যাবদ্ বলে কুন্থন দ্বারা মলাক্ত কফকে নিঃসারিত করিতে হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রবাহিকা কহিয়া থাকেন ॥ ১১২

বাতজাদি ভেদে প্রবাহিকার রূপ—প্রবাহিকা বাতজ হইলে উদরে অত্যন্ত বেদনা, পিত্তজ হইলে গাত্রে ও গুহ্যদেশে জ্বালা, কফজনিত হইলে অধিক কফান্বিত মলনিঃসরণ এবং রক্তজনিত হইলে সরক্ত মলনির্গম হয়। স্নেহ সেবনে কফজা এবং রুক্ষ সেবনে বাতজা প্রবাহিকা উৎপন্ন হয়। তাহাদের চিকিৎসা এবং আমের পক্ব ও অপক্ব অবস্থা অতীসারবৎ জানিবে। আর মূলে "তু" শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে পিত্তজা ও রক্তজা প্রবাহিকা উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সেবনে জন্মিয়া থাকে ॥ ১১৩

প্রবাহিকার চিকিৎসা। বিল্বাদ্যবলেহ—বেলশুঁঠ ও লোধ বাটিয়া তাহাতে গুড় তিলতৈল ও মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সত্বর আরোগ্যলাভ করে ॥ ১১৪

ধাতক্যাদি—ধাইফুল, কুলপত্র, কয়েতবেল, রসমাক্ষিক ও লোধ ইহাদের প্রত্যেকটি দধিসহ পান করিলে প্রবাহিকা প্রশমিত হয় ॥ ১১৫

অসাধ্য অতিসারের লক্ষণ—অতিসারের মল যদি পাকা জাম ফলের ন্যায় কৃষ্ণ চিক্কণবর্ণ বা যকৃৎখণ্ডবৎ কৃষ্ণ লোহিত বর্ণ, স্বচ্ছ অথবা ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, বেশবার (পিষ্টনিরস্থি মাংসেত্যাদি পরিভাষিত মাংসপ্রকার), দুগ্ধ, দধি বা মাংসধাবন জলনিভ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ কিংবা চাসপক্ষিপক্ষপ্রতিম নীলারুণ বা মেচকবর্ণ (ঈষৎ কৃষ্ণরুক্ষ বর্ণ) কিংবা স্নিগ্ধ কবর বর্ণ (চিক্কণ নানাবর্ণ), অথবা ময়ূরপিচ্ছ চন্দ্রকবৎ বিচিত্রবর্ণ, অথবা ঘন, শবদুর্গন্ধি, মস্তলুঙ্গাভ (মস্তিষ্কবৎ), সুগন্ধ বা পচাগন্ধ অথবা বহু পরিমিত হয়। এবং তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বশূল, অস্থিশূল, সংমূর্চ্ছা (ইন্দ্রিয়-মনোমোহ), চিত্তের অস্থিরতা, সংমোহ (ইন্দ্রিয় মোহ), গুদনাড়ীস্থ বলি সকলের পাক এবং প্রলাপ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে অতিসার রোগিকে ভিষক্ পরিত্যাগ করিবেন। আর যে অতিসার রোগী গুহ্যসম্বরণাক্ষম, বলমাংস রহিত, শূল ও আধ্মানে উপদ্রুত এবং যাহার গুদনাড়ী পাকাতেও অর্থাৎ পাকারম্ভক পিত্ত বিদ্যমান থাকাতেও গাত্র শীতল হয় (বা অগ্নি নষ্ট হয়) সে অতিসারিকেও ত্যাগ করিবে। অতিসার রোগে রোগী যদি শ্বাস, শূল, পিপাসা, বলমাংসক্ষয় ও জ্বর এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, বিশেষতঃ এই সকল উপদ্রবান্বিত রোগী যদি বৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে

সে রোগী রক্ষা পায় না। অতিসার রোগে শোথ, শূল, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা ও হিক্কা উপস্থিত হইতে দেখিলে সে রোগিকে ত্যাগ করিবে। অতিসার রোগির হস্ত পদের অঙ্গুলীসন্ধি যদি পাকে, মূত্র যদি রোধ হয় এবং পুরীষের উষ্ণতা যদি অত্যধিক হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, সে রোগির মরণ উপস্থিত হইয়াছে। অতিসার রোগী, যক্ষ্মরোগী ও গ্রহণীরোগী যদি বলমাংস ও অগ্নিহীন হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন দুর্ল ভ। বালকের বৃদ্ধের অতিসার যদি উক্ত উপদ্রব সমূহে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। ধাতু অতি দুষ্ট হইলে যুবকদিগেরও ঐরূপ অতিসার অসাধ্য হইয়া থাকে॥ ১১৬—১২৫

অতিসারমুক্তব্যক্তির লক্ষণ—যখন মল-ব্যতিরেকে মূত্র ও অধোবায়ু সম্যক্ স্বতন্ত্র নির্গত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত ও কোষ্ঠ লঘু হইবে, তখন জানিবে যে, উদরাময় রোগ নিবৃত্তি পাইয়াছে॥ ১২৬

অতিসাররোগির বর্জ্জনীয়—স্নান, (উদ্ধৃত জলে স্নান), স্নেহাভ্যঙ্গ ও অবগাহন (নদ্যাদিতে স্নান), গুরু স্নিগ্ধাদি ভোজন, ব্যায়াম ও অগ্নিসন্তাপ, অতিসার রোগী এই সকল বর্জ্জন করিবে॥ ১২৭

শঙ্খপোটলী রস—শোধিত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক দশগদ্যাণ পরিমাণে লইয়া সেই বিংশতি গদ্যাণ পারদ গন্ধক তিন দিন খলে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। (কালিঙ্গ মান) ছয় মাষায় অর্থাৎ আট-চল্লিশ রতিতে এবং নীলাবতীর মতে আট মাষায় অর্থাৎ চৌষট্টি রতিতে এক গদ্যাণ হয়)। পরে সেই কজ্জলী আকন্দ আটায় তিন দিন, তদনন্তর মনসার আটায় তিন দিন মর্দ্দন করিবে। পরে আদা ও শ্বেতচিতা উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রস দ্বারা তিন দিন মাড়িবে। এবং পীতবর্ণ কড়ী ভস্ম বিংশতি গদ্যাণ ও শঙ্খভস্ম বিংশতি গদ্যাণ এই চত্বারিংশৎ গদ্যাণ ভস্ম মিশ্রিত করিয়া তিন দিন মর্দ্দন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত ক্রমে আকন্দ আটায় তিনদিন ও মনসার আটায় তিন দিন খলে মাড়িবে। এবং তন্মধ্যে উক্ত কজ্জলী নিক্ষিপ্ত করিয়া আদা ও চিতার রসে মাড়িয়া তাহাতে বদর প্রমাণ গুটিকা সকল প্রস্তুত করিবে। পরে এক খানি কাঁচা কুহ্লরী (কটোরিয়া) চূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত এবং তাহা অগ্নিতে আশু দগ্ধ করিয়া তন্মধ্যে গুটিকা গুলি স্থাপন করিবে এবং অপর একখানি ঐরূপ চূর্ণলিপ্ত কটোরিয়া তাহার উপর চাপা দিবে। এবং কুট্টিত বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা উভয়ের সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। তৎপরে একহস্ত প্রমাণ একটা গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে সেই কুহ্লরী স্থাপন করিয়া বনঘুঁটের অগ্নিতে পুট-পাক করিবে। পাকশেষে উহা শীতল হইলে তন্মধ্য হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চিতার রসে পেষণ করিবে। এবং পূর্ব্বরীতিতে গুটিকা প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার পুট দিবে। পরে সেই পুটদগ্ধ গুটিকার চূর্ণ করিয়া একটী কূপীমধ্যে রাখিবে। এইরূপে নিষ্পন্ন রস শঙ্খপোটলী রস নামে অভিহিত। আমাতিসারে, জ্বরাতিসারে, শ্বাসে, কাসে, শ্লেষ্ম-পিত্ত-আম ও বাতে, অগ্নিমান্দ্যে, গ্রহণীরোগে, অষ্টাদশ প্রমেহে, জীর্ণে ও জীর্ণ বলে বত্রিশটি মরিচ-চূর্ণ ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পাঁচ বল্ল পরিমাণে এই শঙ্খপোটলীরস প্রদেয়। জ্বর বিনা সকল রোগেই ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ প্রদাতব্য। (কোনমতে দেড় গুঞ্জায়, কোনমতে দুই গুঞ্জায়, কোন মতে ত্রিগুঞ্জায় এক বল্ল হয়)। এই ঔষধ সেবনান্তে শালিতণ্ডুলের অন্ন, দধি এবং দুগ্ধাদি মধুর ভোজন হিতকর। কটু-অম্ল-ক্ষার ও তৈলাদি দূরে বর্জ্জন করিবে। এই বিধানে শঙ্খপোটলী রস প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ক্রমে ক্রমে উক্ত রোগ সকল নিবৃত্ত হইবে তাহাতে সংশয় নাই।

সিদ্ধিপত্র ও জায়ফল প্রত্যেক সমভাগ, ইন্দ্রযব, উভয়ের তুল্য এবং উৎকৃষ্ট লৌহ সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ, ইহাদের চূর্ণ সর্ব্বাতিসার নাশক।

বেলশুঁঠ, মোচরস, লোধ, ধাইফুল, আম্রবীজের শাঁস ও আতইচ এই দ্রব্যকৃত সকল অবলেহিকা দুর্নিবার সমুদ্র বেগবৎ অতিসারও নাশ করে॥ ১২৮—১৪৩

ইতি অতিসারাধিকার।

জ্বরাতীসারাধিকার।

জ্বর ও অতিসারের নিদান পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, সেইজন্যই জ্বরাতিসারের নিদান আর পুনর্ব্বার কথিত হইল না॥ ১৪৪

জ্বরাতিসারের চিকিৎসা—জ্বরের ও অতি-সারের পৃথক্ পৃথক্ যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, মিলিত জ্বরাতিসারে সে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

কারণ তাহা পরস্পরকে বৰ্দ্ধিত করে, অর্থাৎ জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায় ভেদক, সুতরাং তাহা অতিসারের বর্দ্ধক এবং অতিসারঘ্ন ঔষধ প্রায় ধারক, কাজে কাজেই তাহা জ্বরের বর্দ্ধক হইয়া থাকে। অতএব জ্বরাতিসারে বিশেষ যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিবে।

জ্বরাতিসারের যদি বল থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এইমাত্র লঙ্ঘনের ন্যায় গুণকর ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। কারণ—লঙ্ঘন দ্বারা প্রবল দোষ সকলের পরিপাক হয় এবং তাহাদের প্রশম হইয়া থাকে। জ্বর ও অতিসার উভয় রোগেই লঙ্ঘন কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, মিলিত জ্বরাতিসারে লঙ্ঘন বিশেষ আবশ্যক। লঙ্ঘনান্তে উৎপলষট্‌কের ক্কাথে লাজমণ্ডাদি পাক করিয়া তাহা পথ্য দিবে।

উৎপলষট্‌ক, যথা—পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, শুঁঠ ও উৎপল ইহাদের ক্কাথ পান করিতে দিবে, অথবা সেই ক্কাথে লাজমণ্ডাদি পাক করিয়া এবং তাহা দাড়িম রসাদি দ্বারা অম্লীকৃত করিয়া জ্বরাতিসার রোগিকে পান করাইবে॥ ১৪৫—১৪৮

কণাদিক্কাথ—পিপুল, গজপিপুল ও বৈ ইহাদের ক্কাথে মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে জ্বরাতিসারের তৃষ্ণা আশু নিবারিত হয়॥ ১৪৯

নাগরাদিক্কাথ— শুঁঠ, আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, চিরতা ও কুড়চীছাল ইহাদের ক্কাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও সুদারুণ অতিসার বিনষ্ট করে॥ ১৫০

বৃহদ্ গুড়ূচ্যাদি ক্কাথ—গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা, আক্‌নাদি, চিরতা, কুড়চীছাল, রক্তচন্দন, বেণামূল ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বরাতিসার, হৃল্লাস (বমনভাব), অরুচি, তৃষ্ণা, দাহ ও বমি প্রশমিত হয়॥ ১৫১—১৫২

উৎপলাদি চূর্ণ—উৎপল, দাড়িমত্বক্ ও পদ্মকেশর ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলজল সহ পান করিলে জ্বরাতিসার নিবৃত্ত হয়॥ ১৫৩

বিল্বাদিক্কাথ—বেলশুঁঠ,বালা, চিরতা, গুলঞ্চ, মুতা ও কুড়চীছাল ইহাদের ক্কাথ দোষের পাচক এবং শোথ ও জ্বরাতিস'র নাশক॥ ১৫৪

নাগরাদিক্কাথ—শুঁঠ, আতইচ, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা ও কুড়চীছাল ইহাদের ক্কাথও দোষের পাচক এবং শোথ ও জ্বরাতিসার প্রশমক॥ ১৫৫

দশমূলীক্কাথ—জ্বরে অতিসারে এবং সশোথ গ্রহণীরোগে দুইতোলা আতইচ চূর্ণ দশমূলের ক্কাথ সহ পান করিতে দিবে॥ ১৫৬

ইতি জ্বরাতিসারাধিকার।

গ্রহণীরোগাধিকার।

গ্রহণী রোগের সম্প্রাপ্তি—অতিসার রোগ নিবৃত্তি পাইয়াছে, অথচ অগ্নির বল তত হয় নাই, এরূপ অবস্থায় অহিত ভোজন করিলে জঠরাগ্নি অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে বিশেষ দূষিত করিয়া থাকে।

টীকা।—মূলে "অপি" শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে—অতিসাররোগ বিদ্যমান না থাকিলেও গ্রহণীরোগ জন্মে॥ ১

গ্রহণী স্বরূপ (চরকোক্ত)—গ্রহণী অগ্নির অবস্থিতি স্থান; ভুক্তান্নের গ্রহণ হেতু ইহা গ্রহণী নামে অভিহিত; গ্রহণী অপক্ক অন্নকে ধারণ করে এবং পক্ক অন্নকে অধো নিঃসারণ করিয়া থাকে। (গ্রহণী—অগ্নিধরা কলা)। সুশ্রুতও বলিয়াছেন—আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে পিত্তধরা নামে যে ষষ্ঠী কলা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণী নামে অভিহিত। অগ্নি গ্রহণীর বল এবং গ্রহণীও অগ্নির বল।

অতএব অগ্নি প্রদুষ্ট হইলে গ্রহণীও প্রদূষিত হইয়া থাকে। অতএব বিরিক্তবৎ অতিসারেও বর্জ্জনীয় বিষয় সকল বর্জ্জন করিবে। (পিত্তের উষ্মাংশই অগ্নি) ॥ ২—৪

গ্রহণীরোগের সংখ্যা ও সামান্যলক্ষণ— অগ্নিমান্দ্য হেতু অতি কুপিত পৃথক্ পৃথক্ দোষে বা মিলিত ত্রিদোষে সেই গ্রহণী নাড়ী প্রদুষ্ট হইয়া ভুক্ত দ্রব্যকে অপক্ক অবস্থাতেই বারংবার ত্যাগ করে অথবা অতি দুর্গন্ধযুক্ত বেদনান্বিত মুহুর্বদ্ধ ও মুহুর্দ্রব পক্ক মল বহুবার নিঃসারিত করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকেই গ্রহণী রোগ কহিয়া থাকেন।

টীকা। অতিসারে দ্রবধাতু নির্গম হয়, গ্রহণী রোগে বদ্ধমল নির্গত হইয়া থাকে, উভয় রোগে এই প্রভেদ ॥ ৫। ৬

বাতজগ্রহণীর নিদান সম্প্রাপ্তি ও রূপ— কটু-তিক্ত-কষায় অতিরুক্ষ ও শীতল ভোজন, অল্প ভোজন, অনশন, অধিক পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ ও মৈথুন এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া গ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। বাতজ গ্রহণী রোগে ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে এবং অম্লরসে পরিপাক পায়। এই রোগে শরীরের কর্কশতা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্ধকার দর্শন, কর্ণে শব্দ, পার্শ্ব উরু-বঙ্ক্ষণ ও গ্রীবাদেশে নিরন্তর বেদনা, বিসূচিকা অর্থাৎ ভেদ, বমি, হৃৎপীড়া, শরীরের কৃশতা, দৌর্ব্বল্য,মুখের বিরসতা, পরিকর্ত্তিকা, (গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া), মধুরাদি সকল রস ভোজনেই স্পৃহা ও মনের অবসাদ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতগ্রহণী রোগে ভুক্তান্নের পরিপাক হইলে বা পরিপাকের অবস্থায় উদরাধ্মান হয়। কিন্তু কিছু আহার করিলে স্বাস্থ্য বোধ হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী বাতগুল্ম হৃদ্রোগ ও প্লীহা রোগের আশঙ্কা করে। এবং কখন দ্রব, কখন শুষ্ক, কখন অল্প পরিমিত, শব্দ ও ফেনবিশিষ্ট অপক্ক মল অতিকষ্টে পুনঃ পুনঃ বা বিলম্বে বিলম্বে ত্যাগ করে। বাতজগ্রহণী রোগী শ্বাসকাসে অর্দ্দিত হইয়া থাকে ॥ ৭—১২

পিত্তজগ্রহণীর নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ— কটু-তিক্ত-বিদাহি-অম্ল ও ক্ষারাদি (আদি শব্দে লবণ তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য) দ্রব্য ভোজন দ্বারা পিত্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রতপ্ত জলের ন্যায় অগ্নিকে আপ্লাবিত করিয়া নষ্ট করে। তাহাতেই পিত্তগ্রহণী রোগ জন্মে। এই গ্রহণীতে রোগী পীত বা নীলবর্ণ অজীর্ণ দ্রব মল পরিত্যাগ করে, পীতাভ হয় এবং অত্যর্থ অম্লোদ্গার, হৃৎকণ্ঠদাহ অরুচি ও তৃষ্ণায় অর্দ্দিত হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পিত্ত উষ্ণ গুণযুক্ত, তাহা কি প্রকারে অগ্নিকে নষ্ট করিবে, সেই জন্যই দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে যে, প্রতপ্তজল উষ্ণগুণযুক্ত হইয়াও যেমন দ্রবাধিক্যবশতঃ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে, সেইরূপ দ্রববহুলপিত্তও দ্রবাংশ দ্বারা অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে ॥ ১৩। ১৪

শ্লেষ্মগ্রহণীর নিদানাদি ও লক্ষণ— অতিগুরু, স্নিগ্ধ ও শীতাদি (শীতল পিচ্ছিল মধুরাদি) দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন ও দিবাভোজনান্তেই শয়ন এই সকল কারণে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করিয়া গ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। এই শ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগে ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক হয় এবং হৃল্লাস, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মদ্বারা মুখের লিপ্তত্ব ও মিষ্টরসত্ব, কাস, পীনস ও নিষ্ঠীবন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, রোগী হৃদয়কে স্তব্ধ (ঘনপদার্থ দ্বারা পূরিত) বলিয়া মনে করে, উদর স্তিমিত ও গুরু হয়, উদ্গার দুষ্ট ও মধুর হয়, শরীরের অবসন্নতা, স্ত্রীতে অহর্ষ এবং আম ও শ্লেষ্মসংযুক্ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা গুরু মলের নির্গম হয়, রোগী কৃশ না হইয়াও দুর্ব্বল হয় এবং আলস্য উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১৫— ৮

ত্রিদোষজগ্রহণীরোগের নিদান ও সম্প্রাপ্তি— পূর্ব্বোক্ত বাতজাদি গ্রহণী রোগের পৃথক্ পৃথক্ যে হেতু ও লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল হেতু ও লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গ্রহণী বলা যায়। তাহার ঔষধ বর্ণন করিব ॥ ১৯

সংগ্রহগ্রহণী (গ্রহণী রোগভেদ)— এই রোগে কাহারও পক্ষান্তর, কাহারও মাসান্তর, কাহারও বা দশাহান্তর, কাহারও বা নিত্য নিত্যই দ্রব ঘন শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধ বহুপরিমিত পিচ্ছিল অপক্ক মল দম্‌কা ভেদ হয়। ভেদ হইবার সময় গুহ্যদেশে শব্দ হয়। উদরে ও কটিদেশে মন্দ মন্দ বেদনা, অন্ত্রকূজন (পেটের ডাক), আলস্য, দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ হইয়া থাকে। দিবাভাগে এই রোগের বৃদ্ধি এবং রাত্রিতে হ্রাস হয়। সংগ্রহগ্রহণী দুর্ব্বিজ্ঞেয় দুশ্চিকিৎস্য ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। আম ও বায়ুদ্বারা ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২০—২২

ঘটীযন্ত্রাখ্য গ্রহণীরোগবিশেষ— এই রোগে রোগী সর্ব্বদাই শুইয়া থাকে ও পার্শ্বদ্বয়ে শূলনি হয়

এবং অধোমুখীকৃত জলঘটীর জল-নিঃসরণে যেমন ধ্বনি হয়, রোগির মল নির্গমণ, সময়েও তেমনি ধ্বনি হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা ইহাকে ঘটীযন্ত্র গ্রহণীরোগ বলেন। ইহা অসাধ্য জানিবে। (এই রোগ যখন দেহ ব্যাপ্ত হয়, তখন রোগির প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে) ॥ ২৪

সাধারণগ্রহণীরোগের চিকিৎসা—অজীর্ণের ন্যায় গ্রহণীগত রোগের চিকিৎসা করিবে। অতীসার বিহিত লঙ্ঘন ও দীপন ভেষজ সকল ব্যবস্থা করিবে। এবং অতিসারবৎ ইহাতেও আমদোষ ও পক্কদোষ লক্ষ্য করিবে, অতিসারোক্ত বিধিদ্বারা গ্রহণী রোগের আম পরিপাক করিবে। পঞ্চকোলাদিযুক্ত পেয়াদি পটু (হিতকর) লঘু অম্ল, দীপনীয় কষায়াদি এবং তক্র গ্রহণীতে প্রয়োগ করিবে। কয়েতবেল, বেল, আমরুল, তক্র ও দাড়িম ইহাদের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহা খাইতে দিবে। এই যবাগূ আমের পরিপাক করে এবং তরল মলকে ঘনীকৃত করিয়া থাকে ॥ ২৪-২৭

অথ তক্র—তক্র বর্ণনের পূর্ব্বে দধিগুণ কথিত হইতেছে।

গোদধিগুণ—ইহা শ্রেষ্ঠ, বলকর, পাকে স্বাদু (মধুর বিপাক), রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক ও বাতনাশক। সর্ব্বপ্রকার দধির মধ্যে গব্য দধি গুণাধিক ॥ ২৮

মাহিষদধিগুণ—ইহা অতি স্নিগ্ধ (অধিক স্নেহপদার্থযুক্ত), শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দি, বৃষ্য, গুরু ও রক্তদূষক ॥ ২৯

ছাগদধিগুণ—ইহা উত্তম গ্রাহি (গ্রহণীতে অতি শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থ), লঘু, ত্রিদোষনাশক, শ্বাস-কাস-অর্শঃ-ক্ষয় ও কার্শ্য রোগে প্রশস্ত। ছাগদধি অগ্নিদীপক ॥ ৩০

তক্রের ভেদ—সুশ্রুতাদি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক তক্র চারিপ্রকার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—ঘোল, মথিত, উদশ্বিৎ ও তক্র। সরসমন্বিত নির্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল, সরবর্জ্জিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে মথিত, চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত করিয়া দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র এবং অর্দ্ধাংশ জল মিশ্রিত করিয়া দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ কহে। ঘোল বাতপিত্তহর, মথিত কফপিত্তহর, উদশ্বিৎ কফপ্রদ, বলকর ও পরম শ্রমঘ্ন ॥ ৩১—৩৩

তক্রেরগুণ—তক্র গ্রাহি (মলসংগ্রাহক), কষায়-অম্ল-মধুররস, অগ্নিদীপক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, বৃষ্য, তৃপ্তিজনক ও বাতনাশক। পূর্ব্বে যে আট প্রকার দধিগুণ উক্ত হইয়াছে, তাহাদের তক্রও তত্তদ্গুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ যে দধির যে গুণ, তত্তদ্দধিজাত তক্রেরও সেই সেই গুণ। লঘুত্ব গুণ থাকায় তক্র গ্রহণ্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সুপথ্য ও মলসংগ্রাহক। অম্লত্ব ও ঘনত্ব হেতু তক্র বাতঘ্ন। সত্বক্ষ তক্র অবিদাহি ও স্বাদুবিপাক, উহা অন্তে পিত্তপ্রকোপক। কষায়ত্ব-উষ্ণবীর্য্যত্ব-বিকাশিত্ব এবং রুক্ষত্ব হেতু তক্র কফে হিতকর ॥ ৩৪—৩৬

উদ্ধৃতস্নেহাদি তক্রগুণ—মন্থন দ্বারা যে তক্র হইতে ঘৃতাংশ (নবনীত) সম্যক্ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পথ্য, বিশেষতঃ লঘু। যে তক্র হইতে ঘৃতাংশ অল্প উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা গুরু, বৃষ্য ও কফকর। যে তক্র হইতে ঘৃতাংশ কিছুমাত্র উদ্ধৃত হয় নাই এবং যাহা ঘন, তাহা গুরু, পুষ্টিকর ও বলপ্রদ ॥ ৩৭

দোষবিশেষে তক্রবিশেষ—বাতে অম্ল-তক্র সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া পান করিবে; পিত্তে চিনিসংযুক্ত অম্ল মধুর তক্র পান করিবে; কফে যবক্ষার ও ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত তক্র পান করিবে। ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ জীরা ও সৈন্ধবচূর্ণ সংযুক্ত ঘোল—গ্রহণী-অর্শঃ ও অতিসার নাশক, অতিবাতহর, রোচক, পুষ্টিপ্রদ, বলকর ও বস্তিশূল নাশক ॥ ৩৮।৩৯

আমপক্কতক্রগুণ—অপক্কতক্র কোষ্ঠে কফ নষ্ট করে, কণ্ঠে কফ উৎপাদন করে, পক্কতক্র পীনস শ্বাস কাসাদিতে বিশেষ গুণকর হয় ॥ ৪০

তক্রের নিষেধ—ক্ষতে তক্র সেবন করিতে দিবে না, উষ্ণকালে তক্র প্রয়োগ করিবে না, দুর্ব্বলে তক্র ব্যবস্থা করিবে না এবং মূর্চ্ছা ভ্রম দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে তক্র পান করিবে না ॥ ৪১

তক্রের গুণোৎকর্ষ—তক্র সেবনশীল ব্যক্তি কদাচিৎ রোগে ব্যথিত হয় না; তক্র সেবন দ্বারা রোগ বিনষ্ট হইলে তাহার আর পুনরুদ্ভব হয় না। দেবতাদিগের অমৃত যেমন সুখের নিমিত্ত, পৃথিবীতে মানবগণের তক্রও তেমনি সুখের নিমিত্ত জানিবে ॥ ৪২

ষড় যূষণ—মুদ্গযূষ, মাংসরস ও তক্র, ধনে, জীরকচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া পানার্থ প্রদান করিবে। ইহা ষড় যূষণ নামে অভিহিত ॥ ৪৩

লাইচূর্ণ—গন্ধক ২ তোলা ও পারদ ১ তোলা মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপ কজ্জলী করিবে। শুঁঠ ৪ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেকটি তিন তিন তোলা, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্, ৩ তোলা এবং জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ৩ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া যত হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ সিদ্ধিচূর্ণ লইবে এবং চূর্ণগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। গ্রহণী-অতিসারাদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এই চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে তক্রের সহিত বা বেলশুঁঠের ক্বাথের সহিত পান করিবে॥ ৪৪

জাতিফলাদি চূর্ণ—জায়ফল,লবঙ্গ, এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কর্পূর, চন্দন, তিল, বংশলোচন, তগরপাদুকা, আমলকী, তালীশপত্র, পিপুল, হরীতকী, স্থূলজীরক, চিতামূল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব চূর্ণের সমষ্টিসম সিদ্ধি চূর্ণ ; জায়ফলাদির চূর্ণ ও সিদ্ধিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যত হইবে, শুভ্র চিনি তত লইবে। পরে সমস্ত চূর্ণ ও চিনি একত্র মিলিত করিবে। দুই তোলা পরিমিত এই চূর্ণ মধুতে আপ্লুত করিয়া খাইবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী কাস ক্ষয়কাস ও অরুচি বিনষ্ট হয়॥ ৪৫—৪৮

চিত্রকাদি বটিকা—চিতা, পিপুলমূল, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিঙ্, বনযমানী ও চৈ এই সকল দ্রব্যের সমপরিমিত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া টাবালেবুর রসে বা দাড়িমের রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা আমের পাক এবং আশু অগ্নির দীপ্তি করিয়া থাকে॥ ৪৯। ৫০

বিল্বকল্ক—কচি বেলের শাঁসে শুঁঠচূর্ণ ও দুই ভাগ গুড় মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন খাইলে অত্যুগ্র গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। ইহা সেবনকালে রোগী তক্রভোজী হইবে॥ ৫১

বার্ত্তাকু গুটিকা—মনসার কাণ্ড (ডাল) ৪ পল, লবণত্রয় মিলিত ৩ পল, বার্ত্তাকু ১ কুড়ব (৪ পল), আকন্দমূল ১ পল ও চিতামূল ১ পল এই সকল দ্রব্য পোড়াইয়া ভস্ম করিবে। এবং বার্ত্তাকুর রসে সেই ভস্ম মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বার্ত্তাকু বটিকা ভোজন মধ্যে খাইবে। ইহা ভুক্ত অন্নকে আশু পাক করে এবং গ্রহণীরোগ, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, বিসূচী ও হৃদ্রোগ বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৫২।৫৩

মুস্তকাদি চূর্ণ—মুতা, আতইচ, বেলশুঁঠ ও ইন্দ্রযব ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে সর্ব্বদোষজ গ্রহণী প্রশমিত হয়॥ ৫৪

সর্জ্জরসচূর্ণ—সাদা গ্রহণীই হউক বা রক্তগ্রহণীই হউক তাহা পক্ব হইলে ধুনাচূর্ণ গুড় মিশ্রিত করিয়া খাইবে। তাহাতে আশু গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

বেলশুঁঠ, মুতা, ইন্দ্রযব, বালা ও মোচ (মোচরস, শিমুল-আটা) এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া যে ব্যক্তি তিন দিন সেই দুগ্ধ পান করে, তাহার গ্রহণীরোগ অতিপ্রবৃদ্ধই হউক, দীর্ঘকালোৎপন্নই হউক, অপক্কই হউক, সরক্তই হউক বা অসাধ্যই হউক, তাহা নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৫৫। ৫৬

কল্যাণগুড়—পরিষ্কৃত আমলকী রস ১২সের, গুড় ৬।০ সের এবং পিপুলমূল, জীরা, চই, ত্রিকটু, পিপুল, হবুষ, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, যমানী, আক্‌নাদি, চিতামূল ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল, তেউড়ীচূর্ণ ৮ পল ও তৈল ৮ পল। যথাবৎ পাক করিবে। পাকপ্রণালী এই—আমলকীর রস ও গুড় পাক করিয়া আসন্নপাকে সকল চূর্ণই প্রক্ষেপ দিবে, কেবল তেউড়ীচূর্ণ ৩ পল পাকসিদ্ধ হইলে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। আর তেউড়ীচূর্ণ কাঁচা না দিয়া তাহা তৈলে অল্প ভাজিয়া প্রক্ষেপ্ দিতে হইবে। এই কল্যাণগুড়ে ত্রিসুগন্ধি চূর্ণ (এলাচ-দারুচিনি-তেজপত্র) এক এক পল পরিমাণে মিশাইবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহাদ্বারা গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ ও শোথ প্রশমিত হয়, চিরবিনষ্ট জঠরাগ্নির ও চিরবিনষ্ট পুংস্ত্বের বৃদ্ধি হয় এবং স্ত্রীলোকদিগের বন্ধ্যারোগ বিনষ্ট হয়। ইহা কল্যাণক গুড় নামে প্রসিদ্ধ॥ ৫৭—৬১

মহাকল্যাণকগুড়—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধনে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, ত্রিফলা, বনযমানী, নীলিনী (নীলবোনা), জীরা, সৈন্ধবলবণ, রোমক লবণ, সামুদ্রলবণ, রুচকলবণ ও বিট্‌লবণ, সোন্দাল, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, কালজীরে, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা ; কিস্‌মিসের ক্বাথ ৪ পল (অর্দ্ধসের), তেউড়ী ক্বাথ ৮ পল (⁄১ সের), গুড় ৬।০ সের ; তিলতৈল ৮ পল, আমলকীর রস ১২ সের ; এই সকল দ্রব্য মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে যথাবৎ পাক করিবে। ইহা যজ্ঞডুমুরফল পরিমাণে, আমলকীফল

পরিমাণে বা কুল পরিমাণ অথবা যথাবল যথাগ্নি তাবন্মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, বিংশতি প্রকার মেহ, উরোঘাত, প্রতিশ্যায়, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিসংক্ষয়, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডুরোগ রক্তপিত্ত ও মলবদ্ধতা প্রশমিত হয় এবং কান্তি মতি ও বল বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি ধাতুক্ষীণ, বয়ঃক্ষীণ বা স্ত্রীসঙ্গম-ক্ষীণ, অথবা যে ব্যক্তি ক্ষয়রোগান্বিত তাহাদের পক্ষে এবং বন্ধ্যানারীর পক্ষে মহাকল্যাণ গুড় হিতকর ॥ ৬২—৭০

কুষ্মাণ্ডকল্যাণক গুড়—সুপক্ক কুষ্মাণ্ডের ত্বগ্‌বীজাদি বর্জ্জিত শস্য সিদ্ধ করিয়া তাহার একশত পল (১২॥০ সের) লইবে, গব্যঘৃত /৪ সের লইবে এবং পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধনে, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ (পাঠান্তর যমানী), মরিচ, ত্রিফলা, বনযমানী, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৮ পল, তিলতৈল ৮ পল, গুড় ৫০ পল, আমলকীর রস ১২ সের, এই সমুদায় দ্রব্য মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি তাম্রপাত্রে পাক করিবে। যখন গাঢ় হইয়া হাতার গাত্রে লাগিতে থাকিবে, তখন উহা নামাইবে। ইহা উডুম্বর ফল পরিমাণে, আমলকী পরিমাণে বা কুল পরিমাণে অথবা যথাবল যথাগ্নি তাবন্মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন খাইলে গ্রহণীরোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দর, জ্বর, আনাহ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, উদর, বিসূচিকা, কামলা, পাণ্ডুরোগ, বিংশতিপ্রকার মেহ, বাতরক্ত, বীসর্প, দদ্রু, যক্ষ্মা ও হলীমক বিনষ্ট হয়। দুষ্টবাত-পিত্ত-কফ দোষমুক্ত হয়। যাহারা ব্যাধিদ্বারা ক্ষীণ, বা বয়োধর্ম্মে ক্ষীণ, অথবা অধিক স্ত্রীসঙ্গ হেতু ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে এই গুড় হিতকর। ইহা বন্ধ্যাদিগেরও পুত্রপ্রদ। কুষ্মাণ্ডকল্যাণক গুড়—বৃষ্য, বলকর, বৃংহণ ও বয়ঃস্থাপক, (যৌবনস্থাপক)। অতিসারাধিকারোক্ত বিল্বতৈল ইহাতে হিতকর ॥ ৭১—৮০

ইতি গ্রহণীরোগাধিকার।

লটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে মধ্যখণ্ডে প্রথমভাগ সমাপ্ত।

ভাবপ্রকাশ।

মধ্যখণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ।

অর্শোরোগাধিকার।

অর্শোরোগের সন্নিকৃষ্টনিদান—গুদবলিত্রয়ে ছয়প্রকার অর্শঃ হয়। যথা—পৃথগ্‌দোষে তিন প্রকার (বাতজ পিত্তজ ও কফজ), মিলিত ত্রিদোষে একপ্রকার, রক্তপ্রকোপে একপ্রকার এবং সহজ (জন্মসহজাত) একপ্রকার।

টীকা। সুশ্রুতাদি মহর্ষিগণ বায়ুপিত্ত কফের ন্যায় রক্তেরও দোষত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতই আশ্রয় করিয়া শোণিতজ অর্শের স্বতন্ত্র উল্লেখ হইল। "সহজ"—শরীরের সহ উৎপন্ন। "গুদবলিত্রয়"—বৃহদন্ত্রের শেষ সাড়ে চারি অঙ্গুল পরিমিত অংশকে গুদ কহে। সেই গুদনাড়ী শঙ্খাবর্ত্তসদৃশ তিনটি বলিবিশিষ্ট। সেই তিনটি বলি উপর্য্যুপরি অবস্থিত। বলিত্রয়ের নাম—(অভ্যন্তর হইতে গুহ্যমার্গের দিকে ক্রমান্বয়ে) প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী ও সংবরণী। সর্ব্বনিম্নে (গুহ্যমুখে) অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অংশকে গুদৌষ্ঠ কহে। সেই গুদৌষ্ঠ হইতে একাঙ্গুল পরিমিত অংশ সংবরণী নামে প্রথমা বলি, তাহার উর্দ্ধে দেড় অঙ্গুল পরিমিত অংশ বিসর্জ্জনী নামে দ্বিতীয়া বলি, তদূর্দ্ধে দেড় অঙ্গুল পরিমিত অংশ প্রবাহণী নামে তৃতীয়া বলি। এই বলিত্রয়েই মাংসাঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, সেই মাংসাঙ্কুরই অর্শঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১

বাতার্শোরোগের বিপ্রকৃষ্ট কারণ—কষায়-কটু-তিক্ত রুক্ষ-শীত-ও লঘুভোজন, প্রমিতভোজন (মাত্রাহীন ভোজন), অল্প ভোজন, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, মৈথুনসেবন, উপবাস, শীতলদেশ এবং হেমন্তাদি শীতলকাল, ব্যায়াম, শোক, বায়ুপ্রবাহ ও আতপ সেবন, এইগুলি বাতার্শোরোগের হেতু।

টীকা। তীক্ষ্ণশব্দ মদ্যের বিশেষণ। কারণ তীক্ষ্ণমদ্যই বাতপ্রকোপক, পৈষ্টিকাদি মৃদুমদ্য বাত প্রকোপক নহে, অপিচ বাতপ্রশমক। উষ্ণবীর্য্যোদ্ভূত রুক্ষতা হেতুই আতপ বাতপ্রকোপে হেতু হইয়া থাকে। এস্থলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, সকল অর্শই ত ত্রিদোষজ? শাস্ত্রীয় বচন আছে—"পঞ্চাত্মক বায়ু, পঞ্চাত্মক পিত্ত, পঞ্চাত্মক কফ এবং গুদবলিত্রয় এই সমস্তই অর্শের উৎপত্তি-নিমিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে" তবে ইহা বাতার্শের হেতু, ইহা পিত্তার্শের হেতু, ইহা কফার্শের হেতু, কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? উত্তর—বস্তুতঃ সকল অর্শই ত্রিদোষজ, তবে কেবল তত্তদ্ দোষের আধিক্য হেতুই বাতাদিদোষের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে কোন দোষ হয় না। যেমন ইহার পরেই বলিব—বাতোল্বণ পিত্তোল্বণ কফোল্বণ ইত্যাদি। তথা চরক বলিয়াছেন—"অসন্নিপতিত ত্রিদোষ কর্ত্তৃক অর্থাৎ বায়ুপিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সম্মিলন ভিন্ন অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় না। দোষবিশেষে অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের আধিক্যে অর্শের বিশেষ কথিত হয় অর্থাৎ ইহা বাতোল্বণ,

ইহা পিত্তোল্বণ, ইহা কফোল্বণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২।৩

পিত্তার্শের বিপ্রকৃষ্টনিদান—কটু-অম্ল-লবণ-ও উষ্ণভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি ও রৌদ্রের তাপ উষ্ণদেশ ও উষ্ণকাল, ক্রোধ, মদ্য, অসূয়া এবং যে সকল অন্ন-পান ও ঔষধ বিদাহি তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, তৎসমস্তই পিত্তোল্বণ অর্শের উৎপত্তি হেতু ।

টীকা। উষ্ণদ্রব্যের স্পর্শনাদি বুঝিতে হইবে। যেহেতু উষ্ণপানভোজনের উল্লেখ স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। "অগ্ন্যাতপপ্রভা" অগ্নি ও আতপের প্রভা অর্থাৎ দীপ্তি, অথবা অগ্ন্যাতপভিন্ন অন্য তেজস্বিদ্রব্যের প্রভা (দীপ্তি) ! "অশিশির দেশ" উষ্ণদেশ যেমন মরুদেশ ; "অশিশিরকাল"—উষ্ণকাল যথা, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল। "ক্রোধ"—কোপ। "অসূয়ন"—পরসম্পত্তিতে দ্বেষ। "প্রকোপে"—উৎপত্তিতে ॥ ৪—৫

কফার্শের বিপ্রকৃষ্টকারণ—মধুর-স্নিগ্ধ-শীতল-লবণ-অম্ল ও গুরুদ্রব্য ভোজন, অব্যায়াম (শারীরিক শ্রমরাহিত্য), দিবানিদ্রা, সুখকর শয্যায় ও সুখকর আসনে আসক্তি, প্রাগ্‌বাত (পূর্ব্ববায়ু বা সম্মুখ বায়ু সেবন), শীতলদেশ, শীতলকাল এবং চিন্তারাহিত্য এইগুলি শ্লৈষ্মিক অর্শের কারণ ॥৬।৭

দ্বিদোষ ও ত্রিদোষ অর্শের বিপ্রকৃষ্ট কারণ—দোষদ্বয়ের নিদান ও লক্ষণ সংযোগে দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ অর্শঃ নির্দ্দেশ করিবে এবং বাতজাদি প্রত্যেক অর্শের যে সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সকল হেতুই ত্রিদোষজ অর্শের জানিবে। ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ, সহজ অর্শের লক্ষণের সমান হইয়া থাকে। (সহজার্শের) লক্ষণ এই সংগ্রহে উক্ত হয় নাই, তন্ত্রান্তর স্মরণ করিবে। সুশ্রুতগ্রন্থে সহজ অর্শের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—মাসাঙ্কুর সকল দারুণ, দুর্দর্শন, কর্কশ, অরুণ বা পাণ্ডুবর্ণ, বিকট ও অন্তর্মুখ বিশিষ্ট হয়। এবং রোগী কৃশ, অল্পাহারী, শিরাব্যাপ্তদেহ, অল্পপ্রভা, ক্ষীণরেতাঃ, ক্ষীণস্বর, ক্রোধালু ও অল্পাগ্নি হয় ; চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ও শিরোরোগ উপস্থিত হয় ; তদ্ভিন্ন অন্ত্রকূজন, আটোপ, হৃদয়লেপ ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

টীকা।—অর্শের "ত্রিদোষ" এই বিশেষণটি ব্যর্থ। যেহেতু সকল ব্যাধিই ত্রিদোষজ। শাস্ত্রে উক্ত আছে—"একরস দ্রব্য নাই এবং একদোষজ ব্যাধিও নাই, অর্থাৎ সকল দ্রব্যই বহুরস বিশিষ্ট এবং সকল রোগই ত্রিদোষান্বিত। এক দোষ কুপিত হইয়া সে অপর দোষ সকলকেও কুপিত করিয়া থাকে, সুতরাং সকল রোগেই সকল দোষের প্রকোপ থাকে"। এই শাস্ত্রীয় বচনের যুক্তিও দেখান হইয়াছে, তদ্যথা—স্বকারণে কুপিত বায়ু নিজগুণে কফকে এবং লাঘবগুণে তেজোরূপ পিত্তকে বর্দ্ধিত করে ; তথা—পিত্ত নিজ কটুত্ব গুণে বায়ুকে এবং দ্রবত্বগুণে কফকে বর্দ্ধিত করে ; কফও নিজ শৈত্যগুণে বায়ুকে এবং দ্রবত্বগুণে পিত্তকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে ইতি। উত্তর—যে স্থলে দোষত্রয় স্ব স্ব প্রকোপক কারণে কুপিত হয়, সেই স্থলেই ত্রিদোষের ব্যপদেশ হয়। অতএব অর্শের "ত্রিদোষ" এই বিশেষণ দেওয়ায় কোন দোষ হয় নাই ॥ ৮

অর্শের পূর্ব্বরূপ—ভুক্তান্নের পরিপাক না হওয়ায় উদরের বিষ্টব্ধতা, দৌর্ব্বল্য, কুক্ষিতে সবেদন গুড়গুড় ধ্বনি, শরীরের কৃশতা, উদ্গারবাহুল্য, জঙ্ঘাদ্বয়ের অবসাদ, মলের অল্পতা এবং গ্রহণী-পাণ্ডু ও উদর রোগোৎপত্তির আশঙ্কা, অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৯। ১০

অর্শের সম্প্রাপ্তি ও সামান্যলক্ষণ—বাতাদি দোষত্রয় ত্বক্ মাংস রক্ত ও মেদকে দূষিত করিয়া গুহ্যদেশাদি স্থানে নানা প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর সকল উৎপাদন করে। পণ্ডিতগণ তাহাকেই অর্শঃ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

টীকা। ত্বঙ্‌মাংসপদে ত্বঙ্‌মাংসাশ্রিত রক্তকেও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ কিঞ্চিৎ সাধারণ রক্ত স্রাবণেরও উপদেশ আছে। "গুহ্যদেশাদি" এস্থলে আদি শব্দে নাসা নেত্র নাভি ও মেঢ্রাদি স্থান বুঝিতে হইবে। কারণ ঐ সকল স্থানেও মাংসাঙ্কুর হইয়া থাকে ॥ ১১

বাতার্শের লক্ষণ—বহ্বনিল (বাতোল্বণ) মাংসাঙ্কুর সকল—শুষ্ক (স্রাবরহিত) চিমিচিমি বেদনান্বিত (চরাচর ব্যথাযুক্ত) ম্লান (অনুপচিত), ধূম বা অরুণবর্ণ, স্তব্ধ (কঠিন), বিশদ (অপিচ্ছিল) পরুষ (গোজিহ্বাবৎ খরস্পর্শ), খর (কাঁকরোল-ফলবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ), পরস্পর বিভিন্নরূপ, বক্র, তীক্ষ্ণাগ্র ও স্ফুটিতমুখ হইয়া থাকে। ইহাদের কাহারও আকার তেলাকুচাফলের বা খর্জ্জূরের ন্যায়, কাহারও আকার কুলের ন্যায়, কাহারও আকার বনকার্পাসী ফলের ন্যায়, কাহারও আকার

কদম্ব পুষ্পের ন্যায় (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিন অনেক শিখর বিশিষ্ট), কাহারও আকার বা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় (পীতবর্ণ সূক্ষ্ম পিড়কা ব্যাপ্ত) হইয়া থাকে। বাতার্শোরোগির মস্তক-পার্শ্ব-স্কন্ধ-কটী-উরু ও বঙ্ক্ষণ প্রভৃতি স্থানে অধিক ব্যথা, হাঁচী, উদ্গার, উদরের বিষ্টব্ধতা, বক্ষোবেদনা, অরুচি, শ্বাস, কাস, অগ্নিবৈষম্য, কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। বাতার্শোরোগী গ্রথিত, (গুট্‌লে) সশব্দ, প্রবাহিকা লক্ষণান্বিত, বেদনাপ্রদ, ফেনিল, পিচ্ছিল ও বিবদ্ধ (সংহত) অল্পমল ত্যাগ করে। তাহার ত্বক্ নখ মল মূত্র নেত্র ও বক্ত্র কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পীড়া হইতে গুল্ম প্লীহা উদর ও অষ্ঠীলা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে ॥ ১২—১৭

পিত্তার্শের লক্ষণ—পিত্তোল্বণ অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল নীলমুখ, রক্তপীত বা কৃষ্ণবর্ণ, পাত্‌লা রক্তস্রাবী, আমগন্ধি, অল্পপরিমিত, কোমল, শ্লথ (লম্ববান্), শুকের জিহ্বা, যকৃতের খণ্ড বা জোঁকের মুখের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, উষ্ণস্পর্শ ও যববৎ মধ্য স্থূল হয়। ইহাতে দাহ, গুহ্যপাক, জ্বর, স্বেদ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরতি ও মোহ উপস্থিত হয়। রোগী নীল পীত বা রক্তবর্ণ অপক্ক দ্রব্য উষ্ণ মলত্যাগ করে। রোগির ত্বক্ নখ মল মূত্র নেত্র বক্ত্র হরিত পীত (হরিতালবর্ণ) বা হরিদ্রাবর্ণ হয় ॥ ১৮—২০

পিত্তোল্বণঅর্শেরভেদ রক্তার্শের লক্ষণ—রক্তোল্বণ অর্শঃ পিত্তার্শোলক্ষণান্বিত। ইহার মাংসাঙ্কুর সকলের আকৃতি বটাঙ্কুর সদৃশ, বর্ণকুঁচ বা প্রবালের ন্যায় লোহিত, কঠিন মল নির্গমে পেষিত হইলে মাংসাঙ্কুর সকল অধিক পরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ রক্তস্রাব করে এবং রক্তের অতিস্রাব হেতু ভেকবৎ পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয়জনিত দুঃখে (ত্বক্ পারুষ্য জল প্রার্থনা ও শৈত্য কামনাদি দ্বারা) পীড়িত, বিবর্ণ, কৃশ, হীনোৎসাহ, দুর্ব্বল, হতৌজা ও কলুষেন্দ্রিয় (ব্যাকুল সর্ব্বেন্দ্রিয়) হইয়া থাকে। ইহাতে মল শ্যাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয় এবং অধোবায়ু নির্গত হয় না। (রক্তেরও বাতোল্বণত্বাদি লক্ষণ) রক্তার্শঃ যদি রুক্ষ হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং রক্ত যদি পাতলা অরুণবর্ণ ও ফেনযুক্ত হয়, আর যদি কটী উরু ও গুহ্যদেশে বেদনা এবং শরীরের দুর্ব্বলতা অধিক থাকে, তাহা হইলে সেই রক্তার্শে বায়ু অনুবন্ধ (উল্বণ) আছে জানিবে। আর রক্তার্শঃ যদি গুরু ও স্নিগ্ধ হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং মল যদি শিথিল, শ্বেত বা পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়, রক্ত যদি ঘন, তন্তুবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ ও পিচ্ছিল হয়, আর গুহ্যমার্গও যদি পিচ্ছিল ও স্তিমিত হয়, তাহা হইলে সেই রক্তার্শে শ্লেষ্মা অনুবন্ধ (উল্বণ) আছে জানিবে। (পিত্তোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রক্তার্শঃ পিত্তার্শোলক্ষণযুক্ত, সেই পিত্তার্শোলক্ষণ দ্বারাই রক্তার্শের পিত্তোল্বণত্ব বুঝিবে) ॥ ২১—২৭

কফোল্বণ অর্শের লক্ষণ—শ্লেষ্মোল্বণ অর্শের অঙ্কুর সকল মহামূল (ইহাদের মূল অনেক দূর পর্য্যন্ত অবগাহন করে), ঘন (নিবিড়াবয়ব), অল্প বেদনা বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, উন্নত, স্থূল, স্নিগ্ধ (তৈলাভ্যক্তবৎ), স্তব্ধ (অনম্র), বর্ত্তুলাকার, গুরু (গুরুদ্রব্যাক্রান্তবৎ), স্থির (নিশ্চল), পিচ্ছিল, স্তিমিত (আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছাদিতবৎ), শ্লক্ষ্ণ (মণিবন্মসৃণ), অত্যন্ত কণ্ডুবিশিষ্ট ও স্পর্শন প্রিয়। মাংসাঙ্কুর সকলের আকার —বংশাঙ্কুর কাঁটাল বীজ বা গোস্তন সদৃশ। এই অর্শে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বন্ধনবৎপীড়া এবং গুহ্যদেশে বস্তিতে ও নাভি স্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা হয়। কাস, শ্বাস, বমনবেগ, মুখস্রাব বা গুহ্যস্রাব, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বরোৎপত্তি, ক্লৈব্য (স্ত্রীতে অনিচ্ছা), অগ্নিমান্দ্য, বমি, অতিসার গ্রহণ্যাদি আম বহুল পীড়ার উৎপত্তি এবং প্রবাহিকা লক্ষণাক্রান্ত-বসা সদৃশ-কফান্বিত-প্রচুর মল নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা হইতে ক্লেদরক্তাদি স্রাব হয় না এবং মলের কাঠিন্য থাকিলেও মাংসাঙ্কুর সকল বিদীর্ণ হয় না। রোগির ত্বগাদি পাণ্ডু ও স্নিগ্ধ (তৈলাভ্যক্তবৎ চিক্কণ) হইয়া থাকে ॥ ২৮—৩২

দ্বন্দ্বজার্শের লক্ষণ—অর্শে দুই দোষের হেতু ও লক্ষণ সংঘটিত হইলে তাহাকে দ্বন্দ্বোল্বণ অর্শঃ বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩

ত্রিদোষজ ও সহজ অর্শের লক্ষণ—বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে সান্নিপাতিক অর্শে ও সহজ অর্শে সেই সমস্ত লক্ষণ সংঘটিত থাকে। তন্ত্রান্তরে (সুশ্রুতগ্রন্থে) সহজার্শের লক্ষণ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, তদ্যথা—সহজার্শের মাংসাঙ্কুর সকল দারুণ, দুর্দর্শন, কর্কশ, পাণ্ডু বা অরুণবর্ণ ও অন্তর্মুখ হইয়া থাকে। রোগী—কৃশ ও ক্ষীণস্বর, অল্পাগ্নি, অল্পরেতাঃ, শিরা-

ব্যাপ্তদেহ, বিবদ্ধ মল, অল্পপ্রজ ও ক্রোধশীল হয়, তাহার স্বর ভাঙ্গা কাঁসার ধ্বনির ন্যায় হইয়া থাকে, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ ও নাসারোগ উপস্থিত হয়, হৃদয় শ্লেষ্মলিপ্তবৎ অনুভূত হয় এবং মুখাদির প্রসেক হইয়া থাকে ॥ ৩৪—৩৭

সুখসাধ্য অর্শের লক্ষণ—বাহ্যবলিতে (সম্বরণীতে) জাত, একদোষোল্বণ ও অচিরোৎপন্ন অর্থাৎ বর্ষাভ্যন্তরজাত অর্শঃ সকল সুখসাধ্য। (এই সকল লক্ষণ মিলিত হইয়া সুখসাধ্যত্বের বোধক হইয়া থাকে) ॥ ৩৮

কষ্টসাধ্য অর্শের লক্ষণ—যে অর্শঃ দ্বিতীয় বলিতে (বিসর্জ্জনীতে) উৎপন্ন বা এক বৎসরের অধিককাল জাত, অথবা দ্বিদোষোল্বণ, তাহা কষ্টসাধ্য জানিবে। (এই লক্ষণগুলিও প্রত্যেকে কষ্টসাধ্যত্বের বোধক) ॥ ৩৯

অসাধ্য অর্শের লক্ষণ—যে অর্শঃ সহজ, বা ত্রিদোষোল্বণ এবং যাহা অভ্যন্তর বলিতে (প্রবাহণীতে) উৎপন্ন, তাহা অসাধ্য জানিবে। (এই লক্ষণগুলিও প্রত্যেকে অসাধ্যত্বের বোধক)।

রোগির যদি আয়ুর শেষ থাকে ও কায়াগ্নির (জঠরাগ্নির) বল থাকে এবং চিকিৎসা যদি চতুষ্পাদ সমন্বিত হয় অর্থাৎ রোগী যদি বৈদ্যবচন প্রতিপালক ধনবান্ উদার ও জিতেন্দ্রিয় (নির্লোভ) হয়; চিকিৎসক যদি শস্ত্রকর্ম্মে কুশল হয়, পরিচারক যদি অনলস বিশ্বস্ত ও প্রিয় হয়; এবং ঔষধ যদি নবরসবীর্য্যাদিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে অর্শঃ যাপ্য, নতুবা অসাধ্য জানিবে ॥ ৪০—৪১

অর্শের অরিষ্টলক্ষণ—যে অর্শোরোগির হস্তে পাদে মুখে নাভিতে গুহ্যদেশে ও বৃষণদ্বয়ে (অণ্ডকোষে) শোথ এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে শূলবদ্ বেদনা হয়, সে রোগী অসাধ্য অর্থাৎ তাহার মরণ নিকটবর্ত্তী। (এই লক্ষণগুলি মিলিত হইলে অরিষ্ট বলিয়া জানিবে, নতুবা প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অরিষ্ট লক্ষণ নহে)। হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূলবদ্ বেদনা, মূর্চ্ছা, বমি, অঙ্গবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা ও গুহ্যপাক এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগিকে গতায়ু বলিয়া জানিবে। (হৃৎপার্শ্বশূলাদি লক্ষণগুলি মিলিত হইলে অরিষ্ট বলিয়া জানিবে)। তৃষ্ণা, অরুচি, গুহ্যাদিস্থানে শূলনি, অতিরক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগির মৃত্যু হয়। (এই সকল লক্ষণ মিলিত বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রও মারাত্মক হয়) ॥ ৪২—৪৪

লিঙ্গার্শের লক্ষণ—লিঙ্গাদি স্থানেও যথাদোষ লক্ষণ-অর্শঃ উৎপন্ন হয়। নাভিদেশেও অর্শঃ জন্মিয়া থাকে। এই সকল অর্শঃ দেখিতে গণ্ডূপদের (কেঁচোর) মুখের ন্যায়, ইহারা পিচ্ছিল ও মৃদু হইয়া থাকে।

কা। অর্শের যে নিদান ও সম্প্রাপ্তি লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা এ অর্শে খাটে না। কেবল মাংসাঙ্কুর সাম্য হেতুই ইহাকে অর্শোনামে অভিহিত করা হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ অর্শের যে নিদান, ইহার সে নিদানও নয়, অর্শের যেরূপ সম্প্রাপ্তি, ইহার সেরূপ সম্প্রাপ্তিও নয় ॥ ৪৫

মাংসাঙ্কুর সাম্যহেতু এই অর্শোরোগাধিকারে **চর্ম্মকীলের সংপ্রাপ্তি ও লক্ষণ**—কথিত হইতেছে—ব্যানবায়ু কফকে অবলম্বন করিয়া চর্ম্মের উপরি কীল সদৃশ (গোঁজের ন্যায়) নিশ্চল, খর (কর্কশ), মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে। তাহাকে চর্ম্মকীল কহে ॥ ৪৬

বাতাদিভেদে চর্ম্মকীলের লক্ষণ—বায়ুর প্রকোপে চর্ম্মকীল সূচীবেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট ও কর্কশ হয়, পিত্তের প্রকোপে কৃষ্ণমুখ হয় এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে স্নিগ্ধ গ্রথিত ও ত্বক্‌সমবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪৭

সামান্যতঃ অর্শের চিকিৎসা—যে অন্নপান ও ঔষধ দ্বারা বায়ুর অনুলোম হয় এবং যদ্দ্বারা অগ্নির বল বৃদ্ধি হয়, সেই অন্ন-পান ও ঔষধ অর্শোরোগী নিত্য সেবন করিবে। শালি ষষ্টিক, গোধূম ও যবকৃত অন্ন, ঘৃতের সহিত, ছাগদুগ্ধের সহিত, নিম-পটোলের ঝোলের সহিত, ওল-বার্ত্তাকু ও মূলার ব্যঞ্জনের সহিত, মাংসরসের সহিত, জীবন্তী-পুঁই-নটে ও বেতোশাকের সহিত, অথবা মল-মূত্র ও বাত নিঃসারক এবং অগ্নিদীপক অপর কোন ব্যঞ্জনাদির সহিত ভোজন করিবে। অর্শোরোগে পাত্‌লা মলভেদ হইলে বাতাতিসারবৎ চিকিৎসা করিবে। লবণসংযুক্ত তক্র পান করিতে দিবে, লবণান্বিত তক্র মলের অনুলোমকারক। তক্র পান দ্বারা অর্শঃ বিনষ্ট হইলে তাহা আর পুনরুদ্ভব হয় না। বল বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্শোরোগির তক্রপানাভ্যাস কর্ত্তব্য। রসবহ স্রোতঃসকল তক্র দ্বারা পরিশুদ্ধ হইলে তাহাতে রস সম্যক্ বিচরণ করে। রসের সম্যগ্‌ বিচরণ হেতু পুষ্টি-তুষ্টি-বল ও বর্ণ জন্মিয়া থাকে। এবং শত শত বাতশ্লেষ্মবিকার বিনিবৃত্ত হয় ॥ ৪৮—৫৪

করঞ্জাদি চূর্ণ - করঞ্জ (এস্থলে করঞ্জ ফলের মজ্জা গ্রাহ্য), চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও শোনাছাল ইহাদের চূর্ণ তক্রের সহিত পান করিলে রক্তের সহিত অর্শঃ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৫

লেপ—হরিদ্রাচূর্ণ মনসার আটাসংযুক্ত করিয়া মাংসাঙ্কুরে প্রলেপ দিলে অর্শের অঙ্কুর বিনষ্ট হয়। পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফল, মনসার আটা বা আকন্দের আটা সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অর্শের মাংসাঙ্কুর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হরিদ্রা ও ঘোষাবীজ চূর্ণ, সর্ষপতৈল সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অর্শঃ নিবারিত হয়।

একপল (৮ তোলা) কৃষ্ণতিল শীতল জলের সহিত খাইলে অর্শঃ প্রশমিত হয়। এবং দন্ত সকল দৃঢ় হইয়া থাকে।

যদি বুঝা যায়—রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় শুষ্কার্শঃ স্ফীত ও কঠিন হইয়াছে, তাহা হইলে শস্ত্র দ্বারা বা জলৌকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ রক্ত নির্হরণ করিবে ॥ ৫৬—৬০

বৃহৎ কাসীসাদ্যতৈল—কাসীস (হীরাকস), সৈন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, পাষাণভেদী (পাথরকুচী) করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হরিতাল, মনছাল ও স্বর্ণক্ষীরী (চোক) ইহাদের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) আকন্দের আটা ও মনসার আটা যথাসম্ভব এবং গোমূত্র (তৈলের চতুর্গুণ) এই সকলের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। ক্ষারপ্রয়োগে অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল যেমন পতিত হয়, এই তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলেও মাংসাঙ্কুর সকল তেমনি পতিত হইয়া থাকে। ইহা ক্ষারকর্ম্ম করে, অথচ বলিকে দূষিত করে না ॥ ৬১—৬৩

সমশর্কর চূর্ণ—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, ছোট এলাচের দল (পত্র), ছোট এলাচের ত্বক্ এবং ছোট এলাচের বীজ এই সকল দ্রব্য শেষদিক হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে এক এক ভাগ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া লইবে ;এবং তৎসমুদায় চূর্ণ করিবে। চূর্ণ সমষ্টিতে তৎসমপরিমিত চিনি মিশ্রিত করিবে। অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, অরুচি, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও হৃদ্রোগে এই চূর্ণ খাইবে।

টীকা। এলাশব্দে এখানে ছোট এলাইচ গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ মদনপাল বলিয়াছেন—ছোট এলাইচ কফ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। ছোট এলাইচের বীজ ১ ভাগ, ছোট এলাইচের ত্বক ২ ভাগ, ছোট এলাইচের দল (পত্র) ৩ ভাগ ; নাগ অর্থাৎ নাগকেশর ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ, শুঁঠ ৭ ভাগ এবং চিনি সর্ব্বচূর্ণ সমষ্টিসম অর্থাৎ ২৮ ভাগ। উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় খাইবে ॥ ৬৪

বিজয়চূর্ণ—ত্রিকত্রয় অর্থাৎ ত্রিকটু ত্রিফলা ও ত্রিসুগন্ধি এবং বচ, হিঙ্, আকনাদি, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চই, কট্কী, কুড়চী, ইন্দ্রযব, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল, বেলশুঁঠ ও বনযমানী এই অষ্টাবিংশতি দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। অথবা এই চূর্ণে এরণ্ডতৈল সংযুক্ত করিয়া লেহন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, শ্বাস, শোষ, ভগন্দর, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, বাতগুল্ম, উদর, হিক্কা, কাস, প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, আমবাত, উদাবর্ত্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি ও গুদকৃমি এই সকল রোগ এবং ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক অন্য যে সমস্ত গ্রহণী দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়। ইহা বিজয় চূর্ণ নামে অভিহিত। যাহারা মহা জ্বরোপসৃষ্ট, যাহারা ভূতোপহতচিত্ত এবং যে সকল স্ত্রী সন্তানবর্জ্জিত (বন্ধ্যা) তাহাদের পক্ষে ইহা হিতকর ঔষধ ॥ ৬৫—৭১

লঘু শূরণমোদক—মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল ৮ ভাগ এবং গুড় সর্ব্বসম অর্থাৎ ১৫ ভাগ। যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রসিদ্ধফল ঔষধ। এই মোদক সেবনে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, শূল ও গুল্ম উন্মূলিত হয়, শ্লীপদ নিঃশেষিত হয় এবং অর্শঃ আশু বিনষ্ট হয় ॥ ৭২।৭৩

বৃহৎ শূরণমোদক—ওল ১৬ভাগ, চিতমূল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ এবং হরীতকী, বহেড়া; আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, ভেলা (অসহ্য হইলে. রক্তচন্দন) ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ বৃদ্ধদারক, (বীজতাড়ক) ১৬ ভাগ, গুড়ত্বক্ ১ ভাগ ও ছোট এলাচবীজ ১ ভাগ এবং গুড় ১৭৬ ভাগ। ওল প্রভৃতি দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া গুড়সংযোগে, যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ধনশালী ব্যক্তিগণের সেব্য, কারণ ইহা সেবনে অগ্নি অতিবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং মোদকসেবির গুরু ও বৃষ্য অর্থাৎ পুষ্টিকারক ভোজন আবশ্যক। ঐরূপ ভোজন না পাইলে বহু উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত

হয়। এই যোগরাজ সেবন করিয়া পূর্ব্বে অগস্ত্য-ঋষির ভস্মকাগ্নি (অত্যগ্নি) জন্মে। ইহা সেবনে ভীম ও হনুমান্ মহাশন (প্রচুরভোজী) হয়। এই মহাবীর্য্য শূরণ মোদক কেবল যে অগ্নি বল ও বর্ণের হেতু, তাহা নহে, শস্ত্র ক্ষার ও অগ্নিপ্রয়োগ বিনাও ইহা অর্শের হন্তা। এই মহৌষধ শোথ শ্লীপদ ও বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী নাশ করে, বলিপলিত নিবারণ করে, মেধা জন্মায়, জরা দূর করে এবং হিক্কা, কাস, শ্বাস, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ ও উগ্র প্লীহা আশু প্রশমিত করে। ইহা মানবের রসায়ন ॥৭৪-৮১

শ্রীবাহুশালগুড়—তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, চিতামূল, শঠী, রাখালশশা, মুতা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেক ১ পল, ভেলা ৮ পল, বিদ্ধড়ক মূল ৮ পল, ওল ১৬ পল, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে তিনগুণ (৯৬ সের) পুরাণ গুড় মিশাইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক দ্বারা ঘন হইয়া যখন তাহা হাতার গাত্রে লাগিবে, তখন নামাইয়া তাহাতে তেউড়ীমূল, চই, ওল ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, এলাইচ, দারুচিনি, মরিচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, সর্ব্বপ্রকার উদর, গুল্ম, প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ ও হলীমক বিনষ্ট হয়। ইহা মন্দ অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, যক্ষ্মাকে দূরীভূত করে। আঢ্যবাতে প্রতিশ্যায়ে ও পীনসে ইহা হিতকর। ইহা সেবনে মানব নীরোগ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। ইহা দীর্ঘায়ুর জনক ও বলিপলিত নাশক। ইহা শ্রীবাহুশাল গুড় নামে অভিহিত, এই ঔষধ শ্রেষ্ঠ রসায়ন। ইহা যে অর্শোনাশক, তাহা শত সহস্রবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

গুড়পাকের লক্ষণ—গুড় যখন পাক দ্বারা ঘন হইয়া ঘটন-হাতার গাত্রে লাগিবে, অথবা তন্তুবিশিষ্ট হইবে, যখন জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে জলে ভাসিবে না, ডুবিয়া যাইবে এবং স্থিরভাবে থাকিবে ও গলিয়া যাইবে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই বুঝিবে যে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে। সকল গুড়েরই ইহা পাক লক্ষণ। গুড় ও খণ্ডের শ্রেষ্ঠা মাত্রা ১॥০ পল, মধ্যমা মাত্রা ১ পল এবং হীনা মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ পল, মুনিগণ কর্ত্তৃক এই ত্রিবিধ মাত্রা উক্ত হইয়াছে।

তিল ভেলা হরীতকী ও গুড় সমভাগে খাইলে অর্শঃ, শ্বাস, কাস, প্লীহা, পাণ্ডু ও জ্বর বিনষ্ট হয়। গুড়ের সহিত হরীতকী খাইলে পিত্ত শ্লেষ্মা প্রশমিত এবং কণ্ডূ ও কুক্ষি রুজা নিবারিত হয়। ইহা সেবনে আশু গুদজ রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮২—৯৬

শঙ্করলোহ—কিসে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা যায়, কিসে আরোগ্য লাভ হয়, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষি নারদ সর্ব্বভূতেশ্বর-মহেশ্বর-দণ্ডপাণি-শঙ্কর রুদ্র দেবকে প্রণাম করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,—হে নাথ! শস্ত্র-ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ সুখোপায় দ্বারা অর্শোরোগের চিকিৎসা হইতে পারে, আপনি মানবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা বলুন। নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শঙ্কর মানবগণের হিতকামনায় অর্শোনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়াছিলেন।—তদ্‌যথা পাণ্ড্যবজ্রাদি লৌহসমূহের অন্যতম কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট লৌহ লইয়া তাহা মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা প্রথমে নির্ম্মল (বিশোধিত) করিবে পরে শালিঞ্চ মূল কল্কে পারদ সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা সেই লৌহ প্রলিপ্ত করিবে। অনন্তর কোন সারবান্ কাষ্ঠের অগ্নিতে যথাবিধি পোড়াইয়া ত্রিফলার ক্বাথে তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর লৌহ গলিত হইয়াছে বুঝিয়া তাহা শঙ্কুদ্বারা উর্দ্ধে উত্থিত করিবে। যাহা সম্যগ্ গালিত না হইবে, তাহা উক্ত বিধানেই পুনর্ব্বার পোড়াইবে এবং ত্রিফলার ক্বাথে নির্ব্বাপিত করিবে। তাহাতেও যে লৌহ মৃত না হইবে, তাহা আবার পূর্ব্ববৎ পোড়াইবে। মারণ দ্বারা যে লৌহ মৃত না হয়, তাহা অশোধিত লৌহবৎ পাক করিতে হইবে। পাকানন্তর তাহাকে সংশুষ্ক করিয়া লৌহ খলে লৌহ দণ্ড দ্বারা বিধিবৎ চূর্ণ করিবে। এবং তাহা শিলাতে পেষণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণিত করিবে। অনন্তর সেই চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে, আদার রসে, ভীমরাজের রসে, কেশুরের রসে, মানকন্দের রসে, ভেলার রসে, চিতার রসে, ওলের রসে, হস্তিকর্ণপলাশের রসে ও কুলিশের (হাড় জোড়ার) রসে পৃথক্ পৃথক্ মাড়িয়া পঙ্কবৎ করিবে এবং প্রত্যেক বার তাহা লৌহময় বা মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া অন্য একখানি আচ্ছাদন পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এবং প্রতিপুটে তাহা চূর্ণ করিবে। আর

১৭ পল ত্রিফলা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই ক্বাথে আটপল ঘৃত দিয়া তাহাতে উক্ত লৌহ চূর্ণ ষোলপল মিশাইয়া লৌহ বা তাম্র পাত্রে করিয়া পাক করিবে ও একখান লোহার হাতা দ্বারা বিধিপূর্ব্বক নাড়িতে থাকিবে। পরে ঘৃত স্বচ্ছ হইয়া উৰ্দ্ধে উত্থিত হইলে মৃদু মধ্যাদি ক্রমে পাক সমাপ্ত করিবে। পাকারম্ভে এবং ঔষধ সেবন দিবসে কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ কর্ত্তব্য। ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া ইহা লেহন করিবে। এক রতি হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবলানুসারে দ্বাদশ রতি পর্য্যন্ত সেব্য। অনুপান—এরণ্ডমূলের ক্বাথ। পথ্য—গব্যদুগ্ধ, অভাবে ছাগদুগ্ধ এবং স্নিগ্ধ ও বৃষ্যাদি ভোজন। ইহা সত্বঃ অগ্নি বৃদ্ধি করে, ভস্মকাগ্নি প্রশমিত করে, বায়ু, পিত্ত, কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, নেত্ররোগ, পাণ্ডুরোগ, নিদ্রা, আলস্য, অরুচি, শূল, পরিণামশূল, প্রমেহ, অববাহুক, শোথ, রক্তস্রাব, বিশেষতঃ অর্শঃ বিনষ্ট করে। ইহা বলকর, বৃংহণ, কান্তিপ্রদ, স্বরবোধন, শরীর লাঘবকর, আরোগ্যজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, আয়ুর হিতকর, শ্রীকর, বলপ্রদ, তেজস্কর, শুভকর, সশ্রীক পুত্রজনক ও বলিপলিত নাশক। ইহার নাম দুর্নামারি, শত সহস্র বার ইহার গুণ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। অগ্নি দ্বারা তূলা যেমন দগ্ধ হয়, ইহা দ্বারা অর্শঃ সকলও তেমনি দগ্ধ হইয়া থাকে। রোগী যদি মদ্যপায়ী হয় এবং তাহার শরীর যদি সুকোমল ও ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুরাতন মদ্যাদি যুক্ত ভোজনের সহিত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। লাব, তিত্তির, বর্ত্তীর (বগেরী, বনচটক), ময়ূর ও শশকাদি এবং চটক, কলবিঙ্ক (গৃহ চটক), বর্ত্তকা (বটেরি), হরিতালক (হরেল), শ্যেন, বৃহৎলাব, বনবিষ্কিরক (বর্ত্তকাদি), পারাবত ও মৃগাদির মাংস এবং হিতকর জাঙ্গল মাংস, ভোজন করিতে দিবে। মৎস্যসাত্ম্য হইলে মাগুর, রোহিত, বিশেষতঃ শকুল মৎস্য (শউল মাছ) খাইতে দিবে। এইগুলি মৎস্যের রাজা বলিয়া অভিহিত। শাকসাত্ম্য হইলে বেগুন. পটোল, বৃহতী, প্রলম্বা (লম্বালাউ), শতমূলী পত্র, বেত্রাগ্র, তাড়ক (দেবদালী আকরকরা ভাষা), নটে শাক, বেতোশাক, ধনে শাক, চিতাশাক, চক্রমর্দ্দক (চাকুন্দে শাক) এই সকল শাক ভোজনার্থ ব্যবস্থা করিবে। ফলের মধ্যে নারিকেল, খর্জ্জূর, দাড়িম, লবলীফল (নোয়াড়), পানিফল, পক্কআম্র, দ্রাক্ষা, তালফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সুপারি ও পান এই সকল বস্তু শঙ্করলৌহ সেবিগণের হিতকর। আর লকুচ (ডেলোমান্দার, ডেঁপোল ইত্যাদি ভাষা) কোল (ক্ষুদ্রকুল), কর্কন্ধু (বড় কুল), বদর (সাধারণ কুল), জাম্বীরলেবু, টাবালেবু, তেঁতুল, করমচা, আনূপমাংস, ক্রকর (করক ও কবার ইত্যাদি ভাষা) পুণ্ড্রক, হংস, সারস, দাত্যূহ (ডাকপক্ষী), চাষ (নীলকণ্ঠ), ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক), বক, মানকন্দ, কেশুর, কতক (নির্ম্মলীফল), কালিঙ্গক (তরমুজ), কুষ্মাণ্ড, কর্কোট (কাঁকরোল) বিশেষতঃ গুবাক, কট্‌কী, কালশাক, কুণ্টুরু, কর্কটী (বড় কাঁকুড়) এই সকল দ্রব্য এবং যে সকল দ্রব্যের আদিতে ক অক্ষর আছে সেই সকল দ্রব্য, আর সর্ব্বপ্রকার দাউল, শঙ্করলৌহসেবিগণ পরিত্যাগ করিবে। যক্ষরাজের প্রতি দয়া করিয়া এবং জগতের উপকারার্থ ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক এই দুর্নামারি লৌহ সমাখ্যাত হইয়াছে। আমি শঙ্কর লৌহের যে গুণ বর্ণন করিলাম, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মেরু স্বস্থান হইতে চ্যুত হইবে, পৃথিবী বায়ুদ্বারা বিপর্য্যস্ত হইবে এবং চন্দ্র ও তারাগণ পতিত হইবে। যাহারা ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, ক্রূর, অসত্যবাদী ও গুরুনিন্দক, ধার্ম্মিক ভিষক্ তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবেন। বক্ পত্রের রসে বিড়ঙ্গ পেষিত করিয়া এবং তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রৌদ্রে রাখিয়া বক্ পত্রের রসের সহিত লেহন করিবে। অগ্নি যেমন নবনীত পিণ্ডকে দ্রবীভূত করে, ঐ বিড়ঙ্গ তেমনি লৌহের দোষ সকল দ্রবীভূত করিয়া থাকে অর্থাৎ লৌহ সেবনকারী ঐরূপ বিড়ঙ্গ লেহন করিলে সেবিত লৌহের সমস্ত দোষ বিনষ্ট হয়। ইহার পরিপাকে যথাসময়ে মলের প্রবৃত্তি, উদরের লঘুতা, উদ্‌গারের বিশুদ্ধি, অঙ্গের ক্লান্তিশূন্যতা ও মনের প্রসন্নতা হয়। বিড়ঙ্গ চূর্ণ বঙ্গসেনের (অগস্তির অর্থাৎ বক্‌পত্রের) স্বরসের সহিত লেহন করিলে, তাহা লৌহের অপরিপাক জনিত শূল অচিরে নিশ্চয় প্রশমিত করে। লৌহের অপরিপাকে যদি অতিসার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ পানে অতিসারের প্রশম হইবে। এই লৌহের সেবন মাত্রা বার কুঁচের অধিক বাড়াইবে না। কারণ বার কুঁচের অধিক মাত্রা ভয়প্রদ। (শঙ্করপ্রণীত লৌহ) ॥ ৯৭—১৩৬

ইতি সামান্যচিকিৎসা।

রক্তার্শের চিকিৎসা—রক্তার্শের স্রবৎ রক্তকে ভিষক্ প্রথমে উপেক্ষা করিবেন, অর্থাৎ প্রথমেই সে রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন না।

কারণ—দুষ্ট রক্ত নিঃসৃত হইলে শূল-আনাহ ও রক্তদুষ্টি জনিত রোগ উপস্থিত হয় না ॥ ১৩৭

চন্দনাদিক্বাথ—রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগর (মুতা) এই সকলের ক্বাথ এবং দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, বেণামূল ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ রক্তার্শের প্রশমক।

নবনীত ও নিস্তুষ কৃষ্ণতিল অথবা নাগেশ্বররেণু নবনীত ও চিনি কিংবা দধির সর (দধির উপরিস্থ স্নেহযুক্ত ঘনভাগ) ও মথিত (সররহিত নির্জ্জল বস্ত্র গালিত দধি) নিত্য নিত্য খাইলে রক্তবহ অর্শঃ প্রশমিত হয়।

পদ্মকেশর, মধু, টাট্‌কা নবনীত, চিনি ও নাগকেশর একত্র মিলিত করিয়া খাইলে রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

শৃত দুগ্ধসহ, মটর মুগ অড়হর ও মসুরের যূষসহ, অম্ল সহ (এবং ঈষৎ সুগন্ধ দ্রব্যসহ), শশ হরিণ লাব কপিঞ্জল ও এণ সহ, শালি শ্যামা ও কোদ-তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে ॥ ১৩৮—১৪১

সমঙ্গাদিদুগ্ধ—সমঙ্গা (লজ্জালু), উৎপল, মোচরস, তিরীট (লোধ), নীলোৎপল ও রক্তচন্দন ইহাদের সহিত যথাবিধানে ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা শোণিতাত্মক অর্শে পান করিতে দিবে ॥ ১৪২

ক্ষারসূত্র—মনসার আটায় হরিদ্রাচূর্ণ বারংবার ভাবিত করিয়া তদ্দ্বারা একগাছা দৃঢ় সূত্র প্রলিপ্ত করিবে। সেই সূত্রে বন্ধন করিলে অর্শঃ ও ভগন্দর ছিন্ন হইয়া যায়। নাসা নাভি সমুত্থিত, মেঢ্রাদি স্থান—জাত ও পায়ু সম্ভূত এই ত্রিবিধ অর্শে তৎ তৎ স্থানোচিত প্রতিকার করিবে। চর্ম্মকীল ছেদন করিয়া তৎস্থান ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

মলমূত্রাদির বেগাবরোধ, স্ত্রীসঙ্গম, পৃষ্ঠযান (অশ্বাদিতে গমন), উৎকটকাসন (উঁচু হইয়া উপবেশন) এবং যে দোষে অর্শঃ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দোষজনক খাদ্য পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ১৪৩—১৪৫

ইতি অর্শোরোগাধিকার।

জঠরাগ্নিবিকারাধিকার।

জঠরাগ্নির সন্নিকৃষ্ট নিদান ও বিকার—কফ, পিত্ত ও বায়ুর আধিক্যে, জাঠর অগ্নি যথাক্রমে মন্দ তীক্ষ্ণ বিষম ও সম হয় এবং উহাদের সাম্যাবস্থায় সমভাবাপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ কফাধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি ও বাতাধিক্যে বিষমাগ্নি এবং বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সাম্যে সমাগ্নি হয় ॥ ১

মন্দ-অগ্নির লক্ষণ—যে ব্যক্তির অগ্নি মন্দ হয়, তাহার অত্যল্প আহারও সম্যক্ পরিপাক হয় না। মন্দাগ্নি ব্যক্তির বমি, অবসাদ, মুখপ্রসেক এবং মস্তক ও উদরের গুরুতা হয় ॥ ২

তীক্ষ্ণ অগ্নির লক্ষণ—যে ব্যক্তির অগ্নি তীক্ষ্ণ, তাহার পরিমিত ও অপরিমিত আহার অনায়াসেই পরিপাক হয়। অতএব কাহারও মতে তীক্ষ্ণাগ্নিই উত্তম ॥ ৩

বিষম-অগ্নির লক্ষণ—যাহার অগ্নি বিষম, তাহার পরিমিত আহারও কদাচিৎ সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হয়, কদাচিদ্ বা পরিপাক্ পায় না। বিষমাগ্নি ব্যক্তির উদরাধ্মান, উদাবর্ত্ত, শূল, উদরগৌরব, প্রবাহণ (কুন্থন), অতিসার ও অন্ত্রকূজন (আঁত ডাকা) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪ । ৫

সম-অগ্নির লক্ষণ—যে ব্যক্তির অগ্নি সম, তাহার সমপরিমিত ভুক্তান্ন সম্যক্ পরিপাক হয়। উক্ত চতুর্বিধ অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই উত্তম।

কিন্তু তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—পূর্ব্বাহারের অজীর্ণাবস্থাতেও অতিমাত্রায় গুরু অন্ন ভোজন করিলে এবং ভোজনানন্তর দিবসে নিদ্রা গেলেও যে অগ্নিদ্বারা তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সেই অগ্নি উত্তম।

টীকা। এই তন্ত্রান্তরোক্ত বচনদ্বারা তীক্ষ্ণাগ্নিকেই উত্তম বলা হইয়াছে। মধুর স্নিগ্ধ ভোজ্য

সম্পত্তিতে তীক্ষ্ণাগ্নি উত্তম, তবে কেন বিকার মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্নির গণনা ? উত্তর—সম অগ্নি ক্ষুধার বিঘাতে শীঘ্রই সেরূপ বিকার উৎপাদন করে না, অল্পকাল-মাত্রও ক্ষুধার বিঘাতে তীক্ষ্ণ অগ্নি আশুই যেমন পৈত্তিক বিকার সকল উপস্থিত করিয়া থাকে। এই জন্যই সমাগ্নি উত্তম, তীক্ষ্ণাগ্নি উত্তম নহে এবং তীক্ষ্ণাগ্নির বিকারমধ্যে গণনা।

তীক্ষ্ণ-অগ্নি পিত্তজ রোগ সকল, বিষম অগ্নি বাতজ রোগ সকল এবং মন্দ অগ্নি কফজ রোগ সকল উৎপাদন করে ॥ ৬। ৮

ভস্মক অগ্নির নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—বহুপীড়াগ্রস্ত রুক্ষান্ন-ভোজনশীল ব্যক্তিগণের কফ-ক্ষীণ সুতরাং বায়ু-সমন্বিত এবং অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া ক্ষণমধ্যে ভুক্তান্নকে ভস্মীভূত করে। তজ্জন্যই সেই অগ্নি ভস্মকাগ্নি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অগ্নি উপেক্ষিত হইলে অর্থাৎ প্রচুর ভোজন না করিলে তাহা রসরক্তাদি ধাতু সকলকে পাক করিয়া ফেলে ॥ ৯

ভস্মকাগ্নির উপদ্রব ও অরিষ্ট—ভস্মকাগ্নি—তৃষ্ণা-স্বেদ-দাহ ও মূর্চ্ছাদি উপদ্রব সমূহ আনয়ন করে এবং ভুক্তান্নকে আশু পাক করিয়া শীঘ্রই ধাতু প্রভৃতিকে নাশ করিয়া থাকে ॥ ১০

অজীর্ণের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—অধিক পরিমাণে জলপান, বিষমভোজন (বহুভোজন-অল্প-ভোজন বা অসময়ে ভোজন), ক্ষুধার ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, নিদ্রা-বিপর্য্যয় (দিবসে নিদ্রা, রাত্রিতে জাগরণ) এই সকল কারণে অজীর্ণ উপস্থিত হয়। ইহা উপস্থিত হইলে উপযুক্ত সময়কৃত-সাত্ম্য-লঘু অন্নও ("অপি"শব্দ প্রয়োগে স্নিগ্ধোষ্ণাদি গুণযুক্ত অন্নও) পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

অন্যবচন—তৃষ্ণা ভয় ও ক্রোধ পরিব্যাপ্ত ব্যক্তির, লুব্ধব্যক্তির, রোগক্লেশ-নিপীড়িত ব্যক্তির এবং প্রদ্বেষযুক্ত ব্যক্তির সেব্যমান অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

অজীর্ণের উক্ত কারণ সকল ভিন্ন অতিমাত্র অন্ন ভোজন যে অজীর্ণের বিশেষ কারণ এবং অজীর্ণ যে বহুব্যাধির কারণ, তাহাই কথিত হইতেছে।

অনাত্মবান্ (নির্ব্বোধ) যে সকল ব্যক্তি পশুবৎ অপরিমিত আহার করে, তাহারাই নানা রোগের (বিসূচিকাদির) মূলীভূত অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হয়।

অন্যবচন—প্রায় আহারের বৈষম্যেই লোকের অজীর্ণ জন্মে। অজীর্ণ, রোগ সমূহের মূল, অজীর্ণের নাশ হইলেই অজীর্ণমূলক রোগসমূহের নাশ হইয়া থাকে ॥ ১১—১৪

অজীর্ণের সামান্য লক্ষণ—গ্লানি, শরীরের গুরুতা, উদরের বিষ্টব্ধতা, ভ্রম (গাত্র ঘূর্ণন), বায়ু-রোধ, মলের রোধ বা মলের অধিক নির্গম, এইগুলি সাধারণ অজীর্ণের লক্ষণ ॥ ১৫

অজীর্ণের ভেদ এবং তাহাদের সন্নিকৃষ্টকারণ—প্রধানতঃ অজীর্ণ তিন প্রকার, তদ্‌যথা—কফ প্রকোপে আমাজীর্ণ, পিত্তপ্রকোপে বিদগ্ধাজীর্ণ এবং বায়ু প্রকোপে বিষ্টব্ধাজীর্ণ হয়। আর কেহ কেহ (সুশ্রুতাদি) রসশেষ হেতু রসশেষাজীর্ণ নামে একপ্রকার চতুর্থ অজীর্ণ স্বীকার করেন। কেহ কেহ নির্দ্দোষ দিনপাক নামে পঞ্চম অজীর্ণ স্বীকার করেন। কেহ কেহ প্রাকৃত প্রতিবাসর নামে ষষ্ঠ অজীর্ণ স্বীকার করেন।

টীকা। পরিপাকপ্রাপ্ত ভুক্তদ্রব্যের সরাভূত যে দ্রবভাগ, তাহাই রস নামে অভিহিত। সেই রসও পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্তাদিরূপে পরিণত হয়। যদি সেই সারভূত রস পরিপাক না হইয়া অপক্ক থাকে, তাহা হইলে সেই অপক্কসার, রসশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এবং সেই রসশেষ হইতে যে অজীর্ণ জন্মে, তাহাকেই রসশেষাজীর্ণ কহা যায়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আমাজীর্ণ হইতে রসশেষাজীর্ণের কি ভেদ ? উত্তর—মধুরতা প্রাপ্ত অপক্ক অন্নই আম, এবং পরিপক্ক ভুক্তান্নের সারভূত যে দ্রবভাগ, তাহা অপক্ক হইলে তাহাকে রসশেষ কহা যায়। ইহাই উভয়ের ভেদ। "নির্দ্দোষ"—গৌরব-ভ্রম শূলাদি-দোষের অজনক। "দিনপাক"—যাহা স্বভাবতঃ অহোরাত্রে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, অথবা যাহা মাত্রা-কাল ও সাত্ম্যাদি দোষে দিনান্তরে পরিপাক পায়, তাহাই দিনপাকি। এই জন্যই শাস্ত্রীয় বচন আছে যে, "এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।" এই বচনোদ্দেশেই এস্থলে ষষ্ঠ অজীর্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। "প্রাকৃত"—অবিকারক। "প্রতিবাসর"—প্রতিদিনভাবি, অর্থাৎ প্রতিদিন ভুক্তদ্রব্য যে পর্য্যন্ত না পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সেপর্য্যন্ত তাহাকেও অজীর্ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অবৈকারিক অর্থাৎ উদরাধ্মানাদি পীড়াকর নহে। যাহা হউক এই শেষোক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ অজীর্ণ রোগ মধ্যে পরিগণিত নহে। তবে বামপার্শ্বশয়নাদি সুখপরিপাকোপযোগি নিয়ম সকল প্রতিপালন জন্যই ঐ অজীর্ণ দ্বয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১৬। ১৭

আমাজীর্ণের লক্ষণ—আমাজীর্ণে উদরের ও শরীরের গুরুতা, উৎক্লেশ (উপস্থিত বমনবৎ) গণ্ডে ও অক্ষিপুটকে শোথ এবং যথাভুক্ত অবিদগ্ধ উদ্গার অর্থাৎ আহারানুরূপ মধুরাদি উদ্গার, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ১৮

বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ—এই অজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তকৃত বিবিধ পীড়া (ওষ-চোষ-দাহাদি), সধূম (ধূমনির্গমবৎ) অম্ল উদ্গার, ঘর্ম্ম ও দাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥ ১৯

বিষ্টব্ধাজীর্ণের লক্ষণ—এই অজীর্ণে উদরে শূলনি: আধ্মান, বাতকৃত বিবিধবেদনা (তোদ ভেদাদি), মলবাতের অপ্রবৃত্তি, অঙ্গের স্তব্ধতা, মোহ (মূর্চ্ছা) ও অঙ্গপীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ২০

রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ—রসশেষাজীর্ণে আহারে বিদ্বেষ এবং হৃদয়ের অশুদ্ধি ও গুরুতা এই লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ২১

অজীর্ণের উপদ্রব—মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, মুখপ্রসেক, অবসাদ ও ভ্রম, অজীর্ণে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, অতি প্রবৃদ্ধ হইলে শেষে মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটে ॥ ২২

অজীর্ণের আতিশয্যে বিসূচিকাদি—আম বিদগ্ধ ও বিষ্টব্ধ, এই যে তিন প্রকার অজীর্ণের উল্লেখ করা হইল, এই অজীর্ণত্রয় হইতেই বিসূচিকা অলসক ও বিলম্বিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

টীকা। আমাদি অজীর্ণত্রয় হইতে যে যথাক্রমে বিসূচিকাদি রোগত্রয় জন্মে, তাহা মনে করিও না। যথাক্রমে হইলে বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে বিলম্বিকা রোগ জন্মিত, কিন্তু তাহা কফবাত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব বুঝিবে যে, প্রত্যেক অজীর্ণ হইতেই বিসূচ্যাদি রোগত্রয় জন্মিতে পারে ॥ ২৩

বিসূচীর নিরুক্তি—অজীর্ণবশতঃ বায়ু অতি কুপিত হইয়া গাত্র সকলকে অন্যান্য বেদনা অপেক্ষা সূচীবেধবদ্ বেদনায় অধিকতর অস্থির করে বলিয়া বৈদ্যগণ ইহাকে বিসূচী নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। (চলিত ভাষায় ইহাকে ওলাউঠা রোগ কহে)॥ ২৪

বিসূচীর নিদান—আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ:পরিমিতাহারশীল ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না। :যাহারা ভক্ষ্যাভক্ষ্যানভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, অশনলোলুপ, তাহাদেরই এই রোগ হইয়া থাকে ॥ ২৫

বিসূচীর লক্ষণ—মূর্চ্ছা, ভেদবমি, পিপাসা, শূলবদ্ বেদনা, ভ্রম, হস্তপদে উদ্বেষ্টন (মোচড়নবৎ পীড়া), জৃম্ভা, গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা ও শিরঃশূল (মাথাধরা) এইগুলি বিসূচী রোগের লক্ষণ ॥ ২৬

বিসূচীর উপদ্রব—নিদ্রানাশ, চিত্তের অস্থিরতা, কম্প, মূত্ররোধ ও সংজ্ঞাহীনতা, এই পাঁচটী সকল রোগেরই বিশেষতঃ বিসূচিকার ভয়ঙ্কর উপদ্রব। বিসূচীকায় যদি এই পাঁচটি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগির জীবনে সংশয় জানিবে ॥ ২৭

অলসকের লক্ষণ—এই রোগে কুক্ষিতে অতি কষ্টপ্রদ আধ্মান হয়, রোগী মূর্চ্ছা যায় (বা আত্মশরীরে তাড়না করে), যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। অজীর্ণ হেতু বায়ু কুক্ষিদেশে নিরুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ অধঃপ্রতিরুদ্ধগতি হইয়া উপরে (হৃদয়-কণ্ঠাদি স্থানে) পরিধাবন করে। অলসক রোগে মল ও মূত্রের অত্যর্থ নিরোধ হয় এবং তৃষ্ণা ও উদ্গার হইয়া থাকে। কাশ্যপ বলিয়াছেন—এই রোগে আহার অধোগতও হয় না, উর্দ্ধগতও হয় না, পরিপাকও পায় না, কোষ্ঠে অলসীভূত হইয়া থাকে. এই জন্য ইহা অলসক নামে অভিহিত ॥ ২৫—৩৪

বিসূচী ও অলসকের অরিষ্ট লক্ষণ—বিসূচী ও অলসক রোগে যে রোগির দন্ত ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ, সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায়, বমি, অত্যধিক, নেত্রদ্বয় কোটরগত, স্বর অতিক্ষীণ এবং সন্ধি সকল শিথিলীভূত হয়, সে রোগী অপুনরাগমনের জন্য যায়, অর্থাৎ মরিয়া যায় ॥ ৩১

বিলম্বিকা লক্ষণ—যে রোগে কুপিত বায়ু ও কফ দ্বারা ভুক্তান্ন দুষ্ট হইয়া উর্দ্ধ বা অধঃ কোন পথ দিয়াই নির্গত হয় না, প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিলম্বিকা রোগ কহিয়া থাকেন। ইহা অতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ॥ ৩২

জীর্ণাহারের লক্ষণ—উদ্গার শুদ্ধি (ধূমাম্লাদি রাহিত্য), উৎসাহ (শরীরের ও মনের বল), মল ও মূত্রের যথোচিত বেগ এবং যথোচিত নির্গম, দেহের বিশেষতঃ কোষ্ঠের লঘুতা, ক্ষুধা ও পিপাসার যথোচিত উদয় এইগুলি জীর্ণাহারের লক্ষণ ॥ ৩৩

জঠরাগ্নিবিকার চিকিৎসা—হরীতকী ও শুণ্ঠী:গুড়ের সহিত বা সৈন্ধব লবণের সহিত নিত্য ভক্ষণ করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

আমে অজীর্ণে অর্শোরোগে ও মলবিবদ্ধতায় গুড়ের সহিত শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী বা দাড়িম খাইবে ॥ ৩৪। ৩৫

গুড়াষ্টক—ত্রিকটু, দন্তী, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিপুলমূল, চূর্ণীকৃত করিবে এবং সর্ব্বচূর্ণসম গুড় মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবে। ইহার নাম-গুড়াষ্টক। গুড়াষ্টক—বল বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং শোথ উদাবর্ত্ত শূল প্লীহ ও পাণ্ডু নাশক ॥ ৩৬। ৩৭

চিতামূল, যমানী, সৈন্ধব, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ অম্ল তক্রের সহিত সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে অগ্নির দীপ্তি এবং পাণ্ডু ও অর্শের নাশ হয়।

আমাজীর্ণের বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে এবং রসশেষাজীর্ণে শয়ন প্রশস্ত।

আমাজীর্ণে বচ ও লবণ সংযুক্ত জলপান দ্বারা বমন করান প্রশস্ত।

টীকা।—বচচূর্ণ ১ তোলা, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ১ তোলা, ১ সের উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে।

আমাজীর্ণে পিপুল সৈন্ধব ও বচ ইহাদের কল্ক শীতল জলসহ পান করিয়া বমন করিবে। অথবা ধনে ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিবে। ইহা আমাজীর্ণ প্রশমক. শূলঘ্ন ও বস্তিশোধক।

প্রাতঃকালে অজীর্ণশঙ্কা হইলে শুঁঠ ও সৈন্ধব চূর্ণের সহিত হরীতকীচূর্ণ, শীতলজল সহ খাইয়া ভোজনকালে নিঃশঙ্ক হইয়া পরিমিত ভোজন করিবে। যাহার ভুক্তমাত্র বিদাহ উপস্থিত হয় এবং হৃদয় ও গলা জ্বালা করে তাহাকে চিনি ও দ্রাক্ষা অথবা হরীতকী লেহন করিতে দিবে। তাহাতে বিদাহাদি প্রশমিত হইবে এবং রোগী সুখলাভ করিবে ॥ ৩৮—৪৩

হিঙ্গ্বষ্টক—ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, শুক্লজীরা ও কৃষ্ণজীরা এবং হিঙ্ এই আটটি দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। অন্নভোজন কালে সেই চূর্ণ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রথম গ্রাসের সহিত খাইবে। ইহা দ্বারা জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত এবং বাত রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪

বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ—যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিঙ্, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতা, বচ, ইন্দ্রযব, বৃক্ষাম্ল (মোহাদা, বিষামিল ইত্যাদি ভাষা), জীরা, আমলকী, শ্রেয়সী, (হরীতকী) উপকুঞ্চিকা (কৃষ্ণজীরা), অম্লবেতস, তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, শ্যামা (প্রিয়ঙ্গু) হবুষ, সোন্দালফলের মজ্জা এবং তিলনালের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার, শজিনার ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার ও পলাশের ক্ষার এবং মণ্ডুর অগ্নিতে সন্তপ্ত এবং তাহা গোমূত্রে সিক্ত করিয়া সেই মণ্ডুর, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া এবং তাহা সূক্ষ্মচূর্ণিত করিয়া তিন দিন টাবালেবুর রসে, তিনদিন শুক্তে ও তিন দিন আদার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। যথা বিধানে এই চূর্ণ সেবিত হইলে অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, অর্শঃ, উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি. অষ্ঠীলা ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ সকল অচিরে বিনষ্ট হয়। এই চূর্ণ উল্বণ দোষসমূহকে প্রশমিত করে এবং নষ্টাগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া থাকে। ইহা অত্যগ্নিকারক (একখানি পরিষ্কৃত ভোজন পাত্রে ব্যঞ্জনাদি সমন্বিত অন্ন রাখিয়া সেই অন্নে ঐ চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে ॥ ৪৫—৫২

বৈশ্বানরক্ষার—মনসাসীজ, আকন্দ, চিতা, এরণ্ড, বরুণ, পুনর্নবা, তিল, আপাঙ্গ, কদলী, পলাশ ও তেঁতুল এই সকলের কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ভস্ম করিবে। তাহার দুই সের ভস্ম ষোল সের জলে গুলিয়া পাক করিবে। এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে (চারিসের) থাকিতে নামাইয়া উত্তমরূপে (উপর্য্যুপরি একবিংশতিবার) ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে দুইসের সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া একটি হাঁড়িতে রাখিবে এবং হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর সেই হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। নির্ধূম কঠিন হইলে তাহা পুনর্ব্বার চূর্ণীকৃত করিবে। এবং যমানী, জীরা, ত্রিকটু, স্থূলজীরা ও হিঙ্ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর আদার রসে ভাবনা দিয়া তাহা শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত করিবে। এইচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় শীতল জলসহ প্রাতঃকালে পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঈষদম্লরসান্বিত-সলবণ-সুখোষ্ণ অগ্নিদীপ্তিকারক যূষ ও জাঙ্গলমাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা অগ্নি বাড়ে এবং বল ও আরোগ্য লাভ হয়। অনুপানে বা ভোজনে তক্র হিতকর। অগ্নিমান্দ্যে, অর্শোরোগে, বাতশ্লেষ্মরোগে, সর্ব্বাঙ্গ শোথে, শূল-গুল্ম ও জঠর রোগে,

অশ্মরী ও শর্করা রোগে এবং মল-মূত্র-বাতবিকারে বৈশ্বানরক্ষার প্রযোজ্য ॥ ৫৩—৬০

ভাস্কর লবণ—সমুদ্র লবণ (করকচ লবণ) ষোল তোলা, সচললবণ দশতোলা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ, ধনে, পিপুল, পিপুলমূল, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চই ও অম্লবেতস প্রত্যেক চারি তোলা ; মরিচ, শুক্লজীরা ও শুঁঠ প্রত্যেক দুই তোলা, দাড়িমবীজ আটতোলা ; দারুচিনি ও এলাইচ প্রত্যেক একতোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণীকৃত করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাই ভাস্করলবণ নামে অভিহিত। তক্র, দধিজল বা কাঁজীর সহিত এই চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পান করিলে বাতশ্লেষ্মজ গুল্ম, প্লীহা, জঠর, ক্ষয়, অর্শঃ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা, ভগন্দর, শূল, শোথ, কাস, শ্বাস, আমদোষ, হৃদ্রোগ, অশ্মরী, শর্করা, পাণ্ডুরোগ, কৃমি ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক ও আমের পাচক। সর্ব্বলোকের হিতার্থ ভাস্কর কর্ত্তৃক এই ঔষধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই চূর্ণ ভুক্তমাত্র নিঃসংশয় সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬১—৬৮

বড়বানলচূর্ণ—সৈন্ধব একভাগ, পিপুলমূল দুইভাগ, পিপুল তিনভাগ, চই চারিভাগ, চিতা পাঁচ ভাগ, শুঁঠ ছয়ভাগ ও হরীতকী সাতভাগ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ইহা বড়বানল চূর্ণ নামে অভিহিত ॥ ৬৯

দ্বিতীয় বড়বানলচূর্ণ—হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, করঞ্জ, বিল্ব ও চিতা প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ; চূর্ণসমষ্টির সমান চিনি, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। বড়বানলের ন্যায় এই চূর্ণ অতি গুরুভোজনও জীর্ণ করিয়া থাকে ॥ ৭০

সমশর্করচূর্ণ—এলাচ একভাগ, দারুচিনি দুইভাগ, নাগেশ্বর তিনভাগ, মরিচ চারিভাগ, পিপুল পাঁচভাগ, শুঁঠ ছয় ভাগ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে এবং চূর্ণ সমষ্টির সমান শুভ্র চিনি তাহাতে মিশাইবে। এই চূর্ণ সেবনে অগ্নির অতি দীপ্তি হয় ॥ ৭১। ৭২

অজীর্ণে রসপ্রয়োগ।

ক্রব্যাদরস—শোধিত গন্ধক দুইপল, শোধিত পারদ একপল, মৃত লৌহ ও তাম্র প্রত্যেক চারিতোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে তাহা অগ্নিসংযোগে গলাইবে। সম্যগ্ গলিত হইলে গোময়োপরি এরণ্ডপত্র রাখিয়া ঐ পত্রে ঢালিবে এবং গোময়-পূরিত এরণ্ডপত্র পোট্টলী দ্বারা তাহা চাপিয়া পর্পটীবৎ করিবে। তদনন্তর তাহা পুনর্ব্বার চূর্ণীকৃত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে। এবং তাহাতে একশত পল জামীর লেবুর রস নিক্ষেপ করিয়া চুল্লীতে বসাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। রস ঘনীভূত হইলে তাহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণিত করিবে। তদনন্তর চুক্র সহিত (মহাদার সহিত) পঞ্চকোলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া লইবে। এবং তুল্য পরিমিত সোহাগার খৈ-চূর্ণ ও তুল্যপরিমিত মরিচচূর্ণ এবং অর্দ্ধ পরিমিত বিট্‌লবণ চূর্ণ তাহাতে মিশাইবে। তৎপরে চণকাম্ল (চণকলবণ) মিশ্রিত জলে সাতবার ভাবনা দিবে। ভাবনানন্তর তাহা শুষ্ক ও পেষিত করিয়া কূপীর মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহাই ক্রব্যাদ রস নামে অভিহিত। ভৈরবানন্দ যোগী বহু-মাংসভোজী সিংহলরাজকে এই ঔষধ বলিয়াছিলেন। ভোজনানন্তর এই ঔষধ দুইমাষা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। ঔষধ ভক্ষণানন্তর সৈন্ধব সংযুক্ত তক্র পান করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণে অতি গুরুদ্রব্য ভোজন ও অতিমাত্র ভোজনও আশু জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা দ্বারা শূল, গুল্ম, বিষ্টব্ধতা, প্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হয়। রসেন্দ্রচিন্তামণি ও রসরত্নপ্রদীপে অজীর্ণাধিকারে এই ক্রব্যাদ রস উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৩—৮৩

জ্বালানলরস—ক্ষারত্রয় (যবক্ষার, সাচিক্ষার সোহাগার খৈ), পারদ, গন্ধক ও পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বতুল্য ভর্জ্জিতসিদ্ধি ; এবং সর্ব্বার্দ্ধ শজিনামূল ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মিলিত করিয়া সিদ্ধির রসে, শজিনার রসে ও চিতার রসে তিন দিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে। ভাবনানন্তর লঘুপুটে পাক করিবে। পরে ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে। তাহা হইলেই জ্বালানল প্রস্তুত হইবে। মাত্রা চারিমাষা পর্য্যন্ত। অনুপান—গুড় ও শুঁঠ-চূর্ণ। ইহা সেবনে অজীর্ণ, অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, শ্লেষ্মা, হৃল্লাস, বমন, আলস্য ও অরুচি বিনষ্ট হয়। রসরত্নপ্রদীপে অজীর্ণাধিকারে জ্বালানল রস উক্ত হইয়াছে ॥ ৮৪—৮৭

অগ্নিকুমাররস—সোহাগার খৈ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক এক একভাগ ; বিষ তিনভাগ, কড়ীভস্ম, সাচিক্ষার, যবক্ষার, পিপুল ও শুঁঠ

প্রত্যেক এককর্ষ (এক একভাগ), মরিচ আটভাগ এই সকল দ্রব্য জামীর লেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাই অগ্নিকুমার নামে অভিহিত। বিসূচী শূল ও বাতাদিজনিত অগ্নিমান্দ্যে ইহা প্রযোজ্য। রসরত্নপ্রদীপে ও রসেন্দ্রচিন্তামণিতে বিসূচী ও অজীর্ণাধিকারে ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৮৮। ৮৯

রামবাণরস—পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক প্রত্যেক এক একভাগ, মরিচ দুইভাগ এবং জায়ফল অর্দ্ধভাগ ; এই সকল দ্রব্য কাঁচা তেঁতুলের রসে মাড়িয়া মাষকলায় সমান বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিমান্দ্যরূপদশাননকে নাশ করে বলিয়া লোকে ইহাকে রামবাণ কহিয়া থাকে। ইহা সংগ্রহগ্রহণীরূপ কুম্ভকর্ণকে এবং আমবাতরূপ খরদূষণকেও জয় করে। মরিচ চূর্ণ অনুপানের সহিত সেবন করিলে সত্বই জঠরাগ্নির দীপ্তি হয়। ইহা রোচক, কফকুলান্তকারক এবং শ্বাস-কাস-বমি ও ক্বমিনাশক। রসেন্দ্রচিন্তামণিতে রামবাণ উক্ত হইয়াছে ॥ ৯০—৯২

শঙ্খবটী—তেঁতুলছালের ক্ষার ১ পল ও পঞ্চ লবণ মিলিত ১ পল, এই উভয়কে পাতীলেবুর রসে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পেষিত হইলে তাহাতে শঙ্খভস্ম ১ পল মিশাইয়া ঐ লেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে ত্রিকটু ১পল, বচ ও হিঙ্ অর্দ্ধপল, বিষ পারদ ও গন্ধক এক পলের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য পাতীলেবুর বা গোঁড়ালেবুর রসে মাড়িয়া কুলের আঁটীর ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণের শান্তির জন্য ইহা ভক্ষণ করিবে। সর্ব্বপ্রকার উদররোগে, শূলে, বিসূচী রোগে, বিবিধ অগ্নিমান্দ্যে ও গুল্মরোগে শঙ্খবটী সদা হিতকর। ইহা রসরত্নপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে ॥ ৯৩—৯৬

বৃহচ্ছঙ্খবটী—মনসা, আকন্দ, তেঁতুলছাল, আপাঙ্গ, কদলী, তিলনাল ও পলাশ ইহাদের ক্ষার প্রত্যেক ১ পল ; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, স্বর্জ্জিক্ষার, যবক্ষার ও সোহাগার খৈ মিলিত ১ পল, এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একটি পাত্রে রাখিবে। এবং এক পল পরিমিত শঙ্খ খণ্ড অগ্নিতে ক্রমান্বয়ে সাতবার পোড়াইয়া চারি সের লেবুর রসে সাতবার নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপ নির্ব্বাপণ দ্বারা দগ্ধশঙ্খ দ্রবীভূত হইবে। অনন্তর শুঁঠ চূর্ণ ৩ পল, মরিচ চূর্ণ ২ পল, পিপুল ১ পল, ঘৃত ভর্জ্জিত হিঙ্ অর্দ্ধপল, পিপুলমূল, চিতা, যমানী, জীরা, জায়ফল ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ কর্ষ এবং পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ ও মনঃশিলা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ লইবে। তদনন্তর উক্ত সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। এবং অর্দ্ধ সের চুক্রে (অম্ল দ্রব্যে) তাহা মর্দ্দিত করিয়া মাষ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাই বৃহচ্ছঙ্খবটী। ইহা সেবনে সর্ব্বাজীর্ণ প্রশমিত, সর্ব্বশূল নিবারিত এবং বিসূচী-অলসকাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯৭—১০৫

অজীর্ণকণ্টকরস—সোহাগার খৈ, পিপুল, বিষ ও হিঙ্গুল, প্রত্যেক সমভাগ, মরিচ দুই ভাগ, লেবুর রসে মাড়িয়া মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন একটি বা দুইটি করিয়া বটিকা খাইবে। ইহা সেবনে অজীর্ণের শান্তি, অগ্নির দীপ্তি ও কফের ধ্বংস নিশ্চয় হয় ॥ ১০৬—১০৭

আপাঙ্গের মূল জলে বাটিয়া খাইলে বিসূচিকা প্রশমিত হয়। করলাপত্রের রসে তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। কচিমূলার ক্বাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া খাইবে। ইহা বিসূচী নাশক ও অগ্নিদীপক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বেলশুঁঠ ও শুঁঠের ক্বাথ পান করিলে বমি ও বিসূচিকা নিবারিত হয়। বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও কট্‌ফল ইহাদের ক্বাথ বিসূচী নাশে অধিক গুণকর।

ত্রিকটু, করঞ্জফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও টাবা লেবুর মূল এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং সেই বটিকা ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। নয়নে এই বটিকার অঞ্জন দিলে বিসূচী বিনষ্ট হয়। ইহা দৃষ্টফল ঔষধ। আপাঙ্গের পত্র ও মরিচ সম পরিমাণে লইয়া তাহা অশ্বের লালায় পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়।

বিসূচিকার অতি বৃদ্ধিতে রোগী তৃষ্ণার্দ্দিত হইলে প্রাণ ধারণার্থ তাহাকে তক্র বা সমজল দধি অথবা নারিকেলজল পান করিতে দিবে। দারুচিনি, তেজপত্র, এরণ্ডমূলের ছাল, শজিনাছাল, কুড়. বচ ও শুল্‌ফা এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষিত করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন (মর্দ্দন) করিলে বিসূচিকা ও খাইলধরা নিবারিত হয়। এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিলেও ঐ ফলই পাওয়া যায়। কুড় ও সৈন্ধবের কল্ক এবং চুক্রের সহিত তৈল পাক করিয়া বিসূচিকা রোগে সেই তৈল মর্দ্দন করিলে খালিধরা ও শূল নিবারিত হয়। পিপাসায় এবং উৎক্লেশে (বমন ভাবে) লবঙ্গের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল

পান করিতে দিবে। জাতীফলের বা ভদ্রমুস্তকের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলও পিপাসা ও উৎক্লেশ নিবারণার্থ পান করাইবে ॥ ১০৮—১১৬

উৎক্লেশের লক্ষণ—ভুক্তদ্রব্য বহির্গমনোন্মুখ হয়, অথচ তাহা নির্গত হয় না, মুখ দিয়া জল উঠে ও নিষ্ঠীবন হইতে থাকে এবং হৃদয় পীড়িত হয়, উৎক্লেশের ইহাই লক্ষণ ॥ ১১৭

দারুষট্‌ক—দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্‌ফা, হিঙ্‌ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে উদরের বেদনা ও আনাহ নিবারিত হয় ॥ ১১৮

যবচূর্ণ তক্রে আপ্লুত এবং তাহাতে যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করত তাহার প্রলেপ দিলে উদরের বেদনা প্রশমিত হয়। একটা ঘটে (বা বোতলে) বাষ্পসমন্বিত অত্যুষ্ণ জল পূরিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে, অথবা অন্য কোন উষ্ণ পিণ্ডদ্বারা স্বেদ দিলে বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে। বিলম্বিকা ও অলসকেরও ইহাই চিকিৎসা। অতএব তাহাদের চিকিৎসা আর পৃথক্ উক্ত হইল না।

গুরু স্নিগ্ধ-সান্দ্র (নিবিড়াবয়ব পিষ্টকাদি)-মন্দ (অসম্যক্ পক্ক), শীতল ও কঠিন অন্ন পান দ্বারা এবং পিত্তঘ্ন বিরেচন দ্বারা ভস্মকাগ্নির প্রশম করিবে। অত্যুদ্ভূতাগ্নি (ভস্মকাগ্নি) শান্তির জন্য মহিষের দধি দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন করিবে। দুগ্ধে সম পরিমিত তণ্ডুল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে যবাগূ পাক করিয়া ঘৃতসহ সেই যবাগূ খাইবে। পিত্তনাশক দ্রব্যসংযোগে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেই পায়স খাওয়াইয়া বারংবার পিত্তহরণ করিবে। শ্যামমূলা তেউড়ীর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তৎপান দ্বারা বিরেচন করাইবে। যে কোন ভোজ্য দ্রব্য মধুর মেধ্য শ্লেষ্মজনক ও গুরু তাহা ভোজন করাইয়া দিবসে নিদ্রা যাইতে দিবে। শ্বেতবর্ণ তণ্ডুল ও শ্বেতপদ্ম ছাগদুগ্ধে পাক করিয়া তাহার পায়স প্রস্তুত করিবে। সেই পায়সের সহিত অন্ন ভোজন করিলে দশদিনের মধ্যেই রোগী তুচ্ছভোজন হয় অর্থাৎ তাহার আর আহারে ইচ্ছা থাকে না॥ ১১৯—১২৫

বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের অজীর্ণে বিশেষ বিশেষ পাচনদ্রব্য—ভুক্ত কাঁটাল পরিপাক না হইলে, তাহার পরিপাকার্থ কদলী ভক্ষণ করিবে। কদলীর পরিপাকার্থ ঘৃত হিতকর। ঘৃত পরিপাক করিবার নিমিত্ত জামীর লেবুর রস পাতব্য। নারিকেলফল ও তালশাঁস খাইয়া তণ্ডুল ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ আম্রের পাচক, পিয়াল-মজ্জা পরিপাকে হরীতকী হিতকর। মৌলফল, বিল্বফল, রাজাদন, ফল্‌সাফল, খর্জ্জূর ও কয়েতবেল ইহাদের পরিপাকার্থ নিম্ববীজ সেব্য, ঘৃতে ও তক্রে নিম্ববীজই পথ্য। খর্জ্জূর ও শিঙ্গাড়ার পাকার্থ শুঁঠ প্রশস্ত, কখন বা ভদ্রমুস্তও হিতকর। যজ্ঞডুমুর বৃক্ষের ফল, পাকুড় ফল ও তণ্ডুল পরিপাকার্থ পর্য্যুষিত জলপান প্রশস্ত। জলপাকার্থ যমানী ও চিড়া পরিপাকার্থ পিপ্পুলসংযুক্ত যমানী হিতকর। দধিজলে ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন পরিপাক হয়। গোধূমে কর্কটী (বড় কাঁকুড়) জীর্ণ হয়। গোধূম, মাষকলায়, চণক, মটর ও মুগ, এই সকল দ্রব্য ধুতূরাফলে ঝটিতি পরিপাক প্রাপ্ত হয়। খর্জ্জূর, মৃণাল, কেশুর, চিনি, পানিফল ও বৈঁচি পরিপাকের নিমিত্ত নাগরমুথা শ্রেষ্ঠ। কঙ্গু, শ্যামা, নীবার ও কুলথ এই সকল দ্রব্য দধি-জলে অবিলম্বে পরিপাক পায়। কাঁজীতে বৈদল (দাউল), শীতল জলে পিষ্টান্ন, সৈন্ধব লবণে কৃশরা জীর্ণ হয়। কাগজী লেবুতে মাষেণ্ডরী (খাদ্য বিশেষ), মুগের যূষে পায়স পরিপাক হয়। বেসবারে (বাটনা বিশেষে) বটক্ (বড়া), লবঙ্গে খাজা, শাজিনা বীজে পর্পট (পাঁপর) পরিপাক পায়। পিপুল মূলে লড্ডুক, অপূপ (পিষ্টক বিশেষ) ও সট্টাদি (সট্টক পান বিশেষ) এবং শকুলী (পুলীপিষ্টক বিশেষ) ও মণ্ডের পাক হয়। বহুমৎস্য-মাংসভোজী কাঁজী পানে সুখী হয়, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য মাংস খাইয়া কাঁজী পান করিলে তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। কেবল অগ্নিপক্কমৎস্য মাংস দ্বারা পরিপাক পাইয়া থাকে। কাঁচা আম্রফল মৎস্যকে এবং আম্রকেশী মাংসকে পরিপাক করে। যবক্ষারে কূর্ম্মমাংস শীঘ্র জীর্ণ হয়। কপোত (ধবল ও পাণ্ডুবর্ণ), পারাবত, নীলকণ্ঠ ও কপিঞ্জল ইহাদের মাংস ভোজন করিয়া কাশমূল বাটিয়া জলের সহিত পান করিলে ভুক্তমাংস জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। তিলনালের ক্ষারে সকল মাংসই শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। খদিরসারের ক্বাথে চেঁচোশাক সর্ষপশাক ও বেতোশাক জীর্ণ হয়। পালঙ্কশাক, কেঁউশাক, করেলা, বেগুণ, বংশাঙ্কুর (বাঁশের কোঁড়া), মূলা, পুঁইশাক, লাউ ও পটোল এই সকল দ্রব্য শ্বেতসর্ষপে ও মেঘরবে (চরবাই শাকে, নটেশাকে) পরিপাক পায়। (পটোল, বংশাঙ্কুর, কারবেল্লী (ক্ষুদ্র উচ্ছে), কেলেকড়া ও লাউ প্রচুর পরিমাণে খাইয়া পলাশ-

ক্ষার মিশ্রিত জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিপাক হয় এবং ঐ সকল দ্রব্য পুনর্ব্বার খাইতে ইচ্ছা হয়, ইহা অধিক পাঠ) গুড় দ্বারা ওল, তণ্ডুলপেষিত জল দ্বারা আলু, কোদ ধান্যে চুপড়ী আলু এবং শুঁঠে কেশুর পরিপাক হয়। তণ্ডুল জলে লবণ, জম্বীরাদির অম্লরসে ঘৃত পরিপাক পায়, মরিচ দ্বারাও ঘৃত শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাঁজীতে তৈল পরিপাক পায়। তক্রদ্বারা দুগ্ধ পরিপাক পায় এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য ঈষদুষ্ণ মণ্ড দ্বারা (মাড়দ্বারা) পরিপাক পাইয়া থাকে। মাহিষ দুগ্ধ সৈন্ধবলবণ দ্বারা এবং মাহিষ দধি শঙ্খচূর্ণ দ্বারা, আম্র ত্রিকটু দ্বারা, খণ্ড (খাঁড়) শুঁঠ দ্বারা, চিনি নাগর মুতা দ্বারা, ইক্ষু আর্দ্রক রসদ্বারা, ইরা (মদিরা) গৈরিক মৃত্তিকা ও রক্তচন্দন দ্বারা শীঘ্র জীর্ণ হয়। উষ্ণদ্বারা শীত এবং শীতদ্বারা উষ্ণ জীর্ণ হয়। অম্লবর্গ দ্বারা ক্ষারবর্গ জীর্ণ হইয়া থাকে। স্বর্ণ বা রৌপ্য অগ্নিতে ক্রমান্বয়ে সাতবার তপ্ত করিয়া সেই তপ্ত তপ্ত স্বর্ণ বা রৌপ্য সাতবার জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জল পরিপাক প্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ মধু ও ভদ্রমুস্ত খাইলে সকল প্রকার জলের দোষ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২৬—১৪৫

ইতি জঠরাগ্নিবিকারাধিকার।

ক্রিমিরোগাধিকার।

ক্রিমিসকলের ভেদ—বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে ক্রিমি দুইপ্রকার, অর্থাৎ কতকগুলি বাহ্যক্রিমি, কতকগুলি আভ্যন্তর ক্রিমি এবং জন্মভেদে তাহারা চতুর্ব্বিধ, অর্থাৎ কতকগুলি ক্রিমি বহির্ম্মল হইতে উৎপন্ন, কতকগুলি ক্রিমি কফ হইতে উৎপন্ন, কতকগুলি ক্রিমি রক্ত হইতে উৎপন্ন এবং কতকগুলি ক্রিমি পুরীষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার নামভেদে ক্রিমিগণ বিংশতি প্রকারে পরিণত হয়। (বিংশতিপ্রকার নাম ক্রমশঃ বর্ণিত হইবে) ক্রিমি সকলের মধ্যে বাহ্যক্রমি গুলি মল-সম্ভূত, অর্থাৎ ত্বগ্‌লগ্ন বহির্ম্মল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন ॥ ১

বাহ্যক্রিমিগণের রূপ—ইহাদের পরিমাণ আকৃতি ও বর্ণ তিলের ন্যায়। ইহারা যূকা ও লিখ্যা নামে অভিহিত। যূকা সকল বহুপাদ বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা কেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে। লিখ্যাগণ সূক্ষ্ম ও শ্বেতবর্ণ, তাহারা বস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে।

বাহ্যক্রিমিগণের করণীয় রোগ—উক্ত দ্বিবিধ ক্রিমিই কোঠ-পিড়কা-কণ্ডূ ও গণ্ড প্রভৃতি রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে ॥

আভ্যন্তরক্রিমিগণের বিপ্রকৃষ্টনিদান—অজীর্ণ ভোজন (অপরিপক্ক দ্রব্য ভোজন), নিত্য মধুর ও অম্লভোজন, দ্রবদ্রব্যের অতিপান, পিষ্টক ও গুড় ভক্ষণ, ব্যায়াম পরিবর্জ্জন, দিবানিদ্রা এবং মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন এই সকল কারণে আভ্যন্তর ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩

সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণ—জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, অন্নদ্বেষ ও অতিসার ক্রিমি জন্মিলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪

কফজক্রিমির বিপ্রকৃষ্টনিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—মাংস, মাষ, গুড়, ক্ষীর, দধি ও শুক্ত (কালান্তরে অম্লীভূত-ইক্ষুরস বিকার) এই সকল দ্রব্য ভোজনে কফজক্রিমি জন্মে। ইহারা আমাশয়ে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদরে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি চর্ম্মলতাসদৃশ, কতকগুলি কিঞ্চুলক সদৃশ (কেঁচোর ন্যায়), কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরবৎ আকৃতিবিশিষ্ট, কতকগুলি সূক্ষ্ম ও দীর্ঘাকার, কতকগুলি অতিক্ষুদ্র এই সকল ক্রিমির কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি তাম্রবর্ণ। ইহারা সাত প্রকার নামে অভিহিত, তদ্‌যথা—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ। এই সকল ক্রিমি হৃল্লাস (বমনবেগ), মুখস্রাব, (মুখ দিয়া জল নির্গম), অপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, আনাহ (বায়ুকর্ত্তৃক উদর ও মল-

মূত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকা), কাস, হাঁচী, পীনস উৎপাদন করে।

রক্তজক্রিমি—(শোণিতজ ক্রিমির বিপ্রকৃষ্ট নিদান—সংযোগ বিরুদ্ধ,অজীর্ণ ও শাকাদি ভোজনে রক্তজ ক্রিমি জন্মিয়া থাকে।) এই সকল ক্রিমি রক্তবাহিশিরায় অবস্থিতি করে। ইহারা অতিসূক্ষ্ম, পাদবিশিষ্ট গোলাকার ও তাম্রবর্ণ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এত সূক্ষ্ম যে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা ছয়প্রকার নামে অভিহিত, তদ্‌যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌরসনামা ও মাতৃনামা। কুষ্ঠোৎপাদন করাই ইহাদের একমাত্র কর্ম্ম ॥ ৫—১০

পুরীষজ ক্রিমি—(পুরীষজ ক্রিমির বিপ্রকৃষ্ট নিদান—মাষকলায়,পিষ্টক, অম্ল, লবণ, গুড় ও শাক সেবনে পুরীষজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়।) এই সকল ক্রিমি পক্বাশয়ে জন্মে। ইহারা অধোবিসর্পণশীল কিন্তু যখন অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয়, তখন রোগির উদ্গারে ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি পৃষ্ঠাকৃতি, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি সূক্ষ্ম ও কতকগুলি স্থূল। ইহাদের কাহারও বর্ণ শ্যাব, কাহারও বর্ণ পীত, কাহারও বর্ণ শ্বেত ও কাহারও বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া থাকে। ইহারা পাঁচপ্রকার নামে অভিহিত, তদ্‌যথা—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য ও লেলিহ। ইহারা বিমার্গগামী হইয়া মলভেদ, শূল, উদরের স্তব্ধতা, দেহের কৃশতা, পরুষতা, পাণ্ডুবর্ণতা রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যমার্গে কণ্ডূ এই সকল উপদ্রব আনয়ন করে ॥ ১১—১৪

ক্রিমির চিকিৎসা—ক্রিমি জন্মিলে তন্নাশার্থ ও অগ্নিবর্দ্ধনার্থ বিড়ঙ্গ ও ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত অন্নমণ্ড (ভাতের মাড়) পান করিতে দিবে। ইহা ক্রিমি নাশক ও অগ্নিদীপক। প্রতিদিন কটু (ঝাল) তিক্ত ও কফনাশক দ্রব্য ভোজন করিলে ক্রিমির নাশ, আহারে রুচি ও অগ্নির সন্দীপ্তি হয়। বিড়ঙ্গের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয় এবং ক্রিমিজনিত রোগ সকল প্রশমিত হইয়া থাকে। বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া লেহন করিলে ক্রিমি সকল মরিয়া যায়। পলাশ বীজের ক্বাথ অথবা তাহার কল্ক মধুর সহিত খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়। এক তোলা কমলাগুঁড়ি চূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে নিঃসংশয় উদরস্থ ক্রিমি সকল পতিত হয়। বিড়ঙ্গ ইন্দ্রযব ও পলাশবীজ চূর্ণ করিয়া খাঁড়ের সহিত খাইলে ক্রিমি সকল মরিয়া যায়। নিমপাতার অথবা ধুতূরাপাতার রস মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্রিমি নাশ হয়। ধুতূরা পত্রের বা পানের রস পারদের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে যূকা বিনষ্ট হয়। ধুতূরাপত্রের কল্ক ও ধুতূরা পত্রের রস সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখিলে যূকা সকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। পুরীষসম্ভূত ও কফসঞ্জাত ক্রিমি সকলের এই চিকিৎসা উক্ত হইল। কুষ্ঠ চিকিৎসা দ্বারা রক্তজ ক্রিমি সমূহের সংহার করিবে। যে ব্যক্তি ক্রিমি নাশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত, দধি, পত্রশাক, বিশেষতঃ অম্ল ও মিষ্টরস পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য ॥ ১৫—২৫

ইতি ক্রিমিরোগাধিকার।

পাণ্ডুকামলাহলীমকাধিকার।

পাণ্ডুরোগের সংখ্যা ও সন্নিকৃষ্ট কারণ—পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও মৃদ্‌ভক্ষণজ।

টীকা।—এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে—মৃত্তিকাও বাতাদিদোষকে দূষিত করিয়া সেই দূষিত দোষ দ্বারাই পাণ্ডুরোগ জন্মাইয়া থাকে। অতএব মৃদ্‌ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগ দোষজ পাণ্ডুরোগ হইতে অভিন্নই, তবে কি প্রকারে উহা পঞ্চম পাণ্ডুরোগ বলিয়া স্বতন্ত্র পরিগণিত হইল? উত্তর—অপর কারণ কুপিত বাতাদি দোষ পাণ্ডু ভিন্ন অন্যান্য রোগও উৎপাদন

করে কিন্তু তাঁহারা মৃদ্‌ভক্ষণে কুপিত হইয়া অন্য কোন রোগ উৎপাদন না করিয়া কেবল মাত্র পাণ্ডুরোগই জন্মাইয়া থাকে, এই বিশেষ হেতু এবং চিকিৎসারও বিশেষ হেতু উহা পঞ্চম পাণ্ডুরোগ বলিয়া চরককর্ত্তৃক স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অপরকারণ কুপিত দোষজাত-পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা দ্বারা মৃদ্‌ভক্ষণ-জনিত পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা হয় বলিয়া সুশ্রুত কর্ত্তৃক মৃত্তিকাজ পাণ্ডুরোগ পৃথক্ পঠিত হয় নাই ॥১

পাণ্ডুরোগের বিপ্রকৃষ্টনিদান ও সম্প্রাপ্তি—ব্যবায়, অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃদ্‌ভক্ষণ, দিবানিদ্রা ও তীক্ষ্ণদ্রব্য (মরিচ রাইসর্ষপ প্রভৃতি) এই সকল বাহুল্যরূপে সেবন করিলে বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বককে পাণ্ডুর করিয়া থাকে ॥ ২

পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ—পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ত্বকের স্ফুটন (ফাটা ফাটা), ষ্ঠীবন (মুখ দিয়া থুথু নির্গম), শরীরের অবসাদ, মৃদ্‌ভক্ষণেচ্ছা, অক্ষিগোলকে শোথ, মলমূত্রের পীতবর্ণতা ও অপরিপাক এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৩

বাতজপাণ্ডুরোগের লক্ষণ—ইহাতে ত্বক্-মূত্র নয়নাদির রুক্ষতা ও কৃষ্ণারুণবর্ণতা, কম্প, সূচী-বেধবদ্ বেদনা, আনাহ ও ভ্রমাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। কৃষ্ণারুণাভতা পাণ্ডুত্বকে অতিক্রম করে না। অতএব সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—"এই,সকলেও পাণ্ডুভাব অধিক হয় বলিয়া ইহা পাণ্ডুরোগ।" "ভ্রমাদি" এস্থলে আদি শব্দে ভেদশূলাদিও বোদ্ধব্য ॥ ৪

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—এই রোগে রোগী অতি পীতাভ এবং তাহার মলমূত্র ত্বক্ ও নখ পীতবর্ণ হয় ; দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও সদ্রবমলনির্গম হইয়া থাকে ॥ ৫

শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—এই রোগে মুখ ও নাসিকা হইতে কফস্রাব,শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের গুরুতা এবং ত্বক্ মূত্র নয়ন ও আননের শুক্ল-বর্ণতা হয় ॥ ৬

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—পথ্যা-পথ্য জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বান্নভোজন করিলে অর্থাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপক অন্ন খাইলে বাতাদি তিন দোষই কুপিত হইয়া ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগে উক্ত ত্রিদোষলক্ষণই বিদ্যমান থাকে। ইহা অতি দুঃসহ ॥ ৭

মৃদ্‌ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগের সম্প্রাপ্তি—মৃত্তিকা ভোজনকারির—বায়ু, পিত্ত ও কফের অন্যতম দোষ কুপিত হয়। কষায়রস বিশিষ্ট মৃত্তিকা বায়ুকে, ঊষর মৃত্তিকা পিত্তকে, মধুররস মৃত্তিকা কফকে এবং রসাদি ধাতুসকলকেও কুপিত করে, রুক্ষতা গুণে ভুক্ত দ্রব্যকেও রুক্ষ করিয়া থাকে অবিপক্ক মৃত্তিকা স্রোতঃসকলকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করে ইন্দ্রিয়ের বল নাশ এবং তেজ, বীর্য্য, ওজঃ, বল, বর্ণ ও অগ্নিনাশ করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ॥৮—১০

মৃদ্‌ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—মৃদ্‌ভক্ষণে যে পাণ্ডুরোগ জন্মে, তাহাতে তন্দ্রা, আলস্য, কাস, শ্বাস, শূল, সদা অরুচি, অক্ষিকূটে গণ্ডে ও ভ্রূতে শোথ এবং পাদে নাভিতে ও লিঙ্গে শোথ, কোষ্ঠে ক্রিমির উৎপত্তি এবং রক্ত-কফান্বিত মলের অতিনিঃসরণ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ১১।১২

অসাধ্য পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—জ্বর, অরুচি, হৃল্লাস (বমন বেগ), বমি, তৃষ্ণা ও ক্লম, ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে এবং রোগী ক্ষীণ ও হতেন্দ্রিয় হইলে তাহা ত্যাজ্য। দীর্ঘ-কালজাত পাণ্ডুরোগ কালাধিক্যে খরীভূত (রুক্ষিত সর্ব্বধাতু) হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। কালাধিক্যে যে পাণ্ডুরোগী শোথযুক্ত হয় অথবা সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দেখে, সে রোগীও অসাধ্য। যে পাণ্ডুরোগী বদ্ধ অল্পপরিমিত হরিতবর্ণ ও কফযুক্ত মল ত্যাগ করে, সেও ত্যাজ্য। পাণ্ডুরোগী যদি গ্লানিযুক্ত স্বেদ দ্বারা অতি দিগ্ধাঙ্গ (পাঠান্তর-শ্বেতবর্ণ দ্বারা লিপ্তাঙ্গবৎ) এবং বমি-মূর্চ্ছা ও পিপাসান্বিত হয়, তাহা হইলে সে রোগিকেও ত্যাগ করিবে। যে পাণ্ডুরোগির নখ ও দন্ত পাণ্ডুবর্ণ হয়, নেত্র পাণ্ডুবর্ণ হয়, যে রোগী পাণ্ডুসংঘাতদর্শী হয় (পীতবর্ণের রাশি দর্শন করে) সে রোগির মৃত্যু হয়। যে পাণ্ডুরোগীর হাত পা ও মুখ শোথযুক্ত কিন্তু মধ্যদেহ ক্ষীণ, অথবা যাহার মধ্য দেহ শোথযুক্ত কিন্তু হস্ত-পদাদিক্ষীণ, সে রোগী ত্যাজ্য। যে পাণ্ডুরোগির গুহ্যে মুখে লিঙ্গে ও কোষদ্বয়ে শোথ, যে গ্লানিপ্রাপ্ত ও অসংজ্ঞ-কল্প (মৃত সদৃশ) এবং যে রোগী অতিসার ও জ্বরে আক্রান্ত সে পাণ্ডুরোগিকে যশোলিপ্সু বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৩—১৭

পাণ্ডুরোগভেদ কামলার নিদান ও সম্প্রাপ্তি—যে পাণ্ডুরোগী বাহুল্যরূপে পিত্তকর-দ্রব্য সকল সেবন করে, তাহার কুপিত পিত্ত, রক্ত

ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

টীকা। অতিশয় পিত্তজনক দ্রব্য সেবন দ্বারা পাণ্ডুরোগিরই যে কামলা হয়, ইহাই নিয়ম নয়, কারণ কামলা স্বতন্ত্রও হইয়া থাকে। যেমন কাস উপেক্ষিত হইলে রাজযক্ষ্মা হয়, ইহা নিয়ম নয়, রাজযক্ষ্মা স্বতন্ত্রও জন্মিয়া থাকে, ইহাও তদ্বৎ জানিবে ॥ ১৮

কামলার লক্ষণ—এই রোগে রোগির নেত্র ত্বক্ নখ ও আনন অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ, মল ও মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ, শরীর বর্ষাকালের ভেকের ন্যায় পীতবর্ণ হয়। এবং ইন্দ্রিয়শক্তি নাশ, দাহ, অপরিপাক, দৌর্ব্বল্য, অবসাদ ও অরুচি হইয়া থাকে ॥ ১৯

কামলার ভেদ—(কুম্ভকামলা সঞ্চিত বহু-পিত্ত হইতে কামলার উৎপত্তি হয়। ইহা দুই প্রকার ; একপ্রকার কোষ্ঠাশ্রয়া, অন্যপ্রকার রক্তাদি-ধাত্বাশ্রয়া।

কামলা রোগ দীর্ঘকালে খরীভূত হইয়া কুম্ভ-কামলারূপে পরিণত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাধি ॥ ২০

কুম্ভকামলার অরিষ্ট লক্ষণ—বমি, অরুচি, বমনবেগ, জ্বর, দোষজগ্লানি, শ্বাস, কাস ও মলভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগির মৃত্যু হয় ॥ ২১

উভয়প্রকার কামলার অরিষ্ট লক্ষণ—কামলারোগে রোগির যদি অত্যন্ত শোথ উপস্থিত হয়, মল ও মূত্র কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ হয় অথবা নেত্র মুখ বমি মল ও মূত্র সরক্ত হয়, রোগী যদি মূর্চ্ছা যায়, এবং তাহার যদি দাহ, অরুচি, তৃষ্ণা, আনাহ, তন্দ্রা, মোহ এবং সংজ্ঞা ও অগ্নির নাশ হয়, তাহা হইলে সে রোগির মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে ॥ ২২। ২৩

পাণ্ডুরোগেরই ভেদ হলীমকলক্ষণ—যখন পাণ্ডুরোগির বর্ণ হরিত শ্যাব বা পীত হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, স্ত্রীতে হর্ষাভাব, অঙ্গমর্দ্দন (গাত্র কুট্টন), শ্বাস, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন সেই পাণ্ডুরোগ হলীমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা বায়ু ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ২৪। ২৫

পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা—লৌহচূর্ণ সাত দিন গোমূত্রে ভাবিত করিয়া তাহা দুগ্ধ সহ পান করিলে পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়। মণ্ডূর চূর্ণ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গুড়ের সহিত খাইলে পাণ্ডুরোগ ও দারুণ পংক্তিশূল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মণ্ডূর বারংবার অগ্নিতে সন্তপ্ত ও গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া তাহার চূর্ণ মধু ঘৃত সংযোগে লেহন করিলে পাণ্ডুরোগী সুখী হয় ॥ ২৬—২৮

পুনর্নবাদি মণ্ডূর—শ্বেত পুনর্নবা, তেউড়ী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, দন্তী, চই, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল, মুতা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, কৃষ্ণজীরা, যমানী ও কট্‌ফল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল ; চূর্ণ সমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডূর চূর্ণ ; আটগুণ গোমূত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে গুড় মিশাইয়া বটক সকল প্রস্তুত করিবে। এই বটক তক্রে আলোড়িত করিয়া খাইবে। পুনর্নবাদি মণ্ডূর বটক অশ্বিনীদ্বয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা দ্বারা পাণ্ডুরোগ, কামলা, হলীমক, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, জ্বর, শোথ, উদর, শূল, প্লীহা, আধ্মান, অর্শঃ, গ্রহণী, কৃমি, বাতরক্ত ও কুষ্ঠ আশু বিনষ্ট হয় ॥ ২৯—৩৩

নবায়সচূর্ণ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ ও চিতা, প্রত্যেকে সমান ভাগ, লৌহ নয়ভাগ, এই সকল চূর্ণ একীকৃত করিয়া ঘৃত মধুর সহিত বা তক্রের সহিত, অথবা গোমূত্রের সহিত পান করিবে। মাত্রা—অষ্টাদশ রতি পর্য্যন্ত। ইহা, সেবনে পাণ্ডুরোগ. শোথ, হৃদ্রোগ, উদর, কৃমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ ও অরুচি বিনষ্ট হয়। কফবহুল রোগী এই ঔষধ আদার রসের সহিত লেহন করিবে।

টীকা। নবায়সচূর্ণ নয় রতি পরিমিত ভক্ষণীয়। যেহেতু রসপ্রদীপে উক্ত আছে—"এক কুঁচ (রতি) হইতে আরম্ভ করিয়া দোষ ও অগ্নি বলানুসারে নয় রতি পর্য্যন্ত সেবন করিবে।" এই উক্তি থাকায় এস্থলে বুঝিতে হইবে যে—ত্রিকটু চূর্ণাদি সহিত দুই রতি পরিমিত চূর্ণ প্রথম দিনে খাইবে এবং তৎপরে প্রতিদিন দুই দুই রতি করিয়া বাড়াইবে। যত দিন না ত্রিকটু চূর্ণাদি সহিত অষ্টাদশ রতি হয়, ততদিন বাড়াইতে হইবে ॥ ৩৪—৩৭

কামলাচিকিৎসা—ত্রিফলার বা গুলঞ্চের বা দারুহরিদ্রার অথবা মরিচের ক্বাথ শীতলীকৃত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কামলা বিনষ্ট হয়। ঘলঘসিয়ার অঞ্জন কামলারোগির হিতকর। গুলঞ্চের পত্র বাটিয়া তাহা তক্রের সহিত কামলা রোগিকে খাইতে দিবে। আমলকী চূর্ণ, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটুচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র ঘৃত মধু ও

শর্করা মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে উগ্র কামলাও আশু নিবারিত হয়। কামলাবিধি কুম্ভকামলাতেও হিতকর। কুম্ভকামলা রোগী গোমূত্রের সহিত শিলাজতু পান করিবে। মণ্ডূর ক্রমান্বয়ে আটবার বহেড়া কাষ্ঠের অগ্নিতে পোড়াইয়া ও প্রত্যেকবার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে অচিরে কুম্ভকামলা ও পাণ্ডু বিনষ্ট হয়। ঘৃতকুমারীর রসের নস্য লইলে কামলা দূরীভূত হয়॥ ৩৮—৪২

হলীমকচিকিৎসা—মারিতলৌহচূর্ণ মুতা চূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া খরিদের ক্বাথের সহিত পান করিলে হলীমক নিবারিত হয়। চিনি, তিল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের চূর্ণ ও লৌহ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুসহ লেহন করিলে হলীমক নিবারিত হয়॥ ৪৩। ৪৪

অমৃতলতাদিঘৃত—মাহিষ ঘৃত /৪ সের; গুলঞ্চের ক্বাথ ১৬ সের; গুলঞ্চের কল্ক /১ সের; মাহিষদুগ্ধ ১৬ সের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত হলীমক রোগিকে পান করিতে দিবে। মধুর এবং বাত পিত্তহর অন্নপান দ্বারা হলীমক রোগে প্রয়োগ করিবে॥ ৪৫। ৪৬

পাণ্ডুরোগ-কামলা ও হলীমক রোগের সামান্যচিকিৎসা– ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরতা ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে হলীমক পাণ্ডু ও কামলা রোগ নিবারিত হয়॥ ৪৭

ত্র্যূষণাদি মণ্ডূরবটিকা—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা, দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ দুই দুই পল, অঞ্জনসন্নিভ শুদ্ধ মণ্ডূর চূর্ণ (সকল চূর্ণের) দ্বিগুণ; প্রথমে আটগুণ গোমূত্রে মণ্ডূর চূর্ণ পাক করিয়া আসন্নপাকে তাহাতে ত্রিকটু চূর্ণাদি প্রক্ষেপ করিয়া পাক সমাপন করিবে। এবং তাহাতে ডুমুরের সমান বটক সকল প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ঐ বটক তক্রের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে সাত্ম্যভোজন ব্যবস্থা করিবে। মণ্ডূরবটিকা পাণ্ডুরোগিগণের প্রাণপ্রদ। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, জঠর, শোথ, উরুস্তম্ভ, কফজরোগ, অর্শঃ, কামলা, মেহ ও প্লীহা প্রশমিত হয়॥ ৪৮—৫২

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ—চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, পল্‌তা, দুরালভা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নিমছাল, ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ ফল এই অষ্টাদশ দ্রব্যের চূর্ণ সমান সমান মাত্রায় লইবে এবং সর্ব্বচূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ লইয়া তাহাতে মিশাইবে। সেই মিশ্রিত চূর্ণ, ঘৃত মধুতে মর্দ্দিত করিয়া তাহাতে বটিকা প্রস্তুত করিবে। তক্রের সহিত ইহা সেব্য। এই লৌহ সেবনে পাণ্ডু, হলীমক, শোথ, প্রমেহ, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বাগ্‌রোধ, আমবাত, ব্রণ, গুল্ম, কফবিদ্রধি, শ্বিত্র ও কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ৫৩—৫৬

পাণ্ডু কামলা ও হলীমক রোগে যব-গোধূম-শালি-অন্ন, হিতকর-জাঙ্গলমাংসরস এবং মুগ অড়হর ও মসূর যূষ সহ ভোজন ব্যবস্থা করিবে॥ ৫৭

ইতি পাণ্ডুরোগ-কামলা-হলীমকাধিকার।

রক্তপিত্তাধিকার।

রক্তপিত্তের নিদান সম্প্রাপ্তি ও মার্গ—আতপ, ব্যায়াম, শোক, পথপর্য্যটন, মৈথুন এবং তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-ক্ষার-লবণ-অম্ল ও কটু এই সমস্ত অতিসেবিত হইলে পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া স্বগুণে (নিজ তীক্ষ্ণোষ্ণ পূতিত্বাদি গুণে) রক্তকে আশু দূষিত করিয়া ফেলে। অনন্তর সেই পিত্তদুষ্ট-রক্ত উর্দ্ধমার্গ দ্বারা অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ও মুখ মার্গ দ্বারা অথবা অধোমার্গ দ্বারা অর্থাৎ লিঙ্গ যোনি ও গুহ্য মার্গ দ্বারা কিংবা উর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গ দ্বারাই বহির্গত হইয়া থাকে। অতি কুপিত হইলে সমস্ত রোমকূপ দিয়াও নির্গত হয়।

টীকা।—"তীক্ষ্ণ" মরিচাদি। "উষ্ণ"—অগ্নি-তাপাদি। "ক্ষার"—যবক্ষারাদি। "বিদগ্ধ"—দূষিত। "স্বগুণে"—স্বকারণ গুণে অর্থাৎ তীক্ষ্ণো-

ষ্ণাদি নিজ কারণগুণে। গুণশব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হওয়ায় তীক্ষ্ণ-অম্ল-লবণ-কটু-উষ্ণ ও ঘর্ম্মাদি গ্রাহ্য।” “বিদগ্ধ করে”—দূষিত করে। রক্তপিত্তের সামান্য লক্ষণ—উর্দ্ধাদি মার্গে রক্তের নির্গম। এস্থলে রক্তকে উপলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কেবল রক্তের নির্গম না বুঝিয়া রক্তসংসৃষ্ট পিত্তেরও নির্গম বুঝিবে। এই জন্যই সুশ্রুতঋষি রক্তপিত্ত পদে দ্বন্দ্ব সমাস করিয়াছেন। কিন্তু চরক ঋষি কর্ত্তৃক কর্ম্মধারয় সমাসে রক্ত পিত্তের নিরুক্তি উক্ত হইয়াছে। যথা রক্ত অর্থাৎ রাগপরিপ্রাপ্ত পিত্ত, রক্তপিত্ত ইতি কর্ম্মধারয়। যাহা হউক সংযোগ দূষণ এবং গন্ধ বর্ণের সামান্য এই কারণত্রয়ে উভয়ত্রই দোষ ঘটে নাই। রক্তপিত্ত রোগে রক্তও নির্গত হয় এবং তৎসহচর হইয়া পিত্তও নির্গত হয়, সুতরাং দ্বন্দ্ব সমাসে কোন দোষ হয় নাই। আর পিত্তও রাগ পরিপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ রক্তবৎ লোহিত বর্ণ ও গন্ধবিশিষ্ট হইয়া বহির্গত হয়, সুতরাং কর্ম্মধারয় সমাসেও কোন দোষ ঘটে নাই ॥ ১—৩

রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ—এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অবসন্নতা, শীতাভিলাষ, কণ্ঠধূমায়ন (কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রত্যয়) বমি ও লৌহগন্ধি নিশ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৪

বিশিষ্টরূপ—রক্তপিত্ত কফান্বিত হইলে ঘন ঈষৎপাণ্ডুবর্ণ, ঈষৎ স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল হয়। রক্তপিত্ত বাতান্বিত হইলে শ্যাব বা অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, পাত্‌লা ও রুক্ষ হয়। পিত্তোল্বণ হইলে কষায়াভ (বটপত্রাদির কাথবৎ বর্ণ), কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রাভ, চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ বা আগারধূমবদ্‌বর্ণ (ঝুলবৎ) অথবা সৌবীরাঞ্জন সদৃশবর্ণ হয় ॥ ৫ । ৬

সংসর্গবিশেষে মার্গভেদ—শ্লেষ্মাদি দোষভেদে রক্তপিত্তের যে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ উক্ত হইল, তাহাদের দুই প্রকারের লক্ষণ একত্র সংঘটিত হইলে দ্বন্দ্বজ এবং তিন প্রকারেরই লক্ষণ মিলিত হইলে সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলিয়া জানিবে। কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত উর্দ্ধমার্গগামী. বাতানুগ রক্তপিত্ত অধোমার্গনিঃসারী এবং বাতশ্লেষ্মসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত উর্দ্ধাধঃ উভয়মার্গগামী হইয়া থাকে ॥ ৭

রক্তপিত্তের উপদ্রব—দৌর্ব্বল্য, কাস, শ্বাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তে ঘোর বিদাহ, সদা অধৈর্য্য, হৃদয়ে অতুল্য পীড়া, তৃষ্ণা, মলভেদ, মস্তকে সন্তাপ, দুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন (পচা গন্ধের নির্গম), আহারে দ্বেষ ও আহারাপরিপাক, এইগুলি এবং বক্ষ্যমাণ মাংসপ্রক্ষালন জলসদৃশ বর্ণাদি যাবতীয় রক্তবিকৃতি রক্তপিত্তের উপসর্গ জানিবে ॥ ৮

সাধ্যত্বাদিক—একদোষানুগ রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষ রক্তপিত্ত যাপ্য, ত্রিদোষ রক্তপিত্ত অসাধ্য। আর মন্দাগ্নি পীড়িত ব্যক্তির, নানা ব্যাধি দ্বারা ক্ষীণ দেহ ব্যক্তির, বৃদ্ধব্যক্তির ও আহারশক্তিহীন ব্যক্তির অতি বেগবান্ রক্তপিত্ত অসাধ্য। উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য, অধোগ রক্তপিত্ত যাপ্য এবং উর্দ্ধাধঃ উভয়মার্গ প্রবৃত্ত রক্তপিত্ত অসাধ্য ॥ ৯ । ১০

সাধ্য-রক্তপিত্ত—রোগির যদি বল থাকে এবং রক্তপিত্তরোগ যদি অল্পকালজাত, অল্পবেগ বিশিষ্ট, নিরুপদ্রব (দৌর্ব্বল্যাদি উপদ্রব রহিত) ও একমার্গ অর্থাৎ কেবল উর্দ্ধমার্গগামী হয় এবং কালও যদি উপযুক্ত অর্থাৎ হিম বা শিশির-ঋতু হয়, তাহা হইলে সে রক্তপিত্ত সাধ্য জানিবে ॥ ১১

অসাধ্য রক্তপিত্ত—রক্তপিত্তরোগে রক্ত যদি মাংসপ্রক্ষালন জল সদৃশ বা পচা দুর্গন্ধযুক্ত, কিংবা কর্দ্দমাক্ত জলবৎ অথবা মেদঃ-পূয-রক্ততুল্য বা যকৃৎ খণ্ড সদৃশ, বা পাকা জামের ন্যায় স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কিংবা কৃষ্ণ নীল বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণ বিশিষ্ট ও শবদুর্গন্ধি হয়, কিংবা যদি দৌর্ব্বল্য শ্বাস কাসাদি উপদ্রব সমূহ ঘটে, তাহা হইলে রোগ অসাধ্য জানিবে।

যে রক্তপিত্ত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রোগী ঘটপটাদি দৃশ্য পদার্থ সকলকে অথবা অদৃশ্যপদার্থ আকাশকেও রক্তবর্ণ দর্শন করে, সে রক্তপিত্ত নিশ্চয় অসাধ্য ॥ ১২।১৩

অরিষ্ট লক্ষণ—যে রক্তপিত্তরোগী বারংবার রক্তবমন করে, কিংবা আপন উদ্‌গারকে লালবর্ণ দেখে ও যাহার চক্ষুঃলালবর্ণ হয় তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। (ব্যাধি মাহাত্ম্যে রোগী আপন উদ্গারকেও লোহিত বর্ণ দর্শন করে, বাস্তবিক উদ্গার লোহিতবর্ণ নহে) ॥ ১৪

রক্তপিত্তের চিকিৎসা—রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে রক্তকে প্রথমেই বন্ধ করিবে না কারণ—দুষ্টরক্ত বন্ধ হইলে হৃদ্‌গ্রহ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীরোগ, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বরাদি উপস্থিত হইতে পারে। রক্তপিত্ত রোগিকে শালি, ষষ্টিক, নীবার (তৃণধান্য), কোদধান্য, প্রসাদিকা, শ্যামাধান্য ও প্রিয়ঙ্গু (কঙ্গুধান্য) ইহাদের অন্ন খাইতে দিবে।

মসূর, মুগ, ছোলা, বনমুগ ও অড়হর ইহাদের ডাইল ব্যবস্থা করিবে। অম্লার্থ—দাড়িম, আমলকী খাইতে দিবে। রোগির যদি শাক সাত্ম্য হয়, তাহা হইলে শাকার্থ—পটোল, নিমপত্র, বটপত্র, পাকুড়পত্র, অম্লবেতস পত্র ও নটেশাক প্রভৃতি খাইতে দিবে। মাংসার্থ—পারাবত, কপোত, লাব, রক্তাক্ষ-বর্ত্তক, শশ, কপিঞ্জল, এণ, হরিণ, কালপুচ্ছক, ইহাদের মাংসের রস প্রয়োগ করিবে। কারণ এই সকলের মাংস রক্তপিত্ত নাশক। ঐ মাংসরস দাড়িমাদির রসে ঈষদম্লীকৃত করিয়া অথবা অনম্লই ঘৃতে সন্তলন করিয়া এবং তাহাতে সৈন্ধব মিশাইয়া খাইতে দিবে। কফানুগ রক্তপিত্তে যূষ ও শাক এবং বাতানুগ রক্তপিত্তে মাংসরস পথ্য। মটরের যূষ ও চিনিসংযুক্ত খৈএর ছাতুও হিতকর॥ ১৫—২১

ধান্যকাদ হিম—ধনে, আমলকী, বাসক, দ্রাক্ষা ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের হিমকষায় পান করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও শোষ নষ্ট হয়।

বালা, উৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ী ইহাদের ক্বাথে মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত সদ্যঃবিনষ্ট হয়।

পদ্ম ও উৎপলের কিঞ্জল্ক (কেশর), চাকুলে ও প্রিয়ঙ্গু, জলে সিদ্ধ করিয়া রক্তপিত্ত রোগিকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা উগ্র রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়।

বাসকপত্রের রসে অথবা তাহার ক্বাথে মধু ও চিনিসংযুক্ত করিয়া পান করিলে সুদারুণ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বাসকপত্র পেষণ করিয়া তাহা পুটপাক করিবে। পরে তাহা হইতে রস গালিত করিয়া শীতলাবস্থায় সেই রসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত, কাস, জ্বর ও ক্ষয় বিনষ্ট হয়।

উৎপল, কুমুদ, পদ্ম, কহ্লার, রক্তোৎপল ও যষ্টিমধু ইহারা রক্তপিত্ত তৃষ্ণা ও বমনহরগণ।

রোগির যদি বাঁচিবার আশা থাকে, তাহা হইলে বাসক বিদ্যমান থাকিতে রক্তপিত্তরোগী ক্ষয়রোগী ও কাসরোগী কেন অবসন্ন হইবে ?

এই বচনের ভাবার্থ এই—রক্তপিত্ত ক্ষয় ও কাস রোগনাশে বাসক একটি মহৌষধ।

বাসকছাল মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্) ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকলপ্রকার শ্বাস, রক্তপিত্ত ও কাস প্রশমিত হয়॥ ১২—৩০

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত—ছাগ ঘৃত চারিসের; কল্কার্থ—দূর্ব্বা, উৎপলকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, গোরক্ষচাকুলে, রক্তচন্দন, বেণামূল, মুতা, শ্বেতচন্দন ও পদ্ম কাষ্ঠ, প্রত্যেক এক কর্ষ (দুইতোলা), তণ্ডুলধৌত জল ষোলসের এবং ছাগদুগ্ধ ষোলসের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়; ইহার নস্য লইলে নাসিকার রক্তনির্গম বন্ধ হয়, কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের রক্তস্রাব রোধ হয়, নেত্রে পূরণ করিলে নেত্র দিয়া রক্তপড়া বন্ধ হয়; ইহার বস্তি প্রয়োগ করিলে লিঙ্গের ও গুহ্যমার্গের রক্তনিস্রাব প্রশমিত হয়, এই ঘৃত গাত্রে মর্দ্দন করিলে রোমকূপ প্রবৃত্ত রক্ত রুদ্ধ হয়। সকল প্রকার রক্তপিত্তে এই দূর্ব্বাদ্য ঘৃত শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ৩১—৩৫

কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহাতে মধু ও বাসকের রস মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে নাসিকা-মুখ ও গুহ্যদ্বারের রক্তস্রাব এবং যোনি মেঢ্রাদি প্রবৃত্ত রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। ইহা সিদ্ধ ঔষধ। শস্ত্রাঘাতের রক্তবন্ধ না হইয়া বেগে নির্গত হইতে থাকিলে এই চূর্ণদ্বারা ক্ষতস্থান অবচূর্ণিত করিলে রক্তবন্ধ হইয়া যায়।

ইক্ষুর মধ্যকাণ্ড, নীলোৎপল ও নীলোৎপলকন্দ, পদ্মকেশর, শিমুল মূল, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বটাঙ্কুর ও বটের ঝুরি, দ্রাক্ষা ও খর্জ্জূর, প্রত্যেক সমভাগ। ইহাদের কষায় একরাত্রি বাসি করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে রক্তপিত্ত ও প্রমেহ শীঘ্র নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষার সহিত বা প্রিয়ঙ্গুর সহিত বা পিয়াল ফলের সহিত বা যষ্টিমধুর সহিত অথবা গোক্ষুরের সহিত কিংবা শতমূলীর সহিত যথাবিধি দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

পক্ক যজ্ঞডুমুর, পাকা গাম্ভারীফল, হরীতকী, খর্জ্জূর ও আঙ্গুর ইহাদের প্রত্যেকটী মধুর সহিত লেহন করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

অধিক মাত্রায় রক্তনিস্রুত হইলে মধুসংযুক্ত করিয়া ছাগলের টাট্‌কা রক্ত পান করিবে, অথবা ছাগলের যকৃৎ কিংবা পিত্ত সমন্বিত মাংস খাইবে।

ঘৃতভৃষ্ট আমলকী জলে বা কাঁজীতে বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে সেতু যেমন জলবেগ রোধ করে, আমলকীর প্রলেপও সেইরূপ নাসাপ্রবৃত্ত রক্ত বন্ধ করিয়া থাকে। নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে শীতল জলে চিনি মিশাইয়া তাহা মুখদ্বারা বা নাসিকা দ্বারা আশু পান করিবে। অথবা চিনি-

সংযুক্ত দ্রাক্ষারস বা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত কিংবা ইক্ষুরস পান করিবে। দাড়িম ফুলের রস, দূর্ব্বার রস, আম্র-কেশীর রস বা পলাণ্ডুর রস নস্যার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদের নস্যে নাসিকাস্রাবি-রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৪৭

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ—বৃহদাকার পুরাণ পীন-কুষ্মাণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহার বীজাধার, বীজ, ত্বক্ এবং শিরা সকল ফেলিয়া দিয়া শস্য এক তুলা পরিমাণে (১২॥০ সের) লইবে। পরে তাহা দুই তুলা (২৫ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া এক তুলা জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এবং শীতল হইলে কুষ্মাণ্ডখণ্ড সকল একখান দৃঢ়বস্ত্রে নিষ্পীড়িত করিবে। তদনন্তর সেই জল কুষ্মাণ্ড পাকের জন্য যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিবে এবং কুষ্মাণ্ড শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে একখান তাম্র কটাহে /৪ সের গব্যঘৃত নিক্ষেপ করিয়া সেই ঘৃতে কুষ্মাণ্ডশস্য ভর্জ্জন করিবে। যখন দেখিবে—তাহা মধুবর্ণ হইয়াছে, তখন তাহাতে সেই পূর্ব্বরক্ষিত জল নিক্ষেপ করিবে। এবং ১ তুলা (১২॥০ সের) চিনি দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে পিপুল শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল এবং ধনে তেজপত্র এলাচ, দারুচিনি ও মরিচ প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধ পল প্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে ঘৃতের অর্দ্ধ অর্থাৎ /২ সের মধু মিশাইবে। ইহা এক পল পরিমাণে অথবা অগ্নিবল অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ সেবনে রক্তপিত্ত নাশ হয় এবং পিত্তজ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, প্রদর, কৃশতা, বমি, কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, স্বরভেদ, ক্ষত, ক্ষয় ও বৃদ্ধি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক ॥ ৫৮—৫৬

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ—দৃঢ়-পীন-পুরাণ-কুষ্মাণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহার বীজাধার বীজ ত্বক্ ও শিরা সকল ফেলিয়া দিয়া এবং তাহা অতি সূক্ষ্ম.সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া ১ তুলা (১২॥০ সের) পরিমাণে লইবে। পরে এক তুলা গোদুগ্ধে মৃদু অগ্নিতে তাহা ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাককালে তাহাতে চিনি দেড় তুলা, গব্য ঘৃত চারিসের, মধু দুই সের, নারিকেল শস্য এক কুড়ব (অর্দ্ধ সের), পিয়াল ফলের মজ্জা দুই পল এবং তিখুরী এক পল নিক্ষেপ করিয়া, লেহবৎ যথাবিধি পাক করিবে। পাক সম্যক্ সম্পন্ন হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহাতে শুলফা চূর্ণ ২ তোলা এবং ক্ষীরী (দুগ্ধফেনিকা ক্ষুপ), যমানী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া, হরীতকী, আলকুশীবীজ ও গুড়ত্বক্ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা ; ধনে, পিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা, শতমুখী, তালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শটী, জাতীফল, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, শিঙ্গেড়া (পানিফল) ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক পল ; রক্তচন্দন, শুঁঠ আমলকী ও কেশুর এই চারিটির প্রত্যেকের চূর্ণ দশ তোলা ; বেণামূলের মসনের ও মরিচের চূর্ণ দুই দুই পল নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এই কুষ্মাণ্ডাবলেহ এক পল মাত্রায়, অথবা অগ্নিবলানুরূপ উপযুক্ত মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহা ভক্ষণে রক্তপিত্ত, শীতপিত্ত, অম্লপিত্ত, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, তৃষ্ণা, প্রদর, রক্তার্শঃ, বমি, পাণ্ডু, কামলা, উপদংশ, বীসর্প, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। এই-লেহ পরমবৃষ্য, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক। ইহা নূতন মৃন্ময় পাত্রে যত্নপূর্ব্বক রাখিবে ॥ ৫৭—৭০

খণ্ডকুষ্মাণ্ড—পুরাণ কুষ্মাণ্ডের স্বরস একশত পল, গোদুগ্ধ একশত পল, আমলকী চূর্ণ আটপল এই সকল দ্রব্য মৃদুঅগ্নিতে পাক করিয়া পিণ্ডবৎ করিবে। এবং তাহাতে আট পল চিনি নিক্ষেপ করিবে। পাকসুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া অর্দ্ধপল পরিমাণে (বা অগ্নিবলানুরূপ মাত্রায়) লেহন করিবে। এই খণ্ডকুষ্মাণ্ড প্রতিদিন খাইলে রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও কামলা প্রশমিত হয় ॥ ৭১—৭৩

খণ্ডকাদ্য লৌহ—শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসকছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, বীজ রহিত ত্রিফলা, বামুনহাটী ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) প্রত্যেক দ্রব্য পাঁচপল করিয়া লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া অষ্টমাংস (৮ সের) জল থাকিতে নামাইবে। এবং মনঃশিলা বা স্বর্ণমাক্ষিক যোগে রুক্ম লৌহ জারিত করিয়া তাহার চূর্ণ ১২ পল, গব্যঘৃত ১৬ পল ও চিনি ১২ পল, সেই ক্বাথে নিক্ষেপ করিয়া একখান তাম্রকটাহে তাহা গুড়পাক বিধানে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং তাহাতে মধু দুই সের, উৎকৃষ্ট শিলাজুত দুই সের, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শ্বেতজীরা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, ত্রিফলা, ধনে, তেজপত্র, পিপুল, মরিচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল নিক্ষেপ করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহা একটি ঘৃত ভাবিত ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। (ঔষধ শীতল হইলে মধু দুইসের মিশাইতে হইবে) ঔষধ সেবনের মাত্রা ২ তোলা

পর্য্যন্ত, অনুপান গব্য দুগ্ধ। মাংসরস, দুগ্ধ, গুরু ও বৃষ্য অন্ন পান, স্নিগ্ধ মাংসাদি এবং বৃংহণ ভোজ্য পথ্য। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, পার্শ্বশূল, বাতরক্ত, প্রমেহ, শীতপিত্ত, বমি, ক্লম, শোথ,পাণ্ডুরোগ, কুষ্ঠ, প্লীহোদর, আনাহ, মূত্রসংস্রাব ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়। ইহা চক্ষুষ্য, বৃংহণ, বৃষ্য, মঙ্গলকর, প্রীতিবর্দ্ধন, আরোগ্যজনক, পুত্রপ্রদ, কামাগ্নিবলবর্দ্ধক, শ্রীকর ও শরীরের লাঘব সাধক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। খণ্ডকাদ্য লৌহ সেবনকারিকে ছাগ, পারাবত, তিত্তিরি, ক্রকর, শশ, কুরঙ্গ ও কৃষ্ণসার ইহাদের মাংস খাইতে দিবে। নারিকেলজলপান, শুষুণিশাক, বেতোশাক, শুষ্ক মূলা, জীবন্তীশাক, পটোল, বৃহতীফল, বেগুন, পক্ক আম্র; খর্জ্জূর ও মিষ্ট দাড়িম খণ্ডকাদ্য সেবির হিতকর পথ্য। যে সকল দ্রব্যের নামের আদিতে "ক" অক্ষর আছে, তৎসমস্ত দ্রব্য এবং আনূপমাংস, খণ্ডকাদ্যসেবনকারির বিশেষরূপে বর্জ্জনীয়।

অন্যান্য লৌহে যেমন পুটনাদি ক্রিয়া করিতে হয়, এই লৌহেও তাহা করিবে, কেবল **স্বর্ণমাক্ষিক** ও শিলাজতু দ্বারা ইহার মারণ করিতে হইবে না।

টীকা। ককারপূর্ব্বক নাম, যথা—কটুক, কালশাক, কুষ্মাণ্ড, কর্কটী, কর্কোটক, কলিঙ্গ, কর্কন্ধু, করমর্দ্দক, করীর, কতক, কশেরু, কাঞ্জিক ইত্যাদি বর্জ্জনীয় ॥ ৭৪—৮৮

শতাবরী পাক—শতমূলীমূলের কল্ক এক ভাগ, দুগ্ধ চারিভাগ, গব্যঘৃত চারিভাগ এবং চিনি একভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিবে। এবং ঘৃতাবশেষ থাকিতে নামাইবে। এই শতাবরী পাক অর্দ্ধপল পরিমাণে (বা অগ্নিবলানুরূপ উপযুক্ত মাত্রায়) লেহন করিলে রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষয় ও শ্বাস প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ।৯০

ইতি রক্তপিত্তাধিকার।

অম্লপিত্তাধিকার।

অম্লপিত্তের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দুষ্টঅন্ন (ব্যাপন্ন অন্ন) ভোজন, অম্লবিদাহিদ্রব্য ভোজন (যে দ্রব্য অম্লরসে পরিপাক হয়) এবং পিত্তপ্রকোপি-পান (তক্রসুরাদি) ও পিত্তপ্রকোপি-অন্ন (মাষাদি) এই সকল কারণে পূর্ব্বের স্বহেতু সঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া (অম্লরসতা প্রাপ্ত হইয়া) অম্লপিত্তরোগরূপে পরিণত হয় ॥ ১

অম্লপিত্তের লক্ষণ—এই রোগে ভুক্তান্নের অপরিপাক, ক্লম, বমনবেগ, তিক্ত ও অম্ল উদ্গার, দেহের গুরুতা, হৃদয় ও কণ্ঠের জ্বালা এবং অরুচি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অম্লপিত্ত দ্বিবিধ—উর্দ্ধগ ও অধোগ ॥ ২

উর্দ্ধগ অম্লপিত্তের লক্ষণ—উর্দ্ধগ অম্লপিত্তে হরিৎ পীত নীল কৃষ্ণ আরক্ত বা রক্তবর্ণ এবং অতীব নির্ম্মল বা মৎস্যধাবনজলাভ (অর্থাৎ কৃষ্ণলোহিত), অতিপিচ্ছিল, কফসংসৃষ্ট এবং লবণকটুতিক্তাদি বিবিধ রসবিশিষ্ট বমন হইয়া থাকে ॥ ৩

অধোগ অম্লপিত্তের লক্ষণ—অধোগ অম্লপিত্তে হরিৎপীতাদিবিবিধবর্ণবিশিষ্ট দুর্গন্ধ মলভেদ হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা (সর্ব্বথাজ্ঞানশূন্যতা), ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন), মোহ (বিপরীত জ্ঞান), কদাচিদ্ বা হৃল্লাস (বমনবেগ), কোঠোৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্মোদ্গম এবং অঙ্গের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪

অম্লপিত্তের অবস্থাবিশেষ—অম্লপিত্তরোগে কখন বা ভুক্তান্ন বিদগ্ধ হইলে তিক্তাম্ল বমি হয়, কখন বা অভুক্তাবস্থাতেও তিক্তাম্ল বমি হয়, এইরূপ কখন বা কণ্ঠ হৃদয় ও কুক্ষিদাহ, উদ্গার

এবং শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, হাত পায়ের জ্বালা, দেহের উষ্ণতা, অতীব অরুচি ও পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর হয়, তথা কণ্ডূ-মণ্ডল-পিড়কাশতব্যাপ্ত দেহে রোগনিচয় (অন্নবিপাক ক্লমাদি) জন্মে ॥ ৫। ৬

অম্লপিত্তে দোষসংসর্গ—অম্লপিত্ত বাতাত্মক বাতকফাত্মক ও কফাত্মক এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ভিষক্ দোষলক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রোগের দোষাবধারণ করিবেন। কারণ—অধোগ অম্লপিত্তকে অতিসার এবং ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তকে বমন রোগ বলিয়া চিকিৎসকের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে ॥ ৭

দোষভেদে লক্ষণভেদ—বাতাত্মক অম্লপিত্তে কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, গাত্রচিমিচিমিকরণ ও গাত্রাবসাদ, শূলবদ্ বেদনা, অন্ধকারদর্শন, ভ্রম (বিপরীত জ্ঞান), প্রমোহ (মনোমোহ) ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ দর্শন করা যায়।

কফাত্মক অম্লপিত্তে—কফনিষ্ঠীবন, দেহের গুরুতা ও জড়তা, অরুচি, শীতানুভব, অবসাদ, বমি, শ্লেষ্মদ্বারা মুখের লিপ্ততা, অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলতা, কণ্ডূ ও নিদ্রাধিক্য এই লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়।

বাতকফসম্ভূত অম্লপিত্তে—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক এই উভয়বিধ অম্লপিত্তের লক্ষণ সকলই মিলিত প্রকাশ পায় ॥ ৮। ৯

অম্লপিত্তের সাধ্যত্বাদি—অম্লপিত্তরোগ অচিরোৎপন্ন হইলে বিশেষ যত্নদ্বারা সাধ্য হইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালজাত হইলে তাহা যাপ্য, তবে হিতাহারাচারশীল কাহারও বা দীর্ঘকালজাত অম্লপিত্তও কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ১০

শ্লেষ্মপিত্তের লক্ষণ—তিক্ত-অম্ল ও কটু উদ্গার, হৃদয়, কুক্ষি ও কণ্ঠের দাহ, অন্ধকার দর্শন, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, আলস্য, শিরঃপীড়া, মুখ দিয়া জলস্রাব ও মুখের মধুরতা এইগুলি শ্লেষ্মপিত্তের লক্ষণ ॥ ১১

অম্লপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্তের চিকিৎসা—অম্লপিত্তে পল্‌তা নিমছাল ও বাসকছাল ইহাদের ক্বাথ পান করাইয়া রোগির বমন করাইবে। অথবা ময়নাফল মধু ও সৈন্ধব উপযুক্ত মাত্রায় খাওয়াইয়া বমন করাইবে। মধু ও আমলকীর রসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ খাওয়াইয়া রোগির বিরেচন করাইবে। বমনদ্বারা ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তের এবং বিরেচন দ্বারা অধোগ অম্লপিত্তের প্রশম করিবে। অম্লপিত্তরোগে তীক্ষ্ণবীর্য্যদ্রব্যদ্বারা সংস্কার না করিয়া যব ও গোধূমকৃত খাদ্যসকল রোগিকে খাইতে দিবে। অথবা দোষানুসারে চিনি ও মধু সংযুক্ত যবের ছাতু পথ্য দিবে।

নিস্তুষ (খোসারহিত) যব, বাসকছাল ও আমলকী, জলে ক্বথিত করিয়া এবং সেই ক্বাথ জলে ত্রিসুগন্ধিচূর্ণ (এলাচ-দারুচিনি-তেজপাতচূর্ণ) ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্তজনিত বমি অতি শীঘ্রই নিবারিত হয়।

গুলঞ্চ নিম ও পল্‌তা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বজ্র যেমন বৃহৎ তালতরুকে বিনষ্ট করে, এই ক্বাথ পীত হইলেও তেমনি নানারূপ সুদারুণ অম্লপিত্তকেও বিনাশ পাওয়াইয়া থাকে।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও পল্‌তা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

আকনাদি, পল্‌তা, যব, রক্তচন্দন, ধনে, আমলকী, বাসকছাল, গুড়ত্বক্, নাগকেশর, পিপুল ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণে ঘৃত চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া যথাবিধানে লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, জ্বর, দাহ ও শোষ বিনষ্ট হয়। ইহা আমলকীর রসের সহিত খাইলে অম্লপিত্ত, বমন, অরুচি, দাহ, মোহ, খালিত্য, মেহ, শিশির ব্রণ ও শুক্রদোষ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা আমলকীর রসের সহিত সতত সেবন করিলে বৃদ্ধনরও রিরংসু হইয়া থাকে ॥ ১২—১৯

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ—পুরাণ কুষ্মাণ্ডের রস একশত পল (১২॥০ সের), গোদুগ্ধ একশত পল, আমলকীচূর্ণ আট পল (১ সের), চিনি আটপল, গব্যঘৃত দুইপল (এক পোয়া) এই সকল দ্রব্য যথাবিধি মৃদুঅগ্নিতে পাক করিবে। এবং পিণ্ডিতবৎ হইলে তাহা নামাইবে। অগ্নিবলানুসারে এই অবলেহ অর্দ্ধপল বা একপল মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহা খণ্ডকুষ্মাণ্ডক নামে খ্যাত। খণ্ডকুষ্মাণ্ডক অম্লপিত্তনাশের পরম ঔষধ ॥ ২০—২২

নারিকেলখণ্ড—সুপক্ক নারিকেলশস্য শিলায় পেষণ ও বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) লইয়া অর্দ্ধপোয়া গব্য ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইবে। পরে চারিসের নারিকেল জলে, তদভাবে চারিসের গব্যদুগ্ধে অর্দ্ধসের চিনি গুলিয়া ঐ নারিকেল শস্য পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে ধনে, পিপুল, মুতা ও চাতুর্জাত (দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ ও নাগেশ্বর) ইহাদের

প্রত্যেকের চূর্ণ টঙ্ক পরিমাণে (চারিমাষা মাত্রায়) নিক্ষেপ করিবে। অগ্নিবলানুসারে একপল বা অর্দ্ধপল মাত্রায় প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। এই নারিকেলখণ্ড পুংস্ত্ববর্দ্ধক, নিদ্রাজনক ও বলপ্রদ। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, শূল, পরিণামশূল ও ক্ষয় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। দাবানল শুষ্কবৃক্ষকে যেমন বিনষ্ট করে, অম্লপিত্তনাশে ইহাও তদ্বৎ জানিবে ॥ ২৩—২৬

বৃহন্নারিকেলখণ্ড—শিলাপেষিত নারিকেল শস্য দুইসের এবং বস্ত্র নিষ্পীড়িত সুপক্ক পুরাণকুষ্মাণ্ড শস্য চারিসের এই দ্রব্যদ্বয় অর্দ্ধসের গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। তদনন্তর তাহাতে গব্যদুগ্ধ ষোলসের ও পরিষ্কৃত চিনি চারিসের নিক্ষেপ করিয়া তৎসমস্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে ছোট এলাইচ, ধনে, আমলকী ক্ষেতপাপড়া, মূতা, বালা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, পানিফল, কেশুর, দারুচিনি, তেজপত্র ও কর্পূর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা নিক্ষেপ করিবে এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা একটি নূতন মৃন্ময়পাত্রে রাখিবে। ইহা একপল মাত্রায় বা অগ্নিবলানুরূপ উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাইবে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অরুচি, বাতরক্ত, তৃষ্ণা, দাহ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, ক্ষয়, শূল ও পরিণাম শূল আশু বিনষ্ট হয়। এই নারিকেলখণ্ড অশ্বিনীকুমার দ্বয় কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ইহা বর্ণপ্রদ, বৃংহণ, বৃষ্য, পুংস্ত্ববর্দ্ধক, নিদ্রাজনক ও বলকারক ॥ ২৭—৩৫

পিত্তশ্লেষ্ম-চিকিৎসা—হরীতকী, পিপুল, দ্রাক্ষা, চিনি, ধনে ও দুরালভা ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কণ্ঠদাহ ও পিত্তশ্লেষ্মার প্রশম হয়।

পল্‌তা, যব, ধনে, পিপুল ও আমলকী ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুঁঠ ও পল্‌তার ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্ম-বমি-কণ্ডূ-কোঠ-বিস্ফোট ও দাহনাশক, অগ্নিদীপক ও পাচক। পিপুল ও হরীতকীচূর্ণ এবং খণ্ড (খাঁড়) সমানাংশে লইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক পিত্তশ্লেষ্মহর ও অগ্নিমান্দ্যনাশক ॥ ৩৬—৩৯

ইতি অম্লপিত্তাধিকার।

রাজযক্ষ্মাধিকার।

*

রাজযক্ষ্মার বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান—বেগরোধ ক্ষয় সাহস ও বিষমাশন এই হেতু চতুষ্টয় হইতে যক্ষ্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি।

টীকা। "বেগরোধ"—বাত মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ। যেহেতু যক্ষ্মার নিদান কথনে বাত মূত্র ও পুরীষের বেগধারণকে চরক একটি অন্যতম নিদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "ক্ষয়"—যদ্দ্বারা রস রক্তাদি ধাতু ক্ষীণ হয়, তাহাকে ক্ষয় কহা যায়। অতএব ক্ষয়শব্দে এস্থলে অতিমৈথুন-অনশন ঈর্ষ্যাদি-ধাতুক্ষয়হেতু সকল বুঝিতে হইবে। "সাহস"—বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধাদি। "বিষমাশন"—বহু অল্প বা অকালভোজন। "ত্রিদোষ"—সান্নিপাতিক তন্ত্রান্তরে যক্ষ্মরোগের বহুসংখ্যক হেতু উক্ত হইয়াছে কিন্তু তৎসমুদায়কেই এই হেতুচতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। রাজযক্ষ্মা ক্ষয় ও শোষ এই তিনটি যক্ষ্মার পর্য্যায় ॥ ১

যক্ষ্মাদির নিরুক্তি—যে রোগ উপস্থিত হওয়ায় বৈদ্য রোগিকর্ত্তৃক সাদরে যক্ষিত অর্থাৎ পূজিত হন, লোকসমাজে শব্দশাস্ত্রবিশারদগণ কর্ত্তৃক তাহা যক্ষ্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে নক্ষত্রপতি রাজা চন্দ্রমার এই রোগ হইয়াছিল, তজ্জন্য মনীষিগণ ইহাকে রাজযক্ষ্মা কহিয়া থাকেন। ক্রিয়ার ক্ষয়কারক বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহা ক্ষয় নামে

এবং রসাদির শোষণ করে বলিয়া শোষ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ২—৪

সম্প্রাপ্তি—কফপ্রধান-বাতাদিদোষত্রয়দ্বারা রসবহ ধমনী সকল রুদ্ধ হইলে অনন্তর ধাতু সকল অর্থাৎ রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা ও শুক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অথবা অতি মৈথুন দ্বারা শুক্রক্ষীণ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতু সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই মানব শুষ্ক হয়।

টীকা। কারণভূত রসের ক্ষয় হওয়ায়, কার্য্যভূত রক্তাদিরও অনুক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। অর্থাৎ রসই সকল ধাতুর পোষক, সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়ায়, পোষকাভাবে কোন ধাতুই পুষ্ট হইতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই যক্ষ্মরোগে মানব শুষ্ক হইতে থাকে। মহর্ষি চরক মার্গাবরোধকে রস ক্ষয়ের অন্যতম হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চরকোক্তি যথা—“মার্গ সকল রুদ্ধ হইলে রস স্বস্থানে (হৃদয়ে) অবস্থিত থাকিয়া বিদগ্ধ হয়, তৎপরে তাহা বহুরূপ হইয়া কাসবেগে উর্দ্ধমার্গ দ্বারা (মুখাদি দিয়া) নির্গত হইয়া থাকে। কাস বিনাও রসক্ষয় হয়, কারণ মার্গাবরোধ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া রসকে শোষণ করে সুতরাং তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। মার্গাবরোধে যে, বায়ুর প্রকোপ হয়, তদ্বিষয়ে এই শাস্ত্রীয় বচন আছে, যথা—“ধাতুক্ষয়ে বায়ুর প্রকোপ হয়, মার্গাবরোধেও বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।” অনুলোম ক্ষয় উক্ত হইল, অতঃপর প্রতিলোমক্ষয় বর্ণিত হইতেছে।—অতিমৈথুনকারির শুক্র ক্ষীণ হইলে প্রতিলোম ক্রমে রসপর্য্যন্ত সকল ধাতুই ক্ষীণ হইতে থাকে। তদ্‌যথা—শুক্র ক্ষীণ হইলে মজ্জা ক্ষীণ হয়, মজ্জা ক্ষীণ হইলে অস্থি ক্ষীণ হয়, এবম্প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুগুলি ক্ষীণ হইতে থাকে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—কার্য্যভূতশুক্রের ক্ষয়ে কারণভূত মজ্জাদির ক্ষয় কি প্রকারে হইবে ? উত্তর—শুক্রক্ষয়ে বায়ু কুপিত হয়, সেই কুপিত বায়ু সান্নিধ্যহেতু ক্রমে ক্রমে মজ্জাদি সকল ধাতুকেই শোষণ করে। অর্থাৎ শুক্রক্ষয়ে বায়ু প্রকোপহেতু তৎসন্নিহিত মজ্জা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং মজ্জাক্ষয়ে বায়ুর আরও প্রকোপহেতু তৎ সন্নিহিত অস্থি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিলোমক্রমে মেদঃ মাংস রক্ত ও রস ধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে। ধাতুক্ষয়হেতু মানব শুষ্ক হইয়া পড়ে ॥ ৫

পূর্ব্বরূপ—যক্ষ্মা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দ, কফস্রাব, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মদ (মত্তত্ববৎ), পীনস, কাস ও নিদ্রাধিক্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এবং রোগাক্রম্য ব্যক্তি শুক্লনেত্র, মাংসপ্রিয় ও মৈথুনেচ্ছু হইয়া থাকে। আর সে এইরূপ স্বপ্ন দেখে, যেন কাক, শুক, শল্লকী (সজারু), ময়ূর, গৃধ্র (শকুনি), বানর ও কাঁক্‌লাস, ইহারা তাহাকে প্রাপ্ত হইতেছে, অথবা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং নদী সকল যেন জলশূন্য হইয়াছে, শুষ্ক:বৃক্ষ সকল যেন ঝড় ধূম ও দাবাগ্নিদ্বারা আকুলিত হইতেছে ॥ ৬।৭

যক্ষ্মারোগির লক্ষণ—অংসদ্বয়ে (স্কন্ধদ্বয়ে) ও পার্শ্বদ্বয়ে অভিতাপ (পীড়া), হস্তপদে সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গগত জ্বর এই তিনটি যক্ষ্মরোগির লক্ষণ।

টীকা। “অভিতাপ”—পীড়া, এস্থলে সকল ধাতুক্ষয় পূর্ব্বক সকল শরীরশোষ বুঝিতে হইবে। যক্ষ্মরোগে এই তিনটি লক্ষণই উক্ত হইয়াছে ॥ ৮

সুশ্রুতোক্ত ষট্‌ লক্ষণ—অন্নবিদ্বেষ, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তনির্গম ও স্বরভেদ, ষড়্‌রূপ যক্ষ্মাতে এই ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৯

একাদশ লক্ষণ—যক্ষ্মারোগে বায়ুর উল্বণতা দ্বারা স্বরভঙ্গ, শূলবদ্‌ বেদনা এবং স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ ; পিত্তের উল্বণতা দ্বারা জ্বর দাহ অতিসার এবং রক্তনির্গম ; কফের উল্বণতা দ্বারা মস্তকের পরিপূর্ণতা (মস্তকভার), অরুচি, কাস, কণ্ঠের উদ্ধ্বংস (গলা সুর সুর করা, কার্ত্তিকের মতে উৎকাসিকা) এই একাদশটি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। দোষদিগের উল্বণতা দ্বারা এই স্বরভেদাদি একাদশটি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—“সন্নিপাতাত্মক যক্ষ্মারোগ-একই, দোষদিগের উদ্রেক বশতই ইহাতে উক্ত লক্ষণ সকল সংঘটিত হয়” ॥ ১০। ১১

অসাধ্য যক্ষ্মা—উক্ত একাদশটি লক্ষণ দ্বারা অথবা তাহাদের মধ্যে কোন ছয়টি লক্ষণ দ্বারা-কিংবা জ্বর কাস ও রক্তনির্গম এই তিনটি লক্ষণ দ্বারা পীড়িত যক্ষ্মরোগিকে, সুবিমল যশোলিপ্সু, চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন। যক্ষ্মরোগী যদি সমস্ত লক্ষণ দ্বারা, অর্থাৎ একাদশটি লক্ষণ দ্বারা, কিংবা অর্দ্ধলক্ষণগুলি দ্বারা অর্থাৎ ছয়টি লক্ষণ দ্বারা, অথবা তিনটি লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ জ্বর কাস ও রক্তবমন দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যদি তাহার বল ও মাংস ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ

করিবে। কিন্তু যদি রোগির বলমাংস থাকে, তাহা হইলে সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সে রোগী ত্যাজ্য নহে, অপিচ চিকিৎস্য। যে যক্ষ্মরোগী প্রচুর পরিমাণে আহার করে, অথচ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং যে যক্ষ্মরোগী অতিসারে পীড়িত ও যাহার অণ্ডকোষ ও উদর শোথান্বিত, সে যক্ষ্মরোগিকে পরিবর্জ্জন করিবে।

টীকা। "মহাশন ও ক্ষীয়মাণ'' ইহা একটী অসাধ্য লক্ষণ; "অতিসার পীড়িত''—ইহা দ্বিতীয় অসাধ্য লক্ষণ। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"পুরুষদিগের বল মলায়ত্ত এবং জীবন শুক্রায়ত্ত, অতএব যক্ষ্মরোগির মল ও শুক্র যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে''। "অণ্ডকোষ ও উদরের শোথ'' ইহা তৃতীয় অসাধ্য লক্ষণ ॥ ১২—১৪

অরিষ্ট লক্ষণ—যক্ষ্মরোগির নেত্র যদি শুক্লবর্ণ হয়, অন্নে যদি বিদ্বেষ জন্মে, যদি ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয় এবং অতি যাতনার সহিত বহু শুক্র ক্ষরিত হইতে থাকে তাহা হইলে রোগী রক্ষা পায় না। (ইহাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া জানিবে) ॥ ১৫

যক্ষ্মারোগে জীবনের সীমা—যক্ষ্ম পীড়িত ব্যক্তি যদি তরুণ বয়স্ক হয় এবং যদি সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় সহস্র দিন যদি বাঁচে, অর্থাৎ যক্ষ্মরোগী যদি যুবা হয় এবং সুচিকিৎসকে যদি তাহার চিকিৎসা করে, তাহা হইলে প্রথম হাজার দিন বাঁচে, তাহার পরের হাজার দিন বাঁচিতেও পারে, মরিতেও পারে ॥ ১৬

চিকিৎসা—রোগী যদি বলবান্, চিকিৎসাদির নিয়ম সহনক্ষম, যত্নবান্ বা (বা ধৃতিমান্) দীপ্তাগ্নি ও অকৃশ হয় এবং তাহার যদি জ্বর নিয়ত ভোগ না করে, তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ১৭

নিদানবিশেষে বিশেষশোষ—মৈথুন, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত এই সাত কারণে সাত প্রকার শোষ উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ বলিব শুন।

ব্যবায়শোষি-লক্ষণ—ব্যবায় দ্বারা (মৈথুন দ্বারা) যে শোষ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যবায়শোষ কহে। ব্যবায়শোষী—শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণে উপদ্রুত ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। এবং তাহার ধাতু সকল যথাপূর্ব্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকা।—"শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণে" অর্থাৎ সুশ্রুতোক্ত শুক্রক্ষয়লক্ষণে উপদ্রুত হয়, তদ্‌যথা—শুক্র ক্ষয়ে লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অসামর্থ্য, বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের অল্প ক্ষরণ ইতি। "ধাতু সকল যথাপূর্ব্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ মৈথুন দ্বারা প্রথমে শুক্র ক্ষয় হয়, পশ্চাৎ শুক্রক্ষয়জনিত বায়ুদ্বারা মজ্জাদি ধাতু সকলও যথাপূর্ব্ব ক্ষয় পাইতে থাকে।

শোকশোষিলক্ষণ—শোকজনিত শোষরোগী—প্রধ্যানশীল অর্থাৎ যাহার বিয়োগে শোক উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বদা তচ্চিন্তারত ও শিথিলাঙ্গ হয় এবং শুক্রক্ষয় লক্ষণ ভিন্ন ব্যবায়শোষের অপর লক্ষণ সকলে উপলক্ষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শোকশোষী শুক্রাদি সর্ব্বধাতুক্ষয়যুক্ত হয়, কেবল শুক্রক্ষয়কৃত বিকারে অর্থাৎ লিঙ্গ-বৃষণ বেদনাদি দ্বারা বর্জ্জিত হইয়া থাকে। শুক্রক্ষয়কৃত বিকারে কেন বর্জ্জিত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে যে, ব্যাধির স্বভাবে।

জরাশোষি-লক্ষণ—জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য হেতু যে শোষ উৎপন্ন হয় তাহাকে জরাশোষ কহে। ইহাতে শরীরের কৃশতা এবং বীর্য্য-বুদ্ধি-বল ও ইন্দ্রিয়শক্তির অল্পতা, কম্পন, অরুচি, ভগ্নকাংস্যপাত্রের ন্যায় স্বর, শ্লেষ্মরহিত শুষ্ককাস, দেহের গুরুতা, অরতি (চিত্তের অস্থিরতা), মুখনাক-চক্ষু দিয়া জলস্রাব, শুষ্কমল ও রুক্ষদেহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অধ্বশোষি-লক্ষণ—অধিক অধ্বপর্য্যটন (পথভ্রমণ) করাতে যে শোষ হয় তাহাকে অধ্বশোষ কহে। ইহাতে অঙ্গ শিথিল এবং দেহের কান্তি, সংভৃষ্টবৎ পরুষ অর্থাৎ ভাজা দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, গাত্রাবয়ব সকল স্পর্শজ্ঞান রহিত এবং ক্লোম (পিপাসা স্থান), গলা ও মুখ শুষ্ক হয়।

ব্যায়ামশোষি লক্ষণ—ব্যায়ামজনিত শোষরোগে রোগী এই সকল লক্ষণেই অর্থাৎ অঙ্গ শৈথিল্যাদি অধ্বশোষ লক্ষণ সমূহেই বাহুল্যভাবে আক্রান্ত হয় এবং ক্ষত বিনা উরঃক্ষতের অপর সমস্ত লক্ষণে সংযুক্ত হইয়া থাকে।

ব্রণশোষ ও তাহার নিদান—কোন বিশেষ ক্ষতনিবন্ধন রক্তস্রাব, বেদনা ও আহার যন্ত্রণাহেতু যে শোষ উপস্থিত হয়, তাহাকে ব্রণশোষ কহে। এই শোষ অসাধ্যতম ॥ ১৮—২৫

উরঃক্ষত-নিদান—সতত ধনুকে জ্যারোপণ, ধনুরাকর্ষণ,* গুরুভারবহন, বলবান্ ব্যক্তির সহিত

মল্লযুদ্ধ, অতি উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান বৃষ-অশ্ব বা গজোষ্ট্রাদি কোন দমনার্হ পশুর বলপূর্ব্বক বিধারণ এবং শিলা (দীর্ঘপাষাণ), কাষ্ঠ, অশ্ম (প্রস্তরখণ্ড) বা নির্ঘাতের (অস্ত্রবিশেষের) সবলে নিক্ষেপ, শত্রু-তাড়ন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে দূরপথ গমন, সন্তরণদ্বারা বড় বড় নদী উত্তরণ, ধাবমান অশ্বের সহিত ধাবন, সহসা দূর উৎপতন (উল্লম্ফন) ও শীঘ্র শীঘ্র নর্ত্তন, এই সকল কারণে এবং এইপ্রকার অন্যান্য কঠোর কর্ম্ম সম্পাদনে বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে এবং অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম ও রুক্ষান্নপ্রমিতভোজন হেতু বায়ু কুপিত হইলে উরঃক্ষত সংজ্ঞক এই বলবান্ ব্যাধি উৎপন্ন হয় ॥ ২৬—৩০

উরঃক্ষত লক্ষণ—এই রোগে বক্ষঃস্থল যেন ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দ্বিধা বিভক্তবৎ বলিয়া অনুমিত হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়, ক্রমে বীর্য্য বল বর্ণ রুচি ও অগ্নি হীন হয়, জ্বর, ব্যথা, মনোদৈন্য, মলভেদ ও অগ্নিলোপ হয়, কাসের সহিত পচা দুর্গন্ধ শ্যাব বা পীতবর্ণ গ্রথিত ও সরক্ত কফ নিরন্তর বহুপরিমাণে নির্গত হয়। উরঃক্ষত-রোগী ক্ষতনিবন্ধন, অপিচ স্ত্রীসেবনাদি দ্বারা শুক্র ও ওজঃ পদার্থের ক্ষয় হেতু অত্যর্থ ক্ষীণ হইয়া পড়ে ॥ ৩১—৩৩

উরঃক্ষতের বিশিষ্টলক্ষণ—উরঃক্ষত রোগির বক্ষোবেদনা, রক্তবমন, বিশেষতঃ কাসের আধিক্য হইয়া থাকে। আর যদি রক্ত কফ শুক্র ও ওজঃ পদার্থের ক্ষয় হেতু রোগী ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে সরক্ত প্রস্রাব এবং পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩৪

নিদানবিশেষে উরঃক্ষতের লক্ষণ—ব্রণ রোধ ধাতুক্ষয় ও প্রতিমলকোষ্ঠ (কোষ্ঠমলের প্রতিলোমতা) এই সকল কারণে উরঃক্ষতরোগির অন্ন-পাক কালে নিশ্বাস পূতিগন্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩৫

উরঃক্ষতের সাধ্য যাপ্য ও অসাধ্য লক্ষণ—অল্পলক্ষণাক্রান্ত-দীপ্তাগ্নিসম্পন্ন বলবান্ ব্যক্তির অল্প কালজাত-উরঃক্ষতরোগ সাধ্য, বর্ষাতীত হইলে যাপ্য এবং সর্ব্বরূপসম্পন্ন হইলে অসাধ্য জানিবে ॥ ৩৬

রাজযক্ষ্মা-চিকিৎসা—যক্ষ্মরোগী যদি বহুদোষাক্রান্ত হয় এবং তাহার যদি বল থাকে, তাহা হইলে বমনবিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম করিবে। কিন্তু রোগী যদি ক্ষীণ হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে পঞ্চকর্ম্ম বিষোপম জানিবে। পুরুষদিগের বল মলায়ত্ত এবং জীবন শুক্রায়ত্ত, অতএব যত্নপূর্ব্বক যক্ষ্মরোগির মল ও শুক্র রক্ষা করিবে। শালি-ষষ্টিক গোধূম যব ও মুদ্গাদি কৃত খাদ্য, মদ্য এবং জাঙ্গল মৃগপক্ষির মাংস যক্ষ্মরোগির হিতকর ও পথ্য ॥ ৩৭—৩৯

ষড়ঙ্গযূষ—পিপুল, যব, কুলত্থ, শুঁঠ, দাড়িম ও আমলকী এই ছয়টি দ্রব্যের সহিত ছাগমাংসের রস পাক করিয়া তাহা পান করিলে পীনসাদি ছয় প্রকার বিকার প্রশমিত হয়। পিপুলাদি দ্রব্যপরিমাণ যত, ছাগমাংস তাহার দ্বিগুণ এবং জল আটগুণ যথাবিধি পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে তাহা ঘৃতে সন্তলন করিয়া লইবে। ইহাই ষড়ঙ্গযূষ নামে অভিহিত। পাক-প্রণালী যথা—যব ১পল, কুলত্থকলাই ১পল, ছাগমাংস ৪পল, জল ৪৮ পল, একত্র পাক করিবে। ১২ পল শেষ থাকিতে ১ পল গব্যঘৃতে সন্তলন করিবে। এবং তাহাতে ২ তোলা সৈন্ধব লবণ, ১ মাষা পিপুলের কল্ক, ১ মাষা শুঁঠের কল্ক ও সৌরভার্থ কিঞ্চিৎ হিঙ্ প্রক্ষেপ করিয়া পাক শেষ করিবে। (অম্লরসার্থ—অম্লদাড়িম ও আমলকীর রস তাহাতে মিশাইবে।)

অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলে ও আলকুশীবীজ ইহাদের চূর্ণ দুগ্ধে মিশাইয়া এবং তাহাতে ঘৃত মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে যক্ষ্মাদি-কাস প্রশমিত হয়।

ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত শুঁঠের সহিত খাইলে এবং সতত ছাগ সেবা করিলে ও ছাগমধ্যে শুইলে যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, লৌহ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্যে মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে এবং পথ্যাশী হইলে অতি উগ্র যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

শর্করা ও মধুসংযুক্ত করিয়া নবনীত লেহন করিলে, অথবা—অসমপরিমাণে ঘৃত মধু মিলিত করিয়া তাহা খাইলে ও দুগ্ধপায়ী হইলে ক্ষয়রোগী পুষ্টিলাভ করে ॥ ৪০—৪৫

সিতোপলাদি চূর্ণ ও অবলেহ—সিতোপলা (মিছরী) ১৬ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ এবং দারুচিনি ১ভাগ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া যক্ষ্ম-রোগিকে লেহন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কাস শ্বাস জ্বর পার্শ্বশূল অগ্নিমান্দ্য সুপ্তজিহ্বা (জিহ্বার রসানভিজ্ঞতা) ও অরুচি বিনষ্ট হয়।

হস্ত-পদ ও গাত্রদাহে জ্বরে ও উর্দ্ধগ রক্তে এই ঔষধ হিতকর। ৪৬। ৪৭

জাতীফলাদ্যচূর্ণ—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতা, তগরপাদুকা, তিল, তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কালজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন ও চাতুর্জাতক (দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ ও নাগেশ্বর) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল, সর্ব্বসম চিনি। একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, শ্বাস, গ্রহণী, অরুচি, প্রতিশ্যায় ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগ বিনষ্ট হয়।

বালরোগাধিকারোক্ত লাক্ষাদিতৈল, যক্ষরোগির অভ্যঙ্গে নিত্য প্রয়োগ করিতে বৃদ্ধবৈদ্যগণ উপদেশ দেন ॥ ৪৮—৫২

বাসাবলেহ—বাসকের রস /৪ সের, চিনি /১ সের, পিপুলচূর্ণ ২ পল (এক পোয়া) ও ঘৃত ২পল ধীরে ধীরে যথাবিধি পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে ৮ পল মধু মিশাইবে। এই লেহ লেহন করিলে রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, রক্তপিত্ত ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥৫৩—৫৫

ব্যবায়াদিহেতুক শোষ-চিকিৎসা।

ব্যবায়শোষ চিকিৎসা—ক্ষীণ (ক্ষয়প্রাপ্ত) ব্যবায়শোষিকে মাংসরস মাংস ও ঘৃত ভোজন করাইবে এবং হিতজনক হৃদ্য-মধুর-জীবনীয় ঔষধ পথ্যাদিদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

শোকশোষ-চিকিৎসা—হর্ষোৎপাদন, আশ্বাসন, দুগ্ধ এবং স্নিগ্ধ-মধুর-শীতল-দীপন ও লঘু অন্ন প্রদান দ্বারা শোকশোষির চিকিৎসা করিবে।

ব্যায়ামশোষচিকিৎসা—ক্ষতক্ষয়হিত-স্নিগ্ধ-শীতল-জীবনীয় ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা এবং শ্লৈষ্মিক বিধানে ব্যায়ামশোষির চিকিৎসা করিবে।

অধ্বশোষচিকিৎসা—সুখজনক শয্যাসনে অবস্থান, দিবানিদ্রা এবং শীতল-মধুর-বৃংহণ অন্ন ও মাংসরস ভোজন দ্বারা অধ্বশোষির চিকিৎসা করিবে।

ব্রণশোষচিকিৎসা—স্নিগ্ধ দীপন স্বাদু ও শীতল এবং ঈষদম্ল বা অনম্ল যূষ ও মাংসরসাদি দ্বারা ব্রণশোষের প্রশম করিবে ॥ ৫৬—৬০

উরঃক্ষত-চিকিৎসা **বলাদিচূর্ণ**—বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারী, শতমূলী ও পুনর্নবা ইহাদের চূর্ণ প্রতিদিন দুগ্ধের সহিত খাইলে ক্ষতক্ষয় প্রশমিত হয় ॥ ৬১

এলাদিগুটিকা—এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা এবং চিনি, যষ্টিমধু, খর্জ্জূর ও কিস্‌মিস্‌, প্রত্যেক ১ পল ; একত্র মিলিত ও মধুসংযুক্ত করিয়া তাহাতে ২ তোলা পরিমিত বটিকা সকল প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রতিদিন এক একটি ভক্ষণ করিলে ক্ষত ক্ষয় জ্বর কাস শ্বাস হিক্কা বমি ভ্রম মূর্চ্ছা মদ তৃষ্ণা শোষ পার্শ্বশূল অরোচক প্লীহা আঢ্যবাত রক্তপিত্ত ও স্বরক্ষয় বিনষ্ট হয়। এই এলাদি গুড়িকা বৃষ্য ও সন্তর্পক ॥ ৬২—৬৫

দ্রাক্ষাদিঘৃত—ঘৃত /৪ সের ; ক্বাথার্থ—দ্রাক্ষা /২ সের ও যষ্টিমধু ৮ পল, জল ১৬ সের, শেষ /৪ ; কল্কার্থ—যষ্টিমধু ১ পল, দ্রাক্ষা ১ পল, পিপুল ২ পল এবং দুগ্ধ ১৬ সের ; যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে চিনি ৮ পল মিশাইবে। এই দ্রাক্ষাঘৃত ক্ষতক্ষীণরোগে বিশেষ হিতকর। ইহাদ্বারা বাত পিত্ত জ্বর শ্বাস বিস্ফোটক হলীমক প্রদর ও রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। ইহা বলমাংস বর্দ্ধক ॥ ৬৬—৬৯

অমৃতপ্রাশ অবলেহ—ঘৃত /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, মঞ্জিষ্ঠার রস /৪ সের, ক্ষীরিবৃক্ষের কষায় /৪ সের ; কল্কার্থ—মধুরগণ (ঋদ্ধি বৃদ্ধি মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুগানি ও মাষাণি) এবং দ্রাক্ষা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেণামূল, চিনি, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, মৌলফুল, অনন্তমূল, গাম্ভারী ও গন্ধতৃণ প্রত্যেক দুইতোলা ; যথাবিধি পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু দুইসের ও চিনি /৬।০ সের এবং দারুচিনি এলাইচ ও পদ্মকেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা মিশাইবে। নিয়ম পূর্ব্বক ইহা প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। এই অমৃতপ্রাশ অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত। ইহা সেবন করিয়া দুগ্ধ ও মাংস পথ্য করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, কাস, বমি, মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর নিবারিত হয়। ইহা বলকর এবং রতিশক্তিবর্দ্ধক ॥ ৭০—৭৪

যে যে অন্নপান শরীরের তর্পক, শীতল, অবিদাহী, হিতকর ও লঘুপাক, আরোগ্যার্থী ক্ষতক্ষীণ-

রোগী তৎসমস্তই সেবন করিবে। এবং শোক, স্ত্রীসঙ্গ, ক্রোধ, অসূয়া ত্যাগ করিবে। ক্ষতক্ষীণ রোগী দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরু সেবাদি উদার বিষয়সকল ভজনা করিবে এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট পুণ্যকথা সকল শুনিবে ॥ ৭৫—৭৬

রাজযক্ষ্মায় রসপ্রয়োগ।

অমৃতেশ্বররস—মারিত পারদ, গুলঞ্চের পালো ও জারিত লৌহ ঘৃত ও মধুতে মাড়িয়া ছয়রতি মাত্রায় সেবন করিবে। রসেন্দ্রচিন্তামণিতে রাজযক্ষ্মাধিকারে অমৃতেশ্বর রস উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৭

রাজমৃগাঙ্ক—মারিত পারদ তিনভাগ, সুবর্ণভস্ম একভাগ, মারিত তাম্র একভাগ, শিলাজতু গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেক দুইভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কড়ীর মধ্যে পূরিবে এবং ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কড়ীর মুখ রুদ্ধ করিবে। পরে সেই সকল কড়ী একটা মৃদ্ভাণ্ডে রাখিয়া যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। পাক সমাপনান্তে শীতল হইলে তাহা হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ইহাই রাজমৃগাঙ্ক রস। উনিশটা মরিচ, দশটা পিপুল এবং ঘৃত ও মধুর সহিত এই ঔষধ চারি রতি মাত্রা সেবন করিলে ক্ষয় বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্মভব ক্ষয় শীঘ্রই নিবারিত হয়। রসেন্দ্রচিন্তামণিতে রাজযক্ষ্মাধিকারে রাজমৃগাঙ্ক রস উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৮—৮২

অগ্নিরস—শোধিত পারদ একভাগ, শোধিত গন্ধক দুইভাগ একত্র খলে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। এবং এই উভয়ের সমান তীক্ষ্ণলৌহ চূর্ণ তাহাতে মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনান্তে গোলাকার করিয়া তাহা একটি তাম্রপাত্রে রাখিবে এবং এরণ্ডপত্র দ্বারা সেই পাত্র আচ্ছাদন করিয়া দুইপ্রহর কাল রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। দুইপ্রহরকাল রৌদ্রে থাকিয়া উষ্ণ হইলে তাহা আটদিন ধান্যরাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। তৎপরে তাহা উদ্ধৃত ও চূর্ণীকৃত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ইহাতে সেই চূর্ণ বারিতর হইবে, অর্থাৎ তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসিতে থাকিবে। অনন্তর ত্রিকটু ত্রিফলা এলাইচ জাতীফল লবঙ্গ এই নয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ এক একভাগ, উক্ত চূর্ণের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাই অগ্নিরস। ইহার মাত্রা দুই নিষ্ক অর্থাৎ আট মাষা পর্য্যন্ত। মধুসহ নিত্য এই অগ্নিরস লেহন করিলে কাস ও ক্ষয় নিবারিত হয়। অগ্নিরস শার্ঙ্গধরে উক্ত হইয়াছে ॥ ৮৩—৮৭

ইতি রাজযক্ষ্মাধিকার।

কাসাধিকার।

কাসের নিদান সম্প্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণ—মুখ-নাসাপথে ধূম বা ধূলিপ্রবেশ, ব্যায়াম, রুক্ষান্ন ভোজন, আহারের বিমার্গ গমন (দ্রুত ভোজনাদিহেতু আহারের শ্বাসপথে প্রবেশ), মলমূত্রাদির ও হাঁচীর বেগরোধ এই সকল কারণে কুপিত প্রাণবায়ু কুপিত উদান বায়ুর অনুগত এবং ভগ্নকাংস্যপাত্রের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট হইয়া সেই বায়ু (তাদৃশ প্রাণ বায়ু) সহসা মুখ দিয়া নির্গত হয়। ইহাকে পণ্ডিতগণ কাসরোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥ ১। ২

কাসের সংখ্যা—বায়ু, পিত্ত, কফ, উরঃক্ষত ও ধাতুক্ষয় এই পাঁচ প্রকার কারণে পাঁচপ্রকার কাস উৎপন্ন হয়। সকলপ্রকার কাসই উপেক্ষিত হইলে অর্থাৎ অচিকিৎসিত হইলে উত্তরোত্তর বলবান্ হইয়া শেষে ক্ষয়ে অর্থাৎ রাজযক্ষ্মায় পরিণত হয় ॥ ৩

পূর্ব্বরূপ—কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মুখ ও কণ্ঠদেশ যবাদির শুঁয়াদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভূত হয় এবং গলার মধ্যে কণ্ডূ হয় (গলা সুরসুর করে) এবং ভোজ্যের অবরোধ হয় অর্থাৎ আহার গ্রাস গিলনে কণ্ঠ-ব্যথা উপস্থিত হয় ॥ ৪

বাতিক কাসের লক্ষণ—এই কাসে হৃদয়ে শঙ্খদেশে (ললাটৈক দেশে) পার্শ্বদ্বয়ে উদরে ও মস্তকে শূলনি, মুখের শুষ্কতা, বল স্বর ও ওজঃ-পদার্থের ক্ষীণতা, নিরন্তর কাসবেগ, স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মাদি রহিত শুষ্ক কাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৫

পৈত্তিক কাসের লক্ষণ—এই কাসে হৃদয়ের দাহ, জ্বর, মুখের শোষ ও তিক্ততা, পিপাসা, পীতবর্ণ কটুস্বাদ বমন, পাণ্ডুরোগোৎপত্তি এবং কাসকালে কণ্ঠ দাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৬

শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ—এই কাসে রোগী শ্লেষ্মলিপ্তমুখ, অবসন্ন, শিরোবেদনান্বিত, কফপূর্ণদেহ, আহারবিমুখ, দেহভারাক্রান্ত ও কণ্ডূযুক্ত হয় (কণ্ঠে কণ্ডূ হয়) এবং নিরন্তর বেগে কাসিতে থাকে। কাসের সময় অতি ঘন কফ নির্গত হয়॥ ৭

ক্ষতকাসের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—অতিমৈথুন, গুরুভারবহন, অধিক পর্য্যটন, যুদ্ধ (মল্লযুদ্ধ), অশ্ব ও গজের নিগ্রহ (দমন) এই সকল কারণে শরীর রুক্ষীভূত এবং বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় করিয়া কাসরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে প্রথমে শ্লেষ্মহীন শুষ্ককাস, পরে কাসাভিঘাতে হৃদয় বিদারণহেতু সরক্ত নিষ্ঠীবন হয়, কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবদ্ ব্যথা, তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ যাতনা ও শূলনিখাতবৎ অসহ্য ক্লেশ অনুভূত হয়। পার্শ্বাদি স্থানেও দুঃখস্পর্শ ও ভঙ্গবৎ পীড়াদায়ক শূল যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তদ্ব্যতীত পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে, কাসিবার কালে কপোতধ্বনিবৎ শব্দ নির্গত হয়॥ ৮—১১

ক্ষয়কাসের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—বিষমভোজন, অসাত্ম্যভোজন, অতি মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সুচিকিৎসাভাব আত্মধিক্কার ও শোককরণ এই সকল কারণে অগ্নি ব্যাপন্ন (দুষ্ট) হইলে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া দেহক্ষয়কারক ক্ষয়জ কাস উৎপাদন করে। এই ক্ষয়জনিত কাসে গাত্রশূল, জ্বর, মোহ (মূর্চ্ছা), দাহ বা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক, দুর্ব্বল ও অতিকৃশ হয় এবং কাসের সহিত পূয রক্ত নিষ্ঠীবন করে। চিকিৎসকগণ সর্ব্বদোষলক্ষণাক্রান্ত এই ক্ষয়জকাসকে অতি দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন॥ ১২।১৩

ক্ষয়কাসের অসাধ্যত্ব সাধ্যত্ব ও যাপ্যত্ব—এই ক্ষয়জ কাস ক্ষীণ ব্যক্তিদের দেহ নাশ করে, কিন্তু রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে ইহা সাধ্য বা যাপ্য হইয়া থাকে। ক্ষতজকাসও এই প্রকার জানিবে অর্থাৎ তাহাও ক্ষীণ ব্যক্তিদের অসাধ্য এবং বলবান্ ব্যক্তিদের সাধ্য বা যাপ্য হইয়া থাকে। এই ক্ষয়জ ও ক্ষতজ কাস যদি অল্পকালজাত হয় এবং ভাগ্যক্রমে যদি সুচিকিৎসক, উপযুক্ত ঔষধ, উপযুক্ত পরিচারক পাওয়া যায়, আর রোগীও যদি সত্ত্ববলাদিযুক্ত হয়, তাহা হইলে কখন বা সুফল লাভ অর্থাৎ রোগের শান্তি হইতে পারে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের জরানিবন্ধন যে কাস হয়, তাহাকে জরাকাস কহে। সকল জরাকাসই (বাতজাদিও) যাপ্য। বাতজ পিত্তজ ও কফজ কাস যদি সাধ্যলক্ষণান্বিত হয়, তাহা হইলে সুচিকিৎসাদি দ্বারা তাহাদের প্রশম করিবে। যদি যাপ্য লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা ও পথ্যাদির সুনিয়মে তাহাদিগকে যাপিত রাখিবে, নতুবা সেই সকল কাস অসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিপজ্জনক হইবে। কাসকে উপেক্ষা করিলে জ্বর, অরুচি, হৃল্লাস, স্বরভেদ ও ক্ষয়াদি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়। অতএব তাহাকে ত্বরায় প্রশমিত করিবে। ভাবার্থ এই—স্বল্পকাসও উপেক্ষণীয় নহে, অপিচ শীঘ্র প্রতিকরণীয়॥ ১৪—১৬

কাস-চিকিৎসা—বাতকাসের চিকিৎসা—বেতোশাক, কাকমাচীশাক, মূলা, শুষুণিশাক, তৈলাদি স্নেহ, ইক্ষুরস, গৌড়িক (মদ্যবিশেষ), দধি, আরনাল (কাঁজী বিশেষ), অম্লফল, প্রসন্না (মদ্য বিশেষ) এবং স্বাদু অম্ল ও লবণরস বাতকাসে প্রশস্ত। গ্রাম্য আনূপ ও ঔদক মাংসরসের সহিত, অথবা মাষকলাই ও আলকুশীবীজের যূষের সহিত শালি-ষষ্টিক-যব ও গোধূমকৃত অন্নভোজন করিতে দিবে। দশমূলের ক্বাথে যবাগূ পাক করিয়া খাইতে দিবে। তাহা অগ্নিদীপক, বৃষ্য, বাতরোগপ্রশমক এবং শ্বাস কাস ও হিক্কারোগ নাশক। কাঁকড়ার ঝোল বা শিঙ্গীমাছের ঝোল ঘৃতে সন্তলন করিয়া তাহাতে শুঁঠের গুঁড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা বাতকাস নাশক॥ ১৭—২১

পিত্তকাসের চিকিৎসা—কণ্টকারী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, বাসক, শটী, বালা, শুঁঠ ও পিপুল ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহা পিত্তকাসপ্রশমক॥ ২২

কফকাসের চিকিৎসা—পিপ্পল্যাদি ক্বাথ—পিপুল, কট্‌ফল, শুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, কণ্টকারী, নিসিন্দা, যমানী,

চিতামূল ও বাসক ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা কফকাসনাশক ॥ ২৩।২৪

ক্ষতজকাসচিকিৎসা—ইক্ষু, ইক্ষুবালিকা (ইক্ষু ভেদ, খাগ্‌ড়া), পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল (পদ্মবিস), উৎপল (পদ্ম), শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগ, বংশলোচন দুইভাগ, চিনি সকলের চতুর্গুণ, একত্র মিলিত করিয়া ঘৃত মধুসহ উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিবে। ইহা ক্ষতকাসনিবারক ॥২৫।২৬

ক্ষয়জকাস চিকিৎসা—অর্জ্জুনছাল চূর্ণ বাসকের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে। ইহা ক্ষয়কাসরক্তহর ॥ ২৭

কাসের সামান্যচিকিৎসা—কাসপীড়িত ব্যক্তির নাসাস্রাব স্বরভঙ্গ হাঁচী ও ঘ্রাণশক্তি লোপ হইলে ধূম প্রয়োগ করিবে। মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদী ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তিন দিন তাহার ধূম পান করিবে, পরে গুড়ের সহিত দুগ্ধ খাইবে। ইহা দ্বারা পৃথগ্‌ দোষজ দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ কাস এবং যাহা শত ঔষধেও প্রশমিত হয় নাই তাহাও নিঃসংশয় প্রশমিত হয়।

মনঃশিলাদ্বারা কুলপত্র প্রলিপ্ত করিয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইবে। সেই কুলপত্রের ধূমপান ও দুগ্ধ অনুপান করিলে মহাকাস নিবারিত হয়। কণ্টকারীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল কাস প্রশমিত হয়। কণ্টকারী ও পিপুলের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কাস প্রশমিত হয় ॥ ২৮—৩২

সমশর্কর চূর্ণ—লবঙ্গ জায়ফল ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ পল (৩২ তোলা), চিনি সর্ব্বসমষ্টিসম। ইহাদের চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী রোগ আশু বিনষ্ট হয়। (সমশর্কর চূর্ণ বা বটিকা) ॥ ৩৩।৩৪

মনছাল, সৈন্ধব লবণ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড় ও হিঙ্‌ ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে কাস শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়। হরীতকী, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ গুড়ের সহিত লেহন করিলে কাস, শ্লেষ্মনির্গম ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয় ॥ ৩৫।৩৬

মরিচাদ্য চূর্ণ—মরিচ ২ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, দাড়িমফলের ত্বক্ ৮ তোলা, গুড় ১৬ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা এই সকলের চূর্ণ মিলিত করিয়া সেবন করিবে। সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগেও যে সকল কাস সাধ্য হয় নাই, এই চূর্ণদ্বারা সে সকল কাসও প্রশমিত হয়; যে সকল কাসে পূয নিষ্ঠীবন হয়, তাহাও এইচূর্ণ সেবনে নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭।৩৮

মরিচাদি গুড়িকা— মরিচ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা ও দাড়িমফলের ত্বক্ ৪ তোলা, এই সকলের চূর্ণ ১৬ তোলা গুড়ে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমিত বটিকা করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে ইহার প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার কাসই প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯।৪০

ভৃগুহরীতকী—মূল ছাল ও পত্র সমেত কণ্টকারী ১২॥০ সের এবং শ্লথপোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ টা ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং হরীতকী গুলির আঁটী ফেলিয়া দিবে। পরে হরীতকী সমন্বিত সেই ক্বাথে ১২॥০ সের গুড় নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার লেহবৎ পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে শুঁঠ পিপুল ও মরিচ এবং দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল ও মধু ছয় পল নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। রোগির বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া যথাবিধানে এই লেহ প্রয়োগ করিলে বাতাত্মক, পিত্তাত্মক, কফাত্মক, ত্রিদোষাত্মক ও দ্বিদোষাত্মক কাস, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ কাস, শ্বাস, পীনস এবং একাদশ লক্ষণাক্রান্ত উগ্র যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়। এই হরীতকী ভৃগুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪১—৪৫

কণ্টকার্য্যবলেহ—১২॥০ সের কণ্টকারী ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে গুলঞ্চ, চই, চিতা, মুতা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা, বামুনহাটী, রাস্না ও শটী প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল, চিনি ২০ পল, ঘৃত ৮ পল ও তৈল ৮ পল নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু ৮ পল, বংশলোচন ২ পল ও পিপুল চূর্ণ ৪ পল প্রক্ষেপ করিয়া উত্তম-

রূপে মিশাইয়া লইবে। এবং তাহা একটি পরিষ্কৃত সুদৃঢ় মৃৎপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই লেহ সেবন করিলে হিক্কা ও অশেষপ্রকার কাস শ্বাস প্রশমিত হয়॥ ৪৬—৫০

ইতি কাসাধিকার।

হিক্কাধিকার।

হিক্কার বিপ্রকৃষ্টকারণ—বিদাহি-গুরু-বিষ্টম্ভি-রুক্ষ ও অভিষ্যন্দি ভোজন এবং শীতল পান, শীতল ভোজন, শীতলজলে স্নান (পাঠান্তর-শীতল স্থানে অবস্থান), নাসিকা পথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, বায়ুপ্রবাহ, ব্যায়াম কর্ম্ম (ধনুরাকর্ষাদি ব্যাপার), গুরুভারবহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ ও অপতর্পণ (অনশনাদি) এই সকল কারণে হিক্কা শ্বাস ও কাস জন্মে॥ ৫১। ৫২

সম্প্রাপ্তি—বায়ু অর্থাৎ প্রাণ ও উদান বায়ু কফানুগত হইয়া অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী এই পাঁচপ্রকার হিক্কা উৎপাদন করে॥ ৫৩

সামান্য লক্ষণ—প্রাণ ও উদান বায়ু শব্দ-বিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ হিক্ হিক্ শব্দ করিয়া মুহুর্মুহুঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। বায়ুর উত্থানকালে বোধ হয় যেন তাহা যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্র সকলকে মুখ দিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। কফানুগত বায়ু আশু প্রাণ-হিংসা ও হিক্ হিক্ শব্দ করে বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে হিক্কা নামে অভিহিত করিয়াছেন॥ ৫৪

পূর্ব্বরূপ—কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মুখের কষায়তা এবং কুক্ষির আটোপ অর্থাৎ গুড় গুড় শব্দোৎপত্তি, হিক্কা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৫৫

অন্নজার লক্ষণ—অপরিমিত পান ভোজন-দ্বারা বায়ু সহসা পীড়িত ও ঊর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা উৎপাদন করে, তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে॥ ৫৬

যমলার লক্ষণ—যে হিক্কা মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে যমল বেগে অর্থাৎ জোড়া জোড়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে যমলা হিক্কা কহে॥ ৫৭

ক্ষুদ্রার লক্ষণ—যে হিক্কা জত্রুমূল হইতে (কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিস্থান হইতে) বিলম্বে বিলম্বে মন্দ মন্দ বেগে উদ্গত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রিকা কহে॥ ৫৮

গম্ভীরার লক্ষণ—যে ভয়ানক হিক্কা নাভি-স্থল হইতে উদ্গত হয়, উদ্গম কালে গম্ভীর ধ্বনি উৎপাদন করে এবং তৃষ্ণাজ্বরাদি নানা উপদ্রব ঘটাইয়া থাকে, তাহাকে গম্ভীরা কহে॥ ৫৯

মহতীর লক্ষণ—যে হিক্কার উদ্গমকালে সর্ব্বশরীর কম্পিত হয় এবং বোধ হয় যেন বস্তি-হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সেই হিক্কা মহাহিক্কা নামে অভিহিত। এই হিক্কা সতত উদ্গত হইতে থাকে॥ ৬০

অসাধ্যত্ব—যে হিক্কারোগির হিক্কার সময় শরীর কাঁপিয়া উঠে, দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত হয় ও রোগী সর্ব্বদা বিহ্বল হইয়া পড়ে সেই হিক্কা রোগিকে; এবং যে হিক্কা রোগী ক্ষীণ, অন্নদ্বেষ্টা ও যাহার অতিমাত্র হিক্কা হইতে থাকে, সেই হিক্কা রোগিকে; এবং যে গম্ভীরা বা মহতী হিক্কা দ্বারা আক্রান্ত হয় সেই হিক্কা রোগিদ্বয়কে বর্জ্জন করিবে॥ ৬১

অপর বচন—যাহার বাতাদি দোষ অতিসঞ্চিত হইয়াছে অথবা যে ব্যক্তি অরুচি হেতু আহার করিতে না পারিয়া কৃশ হইয়াছে, কিংবা নানা পীড়ায় ক্ষীণ দেহ হইয়াছে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়াছে, যে ব্যক্তি অতি মৈথুনশীল, তাহাদের এই পঞ্চবিধ হিক্কার মধ্যে যে কোন হিক্কা উপস্থিত হউক না, তাহাই আশু প্রাণনাশ করে। যমিকা হিক্কায় প্রলাপার্ত্তি-মোহ ও তৃষ্ণা উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাও প্রাণ নাশক হয়॥ ৬২। ৬৩

যমিকার সাধ্যত্ব—রোগী যদি অক্ষীণ অদীন (প্রসন্নমনাঃ), স্থিরধাতু ও স্থিরেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে যমিকা হিক্কাকেও প্রশমিত করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে প্রাণনাশক বলিয়া জানিবে ॥ ৬৪

হিক্কার চিকিৎসা—যে কিছু ঔষধ বা যে কোন অন্ন পান কফবাতঘ্ন, উষ্ণ ও বাতানুলোমক, হিক্কা ও শ্বাস রোগে তাহাই হিতকর জানিবে।

হিক্কা ও শ্বাস রোগিকে প্রথমে তৈলাভ্যক্ত করিয়া স্বেদ দিবে। তাহাদের ঊর্দ্ধাধঃ সংশোধন (বমন বিরেচন) প্রশস্ত, কিন্তু রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে শমন ঔষধ হিতকর।

নিশ্বাসাবরোধ, তর্জ্জন, বিস্ময়োৎপাদন, শীতলজলসেক, বিচিত্রকথা প্রয়োগ এবং মনোঽভিঘাত (যদ্দ্বারা মনে আঘাত লাগে) এই সকল দ্বারা হিক্কার প্রশম করিবে।

শুঁঠের সহিত ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া হিক্কা রোগিকে পান করিতে দিবে। টাবালেবুর রসে মধু ও সচল লবণ সংযুক্ত করিয়া খাইতে দিবে। যষ্টিমধু চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া, পিপুল চূর্ণ চিনিসংযুক্ত করিয়া ও শুঁঠ চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে, এই নস্যত্রয় হিক্কাঘ্ন।

প্রবাল, শঙ্খ, ত্রিফলা, পিপুল ও গেরীমাটী ইহাদের চূর্ণ ঘৃত মধুতে আপ্লুত করিয়া লেহন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

মনঃশিলার, গোশৃঙ্গের, কুড়ের, ধুনার বা কুশের ধূমপানে হিক্কার শান্তি হয়। নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে হিঙ্ ও মাষকলায় চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যে ধূম উদ্ভূত হয়, সেই ধূম পান করিলে নিঃসংশয় পাঁচ প্রকার হিক্কা আশু নিবারিত হয়।

রেণুক ও পিপুলের ক্কাথে হিঙ্ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা হিক্কা প্রশমক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চন্দ্রশূররস—চন্দ্রশূরের (হালিমের) বীজ আটগুণ জলে নিক্ষেপ করিবে বীজ সকল যখন মৃদু হইবে, তখন তাহা গ্রহণ করিবে এবং সেই জল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। হিক্কার্থ ব্যক্তি এই জল পুনঃ পুনঃ পান করিলে অবশ্য হিক্কামুক্ত হয়। মাত্রা ১ পল পর্য্যন্ত ॥ ৬৫—৭৫

ইতি হিক্কাধিকার।

শ্বাসাধিকার।

* * *

শ্বাসনিদান—যে সকল কারণে মানবের হিক্কা উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণেই অতীব ভয়ঙ্কর শ্বাস ব্যাধি জন্মিয়া থাকে ॥ ৭৬

শ্বাসের ভেদ—সেই এক মহাব্যাধি শ্বাস বিশেষ বিশেষ হেতু ও বিশেষ বিশেষ রূপভেদে মহান্ ঊর্দ্ধ ছিন্ন তমক ও ক্ষুদ্র এই পাঁচ প্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৭৭

পূর্ব্বরূপ—শ্বাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃৎপীড়া, শূল, উদরাধ্মান, আনাহ (মলমূত্রের বিবদ্ধতা), মুখবৈরস্য ও শঙ্খদেশে সূচীবেধবৎ পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৭৮

সম্প্রাপ্তি—কফপ্রধান বায়ু যখন স্রোতঃসকলকে (প্রাণ ও উদানবহ ধমনী সকলকে) সংরুদ্ধ করিয়া নিজে কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া বিমার্গ সকলে বিচরণ করে, তখনই শ্বাসরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৭৯

মহাশ্বাসের লক্ষণ—মত্ত বৃষ সংরুদ্ধ হইলে যেমন আস্ফালন পূর্ব্বক নিরন্তর শব্দ করে, মহাশ্বাসে বায়ু ঊর্দ্ধ-নীয়মান হওয়ায়, রোগীও অতিক্লিষ্ট হইয়া সেইরূপ সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে। মহাশ্বাসে জ্ঞান বিজ্ঞান নষ্ট (জ্ঞান-শাস্ত্র, বিজ্ঞান-তদর্থ বিনিশ্চয়), লোচনদ্বয় চঞ্চল, নেত্র মুখ বিবৃত, মূত্র

ও পুরীষ বিবদ্ধ, বাক্য বিশীর্ণ (স্খলিত বচন) ও মন ক্লান্ত হইয়া থাকে। মহাশ্বাসাক্রান্ত রোগির শ্বাস-শব্দ দূর হইতে স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এই রোগে শীঘ্রই বিপদ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮০—৮২

ঊর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ—এই শ্বাসে রোগী যেমন অত্যর্থ ঊর্দ্ধশ্বাস করে, সেরূপ অধঃশ্বাস করিতে পারে না। রোগির মুখ ও স্রোতঃসকল শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হওয়ায় বায়ু কুপিত হইয়া বিশেষ যাতনা উপস্থিত করে। রোগী ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও বিভ্রান্ত লোচন হইয়া ইতস্ততঃ বিকৃতি দর্শন করিতে থাকে, মূর্চ্ছা যায়, বেদনার্ত্ত হয়, শুষ্ক বদন ও অরতি পীড়িত হয়। এই রোগে ঊর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হওয়ায় অধঃশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে রোগী গ্লানিযুক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে ॥ ৮৩—৮৫

ছিন্নশ্বাস লক্ষণ—এইশ্বাসে রোগী যাবদ্ বলে (সর্ব্ববলে) বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ থামিয়া থামিয়া শ্বাস গ্রহণ করে, কিংবা নিশ্বাস টানিতেই পারে না। তজ্জন্য অতীব দুঃখার্ত্ত ও মর্ম্মচ্ছেদবদ্ বেদনায় পীড়িত হয়। ইহাতে আনাহ, ঘর্ম্মোদগম, মূর্চ্ছা, বস্তিদাহ, অশ্রুপূর্ণনেত্রতা, দেহের ক্ষীণতা, কোন একটী নেত্রের রক্তবর্ণতা (ব্যাধি প্রভাবেই একনেত্রের লৌহিত্য হইয়া থাকে, দোষ নিবন্ধন হইলে দুই নেত্রেরই লৌহিত্য সম্ভব), উদ্বিগ্ন চিত্ততা, মুখশোষ, বৈবর্ণ্য ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ছিন্ন শ্বাস পীড়িত ব্যক্তি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে ॥ ৮৬—৮৮

তমকশ্বাস লক্ষণ—বায়ু যখন প্রতিলোমভাবে স্রোতঃসমূহকে প্রাপ্ত হয়, তখন উহা গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া এবং শ্লেষ্মাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং সেই শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ হইয়া পীনস (নাসাস্রাব) ও ঘুরঘুরশব্দ বিশিষ্ট-হৃদয়বিদারক-অতীব তীব্রবেগশ্বাস উৎপাদন করে। ইহাতে:রোগী চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দর্শন করে, তৃষ্ণার্ত্ত ও চেষ্টা রহিত হয়। কাসিতে কাসিতে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যায়। শ্লেষ্মা যতক্ষণ না নির্গত হয়, ততক্ষণ রোগী অত্যন্ত ক্লেশানুভব করে, নির্গত হইলে কিছুক্ষণ যেন সুখবোধ করিয়া থাকে। কণ্ঠে কণ্ডুয়ন (গলা সুরসুর), অতিকষ্টে বাক্যকথন, অনিদ্রা, শয়ন করিলে শ্বাস যন্ত্রণা ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা হয়, উপবেশন করিলে কিছু স্বচ্ছন্দতা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উষ্ণাভিলাষ, নয়নের স্ফীততা, ললাটে ঘর্ম্ম, যন্ত্রণার আতিশয্য, মুখের শুষ্কতা, মুহুর্মুহুঃ শ্বাস ও গজারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্ব শরীরের সঞ্চালন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মেঘ বৃষ্টি শীত ও পূর্ব্ববায়ু এবং শ্লেষ্মজনক দ্রব্য সমূহ দ্বারা তমকশ্বাস বর্দ্ধিত হয়। ইহা যাপ্য রোগ, কিন্তু অল্পকালজাত হইলে কখন কখন বা সাধ্যও হইয়া থাকে ॥ ৮৯—৯৬

প্রতমকশ্বাসের লক্ষণ—(পিত্তানুবন্ধজনিত জ্বরাদি যোগে তমকশ্বাসই প্রতমক নামে অভিহিত হয়) তমক শ্বাসে জ্বর ও মূর্চ্ছা উপদ্রব থাকিলে তাহাকে প্রতমক শ্বাস কহা যায়। প্রতমকের অপর লক্ষণ—উদাবর্ত্ত (রোগ বিশেষ), নাসিকাদি পথে ধূলি প্রবেশ, অজীর্ণ (আমাদি), ক্লিন্ন (বিদগ্ধ) ও কায়নিরোধ (কায়ে বেগের নিরোধ, অথবা ক্লিন্নকায়—বৃদ্ধনর, নিরোধ-বেগ নিরোধ) এই সকল কারণেও প্রতমক শ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাস তমোময় স্থানে অথবা তমোগুণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং শীতল ক্রিয়ায় প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী আপনাকে অন্ধকার-নিমগ্নবৎ বোধ করে। প্রতমকেরই অপর নাম সন্তমক ॥ ৯৭।৯৮

ক্ষুদ্রশ্বাস লক্ষণ—রুক্ষদ্রব্য সেবন ও পরিশ্রম দ্বারা কোষ্ঠস্থ বায়ু কুপিত ও ঊর্দ্ধগত হইয়া ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপাদন করে। অল্পহেতু ও অল্পলক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহা যায়। এই ক্ষুদ্রশ্বাস অপর শ্বাসের ন্যায় (মহাশ্বাসাদির ন্যায়) দেহের বিশেষ কষ্ট দায়ক বা প্রবাধক অথবা বিনাশক নহে। ইহা দ্বারা পান ভোজনেরও উচিত গতি রুদ্ধ হয় না এবং ইন্দ্রিয় সকলেরও কোন প্রকার পীড়া বা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় না। রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র শ্বাস সাধ্য এবং মহাশ্বাসাদিও যদি অনভিব্যক্ত লক্ষণ হয়, তাহা হইলে তাহারাও সাধ্য হইয়া থাকে ॥ ৯৯—১০১

শ্বাসের সাধ্যত্বাদি—যে সকল শ্বাসের উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রশ্বাস সাধ্য, তমকশ্বাস কষ্টসাধ্য এবং মহাশ্বাস ঊর্দ্ধশ্বাস ও ছিন্নশ্বাস অসাধ্য। আর দুর্ব্বল রোগির তমকশ্বাসও অসাধ্য জানিবে।

সন্নিপাতজ্বরাদি এমন অনেক রোগ আছে, যাহারা উপেক্ষিত বা অসম্যক্ চিকিৎসিত হইলে প্রাণনাশ করিতে পারে সত্য, কিন্তু হিক্কা ও শ্বাস এই দুইটি পীড়া উপেক্ষিত বা অসম্যক্ চিকিৎসিত হইলে যেরূপ আশু প্রাণ নাশক হয় তাহারা সেরূপ নহে ॥ ১০২।১০৩

শ্বাসচিকিৎসা—শ্বাস ও হিক্কা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তৈল লবণসংযুক্ত স্নিগ্ধ স্বেদপ্রদান করিবে,

তদ্দারা গ্রথিত কফ ও শ্বাস বিলয় পাইবে এবং বায়ুও প্রশমিত হইবে। স্বেদ দ্বারা রোগী সম্যক্ স্বিন্ন হইয়াছে বুঝিলে তাহাকে মাংসরসের সহিত অন্ন খাইতে দিবে। আদার রসে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় ও কফ বিনষ্ট হয়। আঁটী রহিত তুইসের বহেড়া ছাগমূত্রে সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়। দেবদারু বেড়েলা ও জটামাংসী পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহার ধূমপান করিলে সুদারুণ শ্বাস প্রশমিত হয়।

দশমূলী, শটী, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁই আমলা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, মুতা ও চিতা ইহাদের কষায় পান করিলে, অথবা ইহাদের কষায়ে যবাগূ পাক করিয়া সেই যবাগূ খাইলে শ্বাস, হৃৎপীড়া, পার্শ্ববেদনা, হিক্কা ও কাস প্রশমিত হয়।

অথবা দশমূলের ক্বাথে পুষ্করমূল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কাস শ্বাস পার্শ্বশূল নিবারিত হয়।

কদলীপুষ্প, কুন্দপুষ্প, শিরীষপুষ্প ও পিপুল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে শ্বাস বিনষ্ট হয়!

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মুতা, পুষ্কর, শটী ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ এবং চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চ বাসক ও বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথের সহিত পান করিলে তিন দিনে ঘোরতর শ্বাসও প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্বল্পপঞ্চমূল পিত্তাধিক্যে, বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্যে প্রযোজ্য।

কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ করিয়া তাহা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে সুদারুণ শ্বাস-কাস আশু নিবারিত হয়।

হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পিপুল, রাস্না ও শটী, ইহাদের চূর্ণ গুড় ও সর্ষপ তৈলের সহিত লেহন করিলে প্রাণহর শ্বাসও বিনষ্ট হয়॥ ১০৪—১১৬

ভার্গীগুড়—বামুনহাটী মূল ১০০ পল, দশমূল মিলিত ১০০ পল অর্থাৎ প্রত্যেক ১০দশপল ও শিথিল পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ টা (ওজনে এক প্রস্থ) চারিগুণ জলে অর্থাৎ ১১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৯ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ জলে উক্ত হরীতকী গুলি এবং ১০০ পল (১২।সের) গুড় দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুনর্ব্বার পাক করিবে লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু ছয়পল, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) ও ত্রিসুগন্ধি (দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একপল, যবক্ষার চূর্ণ চারি তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে চারিতোলা পর্য্যন্ত লেহ এবং হরীতকী একটা। ইহা ভক্ষণ করিলে সুদারুণ শ্বাস, পঞ্চবিধ কাস, অর্শঃ, অরুচি, গুল্ম, মলভেদ ও ক্ষয় বিনষ্ট হয়। ভার্গীগুড় স্বর-বর্ণপ্রদ ও অগ্নিবর্দ্ধক॥১১৭—১২২

অষ্টাঙ্গচূর্ণ অর্থাৎ কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ ছাগ দুগ্ধের সহিত পান করিলে ঘোর শ্বাস কাস প্রশমিত হইয়া থাকে। (মহাকট্‌ফলাদি)।

শ্বাসের নির্মূলশান্তির জন্য দশমূলের ক্বাথ পান করিতে দিবে। যে রোগী অবশ্য মরণীয়, সেও দশমূল ক্বাথ পানে শত বৎসর বাঁচে॥ ১২৩। ১২৪

শ্বাসকুঠার রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ ও মনঃশিলা প্রত্যেক দুইতোলা, মরিচ ষোল তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক চারিতোলা; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই শ্বাসকুঠার রস সর্ব্বশ্বাস নিবারক॥ ১২৫। ১২৬

ইতি শ্বাসাধিকার।

স্বরভেদাধিকার।

স্বরভেদের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—অতি উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও অধ্যয়ন (উচ্চৈঃস্বরে বেদাদি পাঠ), বিষপান ও অভিঘাত (কণ্ঠদেশে লগুড়াদি দ্বারা আঘাত) এই সকল কারণে ও এবংবিধ অন্য কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া স্বরবহ ধমনীচতুষ্টয়ে অধিষ্ঠান করিয়া স্বর বিনষ্ট করে। স্বরভেদ ছয়প্রকার। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক,সান্নিপাতিক, ক্ষয়জ ও মেদোজ ॥১

বাতজাদি স্বরভেদের লক্ষণ—বাতজ স্বরভেদে মল মূত্র নয়ন ও আনন কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং রোগী গর্দ্দভের স্বরের ন্যায় কর্ণোদ্বেজক ভাঙ্গা স্বরে ধীরে ধীরে কথা কয়, পিত্তজ স্বরভেদে মল-মূত্র নয়ন ও আনন পীতবর্ণ হয় এবং কথা কহিবার সময় গলদেশে দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। কফজ স্বরভেদে—কণ্ঠদেশ সতত কফদ্বারা রুদ্ধ থাকায় অল্প অল্প বাক্য নিঃসৃত হয়, কিন্তু দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মিদ্বারা কফের মন্দীভাব হওয়ায় রোগী অপেক্ষাকৃত ভালরূপ কথা কহিতে পারে। সান্নিপাতিক স্বরভেদে, উক্ত বাতাদি ত্রিদোষেরই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এই স্বরভেদকে ঋষিগণ অসাধ্য বলিয়া বর্ণন করেন। ক্ষয়জ স্বরভেদে অর্থাৎ ধাতুক্ষয় জনিত স্বরভঙ্গে বাক্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রোগির বোধ হয় যেন ধূমের সহিত বাক্য নির্গত হইতেছে অর্থাৎ কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গম হইলে যেরূপ বেদনা অনুভূত হয়, বাক্য নিঃসরণ সময়েও তদ্বদ্ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ক্ষয়জনিত স্বরভেদে রোগী হতবাক্ অর্থাৎ বাক্য কথনে অসমর্থ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। মেদোজ স্বরভেদে গলদেশ কফ বা মেদঃ দ্বারা লিপ্ত হয় সুতরাং রোগী কণ্ঠলগ্ন অস্ফুটবাক্য বিলম্বে বিলম্বে উচ্চারণ করে এবং পিপাসায় কাতর হয় ॥ ২—৪

অসাধ্যত্ব—ক্ষীণের (ক্ষয়রোগির), বৃদ্ধের ও কৃশের স্বরভেদ, দীর্ঘকালোৎপন্ন স্বরভেদ, জন্মসহজাত স্বরভেদ, মেদস্বি-ব্যক্তির (অতি স্থূল ব্যক্তির) স্বরভেদ এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত সান্নিপাতিক স্বরভেদ অসাধ্য ॥ ৫

স্বরভেদ চিকিৎসা—বাতাদিজনিত শ্বাস-কাসনাশক যে সকল যোগ (ঔষধ) কীর্ত্তিত হইয়াছে, বাতাদিজনিত স্বরভেদেও দোষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

বাতজ স্বরভেদে সৈন্ধবলবণসংযুক্ত তৈল, পিত্ত স্বরভেদে মধুসংবুক্ত ঘৃত এবং কফজ স্বরভেদে যবক্ষার ও ত্রিকটুচূর্ণসংযুক্ত মধু কবল করিবে। তদ্দ্বারা গলতালু জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসারিত এবং স্বর আশু প্রসন্ন হইবে।

বাতজনিত স্বরভেদে ঘৃত মাংসরস ও অন্নভোজন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল অনুপান করিবে। পিত্তজনিত স্বরভেদে অনলস হইয়া ঘৃত দুগ্ধ ও জলপান করিবে। কফজনিত স্বরভেদে—পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে॥ ৬ -১০

নিদিগ্ধিকাবলেহ—কণ্টকারী ১০০ পল (১২॥০ সের), পিপুল মূল ৫০ পল, চিতামূল ২৫ পল ও দশমূল ২৫ পল এই সকল দ্রব্য দুই দ্রোণ (১২৮ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে পুরাণ গুড় ৮ সের মিশাইয়া লেহবৎ পুনঃ পাক করিবে। আসন্নপাকে পিপুলচূর্ণ ৮ পল, ত্রিজাতচূর্ণ (দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ চূর্ণ) প্রত্যেক ১ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল নিক্ষেপ করিয়া পাক শেষ করিবে। পাক শেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে অর্দ্ধসের মধু মিশাইবে। ইহাই নিদিগ্ধিকাবলেহ। এই লেহ যথাগ্নি সেব্য। ইহা স্বরভেদ ও প্রতিশ্যায়নাশক মুখ্য ঔষধ। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, মেহ, গলরোগ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১—১৬

মৃগনাভ্যাদিলেহ—মৃগনাভি, ছোট-এলাইচ, লবঙ্গ, বংশলোচন এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে মধু-ঘৃতসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে উগ্র বাক্স্তম্ভ ও স্বরভঙ্গ নিবারিত হয় ॥ ১৭

ব্রাহ্মীশাক, বচ, হরীতকী, বাসকছাল ও পিপুল ইহাদের চূর্ণে মধুসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে সপ্তাহের মধ্যে কিন্নরের ন্যায় স্বর হয় ॥ ১৮

ইতি স্বরভেদাধিকার।

অরোচকাধিকার।

অরোচকের নিদান ও লক্ষণ—অরোচক পাঁচপ্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ অরুচি এবং শোক ভয় অতিলোভ অতি ক্রোধ ও ঘৃণাজনক-আহার-রূপ-গন্ধ এই সকল আগন্তু কারণে উৎপন্ন আগন্তুজ অরুচি। (এই ব্যাধি আহারে রুচি উৎপাদন করে না বলিয়া ইহাকে অরোচক কহা যায়)। বাতজ অরোচকে মুখ—কষায় এবং দন্ত অম্লভোজনের ন্যায় হর্ষযুক্ত হয়। পিত্তজ অরোচকে মুখ—কটু-অম্লরস, বিস্বাদ, দুর্গন্ধ ও উষ্ণ হয়। কফজ অরোচকে মুখ—লবণ, মধুর, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ ও দুর্গন্ধ হয়। (বিদগ্ধ শ্লেষ্মা লবণভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া মুখ লবণরস হয় এবং শ্লেষ্মদ্বারা মুখাভ্যন্তর পিচ্ছিল ও মুখের বহির্ভাগ স্নিগ্ধ অর্থাৎ চিক্কণ করিয়া থাকে)।

শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধাদি; অহৃদ্য ও অশুচি গন্ধ (আদিশব্দে অহৃদ্য ভোজন ও রূপও গ্রহণীয়) এই সকল আগন্তুকারণ জাত অরোচকে মুখ স্বাভাবিক রস বিশিষ্টই থাকে অর্থাৎ আস্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না কিন্তু আহারে অরুচি জন্মে। ত্রিদোষজ অরোচকে মুখ একরূপ রস বিশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ বাতজাদি-অরোচকোক্ত সকল প্রকার রসই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতাদি দোষভেদে মুখের রসবিকৃতি বর্ণিত হইল, এক্ষণে অন্য বিকৃতি বর্ণন করিব। তদ্‌যথা—বাতজ অরোচকে হৃদয়ের শূলনি ; পিত্তজ অরোচকে তৃষ্ণা দাহ ও চূষণবৎ পীড়া ; কফজ অরোচকে কফপ্রসেক হয় এবং ত্রিদোষজ অরোচকে বাতজাদি ত্রিবিধ অরোচকেরই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে। অপর অরোচকে অর্থাৎ শোকাদি আগন্তু কারণজাত অরোচকে চিত্তের ব্যাকুলতা, মোহ ও জড়তা উপস্থিত হইয়া থাকে।

চরক এবং সুশ্রুত ভক্তদ্বেষ ও অভক্তচ্ছন্দনামক অরোচকদ্বয়কে অরোচকের মধ্যেই গণনা করিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাগ্‌ভট্ট তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। তদ্‌যথা—যে রোগে মানব মুখপ্রক্ষিপ্ত অন্নের স্বাদ গ্রহণে অসমর্থ হয় অর্থাৎ অন্নের মিষ্টতা পায় না, তাহাকে অরোচক বলিয়া জানিবে। আর যাহাতে ভোজ্যদ্রব্য মনে ভাবিয়া বা দর্শন করিয়া অথবা ভোজ্যের নাম শুনিয়া তাহার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, তাহাকে ভক্তদ্বেষ কহে। এবং ক্রোধ ভয় বা অন্ন নিরোধ হেতু অন্নে শ্রদ্ধা না জন্মিলে তাহাকে অভক্তচ্ছন্দ বলে ॥ ১৯—২৫

অরোচকের চিকিৎসা—ভোজনের অগ্রে নিত্য লবণ ও আর্দ্রক ভক্ষণ করিবে। ইহা হিতকর, রোচক, অগ্নিদীপক এবং জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশোধক। অথবা আদার রস মধুর সহিত খাইবে। ইহাতে অরুচি, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও কফ নষ্ট হইবে ॥ ২৬। ২৭

অম্লীকাপান—পাকা তেঁতুল শীতল জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইবে এবং তাহাতে চিনি এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর ও মরিচের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়িত করিবে। এই পানকের গণ্ডূষ পুনঃ পুনঃ মুখে ধারণ করিলে নিশ্চয়ই অরুচি দূরীভূত এবং পিত্ত প্রশমিত হয় ॥ ২৮। ২৯

ভাজা সর্ষপ জীরা হিঙ্‌ শুঁঠ ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ গব্যদধিতে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে এমন পরিমাণে গব্যতক্র নিক্ষেপ করিবে, যেন তাহা খাইতে উত্তম রুচিপ্রদ হয়। ইহা সদ্যোরোচক ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ॥ ৩০। ৩১

শিখরিণী—সম্যক্ আবর্ত্তিত গব্যদুগ্ধ ও গাঢ় মাহিষ দধি একীকৃত করিয়া এবং তাহাতে শুভ্র চিনি মিশাইয়া একখানি বস্ত্রের উপর উহা ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণদ্বারা নিম্নে যাহা গালিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। ইহারই নাম শিখরিণী। শিখরিণী রুচিজনক এবং সকলের প্রিয় খাদ্য। (প্রস্তুত প্রণালী-নির্জল-অম্লমাহিষ দধি ষোল সের ও শুভ্র চিনি চারি সের এবং গব্যদুগ্ধ বত্রিশ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা একখানি পরিষ্কৃত বস্ত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবে ও হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। এবং নিম্নে একটি নূতন মৃন্ময় পাত্র স্থাপন করিবে। ঘর্ষণ দ্বারা নিম্ন স্থাপিত পাত্রে যাহা বস্ত্র গালিত হইয়া পড়িবে,

তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে লবঙ্গ কর্পূর এলাইচ ও মরিচের চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহাই শিখরিণী নামে প্রসিদ্ধ ; ভোজনপ্রিয় ভীমসেন কর্ত্তৃক ইহা রচিত) ॥ ৩২।৩৩

দাড়িমাদি চূর্ণ—অম্লদাড়িম দুইপল, খাঁড়গুড় তিনপল ও ত্রিসুগন্ধি (দারুচিনি এলাচ তেজপত্র) প্রত্যেক এক পল, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। (পাঠান্তর —দাড়িম দুইপল, খাঁড়গুড় আট পল, ত্রিকটু তিনপল এবং ত্রিসুগন্ধি প্রত্যেক এক পল ; ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে) ইহা অরোচকহর, দীপক, পাচক এবং পীনস জ্বর ও কাসনাশক ॥ ৩৪। ৩৫

লবঙ্গাদি চূর্ণ—লবঙ্গ, কাঁক্ড়া, বেণামূল, চন্দন, তগর, নীলোৎপল, কৃষ্ণজীরা, বালা, পিপুল, অগুরু, গুড়ত্বক্, নাগেশ্বর, শ্বেতজীরা (সাজীরে, আতইচ, নলদ (উশীর), এলাইচ, কর্পূর, জায়ফল বংশলোচন, প্রত্যেকের সমান সমানভাগ ; সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ চিনি, একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সুরোচক, তর্পক, অগ্নিদীপক, বলপ্রদ, বৃষ্যতম ও ত্রিদোষনাশক। ইহাদ্বারা হৃদয়ের বিবদ্ধতা, তমক, গলগ্রহ, কাস, হিক্কা, অরুচি, ক্ষয়, পীনস, গ্রহণী, অতিসার, উরঃক্ষত ও সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫—৩৮

যমানীখাণ্ডবচূর্ণ—যমানী, দাড়িম, শুঁঠ, তেঁতুল, অম্লবেতস ও অম্লকুল, প্রত্যেক চারি শাণ (দুইতোলা), মরিচ আড়াই শাণ (১।০ তোলা), পিপুল দশ শাণ (পাঁচ তোলা), গুড়ত্বক্, সচললবণ, ধনে, জীরক, প্রত্যেক দুই শাণ, চিনি ৬৪ শাণ ; ইহাদের চূর্ণ একত্র মিলিত করিবে। ইহারই নাম যমানীখাণ্ডব। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, জ্বর, বমি, শোষ, অতিসার, প্লীহা, আনাহ, বিবদ্ধতা, অরুচি, শূল, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ জিহ্বাগত ও গলগত রোগ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯—৪২

ইতি অরোচকাধিকার।

বমনাধিকার।

বমনের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান এবং সম্প্রাপ্তি—অতিদ্রবপান, অতি স্নিগ্ধভোজন, অহৃদ্যভোজন, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অতিমাত্র ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন এবং আম (অসম্যক্ পক্করস), ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ (যথাস্থিতভুক্ত), ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা এবং অন্তবীভৎস বিষয় সকল (ঘৃণাকারি-বিষয়সমূহ) এই সকল কারণে ভুক্তবস্তু বলে উৎক্লেশিত (বহির্গমনোন্মুখ) হয়। দুষ্ট বায়ু, দুষ্টপিত্ত, দুষ্ট কফ, মিলিত দুষ্টদোষত্রয় এবং বীভৎসালোকনাদি (ঘৃণাজনক শ্রবণ-দর্শন-স্পর্শন-ভক্ষণপানাদি) এই পঞ্চ কারণে পঞ্চ প্রকার ছর্দ্দি (বমন) উৎপন্ন হয়। ইহাদের লক্ষণ পরে বলিতেছি। ৪৩—৪৫

পূর্ব্বরূপ—বমি হইবার পূর্ব্বে হৃল্লাস, উদ্গার রোধ, মুখ দিয়া জল প্রসেক, মুখে লবণাস্বাদ এবং অন্নপানে অত্যন্ত দ্বেষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪৬

ছর্দ্দির অর্থাৎ বমনের সামান্য লক্ষণ—বক্ত্র-প্রধাবিত দোষ প্রবল বেগে অঙ্গভেদ দ্বারা মুখকে ছাদন (পূরণ) ও অঙ্গ সকলকে অর্দ্দন (পীড়ন) করে বলিয়া ইহা ছর্দ্দিনামে অভিহিত। (অপবারণার্থ ছদ ও হিংসার্থ অর্দ্দ এই ধাতুদ্বয়ে নিপাতনে ছর্দ্দি পদটি সিদ্ধ হইয়াছে) ॥ ৪৭

বাতজছর্দ্দির লক্ষণ—বায়ুজনিত বমনরোগে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তকে ও নাভিদেশে বেদনা, কাস, স্বরভেদ ও তোদ এই সকল

লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং রোগী অতি কষ্টে মহাবেগে প্রবল উদ্গার ও প্রবল শব্দসহ সফেন, বিচ্ছিন্ন (মধ্যে মধ্যে বেগরহিত), কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা ও কষায়রস বিশিষ্ট অল্পমাত্র বমন করিয়া থাকে ॥ ৪৮

পিত্তজছর্দ্দির লক্ষণ—ইহাতে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক তালু ও চক্ষুতে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন ও ভ্রম (গাত্র ঘূর্ণন) এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং রোগী—পীত হরিৎ বা ধূম্রবর্ণ (কৃষ্ণলোহিত বর্ণ) সতিক্ত ও অতি উষ্ণ বমন করে। বমনকালে কণ্ঠাদি স্থানে জ্বালা হয় ॥ ৪৯

কফজছর্দ্দির লক্ষণ—ইহাতে তন্দ্রা, মুখমাধুর্য্য, কফপ্রসেক, সন্তোষ (ভোজনে অনিচ্ছা), নিদ্রা, অরুচি ও দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। এবং রোগী স্নিগ্ধ ঘন স্বাদু ও শুক্লবর্ণ বমন করে। বমনকালে রোমাঞ্চ হয় এবং যাতনা অল্প হইয়া থাকে ॥ ৫০

ত্রিদোষজছর্দ্দির লক্ষণ—ইহাতে শূল, অপরিপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রবলভাবে প্রকাশিত হয় এবং রোগী লবণাম্লরস, নীল ও লোহিতবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ বমন করে। ত্রিদোষজ ছর্দ্দি নিয়তই হয় ॥ ৫১

আগন্তুজছর্দ্দির লক্ষণ—অসাত্ম্য-ভোজনাদি দ্বারা জনিত, ক্রিমি দ্বারা জনিত, অপক্বরসদ্বারা জনিত, বীভৎসালোকনাদি দ্বারা জনিত ও দৌহৃদ দ্বারা জনিত যে ছর্দ্দি, তাহারা সকলেই আগন্তুজ ছর্দ্দি বলিয়া গণ্য। আগন্তুজ ছর্দ্দিকে পঞ্চম ছর্দ্দি বলিয়া গণনা করা গিয়া থাকে। আগন্তুজ ছর্দ্দিতে যে দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাকে তদ্দোষাক্রান্ত জানিয়া চিকিৎসা করিবে ॥ ৫২

ক্রিমিজছর্দ্দির লক্ষণ—ইহাতে অত্যন্ত শূল ও অধিক হৃল্লাস (বমন বেগ) হয় এবং ক্রিমিজাত হৃদ্রোগের তুল্য লক্ষণ সকল লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩

ছর্দ্দির উপদ্রব—কাস, শ্বাস, জ্বর, তৃষ্ণা, হিক্কা, বৈচিত্ত্য (বিকৃতচিত্তত্ব), হৃদ্রোগ ও তম (অন্ধকারদর্শন) এইগুলি ছর্দ্দির উপদ্রব ॥ ৫৪

অসাধ্য ও সাধ্য ছর্দ্দি-রোগী যদি ক্ষীণ হয় এবং নিরন্তর রক্তপূয়যুক্ত বা ময়ূরপিচ্ছের চন্দ্রিকা সদৃশ-আভাবিশিষ্ট বমন করে এবং কাসাদি উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে। আর উপদ্রব রহিত হইলে সাধ্য জানিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৫৫

ছর্দ্দি-চিকিৎসা—আমাশয়ের উৎক্লেশ হইতেই সমস্ত ছর্দ্দি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য ছর্দ্দি রোগে লঙ্ঘন দেওয়া বিধেয়, কিন্তু বায়ুজনিত ছর্দ্দিতে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। ছর্দ্দিরোগে কফপিত্তহারক সংশোধন হিতকর। ক্ষীরোদক (নাশিত-দুগ্ধের জল) পান করিলে বাতজ ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়। অথবা মুগ ও আমলকীর যূষে ঘৃত সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া পান করিলেও বাতজ ছর্দ্দি প্রশমিত হয়।

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিমছাল ও পল্‌তা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ ছর্দ্দি নিবারিত হইয়া থাকে।

হরীতকী চূর্ণে মধুসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে দোষ অধোমার্গগত হয়, সুতরাং ছর্দ্দি শীঘ্রই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ও আতইচের চূর্ণ, অথবা বিড়ঙ্গ কৈবর্ত্তমুতা ও শুঁঠের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে কফজ ছর্দ্দি প্রশমিত হয়।

পেষিত আমলকী, খৈ ও চিনি এক এক পল, মধু এক পল এবং জল অর্দ্ধসের একত্র আলোড়িত এবং বস্ত্রে গালিত করিয়া পান করিলে ত্রিদোষজ ছর্দ্দি নিবারিত হয়। গুলঞ্চের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া মধুসহ পান করিলে ত্রিদোষজনিত দুর্নিবার ছর্দ্দিও বলে নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬—৬২

এলাদিচূর্ণ—এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলআঁটির শাঁস, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুতা,চন্দন ও পিপুল্ ইহাদের চূর্ণে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বাত-পিত্ত কফজ ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়।

শুষ্ক অশ্বত্থছাল পোড়াইয়া জলে নির্ব্বাপিত করিবে। সেই জল পান করিবামাত্র দুর্জ্জয় বমিও থামিয়া যায়।

হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে ত্রিদোষজ ছর্দ্দি ও অরুচি নিবারিত হয়।

বেলছালের ক্বাথ অথবা গুলঞ্চের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে ত্রিদোষজ ছর্দ্দি এবং ক্ষেত্‌পাপড়ার ক্বাথ মধুসহ পান করিলে পিত্তজ ছর্দ্দি প্রশমিত হয়।

আমের কেশী ও বেলশুঁঠের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমি ও অতিসার নষ্ট হয়।

জাম ও আমের পল্লব জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে খৈ-চূর্ণ মিশাইয়া এবং তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমি অতিসার ও উগ্র পিপাসা নিবারিত হইয়া থাকে।

হৃদ্যতম (মনঃপ্রিয়) পথ্যাদি দ্বারা বীভৎসজ ছর্দ্দির, অভিলষিত ফলপ্রদানদ্বারা দৌহৃদজা ছর্দ্দির, লঙ্ঘন দ্বারা আমজা ছর্দ্দির এবং সাত্ম্য-পথ্যাদি দ্বারা অসাত্ম্যজ ছর্দ্দির প্রশম করিবে। ক্রিমিজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা দ্বারা ক্রিমিসম্ভূত ছর্দ্দির চিকিৎসা করিবে। তদ্ভিন্ন ঐ সকল ছর্দ্দিতে যে যে দোষের সম্বন্ধ থাকিবে, তত্তদ্দোষেরও প্রতিকার করিবে।

বমিতে উদ্গারাধিক্য থাকিলে মূর্ব্বা ধনে ও মুতার চূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে। অথবা যষ্টিমধু ও কাঞ্চনচূর্ণ মধুর সহিত খাইবে। সচললবণ, কৃষ্ণজীরা, শর্করা ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে সত্বঃ ছর্দ্দি নিবারিত হয় ॥ ৬৩—৭২

ইতি বমনাধিকার।

তৃষ্ণাধিকার।

তৃষ্ণার নিদান ও সম্প্রাপ্তি—মানবগণের স্বস্থান সঞ্চিত পিত্ত, পিত্তবর্দ্ধক কারণে অর্থাৎ কটু-অম্ল-উষ্ণ ও লবণাদিদ্বারা কুপিত হইয়া এবং বায়ু ভয় ও শ্রমদ্বারা অথবা বলসংক্ষয়দ্বারা অর্থাৎ উপবাসাদি-দ্বারা কুপিত হইয়া, তাহারা উভয়েই উর্দ্ধগমনপূর্ব্বক তালু আশ্রয় করিয়া পিপাসা জন্মাইয়া থাকে। কেবল যে তালু দূষিত হইলেই পিপাসা হয় তাহা নহে, বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক জলবাহি-স্রোতঃসকল দূষিত হইলেও পিপাসা জন্মিয়া থাকে। তৃষ্ণা সাত প্রকার যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ক্ষতজ ক্ষয়জ আমজ ও অন্নজ। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ বর্ণন করিব।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সুশ্রুত বলিয়াছেন—"জলবহ-স্রোতঃ দুইটি" তবে জলবহ স্রোতঃ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে কেন? উত্তর—জলবাহি-স্রোতঃ দ্বয়ের অনেক শাখা প্রশাখা আছে বলিয়াই বহুবচনে প্রয়োগ করা হইয়াছে। জলবাহি স্রোতঃ শব্দটি জিহ্বাদিরও উপলক্ষণ। যেহেতু চরক বলিয়াছেন—পিত্ত ও বায়ু জলবাহিনী ধমনী সকলকে এবং জিহ্বা হৃদয় গল তালু ও ক্লোম শোষণ করিয়া মানবের দেহে অতি প্রবল তৃষ্ণা উৎপাদন করে ॥ ১।২

তৃষ্ণার সামান্য লক্ষণ—তালু-কণ্ঠ-ওষ্ঠ-ও মুখের শোষ, দাহ, সন্তাপ, মোহ, ভ্রম ও প্রলাপ এই সকল রূপ তৃষ্ণার উৎপত্তিকালে উপস্থিত হয় ॥ ৩

বাতজ তৃষ্ণার লক্ষণ—ইহাতে মুখের শুষ্কতা ও ম্লানতা, শঙ্খদেশে ও মস্তকে তোদ, রস-বাহি ও জলবাহি-স্রোতঃসকলের নিরোধ, মুখের বিরসতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শীতল জল পানে বাতজ তৃষ্ণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪

পিত্তজ তৃষ্ণার লক্ষণ—এই তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা, অন্নদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, রক্তনেত্রতা, নিয়ত শোষ (অতীব মহতী তৃষ্ণা), শীতলেচ্ছা, মুখতিক্ততা ও পরিধূপন (কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥ ৫

কফজ তৃষ্ণার লক্ষণ—(কফ শীতল ও দ্রব পদার্থ, ইহা হইতে পিপাসার উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব যেরূপ কফ হইতে পিপাসা জন্মে, তাহা বর্ণিত হইতেছে) স্বকারণ কুপিত-কফ কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি উপরিভাগে আচ্ছাদিত হইলে বাষ্পরোধ হেতু অর্থাৎ অগ্নির উষ্মাবরোধ হেতু সেই কফাবরুদ্ধ জাঠরোষ্মা অধোগত হইয়া জলবহ স্রোতকে শোষণ করিতে থাকে, তাহাতেই পিপাসা উপস্থিত হয়। কফজ তৃষ্ণায় নিদ্রা, দেহের গুরুতা, মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬

ক্ষতজ তৃষ্ণার লক্ষণ—শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষতাঙ্গ ব্যক্তির ক্ষতযন্ত্রণা ও ক্ষত হইতে রক্ত নির্গম হেতু যে পিপাসা হয়, তাহাই ক্ষতজ তৃষ্ণা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৭

ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ—রসক্ষয় হেতু যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি দিবারাত্র মুহুর্মুহুঃ জলপান করে, তথাপি তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কেহ কেহ এই তৃষ্ণাকে সান্নিপাতোদ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাতে রসক্ষয়োক্ত লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় জানিবে।

টীকা। সুশ্রুত কর্ত্তৃক রসক্ষয়ের এই সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা—হৃৎপীড়া কম্প, শোষ, শূন্যতা ও তৃষ্ণা ॥ ৮

আমজতৃষ্ণার লক্ষণ—আমজ তৃষ্ণায় হৃচ্ছূল, নিষ্ঠীবন, শরীরের অবসাদ এবং বাতাদি ত্রিদোষজ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। (কারণ—আম হেতু অর্থাৎ অজীর্ণ হেতু তিন দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে। সুতরাং তিন দোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়)।

অন্নজ তৃষ্ণার লক্ষণ—ঘৃত তৈলাদি স্নেহযুক্ত খাদ্য, অম্ল, লবণ (মূলে চকারের প্রয়োগ থাকায় কটুও বুঝিতে হইবে) এবং গুরু অন্ন ভোজন করিলে শীঘ্রই পিপাসা উপস্থিত হয়। ইহাকে অন্নজা তৃষ্ণা কহে ॥ ৯

উপসর্গজাততৃষ্ণার লক্ষণ—এই তৃষ্ণায় ক্ষীণস্বরতা, মূর্চ্ছা, মুখ ও হৃদয়ের ক্লান্তত্ব এবং গল তালুর শুষ্কত্ব, উপসর্গজ তৃষ্ণায় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই তৃষ্ণা ধাতুশোষিণী কষ্টপ্রদা। (উপসর্গ অর্থাৎ উপদ্রব, উপদ্রব শব্দ রোগমাত্রেই বর্ত্তে। যেমন বলা হয়—নিরুহোপদ্রব চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব) ॥ ১০

অরিষ্ট লক্ষণ—জ্বর মূর্চ্ছা ক্ষয় কাস ও শ্বাসাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তিগণের, রোগকৃশ ব্যক্তিগণের ও বমিপ্রসক্ত ব্যক্তিগণের অতিপ্রসক্ত ও ঘোর উপদ্রব যুক্ত (মুখ শোষাদি যুক্ত) সকল তৃষ্ণাই মরণের জন্য উপস্থিত হয় জানিবে ॥ ১১

তৃষ্ণাচিকিৎসা—বাতজ তৃষ্ণায় বাতনাশক কোমল লঘু ও শীতল অন্নপান ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে সগুড় দধি প্রশস্ত। স্বাদু তিক্ত-দ্রব ও শীতল অন্নপান পিত্তজ তৃষ্ণা নাশক ॥ ১২

ষড়ঙ্গপান—মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বালা, ছত্রা, ধনে, কাহারও মতে আমলকী), বেণামূল ও শ্বেতচন্দন, ইহাদের সমষ্টি ২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /২ সের। ইহা পান করিলে তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়।

খৈএর মণ্ড শীতলাবস্থায় মধু সংযুক্ত করিয়া অথবা তাহা গুড়ে বিমর্দ্দিত করিয়া, কিংবা তাহাতে গাম্ভারী ফলরস ও চিনি মিশ্রিত করিয়া তৃষ্ণার্দ্দিত ব্যক্তি পান করিবে।

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির শয্যাদির আস্তরণ আর্দ্রবস্ত্রে এবং প্রাবরণ (গাত্রাচ্ছাদন বস্ত্র) আর্দ্রবস্ত্রে করিবে। তাহাতে পিপাসা প্রশমিত হইবে; উগ্রদাহও নিবারিত হইবে।

ইক্ষুরস ও গব্যদুগ্ধ এবং গোস্তনী (কিস্‌মিস্) যষ্টিমধু, মৌলফল ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্যে পানীয় প্রস্তুত করিয়া নাসিকা দ্বারা পান করিলে দারুণ তৃষ্ণা নিবারিত হয় এবং মুখে পান করিলে মুখের বৈশদ্য জন্মে। মধুর গণ্ডূষ ধারণ করিলে তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত হয়।

টাবালেবুর কেশর পেষিত এবং তাহাতে ঘৃত সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে জিহ্বা তালু গল ও ক্লোমের শোষ নিবারিত হয়। দাড়িম, কুল, লোধ, কয়েতবেল ও টাবালেবু পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা মস্তক প্রলিপ্ত করিলেও পিপাসা ও দাহ নিবারিত হইয়া থাকে। অথবা মধু মিশ্রিত শীতল জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইলেও তাহাতে প্রিপাসার শান্তি হয়। ধনের ক্বাথ চিনি সংযুক্ত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ নিবারিত হয়। ইহাতে মূত্রাশয়ও বিশোধিত হইয়া থাকে।

আমলকী, পদ্মপুষ্প, কুড়, খৈ ও বটের ঝুরি এই সকল চূর্ণ মধুতে মাড়িয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুটিকা মুখে ধারণ করিলেও প্রবল তৃষ্ণা ও:দারুণ মুখ শোষ বিনষ্ট হয়।

ক্ষত যন্ত্রণা নিবারণ এবং ছাগাদির মাংসরস ও রুধির পান দ্বারা ক্ষতজ তৃষ্ণার প্রশম করিবে।

সজল দুগ্ধ, মাংসরস বা মধুরগণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ পান দ্বারা ক্ষয়জ তৃষ্ণা নিবারণ করিবে।

বেল, বচ এবং দীপনীয়গণ (পিপুল, পিপুলমূল চৈ, চিতা ও শুঁঠ) ইহাদের কষায় পান করাইয়া আমোদ্ভব তৃষ্ণার জয় করিবে।

লেখনদ্রব্যদ্বারা গুরুভোজন-জনিত তৃষ্ণার শান্তি করিবে। অপিচ ক্ষয় বিনা অন্য সর্ব্বপ্রকার কারণজাত তৃষ্ণারই লেখন দ্রব্য দ্বারা প্রশম করিতে চেষ্টা করিবে। স্নিগ্ধ-অন্ন (ঘৃত তৈলাদি স্নেহ বিশিষ্ট ভোজ্য) ভোজন করিলে যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, গুড় মিশ্রিত জল পানে তাহার প্রশম :করিবে।

অতিরোগ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণা দুগ্ধপানে আশু প্রশমিত হয়।

মূর্চ্ছারোগে, বমনরোগে, তৃষ্ণা রোগে, আনাহ রোগে, স্ত্রীসঙ্গমে ও মদ্যপানে যাহারা অতিকর্ষিত হয়, তাহাদের শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। রক্তপিত্ত রোগে মদাত্যয় রোগে রোগিকে সাত্ম্য অন্ন পান ও ভৈষজ্য সেবন করাইয়া, অগ্রে তাহার পিপাসার শান্তি করিবে। পিপাসা প্রশমিত হইলে তাহার অন্য ব্যাধির. সহজে চিকিৎসা করিতে পারা যাইবে।

পূর্ব্বরোগে ক্ষীণ ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত হইলে যদি জল পান করিতে না পায়, তাহা হইলে সে ত্বরায় মৃত্যু বা দীর্ঘরোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৃষিত ব্যক্তি জল না পাইলে তাহার মোহ (মূর্চ্ছা) উপস্থিত হয়, মোহ হইতে প্রাণও যাইতে পারে। অতএব কোন অবস্থাতেই কদাচ একবারে জলপান বারণ করিবে না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অন্ন বিনাও অনেকক্ষণ প্রাণ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি জলের অভাবে ক্ষণকালের মধ্যেই মরিয়া যায় ॥ ১৩—৩০

ইতি তৃষ্ণাধিকার।

মূর্চ্ছাধিকার।

মূর্চ্ছার নিদান ও সম্প্রাপ্তি—বহুদোষাক্রান্ত-ক্ষীণ ব্যক্তির বিরুদ্ধ ভোজনে, মলমূত্রাদির বেগধারণে, লগুড়াদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তিতে ও সত্ত্বগুণের অল্পতায় অর্থাৎ তমোগুণের আধিক্যে উগ্র বাতাদি দোষ সকল যখন মনোধিষ্ঠান বাহেন্দ্রিয়ে (কর্ম্মেন্দ্রিয়ে) এবং আভ্যন্তরেন্দ্রিয়ে (বুদ্ধীন্দ্রিয়ে) প্রবেশ করে, তখনই মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে।

টীকা। "বহুদোষ" শব্দে এস্থলে বিপুলদোষ বুঝিবে, অনেক দোষ নহে। যদি বহু দোষের অর্থ অনেক দোষ করা যায়, তাহা হইলে মূর্চ্ছা ত্রিদোষজই হইয়া থাকে। কিন্তু মূর্চ্ছা কেবল ত্রিদোষজই হয় না, পৃথগ্‌দোষজও হইয়া থাকে। অতএব বহুদোষশব্দে এস্থলে বিপুল দোষ বুঝিবে। সত্ত্বগুণের অল্পতায় তমোগুণের আধিক্য বুঝিতে হইবে কেন? যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে "মূর্চ্ছা পিত্ত ও তমোগুণ বহুলা" ॥ ১ । ২

মূর্চ্ছার সাধারণ লক্ষণ—শিরা-ধমনী-স্রোতঃ প্রভৃতি যে সকল নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া মন ইন্দ্রিয়াদি স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই সকল সংজ্ঞাবহ নাড়ী বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃতা হইলে সুখদুঃখনাশক-অজ্ঞানহেতু-তমোগুণ সহসা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সুতরাং সুখদুঃখ জ্ঞান নাশহেতু মানব কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে। এই পীড়াকে মোহ বা মূর্চ্ছা কহে। মূর্চ্ছা ছয় প্রকার।

টীকা। মূর্চ্ছায় শব্দও মূর্চ্ছার অপর একটি নাম। যেহেতু উক্ত আছে—সংজ্ঞোপঘাত মূর্চ্ছায়; মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছন, কশ্মল, প্রলয়, মোহ, সন্ন্যাস ও মৃতোপম এই শব্দগুলি মূর্চ্ছার পর্য্যায় ॥ ৪

ষড়্‌বিধ মূর্চ্ছা বর্ণিত হইতেছে—যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ। মূর্চ্ছা ষড়্‌বিধ হইলেও সকল প্রকার মূর্চ্ছাতেই পিত্তেরই প্রভুত্ব থাকে জানিবে। (যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মূর্চ্ছা পিত্ত ও তমোগুণ-বহুলা) ॥ ৫

পূর্ব্বরূপ—মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃৎপীড়া, জৃম্ভা, গ্লানি, সংজ্ঞানাশ ও বলক্ষয় (পাঠান্তর —সংজ্ঞার অল্পতা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মূর্চ্ছারোগের ব্যক্তাবস্থায় (পূর্ব্বরূপাবস্থায় নহে) যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষসম্বন্ধ বলিয়া জানিবে, (ইহা জেজ্জড়ের মত) ॥ ৬

বাতিকমূর্চ্ছা—বাতজ মূর্চ্ছায় রোগী নীলবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বা অরুণবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও শীঘ্রই সংজ্ঞালাভ করে। ইহাতে কম্প, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রকুট্টন) হৃৎপীড়া, শরীরের কৃশতা

এবং শ্যাব বা অরুণবর্ণ কান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭। ৮

পৈত্তিকমূর্চ্ছা—পৈত্তিক মূর্চ্ছায় রোগী রক্তবর্ণ পীতবর্ণ বা হরিতবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়। এবং মূর্চ্ছাপনোদনকালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ, নয়নের রক্তবর্ণতা বা পীতবর্ণতা এবং চঞ্চলতা, মলের তরলতা ও শরীরের পীতাভতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৯। ১০

শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছা—শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছায় রোগী আকাশকে মেঘসঙ্কাশ বা মেঘাবৃত অথবা নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় এবং বিলম্বে সংজ্ঞালাভ করে। সংজ্ঞালাভকালে আপন অঙ্গ সকল আর্দ্রচর্ম্ম বেষ্টিতবৎ গুরু বলিয়া বোধ করে। তাহার মুখ-স্রাব ও হৃল্লাস (বমনবেগ) হইতে থাকে।

টীকা। "মেঘসঙ্কাশ" শুভ্র মেঘসঙ্কাশ। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"কফজ মূর্চ্ছায় রোগী রূপ সকল (আকৃতি সকল) শ্বেতাভ্রপ্রতিম দর্শন করে।"

যদিও সুশ্রুত গ্রন্থানুসারে এস্থলে মূর্চ্ছারোগ ছয় প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; তথাপি চরকগ্রন্থে সান্নিপাতিক মূর্চ্ছার উল্লেখ থাকায় এস্থলে সান্নিপাতিক মূর্চ্ছার লক্ষণও লিখিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে এবং রোগী অপস্মারবৎ প্রবল বেগে পতিত হয় ও দীর্ঘকালে চৈতন্যলাভ করে। তবে অপস্মারে ও সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় প্রভেদ এই—অপস্মারে ফেনবমন, দন্তঘটন ও নেত্র বৈকৃত্যাদি-বীভৎস লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় তাহা হয় না ॥ ১১—১৩

রক্তজমূর্চ্ছার নিদান—পৃথিবী ও জল উভয়ই তমোগুণবহুল, রক্তগন্ধও তদন্বয়, পৃথিবী-জলাত্মক, সুতরাং উহাতেও তমোগুণের আধিক্য আছে। এবং মানবও তমোগুণভূয়িষ্ঠ, তজ্জন্যই রক্তগন্ধে তমোবহুল মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন—দ্রব্যের স্বভাবই কারণ। যেহেতু গন্ধ আঘ্রাণ না করিয়াও কেবলমাত্র রক্ত দর্শনেই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। রক্তের এমনি স্বভাব যে উহার ঘ্রাণে ও দর্শনেও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

টীকা। কেহ কেহ বলেন—রক্তজ মূর্চ্ছা সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহা সমীচীন নহে। ঐ যুক্তিই যদি সম্যক্ যুক্তি হইত, তাহা হইলে ত চম্পকাদির গন্ধেও মূর্চ্ছা হইতে পারিত। কারণ চম্পকাদি গন্ধেরও ত পার্থিবত্ব আছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে—"কেহ কেহ বলেন—দ্রব্যের স্বভাবই কারণ।" এবিষয়ে ভোজও বলিয়াছেন—"রক্তের দর্শনে ও তজ্জাত গন্ধে মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে" ॥ ১৪

রক্তজমূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ—এই মূর্চ্ছায় রোগির অঙ্গ ও দৃষ্টির স্তব্ধতা এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার অস্পষ্টতা হইয়া থাকে।

মদ্যজ ও বিষজ মূর্চ্ছার নিদান—লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, সূক্ষ্ম, উষ্ণ ও অনির্দ্দেশ্যরস বিষের এই দশটি গুণ। এই গুণ সকল তৈলাদিতেও আছে, কিন্তু সকল গুলি তীব্রভাবে নাই। বিষ ও মদ্যে এই দশটি গুণই তীব্রতর রূপে বিদ্যমান আছে। তজ্জন্য তৈলাদি দ্বারা মূর্চ্ছা হয় না, বিষ ও মদ্যে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে ॥ ১৫

মদ্যজ মূর্চ্ছার লক্ষণ—মদ্যজ মূর্চ্ছায় রোগী নষ্টমানস (স্মৃতিহীন-মানস) ও বিভ্রান্তমানস (রজ্জুতে সর্পজ্ঞানযুক্ত মানস) হইয়া ভূমিতে পড়িয়া হস্ত পদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বকিতে বকিতে মূর্চ্ছিত হয়। মদ্য যতক্ষণ জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ মূর্চ্ছাপনোদন হয় না, জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬

বিষজমূর্চ্ছার লক্ষণ—এই মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকারদর্শন এই সকল উপস্থিত হয়। কন্দ, মূল, ফল, পত্র ও ক্ষীরাদি বিষের যে সকল লক্ষণ, সুশ্রুতের কল্পস্থানে লিখিত আছে, সে সকল লক্ষণও তীব্রতরভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১৭

মূর্চ্ছা-ভ্রম-তন্দ্রাদির-ভেদ—পিত্ত ও তমোগুণাধিক্যে মূর্চ্ছা, বায়ু পিত্ত ও রজোগুণাধিক্যে ভ্রম, বায়ু কফ ও তমোগুণাধিক্যে তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণাধিক্যে নিদ্রা হইয়া থাকে।

টীকা। "বায়ু পিত্ত ও রজোগুণে ভ্রম হয়" এই বাক্যে এমন বুঝিবে না যে, বায়ু পিত্ত ও রজঃ এই তিনের মিলনে ভ্রম হইয়া থাকে, ইহাদের প্রত্যেকটি দ্বারাই ভ্রম হইতে পারে। কেন না কেবল পিত্তজ্বরে ভ্রমের উল্লেখ আছে। ভ্রমের লক্ষণ এই—চক্রস্থিত ব্যক্তির ন্যায় ভ্রমবদ্ বস্তু দর্শন, অথবা স্বদেহ-ভ্রমণ জ্ঞান (গাত্রঘূর্ণন) ॥ ১৮

তন্দ্রার লক্ষণ—তন্দ্রায় ইন্দ্রিয় বিষয়ে (রূপরসাদিতে) অসম্যগ্ জ্ঞান ও নিদ্রার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় চেষ্টা এবং দেহের গুরুতা, জৃম্ভা ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

টীকা। নিদ্রা ও তন্দ্রার ভেদ এই—নিদ্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ক্লম উপস্থিত হয় না, তন্দ্রাতে তন্দ্রাভঙ্গের পর তাহা হয়। আর নিদ্রাতে ইন্দ্রিয় ও মন উভয়েরই মোহ হয়, তন্দ্রাতে কেবল ইন্দ্রিয়েরই মোহ হইয়া থাকে ॥ ১৯

ক্লমের লক্ষণ—বিনাশ্রমে শরীরে যে শ্বাসসংযুক্ত প্রবল শ্রম উপস্থিত হয়, তাহাকেই ক্লম বলিয়া জানিবে। ক্লম বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বাধক, অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্ববিষয় গ্রহণে বাধা দেয় ॥ ২০

নিদ্রার লক্ষণ—যে কালে মন ক্লান্ত (শ্রান্ত) হইলে কর্ম্মাত্মা সকল অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল ক্লমান্বিত (শ্রান্ত) হইয়া স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ মন নিরিন্দ্রিয় প্রদেশে অবস্থান করে, তখনই মানব নিদ্রিত হইয়া থাকে ॥ ২১

সন্ন্যাসের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—এই রোগে বাতাদি দোষ সকল অতিকুপিত হইয়া প্রাণ-স্থান হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া বাক্ দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশ পূর্ব্বক দুর্ব্বল মানবকে মূর্চ্ছিত করে। সেই সন্ন্যাস পীড়িত ব্যক্তি কাষ্ঠীভূত (নিষ্ক্রিয়) অতএব মৃতোপম হইয়া সংজ্ঞাহীন হয়। এই রোগ উপস্থিত হইবা মাত্র যদি সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ অঞ্জন দান, তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ ও আলকুশী ঘর্ষণাদি সদ্যঃ ফলপ্রদা ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে রোগির শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ২২।২৩

মূর্চ্ছাদি হইতে সন্ন্যাসের ভেদ—মদ রোগে (অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদে) ও মূর্চ্ছা রোগ সকলে ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও বাতাদি দোষের বেগ প্রশান্ত হইলেই উহারা প্রশমিত হয়, কিন্তু সন্ন্যাস রোগ ঔষধ বিনা কখনই নিবৃত্ত হয় না ॥ ২৪

মূর্চ্ছার চিকিৎসা—পরিষেক, অবগাহ, চন্দ্রকান্তাদি, মণি, মুক্তাদির হার, শীতল প্রদেহ, ব্যজনানিল (তাল বৃন্তাদি ব্যজন), শীতল ও সুগন্ধ পান এইগুলি সকল প্রকার মূর্চ্ছাতেই অনিবারিত অর্থাৎ প্রযোজ্য।

টীকা।—মণি—চন্দ্রকান্তাদি। হার—মুক্তাদি হার। শীতল প্রদেহ—সকর্পূর-চন্দনানুলেপন। শীতল পান—শর্করা আমলক্যাদি পানক। সুগন্ধ পান—কর্পূরাদি সুগন্ধযুক্ত পান। "সকল মূর্চ্ছাতেই অনিবারিত"—এই বাক্যের অভিপ্রায় এই—পরিষেকাদি ক্রিয়া সকল এই সমস্ত মূর্চ্ছাতেই হিতকর, কিন্তু বাতজ ও শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছাতে ঐ সকল শীতল ক্রিয়া কিরূপে করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থই অভয় দিয়া বলা হইয়াছে যে, পরিষেকাদি ক্রিয়া সকল, সকল মূর্চ্ছাতেই করা যাইতে পারে, অর্থাৎ বাতজ ও শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছাতেও তাহার বারণ নাই, যেহেতু উহাতেও পিত্তের প্রাধান্য থাকে, সুতরাং শীতল ক্রিয়া কেননা করা যাইবে। অতএব সকল মূর্চ্ছাতেই পরিষেকাদি ক্রিয়া হিতকর।

মধুর গণোক্ত দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ ও জাঙ্গল মাংসের রস প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে দাড়িমের রস মিশাইয়া সেই মাংসরস, যব ও রক্ত শালি তণ্ডুলকৃত অন্ন, মটর ও মুগের যূষ, মূর্চ্ছারোগের পথ্য।

কুল আঁটীর শাঁস, মরিচ, বেণার মূল ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করিলে, অথবা পিপুলচূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

বিস ও মৃণাল (পদ্মের ডাঁটা ও পদ্মের কন্দ) বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিতে দিবে। পিপুল ও হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। মুখ ও নাসিকা রোধ দ্বারা নিশ্বাস বন্ধ করিবে। মানুষীর দুগ্ধ পান করিতে দিবে। এই সকল দ্বারা মূর্চ্ছার অপনোদন হয়।

দ্রাক্ষা, চিনি, দাড়িম ও খৈ ইহাদের এবং কহ্লার নীলোৎপল ও পদ্ম ইহাদের শীতল কষায়, আর পিত্তজ্বরে যে সকল কষায় উক্ত হইয়াছে—সেই সমস্ত কষায়, মূর্চ্ছারোগে পান করিতে দিবে।

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ এই সকল গোমূত্রে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছাপনোদন হয়। অন্যবচন—মধু সৈন্ধব মনঃশিলা ও মরিচ ইহাদের অঞ্জনেও মূর্চ্ছা দূরীভূত হইয়া থাকে।

মৌলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক তাহার নস্য লইলে সংজ্ঞালাভ হয় ॥ ২৫—৩২

রক্তজাদি মূর্চ্ছার চিকিৎসা—রক্তজ মূর্চ্ছায় শীতল ক্রিয়া হিতকর। মদ্যজ মূর্চ্ছায় মদ্যপান

ও সুখে নিদ্রা যাওয়া বিধেয়। বিষজ মূর্চ্ছায় বিষঘ্ন ভেষজ সকল প্রযোজ্য ॥ ৩৩

সন্ন্যাস চিকিৎসা—যে ব্যক্তি প্রভূতদোষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত, সে যদি তমোগুণের আধিক্য হেতু মূর্চ্ছিত হয় এবং সংজ্ঞালাভ না করে, তাহা হইলে তাহাকেই সন্ন্যস্ত (সন্ন্যাসগ্রস্ত) বলা যায়। সেই সন্ন্যস্ত ব্যক্তি দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হয়। তীক্ষ্ণ অঞ্জন, অবপীড়, ধূম, প্রধমন, সূচীবেধ, দাহ, নখান্তরে পীড়ন (সূচীবেধাদি), কেশ ও লোমের লুঞ্চন (উৎপাটন), দন্তদ্বারা দংশন ও আলকুশী ঘর্ষণ এই সকল ক্রিয়া সন্ন্যাসগ্রস্ত রোগির প্রবোধনে হিতকর।

টীকা। "অবপীড়"—কল্কীকৃত ঔষধের রস গালিত করিয়া নাসাপুটে সেই রসের নস্যদান। "প্রধমন"—ঔষধের চূর্ণ নলের মধ্যে পূরিয়া সেই নলের একমুখ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া অপর মুখে ফুৎকার দিয়া ঔষধ চূর্ণের নস্য প্রদান করাকে প্রধমন কহা যায় ॥ ৩৪—৩৬

মূর্চ্ছায় রসদ্বয়—মারিত পারদে পিপুলচূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া তাহা মূর্চ্ছারোগিকে লেহন করিতে দিবে। এবং শীতল পরিষেক, শীতল জলে অবগাহন ও সর্ব্বাঙ্গে হঠাৎ পীড়ন প্রভৃতি ক্রিয়া সকল করিবে। মারিত তাম্রচূর্ণ বেণার মূল ও নাগেশ্বর সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক শীতল জলের সহিত পান করিলে, বজ্রদ্বারা, বৃক্ষ যেমন আশু বিনষ্ট হয়, ঐ ঔষধ পানদ্বারাও মূর্চ্ছা সেইরূপ শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৭। ৩৮

ভ্রমের চিকিৎসা—ভ্রম শান্তির জন্য দুরালভার ক্বাথে ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়া পান করিবে। হরীতকীর ক্বাথে বা আমলকীর ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত খাইবে। শুঁঠ, পিপুল, শুল্‌ফা ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল, গুড় ছয়পল, একত্র মর্দ্দিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা সেবনে ভ্রমরোগ নাশ হয়। মারিত তাম্রচূর্ণ ঘৃতসংযুক্ত করিয়া তাহা দুরালভার ক্বাথের সহিত পান করিলে শীঘ্র ভ্রম নষ্ট হয়। ইহা মহাদেব বাক্য ॥ ৩৯—৪১

তন্দ্রার ও অতিনিদ্রার চিকিৎসা—ঘোড়ার লালা, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, মনঃশিলা, পিপুল-চূর্ণ ও মধু এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে তাহার অঞ্জন দিলে তন্দ্রা ও অনিদ্রা নিবারিত হয়। সৈন্ধব লবণ, শ্বেতমরিচ (শজিনা বীজ), সর্ষপ ও কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারিত হয়। শুঁঠ, পিপুল, বচ ও সৈন্ধব লবণ (পাঠান্তর শুঁঠ, পিপুল, বকফুলের রস ও মরিচ) একত্র পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে তন্দ্রা দূর হয়। কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পুষ্করমূল, শুঁঠ, বামুনহাটী ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে তন্দ্রা বিনষ্ট হয় ॥ ১২—৪৪

ইতি মূর্চ্ছা ভ্রম-নিদ্রা-তন্দ্রা-সন্ন্যাসাধিকার।

মদাত্যয়াধিকার।

মদ্যের স্বভাব—মানবগণের পক্ষে অন্ন স্বভাবতঃ যেরূপ মদ্যও স্বভাবতঃ সেইরূপ জানিবে। অর্থাৎ ইহা অবিধি পূর্ব্বক সেবিত হইলে রোগকর হয়, যথাবিধি সেবিত হইলে রসায়ন হইয়া থাকে ॥ ১

যথাবিধিসেবিত মদ্যের মহিমা—যে অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ, সে অন্নও অবৈধ-সেবিত হইলে প্রাণনাশক হয়, আর যে বিষ প্রাণহর, তাহাও যুক্তিপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলে রসায়ন অর্থাৎ জরাব্যাধি নাশক হইয়া থাকে।

যথাবিধি, যথাবল, যথামাত্রায়, যথাকালে প্রহৃষ্ট হইয়া হিতকর অন্নের সহিত যে ব্যক্তি মদ্য-পান করে, তাহার সম্বন্ধে মদ্য অমৃতোপম হইয়া থাকে।

টীকা মদ্যপান বিধি যথা—শরীর বিশুদ্ধ করিয়া, শুচি হইয়া, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যে অনুলিপ্ত

হইয়া, উদ্দাম গন্ধি—(দূরগামি-গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যে সুগন্ধীকৃত) স্ফীত কোমল বসনে আবৃত হইয়া, বিচিত্র বিবিধ মাল্য ধারণ করিয়া, রক্তাভরণে বিভূষিত হইয়া. সানন্দ ও সাবধান হইয়া ক্রমে ক্রমে মদ্যপান করিবে। (মদ্যপানোপযোগী স্থান)—যে উপবন সুগন্ধি-সুন্দরবর্ণ-কুসুম সমূহ দ্বারা মনোহর, যাহা মধুকরের মনোরমগুঞ্জনে গুঞ্জিত,যাহা কোকিল-কূজনে কূজিত, যেখানে সুগন্ধি-সুশীতল-মধুর-বায়ু প্রবাহিত, সেই উপবনে এবং সেই উপবনস্থ যে গৃহ সুধা-ধবলিত (চূণযোগে-ধবলীকৃত) ও সুগন্ধি ধূপে ধূপিত সেই গৃহে এবং যে শয্যাসন সুন্দর উপাধান বিশিষ্ট ও সুন্দর আস্তরণে আস্তৃত সেই শয্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া বা তির্য্যগ্‌ভাবে বসিয়া (বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া) হৃষ্টচিত্তে সুবর্ণপাত্রে রজতপাত্রে বা মণিময় পাত্রে করিয়া সুরাপান করিবে। রূপযৌবন-মত্তা মৃগনয়না এবং ঋতুর অনুরূপ বস্ত্র আভরণ ও মাল্যে বিভূষিতা-মনোরমা-কামিনীগণ সেই সুরা পরিবেশন করিতে থাকিবে এবং হর্ষান্বিত হইয়া উপযুক্ত মাত্রায় তাহা খাইবে। তন্ত্রান্তরে মাত্রা কথিত হইয়াছে,—যথা—"শুদ্ধকায় হইয়া অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে দুইপল মদ্য, মধ্যাহ্নে চারিপল মদ্য এবং সায়ংকালে আটপল মদ্য উপদংশের সহিত (চাট্‌নির সহিত পান করিবে। পানানন্তর সুস্নিগ্ধ ভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে। মদ্য রসায়নে এই মাত্রা। এই বিধানে অতন্দ্রিত হইয়া অর্থাৎ মাত্রায় সাবধান হইয়া নিত্য মদ্য পান করিবে।" মাত্রা—সম্বন্ধে অন্য কেহ কেহ বলে—"যে মাত্রায় মদ্য পান করিলে বুদ্ধ্যাদিগুণ সকল উল্লসিত হয় এবং তাহাদের কোন অত্যয় না ঘটে মদ্য পানে সেই মাত্রা বিহিত; অন্য মাত্রা রোগ-জনক।" (মদ্য পানের কাল)—যে কালে যাদৃশ মদ্য হিতকর, সে কালে তাদৃশ মদ্যপান কর্ত্তব্য। ঋতুসম্বন্ধ যথা—"গ্রীষ্ম ঋতুতে শীতবীর্য্য-স্বাদু-মাধ্বীকাদি সুখপ্রদ মদ্য এবং শীতঋতুতে তীক্ষ্ণোষ্ণ-বীর্য্য গৌড়িকপৈষ্টিকাদি মদ্য প্রশস্ত।" (মদ্যপানে হিতকর-অন্ন) "মদ্যানুকূল—সুগন্ধমনোহরবর্ণ-বিবিধ ফল, লবণ, নানাপ্রকার-হৃদ্য ভাজা মাংস, স্নিগ্ধ অন্ন ও স্নিগ্ধ ভক্ষ্য এই সকলের সহিত মদ্যপান করিবে। (অন্ন—সিদ্ধ তণ্ডুল অর্থাৎ ভাত ও পাঁপর প্রভৃতি। ভক্ষ্য—লড্ডুক-খাজা-গজা প্রভৃতি)।

বাতপ্রকৃতিক ব্যক্তি অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, সুন্দর বস্ত্র পরিধান, ধূপগ্রহণ ও অনুলেপন এই সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্নিগ্ধোষ্ণ তাদৃশ (পূর্ব্ববর্ণিত) অন্নের সহিত মদ্যপান করিবে। পিত্তপ্রকৃতিক ব্যক্তি বিবিধ শীতোপচারের সহিত এবং মধুর-স্নিগ্ধ-শীতল ফল ও অন্নের সহিত মদ্য পান করিবে। শ্লেষ্ম-প্রকৃতিক ব্যক্তি জাঙ্গল মাংস ও মরিচের সহিত মদিরা পান করিবে। শ্লেষ্ম-প্রকৃতিক ব্যক্তি ভোজনের পূর্ব্বে মদ্যপান করিবে। পিত্তপ্রকৃতিক ব্যক্তি ভোজনের পরে মদ্যপান করিবে। বাতপ্রকৃতিক ব্যক্তি ভোজনের মধ্যে মদ্যপান করিবে। আর সমদোষ ব্যক্তি যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই মদ্যপান করিবে। বাতাত্মক ব্যক্তি প্রায় গৌড়িক ও পৈষ্টিক মদ্য পান করিবে। কফপিত্তাত্মক ব্যক্তি মাধ্বীক ও মাধব (মৌলফুল জাত) মদ্যপান করিবে। ধনবান্ লোকেদের সম্বন্ধেই এই বিধি চরকাদি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। অথবা যখন যে মদ্য পাওয়া যাইবে, তখন তাহাই পরিমিত মাত্রায় পান করিবে ॥ ২—৮

মদ্যের গুণ—রস-বাতাদিবহ স্রোতঃসকলের, এবং সত্ত্বগুণ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও আত্মার এবং প্রধান পদার্থ ওজের বিশেষ স্থান হৃদয়। মদ্য সেই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নিজ দশটি গুণদ্বারা ওজঃপদার্থের দশটি গুণকে সংক্ষোভিত (আকুলিত) করত চিত্তকে বিকৃত করিয়া থাকে। মদ্যের দশগুণ, যথা—লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, অম্ল, ব্যবায়ী, আশুকর, রূক্ষ, বিকাশী ও বিশদ। ওজের দশগুণ, যথা—গুরু, শীত, মৃদু, স্নিগ্ধ, সান্দ্র, স্বাদু, স্থির, প্রসন্ন, পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম। মদ্য নিজ লঘুত্বগুণে ওজের গুরুত্বগুণকে, উষ্ণত্বগুণে শৈত্যগুণকে, অম্লগুণে মাধুর্য্যগুণকে, তীক্ষ্ণত্বগুণে মৃদুত্বগুণকে, আশুকরত্বগুণে প্রসাদগুণকে রূক্ষতাগুণে স্নেহগুণকে. ব্যবায়িত্বগুণে স্থিরত্বগুণকে, বিকাশিত্বগুণে সূক্ষ্মতাগুণকে, বৈশদ্যগুণে পৈচ্ছিল্যগুণকে এবং সূক্ষ্মত্বগুণে সান্দ্রত্বগুণকে বিনষ্ট করে। মদ্য এইরূপে নিজ দশবিধগুণ দ্বারা ওজঃপদার্থের দশবিধ গুণকে বিনষ্ট করে এবং ওজঃসমাশ্রিত সত্ত্বগুণকে সংক্ষোভিত করিয়া আশু মত্ততা জন্মাইয়া থাকে। হৃদয় মদ্যগুণাবিষ্ট হইলে হর্ষ, তর্ষ (তৃষ্ণা) রতি, সুখ এবং যথাসত্ত্ব (সত্ত্ব সংক্ষোভানুরূপ) মোহ নিদ্রাপর্য্যন্ত নানাবিধ রাজস ও তামস বিকার জন্মে। ইহাই মদ লক্ষণ। মদসুখপ্রদ মদ্য যথা-যুক্তি পীত হইলে হর্ষ, ওজঃ, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও পুরুষত্ব, আশু জন্মাইয়া থাকে। যুক্তিসেবিত মদ্য রোচক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, স্বর ও বর্ণের প্রসন্নতা-

কারক, প্রীতিজনক, বৃংহণ, বলকর, ভয়-শোক-শ্রম-নাশক, নষ্ট-নিদ্রব্যক্তিদের নিদ্রাজনক, অল্পভাষি ব্যক্তিদের বাগ্‌বিশুদ্ধিকারক এবং অতি নিদ্রানাশক, মল মূত্রাদির বিবদ্ধতা নিবারক, বধ-বন্ধ-পরিক্লেশ-দুঃখেরও অবোধক (বধাদিজনিত দুঃখবোধ করিতে দেয় না), বৃদ্ধগণের বার্দ্ধক্য দুঃখেরও অবোধক, বহুদুঃখক্ষত ব্যক্তির এবং বহু শোকে উপহত ব্যক্তির শোক-দুঃখের বিসর্জ্জনহেতু মদ্য তাহাদেরও হর্ষকারক। অধিক কি যুক্তিসেবিত মদ্য জীবলোকের আশ্রয় ॥ ৯—২২

সাত্ত্বিকমদের (মত্ততার) লক্ষণ—প্রথম মদ অর্থাৎ সাত্ত্বিকমত্ততা—বুদ্ধি স্মৃতি ও প্রীতিকর, সুখজনক, পানে ভোজনে ও নিদ্রায় রতিবর্দ্ধক অর্থাৎ আসক্তিজনক এবং বেদাদি পাঠ গান ও স্বরশক্তিবর্দ্ধক। প্রথমমদ অতি রম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

টীকা। মদ (মত্তত্ব) ত্রিলক্ষণ হয়। যথা—এক মদ অধিক সত্ত্বগুণ ব্যক্তির, দ্বিতীয় মদ অধিক রজোগুণ ব্যক্তির, তৃতীয় মদ অধিক তমোগুণ ব্যক্তির হইয়া থাকে। অতএব চরকে উক্ত হইয়াছে—"অগ্নি যেমন উৎকৃষ্ট স্বর্ণের, অপকৃষ্ট স্বর্ণের ও মধ্য স্বর্ণের পরিচায়ক, মদ্যও সেইরূপ প্রাণিগণের (মানবগণের) প্রকৃতিদর্শক" ইতি। "প্রীতি"—পরের সহিত মৈত্রী। "অতিরম্য" মদ্যের মনোবিকারিত্ব থাকিলেও উহা দুঃখকর নহে। প্রথম গুণবিকারিত্বহেতু অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বিকারজনকত্ব নিবন্ধন প্রথমমদ বা সাত্ত্বিক মদ বলিয়া, দ্বিতীয় গুণবিকারিত্ব হেতু অর্থাৎ রজোগুণের বিকারজনক প্রযুক্ত দ্বিতীয় মদ বা রাজস মদ বলিয়া এবং তৃতীয় গুণবিকারিত্ব হেতু অর্থাৎ তমোগুণের বিকারজনকত্ব নিমিত্ত তৃতীয়মদ বা তামসমদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে॥২৩

রাজসমদের লক্ষণ—দ্বিতীয় মদে বা রাজস মদে বুদ্ধি স্মৃতি ও বাক্যের ঈষৎ স্ফূর্ত্তি থাকে, বিরুদ্ধচেষ্ট হয়, মদ্যপায়ী আকারে ও কার্য্যে উন্মত্তের ন্যায় হয় এবং মুহুর্মুহুঃ আলস্য ও নিদ্রায় অভিভূত হইতে থাকে ॥ ২৩।২৪

তামসমদের লক্ষণ—এই তৃতীয় মদে মানব অগম্যায় (গুরুদারাদিতে) গমন করে, গুরুজনদিগকে মানে না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, সংজ্ঞাহীন হয়, হৃদয়ের অতি গুহ্য কথা সকলও প্রকাশ করিয়া থাকে। তৃতীয় মদে অর্থাৎ তামস মদে মানব নিজায়ত্ত থাকে না অর্থাৎ নিতান্ত মদপরবশ হয়।

চতুর্থ মদে মানব নিতান্ত জ্ঞানশূন্য ও ভগ্নকাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয় হয় এবং কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে ; ফলতঃ চতুর্থ মদমত্ত ব্যক্তি ঠিক মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। যাহার হিতাহিত জ্ঞান আছে এবং যে স্ববশ ও কৃতী, এবংবিধ কোন ব্যক্তি হিংস্রপ্রাণিসঙ্কুল-দুর্গম পথ সদৃশ বিপজ্জনক ও মূর্ত্তিমান উন্মাদস্বরূপ মদ ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ আছে, সে কখনও উক্তরূপ নিন্দিত মদ পাইতে চাহে না।

টীকা। যদিও মদ তিন প্রকারই, তথাপি সুশ্রুতমতানুসারে অতিতামস-মদলক্ষণও বর্ণিত হইল। অতি তামসমদই সুশ্রুতে চতুর্থমদ বলিয়া পঠিত হইয়াছে।

যাহারা বলবান্, যাহারা কৃতাহার (ভোজন করিয়াছে), যাহারা মহাভোজনশীল, যাহারা স্নিগ্ধ, যাহারা সত্ত্বগুণযুক্ত ও যুবা, নিত্য মদ্যপান যাহাদের অভ্যস্ত, যাহারা মদ্যপায়ির বংশজাত, যাহারা মেদ ও কফবহুল, যাহাদের বায়ু ও পিত্ত অল্প, যাহাদের অগ্নি প্রবল, মদ্যপান করিয়া তাহারা অধিক মত্ত হয় না। ইহার বিপরীত ব্যক্তিগণ মদ্যপানে অধিক মত্ত হইয়া থাকে। আর যাহারা বিশ্রব্ধ (উচিত ভ্রষ্ট) ও যাহারা কুপিত, তাহারা মদ্যপানে অধিক মত্ত হয়। অম্ল ও রুক্ষ মদ্যপানে বা বহু মদ্যপানে অধিক মত্ততা জন্মে, অজীর্ণে মদ্য পান করিলেও অধিক মত্ততা জন্মিয়া থাকে ॥ ২৫—২৯

মদাত্যয়ের নিদান—বিষের,সন্নিপাতপ্রকোপক যে সকল গুণ দৃষ্ট হয়, সেই সকল গুণই মদ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু বিষে তাহাদিগকে বলবত্তর দেখা যায়। মদ্যে সন্নিপাতপ্রকোপক-বিষগুণ সকল থাকে বলিয়া অবিধিপীত মদ্য দ্বারা, অধিক মাত্রায় পীত মদ্য দ্বারা, অহিতকর খাদ্যের সহিত সেবিত মদ্য দ্বারা ও অকালে সেবিত মদ্য দ্বারা মদাত্যয় প্রমুখ রোগ সকল জন্মিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি অতিক্রম করিয়া নিত্য :নিরন্তর অন্নহীন (চাট শূন্য) মদ্য পান করে, তাহার কষ্টতম বিকার সকল (মদাত্যয়াদি রোগ সকল) উৎপন্ন হয়, শেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে ॥ ৩০—৩২

মদাত্যয়াদিরোগের হেত্বন্তর—ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকার্ত্ত বা বুভুক্ষিত হইয়া, অথবা ব্যায়াম ভারবহন বা পথপর্য্যটন দ্বারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, অথবা মলমূত্রাদির বেগ ধারণে নিতান্ত কাতর হইয়া কিংবা অতি অম্ল ও রুক্ষ ভোজন দ্বারা পূর্ণোদর হইয়া, অথবা উত্তাপে তাপিত হইয়া, অথবা অজীর্ণে ভোজন করিয়া, অথবা দুর্ব্বলাবস্থায় মদ্য পান করিলে

সেই পীতমদ্য বিবিধ বিকার অর্থাৎ মদাত্যয়াদি রোগ সকল উৎপাদন করে ॥ ৩৩ । ৩৪

মদ্যপানজনিত বিকার, যথা পানাত্যয়, পরমদ পানাজীর্ণ ও উগ্র পানবিভ্রম, অবিধিপীত মদ্যে এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ বর্ণন করিব ॥ ৩৫

মদাত্যয়ের সামান্যলক্ষণ—শরীরের কষ্ট, বলবৎ প্রমোহ (ইন্দ্রিয় মোহ), হৃদয়ে ব্যথা, অরুচি, সতত তৃষ্ণা, শীতোষ্ণলক্ষণ জ্বর (জ্বরে কখন শীত, কখন উষ্ণতা), মস্তক পার্শ্বাস্থি ও সন্ধি সকলে ক্ষতবদ্ বেদনা, প্রবল জৃম্ভা, অঙ্গ বিশেষের স্ফুরণ ও কম্পন, বিনাশ্রমে শ্রান্তি, বক্ষঃস্থলের বিবদ্ধতা, কাস, হিক্কা, শ্বাস, অনিদ্রা, সর্ব্বশরীরের কম্প, কর্ণ নেত্র ও মুখরোগ, ত্রিকবেদনা, বমি, মলভেদ ও বাত-পিত্ত-কফাত্মক উৎক্লেশ, ভ্রম, প্রলাপ এবং বস্তুতঃ যাহার বিদ্যমানতা নাই, সেই অবিদ্যমান বস্তুর দর্শন, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। আর রোগী ভ্রান্তচেতাঃ হইয়া মনে করে, যেন তৃণ-ভস্ম-লতা-পাতা ও পাংশু দ্বারা স্থান সকল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বিহঙ্গগণ উৎপাত করিতেছে, সে ব্যাকুলতাজনক অশুভ স্বপ্ন সকল দর্শন করে, মদাত্যয় রোগে এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে ॥৩৬—৪১

বাতিকমদাত্যয় নিদান—স্ত্রীসঙ্গম, শোক, ভয়, ভারবহন ও পথপর্য্যটন এই সকল কর্ম্মদ্বারা অতি কর্ষিত ব্যক্তি, কিংবা রুক্ষ-মাত্রাহীন বা অত্যল্প ভোজনশীল ব্যক্তি, রাত্রিতে নিদ্রা বিঘাত করিয়া রুক্ষ ও জীর্ণ মদ্য অতিমাত্রায় পান করিলে তাহার সেই পীতমদ্য শীঘ্রই বাতোল্বণ মদাত্যয়রোগ উৎপাদন করে ॥ ৪২ । ৪৩

বাতিকমদাত্যয়ের লক্ষণ—হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, অনিদ্রা ও বহু প্রলাপ, বাতোল্বণ মদাত্যয়ে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪৪

পৈত্তিকমদাত্যয়ের নিদান—তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-অম্লভোজী ক্রোধালু ও হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-অম্ল-মদ্য অতিমাত্র পান করে, তাহার তীব্র পিত্তোল্বণ মদাত্যয় রোগ জন্মে ॥ ৪৫

পৈত্তিকমদাত্যয়ের লক্ষণ—তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, স্বেদ, মোহ, অতিসার, বিভ্রম এবং দেহের হরিতবর্ণতা, পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৪৬

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ের নিদান—যে ব্যক্তি মধুর স্নিগ্ধ ও গুরু অন্ন ভোজন করে এবং যে ব্যক্তি অব্যায়াম দিবানিদ্রা ও শয্যাসন জনিত সুখে রত, সে ব্যক্তি অতি মাত্রায় মদ্যপান করিলে তাহার কফোল্বণ মদাত্যয় জন্মে ॥ ৪৭

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ের লক্ষণ—বমি, অরোচক, হৃল্লাস (বমনবেগ), তন্দ্রা, স্তৈমিত্য (আর্দ্রবস্ত্রাবৃতত্ববৎ), গাত্রগুরুতা ও শীত এইগুলি কফোল্বণ মদাত্যয়ের লক্ষণ ॥ ৪৮

সান্নিপাতিক মদাত্যয়ের নিদান ও লক্ষণ—উল্লিখিত বাতোল্বণাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়েরই নিদান ও লক্ষণ সমূহ দ্বারা সান্নিপাতিক মদাত্যয় লক্ষ্য করিবে ॥ ৪৯

পরমদ—শ্লেষ্মাধিক্য (নাসাস্রাবাদি বোদ্ধব্য), দেহের গুরুতা, মুখের বিরসতা, মলমূত্রের রোধ, তন্দ্রা, অরোচক, তৃষ্ণা, মস্তকবেদনা ও সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎ পীড়া, পরমদের এই সকল লক্ষণ ॥ ৫০

পানাজীর্ণ—অতি উগ্র উদরাধ্মান, উদ্গিরণ (বমি বা উদ্গার), উদরে বিদাহ এবং পীতমদ্যের অপরিপাক, :এইগুলি পানাজীর্ণ বিকারের লক্ষণ। পিত্ত প্রকোপজনিত লক্ষণ সকল এবং পিত্ত প্রকোপক কারণ সকল ইহাতে দৃষ্ট হয় ॥ ৫১

পানবিভ্রম—সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ হৃদয়ে সূচীবেধবদ্ বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠধূম (কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি), মূর্চ্ছা, বমি মদ, শিরঃপীড়া, মুখের কফলিপ্ততা এবং সুরাবিকারে (সুরাজাত খাদ্যে) ও অন্নবিকারে (পিষ্টকলড্ডুকাদিতে) বিদ্বেষ, এই গুলি পানবিভ্রম রোগের লক্ষণ ॥ ৫২

অসাধ্য মদাত্যয়াদির লক্ষণ—মদাত্যয়াদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উপরিতন ওষ্ঠ যদি ঝুলিয়া পড়ে এবং বাহিরে অতিশীত ও অন্তরে অতিদাহ হয়, মুখ তৈলাভ্যক্তবৎ দেখায়, জিহ্বা দন্ত ও ওষ্ঠ কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ হয়, চক্ষু পীত বা রক্তপ্রভ হয়, তাহা হইলে এবং হিক্কা, জ্বর, বমি, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে ॥ ৫৩

মদাত্যয়াদির চিকিৎসা—অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদিগের যেমন দহন ও অগ্নিস্বেদ হিতকর, মদ্যপানজনিত রোগ সমূহেরও তেমনি মদ্যই প্রশস্ত ভেষজ। অনুচিত মদ্যপান, অতিমদ্যপান, হীনমাত্রায় মদ্যপান

করাতে যে ব্যাধি জন্মে, যথাবিধি সম্যক্ মদ্যপানে সেই ব্যাধি প্রশমিত হয়।

মদ্যজনিত-বাত-পৈত্তিক ব্যাধির প্রশমার্থ টাবালেবু তেঁতুল অম্লকুল ও দাড়িমের রস এবং যোয়ান হবুষ, কৃষ্ণজীরা ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পুরাতন মদ্য, ঘৃতাদি স্নেহসংযুক্ত ছাতু-উপদংশের (চাটের) সহিত পান করিতে দিবে।

পীত-মদ্য জীর্ণ হইলে সচললবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া এবং কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া সেই মদ্য পান করিতে দিবে। ইহা বাতমদাত্যয় নাশক।

চই, সচললবণ, হিঙ্, টাবালেবু, শুঁঠ ও যমানী ইহাদের চূর্ণ মদ্যের সহিত পান করিবে। ইহা মদাত্যয় রোগ প্রশমক।

লাব, তিত্তিরি, কুক্কুট ও ময়ূর এই সকল পক্ষির এবং আনূপ-মৃগ-মৎস্যের যূষ, ওদন (ভাত) এবং স্নিগ্ধোষ্ণ লবণাম্ল-মুখপ্রিয়-বেশবার, গোধূমকৃত স্নিগ্ধ খাদ্য এই সকলের দ্বারা বাতোল্বণ মদাত্যয় রোগ বিনষ্ট হয়।

যৌবনোম্মান্বিত নারীগণের নির্দ্দয় আলিঙ্গন দ্বারা তাহাদের শ্রোণি-উরু ও কুচভারের সুখপ্রদ পেষণদ্বারা উষ্ণ শয্যা ও আচ্ছাদন দ্বারা, সুখজনক অন্তর্গৃহদ্বারা এবং প্রবল বায়ু দ্বারা মদাত্যয় রোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়।

পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে সর্ব্বথা শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। মদ্যে অর্দ্ধেক জল মিশাইয়া এবং তাহাতে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া রোগিকে পান করিতে দিবে।

খর্জ্জুর, কিস্‌মিস, ফল্‌সা ও দাড়িমের রস সংযুক্ত করিয়া এবং শক্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া শীতবীর্য্য মদ্য পান করাইবে। অথবা চিনি কিংবা অন্য কোন পিত্তনাশক দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া মাধ্বীক মদ্য পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা পৈত্তিক মদাত্যয়ের প্রশম হয়। পৈত্তিক মদাত্যয় প্রশমার্থ-বহুজল মিশ্রিত মদ্য উপযুক্ত সময়ে পান করিতে দিবে।

শশ, চাতক, এণ (হরিণ বিশেষ), লাবপক্ষী, কৃষ্ণপুচ্ছ (মৃগ বিশেষ), মধুরাম্লরস শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, পটোল যূষ মিশ্র বা মটর ও মুগের যূষ মিশ্র অথবা দাড়িম ও আমলকীর রসে অম্লীকৃত ছাগমাংসরস, দ্রাক্ষা-আমলকী-খর্জ্জুর ও ফলসার রসে বিবিধ তর্পণ যূষ ও মাংসরস কল্পনা করিয়া সেই তর্পণাদি, শীতল অন্নপান, শীতল শয্যাসন, শীতল জলবায়ু স্পর্শ, শীতল উপবন, চন্দনোদকে শীতলীকৃত পট্টবস্ত্র-পদ্ম-উৎপল-মণি ও মুক্তাধারণ এবং চন্দ্রাংশু শীতল স্পর্শ, পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে আহার বিহারার্থ এই সমস্ত ব্যবস্থেয়। আর কফমদাত্যয়ে যবগোধূমকৃত খাদ্য, রুক্ষতর্পণের সহিত যমানী ও ত্রিকটু-চূর্ণের সহিত এবং রুক্ষযূষের সহিত ভোজন করিতে দিবে অথবা যবকৃত খাদ্য, প্রভূত কটু সংযুক্ত করিয়া কুলথ কলায়ের বা শুষ্ক মূলার যূষের সহিত খাইতে দিবে। রুক্ষ অর্থাৎ স্নেহবর্জ্জিত ছাগ-মাংসরস, বা দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত জাঙ্গলমাংস রস বা দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত জাঙ্গলমাংসরস বা ত্রিকটুসংযুক্ত অল্প অম্লীকৃত যূষ পান করাইবে। কটু (ঝাল) অম্ল ও লবণসংযুক্ত মাংস হাঁড়ীতে বা খোলায় ভাজিয়া কফ মদাত্যয়ে তাহা খাইতে দিবে। কফজ মদাত্যয়ে বমনকারক দ্রব্য সংযুক্ত মদ্যপান করাইয়া বমন করান হিতকর, ইহাতে যথাবল লঙ্ঘনও প্রশস্ত। বাতজ পিত্তজ ও কফজ মদাত্যয়ের প্রতি এই যে সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল, ত্রিদোষজমদাত্যয়ে চিকিৎসক এই সকল কর্ম্মই প্রয়োগ করিবেন ॥ ৫৪—৭৭

প্রসঙ্গ ক্রমে কোদ্রবাদি মদচিকিৎসা কথিত হইতেছে—কুষ্মাণ্ডরস গুড়ের সহিত পান করিলে কোদ্ ভক্ষণ জনিত মদ (মত্ততা) আশু প্রশমিত হয়। চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে ধুতূরা ভক্ষণ জনিত মত্ততা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। তৎক্ষণাৎ আতৃপ্তি শীতল জলপান করিলে সুপারী ভক্ষণ জনিত মদ এবং তদুপদ্রব বমি, মূর্চ্ছা ও অতিসার প্রশমিত হয়। বন-ঘুঁটের ঘ্রাণ লইলে, জল পান করিলে ও লবণ ভক্ষণ করিলে অথবা চিনি মিশ্রিত জলের কবল করিলেও সুপারী সম্ভূত মদের ও তদুপদ্রব শূলের প্রশম হইয়া থাকে। চূর্ণ মর্দ্দিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার আঘ্রাণ লইলে তাম্বূল ভক্ষণ জনিত মদ নিবারিত হয়। হরীতকী ভক্ষণে, শীতল জলাবগাহনে এবং সশর্কর দধি ভোজনে জায়ফল ভক্ষণ জনিত মদ দূরীভূত হয়। বহেড়া জনিত মদও ইহাতে প্রশমিত হইয়া থাকে।

মদ্য পান করিয়া মানব যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃতসংযুক্ত চিনি অবলেহন করে, তাহা হইলে প্রথিতবীর্য্য মদ্যও অল্পমাত্রও মত্ততা জন্মাইতে পারে না ॥ ৭৮—৮৩

ইতি পানাত্যয়-পরমদ-পানাজীর্ণ-পানবিভ্রমাধিকার।

দাহাধিকার ।

পিত্তজ দাহের লক্ষণ ও চিকিৎসা— পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ ও চিকিৎসা পিত্তজ্বরের সমান জানিবে।

টীকা।—আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে দাহ সপ্তবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দাহ—উষ্মাত্মক ব্যাধি, ইহা পিত্তজ্বর লক্ষণযুক্ত। পিত্তজ্বরে আমাশয় দুষ্ট হেতু দাহ ও জ্বর উভয়ই থাকে, দাহরোগে কেবল দাহ কিন্তু জ্বর থাকে না। পিত্তজ্বরে ও দাহে এই প্রভেদ। পিত্তজ্বরে যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, দাহেও সেই চিকিৎসা করিবে ॥ ১

রক্তজ দাহ—সর্ব্বশরীরানুগত রক্ত অতিবৃদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই দাহ উৎপাদন করে। এই দাহকে রক্তজ দাহ কহে। ইহাতে রোগী যেন অগ্নিদ্বারা দহ্যমান অথবা যেন সমীপস্থ বহ্নিদ্বারা তপ্যমান হইতে থাকে। অথবা সে আপনাকে বহ্নিদ্বারা অবকীর্ণ বলিয়া অনুভব করে। রক্তজদাহে রোগী তাম্রাভ ও তাম্রলোচন হয়, তাহার গাত্রে ও বদনে রক্তগন্ধ হইয়া থাকে ॥ ২

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজদাহ — শস্ত্রাদিক্ষতনিঃস্রুত রক্তদ্বারা কোষ্ঠ পূর্ণ হইলে ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। এই দাহকে রক্তপূর্ণকোষ্ঠজ দাহ কহা যায়। (পূর্ব্বে যে রক্তজ দাহের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদেহানুগত অতি বৃদ্ধ রক্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং আবার এবম্ভূত রক্তজ দাহের উল্লেখ করায় পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটে নাই) ॥ ৩

মদ্যজদাহ—মদ্যপান-কুপিত পিত্তোষ্মা পিত্ত ও রক্তদ্বারা বর্দ্ধিত ও ত্বক্‌কে প্রাপ্ত হইয়া ঘোর দাহ উৎপাদন করে। ইহাকে মদ্যজ দাহ কহে। পিত্তবৎ ইহার ভেষজ ॥ ৪

তৃষ্ণানিরোধজ দাহ—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পিপাসা নিগ্রহ হেতু শরীরস্থ জলধাতু (রসধাতু) ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তেজঃ (পিত্তোষ্মা) বর্দ্ধিত হইয়া দেহের বাহিরে ও ভিতরে দাহ উপস্থিত করে। এই দাহে গল-তালু-ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং রোগী জিহ্বা নিষ্কাশিত করিয়া কাঁপে ॥ ৫

ধাতুক্ষয়জ দাহ—রসরক্তাদি ধাতুক্ষয়ে যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী মূর্চ্ছিত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণস্বর ও ক্রিয়াহীন হয়। ভৃশ পীড়িত হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে ॥ ৬

মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ—মস্তক-হৃদয়-বস্ত্যাদি মর্ম্ম স্থান সকল দারুণ অভিঘাতে আহত হইলে যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ কহে। ইহা অসাধ্য ; এই দাহই সপ্তম দাহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অসাধ্য দাহ—দাহরোগে যদি গাত্র শীতল হয়, তাহা হইলে সেই শীতগাত্ররোগির সর্ব্বপ্রকার দাহই অসাধ্য বলিয়া জানিবে ॥ ৭

দাহ-চিকিৎসা—দাহরোগিকে শতধৌত ঘৃত মাখাইবে। অথবা কুল ও আমলকীর কল্ক সংযুক্ত যবশক্তু দ্বারা তাহার গাত্র প্রলিপ্ত করিবে। কিংবা তাহার গাত্রে ধান্যাম্ল (কাঁজী বিশেষ) মাখাইবে। কাঞ্জীকসিক্ত :বস্ত্র দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদিত করিবে। বেণার মূলসংযুক্ত চন্দন দ্বারা অনুলেপন করিবে। চন্দনজলকণা-নিষ্যন্দি-তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিবে (বাতাস করিবে)। দাহার্দ্দিত ব্যক্তি পদ্মপত্রের ও কদলীপত্রের সংস্তরে শয়ন করিবে। পরিষেকে অবগাহে ও ব্যজন সেবনে শীতল জল প্রশস্ত। ইহা দ্বারা দাহ ও তৃষ্ণার প্রশান্তি হয়। প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণামূল, বালা, নাগকেশর পত্র, গুড়ত্বচী, কালীয়ক (কলম্বা) ইহাদের রসযুক্ত প্রলেপন দাহে প্রশস্ত। দাহার্দ্দিত ব্যক্তি বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও পদ্ম ইহাদের ক্বাথে দ্রোণী (টপ) পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিবে। পদ্মশোভিত বাপী (দীর্ঘিকা) মনোরম জলযন্ত্র গৃহ (যে গৃহে জলের ফোয়ারা থাকে) ও চন্দনদিগ্ধাঙ্গী কামিনী ইহারা দাহদুঃখ প্রশমক। পদ্মবাসিত জল, শর্করা মিশ্রিত জল বা কেবল জল, দুগ্ধ ও ইক্ষুরস পান করাইবে এবং পিত্তনাশক বিধি সকল পালন করাইবে ॥ ৮-১৫

চন্দনাদিক্বাথ—চন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, বালা, মুতা, পদ্ম, মৃণাল, মৌরী, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া

অর্দ্ধাবশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতি উল্বণ দাহ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ । ১৭

কাঞ্জিক তৈল—/৪ সের তিল তৈল ষোলগুণ (৬৪ সের) কাঁজিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহ ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৮

ইতি দাহাধিকার।

উন্মাদাধিকার।

উন্মাদের নিরুক্তি—প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষ সকল উন্মার্গগামী হইয়া মদ জন্মায় বলিয়া অর্থাৎ চিত্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করে বলিয়া এই রোগ উন্মাদ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। উন্মাদ মানস ব্যাধি ॥ ১

উন্মাদেরই অবস্থাভেদে নামান্তর—অল্পকালজাত অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদ মদনামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২

উন্মাদের বিপ্রকৃষ্টলক্ষণ—বিরুদ্ধ দুষ্ট ও অশুচি ভোজন, দেবতা গুরু ও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা, অতিভয় বা অতিহর্ষ হেতু মনোবিঘাত ও বিষম চেষ্টা এই গুলি উন্মাদ রোগের হেতু।

টীকা। "দুষ্ট"—ধুস্তূরবীজাদি সহিত। "অশুচি"—রজস্বলা স্পর্শাদি। "প্রবর্ষণ"—অভিভব। "বিষম চেষ্টা"—বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধাদি কার্য্য ॥ ৩

উন্মাদের সন্নিকৃষ্টনিদান—অতি প্রবৃদ্ধ বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষ, মিলিত ত্রিদোষ, মানস দুঃখ এবং বিষ ভক্ষণ এই ছয় কারণে ছয়প্রকার উন্মাদ রোগ জন্মিয়া থাকে। মানসদুঃখ ও বিষসেবন জনিত উন্মাদে যে দোষের অনুবন্ধ থাকিবে সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। (বিষজ উন্মাদে বিষঘ্ন ঔষধও অবশ্য প্রযোজ্য) ॥ ৪

উন্মাদের সম্প্রাপ্তি—অল্পসত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির বাতাদি দোষত্রয় পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে দুষ্ট হইয়া বুদ্ধির স্থান হৃদয়কে এবং তদাশ্রিত মনোবহা দশটি ধমনীকে দূষিত করিয়া শীঘ্রই মানবের চিত্তকে বিকৃত করিয়া ফেলে ॥ ৫

উন্মাদের সামান্যলক্ষণ—বুদ্ধিবিভ্রম (যেমন শুক্তিকাতে রজত জ্ঞান), সত্ত্বপরিপ্লব (চিত্ত চাঞ্চল্য), পর্য্যাকুলা দৃষ্টি, অধীরতা, অসম্বন্ধ বাক্যকথন ও হৃদয়ের শূন্যতা এই গুলি সর্ব্বপ্রকার উন্মাদের সাধারণ লক্ষণ ॥ ৬

বাতিক উন্মাদের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—রুক্ষ- শীতল ও অল্প ভোজন, বিরেচন, ধাতুক্ষয় এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু অতি কুপিত হইয়া চিন্তাদি দুষ্ট হৃদয়কে দূষিত করিয়া শীঘ্রই মানবের বুদ্ধি ও স্মৃতিকে বিনষ্ট করিয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে ॥ ৭

বাতিক উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী অনুপযুক্ত স্থলে হাস্য-ঈষদ্ধাস্য-নৃত্য গীত বাদ্য অঙ্গবিক্ষেপ ও রোদন করিয়া থাকে। তাহার দেহ রুক্ষ কৃশ ও অরুণবর্ণ হয়। আহার পরিপাক হওয়ার পর এই উন্মাদের বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় ॥ ৮

পৈত্তিকোন্মাদের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—হিতাহিতজ্ঞানরহিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত, কটু-অম্ল-বিদাহি-উষ্ণ ও অজীর্ণ ভোজন হেতু উদীর্ণবেগ হইয়া পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ চিন্তাদিদুষ্ট হৃদয়কে দূষিত এবং স্মৃতিকে বিনষ্ট করিয়া শীঘ্রই অতি উগ্র পৈত্তিক উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে ॥ ৯

পৈত্তিকোন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, সংরম্ভ (আড়ম্বর), বিবস্ত্রতা, সন্তর্জ্জন (পরত্রাসন), দ্রুত পলায়ন, গাত্রে উষ্ণতা (দাহ বিশেষ), ক্রোধপ্রকাশ, শীতল ছায়া সেবন ও শীতল পান ভোজনে অভিলাষ, দেহের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ১০

শ্লৈষ্মিক উন্মাদের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—শারীরশ্রমরহিত ব্যক্তির সপিত্তকফ সম্পূরণ দ্বার (অতি ভোজনাদি দ্বারা) হৃদয়ে অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়া বুদ্ধি স্মৃতি বিনাশ পূর্ব্বক চিত্তের মোহ জন্মাইয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে ॥ ১১

শ্লৈষ্মিকোন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে অল্প বাক্যকথন, অরুচি, নারীপ্রিয়তা, বিজনপ্রিয়তা, নিদ্রা, বমি, লালাস্রাব, ত্বঙ্-মূত্র-নেত্র-নাসাদির শুক্ল বর্ণতা ও ভোজনান্তেই ব্যাধি বল এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয় ॥ ১২

সান্নিপাতিকোন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—সর্ব্বসমস্ত হেতুতে অতিভয়ঙ্কর সান্নিপাতিক উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ উন্মাদেরই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে। তাদৃশ উন্মাদ বিরুদ্ধ ভৈষজ্যবিধি অর্থাৎ অসাধ্য।

টীকা। সন্নিপাত বলাতেই সর্ব্বাত্মকত্ব লব্ধ হয়, তবে পুনর্ব্বার যে সর্ব্বশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা রজঃ ও তমোগুণ প্রাপণার্থ জানিবে। অতএব বাতাদি দোষত্রয় রজস্তমের সহিত মিলিত হইয়া এবং সমস্ত নিদানে প্রকুপিত হইয়া উন্মাদ রোগ জন্মাইয়া থাকে। সমস্ত হেতু দ্বারা অর্থাৎ মিলিত সমস্ত হেতু দ্বারা বাতাদি কুপিত হয়। যেহেতু মিলিত সমস্ত হেতু দ্বারাই যে অন্য ব্যাধি উৎপন্ন হয়, এমন কিছু নিয়ম নাই, কিন্তু এই ব্যাধি (সান্নিপাতিক উন্মাদ) রোগমাহাত্ম্যে মিলিত সর্ব্বহেতু দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। "তাদৃক্ উন্মাদ বিরুদ্ধ ভৈষজ্য বিধি" এই বাক্যের অর্থ কি? (উত্তর)—ত্রিদোষজ ব্যাধিতে প্রত্যেক বাতাদির প্রত্যনীক চিকিৎসা (বিপরীত ক্রিয়া) করণীয়, কিন্তু তাহা পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ এক দোষের শান্তি করিতে অপর দোষের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং প্রত্যেক দোষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসায় ব্যাধির শান্তি হয় না। তবে আমলক্যাদি কতকগুলি মাত্র ত্রিদোষঘ্ন দ্রব্য আছে, যদ্দ্বারা সান্নিপাতিক রোগের প্রশম হইতে পারে, কিন্তু ব্যাধিমাহাত্ম্যে তাহাও সান্নিপাতিক উন্মাদে যৌগিক নহে। অতএব তাদৃক্ প্রভাবান্বিত সান্নিপাতিক উন্মাদ বর্জ্জনীয় অর্থাৎ অচিকিৎস্য ॥ ১৩

মনোদুঃখজ উন্মাদের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—চোর, রাজপুরুষ, শত্রু বা তদ্বিধ অপর কাহারও দ্বারা বিশেষ ত্রাস জন্মিলে, অথবা ধনক্ষয় বন্ধুনাশ বা অভিলষিত কামিনীর অপ্রাপ্তি হেতু মন প্রগাঢ় আহত হইলে উৎকটতর শোকজ উন্মাদ জন্মিয়া থাকে ॥ ১৪

মনোদুঃখজ উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী অতীব জ্ঞানশূন্য হয়, গোপনীয় বিবিধ মনের কথা সকলও প্রকাশ করিতে থাকে এবং কখন গান করে, কখন হাসে, কখন বা কান্দিতে থাকে ॥ ১৫

বিষজ উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী রক্তলোচন, শ্যাবানন, দৈন্যভাবাপন্ন, বল ইন্দ্রিয় ও কান্তিহীন হয় এবং মরিয়া যায় ॥ ১৬

অরিষ্ট লক্ষণ—উন্মাদ রোগে যে রোগী সর্ব্বদা উর্দ্ধমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকে এবং অতিশয় দুর্ব্বল কৃশ ও নিদ্রারহিত হয়, সে রোগী নিঃসংশয় মরিবে ॥ ১৭

দেবাদিকৃত উন্মাদের সামান্য লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগির বাক্য-বিক্রম-শক্তি ও শারীর-চেষ্টা সকল অমানুষিক হইয়া থাকে, তাহার বুদ্ধি শিল্পাদি-বিষয়কজ্ঞান ও বল এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, মনুষ্যে সেরূপ কখনই সম্ভবে না। বাতজাদি উন্মাদের যেমন বৃদ্ধিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহারও তেমনি বৃদ্ধিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ পৌর্ণমাস্যাদি তিথি বিশেষে দেবাদিকৃত উন্মাদের প্রকোপ হইয়া থাকে।

টীকা।—"বিক্রম"—পরাক্রম। "বীর্য্য"—"শৌর্য্য"। জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদি"—জ্ঞান—বুদ্ধি, আদিপদে—মেধা বিচারণা স্মৃত্যাদি গ্রহণীয়। "বিজ্ঞান"—শিল্পাদি বিষয়কজ্ঞান। "বল"—চেষ্টা পাটব। আদিপদে অভিমানাদি গ্রহণীয়। "নিয়ত" - বক্ষ্যমাণ তিথ্যাদি। "মানসবিকার" উন্মাদ ॥ ১৮

দেবগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, শুদ্ধাচার, দিব্যমাল্যের ন্যায় অতি সুগন্ধবিশিষ্ট, নিদ্রারহিত, বিশুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষী, তেজস্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা ও ব্রাহ্মণানুরক্ত হয় ॥ ১৯

অসুরগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী ঘর্ম্মাক্তকলেবর, ব্রাহ্মণ গুরু ও দেবগণের দোষবক্তা, কুটিলনেত্র, ভয়হীন, বিমার্গদৃষ্টি (কুমার্গরত) ও দুষ্টাত্মা (দুষ্টস্বভাব) হয়। এবং প্রচুর পান ভোজনেও সন্তুষ্ট হয় না ॥ ২০

গন্ধর্ব্বগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী হৃষ্টাত্মা, পুলিনসেবী, বনমধ্যবিহারী, অনিন্দিতাচারী, সঙ্গীতপ্রিয় ও গন্ধমাল্যানুরক্ত হয়।

গন্ধর্ব্বগ্রহপীড়িত মানব নৃত্য করিতে করিতে মৃদু মধুর হাস্য করিতে থাকে ॥ ২১

যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী তাম্রনেত্র, অতিসুন্দর সূক্ষ্ম রক্তবস্ত্রধারী, গম্ভীর প্রকৃতি, দ্রুতগামী, অল্পভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয় এবং কাহাকে কি দান করিব, এই কথা বারংবার বলিতে থাকে ॥ ২২

পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী দক্ষিণস্কন্ধকৃতোত্তরীয় হইয়া প্রশান্তচিত্তে কুশপত্র রচিত আস্তরণে মৃত-পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড ও জল প্রদান করে। এই পিতৃগ্রহজুষ্ট ব্যক্তি একান্ত পিতৃভক্ত এবং মাংস-তিল-গুড় ও পায়সাভিলাষী হয় ॥ ২৩

নাগগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী কখন কখন সর্পের ন্যায় বুকে ভর দিয়া ভূমিতে পরিসর্পণ করে, জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করে, ভুজঙ্গমজুষ্ট ব্যক্তি ক্রোধালু এবং ঘৃত-মধু-দুগ্ধ ও পায়সাভিলাষী হইয়া থাকে ॥ ২৪

রাক্ষসজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী মাংস-রক্ত ও সুরাজাত বিবিধ ভোজ্যপ্রিয়, অত্যন্ত নির্লজ্জ, অতি নিষ্ঠুর, অতিশয় শূর, ক্রোধালু, বিপুলবলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেষী হইয়া থাকে ॥ ২৫

ব্রহ্মরাক্ষসজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী দেবতা ব্রাহ্মণ গুরুদ্বেষী, বেদবেদাঙ্গনিন্দক, আত্মপীড়াকারী ও অহিংসাশীল হয় ॥ ২৬

পিশাচগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী উদ্বস্ত্র (দিগম্বর), কৃশ, পরুষ (রুক্ষাঙ্গ) বিরুদ্ধভাষী, দুর্গন্ধদেহ, অতি অশুচি, অন্নপানাদিতে অতিলোলুপ, বহুভোজী, বিজনবনান্তরে ভ্রমণশীল, বিরুদ্ধাচারী, ত্রস্ত ও রোদনশীল হয় ॥ ২৭

হিংসার্থ গৃহীত উন্মাদরোগর লক্ষণ—গ্রহগণ হিংসার্থ ক্রীড়ার্থ বা পূজাপ্রাপ্তির জন্য মানবগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহাকে হিংসার্থ আক্রমণ করে, সে ব্যক্তি স্থূলাক্ষ, দ্রুতগমনশীল, ফেনবমনকারী ও নিদ্রালু হয় এবং ভূমিতে পতিত হইয়া কাঁপিতে থাকে। এরূপ রোগিকে অর্থাৎ হিংসার্থগৃহীত ব্যক্তিকে অসাধ্য জানিবে। আর যে ব্যক্তি পর্ব্বত বা বৃক্ষাদি উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়াই কোন গ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তাহাকেও অসাধ্য জানিবে। তথা ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ রোগিকেই চিকিৎসার বহির্ভূত মনে করিবে।

টীকা। গ্রহগণ যে হিংসা ক্রীড়া ও পূজা এই ত্রিবিধ প্রয়োজনার্থ মানবগণকে আক্রমণ করে, শাস্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে, যথা—"ক্ষত বা অক্ষত ব্যক্তি অশুচি বা ভিন্নমর্য্যাদ (ন্যায্য পথ ভ্রষ্ট) হইলে গ্রহগণ হিংসার্থ ক্রীড়ার্থ বা সৎকারার্থ হিংসা করিয়া থাকে।" তন্মধ্যে হিংসার্থগৃহীত ব্যক্তিকে অসাধ্য জানিবে। আর পর্ব্বতাদি হইতে পতিত হইয়াই যাহারা গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকেও অসাধ্য জানিবে। তথা ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সকল উন্মাদই অসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ২৮

দেবগ্রহাদির আবেশ কাল—দেবগ্রহগণ প্রায় পূর্ণিমাতিথিতে, অসুরগ্রহগণ সন্ধ্যাদ্বয়ে, গন্ধর্ব্বগ্রহগণ প্রায় অষ্টমীতিথিতে, যক্ষগ্রহগণ প্রতিপদে, পিতৃগণ অমাবস্যায়, নাগগ্রহগণ পঞ্চমীতে, রাক্ষসগ্রহগণ রাত্রিতে, পিশাচেরা চতুর্দ্দশীতে নরদেহে প্রবেশ করে।

টীকা। গ্রহগণের প্রবেশ তিথির নামোল্লেখের প্রয়োজন—লক্ষণার্থ এবং সেই তিথিতে বলিদানার্থ জানিবে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় যদি দেবাদিগ্রহগণ মানবদেহে প্রবেশ করে, তবে প্রবেশ কালে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? উত্তর—যেরূপ প্রতিবিম্ব দর্পণাদিতে, শীতোষ্ণ প্রাণিগণে, সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যকান্তমণিতে এবং জীবাত্মা শরীরে আবেশ করে, অথচ কাহারও দৃশ্য হয় না, সেইরূপ গ্রহগণও মনুষ্যদেহে কখন প্রবেশ করে, দেখা যায় না। তাহারা শরীরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুঃসহ পীড়া উৎপাদন করে ॥ ২৯ । ৩০

উন্মাদ চিকিৎসা—বাতিক উন্মাদে প্রথমে স্নেহপান (পানীয় কল্যাণাদি ঘৃত নারায়ণাদি তৈল প্রভৃতি), পৈত্তিক উন্মাদে বিরেচন, কফজ উন্মাদে বমন প্রশস্ত, পশ্চাৎ বস্ত্যাদি ক্রম হিতকর। অপস্মার রোগে যে চিকিৎসা উপদেশ দিব, দোষদূষ্যের তুল্যতা হেতু উন্মাদ রোগেও সেই চিকিৎসা করিবে। জল অগ্নি বৃক্ষ শৈল ও বিষম স্থান সকল হইতে উন্মাদরোগিকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে। কারণ তজ্জলাদি উন্মাদ রোগির সদ্যঃ প্রাণহর।

ব্রাহ্মী; কুষ্মাণ্ডবীজ, বচ ও শঙ্খপুষ্পী স্বরস ইহাদের প্রত্যেকের সহিত কুড় ও মধু মিলিত করিয়া পান করিলে উন্মাদ নিবারিত হয়।

টীকা। অর্থ এই—ব্রাহ্মী স্বরস চারিতোলা, কুড়চূর্ণ দুইমাষা ও মধু আট মাষা একত্র পেয়। ইহা একটি যোগ। কুষ্মাণ্ডবীজ চূর্ণ আট মাষা, কুড় চূর্ণ দুইমাষা, ইহা দ্বিতীয় যোগ। বচ আটমাষা, কুড়চূর্ণ দুইমাষা; ইহা তৃতীয় যোগ। শঙ্খপুষ্পী (শাঁকাহুলী) স্বরস একপল, কুড়চূর্ণ দুইমাষা, মধু আট মাষা, ইহা চতুর্থ যোগ॥ ৩১—৩৪

সিদ্ধার্থকাদি ঘৃত—শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্, বচ, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেতাপরাজিতা, লতাফট্‌কী, গুড়ত্বক্, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেকটি সমানভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিবে। এই অগদ (ঔষধ) পানে অঞ্জনে নস্যে আলেপনে স্নানে ও উদ্বর্ত্তনে প্রযোজ্য; ইহা অপস্মার বিষ উন্মাদ কৃত্যা অলক্ষ্মী ও জ্বর নাশক। ইহা ভূতের ভয় নিবারক এবং রাজদ্বারে প্রশস্ত। এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও গোমূত্রের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলেও উক্ত ফল পাওয়া যায়॥ ৩৫—৩৮

উন্মাদরোগিকে ইষ্ট নাশের কথা শুনাইবে, অদ্ভুত বস্তু সকল দেখাইবে, তাহাকে সর্ষপ তৈলাভ্যক্ত করিয়া উত্তানভাবে রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিবে, তাহার গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ করিবে, তপ্তলৌহ তপ্ততৈল বা তপ্তজল ঢালিয়া দিবে, তাহাকে বান্ধিয়া নির্জ্জন গৃহে কশা দ্বারা তাড়না করিবে, সর্পের দন্ত উদ্ধৃত করিয়া সেই সর্পদ্বারা দংশন করাইবে, সিংহ বা গজদ্বারা অথবা শস্ত্রধারি পুরুষদ্বারা বা শত্রুদ্বারা, কিংবা তস্করদ্বারা তাহার ভয় উৎপাদন করিবে. কিংবা রাজপুরুষেরা তাহাকে বান্ধিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া রাজাজ্ঞায় তাহাকে বধ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইবে ও তাড়না করিবে। দেহদুঃখ ভয় হইতে নিশ্চয় যখন প্রাণের ভয় হয়, তখন ঐরূপ ভয়সূচক কার্য্যসমূহ দ্বারা তাহার সর্ব্বতো-বিপ্লুতমন অবশ্যই প্রশান্ত হইবে। কোন ইষ্ট দ্রব্য বিনাশ দ্বারা যাহার মন অভিহত হয়, তৎসদৃশ একটি বস্তু লইয়া, সেই বস্তুই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আশ্বাস বাক্যদ্বারা তাহার মনকে শান্ত করিবে॥ ৩৯—৪৪

ত্র্যষণাদিঅঞ্জন—ত্রিকটু, হিঙ্, লবণ, বচ, কট্‌কী, শিরীষবীজ, করঞ্জবীজ ও গৌরসর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ঘসিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উন্মাদ অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৪৫।৪৬

সারস্বতচূর্ণ—কুড়, অশ্বগন্ধা, লবণ, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি, মাঙ্গল্যপুষ্পী (শঙ্খপুষ্পী, শাঁখাহুলী) প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টিসম বচ, ইহাদের চূর্ণ ব্রাহ্মীশাকের রসে তিনবার উত্তমরূপে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মধু ও ঘৃতসহ এই চূর্ণ দুইতোলা মাত্রায় সাতদিন খাইবে। এই সারস্বতচূর্ণ দুর্মেধা বিচেতা সর্ব্ব লোকের হিতের জন্য পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই চূর্ণের সেবনাভ্যাসে পুরুষের বুদ্ধি মেধা ধৃতি স্মৃতি সম্পত্তি ও কবিতাশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৪৭—৫০

বিশ্বাদ্য চূর্ণ—শুঁঠ, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব, বচ, যষ্টিমধু, কুড়, পিপুল ও জীরা ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে বাগ্দেবতা স্বয়ং তাহার বক্ত্রে বাস করেন॥ ৫১

মহাচৈতস ঘৃত—ক্বাথ্যদ্রব্য ছেঁচিয়া তাহাতে ষোলগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহাই ক্বাথ বিধি জানিবে। দশমূলের দশখানি দ্রব্য এবং রাস্না, এরণ্ড, তেউড়ী, বেড়েলা, মূর্ব্বা ও শতমূলী এই সকল ক্বাথ্য দ্রব্যের এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) করিয়া লইয়া ষোলগুণ জলে (১২৮ সের জলে) সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ শেষ (বত্রিশ সের) থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ বত্রিশ সের এবং পুরাতন গব্য ঘৃত আটসের মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এবং কল্কীকৃত রাখালশসার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপানি, দূর্ব্বা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, শ্যামালতা ও অনন্তমূল, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, দাড়িম, নাগকেশর, বিড়ঙ্গ, অগ্নিপত্রী (অগ্নিনৌতি), কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতী কুসুম এই আটাইশ খানি কল্ক দ্রব্যের প্রত্যেকটি কর্ষ পরিমিত (দুই তোলা করিয়া) লইয়া চতুর্গুণ জলে পেষণ পূর্ব্বক সেই ঘৃতে প্রক্ষেপ করিয়া ঘৃত পাক সম্যক্ শেষ করিবে। ইহারই নাম মহাচৈতস ঘৃত, ইহা সমস্ত মনোবিকার নাশক। অপস্মারে মহোন্মাদে অগ্নিমান্দ্যে জ্বরকাসে বাতরক্তে প্রতিশ্যায়ে শোষে কার্শ্যে তৃতীয়ক জ্বরে মূত্রকৃচ্ছ্রে কটিশূলে বীসর্পে পাণ্ডুরোগে কণ্ডুরোগে

বিষে মেহে ও গরবিষে এই ঘৃত প্রযোজ্য। ইহা দেবগ্রহাদি-হতচিত্ত ব্যক্তিদিগের, গদগদদিগের, বিচেতাদিগের ও বন্ধ্যা স্ত্রীদিগের হিতকর। এই ঘৃত ধন্য, আয়ু ও বলপ্রদ, অলক্ষী-পাপ ও রক্ষোনাশক, সর্ব্বগ্রহ নিবারক, ভ্রম-মদ ও মূর্চ্ছা প্রশমক এবং মেধা স্মৃতি মতি জনক ॥ ৫২—৬২

দেবাদিগ্রহ পীড়িতের চিকিৎসা—ভিষক্ শুচি হইয়া যথাবিধি পূজা, বলিদান, উপহার (উপচার), যজ্ঞ, হোম, মন্ত্র ও অঞ্জনাদি দ্বারা আগন্তু উন্মাদের অর্থাৎ গ্রহোন্মাদের প্রশম করিবে ॥ ৬৩

কৃষ্ণাদ্যঞ্জন—পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, মধু ও গোরোচনা ইহাদের অঞ্জন দেবাদিকৃত সকল উন্মাদ নাশক ॥ ৬৪

ঋক্ষলোমক ধূপ—ভল্লুক ও শৃগালের লোম, শজারুর কাঁটা, রসুন ও হিঙ ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া তাহার ধূম প্রয়োগ করিলে বলবান্ গ্রহও শীঘ্র প্রশান্ত হয় ॥ ৬৫

কল্যাণঘৃত, মহাচৈতস ঘৃত, নারায়ণ তৈল বা মহানারায়ণ তৈল উন্মাদ রোগে প্রয়োগ করিবে। পিশাচ ভিন্ন কোন গ্রহে প্রতিকূল আচরণ করিবে না। কারণ তাহারা মহা ওজস্বী। প্রতিকূলাচরণে কুপিত হইয়া রোগির চিকিৎসককে বিনাশ করিতে পারে ॥৬৬।৬৭

ইতি উন্মাদাধিকার।

অপস্মারাধিকার।

অপস্মারের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—চিন্তা শোকাদি দ্বারা বাতাদিদোষ অতি কুপিত এবং হৃদয় স্রোতে অবস্থিত হইয়া স্মৃতির অপধ্বংস (নাশ) করিয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি উৎপাদন করে। অপস্মারের সংখ্যা—অপস্মার চারি প্রকার যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ও ত্রিদোষজ ॥ ১

অপস্মারের সামান্যলক্ষণ—অন্ধকার দর্শন (জ্ঞানাভাব) ও সংরম্ভ (নেত্র বিকৃতি ও হস্তপদাদি বিক্ষেপ) ইহা সকল অপস্মারেরই সাধারণ লক্ষণ। দোষের উদ্রেক হেতু এই রোগে স্মৃতি হত হয় বলিয়া ইহার নাম অপস্মার। অপস্মার অতি ভয়ানক ব্যাধি ॥ ২

পূর্ব্বরূপ—অপস্মার রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃৎকম্প, হৃদয়ের শূন্যতা, ঘর্ম্ম, ধ্যান (বিস্মাপন), মূর্চ্ছা (মনোমোহ), প্রমূঢ়তা (ইন্দ্রিয় মোহ) ও নিদ্রানাশ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥৩

বাতিক অপস্মারের লক্ষণ—বাতিক অপস্মারে রোগী কাঁপে, দন্তদ্বারা দন্ত দংশন করে ; ফেন বমন করে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে এবং চতুর্দ্দিকে অরুণ বর্ণ রূপ সকল দেখে ॥ ৪

পৈত্তিক অপস্মারের লক্ষণ—এই অপস্মারে রোগির মুখনিঃসৃত ফেন এবং সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মুখ ও নেত্র পীতবর্ণ হয়। সে সমস্ত বস্তু পীত বা রক্ত বর্ণ দর্শন করে, তৃষ্ণার্ত্ত ও উষ্ণদেহ হয় এবং সমস্ত জগৎকে অনলব্যাপ্ত বোধ করে ॥ ৫

শ্লৈষ্মিক অপস্মারের লক্ষণ—এই অপস্মারে রোগির ফেন অঙ্গ ; বিশেষতঃ মুখ ও নেত্র শুক্লবর্ণ হয়, গাত্র শীতল গুরু ও রোমাঞ্চ হয়। সে শুক্লবর্ণরূপ সকল দর্শন করে। এবং অনেক বিলম্বে চেতনালাভ করিয়া থাকে ॥ ৬

সান্নিপাতিক অপস্মারের লক্ষণ—যাহাতে বাতজাদি ত্রিবিধ অপস্মারেরই লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সান্নিপাতিক অপস্মার বলিয়া জানিবে। সান্নিপাতিক অপস্মার, ক্ষীণব্যক্তির অপস্মার এবং দীর্ঘকালোৎপন্ন অপস্মার অসাধ্য ॥ ৭

অপস্মারের অরিষ্টলক্ষণ—অপস্মারে যদি বারংবার গাত্রস্ফুরণ হয়, রোগী ক্ষীণ হয় এবং তাহার ভ্রূদ্বয়ের সঞ্চলন ও নেত্রবিকৃতি হইতে থাকে, তাহা হইলে সে রোগী রক্ষা পায় না ॥ ৮

অপস্মারের প্রকোপকাল—কুপিত দোষ সকল পক্ষান্তে দ্বাদশাহান্তে বা মাসান্তে অপস্মার উৎপাদন করে। উক্তকালের অন্তরালেও অপস্মারের কিঞ্চিৎ (স্বল্প) বেগ জন্মাইয়া থাকে।

টীকা। পিত্ত পক্ষান্তে, বায়ু দ্বাদশাহান্তে এবং কফ মাসান্তে অপস্মার উৎপাদন করে। কিঞ্চিৎ অন্তর বেগও জন্মায়, অর্থাৎ উক্তকালের অন্তরালেও কিছু স্বল্পবেগ জন্মাইয়া থাকে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যদি হেতুভূত বাতাদি দোষের নিয়ত বিদ্যমানতা থাকে, তাহা হইলে অপস্মারের বেগ কেন নিরন্তরই থাকে না? আর যদি দোষ সকল শান্তবেগই হয়, তাহা হইলে অপস্মার একবারে নিবৃত্ত না হইয়া কেনই বা পুনরুদ্ভূত হইয়া থাকে? উত্তর—"যেমন বর্ষা উপস্থিত থাকিলেও ভূমি পতিত কোন কোন বীজ বর্ষাকালে অঙ্কুরিত না হইয়া শরৎকালেই অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ রোগারম্ভক দোষ সকলের প্রকোপসত্ত্বেও কতকগুলি রোগ স্বভাবতঃ কালাপেক্ষী হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়েই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যেমন উৎপত্তি কারণসামগ্রী থাকিলেও বাস্তুকাদিবীজ সকল স্বভাবতঃ শরৎকালেই অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ হেতুভূত দোষ সকল বিদ্যমানেও অপস্মার স্বভাবতঃ দ্বাদশাহাদি দিনেই বেগ করিয়া থাকে ॥ ৯

অপস্মারের চিকিৎসা—তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী এবং মধুর সহিত ব্রাহ্মীরস সেবন করিবে। ইহা সকল অপস্মারেরই ঔষধ।

শ্বেতসর্ষপ, শজিনাছাল, শোনাছাল ও অপামার্গ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ভক্ষণ করিলে, অথবা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে, কিংবা এই সকলের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) ও চতুর্গুণ (তৈলের চতুর্গুণ) গোমূত্রসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে অপস্মার বিনষ্ট হয়।

নিসিন্দা গাছে যে পরগাছা জন্মে. তাহার রসের নস্য লইলে সহসা মহাগদ অপস্মার নাশ প্রাপ্ত হয়।

মনঃশিলা অশ্ববিষ্ঠা ও পারাবত বিষ্ঠা ইহাদের অঞ্জনে অপস্মার বিশেষতঃ উন্মাদ বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি মধুর সহিত বচচূর্ণ ভক্ষণ করে ও কেবল দুধ ভাত খায়, তাহার দীর্ঘকালোৎপন্ন মহাঘোর অপস্মারও নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডফলের রসে যষ্টিমধু পেষণ করিয়া পান করিলে তিন দিনে অপস্মার বিনষ্ট হয়। (একবার পানে তিনদিনে অপস্মার বিনষ্ট হয়, ইহাই বক্তার অভিপ্রায়) ॥ ১০—১৬

ব্রাহ্মীঘৃত—পুরাণ গব্যঘৃত ৴৪ সের; ব্রাহ্মীরস ৴৪ সের; এবং বচ কুড় ও শাঁকাহুলী মিলিত অর্দ্ধসের; ব্রাহ্মীরসে বচাদি পেষণ করিয়া তৎসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ব্রাহ্মীঘৃত সেবনে অপস্মার উন্মাদ ও গ্রহ প্রশমিত হয় ॥ ১৭

কুষ্মাণ্ডকঘৃত—পুরাণ গব্যঘৃত এবং ঘৃতের অষ্টাদশগুণ কুষ্মাণ্ডরস ও ঘৃতের চতুর্থাংশ যষ্টিমধুর কল্ক, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে অপস্মার নিবারিত হয়।

অপস্মার রোগির হৃৎকম্প, নেত্রবেদনা, ঘর্ম্ম ও হস্ত পদাদির শীতলতা হইলে দশমূলের ক্বাথ ও নিম্নলিখিত কল্যাণাখ্য চূর্ণ তাহাকে সেবন করাইবে পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) এবং মরিচ, ত্রিফলা, বিট্ ও সৈন্ধব লবণ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, ডহরকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরা ইহাদের চূর্ণ (কল্যাণাখ্যচূর্ণ) উষ্ণজলসহ খাইলে বাতশ্লেষ্ম-রোগ বিনষ্ট হয়। এই কল্যাণক চূর্ণ অপস্মারে উন্মাদে অর্শোরোগে ও গ্রহণী রোগে প্রশস্ত। ইহা নষ্ট অগ্নির দীপক।

"দুইটি কীট মেঢ্র রবিবারে বিধিবৎ আনিয়া কণ্ঠে বা হস্তে ধারণ করিলে উগ্র অপস্মার প্রশমিত হয়।" (এই কীট নদীতীরে বালুকামধ্যে অবস্থিতি করে)। এই বচনটি গ্রন্থের বহির্ভূত।

শজিনা, কুড়, বালা, জীরা, রসুন, ত্রিকটু ও হিঙ্ এই সকল দ্রব্যের সহিত ছাগমূত্রে তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে অপস্মার বিনষ্ট হয়।

উন্মাদে যে পথ্য যে নস্য যে অঞ্জন ও যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, অপস্মারেও ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক তৎসমস্ত প্রযোজ্য হইয়া থাকে ॥ ১৮—২৪

ভূতভৈরব রস—মৃত পারদ, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, গন্ধক, হরিতাল ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া নরমূত্রে মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে এবং সেই গোলকে তদ্দ্বিগুণ গন্ধক দিয়া ক্ষণকাল লৌহ পাত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৫ কুঁচ পর্য্যন্ত। ইহা অপস্মার নাশক। এই ভূতভৈরব রস পান করিয়া ত্রিকটু, সচল লবণ ও হিঙ্ দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় লইয়া নরমূত্র ও ঘৃত সহ পান করিবে ॥ ২৫—২৭

ইতি অপস্মারাধিকার।

বাতব্যাধি অধিকার।

বাতব্যাধির সামান্যতঃ বিপ্রকৃষ্টনিদান—কষায়-কটু-তিক্তদ্রব্য ভোজন, অত্যল্প ভোজন (অপরিমিত ভোজন), রুক্ষ ও লঘু অন্নভোজন, প্রাগ্‌বাত সেবন, রাত্রিজাগরণ, সন্তরণ, অভিঘাত, শ্রম, হিম, অনশন, মৈথুন, ধাতুক্ষয়, মলাদির বেগধারণ, এবং কাম শোক চিন্তা ও ভয়, অতিরক্ত মোক্ষণ, রোগকৃত অতি মাংসক্ষয়, অতীব বমন, অতি বিরেচন, আম (আমরস দ্বারা মার্গরোধ) এই সকল কারণে এবং বর্ষাকালে, দিবা ও রাত্রির তৃতীয়াংশ, ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় ও শীতকালে শরীরে স্রোতঃসকল রিক্ত (অনুকূল পদার্থ শূন্য) হয় এবং বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। সেই কুপিত বায়ু রিক্ত স্রোতঃ সকলকে পূর্ণ করিয়া সার্ব্বাঙ্গিক বা একাঙ্গসংশ্রয় বিবিধরোগ সকল উৎপাদন করে।

টীকা। "প্রমিত"—এখানে প্র উপসর্গ বৈপরীত্যে, অর্থাৎ অপরিমিত, কিংবা প্র উপসর্গ প্রকর্ষে, অর্থাৎ অত্যল্প। "লঘুঅন্ন"—অতিপুরাণ শালি প্রভৃতি। কোন কোন অন্ন নূতনও বাতজনক। যে হেতু গুণরত্ন মালায় উক্ত আছে—"নীবার, খেঁসারী, মটর, ছোলা, শ্যামাতণ্ডুল, মুগ, অড়হর, নিষ্পাব (রাজমাষ, বরবটী), বনমুগ, বরটা (কুসুম্ভবীজ), মসূরি ও কোদধান্য এই সকল দ্রব্য বাতকর।" "পুরঃ পবন"—প্রাগ বাত।

কুপিত বায়ু রিক্ত স্রোতঃসকল পূর্ণ করিয়া যে যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাদের নাম কথিত হইতেছে যথা—শিরোগ্রহ (শিরোরোগ), অল্পকুশত্ব, অত্যর্থ জৃম্ভা, হনুস্তম্ভ, জিহ্বাস্তম্ভ, গদ্‌গদ বচনতা, মিন্‌মিন্‌বচনতা, মূকতা, বাচালতা, প্রলাপ, মধুরাদি রস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, বধিরতা, কর্ণনাদ, স্পর্শাজ্ঞত্ব, অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অপবাহুক; বিশ্বাচী, ঊর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বাতাষ্ঠীলা, প্রতিষ্ঠীলা, তূণী, প্রতিতূণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ, পার্শ্বশূল, ত্রিকশূল, মুহুর্মূত্রণ, মূত্ররোধ, মলগাঢ়তা, মলের অপ্রবর্ত্তন, গৃধ্রসী, কলায়খঞ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষক, খল্লী, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, পাদদাহ, আক্ষেপ, দণ্ডক, বাতপিত্তকৃত আক্ষেপ, দণ্ডাপতানক, অভিঘাতকৃত আক্ষেপ, দ্বিবিধ আয়াম অর্থাৎ অন্তরায়াম ও বাহ্যায়াম, ধনুর্ব্বাত, কুব্জক, অপতন্ত্র, অপতান, পক্ষাঘাত, খিলাঙ্গক, কম্প, স্তম্ভ, ব্যথা, তোদ, ভেদ, স্ফুরণ, রুক্ষতা, কার্শ্য, কার্ষ্ণ্য, শৈত্য, লোমাঞ্চ, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গবিভ্রংশ, শিরাসঙ্কোচ, অঙ্গশোষ, ভীরুত্ব, মোহ, চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, স্বেদনাশ, বলনাশ, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও পরিভ্রম এই অশীতিসংখ্যক রোগই বাতরোগে বাতব্যাধি বলিয়া প্রসিদ্ধ ; মুনিগণ কর্ত্তৃক ইহারাই বাতব্যাধি নামে অভিহিত হইয়াছে ; বাতজনিত অন্য ব্যাধিকে বাতব্যাধি বলা যায় না।

টীকা।—শিরোগ্রহাদি এই অশীতিসংখ্যক রোগই বাতব্যাধি নামে কীর্ত্তিত। যদি বাতজনিত ব্যাধি এই নিরুক্তিদ্বারা বাতব্যাধি পদটি সিদ্ধ করা যায়,তাহা হইলে বাতজনিত জ্বরাদিতেও বাতব্যাধির প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাতজ্বরাদিকেও বাতব্যাধি বলা যাইতে পারে। এই জন্যই বলা হইয়াছে রূঢ়িতঃ অর্থাৎ প্রসিদ্ধিতঃ, অর্থাৎ শিরোগ্রহাদি ঐ অশীতিটি রোগই বাতব্যাধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাতজ্বরাদি বাতব্যাধি নহে ॥ ১—১৬

বাতব্যাধির সামান্যচিকিৎসা—মধুর লবণ অম্ল ও স্নিগ্ধ দ্রব্যভোজন, নস্যগ্রহণ, উষ্ণসেবন, নিদ্রা,গুরুদ্রব্য ভক্ষণ, রৌদ্র সেবন, বস্তিকর্ম্ম, স্বেদ, সন্তর্পণ, অগ্নিক্রিয়া, শরৎকাল, অভ্যঙ্গ ও সংমর্দ্দন এই সকল :দ্বারা কুপিত বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৭

বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাতব্যাধি সকলের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

শিরোগ্রহের লক্ষণ--কুপিত বায়ু শিরোধরা শিরাসমূহকে বিকৃত করিয়া শিরোগ্রহ রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে এই সকল শিরা রুক্ষ বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা অসাধ্য ব্যাধি ॥ ১৮

শিরোগ্রহের চিকিৎসা—শিরোগ্রহ রোগে শিরাগত বাতের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। দশমূলীর কষায়

ও ছোলেঙ্গা লেবুর রসের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অভ্যঙ্গ ও শিরোবস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ১৯

জৃম্ভার লক্ষণ--আলস্য ও নিদ্রা সমন্বিত বেগবান্ বায়ু একশ্বাস গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই শ্বাস ত্যাগ করিলে তাহাকে জৃম্ভা কহা গিয়া থাকে। (জৃম্ভশব্দ ত্রিলিঙ্গেই বর্ত্তে) ॥ ২০

জৃম্ভার চিকিৎসা—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ বা ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চূর্ণ, অথবা তদ্রূপ কোন দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ ভক্ষণ করিলে জৃম্ভার আরম্ভ বন্ধ হয়। জৃম্ভার বেগ উপস্থিত হইলে রোগিকে শোভন শয্যায় যথানিয়মে নিদ্রা যাইতে দিবে। তাহাতে জৃম্ভা বেগ প্রশমিত হইবে। সর্ষপ তৈল মর্দ্দন দ্বারা, স্বাদুভোজ্য ভোজন দ্বারা এবং তাম্বূল ভক্ষণ দ্বারা জৃম্ভাবেগ নিবারিত হয় ॥ ২১--২৩

হনুস্তম্ভের নিদান ও লক্ষণ—জিহ্বার নির্লেখন (জিহ্বাকর্ষণ), শুষ্কদ্রব্য ভক্ষণ (চণকাদি ভক্ষণ) ও আঘাত প্রাপ্তি এবংবিধ কারণে হনু- (চোয়াল) মূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হনুকে শিথিল অর্থাৎ অধঃকৃত করে। তাহাতে রোগী বিবৃতমুখ বা সংবৃতমুখ হয়, অর্থাৎ রোগী হয় হাঁ করিয়া থাকে, মুখ বুজিতে পারে না, না হয় মুখ বুজিয়াই :থাকে, হাঁ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাকেই হনুগ্রহ রোগ কহা যায়। এই রোগে অতি কষ্টে চর্ব্বণ ও ভাষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ॥ ২৪ । ২৫

হনুগ্রহের চিকিৎসা—হনুগ্রহ রোগে মুখ সংবৃত বা বিবৃত হইলে ঘৃত তৈলাদি দ্বারা চিবুককে স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। এবং চিবুকের নমনোন্নমনাদি উপযুক্ত ক্রিয়া করিয়া সংবৃতমুখকে বিবৃত ও বিবৃতমুখকে সংবৃত করিয়া দিবে। পিপুল ও আদা চর্ব্বণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ নিষ্ঠীবন করিবে, তপ্তজল দ্বারা মুখাভ্যন্তর শোধন করিবে। রসুনের খোসা ফেলিয়া দিয়া তাহা কুট্টিত করিবে এবং তাহাতে তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া হনুস্তম্ভ রোগিকে খাইতে দিবে। রসুনের কোয়া ও মাষকলাই একত্র পেষণ করিয়া তাহাতে সৈন্ধব আদা ও হিঙ্ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহার বটক সকল প্রস্তুত করিয়া তিলতৈলে ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই বটক যথাগ্নি ভক্ষণ করিলে হনুস্তম্ভ রোগ হইতে রোগী মুক্তিলাভ করে।

বাতঘ্ন কোন পক্ক তৈল দ্বারা (প্রসারণী তৈলাদি দ্বারা) হনুদেশ অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে মৃদু অগ্নিদ্বারা স্বেদ দিবে। তৈল পরিপূরিত বস্তি (চর্ম্মপুটক) মস্তকে ধারণ করিবে ॥ ২৬—৩১

প্রসারণীতৈল—মূল-পত্র-শাখা সমন্বিত গন্ধভাদুলে সাড়েবার সের লইয়া তাহা ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ষোল সের ক্বাথের সহিত ১২॥০ সের তিলতৈল পাক করিবে। ক্বাথপাক শেষ করিয়া সেই তৈল ১২॥০ সের দধিজল ও ১২॥০সের কাঁজীর সহিত পাক করিবে। তদনন্তর চতুর্গুণ গব্যদুগ্ধের সহিত (পঞ্চাশ সের দুগ্ধের সহিত) তাহা পাক করিবে। পরে চিতা, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, শুল্ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, রক্তচন্দন, এরণ্ডমূল, বেড়েলামূল ও শুঁঠ এই সকল কল্কদ্রব্য তৈলের অষ্টমাংশ: পরিমাণে লইয়া তৎসহ ঐ তৈল পাক করিবে। ইহাই প্রসারণী তৈল নামে বিখ্যাত। পানে নস্যে শিরোবস্তিতে মর্দ্দনে ও স্বেদনে এই তৈল প্রযোজিত হইলে সকল প্রকার বাত রোগ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ হনুস্তম্ভ, জিহ্বাস্তম্ভ, অর্দ্দিত, গদ্‌গদবচনত্ব, বিশ্বাচী, মন্যাস্তম্ভ, অববাহুক, ত্রিকশূল, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, খঞ্জ, স্তম্ভ, সঙ্কোচ, অন্তরায়াম, বাহ্যায়াম, দণ্ডাপতানক, ধনুর্বাত ও কুব্জত্ব নিঃসংশয় প্রশমিত হইয়া থাকে। ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের বৃদ্ধব্যক্তিদিগের ও বাতসঙ্কোচিতাঙ্গ ব্যক্তিদিগের অঙ্গসকল প্রসারণ করে বলিয়া ইহা প্রসারণী নামে উক্ত ॥ ৩২—৪২

জিহ্বাস্তম্ভের লক্ষণ—কুপিত বায়ু বাগবাহিনী শিরায় অবস্থিত হইয়া জিহ্বাস্তম্ভরোগ উৎপাদন করে। এইরোগে রোগী পান ভোজন ও বাক্যকথনে অসমর্থ হয় ॥ ৪৩

জিহ্বাস্তম্ভের চিকিৎসা—এই রোগে অবস্থানুরূপ বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে। অর্দ্দিত রোগের যে সাধারণ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে হিতকর জানিবে ॥ ৪৪

মূক গদ্গদ ও মিন্মিনের লক্ষণ—কফান্বিত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী সকলকে আবৃত করিয়া মানবকে অবচন করে অর্থাৎ হয়, মূক (বাক্যকথনে অসমর্থ, বোবা), না হয় মিন্মিন (সানুনাসিক সর্ব্ববচন—খনা), না হয় গদ্‌গদভাষী করে (সমানাধি-

করণত্ব থাকিলেও হয় দুষ্টের উৎকর্ষাদি দ্বারা, না হয় অদৃষ্ট বশতঃ মূকাদি ভেদ হইয়া থাকে) ॥ ৪৫

মূকাদির চিকিৎসা—সারস্বত ঘৃত। গব্য ঘৃত ৴৪ সের ; কল্কার্থ—সজিনাছাল, বচ, সৈন্ধব, ধাইফুল, লোধ ও আকনাদি প্রত্যেক ১পল (অর্দ্ধপোয়া), ছাগদুগ্ধ ১৬ সের ; যথাবিধি পাক করিবে। ইহাই সারস্বত ঘৃত। এই ঘৃত বিধিবৎ সেবিত হইলে বাক্যের জড়তা, গদ্‌গদতা ও মূকতা শীঘ্রই দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা মানব স্মৃতি-মতি-মেধা ও প্রতিভা সম্পন্ন হয় এবং তাহার বাক্য সুস্পষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৬। ৪৭

কল্যাণকাবলেহ—হরিদ্রা,বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব ইহাদের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া প্রত্যহ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে তিন সপ্তাহেই মানব শ্রুতিধর হয় এবং তাহার স্বর মেঘদুন্দুভি ও মত্ত-কোকিল স্বরের ন্যায় হইয়া থাকে ॥ ৪৮—৫০

প্রলাপকের লক্ষণ—স্বহেতু কুপিত বাত নিবন্ধন যে মানব অসংলগ্ন ও নিরর্থক বাক্য কহে, তাহাকে প্রলাপ কহা যায় ॥ ৫১

প্রলাপের চিকিৎসা—তগরপাদিকা, ক্ষেত-পাপড়া, সোন্দাল, মুতা, কট্‌কী, বেণামূল, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মী, দ্রাক্ষা, চন্দন, দশমূল ও শাঁকাহুলী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অচিরে প্রলাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৫২

রসাজ্ঞানের লক্ষণ—অন্ন ভোজনকারির রসজ্ঞা অর্থাৎ জিহ্বা যদি অন্নগত মধুরাদি রস বোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে রসাজ্ঞান রোগ কহা যায় ॥ ৫৩

রসাজ্ঞানের চিকিৎসা—সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু ও অম্লবেতস, অম্লবেতসের অভাবে চুক্র (চুকাপালঙ) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা দূরীভূত হয়। চিরতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, বচ, ব্রাহ্মী, পলাশফল, সাচিক্ষার, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের কল্ক আদার রসে অভ্যক্ত করিয়া তদ্দ্বারা মুহুর্মুহুঃ জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে জিহ্বা সকল রস সম্যক্ বোধ করিতে সমর্থ হয়। ঐ চিরতা প্রভৃতির কল্ক ঘর্ষণদ্বারা জিহ্বার শূন্যতাও অপগত হইয়া থাকে ॥ ৫৪—৫৭

(বাধির্য্য ও কর্ণনাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা তদধিকারে বলিব।)

ত্বক্‌শূন্যতার (ত্বক্‌সুপ্ততার) লক্ষণ—যে ত্বক্ কোন দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, সেই দ্রব্য শীতল কি উষ্ণ, মৃদু কি কর্কশ, তাহা অনুভব করিতে পারে না, পণ্ডিতগণ তাহাকে শূন্যত্বক্ বলিয়া বর্ণন করেন ॥৫৮

ত্বক্‌শূন্যতার চিকিৎসা—সুপ্তবাতে (ত্বক্-সুপ্ততা বাতরোগে) বহুবার রক্তমোক্ষণ করিবে এবং তৈল লবণ ও অঙ্গারধূম সুপ্তত্বকে লাগাইবে ॥ ৫৯

অর্দ্দিতের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, কঠিন দ্রব্য (গুবাকফলাদি) চর্ব্বণ, হাস্য, জৃম্ভা, ভারবহন, বিষমভাবে শয়ন ও উপবেশন (গ্রীবাদি বিপরীতভাবে স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন ও উপবেশন) এই সকল কারণে বায়ু কুপিত এবং শিরোনাসা-ওষ্ঠ-চিবুক-ললাট ও নেত্রসন্ধিতে অবস্থিত হইয়া মুখকে অর্দ্দিত অর্থাৎ পীড়িত করে, তদনন্তর অর্দ্দিতরোগ জন্মায়। অর্দ্দিত রোগে মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবা বক্রীভূত হয় এবং শিরঃকম্প, বাক্‌সঙ্গ (বাক্যনিরোধ) ও নেত্রাদির (নেত্র ভ্রূ-গণ্ড-নাসিকাদির) বৈকৃত্য(বেদনা স্ফুরণ বক্রত্বাদি) জন্মে এবং মুখের যে পার্শ্বে অর্দ্দিত হয়, সেই পার্শ্বে গ্রীবা চিবুক ও দন্তের বেদনা হইয়া থাকে। ব্যাধি-বিশারদ ব্যক্তিগণ এই রোগকেই অর্দ্দিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বাত পিত্ত ও কফ এই তিন দোষে অর্দ্দিত রোগ সংক্ষেপতঃ ত্রিবিধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাতজ অর্দ্দিতে লালাস্রাব, ব্যথা, কম্প, স্ফুরণ, হনুস্তম্ভ, বাক্যনিরোধ, ওষ্ঠদ্বয়ে শোথ ও শূলনি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্তজ অর্দ্দিতে মুখের পীতবর্ণতা, জ্বর, তৃষ্ণা, মোহ ও ধূপন (ধূমনির্গমবৎ) এবং কফজ অর্দ্দিতে গণ্ডে মস্তকে ও মন্যায় শোথ ও স্তব্ধতা হইয়া থাকে ॥ ৬০—৬৫

অসাধ্য অর্দ্দিতলক্ষণ—অর্দ্দিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি অতিক্ষীণ, নিমেষশূন্য এবং কণ্ঠলগ্ন অব্যক্ত ভাষণশীল ও কম্পমান হয়, কিংবা রোগটি যদি অতীত বর্ষত্রয় হয় অর্থাৎ তিন বৎসরের অধিক দিনের হয় (অথবা চক্ষু নাসা ও মুখ এই তিনস্থান হইতে বর্ষ “স্রাব” হইতে থাকে) তাহা হইলে অতিশয় অসাধ্য জানিবে ॥ ৬৬

অর্দ্দিতের চিকিৎসা—স্নেহপান, নস্য, বাত-নাশক ভোজ্য, উপনাহ, নাবন ও শিরোবস্তি, অর্দ্দিত রোগে প্রশস্ত। বাতজঅর্দ্দিতে দশমূলের ক্বাথের সহিত বা ছোলঙ্গ লেবুর রসের সহিত অথবা বেড়েলার কষায়ের সহিত কিংবা পঞ্চমূলের কষায়ের সহিত দুগ্ধ হিতকর। অর্দ্দিত রোগী নবনীতের

সহিত পিষ্ট মাষ সঘৃত ভক্ষণ করিয়া তৎপরে দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া দশমূলীর কষায় পান করিবে। পিত্তজ অর্দ্দিতে শীতল স্নেহ এবং ঘৃত বস্তি পরিষেক ও দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে। যে অর্দ্দিত রোগী বক্রাস্য মূক ও দাহবান্ হইবে, তাহাকে বাতপিত্তনাশক ঔষধ পথ্যাদি সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বৃংহণ ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে। শোথ সংযুক্ত অর্দ্দিতে বমন প্রশস্ত। যে অর্দ্দিত রোগী রসুনের কল্ক তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া নিত্য ভক্ষণ করে, তাহার অর্দ্দিত শীঘ্রই নাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন বায়ু-বেগে মেঘসমূহ অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৭—৭৩

মন্যাস্তম্ভের লক্ষণ—দিবানিদ্রা হেতু এবং যেরূপ আসনে বা স্থানে মস্তক স্থাপন করিলে গ্রীবাদি অতিশয় বিকৃত হয়, সেইরূপ আসনে বা স্থানে মস্তক স্থাপনহেতু এবং উপরিভাগে নিরীক্ষণ হেতু সেই কুপিত বায়ু শ্লেষ্মাবৃত হইয়া মন্যাস্তম্ভরোগ উৎপাদন করে। (গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে মন্যানামক চতুর্দ্দশটি শিরা আছে। অমর সিংহ কর্ত্তৃক তদ্বিষয় উক্ত হইয়াছে। সামান্যতঃ গ্রীবার পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃহৎ শিরা দুইটিই মন্যানামে অভিহিত হইয়া থাকে) ॥ ৭৪

মন্যাস্তম্ভের চিকিৎসা—মন্যাস্তম্ভরোগে দশমূলের বা পঞ্চমূলের ক্বাথ, রুক্ষস্বেদ ও নস্য প্রযোজ্য। তৈল বা ঘৃত দ্বারা গ্রীবা অভ্যক্ত এবং আকন্দপত্র দ্বারা বা এরণ্ডপত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি মুহুর্মুহুঃ স্বেদ দিবে। কুক্কুটাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ উষ্ণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা গ্রীবা মর্দ্দন করিলে গ্রীবাস্তম্ভ প্রশমিত হয় ॥ ৭৫—৭৭

বাহুশোষের লক্ষণ—কুপিত বায়ু অংসদেশে অবস্থিত হইয়া অংসবন্ধনকারক শ্লেষ্মাকে শোষণ করে। অংসবন্ধনকারক শ্লেষ্মার শোষণ হেতু সবেদন বাহুশোষ রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ৭৮

বাহুশোষের চিকিৎসা—বাহুশোষ রোগে ভোজন করিয়া মহাকল্যাণক ঘৃত পান করিবে। বেড়েলামূলের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে সৈন্ধব মিশাইয়া পান করিবে। ইহা বাহুশোষকর বাতে ও মন্যাস্তম্ভে প্রশস্ত ॥ ৭৯

অববাহুকের লক্ষণ—বাহুদেশে কুপিত বায়ু তত্রত্য শিরাসকলকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুক রোগ উৎপাদন করে ॥ ৮০

অববাহুকের চিকিৎসা—অববাহুক মন্যাস্তম্ভ এবং ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগের উপশমার্থ শীতল জলের সহিত ঝিঙ্গারসের এবং গুগ্গুলুর নস্য পরমৌষধ। বেড়েলার মূল, তথা পালিধার মূল বাটিয়া পান করিবে, অথবা আলকুশীর স্বরস খাইবে। ইহাও অববাহুকাদিরোগের মহৌষধ। অববাহুকরোগী মাষকলাইএর ক্বাথের নস্য লইলে তাহার বাহু বজ্রসম দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ৮১ । ৮২

মাষতৈল—তিলতৈল ।৪ সের। ক্বাথার্থ—মাষকলাই, মসিনা, যব, ঝাঁটিমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শোনামূল ও আলকুশীবীজ ইহাদের ক্বাথ, কার্পাসবীজ, শণবীজ, কুলথকলাই ও কুলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ও ছাগমাংসের ক্বাথ মিলিত ।৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল, শুলফা, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে, রাস্না, বেড়েলা, গুলঞ্চ ও কট্‌কী মিলিত ।১ সের। এই সকল ক্বাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই মাষাখ্য তৈল মর্দ্দন করিলে নিশ্চয়ই অববাহুক রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৩ । ৮৪

বিশ্বচী লক্ষণ—বাহুর পশ্চাদ্ভাগ হইতে যে সকল কণ্ডরা (মহতীশিরা) অঙ্গুলীতলকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ অঙ্গুলীতল পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহাদিগকে সংদূষিত করিয়া কুপিত বায়ু বাহুকে অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়া রহিত করে। ইহাই বিশ্বচী নামে অভিহিত। (ইহা এক বাহুতেও হয়, দুই বাহুতেও হইয়া থাকে) ॥ ৮৫

বিশ্বচীর চিকিৎসা—দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই ইহাদের ক্বাথে তৈল ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া সায়ং ভোজনের পর তাহার নস্য লইলে বিশ্বচী ও অববাহুক রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৮৬

মাষাদি তৈল—মাষকলাই, সৈন্ধব, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, হিঙ্, বচ, শিবজটা ও শুঁঠ এই সকল কল্কদ্রব্য, মিলিত ।১ সের, জল ১৬ সের ও তিল তৈল ।৪ সের, যথাবিধি পাক করিবে। অন্ন ভোজনের পর এই মাষাদি তৈল নস্যে পানে মর্দ্দনে প্রযোজিত হইলে তাহা বাহুশোষ, অববাহুক, প্রবল বিশ্বচী, পক্ষাঘাত ও অর্দ্দিত রোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৮৭ । ৮৮

ঊর্দ্ধবাতের লক্ষণ—শ্লেষ্মা ও অপানবায়ুদ্বারা (স্বহেতুদুষ্ট অপানবায়ু দ্বারা) সমানবায়ু অধঃপ্রতিহত (অধোনিরুদ্ধ) হইয়া উদ্গারাধিক্য সম্পাদন

করে। ইহাই উর্দ্ধবাত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯

উর্দ্ধবাতের চিকিৎসা—শুঁঠ, ১০ ভাগ, বীজ্‌তাড়ক (অভাবে তেউড়ীমূল) ১০ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্‌ ৪ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ ও চিতামূল ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় জলের সহিত খাইলে অতি প্রবৃদ্ধ উর্দ্ধবাত প্রশমিত হয় ॥ ৯০ । ৯১

আধ্মানের লক্ষণ—অধোবাত নিরোধ হেতু উদর (পক্বাশয়) বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটকবৎ অত্যন্ত স্ফীত, উগ্র বেদনান্বিত ও গুড়গুড় শব্দবিশিষ্ট হইলে তাহাকে আধ্মান কহা যায়। ইহা অতীব কষ্টদায়ক ব্যাধি ॥ ৯২

আধ্মানের চিকিৎসা—আধ্মানরোগে প্রথমে লঙ্ঘন, তদনন্তর দীপক ও পাচক ঔষধ, ফলবর্ত্তি, বস্তিকর্ম্ম ও শোধন (বমন বিরেচনাদি) প্রযোজ্য ॥ ৯৩

নারায়ণ চূর্ণ—পিপুল ২ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা, খাঁড় (বা চিনি) ৮ তোলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া তাহার ২ তোলা চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা আধ্মাননাশক ॥ ৯৪

দারুষট্‌ক লেপ—দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিঙ্‌ ও সৈন্ধবলবণ এই ছয়টি দ্রব্য কাঁজিতে পেষিত এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া শূল ও আধ্মান যুক্ত উদরে প্রলেপ দিবে ॥ ৯৫

মহানারাচ রস—হরীতকী, সোন্দাল, আমলকী, দন্তী, কট্‌কী, মনসাসীজ, তেউড়ী, মুতা, প্রত্যেক ১ পল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ৩২ সের জলে পাক করিবে এবং ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে খোসারহিত নূতন জয়পাল বীজ ১ পল, সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে ধীরে ধীরে পাক করিবে। যতক্ষণ না ঘন হয়, ততক্ষণ মৃদু অগ্নির জ্বাল দিবে। ঘন হইলে নামাইয়া তাহা একখানি খলে রাখিবে। পরে সেই জয়পাল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৩ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পারদ ২ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ (অর্থাৎ কজ্জলী ৪ ভাগ) একত্র সেই ক্বাথে এক প্রহরকাল উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবে। ইহারই নাম নারাচ রস। ইহা একরতি মাত্রায় শীতল জলের সহিত খাইলে আধ্মান, শূল, আনাহ, প্রত্যাধ্মান, উদাবর্ত্ত, গুল্ম ও উদর বিনষ্ট হয়। নারাচরস সেবনে ভেদ হইয়া থাকে। ভেদ বন্ধ হইলে চিনিসংযুক্ত দধি খাইবে ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সৈন্ধবলবণ ও দধিসহ—অন্ন খাইবে ॥ ৯৬—১০৩

প্রত্যাধ্মানের লক্ষণ—উক্ত লক্ষণান্বিত আধ্মানই যদি পক্বাশয় হইতে উত্থিত না হইয়া আমাশয় হইতে উৎপন্ন হয় এবং যদি পার্শ্ব ও হৃদয়ের স্ফীতি না জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যধ্মান কহা যায়। বায়ু কফাবৃত হইয়া এই প্রত্যাধ্মান রোগ উৎপাদন করে ॥ ১০৪

প্রত্যাধ্মানের চিকিৎসা—প্রত্যাধ্মান রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমে বমনও লঙ্ঘন করিবে। পরে দীপনাদি ঔষধ ও বস্তিকর্ম্ম পূর্ব্ববৎ প্রয়োগ করিবে ॥ ১০৫

বাতাষ্ঠীলার লক্ষণ—নাভির অধোভাগে সঞ্জাত, উর্দ্ধদিকে আয়ত (উপরিদীর্ঘ) ও উন্নত সঞ্চরণশীল বা অচল অষ্ঠীলাবৎ (বর্ত্তুল-পাষাণখণ্ড-সদৃশ) নিবিড়াবয়ব গ্রন্থিবিশেষকে বাতাষ্ঠীলা কহে। ইহা বহির্ম্মার্গাবরোধক অর্থাৎ ইহা দ্বারা বাত মূত্র ও পুরীষের অবরোধ হইয়া থাকে ॥ ১০৬

প্রত্যষ্ঠীলার লক্ষণ—উক্ত লক্ষণান্বিত ও বাতমূত্রপুরীষাবরোধক অষ্ঠীলাই যদি জঠরে তির্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহা যায় ॥ ১০৭

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলার চিকিৎসা—গুল্মের ও অন্তর্বিদ্রধির চিকিৎসা, অষ্ঠীলা রোগে অর্থাৎ অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা উভয়রোগে ব্যবস্থা করিবে। রোগিকে হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিতে দিবে।

টীকা। হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ যথা—হিঙ্‌, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, বচ, চই, চিতামূল, আক্‌নাদি, শঠী, তিন্তিড়ী, লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল ও বিট্‌), ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ক্ষারদ্বয় (যবক্ষার, সাচিক্ষার), দাড়িম, হরীতকী, পুষ্করমূল, অম্লবেতস ও হবুষ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ আদার রসে ও টাবালেবুর রসে যথাবিধি ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে ॥ ১০৮

তূণীর লক্ষণ—মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে যে বেদনা উত্থিত হইয়া গুহ্যদেশকে ও উপস্থকে (লিঙ্গ বা যোনিকে) বিদারণবৎ পীড়ায় পীড়িত করিয়া অধোগামিনী হয়, তাহাকে তূণী কহে ॥ ১০৯

প্রতিতূণীর লক্ষণ—উক্ত তূণীই যদি গুহ্যদেশ উপস্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রতিলোমে অর্থাৎ

ঊর্দ্ধাভিমুখে বেদনা বেগে পক্বাশয়ে গমন করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিতূণী কহা যায়। (স্বভাবতঃ মুহুর্মুহুঃ এই বেদনার প্রকোপ ও প্রশম হইতে থাকে) ॥১১০

তূণী ও প্রতিতূণীর চিকিৎসা—তূণী ও প্রতিতূণী রোগে স্নেহবস্তি প্রযোজ্য। অথবা লবণ সংযুক্ত ঘৃতাদি স্নেহ, কিংবা উষ্ণ জলের সহিত পিপ্পল্যাদি গণের চূর্ণ, কিংবা হিঙ্ ও যবক্ষারপ্রগাঢ় ঘৃত পেয় ॥ ১১১

ত্রিকশূলের লক্ষণ—স্ফিকের (পাছার) অস্থিদ্বয়ের ও মেরুদণ্ডের অস্থিদ্বয়ের যে সন্ধিস্থল, তাহাই ত্রিক নামে অভিহিত। সেই ত্রিক স্থানে বায়ু দ্বারা যে বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকেই ত্রিকশূল কহা গিয়া থাকে ॥১১২

ত্রিকশূলের চিকিৎসা—ত্রিকশূলে যত্ন পূর্ব্বক বালুকা স্বেদ দিবে। অথবা নিম্নে ঘুঁটের অগ্র স্থাপন করিয়া ত্রিকস্থানে সতত তাপ লাগাইবে ॥ ১১৩

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু—বাবলা, অশ্বগন্ধা, হবুষ, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, রাস্না, শ্যামালতা, শুল্‌ফা, শটী, যমানী ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগে লইয়া তাহাতে চূর্ণ সমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু এবং তদর্দ্ধ গব্যঘৃত মিশ্রিত করিবে। প্রভাত সময়ে এই ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু একতোলা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত, যূষের সহিত, মদ্যের সহিত, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, ক্ষারের সহিত বা মাংসরসের সহিত সেব্য। ত্রিকশূলে, জানুগ্রহে, হনুগ্রহে, বাহুগতবাতে, পাদগত-বাতে, সন্ধিগত-বাতে, অস্থিগত-বাতে, মজ্জাগত-বাতে, স্নায়ুগত-বাতে, কোষ্ঠগতবাতশ্লেষ্মাত্মকরোগ-সমূহে, বাতজনিত হৃদ্রোগে ও যোনিদোষে, ভগ্নে, অস্থিবিদ্ধে, খঞ্জে, গৃধ্রসীতে ও পক্ষাঘাতে এই ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু মহৌষধ বলিয়া প্রাচীন চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে ॥১১৪—১১৮

বস্তিবাতের লক্ষণ—বস্তিতে (মূত্রাশয়ে) বায়ু যদি অবিগুণ অর্থাৎ অনুলোমগ থাকে, তাহা হইলে মূত্র সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু প্রতিলোমগ থাকিলে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রাদি বিবিধ বিকার জন্মিয়া থাকে ॥১১৯

বস্তিবাতের চিকিৎসা—বেড়েলা ও মূর্ব্বা-ত্বকের চূর্ণে চিনি মিশ্রিত করিয়া দুইতোলা মাত্রায় অর্দ্ধসের দুগ্ধের সহিত পান করিলে মুহুর্মূত্রণ প্রশমিত হয়। হরীতকী, বহেড়া ও আমলকীর চূর্ণে জারিত লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে মুহুর্মূত্রণ নিবারিত হয়। যবক্ষারের চূর্ণ চিনির সহিত সংযুক্ত করিয়া নিয়ত ভক্ষণ করিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয়। কুমড়ার বীজ ও শসার বীজ বস্তিতে (তলপেটের উপরি) ধারণ করিলে মূত্ররোধ বিনষ্ট হয়। আমলকী বাঁটিয়া তদ্দ্বারা বস্তিদেশ প্রলিপ্ত করিলে শীঘ্রই মূত্রনিগ্রহ প্রশমিত হয়। লিঙ্গের বা যোনির মুখাভ্যন্তরে কর্পূর সংযুক্ত বর্ত্তি ক্রমে ক্রমে নিহিত করিয়া দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয় ॥ ১২০—১২৫

গৃধ্রসীর লক্ষণ—এই রোগে প্রথমে স্ফিক্ দেশে (প্রোথ বা নিতম্ব স্থানে) তদনন্তর বৃদ্ধিক্রমে অর্থাৎ রোগের যেমন যেমন বৃদ্ধি হয়, তদনুসারে উরু, কটী, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পাদদেশে স্তব্ধতা বেদনা ও তোদ (সূচীবেধবৎ পীড়া) উপস্থিত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ কম্পন (শিরাকম্প) হইতে থাকে। বাতদ্বারা ও বাতকফদ্বারা গৃধ্রসী দুইপ্রকার হয়। বাতজ গৃধ্রসীতে তোদ, দেহের অতীব বক্রতা, জানু-জঙ্ঘা-উরু ও সন্ধিস্থানের স্ফুরণ এবং অত্যন্ত স্তব্ধতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতশ্লেষ্মোদ্ভব গৃধ্রসীতে শরীরের গুরুতা, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, মুখ-প্রসেক ও ভক্তদ্বেষ (অরুচি) হইয়া থাকে ॥ ১২৬—১২৮

গৃধ্রসী চিকিৎসা—গৃধ্রসী রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রথমে বমন বা বিরেচন দ্বারা সংশুদ্ধ করিবে। যখন বুঝিবে—বমন বিরেচন দ্বারা রোগী নিরাম ও দীপ্তাগ্নি হইয়াছে, তখন বস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রথমেই বস্তিবিধি অবলম্বন করিবে না। কারণ রোগিকে সংশুদ্ধ না করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে ভস্মে আহুতি দেওয়ার ন্যায় বস্তি-স্নেহ নিরর্থক হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে গোমূত্রের সহিত এরণ্ডতৈল একমাসকাল খাইলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ প্রশমিত হয়। তৈল, ঘৃত, আদার রস, ছোলেঙ্গা লেবুর রস ও চুক্র গুড়ের সহিত পান করিলে কটীশূল, উরুশূল, ত্রিকশূল, গুল্ম, গৃধ্রসী ও উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়। খোসারহিত এরণ্ডবীজ পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধে পাক করিয়া পান করিবে। ইহা গৃধ্রসী ও কটীশূলের পরম ঔষধ। এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের কষায়ে সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন বঙ্ক্ষণশূল বস্তিশূল ও গৃধ্রসীজনিত শূল নিবারিত হয়। গোমূত্র

ও এরণ্ড তৈলের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে দীর্ঘকালজাত কফবাতাত্মক গৃধ্রসী প্রশমিত হয়। বাসকছাল, দন্তী ও সোন্দালের কষায়ে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া যে পান করে, সে গৃধ্রসীরোগে নষ্টগতি ও প্রসুপ্ত হইলেও যে শীঘ্রগামী হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? ঘোড়ানিমের সার জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে শীঘ্র অসাধ্য গৃধ্রসীও প্রশমিত হয়। মৃদু অগ্নিদ্বারা নিসিন্দাপাতার ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে পানমাত্রে দুর্ব্বার গৃধ্রসীরোগ প্রনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২৯—১৩৮

রাস্নাদিগুগ্গুলু—রাস্না আটতোলা, গুগ্গুলু দশতোলা, ঘৃতে মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে গৃধ্রসী বিনষ্ট হয় ॥ ১৩৯

রাস্নাসপ্তক ক্বাথ—রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা ইহাদের ক্বাথে শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জঙ্ঘা-উরু-পৃষ্ঠ-ত্রিক ও পার্শ্বাদি শূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৪০

পথ্যাদিগুগ্গুলু—হরীতকী একশত, বহেড়া দুইশত, আমলকী চারিশত, গুগ্গুলু দুইসের ; এই সমস্ত দ্রব্য একরাত্র ৬৪ সের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধাবশিষ্ট (বত্রিশ সের) থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই ক্বাথ পুনর্ব্বার একটা লৌহপাত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া তাহাতে বিড়ঙ্গ, দন্তী, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, পিপুল, তেউড়ী, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া মানব যথেচ্ছ আহার বিহার করিবে। ইহাদ্বারা গৃধ্রসী, নূতনখঞ্জতা, প্লীহা, উগ্রজঠরাগ্নি, গুল্ম, পাণ্ডু, কণ্ডু, বমি ও বাতরক্ত বিনষ্ট হয়। এই অপ্রমিত প্রভাব ঔষধ জগতে পথ্যাদি গুগ্গুলু নামে খ্যাত। এই গুগ্গুলু সেবনে মানবের হস্তীতুল্য বল হয়, অশ্ব তুল্য শীঘ্রগতি হয়, আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়, চক্ষুঃ বলিষ্ঠ হয়। ইহা পুষ্টিকর, বিষঘ্ন ও ক্ষত সংযোজক। এই ঔষধ সকল রোগেই বিশেষ প্রশস্ত ॥ ১৪১—১৪৬

খঞ্জ ও পঙ্গুর লক্ষণ— কট্যাশ্রিত কুপিত বায়ু এক পায়ের কণ্ডরাকে (স্থূলশিরাকে) আকর্ষণ করিয়া রাখিলে মনুষ্য খঞ্জ (খোঁড়া), আর দুই পায়েরই কণ্ডরাকে টানিয়া রাখিলে পঙ্গু হইয়া থাকে ॥ ১৪৭

উহাদের চিকিৎসা—বিরেচন, আস্থাপন, স্বেদ, গুগ্গুলু ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ দ্বারা অভিনব খঞ্জের ও পঙ্গুর চিকিৎসা করিবে ॥ ১৪৮

কলায়খঞ্জের লক্ষণ—গমনারম্ভে যে ব্যক্তি কাঁপিয়া কাঁপিয়া পরে ও খঞ্জের ন্যায় গমন করে, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে। খঞ্জে ও কলায়খঞ্জে এই ভেদ, কলায়খঞ্জে সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া থাকে। (কলায় খঞ্জ এই নামটি রূঢ়, যৌগিক নাম নহে) ॥১৪৯

কলায়খঞ্জের চিকিৎসা—কলায় খঞ্জের চিকিৎসা, খঞ্জ ও পঙ্গুরই ন্যায়। ইহাতে স্নেহন ক্রিয়া বিশেষ হিতকর ॥ ১৫০

ক্রোষ্টুকশীর্ষের লক্ষণ—কুপিত বায়ু ও রক্ত মিলিত হইয়া জানুমধ্যে অতি যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ দেখিতে ক্রোষ্টুকশীর্ষের ন্যায় অর্থাৎ শৃগালের মস্তক সদৃশ হয় বলিয়া ইহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে ॥ ১৫১

ক্রোষ্টুকশীর্ষের চিকিৎসা—গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথসহ গুগ্গুলু, দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল বা বিদ্ধড়ক চূর্ণ ক্রোষ্টুশীর্ষ রোগীকে পান করিতে দিবে। তিত্তিরপক্ষির মাংসরসে গুগ্গুলু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্রোষ্টুকশীর্ষ প্রশমিত হয়। ক্রোষ্টুকশীর্ষে বাতরক্তের চিকিৎসা সকল করিবে।

টীকা। গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথের সহিত ২ তোলা পরিমিত বিশোধিত গুগ্গুলু পান করিবে। অর্দ্ধ পোয়া গব্য দুগ্ধের সহিত ২ তোলা পরিমিত এরণ্ড তৈল পান করিবে। অর্দ্ধসের গব্য দুগ্ধের সহিত বিদ্ধড়ক চূর্ণ পান করিবে ॥ ১৫২।১৫৩

খল্লীলক্ষণ—খল্লী নামক বাতব্যাধিতে পাদ, জঙ্ঘা, উরু ও করমূলের অবমোটন (মোচড়ন) হয়। (খল্লী অর্থাৎ খাইল ধরা)।

খল্লী-চিকিৎসা—কুড় ও সৈন্ধবলবণের কল্কে চুক্র ও তিলতৈল মিশাইয়া এবং তাহা সুখোষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে খল্লী বেদনা নিবারিত হয় ॥ ১৫৪

বাতকণ্টকের লক্ষণ—উচ্চাবচ স্থানে পাদন্যাস বা অধিক পাদক্রম হেতু কুপিত বায়ু

গুল্‌ফদেশে বেদনা জন্মাইয়া থাকে। ইহাকেই বাতকণ্টক বা খুড়্‌কাবাত কহে ॥ ১৫৫

বাতকণ্টকের চিকিৎসা—বাতকণ্টক রোগে মধ্যে মধ্যে রক্তমোক্ষণ করিবে। এরণ্ড তৈল পান করিবে। অথবা সূচী পোড়াইয়া তদ্দ্বারা দহন করিবে ॥ ১৫৬

পাদদাহের লক্ষণ—কুপিত বায়ু পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পাদদ্বয়ের দাহ জন্মাইয়া থাকে। নিয়ত ভ্রমণকারী-ব্যক্তিরই এই পাদদাহ প্রবলতর হয় ॥ ১৫৭

পাদদাহের চিকিৎসা—পাদদাহে বাতরক্তের চিকিৎসা বিশেষরূপে করিবে। সিদ্ধ শীতল জ.ল মসূরের দাইল বাটিয়া তদ্দ্বারা পাদদ্বয় প্রলিপ্ত করিলে পাদদাহ প্রশমিত হয়। পাদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির তাপ দিলে শীঘ্রই দারুণ পাদদাহ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ॥ ১৫৮। ১৫৯

পাদহর্ষের লক্ষণ—যাহার পাদদ্বয় রোমাঞ্চিত ও প্রসুপ্ত (ঝিনিঝিনি বেদনাযুক্ত) হয়, তাহার পাদহর্ষ রোগ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এই রোগ কফবাত প্রকোপে জন্মিয়া থাকে ॥ ১৬০

পাদহর্ষের চিকিৎসা--পাদহর্ষ রোগে বাতশ্লেষ্ম নাশক চিকিৎসা করিবে ॥ ১৬১

আক্ষেপকের সামান্য লক্ষণ—কুপিত বায়ু যখন উর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যগ্‌গামী ধমনী সকলকে প্রাপ্ত হয়, তখনই আক্ষেপকরোগ উৎপাদন করে। অর্থাৎ বায়ু মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরণশীল হইয়া দেহকে মুহুর্মুহুঃ আক্ষিপ্ত অর্থাৎ গজারূঢ় পুরুষের ন্যায় গাত্রকে পরিচালিত করিতে থাকে। মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপণহেতু ইহাকে আক্ষেপক কহা যায় ॥ ১৬২

আক্ষেপকের চারিপ্রকার ভেদ—বায়ু পিত্তান্বিত হইয়া একপ্রকার আক্ষেপ উৎপাদন করে, কফান্বিত হইয়া দ্বিতীয় প্রকার আক্ষেপ উৎপাদন করে, কেবল বায়ু তৃতীয় প্রকার আক্ষেপ উৎপাদন করে এবং দণ্ডাদির অভিঘাতে বায়ু কুপিত হইয়া অভিঘাতজ নামক চতুর্থ প্রকার আক্ষেপ উৎপাদন করে ॥ ১৬৩

কেবল বাতজ আক্ষেপের লক্ষণ—কুপিত বায়ু পানিপাদ শিরঃ পৃষ্ঠ ও শ্রোণী এই সকল স্থানকে স্তব্ধ করিয়া গাত্রকে দণ্ডব করিয়া থাকে। ইহাকে দণ্ডক আক্ষেপক কহে। দণ্ডক আক্ষেপক অসাধ্য। (ইহাতেও মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপণ হয়, বুঝিতে হইবে) ॥ ১৬৪

শ্লেষ্মান্বিত আক্ষেপকের লক্ষণ—কফান্বিত বায়ু ধমনী সকলেই অবস্থান করিয়া দেহকে দণ্ডবৎ স্তব্ধ করে। ইহা দণ্ডাপতানক আক্ষেপ বলিয়া অভিহিত ; এই আক্ষেপ কষ্টসাধ্য। (ইহাতেও মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপণ হইয়া থাকে. আগন্তুজ আক্ষেপকের লক্ষণ সাধারণই বুঝিবে)। ১৬৫

আক্ষেপকের চিকিৎসা—মহাবলাতৈল—তিলতৈল চারিসের। দুগ্ধ বত্রিশ সের, বেড়েলার ক্বাথ বত্রিশ সের ; দশমূলের ক্বাথ বত্রিশ সের ; যব—কুল ও কুলথ কলায়ের ক্বাথ বত্রিশ সের। কল্কার্থ—মধুরগণ (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু) এবং সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেত ধুনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, এলাইচ, পীতচন্দন, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, তগরপাদুকা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা মিলিত একসের। যথাবিধি পাক করিয়া সৌবর্ণ রাজত বা মৃন্ময় কলসে যত্নপূর্ব্বক রাখিবে। এই মহাবলাতৈল মর্দ্দন করিলে আক্ষেপকাদি সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা হিক্কা, শ্বাস, অধিমন্থ, গুল্ম, কাস প্রশমিত হয়। ছয়মাসকাল এই তৈল প্রযুক্ত হইলে অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারিত হইয়া থাকে। সূতিকাকে এই তৈল যথাবল প্রদান করিবে। যে স্ত্রী গর্ভার্থিনী, যে পুরুষ ক্ষীণশুক্র, তাহাকে মহাবলাতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। ক্ষীণবাতে, মর্ম্মহতে, অভিঘাত হতে, ভগ্নে, শ্রমাভিপন্নে এই তৈল সর্ব্বথা প্রযোজ্য। রাজার বা রাজপূজিত ব্যক্তিদের. সুখিব্যক্তিদের, সুকুমার ব্যক্তিদের ও ধনি ব্যক্তিদিগের এই তৈল করণীয় ও সেব্য। ১৬৬—১৭৫

অন্তরায়ামের লক্ষণ—অতিকুপিত বেগবান্ বায়ু যখন অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, জঠর, বক্ষঃ (বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত স্থান), হৃদয় (বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান) ও গলদেশে অবস্থিত হইয়া স্নায়ু সমূহকে (শিরাকণ্ডরা প্রভৃতিকেও) আক্ষেপ করে (কাঁপায়), তখনই মানব অভ্যন্তর দিকে ধনুকের ন্যায় নত হয় (ক্রোড়নত হয়) ইহাকেই অভ্যন্তরায়াম কহে। এই রোগে রোগির নেত্রদ্বয় স্তব্ধ, হনু বিবদ্ধ, পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন এবং কফ উদ্গীর্ণ হয় ॥ ১৭৬। ১৭৭

বাহ্যায়ামের লক্ষণ—প্রবল কারণে প্রকুপিত এবং অতি বলবান্ বায়ু যখন মন্যা ও পৃষ্ঠাশ্রিত বাহ্য শিরা-স্নায়ু ও কণ্ডরা সকলকে সংশোষণ করিয়া মানবকে বহির্দ্দিকে নত করে (পৃষ্ঠনত করে), তখন বহিরায়াম কহা যায়। বহিরায়ামে বক্ষঃ কটী ও ঊরুদেশ—ভঙ্গবদ্ ব্যথায় ব্যথিত হইতে থাকে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি ॥ ১৭৮। ১৭৯

অন্তরায়াম ও বহিরায়ামের চিকিৎসা—অন্তরায়ামে ও বহিরায়ামে অর্দ্দিতবৎ চিকিৎসা করিবে ॥ ১৮০

ধনুস্তম্ভের লক্ষণ—কুপিত বায়ু মানবকে ধনুকের ন্যায় নত করিলে তাহাকে ধনুস্তম্ভ নামে অভিহিত করা যায়। ইহাতে রোগী বিবর্ণ, বদ্ধ বদন (চিবুকের বন্ধন শিথিল), শিথিলাঙ্গ, নষ্টচেতন ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। এই রোগে রোগী দশরাত্র বাঁচে না ॥ ১৮১

কুব্জের লক্ষণ—কুপিত বায়ু হৃদয় বা পৃষ্ঠকে যদি বেদনার সহিত ক্রমশঃ উন্নত করে, তাহা হইলে তাহাকে কুব্জ কহা যায়।

টীকা—এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে—যদি অন্তরায়াম ক্রোড়নত ও বহিরায়াম পৃষ্ঠনত হয়, তাহা হইলে অন্তরায়াম ও বহিরায়ামের সহিত কুব্জের ভেদ কি ? উত্তর—অন্তরায়ামে অন্তঃশরীরের নমন এবং বহিরায়ামে বহিঃ শরীরের নমন হয়। কিন্তু কুব্জে কেবলমাত্র হৃদয় বা পৃষ্ঠদেশ নত হইয়া থাকে, অর্থাৎ হৃদয় নত হইলে পৃষ্ঠ উন্নত এবং পৃষ্ঠ নত হইলে হৃদয় উন্নত হয় ॥ ১৮

কুব্জের চিকিৎসা—বাহ্যায়ামে অন্তরায়ামে ধনুস্তম্ভে ও কুব্জে প্রসারণী তৈল মর্দ্দন করিবে। তদ্দ্বারা ঐ সকল রোগের শান্তি হয়। বাতব্যাধিসমূহে সামান্যতঃ যে সকল ক্রিয়া কথিত হইয়াছে, ঐ সকল রোগেও সেই সকল ক্রিয়া করিবে। তবে প্রসারণী তৈল কুব্জাদি রোগে বিশেষ উপকারী ॥ ১৮৩ ১৮৪

অপতন্ত্রকের লক্ষণ—এই রোগে স্বহেতু কুপিত বায়ু স্বস্থান হইতে (পক্কাশয় হইতে) ঊর্দ্ধাভিমুখে হৃদয় মস্তক ও শঙ্খদেশে যাইয়া ও তৎতৎস্থানকে প্রপীড়িত করিয়া দেহকে ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষিপ্ত (চালিত) করে। রোগী মূর্চ্ছিত নিমীলিত নেত্র বা স্তব্ধাক্ষ ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং অতিকষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ করে ও কপোতের ন্যায় কূজন করিতে থাকে ॥ ১৮৫।১৮৬

অপতন্ত্রকের চিকিৎসা—অপতন্ত্রক রোগে অপতর্পণ (উপবাসাদি), নিরূহ বস্তি ও বমন কদাচ ব্যবস্থা করিবে না। এই রোগে কফ ও বায়ু দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসবহ ধমনী সকল রুদ্ধ থাকে ; তীক্ষ্ণপ্রধমন নস্য দ্বারা ধমনীর রুদ্ধপথ মুক্ত করিয়া দিবে। ধমনীমার্গ মুক্ত হইলে রোগী সংজ্ঞালাভ করিবে ॥ ১৮৭।১৮৮

মরিচাদি নস্য—মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ফণিজ্জক (তুলসী বিশেষ) ইহাদের চূর্ণের নস্য প্রদান দ্বারা শিরোবিরেচন করিবে।

হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব ও অম্লবেতস (অভাবে চুক্র) এই সকল দ্রব্য ঘৃত ও আদার রসসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে অপতন্ত্রকরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮৯।১৯০

অপতানকের লক্ষণ—ইহাতে দৃষ্টি (রূপ গ্রহণশক্তি) নাশ ও সংজ্ঞালোপ হয় এব কণ্ঠ হইতে এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ বহির্গত হইতে থাকে। বায়ু যখন হৃদয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন রোগী স্বাস্থ্য অনুভব করে এবং আবার যখন হৃদয়কে আবৃত করে, তখন রোগী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। এই দারুণব্যাধিকে কোন কোন পণ্ডিত অপতানক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। গর্ভপাত নিমিত্ত যে অপতানক, শোণিতের অতিস্রাব নিমিত্ত যে অপতানক এবং অভিঘাত নিমিত্ত যে অপতানক তাহা সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ অসাধ্য ॥ ১৯১।১৯২

অপতানকের চিকিৎসা—অপতানকরোগির যদি নেত্রস্রাব ও কম্প না হয় এবং সে একবার যদি শয্যাশায়ী হইয়া না পড়ে, তাহা হইলে শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ শীঘ্র চিকিৎসা করিলে ঐরূপ রোগিকে রোগ মুক্ত করিতে পারা যায়, বিলম্ব হইলে অসাধ্য হইয়া উঠে।

দশমূলীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া অপতানক রোগিকে পান করিতে দিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। অপতানক রোগে তৈলমর্দ্দন, তীক্ষ্ণ বিরেচন এবং স্রোতোবিশোধক ঘৃত পান হিতকর। অভুক্তাবস্থায় মরিচ চূর্ণসংযুক্ত অম্লদধি পান করিলে ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে অপতানক নষ্ট হয় ॥ ১৯৩—১৯৬

পক্ষাঘাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু দেহের অর্দ্ধভাগকে আক্রমণ এবং তদ্‌ভাগস্থ শিরা ও স্নায়ু সমূহকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ বিশ্লেষপূর্ব্বক বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট (শক্তিহীন) করে,

সুতরাং সেই পক্ষ অকর্ম্মণ্য ও বিচেতন প্রায় (ঈষৎ-স্পর্শাদিজ্ঞানযুক্ত) হইয়া থাকে। এই ব্যাধিকে কেহ একাঙ্গরোগ, কেহ বা পক্ষবধ (পক্ষাঘাত) কহে ॥ ১৯৭।১৯৮

বায়ু পিত্তযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপাদন করিলে তাহাতে দাহ (বাহ্য), সন্তাপ (আভ্যন্তর) ও মূর্চ্ছা এবং কফযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত জন্মাইলে তাহাতে শৈত্য শোথ ও দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। এই শ্লোকে সামান্যতঃ বায়ুর উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অন্যান্য বাতরোগেও এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১৯৯

পক্ষাঘাতের সাধ্যত্বাদি—কেবল বায়ুদ্বারা যে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা কষ্টসাধ্যতম ; কিন্তু বায়ু অন্যের সহিত অর্থাৎ পিত্ত বা কফের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, তাহা সাধ্য ; বায়ু ধাতুক্ষয়ে কুপিত হইয়া যে পক্ষাঘাত জন্মায় তাহা অসাধ্য জানিবে ॥ ২০০

অপর অসাধ্যলক্ষণ-গর্ভবতী স্ত্রীর, সূতিকা নারীর, বালকের ও বৃদ্ধের পক্ষাঘাত, রক্তক্ষয়ে যে পক্ষাঘাত হয়, সেই পক্ষাঘাত এবং যে পক্ষাঘাত বেদনারহিত তাহা অসাধ্য ॥ ২০১

পক্ষাঘাতের চিকিৎসা—মাষাদি ক্বাথ—মাষকলাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা-মূল ইহাদের ক্বাথে ১ মাষা হিঙ ও ১ মাষা সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণজীরকাদির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হইলে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে দেওয়া বিধেয় ॥ ২০২

গ্রন্থিকাদি তৈল—তিল তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব মিলিত ⁄১ সের। মাষকলায়ের ক্বাথ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল পক্ষাঘাত নাশক ॥ ২০৩

মাষাদ্য তৈল—তিল তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—মাষকলাই, আলকুশী বীজ, আতইচ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শতমূলী ও সৈন্ধব মিলিত ⁄১ সের ; মাষকলাই ও বেড়েলার ক্বাথ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে, এই তৈল পক্ষাঘাত নাশক ॥ ২০৪

সর্ব্বাঙ্গবাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু সর্ব্বাঙ্গগত হইলে গাত্রস্ফুরণ ও গাত্রে ভঙ্গবদ্ বেদনা হয় এবং সন্ধিসকল বেদনান্বিত হইয়া যেন স্ফুটিত হইতে থাকে ॥ ২০৫

সর্ব্বাঙ্গবাতের চিকিৎসা—তৈল পূর্ণ দ্রোণীতে অবগাহন করিলে সর্ব্বাঙ্গগত বা একাঙ্গগত বাত বিনষ্ট হয় ॥ ২০৬

স্থাননামানুরূপবাতব্যাধি—এতদ্ব্যতিরিক্ত অনুক্ত বাতব্যাধি সমূহে স্থানানুরূপ ও নামানুরূপ লক্ষণদ্বয়ের নির্দ্দেশ করিবে। (স্থানানুরূপ যথা কুক্ষিশূল নখভেদ ইত্যাদি। নামানুরূপ যথা কীল নিখাতবদ্ বেদনা স্থলে শূল, সূচীবেধ বদ্ বেদনা স্থলে তোদ ইত্যাদি)।

এই অধিকারে বাতজনিত যতগুলি রোগ বর্ণিত হইল এবং যে গুলি অবর্ণিত রহিল, তৎসমুদায় রোগেই পিত্তাদিরও সংস্রব লক্ষ্য করিবে। অর্থাৎ পিত্ত লক্ষণ দ্বারা পিত্তানুবন্ধ এবং কফলক্ষণ দ্বারা কফানুবন্ধ বাতব্যাধি স্থির করিবে। যথা—

হ্রস্বকেশত্ব, বাচালতা, আটোপ (উদরে গুড় গুড় শব্দ), পার্শ্বশূল, পুরীষের অতিগাঢ়তা, পুরীষের অপ্রবর্ত্তন, কম্প, স্তম্ভ, রুক্ষতা, কার্শ্য, কার্ষ্ণ্য, শৈত্য, লোমহর্ষ, ব্যথা, তোদ (সূচীবেধবৎ পীড়া), ভেদ (বিদারণবৎ ব্যথা,) শিরাস্ফুরণ (শিরা দপ্ দপানি), অঙ্গমর্দ্দ (গাত্র কুট্টন), অঙ্গশুষ্কতা, সঙ্কোচ, অঙ্গভ্রংশ (স্বস্থান হইতে অঙ্গের স্খলন), মোহ, চঞ্চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ (নিদ্রাল্পত্বও), স্বেদ নাশ, বলহানি, ভীরুতা, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ (অপক্ব গর্ভপাত) ও পরিশ্রম (বিনা ক্লেশে শ্রম বোধ) ॥ ২০৭—২১১

চিকিৎসা—সামান্য বাতরোগ সকলের যে চিকিৎসা বলিব, ইহাদেরও সেই চিকিৎসা করিবে। সেই চিকিৎসা দ্বারাই এই সকল রোগের সংক্ষয় হইবে। কুপিত অনিল এবংবিধরূপ সকল উৎপাদন করে এবং হেতু বিশেষে ও স্থান বিশেষে, বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মাইয়া থাকে ॥

টীকা। "এবংবিধরূপ সকল" শিরোগ্রহাদি অশীতিপ্রকার বাতব্যাধি সকল। "হেতু বিশেষ" —পিত্ত শ্লেষ্মাদ্যাবৃতত্বাদি, যেমন শ্লেষ্মাবৃত বায়ু মন্যাস্তম্ভ করে। "স্থান বিশেষে"—কোষ্ঠাদি, যেমন কোষ্ঠাশ্রিত কুপিত বায়ু মলমূত্রের রোধ করে ইত্যাদি ॥ ২১২। ২১৩

হেতুবিশেষে বাতব্যাধিবিশেষ—উদান বায়ু পিত্তযুক্ত হইয়া দাহ মূর্চ্ছা ভ্রম ও ক্লম ; কফাবৃত হইয়া অস্বেদ রোমাঞ্চ অগ্নিমান্দ্য ও শৈত্য উৎপাদন করে। প্রাণবায়ু (হৃদয়াশ্রয় বায়ু) পিত্তাবৃত হইয়া দাহ ও বমি ; কফাবৃত হইয়া দৌর্ব্বল্য অবসাদ তন্দ্রা

ও মুখবৈরস্য জন্মায়। সমানবায়ু পিত্তসংযুক্ত হইয়া স্বেদ দাহ মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা; কফাবৃত হইয়া মলমূত্র রোধ ও রোমাঞ্চ উৎপাদন করে। অপান বায়ু (গুদাশ্রয় বায়ু) পিত্তসংযুক্ত হইয়া দাহ উষ্ণতা ও রক্তপ্রস্রাব; কফাবৃত হইয়া শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব ও শৈত্য জন্মাইয়া থাকে। ব্যান বায়ু পিত্তাবৃত হইয়া দাহ গাত্রবিক্ষেপ ও ক্লম; কফাবৃত হইয়া দেহের স্তব্ধতা, দণ্ডক (আক্ষেপক ভেদ), শূল ও শোথ উৎপাদন করে ॥ ২১৪—২১৮

ইহাদেরচিকিৎসা—পিত্তান্বিত বাতে বাতপিত্তহরী ক্রিয়া এবং কফান্বিত বাতে বাতশ্লেষ্মহরী ক্রিয়া করিবে ॥ ২১৯

রসাদিধাতুগতবাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু ত্বগ্‌গত অর্থাৎ ত্বগ্‌গত রস প্রাপ্ত হইলে ত্বক্ রুক্ষ, স্ফুটিত, স্পর্শশক্তিহীন, কৃশ, (শীর্ণ), কৃষ্ণবর্ণ বা ঈষৎ রক্তবর্ণ, সূচীবেধবদ্ বেদনান্বিত ও বিস্তীর্ণ হয় এবং সপ্তত্বকেই ব্যথা হইয়া থাকে!

কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্রবেদনা, সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে পিড়কোৎপত্তি এবং ভোজন করিলে উদরের স্তব্ধতা এই সকল উপস্থিত হয়।

কুপিত বায়ু মাংসগত হইলে অঙ্গ গুরু, তোদবিশিষ্ট, স্তব্ধ, দণ্ড-মুষ্টি তাড়িতবৎ বেদনান্বিত ও অত্যর্থ স্তিমিত (নিশ্চল) হয়।

কুপিত বায়ু মেদোগত হইলে মাংসগতবৎ বাতলক্ষণ সকল, অপিচ অল্প বেদনান্বিত গ্রন্থি ও ব্রণ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু অস্থিগত হইলে অস্থি ও পর্ব্বসমূহে বিদারণবৎ পীড়া, সন্ধিশূল, বলমাংসক্ষয়, অনিদ্রা ও নিরন্তর বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কুপিত বায়ু মজ্জাগত হইলে অস্থিগতবৎ বাতলক্ষণ সমস্তই উপস্থিত হয়, অপিচ মজ্জাগত বাত পীড়া কদাচ নিবৃত্ত হয় না।

কুপিত বায়ু শুক্রগত হইলে শুক্রকে অথবা গর্ভকেও শীঘ্র মোচন করে, কিংবা অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, অথবা বিকৃত করিয়া থাকে ॥ ২২০—২২৪

ইহাদেরচিকিৎসা—ত্বগাশ্রিত অর্থাৎ ত্বগ্‌গত রসাশ্রিত বাতে স্নেহাভ্যঙ্গ ও স্বেদ ব্যবস্থা করিবে। রক্তস্থবাতে শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ করিবে। মাংস-মেদোগত বাতে বিরেচন ও নিরূহণ প্রয়োগ করিবে। অস্থিমজ্জাগত বাতে বহিরন্তঃ স্নেহ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ স্নেহাভ্যঙ্গ ও স্নেহপান করাইবে ॥ ২২৫। ২২৬

কেতকাদি তৈল—কেতক পীতবেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে ইহাদের ক্বাথ ও তুষোদক (কাঁজী বিশেষ) অধিক পরিমাণে লইয়া তৎসহ তিলতৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে অস্থিগতবাত বিনষ্ট হয়। শুক্রগত বাতে হর্ষোৎপাদন এবং বলশুক্রবর্দ্ধক অন্নপান হিতকর ॥ ২২৭।২২৮

স্থানবিশেষে বাতব্যাধি বিশেষ।

কোষ্ঠগতবাত লক্ষণ—দুষ্টবায়ু কোষ্ঠগত হইলে মল ও মূত্রের নিগ্রহ (অপ্রবর্ত্তন), ব্রধ্ন (কুঁচ্‌কী স্থানে শোথ), হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ ও পার্শ্বশূল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। কোষ্ঠলক্ষণ—আমস্থান, অগ্নিস্থান, পক্কস্থান, মূত্রস্থান, রক্তস্থান, হৃদয়, উন্দুক (মলাশয়) ও ফুস্‌ফুস্ ইহারা কোষ্ঠ নামে অভিহিত। এই কোষ্ঠশব্দে যদিও সমস্ত আমাশয়ই উক্ত হইয়াছে, তথাপি বিশেষ কথনার্থ আমাশয়াদি প্রত্যেক আমাশয়গত বাতলক্ষণ সকলও পৃথক্ পৃথক্ বলিব ॥ ২২৯

কোষ্ঠগতবাত চিকিৎসা—কোষ্ঠগত বাতে পাচনীয় কষায় সকল দ্বারা অথবা অন্য কোন ঔষধাদি দ্বারা মল সকলের পরিপাক করিবে। বিশেষতঃ কোষ্ঠগত বাতে দুগ্ধ পান অবশ্য করিতে দিবে ॥ ২৩০

আমাশয়গত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু আমাশয়কে আশ্রয় করিলে হৃদয়-পার্শ্ব-উদর ও নাভিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, উদ্‌গার, বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠ ও মুখের শোষ এবং শ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

টীকা। চরকে আমাশয়ের এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা—নাভি ও স্তনের অন্তর্গত স্থানকে পণ্ডিতগণ আমাশয় কহেন" ॥ ২৩১

আমাশয়গতবাতের চিকিৎসা—আমাশয়গত বাতে প্রথমে লঙ্ঘন, পরে দীপন, পাচন, বমন বা তীক্ষ্ণবিরেচন প্রযোজ্য। ইহাতে পুরাণ শালি তণ্ডুল যব ও মুগ হিতকর। ভূতীক (গন্ধতৃণ, তদলাভে বেণার মূল), হরীতকী, শটী ও পুষ্করমূল। বেলছাল, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুঁঠ। বচ, আতইচ, পিপুল ও বিট্‌লবণ। এই তিনটি ক্বাথ আমান্বিত বায়ুনাশক ॥ ২৩২। ২৩৩

ষড়্‌ধরণ যোগ—চিতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী, আতইচ ও হরীতকী, এই ছয়টী দ্রব্যের

প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ধরণ (অর্দ্ধতোলা) করিয়া লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সেই মিশ্রিত ছয় ধরণ চূর্ণ হইতে প্রতিদিন এক এক ধরণ লইয়া সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহা আমাশয়গত বাতনাশক। অথবা আমাশয়গত বাতে রোগিকে প্রথম দিন বামক ঔষধ দ্বারা বমন করাইয়া দ্বিতীয় দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়দিন পর্য্যন্ত উক্ত পাঠক্রমে চিতা ইন্দ্রযবাদি এক একটি দ্রব্যের এক এক ধরণ পরিমিত চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত এক এক দিন পান করিবে। উক্ত দ্রব্য সকলের চূর্ণ ছয় দিনে ছয় ধরণ প্রয়োগ করা যায় বলিয়া ইহা ছয় ধরণ নামে অভিহিত হয় ॥২৩৪–২৩৬

পক্কাশয়গত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু পক্কাশয়গত হইলে অন্ত্রকূজন (আঁতডাকা), উদরে শূলনি, আটোপ (বায়ুর ক্ষুব্ধত্ব), মল মূত্রের কৃচ্ছ্রতা, আনাহ ও ত্রিকস্থানে বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ২৩৭

পক্কাশয়গত বাতের চিকিৎসা—পক্কাশয়গত বাত রোগে যাহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, সেই সকল ঔষধাদি সেবন করাইবে। এই রোগে উদাবর্ত্তের চিকিৎসা বিধি অবলম্বন করিবে এবং স্নেহদ্বারা বিরেচন করাইবে। জঠরগত বাতে (কুক্ষিগত বাতে) ক্ষারাদি দীপক ঔষধের চূর্ণ এবং শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে ॥ ২৩৮ । ২৩৯

গুদগত বাতের (মলাশয়গত বাতের) লক্ষণ—গুদগতবাতে মলমূত্র ও অধোবায়ুর অপ্রবর্ত্তন, শূল, উদরাধ্মান, অশ্মরী, শর্করা এবং জঙ্ঘা-ঊরু-ত্রিক (মেরুদণ্ডের অধঃপ্রান্ত)-পার্শ্ব-স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে শূলাদি বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ২৪০

গুদগত বাতের চিকিৎসা—দুষ্টবায়ু গুদগত হইলে তাহাতে উদাবর্ত্তের চিকিৎসা হিতকর।

হৃদয়বাতের চিকিৎসা—মরিচের সহিত গুলঞ্চ বাঁটিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত পান করিলে এবং অশ্বগন্ধা ও বহেড়া বাঁটিয়া তাহা গুড়সংযুক্ত করিয়া উষ্ণজলসহ পান করিলে হৃদয়গত বায়ুর প্রশম হয়। দেবদারু ও শুঁঠ পেষণ করিয়া সেবন করিলে হৃদয়গত বায়ুর বেদনা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে ॥ ২৪১—২৪৩

শ্রোত্রাদিগতবাতের লক্ষণ—দুষ্টবায়ু শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয় সকলকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের শক্তি নষ্ট করে ॥ ২৪৪

তাহার চিকিৎসা—দুষ্ট বায়ু শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিলে স্নেহাভ্যঙ্গ, অবগাহন, মর্দ্দন ও প্রলেপন এবং বাতহর সমস্ত ক্রিয়া করিবে ॥ ২৪৫

শিরাগত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে শিরাতে শূল, শিরার সঙ্কোচ ও পূরণ (স্থূলত্ব), বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, খল্লী ও কুব্জত্ব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ২৪৬

তাহার চিকিৎসা—শিরাগতবাতে স্নেহাভ্যঙ্গ, উপনাহ, মর্দ্দন, আলেপন এবং রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ২৪৭

স্নায়ুগত বাতের লক্ষণ—কপিত বায়ু স্নায়ুগত হইলে স্নায়ুশূল, আক্ষেপ, কম্প ও স্তব্ধতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ২৪৮

তাহার চিকিৎসা—স্নায়ুগতবাতে স্বেদ, উপনাহ, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন ও মর্দ্দন এই সকল চিকিৎসা করিবে ॥ ২৪৯

সন্ধিগত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু সন্ধিগত হইয়া সন্ধি সকল নষ্ট করে (বিশ্লেষ করে) এবং সন্ধিস্থলে শূল ও শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ২৫০

তাহার চিকিৎসা—সন্ধিগত বাতে দাহ, স্নেহ পান ও উপনাহ ব্যবস্থা করিবে। রাখালশসার মূল ও পিপুল বাঁটিয়া তাহাতে গুড়সংযুক্ত করিয়া দুই তোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিলে সন্ধিবাত বিনষ্ট হয় ॥ ২৫১

উক্ত বাতব্যাধি সমূহের কৃচ্ছ্র সাধ্যত্বাদি—হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও অপতানক এই সকল রোগ অতিযত্নপূর্ব্বক দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলেও কাহারও বা সিদ্ধ হয়, কাহারও বা সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ কদাচিৎ সিদ্ধ হইতেও পারে, নাও পারে, (শত ব্যক্তির মধ্যে কদাচিৎ কেহ বা ঐ সকল রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে)। কিন্তু রোগ সকল যদি অল্পদিন উৎপন্ন ও নিরুপদ্রব হয় এবং রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে সুচিকিৎসা দ্বারা সাধ্য হইতে পারে। রোগির বলমাংস পরিক্ষীণ হইলে পক্ষাঘাতাদি বাতবিকার সকল, বীসর্প, দাহ, রুক্ (যন্ত্রণা বিশেষ), ভঙ্গ (বিদারণবৎ

যন্ত্রণা), মূর্চ্ছা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল উপদ্রব দ্বারা রোগির প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে।

শোথ, স্পর্শশক্তিলোপ, ম্লানত্ব, কম্প, উদরাধ্মান ও রুজা (বেদনা বিশেষ) এই সকল উপদ্রব ঘটিলেও রোগী রক্ষাপায় না ॥ ২৫৩—২৫৪

পঞ্চবিধ প্রকৃতবায়ুর কার্য্য ও লক্ষণ—

যাহার শরীরস্থ পঞ্চবিধ বায়ু স্ব স্ব স্থানস্থিত ও প্রকৃতিস্থ (অক্ষীণ ও অবৃদ্ধ) থাকে, সে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া একশত বিংশতি বৎসর পাঁচদিন অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সমস্ত আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে ॥ ২৫৫

বাতব্যাধি সকলের সাধারণ ভেষজ সকল কথিত হইতেছে—

মহামাষাদি তৈল—তিলতৈল চারি সের। ক্বাথার্থ—মাষকলাই চারিসের, দশমূল মিলিত সওয়া ছয়সের, নপুংসক ছাগমাংস পৌনে চারিসের, জল ৬৪ সের, শেষ ষোলসের। দুগ্ধ ষোলসের। কল্কার্থ-জীবনীয়গণ (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু) এবং মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কট্‌ফল, ত্রিকটু, পিপুল মূল, রাস্না, আমলকী, গোক্ষুর, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল ও বিট্), দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী, প্রত্যেক দুইতোলা। মৃদু অগ্নিসন্তাপে যথাবিধি পাক করিবে। পক্ষাঘাতে হনুস্তম্ভে অর্দ্দিতে কর্ণশূলে শিরঃশূলে ত্রিদোষজ-তিমিরে এবং হস্তপদ শিরঃগ্রীবার ভ্রমণে মন্দচংক্রমে (গতিশক্তি হীনতায়), কলায়খঞ্জে পঙ্গুরোগে গৃধ্রসীরোগে ও অববাহুক রোগে এই তৈলের পান অভ্যঙ্গ, নস্য ও কর্ণাদিপূরণ প্রশস্ত। ইহা সর্ব্ববাতরোগ নাশক। মুনিগণ কর্ত্তৃক ইহা মহামাষাদি নামে কীর্ত্তিত। এই মহামাষাদি তৈল চক্রদত্ত হইতে সংগৃহীত ॥ ২৫৬-২৬৩

মাষাদিতৈল—তিলতৈল চারিসের। ক্বাথার্থ-মাষকলাই, যব, মসিনা, কণ্টকারী, আলকুশীবীজ, বাঁটী, গোক্ষুর ও শ্যোনাছাল, প্রত্যেক সাতপল, অর্থাৎ মিলিত ৫৬ পল, চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কার্পাসবীজ, কুল, শণবীজ ও কুলথ কলাই প্রত্যেক ১৪পল, অর্থাৎ মিলিত ৫৬ পল, চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। নপুংসক ছাগমাংস দুইসের চতুর্গুণ জলে (৬৪ পল জলে) সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই সকল ক্বাথের সহিত তিলতৈল চারিসের ক্রমান্বয়ে পাক করিবে। এবং কল্কার্থ—গুলঞ্চ, কুড়, সৈন্ধব, রাস্না, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, পিপুল, শুল্‌ফা, বেড়েলা, গন্ধভাদুলে, জটামাংসী ও কট্‌কী, প্রত্যেক দুইতোলা পরিমাণে লইয়া সেই তৈলে প্রক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে তৈলপাক শেষ করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অশেষ বাতব্যাধি শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, ঊরুস্তম্ভ, অববাহুক, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বিশ্বাচী ও অর্দ্দিত প্রশমিত হয়। এই দ্বিতীয় মাষাদি তৈল শার্ঙ্গধর হইতে সংগৃহীত ॥ ২৬৩—২৭১

মধ্যমনারায়ণ তৈল—তিলতৈল ষোলসের। ক্বাথার্থ-অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, বিল্বমূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী গোক্ষুর, গোরক্ষ চাকুলে, নিমছাল, শ্যোনাছাল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে ও গণিয়ারী ইহাদের প্রত্যেক দশপল, জল চারিদ্রোণ (২৫৬ সের), শেষ ৬৪ সের। শতমূলীর রস ষোলসের, গোদুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ-বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, রাস্না, শুল্‌ফা, দেবদারু, পর্ণী চতুষ্টয় (শালপানি চাকুলে মুগানি ও মাষাণি) ও তগরপাদুকা ইহাদের প্রত্যেক একপল (পাঠান্তর দুইপল, ইহাই সঙ্গত)। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ভোজনে অভ্যঙ্গে পানে ও বস্তিতে প্রযোজ্য। ইহাদ্বারা পক্ষাঘাত,হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, কুব্জত্ব, বধিরত্ব, গতিভঙ্গ, কটীগ্রহ, গাত্রশোষ, ইন্দ্রিয়ধ্বংস, শুক্রনাশ,জ্বর, ক্ষয়, অন্ত্রবৃদ্ধি, কুরণ্ড, দন্তরোগ, শিরঃপীড়া, পার্শ্বশূল, পঙ্গুত্ব, বুদ্ধিনাশ, গৃধ্রসী এবং সর্ব্বাঙ্গাশ্রয় অন্যবিবিধ বাতরোগ প্রশমিত হয়। এই তৈলের প্রভাবে বন্ধ্যানারীও পুত্র সন্তান প্রসব করে। নারায়ণ দেব যেমন দুষ্ট দৈত্যের বিনাশক, এই উত্তম মধ্যমনারায়ণ তৈলও সেইরূপ বাতরোগ সমূহের নাশক ॥ ২৭২—২৮১

মহানারায়ণ তৈল—৬৪ সের তিলতৈল পঞ্চপল্লবের সহিত (আম, জাম, কয়েতবেল, টাবালেবু ও বেলের পাতার সহিত) পাক করিয়া দোষ শান্তির জন্য প্রথমে শোধন করিয়া লইবে। পরে সেই তৈলের সহিত সমপরিমিত ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পাক করিবে। তদনন্তর তৈল ছাঁকিয়া লইয়া তাহা সমপরিমিত শতমূলী রসের সহিত পাক করিবে। তৎপরে দশমূলী, বেড়েলা, রাস্না, শজিনা, উৎপল, পুনর্নবা, শেফালিকা, গোরক্ষচাকুলে, বলা

(বেড়েলা ভেদ), গন্ধভাহুলে, অশ্বগন্ধা, ঝাঁটী, দর্ভমূল, করঞ্জ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, লোধ, বচ, অসন, পলাশ, বকুল, এরণ্ডমূল, বরুণ, শাল, পীতশাল, কট্‌কী, শিরীষ, অপামার্গ, বাসক, কালিয়াকড়া, জামছাল, বহেড়া, কাঞ্চনছাল, কয়েতবেল, পালিধা, পিয়াল, পাষাণভেদ, সোন্দাল, ঢুণ্ঢিকা, দাড়িমফল, যজ্ঞডুমুর, চর্ম্মকষা, ঘৃতকুমারী, মালতী, দারুচিনি, পিপুল, পিপুলমূল, যব, কুল, কুলথকলাই, আলকুশীবীজ, আকন্দ, কার্পাসবীজ, গুলঞ্চ, মনসাসীজ, কেতকীমূল, ধুতূরা, ঈশলাঙ্গল, পাকুড়ছাল, চিতামূল, ঘোড়ানিম, পঞ্চবল্কল (আম জাম কয়েতবেল টাবালেবু ও বেলের ছাল), মুণ্ডীরী, টেপারী, তালমূলী, হংসপাদী ও বিশল্যকরণী প্রত্যেকটি দশপল করিয়া লইয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথের সহিত ঐ তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে। তদনন্তর ছাগ, মেষ, হরিণ, এণ, বহুশৃঙ্গ হরিণ, শশ, শজারু, শৃগাল, গোধা, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যবরাহ, গণ্ডার, মহিষ, ঘোটক, বানর, নকুল, বিড়াল, ইন্দুর ও বৃহৎ ভেক এবং বর্ত্তিক পক্ষী, তিত্তিরী, লাব, খঞ্জন, চকোর, পেচক, ময়ূর, বনকুক্কুট, গৃধ্র, গরুড়, হংস, চক্রবাক্, কারণ্ডব, কপোত, সারস, বক ও বন্য পারাবত এবং রোহিত মৎস্য, মাগুর মৎস্য, শিলিন্ধ মৎস্য, শিঙ্গীমৎস্য, ইলিশমৎস্য, গাগরমৎস্য, বাইনমৎস্য, কাক ও পিক, মহামৎস্য, কচ্ছপ, শুশুক, সাঙ্কুচি, মকর, ঘণ্টিকাকার (তদলাভে গোধা) ইহাদের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তাহাদের ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথ তৈলসম লইয়া তৎসহ ঐ তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে। তদনন্তর রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, পর্ণীচতুষ্টয় (শালপানি চাকুলে মুগানি ও মাষাণি), অগুরু, পুন্নাগপুষ্প (তদলাভে নাগকেশর), সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা; শৈলজ, শ্বেতচন্দন, পুষ্করমূল, এলাইচ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা (তগরের অভাবে কুড়), মুতা, তেজপত্র, দারুচিনি, অষ্টবর্গ (অষ্টবর্গের অলাভে শতমূলী, বিদারী, অশ্বগন্ধা ও বারাহী, দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রাহ্য), বচ, পলাশী (ইহা কাশ্মীরে গন্ধপলাশী নামে প্রসিদ্ধ, ইহার অভাবে কর্চ্চূর দেয়), স্থৌণেয় (গেঁটেলা ভেদ), শ্বেত পুনর্নবা, চোরক (গেঁটেলা ভেদ), মূর্ব্বা, ত্বক্ (গুড়ত্বক্ ভেদ), কট্‌ফল, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল, জাতীফল (জায়ফল), কেতকীর মূল ও পুষ্প, নাগেশ্বর পুষ্প, সরলকাষ্ঠ, মুরামাংসী, জীবন্তী, বেণামূল, ত্রিফলা, দুরালভা, আলকুশীবীজ,নখী, কৈবর্ত্তমুস্তক, অর্জ্জুন, চিরতা, বাদাম, খর্জ্জুর, তুম্বর, ধাইফুল, পিপুল মূল, ক্ষেতপাপড়া, পল্‌তা, ধুতূরার ফল মূল ও পত্র, জয়ন্তী, বলাডুমুর, অলম্বুষা (লজ্জালু ভেদ), ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন, বাব্‌লাছাল, তেউড়ী, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পিপুল, দ্রোণপুষ্পী, রক্তপুনর্নবা, রেণুক, বিড়ঙ্গ, করবীর মূল, নীলোৎপল, পদ্ম, কৃষ্ণজীরা, কদলীকন্দ, চিতামূল, গোক্ষুর, কুলেখাড়ার ফল, কাঁক্‌লা, পীতচন্দন, কুসুমফুল, শিলারস, কুঙ্কুম, সিক্‌থক (মোম), লবঙ্গ, কর্পূর, রসাল কাণ্ড (সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষ), কস্তূরী, বালা ও অম্বর (স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য বিশেষ) ইহাদের প্রত্যেক চারি তোলা পরিমাণে লইয়া তৎসহ উক্ত তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে। শুভ নক্ষত্র মুহূর্ত্ত ও লগ্নে ব্রাহ্মণ ও ভিষগ্‌গণকে পরিতুষ্ট এবং জগৎপতি নারায়ণ দেব ও ত্রিলোচনকে পূজা করিয়া পাক শেষ করত সেই তৈল স্বর্ণ রজত তাম্র বা লৌহ নির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে। অভ্যঙ্গে অঞ্জনে নস্যে নিরূহে অবগাহনে ও পানে এই তৈল যথাব্যাধি প্রয়োগ করিবে। ইহার গুণ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব —ইহা সেবনে অশীতি প্রকার বাতব্যাধিই অবশ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে মানবের জরা উপস্থিত হয় না, শরীরে বলি পড়ে না, কেশ পাকে না, নেত্র গরুড়ের ন্যায় অতি তেজস্বী হয়, উচ্চৈঃশ্রুতি বধিরতা ও কর্ণনাদ জন্মে না, হস্তকম্প শিরঃকম্প ও প্রলাপ জন্মে না এবং বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, সুতরাং সকল কর্ম্মে পটুতা জন্মে। যেমন জল দ্বারা সিক্ত হইলে বৃক্ষগণের পল্লবাদি বর্দ্ধিত হয়, এই তৈল দ্বারা অভ্যক্ত হইলেও সেইরূপ মানবগণের ধাতু সকল নিত্য নিত্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে স্ত্রী অপক্ক গর্ভ ত্যাগ করে অর্থাৎ যাহার অপক্কগর্ভ পাত হয়, যে স্ত্রী সূতিকা রোগে আক্রান্তা, যে স্ত্রী কষ্ট প্রসবা এবং তজ্জন্য অতি ক্ষীণদেহ, তাহাদের পক্ষে এই তৈল পরম হিতকর। ইহা মর্দ্দনে বন্ধ্যানারী পুত্র লাভ করে, গর্ভপাত হয় না, যোনিরোগ নষ্ট হয়, প্রদররোগ প্রশমিত হয়। জগতে এমন উৎকৃষ্ট ভেষজ আর দ্বিতীয় নাই। ইহা বলকর, বৃষ্য, বৃংহণ ও শ্রেষ্ঠ রসায়ন। পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে দেবতা সকলকে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অভিহত, ভিন্ন, ভগ্নাস্থিক, বিদ্ধ, পিচ্চিত (পেষিত) ও ব্যথার্দ্দিত দেখিয়া নারায়ণ দেব দেবতাগণের ও

মানব সমূহের হিতের নিমিত্ত এই মহানারায়ণ সংজ্ঞক তৈল উপদেশ দিয়াছিলেন। ইতি মহানারায়ণ তৈল ॥ ২৮২—৩১৬

মহাযোগরাজ গুগ্‌গুলু—শুঁঠ, পিপুলমূল, চই, মরিচ, চিতামূল, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ, যমানী, সর্ষপ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রেণুক, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, কট্‌কী, আতইচ, বামুনহাটী, বচ, মূর্ব্বা, তেজপত্র, দেবদারু, পিপুল, কুড়, রাস্না, মুতা, সৈন্ধব, এলাইচ, গোক্ষুর, হরীতকী, ধনে, বহেড়া, আমলকী, গুড়ত্বক্, বেণামূল ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান সমান ভাগে লইবে। চূর্ণ সমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তত পরিমিত গুগ্‌গুলু চূর্ণ মিশাইবে। এবং ঘৃত দ্বারা তাহা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে ও সেই পিণ্ড একটা ঘৃত-ভাজনে রাখিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। অর্থাৎ রোগির ও রোগের বলাবল এবং দোষকালাদি বিবেচনা কবিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

পরিভাষা—প্রথমে এক শাণ মাত্রায় (অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে) গুগ্‌গুলু খাইবে। তৎপরে দেড় শাণ মাত্রায় (পৌনে এক তোলা পরিমাণে) তদনন্তর অর্দ্ধ কর্ষ মাত্রায় (এক তোলা পরিমাণে) তদনন্তর পূর্ণ কর্ষ মাত্রায় (পূরা দুই তোলা পরিমাণে) সেবন করিবে। যোগরাজ গুগ্‌গুলু মহামুখ্য রসায়ন। এই ঔষধ সেবনে মৈথুন ও অন্ন পানাদি সেবনের কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ যথেচ্ছ-আহার-বিহার করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা অর্শঃ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, প্রমেহ, নাভিশূল, ক্রিমি, ক্ষয়, উরোগ্রহ (হৃৎপীড়া), সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, আমবাত, অপস্মার, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, শুক্রদোষ, রজোদোষ, উদাবর্ত্ত ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়। ইহা রাস্নাদি-ক্বাথের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, কাকোল্যাদি ক্বাথের সহিত সেবন করিলে পিত্ত, আরগ্বধাদি ক্বাথের সহিত সেবন করিলে কফ, দার্ব্বী ক্বাথের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ সকল, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, মধুর সহিত সেবন করিলে মেদোবৃদ্ধি, নিমের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে বাতরক্ত, শুষ্ক মূলার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে শোথ, পারুলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে ইন্দুরবিষ, ত্রিফলা ক্বাথের সহিত সেবন করিলে দারুণ নেত্র বেদনা এবং পুনর্নবা ক্বাথের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১৭—৩৩১

রাস্নাদি ক্বাথ যথা—রাস্না, পুনর্নবা, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও এরণ্ডমূল, মিলিত দুই তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহা সপ্তধাতুগত বাতে সামবাতে এবং সর্ব্বাঙ্গগত বাতেও সেব্য ॥ ৩৩২

রসোনকল্ক—রসুন বাঁটিয়া তাহাতে তিল তৈল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া খাইলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ এবং বিষমজ্বর নিবৃত্ত হয়।

রসোনকল্ক—দুগ্ধের সহিত, তিলতৈলের সহিত, ঘৃতের সহিত, মাংসের সহিত এবং শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্নের সহিতও খাইবে। প্রতিদিন অর্দ্ধ পল করিয়া বাড়াইয়া দুগ্ধাদির সহিত সপ্তাহ কাল রসুন খাইলে বাতোত্থ রোগসকল, বিষমজ্বর সকল, শূল সকল, গুল্ম সকল, অগ্নিমান্দ্য, উগ্র প্লীহা, ভুজশূল, পার্শ্বশূল, শিরোব্যথা ও শুক্রদোষ সকল বিনষ্ট হয়।

রসোন কল্ক—বহুবিধ অন্নের সহিত, বহুবিধ মাংসের সহিত, গোধূমকৃত খাদ্য সমূহের সহিত, যবশক্তুর সহিত, দুগ্ধ তৈল ও ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া শীতকালে রসুন খাইবে। সংবর্ত্তক, লাব, কপিঞ্জল, মৃগী, কুক্কুট, বরাহ, বর্ত্তীর বা হরিণ ইহাদের মাংস রসুনে সুসংস্কৃত করিয়া তাহা অগ্নিবলানুসারে ভোজন করিবে ॥৩৩৩—৩৩৭

রসোনাষ্টক—রসুনের পক্ককন্দের গুলিকা সকল (কোয়াগুলি) বাহির করিয়া তাহার খোসা ছাড়াইয়া ফেলিবে এবং গুলিকাগুলি চিরিয়া তন্মধ্যস্থ অঙ্কুর দূরীকৃত করিবে। উগ্রগন্ধ নাশার্থ সেই গুলিকাগুলি এক রাত্র দধিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন তাহা প্রক্ষালন করিয়া এবং শুকাইয়া শিলায় পেষণ করিবে। তৎপরে সচললবণ, যমানী, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্, সৈন্ধব লবণ, ত্রিকটু ও জীরা এই সকল দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে এবং একত্র মিশাইবে। তদনন্তর সেই পেষিত রসুনকল্কে তৎপঞ্চমাংশ ঐ চূর্ণ এবং চতুর্থাংশ তিল তৈল মিশ্রিত করিবে। ইহা ২ তোলা পরিমাণে কিংবা দোষাদি বিবেচনা করিয়া কোন উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাইবে। ঔষধ সেবনান্তে এরণ্ড মূলের ক্বাথ অনুপান করিবে। এই রসোনাষ্টক সেবনে সর্ব্বাঙ্গজ ও একাঙ্গজবাত, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক অপস্মার, উন্মাদ, উরুস্তম্ভ, গৃধ্রসী

এবং উরুঃ কটী-পার্শ্ব ও কুক্ষির পীড়া ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। রসোনভোজী মদ্য মাংস ও অম্লরসনিত্য সেবন করিবে। পরিশ্রম, আতপ, ক্রোধ, অধিকজল, গুড় ও স্ত্রীসঙ্গ নিরন্তর বর্জ্জন করিবে। অতিসারী, প্রমেহী, পাণ্ডুরোগী, অরোচক রোগী, গর্ভিণী, মূর্চ্ছা-রোগী, অর্শোরোগী, রক্তপিত্তরোগী, শোষরোগী যক্ষ্ম রোগী ও বমনার্দ্দিত রোগী রসোনাষ্টক বর্জ্জন করিবে। পিত্তাধিক্যে রোগী পথ্যভুক্ হইয়া এই ঔষধ প্রয়োগান্তে বিরেচন করিবে। অন্যথা (বিরেচন না করিলে) কুষ্ঠ পাণ্ডুরোগাদি জন্মিবে। বালকদিগের ইচ্ছা না থাকিলেও এই ঔষধ সেবনান্তে তাহাদিগকে শীঘ্র স্তন্যপান করাইবে। স্তন্যপান দ্বারা তাহারা মহাবীর্য্য রসুন হইতে সিদ্ধিলাভ করিবে ॥৩৩৮—৩৪৮

বাতব্যাধি রসপ্রয়োগ।

বাতারিরস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা চূর্ণ ৩ ভাগ, চিতামূলচূর্ণ ৪ ভাগ এবং গুগ্‌গুলু ৫ ভাগ; গুগ্‌গুলু প্রথমে এরণ্ডতৈলে মর্দ্দিত করিয়া তাহাতে ঐ পারদ গন্ধকাদি মিশাইয়া তৎসমস্ত এরণ্ডতৈল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। এবং তাহাতে ২ তোলা পরিমিতি বটিকা করিয়া প্রাতঃ-কালে ভক্ষণ করিবে। ঔষধ ভক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ অনুপান করিবে এবং পৃষ্ঠদেশ এরণ্ডতৈলে অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে স্বেদ দিবে। ইহাতে বিরেচন হইবে। বিরেচন হইবার পর স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্নভোজন করিবে। মৈথুন ত্যাগ করিয়া এই বাতারিরস নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে এক মাসের মধ্যে বাতরোগ সকল প্রশমিত হইবে ॥৩৪৯—৩৫৩

ইতি বাতব্যাধি অধিকার।

উরুস্তম্ভাধিকার।

*

উরুস্তম্ভের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান এবং সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরু, (এবং লঘু) স্নিগ্ধ (এবং রুক্ষ) দ্রব্য ভোজন, কতকজীর্ণ কতক অজীর্ণ এরূপ অবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, সংক্ষোভ (অত্যন্ত শরীর চালনা) দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে কুপিত বায়ু দুষ্ট মেদঃ ও দুষ্ট শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া আমরসসংযুক্ত ও অতি সঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া যখন উরুকে আশ্রয় করে, তখন ঐ বায়ু স্তিমিত (আর্দ্র) শ্লেষ্মদ্বারা উরুর অস্থি পূর্ণ করিয়া তাহাকে স্তব্ধ করিয়া থাকে। সেই স্তব্ধতা দ্বারা উরু শীতল, অচেতন (শূন্য) গুরু (ভারাক্রান্তবৎ) ও অতিশয় বেদনাযুক্ত করে। রোগীর বোধ হয় যেন, উরু তাহার নহে, অন্যের। এই রোগে ধ্যান (মূঢ়তা), অঙ্গমর্দ্দন (গাত্রকুট্টন) স্তৈমিত্য (আর্দ্রবস্ত্রাবগুণ্ঠিতত্ববং) তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও জ্বর উপস্থিত হয়। এবং পাদের অবসাদ, স্পর্শানভিজ্ঞতা এবং অতিকষ্টে সঞ্চালনাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই রোগকে উরুস্তম্ভ বলে, কেহ কেহ আঢ্যবাত কহিয়া থাকেন ॥১—৫

পূর্ব্বরূপ—উরুস্তম্ভ জন্মিবারপূর্ব্বে নিদ্রাধিক্য, অত্যন্তচিন্তা (মূঢ়তা) স্তৈমিত্য, জ্বর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বমি এবং জঙ্ঘা ও উরুর অবসাদ হইয়া থাকে ॥ ৬

উরুস্তম্ভের রূপ—স্তম্ভ-সুপ্তি ও অবসাদাদি বাতলক্ষণ সকল দেখিয়া বাতরোগভ্রমে উরুস্তম্ভে তৈলাদি স্নেহ প্রয়োগ করিলে তাহাতে উপশয় না হইয়া পাদের অবসাদ, সুপ্তি (স্পর্শানভিজ্ঞতা) ও উত্তোলন কৃচ্ছ্রতা হয় এবং জঙ্ঘা ও উরুর অত্যর্থ গ্লানি ও নিরন্তর অল্প অল্প দাহের সহিত বেদনা হইয়া থাকে। পাদন্যাসে ব্যথা জন্মে, শীতস্পর্শ বোধ হয় না, পাদকে কোন স্থানে রাখিতে টিপিতে বা চালনা করিতে পারা যায় না। অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইলেও বোধ হয় বুঝি পা ও উরু ভাঙ্গিয়া গেল ॥৭—৯

উরুস্তম্ভের অরিষ্ট লক্ষণ—উরুস্তম্ভরোগে রোগী দাহ বেদনা ও তোদে আর্ত্ত এবং কম্পিত দেহ হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিবে। কিন্তু রোগটি যদি অচিরোৎপন্ন হয় এবং তাহাতে যদি দাহাদি উপদ্রব না থাকে, তাহা হইলে চিকিৎসা করিবে॥ ১০

চিকিৎসা—উরুস্তম্ভে স্নেহপ্রয়োগ, রক্ত-মোক্ষণ, বমন, বস্তিকর্ম্ম ও বিরেচন বর্জ্জন করিবে। কারণ আঢ্যবাতে ঐ সকল ক্রিয়া করিলে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। অতএব আম মেদঃ ও কফাধিক্য হইতে বায়ুকে পরীক্ষা করিবার জন্য উরুস্তম্ভে স্বেদ, লঙ্ঘন ও রুক্ষণ কার্য্য সদা কর্ত্তব্য। যাহা কফের প্রশমক কিন্তু বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সকল ভেষজই উরুস্তম্ভে সদা প্রযোজ্য। ইহাতে অগ্রে কফনাশার্থ রুক্ষক্রম (চিকিৎসা), পশ্চাৎ বাতনাশের নিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবে। ঘৃতবর্জ্জিত জাঙ্গল মাংসের এবং লবণ-বর্জ্জিত হিতকর শাকের সহিত পুরাণ শ্যামা কোদ-বন্যকোদ ও শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। জল তৈল ও ঘৃতের সহিত বিনালবণে শাক পাক করিয়া সেই শাকের সহিত অন্ন খাইতে দিবে। জীর্ণ উরুস্তম্ভে শুশুনি, নিমপত্র, আকন্দবৃন্ত, সোন্দাল-পত্র, কাকমাচী, বেতো ও শাকবিশিষ্ট কচি মূলা এই সকল শাক লবণ বর্জ্জিত করিয়া তৎসহ শালি-তণ্ডুলের অন্ন খাইতে দিবে। অধিক রুক্ষণ ক্রিয়া-হেতু যদি নিদ্রানাশ ও বাতপ্রকোপ হয়, তাহা হইলে বাতরোগনাশক স্নেহস্বেদক্রম করণীয়। যে নদীতে কুম্ভীরাদির ভয় নাই, যাহার জল শীতল, সেই নদীতে প্রতিস্রোতে (স্রোতের বিপরীত দিকে) উরুস্তম্ভরোগিকে সাঁতার দেওয়াইবে। 'নির্ম্মল শীতল-স্থিরজল বিশিষ্ট সরোবরে রোগী পুনঃ পুনঃ সন্তরণ করিবে। যে ক্রিয়া দ্বারা কফ বিশুষ্ক হইলে উরুস্তম্ভের প্রশম হয়, ভিষক্ শরীর-বল ও জঠ-রাগ্নিকে রক্ষা করিয়া সেই ক্রিয়া করিবেন। উরু-স্তম্ভে ক্ষারসংযুক্ত গোমূত্রের স্বেদ দিবে, রুক্ষ উৎ-সাদন করিবে। দাহ থাকিলে ডহরকরঞ্জফল ও সর্ষপ অথবা অশ্বগন্ধার মূল বা আকন্দের মূল অথবা নিমের মূল, কিংবা দেবদারু গোমূত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। সবেদন উরুস্তম্ভে সর্ষপ ও বল্মীক মৃত্তিকাচূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে মধু মিশাইয়া তদ্দ্বারা গাঢ় উৎসাদন করিবে। অথবা দন্তী দ্রবন্তী (ইন্দুর কাণি) নিসিন্দা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার উৎসাদন করিবে। জয়ন্তী, নিসিন্দা, শজিনা, বচ, কুড়চী ও নিম এই সকল দ্রব্য পত্রমূল ও ফলের সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ উষ্ণ উষ্ণ পান করিবে। ভেলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উরুস্তম্ভ নষ্ট হয়। পিপুল, পিপুল-মূল ও ভেলাফল বাঁটিয়া মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়॥ ১১—২৬

রাস্নাদি ক্বাথ—রাস্না, শ্যামা, হরীতকী, মরিচ, মৌরি, আমলকী, বিড়ঙ্গ, শটী, অশ্বগন্ধা, দুরালভা, গুলঞ্চ, বনযমানী, বাবুই তুলসী, আতইচ, বিদ্ধড়ক, বৃহতী, কণ্টকারী, শুঁঠ, কট্‌কী, যমানী, ঝাঁটী, চই, এরণ্ডমূল, দারুহরিদ্রা ও অসন ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উরুস্তম্ভ, আমবাত, কফ ও বাতজনিত রোগ এবং দণ্ডক নামক বাতরোগ আশু বিনষ্ট হয়॥ ২৬

পিপুল মূল ভেলা ও পিপুল ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হরীতকী বহেড়া আমলকী ও কট্‌কী ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কিংবা ষড়্‌ধরণ চূর্ণ সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়। প্রতিদিন যথাবিধি পিপ্পলী সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহার চূর্ণ মধু বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে (ব্যাখ্যান্তর—পিপুল ও এরণ্ডমূল মধু বা গুড়ের সহিত খাইলে) অথবা গণ্ডীরারিষ্ট পান করিলে কিংবা শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, পিপুল বা শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রসহ বা দশমূলের ক্বাথসহ পান করিলে উরুস্তম্ভ প্রশমিত হয়। উরুস্তম্ভ রোগী ত্রিফলা পিপুল মুতা চই ও কট্‌কী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। কফোল্বণ উরুস্তম্ভে সৌরেশ্বর ঘৃত, শুণ্ঠীঘৃত, বৈশ্বানর-ঘৃত বা সৈন্ধবাদ্য তৈল কিংবা অমৃতাখ্য গুগ্‌গুলু ব্যবস্থা করিবে॥ ২৮—৩৪

কুষ্ঠাদ্য তৈল—সর্ষপ তৈল চারিসের। কল্কার্থ—কুড়, নবনীত খোটী (সরল বৃক্ষ নির্য্যাস) বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগেশ্বর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা মিলিত একসের। পাকার্থ জল ষোলসের। উরুস্তম্ভ রোগিকে এই তৈল মধুসহ পান করিতে দিবে॥ ৩৫

অষ্টকট্বর তৈল—সর্ষপ তৈল চারিসের। কল্কার্থ—পিপুল মূল ও শুঁঠ প্রত্যেক দুই পল অর্থাৎ উভয়ের পরিমাণ সমষ্টি একপোয়া। কট্বর, তৈলের আটগুণ অর্থাৎ বত্রিশ সের। দধি চারিসের, যথা-বিধি পাক করিবে। এই অষ্টকট্বর তৈল গৃধ্রসী ও

উরুস্তম্ভ নাশক। সন্দেহদধিজাত তক্রকে কট্বর কহে ॥ ৩৬। ৩৭

দ্বিপঞ্চমূল্যাদ্য তৈল—তিলতৈল ষোলসের, ক্বাথার্থ—দ্বিপঞ্চমূলী (দশমূলী), ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, আকনাদি, অপামার্গ, গজপিপ্পলী, কাকমাচী, বংশলোচন, বেড়েলা, বামুনহাটী, চাকুলে, রাস্না, মল্লিকা, রাখালশসা, বেণামূল, গান্ধারী, চিতামূল, ডহরকরঞ্জ, অশোক, চাকুলে, শালপানি, ক্ষীরকাকোলী, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকটি পাঁচ পাঁচ পল, জল সাতদ্রোণ (৪৪৮ সের) শেষ ৫৬ সের। কল্কার্থ—কুড়, শুল্ফা, ত্রিকটু, চিতামূল, ত্রিফলা, দেবদারু, শ্রেষ্ঠ অগুরু, বিড়ঙ্গ, মুতা, অশ্বগন্ধা, শালপানি, আকনাদি, তালমূলী, শ্যামা, পিপুল, আদা (বা শুঁঠ), দন্তী, হিঙ্ ও অম্লবেতস মিলিত চারিসের। পাকশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশাইবে। এই তৈল পানে নস্যে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালোৎপন্ন উরুস্তম্ভ, আমবাত, শীতবাত ও ক্ষুদ্রবাত প্রশমিত হয় ॥ ৩৮—৪৫

মহাসৈন্ধবাদ্য তৈল—তিলতৈল, চারিসের। কল্কার্থ—সৈন্ধবলবণ, কুড়, চিতা, বচ, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, শালপানি, জায়ফল, দেবদারু, শুঁঠ, শটী, ধনে, পিপুল, কট্‌ফল, পুষ্করমূল, যমানী, আতইচ, এরণ্ড, নীলগাছ ও নীলোৎপল, মিলিত একসের। কাঁজী ষোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল পানে অভ্যঙ্গে ও নস্যে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা আমবাত, কৃমি, গুল্ম, প্লীহা, উদর, শিরোরোগ, অগ্নিমান্দ্য, পক্ষাঘাত, সন্ধিবাত, অণ্ডবাত ও উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬—৪৮

সৈন্ধবাদ্য তৈল—এরণ্ডতৈল চারি সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব দুই পল (ষোল তোলা), শুঁঠ পাঁচ পল, পিপুল মূল দুইপল, চিতামূল দুইপল, ভেলার মুটী ২০ টা, কাঁজী ষোল সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল মর্দ্দন করিলে গৃধ্রসী, উরুস্তম্ভ ও সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৯।৫০

ইতি উরুস্তম্ভাধিকার।

আমবাতাধিকার।

আমবাতের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—ব্যায়াম-বর্জ্জিত-মন্দাগ্নি ব্যক্তি বিরুদ্ধ আহার (যুগপৎ ক্ষীরমৎস্যাদি ভোজন) ও বিরুদ্ধ চেষ্টা (অজীর্ণে ব্যায়াম-মৈথুন জলপ্রতরণাদি) করিলে এবং স্নিগ্ধান্ন ভোজন করিয়া ব্যায়াম করিলে আম অর্থাৎ অপক্ক-অন্নরস বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত ও অত্যর্থ বিদগ্ধ (দূষিত) হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শ্লেষ্মস্থানে (আমাশয় সন্ধ্যাদিতে) উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই অপক্ক-অন্নজরস বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারা অধিকতর দূষিত, অতি-পিচ্ছিল ও নানাবর্ণযুক্ত হইয়া স্রোত সকলকে অভিষ্যন্দিত করে অর্থাৎ রসবহশিরা সকলকে অবরোধ করিয়া স্রোতসমূহকে গুরু ও ক্লেদযুক্ত করে। ইহাতে অগ্নির দৌর্ব্বল্য এবং হৃদয়ের গুরুতা জন্মে। এই আমসংজ্ঞক ব্যাধি অতি ভয়ঙ্কর ও বহু ব্যাধির আশ্রয় ॥ ২—৪

আমের লক্ষণ—অজীর্ণভুক্তদ্রব্য হইতে যে রস জাত এবং ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়, সেই রসই আমসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাকেই আমরস কহা যায়। আমরস মস্তকের ও সর্ব্বাবয়বের পীড়াজনক ॥ ৫

আমবাতের সামান্য লক্ষণ—উক্ত প্রকার আম সমন্বিত যুগপৎ কুপিত বায়ু ও কফ ত্রিক ও সন্ধি সমূহে প্রবেশ করে, অর্থাৎ তৎ তৎস্থানে গিয়া বেদনা জন্মায় ; অথবা গাত্রকে স্তব্ধ করিয়া ফেলে। ইহারই নাম আমবাত ॥৬

তন্ত্রান্তরোক্ত লক্ষণ—অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের গুরুতা, জ্বর, অপরিপাক, অঙ্গ সমূহে শোথ, এই গুলি আমবাতের লক্ষণ ॥ ৭

বাতাধিক আমবাতের লক্ষণ—আমবাত যখন অতি প্রকুপিত হয়, তখন ইহা সকল রোগাপেক্ষাই কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। এবং হস্ত, পাদ, মস্তক, গুল্‌ফ, ত্রিক, জানু, উরু ও সন্ধি সকলে বেদনান্বিত শোথ উৎপাদন করে। দুষ্ট আম যে স্থানকে আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিক-দংশনবৎ অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়। ইহাতে অগ্নিদৌর্ব্বল্য, মুখনাসাদি হইতে জলস্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, উৎসাহ-হানি, মুখবৈরস্য, দাহ, বহুমূত্রতা, কুক্ষিদেশে কঠিনতা ও শূলনি, নিদ্রা-বিপর্য্যয়, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে ব্যথা, মলবদ্ধতা, শরীরের জাড্য (অকর্ম্মণ্যত্ব) অন্ত্রকূজন (আঁতডাকা), আনাহ এবং অন্যান্য উপদ্রব সকল (কলায়খঞ্জতাদি) উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৮—১১

আমবাতের বিশিষ্ট লক্ষণ—পিত্তাধিক আমবাতে দাহ এবং শরীরের রক্তবর্ণতা, বাতাধিক আমবাতে শূলবদ্ বেদনা, কফাধিক আমবাতে স্তৈমিত্য ও বহু কণ্ডূ হইয়া থাকে ॥ ১২

সাধ্যত্বাদি—এক দোষজ আমবাত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য, সর্ব্বশরীরব্যাপি-শোথ বিশিষ্ট সান্নিপাতিক আমবাত অসাধ্য ॥ ১৩

আমবাতের চিকিৎসা—আমবাতে লঙ্ঘন, স্বেদ, তিক্তকদ্রব্য, দীপনদ্রব্য, কটুদ্রব্য, বিরেচন, স্নেহন ও বস্তিকর্ম্ম হিতকর। ইহাতে বালুকা-পোট্টলী দ্বারা রুক্ষ স্বেদ দিবে। স্নেহবর্জ্জিত উপনাহ দিবে। আমবাতাক্রান্ত রোগির পিপাসা হইলে পঞ্চকোলের সহিত (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠের সহিত) জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিতে দিবে। শুষ্ক মূলকের সহিত মুদ্গাদির যূষ বা পঞ্চমূলের সহিত মুদ্গাদি যূষ প্রস্তুত করিয়া সেই যূষ খাইতে দিবে। রসক (মাংসের ঝোল), শুঁঠচূর্ণ সংযুক্ত কাঁজী, সৌবীর (কাঁজী বিশেষ), সিদ্ধবার্ত্তাকু, তিক্তফলসকল, বেতোশাক, নিমশাক (নিমের কচিপত্র), পুনর্নবা শাক, পটোল, গোক্ষুর, বরুণপত্র, করলা উচ্ছে, যবকৃত অন্ন, কোদ্ তণ্ডুলের অন্ন, পুরাণ শালি ও ষষ্টিকের অন্ন, তক্রসংস্কৃত (তক্র সহ পক্ক) লাবমাংস, কুলত্থের মটরের ও ছোলার দাইল এবং যাহা রুচিকর আমবাতহিত ও রোগির সাত্ম্য, সৎসমুদায় আমবাতে প্রযোজ্য।

শুল্‌ফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পুনর্নবা, দেবদারুকাষ্ঠ, শঠী, মুণ্ডীরী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তী ও ময়নাফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শুক্ত ও কাঁজীতে পেষিত এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া বেদনা-স্থানে প্রলেপ দিবে।

কুলেখাড়া, কেঁউ-মূল, শজিনাছাল ও বল্মীক মৃত্তিকা (উয়ের মাটী) গোমূত্রে পেষিত করিয়া তদ্দ্বারা উপনাহ ও প্রলেপ দিবে।

চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ, গুলঞ্চ, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্যের কল্ক বা চূর্ণ আমবাত-রোগিকে উষ্ণজলের সহিত নিত্য পান করিতে দিবে।

শটী, শুঁঠ, হরীতকী, বচ, দেবদারু, আতইচ ও গুলঞ্চ ইহাদের কষায় পান করিয়া রুক্ষ ভোজন করিবে। ইহা আমের পাচন।

এরণ্ডমূল, বৃহতী, এরণ্ডমূল ও তুলসী ইহাদের ক্বাথ, আমাধিক্যে মূর্ব্বা শজিনা ও সোন্দাল ইহাদের ক্বাথ, পান করিতে দিবে। এরণ্ডমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা আমবাতে পরিষেক করিবে। হরীতকী ও শুঁঠ বাটিয়া লেহন করিবে। অথবা গুগ্‌গুলু গোমূত্রের সহিত পান করিবে। শুঁঠ ও মুণ্ডিতিকার কল্ক, অথবা তিল ও শুঁঠের কল্ক লেহন করিবে।

শুঁঠ, হরীতকী ও গুলঞ্চ ইহাদের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কটী-জঙ্ঘা- উরু ও পৃষ্ঠদেশের বেদনা নিবারিত হয় ॥ ১৪—২৯

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ—হিঙ্ ১ ভাগ, চই ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৬ ভাগ ও পুষ্করমূল ৭ ভাগ ইহাদের চূর্ণ পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয় ॥ ৩০

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ—পিপুল, পিপুলমূল, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতা, তালীশপত্র ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেক দুইপল, সচল লবণ পাঁচপল ; মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও শুঁঠ প্রত্যেক এক এক পল ; দাড়িম অর্দ্ধসের, অম্লবেতস দুইপল ; এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। ইহা পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ নামে খ্যাত। এই চূর্ণ নষ্ট অগ্নির দীপক। সুরার সহিত বা উষ্ণজলের সহিত ইহা পান করিলে অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, উদর, ভগন্দর, কৃমি, কণ্ডূ ও অরুচি বিনষ্ট

হয়। আমবাতের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই ॥ ৩১—৩৫

পথ্যাদ্যচূর্ণ—হরীতকী, শুঁঠ ও যমানী তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই চূর্ণ তক্রের সহিত উষ্ণজলের সহিত বা কাঁজীর সহিত পান করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, কাস, হৃদ্রোগ, স্বরভঙ্গ ও অরুচি বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬। ৩৭

রসোনাদি কষায়—রসুন, শুঁঠ, নিসিন্দা ইহাদের ক্বাথ আমবাতরোগিকে পান করিতে দিবে। ইহা অপেক্ষা আমবাতের আর উৎকৃষ্ট ঔষধ নাই ॥৩৮

রাস্না পঞ্চক—সার্ব্বাঙ্গিক আমবাতে এবং সন্ধি-অস্থি ও মজ্জাগত আমবাতে রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে ॥ ৩৯

পঞ্চকোল ক্বাথ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ আমবাতনাশক। পিপ্পল্যাদি এই পাঁচটি দ্রব্য, মিলিত ১ কোল অর্থাৎ ১ তোলা মাত্রায় প্রযোজ্য হয় বলিয়া ইহা পঞ্চকোল নামে অভিহিত ॥ ৪০

শঠ্যাদি—শঠী ও শুঁঠ বাঁটিয়া সেই কল্ক পুনর্নবার ক্বাথের সহিত সপ্তাহকাল পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয় ॥ ৪১

রাস্না সপ্তক—রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা ইহাদের ক্বাথে শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জঙ্ঘা-উরু পার্শ্ব-ত্রিক ও পৃষ্ঠদেশের শূল নিবারিত হয়।

দশমূলীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হরীতকী ও শুঁঠ বা গুলঞ্চ ও শুঁঠ খাইলে আমবাত প্রশমিত হয়। চিতামূল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী, আতইচ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমাশয়োত্থবাত বিনষ্ট হয় ॥ ৪২—৪৪

পুনর্নবাদি চূর্ণ—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, শুল্‌ফা, বিদ্ধড়ক, শঠী, মুণ্ডিরী ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া কাঁজীর সহিত পান করিলে আমাশয়োত্থ বাত বিনষ্ট হয়; সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমবাত ও উগ্রগৃধ্রসী আশু নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫। ৪৬

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা, কাঁজীর সহিত পান করিবে। ইহা আমবাতনাশক এবং কফবাতহারক। পঞ্চকোলের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, শূল, গুল্ম, আম, কফ ও অরুচি বিনষ্ট হয়। শরীররূপবনে আমবাতরূপ যে গজেন্দ্র বিচরণ করে, একমাত্র এরণ্ডতৈলরূপ কেশরীই তাহার আশু নিহন্তা। আমবাতার্দ্দিত ব্যক্তি এবং গৃধ্রসী ও বৃদ্ধিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি এরণ্ডতৈলযুক্ত হরীতকী যথাবিধি নিয়ত ভক্ষণ করিবে। সোন্দালের কচিপাতা সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া সায়ংকালে তাহা খাইয়া রাত্রিভোজন দ্বারা আবৃত করিবে, অর্থাৎ রাত্রিভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তৈলভর্জ্জিত সোন্দাল পত্র খাইয়াই তদুপরি রাত্রিভোজন করিবে। এরূপ করিলে আম বিনষ্ট হইবে।

কেবল বায়ু বা আমসমন্বিত বায়ু কটীকে আশ্রয় করিয়া তথায় বেদনা উৎপাদন করে। তাহাই কটীগ্রহ বলিয়া উক্ত হয়। আর সেই বায়ু যদি সক্‌থিদ্বয়ের বধ করে, অর্থাৎ পাদদ্বয়ের ক্রিয়া লোপ করে, তাহা হইলে রোগী পঙ্গু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমসমন্বিত-বাতজনিত কটীশূলে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শুঁঠ ও গোক্ষুরের ক্বাথ পান করিবে। ইহা আমের পাচক এবং বেদনার নাশক। এই ক্বাথ যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। কটীশূলে দশমূলের ক্বাথের সহিত বা শুঁঠের ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিবে। আমে বেদনান্বিত কোষ্ঠে বিশেষতঃ কটীশূলে শুঁঠ ও গুলঞ্চের ক্বাথ পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিবে। এরণ্ড বীজ সকল বিশোধিত ও পেষিত করিয়া দুগ্ধসহ পাক করিবে। কটীশূলে ও গৃধ্রসীরোগে এই পায়স পরম ঔষধ। ঘৃত-তৈল-গুড়-শুক্ত ও শুঁঠ-চূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্র পান করিলে সদ্যঃ শরীরের তর্পণ এবং কটীশূলের নাশ হয়। নিরাম কটীবাতে ইহার ন্যায় গুণকর ঔষধ আর নাই। শিরীষছাল সপ্তাহকাল গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে হিঙ্, বচ, শুল্‌ফা ও সৈন্ধবসংযুক্ত তাহা পুটপক্ব করিবে। তৎসেবনে দারুণ কটীশূল আম ও মেদোবৃদ্ধি জনিত বিকার সকল এবং বাতসম্ভূতরোগ সমূহ বিনষ্ট হয় ॥৪৭—৫৯

অমৃতাদ্য চূর্ণ—গুলঞ্চ, শুঁঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডীরী ও বরুণছাল ইহাদের চূর্ণ দধিজল বা কাঁজির সহিত পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয় ॥ ৬০

অলম্বুষাদি চূর্ণ—মুণ্ডীরী ১ ভাগ, গোক্ষুর ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, বহেড়া ৪ ভাগ, আমলকী ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ ও গুলঞ্চ ৭ ভাগ ইহাদের

চূর্ণ সমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তৎসমপরিমিত শ্যামা-চূর্ণ মিশাইবে। এই চূর্ণ দধিজল, সুরা, তক্র, কাঁজী বা উষ্ণজলের সহিত পান করিলে ত্রিকজানু উরুসন্ধিস্থ আমবাত, শোথ, বাতরক্ত এবং অরুচি আশু বিনষ্ট হয়। এই অলম্বুষাদি চূর্ণ রোগসমূহের বিনাশক। হরীতকী বহেড়া ও আমলকী মিলিত এই ফলত্রয়কে ত্রিফলা কহা যায়। যথাক্রমে ইহাদেরও ভাগবৃদ্ধি করিবে॥ ৬১—৬৪

অলম্বুষাদ্য—মুণ্ডীরী, গোক্ষুর, বরুণমূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া ২ তোলা মাত্রায় কাঁজীর সহিত পান করিবে। প্রবৃদ্ধ আমবাতে ইহা অমৃতোপম॥ ৬৫।৬৬

অলম্বুষাদ্য চূর্ণ—মুণ্ডীরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বিদ্ধড়ক, পিপুল, তেউড়ী, মুতা, বরুণছাল, পুনর্নবা, ত্রিফলা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দধি-জল, কাঁজী, তক্র, দুগ্ধ বা মাংস রসের সহিত পান করিলে আমবাত ও সন্ধিগত শোথ আশু বিনষ্ট হয়॥ ৬৭।৬৮

বৈশ্বানর চূর্ণ—সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যমানী ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ১২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত করিয়া তাহা দধিজল, কাঁজী, তক্র, ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমবাত, গুল্ম, হৃদয় ও বস্তিজাত রোগসমূহ, প্লীহা, গ্রন্থিশূলাদি রোগসকল, আনাহ, অর্শঃ, মলাদির বিবদ্ধতা, জঠর রোগ এবং কটী ও বস্তি সমুত্থিত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। এই বৈশ্বানর চূর্ণ বাতের অনুলোমক জানিবে॥ ৬৯—৭২

অসীতকাদি চূর্ণ—অসীতক, পিপুল, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, চামারালু, গজকর্ণ (শাল বিশেষ) শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান সমান মাত্রায় লইয়া উষ্ণ জলের, মণ্ডের, যূষের, তক্রের, মাংস রসের, মদ্যের বা দধি-জলের সহিত পান করিবে। ইহা সেবন করিয়া যথেচ্ছ আহার বিহারাদি করা যায়। ইহাদ্বারা অববাহুক, গৃধ্রসী, খঞ্জবাত, বিশ্বাচী, তূণী, প্রতিতূণী, জঙ্ঘাগত আমবাত, অর্দ্দিত, বাতরক্ত, কটীগ্রহ, গুল্ম, গুহ্যরোগ (অর্শঃ ভগন্দরাদি), ক্রোষ্টুকশীর্ষ, পাণ্ডু, গরবিষ, উগ্র শোথ এবং প্রবল উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়॥ ৭৩—৭৫

শুণ্ঠীধান্যক ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ ছয় পল এবং ধনে ২ পল। জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পানে বাতশ্লেষ্মজনিত রোগসমূহ, অর্শঃ, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধিকারক। ইহা দ্বারা বল-বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৭৬।৭৭

শুণ্ঠীঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ /১ সের। কাঁজী ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত আমবাত নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পুষ্টির জন্য দুগ্ধের সহিত, মলমূত্র সংগ্রহের জন্য দধির সহিত এবং অগ্নিদীপনার্থ দধিজলের সহিত এই ঘৃত পাক করিতে মতিমান্ ভিষক্ উপদেশ দিয়া থাকেন॥ ৭৮। ৭৯

শুণ্ঠীঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ /১ সের। শুঁঠের ক্বাথ বা কেবল জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মপ্রশমক, অগ্নিসন্দীপক এবং কটীশূল ও আম নিবারক॥ ৮০।৮১

কাঞ্জিকাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—হিঙ্, ত্রিকটু, চই ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ পল। কাঁজী ১৬ সের। এই ঘৃত সেবনে জঠর, শূল, মলবাতাদির বিবদ্ধতা, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রহণীদোষ বিনষ্ট হয়। ইহা মন্দাগ্নির দীপক॥ ৮২। ৮৩

শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুল মূল ও পিপুল মিলিত /২ সের। কাঁজী ১৬ সের। এই ঘৃত সেবন করিলে শূল, মলবাতাদির বিবদ্ধতা, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রহণী দোষ নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিসন্দীপক। আমবাতে বিন্দু ঘৃত, ধান্বন্তর ঘৃত বা মহাশুণ্ঠী ঘৃত পুনঃ পুনঃ পান করিবে। আর যে কোন ঘৃত লেখন অগ্নিদীপক ও পাচক, তৎসমস্ত অথবা মস্তষট্‌পল আমবাতে প্রয়োগ করিবে॥ ৮৪—৮৭

অজমোদাদি—যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুল্ফা, সৈন্ধব ও পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেক ১ পল অর্থাৎ সমুদায়ে ৯ পল, শুঁঠ ১০ পল, বিদ্ধড়ক ইহাদের সকলের সমান, হরীতকী ৫ পল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। চূর্ণ সমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তৎসমপরিমিত গুড় দিয়া বটক প্রস্তুত করিবে। সেই বটক বা চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা আমবাতজনিত অতি কষ্ট দায়ক সমস্ত পীড়া এবং তূণী, প্রতিতূণী, উগ্র গৃধ্রসী, কটী পৃষ্ঠ ও গুহ্যমার্গের স্ফুটন, জঙ্ঘাদ্বয়ের তীব্র বেদনা, সর্ব্বসন্ধিগত শোথ, অত্যামসম্ভূত অন্য পীড়া সকল, সূর্য্যাংশু-বিধ্বস্ত অন্ধকারের

ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা সেবনে ক্ষুদ্বোধ, অরোগিত্ব, স্থিরযৌবন, বলীপলিত নাশ এবং অন্যান্য বহুগুণ হইয়া থাকে ॥ ৮৮—৯৩

যোগরাজগুগ্‌গুলু—চিতামূল, পিপুলমূল, যমানী, মৌরী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বেণামূল, যবক্ষার, তালীস পত্র ও তেজপত্র এই সকল দ্রব্যকে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। চূর্ণ সমষ্ট যত হইবে, তাহাতে তৎসমপরিমিত গুগ্‌গুলু চূর্ণ মিশাইয়া ঘৃতসহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই গুগ্‌গুলু সেবন করিয়া যথেচ্ছ আহার বিহার করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগসকল এবং সন্ধিমজ্জগত বাতরোগ সকল বিনষ্ট হয়। যোগরাজ গুগ্‌গুলু সেবনে অগ্নি প্রদীপ্ত এবং তেজ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৯৪—৯৯

প্রসারণী লোহ—গন্ধভাদুলের ১৬ সের ক্বাথে ৪ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। আসন্ন-পাক সিদ্ধিতে পঞ্চোষণচূর্ণ (পিপুল মূল, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ) প্রক্ষেপ দিয়া পাক সিদ্ধি করিবে, এই প্রসারণী লেহ আমবাত নাশক ॥ ১০০

খণ্ডশুণ্ঠী—শুঁঠ চূর্ণ ৮ পল (/১ সের), গব্যঘৃত ২০ পল (/২॥০ সের), দুগ্ধ /৮ সের, চিনি ৫০ পল (/৬।০ সের) একত্র পাক করিবে। আসন্নপাক সিদ্ধিতে ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) ত্রিজাত (দারুচিনি এলাইচ তেজপত্র) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল প্রক্ষেপ দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। অগ্নিবলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ঔষধ খাইবে। ইহা আমবাত প্রশমক, বলপুষ্টিবিবর্দ্ধক, বল-আয়ুঃ ও ওজঃ পদার্থে হিতকর, বলীপলিত নাশক এবং সৌভাগ্যজনক ॥ ১০১—১০৩

রসোনপিণ্ড—রসুন ১২॥০ সের, তিল /॥০ সের এবং হিঙ্, ত্রিকটু, ক্ষারদ্বয় (যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার) পঞ্চলবণ (সচল, সৈন্ধব, বিড়, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদলবণ), শুল্‌ফা, হরিদ্রা, কুড়, পিপুল মূল চিতমূল, বনযমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ এক এক পল, এই সকল দ্রব্য একটি ঘৃত ভাণ্ডে ১৬ দিন রাখিবে। ইহাতে /১ সের তিল তৈল এবং /২ সের কাঁজী প্রক্ষেপ দিবে। ইহা ২ তোলা মাত্রায় সেব্য, সেবনান্তে জল বা মদ্য অনুপান করিবে। এই ঔষধ আমবাতে, বাতরক্তে, সর্ব্বাঙ্গগতবাতে, একাঙ্গগতবাতে, অপস্মারে, অগ্নিমান্দ্যে, শ্বাসে, কাসে, গরে, উন্মাদে, বাতভঙ্গে ও শূলে প্রশস্ত ॥ ১০৪—১০৮

প্রসারণী তৈল—গন্ধভাদুলের রসের সহিত এরণ্ড তৈল পাক করিয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বদোষহর ও কফরোগনাশক ॥ ১০৯

দ্বিপঞ্চ মূলাদ্য তৈল—দশমূলীর ক্বাথ ত্রিফলা এবং অম্লদধি ও কাঁজী ইহাদের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল কটী শূল, উরুশূল, পার্শ্বশূল, কফবাহ রোগ ও গ্রহ নাশ করে। ইহার বস্তিদানে অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয় ॥ ১১০

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল—এরণ্ড তৈল /৪ সের। শুল্‌ফার ক্বাথ /৪ সের। কাঁজী /৮ সের। দধিজল /৮ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, সর্জ্জিক্ষার, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচললবণ, বিড়লবণ, বচ, বনযমানী, জীরা, পুষ্কর মূল, যষ্টিমধু ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল আমবাত নাশের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। পান অভ্যঙ্গ ও বস্তিতে এই তৈল প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা অগ্নিবল অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। বঙ্ক্ষণগতবাতে, কটী জানুউরু ও সন্ধিগতবাতে হৃৎপার্শ্বজ শূলে, প্রবৃদ্ধ কফে, বাহায়ামে, অর্দ্দিতে, আনাহে ও অন্ত্রবৃদ্ধিতে এই তৈল হিতকর। ইহা দ্বারা অন্যান্য বাতরোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১১—১১৬

আমবাতে স্বল্পপ্রসারণী তৈল বা সৈন্ধবাদি তৈল অথবা দশমূলাদ্য তৈল দ্বারা বস্তিদান প্রশস্ত ॥ ১১৭

তৈল ২ পল, কাঁজী ৪ পল, দশমূল ক্বাথ ও গোমূত্র প্রত্যেক ৫ পল এবং বচ, ময়না ফল, বেড়েলা, শুল্‌ফা, কুড়, সৈন্ধব, পিপুল, আতইচ, মুতা, রাস্না, কট্‌ফল, পুষ্করমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুই তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মন্থন করিয়া তদ্দ্বারা নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রথমবার অর্দ্ধপ্রস্থ (/১ সের) দ্রব নিঃশঙ্কে প্রয়োগ করিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে একপোয়া কমাইয়া দিবে। সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে, মেহে, বৃষণরোগে (বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে) কুক্ষি-হৃদয়-পৃষ্ঠ-পার্শ্বশূলে, জানু-জঙ্ঘা-কটীগ্রহে, মল বাতাদি বিবন্ধে ও আনাহে, শর্করা ও অশ্মরী রোগে ভগ্ন-বিশ্লিষ্ট-পিচ্চিত গাত্রে

ও ক্ষতে এই নিরূহ বস্তি মহাগুণকর, ইহাতে কোন ক্লেশ হয় না।

দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পুইশাক, মাষকলাই, পিষ্টক, আনূপমাংস এবং যে সকল দ্রব্য অভিষ্যান্দি, গুরু ও পিচ্ছিল, তৎ সমুদায় আমবাতার্দ্দিত ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১৮—১২৫

মধ্যম রাস্নাদি ক্বাথ—রাস্না, এরণ্ডমূল, শতমূলী, ঝাঁটী, দুরালভা, বাসক, গুলঞ্চ, দেবদারু, আতইচ, হরীতকী, মুতা, শটী ও শুঁঠ ইহাদের কষায়ে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কটী উরু-ত্রিক-পৃষ্ঠ-কোষ্ঠ-উদর ও জঠর ক্রোড় (তলপেট) এই সকল স্থানগত সশূল আমবাত বিনষ্ট হয় ॥ ১২৬

মহারাস্নাদি ক্বাথ—রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসক, দুরালভা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, মুতা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মৌরী, ধনে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপুল, বিদ্ধড়ক, শতমূলী বচ, ঝাঁটী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকটি সমভাগে এবং রাস্না দ্বিগুণভাগে লইয়া ক্বাথ করিবে ও অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। দোষ ও রোগ বিবেচনা করিয়া শুঁঠচূর্ণ, আভাস্তচূর্ণ, অলম্বুষাদিচূর্ণ অথবা অজমোদাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া এই ক্বাথ পান করিবে। সর্ব্ব বাতরোগে সন্ধিমজ্জগত বাতে, সকল আনাহে, সর্ব্বগাত্রকম্পনে, কুব্জকে, বামনে, পক্ষাঘাতে, অর্দ্দিতে, জানু-জঙ্ঘা-অস্থি-পীড়া সমূহে, গৃধ্রসী রোগে, হনুগ্রহে, বাতরক্তে, উরুস্তম্ভে; অর্শে, বিশ্বাচী রোগে, গুল্মে, হৃদ্রোগে, বিসূচিকা রোগে, ক্রোষ্টুকশীর্ষে, অন্ত্র বৃদ্ধিতে, শ্লীপদে, যোনিরোগে, শুক্ররোগে, মেঢ্রগত রোগে ও স্ত্রীলোকের বন্ধ্যারোগে এই মহারাস্নাদি ক্বাথ প্রশস্ত। ইহার ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। সকল পাচন অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ পাচন। এই মহারাস্নাদি কষায় প্রজাপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।। ১২৫—১৩৬

রাস্নাদশমূল—রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, ত্রিফলা এবং দশমূলের দশখানি দ্রব্য ও অনন্তমূল এই সকলের ক্বাথ বাতরোগ নাশক। অর্দ্ধাবভেদকে আঢ্যবাতে (উরুস্তম্ভে), অর্দ্দিতে, বাতখঞ্জ রোগে, নেত্ররোগে, শিরঃশূলে, জ্বরে, অপস্মারে ও বিবিধ মনোভ্রংশে এই ক্বাথ শুভপ্রদ।। ১৩৭—১৩৮

ইতি আমবাতাধিকার।

পিত্তব্যাধ্যধিকার।

পিত্তব্যাধির বিপ্রকৃষ্ট নিদান—কটু-অম্ল-উষ্ণ-বিদাহি-তীক্ষ্ণ ও লবণ দ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, আতপ, স্ত্রীসম্ভোগ, তৃষ্ণা ও ক্ষুধার অবরোধ, ব্যায়াম ও মদ্যাদি এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। তদ্ভিন্ন ভোজনের মধ্যসময়ে, ভুক্তাহার জরণের মধ্যসময়ে, মধ্যাহ্নকালে, রাত্রির মধ্যসময়ে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালেও পিত্ত কুপিত হইয়া রোগকর হইয়া থাকে।

টীকা। "মদ্যাদি"—আদিশব্দে দধি, মৎস্য, মাষকলাই, তিল, তিসি ও কাঁজী প্রভৃতিও গ্রহণীয়। "তীক্ষ্ণ"—রাইসর্ষপাদি। ভোজনের "মধ্য সময়ে"—যে পরিমিত সময়ে ভোজন করা যায়, সেই পরিমিত সময়ের মধ্যমভাগে। "ভুক্তাহার জরণের মধ্য সময়ে"—ভুক্ত-আহার যে সময়ে জীর্ণ হয়, সেই জরণ সময় মধ্যে। "মধ্যাহ্নকালে"—দিবসকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যভাগে। ঐরূপ রাত্রিকেও তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যভাগে ॥ ১

পিত্তব্যাধি—অকালপলিত (অকালে কেশের পক্কতা), রক্তবর্ণতা, মূত্রের রক্তবর্ণতা. মুখ-নেত্রের পীতবর্ণতা, মূত্রেরও পীতবর্ণতা, মলের পীতবর্ণতা, হস্তপদের পীতবর্ণতা, দন্তসমূহের পীতবর্ণতা, শরীরের পীতবর্ণতা, অন্ধকার দর্শন, সমস্ত পীতদর্শন, নিদ্রাল্পতাদি, মুখে লৌহগন্ধ ও

এবং মুখের তিক্ততা, মুখের অম্লতা, উচ্ছ্বাসের উষ্ণতা, ধূমোদ্গার, ভ্রম, ক্লম, ক্রোধ, দাহ, ভেদ, তেজঃপদার্থে দ্বেষ, শীতেচ্ছাদি, অতৃপ্তি (অন্নাভিলাষ), অরতি (অনবস্থিত চিত্তত্ব), ভুক্তাহারের বিদাহ, জঠরানলের তীক্ষ্ণতা, রক্তস্রাব, মলভেদ, পুরীষের উষ্ণতা, মূত্রের উষ্ণতা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাল্পতা, দেহের উষ্ণতা, ঘর্ম্মের দৌর্গন্ধ্য, দেহ প্রাবরণ, শরীরের অবসাদ, দেহে পাক (ক্ষত) এই চল্লিশটি পিত্তব্যাধি। ইহাদের চিকিৎসা স্বপ্রকরণে বোদ্ধব্য ॥ ২—৯

ইতি পিত্তব্যাধ্যধিকার।

শ্লেষ্মব্যাধ্যধিকার।

শ্লেষ্মব্যাধির সামান্যতঃ বিপ্রকৃষ্ট নিদান—গুরুদ্রব্য, মধুররসাদি দ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, অগ্নিমান্দ্য, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবানিদ্রা, শীত ও নিশ্চেষ্টিত এই সকল কারণে কফ কুপিত হইয়া রোগকর হয়। তদ্ভিন্ন প্রথম দিবসভাগে, ভুক্তমাত্রে, বসন্ত কালে ও প্রথম রাত্রিভাগে কফরোগ হইয়া থাকে।

টীকা। "মধুররসাদি"—আদিশব্দে—অম্ল ও লবণরস গ্রহণীয়। "নিশ্চেষ্টিত"—কায়িক ব্যাপার রাহিত্য। "প্রথম দিবস ভাগে''—দিবসকে তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথম ভাগে। এইরূপ রাত্রিকেও তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথমভাগে। "ভুক্তমাত্রে'' ভুক্তের পাককালকে তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথম কালে ॥ ১

শ্লেষ্মব্যাধি—মুখের মধুরতা, মুখের লিপ্ততা, মুখপ্রসেক, নিদ্রাধিক্য, কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ, কটুদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, উষ্ণে কামনা, বুদ্ধিমান্দ্য, অচৈতন্য, আলস্য, তৃপ্তি (অনন্নাভিলাষ), অগ্নিমান্দ্য, মলাধিক্য, মলের শুক্লবর্ণতা, মূত্রাধিক্য, মূত্রের শুক্লবর্ণতা, শুক্রাধিক্য, স্তৈমিত্য, গুরুতা ও শৈত্য এই বিংশতিটি শ্লেষ্মব্যাধি। ইহাদের চিকিৎসা স্বপ্রকরণে বোদ্ধব্য ॥ ২—৫

ইতি শ্লেষ্মব্যাধ্যধিকার।

বাতরক্তাধিকার।

বাতরক্তের বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও সম্প্রাপ্তি—লবণ-অম্ল-কটু-ক্ষার (যবক্ষারাদি) স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, অজীর্ণে ভোজন, পচা মাংস-শুষ্ক-মাংস (আতপে শোষিত মাংস) জলদ ও আনূপ মাংস ভোজন, তিলকল্ক, মূলা, কুলথকলাই, মাষকলাই· শিম ও শাকাদি দ্রব্য ভোজন, মাংস ভোজন (দোষরহিত মাংসও বাতরক্তপ্রকোপ) ইক্ষু-দধি-কাঁজী-সৌবীর (সন্ধান বিশেষ) শুক্ত (সন্ধান বিশেষ) তক্র (চতুর্থাংশ জলযুক্ত বস্ত্রপূত দধি) সুরা (সন্ধান বিশেষ) আসব সেবন, বিরুদ্ধ ভোজন (যুগপৎ ক্ষীরমৎস্যাদি ভোজন), অধ্যশন (পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন) এবং ক্রোধ,

দিবা নিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে বাতরক্ত কুপিত হয়। সুকুমার (অল্পতর শরীর ব্যাপার) অযথা :আহার-বিহার-শীল, স্থূল দেহ-সুখিব্যক্তিগণেরই প্রায় বাত-রক্ত কুপিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সদা হস্তী-অশ্ব ও উষ্ট্র দ্বারা গমন ও বিদাহজনক অন্নভোজন করে, তাহার সমস্ত রক্ত ঐ ভুক্তান্নের ·বিদাহহেতু আশু বিদগ্ধ হইয়া থাকে। এবং সেই বিদগ্ধ রক্ত, কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পাদদ্বয়ে সঞ্চিত হয়। যদিও বাত ও রক্ত এই উভয়ই কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে, তথাপি দোষত্ব বিষয়ে বায়ুরই প্রাবল্য হেতু ইহাকে রক্ত বাত না বলিয়া বাত-রক্তই কহা গিয়া থাকে। (বিদাহি-অন্ন-ভোজনে রক্ত ও হস্ত্যাদি গমনে বায়ু কুপিত হয় এবং উপরি-উক্ত কারণ সমূহের মধ্যে কোন কোন কারণে রক্ত, কোন কোন কারণে বায়ু ও কোন কোন কারণে রক্ত ও বায়ু উভয়ই কুপিত হইয়া থাকে। আর পাদদ্বয় ঝুলিয়া থাকায় দুষ্টরক্ত বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পাদদ্বয়েই সঞ্চিত হয়)॥ ১—৪

বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ—এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ঘর্ম্মাগম, কিংবা একবারেই ঘর্ম্মের অনির্গম, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন, স্পর্শ-শক্তিলোপ, কোন কারণে কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধি সকলের শিথিলতা, আলস্য, অবসাদ, গাত্রে পিড়কার উৎপত্তি এবং জানু জঙ্ঘা-উরু-কটী-স্কন্ধ-হস্ত পদ ও সন্ধি সকলে সূচীবেধবদ্ বেদনা, স্ফুরণ (গাত্রস্পন্দন) স্থানে স্থানে বিদারণবৎ পীড়া, শরীরের গুরুতা, স্পর্শশক্তি-লোপ ও কণ্ডূ উপস্থিত হয় এবং সন্ধিস্থলে বারংবার বেদনা হয় ও নিবৃত্তি পায়, দেহের বিবর্ণতা (ত্বক্ কান্তিক্ষয়) এবং দেহে মণ্ডলাকার চিহ্ন সকল উৎপন্ন হয়॥ ৫—৭

বাতরক্তের লক্ষণ—বাতরক্ত রোগে যদি বায়ুর প্রকোপ অধিকতর হয়, তাহা হইলে পাদদ্বয়ে শূল স্ফুরণ ও তোদ, শোথের রুক্ষতা কৃষ্ণবর্ণতা ও শ্যামবর্ণতা এবং কখন ক্ষয় কখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধমনী অঙ্গুলি ও সন্ধি সকলের সঙ্কোচ, অঙ্গগ্রহ (অঙ্গবেদনা), অতি যাতনা, শীতে দ্বেষ ও শীতে অনুপশয়, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস হয়। বাতরক্ত রোগে রক্তের আধিক্য হয়, তাহা হইলে শোথ অতি বেদনান্বিত তোদবিশিষ্ট শ্যামবর্ণ চিমি চিমি বেদনাযুক্ত ও কণ্ডূ-ক্লেদ সমন্বিত হয়। স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা পীড়ার শান্তি হয় না। বাতরক্তে যদি পিত্ত প্রকোপ অধিক হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত দাহ, মোহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, (শোথ) মদ (মত্তত্ববৎ) ও তৃষ্ণা হয়। আর শোথ স্পর্শাসহ, দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ, পাকবিশিষ্ট ও অতি উষ্ণ হইয়া থাকে। বাতরক্তে কফের প্রকোপ অধিক হইলে, স্তৈমিত্য, গুরুতা, স্পর্শানভিজ্ঞত্ব, চিক্কণতা, শৈত্য, কণ্ডূ ও অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। বাতরক্তে দুই দোষের আধিক্য থাকিলে তদ্দোষদ্বয় কৃত লক্ষণ এবং তিন দোষেরই আধিক্য থাকিলে ত্রিদোষকৃত লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

টীকা। বাতাধিক বাতরক্তে শূল স্ফুরণ ও তোদ, পদদ্বয়েই হয়, তাহা সুশ্রুতও বলিয়াছেন, তদ্‌যথা—"বাতরক্তে পাদদ্বয় স্পর্শাসহ এবং তোদ-ভেদ-শোথ ও সুপ্তি বিশিষ্ট হয়"। রক্তাধিক বাতরক্তে রক্ত অধিক প্রবল হইবার কারণ রক্তও রক্তান্তরের দূষক হইয়া থাকে। পিত্তাধিক বাতরক্তে পাদদ্বয়েই বিদাহাদি লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় বুঝিবে। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"পিত্ত-রক্ত দ্বারা পাদদ্বয় উগ্রদাহান্বিত অতি উষ্ণ ও রক্তবর্ণ শোথ বিশিষ্ট হয়।" "মোহ" আতুরের হয়, "স্বেদ" পাদদ্বয়ে হয়, মূর্চ্ছাও পাদদ্বয়ে হয়, মূর্চ্ছার অর্থ—এস্থলে মোহ নয়, উহার অর্থ সমুচ্ছ্রায় অর্থাৎ শোথ। কারণ পিত্তাধিক বাতরক্তে একবার সংমোহের উল্লেখ হইয়াছে। কফাধিক বাতরক্তে গুরুত্বাদি লক্ষণ সকলও পাদদ্বয়েই উপস্থিত হয়। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"রক্ত শ্লেষ্মদুষ্ট হইলে পাদদ্বয়—কণ্ডূবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, শীতল, শোথান্বিত, পীন ও স্তব্ধ হয়"॥ ১—১২

পাদদ্বয় ভিন্ন অন্য অঙ্গ হইতেও যে বাতরক্ত আরম্ভ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে। পাদমূল হইতে, কখন বা হস্তমূল হইতেও আরম্ভ করিয়া বাতরক্ত মূষিক-বিষের ন্যায় মন্দ মন্দ গতিতে ক্রমশঃ সমস্ত দেহে সঞ্চরিত হইয়া থাকে॥ ১৩

বাতরক্তের উপদ্রব—নিদ্রানাশ, অরোচক, শ্বাস, মাংস গলন, শিরো-বেদনা, মূর্চ্ছা (তদঙ্গ সমুচ্ছ্রায় অর্থাৎ তৎস্থানে শোথ) অমন্দরুক্ (পীড়া-বাহুল্য), তৃষ্ণা, জ্বর, মোহ (মূর্চ্ছা), কম্প, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প, শোথ, পাক, তোদ, ভ্রম, ক্লম, অঙ্গুলী বক্রতা, স্ফোট, দাহ, মর্ম্মবেদনা ও অর্ব্বুদ এই গুলি বাতরক্তের উপদ্রব॥ ১৪।১৫

সাধ্যত্বাদি—ঐসকল উপদ্রবযুক্ত অথবা একমাত্র মোহ উপদ্রবযুক্ত হইলে সে বাতরক্তকে অসাধ্য জানিবে। উক্ত সমস্ত উপদ্রবযুক্ত না হইয়া যদি কতক-গুলিমাত্র উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে বাতরক্ত যাপ্য। বাতরক্ত নিরুপদ্রব হইলে তাহা সাধ্য হইয়া থাকে। এক দোষানুগ ও অচিরোৎপন্ন অর্থাৎ বর্ষাভ্যন্তরজাত বাতরক্ত সাধ্য। দ্বিদোষজ বাতরক্ত যাপ্য। ত্রিদোষজ বাতরক্ত এবং বহু উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য। যে বাতরক্ত পাদমূল হইতে জানুপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, দলিতত্বক্, বিদীর্ণত্বক্, পূযরক্তস্রাবী ও বলমাংস ক্ষয়াদি উপদ্রবে উপদ্রুত, তাহা অসাধ্য। সংবৎসরোত্থিত বাতরক্ত যাপ্য॥ ১৬—১৯

বাতরক্ত-চিকিৎসা—বাতরক্তাক্রান্ত রোগিকে স্নেহন ক্রিয়া দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তাহার দোষ ও বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অল্প অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে। কিন্তু এরূপ পরিমাণে রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে যেন তদ্দ্বারা তাহার বায়ু বর্দ্ধিত না হয়। সন্তাপ অঙ্গদাহ ও তোদ বিশিষ্ট বাতরক্তে জলৌকা দ্বারা রক্ত নিষ্কাশন করিবে। চিমিচিমিবদ্ বেদনা, কণ্ডূ, ব্যথা ও কম্প এই সকল উপদ্রব থাকিলে শৃঙ্গ দ্বারা অথবা রক্তমোক্ষণ করিবে। বাতরক্তের রক্ত যদি একস্থান হইতে স্থানান্তরগামী হয়, তাহা হইলে শিরা প্রচ্ছন্ন দ্বারা (অল্প অল্প শিরা চিরিয়া) রক্ত নির্হরণ করিবে। বাতরক্তে অঙ্গ ম্লান হইলে রক্তস্রাব কর্ত্তব্য নহে। বাতোল্বণ বাতরক্তও স্রাব্য নহে। কারণ—রক্তক্ষয়হেতু বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া গম্ভীর শোথ, শরীরের স্তব্ধতা,কম্প, বায়ুজনিত শিরোরোগ, গ্লানি, বাতসম্ভূত অন্যান্য বহুবিধরোগ, খঞ্জাদি বাতরোগ পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করে। অতএব রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া যথোপযুক্ত প্রমাণে রক্ত নিষ্কাশন করিবে। রোগিকে প্রথমে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া স্নেহযুক্ত বিরেচন দ্বারা তাহার বিরেচন কর্ত্তব্য, অথবা রুক্ষমৃদুবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা বারংবার বস্তিকর্ম্ম প্রশস্ত। বস্তিকর্ম্মের ন্যায় বাতরক্তের হিতকর চিকিৎসা দ্বিতীয় নাই।

বাতরক্ত দ্বিবিধ; যথা বাহ্য ও গম্ভীর। (ত্বঙ্‌মাংসাশ্রয়ি বাতরক্তকে বাহ্য বা উত্তান এবং গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ি বাতরক্তকে গম্ভীর বাতরক্ত কহা যায়) প্রলেপ অভ্যঙ্গ পরিষেক ও উপনাহ দ্বারা বাহ্যবাতরক্তের এবং বিরেচন আস্থাপন ও স্নেহপান দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে।

দিবানিদ্রা, সন্তাপ, ব্যায়াম ও মৈথুন এবং কটু-উষ্ণ গুরু অভিষ্যন্দি লবণ ও অম্লদ্রব্য, বাতরক্তরোগী ত্যাগ করিবে।

বাতরক্তরোগে ভোজনার্থে পুরাণ যব গোধূম-নীবার শালি ও ষষ্টিকক্কত অন্ন হিতকর। রসার্থে বিষ্কির ও প্রতুদ মাংসরস হিতকর; যূষার্থে—অড়হর-ছোলা-মুগ মসূর ও কুলথকলায়ের বহুঘৃত-সংস্কৃত যূষ প্রশস্ত। বাতরক্তরোগী শাকসাত্ম্য হইলে শুশুনিশাক, বেতাগ্র (বেতের ডগা) কাকমাচী শাক, শতমূলীশাক, বেতোশাক, পুইশাক ও হুড় হুড়েশাক, ঘৃত ও মাংসরসের সহিত সংস্কৃত করিয়া খাইতে দিবে।

ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা ইহাদের পান অভ্যঙ্গ ও বস্তি দ্বারা এবং সুখোষ্ণ উপনাহ দ্বারা বাতোল্বণ বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। ছাগদুগ্ধ ও ঘৃতে গোধূমচূর্ণ আপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। তদ্বৎ ভাজা তিল দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত ও পেষিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। অথবা তিসি দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। কিংবা এরণ্ডফল দুগ্ধে বাঁটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। মৌরী, শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, পিয়াল, কেশুর, ঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও চিনি বাতরক্তে ইহাদের প্রদেহ দিবে। রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, জীরক ও ঋষভক এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ ও ঘৃত সংযোগে সিদ্ধ এবং মধুশেষ সংযুক্ত করিয়া প্রদেহ (প্রলেপ বিশেষ) দিলে বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হয়।

বাসক, গুলঞ্চ ও এরণ্ডমূল ইহাদের কষায় এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে সর্ব্বাঙ্গজ বাতরক্ত এবং বাতরক্তসম্ভূত অশেষ বিকার ক্রমে প্রশমিত হইয়া থাকে। দশমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে সদ্যঃ শূলনী নিবারিত হয়। বাতোল্বণ বাতরক্তে ঈষদুষ্ণ ঘৃতের পরিষেক করিলে। পল্‌তা, কট্‌কী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে দাহান্বিত বাতরক্ত নিবারিত হয়। তেউড়ী ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কুলেখাড়া ইহাদের ক্বাথ বাতরক্তনাশক। গুলঞ্চ কফবাতনাশক, কফমেদোবিশোধক, বাতরক্ত-প্রশমক এবং কণ্ডূ বীসর্প নিবারক। গুলঞ্চের স্বরস, কল্ক, চূর্ণ বা ক্বাথ দীর্ঘকাল সেবন করিলে বাতরক্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে তিন কর্ষ পরিমাণে (৬ তোলা মাত্রায়) লইয়া তাহার ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত আমবাত ও নানাবিধ কুষ্ঠ বিনষ্ট

হয়। গুলঞ্চের ক্বাথে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। তিনটা বা পাঁচটা হরীতকী গুড়ের সহিত খাইয়া গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে, আজানুস্ফুটিত ও চ্যুত বাতরক্তও অবশ্য প্রশমিত হয় ॥ ২০—৪২

গুগ্‌গুলুবটিকা—গুলঞ্চের ক্বাথে অথবা দ্রাক্ষা ও গোময় রসে কিংবা ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুলু মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা মধুতে আলোড়িত করিয়া ভক্ষণ করিলে পাদস্ফোট ও অতিঘোর দলিত সর্ব্বাঙ্গজ বাতরক্তও আশু প্রশমিত হয় ॥ ৪৩।৪৪

মাহিষ নবনীত গন্ধকের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে গোমূত্র দুগ্ধ ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া আলোড়ন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে অগ্নিতে পাক করিবে। তদ্দ্বারা গাত্র উদ্বর্ত্তন করিলে গাত্রস্ফুটন বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চের স্বরস ক্বাথ কল্ক বা চূর্ণ ঘৃতসহ খাইলে বাত, গুড়সহ খাইলে মলবাতাদির বিবদ্ধতা, চিনিসহ খাইলে পিত্ত, মধুসহ খাইলে কফ, এরণ্ডতৈলের সহিত খাইলে উগ্রবাতরক্ত এবং শুঁঠের সহিত খাইলে আমবাত নিবারিত হয়।

বাসক, পঞ্চমূলী, গুলঞ্চ, এরণ্ড ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে এরণ্ডতৈল হিঙ্‌ ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত আমবাত কটীশূল মলমূত্রবিবদ্ধতা ও দুর্নিবার ব্রধ্নরোগ প্রশমিত হয়।

এরণ্ডমূল, বাসক, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বেড়েলা ও কুলেখাড়া ইহাদের মূলের ক্বাথ করিয়া পান করিলে আজানুগ দলিতত্বক্ ঊর্দ্ধগত :এবং দীর্ঘকালজাত বাতরক্তও আশু বিনষ্ট হয়।

গুড়-ঘৃত (গুড়মিশ্রিত ঘৃত) কফপিত্ত প্রশমক, কণ্ডূবীসর্পনাশক ও বাতরক্ত নিবারক। বাতরক্তে প্রতিদিন যথাবিধি পিপ্পলী বাড়াইয়া তাহা গুড়ের সহিত সেব্য (ব্যাখ্যান্তর পিপুল ও এরণ্ডমূল গুড়ের সহিত সেব্য) অথবা হরীতকী গুড়ের সহিত সেবন করিবে।

কুলেখাড়া ও গুলঞ্চের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া যথাবল পান করিলে এবং পথ্যভোজী হইলে ত্রিসপ্তাহ মধ্যে বাতরক্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যষ্টিমধু ঘৃত, তৈল তাহার দ্বিগুণ এবং তৈলের দ্বিগুণ ছাগদুগ্ধ একত্র করিয়া যথাগ্নিবল পান করিলে বাতরক্ত বিনষ্ট হয়। বককুলের চূর্ণ মাহিষ দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দধি পাতিবে। সেই দধি হইতে নবনী তুলিয়া গাত্রে মাখিলে গাত্রস্ফুটন প্রশমিত হয়।

ত্রিফলা, নিম, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কট্‌কী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা এই নয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি এক এক কর্ষ (দুই-দুই তোলা) লইয়া যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। এই নবকার্ষিক ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, রক্তমণ্ডল, কণ্ডু ও কপালিকা কুষ্ঠ দূরীভূত হয়। নবকার্ষিক কষায়ে, পাঁচরতিতে মাষা ধরিয়া কর্ষ পরিমাণ স্থির করিবে। কিংবা ঐ ক্বাথ সাধনে যোগ্য মাত্রা প্রদান করিবে। ক্বাথকরণে পরিভাষা—দ্রব্যের পরিমাণ:কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত হইলে ষোলগুণ জলে, তদূর্দ্ধ কুড়ব পর্য্যন্ত আটগুণ জলে, তদূর্দ্ধ প্রস্থাদিক পর্য্যন্ত চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিবে।

বিরেচন, ঘৃতপান, দুগ্ধপান, পরিষেক ও বস্তিকর্ম্ম দ্বারা রক্তোল্বণ বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। শিমূলমূলের ছালের কল্কে মেষদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রক্তোল্বণ বাতরক্তে প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধু ও বেণামূলের ক্বাথে দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত সংযুক্ত করিয়া মাখাইবে। রক্তাধিক বাতরক্তে মেষদুগ্ধ পুনঃ পুনঃ সেচন করিবে। সহস্রধৌত বা শতধৌত পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন করিবে। অথবা ঘৃত ও ধুনা মিশ্রিত করিয়া সুশীতল অবস্থায় তাহা লেপন করিবে। দাহ প্রশমক সুশীতল দ্রব্য দ্বারা রক্তপিত্তোল্বণ বাতরক্ত জয় করিবে। রক্তাধিক বাতরক্তে যষ্টিমধু ও বেণারমূলের ক্বাথের সহিত দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। রাগ দাহ ও বেদনান্বিত রক্তোল্বণ বাতরক্তে রক্তমোক্ষণ করিয়া, তিল পিয়াল যষ্টিমধু পদ্মমৃণালমূল ও বেতস দুগ্ধে বাঁটিয়া এবং তাহাতে ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ দাহরোগ নাশক। পিত্তোত্তর বাতরক্তে গাম্ভারীফল, দ্রাক্ষা, সোন্দালফল, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু ও ক্ষীরকাকোলী ইহাদের সুশীতল ক্বাথ শর্করা ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ গোমূত্রসংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষের অনুলোম হয়। পিত্তরক্তাবৃত বাতে ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ তেউড়ীচূর্ণ পান করিবে। বহুদোষাক্রান্ত বাতরক্ত রোগী বিরেচনার্থ দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিবে। তৈল জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন করিবে। পিত্তাধিক বাতরক্তে পল্‌তা, ত্রিফলা, শতমূলী, গুলঞ্চ ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথে চিনি মধুসংযুক্ত করিয়া পান করা প্রশস্ত। ইহাতে তিক্তক ঘৃত পান ও বহুবার বিরেচন কর্ত্তব্য। কফোল্বণ বাতরক্তে মৃদু বমন, স্নেহসেক, লঙ্ঘন ও

ঈষদুষ্ণ পরিষেক প্রশস্ত। ইহাতে তৈল গোমূত্র সুরা ও শুক্ত দ্বারা সদা পরিষেক হিতকর, শ্বেতসর্ষপের প্রলেপ বেদনা নাশক। শজিনা ও বরুণছাল কাঁজীতে বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই বাতবেদনা প্রশমিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্লেষ্মাধিক বাতরক্তে, অশ্বগন্ধা ও তিল বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ইহাতে সর্ষপ, নিমছাল, আকন্দছাল, কালিয়াকড়া, যবক্ষার ও তিল বাঁটিয়া তাহার প্রলেপও হিতকর। শ্লেষ্মোল্বণ বাতরক্তে যবশক্তু, ঘৃত, যবক্ষার ও কয়েৎবেলের ছাল বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। মসূর এবং শজিনার ছাল ও বীজ কাঁজীতে বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ও কাঁজী দ্বারা পরিষেক করিলে বাতকফোল্বণ বাতরক্ত প্রশমিত হয়। মুতা, আমলকী ও হরিদ্রা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রতিদিন পান করিলে বাতরক্ত ও বাতশ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়। কফাধিক বাতরক্তে হরিদ্রা ও গুলঞ্চের ক্বাথ, অথবা ত্রিফলার ক্বাথ মধুসংযোগে মধুরীকৃত করিয়া পান করিবে। হরীতকী বাঁটিয়া তক্রের সহিত বা জলের সহিত পান করিবে। বাতকফোল্বণ বাতরক্তে গৃহধুম (ঝুল), বচ, কুড়, শুল্ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রলেপ দিলে বেদনা প্রশমিত হয়। গুলঞ্চ, কট্‌কী, যষ্টিমধু ও শুঁঠ ইহাদের কল্কে মধু মিশ্রিত করিয়া তাহা গোমূত্র সহ পান করিলে কফান্বিত বাতরক্ত প্রশমিত হয়। আমলকী হরিদ্রা ও মুতার ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও কফান্বিত বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫—৭৭

লাঙ্গলী গুটিকা—ঈশলাঙ্গলার মূল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য গুলঞ্চের ক্বাথে, দ্রাক্ষার ক্বাথে, গোময় রসে বা ত্রিফলা ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া এক তোলা পরিমিত গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা মধুতে মাড়িয়া ভক্ষণ করিলে যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি শুন— যে বাতরক্ত পাদস্ফুটিত, দুর্ভগ্ন, ও জানু প্রাপ্ত, যাহা সর্ব্বদেহে উদ্গত এবং যাহা অসাধ্য বলিয়া প্রকীর্ত্তিত, সেই প্রবল বাতরক্তও এই গুটিকা ভক্ষণে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৮—৮১

দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ বাতরক্তে, তত্তদ্দোষজ পৃথক্ পৃথক্ বাতরক্তের যে চিকিৎসা ও পথ্য উক্ত হইল, তাহাই মিলিত করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

বলাঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মেদা, আলকুশীবীজ, শতমূলী কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রাস্না ও দ্রাক্ষা, মিলিত /১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্ত এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বীসর্প, কামলা ও দাহ বিনষ্ট হয় ॥৮২।৮৩

অপর পিণ্ডতৈল—বেড়েলা, শালপানি, গোরক্ষ চাকুলে, গুড়ূচী ও শতমূলী ইহাদের কল্ক ও ক্বাথসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসনে উৎকট বাতরক্তও প্রশমিত হয় ॥৮৪

পারূষক ঘৃত— /৪ সের। ক্বাথার্থ— বলাডুমুর, আমলকী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতমূলী ও কেশুর ইহাদের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ উভয় পুরূষক (নীলঝাঁটী ও ফল্‌সা), দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল ও দেবদারু; মিলিত /১ সের। ভুমিকুষ্মাণ্ডের স্বরস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের যথাবিধি পাক করিবে। ইহা পরূষক ঘৃত নামে কথিত। বাতরক্তে, ক্ষতে, ক্ষীণে, বীসর্পে ও পৈত্তিক জ্বরে ইহা প্রযোজ্য ॥৮৫—৮৭

শতাবরী ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। শতমূলীর কল্ক /১ সের। শতমূলীর স্বরস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। এই ঘৃত বাতরক্তনাশক ॥ ৮৯

ঋষভ ঘৃত—ঋষভ, ক্ষীরকাকোলী, ক্ষীরুই ও জীবক ইহাদের কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বাতরক্তনাশক ॥ ৮৯

গুড়ূচী ঘৃত—গুলঞ্চের ক্বাথ ও কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে বাতরক্ত এবং দুস্তর কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। পরিভাষা—যদি দুগ্ধ এবং অন্য চারিপ্রকার দ্রবের সহিত স্নেহ পাক করিতে হয় তাহা হইলে দুগ্ধের পরিমাণ স্নেহের সমান এবং অপর চারিপ্রকার দ্রবের মিলিত পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হইবে। কিন্তু যদি একটি দুইটি বা তিনটি দ্রবের সহিত স্নেহ পাক করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক দ্রবের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ করিয়া হইবে। অর্থাৎ স্নেহ পাকে যদি দ্রবের সংখ্যা তিনের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাদের সমষ্টি পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হইবে। দ্রবের সংখ্যা তিনের মধ্যে হইলে প্রত্যেকটি স্নেহের চারিগুণ করিয়া লইতে হইবে। (দ্রব অর্থাৎ ক্বাথ স্বরস জল দুগ্ধ দধি তক্র কাঁজী প্রভৃতি) ॥ ৯০।৯১

গুড়ূচী ঘৃত—গুলঞ্চের কষায় এবং শুঁঠের কল্কসহ যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বাতরক্তনাশক। ইহা দ্বারা আমবাত, আঢ্যবাত

ক্রিমি, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও গুল্মাদিরোগ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৯২।৯৩

গুড়ূচীঘৃত—গুলঞ্চের স্বরস ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে উত্তান ও গম্ভীর বাতরক্ত প্রশমিত হয় ॥ ৯৪

গুড়ূচী ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ /১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বর নিবারিত হয় ॥৯৫।৯৬

অমৃতাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুঁঠ, বেড়েলা, বাসক, সোন্দাল, শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কটকী, পিপুল, গাম্ভারীফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ডমূল, বিদ্ধড়ক, মুতা ও নীলোৎপল, মিলিত /১ সের। আমলকীর রস /৪ সের। জল ১২ সের যথাবিধি পাক করিবে। ইহা ভোজনে ও পানে প্রযোজ্য। ইহা সেবন দ্বারা বহুদোষান্বিত উত্তান ও গম্ভীর বাতরক্ত, ত্রিক জঙ্ঘা উরু ও জানুগত বাতরক্ত ক্রোষ্টুকশীর্ষ, মহামূল সুদারুণ আমবাত, দাহরোগার্ত্ত ব্যক্তির সুদুস্তর বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদাবর্ত্ত, প্রমেহ ও বিষম জ্বর এই সমস্ত রোগ এবং বাতপিত্তকফোত্থিত রোগ সকল আশু বিনিষ্ট হয়। ইহা নিয়ত সেবন করিলে বর্ণ, আয়ুঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়। এই ঘৃত অশ্বিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ॥ ৯৭—১০৩

গুড়ূচী ঘৃত। গুলঞ্চের স্বরস, জীবনীয়গণের কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বাতরক্ত নাশক ॥ ১০৪

মহাগুড়ূচী ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ১২॥০ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের কল্কার্থ—কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, শতাবরী, দুগ্ধিকা, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, অশ্বগন্ধারমূল, শালপানি, কটকী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল, রাস্না ও বাসক মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে; এই ঘৃত পানে অভ্যঙ্গে নস্যে ও পরিষেকে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা সশোষাঢ্য সদাহ বাতরক্ত, ক্রোষ্টুক শীর্ষ, খঞ্জ, উরুস্তম্ভ, বাত, সুদারুণ বাতরক্ত, দীর্ঘকালজাত বাতকৃচ্ছ্র, গৃধ্র ও বাতকণ্টক বিনষ্ট হয়। ইহা ধন্বন্তরির উপদেশ ॥ ১০৫—১১১

শতাহ্বাদি তৈল—শুল্ফা কুড় ও যষ্টিমধু ইহাদের এক একটির ক্বাথসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল বাতরক্তনাশক ॥ ১১২

মহাপিণ্ড তৈল—অনন্তমূল, নিমছাল, কুষ্মাণ্ডনাল ও পুঁইশাক ইহাদের ক্ষার স্রাবিত জল; গুলঞ্চের ক্বাথ; গব্যদুগ্ধ, কামরাঙ্গার রস; এবং কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জীবক, মেদা, মহামেদা, শুল্ফা, ক্ষীরিণী, মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধুনা, সৈন্ধব ও চন্দন ইহাদের কল্ক; এই সকলের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে স্ফুটিত-গলিত-ঘোর-বাতরক্ত এবং চর্ম্মদল ও পামাদি কুষ্ঠ, ত্বগ্‌দোষ, বিপাদিকা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, বীসর্প, ব্রণ, শোথ ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়। বাতরক্তের এমন প্রবল বিকার নাই, যাহা এই মহাপিণ্ড তৈল দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত না হয়।

পিণ্ড তৈল—অনন্তমূল, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও মোম এই সকল কল্ক দ্রব্য এবং দুগ্ধসহ তৈল পাক করিয়া বাতরক্তে প্রয়োগ করিবে ॥১১৩—১১৮

পিণ্ড তৈল—অনন্তমূল, ধুনা, যষ্টিমধু, মোম ও দুগ্ধ ইহাদের সহিত এরণ্ড তৈল পাক করিবে। এই তৈল না ছাকিয়া মন্থন করিয়া লওয়া যায় বলিয়া ইহাকে পিণ্ড তৈল কহা গিয়া থাকে। এই তৈল বাতরক্ত নাশক ॥ ১১৯

মহাপদ্মক তৈল—তৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—পদ্মকেশর, যষ্টিমধু, রিঠা, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, বেড়েলা, কিংশুক ও রক্তচন্দন প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ পল, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। সৌবীর (কাঁজী বিশেষ) /৪ সের। কল্কার্থ—লোধ, কাকোলী, বেণামূল, জীবক, ঋষভক, নাগকেশর, কাঠমল্লিকার লতা ও পত্র, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া, পীতচন্দন (সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ), মেদা, জটামংসী, প্রিয়ঙ্গু ও কুঙ্কুম, প্রত্যেক ২ কর্ষ (চারি তোলা), মঞ্জিষ্ঠা ১ পল। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল বাতরক্ত ও জ্বর নাশক ॥ ১২০—১২৩

খুড্ডাকপদ্মক তৈল—তৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা, মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও চন্দন, মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে।

এই তৈল খুড্‌ডাক পদ্মক নামে অভিহিত। ইহা বাতরক্ত ও পিত্তনাশক ॥ ১২৪

গুড়ূচী তৈল—তিলতৈল /১৬ সের। ক্কাথার্থ—গুলঞ্চ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্য সকল এবং কুড়, এলাইচ, অগুরু, কিস্‌মিস, জটামাংসী, ব্যাঘ্রনখ (নখী নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ), নখী (ছোটনখী) রেণুক, মুণ্ডরী, ত্রিকটু, শুল্‌ফা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্বক্‌পত্রা (তেজপত্র সদৃশ পত্র), অনন্তমূল, অগুরু, হুড়হুড়ে, শালপানি, ভুঁই আমলা, তগরপাদুকা, নাগ-কেশর, বালা, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক এককর্ষ (২ তোলা)। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল পানে অভ্যঙ্গে ও অনুবাসনে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা স্রোতঃ ও ধাত্বন্তরগত বাতরক্ত, বাতপিত্ত, স্বেদ, কণ্ডূ, রুজা (বেদনা বিশেষ), আয়াম (বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম), শিরঃকম্প, অর্দ্দিত ও ব্রণকৃত দোষসকল বিনষ্ট হয়। ইহা ধন্য, পুংসবন ও গর্ভদ ॥ ১২৫—১৩০

অমৃতাহ্বয় তৈল—তিলতৈল ১ দ্রোণ (৬৪ সের)। ক্কাথার্থ—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, লঘুপঞ্চমূল, পুনর্নবা, রাস্না, এরণ্ডমূল ও জীবনীয়গণ (যথালাভ) ইহাদের প্রত্যেক একশতপল (সাড়ে বার সের করিয়া), বেড়েলা পাঁচশত পল, কুল, বেলশুঁঠ, যব, মাষকলাই ও কুলথ কলাই ইহাদের প্রত্যেক /৮ সের, শুষ্ক গাম্ভারী ফল ৬৪ সের, ক্কাথকরণার্থ জল একশত দ্রোণ, শেষ চারিদ্রোণ। দুগ্ধ পাঁচ দ্রোণ। কল্কার্থ—রক্তচন্দন বেণামূল, নাগেশ্বর, তেজপত্র, এলাইচ, অগুরু, কুড়, তগর-পাদুকা ও যষ্টিমধু, ইহাদের প্রত্যেক তিনপল, মঞ্জিষ্ঠা অর্দ্ধপল। এই সকলের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈল পানাভ্যঙ্গাদি সর্ব্ব বিষয়ে প্রযোজ্য। বাতরক্ত রোগির, ক্ষতক্ষীণ রোগির, ভারার্ত্ত ব্যক্তির. ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির, কম্পরোগার্ত্ত ব্যক্তির, উৎক্ষিপ্ত ও ভগ্ন ব্যক্তির ও সর্ব্বাঙ্গজ রোগির পক্ষে এই অমৃতাহ্বয় তৈল হিতকর। ইহা দ্বারা যোনিদোষ, অপস্মার, উন্মাদ ও বিষমজ্বরও প্রশমিত হয়। ইহা পুংসবন ॥ ১৩১—১৩৭

মৃণালাদ্য তৈল—তৈল /৪ সের। তৃণ পঞ্চ মূলের ক্কাথ ১৬ সের। দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—পদ্মমৃণাল, উৎপল, শালূক, অনন্তমূল, বালা, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শ্বেত চন্দন, চিরতা, পদ্মবীজ, কেশুর, পল্‌তা, কট্‌কী, অনন্তমূল, ভদ্রমুস্তক, ক্ষেত-পাপ্‌ড়া ও বাসক মিলিত /১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল বস্তিকর্ম্মে নস্যে পানে ও অভ্যঙ্গে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা পিত্ত রোগ প্রশমিত হয়। এই মৃণালাদ্য তৈলের ক্কাথ কল্কাদির সহিত ঘৃত পাক করিয়াও এইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ১৩৮—১৪০

ধুস্তূরাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের। ধুতূরা, আপাঙ্গ ও মানকচুর ক্ষার স্রাবিত জল ১৬ সের। কল্কার্থ—কুসুম লবণ ও ধুনা চূর্ণ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এইতৈল ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ও বাতরক্ত নাশক.॥ ১৪১

নাগবলা তৈল—তৈল ১৬ সের। ক্কাথার্থ—গোরক্ষ-চাকুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—তগর-পাদুকা ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ৫ পল। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের বস্তি প্রদান করিলে সাতদিনের মধ্যে প্রবল বাতরক্ত প্রশমিত হয়; ইহা পান করিলে দশ দিনের মধ্যে বাতরক্ত রোগী আরোগ্য লাভ করে। এই তৈলোত্তম অশ্বি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে ॥ ১৪২। ১৪৩

জীবকাদ্য মিশ্রক—মিলিত ঘৃত-তৈল /৪ সের। জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, অনন্তমূল, শতমূলী, যষ্টিমধু, গাম্ভারী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, দশমূল, পুনর্নবা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা ও পাষাণভেদী ইহাদের ক্কাথ ১৬সের এবং ইহাদেরই মিলিত কল্ক /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। আর প্রতুদ ও বিষ্কির পক্ষির বসা মজ্জা ও মাংস যাহা পাওয়া যায়, তাহা চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। ঐ মিশ্রক এবং এই দুগ্ধপক্ববসাদি সেবন করিলে বাতরক্ত এবং সর্ব্বদেহাশ্রিত সুঘোর বাতজ ব্যাধি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪৪—১৪৭

বালাতৈল শতপাক—তৈল /৪ সের। বেড়েলার কষায় ১৬ সের ও বেড়েলার কল্ক /১সের, এবং দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষ হইলে তৈল ছাকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার সেই তৈল ঐ বেড়েলার কষায় ও কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধসহ পাক করিবে। এইরূপে একশত বার পাক করিতে হইবে। এই শতপাক বলাতৈল বাতরক্তপিত্তনাশক। ইহা ধন্য, পুংসবন, শুক্রবর্দ্ধক এবং শুক্ররোগ, যোনিরোগ ও বাতরোগ প্রশমক ॥ ১৪৮।১৪৯

মধুকাদি তৈল—তৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—যষ্টিমধু ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শুল্‌ফা, শতমূলী, মূর্ব্বা, দুগ্ধিকা, অগুরু, রক্তচন্দন, শালপানি, হংসপদী জটামাংসী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, ভূঁইআমলা, ঋদ্ধি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবক ঋষভক, জীবন্তী, দারুচিনি, তেজপত্র, নখী, বালা, পুণ্ডরিকা কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কর্পূর ও ধনে প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল বাতরক্ত-পিত্ত-দাহ ও জ্বরনাশক এবং বল ও বর্ণকারক ॥ ১৫০—১৫৩

মধুকতৈল শতপাক—তৈল চারি সের, যষ্টিমধুর কল্ক ১ পল এবং দুগ্ধ ১৬ সের, যথাবিধি পাক করিবে। পাকশেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার সেই তৈল ঐ যষ্টিমধুর কল্ক ও চতুর্গুণ-দুগ্ধসহ পাক করিবে। এইরূপে একশতবার পাক করিতে হইবে। এই শতপাক মধুক তৈল ত্রিদোষ প্রদেয়। ইহা বাত-রক্ত-শ্বাস কাস-কামলা ও দাহনাশক এবং ধন্য ও পুংসবন ॥ ১৫৪ । ১৫৫

বলাতৈল—বেড়েলার কষায় কল্ক এব. সমপরিমিত দুগ্ধসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈলও শতবার বা সহস্রবার পাক করিলে তদ্দ্বারা বাতরক্ত বাতদুষ্ট রক্তদুষ্ট শুক্রদুষ্ট ও রজোদুষ্ট বিনষ্ট হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন, ইন্দ্রিয়গণের বৈমল্য কারক, জীবনবর্দ্ধক, বৃংহণ ও স্বরহিত ॥ ১৫৬ । ১৫৭

পুনর্নবা গুগ্‌ গুলু—পুনর্নবা মূল ১০০ পল (১২॥• সের), এরণ্ডমূল ১০০ পল, শুঁঠ ১৬ পল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংস (⁄৮ সের) শেষ থাকিতে নামাইয়া এবং ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে গুগ্‌গুলু ৮ পল প্রক্ষেপ করিয়া পুনঃ পাক করিবে। পাককালে এরণ্ডতৈল অর্দ্ধসের তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। আসন্ন পাকসিদ্ধি সময়ে তেউড়ীচূর্ণ ৫ পল, দন্তীমূল চূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চচূর্ণ ২ পল, ত্রিফলা ত্রিকটু ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেক ২ অর্দ্ধপল বা একপল, সৈন্ধব ভেলা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা এবং পুনর্নবা চূর্ণ একপল, তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে এই পুনর্নবা গুগ্‌গুলু ২ তোলামাত্রায় খাইবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত, সাতপ্রকার বৃদ্ধিরোগ, গৃধ্রসী এবং জঙ্ঘা-উরু-পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিগত প্রবল আমবাত প্রশমিত হয় ॥ ১৫৮—১৬২

শর্করাসমগুগ্‌গুলু—যবক্ষার, দেবদারু, সৈন্ধব, মুতা, ছোট এলাইচ, বচ, যমানী, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, ত্রিফলা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুইতোলা, গুগ্‌গুলু পাঁচপল, শর্করা পাঁচপল ; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তপ্ত ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। ইহা ভক্ষণে বাতরক্ত, উদর, ভগন্দর, প্লীহা, যক্ষ্মা, বিষমজ্বর, গরবিষ, শ্বিত্রকুষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকার ব্রণ, চিত্ত-বিভ্রম, মত্ততা, গৃধ্রসী, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠজাত উৎকট রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়। ইন্দ্রহস্তচ্যুত বজ্র যেমন দৃঢ়শৈলকুলকে আশু বিনষ্ট করে, এই গুগ্‌ গুলুও সেইরূপ কঠিন কঠিন রোগসমূহকে শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া থাকে। অশ্বিনির্ম্মিত এই গুগ্‌গুলু সেবন করিয়া অহিতকর অন্ন পান ও বিহার বর্জ্জন করিলে ইহা সর্ব্বকাল সুখপ্রদ নিরত্যয় ও রসায়ন হইয়া থাকে। এই ঔষধের হীন মাত্রা চারি মাষা, মধ্যম মাত্রা আট মাষা এবং শ্রেষ্ঠ মাত্রা বারমাষা। কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া রোগির পক্ষে যে মাত্রা উপযুক্ত হয়, সেই মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইবে। স্রংসনত্বহেতু (উর্দ্ধগত দোষের অধোনয়ন হেতু) অথবা গুরুত্বহেতু গুগ্‌গুলুর করণক্রম নির্দ্দেশ্য ॥ ১৬৩—১৬৯

অমৃতা গুগ্‌গুলু—গুলঞ্চ এক প্রস্থ (দুইসের), গুগ্‌গুলু অর্দ্ধপ্রস্থ (আটপল অর্থাৎ একসের), ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক একসের এই সমস্ত দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং পুনর্ব্বার সেই কষায় পাক করিবে ; ঘন হইলে নামাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে তাহাতে দন্তী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, দারুচিনি ও ত্রিফলা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধপল (চারিতোলা) এবং তেউড়ীচূর্ণ দুইতোলা প্রক্ষেপ দিবে। পরে অগ্নিবল বুঝিয়া দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ খাইবে। ইহা ভক্ষণে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টব্রণ, প্রমেহ, আমবাত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ আঢ্যবাত ও শোথ এই সকল বিনষ্ট হয় ॥ ১৭০—১৭৫

অমৃতা গুগ্‌গুলু—গুলঞ্চ তিনপ্রস্থ অর্থাৎ ছয় সের গুগ্‌গুলু একপ্রস্থ অর্থাৎ দুইসের, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেক দুইসের। এই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের থাকিতে

নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে তাহাতে দন্তীমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধপল (চারিতোলা) ও তেউড়ীচূর্ণ দুইতোলা, নিক্ষেপ করিবে। ইহা দ্বিতীয় অমৃতাগুগ্গুলু। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ খাইবে। ইহাই সেবনে অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টব্রণ, প্রমেহ, আমবাত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, আঢ্যবাত ও শোথ এই সকল রোগ প্রশমিত হয়। এই অমৃতা গুগ্গুলু অগ্নিকর্তৃক নির্ম্মিত।

গুড়, হিঙ্, শুঁঠ, মাংস, কুষ্মাণ্ড, গুলঞ্চ ও গুগ্গুলু ইহাদের এক প্রস্থের পরিমাণ ষোল পল। ১৭৬—১৮২

নবপুরাণ গুগ্গুলু লক্ষণ—যে গুগ্গুলু স্নিগ্ধ (চিক্কণ) সুবর্ণ-সঙ্কাশ, পাকা জামরুল প্রতিম, সুগন্ধি ও পিচ্ছিল, তাহাকে নূতন গুগ্গুলু বলিয়া জানিবে। আর যাহা শুষ্ক, দুর্গন্ধ ও বিবর্ণ তাহাকে পুরাণ গুগ্গুলু বলিয়া স্থির করিবে। পুরাণ গুগ্গুলু রোগিকে দিবে না ॥ ১৮৩।১৮৪

চন্দ্রপ্রভা গুটিকা—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চই, চিরতা, পিপুল মূল, মুতা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও সচল লবণ, যবক্ষার ও সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপ্পলী ও আতইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক কর্ষ, শিলাজতু ৮ পল, নিষ্পত্র বিশুদ্ধ গুগ্গুলু ২ পল, লৌহচূর্ণ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল ও ত্রিসুগন্ধি (দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ) প্রত্যেক ১ পল, এই সকল চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। ইহাই চন্দ্রপ্রভা গুটিকা নামে খ্যাত। এই গুটিকা সেবনে জ্বর, অতিসার, গ্রহণী রোগ, ষড়্বিধ অর্শঃ, ভগন্দর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, অগ্নিমান্দ্য, পিত্ত-কফ ও বায়ুজনিত রোগ সকল, নাড়ীব্রণ, মর্ম্মগতব্রণ, ক্ষতক্ষয়, গৃধ্রসী, যক্ষ্মা, প্রবল হস্তিমেহ, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রক্ষরণ ও উদরাময় এই সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়। মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া এই চন্দ্রসম প্রশস্ত গুটিকা সেবন করিলে তাঁহার প্রসাদে উক্ত সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই মহৌষধ সেবন করিয়া কোনরূপ পান-আহার পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না এবং শীতবাত আতপ ও মৈথুন বিষয়েও কোন নিষেধ নাই, অর্থাৎ যথেচ্ছ আহার বিহার করা যাইতে পারে। অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে এই ঔষধ সেব্য এবং ঔষধ সেবনান্তে তক্র ও দধিজল অনুপান করা কর্ত্তব্য। অথবা ছাগমাংসরস বা জাঙ্গলমাংসরস অথবা দুগ্ধ কিংবা শীতল জল অনুপেয়। এই ঔষধের প্রভাবে আটপ্রকার শুক্রদোষ ও বিংশতিপ্রকার মেহ প্রশমিত হয়। ইহা সেবনে বৃদ্ধও বলিপলিত নির্ম্মুক্ত হইয়া তরুণস্পর্দ্ধী হইয়া থাকে। এই চন্দ্রপ্রভা গুটিকোক্ত দ্রব্য সমূহের মধ্যে শিলাজতু গুগ্গুলু ও লৌহচূর্ণ একীকৃত করিয়া অগ্রে তত্তদ্ব্যাধিহর ক্বাথ দ্বারা অর্থাৎ চন্দ্রপ্রভা গুটিকা দ্বারা যে যে ব্যাধি বিনষ্ট হয় বলিয়া উক্ত হইল, সেই সেই ব্যাধিনাশক ক্বাথ দ্বারা বহুবার ভাবনা দিবে। ভাবনা দেওয়ার পর তাহা চূর্ণীকৃত করিয়া বিড়ঙ্গাদি চূর্ণের সহিত মিলিত করিবে। সমপরিমিত ধনে-পল্তার যূষের দ্বারাও প্রথমে শিলাজতুকে ভাবিত করিয়া লইতে হইবে ॥ ১৮৫—১৯৩

কৈশোর গুগ্গুলু—যুবা মহিষের নয়নোদরসন্নিভ গুগ্গুলু অর্থাৎ মহিষাক্ষ গুগ্গুলু /২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক /২ সের, গুলঞ্চ /৪ সের, ৬৪সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং হাতা দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ নাড়িতে থাকিবে। অগ্নিসন্তাপে অর্দ্ধেক জল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ ৩২ সের জল শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথ একটা লৌহপাত্রে পুনর্ব্বার পাক করিবে। গাঢ়ীভূত ও হিমশিলাপ্রখ্য হইলে উহা নামাইয়া ত্রিফলা চূর্ণ প্রত্যেক চারি চারি তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ১২ তোলা, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চচূর্ণ ৮তোলা তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া লইবে। (পাঠান্তর—উহাতে ঘৃত /১ সের মিশ্রিত করিবে)। উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য। অনুপান—চণকাদির যূষ দুগ্ধ বা সুগন্ধি জল। এই ঔষধ সেবন করিয়া সকল সময়েই যথেচ্ছ আহারবিহার করা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা শরীরনাশক একোল্বণ দ্ব্যুল্বণ বা ত্র্যুল্বণ ও দীর্ঘকালোৎপন্ন বাতরক্তও প্রশমিত হয়। ভগ্ন স্রুত বা পরিশুষ্ক দলিতত্বক্ বা বিদীর্ণ যে বাতরক্ত, তাহাও প্রশমিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ব্রণ কাস কুষ্ঠ গুল্ম শোথ গরবিষ পাণ্ডু মেহ অগ্নিমান্দ্য বিবন্ধ (মলবাতাদি বিবদ্ধতা) ও প্রমেহ পিড়কা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই গুগ্গুলু সতত সেবন করিলে কালক্রমে সকল

রোগই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঔষধসেবির জরা-দোষ অপগত হইয়া কৈশোরিকরূপ উৎপন্ন হয়। (ত্রিফলার প্রত্যেকটি এক এক গ্রন্থ "দুই দুই সের" এবং জল এক এক আঢ়ক অর্থাৎ ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ করিতে জল পরিমাণ ৬৪ সের লইতে হইবে। আর গুগ্‌গুলুর পাক গুড়পাকবৎ করিতে হইবে) ॥ ১৯৪—২০৩

ত্রিফলা গুগ্‌গুলু—ত্রিফলা, আতইচ, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, ফল্‌সা, খদিরকাষ্ঠ, আসন, নক্তাহ্ব (করম্‌চা), গুলঞ্চ, সোন্দাল, চিরতা, নিম, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও পল্‌তা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথের অর্দ্ধাংশ গুলঞ্চচূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করিয়া একটা নূতন ভাণ্ডে একরাত্রি রাখিয়া পরদিন ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর শিলাজতু ও গুগ্‌গুলু সমপরিমাণে লইয়া উহাদের ছয়গুণ উক্ত ক্বাথে সপ্তাহকাল ভাবনা দিবে। পরে ৮ পল শুক্ত ১ পল স্বর্ণমাক্ষিক এবং দুইপল ঘৃত ও মধু তাহাতে মিশ্রিত করিবে। ত্রিফলার ক্বাথ, পাত্‌লা মুদ্‌গ-যূষ বা জাঙ্গলমাংসরসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে অথবা জীর্ণ না হইতেই ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যথারোগ যথাসাত্ম্য সুসংস্কৃত মাংসরসের সহিত ও যূষের সহিত পুরাণ শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। এই ত্রিফলা গুগ্‌গুলু তিন সপ্তাহ কাল সেবন করিলে সুদারুণ বাতরক্ত বিনষ্ট হয়। ইহার বীর্য্যপ্রভাবে কুষ্ঠরোগ সকল এবং ব্রণ সকল শীঘ্র প্রশমিত হয়, শস্ত্রাদিদ্বারা কোন অঙ্গ ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে এই ঔষধ প্রভাবে তাহা সংযোজিত হইয়া থাকে ॥ ২০৪—২১২

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু—ত্রিফলার প্রত্যেকের ক্বাথ তিনপল, প্রত্যেকের চূর্ণও তিনপল, গন্ধকচূর্ণ ১ পল, গুগ্‌গুলু ৩ পল এবং এরণ্ডতৈল অর্দ্ধসের। এই সমস্ত একত্র করিয়া লৌহপাত্রে পাক করিবে। এই গুগ্‌গুলু সেবনে বাত, পিত্ত, কফ, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, দুর্জ্জয়শ্বাস, পঞ্চবিধকাস, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, শূল, উদর ও আমবাত বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ নিয়ত সেবন করিলে বলীপলিত নাশ হয়। ঘৃত তৈল ও মাংসরস সমন্বিত শালীযষ্টিক অন্ন পথ্য করিবে। সিংহনাদনামে খ্যাত এই গুগ্‌গুলু রোগরূপ হস্তির দর্পনাশক। ইহা অগ্নির দীপ্তিকর ॥ ২১৩—২১৯

দ্বিতীয় সিংহনাদ গুগ্‌গুলু—কটু তৈল মর্দ্দিত শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ সের, ত্রিফলার প্রত্যেক /২ সের, দুইদ্রোণ জলে অর্থাৎ ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং পোট্টলীস্থ গুগ্‌গুলুগুলি ঐ ক্বাথ জলে গুলিয়া তাহা পুনর্ব্বার পাক করিবে। আসন্ন পাক সিদ্ধিতে দন্তী, তেউড়ী, ত্রিকটু, রাখাল-শসার মূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, বচ, চুব্‌ড়ী আলু, মাণকন্দ এবং পারা ও গন্ধক (একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে।) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা করিয়া লইয়া সেই ক্বাথে প্রক্ষেপ করিবে। এবং পাক প্রায় সুসম্পন্ন হইয়াছে বুঝিয়া তাহাতে পুনর্ব্বার এক সহস্র জয়পাল ফলের চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। ইহার মাত্রা দুই মাষা পর্য্যন্ত, অনুপান—উষ্ণজলাদি। এই গুগ্‌গুলু সেবনে সন্ধিগত শিরোগত ও জানু-কটীগত সশূল আমবাত এবং অর্শের অতি রক্তস্রাব, বিষমজ্বর, মেহ, কুষ্ঠ ও ভগন্দর এবং মেদঃ, বায়ু ও শ্লেষ্মজাত-রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। এই গুগ্‌গুলু সেবন করিয়া যদি দাহ ও অত্যন্ত মলভেদ হয়, অপিচ তৎকৃত অন্য বহুবিকার না জন্মে, তাহা হইলে ঘোলের সহিত অন্ন ভোজন, উদ্বর্ত্তন, শীতল জলে স্নান ও শীতল শয্যায় শয়ন হিতকর। সিংহনাদ গুগ্‌গুলে অত্যন্ত ভেদ করায়, ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান্ ভিষক্ রোগি-শরীরে বল বিবেচনা করিয়া গুগ্‌গুলু সেবন করাইবেন। রোগির বল থাকিলে গুগ্‌গুলু ব্যবস্থা করিবে না। জয়পালফলকে যথাক্রমে জলে কাঁজীতে ও গব্যদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে, তৎপরে উহা চূর্ণ করিয়া ঔষধে ক্ষেপণ করিবে ॥ ২২০—২২৭

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু—আটপল কটুতৈলে মর্দ্দিত এবং শ্লথপোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ সের, ত্রিফলার প্রত্যেক /২ সের, দেড় দ্রোণ (৯৬ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং পোট্টলীস্থ গুগ্‌গুলুগুলি ঐ ক্বাথ জলে গুলিয়া তাহা পুনর্ব্বার পাক করিবে। আসন্নপাকসিদ্ধি সময়ে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, আমলকী, গুলঞ্চ, চিতা, তেউড়ী, দন্তী, বচ, ওল, মাণকন্দ, পারদ ও গন্ধক (পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া লইবে) এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ সময়ে সহস্রজয়পালচূর্ণ প্রক্ষেপ

দিয়া নামাইবে। ইহার মাত্রা ২ মাষা পর্য্যন্ত, অনুপান তপ্ত জলাদি। ইহা সেবনে অগ্নিপ্রদীপ্ত হইয়া বড়বানলসন্নিভ হয় এবং ধাতুবৃদ্ধি বয়োবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয়। ইহা দ্বারা আমবাত, শিরোগতবাত, গ্রন্থিবাত, ভগন্দর, জানুজঙ্ঘাশ্রিতবাত, কটীগ্রহ বেদনা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, কাণ্ডভগ্ন ও অস্থিভগ্ন তিমিররোগ, উদররোগ, অম্লপিত্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ গুদনাড়ীনির্গম, পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বিষমজ্বর, প্লীহা, শ্লীপদ, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, কামলা, শোথ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শূল ও অর্শঃ বিনষ্ট হয়। এই সিংহনাদ গুগ্‌গুলু মেদঃ কফ ও আমসঞ্জাতরোগরূপ হস্তির দর্পহারী। চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগে এই সিংহনাদাখ্য গুগ্‌গুলু অমৃতোপম॥ ২২৮—২৩৭

যোগসারামৃত—শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বিদ্ধড়ক, শ্বেতকুঁচ, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, পিপুল, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ ১০ পল করিয়া লইয়া তাহাতে ৫ পল চিনি মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করত একটি সুদৃঢ় ভাণ্ডে রাখিবে এবং তাহাতে ／৮ সের মধু, ／৪ সের ঘৃত এবং ত্রিসুগন্ধচূর্ণ (দারুচিনি তেজপত্র ও এলাইচ চূর্ণ) ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা যথাগ্নিবল ভক্ষণ করিয়া অভিলষিত ভক্ষ্য ভোজন করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বাতরক্ত, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কার্শ্য এবং পিত্তরক্তসম্ভূত ও বাতপিত্তকফ–সঞ্জাত রোগ সকল ও তৎকৃত অন্যান্য উপদ্রবসমূহ বিনষ্ট হয়। এই যোগরাসামৃত বাতরক্ত রোগকে এবং অন্যান্য রোগ সমূহকে বিনষ্ট করিয়া মানবকে বলীপলিত নির্ম্মুক্ত মেধাস্মৃতিবিভূষিত ধন্য ও পঞ্চবর্ষ শতায়ু করে। এবং লক্ষ্মী ও কীর্ত্তি বিবর্দ্ধন করিয়া থাকে॥ ২৩৮—২৪৩

ব্যায়াম মৈথুন, ক্রোধ, উষ্ণ, অম্ল ও লবণরস, দিবানিদ্রা অভিষ্যন্দি ও গুরুদ্রব্য বাতরক্তরোগী এই সকল পরিত্যাগ করিবে॥ ২৪৪

ইতি বাতরক্তাধিকার।

লটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মধ্যখণ্ডে দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।

ভাবপ্রকাশ।

মধ্যখণ্ড

তৃতীয় ভাগ।

শূলাধিকার।

শূলের সন্নিকৃষ্ট নিদান—শূল আটপ্রকার যথা পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার (বাতজ পিত্তজ কফজ), দ্বন্দ্ব দোষে তিন প্রকার (বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ), মিলিত ত্রিদোষ এক প্রকার (সান্নিপাতিক) এবং আমদোষ এক প্রকার ॥ ১

বাতিক শূলের বিপ্রকৃষ্ট নিদান, সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—ব্যায়াম, অশ্বাদিযানে ভ্রমণ, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, শীতল জলের অতিপান, মটর (বা খেঁসারী) মুগ অড়হর ও কোদ ধান্য ভক্ষণ, অত্যর্থ রুক্ষ সেবন, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, অভিঘাত, অতি কষায় ও তিক্তরস, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন ও বিরুদ্ধ ভোজন (মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি ভক্ষণ) শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক ভোজন, মল মূত্র বায়ু ও শুক্রের উপস্থিত বেগ ধারণ, শোক, উপবাস, অতি হাস্য ও অতি ভীষণ এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া হৃদয় পৃষ্ঠ পার্শ্ব ত্রিক ও বস্তি দেশে শূল উৎপাদন করে। এই বায়ুজনিত শূল ভুক্ত-অন্ন জীর্ণ হইলে এবং সায়ংকালে মেঘাগমে ও বর্ষাকালে এবং শীতকালে এবং শীত ঋতুতে গাঢ় কুপিত হয় অর্থাৎ ঐঐ সময়ে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই শূল মুহুর্মুহুঃ উপশম ও মুহুর্মুহুঃ প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে মল মূত্র ও অধোবায়ুর স্তম্ভন এবং তোদ ও ভেদবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বেদক্রিয়া, তৈলাদি মর্দ্দন বা হস্তাদি মর্দ্দন, এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভক্ষণ এই সকল দ্বারা বাতিক শূলের উপশম হয়।

টীকা। পণ্ডিতেরা হৃচ্ছূলের, পার্শ্বশূলের ও বস্তিশূলের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণও পাঠ করিয়া থাকেন। তদ্‌যথা—বায়ু কফপিত্তদ্বারা অবরুদ্ধ, রস দ্বারা বর্দ্ধিত এবং হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া শূল উৎপাদন করে। ইহাই হৃচ্ছূল নামে অভিহিত। এই শূলে শ্বাস প্রশ্বাসের অবরোধ হইয়া থাকে। পার্শ্বশূল—পার্শ্বস্থ কুপিত বায়ু কফকে নিগৃহীত করিয়া পার্শ্বদেশে সূচীবেধবদ্ বেদনা উৎপাদন করত যে শূল আনয়ন করে, তাহাই পার্শ্বশূল বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। এই শূলে উদরাধ্মান হয়, রোগী কেবল মুখ দিয়াই শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, আহার করিতে চাহে না এবং নিদ্রা যাইতেও পারে না। বস্তিশূল—অধোবায়ুর রোধ করিলে তাহা বস্তিকে (মূত্রাশয়কে) আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে। বস্তির পথে নাড়ীসমূহে শূল উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাই বস্তিশূল নামে কথিত। এই শূলে মলমূত্র ও বায়ুর অবরোধ হয় ॥ ২—৫

পৈত্তিকশূল—ক্ষার, অতিতীক্ষ্ণবীর্য্য-অতিউষ্ণবীর্য্য-অতিবিদাহীজনক দ্রব্য ভোজন, তৈলপান, নিষ্পাব (বরবটী বা শিম), তিল-কল্ক, কুলত্থ-কলায়ের যূষ, কটু ও অম্লরস, সৌবীর (সন্ধান

বিশেষ) ও সুরাবিকার (সুরাজাত খাদ্য বিশেষ), ক্রোধ, অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রম, আতপ, অতিমৈথুন ও অতিবিদগ্ধ আহার এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া আশু নাভিপ্রদেশে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও শোষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে, গ্রীষ্মকালে (পাঠান্তর ভুক্তান্নের পরিপাকাবস্থায়) ও শরৎ ঋতুতে পৈত্তিকশূলের অতি প্রকোপ হয়। শীত ঋতুতে ও শীতক্রিয়ায় এবং সুস্বাদু ও সুশীতল আহার দ্বারা পৈত্তিকশূলের উপশম হইয়া থাকে ॥ ৬—৮

শ্লৈষ্মিকশূল—আনূপভক্ষ্য অর্থাৎ বহুলজলদেশ জাত খাদ্য, বারিজ অর্থাৎ জলজাত শালূকাদি ভক্ষ্য, কিলাট, দধিবিকার, মাংস, ইক্ষুরস, পিষ্ট, কৃশরা (খিচুড়ী বিশেষ), তিলতণ্ডুল এবং অন্যান্য যাবতীয় কফজনক হেতু এই সকল কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে বমনবেগ, কাস, শরীরের অবসাদ, অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, কোষ্ঠ প্রদেশের স্তিমিতভাব ও মস্তকের গুরুতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। আহার করিবামাত্র এবং সূর্য্যোদয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে, শীত ও বসন্ত ঋতুতে শ্লৈষ্মিকশূল অতি মাত্র বৃদ্ধি পায়।

টীকা। দধির সহিত অপরিমিত দুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিলে তাহাতে দধিকূর্চ্চিকা ও তক্রের সহিত অপরিমিত দুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিলে তাহাকে তক্রকূর্চ্চিকা কহে। এবং সেই কূর্চ্চিকাদ্বয়ের পিণ্ডকে কিলাটক কহা গিয়া থাকে। "দুগ্ধবিকার" পায়সাদি। "পিষ্ট"—মাষাদি ॥ ৯। ১০

দ্বন্দ্বজশূল—দ্বিদোষ লক্ষণান্বিত শূলকে দ্বিদোষজ শূল বলিয়া জানিবে।

ত্রিদোষজ শূল—বাতাদি ত্রিদোষই মিলিত-হইয়া সান্নিপাতিক শূল উৎপাদন করে। সুতরাং ইহাতে ত্রিদোষেরই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে এবং সকল দেশেই (হৃদয় পৃষ্ঠ পার্শ্ব ত্রিক-বস্তি নাভি ও আমাশয়) শূল জন্মে। ইহা অতিকষ্টদায়ক এবং বিষ ও বজ্রসদৃশ ভয়াবহ। চিকিৎসকেরা ইহাকে অসাধ্য বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ১১

আমজশূল—এই শূলে আটোপ (উদরে গুড়-গুড় শব্দ), বমনবেগ, বমি, শরীরের গুরুতা, স্তৈমিত্য, আনাহ (মলবাতিকাদির বিবদ্ধতা), কফস্রাব এবং কফজশূলোক্ত লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

টীকা। আম হইতে যে শূল জন্মে, তাহাকে আমশূল কহে। এই শূল উৎপন্ন হইবার পরে ইহাতে বাতাদিদোষের সম্বন্ধ ঘটে। এই জন্যই এই শূলের অষ্টমত্ব উক্ত হইয়াছে। আমশূল অগ্রে আমাশয়ে জন্মে, পশ্চাৎ তাহাতে যে দোষের সম্বন্ধ ঘটে, সেই দোষের নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে অর্থাৎ বস্তি নাভি হৃদয় পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি দোষোপযোগি-স্থান সকলে প্রকাশ পায় ॥ ১২

আমশূলের দোষ বিশেষে দেশ বিশেষ কথিত হইতেছে—আমজশূল বাতাত্মক হইলে বস্তিদেশে, পিত্তাত্মক হইলে নাভি প্রদেশে, কফাত্মক হইলে সর্ব্বদেশে অর্থাৎ হৃদয়-পৃষ্ঠ-পার্শ্ব-ত্রিক-বস্তি-নাভি ও আমাশয়ে ক্রিয়া প্রদর্শন করে। কফবাতিকশূল, বস্তি হৃদয় কটী ও পার্শ্ব-দেশে (পাঠান্তর —বস্তি হৃদয় পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে); কফপৈত্তিকশূল, কুক্ষি হৃদয় ও নাভি মধ্যে এবং বাতপৈত্তিকশূল পূর্ব্বোক্ত বাতিক ও শ্লৈষ্মিকশূলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শূলে ভয়ঙ্কর জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয় ॥ ১৩। ১৪

তন্ত্রান্তরোক্ত আমশূল—অগ্নিমান্দ্য সময়ে যদি অতিমাত্র ভোজন করা যায়, তাহা হইলে সেই ভুক্ত-অন্ন সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া কোষ্ঠ মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে এবং বায়ু তাহাকে আবরণ করিয়া অবস্থান করে। যে অন্ন পাক প্রাপ্ত না হয়, তাহা অতিশয় শূল উৎপাদন করে। এই শূলে মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান, বিদাহ, বমনবেগ, বিলম্বিকা, কম্প, বমি, অতিসার ও প্রমোহ উপস্থিত হয়। মনীষিগণ এই শূলকে অবিপাকোদ্ভব অর্থাৎ আমোদ্ভব শূল বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ১৫—১৭

শূলের উপদ্রব—বেদনা, অতিতৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, আনাহ, গুরুতা, অরুচি, কাস, শ্বাস, বমি ও হিক্কা, এইগুলি শূলের উপদ্রব ॥ ১৮

সাধ্যত্বাদিক—এক দোষজ শূল সাধ্য দ্বিদোষজ কষ্টসাধ্য এবং ত্রিদোষজ শূল অসাধ্য; ইহা অতি ভয়ঙ্কর ও বহু উপদ্রবান্বিত হইয়া থাকে ॥ ১৯

অরিষ্ট লক্ষণ—বেদনা, অতিতৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, আনাহ, গুরুতা, জ্বর, ভ্রম, অরুচি, কৃশত্ব ও বলহানি, যে শূলরোগির এই দশটি উপদ্রব উপস্থিত হয়, সে রক্ষা পায় না ॥ ২০

শূলের ভেদ—পরিণাম শূল। বায়ু নিজ প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত ও বলবান্ হইয়া কফপিত্তের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আবৃত

করিয়া পরিণাম শূল উৎপাদন করে। ভুক্তদ্রব্যের পরিণামাবস্থায় অর্থাৎ পরিপাক সময়ে এই শূল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে পরিণামজ শূল কহা যায়। ইহার লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।—বাতজ পরিণাম শূলে উদরাধ্মান, আটোপ (উদরে গুড়্‌গুড় শব্দ), মলমূত্রের বিবদ্ধতা, অরতি (অস্বস্থচিত্ততা) ও কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ সেবন দ্বারা ইহার উপশম হইয়া থাকে। পৈত্তিক পরিণাম শূল—কটু, অম্ল ও লবণরস সেবনে উৎপন্ন হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, অস্বস্থচিত্ততা ও ঘর্ম্ম এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই শূল শীতক্রিয়ায় উপশমিত হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক পরিণাম শূলে বমি বমনবেগ ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। ইহাতে বেদনা অল্প কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী। কটু তিক্ত সেবন দ্বারা এই শূলের উপশম হইয়া থাকে। পরিণাম শূলে দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে দ্বিদোষজ এবং তিনদোষের লক্ষণ সংঘটিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষজ পরিণামশূলে যদি রোগির বল মাংস ও অগ্নি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে ॥২১-২৬

অন্নদ্রব নামক শূল বিশেষ- ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে বা পরিপাককালে অথবা অপক্কাবস্থাতেই অর্থাৎ সর্ব্ব সময়েই যে শূল উপস্থিত হয়, এবং যাহা পথ্য বা অপথ্য প্রয়োগ, ভোজন বা অভোজনে অথবা কোন নিয়মে উপশম প্রাপ্ত না হয়, তাহাকেই অন্নদ্রব শূল কহা যায়।

টীকা। অন্নদ্রব শূলের যখন চিকিৎসাভিধান আছে, তখন ইহাকে অসাধ্য বলা যায় না, চিকিৎসা দ্বারা ইহার প্রশম হইতে পারে ॥ ২৭

শূলের চিকিৎসা—বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষার, চূর্ণ ও গুটিকা, শূলশান্তি নিমিত্ত এই গুলি প্রশস্ত। স্নেহস্বেদ দ্বারা বাতশূলের চিকিৎসা করিবে। অল্পশূলগ্রস্ত ব্যক্তির স্বেদই সুখকর ॥ ২৮। ২০

মৃত্তিকাস্বেদ—সজল মৃত্তিকা অর্থাৎ কাদা অগ্নিতে উত্তপ্ত এবং তাহা পোট্টলী বদ্ধ করিয়া শূল রোগিকে স্বেদ দিবে ॥ ৩০

কার্পাসাস্থ্যাদি স্বেদ—কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল, যব, এরণ্ডমূল, মসিনা (তিসি), পুনর্নবা ও শণবীজ এই সমস্ত দ্রব্য মিলিতই হউক বা ইহাদের এক একটিই হউক, কাঁজীতে পেষিত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিলে কূর্পর (কণুই), উদর, মস্তক, স্ফিক্ (পাছা), জানু, পাদাঙ্গুলি গুল্ফ, স্কন্ধ ও কটীদেশের শূল প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা বাতশূল নিঃশেষে নিবারিত হইয়া থাকে।

তিল বাঁটিয়া পিণ্ডাকার করত সেই পিণ্ড উদরোপরি ভ্রামিত করিলে (বুলাইলে) আশু দুস্তর জঠরশূল নিবারিত হয়। ময়নাফল কাঁজীতে বাঁটিয়া নাভিতে তাহার প্রলেপ দিলে শূল প্রশমিত হয়। শুঁঠ ও এরণ্ড মূল ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথে হিঙ্‌ ও সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদ্যঃ শূল নিবারিত হয়।

গুড়, শালিতণ্ডুলের অন্ন, যবক্ষার, ঘৃতপান, বিরেচন ও জাঙ্গল মাংস, পিত্তশূল রোগির এই গুলি ভেষজ। মণিনির্ম্মিত বা তাম্রনির্ম্মিত একটি প্রশস্ত পাত্র জলপূর্ণ করিয়া সেই পাত্র শূলস্থানে ধারণ করিবে। পৈত্তিক শূলে পিত্তহর বিরেচন, শশ ও লাবপক্ষির মাংস-রস এবং গুড় ও ঘৃত সংযুক্ত হরীতকী ভক্ষণ অথবা মধুসংযুক্ত আমলকী চূর্ণ প্রশস্ত।

কফজশূলে শালিতণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল মাংস, অরিষ্ট (মদ্য বিশেষ), কটুরস এবং মধুর সহিত পুরাণ গোধূম ব্যবস্থা করিবে।

লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল বিট্) পঞ্চকোল (পিপুল পিপুলমূল চই চিতামূল ও শুঁঠ) এবং হিঙ্ এই সকলের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে কফশূল নিবারিত হয়।

আমশূলে কফশূল নামক চিকিৎসা করিবে।—আমহর ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য সকল সেবন করিবে। ত্রিফলাচূর্ণে তীক্ষ্ণ লৌহ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহা ঘৃত ও মধুর সহিত খাইলে সকল শূল প্রশমিত হয়।

দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্‌ফা হিঙ্‌ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষিত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা শূল যুক্ত উদর প্রলিপ্ত করিবে। বিল্বমূল, এরণ্ডমূল চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণে হিঙ্‌ ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে সদ্যঃশূল নিবারিত হয়! বাতরোগান্তর্গত-আধ্মান-চিকিৎসায় যে নারাচ নামক রস লিখিত হইয়াছে, সেই নারাচ রস এবং অন্য বিরেচন ঔষধ শূলরোগে হিতকর ॥ ৩১—৪৩

কুষ্মাণ্ডক্ষার—কুষ্মাণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। পরে তাহা একটা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া একখান শরা দ্বারা হাঁড়ীর মুখ আবৃত

করিবে। তদনন্তর তাহা চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে অগ্নির জ্বাল দিবে। যখন হাঁড়ীর অভ্যন্তরস্থ কুষ্মাণ্ড দগ্ধ হইয়া কঠিন-অঙ্গারবৎ হইবে, তখন তাহা চুল্লী হইতে নামাইবে এবং শীতল হইলে চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ দুইমাষা পরিমাণে লইয়া তাহাতে শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন জলের সহিত ভক্ষণ করিলে মহাশূলাক্রান্ত রোগীও আরোগ্যলাভ করে, ইহাদ্বারা অসাধ্য শূলও প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪

পরিণাম শূলের চিকিৎসা—পরিণামশূল শান্তির জন্য প্রথমে লঙ্ঘন, বমন ও বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। বমন বিষয়ে বিধি—ময়নাফলের ক্বাথ মিশ্রিত দুগ্ধ, অথবা কান্তার-ইক্ষুর বা পৌণ্ড্রক ইক্ষুর বা কোষকার-ইক্ষুর রস, কিংবা নিমের ক্বাথ বা তিতলাউএর রস আকণ্ঠ পান করিয়া যথাবিধি বমন করিবে। বিরেচন যথা—তেউড়ীমূল চূর্ণ, দন্তীমূল চূর্ণ বা এরণ্ড তৈল দ্বারা বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে পক্তিশূল (পরিমাণশূল) সদ্যঃ নিবারিত হয়.॥ ৪৫—৫১

বিড়ঙ্গাদি মোদক—বিড়ঙ্গ-দানা, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতামূল এই সকলের চূর্ণ গুড়ের সহিত পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষ-জাত পরিণামশূল দূরীভূত হয় ॥ ৫২ । ৫৩

শুঁঠ তিল ও গুড় দুগ্ধে পেষণ করিয়া লেহন করিলে ত্রিরাত্র মধ্যে উগ্র পরিণামশূল নিবারিত হয়। শম্বূকের খোলা ভস্ম উষ্ণজলের সহিত খাইলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। (শম্বূক ভস্ম খাইবার পূর্ব্বে মুখাভ্যন্তর ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত করা কর্ত্তব্য)॥ ৫৪ । ৫৫

পথ্যাদি লৌহ—লৌহভস্ম, হরীতকী, পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ, ঘৃত ও মধুতে মাড়িয়া লেহন করিলে পরিণাম শূল অবশ্যই বিনষ্ট হয় ॥ ৫৬

নারিকেল ক্ষার—সজল নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূরিয়া তাহার বহির্ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা এক অঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলিপ্ত করিবে এবং রৌদ্রে সেই প্রলেপ শুকাইয়া ঘুটের আগুনে পুট পাক করিবে। অগ্নিযোগে প্রলেপের বর্ণ যখন লাল হইবে, তখন বুঝিবে যে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে। পাক সিদ্ধ হইলে নারিকেলের অভ্যন্তরস্থ লবণ সমন্বিত শস্য বাহির করিয়া পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় পিপুলচূর্ণ সহ ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা বাতিক-পৈত্তিক-শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক পরিণাম-শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৭।৫৮

অন্নদ্রব শূলের চিকিৎসা—অন্নদ্রব শূলে যে পর্য্যন্ত না কটু-তিক্ত-অম্ল অন্ন বমন করে, রোগী সে পর্য্যন্ত কিছুতেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। পিত্ত জীর্ণতা প্রাপ্ত হইবামাত্র শূল আশু প্রশমিত করিবে। বমন দ্বারা দুষ্ট অন্নাদি বহির্গত হইয়া যখন পিত্ত-বমন আরম্ভ হইবে এবং বিরেচন দ্বারা দুষ্ট মলাদি নির্গত হইয়া যখন কফ-বিরেচন আরম্ভ হইবে, তখনই বুঝিবে যে, বমন ও বিরেচন সম্যক্ হইয়াছে আর বমন বা বিরেচন কর্ত্তব্য নহে। জরৎ-পিত্তে (জীর্ণতা প্রাপ্ত পিত্ত বিষয়ে) যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহা অন্নদ্রব শূলে এবং অন্নদ্রবশূলে যে চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, তাহা জরৎপিত্তে প্রয়োগ করিবে। বমন-বিরেচন দ্বারা আমাশয় ও পক্কাশয় বিশুদ্ধ হইলে অন্ন-দ্রবশূল প্রশমিত হয়। লবণসংযুক্ত মাষেণ্ডরী (মাষ খণ্ড বিকৃতি, মাষকলাই কৃত খাদ্য বিশেষ) তৈল বা ঘৃতে পাক করিয়া অন্ন-দ্রবশূল পীড়িত ব্যক্তিকে খাইতে দিবে। অন্নদ্রব-শূলে আমলকীচূর্ণ লৌহচূর্ণের বা যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া এবং তাহাতে মধু মিশাইয়া রোগিকে খাইতে দিবে। শ্যামাধান্যের বা কোদ্ ধান্যের অথবা প্রিয়ঙ্গু ধান্যের তণ্ডুল দুগ্ধসহ পাক করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। সেই পায়স অন্নদ্রব শূলে হিতকর। গুড় সংস্কৃত পক্কান্ন, শূরণকন্দ (ওল), কুষ্মাণ্ড, কলায়ের ছাতু, যবের ছাতু বা খৈয়ের ছাতু অথবা কুলত্থ কলায়ের ছাতু কিংবা দধির সহিত দধিসংস্কৃত অন্ন অথবা ছোলার ছাতু ও কোদ্ধানের অন্ন, অন্নদ্রবশূলে ভোজন করিবে। অথবা ঘৃত, গুড় বা চিনি ও শীতল দুগ্ধ ইহাদের সহিত গোধূম চূর্ণ (ময়দা) মৃদিত এবং অগ্নিতে পক্ক করিয়া সেই গোধূম মণ্ডক ভক্ষণ করিবে।

অন্নদ্রব শূল উৎকট ব্যাধি, ইহা দুশ্চিকিৎস্য ও দুর্বিজ্ঞেয়, অতএব ইহার প্রশমনে পরম যত্ন করিবে। অন্নদ্রবশূলে ও জরৎপিত্তে অগ্নি মন্দ হয়, অতএব ইহাতে মাত্রাহীন (অল্পমাত্রায়) পান ভোজন করাইবে।

মটর, যব, গোধূম, শ্যামাধান্য, কোদ্ধান্য, রাজ-মাষ (বরবটী), মাষকলাই, কুলত্থকলায়, কঙ্গুধান্য, শালিধান্য, দধিলুপ্তরস দুগ্ধ (দধিসংযোগে লুপ্ত হইয়াছে প্রকৃত রস যে দুগ্ধের অর্থাৎ দধিসংযুক্ত দুগ্ধ), গব্যঘৃত, মাহিষঘৃত এবং বেতোশাক, কার-

বেল্লী (ছোট উচ্ছে), কাঁক্রোল এবং ময়ূর, হরিণ, রোহিতাদিমৎস্য ও কপিঞ্জল (চাতকপক্ষী) এই সমস্ত অন্নদ্রবশূলরোগে প্রশস্ত ॥ ৫৯—৭২

গুড়মণ্ডূর—গুড় একপল, আমলকীচূর্ণ এক পল, হরীতকীচূর্ণ একপল ও মণ্ডূরচূর্ণ তিনপল ; এই সকল দ্রব্য মধু ও ঘৃতে আলোড়ন করিয়া ভোজনের আদিতে মধ্যে ও অন্তে দুইতোলা মাত্রায় খাইবে। ইহা সেবন দ্বারা অন্নদ্রবশূল, জরৎপিত্ত, অম্লপিত্ত ও সংবৎসরজাত পরিণামশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৭৩—৭৫

শূলরোগী ব্যায়াম, মৈথুন, মদ্য, লবণ, কটুরস, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শোক, ক্রোধ ও দাইল ত্যাগ করিবে ॥ ৭৬

ইতি শূল পরিণামশূল অন্নদ্রবশূল ও জরৎপিত্তাধিকার।

উদাবর্ত্তানাহাধিকার।

উদাবর্ত্তের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—অপান বায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু, হাঁচী, উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উচ্ছ্বাস ও নিদ্রা এই সকলের বেগ ধারণে উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে ॥ ১

উদাবর্ত্তের সামান্য লক্ষণ—যে রোগে বায়ুর আবর্ত্ত (গমন) উর্দ্ধদিকে হয়, তাহাকে চিকিৎসকেরা উদাবর্ত্ত কহেন। উদাবর্ত্ত রোগে বায়ুই প্রধান ॥ ২

বাতনিরোধজ উদাবর্ত্ত—অধোবায়ুর বেগধারণ করিলে মল মূত্র ও বায়ুর অপ্রবর্ত্তন, উদরাধ্মান, ক্লম (বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ), উদরে বেদনা এবং জঠরে বাতজ অন্যান্য রোগ (তোদ-শূল-গুল্মাদি) হইয়া থাকে ॥ ৩

পুরীষ নিরোধজ উদাবর্ত্ত—মলবেগ-রোধ করিলে উদরে সবেদন গুড়গুড় শব্দ, শূলবদ্‌বেদনা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মলের অপ্রবর্ত্তন ও উদ্গার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কখন কখন বা মুখ দিয়া মলনির্গম পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ॥ ৪

মূত্রনিগ্রহজ উদাবর্ত্ত—মূত্রের বেগধারণ করিলে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে শূলনি, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া এবং বেদনাধিক্য হেতু শরীরের নমন (নুইয়া পড়া) ও বঙ্ক্ষণদ্বয়ে আকর্ষণবৎ ব্যথা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয় ॥ ৫

জৃম্ভানিরোধজ উদাবর্ত্ত—জৃম্ভার বেগ ধারণ করিলে বাতাত্মক মন্যাস্তম্ভ, গলস্তম্ভ, শিরোরোগ এবং নেত্র-নাসা-মুখ ও কর্ণগত তীব্র রোগ সকল জন্মিয়া থাকে ॥ ৬

অশ্রুনিরোধজ উদাবর্ত্ত—আনন্দহেতু বা শোকহেতু নেত্রে অশ্রুজল আগত হইলে যদি তাহা ত্যাগ না করা যায়, তাহা হইলে মস্তকের গুরুতা এবং তীব্র নেত্ররোগ ও পীনস উপস্থিত হয় ॥ ৭

ক্ষবথুনিরোধজ উদাবর্ত্ত—ক্ষবথুর অর্থাৎ হাঁচির বেগ রোধ করিলে মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত, আধ্‌কপালে এবং ইন্দ্রিয় সকলের দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকে ॥ ৮

উদ্গারনিরোধজ উদাবর্ত্ত—উদ্গারের বেগরোধ করিলে কণ্ঠ ও মুখের পরিপূর্ণতা (কবল দ্বারা যেন মুখের ও কণ্ঠের পূর্ণতা), হৃদয়ে ও আমাশয়ে সূচীবেধবদ্ বেদনা, উদরে অব্যক্ত শব্দ (কোন মতে অব্যক্তভাষণ), বায়ুর অপ্রবর্ত্তন (উচ্ছ্বাসাদি নিরোধ), এবং বায়ুজনিত বিবিধপীড়া হিক্কাদি) উপস্থিত হয় ॥ ৯

বমননিরোধজ উদাবর্ত্ত—বমির বেগধারণ করিলে কণ্ডূ, কোঠ, অরুচি, ব্যঙ্গ (মেচেতা অর্থাৎ মুখে কাল কাল দাগ হওয়া), শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বমনবেগ ও বিসর্প এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ১০

শুক্রনিরোধজ উদাবর্ত্ত—শুক্রের বেগধারণ করিলে মূত্রাশয়ে, গুহ্যদেশে ও অণ্ডকোষে শোথ ও বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রক্ষরণ এবং বাত-কুণ্ডলিকাদি রোগসমূহ উৎপন্ন হয় ॥ ১১

ক্ষুধাবিঘাতজ উদাবর্ত্ত—ক্ষুধার বেগধারণ করিলে তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তি এবং দৃষ্টির দুর্ব্বলতা জন্মিয়া থাকে।

তৃষ্ণাবিঘাতজ উদাবর্ত্ত—তৃষ্ণানিরোধে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, শ্রবণশক্তির অবরোধ এবং হৃদয়ে ব্যথা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ১২

শ্বাসনিরোধজ উদাবর্ত্ত—পরিশ্রান্ত ব্যক্তি শ্বাসরোধ করিলে তাহার হৃদ্রোগ মোহ অথবা গুল্ম-রোগ উপস্থিত হয়।

নিদ্রাবিঘাতজ উদাবর্ত্ত—নিদ্রা রোধে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রকুট্টন), চক্ষুঃ ও মস্তকের অতি গুরুত্ব অথবা তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয় ॥ ১৩

বেগরোধজ উদাবর্ত্তের লক্ষণ লিখিত হইল, এক্ষণে রুক্ষাদি সেবনহেতু কুপিত বায়ুজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণাদি কথিত হইতেছে।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু রুক্ষ-কষায়-কটু ও তিক্ত ভোজন হেতু কুপিত হইয়া সদ্যঃ উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদন করে ॥ ১৪

সম্প্রাপ্তি—ঐ কুপিত বায়ু বাত-মূত্র-পুরীষ-অশ্রু-কফ ও মেদোবহ স্রোত সকলকে আবরণ এবং পুরীষকে শোষণ করে। তাহাতে রোগী হৃচ্ছূল ও বস্তিশূলে আর্ত্ত এবং বিবমিষা ও অস্বাস্থ্যে কাতর হয়, অতি কষ্টে তাহার মলমূত্র ও অধোবায়ুর নির্গম হইয়া থাকে। শ্বাস, কাস প্রতিশ্যায়, দাহ, মোহ, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম (যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান), শ্রবণবিভ্রম (অন্যথা শ্রবণ) এবং বাতপ্রকোপজ অন্যান্য বহু পীড়া ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ১৫—১৭

অসাধ্য লক্ষণ—উদাবর্ত্ত রোগী তৃষ্ণা ও বমিতে পরিক্লিষ্ট, শূলে উপদ্রুত এবং ক্ষীণ হইলে অথবা পুরীষ বমন করিলে মতিমান্ ভিষক্ তাহাকে ত্যাগ করিবেন ॥ ১৮

আনাহের লক্ষণ—আম (অপক্ক আহার রস) বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত এবং বিগুণ বায়ু কর্ত্তৃক বিরুদ্ধ হইয়া যথাযথরূপে প্রবর্ত্তমান না হইলে তাহাকে আনাহ রোগ কহা যায় ॥ ১৯

আমজ আনাহ—আমসম্ভূত আনাহে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তক জ্বালা, আমাশয়ে শূলনি ও গুরুত্ব, হৃদয়ের স্তব্ধতা এবং উদ্গারের অপ্রবর্ত্তন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ২০

পুরীষসঞ্চয় জনিত আনাহ—পুরীষ সঞ্চয় জনিত আনাহে কটী ও পৃষ্ঠের স্তব্ধতা, মল ও মূত্রের রোধ, শূল, মূর্চ্ছা, পুরীষ বমন, শ্বাস এবং অলস রোগোক্ত লক্ষণসমূহ (আধ্মান বাতনিরোধাদি) উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২১

উদাবর্ত্তের চিকিৎসা—অধোবাত নিরোধ জনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ, ফলবর্ত্তি ও বস্তি হিতকর। পুরীষ বিঘাতজনিত উদাবর্ত্তে মলের বিবদ্ধতা ভঙ্গকারক ঔষধ ও পথ্য এবং ফলবর্ত্তি, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, স্বেদ ও বস্তি প্রশস্ত। মূত্রাবরোধজনিত উদাবর্ত্তে সজল দুগ্ধের সহিত বচচূর্ণ পান করিবে। অথবা দুঃস্পর্শার (কণ্টকারীর বা দুরালভার তুল্য-গুণ বলিয়া ইহাদের অন্যতরের) স্বরস কিংবা অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ পান করিবে। কাঁকুড়ের বীজ বাঁটিয়া তাহা লবণ সংযোগে লবণীকৃত করিয়া জলের সহিত পান করিবে। অথবা চিনি, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, দ্রাক্ষা বা যষ্টিমধু খাইবে। মূত্রবেগাবরোধজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী বিধি সর্ব্বথা প্রয়োগ করিবে। জৃম্ভাভিঘাতজ উদাবর্ত্তে স্নেহ, স্বেদ এবং বাতহর অন্যান্য বিধি সকলও ব্যবস্থা করিবে। অশ্রুধারণ-জনিত উদাবর্ত্তে নেত্র হইতে জলস্রাব করাইবে এবং সুখে নিদ্রা যাইবে এবং রোগির নিকট প্রিয় কথা সকল কহিবে। হাঁচীর বেগধারণজনিত উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণদ্রব্যের (মরিচ সর্ষপাদির) ঘ্রাণ ও নস্য এবং সূর্য্যদর্শন দ্বারা অবরুদ্ধ হাঁচীর প্রবর্ত্তন করিবে অর্থাৎ হাঁচিবে। ইহাতে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। উদ্গারের অবরোধ জনিত উদাবর্ত্তে স্নৈহিক ধূম ব্যবস্থা করিবে। বমন নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে বমন লঙ্ঘন বিরেচন ও তৈলাভ্যঙ্গ হিতকর। শুক্রবেগ-ধারণজনিত উদাবর্ত্তে চতুর্গুণ জল মিশ্রিত দুগ্ধ, বস্তি শুদ্ধিকর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিবে। অগ্নি-সন্তাপে সমস্তজল নাশ পাইয়া যখন দুগ্ধমাত্র শেষ থাকিবে তখন নামাইয়া সেই দুগ্ধ রোগিকে পান করাইবে এবং দুগ্ধপানানন্তর তাহাকে প্রিয় কামিনী-গণের সহিত রমণ করিতে দিবে। শুক্রোদাবর্ত্তি রোগির অভ্যঙ্গ, অবগাহ, মদিরা, কুক্কুটমাংস, শালি-তণ্ডুল, দুগ্ধ, নিরূহ ও মৈথুন হিতকর। ক্ষুধাবিঘাত-

জনিত উদাবর্ত্তে স্নিগ্ধ-উষ্ণ-লঘু রুচিজনক ও অল্প পরিমিত ভক্ষ্য এবং সুগন্ধি পুষ্প হিতকর। তৃষ্ণাবিঘাতজনিত উদাবর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার শীতল বিধি প্রশস্ত। এই উদাবর্ত্তে রোগী কর্পূরবাসিত সুশীতল জল অল্প অল্প করিয়া ধীরে ধীরে পান করিবে। শ্রমজনিত শ্বাস অবরোধ করিলে যে উদাবর্ত্ত জন্মে তাহাতে বিশ্রাম ও মাংসরস সমন্বিত অন্ন হিতকর। নিদ্রাবেগ ধারণ জনিত উদাবর্ত্তে চিনিসংযুক্ত দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে সংবাহন সুখজনক শয্যা, নিদ্রা ও প্রিয়কথা হিতকর॥ ২২—৩৫

রুক্ষাদিজনিত উদাবর্ত্ত চিকিৎসা

ফলবর্ত্তি—হিঙ্, মধু ও সৈন্ধব লবণ পেষণ করিয়া তাহাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এবং সেই বর্ত্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া গুহ্যে নিহিত করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয়॥৩৬

মদনফলাদিবর্ত্তি—ময়নাফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, গুড় ও দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিও গুহ্যমার্গে প্রণিহিত করিলে উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়॥ ৩৭

নারাচ চূর্ণ—চিনি ১ পল (৮ তোলা) তেউড়ী মূল চূর্ণ ২ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া আহারের পূর্ব্বে মধুর সহিত ২ তোলা পরিমাণে লেহন করিবে। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ গাঢ়পুরীষ উদাবর্ত্তে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই নারাচ নামক মধুরচূর্ণ নরপতিযোগ্য ঔষধ॥ ৩৮। ৩৯

গুড়াষ্টক—ত্রিকটু. পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণে গুড় মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবে। এই গুড়াষ্টক নামক ঔষধ বল বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহাদ্বারা উদাবর্ত্ত প্লীহা গুল্ম শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪০। ৪১

শুষ্কমূলকাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ শুষ্কমূলা বা কাঁচা মূলা (ব্যাখ্যান্তর আর্দ্রক), পুনর্নবা, বৃহৎপঞ্চমূল ও সোন্দালফল, মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে শীঘ্রই উদাবর্ত্ত নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪২

আনাহ-চিকিৎসা—উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগের কারণ ও কার্য্য তুল্য বলিয়া আনাহরোগে উদাবর্ত্তনাশক ক্রিয়া সকল করিবে। ইহার বিশেষ চিকিৎসাও বলিতেছি—তেউড়ীমূল, পিপুল ও হরীতকী যথাক্রমে দুইভাগ চারিভাগ ও পাঁচভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে। এই সকল চূর্ণের পরিমাণ যত হইবে, তাহাতে ততপরিমাণে গুড় মিশাইয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা সেবনে উল্বণ আনাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৩। ৪৪

ত্রিকটুকাদ্য বর্ত্তি—ত্রিকটু, সৈন্ধব, সর্ষপ, গৃহধূম (ঝুল), কুড় ও ময়নাফল এই সকলের চূর্ণ মধুতে বা গুড়ে পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠবৎ স্থূল বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া গুহ্যমার্গে ধীরে ধীরে প্রণিহিত করিয়া দিবে। ইহা দৃষ্টফল বর্ত্তি। এই বর্ত্তি প্রয়োগে আনাহ, উদরজ রোগ, জঠররোগ ও গুল্ম বিনষ্ট হয়॥ ৪৫। ৪৬

ইতি উদাবর্ত্তানাহাধিকার।

গুল্মাধিকার।

গুল্মের সন্নিকৃষ্ট-বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও সামান্য লক্ষণ।—মিথ্যা (অনুচিত) আহারবিহার দ্বারা বাতাদিদোষত্রয় অত্যর্থ কুপিত হইয়া কোষ্ঠমধ্যে গ্রন্থিরূপ গুল্ম উৎপাদন করে। গুল্ম পঞ্চবিধ।

টীকা। মিথ্যাবিহার—বলবান্ লোকের সহিত মল্লযুদ্ধ করণাদি। পঞ্চবিধ—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ ও রক্তজ। দ্বন্দ্বজ গুল্মত্রয় প্রকৃতি সমবেতত্ব হেতু পৃথক্ গণিত হয় নাই, যেমন অর্শঃ পৃথগ্ গণনা করা যায় নাই। কোষ্ঠ মধ্যে—হৃদয়

হইতে বস্তিপর্য্যন্ত কোন স্থানে। গ্রন্থিরূপ—গুটিকাকার ॥ ১

পঞ্চবিধত্ব—পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিনপ্রকার (বাতজ, পিত্তজ, কফজ), সমস্ত দোষে অর্থাৎ মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার (সান্নিপাতিক) এবং পুরুষদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের রক্তজ (ধাতুরূপ রক্ত হইতে জাত) একপ্রকার, সমুদায়ে এই পাঁচ প্রকার গুল্ম স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে ॥ ২

আর্ত্তবজ (ঋতুশোণিত জাত) গুল্ম—ঋতু শোণিত হইতেও এক প্রকার গুল্ম হয়, তাহা কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই হইয়া থাকে। কিন্তু ধাতুরূপ রক্তজাত গুল্ম পুরুষদিগের হয়, স্ত্রীদিগেরও হইয়া থাকে ॥ ৩

কোষ্ঠ ও স্থান নিয়ম—কথিত হইতেছে। গুল্মের পঞ্চবিধস্থান, যথা পার্শ্বদ্বয় হৃদয় নাভি ও বস্তি (মূত্রাশয়) ॥ ৪

গুল্মের সামান্য লক্ষণ—উর্দ্ধে হৃদয় এবং অধোদিকে নাভি (বস্তি) ইহার মধ্যে কোন স্থানে সঞ্চরণশীল বা অচল এবং কদাচিৎ পুষ্ট কদাচিদ্ বা অপুষ্ট এরূপ ভাবাপন্ন গোলাকার যে গ্রন্থি জন্মে, তাহাকে গুল্ম কহে।

টীকা। সামীপ্যহেতু এস্থলে নাভিশব্দে বস্তি হইবে। যেমন "গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে" একথা বলিলে এই বুঝিতে হয় যে, গঙ্গাতে অর্থাৎ গঙ্গা-সমীপে ঘোষ বাস করে। সেইরূপ নাভি বলায় নাভির সমীপস্থ বস্তিই বোদ্ধব্য। কারণ পূর্ব্বে বস্তিকেও গুল্মের আশ্রয় স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপর কোন কোন পণ্ডিত 'হৃদয় ও নাভির মধ্যে" "এপাঠ না পড়িয়া" 'হৃদয় ও বস্তির মধ্যে, এরূপ পাঠ পড়েন। অন্য কোন কোন পণ্ডিত বলেন—বস্তিতে গুল্ম জন্মে না, বিদ্রধি জন্মে, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কেন না বস্তিও গুল্মের স্থান। চরকে উক্ত হইয়াছে—"পার্শ্বদ্বয় হৃদয় নাভি ও বস্তি এই পাঁচটি গুল্মস্থান" ॥ ৫

পূর্ব্বরূপ—গুল্মরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে উদ্গার বাহুল্য, মলবদ্ধতা, ভোজনে অনভিলাষ, অক্ষমত্ব, অন্ত্রকূজন, আটোপ (উদরে সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি) উদরাধ্মান ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অরুচি, মলমূত্র ও অধোবায়ুর কষ্টে প্রবর্ত্তন, অন্ত্রকূজন, আনাহ এবং উর্দ্ধবাত (উদ্গারাদি) সকল গুল্মেই এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায় ॥ ৬।৭

বাতিক গুল্মের নিদান—রুক্ষ অন্নপান, বিষমাশন, অতি ভোজন, বিরুদ্ধ চেষ্টা (বলবদ্-বিগ্রহাদি), মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, শোকাভিঘাত (শোক দ্বারা মনোধিষ্ঠান হৃদয়ের অভিঘাত), বিরেচনাদি দ্বারা অতি মলক্ষয় এবং উপবাস এই-গুলি বাতগুল্মের হেতু ॥ ৮

বাতিক গুল্মের লক্ষণ—বাতিক গুল্মের অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই, কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে, কখন বা বস্তিদেশে অবস্থান করে। ইহার আকৃতিও সর্ব্বদা একরূপ থাকে না, কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ, কখন গোলাকার, কখন বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে ; ইহার বেদনারও স্থিরতা নাই, কখন অল্প বেদনা, কখন অধিক বেদনা, কখন সূচীবেধবদ্ বেদনা, কখন বা নানারূপ বেদনা হইয়া থাকে। ইহাতে মলবাতের বিবদ্ধতা, মুখ ও গলনালীর শোষ, শরীরের শ্যাববর্ণতা বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, এবং হৃদয়ে কুক্ষিতে পার্শ্বদ্বয়ে গাত্রে (পাঠান্তর স্কন্ধে) ও মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে। ভুক্তাহার জীর্ণ হইলে রোগের অধিক প্রকোপ, কিন্তু কিছু আহার করিলে প্রকোপের হ্রাস হয়। রুক্ষ আহার এবং কটু-তিক্ত-কষায় রস বাতগুল্মে উপশয় জনক (সুখকর) নহে ॥ ৯।১০

পৈত্তিক গুল্মের নিদান—কটু-অম্ল তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-বিদাহ ও রুক্ষ দ্রব্যভোজন, ক্রোধ, অতি মদ্য পান, রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ সেবন, আম, অভিঘাত ও দুষ্ট রক্ত এইগুলি পৈত্তিক গুল্মের হেতু ॥ ১১

পৈত্তিক গুল্মের লক্ষণ—জ্বর, পিপাসা, অবসাদ, দেহের লৌহিত্য, আহারের পরিপাক কালে অত্যন্ত বেদনা, ঘর্ম্মাগম ও বিদাহ এইগুলি পৈত্তিক গুল্মের লক্ষণ। পৈত্তিক গুল্ম ব্রণবৎ স্পর্শাসহ হইয়া থাকে ॥ ১২

শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুল্মের নিদান—শীতল গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, শারীর চেষ্টা রাহিত্য, সংপূরণ (উদরপূরণ, প্রচুর ভোজন) এবং দিবা নিদ্রা এইগুলি কফজ গুল্মের হেতু। আর বাতজাদি তিন প্রকার গুল্মের যে সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত হেতুই ত্রিদোষ গুল্মের জানিবে ॥ ১৩

শ্লৈষ্মিক গুল্মের লক্ষণ—স্তৈমিত্য, শীত-জ্বর, শরীরের অবসাদ, বমনবেগ, কাস, অরুচি, দেহের গুরুতা এবং কফের লিঙ্গ সমূহ (বেদনাল্পতা

অগ্নিমান্দ্যাদি) শ্লৈষ্মিক গুল্মে উপস্থিত হয়। যদিও বাতজাদি পাঁচ প্রকার গুল্মেরই উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি যেস্থলে উভয়বিধ দোষের নিদান ও লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইবে, তথায় ঔষধ কল্পনার্থ অর্থাৎ মিলিত চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত অপর আর তিন প্রকার দ্বন্দ্বজ গুল্ম নির্দ্দেশ করিবে ॥ ১৪।১৫

ত্রিদোষজ গুল্ম লক্ষণ—ত্রিদোষজ গুল্ম অত্যন্ত বেদনান্বিত, সর্ব্বদেহে দাহোৎপাদক, প্রস্তরবৎ কঠিন-উন্নত, শীঘ্রবিদাহী (শীঘ্র বিদগ্ধাজীর্ণ কারক), দারুণ (মারক) এবং মন শরীর অগ্নি ও বলের অপহারক। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

টীকা। মনের অপহারক অর্থাৎ মনের বৈকৃত্য কারক। শরীরের অপহারক অর্থাৎ শরীরের কৃশতা কারক। অগ্নির অপহারক অর্থাৎ অগ্নির বৈষম্য কারক। বলের অপহারক অর্থাৎ অসামর্থ্য কারক ॥ ১৬

আর্ত্তবরূপরক্তজ গুল্ম—প্রসবান্তে বা অপক্ক গর্ভপাতান্তে অথবা ঋতু প্রবর্ত্তন সময়ে যে স্ত্রী, অহিত আহার বিহার করে, তাহার অপথ্যাচরণহেতু বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত পরিগ্রহণ পূর্ব্বক গর্ভাশয়ে গুটিকাকার রক্ত গুল্ম উৎপাদন করিয়া থাকে। রক্তগুল্ম বেদনা ও দাহ বিশিষ্ট হয়। ইহাতে পিত্তগুল্মের তাবৎ লক্ষণই বিদ্যমান থাকে। এবং গর্ভ লক্ষণ সকলও প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ঋতুবন্ধ, মুখের পীতবর্ণতা, স্তনাগ্রের কৃষ্ণ বর্ণতা ও দোহদাদি (নানাবিধ আহারাদি স্পৃহা) হইয়া থাকে। গর্ভ হইতে রক্ত গুল্মের যে বিশেষ আছে তাহা বলিতেছি শুন। গর্ভ হস্তপদাদি প্রত্যেক অঙ্গ দ্বারা বিনা বেদনায় নিরন্তর স্পন্দিত হয়, কিন্তু রক্তগুল্ম তাহার বিপরীত, অর্থাৎ রক্তগুল্মে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাভাবে সমস্ত পিণ্ডটিই স্পন্দিত হয়, সর্ব্বদা স্পন্দন না হইয়া দীর্ঘকালান্তে স্পন্দিত হয় এবং স্পন্দন সময়ে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। উভয়ের এই প্রভেদ। পণ্ডিতেরা দশম মাস ব্যতীত হইলে এই স্ত্রীভব রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (কেহ কেহ বলেন গর্ভাশঙ্কাহেতুই পণ্ডিতগণ দশমাস অতীত হইলে রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অপরে বলেন—যখন গর্ভ ও রক্তগুল্মে উক্তরূপ প্রভেদ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তখন গর্ভাশঙ্কায় নয়, পুরাণত্বাভিপ্রায়েই পণ্ডিতগণ দশ মাসের পর চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"যদিও সকল রোগই পুরাণ হইলে কষ্টসাধ্য হয়, কিন্তু রক্তগুল্ম পুরাণ হইলে সুখসাধ্য হইয়া থাকে, ইহা কেবল রক্তগুল্ম ব্যাধিরই মাহাত্ম্য") ॥ ১৭-১৯

অসাধ্য লক্ষণ—গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া সর্ব্বোদরব্যাপী, কৃতমূল (রসরক্তাদিধাত্বাশ্রয়ী), শিরাব্যাপ্ত ও কূর্ম্মবৎ উন্নত হইলে এবং রোগী দৌর্ব্বল্য, অরুচি, বমনবেগ, কাস, বমন, অরতি, জ্বর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা ও প্রতিশ্যায় এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হইলে সে গুল্ম অসাধ্য জানিবে।

অপর অসাধ্য লক্ষণ—গুল্ম রোগে জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসার এবং হৃদয় নাভি হস্ত ও পাদে শোথ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগী বাঁচেনা।

অপর অসাধ্য লক্ষণ—শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি, অকস্মাৎ গুল্মের বিলয় ও দৌর্ব্বল্য এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে গুল্ম রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ২০—২৩

গুল্মের চিকিৎসা—বায়ুজনিত গুল্মে হরীতকী ও দুগ্ধসমন্বিত এরণ্ড তৈলের বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে স্নেহ স্বেদ প্রশস্ত। স্বর্জ্জিক্ষার কুড়চূর্ণ ও কেতকীক্ষার এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে বাতজগুল্মে তিত্তির ময়ূর কুক্কুট বক ও বর্ত্তক ইহাদের মাংস এবং ঘৃত শালিতণ্ডুলের অন্ন ও প্রসন্না (মদিরা বিশেষ) সেবন করিতে দিবে। পিত্তজ গুল্মে বিরেচনার্থ ত্রিফলার কাথ সহ তেউড়ী চূর্ণ, অথবা চিনি ও মধুসংযুক্ত কমলাগুঁড়ীর চূর্ণ, কিংবা দ্রাক্ষাসহ হরীতকী বা গুড়ের সহিত হরীতকী খাইবে। শ্লেষ্মগুল্মে বাতগুল্মোক্ত যোগ সকল প্রয়োগ করিবে। এবং কফনাশক অপর যোগ সকলও যথাযুক্তি ব্যবস্থা করিবে ॥ ২৪—২৮

হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ—হিঙ্, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, বচ, চই, চিতা, আকনাদি, শঠী, তিন্তিড়ী, লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল ও বিট্), ত্রিকটু (শুঠ পিপুল ও মরিচ), ক্ষারদ্বয় (যবক্ষার ও সাচিক্ষার),দাড়িমত্বক্, হরীতকী, পুষ্কর মূল অম্লবেতস, হবুষ ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ আদার রসে ও টাবালেবুর রসে সাতদিন করিয়া ভাবিত করিয়া (ভাবনা দিয়া) প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত পান করিলে গুল্ম, উদরাধ্মান, অর্শঃ, গ্রহণী, উদাবর্ত্ত, প্রত্যাধ্মান, গর (সংযোগজবিষ), উদর, অশ্মরী, তূণী, প্রতিতূণী, অরোচক, উরুস্তম্ভ, মতিভ্রম, মনোবিভ্রম, বাধির্য্য, অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা বিনষ্ট হয়। হৃদয়-কুক্ষি-বঙ্ক্ষণ-

কটী-জঠরাভ্যন্তর-বস্তি-স্তন-স্কন্ধ ও পার্শ্ব দেশের বাতশ্লেষ্মজ শূলেও এই অশ্বিনীসংহিতোক্ত হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ সেব্য ॥ ২৯—৩১

বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ত্রিদোষজ গুল্মকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ অগ্রে রোগির আত্মীয় স্বজনকে জানাইবে যে, ত্রিদোষজ গুল্মে নিষ্কৃতি লাভ করা বড়ই দুঃসাধ্য, তবে কালের কুটিলা গতি, কদাচিৎ কেহ বা আরোগ্য লাভ করিয়াও থাকে, চিকিৎসা না করিলে নিশ্চয়ই বিপদ্, চিকিৎসা করিলে কথঞ্চিৎ আশাও আছে, এই জন্য চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ত্রিদোষজ গুল্মে ত্রিদোষঘ্ন বিধি হিতকর।

শরপুঙ্খের ক্ষার ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া তাহা ৪ মাষা পরিমাণে খাইলে গুল্ম নাশ হয়। স্বর্জ্জিক্ষার ৪ মাষা (আধ তোলা) ও গুড় ৪মাষা মিলিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, এই বটিকা খাইলে গুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩২-৩৪

ক্ষারাষ্টক—পলাশের ক্ষার, মনসাসীজের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তেঁতুল ছালের ক্ষার, আকন্দের ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবশুঙ্গার ক্ষার এবং স্বর্জ্জিক্ষার এই আটটি ক্ষারের মিলনকে ক্ষারাষ্টক কহা যায়। এই ক্ষারাষ্টক গুল্মের নাশক এবং অজীর্ণের পাচক ॥ ৩৫

বজ্রক্ষার—সামুদ্রলবণ (করকচ লবণ), সৈন্ধব লবণ, কাচলবণ (কালালুণ), যবক্ষার, সচল-লবণ, সোহাগার খৈ ও স্বর্জ্জিক্ষার এই সকলের চূর্ণ সমান সমান পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে এবং তাহা মনসাসীজের আটায় ও আকন্দের আটায় তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া সূর্য্যতাপে শুকাইবে। পরে তাহা আকন্দপত্র বেষ্টিত করিয়া একটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া শরাবাদি দ্বারা হাঁড়ীর মুখ রুদ্ধ করিবে। তদনন্তর সেই হাঁড়ী চুল্লীতে বসাইয়া নীচে অগ্নির জ্বাল দিবে। আকন্দপত্র অন্তর্ধূমে দগ্ধ হইলে তাহা নামাইয়া পুনর্ব্বার উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরা ও চিতামূল এই সকল দ্রব্যও সমান সমান পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে উক্ত ক্ষার চূর্ণের সহিত এই সকল চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত ১ তোলা পরিমাণে পান করিবে। ইহা গুল্মে, শূলে, অজীর্ণে, শোথে, সর্ব্বপ্রকার উদররোগে, অগ্নিমান্দ্যে, উদাবর্ত্তে ও প্লীহারোগে পরম হিতকর। বাতাধিক্যে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, পিত্তাধিক্যে ঘৃতের সহিত, কফাধিক্যে গোমূত্রের সহিত এবং ত্রিদোষজে কাঁজীর সহিত এই ক্ষার সেব্য! ইহা বজ্রক্ষার নামে খ্যাত, ভগবান্ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক ইহা উক্ত। ইহাদ্বারা অজীর্ণ এবং অজীর্ণ-সম্ভূত রোগ সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৪২

সোরা অর্দ্ধতোলা এবং আদা অর্দ্ধতোলা একত্র খাইলে গুল্মনিবৃত্তি হয়। ঝিনুকভস্মের অর্দ্ধতোলা পরিমিত গুটিকা, অর্দ্ধতোলা পরিমিত গুড়ে বেষ্টিত করিয়া তাহা লেহন করিলে গুল্মরোগ প্রশমিত হয়। ঘৃতকুমারীর শাঁস ১ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে গব্যঘৃত এবং ত্রিকটু, হরীতকী ও সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গুল্মরোগিকে খাইতে দিবে।

শুষ্কমাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্কশাক, বৈদল (দাইল), আলু এব মধুর ফল সকল গুল্মরোগী পরিত্যাগ করিবে।

টীকা। বৈদলের নিষেধ থাকিলেও মাষকলাই ও কুলথ কলাইয়ের নিষেধ নাই, ইতি সুশ্রুত টীকা ॥ ৪৩—৪৬

রক্তগুল্ম-চিকিৎসা—রক্তগুল্মে স্নেহস্বেদ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ ও সিক্ত করিয়া স্নেহবিরেচন প্রয়োগ করিবে। শুল্ফা, করঞ্জছাল, দেবদারু, বামুন হাটী ও পিপুল ইহাদের কল্ক তিলের ক্বাথসহ পান করিলে রক্তজ গুল্ম বিনষ্ট হয়। আর্ত্তব শোণিতজ গুল্মে এবং রজোলোপে গুড় ঘৃত ত্রিকটু ও বামুনহাটী চূর্ণের সহিত তিলের ক্বাথ পান করিবে। মরিচ চূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হয়। মলভেদার্থ রক্তগুল্মিনীকে চিনি ও মধুর সহিত কমলা গুড়ীর চূর্ণ সেবন করিতে দিবে। রক্তগুল্ম রোগিণীদিগের রক্তপ্রভেদন অপর বিশেষ বলিতেছি শুন—পলাশ ক্ষার মিশ্রিত জলের সহিত ঘৃতপাক করিয়া রক্তগুল্মিনী তাহা পান করিলে, অথবা যবক্ষার ও ত্রিকটু চূর্ণসহ ঘৃত খাইলে রক্তস্রাব হয় ॥ ৪৭—৫১

ইতি গুল্মাধিকার।

প্লীহযকৃদধিকার।

প্লীহা শরীরের একটী অবয়ব বিশেষ; ইহার স্বরূপ—হৃদয়ের অধোভাগে বামপার্শ্বে প্লীহা অবস্থিতি করে। ইহা শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। মহর্ষিগণকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে,—প্লীহা রক্তবাহিশিরাসমূহের মূল ॥ ১

প্লীহার নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—কুলথকলাই মাষকলাই ও সর্ষপশাকাদি বিদাহিদ্রব্য এবং মাহিষ দধি প্রভৃতি অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজনশীল ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রদুষ্ট হইয়া প্লীহার অতিবৃদ্ধি করে। সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহাকে প্লীহরোগ কহা গিয়া থাকে। উদরের বামপার্শ্বে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই রোগে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার মন্দ মন্দ জ্বর হয়, অগ্নি মন্দ হয়, বল কমিয়া যায় এবং সে অতি পাণ্ডুবর্ণ ও কফপিত্তজনিত উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাকে ॥ ২। ৩

রক্তজপ্লীহা—ক্লম (বিনাশ্রমে শ্রান্তি), ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন), বিদাহ (গাত্রদাহ), বিবর্ণতা, গাত্রগুরুতা, মোহ ও উদরের রক্তবর্ণতা এইগুলি রক্তজ প্লীহার লক্ষণ ॥ ৪

পৈত্তিকপ্লীহা—জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ বিশেষতঃ গাত্রের পীতবর্ণতা এই গুলি পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ ॥ ৫

শ্লৈষ্মকপ্লীহা—শ্লেষ্মজনিত প্লীহা অল্প বেদনা যুক্ত, স্থূল, কঠিন ও গুরু (ভারী) হয়। ইহাতে রোগির অত্যন্ত অরুচি হইয়া থাকে ॥ ৬

বাতিকপ্লীহা—এই প্লীহায় নিত্য কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, নিত্য উদাবর্ত্ত (বায়ুর ঊর্দ্ধগমন) হয় এবং প্লীহা বেদনাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭

অসাধ্য প্লীহা—অসাধ্য প্লীহায় উক্ত ত্রিদোষ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৮

শরীরাবয়ব বিশেষ-যকৃতের স্বরূপ—হৃদয়ের দক্ষিণে অধোভাগে যকৃতের অবস্থান। যকৃৎও রক্ত হইতে জন্মে। উহা রঞ্জকপিত্তের স্থান ॥ ৯

যকৃদ্‌রোগ—প্লীহরোগের হেতুলক্ষণাদি যাহা, যকৃদ্ রোগেরও তাহাই জানিবে। উভয়ের বিশেষ এই—প্লীহা উদরের বাম পার্শ্বে, যকৃৎ দক্ষিণ-পার্শ্বে অবস্থিতি করে ॥ ১০

প্লীহ-চিকিৎসা—প্লীহশান্তির জন্য সমুদ্রজাত ঝিনুকভস্ম, অথবা পিপুলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিবে। আকন্দপত্র এবং সৈন্ধব লবণ একটা হাঁড়ী মধ্যে রাখিয়া শরাব দ্বারা হাঁড়ীর মুখ উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। অন্তর্ধূমে আকন্দ পত্রাদি দগ্ধ হইলে তাহা চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দধিজলের সহিত পান করিলে অতি দারুণ প্লীহা বিনষ্ট হয়। হিঙ্, ত্রিকটু, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব, টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে প্লীহশূল প্রশমিত হয়। পিপুলচূর্ণ পলাশক্ষারজলে ভাবিত করিয়া খাইলে প্লীহা ও গুল্ম প্রশমিত এবং অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়। শঙ্খনাভিচূর্ণ জামীর লেবুর রসের সহিত অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে কূর্ম্মসম বৃহৎ প্লীহাও নিঃশেষে প্রশমিত হইয়া থাকে। শরপুঙ্খার মূল বাটিয়া তক্রে আলোড়ন পূর্ব্বক পান করিলে নিশ্চয়ই প্লীহার শান্তি হয়। ইহাতে যদি প্লীহা শান্তি না হয়, তাহা হইলে পর্ব্বতও জলে ভাসিবে। সুপক্ক আমের রস মধুসহ পান করিলে নিশ্চয়ই প্লীহা প্রশমিত হয়। প্লীহাশান্তির জন্য শিমূল ফুল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহা একরাত্রি পর্য্যুষিত (বাসি) করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে রাইসর্ষপ চূর্ণসহ সেবন করিবে। যমানী, চিতা, যবক্ষার, পিপুলমূল, দন্তীমূল ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের দধিজলের মাংস রসের বা আসবের সহিত পান করিলে প্লীহরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১—১৯

যকৃদ্‌রোগ চিকিৎসা—প্লীহরোগের যে সকল চিকিৎসা উপদিষ্ট হইল, যকৃদ্‌রোগেও সেই সকল চিকিৎসা করিবে। যকৃদ্‌রোগে দক্ষিণ বাহুতে রক্তমোক্ষণ করিবে। করঞ্জের ক্ষার জলে স্রাবিত করিয়া তাহা প্রাতঃকালে বিড়ঙ্গ ও পিপুল চূর্ণ সহ যথাগ্নি পান করিলে যকৃৎ ও প্লীহা প্রশমিত হয় ॥ ২০—২১

ইতি প্লীহ যকৃদধিকার।

হৃদ্রোগাধিকার।

হৃদ্রোগের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—অতি উষ্ণ গুরু-অম্ল-কষায় ও তিক্তভোজন, শ্রম, অভিঘাত ও পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন এই সকলের সতত আচরণে এবং অতিচিন্তন ও মলমূত্রাদি-বেগধারণে হৃদ্রোগ জন্মে। হৃদ্রোগ পঞ্চবিধ, যথা—বাতিক পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও ক্রিমিজ ॥ ১

হৃদ্রোগের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—দুষ্ট দোষত্রয় হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ রসকে দূষিত করিয়া হৃদয়ে বাধা (দোষভেদে নানাবিধ পীড়া বা ভঙ্গবৎ পীড়া) উৎপাদন করে। ইহাকেই হৃদ্রোগ বলে ॥ ২

বাতিক হৃদ্রোগ—বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয় যেন ব্যথা দ্বারা বিস্তারিত, সূচী দ্বারা যেন বিদ্ধ, মন্থন দণ্ড দ্বারা যেন নির্ম্মথিত, করপত্রদ্বারা যেন দ্বিধাকৃত, শস্ত্র দ্বারা যেন স্ফুটিত এবং কুঠার দ্বারা যেন পাটিত হইতে থাকে ॥ ৩

পৈত্তিক হৃদ্রোগ—পৈত্তিক হৃদ্রোগে তৃষ্ণা, উষ্মা (কিঞ্চিৎ অন্তরোষ্ণ্য), দাহ (গাত্রসন্তাপ), চোষ (চূষণবৎ পীড়া), হৃদয়ে ক্লম (হৃদয়াকুলত্ব), ধূমায়ন (কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি), মূর্চ্ছা, এবং মুখের ক্লেদ (পচাবৎকিঞ্চিৎ দুর্গন্ধ) ও শোষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগ—হৃদয় কুপিত-কফ দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে অর্থাৎ কফজ হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে হৃদয়ের গুরুতা, কফস্রাব, অরুচি, স্তম্ভ (জড়তা) অগ্নিমান্দ্য এবং মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগ—ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতজাদি ত্রিবিধ হৃদ্রোগেরই লক্ষণ সকল সংঘটিত হয় ॥ ৬

ক্রিমিজ হৃদ্রোগের বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও সম্প্রাপ্তি—ত্রিদোষহেতু হৃদ্রোগে যে দুর্ব্বুদ্ধি লোভবশতঃ তিল ক্ষীর ও গুড়াদি ভক্ষণ করে, তাহার হৃদয়ের কোন এক স্থানে একটি গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্রন্থির রস পচিয়া সংক্লিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর সেই সংক্লেদ হইতে ক্রিমি সকল জন্মে ॥ ৭—৮

ক্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ—বমনবেগ, মুখস্রাব, তোদ, শূল, হৃল্লাস (হৃদয়স্থরসের বহির্গমনোন্মুখতা), অন্ধকার দর্শন, অরুচি, শ্যাবনেত্রতা ও যক্ষ্মা এই সকল লক্ষণ ক্রিমিজ হৃদ্রোগে উপস্থিত হয় ॥ ৯

হৃদ্রোগের উপদ্রব—ক্লোমের অর্থাৎ পিপাসা স্থানের সাদ (শোষ) ভ্রম ও মুখের শোষ এই সকল উপদ্রব সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগেই দৃষ্ট হয় এবং ক্রিমিজ হৃদ্রোগে এতদ্ব্যতীত শ্লৈষ্মিক ক্রিমিগণের যে যে উপদ্রব তাহাও ঘটিয়া থাকে ॥ ১০

হৃদ্রোগের চিকিৎসা—অর্জ্জুন বৃক্ষের ছালচূর্ণ, ঘৃতের দুগ্ধের বা গুড়মিশ্রিত জলের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয় এবং রোগী দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, শটী ও পুষ্করমূল ইহাদের চূর্ণ হৃদ্রোগনাশক। হরিণের শৃঙ্গ পুটপাকে দগ্ধ এবং তাহা পেষিত করিয়া গব্য ঘৃতের সহিত পান করিলে অতি কষ্টপ্রদ হৃচ্ছূল ও পৃষ্ঠশূল শান্তি প্রাপ্ত হয়। তৈল ঘৃত ও গুড়ের সহিত গোধূম ও অর্জ্জুনছালচূর্ণ পাক করিয়া তাহা ভক্ষণ ও দুগ্ধপান করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ছাগদুগ্ধ ও গব্য ঘৃতসহ গোধূম ও অর্জ্জুনছালচূর্ণপাক করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি মিশাইয়া খাইলে উৎকট হৃদ্রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১১—১৫

অর্জ্জুন ঘৃত—অর্জ্জুনছালের ক্বাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত সকল-হৃদ্রোগেই প্রয়োগ করিবে ॥ ১৬

বলাদ্য ঘৃত—বেড়েলা গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছালের ক্বাথ এবং যষ্টিমধুর কল্কসহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত খাইলে হৃদ্রোগ এবং বাতরক্ত ক্ষত ও রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয় ॥ ১৭

ইতি হৃদ্রোগাধিকার।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার।

মূত্রকৃচ্ছ্রের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—ব্যায়াম তীক্ষ্ণ ঔষধ ও রুক্ষ মদ্য ইহাদের প্রসঙ্গ অর্থাৎ সতত সেবন, নৃত্য, দ্রুত পৃষ্ঠযান (অশ্বাদিতে গমন), আনূপ মৎস্য অর্থাৎ প্রচুর জল দেশজ মাছ, পূর্ব্বাহার অজীর্ণে ভোজন ও অজীর্ণ এই সকল কারণে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র আটপ্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শল্যজ, পুরীষজ, শুক্রজ ও অশ্মরীজ ॥ ১

মূত্রকৃচ্ছ্রের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—পৃথক্ পৃথক্ দোষ বা মিলিত ত্রিদোষ স্ব স্ব প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত হইয়া বস্তিদেশে গমন পূর্ব্বক মূত্রমার্গকে পরিপীড়িত করিলে মানব অতিকষ্টে মূত্র ত্যাগ করে, ইহাকেই মূত্রকৃচ্ছ্র কহে ॥ ২

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র—বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্‌কী স্থান) বস্তি (মূত্রাশয়) ও মেঢ্রে (লিঙ্গে) তীব্র বেদনা উপস্থিত হয় এবং রোগী অল্প অল্প করিয়া মুহুর্মুহুঃ মূত্রত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৩

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র—পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যন্ত দাহ ও বেদনার সহিত পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র অতি কষ্টে মুহুর্মুহুঃ নির্গত হয় ॥ ৪

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র—কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গ ও বস্তিদেশে গুরুত্ব ও শোথ এবং মূত্র পিচ্ছিল হইয়া থাকে ॥ ৫

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র—সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উল্লিখিত ত্রিবিধ মূত্রকৃচ্ছ্রেরই লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য ॥ ৬

শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র—মূত্রবাহ স্রোত, কোন প্রকার শল্য দ্বারা (শলাকা কণ্টকাদিদ্বারা) ক্ষত বা মুষ্ট্যাদি প্রহারে অভিহত হইলে মূত্রমার্গাভিঘাত হেতু অতিদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। ইহার লক্ষণ বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের তুল্য ॥ ৭

পুরাষজ মূত্রকৃচ্ছ্র—পুরীষের বেগরোধ করিলে বায়ুবিগুণ হইয়া উদরাধ্মান, বাতশূল, মূত্ররোধ, উৎপাদন করে। ইহাকেই পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র বলে ॥ ৮

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র—বাতাদি দোষকর্তৃক শুক্র দূষিত এবং মূত্রমার্গে বিধাবিত হইয়া যে মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদন করে, তাহাকে শুক্রজমূত্রকৃচ্ছ্র বলে। ইহাতে বস্তি ও লিঙ্গে শূলনি এবং অতি কষ্টে সশুক্র মূত্র প্রবর্ত্তন হয় ॥ ৯

অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র—অশ্মরী হইতে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহাকে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র বলে। অশ্মরী হইতেও মূত্রকৃচ্ছ্র হয় এবং মূত্রকৃচ্ছ্রও অশ্মরীর পূর্ব্বে হইয়া থাকে। অশ্মরী ও শর্করা উহাদের উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ তুল্য জানিবে। তবে অশ্মরীর সহিত শর্করার যে ভেদ আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শুন। মূত্র শুক্র ও কফ ইহারা প্রথমে পিত্তদ্বারা পক্ক, পশ্চাৎ বায়ু দ্বারা শোষিত এবং কফ দ্বারা আশ্লিষ্ট হইয়া অশ্মরীরূপে পরিণত হয়। আবার সেই অশ্মরীই কারণবিশেষে কফসংশ্লেষ বিমুক্ত এবং শর্করাবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ডে বিভক্ত হইয়া মূত্রমার্গ দিয়া ক্ষরিত হইলে তাহাকেই শর্করা কহা গিয়া থাকে। (সেই শর্করা হইতেও দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে) ১০।১১

শর্করার উপদ্রব—হৃৎপীড়া, কম্প, কুক্ষিদেশে শূলনি, অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা ও সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র এইগুলি শর্করার উপদ্রব ॥ ১২

বাতকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে অভ্যঙ্গ, স্নেহবস্তি, নিরূহবস্তি, স্বেদ,উপনাহ, উত্তরবস্তি, পরিষেক এবং শালপানি প্রভৃতি বাতহর দ্রব্যের ক্বাথসহ মাংসপাক করিয়া সেই মাংস রস ব্যবস্থা করিবে। গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ শূলযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগিকে পান করিতে দিবে ॥ ১৩।১৪

পুনর্নবাদ্য মিশ্রক—পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, শতমূলী, রক্তচন্দন, শ্বেত পুনর্নবা, বেড়েলা, পাষাণভেদী (পাথর কুচা), দশমূল, কুলত্থকলাই ও যব ইহাদের ক্বাথে এবং এই সকল দ্রব্যেরই কল্ক ও লবণের সহিত তৈল ঘৃত বরাহবসা ও ভল্লূকবসা (মিশ্রিত) যথাবিধি পাক করিবে। এই মিশ্রক

উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বেদনা-বিশিষ্ট ব'তজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় ॥ ১৫।১৬

পিত্তকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতল পরিষেক, শীতল জলে অবগাহন, শীতল প্রলেপ, গ্রীষ্মবিহিত বিধি, বস্তি, দুগ্ধবিকার, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও ঘৃত ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৭

তৃণপঞ্চমূল—কুশ, কাশ, শরমূল, দর্ভমূল (উলুমূল) ও কৃষ্ণেক্ষুমূল এই পঞ্চতৃণ মূলের ক্বাথ পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক ও বস্তিবিশোধক ॥ ১৮

শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালীধান্যমূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর ইহাদের ক্বাথ করিবে। সেই ক্বাথ সুশীতল হইলে তাহাতে মধু ও চিনিসংযুক্ত করিয়া পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র রোগিকে পান করিতে দিবে। পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কাঁকুড়বীজ যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা বাঁটিয়া তণ্ডুল জলের সহিত পান করিবে। দারুহরিদ্রা মধুসংযুক্ত করিয়া আমলকীর রসের সহিত খাইতে দিবে। হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, পাষাণভেদী ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহবেদনা ও বিবদ্ধতা বিশিষ্ট মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় ॥ ১৯—২১

শতাবরী ঘৃত ও দুগ্ধ—শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল ও আমলকী ইহাদের সহিত যথাবিধি ঘৃত বা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে চিনি মিশাইয়া পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রয়োগ করিবে ॥ ২২

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত—গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশাদি (কুশ, কাশ, শর, উলু ও ইক্ষু, ইহাদের মূল) শতমূলী ও কাঁকুড় ইহাদের স্বরসে (তদভাবে ক্বাথে) যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া এবং তাহাতে অর্দ্ধাংশ গুড়সংযুক্ত করিয়া তাহা মূত্রকৃচ্ছ্রে অশ্মরীরোগে ও মূত্রাঘাতে প্রয়োগ করিবে। এই মহৌষধ সকল প্রকার অশ্মরীরোগেই প্রযোজ্য, ইহা অশ্মরীরোগ সমূহের অতিপ্রধান ঔষধ ॥ ২৩

কফমূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে, ক্ষার, উষ্ণ ও তীব্র ঔষধ এবং অন্নপান, স্বেদ, যবান্ন (যবকৃত খাদ্য), বমন, নিরূহ, তক্র এবং তিক্ত ঔষধের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে অভ্যঙ্গ ও পান ব্যবস্থা করিবে। ছোট এলাইচ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহা গোমূত্র, সুরা বা কদলীকন্দের রসের সহিত পান করিবে। ইহা কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। শালিঞ্চবীজ (গাববীজ) তক্রের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। কফমূত্রকৃচ্ছ্রে প্রবালচূর্ণ তণ্ডুলজলের সহিত পান করিবে। ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা ও গুগ্‌গুলু ইহাদের চূর্ণ মধুতে মাড়িয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা গোক্ষুরের ক্বাথের সহিত পান করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও প্রদর বিনষ্ট হয় ॥ ২৪—২৮

ত্রিদোষ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর স্থানানুসারে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য করিবে। ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যদি কফের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথমে বমন, যদি পিত্তের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিরেচন, যদি বায়ুর প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বস্তি প্রয়োগ করিবে। বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইচ্ছানুরূপ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র শর্করা ও বাতরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২৯—৩১

অভিঘাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—অভিঘাতোত্থ মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা সকল করিবে। ইহাতে মদ্য পান করিবে অথবা চিনি ও ঘৃত মিশ্রিত সিদ্ধ দুগ্ধ, কিংবা অর্দ্ধভাগ চিনিসংযুক্ত আমলকীরস, অথবা মধুমিশ্রিত ইক্ষুরস পান করিবে। ইহা সরক্ত মূত্রকৃচ্ছ্রেও পাতব্য ॥ ৩২

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে স্বেদ, চূর্ণক্রিয়া, অভ্যঙ্গ ও বস্তি প্রয়োগ করিবে। গোক্ষুরবীজের ক্বাথে যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র শীঘ্র বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শিলাজতু ও স্বর্ণমাক্ষিক, এলাচ ও হিং সংযুক্ত করিয়া লেহন করিবে। অথবা ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে। ইহা দ্বারা মূত্রদোষের বিশুদ্ধি ও শুক্রদোষের নাশ হইয়া থাকে। বৃষ্য সেবন দ্বারা অতিবর্দ্ধিত হইয়া যাহার শুক্রধাতু মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদন করে, তাহাকে মনোরমা প্রমদার সহিত রমণ করিতে দিবে।

ছাতিমছাল, সোন্দাল, কেঁউমূল, এলাইচ, নিমছাল, করঞ্জ, কুড়চীছাল ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে যবাগু পাক

করিয়া তাহা অথবা সেই ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেই মধুসংযুক্ত ক্বাথ পান করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক। কাঁকুড়বীজ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহা দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় কাঁজী ও সৈন্ধবের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়॥ গোক্ষুর, সোন্দাল, কুশ, কাশ, দুরালভা, পাষাণভেদী ও হরীতকী ইহাদের কল্কাদি মধুসহ সেবন করিলে মুমূর্ষু রোগিরও মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়। কণ্টকারীর অর্দ্ধসের স্বরসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রদোষ বিনষ্ট হয় এবং রোগী আরোগ্যলাভ করে। গোরক্ষচাকুলের ক্বাথ অশেষ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক। তিল, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত শসার বীজ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র দূরীভূত হয়। ত্রিফলা পেষণ করিয়া তাহা লবণসংযোগে লবণীকৃত করিয়া জলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ প্রশমিত হয়। যব, এরণ্ডমূল, তৃণপঞ্চমূল (কুশ, কাশ শর ইক্ষু ও উলুর মূল), পাথরকুচা, শতমূলী, গুগ্‌গুলু ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগিকে তাহা পান করিতে দিবে। কুশ, কাশ, ইক্ষু, শর ও উলু এই পঞ্চতৃণের মূল মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে ক্বাথাদিরূপে প্রযোজ্য। গুড়সংযুক্ত-আমলকী—বৃষ্য, শ্রমঘ্ন, তৃপ্তিপ্রদ, প্রিয় এবং পিত্ত-রক্ত-দাহ-শূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক। যবক্ষারে সমপরিমাণে চিনি মিশাইয়া খাইলে সকল মূত্রকৃচ্ছ্রই নিবারিত হয়। দ্রাক্ষা ও চিনি পেষিত করিয়া দধিজলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, অজাশৃঙ্গী, গুলঞ্চ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য এবং বল্লীপঞ্চমূল ইহাদের ক্বাথাদি মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। এলাইচ, পাষাণভেদী (পাথর কুচা), শিলাজতু, পিপুল, কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধবলবণ ও কুঙ্কুম ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলজলে আলোড়িত করিয়া পান করিলে মৃত্যুমুখপতিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীও আরোগ্যলাভ করে। জারিত লৌহচূর্ণ মধুতে মর্দ্দিত করিয়া তিনবার লেহন করিলে আশু মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই ৩৪—৪৮

পুনর্নবাদি যমকাবলেহ—পুনর্নবামূল এক শত পল (সাড়েবার সের), দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণমূল (চিনা খড় মূল) গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নাগেশ্বর, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, ইহাদের প্রত্যেক দশ দশপল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথে ৮ সের ঘৃত পাক করিবে। পাককালে তাহাতে যষ্টিমধু, আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক দুই দুই পল, যমানী অর্দ্ধসের, গুড় ত্রিশপল ও এরণ্ডতৈল ত্রিশ পল নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। সেই লেহ, রাজপুত্রদের, রাজাদের বা রাজার তুল্য ব্যক্তিদের এবং যাহাদের বহু স্ত্রী আছে ও যাহাদের পুরীষ অতি কঠিন, তাহাদের উপযুক্ত। এই অনিন্দিত (উৎকৃষ্ট) লেহ আহারের পূর্ব্বে সেব্য। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রে, কটীগ্রহে, মেঢ্র বঙ্ক্ষণ শূলে ও যোনি-শূলে এবং যথোক্ত গুল্মরোগে ও বাতরক্তে প্রশস্ত। এই ঔষধ বলকর, রসায়ন, শ্রীপ্রদ ও লাবণ্য সম্পাদক। এই এক প্রকার পুনর্নবাদি লেহ উক্ত হইল। আবার কেবল একশত পল পুনর্নবা মূল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে উক্তপরিমিত ঘৃত এবং প্রক্ষেপ্য দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ করিয়া অপর পুনর্নবাদি লেহ পাক করা গিয়া থাকে। ইতি সুকুমারকযমক পুনর্নবা লেহ। সামান্যবিধি। মূত্রাঘাতাদিবিধানও মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবস্থা করিবে॥ ৪৯—৫৫

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার।

মূত্রাঘাতাধিকার।

শরীরের রুক্ষতা এবং মূত্রাদির বেগধারণ হেতু বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া বাতকুণ্ডলিকাদি ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। (মূত্রকৃচ্ছ্রে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক কিন্তু বিবদ্ধতা অল্প; আর মূত্রাঘাতে বিবদ্ধ অধিক কিন্তু মূত্রনির্গমকালে যাতনা কম)।

বাতকুণ্ডলিকা—দেহের রুক্ষতা ও মূত্রাদির বেগ ধারণ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রকে আবৃত

করিয়া বেদনার সহিত বাতাবর্ত্তবৎ কুণ্ডলীকৃত হইয়া মূত্রাশয়েই সঞ্চরণ করিয়া থাকে। ইহাতে মূত্র অল্প অল্প অথবা বেদনার সহিত নির্গত হয়। ইহাকে বাত-কুণ্ডলিকা কহে। ইহা অতি কষ্টদায়ক ব্যাধি ॥ ১–৩

অষ্ঠীলা—কুপিত বায়ু মূত্রাশয় ও মলাশয়কে রুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তদন্তর্গত মূত্র ও মলকে নিরোধ করিয়া এব তাহাদিগকে (মূত্রাশয় ও মলাশয়কে) আধ্মাপিত করিয়া চলনশীল উন্নত সবেদন এবং মল-মূত্রনিরোধক অষ্ঠীলাকৃতি গ্রন্থি উৎপাদন করে। তাহাকেই মূত্রাষ্ঠীলা কহে ॥ ৪

বাতবস্তি—যে মূর্খ মূত্রের বেগরোধ করে, তাহার বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া বস্তির মুখ নিরুদ্ধ করে। বস্তির মুখ নিরুদ্ধ হওয়ায়, কাজে কাজেই মূত্রও নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এবং বায়ু ও কুক্ষি দেশে নিপীড়িত অর্থাৎ পিণ্ডিত হইয়া অবস্থিতি করে, ইহাকেই বাতবস্তি কহে। ইহা অতি কষ্ট সাধ্য ব্যাধি ॥ ৫।৬

মূত্রাতীত—দীর্ঘকাল মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া প্রস্রাব করিতে গেলে প্রস্রাব ত্বরায় নির্গত হয় না, অথবা মন্দ মন্দ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে মূত্রাতীত কহে ॥ ৭

মূত্রজঠর—মূত্রের বেগ অভিহত হইলে অপানবায়ু কুপিত হইয়া মূত্রাভিঘাতজ উদাবর্ত্তের হেতু হয় এবং উদরকে অতিশয় পূরণ করিয়া নাভির অধোভাগে তীব্রবেদনান্বিত আধ্মান উৎপাদন করে। ইহাকেই মূত্রজঠররোগ কহে। এই রোগে বস্তির অধোদেশ বিবদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮ । ৯

মূত্রোৎসঙ্গ—যে মূত্রাঘাতে বহির্গমনোন্মুখ মূত্র বস্তিদেশে বা লিঙ্গে অথবা লিঙ্গগ্রন্থিতে আসিয়া সংসক্ত হইয়া থাকে (আটকাইয়া থাকে) অথবা প্রবাহণ করিলে (অত্যন্ত কুন্থন করিলে) বস্তি প্রভৃতির গাত্র ভেদ হওয়ায় সরক্ত মূত্র বেদনার সহিত বা বিনা বেদনায় শনৈঃ শনৈঃ অল্প অল্প নির্গত হয়, তাহাকেই মূত্রোৎসঙ্গ কহে। ইহা বিগুণ বাতজ ব্যাধি।

টীকা। "প্রবাহণ"—হৃৎকণ্ঠবলে মলমূত্র ও বায়ুর সশব্দ অধঃপ্রেরণ, অর্থাৎ কুন্থন। সেই প্রবাহণ কুপিত বায়ু দ্বারা বস্ত্যাদির গাত্রভেদ হওয়ায় (ফাটিয়া যাওয়ায়) সরক্ত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে ॥ ১০।১১

মূত্রক্ষয়—রুক্ষ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বস্তিগত পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রক্ষয় করে। মূত্রক্ষয়ে বেদনা ও দাহ বিদ্যমান থাকে। ইহাই মূত্রক্ষয় রোগ নামে অভিহিত ॥ ১২

মূত্রগ্রন্থি—বস্তিমুখাভ্যন্তরে সহসা উৎপন্ন-অশ্মরী তুল্য বেদনান্বিত কঠিন গোলাকার যে ক্ষুদ্র-গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে মূত্রগ্রন্থি কহে

টীকা। অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থিতে প্রভেদ এই—অশ্মরী ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়. মূত্রগ্রন্থি সহসা জন্মে। অপর ভেদ এই—অশ্মরীতে পিত্তের আধিক্য, কিন্তু মূত্রগ্রন্থিতে রক্তেরই আধিক্য থাকে। যেহেতু তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—' বাতকফ দ্বারা রক্ত প্রদুষ্ট হইয়া বস্তিদ্বারে সুদারুণ গ্রন্থি উৎপাদন করে। সেই গ্রন্থিদ্বারা বস্তিদ্বার রুদ্ধ হওয়ায় অতিকষ্টে মূত্র নির্গত হয় ॥ ১৩

মূত্রশুক্র—মূত্রবেগাক্রান্ত ব্যক্তি মূত্রত্যাগ না করিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র স্বস্থানচ্যুত এবং বায়ু কর্ত্তৃক উর্দ্ধনীত হইয়া মূত্রণ সময়ে তাহা ভস্মমিশ্রিত জলের আকৃতিতে প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে নির্গত হইয়া থাকে। ইহারই নাম মূত্রশুক্র ॥ ১৪

উষ্ণবাত—ব্যায়াম, অধিক পথপর্য্যটন ও আতপসেবন এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত এবং বায়ুর দ্বারা আবৃত হইয়া বস্তিতে গমন পূর্ব্বক বস্তি লিঙ্গ ও পায়ুদেশে দাহ উৎপাদন করত পীত বা ঈষল্লোহিত অথবা সম্পূর্ণ লোহিত মূত্র অতি কষ্টের সহিত পুনঃ পুনঃ নিঃস্রাবিত করিয়া থাকে। ইহাকেই উষ্ণবাত কহে ॥ ১৫ । ১৬

মূত্রসাদ—যদি পিত্ত বা কফ, অথবা পিত্ত ও কফ উভয়ই বায়ুকর্ত্তৃক ঘনীকৃত হয়, তাহা হইলে শ্বেত পীত বা লোহিতবর্ণ কিংবা গোরোচনা বা শঙ্খচূর্ণ বর্ণ অথবা উল্লিখিত সমস্ত বর্ণ বিশিষ্ট শুষ্ক (অল্প পরিমিত) ঘন মূত্র নির্গত হয়। এবং মূত্রণকালে অতিকষ্ট ও দাহ হইয়া থাকে। ইহাকে মূত্রসাদ কহে ॥ ১৭ । ১৮

বিড়্‌বিঘাত—দেহ অতি রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে বায়ু দ্বারা তাহার পুরীষ উর্দ্ধগত হইয়া মূত্রস্রোতে উপনীত হয়। তজ্জন্য মলমিশ্রিত বা মলগন্ধযুক্ত মূত্র অতি কষ্টে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পীড়ার নামই বিড়্‌বিঘাত ॥ ১৯

বস্তিকুণ্ডল—দ্রুতাধ্বলঙ্ঘন (দ্রুতপথচলন, ব্যাখ্যান্তর—দ্রুতপথপর্য্যটন ও লঙ্ঘন অর্থাৎ উল্লম্ফন), পরিশ্রম, আঘাতপ্রাপ্তি এবং প্রপীড়ন (টেপাটিপী) এই সকল কারণে বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগত হইয়া গর্ভবৎ স্থূলাকারে

অবস্থিতি করে। ইহাতে শূলনি স্পন্দন (কিঞ্চিৎ চলন) দাহ ও বিন্দু বিন্দু মূত্রনির্গম হয়; বস্তি টিপিয়া ধরিলে উহা হইতে মূত্রের ধারা নির্গত হয়; এবং তৎকালে স্তব্ধতা ও মোচড়নবদ্ বেদনা উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নামই বস্তিকুণ্ডল। বস্তিকুণ্ডল শস্ত্র ও বিষসদৃশ ভয়াবহ অর্থাৎ শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক অবশ্য মারক। ইহা বতোল্বণ হইলে অবুদ্ধি চিকিৎসকের প্রায়ই দুনিবার। পিত্তান্বিত হইলে দাহ শূল মূত্রবিবর্ণতা হয়। কফান্বিত হইলে দেহের গুরুতা ও শোথ হয় এবং মূত্র স্নিগ্ধ ঘন ও শোথ শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২০। ২১

অসাধ্য লক্ষণ—বস্তির মুখরন্ধ্র কফ দ্বারা রুদ্ধ হইলে এবং পিত্তের আধিক্য থাকিলে পীড়াটি অসাধ্য জানিবে। কিন্তু যদি উহার মুখবিবর কফ দ্বারা আবৃত না হয় বা কুণ্ডলীকৃত না হয়, তাহা হইলে সাধ্য জানিবে। (বস্তিদেশ কুণ্ডলীকৃত হইলে তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুণ্ডলীভূতের এই অর্থ-কফ দ্বারা বস্তিমুখরন্ধ্রাবরোধহেতু বায়ু তথায় কুণ্ডলাকারে অবস্থান করে) ॥ ২২

মূত্রাঘাতের চিকিৎসা—সবেদন মূত্রাঘাতে রোগিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া স্নেহ বিরেচন ও উত্তর বস্তি প্রদান করিবে। নল, কুশ, কাশ, ইক্ষু ও বেড়েলা ইহাদের মূলের ক্বাথ শীতল করিয়া এবং তাহাতে চিনি মিশাইয়া প্রাতঃকালে নিয়ত পান করিলে মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। গোজী (গোলোমিকা, পশ্চিম দেশীয় ভাষা পাথরী) ইহার মূলের এক পল ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয়। গোয়ালিয়া লতার মূলের ক্বাথে ঘৃত তৈল ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অচিরে মূত্রাঘাত দূরীভূত হয়। বীরতরাদি গণের ক্বাথে শিলাজতুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে এবং পত্র মূল ও ফল সমন্বিত গোক্ষুরের ক্বাথে মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রের যন্ত্রণা দূর হয়। অর্দ্ধেক ছাগমূত্র ও অর্দ্ধেক মেষমূত্র মিলিত করিয়া তাহাতে কর্পূরচূর্ণ গুলিয়া লিঙ্গে ক্ষেপণ করিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয়। গাম্ভারী ও পাষাণভেদীর মূল, শতমূলী, চিতামূল, কট্‌কী, কুলেখাড়া, বচ, শৈলেয় ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সুরার সহিত পান করিলে মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়। দুগ্ধভোজী হইয়া বর্হিশিখার (গন্ধদ্রব্য বিশেষের) মূল তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। সকল প্রকার মূত্রাঘাতেই বস্তি বা উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। মূত্রাঘাত রোগে কণ্টকারী স্বরস বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিবে। অথবা কুঙ্কুমকল্ক জলে গুলিয়া এবং তাহা এক রাত্র পর্য্যুষিত (বাসি) করিয়া মধুসহ পান করিবে। অথবা পারুলছালের ক্ষার পোট্‌লী বদ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই জল ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। গোক্ষুর এরণ্ডমূল ও শতমূল ইহাদের সহিত কিংবা তৃণপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। অথবা গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ খাইবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে প্রশস্ত। কাকমাচী ও তৈলকন্দের (কন্দবিশেষের) মূল ও মূলার ক্ষার কোশকার নামক ইক্ষুরসের সহিত পান করিলে বস্তিকুণ্ডল রোগ প্রশমিত হয়। ঘৃষ্টচন্দনে চিনি সংযুক্ত করিয়া তণ্ডুলজলের সহিত পান করিবে এবং শৃতশীতদুগ্ধ ও অন্নপথ্যাশী হইবে। ইহা সশোণিত উষ্ণবাতে শ্রেষ্ঠ ঔষধ ॥ ২৩—৩১

শিলোদ্ভিদাদি তৈল—পাষাণভেদী, এরণ্ডমূল ও শালপানি ইহাদের কল্ক এবং পুনর্নবা ও শতমূলী ইহাদের ক্বাথ সহ তৈল পাক করিয়া তাহা দুগ্ধের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি প্রশমিত হয় ॥ ৩৭

ধান্য গোক্ষুরক ঘৃত—ধনে ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত মূত্রকৃচ্ছ্র ও শুক্রদোষ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৮

ভদ্রাবহ ঘৃত—ঘৃত চারিসের! ক্বাথার্থ—আকনাদি, পারুলছাল, পুনর্নবা ও শ্বেতপুনর্নবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাশ, কুশ, ক্ষীরমোরটা, গোক্ষুর, পাষাণভেদ, বারাহী কন্দ (চামার আলু) শালিমূল, শর, ভেলা ও শিরীষমূল, প্রত্যেক সমভাগ, সমুদায়ের পরিমাণ সাড়েবার সের. জল চৌষট্টি সের, শেষ ষোল সের। কল্কার্থ—শিলাজতু, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী. শসাবীজ, কুষ্মাণ্ড ও কাঁকুড়বীজ প্রত্যেক সমভাগ, মিলিত পরিমাণ একসের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা ভদ্রাবহ ঘৃত নামে অভিহিত। এই ঘৃত সেবনে উষ্ণবাত প্রশমিত হয় ॥ ৩৯-৪৩

বিদারী ঘৃত—ঘৃত চারিসের। ক্বাথার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকছাল, যূথী, টাবালেবু, ভূস্তৃণ, পাষাণভেদী, কস্তূরী, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতামূল, পুনর্নবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, কেশুর, বিস (পদ্মনাল), পানিফল, ভূঁই আমলকী,

স্থিরাদি পঞ্চমূল (শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), শরমূল, ইক্ষুমূল, উলুমূল, কুশমূল ও কাসমূল প্রত্যেকে দুই দুই পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীর রস চারি সের, আমলকীর রস চারি সের, চিনি ৬ পল। কল্কার্থ—যষ্ঠমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, ফল্‌সা, এলাইচ, দুরালভা, রেণুক, কুঙ্কুম, নাগেশ্বর এবং জীবনীয়গণোক্ত আটটি দ্রব্য (যথা জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী) ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই তোলা। দুগ্ধ আট সের, যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাতে বিশেষতঃ পিত্তজ মূত্রাঘাতে, শর্করা অশ্মরী ও শূলরোগে, রক্তজ রোগে, হৃদ্রোগে, পিত্তগুল্মে, বাতরক্তে, রক্তপিত্তে, শ্বাস কাস ও উরঃক্ষত রোগে, ধনুরাকর্ষণে স্ত্রীসঙ্গমে বা ভারবহনে কর্ষিত ব্যক্তিতে, তৃষ্ণা বমি মনঃকম্প ও রক্তবমন রোগে, রক্তদুষ্টিতে, যক্ষ্মরোগে, অপস্মারে, উন্মাদে, শিরোরোগে, যোনিদোষে, রজোদোষে, শুক্রদোষে ও স্বরভেদে প্রযোজ্য। ইহা স্মৃতিকর, বৃষ্য, উত্তম বাজীকরণ, পুত্রপ্রদ, বলবর্ণজনক, বিশেষতঃ বাতনাশক। পানে ভোজনে বা নস্যে কোনস্থলেই ইহা প্রতিহত হয় না, অর্থাৎ পানাদি যে কোন রূপে প্রয়োগ করা যায়, এই ঘৃত তাহাতেই সুফল প্রদান করে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট রসায়ন ॥ ৪৪—৫৪

ইন্দুরের পুরীষ, তথা হস্তিনীর পুরীষ উষ্ণ কাঁজীতে পেষণ করিয়া বস্তিদেশে লেপন করিলে বদ্ধমূত্র আশু বিনষ্ট হয়। অধিক স্ত্রীসঙ্গম হেতু যাহার রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহার মৈথুনে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার পক্ষে বৃংহণীয় বিধি হিতকর এবং কুক্কুটের বসা ও তৈলের উত্তর বস্তিপ্রয়োগও প্রশস্ত। আলকুশী বীজ, কিস্‌মিস্, পিপুল, কুলেখাড়া ও চিনি প্রত্যেকের চূর্ণ সমান এক এক ভাগ এবং দুগ্ধ মধু ও ঘৃত প্রত্যেক অর্দ্ধ অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণে খাইবে এবং খাইয়া দুগ্ধ পান করিবে। ইহা সেবনে শুক্রক্ষয় জনিত দোষ সকল নষ্ট হয়। এই ঔষধ বন্ধ্যার পুত্রজনক ॥ ৫৫—৬০

ক্ষৌদ্রার্দ্ধভাগযোগ—মধু অর্দ্ধভাগ, দুগ্ধ অর্দ্ধভাগ ও ঘৃত অর্দ্ধভাগ এবং চিনির চূর্ণ, দ্রাক্ষাচূর্ণ, আলকুশীফলচূর্ণ, কুলেখাড়াচূর্ণ ও পিপ্‌লচূর্ণ ইহাদের প্রত্যেক সমান সমান এক এক ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া হাতা দ্বারা উত্তমরূপে মিলিত করিবে। এই ক্ষৌদ্রার্দ্ধভাগ যোগ ২ তোলা মাত্রায় খাইয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা সেবনে যোনিদোষ দূরীভূত হয় ॥ ৬ —৬৩

কর্পূর চূর্ণ বস্ত্রে লেপন করিয়া তাহার বাতী প্রস্তুত করিবে। সেই বাতী ধীরে ধীরে লিঙ্গরন্ধ্রে নিহিত করিয়া রাখিলে মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রে অশ্মরীরোগে যে ঔষধ কীর্ত্তিত হইল, দেশকালবিদ্‌ভিষক্ মূত্রাঘাতে ও মূত্রকৃচ্ছ্রেও সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবেন ॥ ৬৪। ৬৫

ইতি মূত্রাঘাতাধিকার।

অশ্মরী-অধিকার।

সংখ্যা—অশ্মরী চারিপ্রকার, যথা বাতজ অশ্মরী, পিত্তজ অশ্মরী, কফজ অশ্মরী ও শুক্রজ অশ্মরী। প্রায় সকল অশ্মরীই শ্লেষ্মাশ্রয়া অর্থাৎ শ্লেষ্মা প্রায় সকলেরই সমবায়ি কারণ। এস্থলে "প্রায়" শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, কেবল শুক্রাশ্মরী শ্লেষ্মাশ্রয়ে নহে, উহার সমবায়ি কারণ শুক্র। কাহারও কাহারও মতে শুক্রাশ্মরীরও সমবায়ি কারণ শ্লেষ্মা। অশ্মরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, অচিকিৎসিত হইলে উহা নিশ্চয়ই মারাত্মক হইয়া থাকে ॥ ১

সম্প্রাপ্তি—কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক বস্তিগত শুক্র ও মূত্র কিংবা পিত্ত ও কফ বিশোষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অশ্মরীরূপে পরিণত হয়। যেমন গোপিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে গোরোচনা রূপে পরিণত হয়, অশ্মরীও সেইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২

সকল অশ্মরীই ত্রিদোষজ জানিবে। তবে বাতাদিদোষের অধিক্যানুসারে কেহ বাতজ, কেহ পিত্তজ, কেহ বা কফজ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অশ্মরী উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বস্তির আধ্মান ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে অতি বেদনা, মূত্রে ছাগগন্ধ মূত্রকৃচ্ছ্র জ্বর ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৩

অশ্মরীর সাধারণ লক্ষণ—অশ্মরী উৎপন্ন হইলে নাভিদেশে সেবনীতে (পায়ু হইতে কোষের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সেলাইয়ের ন্যায় স্থানে) ও বস্তি মূৰ্দ্ধায় অর্থাৎ নাভির অধোদেশে বেদনা হয়। অশ্মরী দ্বারা মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইলে সবিচ্ছেদ ধারে মূত্র নির্গম হয় কিন্তু যদি কখন অশ্মরী বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া মূত্রমার্গ হইতে অন্যত্র সরিয়া যায়, তাহা হইলে বিনাক্লেশে গোমেদক মণির ন্যায় ঈষৎ লোহিত বর্ণ স্বচ্ছমূত্র নির্গত হইয়া থাকে। অশ্মরীর সঞ্চারহেতু ঘর্ষণ দ্বারা (অথবা অশ্মরীর পীড়ন বশতঃ অর্থাৎ টেপাটিপী করায়) মূত্রবহ স্রোত ক্ষত হইলে সরক্ত মূত্র নির্গত হয়, আর প্রবাহণাদি দ্বারা (কুন্থনাদি দ্বারা) প্রস্রাব করিবার চেষ্টা করিলে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে ॥ ৪ । ৫

বাতাশ্মরী—বায়ুজনিত অশ্মরী রোগে রোগী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, কম্পিত দেহ হয়, যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সর্ব্বদা লিঙ্গ ও নাভিস্থল মর্দ্দন করিতে থাকে। মূত্র প্রবর্ত্তনার্থ কুন্থন করিলে বায়ুর সহিত মল এবং বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। বায়ুজঅশ্মরী শ্যাব বা অরুণবর্ণ এবং কণ্টকবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্কুর সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। বাতজ অশ্মরীর পূর্ব্বরূপাবস্থায় স্নেহাদি প্রয়োগ করিবে ॥ ৬ । ৭

শুণ্ঠ্যাদি কষায়—শুঁঠ, গণিয়ারি, পাষাণভেদী, শজিনাছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, গাম্ভারী ও সোন্দালু ইহাদের ক্বাথ করিয়া এবং তাহাতে হিঙ্, যবক্ষার ও সৈন্ধবচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, অগ্নিদীপক ও অতিপাচক। ইহা দ্বারা কোষ্ঠাশ্রিত এবং কটী-উরু-গুদনাড়ী ও মেঢ্রজাত বাত বিনষ্ট হয় ॥ ৮ । ৯

এলাদিক্বাথ—অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্রে এলাইচ, পিপুল, যষ্টিমধু, পাষাণভেদ, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল ইহাদের ক্বাথ করিয়া তাহাতে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে ॥ ১০

বরুণাদি কষায়—বরুণের উৎকৃষ্ট ছাল এবং শুঁঠ ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ করিয়া তাহাতে যবক্ষার ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া শীতল হইলে খাইবে। ইহাতে দীর্ঘকালজাত বাতজ অশ্মরী বিনষ্ট হয় ॥ ১১

পাষাণভেদাদ্য ঘৃত—পাষাণভেদ, আকন্দ, গজপিপ্পলী, অম্লকুচা, শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, ব্রাহ্মী, নীলঝাঁটী, কাঞ্চনছাল, বেণামূল, শরমূল, পরগাছা, সোনালু, বরুণ, সেগুনফল, যব, কুলথ, কুল ও নির্ম্মলী ফল ইহাদের ক্বাথ এবং উষকাদিগণোক্ত দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই পাষাণভেদাদ্য ঘৃত পান করিলে বাতজ অশ্মরী শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ॥ ১২—১৪

এই ঘৃতে যে সমস্ত বাতনাশক ঔষধ দ্রব্য উক্ত হইল, তাহাদের যোগে ক্ষার, যবাগু, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজন দ্রব্য পাক করিয়া বাতাশ্মরীগ্রস্ত রোগিকে সেবন করিতে দিবে ॥ ১৫

বীরবৃক্ষ (বেণামূল), গণিয়ারি, কাশ, পরগাছা, কুশ, ইক্ষু, শতমূলী, সূর্য্যমুখী, গোক্ষুর, শ্যোনা, আকন্দ, বশির (চই), উলু, নীলঝাঁটী, পাষাণভেদ (পাথরকুচা), শর, নল ও পীতঝাঁটী এইগুলি বীরতরাদিগণ নামে অভিহিত। ইহা অশ্মরী শর্করা মূত্রকৃচ্ছ্র ও বাতপীড়া নাশক। বৃহদ্বাতে বীরতরাদিগণ প্রযোজ্য, বীরতরের অভাবে শরগ্রাহ্য ॥১৬—১৮

পিত্তাশ্মরী—পিত্তজনিত অশ্মরীরোগে বস্তিতে দাহ উপস্থিত হয় এবং বোধ হয় যেন উহা ক্ষারদ্বারা পচ্যমান হইতেছে। পিত্তাশ্মরী উষ্ণস্পর্শ, দেখিতে ভল্লাতকবীজের ন্যায়, ইহা রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৯

কুশাদ্য ঘৃত—কুশ, কাশ শর রক্তেক্ষু ও হোগ্‌লা মূল, ধলা আঁকড়ামূল, পাষাণভেদী, উলুমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চামার আলু, শালিমূল, গোক্ষুর, শ্যোনা, পারুলছাল, আকনাদি, শালিঞ্চ, ঝাঁটী, পুনর্নবা ও শিরীষ ইহাদের ক্বাথে এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, ইন্দীবর বীজ, শসা ও কাঁকুড় প্রভৃতির বীজ এবং পীতশাল এই সকলের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে পিত্তজ অশ্মরী শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। এই পিত্তনাশকবর্গে অর্থাৎ কুশাদ্য ঘৃতোক্ত পিত্তনাশক দ্রব্য সকলের যোগে ক্ষার, যবাগু, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজন দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া পিত্তাশ্মরীগ্রস্ত রোগিকে সেবন করিতে দিবে। এস্থলে অর্থাৎ কুশাদ্য ঘৃতে শিলাহ্ব শব্দে শিলাজতু, পত্তীর (পত্তূর) শব্দে গুগ্ধ (গবে-

ধুক) পত্তূর (গবেধুক বা শরতৃণ) বা শরতৃণ এবং হ্রস্বত্বহেতু মধুকশব্দে যষ্টিমধু, আর বীজশব্দে বীজক (পীতশাল) উক্ত হইয়াছে। কুশাদি-ঘৃতোক্ত কুশকাশাদি পিত্ত নাশক বর্গের ক্বাথে এবং এই বর্গেরই কল্কসহ ক্ষীরাদি পাক করিবে। বর্গত্বে উক্ত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাদের যোগেই ক্ষীরাদি প্রস্তুত করিবে ॥ ২০—২৫

কফাশ্মরী—কফজ অশ্মরী রোগে বস্তিদেশ যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ হইতে থাকে। ইহা শীতল ও গুরু, বৃহদাকার, মসৃণ এবং মধুবর্ণ অর্থাৎ মধুর ন্যায় ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, অথবা শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। দিবানিদ্রা, স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন ও অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন প্রভৃতি যে সকল কারণে অশ্মরী-রোগ জন্মে, বালকদিগের প্রায় সর্ব্বদাই সেই সকল কারণ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য বালকদিগেরই প্রায় এই অশ্মরী বাহুল্যরূপে হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের বস্তিযন্ত্রের এবং অশ্মরীর আকার ক্ষুদ্র বলিয়া অশ্মরীকে অনায়াসেই অঙ্গুল্যাদি দ্বারা ধারণ ও শস্ত্রাদি দ্বারা উৎপাটন করিতে পারা যায় ॥ ২৬। ২৭

বরুণাদি ঘৃত—বরুণাদি গণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথে এবং গুগ্‌গুলু, এলাইচ, রেণুক, কুড়, মুতা, মরিচ, চিতা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ, অথবা উষকাদি গণোক্ত দ্রব্যের কল্কসহ ছাগঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে শীঘ্রই কফসম্ভূত অশ্মরী বিনষ্ট হয়। শঠ্যাদি ও শ্যামাদিগণও কফজ অশ্মরীতে হিতকর। তৎসহও ঘৃত পাক করিয়া পণ্ডিতগণ কফজ অশ্মরীরোগে তাহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥ ২৮। ২৯

বরুণাদিগণ—বরুণ, ঝাটী, শজিনা, জয়ন্তী; করঞ্জ, ইক্ষুমূল (বা ধলা আকড়ার মূল), গনিয়ারি, বিল্ব. বিম্বী (তেলাকুচা), আকন্দ, চিতা, নীলঝাটী, গজপিপ্পলী (বা অপামার্গ), রক্তশজিনা, অজশৃঙ্গী, শতমূলী, উলু, বৃহতী ও কণ্টকারী এইগুলি বরুণাদিগণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বরুণাদিগণ— কফ ও মেদো নিবারক, শিরঃশূল গুল্ম ও অভ্যন্তর বিদ্রধি নাশক। বরুণাদিগণোক্ত এই সকল দ্রব্যের যোগে ক্ষার, যবাগূ, পেয়া. কষায়, দুগ্ধ ও ভোজন দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া কফজ অশ্মরীরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে ॥ ৩০— ৩

শুক্রাশ্মরী—মৈথুনক্ষম পুরুষদিগেরই শুক্রাশ্মরী জন্মে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের ইহা হইবার সম্ভাবনা নাই। (শুক্রাভাব হেতু বালকদিগের যে শুক্রাশ্মরী হয় না, তাহা নহে, উহাদেরও কিঞ্চিৎ শুক্র আছে, কিন্তু বালকেরা মৈথুনক্ষম নহে। তজ্জন্যই তাহাদের শুক্রাশ্মরী জন্মিতে পারে না)। শুক্রবেগ উপস্থিত হইলে যদি মৈথুন করা না যায়, তাহা হইলে স্বস্থানচ্যুত শুক্র মৈথুনাভাবে নির্গত হইতে না পারিয়া লিঙ্গ ও কোষদ্বয়ের মধ্যগত বস্তিমুখে বায়ু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও শোষিত হইতে থাকে। তথাভূত শুক্রকে শুক্রাশ্মরী কহে ॥ ৩৪। ৩৫

শুক্রাশ্মরীর লক্ষণ—শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইলে বস্তিদেশে শূলনি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অণ্ডকোষে শোথ হয়। উৎপন্ন হইবামাত্র যদি তাহা কোনরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ মূত্রমার্গ দিয়া তথায় শুক্র আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। যদি লিঙ্গ ও কোষদ্বয়ের মধ্যগত—অশ্মরীস্থান পীড়ন (টেপাটিপী) করা যায়, তাহা হইলে অশ্মরী বিলয় প্রাপ্ত হয় (অন্তর্লীনা হয়) অর্থাৎ উহা বায়ুদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া শর্করা ও সিকতারূপে পরিণত হয়। শর্করা ও সিকতার প্রভেদ এই— শর্করা কিছু বৃহৎ, সিকতা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। বায়ু অনুলোম থাকিলে সেই শর্করা ও সিকতা মূত্রের সহিত মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হয় কিন্তু প্রতিলোম থাকিলে উহারা বহির্গত হইতে না পারিয়া মূত্রস্রোতে উপস্থিত হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া থাকে এবং দৌর্ব্বল্যাদি উপদ্রব সকল আনয়ন করে ॥ ৩৬–৩৮

উপদ্রব যথা—দৌর্ব্বল্য, অবসাদ; কৃশতা, কুক্ষি রোগ, অরুচি, পাণ্ডুতা, উষ্ণবাত (মূত্রাঘাতবিশেষ), তৃষ্ণা, হৃৎপীড়া ও বমি এইগুলি শুক্রাশ্মরীর উপদ্রব ॥ ৩৯

অশ্মরী-শর্করা ও সিকতার অরিষ্ট লক্ষণ—এই সকল রোগে রোগির যদি নাভি ও অণ্ডকোষে শোথ মূত্ররোধ এবং শূলবদ্ বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগী রক্ষা পায় না ॥ ৪৩

অশ্মরীর চিকিৎসা—শুক্রাশ্মরীতেও অশ্মরী নাশক সাধারণ বিধি অবলম্বন করিবে। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রসে যবক্ষার ও গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্রবিবন্ধতা শর্করা ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়। তিল, আপাং, কদলীকন্দ, পলাশ, যব ও বেল ইহাদের ক্বাথ মেষমূত্রের সহিত পান করিলে শর্করা ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়। কেঁউ, আঁকোড়, নির্ম্মলী, শেগুন ও ইন্দীবর ইহাদের ফলের ক্বাথে গুড় মিশ্রিত

করিয়া উষ্ণ উষ্ণ পান করিলে মূত্রের সহিত শর্করা পতিত হয়। পাষাণভেদী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও কুলেখাড়ার মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া দধিসহ পান করিলে সিকতা ও অশ্মরী নষ্ট হয়। যে রোগী গুড়মিশ্রিত হরিদ্রা কাঁজীর সহিত সম্যক্ পান করে, তাহার দীর্ঘকাল সমুৎপন্ন মেঢ্র শর্করা নাশ প্রাপ্ত হয়। কুড়চীর ক্বাথ পান করিয়া দধির সহিত নিত্য সুপথ্য অন্ন ভোজন করিলে অচিরে মেঢ্র শর্করা নিপতিত হয়। শসার বীজ বা নারিকেলের ফুল বাঁটিয়া দুগ্ধসহ পান করিলে, মলমূত্রের কৃচ্ছ্রতাই হউক বা শর্করাই হউক, কতিপয় দিবসেই তাহা প্রশমিত হয়। গোক্ষুর বরুণছাল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা ও অশ্মরীশূল এবং প্রবল মূত্রকৃচ্ছ্র দূরীভূত হয়। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রসে হিঙ্ ও যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বস্তি ও মেঢ্রগতশূল এবং মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। পুনর্নবা, লৌহ, হরিদ্রা, গোক্ষুর, কলা (ঝিঞ্জিরিটা, ক্ষুপ বিশেষ), প্রবাল ও দর্ভকুসুম (উলু ফুল) এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ আম্ররস মদ্য ও ইক্ষুরসে পেষণ করিয়া খাইলে অশ্মরী ও শর্করারোগে অমৃতবৎ গুণকর হইয়া থাকে। বরুণছাল, পাষাণভেদী, শুঁঠ ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা বিনষ্ট হয় ॥ ৪১—৫১

তৃণপঞ্চমূলাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ তৃণপঞ্চমূল (কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও উলু ইহাদের মূল) এবং গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গুড় ও গোক্ষুর বীজ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত মূত্রদোষে এবং অশ্মরী ও শর্করা রোগে স্নেহন কার্য্যে ও ভোজনে প্রযোজ্য ॥ ৫২—৫৪

বরুণ তৈল—বরুণ বৃক্ষের ত্বক্ পত্র ফল ও মূল এবং গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের বস্তি ও আস্থাপন প্রয়োগ করিলে শর্করা অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ প্রশমিত হয় ॥ ৫৫

কুশাদ্য তৈল—কুশ, গণিয়ারি, ঝাঁটী, নল, উলু, ইক্ষুমূল, গোক্ষুর, ব্রাহ্মী, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শতমূলী, শর, ধাইফুল, শোনা, পরগাছা, শিরীষ ও পাষাণভেদী ইহাদের ক্বাথ ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল পানে অভ্যঙ্গে বস্তি ও উত্তর বস্তিতে প্রয়োগ করিলে শর্করা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রদর, যোনিশূল ও শুক্রদোষ প্রশমিত হয়। ইহা ব্যবহারে বন্ধ্যানারী পুত্র লাভ করে ॥ ৫৬—৫৯

শুঁঠ, বরুণছাল, গোক্ষুর, পাষাণভেদী ও ব্রাহ্মী ইহাদের কষায়ে গুড় ও যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উগ্র অশ্মরী বিনষ্ট হয়। গোক্ষুরের বীজচূর্ণে মধুমিশ্রিত করিয়া তাহা মেষদুগ্ধসহ সপ্তাহকাল পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। বরুণমূলের ক্বাথে বরুণমূলের কল্কসংযুক্ত করিয়া পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। শজিনামূলের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে অশ্মরী নাশ হয়। শুঁঠ, যবক্ষার, হরীতকী ও কালীয়ক (সুগন্ধিকাষ্ঠ বিশেষ) ইহাদের চূর্ণ দধিজলের সহিত পান করিলে উগ্রঅশ্মরী আশু বিনষ্ট হয়। পাষাণভেদী, বরুণছাল, গোক্ষুর ও ব্রাহ্মী ইহাদের ক্বাথে শিলাজতু, গুড়, কাঁকুড়বীজ ও শসাবীজ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ইন্দ্রহস্ত-নির্মুক্ত বজ্র যেমন পর্ব্বতকে ভেদ করে, ইহা দ্বারাও সেইরূপ দুর্ভেদ্য অশ্মরীও ভেদ্য হইয়া থাকে। শ্রীকরিণী ফলের (পাঠান্তর কট্‌ফলের) বীজ বা পত্র মথিতে (ঘোলবিশেষে) পেষণ করিয়া খাইলে অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়। গোক্ষুর, এরণ্ডবীজ, শুঁঠ ও বরুণছাল ইহাদের ক্বাথ প্রাতঃকালে পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। বেণামূল, মৃণাল, তালমূল, কাশ, ইক্ষুবালিকা (ইক্ষুতুল্য তৃণ বিশেষ), ইক্ষুমূল কুশমূল ও বালা ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। এবং ভূমিকুষ্মাণ্ড ইক্ষু ও শসা খাইবে। ইহা দ্বারাও অশ্মরী প্রশমিত হয় ॥ ৬০-৬৮

বরুণাদ্য চূর্ণ—বরুণছালের ক্ষার ৮ পল, যবক্ষার ৪ পল এবং গুড় ২ পল একীকৃত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। ইহা দ্বারা অবশ্য মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়। বরুণছালের ক্ষার জলে গুলিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই স্রাবিত জলে বরুণছাল চূর্ণ ও যবক্ষার মিশাইয়া পাক করিবে। যখন সমস্ত জল শোষিত হইয়া চূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহা নামাইবে। এই চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া খাইলে সুদারুণ অশ্মরী এবং প্লীহা, গুল্ম, শ্রোণী ও কুক্ষিদেশের তীব্র বেদনা, আমাশয়, বস্তিপীড়া, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য এবং সুকষ্ট পাষাণবৎ অশ্মরী আশু বিনষ্ট হয় ॥ ৬৯—৭৩

বরুণাদ্য গুড়—পবিত্রস্থানজাত-কীটকর্ত্তৃক অভক্ষিত স্নিগ্ধ ও তরুণবয়স্ক একটী বরুণগাছ, পুণ্য তিথি নক্ষত্রাদিযুক্ত দিবসে ছেদন করিয়া তাহার

১২॥০ সের ছাল সংগ্রহ করিবে। পরে সেই ছাল কুট্টিত করিয়া চারিগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর সেই জলে তত্তুল্য গুড় মিশ্রিত করিয়া একটি দৃঢ়-পাত্রে তাহা পুনঃ পাক করিবে। যখন দেখিবে উহা ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া গুড়ে পরিণত হইয়াছে, তখন উহাতে শুঁঠ, কাঁকুড়বীজ, গোক্ষুর, পিপুল, পাষাণ-ভেদী, শিউলীছোপ, কুষ্মাণ্ড বীজ, শসাবীজ, বহেড়া-বীজ, মনছাল, বেতোশাক, শজিনা, কিস্‌মিস্, এলাইচ, শিলাজতু, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল নিক্ষেপ করিবে। পথ্যাশী হইয়া এই গুড় প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় খাইলে সমস্তদোষজনিত অশ্মরী শীঘ্র পতিত হয়॥ ৭৪-৭৬

কুলথাদ্য ঘৃত—কুলথকলাই, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলীছোপ, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ ও গোক্ষুর বীজ ইহাদের কল্কসহ বরুণ কাথে যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। বজ্রপাতে প্ররূঢ় বৃক্ষ সকল যেমন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, এই ঘৃত পানেও সেইরূপ দুঃসাধ্য সর্ব্ব প্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাভিঘাত ও মূত্রবিবন্ধ শীঘ্র সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭৭। ৭৮॥

শরাদি পঞ্চমূলাদ্য ঘৃত—শরাদিতৃণ পঞ্চমূলের কাথ এবং গোক্ষুরের কল্কসহ /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র এবং শুক্রমার্গপীড়া প্রশমিত হয়॥ ৭৯

বরুণাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—বরুণছাল ১২॥০ সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ষোল সের। কল্কার্থ—বরুণছাল, কদলীকন্দ, বিল্ব, তৃণ-পঞ্চমূল, গুলঞ্চ, পাষাণভেদী, শসাবীজ, শ্বেতদূর্ব্বা, তিলক্ষার, পলাশক্ষার ও যূথিকার মূল ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। দেশকালাদি বুঝিয়া এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে এবং পীত ঘৃত জীর্ণ হইলে পুরাতন গুড় ও দধির মাত অগ্রে খাইবে। ইহা দ্বারা অশ্মরী শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়॥ ৮০—৮৩

বীরতরাদ্য তৈল—ঋষিগণকর্ত্তৃক যে সৈন্ধবাদ্য তৈল পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, ভিষগ্‌গণ সেই সৈন্ধবাদ্য তৈল, দ্বিগুণদুগ্ধ ও বীরতরাদিগণের কাথ এবং সেই সৈন্ধবাদ্য তৈল নির্দ্দিষ্ট কল্কসহ পুনর্ব্বার পাক করিয়া থাকেন। এই তৈল অশ্মরী নাশের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ্রে পিচ্ছিতে মথিতে ভগ্নে ও শ্রমাভিপন্নে এই তৈল সর্ব্বথাই প্রশস্ত॥ ৮৪—৮৬

বীরতরাদ্য তৈল—অর্জ্জুনছাল, পাষাণভেদী, গণিয়ারি, শোনা, পারুলছাল, পরগাছা, শ্বেতঝাঁটী, এরণ্ডমূল, ভল্লুক (শোনাভেদ), বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, কুশ-কাশ-শর ও ইক্ষুরমূল, হাপরমালী (বা মল্লিকা) ও কুলেখাড়ার মূল, শতমূলী, গোক্ষুর, সিংহপিপ্পলী (গজপিপ্পলী বিশেষ), বেতস, ব্রাহ্মী, শিমূল ও গাম্ভারীমূল, এই সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। বাতপিত্ত রোগ সমূহে এই তৈলের বস্তি প্রদান করিবে। ইহা শর্করা অশ্মরীশূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশক॥ ৮৭—৯০

পুনর্নবাদ্য তৈল—তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, শতমূলী, যবক্ষার, লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল বিট্), শটী, কুড়, বচ, মুতা, রাস্না, কট্‌ফল, পুষ্করমূল, যমানী, হবুষ, হিঙ্, শুল্‌ফা, বন-যমানী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, যষ্টমধু ও পঞ্চকোল (পিপুল পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) ইহাদের প্রত্যেক দুইতোলা। গোমূত্র /৮ সের। কাঁজী /৮ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই পুনর্নবাদ্য তৈল পানে ও বস্তিকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা শর্করা, অশ্মরীশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কটী উরু বস্তি ও মেঢ্রের শূল, কুক্ষি ও বঙ্ক্ষণগতশূল, কফবাত ও আমশূল এবং অন্ত্রবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়॥ ৯১—৯৪

অশ্মরীরোগে ব্রধাধিকারোক্ত সৈন্ধবাদ্য তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বীরতরাদিগণ সর্ব্বপ্রকারেই প্রযোজ্য। ঘৃত, শীতচিকিৎসা, কষায়, ঔষধপক্ব দুগ্ধ ও উত্তরবস্তিপ্রয়োগ দ্বারা যে সকল প্রবল অশ্মরী প্রশমিত না হয়, তাহাদিগকে ত্যাজ্য জ্ঞান করিয়া শস্ত্রদ্বারা উদ্ধৃত করিবে। অশ্মরী যদি যদৃচ্ছাক্রমে (দৈববশতঃ) মূত্রমার্গে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায় আটকাইয়া থাকে, তাহা হইলে অস্ত্রদ্বারা তৎস্থান চিরিয়া বাহির করিবে, অথবা বড়িশ যন্ত্র দ্বারা টানিয়া বাহির করিবে॥ ৯৬—৯৮

ইতি অশ্মরীরোগাধিকার।

প্রমেহাধিকার।

প্রমেহের নিদানাদি—নিশ্চিন্তভাবে কেবল মাত্র উপবেশন জনিত সুখভোগ বা নিদ্রাপ্রিয়তা, সর্ব্বপ্রকার দধি ও দুগ্ধ, গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ মাংসের রস, নূতন অন্ন ও পানীয়, গুড়জাত ভক্ষ্য এবং অন্যান্য কফজনক দ্রব্য সমূহ, প্রমেহ রোগের হেতু।

কফজ মেহের আধিক্য এবং সাধ্যত্ব হেতু অগ্রে কফজ মেহের, তৎপরে পিত্তজ মেহের তৎপরে বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি লিখিত হইতেছে। বস্তিগত কফ, মেদকে মাংসকে এবং শরীরজ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া মেহরোগ উৎপাদন করে। এইরূপ পিত্তও উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য সেবন দ্বারা কুপিত হইয়া সেই মেদঃ প্রভৃতি পদার্থ সকলকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ জন্মাইয়া থাকে। এবং ঐ দোষদ্বয় অর্থাৎ কফ ও পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলে বায়ু ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ধাতু সমূহকে অর্থাৎ বসামজ্জা ওজঃ ও লসীকা নামক ধাতু সকলকে বস্তিমুখে আনয়ন করত বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

কফজ মেহ দশ প্রকার—তাহারা সাধ্য, কারণ তাহাদের সমক্রিয়ত্ব আছে। অর্থাৎ কটু তিক্তাদি যে যে ভেষজ দ্বারা কফ দোষের শান্তি হয়, ব্যাধিমাহাত্ম্যে সেই সেই ভেষজ দ্বারা মেদঃ প্রভৃতি দূষ্য পদার্থেরও সমতা হইয়া থাকে। পিত্তজ মেহ ছয়প্রকার, বিষম ক্রিয়ত্ব হেতু তাহারা যাপ্য। অর্থাৎ মধুরাদি যে ভেষজ পিত্তহর, তাহা মেদস্কর এবং কটুকাদি যে ভেষজ মেদোহর, তাহা পিত্তকর, এইরূপ ক্রিয়া বৈষম্য হেতুই পিত্তজ মেহ যাপ্য হইয়া থাকে। বায়ুজনিত মেহ চারিপ্রকার, মহাত্যয়ত্ব হেতু তাহারা অসাধ্য। অর্থাৎ বায়ু মজ্জাদি গভীর ধাতু সমূহের অপকর্ষক, সুতরাং বহু বিপত্তিজনক ও আশু অনিষ্ট কারক, তজ্জন্য কোন প্রকার ভেষজেই তাহার প্রতিকার হয় না।

মেহরোগে কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি দোষ এবং মেদঃ, রক্ত, শুক্র, জল, বসা (মাংসস্নেহ), লসীকা (মাংস ও ত্বকের অন্তরে জলবৎ পদার্থ বিশেষ), মজ্জা, রস, ওজঃ (সর্ব্বধাতুসার) ও মাংস এইগুলি দূষ্য পদার্থ। সমুদায়ে বিংশতিপ্রকার মেহ, অর্থাৎ **কফজ দশ** প্রকার, পিত্তজ ছয় প্রকার এবং বাতজ চারিপ্রকার। (এস্থলে মেদঃ রক্ত শুক্র জল ও **বসাদি** বহু দূষ্যের উল্লেখ হইল, পূর্ব্বে কিন্তু কেবল মেদঃ মাংস ও শরীরজ ক্লেদ এই দূষ্য ত্রয়েরই উল্লেখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে মেদঃ রক্ত ও শরীরজ ক্লেদ এই তিনটি সকল মেহেই অবশ্যম্ভাবী দূষ্য ॥ ১—৪

পূর্ব্বরূপ—মেহ রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দন্ত নেত্র ও কর্ণাদিতে অধিক মল সঞ্চয়, হস্তপদে জ্বালা, দেহের চিক্কণতা এবং মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫

মেহসকলের সাধারণ লক্ষণ—মূত্রের আধিক্য ও আবিলতা এই দুইটি লক্ষণ সকল প্রকার মেহেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদিও বাতজাদি সকল প্রকার মেহেরই দোষ ও দূষ্য পদার্থ সকল সমান, তথাপি মেহরোগ যে একই রূপ না হইয়া বিংশতি প্রকারে বিভিন্ন হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই—যেমন শ্বেত পীত লোহিত কৃষ্ণ ও শ্যাব এই পাঁচটি বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগ বিশেষে কপিলাদি নানাপ্রকার বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মেহ সম্বন্ধে দোষ ও দূষ্য পদার্থ সকলের প্রভেদ না থাকিলেও উহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ ও সংযোগবিশেষে মূত্রের বর্ণাদি ভেদ হয় এবং সেই মূত্রভেদানুসারেই মেহরোগের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মেহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে ॥ ৬

কফজ মেহ, যথা—উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতা মেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ এই দশটি কফজমেহ। ইহাদের মধ্যে উদক মেহে রোগির মূত্র স্বচ্ছ, পরিমাণে বহু, শ্বেতবর্ণ, শীতল, জলসদৃশ, গন্ধহীন এব কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল হয়। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মিষ্ট হয়। সান্দ্রমেহে মূত্র পর্য্যুষিত হইলে ঘনীভূত হয়। সুরামেহে মূত্র সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নে ঘন হইয়া

থাকে। পিষ্টমেহে মূত্রত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং বহুপরিমাণে পিটুলিগোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব করে। শুক্রমেহে মূত্র শুক্রাভ বা শুক্রমিশ্র হইয়া থাকে। সিকতা মেহে বালুকা-কণার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিন কণাযুক্তমূত্র নিঃসৃত হয়। শীতমেহে মূত্র অতি শীতল, মধুরাস্বাদ ও পরিমাণে বহু হইয়া থাকে। শনৈর্মেহে শনৈঃ শনৈঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়। লালামেহে মূত্র লালাতন্তুযুক্ত ও পিচ্ছিল হয়॥ ৭—১১

পিত্তজমেহ, যথা—ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ এই ছয়টি পিত্তজ মেহ। ইহাদের মধ্যে ক্ষারমেহে মূত্র ক্ষার জলবৎ গন্ধবর্ণ রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট হয়। নীলমেহে মূত্র নীলবর্ণ ও কালমেহে মূত্র মসীনিভ হয়। হারিদ্রমেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটু হয় এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা হইয়া থাকে। মাঞ্জিষ্ঠমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত (আঁশটে গন্ধ) ও মঞ্জিষ্ঠা জলের ন্যায় লোহিত বর্ণ হয়। রক্তমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণাস্বাদ ও রক্তবর্ণ হয়॥ ১২—১৪

বাতজ মেহ যথা—বসামেহ, মজ্জামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই চারিটি বাতজ মেহ। ইহাদের মধ্যে বসামেহে মুহুর্মুহুঃ বসাভ বা বসামিশ্র মূত্র নির্গত হয়। মজ্জমেহে মূত্র মজ্জাভ বা মজ্জমিশ্র হয়। ক্ষৌদ্রমেহে মূত্র কষায়-মধুর ও রুক্ষ হইয়া থাকে। (চরকগ্রন্থে এই ক্ষৌদ্রমেহ মধুমেহ নামে পঠিত)। হস্তিমেহে রোগী মত্ত হস্তির ন্যায় নিরন্তর বেগবর্জ্জিত মূত্র ত্যাগ করে। কখন বা মূত্র রোধ হইয়া যায়। হস্তিমেহের মূত্রে লসীকা নামক জলীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে॥ ১৫। ১৬

প্রমেহের উপদ্রব—আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রা, কাস ও পীনস এইগুলি কফজ মেহের উপদ্রব। বস্তি ও লিঙ্গে সূচীবেধবদ্ বেদনা, পাকবশতঃ অণ্ডকোষের বিদারণ, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ এইগুলি পিত্তজ মেহের উপদ্রব। উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়বেদনা, সর্ব্বপ্রকার আহারে লোলুপতা, শূল, অনিদ্রা, শোষ (যক্ষা), শ্বাস ও কাস এইগুলি বাতজ মেহের উপদ্রব॥ ১৭—১৯

অরিষ্ট লক্ষণ—বাতজাদি উল্লিখিত উপদ্রব ও সুশ্রুতোক্ত অন্যান্য উপদ্রব সকল প্রকাশ পাইলে এবং অধিক পরিমাণে ধাতুর সহিত মূত্রনির্গম ও বক্ষ্যমাণ শরাবিকাদি পিড়কাসমূহের আবির্ভাব হইলে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রমেহ রোগী, মূর্চ্ছা বমি জ্বর শ্বাস কাস বীসর্প ও দেহ গুরুতা এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হইলে তাহাকে দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া জানিবে॥ ২০। ২১

স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহ না জন্মিবার প্রতি কারণ—মাসে মাসে স্ত্রীলোকদিগের রজঃস্রাব হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের শরীর-দোষ সকল প্রতি মাসেই বিশোধিত হয়, এইজন্য স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহ উৎপন্ন হইতে পারে না॥ ২২

প্রমেহের অসাধ্যত্ব—পিতা যদি মধুমেহ রোগাক্রান্ত হয় (এস্থলে মধুমেহ শব্দে সাধারণ মেহই বুঝিতে হইবে) এবং সেই মেহারম্ভক দোষে তাঁহার যদি শুক্রও দুষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পিতা হইতে যে পুত্র জন্মে, বীজদোষে সেও মেহ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এবং সে মেহ অসাধ্য হয়। এইরূপ কুলজ যে কোন রোগ অর্থাৎ পিতা পিতামহ মাতামহাদি বংশপরম্পরা ক্রমে আগত কুষ্ঠাদি যে কোন রোগ, তৎসমস্তই অসাধ্য জানিবে।

অচিকিৎসিত হইলে সর্ব্বপ্রকার মেহই শেষে মধু মহত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। মধুমেহে মূত্র মধুবৎ মিষ্ট হয়। মধুমেহ দুই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্যথা—ধাতুক্ষয় হেতু বায়ু কুপিত হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে। আর পিত্তাদি কর্ত্তৃক আবৃত মার্গ হইয়াও মধুমেহ উৎপাদন করিয়া থাকে। ধাতুক্ষয় কুপিত বায়ু দ্বারা যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে কেবল বায়ুরই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। আর বায়ু পিত্তাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃত মার্গ হইয়া যে মধুমেহ আনয়ন করে, তাহাতে বায়ুরও লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং পিত্তাদি যে দোষ কর্ত্তৃক আবৃত মার্গ হয়, সে দোষেরও লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই মেহ অকস্মাৎ ক্ষণ মাত্রে ক্ষীণ হয় এবং পিত্তাদি আবরণে আবৃত মার্গ হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষণকালেই পূর্ণ (প্রবল) হইয়া থাকে। ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে। অচিকিৎসিত হইলে সকল মেহেই মূত্র প্রায় মধুর ন্যায় মধুর এবং দেহ মধুররস ভূয়িষ্ঠ হয়, তজ্জন্য সকল মেহরই মধুমেহ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে॥ ২৩—২৭

প্রমেহ পিড়কা—প্রমেহ রোগ উপেক্ষিত হইলে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি এই দশ প্রকার পিড়কা জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেকের লক্ষণ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

শরাবিকা—প্রান্তভাগে উন্নত, মধ্যভাগে নিম্ন ও শরাবাকৃতি যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে শরাবিকা কহে। ইহা সন্ধিস্থলে মর্ম্মস্থানে ও মাংসল স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্ষপিকা—শ্বেতসর্ষপের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে সর্ষপিকা কহে।

কচ্ছপিকা—কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও দাহসমন্বিত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে কচ্ছপিকা বলিয়া জানিবে।

জালিনী—তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজাল সমাবৃত যে পিড়কা, তাহা জালিনী নামে অভিহিত।

বিনতা—পৃষ্ঠে বা উদরে উৎপন্ন, প্রগাঢ় বেদনা ও ক্লেদসমন্বিত, বৃহদাকার এবং নীলবর্ণ যে পিড়কা জন্মে, তাহা বিনতা নামে খ্যাত।

পুত্রিণী—অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা ব্যাপ্ত বৃহদাকার যে পিডকা, তাহা পুত্রিণী নামে কীর্ত্তিত।

মসূরিকা—মসুর কলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে মসূরিকা কহে।

অলজী—রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোট ব্যাপ্ত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অলজী কহে।

বিদারিকা—বিদারীকন্দের ন্যায় (ভূমিকুষ্মাণ্ড কন্দবৎ) গোলাকার ও কঠিন যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিদারিকা কহে।

বিদ্রধি—বিদ্রধির লক্ষণান্বিত পিড়কাকে বিদ্রধি কহে। (বিদ্রধির লক্ষণ অন্যত্র লিখিত হইবে)।

যে মেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই মেহজাত পিড়কাও তদ্দোষজ বলিয়া জানিবে। প্রমেহ বিনাও দুষ্ট মেদঃ হইতে এই সকল পিড়কা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। দুষ্ট মেদোজ পিড়কা সকল যে পর্য্যন্ত আপন আপন বাস্তু (উদর পৃষ্ঠাদি) পরিগ্রহ না করে, সে পর্য্যন্ত লক্ষ্য হয় না, অর্থাৎ নিজ নিজ লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ করে না ॥ ২৮—৩৬

পিড়কাসমূহের অসাধ্যত্ব—গুহ্যদেশে হৃদয়ে মস্তকে স্কন্ধে পৃষ্ঠে ও মর্ম্মস্থান সকলে পিড়কা জন্মিলে এবং তৃষ্ণাকাসাদি উপদ্রবে উপদ্রুত হইলে ও অগ্নির বল কমিয়া গেলে পিড়কা অসাধ্য জানিবে ॥ ৩৭

পিড়কার উপদ্রব—তৃষ্ণা, শ্বাস, মাংসপচন, মোহ, হিক্কা, মদ, জ্বর, বিসর্প ও মর্ম্মসংরোধ এইগুলি পিড়কার উপদ্রব ॥ ৩৮

প্রমেহির পথ্য—পুরাণ শ্যামাধান্য, কোদধান্য, বন্যকোদ্ধান্য, গোধূম, চণক, অড়হর ও কুলথকলাই, তিক্তশাক, জাঙ্গল মৃগ ও পক্ষীমাংস, যবকৃত খাদ্য, মুগ, শালি ও ষষ্টিক ধান্য, প্রমেহরোগিগণের হিতকর। সৌবীর, সুরা, তক্র, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, অম্ল, ইক্ষুরস, পিষ্টান্ন ও আনূপমাংস, প্রমেহিগণের ত্যাজ্য ॥ ৩৯—৪১

প্রমেহ-চিকিৎসা—প্রমেহ রোগিকে প্রথমে প্রিয়ঙ্গ্বাদি সিদ্ধ তৈল দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া প্রগাঢ় বমন ও বিরেচন করাইবে। বিরেচনানন্তর সুরসাদিগণের ক্বাথে, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, সৈন্ধব ও মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অথবা নিস্তৈল ন্যগ্রোধাদিগণের কষায় দ্বারা আস্থাপন দিবে। ইহা দ্বারা প্রমেহজনিত দাহ প্রশমিত হয়। বাতোল্বণ মেহে স্নেহপান বিশেষ হিতকর।

পালিধা মান্দারের ক্বাথে উদকমেহ, জয়ন্তীর ক্বাথে ইক্ষুমেহ, নিমের ক্বাথে সুরামেহ, চিতামূলের ক্বাথে সিকতামেহ, খদির কাষ্ঠের ক্বাথে শনৈর্মেহ, আকনাদি ও অগুরুর ক্বাথে লবণ মেহ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার ক্বাথে পিষ্ট মেহ এবং ছাতিমের ক্বাথে সান্দ্রমেহ বিনষ্ট হয়। এই আট প্রকার ক্বাথের সহিতই মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

হরীতকী, কট্ফল, মুতা ও লোধ (১)। আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুন ছাল ও ধাম্নী (২)। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগর ও বিড়ঙ্গ (৩)। ওল, রাখালশসা (পাঠান্তর-কদম্ব, শাল) ; অর্জ্জুন ছাল ও যমানী (৪)। দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদির ও ধাওয়া (৫)। দেবদারু, কুড়, অগুরু ও রক্তচন্দন (৬)। দারুহরিদ্রা, গণিয়ারি, ত্রিফলা ও বচ (৭)। আকনাদি, মূর্ব্বা ও গোক্ষুর (৮)। বচ, বেণামূল, হরীতকী ও গুলঞ্চ (৯)। বাসক, হরীতকী, চিতা ও ছাতিমছাল (১০)। এই দশটি যোগের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মেহ প্রশমিত হয়।

বেণার মূল, লোধ, অর্জ্জুনছাল ও রক্তচন্দন (১)। বেণার মূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী (২)। পল্‌তা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ (৩)। মুতা, হরীতকী, ঘণ্টাপারুল ও কুড়্চী (৪) লোধ, আম্রছাল, কালীয়ক (কালিয়া, কলম্বা) ও ধাইফুল

(৫)। শুঁঠ, অর্জ্জুন ছাল, এলাইচ, শিরীষ ও উৎপল (৬)। শিরীষ, ধনে, অর্জ্জুন ছাল ও নাগেশ্বর (৭)। প্রিয়ঙ্গু, পদ্ম, উৎপল ও কিংশুক (৮)। অশ্বত্থ, আকনাদি, অসন ও বেতস (৯) কটঙ্কটেরী (হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা), উৎপল ও মুতা (১০)। এই দশটী যোগের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মেহ প্রশমিত হয়।

কফমেহহর দ্রব্যের ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত কফ মেহে এবং পিত্তমেহহর দ্রব্যের ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পিত্তজ মেহে প্রয়োগ করিবে। কমলাগুঁড়ী, ছাতিমছাল, শাল, বহেড়া, রোড়াছাল, ইন্দ্রযব, পল্‌তা, পীতচন্দন, কুড়, কালিয়া ও অগুরু ইহাদের কল্ক বা চূর্ণ মধপ্লুত করিয়া কফপিত্তমেহরোগিকে লেহন করিতে দিবে। দূর্ব্বা, কেশুর, করঞ্জ, পানা, কৈবর্ত্তমুস্তক (মুতা বিশেষ) ও শৈবাল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শুক্রমেহ বিনষ্ট হয়। ত্রিফলা, সোন্দাল ও দাক্ষা ইহাদের কষায়ে মধ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ফেনাভ মেহ নিবারিত হয়। অশ্বত্থের ক্বাথ, সোন্দালের ক্বাথ, ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ এবং রক্তচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার ক্বাথ এই পাঁচটি ক্বাথে মধ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে যথাক্রমে নীলমেহ, হারিদ্রমেহ, ফেনমেহ, ক্ষারমেহ ও মাঞ্জিষ্ঠমেহ প্রশমিত হয়। ত্রিফলাচূর্ণ বা শিলাজতু চূর্ণ বা লৌহ চূর্ণ কিংবা হরীতকী চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে মেহ নিবৃত্ত হয়। দারুহরিদ্রা (বা হরিদ্রা) যষ্টিমধ ত্রিফলা ও চিতা (সমভাগ) ইহাদের কষায় প্রমেহনাশক ॥ ৪২—৫৭

ফলত্রিকাদি—ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখাল শসার মূল ও মুতা ইহাদের কষায়ে হরিদ্রা কল্ক ও মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

একটা গরুকে অধিক পরিমাণে যব খাওয়াইবে। পরে তাহার গোময়ের সহিত যে সকল যব বর্হিগত হইবে, সেই যবকে গোমূত্রে ভাবিত করিয়া, অথবা ভাবিত না করিয়াই তাহাকে ছাতু করিবে। সেই গোভক্ষিত যবের ছাতু, চিত্রকোদশ্বিৎ সহ খাইবে অর্থাৎ একটা হাঁড়ীর অভ্যন্তরভাগ চিতার কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া সেই হাঁড়ীতে দধি পাতিয়া তাহার উদশ্বিৎ (অর্দ্ধজলযুক্ত ঘোল) প্রস্তুত করত সেই উদশ্বিৎ সহ উক্ত ছাতু ভক্ষণ করিবে। কিংবা মুগের যূষের সহিত সেই ছাতু খাইবে। প্রমেহরোগী এক মাস কাল জলের সহিত যবপিষ্টক (যবচূর্ণ) ভক্ষণ করিবে। যব—মেদোনাশক, মূত্ররোধক এবং সকল ধাতুতে সমভাব। অতএব প্রমেহ রোগে যব বিশেষ হিতকর ॥ ৫৮—৬০

ত্রিকট্বাদ্য মোদক—ত্রিফলা, ত্রিকটু, আক্‌নাদি, শজিনা মূল, বিড়ঙ্গ, হিঙ্, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী, কেঁউ মূল, শালপানি, আতইচ, চিতামূল, সচল লবণ, জীরা, হবুষ ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুই তোলা, যবের ছাতু বিরানব্বই পল (১১॥০ সের) এবং ঘৃত তৈল ও মধু, প্রত্যেক ছয় ছয় পল। এই সকল দ্রব্য একীকৃত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রত্যহ দুই তোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহা ভক্ষণে উগ্র ও অতি ভয়ানক প্রমেহ বিনষ্ট হয় ॥ ৬১—৬৫

ন্যগ্রোধাদ্য চূর্ণ—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শোনা, সোন্দাল, অসন, আম্র, কয়েতবেল, জাম, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধাওয়া, মৌল, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণ, পালিধামান্দার, পল্‌তা, মেড়াশিঙ্গী, দন্তী, চিতা, অড়হর, করঞ্জ, ত্রিফলা, কুড়চী ও ভেলা ফল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ ভক্ষণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ অনুপান করিবে। এই ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ সেবনে মূত্র বিশুদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা বিংশতি প্রকার মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র সকল প্রশমিত হয় এবং পিড়কা জন্মে না ॥ ৬৬—৭০

লৌহ ত্রিফলা ও চিনি ইহাদের চূর্ণ মিলিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে অথবা ইহাদের প্রত্যেকটি মধুর সহিত খাইলে, কিংবা গুলঞ্চের স্বরস পান করিলে সমস্ত মেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১

ত্রিকটু গুটিকা—ত্রিকটু ও ত্রিফলা সমভাগ, গুগ্‌গুলু তাহাদের সমান এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া গোক্ষুরের ক্বাথে মাড়িয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষকাল ও বল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এই গুটিকা সেবন করিবে। ইহা অনুলোমক, এই ঔষধ সেবন করিয়া যথেপ্সিত আহার বিহার করিবে। ইহা দ্বারা প্রমেহ, বাতরক্ত, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ ও প্রদর আশু বিনষ্ট হয় ॥ ৭২—৭৪

দাড়িমাদ্য ঘৃত—দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, ত্রিফলা, পিপুল, গোক্ষুরফল, যমানী ও ধনে, ইহাদের ক্বাথ ষোলসের। কল্কার্থ—

বৃক্ষাম্ল (মহাদা), চই, লোধ ও সৈন্ধব ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই তোলা। ঘৃত চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে। সকল ঋতুতেই এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় ভোজ্য ও পানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা বিংশতিপ্রকার মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মলবাতাদির বিবদ্ধতা, আনাহ, শূল, কামলা ও জ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত অশ্বিকর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত ॥ ৭৫-৭৯

গোক্ষুরাদি চূর্ণ গুটিকা—গোক্ষুর, পিপুল, মুতা, গুলঞ্চ, কাকডুমুরের পল্লব, কুশাঙ্কুর (শাক বিশেষ), গন্ধতৃণপত্র, কেলেকড়া, পুনর্নবা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, দেবদারু, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, মরিচ, আক্‌নাদি, কমলাগুঁড়ি, বামুনহাটী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, দন্তীমূল, চিতামূল ও কট্‌কী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণসমষ্টি যত হইবে তাহাতে তৎসম-পরিমিত লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় মদ্যের সহিত, মদ্যাভাবে উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহা দ্বারা বিংশতিপ্রকার মেহ, শোথ, অর্শঃ, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, উদর, শূল ও প্লীহা বিনষ্ট হয়। উক্ত চূর্ণ গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা গুটিকাও প্রস্তুত করা গিয়া থাকে। এবং সেই গুটিকা উক্তরোগ সমূহেই প্রযোজ্য হয়। গোক্ষুরাদি গুটিকা বলমাংস বিবর্দ্ধক মুখ্য ভেষজ ॥ ৮০—৮৬

সিংহামৃত ঘৃত—ঘৃত চারিসের, ক্বাথার্থ—কণ্টকারী সাড়েবার সের ও গুলঞ্চ সাড়েবারসের উদূখলে কুট্টিত করিয়া চারিদ্রোণ (২৫৬ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, গাম্ভারীমূল, করঞ্জছাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের সমষ্টি পরিমাণ একসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই সিংহামৃত নামক ঘৃত দুইতোলা মাত্রায় পান করিবে। এবং দুগ্ধসহ হিতজনক শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য করিবে। এই ঘৃত পানে প্রমেহ, মধুমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ভগন্দর, আলস্য, অন্ত্রবৃদ্ধি, কুষ্ঠ, বিশেষতঃ ক্ষয়রোগ প্রশমতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৭-৯১

ধান্বন্তর ঘৃত—ঘৃত চারিসের। দশমূল, ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, দেবদারু, হরীতকী, রক্তপুনর্নবা, বরুণ, দন্তীমূল, চিতামূল, শ্বেতপুনর্নবা, সীজমূল, কেলীকদম্ব, কদম্ব, বিল্ব, ভেলা, শটী, পুষ্করমূল ও পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেক দশ দশ পল, যব কুল ও কুলত্থ প্রত্যেক দুই দুইসের, জল প্রতি শতপলে ৬৪ সের, প্রতি শতপলে শেষ ষোলসের। কল্কার্থ—হিজল, ত্রিফলা, বামুনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চই ও কমলাগুঁড়ী মিলিত একসের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা ধান্বন্তর ঘৃত নামে খ্যাত। এই ঘৃত যথাবল পান করিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, মেহ, গুল্ম, শোথ, বাতরক্ত, প্লীহোদর, অর্শঃ, বিদ্রধি, পিড়কা, অপস্মার ও উন্মাদ বিনষ্ট হয়। পরিভাষা—প্রতি শত পল দ্রব্য দ্রোণ পরিমিত জলে (৬৪ সের জলে) পাক করিবে। তিনশত পলের অধিক হইলে সাধারণ নিয়মানুসারে জল দিয়া পাক করিতে হইবে ॥ ৯২—৯৯

অর্জ্জুনাদ্য তৈল ও ঘৃত—অর্জ্জুন, পল্‌তা, নিম, বচ, যমানী, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, ভেলা, অগুরু, মুতা, কুড়, চিতামূল, রক্তচন্দন, বেণামূল, গোক্ষুর, শ্বেতখদির, রক্তপুনর্নবা, পল্‌তা, হরিদ্রা, ত্রিফলা, অশ্মন্তক (অম্লকুচা), অর্জ্জুন, যমানী, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা ও আতইচ ইহাদের কল্ক ও কষায়ের সহিত তৈল বা ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে কফজ বাতজ ও পিত্তজ মেহ প্রশমিত হয়। কফজ ও বাতজ মেহে অর্জ্জুনাদ্য তৈল এবং পিত্তজ মেহে অর্জ্জুনাদ্য ঘৃত ব্যবস্থা করিবে ॥ ১০০—১০২

সারলেহ—সারবর্গ (শালসারাদিগণ শাল খদির প্রভৃতি) যথাপরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথ পুনঃ পাক করিবে। আসন্ন পাক সিদ্ধি সময়ে তাহাতে :আমলকী, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, দন্তী, কান্তলৌহচূর্ণ ও তাম্রচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া হাতা দ্বারা উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে, যেন উহা দগ্ধ হইয়া না যায়। যখন উহা লেহীভূত হইবে, তখন নামাইয়া যত্নপূর্ব্বক কোন পাত্রে রাখিবে। এই লেহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৩

গোক্ষুরাদ্যবলেহ—পত্রমূল ও ফল সমন্বিত গোক্ষুর কুট্টিত করিয়া তাহার একশতপল (১২॥০ সের) লইবে। পরে সেই শতপল গোক্ষুর ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোলসের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর সেই ক্বাথে পঞ্চাশপল (৬।০ সের) চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, জায়ফল, অর্জ্জুন ও শসার বীজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ

চুই দুইপল ও বংশলোচন আট পল প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ একপল মাত্রায় লেহন করিলে মূত্রদাহ, মূত্রবিবদ্ধতা, শুক্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, রক্তমেহ ও মধুমেহ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৪—১০৬

শিলাজতু ও মাক্ষিকধাতুর প্রয়োগ— অসন, পিয়াল, শাল ও খদির ইহাদিগকে শালবর্গ বা সারগণ কহে। মধুমেহত্ব প্রাপ্ত এবং চিকিৎসক-পরিত্যক্ত মেহরোগী বিচক্ষণ ভিষগ্‌গণ কর্তৃক এই শালবর্গের যোগে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে শৈল সকল সূর্য্যসন্তাপে সন্তপ্ত হইলে তাহা হইতে জতুসন্নিভ স্বরস প্রস্রুত হইয়া থাকে। শিলা হইতে প্রস্রুত এবং জতুসন্নিভ বলিয়া উহা শিলাজতু নামে বিখ্যাত। শিলাজতু মহাব্যাধি সকলের বিনাশক। রঙ্গ সীসকাদি ষড়্‌বিধ লৌহ হইতে শিলাজতু উৎপন্ন হয়। ঐ ষড়্‌বিধ লৌহের যে লৌহ হইতে যে শিলাজতু জন্মে, তাহাতে সেই লৌহের গন্ধ বিদ্যমান থাকে। এবং তাহা সেই লৌহের বীর্য্য ও রস ধারণ করে। রঙ্গ সীসকাদি ষড়্‌বিধ লৌহের যেমন পর পরটি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তৎ তৎ ধাতুজাত শিলাজতুরও যথাক্রমে পরপরটিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। শ্রেষ্ঠপ্রয়োগে শ্রেষ্ঠ গুণ শিলাজতু প্রযোজ্য। সকল শিলাজতুই তিক্তকটুক-রস, কষায়ানুরস, কটুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, শোষণ ও ছেদন। তন্মধ্যে যে শিলাজতু লঘু, কৃষ্ণাভ বা নীলবর্ণ, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), শর্করারহিত ও গোমূত্রগন্ধি তাহাই শ্রেষ্ঠ। সেই শিলাজতুকে উক্ত সাধারণের ক্বাথে ভাবনা দিয়া হৃতদোষ করিবে। পরে সাধারণের ক্বাথ দ্বারাই পেষণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে তাহা যথাবল পান করিবে। শিলাজতু জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপে একতুলাপর্য্যন্ত (১২॥০ সের পর্য্যন্ত) শিলাজতু সেবিত হইলে বহুরোগজনক মধুমেহরোগ প্রশমিত হয়, দেহকান্তি ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং রোগী রোগমুক্ত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে। শিলাজতুর প্রতিতুলা সেবনে এক শত বৎসর করিয়া এবং প্রতি দশতুলা সেবনে এক সহস্র বৎসর করিয়া আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। ভল্লাতক সেবনে যে নিষেধ বিধি আছে, শিলাজতু সেবনেও সেই নিষেধ বিধি প্রতিপালন করিবে। ইহা দ্বারা মেহ, কুষ্ঠ, অপস্মার, উন্মাদ, শ্লীপদ, গরবিষ, শোষ, শোথ, অর্শঃ, গুল্ম, পাণ্ডু ও বিষমজ্বর অচিরে দূরীভূত হয়। এমন রোগই নাই, শিলাজতু যাহাকে নষ্ট না করিতে পারে। শিলাজতু চিরসম্ভূত শর্করা ও অশ্মরীকে ভেদ করিয়া থাকে। যে রোগের প্রশমার্থ শিলাজতু প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই রোগনাশক হিতকর ভেষজ দ্বারা শিলাজতুর ভাবনা ও আলোড়ন কর্ত্তব্য। এবম্প্রকারে মাক্ষিক ধাতুকে অর্থাৎ মধুর রস কাঞ্চনাভ স্বর্ণমাক্ষিককে বা অম্লরসান্বিত রজতপ্রভ রৌপ্যমাক্ষিককে শোধন ও আলোড়ন করিয়া ভক্ষণ করিলে জরা, কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু ও ক্ষয় নিবারিত হয়। শিলাজতু ও মাক্ষিক সেবনকারী কুলত্থকলাই ও কপোতমাংস পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০৯—১২৩

প্রমেহপিড়কা চিকিৎসা—প্রমেহপিড়কা উৎপন্ন হইলে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং পক্ক পিড়কা সকলকে শস্ত্র দ্বারা চিড়িয়া দিবে। প্রমেহপিড়কায় বনস্পতির (যাহাদের বিনাপুষ্পে ফল হয়, তাহাদের) ক্বাথ হিতকর। এই রোগে ছাগমূত্র পান, তীক্ষ্ণশোধন, এলাদিগণের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া ব্রণরোপণার্থ সেই তৈল প্রয়োগ, আরগ্বধাদিগণের ক্বাথ উদ্বর্ত্তন, শালসারাদিগণের ক্বাথদ্বারা পরিষেক এবং চণকাদি দ্বারা ভোজ্য প্রশস্ত। প্রমেহরোগির মূত্র যখন অনাবিল, অপিচ্ছিল, বিশদ্ ও তিক্তকটুক হইবে, তখন জানিবে যে, রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে ॥ ১২৪—১২৭ ॥

ইতি প্রমেহ-পিড়কাধিকার।

মেদোরোগাধিকার।

ব্যায়ামবর্জ্জিত-দিবানিদ্রাপ্রিয় ও শ্লেষ্মজনক আহার-সেবি-ব্যক্তির অন্নরস প্রায় মধুরতর হয়। এব সেই মধুরতর আমরসের অর্থাৎ অপক্ক অন্নরসের স্নেহ হইতে মেদঃ পদার্থের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেদোবৃদ্ধি হেতু রসরক্তাদিবাহি স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হওয়ায় শরীরের অন্যান্য ধাতুও পুষ্ট হইতে পারে না। কেবল মেদোধাতুই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মানবকে সকল কার্য্যে অশক্ত করিয়া ফেলে। মেদস্বিব্যক্তি ক্ষুদ্র শ্বাস, তৃষ্ণা, মোহ, নিদ্রা, অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসাবরোধ, অবসাদ, ক্ষুধা, ঘর্ম্ম ও দৌর্গন্ধ্য এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হয় এবং তাহার বলের ও মৈথুনশক্তির অল্পতা হইয়া থাকে।

মেদঃ সকল প্রাণির উদরেই বিশেষরূপে অবস্থান করে, সেই জন্য মেদস্বি ব্যক্তির প্রায় উদরেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যেমন কুম্ভকারের পয়ন (পোয়ান) কর্দ্দমাদিদ্বারা আবৃত হওয়ায় তদন্তর্গত বায়ু বহির্গত হইতে না পারিয়া অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, সেইরূপ মেদোধাতুদ্বারা মার্গাবরোধহেতু বায়ু কোষ্ঠ মধ্যেই বিশেষরূপ সঞ্চরণ করিয়া কোষ্ঠাগ্নিকে সন্ধুক্ষিত এবং আহারকে শোষিত করিয়া থাকে। তজ্জন্যই মেদস্বিব্যক্তির আহার শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পুনর্ভোজনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ভোজনকালের ব্যতিক্রম ঘটিলে কতপ্রকার দারুণ রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ অগ্নি ও বায়ু বিশেষ উপদ্রবকর। যেমন দাবাগ্নি ও মারুত বনকে দহন করে, সেইরূপ ঐ কোষ্ঠাগ্নি ও কোষ্ঠচর বায়ুও স্থূল ব্যক্তিকে (মেদস্বিকে) দহন করিয়া থাকে। মেদঃ অতীব সংবর্দ্ধিত হইলে বাতাদিদোষগণ সহসা দারুণ রোগ সকল (প্রমেহ-পিড়কা-জ্বর ভগন্দরাদি পীড়াসমূহ) উৎপাদন করিয়া আশু মেদোরোগির জীবন নাশ করে।

অতিস্থূলের লক্ষণ—মেদঃ ও মাংসের অতিবৃদ্ধিহেতু যাহার স্ফিক্ (পাছা) উদর ও স্তন বর্দ্ধিত হয় (পাঠান্তর—সঞ্চলনশীল হয়) এবং অযথা উপচয় ও অযথা উৎসাহ জন্মে, তাহাকে অতিস্থূল কহে। অতি স্থূল ব্যক্তির দুস্তর কুষ্ঠ, বিসর্প, ভগন্দর, জ্বর, অতিসার, মেহ, অর্শঃ, শ্লীপদ, অপচী ও কামলারোগ উপস্থিত হয় এবং মেদের স্বেদদৌর্গন্ধ্যে গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট সকল জন্মিয়া থাকে ॥ ১—১০

মেদোরোগ চিকিৎসা—পুরাণ শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ, কুলত্থকলাই, বনকোদ্ ও কোদ, লেখন দ্রব্য ও বস্তি, মেদস্বিব্যক্তির সদা সেব্য। ধূমপান, ক্রোধ, রক্তমোক্ষণ এবং ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে যব ও গোধূমকৃত ভোজ্য ভোজন হিতকর। উপবাস, অসুখ শয্যা, সত্ত্বগুণ, ঔদার্য্য ও তমোজয়, মেদস্বিব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত। এই সকল যথাযথ সেবিত হইলে মেদোরোগী সন্তর্পণকৃত দোষ ও স্থৌল্য হইতে বিমুক্ত হয়। শ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথপর্য্যটন, মধু ও রাত্রিজাগরণ এবং যব ও শ্যামাতণ্ডুলকৃত খাদ্য এই সকল দ্বারা অবশ্য স্থৌল্য নাশ হয়।

চই, জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সচললবণ ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ এবং যবের ছাতু দধিজলের সহিত পান করিলে মেদোনাশ ও অগ্নিদীপ্তি হয়।

ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ তৈল-লবণ-সংযুক্ত করিয়া ছয়মাসকাল সেবন করিলে কফ-মেদঃ ও বায়ু বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহ, যব ও আমলকী ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত সেবন করিলে অতি স্থৌল্য নিবারিত হয়। শুষ্কমূলা বা ত্রিফলাচূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে বা মধুমিশ্রিত জল প'ন করিলে, অথবা বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে, অথবা অন্নমণ্ড (ভাতের মাঁড়) সেবন করিলে অতি স্থৌল্য বিনষ্ট হয়। পল্‌তা, চিতা, বালা, শুল্‌ফা ও হিঙ্‌ এই সকল দ্রব্য পুটপাক করিয়া নিত্য সেবন করিলে সর্ব্বদোষজ মেদোবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। এরণ্ডপত্রের ক্ষার হিঙ্গুযুক্ত করিয়া জলের সহিত পান করিলে, অথবা মণ্ডসমন্বিত ভাত খাইলে মেদোবৃদ্ধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। গবেধুকের (দেধানের) বা যবের ছাতু খাইলে, কিংবা ত্রিফলার ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে মেদঃ বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথসহ লৌহচূর্ণ সেবন করিলে মেদোনাশ হয়। শিলাজতু বা মহিষাখ্য গুগ গুলু যথাবিধি পাক করিয়া সেবন

করিবে। ইহা মেদোনাশক। মাধবীলতাফলের বীজের শাঁস মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে উদরবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। চিতামূল মধুর সহিত লেহন করিয়া হিতভোজন করিলে মেদঃ বিনষ্ট হয়। এরণ্ডমূল মধু-দিগ্ধ করিয়া একরাত্রি পর্য্যুষিত করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার রস গালিত করিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা জঠরের বৃদ্ধি নিবারিত হয়। প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে স্থৌল্য নাশ হয়। প্রতিদিন উষ্ণ অন্নের মণ্ড পান করিলে স্থূলব্যক্তি কৃশদেহ হয়। কুলপত্রের কল্কসহ কাঁজীতে পেয়া পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিলে অথবা গণিয়ারির রস বা ক্কাথের সহিত শিলাজতু পান করিলে স্থৌল্য বিনষ্ট হয়। শৈলেয় (গন্ধদ্রব্য বিশেষ), কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুক, মুতা এবং আম জাম কয়েতবেল টাবালেবু ও রেল ইহাদের পত্র, শ্রীবাস (সরল বৃক্ষ-নির্যাস), পিড়িং বাবুই তুলসী ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য ধুতুরাপত্রের রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা গাঢ়উদ্বর্ত্তন (গাত্র মর্দ্দন) করিলে স্থৌল্য বিনষ্ট হয় ॥ ১১–২৮

অমৃতাদি গুগ্‌গুলু—গুলঞ্চ, ছোট এলাইচ, বিড়ঙ্গ, কুড়চী, বহেড়া, হরীতকী, আমলকী ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য যথাক্রমে এক একভাগ বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া খাইলে পিড়কা স্থৌল্য ও ভগন্দর বিনষ্ট হয় ॥ ২৯

দশাঙ্গ গুগ্‌গুলু—ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), চিতামূল, ত্রিফলা (হরীতকী বহেড়া আমলকী), মুতা, বিড়ঙ্গ ও গুগ্‌গুলু এই দশটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় খাইলে মেদঃ শ্লেষ্মা আম ও বাতজনিত প্রবল ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৩০

ত্রিকটু, চিতামূল, মুতা, বিড়ঙ্গ ও বচ এই সকল চূর্ণ এবং সমভাগ ঘৃত সহ গুগ্‌গুলু সেবন করিলে কফ বায়ু ও মেদোদোষ জন্য বলবান্ বিকারও আশু নিবারিত হয় ॥ ৩১

লৌহরসায়ন—গুগ্‌গুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদির, বাসক, তেউড়ী, মুণ্ডীরী (মুরমুরিয়া), শুঁঠ, নিসিন্দা ও চিতামূল (পাঠান্তর—চিতা ও সীজমূল) ইহাদের প্রত্যেক দশ দশ পল লইয়া ৮০ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে ১২ পল কান্ত লৌহচূর্ণ, পুরাণ ঘৃত /৪ সের, চিনি ৮ পল মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে পুনঃ পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু /২ সের, শিলাজতু ২পল, এলাইচ ও দারুচিনি প্রত্যেক ৪তোলা, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৩ পল (পাঠান্তর—২ পল), মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল ও ত্রিফলা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুই পল এবং হীরাকস চূর্ণ ২পল প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মথিত করিবে। তৎপরে তাহা একটি ঘৃতভাবিত পাত্রে রাখিবে। বিরেচনাদি দ্বারা দেহ সংশুদ্ধ করিয়া এই লৌহরসায়ন ২ তোলা মাত্রায় খাইবে। অনুপান দুগ্ধ এবং জাঙ্গলমাংস রস। লৌহরসায়ন বাতশ্লেষ্মহর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, মেহ, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা, মোহ, বিষ, উন্মাদ ও বিষম গরবিষ সকল বিনষ্ট হয়। ইহা স্থূল ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ কর্ষণ ঔষধ, মেদোরোগির পরম ঔষধ। ইহা স্থূল উদরকে অতিমাত্র কর্ষণ করিয়া পাতাল সন্নিভ করে। ইহা বলকর, রসায়ন, মেধ্য, উত্তম বাজীকরণ, শ্রীকর, পুত্রজনন ও বলীপলিত নাশক। লৌহরসায়ন সেবনকারী ব্যক্তি কদলীকন্দ, কাঁজী, করমচা, করীর (বাঁশের কোড়), করলা উচ্ছে এবং অন্যান্য ককারাদি দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ৩২—৪২

লৌহারিষ্ট—যথাপরিমিত জলে সালসারাদিগণ সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল, অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া মধুরীকৃত করিবে। কিছু দিন পরে যখন তাহা ফানিতীভাবে প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ মাত গুড়ের ন্যায় হইবে, তখন তাহাতে গুড় ও পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং একটি ঘৃতভাবিত কলসের অভ্যন্তর ভাগ পিপুলচূর্ণ ও মধুতে প্রলিপ্ত করিয়া সেই কলসে উহা রাখিবে। তৎপরে কান্তলৌহের অতি পাত্‌লা পাত খদির কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে এক একবার প্রতপ্ত করিবে ও এক এক বার উহাতে প্রক্ষেপ করিবে। এইরূপ বহুবার করিতে হইবে। তদনন্তর সেই কলসের মুখ শরাবাদি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া যবপল্ল মধ্যে (যবের পোয়ালের ভিতর) তিন চারি মাস কাল, অথবা যতদিনে সেই লৌহের পাত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ততদিন নিহিত করিয়া রাখিবে। পরে যখন তাহা উপযুক্ত রসগন্ধাদিসম্পন্ন হইবে, তখন প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাবল পান করিবে এবং যথাযোগ্য অন্নাদি ভোজন করিবে। এই লৌহাসব স্থৌল্য নষ্ট করে, নষ্টঅগ্নি উদ্দীপিত করে এবং শোথ, কুষ্ঠ, মেহ, গুল্ম, পাণ্ডু, প্লীহা, উদর ও বিষমজ্বর শীঘ্র নাশ করে। অভিষ্যন্দাপহরণে লৌহ রসায়ন মহাগুণকর ॥৪৩–৫৬

ব্যোষাদ্য শক্তুপ্রয়োগ—ত্রিকটু, চিতামূল, শজিনামূল, ত্রিফলা, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপানি, হিঙ, কেঁউমূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুষ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এবং তৈল ঘৃত ও মধু সমান সমান ভাগে লইবে। যবশক্তু ষোলগুণ লইবে। পরে ঐ সমস্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া সন্তর্পণ প্রস্তুত করিবে। এই সন্তর্পণ পান করিলে সন্তর্পণোত্থিত রোগ সকল প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা প্রমেহ, মূঢ়বাত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরোচক, হৃদ্রোগ, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, ক্রিমি, গ্রহণী দোষ, শ্বিত্ররোগ ও অতি স্থৌল্য বিনষ্ট হয়। এই শক্তু সেবনে মানবের অগ্নি প্রদীপ্ত এবং স্মৃতি বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় ॥ ৫১—৫৬

ত্রিফলাদ্যতৈল—ত্রিফলা, আতইচ, মূর্ব্বা, তেউড়ীমূল, চিতামূল, বাসক, নিম, সোন্দাল, বচ, ছাতিম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, রাইসর্ষপ, পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুঁঠ এই সকলের কল্ক এবং সুরসাদিগণের ক্বাথসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। পানে অভ্যঙ্গে গণ্ডূষে নস্যে ও বস্তিতে এই তৈল প্রযোজিত হইলে স্থূলতা আলস্য ও পাণ্ডু প্রভৃতি এবং কফকৃত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

মহাসুগন্ধি তৈল—চন্দন, কুঙ্কুম, বেণামূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোটএলাইচ, গোরোচনা, শিলারস, অগুরু, মৃগনাভি, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল, কাঁকলা, পূগ, লবঙ্গ, নালুকা, জটামাংসী, কুড়, রেণুক, তগর, কৈবর্ত্তমুস্তক, নখী, ব্যাঘ্রনখী (নখীভেদ), পিড়ি, গন্ধবোল, দোনা. গেঁটেলা, চোরক (সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ), শৈলেয়, এলবালুক, সরলকাষ্ঠ, ছাতিম, লাক্ষা, ভূঁইআমলা, লামজ্জক (বীরণ সদৃশ পীতচ্ছবি তৃণ বিশেষ); পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল, পুণ্ডরিয়া ও শটী ইহাদের প্রত্যেকটি অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে লইয়া তৎসহ /৪ সের তৈল পাক করিবে এবং পাক সাধনার্থ ১৬ সের জল দিয়া পাক কার্য্য সুসিদ্ধ করিবে। এই মহাসুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিলে ঘর্ম্ম মল দৌর্গন্ধ্য কণ্ডূ ও কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় এবং সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধও যুবা, শুক্রাঢ্য, নারীগণের বল্লভ, সৌভাগ্যবান্, সুদৃশ্য ও শত স্ত্রী গমনে সমর্থ হয়। বন্ধ্যারও গর্ভ হয়, ক্লীবও পুরুষত্ব লাভ করে, অপুত্রা স্ত্রীও পুত্র প্রাপ্ত হয় এবং তৈলসেবী শতবৎসর জীবিত থাকে ॥ ৬০—৬৭

বাসক পত্রের রসে শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে, অথবা বিল্বপত্রের রস গাত্রে মাখিলে গাত্রদৌর্গন্ধ্য দূরীভূত হয়। কাঁজীর সহিত মুণ্ডীরী চূর্ণ পান করিলে আশু মেদোজনিত দৌর্গন্ধ্য দূর হয়, ইহা দৃষ্টফল ঔষধ। বিল্বমূল ও হরীতকী সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক তাহা বাহুমূলে (বগলে) আলেপন করিলে বগলের দৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়। পূতিকরঞ্জার (নাটাকরঞ্জার) বীজ বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও বগলের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং ক্লেদজন্য তথায় পিড়কা জন্মিলে সেই পিড়কাও বিনষ্ট হইয়া থাকে। তেঁতুল পত্রের স্বরস কক্ষাদি স্থানে (বগলাদিতে) ম্রক্ষণ করিলেও দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়। হরিদ্রার কল্ক (পাঠান্তর দগ্ধহরিদ্রা) গাত্রে মর্দ্দন করিলে চির গাত্র দৌর্গন্ধ্য অচিরে দূর হয়। শিরীষ, বেণামূল, নাগেশ্বর (ব্যাখ্যান্তর—স্বর্ণভস্ম) ও লোধ ইহাদের চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে ত্বগ্দোষ ও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। তেজপত্র, বালা, লোহ (অগুরু), হরীতকী ও চন্দন এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া গাত্রে লেপন করিলে দৌর্গন্ধ্য নাশ হয়। হিঞ্চার রসে সমুদ্রফেনা ঘসিয়া গাত্রে লেপন করিলে আশু উৎকট দেহদৌর্গন্ধ্য বিনষ্ট হয়। গাত্রে হরীতকী মর্দ্দন করিয়া পরে স্নান করিলে দেহস্বেদ প্রশমিত হয়। হরীতকী, লোধ, নিমপত্র, আমছাল ও দাড়িমছাল এই সকল দ্রব্যের কল্ক অঙ্গনাগণের অঙ্গরাগ এবং নরপতিগণের অশ্বাদিগমনজনিত জঙ্ঘাবিবর্ণতা নাশক। হরিতাল গোমূত্রে পেষণ করিয়া, প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ, গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া মর্দ্দন করিলে কক্ষাদি দৌর্গন্ধ্য বিনষ্ট হয় এবং হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার সহিত দুগ্ধে পেষণ করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিলে বশীকরণ হয়। বাবলাপাতা জলে পেষণ করিয়া অগ্রে তদ্দ্বারা গাত্র মর্দ্দন করিবে। পরে হরীতকী বাঁটিয়া তদ্দ্বারা গাত্র মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে, এরূপ করিলে শীঘ্রই স্বেদ-নির্গম রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বেল আম জাম টাবালেবু ও কয়েতবেল ইহাদের পত্র দ্বারা এবং পূর্ব্ববৎ কর্ম্মবিধান যোগ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে গাত্রে সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। হরীতকী, নখী, চন্দন, কুড়, ধুনা, অগুরু ও চিনি ইহাদের ধূপ অতি মনোহর; এই ধূপের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হয় এবং তত্রত্য বায়ু মলয়ানিলসদৃশ সুঘ্রাণ হইয়া থাকে।

শঙ্খপুষ্পী, তেজপত্র, তিল, লোধ, শিরীষ, বেণামূল ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গ্রীষ্মকালে গাত্রে মর্দ্দন করিলে ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। হরীতকী ফলচূর্ণ সুরা মিশ্রিত করিয়া মধুসহ তাহা প্রতিদিন প্রত্যূষে লেহন করিলে স্বেদ নিবারিত হয় এবং গাত্রে অতি সুগন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মল্লিকা পুষ্প, বেণামূল ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া গাত্রে মাখিলে ঘর্ম্ম ও বিচর্চ্চিকা দাহ প্রশমিত হয়। ময়নাপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পাকুড়পত্র ও দূর্ব্বা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে ঘর্ম্ম ও বিচর্চ্চী প্রশমিত হয়। হস্তপদ হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে পঞ্চতিক্ত গুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে। অশক্ত পক্ষে পঞ্চতিক্ত ঘৃত পান করিবে॥ ৬৮–৮৪

ইতি মেদোরোগাধিকার।

কার্শ্যাধিকার।

কার্শ্যের নিদান—বাতপ্রকোপ, রুক্ষ অন্নপান, উপবাস, অতি পরিমিত ভোজন, বমন বিরেচনাদি ক্রিয়ার অতিবিধান, শোক, মলমূত্রাদির বিশেষতঃ নিদ্রার বেগধারণ, নিত্য রোগভোগ, নিত্য মৈথুন, ব্যায়াম, ভোজনের অল্পতা, ভয় ও ধনাদির চিন্তা এই গুলি কার্শ্যের কারণ॥ ১। ২

কৃশের লক্ষণ—কৃশ ব্যক্তির স্ফিক্ (পাছা) উদর ও গ্রীবাদেশ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত, চর্ম্ম ও অস্থি শুষ্ক এবং পর্ব্বসন্ধি ও আনন স্থূল হইয়া থাকে॥ ৩

অতি কৃশ ব্যক্তির যে সকল রোগ হইয়া থাকে, তাহা বলা যাইতেছে—প্লীহা, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, গুল্ম, অর্শঃ, উদর এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগ সকল অতি কৃশ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কোন কোন কৃশ ব্যক্তিকেও অতি বলবান্ দেখা যায়, তাহার কারণ এই—গর্ভাধান সময়ে যদি জনয়িতার শুক্রের ভাগ অধিক এবং মেদের ভাগ অল্প হয়, তবে সেই গর্ভের সন্তান কৃশ হইয়াও অধিক বলবান্ হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থূল ব্যক্তিকেও যে বলহীন দেখা যায় তাহার কারণ এই—গর্ভাধান সময়ে যদি জনয়িতার শুক্রের ভাগ অল্প এবং মেদের ভাগ অধিক হয়, তাহা হইলে সেই গর্ভোৎপন্ন সন্তান স্নিগ্ধ ও সুপুষ্ট হইয়াও বলহীন হইয়া থাকে॥ ৪ ৫

কার্শ্যের চিকিৎসা—রুক্ষান্নাদি ভোজন হেতু যে ব্যক্তি কৃশ হয়, তাহাকে বৃংহণ, বলকারক, বৃষ্য ও বাজীকরণ ঔষধ পথ্যাদি সেবন করিতে দিবে। দুগ্ধের সহিত ঘৃতের সহিত তৈলের সহিত বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ১৫ দিন অশ্বগন্ধা পান করিলে, জল বর্ষণে যেমন বাল শস্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃশব্যক্তিও পুষ্টাঙ্গ হইয়া থাকে॥ ৭। ৮

অশ্বগন্ধা তৈল—তৈল /৪ সের, অশ্বগন্ধার কল্ক /১ সের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ।৬ সের, এবং দুগ্ধ ।৬ সের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কৃশাঙ্গের পুষ্টি হয়। কৃশ ব্যক্তিকে বালরোগোক্ত পুষ্টিকর অশ্বগন্ধা ঘৃত এবং বাজীকরণাধিকারোক্ত অশ্বগন্ধা ঘৃতাদি ঔষধ সেবন করাইবে॥ ৯। ১০

অসাধ্য কার্শ্য—যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অতিকৃশ স্বভাবতঃ অল্পাগ্নি এবং স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহার কোন চিকিৎসা নাই॥ ১১

ইতি কার্শ্যাধিকার।

উদরাধিকার।

উদররোগের নিদান—অগ্নিমান্দ্য হেতু সকল রোগই, বিশেষতঃ উদর রোগ জন্মিয়া থাকে। উদর রোগোৎপত্তির অপর হেতু—অজীর্ণ, মলিন অন্নভোজন (অত্যন্ত দোষজনক অন্ন, অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ভোজন ইত্যাদি) এবং মলসঞ্চয় অর্থাৎ বাতাদি দোষের ও পুরীষের সঞ্চয় এই সকল কারণে উদর রোগ জন্মিয়া থাকে ॥ ১

সম্প্রাপ্তি—সঞ্চিত দোষ সকল স্বেদবহ ও অম্বুবহ স্রোত সমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণ বায়ু অপান বায়ু ও অগ্নিকে সংদূষিত করিয়া উদর রোগ উৎপাদন করে ॥ ২

সামান্যরূপ—উদরাধ্মান, গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় অগ্নিমান্দ্য, শোথ, অঙ্গসকলের অবসাদ, বায়ু ও পুরীষের অপ্রবৃত্তি এবং দাহ ও তন্দ্রা এই গুলি সর্ব্বপ্রকার উদরেরই সাধারণ লক্ষণ ॥ ৩

উদররোগের সন্নিকৃষ্ট নিদান ও সংখ্যা—পৃথক্ পৃথক্ দোষ দ্বারা, মিলিত ত্রিদোষ দ্বারা এবং প্লীহা, মলবদ্ধতা, ক্ষত ও জলসঞ্চয় দ্বারা আট-প্রকার উদররোগ জন্মে (তদ্যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, প্লীহজ, মলসঞ্চয়জ, ক্ষতজ ও জলসঞ্চয়জ)। ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি শুন ॥ ৪

বাতোদরের লক্ষণ—বাতোদরে হস্ত পদ নাভি ও কুক্ষিদেশে শোথ, কুক্ষি পার্শ্ব উদর কটী ও পৃষ্ঠ দেশে বেদনা (এস্থলে কুক্ষিশব্দে উদরের বাম ও দক্ষিণ ভাগ), পর্ব্বভেদ, শুষ্ক কাস, অঙ্গমর্দ্দ, গুরুতা, মলবদ্ধতা, ত্বক্‌-নেত্র-ও মূত্রাদির শ্যামবর্ণতা বা অরুণ বর্ণতা, অকস্মাৎ উদর স্ফীতির হ্রাস-বৃদ্ধি, উদরে সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা, উদরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরা সমূহের উৎপত্তি এবং উদরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় শব্দোৎপত্তি। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বাতোদরে বায়ু শব্দ ও বেদনার সহিত উদরের সকল স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৫—৭

পিত্তোদর লক্ষণ—পিত্তোদরে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, মুখের কটুরসতা, ভ্রম, অতিসার ও ত্বগাদির পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তোদরে উদর ঘর্ম্মান্বিত, অন্তস্তাপ ও বহির্দ্দাহযুক্ত, কোমলস্পর্শ এবং হরিৎ পীত বা তাম্রবর্ণ শিরা সমূহে ব্যাপ্ত হয়। আর বোধ হয় যেন উদর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। পৈত্তিকোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদরে পরিণত হয়। এবং সর্ব্বদা বেদনা যুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮—৯

কফোদর লক্ষণ—কফোদরে অঙ্গের অবসাদ, শোথ, গাত্রগুরুতা, তন্দ্রা (নিদ্রাবাহুল্য), হৃল্লাস (বমন বেগ), অরুচি, স্পর্শাজ্ঞতা, কাস ও ত্বগাদির শুক্লবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এবং উদর স্তিমিত, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), শুক্লশিরা ব্যাপ্ত, বৃহৎ, দীর্ঘ কালে বর্দ্ধিত, কঠিন, গুরু ও স্থিরভাবাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০—১১

সন্নিপাতোদর লক্ষণ—দুঃশীলা কামিনীগণ নিঃস্নেহ পতিকে বা অন্য কোন অভিলষিত পুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য অজ্ঞাত সারে তদীয় অন্নপানে নখ লোম মূত্র বিষ্ঠা (বিড়ালাদির পুরীষ) ও আর্ত্তব (ঋতুশোণিত) প্রদান করিয়া থাকে। সেই মলিন (নানা দোষজনক) অন্নপান খাইলে, কিংবা শত্রুপ্রদত্ত গর (সংযোগজ) বিষ ভোজন করিলে, অথবা দুষ্ট জল (সবিষ মৎস্য তৃণ পত্রাদির ক্বাথ মিশ্রিত জল) পান করিলে, অথবা দূষীবিষ (জীর্ণ বিষ বা বিষঘ্ন ঔষধী দ্বারা হতবীর্য্য বিষ বা দাবাগ্নি দ্বারা শোষিত বিষ, অথবা স্বভাবতঃ গুণ বিযুক্ত বিষ) সেবন করিলে রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত অতি ভয়ঙ্কর উদর রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাই সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষজ উদর রোগ। এবম্ভূত উদররোগ শীতে বাতে ও অতি দুর্দ্দিনে (জল ঝড় মেঘাদি বিশিষ্ট দিবসে) অতিশয় কুপিত ও দাহযুক্ত হয়। এই রোগে রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম দূষ্যোদর। অতঃপর প্লীহোদর বর্ণন করিতেছি শুন ॥ ১২—১৪

প্লীহোদর লক্ষণ—প্লীহার বৃদ্ধিতে উদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে প্লীহোদর কহে। উহা

বাম পার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়। প্লীহার যে নিদান, প্লীহোদরেরও সেই নিদান এবং ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক প্রবৃদ্ধ প্লীহার যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, প্লীহোদরেও সেই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যকৃদ্দাল্যুদর প্লীহোদরেরই ভেদ। উদরের বামেতর পার্শ্বে অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগে যকৃৎ প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাকেই যকৃদ্দাল্যুদর কহা গিয়া থাকে ॥১৫—১৭

বদ্ধগুদোদরলক্ষণ—শাক শালূকাদি পিচ্ছিল ভুক্ত দ্রব্য দ্বারা অথবা বালুকা শর্করাদিযুক্ত ভুক্তান্ন দ্বারা যাহার অন্ত্র বিবদ্ধ হয়, তাহার সদোষ-মল, সম্মার্জ্জনী-ক্ষিপ্ত তৃণধূল্যাদিবৎ ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকে। এবং গুদনাড়ীতে মল রুদ্ধ হওয়ায় সেই মল অতি কষ্টে অল্প অল্প নির্গত হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যে উদরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাকেই বদ্ধগুদোদর কহে ॥ ১৮। ১৯

ক্ষতোদরলক্ষণ—কণ্টক শর্করাদি শল্যযুক্ত অন্নভোজন করিলে সেই ভুক্ত-অন্ন যদি পাকাশয় হইতে বিলোমভাবে (বক্রভাবে) আগত হয়, তাহা হইলে সেই কণ্টকাদি-শল্যদ্বারা অন্ত্রনাড়ী ভেদ হইয়া যায়। অন্যপ্রকারেও অর্থাৎ জৃম্ভা ও অতি ভোজনাদি দ্বারাও অন্ত্রভেদ হইতে পারে। যেরূপেই হউক অন্ত্রভেদ হইলে তাহা হইতে বহুপরিমাণে জলবৎ স্রাব নিঃস্রুত হইয়া নাভির অধোভাগে উদরের বৃদ্ধি করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই ক্ষতোদর বা পরিস্রাব্যুদর কহে। এই উদররোগে সূচীবেধবৎ বেদনা হইয়া থাকে। অতঃপর জলোদর কীর্ত্তন করিব শুন ॥ ২০। ২১

জলোদরলক্ষণ—স্নেহপান, অনুবাসন, বমন, বিরেচন অথবা নিরূহণ ক্রিয়ার পরেই আশু শীতলজল পান করিলে জলবহ স্রোতসকল সংদূষিত হয়। জলপান দ্বারা স্রোত সংদূষিত হইলে, অথবা স্নেহপদার্থ দ্বারা সেই সকল স্রোত উপলিপ্ত হইলে উপস্নেহন্যায়ে তাহা হইতে জল নিঃস্রুত হইয়া (চোয়াইয়া) উদরের বৃদ্ধি করে। ইহাকেই দকোদর বা জলোদর কহে। দকোদরে উদর চিক্কণ ও বৃহৎ হয়, নাভির চতুর্দ্দিকে জলপূর্ণবৎ গম্ভীর হয়। জলপূর্ণ ভস্ত্রা (চর্ম্মপুটক, ভিস্তি) সঞ্চালিত হইলে যেমন ক্ষুব্ধ (অন্তর্জল দোলনে সঞ্চলিত) কম্পিত ও শব্দান্বিত হয়, দকোদরও তদ্রূপ হইয়া থাকে ॥ ২২। ২৩

সাধ্যাসাধ্যত্ব—প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদররোগই উৎপন্ন হইবামাত্রই কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু রোগির যদি বল থাকে, উদরে জলসঞ্চয় না হয় এবং রোগটি অচিরোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যত্ন দ্বারা সাধ্য হয় জানিবে। বদ্ধগুদোদর প্রায় পক্ষান্তেই প্রাণনাশক হয়। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার জাতোদক ও ছিদ্রান্ত্র-উদর প্রায় পক্ষ মধ্যেই মারাত্মক হইয়া থাকে। (তবে শল্যশাস্ত্রোক্ত শস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা ১৫ দিনের পরেও ইঁহাদিগকে কখন কখন সাধ্য হইতে দেখা যায়) ॥ ২৪।২৫

জাতোদকোদরের লক্ষণ—(চরকোক্ত) উদররোগে জল জন্মিলে, উদরের সঞ্চলনে, জলপূর্ণ চর্ম্ম পুটকের ন্যায় মৃদু মৃদু শব্দ হয়, উদর শিরাজাল-ব্যাপ্ত ও বৃহৎ হয়। এবং আলস্য, মুখবৈরস্য, মূত্র-বাহুল্য, মলতারল্য, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উদর রোগির চক্ষু যদি শোথযুক্ত, লিঙ্গ বক্র, ত্বক্ পাত্‌লা ও ক্লেদযুক্ত এবং বল অগ্নি রক্ত ও মাংস পরিক্ষীণ হয়, তাহা হইলে সে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। এবং যে উদররোগির পার্শ্বভঙ্গ শোথ অন্নদ্বেষ ও অতিসার হয়, অথবা বিরেচন করাইলেও কোষ্ঠ পূর্য্যমাণ হইয়া থাকে, সে রোগিকেও ত্যাগ করিবে ॥ ২৬—২৯

উদররোগের চিকিৎসা—দশমূলের ক্বাথে এরণ্ডতৈল বা গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া, অথবা ত্রিফলার ক্বাথে গোমূত্র মিশাইয়া পান করিলে বাতোদর শোথ ও শূল বিনষ্ট হয় ॥ ৩০

কুষ্ঠাদিচূর্ণ—কুড়, দন্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, ত্রিলবণ (:সৈন্ধব সচল ও বিট্), বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিঙ্, সাচিক্ষার, চই, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে বাতোদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৩১

লশুন তৈল—তৈল ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ—রসুন ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধব, চিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তশজিনামূল, পুনর্নবা, সচল-লবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপ্পলী ইহাদের প্রত্যেক এক এক পল এবং তেউড়ী ছয় পল। উক্ত কষায়ে এই কল্ক দ্রব্য সকল পেষণ করিয়া তৎসহ মৃদু অগ্নিতে তৈল পাক করিবে। অগ্নিবলানুরূপমাত্রায় এই তৈল প্রাতঃকালে পান করিলে সকল প্রকার উদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদাবর্ত্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি, কোষ্ঠক্রিমি, পার্শ্বশূল, কুক্ষিশূল, আমশূল, অরুচি, যকৃৎ, অষ্ঠীলা,

আনাহ, প্লীহা, অঙ্গবেদনা এবং অশীতি প্রকার বাতরোগ একমাসেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২–৩৭

রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে পিত্তোদর রোগে তেউড়ী ও এরণ্ডমূলের কল্কসহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান দ্বারা প্রথমেই বিরেচন করাইবে। কফোদর নিবৃত্তির জন্য পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া রোগিকে পান করিতে দিবে। এবং প্রতিদিন সুপথ্য ভোজন ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩৮।৩৯

নাগরাদি তৈল ও ঘৃত—তৈল বা ঘৃত ⁄৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ ও ত্রিফলা, মিলিত ⁄১ সের। দধির মাত (দধিজল) ১৬ সের। দধির মাতে কল্ক পেষণ করিয়া তৎসহ তৈল বা ঘৃত পাক করিবে। এই তৈল বা ঘৃত সর্ব্বপ্রকার উদররোগেই পান করিতে দিবে।

সকল উদর রোগে শালি ষষ্টিক গোধূম যব ও নীবার কৃত অন্ন ভোজন, নিরূহ ও বিরেচন হিতকর এবং আনূপ ও ঔদক মাংস, শাক, পিষ্টক, তিল, ব্যায়াম, পর্য্যটন, দিবা নিদ্রা ও স্নেহ পান অহিতকর। জঠর রোগে উগ্রবীর্য্যদ্রব্য, লবণ, উষ্ণদ্রব্য, গুরু দ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, ভোজন করিবে না এবং জল খাইবে না।

উদর রোগে মলসঞ্চয়ের আধিক্য হেতু তাহাতে পুনঃ পুনঃ বিরেচন প্রশস্ত। দুগ্ধের সহিত বা গোমূত্রের সহিত এরণ্ড তৈল বারংবার পান করিতে দিবে। বাতোদরী পিপুল ও সৈন্ধব চূর্ণের সহিত তক্র পান করিবে। পিত্তোদরী শর্করা ও মরিচ চূর্ণের সহিত স্বাদু তক্র পান করিবে। কফোদরী যমানী, হবুষা, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত তক্র পান করিবে। এবং সান্নিপাতোদরী ত্রিকটু যবক্ষার ও সৈন্ধব চূর্ণের সহিত তক্র পান করিবে ॥ ৪০–৪৬

নারায়ণ চূর্ণ—যমানী, হবুষ, ধনে ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, বৃহজ্জীরক, পিপুলমূল, বনযমানী, শটী, বচ, শুল্‌ফা, জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষিরী, চিতামূল, যবক্ষার ও সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্‌, সচল, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ্‌লবণ) এবং বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকে এক এক সমান ভাগ, দন্তী তিনভাগ, তেউড়ী দুইভাগ, রাখালশসা দুইভাগ এবং শাতলা (সেহুণ্ড ভেদ) চারি ভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণই নারায়ণ চূর্ণ নামে খ্যাত। ইহা রোগ সমূহের নাশক। অসুরগণ যেমন বিষ্ণুকে দেখিয়া পলায়ন করে, রোগ সকল তেমনি এই চূর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া রোগিকে ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। উদর রোগে এই চূর্ণ তক্রের সহিত, গুল্ম রোগে কুলের ক্বাথের সহিত, আনদ্ধ বাতে সুরার সহিত, বাতরোগে প্রসন্নার সহিত, মলভেদে দধি জলের সহিত, অর্শোরোগে দাড়িমের ক্বাথের সহিত, পরিকর্ত্তিকায় (গুহ্যমার্গে কর্ত্তনবৎ পীড়ায়) বৃক্ষাম্লের সহিত, অজীর্ণ রোগে উষ্ণ জলের সহিত এবং ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে শ্বাসে কাসে গলগ্রহে হৃদ্রোগে গ্রহণীরোগে কুষ্ঠে অগ্নিমান্দ্যে জ্বরে দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে গরবিষে ও কৃত্রিম বিষে যথাযোগ্য অনুপানের সহিত এই বিরেচন চূর্ণ পান করিতে দিবে। এস্থলে বক্তব্য—যে যে রোগে রোগির কোষ্ঠকে স্নিগ্ধ করা আবশ্যক, সেই সেই রোগে অগ্রে রোগির কোষ্ঠকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া পরে এই বিরেচন চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪৭—৫৪

নারাচ ঘৃত—গব্য ঘৃত ⁄॥০ অর্দ্ধ সের। কল্কার্থ—মনসার আটা, দন্তী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক দুই দুই তোলা; পাকার্থ—জল ⁄২ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। উষ্ণ জলের সহিত এই ঘৃত দুই তোলা বা এক তোলা মাত্রায় পান করিবে। বিরেচন হইবার পরে পেয়া বা মাংসরস পথ্য করিবে। এই নারাচ ঘৃত যথাযুক্তি প্রযুক্ত হইলে জঠর রোগসমূহ প্রশমিত হয়। মনসাসীজের কল্ক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহা দধি প্রভৃতিতে পরিলিপ্ত করিয়া জলের সহিত গিলিয়া খাইবে। ইহা নিত্য সেবন করিলে জঠর রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৫৫—৫৭

পুনর্নবাদি ক্বাথ—পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, পল্‌তা, হরীতকী, নিম, মুতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু সংযুক্ত করিয়া প্রাতঃকালে নিয়ত পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ শোথ, উদর, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডু রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৮।৫৯

ইতি উদররোগাধিকার।

শোথাধিকার।

শোথের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি ক্রিয়া, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ ও অভোজন (বা দ্বিগুণ ভোজন) কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণোষ্ণ বীর্য্য ও গুরু দ্রব্য ভোজন করে, তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তির শোথ উৎপন্ন হয়। আর দধি, আম (অপক্ক অন্নরস,) মৃত্তিকা ও শাক ভক্ষণ, বিরুদ্ধ ভোজন, চূর্ণীকৃত সংযোগজ বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন, অর্শঃ, শ্রমরাহিত্য, বমন বিরেচনাদি শোধন যোগ দ্বারা দেহের অশোধন, মর্ম্মাভিঘাত (এ স্থলে দোষকৃত মর্ম্মাভিঘাত বুঝিতে হইবে, কারণ বাহ্য হেতুকৃত মর্ম্মাভিঘাত আগন্তুজ শোথের হেতু), বিষম প্রসব (আম গর্ভপতনাদি) এবং বমনাদি পঞ্চ কর্ম্মের মিথ্যা উপচার (অসম্যক্‌করণ) এই গুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদিজ শোথের হেতু ॥ ১। ২

শোথের সম্প্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণ—দুষ্ট বায়ু, দুষ্ট রক্তপিত্ত ও কফকে বহিঃশিরা সমূহে লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং উহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ গতি হইয়া ত্বঙ্‌মাংসাশ্রিত নিবিড়াবয়ব উৎসেধ (উন্নতত্ব) উৎপাদন করে। এই উৎসেধই শোথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রক্তপিত্ত কফ ও বায়ু এই সমুদায়ই শোথ পদার্থের উপাদান। শোথের অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ অনিয়তা স্থিতি (চিকিৎসা ব্যতিরেকেও নিবৃত্তি), শোথের গুরুতা ও উৎসেধেরও অনবস্থিতত্ব, শোথের উষ্মা (অন্তস্তাপ) শিরা সমূহের সূক্ষ্মতা, রোমাঞ্চ ও বিবর্ণতা এই গুলি শোথের সামান্য লক্ষণ ॥ ৩। ৪

বাতিক শোথ লক্ষণ—বাতিক শোথ সঞ্চরণশীল (একস্থানে স্থির থাকে না), পাত্‌লা চর্ম্ম বিশিষ্ট, পরুষ (খরস্পর্শ), অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তিহীন ও ঝিনি ঝিনিবৎ পীড়াযুক্ত হয়। বায়ুর চলত্ব হেতু কখন কখন বিনা কারণেও বাতিক শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায় কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় উন্নত হইয়া উঠে। এই শোথ দিবাভাগে বলবান্ এবং রাত্রিতে শুষ্ক প্রায় হয় ॥ ৫

পৈত্তিক শোথ লক্ষণ—ইহা কোমল স্পর্শ, সগন্ধ, কৃষ্ণ পীত বা লোহিত বর্ণ, সন্তাপবিশিষ্ট, স্পর্শে, বেদনাপ্রদ, নেত্রের লৌহিত্য জনক এবং অত্যন্ত দাহ ও পাক সমন্বিত হয়। ইহাতে ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও মত্ততা হইয়া থাকে ॥ ৬

শ্লৈষ্মিক শোথের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক শোথ গুরু অচল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক শোথ উদ্গত হইতেও অধিক সময় লাগে, প্রশমিত হইতেও অধিক সময় লাগে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, ছাড়িয়া দিলে উন্নত না হইয়া নিম্নভাবেই থাকে। কফজ শোথ রাত্রি কালে বলবান্, দিবসে শুষ্কপ্রায় হয় ॥ ৭

দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ শোথ—যে শোথে দুই দোষের নিদান ও লক্ষণ সমবেত হয়, তাহাকে দ্বিদোষজ এবং যে শোথে তিন দোষের নিদান ও সমস্ত লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া জানিবে ॥ ৮

অভিঘাতজ শোথ—খড়্গাদি দ্বারা ছেদ, পাষাণাদি দ্বারা ভেদ, শরাদি দ্বারা ক্ষত ও লগুড়াদি দ্বারা প্রহার এই সকল কারণে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাই অভিঘাতজ শোথ। এইরূপ হিমবায়ু, সমুদ্রবায়ু, ভেলার রস ও আলকুশীর শুঁয়া স্পর্শেও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল আগন্তুজ শোথ সঞ্চরণশীল উষ্মাবিশিষ্ট লোহিতবর্ণ এবং প্রায় পিত্তজ শোথের লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে ॥ ৯।১০

বিষজ শোথ—সবিষ প্রাণী শরীরোপরি সঞ্চরণ করিলে, অথবা তাহাদের মূত্র গাত্রে লাগিলে, কিংবা নির্বিষ প্রাণিগণের দংষ্ট্রা (দাঁড়) দন্ত ও নখ দ্বারা আহত হইলে, অথবা মলমূত্র ও শুক্র-লিপ্ত মলিন বস্ত্রর সংস্পর্শে বা সম্মার্জনী ক্ষিপ্ত ধূল্যাদির সংস্পর্শে, কিংবা বিষবৃক্ষাগত বায়ু স্পর্শে, অথবা সংযোগজ-বিষযুক্ত চূর্ণ সংস্পর্শে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিষজ শোথ কহে। বিষজ শোথ কোমল, সঞ্চারী, অধোগমনশীল শীঘ্রজন্মা

এবং দাহ ও বেদনাজনক। (যদিও এই বিষজ শোথ আগন্তুজ, তথাপি সাধারণ আগন্তুজ-শোথ-চিকিৎসা হইতে ইহার বিশিষ্ট চিকিৎসাভিধান হেতু পৃথক্ পঠিত হইয়াছে) ॥ ১১। ১২

দোষ সকল শরীরের যে স্থানে অবস্থিত হইয়া যে স্থানে রোগোৎপাদন করে, তাহা কথিত হইতেছে। দোষ সকল আমাশয়ে অবস্থিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্রভৃতি ঊর্দ্ধ দেহে, পিত্তাশয়স্থ হইয়া মধ্যে অর্থাৎ বক্ষঃ হইতে পক্বাশয় পর্য্যন্ত স্থানে, মলাশয়স্থ হইয়া অধোদেহে অর্থাৎ পক্বাশয়ের নিম্নভাগে এবং সর্ব্বদেহগত হইয়া সর্ব্বাবয়বে শোথ উৎপাদন করে ॥ ১৩

শোথের উপদ্রব বমি, শ্বাস, অরুচি, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার ও দৌর্ব্বল্য এই সাতটি, শোথের উপদ্রব ॥ ১৪

শোথের অসাধ্যত্ব—শ্বাস, পিপাসা, বমি, দৌর্ব্বল্য, জ্বর ও অন্নে অরুচি, শোথরোগির এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫

কষ্টসাধ্যত্বাদি—মধ্যদেহে ও সর্ব্বাঙ্গে যে শোথ হয়, তাহা কষ্টসাধ্য। অর্দ্ধাঙ্গে যে শোথ হয় অর্থাৎ হরগৌরী (বা নরসিংহ) আকারে যে শোথ জন্মে, তাহা অসাধ্য। যে শোথ নিম্নাঙ্গ হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধাঙ্গে প্রসৃত হয়, তাহাও অসাধ্য (ইহা পুরুষ সম্বন্ধে জানিবে)। অপর বচন—যে শোথ অন্যরোগের উপদ্রবরূত নয় অর্থাৎ যাহা নিজ প্রকোপণ হেতু দ্বারা উৎপন্ন, সেই শোথ যদি পুরুষের পাদে উৎপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধাঙ্গে প্রসৃত হয় (মুখগামী হয়), তাহা হইলে সেই শোথ পুরুষকে বিনষ্ট করে। আর যদি সেই শোথ (অনন্যোপদ্রবরূত শোথ) স্ত্রীলোকের মুখে উৎপন্ন হইয়া অধোগমনশীল হয় (পাদগামী হয়) তাহা হইলে তাহা স্ত্রীলোককে বিনষ্ট করে। ঐ শোথ বস্তিজাত হইলে তাহা পুরুষ ও নারী উভয়কেই বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১৬।১৭

শোথচিকিৎসা—শুঁঠ, পুনর্নবা, এরণ্ড ও পঞ্চমূল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে এবং ইহাদের ক্বাথে আহার্য্য দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া তাহা খাইলে বাতিক শোথে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পল্‌তা, ত্রিফলা, নিম ও দারুহরিদ্রা ইহাদের ক্বাথে গুগ্‌গুলু প্রলেপ দিয়া পান করিলে এবং এই ক্বাথে আহার দ্রব্য পাক করিয়া ভোজন করিলে পিত্তজ এবং শ্লেষ্মজ শোথ বিনষ্ট হয়। দ্বিদোষজ শোথে দ্বিদোষের এবং ত্রিদোষজ শোথে ত্রিদোষের মিলিত চিকিৎসা করিবে। ত্রিদোষসম্ভূত শোথে বিল্বপত্রের রস (মরিচ চূর্ণ সহ) পান করিবে। ইহা শোথের শোষণ করিয়া থাকে। আগন্তুজ শোথে শীতল পরিষেক প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। তিল ও কৃষ্ণমৃত্তিকার প্রলেপ দিলে, অথবা মহিষীর দুগ্ধে তিল পেষণ করত তাহাতে নবনীত মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে ভল্লাতকজাত শোথ প্রশমিত হয়। তিল ও যষ্টিমধু মহিষীর দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক তাহাতে নবনীত সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, কিংবা শাল পত্রের চূর্ণ মর্দ্দন করিলে ভল্লাতজাত শোথ প্রশমিত হয়। বিষজ রোগের চিকিৎসা বিষচিকিৎসায় দ্রষ্টব্য ॥ ১৮—২৩

শোথের সামান্য চিকিৎসা—মহিষীর দুগ্ধে তিল বাঁটিয়া এবং তাহাতে মহিষীর নবনীত মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে সকল শোথেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ॥ ২৪

পথ্যাদি ক্বাথ—হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উদর পাণি পাদ ও মুখ সম্ভূত শোথ অচিরে প্রশমিত হয় ॥ ২৫

গোমূত্রে ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মসম্ভূত শোথ এবং বৃষণজাত শোথ বিনষ্ট হয়। শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের সহিত অথবা দন্তী, তেউড়ী, ত্রিকটু ও চিতামূলের সহিত যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়। ইহা শোথের প্রধান ঔষধ। আকন্দ পুনর্নবা ও নিম ইহাদের ক্বাথ দ্বারা, অথবা সুখোষ্ণ গোমূত্র দ্বারা পরিষেক করিলে শোথ প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, শজিনা ও শ্বেত সর্ষপ এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষিত এবং অগ্নিতে ঈষতুষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়। গুড় ও আদা, অথবা গুড় ও হরীতকী, অথবা গুড় ও পিপ্পলী, দুই তোলা মাত্রায় আরম্ভ করিয়া পরে দুই তোলা মাত্রা বাড়াইয়া তিনপল পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা এক পক্ষ বা একমাস কাল সেবন করিলে শোথ, প্রতিশ্যায়, গলরোগ, মুখরোগ, শ্বাস, কাস, অরুচি, পীনস, জীর্ণজ্বর, অর্শঃ, গ্রহণী রোগ এবং কফ ও বাতজ অন্য রোগ সকল বিনষ্ট হয়। শুঁঠচূর্ণ ও গুড় সম পরিমাণে সেবন করিয়া পুনর্নবার রস অনুপান করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে শোথ, আমাজীর্ণ ও শূল প্রশমিত হয়। ইহা বস্তি বিশোধন ॥ ২৬—৩৩

গুড়াদি চূর্ণ—গুড় ৩ পল, শুঁঠচূর্ণ ৩ পল, পিপুল চূর্ণ ৩ পল, মণ্ডুর চূর্ণ ১পল ও তিল চূর্ণ ১ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সকল শোথ প্রশমিত হয় ॥৩৪

মাণক ঘৃত—মাণের ক্বাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি /৪ সের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে একজ দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ শোথ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫

শুষ্কমূলক তৈল—তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শুষ্ক মূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ, মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সশূল শোথ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬

ইতি শোথাধিকার।

বৃদ্ধিরোগাধিকার।

(কোষবৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি।)

বৃদ্ধিরোগের নিদান ও সংখ্যা—বাতাদিদোষত্রয়, রক্ত, মেদঃ, মূত্র ও অন্ত্র এই সাতটি কারণে বৃদ্ধিরোগ সাত প্রকার হয়। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজ। ইহাদের মধ্যে মূত্রজ ও অন্ত্রজ বৃদ্ধি যদিও বায়ু হইতেই উৎপন্ন, তথাপি ইহাদের উৎপত্তি বিষয়ে হেতুভেদ থাকায় স্বতন্ত্র গণিত হইল। কোষস্থ বায়ু ফলকোষাভিবাহী ও মুষ্কগামী ধমনীগণকে রুদ্ধ করিয়া এবং নিজে রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধিরোগ (কোষবৃদ্ধিরোগ) উৎপাদন করে ॥ ১।২

বাতিক বৃদ্ধি—ইহা অল্পকারণেই বেদনান্বিত রুক্ষ ও বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটকবৎ স্পর্শ বিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩

পৈত্তিক বৃদ্ধি—ইহা দেখিতে পক্ক উড়ুম্বর সদৃশ এবং দাহ ও উষ্মান্বিত। পৈত্তিকবৃদ্ধি পাকিয়া থাকে ॥৪

শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধি—ইহা শীতস্পর্শ, গুরু (ভারী), স্নিগ্ধ (চিক্কণ), কণ্ডুযুক্ত, কঠিন ও অল্পবেদনান্বিত হয় ॥ ৫

রক্তজ বৃদ্ধি—ইহা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক ব্যাপ্ত ও পৈত্তিক বৃদ্ধি লক্ষণাক্রান্ত হয় ॥ ৬

মেদোজ বৃদ্ধি—ইহা কফজবৃদ্ধি লক্ষণান্বিত এবং কোমল ও পক্কতালফল সদৃশ নীল বর্ত্তুল হইয়া থাকে ॥ ৭

মূত্রজ বৃদ্ধি—যাহারা নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদের মূত্রজবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বৃদ্ধিরোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোষ গমন কালে জলপূর্ণ চর্ম্ম পুটকের ন্যায় ক্ষোভযুক্ত (অন্তশ্চলন বিশিষ্ট) এবং কোমল ও বেদনান্বিত হয়। ইহা সঞ্চলিত হইয়া অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ বেদনা হইয়া থাকে ॥ ৮

অন্ত্রবৃদ্ধি—বাতপ্রকোপক আহার, শীতল জলে অবগাহন, মলমূত্রের উপস্থিত বেগ ধারণ ও অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান, ভারবহন, পথপর্য্যটন, বিষমভাবে অঙ্গপ্রবর্ত্তন এবং ক্ষোভজনক অন্যান্য কার্য্য (বলবদ্বিগ্রহ-ধনুরাকর্ষণাদি) এই সকল কারণে বায়ু ক্ষোভিত (চালিত) হইয়া যখন ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে লইয়া গিয়া বঙ্ক্ষণসন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখনই ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে। উহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। অন্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎসিত হইলে উদরে আধ্মান, প্রবৃদ্ধ মুষ্কদ্বয়ে বেদনা এবং গাত্রের স্তব্ধতা হইয়া থাকে (ব্যাখ্যান্তর—অন্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎসিত হইলে তাহা স্ফীত বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হইয়া থাকে) ; প্রপীড়িত হইলে (টিপিলে) শব্দ বিশিষ্ট হইয়া উদরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় আসিয়া শোথ উৎপাদন করে ॥৯-১১

অসাধ্য লক্ষণ—মুষ্কদ্বয়ে বাতসঞ্চয় হেতু যাহার ক্ষুদ্রান্ত্রের সেই বিগুণ অংশ আশ্লিষ্ট হয়, তাহার

অন্ত্রবৃদ্ধি অসাধ্য। আর যে অন্ত্রবৃদ্ধি বাতজ বৃদ্ধির লক্ষণাক্রান্ত হয়, সে অন্ত্রবৃদ্ধিও অসাধ্য জানিবে ॥১২

অন্ত্রবৃদ্ধি যে স্থানে হয়, তৎসমীপেই ব্রণরোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া এই স্থলেই ব্রধ্ন রোগেরও বর্ণন করিব। তদ্‌যথা—অতি অভিষ্যন্দি দ্রব্য, গুরুদ্রব্য এবং শুষ্ক ও পচা আমিষ (মৎস্য-মাংস) ভোজন করিলে বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে (কুঁচ্‌কীস্থানে) গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করে। এইরূপ শোথকেই ব্রধ্ন (কুঁচ্‌কী-বাগী) বলিয়া জানিবে। ব্রধ্নরোগে জ্বর, শূলনি ও অঙ্গাবসাদ এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ॥ ১৩

বৃদ্ধি-চিকিৎসা—বৃদ্ধিরোগে অতিভোজন, পথপর্য্যটন, উপবাস, গুরুদ্রব্যভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অশ্বাদিপৃষ্ঠযান, ব্যায়াম ও মৈথুন বর্জ্জন করিবে।

বাতজবৃদ্ধিরোগে—যথাপ্রাপ্ত স্নেহ বিরেচন পান করিবে। এক মাস কাল দুগ্ধসহ এরণ্ডতৈল পান করিবে। গোমূত্রের সহিত গুগ্‌গুলু ও এরণ্ডতৈল পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন বাতবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

পিত্তজ গ্রন্থির চিকিৎসাবিধানে পিত্তজবৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে। পিত্তসম্ভূত বৃদ্ধিতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। চন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও নীলোৎপল দুগ্ধে পেষণ করিয়া পিত্তবৃদ্ধিতে প্রলেপ দিলে দাহ শোথ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

কফজবৃদ্ধিতে বিরেচনার্থ ত্রিকটু ও ত্রিফলার ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা কফবৃদ্ধিনাশক শ্রেষ্ঠ বিরেচন। কফবৃদ্ধিরোগে কটুতীক্ষ্ণ-উষ্ণ প্রলেপ, রুক্ষস্বেদ, উষ্ণপরিষেক, উষ্ণ উপনাহ এবং অন্যান্য সমস্তই উষ্ণ ব্যবস্থা করিবে।

রক্তজ বৃদ্ধিতে জলৌকা দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ রক্ত নির্হরণ করিবে। চিনি ও মধুসংযুক্ত বিরেচন পান করিবে। ইহাতে শীতল প্রলেপ এবং পিত্তহর সমস্ত ক্রিয়া প্রশস্ত। অপক্ব বা পক্ব রক্তজবৃদ্ধিতে পিত্তজবৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে।

মেদোজবৃদ্ধিতে স্বেদ দিয়া সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। শিরোবিরেচন দ্রব্য সকল গোমূত্রে বাঁটিয়া এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে।

মূত্রজ বৃদ্ধিতে স্বেদ দিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এবং সেবনীর পার্শ্বে ব্রীহিশস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিবে।

অন্ত্রবৃদ্ধি যতদিন পর্য্যন্ত মুষ্ককোষকে প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহাতে বাতবৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে এবং অগ্নি দ্বারা স্বেদ দিবে। বেড়েলার সহিত এরণ্ডতৈল পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে আধ্মান ও শূলযুক্ত অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। (অন্ত্র-যতদিন পর্য্যন্ত না মুষ্ককোষে আইসে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহা সাধ্য থাকে কিন্তু মুষ্ক প্রাপ্ত হইলে তাহা আর সাধ্য হয় না) ॥ ২৪—২৬

রাস্নাদি ক্বাথ—রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, সোন্দাল, গোক্ষুর, পল্‌তা ও বাসকছাল, যথাবিধি ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭

এরণ্ডতৈল ও দুগ্ধসহ যথাবিধি রাখালশসার মূল চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে নিঃসংশয় অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। বচ ও সর্ষপ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শোথ বিনষ্ট হয়। শজিনাছাল ও সর্ষপ বাঁটিয়া দিলে শোথ শ্লেষ্মা ও অনিল প্রশমিত হয় ॥ ২৮। ২৯

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়কবীজ, শঠী, পিপুলমূল, আকনাদি, হবুষ, বচ, এলাচ, দেবদারু ও পঞ্চলবণ, প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া হরীতকীর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। একটি করিয়া এই বটী জলের সহিত খাইলে অসাধ্য অণ্ডবৃদ্ধিও প্রশমিত হয় ॥ ৩০—৩৪

ব্রধ্ন-চিকিৎসা—হরীতকীর কল্ক এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া এবং তাহাতে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন প্রশমিত হয়। কৃষ্ণজীরা, হবুষ, কুড়, তেজপত্র ও কুল এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫। ৩৬

ইতি বৃদ্ধি-ব্রধ্নরোগাধিকার।

গলগণ্ড-গণ্ডমালা-গ্রন্থি-অর্ব্বুদাধিকার।

গলগণ্ডের সামান্য লক্ষণ—গলদেশে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অণ্ডবৎ যে দৃঢ় শোথ লম্বিত হয়, তাহাকে গলগণ্ড কহে।

টীকা। এস্থলে গলশব্দ হনু ও মন্যায় উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। হনু ও মন্যাতেও গণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোজও বলিয়াছেন—হনু মন্যা ও গলদেশে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অণ্ডবৎ যে শোথ লম্ববান্ হয়, তাহাকে গলগণ্ড কহা যায়। ১

সম্প্রাপ্তি—প্রদুষ্ট বায়ু কফ ও মেদঃ গলদেশে মন্যা নামক শিরাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে **স্ব স্ব** লক্ষণযুক্ত গণ্ড উৎপাদন করে। ঐ গণ্ডকে পণ্ডিতগণ গলগণ্ড কহেন॥ ২

বাতিক গলগণ্ড—ইহা সূচীবেধবদ্ বেদনাযুক্ত, কৃষ্ণ শিরা ব্যাপ্ত, শ্যাব বা অরুণ বর্ণ ও কর্কশ। এই গলগণ্ড দীর্ঘকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রায় পাকে না, তবে দৈবাৎ কোন কোনটি দীর্ঘকালে পাকিয়াও উঠে। বাতিক গলগণ্ডে রোগির মুখ বিরস এবং তালু ও গলদেশ শুষ্ক হইয়া থাকে॥ ৩

শ্লৈষ্মিক গলগণ্ড—কফজ গলগণ্ড কঠিন, প্রকৃতি সমবর্ণ (কফ প্রকৃতি হেতু শ্বেতাভ) এবং গুরু (ভারী), উগ্রকণ্ডুযুক্ত, শীতল ও বৃহৎ। ইহা দীর্ঘকালে বৰ্দ্ধিত হয়। কখন কখন বা অল্প অল্প বেদনান্বিত হইয়া পাকিয়াও থাকে। এই রোগে মুখ চিক্কণ মধুর এবং তালু ও গলদেশ শ্লেষ্মলিপ্ত হয়। এই রোগে রোগির গলে এক প্রকার শব্দ হইয়া থাকে॥ ৪। ৫

মেদোজ গলগণ্ড—মেদোজাত গলগণ্ড চিক্কণ, মৃদু, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্গন্ধ, কণ্ডুযুক্ত ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট হয়। ইহা অলাবুর ন্যায় অল্পমূল ও ক্রমে স্থূলাগ্র হইয়া গলদেশে লম্বমান হয়। দেহের বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি এবং দেহের হ্রাসে ইহার হ্রাস হইয়া থাকে। এই রোগে রোগির মুখ তৈলাভ্যক্তবৎ চিক্কণ হয় এবং গল দেশে সর্ব্বদা অনুশব্দ (সোঁ সোঁ অব্যক্ত শব্দ) হইতে থাকে॥ ৬

অসাধ্য লক্ষণ—যে গলগণ্ড রোগির শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, সর্ব্বগাত্র কোমল, দেহ ক্ষীণ, আহারে অরুচি ও স্বরভঙ্গ হয় এবং রোগটি যদি এক বৎসরের অধিক কাল উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে॥ ৭

গণ্ডমালার লক্ষণ—দুষ্ট মেদঃ ও কফ দ্বারা বগল, স্কন্ধ, মন্যা, গল ও বঙ্ক্ষণ দেশে শেয়াকুল কুল অথবা আমলকী প্রমাণ বহুসংখ্যক যে গণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহাকে গণ্ডমালা কহে। ইহা দীর্ঘকালান্তে সামান্য রূপ পাকে॥ ৮

অপচী (গণ্ডমালার অবস্থা বিশেষ)—উক্ত গণ্ডমালারই গণ্ড সকল যদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া স্রাবযুক্ত হয়, কতকগুলি বা বিনষ্ট হয়, কতকগুলি বা নূতন উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভাবাপন্ন গণ্ডমালাকে কোন কোন পণ্ডিত অপচী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

অপচীর সাধ্যত্বাদি—নিরুপদ্রব অপচী সাধ্য কিন্তু পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি এই সকল উপদ্রবযুক্ত হইলে অসাধ্য॥ ১০

গ্রন্থির লক্ষণ—প্রদুষ্ট বাতাদি দোষ এবং রক্ত, মাংস, মেদঃ ও শিরাকে দূষিত করিয়া বর্ত্তুলাকার উন্নত শোথ উৎপাদন করে, সেই শোথ দেখিতে গ্রন্থির ন্যায় বলিয়া তাহা গ্রন্থি নামে অভিহিত হয়। (গ্রন্থি পাঁচ প্রকার, যথা বাতজ পিত্তজ কফজ মেদোজ ও শিরাজ)॥ ১১

বাতজ গ্রন্থি লক্ষণ—বাতজ গ্রন্থিতে বোধ হয় যেন তাহা আকৃষ্ট হইয়া দীর্ঘীকৃত হইতেছে, যেন আশ্রয় স্থানকে ছেদন করিতেছে, যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে, যেন স্খলিত হইতেছে, যেন মথিত হইতেছে এবং যেন বিদারিত হইতেছে। উহা কৃষ্ণবর্ণ, মৃদু (অত্যন্ত কঠিন নহে) ও বস্তির ন্যায় আয়ত। বাতজ গ্রন্থি ভিন্ন হইলে (ভেদ করিলে) তাহা হইতে স্বচ্ছ রক্ত নির্গত হয়॥ ১২

পিত্তজ গ্রন্থি লক্ষণ—এই গ্রন্থিতে সকল শরীরে অত্যন্ত দাহ, অন্তস্তাপ, চূষণবৎ পীড়া, ক্ষার পাচনবৎ পাক এবং অগ্নিদাহবৎ জ্বালা উপস্থিত হয়। ইহা রক্ত বা পীতাভ হইয়া থাকে। পিত্তজ গ্রন্থি ভিন্ন হইলে তাহা হইতে অতীব দুষ্ট (কৃষ্ণত্বাদিযুক্ত) রক্ত নিঃসৃত হয়। ১৩

কফজ গ্রন্থি লক্ষণ—ইহা শীতল, অবিবর্ণ (প্রকৃতি সমবর্ণ, কাহারও মতে ঈষদ্বিবর্ণ), অল্প বেদনা যুক্ত, অতি কণ্ডুবিশিষ্ট ও পাষাণবৎ সংহতাবয়ব (কঠিন)। ইহা দীর্ঘকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ভিন্ন হইলে ইহা হইতে শুক্লবর্ণ ঘন পূয় নির্গত হয়॥ ১৪

মেদোজ গ্রন্থি লক্ষণ—ইহা চিক্কণ, বৃহৎ, কণ্ডুযুক্ত ও অল্প বেদনান্বিত হয়। শরীরের বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি, শরীরের ক্ষয়ে ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে। এই গ্রন্থি ভেদ হইলে ইহা হইতে তিলকল্ক বা ঘৃত সদৃশ মেদঃ নির্গত হয়॥ ১৫

শিরাজ গ্রন্থি লক্ষণ—বলবদ্ বিগ্রহাদি (মল্লযুদ্ধাদি) ব্যায়াম সমূহ দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তির শিরা সকলকে আক্ষিপ্ত (চালিত) সঙ্কোচিত সংপিণ্ডিত ও বিশোষিত করিয়া আশু উন্নত গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহাকেই শিরাজ গ্রন্থি বলে। শিরাজ গ্রন্থি যদি সবেদন ও চলনশীল হয়, তাহা হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য। কিন্তু যদি তাহা মর্ম্মোত্থিত ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলে বেদনা না থাকিলেও চলনশীল না হইলেও তাহাকে অসাধ্য জানিবে।

টীকা। মর্ম্মস্থানজাত অন্যান্য গ্রন্থিও অসাধ্য। ভোজ বলিয়াছেন—উক্ত পাঁচপ্রকার গ্রন্থি অবেদন ও অচল হইলেও তাহারা যদি মর্ম্মস্থান জাত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। কপোল গলদেশ মন্যা ও সন্ধিস্থানে উৎপন্ন হইলে তাহাদিগকে দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া জ্ঞান করিবে॥ ১৬। ১৭

অর্ব্বুদের সম্প্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণ—বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া শরীরের কোনস্থানে গোলাকার, অচল, অল্প বেদনাযুক্ত, দূরানুপ্রবিষ্ট, সুতরাং অনল্পমূল, বৃহদাকার (গ্রন্থি অপেক্ষা) যে মাংসোচ্ছ্রয় উৎপাদন করে, তাহাকেই অর্ব্বুদ (আব) কহে। অর্ব্বুদ দীর্ঘকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা পাকে না॥১৮

বিশিষ্ট লক্ষণ—বাত দ্বারা পিত্ত দ্বারা কফ দ্বারা রক্ত দ্বারা মাংস দ্বারা ও মেদো দ্বারা যে অর্ব্বুদ জন্মে, তাহাদের লক্ষণ ঐ বাতাদিজাত গ্রন্থিরই লক্ষণের সমান (তবে রক্তজ ও মাংসজ অর্ব্বুদে কিছু বিশেষত্ব আছে, তজ্জন্য উহাদের বিবরণ পৃথক্ লিখিত হইতেছে)॥ ১৯

রক্তার্ব্বুদ লক্ষণ—প্রদুষ্ট দোষ (দোষ শব্দে এস্থলে পিত্ত বুঝিতে হইবে) রক্ত ও শিরা সকলকে সঙ্কুচিত ও সংপিণ্ডিত করিয়া মাংসাঙ্কুরাবৃত, ঈষৎপাক ও স্রাবান্বিত, মাংসপিণ্ড উৎপাদন করে। ইহা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রক্তার্ব্বুদ অজস্র প্রদুষ্ট রক্ত স্রাব করে। রক্তক্ষয়োপদ্রবে উপদ্রুত হওয়ায় রক্তার্ব্বুদ পীড়িত ব্যক্তি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। রক্তার্ব্বুদ অসাধ্য।

টীকা। মাংস ও রক্ত সকল অর্ব্বুদেরই দূষ্য পদার্থ কিন্তু রক্তজ অর্ব্বুদে রক্তের এবং মাংসজ অর্ব্বুদে মাংসের বিশেষ দুষ্ট থাকে। এইজন্য ঐ দুই প্রকার অর্ব্বুদ অধিক উদ্গত হইয়া থাকে। রক্তক্ষয়জনিত উপদ্রব সুশ্রুতে উক্ত আছে॥ ২০। ২১

মাংসার্ব্বুদের লক্ষণ—মুষ্ট প্রহারাদি দ্বারা কোন অঙ্গ অর্দ্দিত হইলে তথাকার মাংস প্রদুষ্ট হইয়া অবেদন বা ঈষৎ বেদনাযুক্ত, চিক্কণ, অনন্যবর্ণ (দেহসমবর্ণ) পাকরহিত বা ঈষৎ পাক বিশিষ্ট, প্রস্তরোপম ও অপ্রচাল্য (অসঞ্চাল্য) যে শোষ উৎপাদন করে, তাহাকেই মাংসার্ব্বুদ কহে।

টীকা। মুষ্টপ্রহারাদি দ্বারা যে মাংস প্রদুষ্ট হয়, তাহার কারণ বায়ু, অর্থাৎ মুষ্টপ্রহারাদি দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া মাংসকে প্রদুষ্ট করিয়া থাকে॥ ২২

নিদান—মাংসভোজনশীল ব্যক্তির মাংসদুষ্ট হেতু ঐ মাংসার্ব্বুদ গাঢ় হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিয়ত মাংসভোজন দ্বারা যাহার মাংস প্রদুষ্ট হয়, তাহারই মাংসার্ব্বুদ প্রবলতর হইয়া থাকে॥ ২৩

অসাধ্য অর্ব্বুদ—উক্ত মাংসার্ব্বুদ পণ্ডিতগণ অসাধ্য বলিয়া বর্ণন করেন। আর বাতজাদি সাধ্য অর্ব্বুদ সকলের মধ্যেও এইগুলিকে অসাধ্য জানিয়া পরিবর্জ্জন করিবে। যথা—যে অর্ব্বুদ স্রাবযুক্ত, যাহা মর্ম্মস্থানে বা নাভ্যাদি স্রোত সকলে জাত এবং যাহা অপ্রচাল্য, তাহা অসাধ্য॥ ২৪

অপর অসাধ্য অর্ব্বুদ—পূর্ব্বজাত অর্ব্বুদের উপরি আবার যে অর্ব্বুদ জন্মে, তাহাকে অধ্যর্ব্বুদ কহে। অধ্যর্ব্বুদ অসাধ্য। যে অর্ব্বুদদ্বয় যুগপৎ (একদা) বা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহাকে দ্বিরর্ব্বুদ কহে। দ্বিরর্ব্বুদও অসাধ্য॥ ২৫

অর্ব্বুদ সকল না পাকিবার কারণ—কফের আধিক্য হেতু, মেদের বহুত্ব হেতু, দোষের স্থিরত্ব হেতু, অর্ব্বুদের গ্রন্থিরূপত্ব হেতু এবং ব্যাধির স্বভাব হেতু অর্ব্বুদ সকল পাকে না।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, অপচীতে কফ ও মেদের আধিক্য থাকাতেও ত তাহার পাক দেখা যায়, তবে অর্ব্বুদ কেন পাকে না? উত্তর—এইজন্যই ত বলা হইয়াছে—না পাকিবার সম্বন্ধে কফ ও মেদের আধিক্য যেমন কারণ, ব্যাধির স্বভাবও তেমনি একটী বিশেষ কারণ ॥ ২৬

গলগণ্ডের চিকিৎসা—সর্ষপ, শজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলার বীজ এই সকল দ্রব্য অম্লঘোলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রন্থি আশু বিলয় প্রাপ্ত হয়। পানাভস্ম সর্ষপতৈলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন গলগণ্ডেরও প্রশম হয়। গলগণ্ড প্রশান্তির জন্য শ্বেতাপরাজিতার মূল পেষণ করিয়া প্রভাতে ঘৃতসহ পান করিয়া সুপথ্য ভোজন করিবে। পাকা তিত লাউয়ের মধ্যে জল পূরিয়া সপ্তাহকাল রাখিয়া সেই জল পান করিয়া পথ্যান্ন ভোজন করিলে সদ্যঃ গলগণ্ড প্রশমিত হয় ॥ ২৭—৩১

অমৃতাদি তৈল—তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, নিমছাল, কালিয়াকড়া, হরীতকী, বৃক্ষক (তুঁদ), পিপুল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও দেবদারু, মিলিত ⁄১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। গলগণ্ড রোগী এই তৈল নিত্য পান করিবে।

যব, মুগ ও পটোলাদি দ্রব্য এবং কটু ও রুক্ষ অন্ন ভোজন, বমন ও রক্তমোক্ষণ গলগণ্ডে প্রয়োগ করিবে। গলগণ্ডে পচ্ছনা দিবে, গণ্ড গোপালিকার প্রলেপ দিবে। (গণ্ড গোপালিকা—গণ্ডগোয়ারী নামে প্রসিদ্ধ, ইহা কীটবিশেষ, আমবাগানে যথেষ্ট পাওয়া যায়)। গণ্ড গোপালিকার প্রলেপ বহুজনকর্ত্তৃক বহুপ্রকারে অনুভূত হইয়াছে। গলগণ্ডশান্তির জন্য সৈন্ধবলবণ পানা ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ মিলিত করিয়া প্রতিদিন প্রভাতে খাইবে ॥ ৩৩—৩৫

গণ্ডমালার চিকিৎসা—কাঞ্চন ছালের ক্বাথ শুঁঠচূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া অথবা বরুণমূলের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া একবার পান করিলে দীর্ঘকালের গণ্ডমালা আশু বিনষ্ট হয়। কাঞ্চন ছাল তণ্ডুলোদকে বাঁটিয়া তাহার একপল বা অর্দ্ধপল করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে গণ্ডমালা নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৬।৩৭

কাঞ্চনার গুগ্গুলু—কাঞ্চনছাল ৫ পল, শুঁঠ পিপুল ও মরিচ এক একপল, হরীতকী বহেড়া ও আমলকী অর্দ্ধ অর্দ্ধ পল, বরুণ ছাল ২ তোলা এবং তেজপত্র এলাইচ ও দারুচিনি চারি চারি মাষা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। চূর্ণ পরিমাণ যত হইবে, তাহাতে তৎসম গুগ্গুলু দিয়া সেই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করত অর্দ্ধতোলা পরিমিত গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুটিকা প্রাতঃকালে এক একটি ভক্ষণ করিবে এবং অনুপানার্থ মুণ্ডীরীর, খদির সারের বা হরীতকীর ঈষদুষ্ণ ক্বাথ খাইতে দিবে। ইহা দ্বারা উগ্র গলগণ্ড, অপচী, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, ব্রণ, গুল্ম, কুষ্ঠ ও ভগন্দর প্রশমিত হয় ॥ ৩৮—৪৩

চক্রমর্দ্দক তৈল—সর্ষপতৈল ৪ পল (অর্দ্ধসের), চাকুন্দে মূলের কল্ক একপল, কেশরাজের ক্বাথ ষোলপল (দুইসের) মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক শেষে নামাইয়া তাহাতে ৪ পল সিন্দূর প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা আশু বিনষ্ট হয় ॥ ৪৪। ৪৫

গুঞ্জাতৈল—তৈল ৪ পল, কল্কার্থ—কুঁচের মূল ও ফল মিলিত একপল; পাকার্থ—জল ৮ পল; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে ও ইহার নস্য লইলে সুদারুণ গণ্ডমালা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬

অপচী চিকিৎসা—রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কট্‌কী ইহাদের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া পান করিলে অপচী সমূলে বিনষ্ট হয় ॥ ৪৭

ব্যোষাদি তৈল—ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু ইহাদের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে কষ্টসাধ্য অপচীও বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮

গ্রন্থি ও অর্ব্বুদের চিকিৎসা—স্বর্জ্জিক্ষার, মূলার ক্ষার ও শঙ্খভস্ম একত্র মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ ও গ্রন্থি বিনষ্ট হয়। ভেষজ দ্বারা যে গ্রন্থির বিনাশ না হয়, শস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা তাহা নিষ্কাশিত করিয়া জাত্যাদি-পক্ক ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা এবং ব্রণবিহিতঅন্য ঔষধ দ্বারা সেই গ্রন্থিক্ষতের চিকিৎসা করিবে। শিরাগ্রন্থি ভিন্ন অন্য

গ্রন্থি শস্ত্র দ্বারা উৎপাটিত করিয়া তাহাতে ব্রণোক্ত চিকিৎসা আচরণ করিবে। এবং শেষে শম প্রয়োগ করিবে। আচার্য্যগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। গ্রন্থির ও অর্ব্বুদের যখন উৎপত্তিস্থানের উৎপাদক হেতুর, আকৃতির এবং দোষ দূষ্যের কোন বিশেষ নাই, তখন বিধানজ্ঞ চিকিৎসক গ্রন্থি-চিকিৎসা দ্বারাই অর্ব্বুদের চিকিৎসা করিবেন। হরিদ্রা, লোধ, বকম, ঝুল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য মর্দ্দিত এবং মধুতে আপ্লুত করিয়া মেদোজ অর্ব্বুদে তাহার প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ মেদোজ অর্ব্বুদ নাশক পরম ঔষধ। মূলার ক্ষার, হরিদ্রার ক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়। বটের আটা, কুড়চূর্ণ ও পাংশুলবণ এই সকল দ্রব্য লেপন করিয়া বটপত্র দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে সাতদিনের মধ্যে অধ্যস্থি ও অর্ব্বুদ উপশমিত হয়। শজিনাবীজ, মূলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য মাহিষ তক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৯—৫৬

ইতি গলগণ্ড-গণ্ডমালা-গ্রন্থি-অপচী-অর্ব্বুদাধিকার।

শ্লীপদাধিকার।

শ্লীপদের বিপ্রকৃষ্ট কারণ—যে সকল দেশে অধিক পরিমাণে পুরাণ জল সঞ্চিত থাকে এবং যে সকল দেশ সকল ঋতুতেই শীতল, সেই সকল দেশেই বাহুল্যরূপে শ্লীপদ উৎপন্ন হয় ॥১

শ্লীপদের সামান্য লক্ষণ—শ্লীপদ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রথমে বঙ্ক্ষণদেশে (কুঁচ্‌কী স্থানে) জ্বর ও বেদনা সমন্বিত শোথ জন্মে, ক্রমে সেই শোথ পাদগত হয়। সেই পাদগত শোথকেই শ্লীপদ কহা যায়। কেহ কেহ বলেন—হস্তে কর্ণে নেত্রে লিঙ্গে ও ওষ্ঠতেও শ্লীপদ হইয়া থাকে। শ্লীপদ ত্রিবিধ যথা—বাতজ পিত্তজ ও কফজ)। বাতজ শ্লীপদ—কৃষ্ণবর্ণ রুক্ষ স্ফুটিত ও তীব্রবেদনা-যুক্ত হয়। ইহাতে অকস্মাৎ বেদনা ও সর্ব্বদা জ্বর হইয়া থাকে। পিত্তজ শ্লীপদ পীতবর্ণ, ইহাতে প্রবল দাহ ও জ্বর উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ চিক্কণ শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ, গুরু ও কঠিন হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ শ্লীপদেই কফের প্রাধান্য থাকে জানিবে। যেহেতু কফ ব্যতিরেকে গুরুত্ব ও মহত্ত্ব হইতে পারে না ॥ ২—৫

অসাধ্য লক্ষণ—যে শ্লীপদ প্রবৃদ্ধ হইয়া বল্মীকের ন্যায় বহু শিখর বিশিষ্ট হয়, অথবা যাহা এক বৎসরের অধিককাল জাত, কিংবা যাহা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা অসাধ্য। অপর অসাধ্য লক্ষণ—শ্লেষ্মকর আহার বিহার দ্বারা যে শ্লীপদ উৎপন্ন হয়, শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠ ব্যক্তির যে শ্লীপদ জন্মে, যাহা স্রাবান্বিত, যাহাতে বাতাদি দোষের লক্ষণ সকল প্রবল ভাবে প্রকাশ পায় এবং যাহা অত্যন্ত কণ্ডূ বিশিষ্ট, তাহাও বিবর্জ্জনীয় ॥ ৬। ৭ ॥

শ্লীপদের চিকিৎসা—লঙ্ঘন (উপবাসাদি কর্ষণ ক্রিয়া), প্রলেপ, স্বেদ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, শ্লেষ্মহর উষ্ণ ঔষধাদি দ্বারা শ্লীপদের চিকিৎসা করিবে। শ্বেত সর্ষপ, শজিনাছাল, দেবদারু ও শুঁঠ, গোমূত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা অথবা পুনর্নবা শুঁঠ ও সর্ষপের কল্ক কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহা দ্বারা শ্লীপদে প্রলেপ দিবে। ধুতূরা, এরণ্ড, নিসিন্দা, পুনর্নবা, শজিনা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল জাত দারুণ শ্লীপদও বিনষ্ট হয়। বেড়েলার মূল তালফলের রসে(তাড়ীতে) পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল জাত অসাধ্য শ্লীপদও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সাতটি তাম্বূল-পত্র (পান) উষ্ণজলে বাটিয়া এবং তাহাতে সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া খাইলে শ্লীপদ নষ্ট হয়। শেওড়া ছালের ক্বাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্লীপদ ও মেদোদোষ নিবারিত হয়। হরিদ্রা গুড়-সংযুক্ত করিয়া তাহা গোমূত্র সহ খাইলে, অথবা পুনর্নবা ত্রিফলাচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বহুকালোৎপন্ন শ্লীপদও প্রশমিত হয়। এরণ্ড তৈলে হরীতকী সিদ্ধ করিয়া তাহা গোমূত্র সহ নিত্য সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে মানব শ্লীপদ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ৮—১৫

ইতি শ্লীপদাধিকার।

বিদ্রধি (দুষ্ট ফোড়া) অধিকার।

বিদ্রধির সম্প্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণ—অতি কুপিত বাতাদি দোষ সকল অস্থিকে আশ্রয় করিয়া ত্বক্ রক্ত মাংস ও মেদকে দূষিত করিয়া ক্রমশঃ অত্যবগাঢ় মূল, অতিশয় বেদনাযুক্ত, গোলাকার বা আয়ত (দীর্ঘ) কষ্টদায়ক যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বিদ্রধি কহা যায়। বিদ্রধি ছয় প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ,, ত্রিদোষজ, ক্ষতজ ও রক্তজ। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ বর্ণন করিব ॥ ১—৩

বাতিক বিদ্রধি লক্ষণ—এই বিদ্রধি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, কখন ক্ষুদ্র, কখন বা বৃহৎ এবং অত্যর্থ বেদনান্বিত হয়। বায়ুর বিষমক্রিয়ত্ব হেতু ইহার উৎপত্তি ও পাক নানাবিধ হইয়া থাকে ॥ ৪

পৈত্তিক বিদ্রধি লক্ষণ—পিত্তজ বিদ্রধি পক্কোড়ুম্বর সদৃশবর্ণ বা শ্যাববর্ণ হয়। ইহার উৎপত্তি ও পাক শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। ইহাতে জ্বর ও দাহ বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ উৎপত্তিকালেই ইহাতে জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়, পাকিবার সময় ঐ দাহ জ্বর তীব্রতর হইয়া থাকে ॥ ৫

শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি লক্ষণ—কফজ বিদ্রধি শরাবের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, চিক্কণ ও অল্প বেদনাযুক্ত; ইহার উত্থান ও পাক বিলম্বে হয়। এই বাতাদি বিদ্রধিত্রয়ের স্রাব যথাক্রমে পাতলা, পীত ও শুক্লবর্ণ হয় অর্থাৎ বাতজ বিদ্রধির স্রাব পাতলা (ও বাতানুরূপ বর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ কৃষ্ণাদি) পিত্তজ বিদ্রধির স্রাব পীতবর্ণ এবং শ্লেষ্মজ বিদ্রধির স্রাব শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৬

সান্নিপাতিক বিদ্রধি লক্ষণ—এই বিদ্রধি কৃষ্ণ পীতাদি নানা বর্ণ বিশিষ্ট, তোদ দাহাদি নানা বেদনান্বিত এবং শ্বেত পীতাদি নানা স্রাবযুক্ত হয়। ইহা ঘাটাল (অত্যুন্নতাগ্র) বিষমাকৃতি(নিম্নোন্নত) ও বৃহৎ। ইহার পাক বিষম অর্থাৎ কোন সান্নিপাতিক বিদ্রধি শীঘ্র পাকে, কোনটা বা বিলম্বে পাকে, কোনটার পাক খুব ভিতরে, কোনটার পাক বা উপরিভাগে, কোনটার ঊর্দ্ধাংশ পাকে, কোনটার বা অনূর্দ্ধাংশ পাকে ॥ ৭

অভিঘাতজ বিদ্রধির সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—কাষ্ঠ লোষ্ট্র পাষাণাদি দ্বারা অভিহত বা ক্ষত হইয়া অপথ্য সেবন করিলে তাহার ক্ষতোষ্মা বায়ু কর্ত্তৃক বিসৃত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিয়া বিদ্রধি (ফোড়া) উৎপাদন করে। ইহাকে ক্ষতজ বা আগন্তুজ বিদ্রধি কহে। ইহাতে জ্বর পিপাসা দাহ এবং পিত্তজ বিদ্রধির লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে ॥ ৮। ৯

রক্তজ বিদ্রধি লক্ষণ—ইহা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকাবৃত, শ্যাববর্ণ, তীব্রদাহ ও বেদনাযুক্ত। ইহাতে পিত্তজ বিদ্রধির তাবৎ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ॥ ১০

বাহ্য বিদ্রধির বিষয় লিখিত হইল, অতঃপর অন্তর্বিদ্রধির স্থান ও লক্ষণ—বর্ণিত হইতেছে।—গুরু অসাত্ম্য ও বিরুদ্ধ অন্নভোজন, শুষ্কশাক ও অম্ল ভোজন, অতি মৈথুন, অতি ব্যায়াম, মল মূত্রাদির বেগধারণ ও বিদাহি দ্রব্যাদি সেবন এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত হইয়া দেহের অভ্যন্তরে গুল্মরূপী, বল্মীকবৎ (উয়ীস্তূপবৎ) সমুন্নত বিদ্রধি উৎপাদন করে। গুহ্যমার্গে বস্তিমুখে নাভিস্থলে কুক্ষিতে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বৃক্কদ্বয়ে প্লীহায় যকৃতে হৃদয়ে বা ক্লোমে ঐ বিদ্রধি জন্মে। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ বাহ্য বিদ্রধি লক্ষণের ন্যায়, তবে উৎপত্তিস্থানভেদে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা বলিতেছি শুন।—গুহ্যমার্গে বিদ্রধি হইলে অধোবায়ুর নিরোধ, বস্তিদেশে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাল্পতা, নাভিতে হইলে হিক্কা ও জৃম্ভা, কুক্ষিতে হইলে বায়ুপ্রকোপ, বঙ্ক্ষণস্থানে হইলে কটি ও পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা, বৃক্কদ্বয়ে (কুক্ষিগোলকদ্বয়ে) হইলে পার্শ্ব সঙ্কোচ, প্লীহায় হইলে শ্বাসাবরোধ, হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা ও কাস, যকৃতে হইলে শ্বাস ও হিক্কা, ক্লোম নামক পিপাসাস্থানে জন্মিলে পুনঃ পুনঃ জলপানের ইচ্ছা থাকে ॥ ১১—১৭

আভ্যন্তর বিদ্রধির স্রাবমার্গ—নাভির ঊর্দ্ধে অর্থাৎ বৃক্ক প্লীহাদি স্থানে যে সকল বিদ্রধি জন্মে, তাহারা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে পূয়াদি মুখ দিয়া নির্গত হয় এবং নাভির অধোভাগে জাত

(বস্ত্যাদি স্থানে উৎপন্ন) বিদ্রধির পূযাদি গুহ্যদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া থাকে।

টীকা। নাভিজ বিদ্রধির পূযাদি উভয়মার্গ দিয়া (মুখ ও গুহ্যমার্গ দিয়া) নির্গত হয়। হারীত বলিয়াছেন—"নাভির উর্দ্ধদেশে জাত বিদ্রধি সকল প্রভিন্ন হইলে পূযরক্ত মুখ দিয়া, নাভির অধোদেশে জাত বিদ্রধি সকল প্রভিন্ন হইলে তাহাদের পূযরক্ত গুহ্যমার্গ দিয়া এবং নাভিজাত বিদ্রধি সকল প্রভিন্ন হইলে পূযরক্ত মুখ ও গুহ্য উভয়মার্গ দিয়া নির্গত হয়" ॥ ১৮

সাধ্যত্বাদি—অধঃস্রাবে জীবন রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু উর্দ্ধস্রাবে রোগী রক্ষা পায় না। হৃদয় নাভি ও বস্তিভিন্ন অন্যস্থানের অর্থাৎ প্লীহ-ক্লোমাদি স্থানের বিদ্রধি বাহ্যদেশ হইতে অস্ত্র দ্বারা প্রভিন্ন হইলে রোগী কদাচিৎ রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু ঐ তিন স্থানের বিদ্রধিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে রোগির মৃত্যু নিশ্চয়।

টীকা। হৃদয় নাভি ও বস্তি. ইহারা মর্ম্মস্থান, এই জন্যই ঐ সকল স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে রোগী রক্ষা পায় না। ভোজ বলিয়াছেন—"যে বিদ্রধি মর্ম্ম স্থানে জন্মে, তাহা পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, তাহাকে অসাধ্য জানিবে। সান্নিপাতিক বিদ্রধিও এইরূপ অর্থাৎ পক্কই হউক বা অপক্কই হউক তাহা অসাধ্য। বস্তিজ বিদ্রধি পক্কই অসাধ্য। ত্বগ্‌জ বিদ্রধি, নাভির অধোজ বিদ্রধি বা নাভির সমীপজ বিদ্রধি সাধ্য। নাভির উর্দ্ধদেশে জাত বিদ্রধি পক্কই হউক বা অপক্কই হউক তাহা অসাধ্য। উদরাধ্মান, মূত্ররোধ, বমি, হিক্কা, পিপাসা, তীব্রবেদনা ও শ্বাস, যে বিদ্রধিতে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, সে বিদ্রধিও অসাধ্য" ॥ ১৯

বাহ্য বিদ্রধির সাধ্যাসাধ্যত্ব—ছয়প্রকার বিদ্রধির মধ্যে সান্নিপাতিক বিদ্রধি বর্জ্জনীয়, অবশিষ্ট পাঁচপ্রকার বিদ্রধি সাধ্য। বিদ্রধির আমাবস্থা পচ্যমানাবস্থা ও পক্কাবস্থা বক্ষ্যমাণ-ব্রণশোথের ন্যায় জানিবে ॥ ২০

বিদ্রধি-চিকিৎসা—সকল বিদ্রধিতেই জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, মৃদু বিরেচন ও লঙ্ঘন প্রশস্ত। পিত্ত বিদ্রধি বিনা অপর বিদ্রধিতে স্বেদ হিতকর। অপক্ক বিদ্রধিতে ব্রণশোথবৎ ঔষধ প্রযোজ্য।

দশমূলের কল্কে ঘৃত তৈল ও বসা এবং তাহা অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় বাতবিদ্রধিতে তাহার পুরু প্রলেপ দিবে। যব গোধূম ও মুগ পেষিত এবং তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া ঐরূপে তাহারও প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ দ্বারা শীঘ্রই অপক্ক বিদ্রধি বিলয় প্রাপ্ত হয়।

পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী, অভাবে অশ্বগন্ধা), বেণার মূল. যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া পিত্তবিদ্রধিতে তাহার প্রলেপ দিবে। পঞ্চ বল্কল (বট, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ পাকুড় ও বেতস ইহাদের ছাল) বাঁটিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া পিত্তবিদ্রধিতে তাহারও প্রলেপ দিবে। অথবা ত্রিফলার ক্কাথে দুই তোলা তেউড়ী কল্ক মিশাইয়া তাহা পান করিবে।

ইষ্টকচূর্ণ বালুকা মণ্ডুর গোময় গোমূত্র এই সকল দ্রব্য উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দ্বারা শ্লেষ্মবিদ্রধিতে স্বেদ দিবে। সুখোষ্ণ দশমূল ক্কাথ বা ঘৃতান্বিত মাংসরস দ্বারা বেদনান্বিত শোথক্ষতে পরিষেক করিবে।

রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিদ্বয়ে পিত্তবিদ্রধিবৎ সমস্ত ক্রিয়া করিবে। রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও গোরমাটী এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে প্রলেপ দিবে।

এই সকল ক্কাথ পান করিলে কোষ্ঠ সম্ভূত বিদ্রধি আশু বিনষ্ট হয়। তদ্‌যথা—পিপুল, কৃষ্ণজীরা, রাখাল শসার মূল, ঘোষাফল, শ্বেতপুনর্নবার মূল বা বরুণমূল এই সকল দ্রব্য জলে ক্কথিত করিয়া সেই ক্কাথ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি বিনষ্ট হয়। খদির কাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, কট্‌কী ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের সমান সমান এক একভাগ, তেউড়ী ও পটোলমূল প্রত্যেকের চারি চারি ভাগ এবং খোসা রহিত মসূর যথাসম্ভব এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্কাথ পান করিলে ব্রণ, বিদ্রধি, গুল্ম, বীসর্প, দাহ, মোহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ ও কামলা প্রশমিত হয়। শজিনার মূল জলে ধৌত করিয়া এবং শিলায় ছেঁচিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহার রস গালিত করিবে সেই রস মধুর সহিত পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি বিনষ্ট হয়। শজিনার ক্কাথে হিঙ, ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২১—৩৫

ইতি বিদ্রধি-অধিকার।

ব্রণাধিকার।

ব্রণশোথের সংখ্যা ও সামান্যরূপ—ব্রণ শোথ ছয় প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও আগন্তুজ। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথ লক্ষণের ন্যায়ই জানিবে। (যে শোথ পাকিয়া ব্রণ (ক্ষত) হয়, তাহাকেই ব্রণশোথ কহা যায়) ॥ ১

বিশিষ্ট রূপ—বাতজ ব্রণ-শোথ বিষমভাবে পাকে অর্থাৎ কতকভাগ সম্যক্ পক্ক, কতকভাগ বা অসম্যক্ পক্ক হয়, সর্ব্বাবয়ব সমভাবে পাকে না। পিত্তজ শোথ শীঘ্র পাকে, কফজ শোথ বিলম্বে পাকে, রক্তজ ও আগন্তুজ শোথ পিত্তবৎ শীঘ্রই পাকিয়া থাকে ॥ ২

অপক্ক ব্রণশোথের লক্ষণ—অল্প উষ্মা, অল্প শোথ, কঠিনতা, ত্বক্‌সমবর্ণতা ও মন্দ মন্দ বেদনা, এই গুলি আম অর্থাৎ অপক্ক শোথের লক্ষণ ॥ ৩

পচ্যমানশোথের লক্ষণ—ব্রণ-শোথ যখন পাকিতে থাকে, তখন উহা যেন অগ্নি দ্বারা দহ্যমান, ক্ষার দ্বারা পচ্যমান, পিপীলিকা দ্বারা দংশ্যমান, শস্ত্র দ্বারা ছিদ্যমান ও ভিদ্যমান, দণ্ড দ্বারা তাড্যমান, পাণি দ্বারা পীড্যমান, সূচী দ্বারা তুদ্যমান ও অঙ্গুলি দ্বারা বিঘট্যমান হইতে থাকে। এবং তৎকালে শোথ অত্যন্ত দাহান্বিত ও পার্শ্বস্থ অগ্নিসন্তাপবৎ উত্তাপ বিশিষ্ট এবং বিবর্ণ হইয়া থাকে। রোগী বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় বসিয়া শুইয়া বা কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারে না। শোথ বায়ুপূর্ণ আধ্মাত বস্তির ন্যায় আয়ত হয়। এবং জ্বর তৃষ্ণা ও অরুচি আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৪—৭

পক্কশোথের লক্ষণ—ব্রণ-শোথ পাকিলে দাহাদি বেদনা কমিয়া যায়, শোথ লোহিতবর্ণ অল্পায়ত ও অনুন্নত হয়। শোথ কুঁচ্‌কাইয়া যায়, সূচীবেধবদ্ বেদনা উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বদা চুলকাইতে থাকে। জ্বরাদি উপদ্রব সকলের উপশম হয়, টিপিলে অবনত হইয়া থাকে, স্বভাবতঃও বা অবনতত্ব প্রাপ্ত হয়। শোথের ত্বক্ ফাটা ফাটা হয়। শোথের একপ্রান্ত টিপিলে, চর্ম্মপুটে জলসঞ্চারের ন্যায় অপর প্রান্তে পূযের অভিঘাত হয়। শোথ পাকিলে তখন ভোজনেচ্ছা জন্মে।

শোথ এক দোষে আরব্ধ হইলেও পাককালে তাহাতে যে ত্রিদোষেরই সম্বন্ধ ঘটে, তাহাই বলা হইতেছে—বায়ু ব্যতিরেকে বেদনা হয় না, পিত্ত ব্যতিরেকে পাক সম্ভবে না এবং কফব্যতিরেকে পূযোৎপত্তি হয় না, অতএব পক্কাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার শোথেই ত্রিদোষের সম্বন্ধ ঘটে জানিবে ॥ ৮—১১

পাক বিষয়ে মতান্তর—কালান্তরে পিত্ত প্রবল হইয়া বায়ু ও কফকে দুর্ব্বল করিয়া রক্তকে পাক করে (পূযরূপে পরিণত করে) অপর পণ্ডিতদিগের এই দ্বিতীয় মত।(পূর্ব্বমতে কফ হইতে পূয হয়, এই মতে রক্ত হইতে পূয হয় এই প্রভেদ) ॥১২

গম্ভীর পাক লক্ষণ—কফজ শোথে রক্ত গম্ভীর পাক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কফজ শোথ খুব ভিতরে পাকে। সেইজন্য সমস্ত পক্ক লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পায় না। সমস্ত পক্ক লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায়, পাছে পক্ককে অপক্ক জ্ঞানে ভিষক্ মোহ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য গম্ভীর পাকের স্পষ্টলক্ষণ বলা হইতেছে—পচ্যমান অবস্থায় অন্তর্গত রাগদাহাদি বেদনা সমুদায়ের পর যখন শোথের শীতলতা ত্বক্‌সমবর্ণতা, বেদনাল্পতা ও প্রস্তরবৎ ঘনস্পর্শত্ব দৃষ্ট হইবে, তখনই জানিবে, ব্রণশোথ অভ্যন্তরে পাকিয়াছে ॥ ১৩

অনর্হৃত পূযের দোষ—বায়ুপ্রেরিত অগ্নি যেমন তৃণবনকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র দগ্ধ করে, সেইরূপ শোথের অবিনিঃসৃত পূযও মাংস শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলে ॥ ১৪

শোথের অপক্ক ও পক্ক লক্ষণের জ্ঞানাজ্ঞানে গুণ দোষ কথিত হইতেছে—যে ভিষক্ অপক্ক শোথ পচ্যমান শোথ ও সম্যক্‌পক্কশোথ বুঝিতে পারেন, তিনিই বৈদ্য; যাঁহারা তাহা না বুঝেন তাঁহাদিগকে লোভপরায়ণ তস্করবৃত্তিক বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ অর্থলাভমাত্র তাহাদের প্রয়োজন, ধর্ম্ম যশঃ ও মৈত্রীলাভ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে।

যে চিকিৎসক অজ্ঞান হেতু অপক্কশোথে অস্ত্রপ্রয়োগ করে, কিংবা যে চিকিৎসক শোথকে

উপেক্ষা করে অর্থাৎ পক্কশোথ না কাটে, সেই অনিশ্চিতকারী অজ্ঞ চিকিৎসকদ্বয়কে চণ্ডাল সদৃশ পাপাত্মা বলিয়া মনে করিবে ॥ ১৫ । ১৬

ব্রণশোথের চিকিৎসা—প্রথমে শোথ-নাশক প্রলেপ, তৎপরে পরিষেক, বিম্লাপন, রক্ত-মোক্ষণ, উপনাহ, পাচন, ভেদন, পীড়ন, শোধন, রোপণ ও বর্ণকরণ এই গুলি যথাক্রমে ব্রণশোথের চিকিৎসা। (সুশ্রুতে ব্রণের ষষ্ঠি প্রকার চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে, বিস্তার ভয়ে এখানে তাহা লিখিত হইল না ॥ ১৭ । ১৮

শোথহর প্রলেপ—যেমন প্রজ্বলিত গৃহে জল সেচন করিলে শীঘ্রই উহার অগ্নি প্রশমিত হয়, সেইরূপ ব্রণে প্রলেপ দিলে তদ্দ্বারা আশু ব্রণবেদনা নিবারিত হইয়া থাকে। টাবালেবুর মূল, কেলে-কড়া, দেবদারু, শুঁঠ, রাস্না ও গণিয়ারি এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন কাঁজীতে পেষণ করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশাইয়া বাতজ শোথে প্রলেপ দিবে। দূর্ব্বা, নলমূল, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, বেণামূল, বালা ও পদ্ম ইহাদের প্রলেপে পিত্ত শোথ বিনষ্ট হয়। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাঁকুড় ও অম্লবেতস এই সকল দ্রব্যের ছাল বাঁটিয়া এবং তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া পিত্তসম্ভূত শোথে প্রলেপ দিবে। আগন্তুজ ও রক্তজ শোথেও এই প্রলেপ পূজিত। বনযমানী, গাড়লশৃঙ্গী, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, আকনাদি ও অশ্বগন্ধা ইহাদের প্রলেপে শ্লেষ্মজ শোথ বিনষ্ট হয়। পিপুল, পুরাণ তিলকল্ক (তিলখইল), শজিনাছাল, বালুকা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাঁটিয়া এবং তাহা উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শ্লেষ্মজ শোথ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

রাত্রিকালে প্রলেপ দিবে না, দত্ত প্রলেপ পুনর্ব্বার দিবে না অর্থাৎ যে প্রলেপ শোথে দেওয়া যায়, তাহা শোথস্থান হইতে খসিয়া পড়িলে তদ্দ্বারা আর প্রলেপ দিবে না ; কল্কীকৃত প্রলেপ দ্রব্য পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে তাহার প্রলেপ দিবে না; প্রদত্ত প্রলেপ শুকাইলে তাহা আর ধারণ করিবে না, অর্থাৎ তুলিয়া ফেলিবে। রাত্রিকালে ব্রণের (ক্ষতের) উষ্মা অন্ধকার কর্ত্তৃক পিহিত (আবৃত) হইয়া লোমকূপ-মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রলেপ না থাকিলে তাহা সহজে বহির্গত হইয়া যায়, সেই জন্য রাত্রিকালে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু অপাকি শোথে, গম্ভীর শোথে এবং রক্তপিত্তসম্ভূত-শোথে বিচক্ষণ ভিষকেরা রাত্রিতেও প্রলেপ দিয়া থাকেন ॥ ১৯—২৮

পরিষেক—যেমন অগ্নিতে জল সেচন করিলে তাহা প্রশমতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরিষেক করিলে ব্রণশোথের দোষরূপ অগ্নিও শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে। পরিষেক যথা—বাতঘ্ন ঔষধের উষ্ণ ক্বাথ দ্বারা, উষ্ণ তৈল দ্বারা, উষ্ণ মাংসরস দ্বারা ও উষ্ণ ঘৃত দ্বারা অথবা উষ্ণ কাঁজী দ্বারা বাতিক ব্রণশোথে পরিষেক করিবে। পিত্তঘ্ন ঔষধের সুশীতল ক্বাথ দ্বারা এবং সুশীতল দুগ্ধ-ঘৃত-মধু-খাঁড় মিশ্রিত জল ও ইক্ষুরস দ্বারা রক্তজ পিত্তজ ও অভিঘাতজ শোথ পরিষেক করিবে। কফঘ্ন ঔষধের শীতল ক্বাথ দ্বারা এবং শীতল তৈল ক্ষারজল ও গোমূত্র দ্বারা শ্লেষ্মজ শোথ পরিষেক করিবে ॥ ২৯—৩২

বিম্লাপন—যে শোথ প্রথম হইতেই কঠিন, অঙ্গুষ্ঠাদি দ্বারা ধীরে ধীরে তাহার বিম্লাপন করা (মর্দ্দন করা) কর্ত্তব্য। (কঠিন শোথের বিম্লাপন বিধি সুশ্রুত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা—তৈলাদি দ্বারা শোথ অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক বাঁশের নল দ্বারা অথবা হস্ততল দ্বারা বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প মর্দ্দন করিবে ॥ ৩৩

রক্তমোক্ষণ—বেদনার উপশমার্থ এবং পাকের নিবারণার্থ অচিরোৎপন্ন শোথে রক্তমোক্ষণ করিবে। শোথ সম্বন্ধে অন্যান্য সকল ক্রিয়া এক দিকে এবং রক্তমোক্ষণ একদিকে, অর্থাৎ অপর সমস্ত ক্রিয়ায় যে ফল, এক রক্তমোক্ষণের সেই ফল। কারণ—রক্তই বেদনার মূল, রক্ত যদি না থাকে, তাহা হইলে কোন বেদনাও থাকে না। যে ব্রণ শোথ বিবর্ণ কঠিন শ্যাববর্ণ ও অল্প বেদনান্বিত, শৃঙ্গ দ্বারা জলৌকা দ্বারা বা শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তাহা হইতে রক্তমোক্ষণ কারবে ॥ ৩৪—৩৬

উপনাহ—সাধারণ শোথই হউক বা ব্রণশোথই হউক, তাহা যদি কঠিন বেদনাযুক্ত ও অতি প্রবল হয়, তাহা হইলে তাহার অপক্কাবস্থায় বা পাকোন্মুখাবস্থায় উপনাহ স্বেদ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ—অপক্ক শোথে বা অপক্ক ব্রণশোথে উপনাহ স্বেদ দিলে তাহা প্রশম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বসিয়া যায়, আর পাকোন্মুখশোথে বা পাকোন্মুখ ব্রণশোথে উপনাহ স্বেদ দিলে তাহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে। (উপনাহ স্বেদের বিধি ভেষজসাধনপ্রকরণে কথিত হইতেছে)। উপনাহ, যথা—দশমূলী, বেড়েলা,

রাস্না, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, এরণ্ডমূল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিসন্তাপে উষ্ণ করত তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। অথবা শজিনাবীজ, পিপুল, সৈন্ধব, শুঁঠ, শণবীজ, কার্পাসবীজ, মসিনা, কুলথকলাই, তিল, যব, শ্বেতসর্ষপ, কৃষ্ণবাবুই তুলসী, মূলা ও মৌরী, ইহাদের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সেইগুলি কাঁজীতে বাঁটিয়া এবং তাহা অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া সুখোষ্ণাবস্থায় তদ্দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ যথাবিধি স্বেদ দিবে। ইহা দ্বারা বাতশোথ নিঃসংশয় প্রশম প্রাপ্ত হয়। ইতি দশমূল্যাদি উপনাহ। পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, শজিনাবীজ ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষিত ও অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ (উপনাহ) দিলে সকল প্রকার শোথ বিনষ্ট হয়। ইতি পুনর্নবাদি উপনাহ ॥ ৩৭—৪৩

পাচন—প্রলেপাদি বিধানে যে শোথ প্রশমিত না হয়, তাহাতে পাচনীয় দ্রব্য সকলের উপনাহ দিবে ॥ ৪৪

পাচন দ্রব্য যথা—শণবীজ, মূলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল, সর্ষপ, মসিনা, এই সকল দ্রব্যের ছাতু এবং কিণ্ব (সুরাবীজ, যব-গোধূম-ধান্যাদি-প্রকার) তদ্ভিন্ন অন্য উষ্ণদ্রব্য ব্রণশোথের পাচন অর্থাৎ ঐ সকলের উপনাহে (পুল্‌টিশে) ব্রণশোথ পাকিয়া থাকে ॥ ৪৫

ভেদন—যে ব্রণের অভ্যন্তরে পূয হইয়াছে, যাহার মুখ হয় নাই, যে ব্রণ কোটর বিশিষ্ট, যাহাতে নালী হইয়াছে, সেই ব্রণে ভেদন প্রযোজ্য, অর্থাৎ শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা বা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার ভেদ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৬

শস্ত্রসাধ্য ভেদন—ব্যধনসাধ্য রোগ উপস্থিত হইলে, শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে, সেই উপদেশানুসারে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পরিমাণে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দোষ (পূযাদি) স্রাব করাইবে ॥ ৪৭

শস্ত্রনিঃক্ষেপে নিষেধ স্থল—বালক, বৃদ্ধ, অসহ (শস্ত্রাঘাত সহনে অসমর্থ), ক্ষীণ, ভীরু ও স্ত্রীলোকদিগের ব্রণে এবং সকলেরই মর্ম্মস্থানজাত ব্রণে শস্ত্রনিঃক্ষেপ না করিয়া ভেদন দ্রব্যের লেপ দ্বারা ভেদ করিবে ॥ ৪৮

ভেদন—করঞ্জ, ভেলা, দন্তী, চিতা, করবী এবং কপোত (পায়রা) কাক ও শকুনি ইহাদের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য ব্রণে লেপন করিলে ব্রণ ভেদ হয় ॥ ৪৯

দারণ—ক্ষারদ্রব্য (অপামার্গাদি) ও ক্ষার (সাচিক্ষার-যবক্ষারাদি) ব্রণের দারণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। হস্তির দন্ত জলে ঘসিয়া উহার বিন্দুমাত্র প্রলেপ দিলে অতি কঠিন ব্রণশোথও বিদীর্ণ হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ ভেদন বলিয়া কথিত ॥ ৫০। ৫১

পীড়ন—পিচ্ছিল দ্রব্যের (শাল্মলী প্রভৃতির) ত্বক্ ও মূল এবং যব গোধূম ও মাষকলায়ের চূর্ণ এই সকল দ্রব্য ব্রণের পীড়ন অর্থাৎ ইহাদের প্রলেপ দ্বারা ব্রণের পূয সর্ব্বাবয়ব হইতে আকৃষ্ট হইয়া নিঃসারিত হয়। পীড়ন দ্রব্যের প্রলেপ শুকাইলেও তাহা তুলিয়া ফেলিবে না। ব্রণমুখে পীড়ন দ্রব্যের প্রলেপ দিবে না। কারণ ব্রণমুখ খোলা থাকিলে, পূযাদি আকৃষ্ট হইয়া ব্রণমুখ দিয়া সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে ॥ ৫২—৫৩

শোধন—ব্রণের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে ক্বাথই শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধিকর। সকল ব্রণেরই বিশুদ্ধির জন্য পল্‌তা ও নিমপাতার ক্বাথ প্রযোজ্য। বাতিক ব্রণের শোধনে দশমূলের ক্বাথ, পৈত্তিক ব্রণের শোধনে বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথ এবং কফজ ব্রণের শোধনে আরগ্বধাদিগণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ হিতকর। অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বট ও অম্লবেতস ইহাদের ক্বাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে ব্রণশোথ ও উপদংশ বিনষ্ট হয়। তিল, সৈন্ধব, যষ্টিমধু, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে সকল ব্রণের বিশুদ্ধি হয়। অথবা একমাত্র অনন্তমূল বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিশুদ্ধ হয়। নিমপাতা, তিল, দন্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব ও মধু ইহাদের প্রলেপে দুষ্ট ব্রণ প্রশমিত হয়, ইহা শোধনশ্রেষ্ঠ প্রলেপ। নিমপাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ বিশুদ্ধ হইয়া পূরিয়া উঠে। নিমপাতার কল্ক ভক্ষণ করিলে বমি, মন্দাগ্নি এবং পিত্ত-শ্লেষ্ম ও ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। সন্ধি ও মর্ম্মজাত সূক্ষ্ম ব্রণ বর্ত্তি প্রণিধান দ্বারা বিশুদ্ধ করিবে। বর্ত্তি, যথা—হরীতকী, তেউড়ী, দন্তী, ঈশলাঙ্গলা, মধু ও সৈন্ধব ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ; কিংবা নিমপাতা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, ঘৃত ও মধু ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ; অথবা তিলকল্কের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ বিশুদ্ধ হয় এবং পূরিয়া উঠে ॥ ৫৪—৬১

রোপণ—মাংসগত ব্রণের পূতিমাংস সকল দূরীকৃত করিয়া তাহার রোহণার্থ অর্থাৎ প্রকৃতমাংসের

পূরণার্থ মধুসংযুক্ত তিলকল্কের প্রলেপ দিবে। অশ্বগন্ধা, কট্‌কী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা ও ধাইফুল ইহাদের কল্ক ব্রণরোপণের পরম ঔষধ। মধুযুক্ত সুরা লেপন করিলে সকল ব্রণই পূরিয়া উঠে। করলা উচ্ছেপত্র, ধুতূরাপত্র (পাঠান্তর-শালিঞ্চপত্র), বলা-মোটা (বেড়েলা ও পীতবেড়েলা) কৃষ্ণ বাবুই তুলসী ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপে গম্ভীর ব্রণ পূরিয়া উঠে। অর্জ্জুন, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, জাম ও লোধ ইহাদের ছালের চূর্ণ দ্বারা ব্রণ ধূলিত করিলে (ব্রণের উপরি প্রক্ষিপ্ত করিলে) ব্রণ সকল (ক্ষত সকল) নিশ্চয়ই শীঘ্র পূরিয়া উঠে। প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও জতু (জৌ, লাক্ষা) এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত অবধূলিত করিলে পূরিয়া উঠে। ব্রণের (ক্ষতের) দাহ ও বেদনার প্রশমনার্থ যব ও যষ্টিমধু চূর্ণ ঘৃত ও তৈলের সহিত সংযুক্ত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ক্ষতে লেপন করিবে। তদ্দ্বারা দাহ ও বেদনা প্রশমিত হইবে। করঞ্জপত্র নিমপত্র ও নিসিন্দাপত্র বাঁটিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণের ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়। রসুনের প্রলেপ দিলে কিংবা হিঙ্গু ও নিমপাতার প্রলেপ দিলেও ব্রণক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। নিমপাতা, বচ, হিঙ্গু, ঘৃত, লবণ ও সর্ষপ ইহাদের ধূপ প্রদান করিলে ব্রণের রুক্ষতা ক্রিমি, কণ্ডূ ও বেদনা বিনষ্ট হয়। ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্লেদ পাক স্রাব ও দুর্গন্ধযুক্ত ব্রণ এবং দীর্ঘকালজাত প্রতত শোথ প্রশান্ত হয়। পল্‌তা, নিমপত্র, আসনসার, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া ইহাদের ক্বাথে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে বিসর্প বিস্ফোটক ও দুষ্টব্রণ প্রশমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬২—৭১

সবর্ণতা করণ—ক্ষত সম্পূর্ণ প্রশমিত হইলেও ক্ষত স্থানের ত্বক্ বিবর্ণ থাকে। মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া, তাহাতে ঘৃত মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক হয়। ৭২

ব্রণরোগির ভোজন—ব্রণরোগিকে ঘৃতাদি স্নেহসমন্বিত-অল্প-উষ্ণ-পুরাণশালিতণ্ডুলান্ন, জাঙ্গল-মাংসরসের সহিত ভোজন করিতে দিবে। ভোজন সময়ে রোগী মধ্যে মধ্যে হিতকর দ্রবদ্রব্য খাইবে। নটেশাক, জীবন্তীশাক, বেতোশাক, সুষুণিশাক, বাসকশাক (পত্র), মূলাশাক, বেগুন, পটোল ও করলাপত্র এই সকল দ্রব্য, দাড়িমের রস, আমলকীর রস, ঘৃত ও সৈন্ধব সহ পাক করিয়া খাইতে দিবে। অথবা এবংবিধ গুণান্বিত অন্যদ্রব্য বা মুদ্গাদির যূষ ভোজনার্থ ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ ভোজনে ব্রণ শীঘ্রই পূরিয়া উঠে। ব্রণরোগী অম্লদধি, সাধারণ শাক, আনূপ ও ঔদকমাংস, দুগ্ধ ও গুরু অন্ন, বর্জ্জন করিবে। পরিশ্রম করিলে ব্রণে শোথ হয়, রাত্রিজাগরণে শোথ ও লৌহিত্য হয়, দিবানিদ্রায় শোথ লৌহিত্য ও বেদনা হয়; মৈথুন করিলে শোথ, লৌহিত্য, বেদনা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব ব্রণরোগী পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে ॥ ৭৩—৭৭

আগন্তুব্রণ-চিকিৎসা—সদ্যোব্রণ কুপিত হইয়া উঠিলে ঊর্দ্ধ ও অধঃ শোধন অর্থাৎ বমন বিরেচন এবং রক্তপিত্ত ও উষ্মনাশক শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। রোগীর বল বুঝিয়া লঙ্ঘন ভোজন ও রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিবে। ঘৃষ্ট ও দলিত ব্রণে এই বিধি একান্ত প্রতিপাল্য। ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ ও ক্ষত হইলে অধিক রক্তস্রাব হয়। রক্তক্ষয়হেতু বায়ু কুপিত হইয়া ব্রণে অত্যন্ত বেদনা উৎপাদন করে। সেইরূপ স্থলে স্নেহপান পরিষেক প্রলেপ উপনাহ স্নেহবস্তি ও বেদনা নাশক ঔষধ পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা করিবে। খড়্‌গাদি দ্বারা গাত্রের কোন স্থান ছিন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ গোরক্ষচাকুলের মূলের রস দ্বারা ব্রণ পূরিত করিবে। কারণ ইহা দ্বারা ব্রণের বেদনা ত্বরায় প্রশমিত হইয়া থাকে। সদ্যোব্রণে কষায় মধুর ও সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া করিবে। সপ্তাহ কাল এইরূপে ক্রিয়া করিয়া তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ব্রণ-চিকিৎসা সকল আচরণ করিবে। আগন্তু ব্রণে, রক্ত আমাশয়স্থ হইলে বমন, পক্বাশয়স্থ হইলে বিরেচন করাইবে। রক্ত কোষ্ঠস্থ হইলে বাঁশের ত্বক্ (বাঁশের নীল), এরণ্ডমূল, গোক্ষুর ও পাষাণভেদী ইহাদের ক্বাথে হিঙ্‌ ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে, ইহা দ্বারা কোষ্ঠস্থ রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। যব কুল ও কুলত্থকলায়ের যূষ ঘৃতাদি স্নেহ বর্জ্জিত করিয়া তৎসহ অন্ন ভোজন করিতে দিবে অথবা সৈন্ধব-সংযুক্ত যবাগূ পান করাইবে ॥ ৭৮–৮৬

জাত্যাদি ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—জাতীপত্র, নিমপত্র, পল্‌তা, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণার মূল, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু ও ডহর করঞ্জবীজ, প্রত্যেক সমভাগ, মিলিত /১ সের। পাকসাধনার্থ জল ষোল সের। বৃদ্ধ বৈদ্যগণের পারম্পর্য্যোপদেশে কল্কদ্রব্যের সঙ্গে মোম না

দিয়া পাক শেষে মোম প্রক্ষেপ দেওয়া গিয়া থাকে। এই জাত্যাদি ঘৃত দ্বারা সূক্ষ্মমুখ মর্ম্মস্থানজাত পরিস্রাবী গম্ভীর ও বেদনান্বিত ব্রণ এবং নাড়ীব্রণ সকল (নালী ঘা সকল) বিশুদ্ধ হইয়া পূরিয়া উঠে ॥ ৮৭ । ৮৮

জাত্যাদি তৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—জাতীপত্র, নিমপত্র, পল্‌তা, ডহরকরঞ্জার পাতা, মোম, যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, হরীতকী, লোধছাল, নীলোৎপল, অনন্তমূল, তুঁতে ও ডহরকরঞ্জবীজ, প্রত্যেক সমভাগ, মিলিত /১ সের। পাকসাধনার্থ জল, ১৬ সের। যথাবিধি পাচ্য। বিষজাত ব্রণে স্ফোটকে চক্ষুরোগে দদ্রু ও বীসর্প রোগে কীটদষ্টে সদ্যঃশস্ত্রক্ষতে দগ্ধে বিদ্ধে নখদন্তক্ষতে ও দুষ্টমাংসের অপকর্ষণে এই তৈল ম্রক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা ব্রণের শোধন ও রোপণ হয়। জাত্যাদি নামক এই তৈল ভিষগ্‌গণের আদৃত ॥ ৮৯—৯৪

বিপরীত মল্ল তৈল—চিতামূল, রসুন, হিঙ্‌, শরপুঙ্খা, ঈশলাঙ্গলা, সিন্দুর, মিঠাবিষ ও কুড় এই সকল কল্কদ্রব্যের সহিত যথাবিধানে সর্ষপ তৈল পাক করিবে। ইহা বিপরীত মল্লতৈল নামে অভিহিত। অপথ্যভোজনশীল ব্যক্তির দুষ্টব্রণ ও নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) বহু ভেষজ দ্বারা অসাধ্য হইলেও এই তৈল দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৫ । ৯৬

অমৃতাদি গুগ্‌গুলু—গুলঞ্চ, পটোলমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বচূর্ণসম গুগ্‌গুলু ; একত্র মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা এক একটি করিয়া প্রতিদিন খাইলে ব্রণ, বাতরক্ত, গুল্ম, উদর, শোথ ও বাতরোগ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৯৭ । ৯৮

অগ্নিদগ্ধ-চিকিৎসা—অগ্নিতে কোন অঙ্গ প্লুষ্ট হইলে (ঝল্‌সিয়া গেলে) সেই অগ্নিপ্লুষ্ট স্থানে অগ্নির উত্তাপ দিবে ও উষ্ণ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শরীর সম্যক্ স্বিন্ন হইলে তাহাতে স্বেদই শোভন (উপশয়জনক)। (যদিও উষ্ণ জনিত রোগে শীতল ক্রিয়া এবং শীতজনিত রোগে উষ্ণক্রিয়া করণীয়, অর্থাৎ হেতু বিপরীত ক্রিয়া কর্ত্তব্য, তথাপি অগ্নিপ্লুষ্ট স্থানে জল প্রযোজ্য নহে।) জল স্বভাবতঃ শীতল পদার্থ, তাহা শৈত্যগুণে রক্তকে গাঢ়ীকৃত করে। অতএব অগ্নিপ্লুষ্ট স্থানে শীতল ক্রিয়া কদাচ বিধেয় নহে। উহাতে উষ্ণই সুখকর। কোনস্থান দুর্দগ্ধ হইলে প্রথমে তাহাতে শীত ও উষ্ণ উভয় ক্রিয়াই বিবেচনা করিয়া করিবে। পরে শীতল ঘৃত লেপ ও শীতল প্রদেহই ব্যবস্থা করিবে। কোন স্থান সম্যক্ দগ্ধ হইলে, বংশলোচন, পাকুড়ছাল, চন্দন, গেরিমাটী ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে। গ্রাম্য ও আনূপমাংস পেষণ করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে। কোন স্থান অতিদগ্ধ হইলে বিশীর্ণ মাংসগুলি নিষ্কাশিত করিয়া প্রথমে তাহাতে শীতল ক্রিয়া করিবে। তৎপরে শালিতণ্ডুলের চূর্ণ অথবা গাবের কষায় ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে লেপন করিবে। সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধেরই ইহা উৎকৃষ্ট রোপণ ঔষধ ॥ ৯৯—১০৪

সিকৃথক্যাদি ঘৃত—মোম, কর্দ্দম (পঙ্ক পর্পটী), জীরা, মধু ও হরীতকী চূর্ণ এই সকল দ্রব্য গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে লেপন করিলে সদ্যঃ ক্ষত প্রশমিত হয় ॥ ১০৫

পটোলাদি তৈল—পল্‌তার কষায় ও কল্কসহ যথাবিধানে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া তাহা ম্রক্ষণ করিলে দগ্ধক্ষত-বেদনা-স্রাব-দাহ-বিস্ফোটক বিনষ্ট হয়। দুষ্ট ও অস্রুত বাতরক্ত ব্রণকে (ক্ষতকে) সশোথ গ্রথিত দাহান্বিত ও কণ্ডূ বহুল করে। ইহাই ব্রণগ্রন্থি বলিয়া কথিত হয়। কমলাগুঁড়ি, বিড়ঙ্গ ও দারুহরিদ্রার ত্বক্ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তৎসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্রণগ্রন্থির পরম ঔষধ ॥ ১০৬—১০৮

ইতি ব্রণ-আগন্তুব্রণ অগ্নিদগ্ধব্রণাধিকার।

ভগ্নাধিকার।

ভগ্নের ভেদ—হে হুতাশ! (অগ্নিবেশ!) সংক্ষেপতঃ ভগ্ন (ভঙ্গ) দুই প্রকার, যথা—কাণ্ডভগ্ন ও সন্ধিভগ্ন (সন্ধিসীমা পর্য্যন্ত এক একখানি অস্থির নাম কাণ্ড। কাণ্ড শব্দে—নলক, কপাল, বলয়, তরুণ ও রুচক এই পাঁচ প্রকার অস্থিই বুঝিতে হইবে। এস্থলে সন্ধিবিশ্লেষণের নামও ভগ্ন। অতএব সন্ধিগত-অস্থি বিশ্লেষণকেও সন্ধিভগ্ন বলা যায়)। অস্থি সন্ধিতে অর্থাৎ অস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থানে ভগ্ন ছয় প্রকার, যথা উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্‌গত, ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত ॥ ১

সন্ধিভগ্নের সাধারণ লক্ষণ—অঙ্গের প্রসারণে আকুঞ্চনে ও পরিবর্ত্তনে তীব্র বেদনা এবং স্পর্শাসহত্ব এই দুইটি লক্ষণ সকল সন্ধিভগ্নেই বিদ্যমান থাকে।

উৎপিষ্ট-বিশ্লিষ্ট-বিবর্ত্তিত-তির্য্যগ্‌গত-ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত লক্ষণ—অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থল তদস্থিদ্বয় দ্বারা পিষ্ট (ঘর্ষিত) হইলে তাহাকে উৎপিষ্ট বলা যায়। উৎপিষ্ট ভগ্নের উভয় দিকেই শোথ হয় এবং ইহাতে রাত্রিকালে অত্যন্ত বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সন্ধির বিশ্লেষকে (শিথিলতাকে) বিশ্লিষ্ট কহে। বিশ্লিষ্ট সন্ধিভগ্নে উৎপিষ্ট সন্ধিভগ্নের ন্যায় উভয়দিকে শোথ হয়, তবে তাহাতে রাত্রিকালে বেদনা বাড়ে, ইহাতে সর্ব্বদাই অত্যন্ত বেদনা থাকে। সন্ধির বিবর্ত্তন হইলে অর্থাৎ উল্টাইয়া গেলে তাহাকে বিবর্ত্তিত কহে। বিবর্ত্তিত সন্ধিভগ্নে পার্শ্বভাগে তীব্র বেদনা হয়। সন্ধিস্থলের একখানি অস্থি যদি সন্ধি স্থল হইতে সরিয়া গিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তির্য্যগ্‌গত কহে। তির্য্যগ্‌গত সন্ধিভগ্নে তীব্র বেদনা হইয়া থাকে। সন্ধিস্থলের একখানি অস্থি যদি অপর খানির উপরি ক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত বলা যায়। ক্ষিপ্ত সন্ধিভগ্নে অত্যন্ত শূলনি হয় এবং বেদনা বিষম অর্থাৎ কখন অধিক কখন অল্প অল্প হইয়া থাকে। একখানি অস্থি যদি সন্ধিস্থল হইতে সরিয়া কিঞ্চিৎ অধোগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত কহে। অধঃক্ষিপ্ত সন্ধিভগ্নে অত্যন্ত বেদনা ও সন্ধিস্থলের বিঘটন হয় ॥ ২। ৩

কাণ্ডভগ্ন এবং তাহার প্রকার—কাণ্ডে বহুপ্রকার ভগ্ন হয়। তাহাদের লক্ষণ নামানুরূপ জানিবে। কাণ্ডভগ্ন সংক্ষেপতঃ দ্বাদশ প্রকারই প্রসিদ্ধ। তদ্‌যথা—কর্কটক, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত, পিচ্চিত, অস্থিখল্লিত (বা অস্থিছল্লিত), কাণ্ডভগ্ন, অতিপাতিত, মজ্জাগত, বিস্ফুটিত, বক্র এবং দুই প্রকার ছিন্ন।

টীকা।—কর্কট—অস্থির উভয় পার্শ্ব নিপীড়নে দুইদিক্ নিম্ন ও মধ্যভাগ গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইয়া কর্কটকের (কাঁকড়ার) আকৃতি হইলে তাহাকে কর্কটক ভগ্ন কহা যায়। অশ্বকর্ণ—বিপুল অস্থি নির্গম হেতু অশ্বকর্ণবৎ আকৃতি উৎপন্ন হইলে তাহাকে অশ্বকর্ণ ভগ্ন কহে। বিচূর্ণিত—অস্থিচূর্ণ হইলে তাহাকে বিচূর্ণিত কহে। শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা বিচূর্ণিত ভগ্নের প্রতীতি হয়। পিচ্চিত—অস্থি নিষ্পীড়িত হইয়া চেপ্টাইয়া গেলে তাহাকে পিচ্চিত বলে। ইহাতে প্রবল শোথ হয়। খল্লিত—অস্থির চটা উঠিলে তাহাকে খল্লিত বা ছল্লিত কহে। অর্থাৎ অস্থির পার্শ্বগত অল্পমাত্র অস্থি ছল্লযুক্ত (চটাযুক্ত) হইলে তাহাই ছল্লিত বা খল্লিত নামে অভিহিত হয়। (ছল্ল শব্দের অর্থ বল্কল)। কাণ্ডভগ্ন—যদিও কর্কটকাদি সকল প্রকার ভগ্নই কাণ্ডভগ্ন নামে অভিহিত, তথাপি কাণ্ডভগ্ন এক প্রকার বিশেষ ভগ্ন। ইহাতে অস্থি সর্ব্বথা ভগ্ন ও পৃথগ্‌ভূত হইয়া ত্বকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। অতিপাতিতঅস্থি নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া পাতিত হইলে তাহাকে অতিপাতিত কহে। মজ্জাগত—অস্থির অবয়ব অস্থি মধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জা নিঃসারিত করিলে তাহাকে মজ্জাগত কহে। বিস্ফুটিত—অস্থি অল্প অল্প বহুধা বিদীর্ণ হইলে তাহাকে বিস্ফুটিত কহে। ইহাতে শূকপূর্ণবদ্ বেদনা থাকে। বক্র—অস্থি স্থান ত্যাগ করিয়া কুব্জীভূত হইলে তাহাকে বক্র কহে। দুইপ্রকার ছিন্ন—এক প্রকার ছিন্নে অস্থি সম্পূর্ণ দ্বিধাভূত না হইয়া সংলগ্ন থাকে, অপর প্রকার ছিন্নে অস্থি বিদীর্ণ হইয়া দ্বিধাভূত হয় ॥ ৪। ৫

কর্কটাদির কাণ্ডভগ্নে লক্ষণ—অঙ্গের শিথিলতা, শোথ, রুজার (বেদনা বিশেষের) অতি-

বৃদ্ধি, সদা ব্যথাধিক্য, ভগ্নস্থান টিপিলে শব্দোৎপত্তি, স্পর্শাসহত্ব (ভগ্নস্থানের স্পর্শেও অসহ্য বেদনা), স্পন্দন (নাড়ীর স্ফুরণ অর্থাৎ দপ্ দপানি), সূচী বেধবদ্ বেদনা ও শূলনি, সকল প্রকার ভগ্নেই এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এবং রোগী শয়নোপবেশনাদি কোন অবস্থাতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না। কাণ্ডভগ্নের এই গুলি লক্ষণ ॥ ৬

কষ্টসাধ্য—ভগ্নরোগী যদি অল্পভোজী ও বাতপ্রকৃতি হয়, তাহার যদি রোগ প্রতিকারে যত্ন না থাকে এবং জ্বর-উদরাধ্মান ও মলমূত্রাদিরোধ প্রভৃতি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ভগ্ন কষ্টসাধ্য জানিবে ॥ ৭

অসাধ্য—কটিদেশে (কটী সমীপদেশে অর্থাৎ নিতম্বে) কপালাস্থি ভিন্ন সন্ধিমুক্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইলে জঘনাস্থি প্রতিপিষ্ট হইলে রোগিকে ত্যাগ করিবে। (জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ, বঙ্ক্ষণ ও শিরোদেশের অস্থি কপালাস্থি)। অপর অসাধ্য কপালাস্থি সংশ্লেষরহিত, ললাটাস্থি চূর্ণিত এবং স্তনান্তরে (স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে) গুহ্যে পৃষ্ঠে শঙ্খে ও মূর্দ্ধায় (চূড়াস্থানে) অস্থিভগ্ন হইলে সে রোগিকে পরিবর্জ্জন করিবে। অপর অসাধ্য—ভগ্নাস্থি সম্যক্ সংহিত (সংযোজিত) হইলেও যদি অস্থির স্থাপন যথাবৎ না হয়, অথবা যথাবৎ স্থাপিত হইলেও যদি বন্ধন যথাবৎ না হয় ; কিংবা সুবদ্ধ হইলেও যদি অভিঘাতাদি দ্বারা সঞ্চালন হয় এবং সেই দুঃস্থাপন দুষ্টবন্ধন ও সঞ্চালন দ্বারা ভগ্নাস্থি যদি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সেইভগ্ন বর্জ্জনীয় ॥ ৮—১০

অস্থিবিশেষে ভগ্ন বিশেষ—তরুণাস্থি (কোমলাস্থি) বাঁকিয়া যায়। উহার বক্রতাই ভগ্ন। (নাসিকা কর্ণ ও নেত্রগোলকের অস্থি তরুণাস্থি)। নলকাস্থি বিদারিত হয়। (নলবৎ সরন্ধ্র অস্থিপর্ব্বকে নলকাস্থি কহে)। কপালাস্থি বিভক্ত হয়। (জানু, নিতম্ব, গণ্ড, তালু শঙ্খ, বঙ্ক্ষণ ও মস্তকের অস্থি কপালাস্থি)। রুচক অস্থি অর্থাৎ দন্ত স্ফুটিত হয়। (অস্থি পঞ্চবিধ, যথা—তরুণ, নলক, কপাল, রুচক ও বলয়। মূলে “চ” থাকায় বুঝিতে হইবে যে, বলয়াস্থিও স্ফুটিত হইয়া থাকে)। পাণিদ্বয়ে পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠে বক্ষে জঠরে পায়ুদেশে (গুহ্যে) ও পাদদ্বয়ে বলয়াস্থি থাকে ॥ ১১। ১২

ভগ্নের চিকিৎসা—অস্থি ভগ্ন হইয়াছে কিনা প্রথমে তাহা বুঝিবে। ভগ্ন হইলে তাহাতে শীতল জল সেচন, পঙ্কলেপন ও কুশাদি দ্বারা বন্ধন করিবে। অস্থি অবনত হইলে তাহাকে উন্নত এবং উন্নত হইলে তাহকে টিপিয়া অবনত করিবে। অস্থি অধিক সরিয়া গেলে তাহাকে টানিয়া সংযোজিত করিয়া দিবে এবং অধঃক্ষিপ্ত হইলে উর্দ্ধক্ষিপ্ত করিয়া যথাবৎ স্থাপনা করিবে। যষ্টিমধু, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, কদম্ব, হিজল, বংশ (বাঁশ), সাল ও অর্জ্জুন ইহাদের ত্বক্ কুশার্থ সংগ্রহ করিবে (কুশ শব্দের অর্থ ভগ্নবন্ধনার্থ বংশাদি)। ভগ্নস্থানে বস্ত্র জড়াইয়া তদুপরি বংশাদি বন্ধন দ্রব্য স্থাপন করিয়া অতি কঠিনও না হয়, অতি শিথিলও না হয় এরূপভাবে বান্ধিবে। শীতকালে সাত সাতদিন অন্তর, গ্রীষ্মকালে তিন তিন দিন অন্তর বন্ধন খুলিয়া পুনর্বার বন্ধন করিবে। অথবা ভগ্নের দোষানুসারে দিন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ভগ্ন বান্ধিবে। মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু জলে পেষণ করিয়া ভগ্নস্থানে তাহা লেপন করিবে, অথবা শতধৌত ঘৃত মিশ্র শালিতণ্ডুলচূর্ণ লেপন করিবে। ইহা দ্বারা সদ্যঃ অভিঘাত জনিত আগন্তু শোথ সকল প্রশমিত হয়। শালিতণ্ডুলচূর্ণ ও লবণ লেপন করিলে অথবা তেঁতুল ফল পোড়াইয়া তাহা বা তেঁতুলের রস লেপন করিলে আগন্তু শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। আমড়ার মূল, তেঁতুলফল, তেঁতুলপাতা, শজিনামূল, পুনর্নবামূল, এরণ্ডমূল ও কেঁ মূল এই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া তাহা ঘোল ও কাঁজীর সহিত পাক করত প্রলেপ দিলে বেদনা ও শোথ বিনষ্ট হয় এবং অস্থি শীঘ্র সংযোজিত হইয়া থাকে। ভগ্নে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে সুশীতল ন্যগ্রোধাদি ক্বাথ বা দুগ্ধ সমন্বিত পঞ্চমূলী ক্বাথ পরিষেচন করিবে। অথবা সুখোষ্ণ চক্রতৈল সেচন করিবে (ঘানি নিষ্পীড়িত তৎক্ষণ নিঃসৃত তৈলকে চক্রতৈল কহে ; ঘানির কাষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে সিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকেও চক্রতৈল কহা যায়)। ভগ্ন রোগিকে অবিদাহি ভোজ্য ও পিষ্টক খাইতে দিবে। উহা দ্বারা সন্ধিবিশ্লেষকারক গ্লানি নষ্ট হয়। মাংস ও মাংসরস, দুগ্ধ, ঘৃত, মটরের যূষ ও বৃংহণ অন্নপান আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। সকৃৎপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ, কাকোল্যাদি মধুর গণোক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে ঘৃত ও লাক্ষা মিশাইয়া ভগ্ন রোগিকে প্রাতঃকালে

পান করিতে দিবে। সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে ও অস্থি সংহার (হাড় যোড়া) লাক্ষা গোধূম ও অর্জ্জুনছাল এই সকল দ্রব্য কল্কীকৃত করিয়া সঘৃত দুগ্ধের সহিত বা কেবল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত চিনি একত্র মর্দ্দিত করিয়া খাইলে ছিন্ন ভিন্ন ও চ্যুত অস্থি অচিরে সংযোজিত হয়। অর্জ্জুন ও লাক্ষার চূর্ণ গুগ্‌গুলুর সহিত সংযুক্ত করিয়া ঘৃতের সহিত লেহন করত দুগ্ধ ও ঘৃত অনুপান করিলে শীঘ্রই ভগ্নের সংযোজন হয়। চাকুলের মূল চূর্ণীকৃত করিয়া মাংসরসের সহিত পান করিলে তিন সপ্তাহে অস্থিভগ্ন প্রশমিত হয়। বাব্‌লার ছাল-চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া অস্থিভগ্ন রোগিকে তিন দিন পান করিতে দিবে। তিন দিন পান করিলে অস্থি বজ্র সারবৎ দৃঢ় হয়। তেঁতুল ফলের কল্কে কাঁজী ও তৈল মিশাইয়া তদ্দ্বারা ভগ্ন শোথে স্বেদ দিবে। অথবা ভগ্নাভিহত বেদনা নাশক দ্রব্যের সহিত উপযুক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহা শোথে ব্যবস্থা করিবে॥ ১৩—৩১

আভা গুগ্‌গুলু—বাব্‌লার ছাল, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, গুগ্‌গুলু সর্ব্বসমষ্টিসম, একত্র চূর্ণীকৃত করিয়া ভগ্নস্থানে প্রয়োগ করিলে ভগ্নের সংযোজন হয়॥ ৩২

লাক্ষাদ্য গুগ্‌গুলু—লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক সমভাগ, গুগ্‌গুলু সর্ব্বসম এই সকল দ্রব্য চূর্ণীকৃত করিয়া প্রয়োগ করিলে ভগ্নাস্থির ও চ্যুতাস্থির বেদনা নিবারিত হয় এবং তদঙ্গ বজ্রসম দৃঢ় হইয়া থাকে॥ ৩৩

গন্ধতৈল—কতকগুলি কৃষ্ণ তিল বস্ত্রে বন্ধন করিয়া নদী প্রভৃতির স্রোতোজলে প্রতিদিন নিমগ্ন করিয়া রাখিয়া আসিবে (ভাসিয়া না যায়, এইজন্য একটি খোঁটা পুঁতিয়া তাহাতে বাঁন্ধিয়া রাখিবে) এবং প্রত্যহ দিবাভাগে তুলিয়া আনিয়া শুষ্ক করিয়া গব্য দুগ্ধে ভিজাইবে। এইরূপ দুই সপ্তাহ অতীত হইলে তৃতীয় সপ্তাহে সেই তিল যষ্টিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিবে। তৎপরে চতুর্থ সপ্তাহে পুনর্ব্বার ঐ তিল গুলি দুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য (কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি) এবং যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধুনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শুল্‌ফা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই সকল চূর্ণসমষ্টি তিলচূর্ণের সমান হওয়া আবশ্যক। তদনন্তর তিলচূর্ণের সহিত এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে সর্ব্বগন্ধের সহিত অর্থাৎ এলাইচ তেজপাত নাগেশ্বর দারুচিনি কাঁকলা লবঙ্গ অগুরু শিলারস প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেইজলে উক্ত চূর্ণ সকল পাক করিবে। এবং পাককালে সেই চূর্ণ হইতে যে তৈল নিঃসৃত হইয়া জলের উপর ভাসমান হইবে, তাহা বস্ত্র খণ্ডাদি দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া লইবে। তদনন্তর সেই উদ্ধৃত তৈল /৪ সের; দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ—যষ্টিমধু, শালপানি, তেজপত্র জীবন্তী, অশ্বগন্ধা, লোধ, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, তগরপাদুকা, শৈলজ, শুক্লভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মূর্ব্বা, পানিফল এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল (কাকোল্যাদি প্রভৃতি) মিলিত /১ সের। (কল্কপাকার্থ জল ১৬ সের)। মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ভগ্নের সর্ব্ব কর্ম্মে প্রযোজ্য। আক্ষেপ রোগে, পক্ষাঘাতে, তালুশোষে, অর্দ্দিতরোগে, মন্যাস্তম্ভে, শিরোরোগে, কর্ণশূলে, হনুগ্রহে, বাধির্য্যে ও তিমিররোগে এবং যাহারা অধিক স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই তৈল পানে অভ্যঙ্গে নস্যে বস্তিকর্ম্মে ও ভোজনে হিতকর। ইহা দ্বারা গ্রীবা স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের বৃদ্ধি হয়, মুখ পদ্মপ্রতিম এবং মুখবায়ু সুগন্ধি হয়। এই গন্ধতৈল সর্ব্ববাতবিকারনাশক। এই তৈল রাজাদিগেরই যোগ্য, অতএব চিকিৎসক রাজাদিগের ব্যবহারার্থই এই তৈল প্রস্তুত করিবেন॥ ৩৪—৪৪

প্রথম বয়সের ভগ্ন, উক্তরূপ ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা সুখসাধ্য হয়। অল্প দোষাক্রান্ত ব্যক্তির ভগ্ন এবং শিশিরকালের যে ভগ্ন, তাহাও সুখসাধ্য হইয়া থাকে। প্রথম বয়সে উত্তমরূপ ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা ভগ্ন একমাসে দৃঢ় হয়। মধ্যম বয়সে দুইমাসে এবং অন্তিমবয়সে তিনমাসে ভগ্নস্থান স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। ভগ্ন যাহাতে না পাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন। কারণ—ভগ্নস্থানের মাংস শিরা ও স্নায়ু পাকিলে তাহা নিশ্চয়ই কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

পতন বা অভিঘাত দ্বারা কোন অঙ্গ ক্ষত না হইয়া যদি কেবল ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল পরিষেক ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। ভগ্নস্থানে ক্ষত হইলে ব্রণ-বিশোধক-কষায়ে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণে প্রতিসারণ করিবে। তৎপরে ভগ্নবৎ সমস্ত চিকিৎসা করিবে। এবং বাতব্যাধিনির্দ্দিষ্ট স্নেহ সকল প্রয়োগ করিবে।

লবণ কটু ক্ষার ও অম্লদ্রব্য, পরিশ্রম, মৈথুন, ব্যায়াম ও রুক্ষান্ন, ভগ্নরোগী এইগুলি পরিত্যাগ করিবে।

যখন ভগ্নসন্ধি অনাবিদ্ধ (অনাকুল) অহীনাঙ্গ (সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন) ও অনুল্বণ (অনুন্নত) এবং আকুঞ্চন প্রসারণাদি অনায়াসে হইতে থাকিবে, তখন বুঝিবে যে, ভগ্নসন্ধি সম্যক্ সংহিত হইয়াছে ॥ ৪৫—৫১

ইতি ভগ্নাধিকার।

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মধ্যখণ্ডে তৃতীয় ভাগ।

ভাবপ্রকাশ।

মধ্যখণ্ড।

চতুর্থ ভাগ।

নাড়ীব্রণাধিকার।

নাড়ীব্রণের সম্প্রাপ্তি ও নিরুক্তি—যে অহিতাহারাচারী অজ্ঞ ব্যক্তি পক্ক শোথকে কাঁচা বলিয়া উপেক্ষা করে অর্থাৎ শোথের মুখ না করিয়া দেয়, কিংবা যে ব্যক্তি প্রচুর পূযযুক্ত ব্রণকে শোধন পীড়নাদি দ্বারা সংশুদ্ধ না করে, তাহার শোথস্থ পূয ক্রমশঃ ত্বঙ্-মাংস-শিরা স্নায়ু সন্ধি-অস্থি-কোষ্ঠ ও মর্ম্ম প্রভৃতি স্থান সকলকে বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই পূযের অতিমাত্র গমনহেতু (অভ্যন্তরে দূর প্রবেশহেতু) সর্ব্বদা স্রাব হইতে থাকে (নাড়ীব্রণের সম্প্রাতি উক্ত হইল, অতঃপর নিরুক্তি কথিত হইতেছে—) এই ব্রণ সরন্ধ্র নাড়ীর ন্যায় (নলবৎ) বহন করে বলিয়া ইহা নাড়ীব্রণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১

নাড়ীব্রণের সংখ্যা—নাড়ীব্রণ পাচ প্রকার যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ত্রিদোষজ ও শল্যনিমিত্তজ ॥ ২

বাতজ নাড়ী—বাতজ নাড়ী—কর্কশ, সূক্ষ্মমুখ ও বেদনাযুক্ত। দিবসাপেক্ষা রাত্রিতে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে সফেন স্রাব নিঃস্রুত হয়।

পিত্তজনাড়ী—পিত্তজনিত নাড়ীব্রণে জ্বর তৃষ্ণা ও অত্যন্ত দাহ বিদ্যমান থাকে। রাত্রি অপেক্ষা দিবসে ইহা হইতে অধিক মাত্রায় উষ্ণ পীতবর্ণস্রাব প্রস্রুত হয় ॥ ৩

কফজনাড়ী—কফজনিত নাড়ীব্রণ স্তব্ধ কঠিন ও কণ্ডূপ্রধান-বেদনাযুক্ত। রাত্রিকালে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে ঘন-শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে ॥ ৪

ত্রিদোষজ নাড়ী—যাহাতে পূর্ব্বোক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ নাড়ীব্রণের লক্ষণ এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা ও মুখশোষ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে ত্রিদোষজ নাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ত্রিদোষজ নাড়ীব্রণ অতি ভয়ঙ্কর এবং প্রাণনাশক ॥ ৫

শল্যনিমিত্ত নাড়ী—ত্বঙ্‌মাংসাদিতে প্রবিষ্ট শল্য কখন সূক্ষ্মমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করত অদৃশ্যমান হইয়া নাড়ী উৎপাদন করে। ঐ নাড়ী হইতে ফেনযুক্ত-মথিতবৎ ও রক্তমিশ্রিত উষ্ণস্রাব নিঃস্রুত হয়। ইহাতে সর্ব্বদা বেদনা থাকে ॥ ৬

অসাধ্য ও কষ্টসাধ্য নাড়ী—সান্নিপাতিক নাড়ী অসাধ্য, অপর চারিপ্রকার যত্নসাধ্য।

নাড়ীব্রণের চিকিৎসা—বাতজনিত নাড়ীব্রণে প্রথমে উপনাহ স্বেদ (পুল্টিস্) দিবে। পরে পূযের গতি যতদূর গিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিবে। তদনন্তর তিল ও আপাঙ্গের ফল বাটিয়া এবং তাহাতে সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া সেই কল্ক ব্রণমধ্যে পূরিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ব্রণের প্রক্ষালনে বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে ॥ ৭

হিংস্রাদ্য তৈল—কালিয়াকড়া, হরিদ্রা, কট্‌কী, বেড়েলা, গোজিয়া ও বিল্বমূল এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল বাতজ নাড়ী ব্রণে লাগাইবে। ইহা দ্বারা ব্রণের শোধন পূরণ ও রোপণ হইয়া থাকে ॥ ৮

পিত্তজ নাড়ী ব্রণে প্রথমে দুগ্ধ ঘৃত সমন্বিত উৎকারিকা দ্বারা উপনাহ স্বেদ প্রদান করিবে। পরে শস্ত্রপাত দ্বারা নালী চিরিয়া দিবে। তদনন্তর তিল, হাতীশুঁড়া ও যষ্টিমধুর কল্ক ব্রণ মধ্যে পূরিয়া বান্ধিয়া রাখিবে, ব্রণের প্রক্ষালনে হরিদ্রা সোমলতা ও নিমের ক্বাথ নিত্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৯

শ্যামাঘৃত—অনন্তমূল তেউড়ী ও ত্রিফলার ক্বাথ, হরিদ্রা লোধ ও কুড়চীর কল্ক এবং দুগ্ধ ইহাদের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পিত্তজ নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠগত নাড়ীও বিনষ্ট হয় ॥ ১০

কফজ নাড়ীব্রণে প্রথমে কুলথকলাই শ্বেতসর্ষপ যবশক্তু (বা ময়দা) এবং সুরাবীজ ইহাদের উপনাহ-স্বেদ প্রদান দ্বারা নালীকে কোমল করিবে। পরে যত দূর পর্য্যন্ত নাড়ীগতি হইয়াছে, তাহা এষণীশলাকা দ্বারা নির্ণয় করিয়া ততদূর পর্য্যন্ত শস্ত্র দ্বারা চিরিয়া দিবে। তদনন্তর নিমপাতা, তিল, চিতা, দন্তী ও সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ইহাদের কল্কে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্রণে দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ব্রণের প্রক্ষালনে করঞ্জ নিম জাতী আকন্দ ও পীলু ইহাদের স্বরস প্রয়োগ করিবে ॥ ১১। ১২ ॥

স্বর্জ্জিকাদ্য তৈল—স্বর্জ্জিক্ষার, সৈন্ধব, দন্তী, চিতা, যূথিকা, শৈবাল ও অপামার্গবীজ ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্রসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কফজ নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা দুষ্ট ব্রণের প্রশম এবং কফজ নাড়ীব্রণের বিনাশ হয় ॥ ১৩

সৈন্ধবাদ্য তৈল—সৈন্ধব, আকন্দ, মরিচ, চিতা, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে অচিরে দূরগত কফজ বাতজ নাড়ীও বিনষ্ট হয় ॥ ১৪

শল্যনিমিত্তজ নাড়ী—শস্ত্র দ্বারা বিদারিত করিয়া শল্যনির্হরণ পূর্ব্বক মার্গবিশোধন করিবে। পরে ঘৃতমধুপ্রগাঢ় তিল-কল্কের প্রলেপ দ্বারা ব্রণের রোপণ করিবে ॥ ১৫

কুম্ভীকাদ্য তৈল—কুম্ভীক (টোপাপানা) খর্জ্জূর, কয়েতবেল, বেল এবং বনস্পতিগণের কচিফল (বনস্পতি—বিনাপুষ্পে যাহাদের ফল হয়) এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ এবং মুতা, সরলা (তেউড়ী), প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ ও ধাইফুল ইহাদের কল্কসহ যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা শল্যসম্ভূত নাড়ী প্ররূঢ় হইয়া আশু প্রশমিত হয় ॥ ১৬। ১৭

দারুহরিদ্রার কল্কে মনসার আটা ও আকন্দের আটা মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি নালী মধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলে সর্ব্বশরীরস্থ নালীও বিনষ্ট হয়। সোন্দাল হরিদ্রা ও নীলমূল (কোন মতে—কেলেকড়া) ইহাদের চূর্ণে ঘৃত মধুসংযুক্ত করিয়া তাহা এক গাছী সূত্রে মাখাইয়া বর্ত্তি (বাতী) প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে নালী শোধিত ও বিনষ্ট হয়। মধু ও সৈন্ধব দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলেও নালী প্রশমিত হয়। দুষ্টব্রণে যে তৈল বিহিত, তৎ প্রয়োগেও আশু নালী বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জাতীপত্র আকন্দপত্র, সোন্দালপত্র, করঞ্জ, দন্তী, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার ও চিতা এই সকল দ্রব্য মনসার আটায় পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে অচিরে নালী বিনষ্ট হয়। বরাহবিষ্ঠা ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম এবং বহেড়া আম্রাস্থি (আমের আঁটী), বটাঙ্কুর, রেণুক ও শঙ্খিনী বীজ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সহিত মিশ্রিত করিয়া নালীতে প্রয়োগ করিলে নালী বিনষ্ট হয়। মেষলোমের মসী ও তিতলাউএর সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল তূলাসংযোগে প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন নালীও প্রশমিত হয় ॥ ১৮—২৪

কচূর তৈল।—শটীর স্বরস এবং সিন্দূর সহ সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে নালী দুষ্টব্রণ ও বিসর্প বিনষ্ট হয়। শটীর স্বরস এবং গুগ্‌গুলু ও সিন্দূরের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে পামা (খোস চুলকণা) দুষ্টব্রণ ও নালী বিনষ্ট হয়। এই তৈল সর্ব্বব্রণনাশক ॥ ২৫

ভল্লাতকাদ্য তৈল—ভেলা, আকন্দ, মরিচ, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল ইহাদের কল্ক এবং ভীমরাজের স্বরস সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে কফ ও বাতকৃত

নাড়ী (নালী) অপচী ও ব্রণ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬

স্বর্জ্জিকাদ্য তৈল—তৈল /১ সের। কল্কার্থ —স্বর্জ্জিক্ষার. সৈন্ধব, দন্তী, নীলমূল ও নীলফল, মিলিত /।০ একপোয়া ; এবং গোমূত্র /৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল প্রয়োগে নাড়ী-ব্রণ বিনষ্ট হয়।

শোধন রোপণাদি সর্ব্বপ্রকার ব্রণ চিকিৎসা নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করিবে ॥ ২৭

সপ্তাঙ্গ গুগ্‌গুলু—গুগ্‌গুলু ত্রিফলা ও ত্রিকটু এই সাতটি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া ঘৃতে মর্দ্দনপূর্ব্বক দুই তোলা পরিমিত গুটিকা করিবে। এই গুটিকা যত্নপূর্ব্বক সেবন করিলে নালী, দুষ্টব্রণ, শূল, উদাবর্ত্ত, ভগন্দর, গুল্ম ও অর্শঃ বিনষ্ট হয়। গরুড়পক্ষী যেমন সর্প সকলকে বিনাশ করে, এই গুটিকাও সেইরূপ উক্তরোগ সকলকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ২৮—২৯

দ্বিব্রণীয় চিকিৎসাতে যে সকল বর্ত্তি নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার নাড়ীব্রণে সেই সকল বর্ত্তি বিধান করিবে।

কৃশ দুর্ব্বল ও ভীরুদিগের নালী এবং মর্ম্মাশ্রিত নালী ক্ষারসূত্র দ্বারা ছেদন করিবে। কদাচ তাহা শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে না। (ক্ষারসূত্র দ্বারা ছেদন করিবার প্রণালী এই–) প্রথমে এষণী দ্বারা নাড়ীর গতি অন্বেষণ করিবে। পরে একগাছী ক্ষারম্রক্ষিত সূত্র সূচীতে পরাইয়া সেই সূচী নাড়ীতে চালাইয়া দিবে এবং নাড়ীর অপর প্রান্ত ভেদ করিয়া উপর দিকে তুলিবে। তৎপরে ক্ষারসূত্রের উভয় প্রান্ত মিলাইয়া নাড়ীতে দৃঢ় করিয়া বন্ধন দিবে। এবং ক্ষারবল বিবেচনা করিয়া আবশ্যক হইলে ক্ষারাক্ত অন্যসূত্র ঐরূপে প্রবেশিত করিয়া নাড়ী বন্ধন করিবে। যে পর্য্যন্ত না নাড়ী ছেদ হয়, সে পর্য্যন্ত ঐরূপ করিবে। ভগন্দরেও এই প্রণালীতে নাড়ী-চ্ছেদ করণীয়। অর্ব্বুদাদি বিশালমূল হইলে যববক্ত্রা সূচী সকলে ক্ষার সূত্র পরাইয়া এক একটি সূচী দ্বারা অর্ব্বুদাদির মূলভাগ কিয়দংশ কিয়দংশ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষারসূত্রে চতুর্দ্দিকে বন্ধন করিবে। অর্ব্বুদাদি ছিন্ন হইলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৯—৩৪

ইতি নাড়ীব্রণাধিকার।

ভগন্দরাধিকার।

ভগন্দরের পূর্ব্বরূপ ও স্বরূপ—ভগন্দরোৎপত্তির পূর্ব্বে কটীকপালে তোদ, দাহ, কণ্ডূ ও বেদনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। গুহ্যমার্গের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলী পরিমিত স্থানে বেদনাদায়ক পিড়কা (ব্রণ) উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে তাহা ভগন্দর নামে অভিহিত হয়। ভগন্দর পাঁচ প্রকার যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও শল্যজ ॥ ১ । ২

ভগন্দরের নিরুক্তি—(ভোজোক্ত) ভগ (লিঙ্গ ও যোনি) গুহ্য এবং বস্তিদেশকে চতুর্দ্দিকে ভগবদ্ বিদীর্ণ করে বলিয়া ইহা ভগন্দর নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৩

বাতিক শতপোনকসংজ্ঞক ভগন্দর—কষায় ও রুক্ষ সেবনে বায়ু কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহা প্রথম হইতেই ভালরূপ চিকিৎসিত না হইলে দারুণ বেদনার সহিত পাকিয়া উঠে। এবং বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে অরুণবর্ণ ফেন নিঃস্রুত হয়। পরে এরূপ হয় যে, ক্ষতমুখ দিয়া মূত্র পুরীষ ও শুক্র পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া থাকে। ক্রমে ঐ ব্রণ বহুমুখ হইয়া শতপোনক অর্থাৎ চালনীর আকার ধারণ করিলে উহাকে শতপোনক কহা যায় ॥ ৪

পৈত্তিক উষ্ট্রগ্রীবসংজ্ঞক ভগন্দর—পিত্ত প্রকোপক কারণে পিত্ত অতি কুপিত হইয়া গুহ

দেশে রক্তবর্ণ যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহা শীঘ্র পাকিয়া উষ্ণ দুর্গন্ধ পূযাদি নিঃস্রাব করিয়া থাকে। পিড়কাবস্থায় ইহার আকার উষ্ট্রগ্রীবার ন্যায় বক্র হয় বলিয়া ইহাকে উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দর কহা যায় ॥ ৫

শ্লৈষ্মিক-পরিস্রাবিসংজ্ঞক ভগন্দর—এই ভগন্দর কণ্ডূবিশিষ্ট, ঘনস্রাবী, কঠিন (পিড়কাবস্থায়), মন্দবেদন ও শ্বেতবর্ণ। (কফপ্রকোপে এই ভগন্দর জন্মে) ॥ ৬

সান্নিপাতিক শম্বুকাবর্ত্তসংজ্ঞক ভগন্দর—এই ভগন্দরে উক্ত বাতজাদিত্রিবিধ ভগন্দরেরই বর্ণ বেদনা ও স্রাব বিদ্যমান থাকে। পিড়কাবস্থায় ইহার আকার গোস্তনের ন্যায়, কিন্তু ভগন্দরাবস্থায় ইহার রূপ পূর্ণনদীর শম্বুকাবর্ত্তের ন্যায় হয় বলিয়া ইহাকে শম্বূকাবর্ত্ত কহা যায় ॥ ৭

শল্যজউন্মার্গিসংজ্ঞক ভগন্দর—কণ্টকাদি দ্বারা গুহ্যমার্গ ক্ষত হইলে যদি উহা উপেক্ষিত হয় অর্থাৎ সম্যক্ চিকিৎসিত না হয়, তাহা হইলে উহাতে নালী উৎপন্ন হইয়া ক্রিমি জন্মে। পরে ঐ কৃমি সকল নালী বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখবিশিষ্ট ব্রণ উৎপাদন করে। ইহাকেই উন্মার্গিভগন্দর কহে। (এই ভগন্দরের তির্য্যক্-কৃতমার্গ দ্বারা পুরীষাদি নির্গম হেতু ইহা উন্মার্গিভগন্দর নামে অভিহিত হইয়া থাকে) ॥ ৮

কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য ভগন্দর—সর্ব্বপ্রকার ভগন্দরই অতীব যন্ত্রণাদায়ক ও অতি কষ্টসাধ্য। তাহাদের মধ্যে ত্রিদোষজ বিশেষতঃ ক্ষতজ ভগন্দর অসাধ্য। যে ভগন্দর দিয়া বাত মূত্র পুরীষ ক্রিমি ও শুক্র বহির্গত হয়, তাহা প্রাণনাশক জানিবে ॥ ৯—১০

ভগন্দরের চিকিৎসা—ভগন্দরের পিড়কা উৎপন্ন হইবামাত্র শোধন রক্তমোক্ষণ পরিষেকাদিদ্বারা এরূপ যত্নসহকারে চিকিৎসা করিবে, যেন উহা না পাকে। বটপত্র, ইষ্টক, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া পিড়কাবস্থায় প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ ভগন্দরে প্রশস্ত। ভগন্দরের অপক্ব পিড়কায় অপতর্পণ হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবে। পিড়কা পাকিয়া ভিন্ন হইলে যে ক্রিয়া করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শুন—পিড়কা পাকিলে এষণীশলাকা দ্বারা নালীর গতি নির্ণয়, শস্ত্রপাত দ্বারা বিদারণ, ক্ষার প্রয়োগ ও অগ্নিদাহাদি কর্ম্ম সকল বিধান করিয়া দোষানুসারে ব্রণবৎ চিকিৎসা যথাক্রমে করিবে। ভগন্দরে রক্তদুষ্ট ও বেদনা থাকিলে তিল নিম ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেই সুশীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা সরক্ত বেদনান্বিত ভগন্দরে প্রশস্ত। জাতীপত্র, বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য তক্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়। তেউড়ী, তিল, হাতীশুঁড়া ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মধু ও সৈন্ধব মিশাইয়া তদ্দ্বারা ভগন্দরে উৎসাদন করিবে (ব্রণের মাংস বর্দ্ধন করিবে)। খদিরের ক্বাথ পানে রত হইয়া ত্রিফলার ক্বাথ এবং মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ পান করিবে। ইহা ভগন্দর নাশক। অজীর্ণবর্জ্জী হইয়া অর্থাৎ যাহাতে অজীর্ণ না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইয়া শম্বুকমাংসের ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিলে একমাসে ভগন্দর হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ন্যগ্রোধাদিগণ, যাহা ব্রণের শোধন ও রোপণ, তৎসহ ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া ভগন্দরে প্রয়োগ করিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়। তিল, লতাফট্‌কী, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, শ্বেতাপরাজিতা, গুল্‌ফা, তেউড়ী ও দন্তী ইহারা ভগন্দরের শোধন ঔষধ। তিল, হরীতকী, পটিয়া লোধ, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেড়েলা, সাবরলোধ ও আগারধূম (ঝুল) এই সকল দ্রব্য ভগন্দরে, উপদংশজ ক্ষতে এবং দুষ্টব্রণে শোধন ও রোপণের জন্য প্রযোজ্য। মনসার আটা, আকন্দের আটা ও দারুহরিদ্রার কল্ক এই সকল দ্রব্যে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা ভগন্দরের নালীর মধ্যে যত্নপূর্ব্বক প্রণিহিত করিয়া রাখিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়। এই বর্ত্তি সর্ব্বশরীরস্থ নালী বিনষ্ট করে, তাহাতে সংশয় নাই। বিড়ালের অস্থিচূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে আশু ভগন্দর বিনষ্ট হয়। ইহা দুষ্টব্রণ ব্রণনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তেউড়ী তেজোবতী (গজপিপ্পলী, তেজবল) ও দন্তী ইহাদের কল্ক নাড়ীব্রণনাশক। লতাফট্‌কী, ঈশলাঙ্গলা (মতান্তরে গণিয়ারি), শ্যামা, মূলাতেউড়ী, দন্তী, তেউড়ী, তিল, কুড়, গুল্‌ফা, শ্বেতদূর্ব্বা, পটিয়ালোধ, অপরাজিতা, হীরাকস ও স্বর্ণক্ষীরী যুগল ইহারা শোধনবর্গ অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা দুষ্টক্ষত বিশোধিত হয়। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ ও পিপুল ইহাদের চূর্ণে মধু ও তৈল মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে কৃমি কুষ্ঠ ভগন্দর প্রমেহ ক্ষয় ও নাড়ী ব্রণের রোপণ হয় ॥ ১১—২৭

বিষ্যন্দন তৈল—চিতা, আকন্দ, তেউড়ী, আকনাদি, কাকডুমুর, করবীর মূল, মনসাসীজের আটা, বচ, ঈশ্‌লাঙ্গলা (মতান্তরে-গণিয়ারি) হরিতাল, সৌবর্চ্চল ও লতাফট্‌কী এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল ভগন্দরে প্রয়োগ করিবে। ইহা ব্রণের শোধন রোপণ ও সবর্ণকরণ ॥ ২৮। ২৯

নিশাদ্য তৈল—হরিদ্রা, আকন্দ আটা, সৈন্ধব লবণ, গুগ্‌গুলু, করবীরমূল ও কুড় চী ইহাদের কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহা ভগন্দরে মাখাইবে। এই তৈল ভগন্দর নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ ॥ ৩০

করবীরাদ্য তৈল—করবীরমূল, হরিদ্রা, দন্তী,ঈশ লাঙ্গলা, সৈন্ধব, চিতা, টাবালেবু ও কুড়্‌চী ইহাদের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া ভগন্দরে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩১·

নবকার্ষিকগুগ্‌গুলু—ত্রিফলা ৩ কর্ষ (৬ তোলা), গুগ্‌গুলু ৫ কর্ষ এবং পিপুল ১ কর্ষ এই ৯ কর্ষ (১৮ তোলা) দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া গুটিকা করিবে। ইহা শোথ গুল্ম অর্শঃ ও ভগন্দরে হিতকর ॥ ৩২

শতপোনক ভগন্দরে বিবেচনাপূর্ব্বক দুই চারিটি করিয়া নালী চিরিয়া দিবে। এবং তাহা পূরিয়া উঠিলে অবশিষ্ট নালী চিরিয়া দিবে। সেই বহুচ্ছিদ্র বিশিষ্ট শতপোনক ভগন্দরে অর্দ্ধলাঙ্গলকচ্ছেদ বা লাঙ্গলকচ্ছেদ অথবা সর্ব্বতোভদ্রকচ্ছেদ কিংবা গোতীর্থকচ্ছেদ করিবে। উভয় পার্শ্বকে সমানভাগে বিভক্ত করিয়া যে ছেদ করা যায়, তাহাকে লাঙ্গলক, একপার্শ্বে হ্রস্ব করিয়া যে ছেদ করা যায়, তাহাকে অর্দ্ধলাঙ্গলক; সেবনীকে বর্জ্জন করিয়া গুহ্যকে চতুর্দ্ধা বিদারিত করিলে তাহাকে সর্ব্বতোভদ্রক এবং পার্শ্ব হইতে আগত শস্ত্র দ্বারা যে ছেদ করা যায়, তাহাকে গোতীর্থকচ্ছেদ বলিয়া জানিবে। যে সকল মার্গ দিয়া স্রাব নির্গত হয়, তৎসমুদায় অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে !

উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দরে এষণী-শলাকা প্রয়োগ করিয়া নালীর গতি নির্ণয় করিবে। পরে তাহা শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিবে। পূতিমাংস বিনাশার্থ ইহাতে অগ্নি প্রয়োগ প্রশস্ত নহে।

পরিস্রাবি ভগন্দরে স্রাবমার্গ চিরিয়া তাহা ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। পরে এষণী শলাকা দ্বারা নালী নির্ণয় করিয়া শস্ত্র দ্বারা খর্জ্জুর পত্রাকার বা অর্দ্ধ চন্দ্রাকার অথবা চন্দ্রবৎ চক্রাকার ছেদন করিবে। কিংবা সূচীমুখাকারে অর্থাৎ মূলে সূক্ষ্ম অভ্যন্তরে স্থূল এইরূপ আকারে অধোমুখে ছেদন করিবে। ছেদনানন্তর তাহা অগ্নি দ্বারা সম্যগ্‌ দগ্ধ করিবে। আবশ্যক হইলে পুনশ্চ ক্ষার দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। এই সকল ভগন্দরের যে স্থানে শস্ত্রপাতে বেদনা উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে উষ্ণ অণুতৈলের পরিষেক করিবে।

আগন্তুজ অর্থাৎ শল্য নিমিত্ত ভগন্দরে, যত্নপূর্ব্বক শস্ত্র দ্বারা নালী বিদারণ করিয়া তাহা অগ্নিসন্তপ্ত জাম্ববোষ্ঠ শস্ত্র দ্বারা বা অগ্নিসন্তপ্ত শলাকা দ্বারা যথোক্ত বিধানে দগ্ধ করিয়া দিবে।

ভগন্দর ক্ষত শুষ্ক হইবার পরেও এক বৎসর কাল ব্যায়াম, মৈথুন, যুদ্ধ (পাঠান্তর—ক্রোধ), পৃষ্ঠযান (অশ্বাদি) ও গুরুভোজন পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৩—৪৪

ইতি ভগন্দরাধিকার।

উপদংশাধিকার।

(গর্‌মী রোগ)।

উপদংশের নিদান ও লক্ষণ—লিঙ্গে হস্তের অভিঘাত অথবা অত্যন্ত অনুরাগ বা কলহ বশতঃ নখ দন্তের আঘাত, লিঙ্গের অপ্রক্ষালন, অধিক মৈথুন, দুষ্ট যোনি গমন এবং অন্যান্য বিবিধ অপচার (উষ্ণ ক্ষারজলে প্রক্ষালন, ব্রহ্মচারিণী-গমনাদি) এই সকল কারণে উপদংশ জন্মে। ইহা পাঁচ প্রকার।

বাতিক উপদংশে স্ফোট সকল কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহাতে সূচীবেধবৎ বা ভেদবৎ যন্ত্রণা ও স্ফূর্ত্তি (দপ্‌দপানি) বিদ্যমান থাকে।

পৈত্তিক উপদংশে স্ফোট সকল পীতবর্ণ এবং বহু ক্লেদ ও দাহযুক্ত হয়।

রক্তজনিত উপদংশে স্ফোট সকল মাংসের ন্যায় তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তস্রাব বিশিষ্ট হয়। ইহাতে পৈত্তিক উপদংশের সামান্য লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কফজনিত উপদংশে স্ফোট সকল বৃহদাকার, কণ্ডূবিশিষ্ট, শুক্লবর্ণ, সশোথ ও ঘন স্রাবযুক্ত হয়।

ত্রিদোষজ উপদংশে—নানাবিধ স্রাব ও বেদনা থাকে (বাতাদি প্রত্যেক দোষোক্ত স্রাব ও বেদনা বিদ্যমান থাকে)। ইহা অসাধ্য।

যে উপদংশে কৃমি জন্মিয়া ক্রমে ক্রমে লিঙ্গের সমস্ত মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক কেবল মুষ্কমাত্র অবশিষ্ট করিয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ব্যবায়াদি (মৈথুনাদি) বিষয়ে রত যে মূঢ় সঞ্জাত মাত্র উপদংশের চিকিৎসা না করে, কালক্রমে তাহার সেই উপদংশে শোথ ক্রিমি দাহ ও পাক উপস্থিত হইয়া লিঙ্গকে ক্ষয় করে। এইরূপ উপদংশে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১—৪

উপদংশ চিকিৎসা—উপদংশ যদি সাধ্য লক্ষণান্বিত হয়, তাহা হইলে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া লিঙ্গমধ্যে শিরাবেধ করিবে, অথবা জলোকা ধরাইয়া দিবে। অর্থাৎ উপদংশ যদি বহু দোষাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে শিরাবেধ এবং অল্প দোষাক্রান্ত হইলে জলৌকা পাতন করিবে।

উপদংশ রোগির দোষ যদি অতি প্রবৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে বমন বিরেচন উভয় ক্রিয়া দ্বারা সেই অতি বৰ্দ্ধক দোষ সকলের নির্হরণ করিবে। দোষ নির্হৃত হইলে বেদনা ও শোথ সত্বঃই প্রশমিত হয়। কিন্তু রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, অথবা বিরেচন-ফল যদি না পায়, তাহা হইলে নিরূহণ, দ্বারা সেই অত্যর্থ বৰ্দ্ধিত দোষ সকল নির্হরণ করিবে। উপদংশ যাহাতে না পাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। কেন না পাক দ্বারা লিঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বাতজ উপদংশে—পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দেবদারু, রাস্না, কুড় ও ছোট এলাচ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ ও পরিষেক প্রদান করিবে। বেতস, এরণ্ডবীজ এবং যব ও গোধূমের ছাতু এই সকল দ্রব্য ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ও সুখোষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

পিত্তজ উপদংশে—গেরিমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য পেষিত ও স্নেহসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। পদ্ম, নীলোৎপল, পদ্মমৃণাল, শাল, অর্জ্জুন, বেতস ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য পেষিত ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া পৈত্তিক উপদংশে লেপ দিবে। ঘৃত, দুগ্ধ, শর্করাজল, ইক্ষুরস ও মধু মিশ্রিত জল ইহাদের দ্বারা, অথবা বটাদির সুশীতল কষায় দ্বারা পরিষেক করিবে।

কফজ উপদংশে—শাল, অজকর্ণ (পেয়া-শাল), অশ্বকর্ণ (লতাশাল) ও ধব (ধাওয়া) ইহাদের ত্বক্ সুরা-পেষিত, তৈলযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আরগ্বধাদিগণোক্ত দ্রব্যের কষায় দ্বারা পরিষেক করিবে। নিম, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, কদম্ব, শাল, জাম, বট, যজ্ঞডুমুর ও বেতস এই সকল দ্রব্যের প্রক্ষালন প্রলেপ ও চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া পিত্ত ও রক্তজনিত উপদংশে প্রয়োগ করিবে। দারু-হরিদ্রার ত্বক্, শঙ্খনাভি, রসাঞ্জন, লাক্ষা, গোময়

রস, তৈল, মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য তুল্যাংশে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক উপদংশে প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা ব্রণ, শোথ ও দাহ প্রশমিত হয়।

একান্ত সিদ্ধির আশা ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট উপদংশ দ্বয়ে (ত্রিদোষজ ও সঞ্জাত ক্রিমি উপদংশে) এই চিকিৎসাই করিবে। অর্থাৎ দোষের বলাবল বুঝিয়া যে চিকিৎসা ইহাদের যোগ্য তাহাই করিবে। উপদংশে লিঙ্গ পাকিলে, তাহাতে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এবং পূতি মাংসাদি অপনয়ন করিয়া ঘৃত-মধুসংযুক্ত তিল কল্কের প্রলেপ দিবে। বটাঙ্কুর, অর্জ্জুনছাল, জামছাল, হরীতকী লোধ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্যের প্রলেপও হিতকর। উপদংশের ক্ষত রোপণার্থ বিশুদ্ধ রসাঞ্জনের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ক্ষতশান্তির জন্য ত্রিফলার বা ভীমরাজের ক্বাথ দ্বারা ক্ষত প্রক্ষালন করিবে। উপদংশে লিঙ্গ পাকিলে জয়া (জয়ন্তী) জবা (পাঠান্তর—জাতী) করবীর, আকন্দ ও সোন্দাল ইহাদের পত্রের ক্বাথ দ্বারা লিঙ্গ প্রক্ষালন করিবে।

সোন্দাল, নিম, ত্রিফলা ও চিরতা ইহাদের ক্বাথ, অথবা খদির ও অসনের ক্বাথ, কিংবা গুগ্‌গুলু সংযুক্ত ত্রিফলার ক্বাথ পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার উপদংশ নাশক। নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্ম ও কহ্লার ইহাদের চূর্ণ লেপন করিলে উপদংশের শান্তি হয়। বাঁধুলীপত্র চূর্ণ, অথবা দাড়িমের ত্বক্‌চূর্ণ বৃষণক্ষতে প্রয়োগ করিলে কিংবা গুবাকের প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয়। সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকা, গৈরিক, তুঁতে, পুষ্পকাসীস (হীরাকস বিশেষ). সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুক ও এলাইচ এই সকল দ্রব্যের সমান সমান চূর্ণ লইয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া উপদংশে প্রয়োগ করিবে। হরিতাল ও মনঃশিলা পুটদগ্ধ করিয়া উপদংশে লাগাইবে। ইহা উপদংশ ও বিসর্প নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। একখান কটাহে ত্রিফলা রাখিয়া তাহা অগ্নিসন্তাপে দগ্ধ করিবে। সেই ত্রিফলা ভস্ম মধু ও সৈন্ধবের সহিত যুক্ত করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে সদ্যঃ উপদংশক্ষত পূরিয়া উঠে। পটিয়া লোধ, রসাঞ্জন, সীজ, বহেড়া, কাঞ্চনছাল ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমতি হয়। শিরীষছালের সহিত বা হরীতকীর সহিত রসাঞ্জন পেষণ করিয়া এবং তাহাতে মধু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বাঙ্গগত উপদংশ বিষ বিনষ্ট হয়। বামুনহাটীর মূল, অপামার্গের মূল, শ্বেতচন্দন ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য পেষিত ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অচিরে উপদংশের শান্তি হয়। উপদংশ ক্ষতকে বহু বার ধৌত করিয়া তাহাতে হীরাকস চূর্ণ লেপন করিলে ক্ষত নষ্ট হয়। করবীর মূল জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য উপদংশ রোগও নিবৃত্তি পায়॥ ৫—৩৩

বরাদি গুগ্‌গুলু—ত্রিফলা, নিম, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, খদির, অসন ও বাসক এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান সমান পরিমাণে লইয়া এবং তাহাতে সর্ব্বচূর্ণের সমান গুগ্‌গুলু চূর্ণ মিশাইয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুইতোলা মাত্রায় বটক সকল প্রস্তুত করিবে। এই বটক সেবনে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ, রক্তদোষ ও দুষ্টব্রণ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৪। ৩৫

করঞ্জাদ্য ঘৃত—করঞ্জ, নিম, অর্জ্জুন, শাল, জাম ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষ ইহাদের কল্ক ও কষায়ের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলে দাহ পাক ও স্রাবাদিযুক্ত উপদংশ দোষ বিনষ্ট হয়॥ ৩৬

ভূনিম্বাদি ঘৃত—চিরতা, নিম, ত্রিফলা, পল্‌তা, করঞ্জ, আমলকী, খদির ও অসন এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্বোপদংশ নাশক। কুষ্ঠে নাড়ীব্রণে ও ব্রণে যে সকল ঘৃত পরিষেক অভ্যঞ্জন ও ভোজন বর্ণন করিব, তৎসমুদায়ও উপদংশে প্রয়োগ করিবে॥ ৩৭। ৩৮

আগার ধূমাদ্য তৈল—আগার ধূম (ঝুল) হরিদ্রা ও সুরাকিট্ট (মদের সিটি) এই দ্রব্যত্রয় যথা ক্রমে এক একভাগ বর্দ্ধিত করিয়া তৎসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল কণ্ডু শোথ ও বেদনা নাশক, উপদংশহারক এবং ব্রণের শোধন ও রোপণ॥ ৩৯

গোজীতৈল—গোজিয়া বিড়ঙ্গ ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক এবং সর্ব্বগন্ধ দ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল উপদংশে প্রয়োগ করিলে উপদংশ ক্ষত পূরিয়া উঠে॥ ৪০

জম্ব্বাদি তৈল—তৈল চারিসের, কল্কার্থ—জাম, বেতস, আমলকী, করঞ্জ, পদ্ম ও উৎপল ইহাদের পত্র, এলাইচ; আতইচ, আম্রাস্থি, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কালীয়ক (পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ), লোধ, রক্ত চন্দন ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই দুই তোলা, ছাগমূত্র ষোলসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল সর্ব্বব্রণহর, ইহা উপদংশ নাশক শ্রেষ্ঠ তৈল॥ ৪১—৪৪

কোশাতকী তৈল—উপদংশরোগে লিঙ্গের মাংস গলিয়া গিয়া মুষ্কমাত্র অবশিষ্ট হইলে তিতঘোষা ও তিত লাউএর বীজ এবং শুঁঠ ইহাদের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে নানাপ্রকার দুষ্টব্রণ অচিরে বিনষ্ট হয়।

উপদংশ রোগী যবের অন্ন ও কূপের জল নিত্য সেবন করিবে। ছিন্ন ও দগ্ধ অর্শের চিকিৎসাও উপদংশে প্রয়োগ করিবে॥ ৪৫। ৪৬

ইতি উপদংশাধিকার।

লিঙ্গার্শোরোগ।

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শের লক্ষণ কথিত হইতেছে—কোষাভ্যন্তর সন্ধিতে বা লিঙ্গপর্ব্বের সন্ধিতে উপর্য্যুপরি সংস্থিত অঙ্কুরবৎ মাংসপ্রতান উৎপন্ন হইয়া ক্রমে তাম্রচূড় শিখার ন্যায় (কুক্কুট চূড়াবৎ) যে বর্ত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কেহ লিঙ্গবর্ত্তি, কেহ বা লিঙ্গার্শঃ কহে। লিঙ্গার্শঃ ত্রিদোষজ, ইহা বেদনা রহিত পিচ্ছিল ও দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা—লিঙ্গবর্ত্তি ছেদন করিয়া ক্ষার দ্বারা দগ্ধ করিবে। এবং ব্রণের চিকিৎসা সম্যক্ করিবে। ব্রণে যে চূর্ণ প্রয়োগের বিধান আছে, তাহাও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। ব্রণোপদ্রব চিকিৎসাবিধানে ইহারও উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে। স্বর্জ্জিক্ষার, তুঁতে, শৈলজ, রসোন, রসাঞ্জন, মনঃশিলা ও হরিতাল ইহাদের চূর্ণ প্রয়োগ করিলে মাংসাঙ্কুর বিনষ্ট হয়। ঘৃতকুমারীর পত্র বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে তৃতীয় দিবসে প্রথম বিধি বিশেষ অর্থাৎ তাম্রচূড় শিখাবৎ গ্রথিত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠ, গুরুতর চর্ম্মকীল (মাংসাঙ্কুর) সকলও বিনষ্ট হয়। বিধি বিপরীত হইয়া যেমন পুরুষের পুরুষকার নষ্ট করে, ঘৃতকুমারী পত্রও সেইরূপ চর্ম্মকীল নষ্ট করিয়া থাকে। শুভদিনে ভূম্যালকীর মূল বৃষমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আশু চর্ম্মকীল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৭—৫২

ইতি লিঙ্গার্শো রোগাধিকার।

শূকদোষাধিকার।

শূকদোষের নিদান—যে মূঢ়ব্যক্তি অনুচিত বৃদ্ধিক্রমে লিঙ্গ বর্দ্ধক শূকাদিযোগের প্রলেপ দ্বারা লিঙ্গ বর্দ্ধনের বাঞ্ছা করে, তাহার শূকাদি যোগজনিত অষ্টাদশ প্রকার ব্যাধি জন্মে। (শূক একপ্রকার জলজন্তু বিশেষ, ইহা জলের মল হইতে উৎপন্ন হয়)॥ ১

অষ্টাদশপ্রকার শূকজ রোগ, যথা—সর্ষপিকা—শূকাদি যোগ ও দুষ্ট যোনি গমন হেতু সর্ষপিকা নামক রোগ জন্মে। এই পিড়কা দেখিতে শ্বেত সর্ষপের ন্যায়, ইহা বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া। অষ্ঠীলিকা—শূকযোগের অবৈধ প্রয়োগ হেতু বায়ু প্রকোপ দ্বারা অষ্ঠীলাবৎ কঠিন যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অষ্ঠীলিকা কহে। গ্রথিত—শূকাদি দ্বারা লিঙ্গ নিরন্তর সম্পূরিত থাকিলে গ্রন্থির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে গ্রথিত কহে। ইহা কফজ ব্যাধি। কুম্ভীকা—জামের আঁটীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পিড়কাকে কুম্ভীকা কহে। (কুম্ভীফল তুল্যত্ব হেতু ইহা কুম্ভীকা নামে অভিহিত)। ইহা রক্তপিত্ত প্রকোপজব্যাধি। অলজী—প্রমেহ পিড়কা অলজী যাদৃক্, ইহাও তাদৃক্ জানিবে। এই পিড়কা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ ও স্ফোটব্যাপ্ত। মৃদিত—শূকদোষে লিঙ্গ মর্দ্দন ও পীড়ন (টেপাটেপী) করিলে যে সশোথ পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে মৃদিত কহে। ইহা বাত প্রকোপজ। সংমূঢ়পিড়কা—শূকপাত হেতু হস্ত দ্বারা লিঙ্গ অত্যন্ত পেষণ করিলে যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে সংমূঢ় পিড়কা কহে। ইহাও বাতজ ব্যাধি। অবমন্থ—শূকদোষ হেতু দীর্ঘ অঙ্কুরাকার যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে অবমন্থ কহে। এই সকল পিড়কা মধ্যভাগে বিদীর্ণ হয়। ইহা বেদনা ও

রোমহর্ষজনক। এই পিড়কা কফ ও রক্ত প্রকোপে জন্মে। পুষ্করিকা—চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা এবং দেখিতে যাহা পদ্মকর্ণিকার ন্যায়, তাহাকে পুষ্করিকা কহা যায়। ইহা রক্তপিত্তজ ব্যাধি। স্পর্শহানি—শূকদুষ্ট শোণিত স্পর্শশক্তি নাশ করিলে তাহাকে স্পর্শহানি রোগ কহে। উত্তমা—লিঙ্গবর্দ্ধনার্থ পুনঃ পুনঃ শূকপ্রলেপ প্রয়োগ করিলে উত্তমানামক এক প্রকার পিড়কা জন্মে। তাহার আকৃতি মুগ বা মাষকলায়ের ন্যায়। ইহা রক্তপিত্তাত্মক ব্যাধি। শতপোনক—শূকদোষ হেতু শতপোনক নামক এক প্রকার ব্যাধি জন্মে। তাহাতে লিঙ্গ শতপোনকের ন্যায় অর্থাৎ চালনীর ন্যায় সূক্ষ্মমুখ বহু পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ইহা বাতরক্তাত্মক। ত্বক্‌পাক—শূকদুষ্ট হেতু জ্বর ও দাহের সহিত ত্বকের পাক উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্বক্‌পাক কহা যায়। ইহা বাতপিত্তকৃত ব্যাধি। শোণিতার্ব্বুদ—শূক দোষে শোণিতার্ব্বুদ নামক এক প্রকার ব্যাধি জন্মে। তাহাতে লিঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক সমূহ দ্বারা এবং রক্তবর্ণ পিড়কা সকল দ্বারা ব্যাপ্ত হয় এবং ব্রণভূমি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। মাংসার্ব্বুদ—শূকপাতানন্তর লিঙ্গ প্রহারাদি প্রাপ্ত হইলে লিঙ্গমাংস দুষ্ট হয় এবং সেই মাংসদুষ্টি হেতু মাংসার্ব্বুদ জন্মিয়া থাকে। মাংসপাক—শূকদোষে লিঙ্গের মাংস গলিত হইলে এবং তাহাতে বাতাদি দোষ ত্রয়ের বেদনা বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে মাংসপাক রোগ কহে। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি। বিদ্রধি—সান্নিপাতিক বিদ্রধির যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, শূকদোষজ বিদ্রধিরও সেই লক্ষণ জানিবে। তিলকালক—কৃষ্ণবর্ণ বা শুক্লবর্ণ অথবা বিবিধ বর্ণ অতি বিষাক্ত শূক সকল প্রয়োগ করিলে সমস্ত লিঙ্গ পাকিয়া উঠে এবং মাংস সকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া খসিয়া পড়ে। এই ব্যাধির নাম তিল কালক। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি ॥ ২—১৫

শূকদোষজ রোগ সকলের মধ্যে মাংসার্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক অসাধ্য জানিবে ॥ ১৬

শূকদোষচিকিৎসা—সকল শূকজ রোগেই বিষঘ্নী ক্রিয়া করিবে, জলৌকা দ্বারা রক্ত নির্হরণ করিবে, রোগিকে বিরেচন করাইবে ও লঘু ভোজন দিবে, ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু পান করাইবে এবং শীতল দুগ্ধের লেপ ও পরিষেক করিবে ॥ ১৭। ১৮

দার্ব্বীতৈল—দারুহরিদ্রা, তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহধূম, (ঝুল) ও হরিদ্রা ইহাদের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে মেঢ্ররোগ নিঃসংশয় প্রশমিত হয়।

একমাত্র রসাঞ্জনের প্রলেপ দিলে পূতিপূয-ব্রণ-শোথ-কণ্ডু ও শূল সমন্বিত অনঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়। রসাঞ্জনের প্রলেপ অতি হিতকর, ইহা দ্বারা অনঙ্গ রোগের নাম পর্য্যন্ত দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ১৯। ২০

ইতি শূকদোষাধিকার।

কুষ্ঠাধিকার।

কুষ্ঠনিদান—বিরুদ্ধ অন্নপান (মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি, দধি দুগ্ধাদি) এবং দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরু দ্রব্য ভোজন, উপস্থিত বমনের ও মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, অপরিমিত ভোজনানন্তর ব্যায়াম ও সন্তাপের নিষেবণ; অতি শীত উষ্ণ উপবাস ও আহার বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া উহাদের বিপরীতভাবে সেবন, আতপ-ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্রাম না করিয়া শীতলজল পান, অপক্ক দ্রব্য ভোজন, অধ্যশন (পূর্ব্বাহারাজীর্ণে পুনর্ভোজন), বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মের অহিতাচরণ এবং নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অম্ল, মাষকলাই, মূলা, পিষ্টান্ন, তিল, দুগ্ধ ও গুড়ের অতি সেবন, ভুক্তান্নের অজীর্ণাবস্থায় মৈথুন করণ, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুলোকের অপমান বা অন্যবিধ উৎকট পাপাচরণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় দুষ্ট হইয়া ত্বক্ (ত্বগ্‌গত

রস) রক্ত মাংস ও অম্বু পদার্থকে (লসীকাকে) দূষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে। বাতাদি দোষত্রয় এবং রসাদি দূষ্য চতুষ্টয় এই সাতটি পদার্থ কুষ্ঠ রোগের উপাদান সামগ্রী। পূর্ব্বোক্ত দোষ দূষ্য সমুদায় হইতে সাত প্রকার মহাকুষ্ঠ ও একাদশ প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ, সমুদায়ে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ জন্মে ॥ ১—২

মহাকুষ্ঠ যথা—পূর্ব্ব তিনটি অর্থাৎ কাপাল ঔড়ুম্বর ও মণ্ডল এবং সিধ্ম, কাকণক, পুণ্ডরীক ও ঋক্ষজিহ্ব এই সাতটি মহাকুষ্ঠ ॥ ৮

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ—এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, চর্ম্মদল, বিচর্চ্চিকা, বিপাদিকা, পামা, কচ্ছু, দদ্রু, বিস্ফোট, কিটিম ও অলসক এই এক'দশটি ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, তবে দোষের আধিক্যানুসারে ইহা সাত প্রকারে পরিগণিত হইয়া থাকে। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক (দোষভেদে কুষ্ঠ সাত প্রকারে পরিগণিত, আকৃতি ও লক্ষণভেদে উহা অষ্টাদশ প্রকারে পরিগণিত হইয়া থাকে)।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে,—কেমন করিয়া সিধ্মকে মহাকুষ্ঠ মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে, সুশ্রুতে উহা ক্ষুদ্রকুষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ? উত্তর—সকল সিধ্মই মহাকুষ্ঠ নহে, ধাতুপ্রবিষ্ট যে সিধ্ম, তাহাই চরকে মহাকুষ্ঠ মধ্যে দর্শিত হইয়াছে। শীঘ্র উত্তরোত্তর ধাত্ববগাহন হেতু, উল্বণ দোষ জন্যত্ব হেতু এবং চিকিৎসা বাহুল্য হেতুই কুষ্ঠ সকলের মহাকুষ্ঠত্ব সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আরও এক কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—দদ্রুরই বা কেমন করিয়া ক্ষুদ্রকুষ্ঠ মধ্যে গণনা হইতে পারে, সুশ্রুতে উহা মহাকুষ্ঠ মধ্যে উক্ত হইয়াছে ? উত্তর—যে দদ্রু কৃষ্ণবর্ণ ও অবগাঢ় মূল, তাহাই সুশ্রুতে মহাকুষ্ঠ মধ্যে গণিত হইয়াছে, অতএব যাহা কৃষ্ণেতরবর্ণ ও অনবগাঢ় মূল, তাহা ক্ষুদ্র কুষ্ঠই জানিবে। এবংবিধ দদ্রুই চরকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ মধ্যে দর্শিত হইয়াছে। সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, দোষের উল্বণত্ব হেতুই উহারা সাত প্রকারে পরিগণিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন কুষ্ঠ বাতোল্বণ, কোন কুষ্ঠ পিত্তোল্বণ, কোন কুষ্ঠ শ্লেষ্মোল্বণ, কোন কুষ্ঠ বাতশ্লেষ্মোল্বণ, কোন কুষ্ঠ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ, কোন কুষ্ঠ বাতপিত্তোল্বণ এবং কোন কুষ্ঠ ত্রিদোষোল্বণ ॥ ৯—১১

পূর্ব্বরূপ—কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অঙ্গবিশেষের অতিশ্লক্ষ্ণতা (অতি মসৃণতা বা অতি মৃদুতা) অতিখরত্ব, অধিক ঘর্ম্ম নির্গম বা একবারেই ঘর্ম্মরোধ, বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডূ (চুলকানি, গুড়্‌গুড়ানি, গাত্রে পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ প্রতীতি প্রভৃতি), ত্বকের স্পর্শশক্তিহানি, সূচীবেধবদ্ বেদনা, শরীরে বরটী (বোল্‌তাজনিত) দংশন, শোথের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, ক্লান্তিবোধ, কোন কারণে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা ক্ষতের শীঘ্রোৎপত্তি কিন্তু দীর্ঘকাল স্থিতি এবং অল্প কারণেই দোষের প্রকোপ, ক্ষত শুষ্ক হইলেও ব্রণ স্থানের রুক্ষতা, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে রোগে বাতাদি দোষত্রয় ইতস্ততঃ নিশ্চলভাবে থাকিয়া শরীরের শিথিলতা জন্মাইয়া ত্বক্‌কে বিবর্ণ করে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা কুষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ১২—১৪

যে উল্বণ দোষে যে কুষ্ঠ উৎপাদন করে, তাহা বর্ণিত হইতেছে—বায়ুর উল্বণতায় কাপাল কুষ্ঠ, পিত্তের উল্বণতায় ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ, কফের উল্বণতায় মণ্ডলাখ্য ও বিচর্চ্চী কুষ্ঠ, বাতপিত্তের উল্বণতায় ঋক্ষজিহ্বাখ্য কুষ্ঠ, বাতশ্লেষ্মের উল্বণতায় চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ; এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলসক ও বিপাদিক কুষ্ঠ, পিত্তশ্লেষ্মার উল্বণতায় দদ্রু, শতারুঃ, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল কুষ্ঠ এবং ত্রিদোষের উল্বণতায় কাকণনামক কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৫—১৭

সপ্তম মহাকুষ্ঠের মধ্যে কাপাল কুষ্ঠের লক্ষণ—কাপাল কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ অরুণ বর্ণ, কপাল সদৃশ (খাপরা তুল্য) ইহা রুক্ষ, খরস্পর্শ ও সূচীবেধবৎ বেদনান্বিত। ইহাতে ত্বক্ পাতলা হইয়া থাকে। এই কুষ্ঠ দুশ্চিকিৎস্য ॥ ১৮

ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ লক্ষণ—ইহা উড়ুম্বর ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ, দাহ, বেদনা ও কণ্ডূযুক্ত। ঔড়ুম্বর কুষ্ঠে ব্যাধিস্থানের রোম সকল পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৯

মণ্ডলকুষ্ঠ লক্ষণ—ইহা কতক শ্বেতবর্ণ, কতক রক্তবর্ণ, চিকিৎসার অভাব হইলে অবিনাশী, আর্দ্র, সস্বেদ, উন্নত, মণ্ডলাকার ও পরস্পর মিলিত। ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি ॥ ২০

সিধ্মকুষ্ঠ লক্ষণ—ইহা শ্বেত তাম্রবর্ণ, পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, দেখিতে লাউফুলের ন্যায়, ব্যাধি স্থান ঘর্ষণ করিলে গুঁড়্‌গুঁড়় পদার্থ নির্গত হয়। এই ব্যাধি প্রায় বক্ষঃস্থলেই উৎপন্ন হয়। (সিধ্ম—ছুলীবিশেষ) ॥ ২১

কাকণ কুষ্ঠ লক্ষণ—যাহা দেখিতে কাকণন্তীর (কুঁচের) ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ মধ্যে কৃষ্ণ, অন্তে রক্তবর্ণ, অথবা মধ্যে রক্ত, অন্তে কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকেই কাকণ কুষ্ঠ কহে। ইহা পাক রহিত, তীব্র বেদনান্বিত এবং প্রবল দোষত্রয়জাত। কাকণকুষ্ঠ অসাধ্য ॥ ২২

পুণ্ডরীক—ইহা পুণ্ডরীক দলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহার প্রান্তভাগ সশ্বেতরক্তবর্ণ, মধ্যভাগ সশ্বেত লোহিত বর্ণ, ইহা উন্নতাকার। পুণ্ডরীক কফোল্বণ ব্যাধি ॥ ২৩

ঋক্ষজিহ্বাখ্য কুষ্ঠ লক্ষণ—ইহা ঋক্ষের (ভল্লুকের) জিহ্বার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, কর্কশ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ, মধ্যে শ্যাববর্ণ ও বেদনাযুক্ত ॥২৪

একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠের মধ্যে এককুষ্ঠ ও গজচর্ম্মের লক্ষণ—যে কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না, যাহা মহাবাস্ত অধিকার করিয়া থাকে এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের ত্বকের ন্যায় অর্থাৎ চক্রাকার অভ্রস্তর সদৃশ, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। (এক শব্দের অর্থ এ স্থলে মুখ্য, ইহা ক্ষুদ্র কুষ্ঠের মধ্যে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ইহাকে এককুষ্ঠ কহে)। যে কুষ্ঠ গজচর্ম্মের ন্যায় রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল, তাহাকে গজচর্ম্ম বলে ॥ ২৫

চর্ম্মদল ক্ষুদ্রকুষ্ঠ লক্ষণ—যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, শূলবদ্ বেদনান্বিত, কণ্ডুযুক্ত, স্ফোটক বিশিষ্ট ও স্পর্শাসহ এবং যাহা হইতে ছাল খসিয়া পড়ে, তাহাকে চর্ম্মদল কহে ॥ ২৬

বিচর্চ্চিকা ও বিপাদিকা কুষ্ঠ লক্ষণ—বিচর্চ্চিকা এক প্রকার ক্ষুদ্র পিড়কা, ইহা কণ্ডু ও বহুস্রবান্বিত এবং শ্যাববর্ণ। বিপাদিকা তীব্রবেদনান্বিত। এই রোগদ্বয়ে হস্ত পদ স্ফুটিত হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে,—ক্ষুদ্র কুষ্ঠ একাদশ সংখ্যক কি প্রকারে হইবে? বিপাদিকা সমেত গণনা করিলে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ দ্বাদশ সংখ্যক হইয়া থাকে? উত্তর—বিচর্চ্চিকাই পাদদ্বয়ে উৎপন্ন হইলে তাহা বিপাদিকা নামে অভিহিত হয়। বিচর্চ্চিকা ও বিপাদিকা একই ব্যাধি, অতএব সংখ্যাতিরেক হয় না।

এ সম্বন্ধে ভোজও বলিয়াছেন—"বিচর্চ্চিকা পিড়কায় ত্বক্ দলিত এবং খরস্পর্শ ও রুক্ষ হয়। এই পিড়কা হস্তদ্বয়ে হইলে বিচর্চ্চিকা এবং পাদদ্বয়ে হইলে বিপাদিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিচর্চ্চিকাই স্থানভেদে ভিন্ননাম (বিপাদিকা নাম) প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭

পামা ও কচ্ছুকুষ্ঠ লক্ষণ—স্রাব দাহ ও কণ্ডুযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা সমূহকে পামা (চুলকণা) কহে। এই পামাই তীব্রদাহযুক্ত স্ফোটক ব্যাপ্ত হইলে কচ্ছূনামে (খোস্‌পাচ্‌ড়া নামে) অভিহিত হয়। ইহা হস্তে ও পাছাতে বাহুল্যভাবে হইয়া থাকে। (পামা ও কচ্ছু একজাতীয় কুষ্ঠ) ॥ ২৮

দদ্রুকুষ্ঠ লক্ষণ—যে উন্নত মণ্ডলাকার কুষ্ঠ, কণ্ডুযুক্ত ও রক্তবর্ণ পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত, তাহাকে দদ্রু কহে।

বিস্ফোট কুষ্ঠ লক্ষণ—শ্যাব বা অরুণবর্ণ পাত্‌লা চর্ম্মবিশিষ্ট স্ফোটসমূহকে বিস্ফোটক কহে ॥ ২৯

কিটিম কুষ্ঠ লক্ষণ—যে কুষ্ঠ শ্যামবর্ণ, যাহা শুষ্ক ক্ষতস্থানবৎ খরস্পর্শ ও রুক্ষ, তাহাকে কিটিম কহে।

অলসক—যাহা কণ্ডুবিশিষ্ট রক্তবর্ণ গণ্ডসমূহ দ্বারা (মহাপিড়কা সকল দ্বারা) ব্যাপ্ত, তাহাকে অলসক কহে ॥ ৩০

শতারুঃ কুষ্ঠ লক্ষণ—রক্ত ও শ্যাববর্ণ, দাহ ও বেদনান্বিত বহুব্রণকে শতারুঃ কহে। (অরুস্ শব্দের অর্থ—ব্রণ) ॥ ৩১

সপ্তধাতুগত কুষ্ঠ সমূহের লক্ষণ—(রসগতের লক্ষণ—কুষ্ঠ রসগত হইলে অঙ্গের বৈবর্ণ্য ও রুক্ষতা, স্পর্শশক্তি লোপ, রোমাঞ্চ এবং ঘর্ম্মাতিশয্য (স্পর্শশক্তিলোপ, রোমাঞ্চ ও ঘর্ম্মাতিশয্য এই লক্ষণ গুলিকে কেহ কেহ রক্তগতের লক্ষণ বলিয়া থাকেন)।

রক্তগতের লক্ষণ—কুষ্ঠ রক্তগত হইলে কণ্ডু ও অধিক পূযসঞ্চয়। মাংসগত হইলে কুষ্ঠের পুষ্ট ও কার্কশ্য, মুখশোষ, পিড়কার (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কার) উৎপত্তি, সূচীবেধবদ্, বেদনা, স্ফোটের (বৃহৎ পিড়কার) উদ্ভব ও কুষ্ঠের অসঞ্চারিত্ব। মেদোগত হইলে হস্তক্ষয়, গতিশক্তির নাশ, অঙ্গের বক্রতা এবং ক্ষতেরবিস্তার সর্পণ এবং পূর্ব্বোক্ত রস-রক্ত-মাংসগত কুষ্ঠ লক্ষণ সমস্তও সংঘটিত হয়। (ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, পরপর ধাতুগত কুষ্ঠে তৎতৎ বর্ণিত লক্ষণ ব্যতীতও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুগত কুষ্ঠ সকলেরও লক্ষণ বিদ্যমান থাকে)। কুষ্ঠ অস্থি ও

মজ্জগত হইলে নাসাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ক্ষতে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বরের নাশ হইয়া থাকে। **শুক্রগত কুষ্ঠের লক্ষণ**—কুষ্ঠবাহুল্যবশতঃ পিতা ও মাতার শুক্র ও শোণিত দুষ্ট হইলে তাঁহাদের যে সন্তান জন্মে, তাহাকেও কুষ্ঠিত বলিয়াই জানিবে অর্থাৎ তাহারও কুষ্ঠ হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—শুদ্ধ শোণিতশুক্র দম্পতীরই গর্ভ হয়, দুষ্ট শোণিত-শুক্র দম্পতীর কি প্রকারে গর্ভোৎপত্তি হইবে? যে হেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"কামবশে স্ত্রীপুরুষের সংযোগে নারীর গর্ভ উৎপন্ন হয়, সেই গর্ভ (গর্ভস্থ শিশু) ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে বালক কহা যায়।" অন্যবচনও আছে—বাতাদি দুষ্ট রেতাঃ পুরুষ অপত্যোৎপাদনে অসমর্থ। ইহার উত্তর এই—এস্থলে গর্ভ শব্দে শুদ্ধগর্ভ বুঝিতে হইবে। দুষ্ট-শোণিতশুক্র দম্পতীরও অশুদ্ধ গর্ভ জন্মে, অর্থাৎ তাহাদেরও গতকর্ণ অন্ধ ও বধিরাদি অপত্য জন্মিয়া থাকে। শোণিত শব্দে—আর্ত্তবশোণিত বুঝিবে। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত দম্পতীর কুষ্ঠিত সন্তান দ্বারাই বুঝা যায় যে, উহাদের কুষ্ঠ শুক্রার্ত্তবগত হইয়াছে ॥ ৩২—৩৭

কুষ্ঠে উল্বণ বাতাদিদোষের লক্ষণ—বাতোল্বণ কুষ্ঠ খরস্পর্শ, শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ ও বেদনান্বিত। পিত্তোল্বণ কুষ্ঠ—বহুপূতিক্লেদযুক্ত, রক্তবর্ণ এবং দাহ ও স্রাববিশিষ্ট। কফোল্বণ কুষ্ঠ—ক্লেদযুক্ত, ঘন (নিবিড়াবয়ব, নিরেট), চিক্কণ এবং কণ্ডু শৈত্য ও গৌরববিশিষ্ট। দ্বন্দ্বদোষোল্বণ কুষ্ঠ দ্বিদোষলক্ষণযুক্ত এবং সান্নিপাতিক কুষ্ঠ ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত হয় ॥ ৩৮। ৩৯

সাধ্যত্বাদি—রস রক্ত ও মাংসগত কুষ্ঠ এবং বাতশ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠ সাধ্য। মেদোগত ও দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠ যাপ্য। অস্থি-মজ্জগতকুষ্ঠ, দ্বিদোষজ কুষ্ঠ এবং যাহাতে ক্রিমি জন্মে এবং দাহ ও অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়, তাহা অসাধ্য।

টীকা। "বাতশ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠ সাধ্য" ইহা বলায় বুঝিবে যে, সিধ্ম, এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, বিপাদিকা, কিটিম ও অলসক কুষ্ঠ সাধ্য। কারণ ইহারা বাতশ্লেষ্মোল্বণ। মজ্জাগত ও শুক্রগত কুষ্ঠও অসাধ্য। ক্রিমি শব্দে বাহ্য ক্রিমি বুঝিবে, অতএব যে কুষ্ঠের ক্ষতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, সেই কুষ্ঠ বর্জ্জনীয় ॥ ৪০

অরিষ্ট লক্ষণ—কুষ্ঠরোগির কুষ্ঠ বিদীর্ণ ও স্রাবান্বিত হইলে, নেত্র রক্তবর্ণ হইলে, স্বর ভগ্ন হইলে (ঘর্ঘর স্বর হইলে) এবং বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের কোন গুণ পাওয়া না যাইলে জানিবে যে, সে রোগী বাঁচিবে না ॥ ৪১

ত্বগ্দুষ্টির তুল্যত্ব হেতু এবং কুষ্ঠেরই ভেদ বলিয়া এই স্থলেই শ্বিত্ররোগেরও বর্ণনা করিব। কুষ্ঠ ও শ্বিত্র (ধবল) এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ এক (চিকিৎসাও একবিধ) এজন্য কুষ্ঠাধিকারেই শ্বিত্ররোগ লিখিত হইয়াছে। শ্বিত্রের প্রকার ভেদ—কিলাস ও অরুণ; শ্বিত্রই রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া কিলাস ও অরুণ হইয়া থাকে। (কিলাস তাম্রবর্ণ, অরুণ ঈষল্লোহিতবর্ণ)। কুষ্ঠের সহিত শ্বিত্রের ভেদ এই – শ্বিত্র অপরিস্রাবী, কুষ্ঠস্রাবী; শ্বিত্র পৃথগ্ভূত-ত্রিধাতু হইতে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বাত পিত্ত ও কফ হইতে, উৎপন্ন হয় অথবা রক্ত মাংস ও মেদ এই ধাতুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু কুষ্ঠ সান্নিপাতিক ও সর্ব্বধাতুগত ॥ ৪২

দোষভেদে লক্ষণ ভেদ—বাতপ্রকোপজ শ্বিত্র রুক্ষ ও অরুণবর্ণ। পিত্তপ্রকোপজ শ্বিত্র তাম্রবর্ণ বা কমলপত্রবদ্বর্ণ অর্থাৎ মধ্যে শ্বেত ও দন্তে লোহিতবর্ণ, ইহা দাহান্বিত ও রোমনাশক। কফপ্রকোপজ শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ, ঘন (পুষ্ট), গুরু ও কণ্ডূযুক্ত। এই অরুণাদি ভেদে শ্বিত্ররোগের রক্তাদি অধিষ্ঠানও বুঝিবে অর্থাৎ রক্তাশ্রিত শ্বিত্র অরুণবর্ণ, মাংসাশ্রিত শ্বিত্র তাম্রবর্ণ ও মেদঃসমাশ্রিত শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ হয়। বর্ণ দ্বারা উভয়বিধ শ্বিত্রেরই অর্থাৎ দোষজ ও ব্রণজ এই দুই প্রকার শ্বিত্ররোগেরই রক্তাদি অধিষ্ঠান নির্ণয় করিবে। ইহারা উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্রসাধ্য অর্থাৎ রক্তাশ্রিত শ্বিত্র অপেক্ষা মাংসাশ্রিত শ্বিত্র এবং মাংসাশ্রিত শ্বিত্র অপেক্ষা মেদঃসমাশ্রিতশ্বিত্র কষ্টসাধ্য।

টীকা। বাতাদি দোষভেদে শ্বিত্রের বর্ণ অরুণ তাম্র ও শ্বেত হইয়া থাকে। দ্বিবিধশ্বিত্র অর্থাৎ দোষজ ও ব্রণজ শ্বিত্র। এসম্বন্ধে ভোজ বলিয়াছেন;—"শ্বিত্র দ্বিবিধ জানিবে, যথা—দোষজ ও ব্রণজ" ॥ ৪৩। ৪৪

শ্বিত্রের সাধ্যাসাধ্যত্ব—শ্বিত্রস্থানের রোম যদি শুক্লবর্ণ না হইয়া যায় এবং শ্বিত্র যদি অঘন, পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও অচিরোৎপন্ন হয়, আর তাহা যদি অগ্নিদগ্ধজ না হয়, তাহা হইলে তাহা সাধ্য, ইহার অন্যথা হইলে অসাধ্য জানিবে।

অন্যবচন—গুহ্যদেশে (লিঙ্গে বা ভগে), হস্ততলে পদতলে ও ওষ্ঠে সঞ্জাত শ্বিত্র অচিরোৎপন্ন হইলেও তাহা বিশেষ বর্জ্জনীয় অর্থাৎ তাহার চিকিৎসা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না ॥ ৪৫। ৪৬

সংসর্গজ রোগ—সংসর্গ (মৈথুন), গাত্র-সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্রভোজন, এক শয্যায় শয়ন এবং রোগির বস্ত্র মাল্য অনুলেপ ব্যবহার, এই সকল কারণে—কণ্ডূ, কুষ্ঠ, উপদংশ, ভূতোন্মাদ, ব্রণ, জ্বর ও ঔপসর্গিক রোগ সকল এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করে অর্থাৎ ইহারা সংক্রামক। যদি কোন ব্যক্তি কুষ্ঠরোগে মরে, তাহা হইলে সে পুনর্ব্বার জন্মিয়াও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। অতএব এই কুষ্ঠ রোগ অতি নিন্দিত ও কষ্টপ্রদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। (এতাবতা কুষ্ঠ রোগির কুষ্ঠ সর্ব্বদা প্রতিকরণীয়, কদাচ উপেক্ষণীয় নহে) ॥ ৪৭—৪৯

কুষ্ঠ-চিকিৎসা—বাতোল্বণ কুষ্ঠে—ঘৃতপান, শ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠে বমন, পিত্তোল্বণ কুষ্ঠে প্রলেপ পরিষেক ও রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত ॥ ৫০

পথ্যাদি লেপ—হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, শ্বেত-সর্ষপ, হরিদ্রা, সোমরাজী, সৈন্ধবলবণ ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৫১

সোমরাজী উদ্বর্ত্তন—সোমরাজী চূর্ণ এবং আদা বা শুঁঠচূর্ণ মিলিত করিয়া কুষ্ঠে ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিলে দৃঢ়মূল উগ্র কুষ্ঠও বিনষ্ট হয় ॥ ৫২

পঞ্চনিম্বকাবলেহ—ব্রহ্মার কথিত যে রসায়ন মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই রসায়ন বলিতেছি শুন ;—পুষ্পকালে ও ফলকালে নিমের পুষ্প ও ফল এবং নিমের ত্বক্ মূল ও পত্র সমভাগে সংগ্রহ করিয়া চূর্ণ করিবে। এবং ত্রিফলা, ত্রিকটু, ব্রাহ্মী, গোক্ষুর, ভেলা, চিতা, বিড়ঙ্গ, বারাহীকন্দ, লৌহ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, সোন্দালু, চিনি, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি এই সকল দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। তদনন্তর উক্ত পঞ্চ নিমের চূর্ণ ভীমরাজের স্বরসে এবং ত্রিফলাদি চূর্ণ, খদির-অসন ও নিমের ঘন ক্বাথে সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। ভাবনা দিয়া উভয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ এবং বমনবিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ করিয়া শুভদিনে ঐ ঔষধ মধুর সহিত বা তিক্তক ঘৃতের সহিত, অথবা খদির ও অসনের ক্বাথের সহিত, কিংবা উষ্ণ জলের সহিত লেহন করিতে দিবে। ঔষধের মাত্রা—প্রথমে একতোলা, পরে এক একতোলা করিয়া বাড়াইয়া একপল পর্য্যন্ত (আটতোলা পর্য্যন্ত) বৃদ্ধি করিবে। পীত ঔষধ জীর্ণ হইলে স্নিগ্ধ লঘু ও হিতকর অন্ন পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে। এই রসায়ন ঔষধ সেবনে বিচর্চ্চিকা, ঔড়ুম্বর, পুণ্ডরীক, কাপাল, দদ্রু, কিটিম, অলস, শতারু, বিস্ফোট, বিসর্পমালা, কফপ্রকোপ, ত্রিবিধ কিলাস, ভগন্দর, শ্লীপদ, বাতরক্ত, জড়-অন্ধ-নাড়ীব্রণ ও শীর্ষরোগ সকল, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, সর্ব্বপ্রকার প্রদর, দংষ্ট্রাবিষ ও মূলবিষ বিনষ্ট হয়। ইহা মধুর সহিত সেবন করিলে স্থূলোদর ব্যক্তি (মেদোরোগী) সিংহের ন্যায় কৃশোদর হয় এবং তাহার সন্ধি সকল সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল বিষধর সর্পাদি জন্তু দংশন করে, এই ঔষধের সদা প্রয়োগে তাহারাও আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই মহৌষধ সেবনে মানব জরাব্যাধি বিমুক্ত, চন্দ্রসমান কান্তি ও শুভকার্য্যে রত হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে ॥ ৫৩—৬২

স্বায়ম্ভুব গুগ্‌গুলু—সোমরাজী পাঁচ পল, শিলাজতু পাঁচপল, গুগ্‌গুলু দশপল, স্বর্ণমাক্ষিক তিন পল এবং লৌহ ও মুণ্ডী মিলিত দুইপল, ইহাদের সমষ্টি যত নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল সমান সমান পরিমাণে লইয়া তাহাদের মিলিত চূর্ণ-সমষ্টিও তত লইয়া মধুতে মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। দ্রব্য যথা—ত্রিফলা, করঞ্জপত্র, খদির, গুলঞ্চ, তেউড়ী, দন্তী, মুতা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, কুড়চীছাল, নিমছাল, চিতা ও সোন্দালু। এই বটিকা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোমূত্র সহ সেবন করিলে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত অচিরে বিনষ্ট হয়। এই স্বায়ম্ভুব নামক যোগ দ্বারা শ্বিত্র সকল পাণ্ডুরোগ, বিষম উদর প্রমেহ ও গুল্মরোগ এবং বলীপলিত বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৩—৬৬

একবিংশতিক গুগ্‌গুলু—চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, কৃষ্ণজীরা, মৌরী, বচ, সৈন্ধব, আতইচ, কুড়, চই, এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, মুতা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ-সমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তৎ পরিমিত গুগ্‌গুলু চূর্ণ মিশাইবে।

তৎপরে সেই চূর্ণ ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতর্ভোজন সময়ে অগ্নিবলানুসারে যথাযোগ্য মাত্রায় ঐ বটী সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, গ্রহণী, অর্শঃ, মুখরোগ, গলরোগ, গৃধ্রসী, ভগ্ন ও গুল্ম এবং কোষ্ঠগত ব্যাধিসমূহ বিনষ্ট হয়। বাতরক্তাধিকারোক্ত কৈশোর নামক গুগ্‌গুলু কুষ্ঠ ও বাতরক্তনাশক পরম ঔষধ ॥ ৬৭—৭২

অমৃতভল্লাতকাবলেহ—ভল্লাতক (ভেলা) চারিসের ও গুলঞ্চ চারিসের কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে। এবং চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথে ঘৃত একসের, দুগ্ধ ষোলসের, চিনি দুইসের ও মধু দুইসের প্রক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এবং ঘনীভূত হইলে তাহা অগ্নি হইতে নামাইয়া তাহাতে বেলছাল, আতইচ, গুলঞ্চ, সোমরাজী, চাকুন্দে, নিম, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, যমানী, সৈন্ধব, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, ক্ষেৎপাপড়া, তেজপত্র, বালা, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, গোক্ষুরবীজ, শটী ও রক্তচন্দন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা করিয়া নিঃক্ষেপ করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে জলের সহিত একপল (আটতোলা) পর্য্যন্ত মাত্রায় খাইবে। এবং হিতকর অন্ন পথ্য করিবে। এই অবলেহ সেবনে কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও সকল প্রকার অর্শঃ প্রশমিত হয়। ভল্লাতকসেবনকারী ব্যক্তি ব্যায়াম, আতপ, অগ্নি, অম্ল, মাংস, দধি, স্ত্রীসঙ্গম, তৈলাভ্যঙ্গ ও পথপর্য্যটন ত্যাগ করিবে ॥ ৭৩—৮২

মহাভল্লাতক—নিম, শ্যামালতা, আতইচ, কট্‌কী, বলাডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেত্‌পাপড়া, সোমরাজী, অনন্তমূল, বচ, খদির, শ্বেতচন্দন, আক্‌নাদি, শুঁঠ, শটী, বামুনহাটী (অভাবে কণ্টকারীমূল), বাসক, চিরতা, কুড়্‌চী, শ্যামমূলা, তেউড়ী, রাখালশসা, মূর্ব্বা, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, চিতা, হস্তিকর্ণ পলাশ (হাতিকন্দ, পলাশভেদ), গুলঞ্চ, ঘোড়ানিম, পল্‌তা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, সোন্দাল, ছাতিম, তেউড়ীমূল, জলবেতস, শ্বেতকুঁচ, মঞ্জিষ্ঠা, ঈশ্‌লাঙ্গলা, রাস্না, ডহরকরঞ্জ, পুনর্নবা, দন্তী, বীজকসার (অসনসার), ভীমরাজ, পীতঝিণ্টী, আঁকড় ও শেওড়া ইহাদের প্রত্যেকটি দুই দুই পল পরিমাণে লইয়া তৎসমুদায় ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐরূপ এক সহস্র ভেলা ছেদন করিয়া ৩ দ্রোণ (১৯২ সের) জলে সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর ঐ দুই কষায় মিশ্রিত করিয়া তাহাতে এক শত পল (১২॥০সের) গুড় দিয়া ধীরে ধীরে লেহবৎ পাক করিবে। এবং তাহাতে এক সহস্র ভেলার মজ্জা নিক্ষেপ করিবে। আসন্ন পাকে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতা, সৈন্ধব, চন্দন, কুড় ও যমানী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এবং সৌগন্ধ্যার্থ চাতুর্জাত চূর্ণ এক এক পল নিক্ষেপ করিবে। প্রাণিগণের হিতকামনায় এই মহাভল্লাতক মহাদেব কর্ত্তৃক ভাবিত হইয়াছে। ইহা নিত্য সেবনে শ্বিত্র, ঔড়ুম্বর, দদ্রু, ঋক্ষজিহ্ব, কাকণ, পুণ্ডরীক, গজচর্ম্ম, বিস্ফোটি, রক্তমণ্ডল, কণ্ডূ, কাপাল, পামা, বিপাদিকা, বাতরক্ত, ছয় প্রকার, অর্শঃ, পাণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, রক্তপিত্ত, উদাবর্ত্ত, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, বলীপলিত ও আমবাত বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা শরীরের কান্তি উজ্জ্বল ও জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। অনুপানার্থ গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা দুগ্ধ প্রযোজ্য। এই ঔষধ সেবন করিয়া আহার বিহার ও মৈথুন বিষয়ে যন্ত্রণাপ্রদ কোন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না। ভোজন বিষয়ে উষ্ণ ও অম্ল বিশেষ ত্যাজ্য ॥ ৮৩–৯৮

লঘুমঞ্জিষ্ঠাদি ক্বাথ—মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, কট্‌কী, বচ, দারুহরিদ্রা, কুড় (পাঠান্তর—হরীতকী) ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, কণ্ডূ, পামা, রক্তমণ্ডল, দদ্রু, বিসর্প ও বিস্ফোট বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৯। ১০০

মধ্য মঞ্জিষ্ঠাদি ক্বাথ—মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুন্দে, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসক, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, পল্‌তা, বেণামূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ কুষ্ঠের পরম ঔষধ, বাতরক্তের সংহর্ত্তা এবং কণ্ডূ ও মণ্ডলের বিনাশকর্ত্তা ॥ ১০১—১০৩

বৃহন্মঞ্জিষ্ঠাদি ক্বাথ—মঞ্জিষ্ঠা, কুড়্‌চী, গুলঞ্চ, মুতা, বচ, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, নিমছাল, পল্‌তা, কট্‌কী, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, তিন্তিড়ী, মূর্ব্বামূল, দেবদারু, ইন্দ্রযব, ভীমরাজ, পিপুল, বলাডুমুর, আক্‌নাদি, শতমূলী, খদির, ত্রিফলা, চিরতা, ঘোড়ানিম, অসন, সোন্দাল, শ্যামা, (প্রিয়ঙ্গু), সোমরাজী, রক্তচন্দন, বরুণ, দন্তী, শেওড়া, বাসকছাল, ক্ষেত্‌পাপড়া,

অনন্তমূল, আতইচ, অনন্তা, (দুরালভা), রাখাল-শসা ও বালা ইহাদের কষায় পান করিলে ত্বগ্‌দোষ অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত, রক্তদুষ্ট-জনিত রোগ, বিসর্প, ত্বক্‌শূন্যতা ও নেত্রজ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৪—১০৬

লঘু মরিচাদি তৈল—সর্ষপ তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—মরিচ, তেউড়ী, মুতা, হরিতাল, মনছাল, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসার মূল, করবীরমূল, আকন্দ-আটা ও গোময়রস প্রত্যেক ২ তোলা, বিষ ৪ তোলা। জল ১৬ সের ও গোমূত্র ৮ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ, শ্বিত্র, কণ্ডূ, পামা, সিধ্ম, বিচর্চ্চিকা, পুণ্ডরীক, দদ্রু ও ত্বক্‌শূন্যতা বিনষ্ট হয় ॥ ১০৭—১১১

মহামরিচাদি তৈল—সর্ষপ তৈল /১৬ সের। কল্কার্থ—মরিচ, তেউড়ী, দন্তী, আকন্দ-আটা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসারমূল, করবীরমূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশ্‌লাঙ্গলার মূল, মুতা, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে, শিরীষ, কুড়্‌চী, নিম-ছাল, ছাতিমছাল, গুলঞ্চ, সীজের আটা, শ্যামালতা (পাঠান্তর—সোন্দাল), ডহরকরঞ্জ, খদিরসার, সোমরাজী, (পাঠান্তর—পিপুল), বচ ও লতা-ফট্‌কী প্রত্যেক ৮ তোলা, বিষ ১৬ তোলা। গোমূত্র ৬৪ সের। মৃৎপাত্রে বা লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিসন্তাপে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠক্ষত, পামা, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু, কণ্ডূ, বিস্ফোটক, বলীপলিত, নীলিকা ও ব্যঙ্গ বিনষ্ট হয়। নিত্য মর্দ্দন করিলে শরীরের সৌকুমার্য্য হয়। প্রথম বয়সে যে স্ত্রী এই তৈলের নস্য গ্রহণ করে, বৃদ্ধ বয়সেও তাহার স্তনদ্বয় জরা প্রাপ্ত হইয়া স্খলিত হইয়া পড়ে না ॥ ১১২—১২০

তালকেশ্বররস—হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধব প্রত্যেক এক এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ (পারার সহিত গন্ধক মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে) শঙ্খচূর্ণ দুইভাগ, এই সকল দ্রব্য গোড়ালেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া তাহাতে সমস্ত দ্রব্যের ত্রিংশৎ অংশ বিষ মিশাইয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাহিষ ঘৃতের সহিত এই ঔষধ ২ মাষা মাত্রায় সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে সোমরাজী বীজ দুই তোলা, ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিবে। তালকেশ্বর নামক এই রস সর্ব্বকুষ্ঠ নাশক ॥ ১২১—১২৩

গলিতকুষ্ঠারিরস—পারদ, গন্ধক, তাম্র-ভস্ম, লৌহ ভস্ম, গুগ্‌গুলু, চিতামূল, শিলাজতু, কুঁচিলা ও ত্রিফলা প্রত্যেকে সমান এক এক ভাগ, অভ্র চারিভাগ ও করঞ্জবীজ চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য মধু ও ঘৃত মর্দ্দন করিয়া একটি ঘৃতভাবিত ভাণ্ডে যত্ন পূর্ব্বক রাখিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ ২ তোলা মাত্রায় সেব্য। পথ্য - শালিতণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধ ও মধু। কুষ্ঠ রোগে যাহার কর্ণ অঙ্গুলি ও নাসিকা খসিয়া পড়িয়াছে, এই ঔষধ সেবনে সেও কন্দর্পমূর্ত্তি হয়। ইহাতে স্ত্রীসঙ্গম নিষেধ কুষ্ঠ বদ্ধমূল হইলে কেবলমাত্র অন্ন ও জল পথ্য ॥ ১২৪—১২৬

সিধ্মচিকিৎসা—কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, সর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগেশ্বর এই ছয়টি দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালজাত সিধ্মও বিনষ্ট হয় ইতি কেশর ষট্‌ক। মূলার বীজ আপাঙ্গের রসে মাড়িয়া তাহার প্রলেপ দিলে সিধ্ম বিনষ্ট হয় কদলীর ক্ষার ও হরিদ্রা মর্দ্দন করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও সিধ্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দারু-হরিদ্রা, মূলার বীজ, হরিতাল, দেবদারু ও তাম্বূল পত্র (পান) প্রত্যেক দুই দুই তোলা, শঙ্খ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা সিধ্মনাশক উত্তম ঔষধ ॥ ১২৭—১৩০

চর্ম্মদল-চিকিৎসা—আম্রপেশী (আমচুর ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে চর্ম্মদল বিনষ্ট হয়। চর্ম্মদল রোগাক্রান্ত রোগী জলের সহিত শুষ্ক আমলকী ফল হস্ত দ্বারা রোগ স্থানে ঘর্ষণ করিলে চর্ম্মদল রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ১৩১ । ১৩২

পামার চিকিৎসা—জীরকাদ্য তৈল।—পেষিত জীরক ৮ তোলা ও সিন্দূর ৪ তোলা এই দুইটি দ্রব্যের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিবে। এই তৈল সর্ব্বপ্রকার পামানাশক ॥ ১৩৩

আদিত্যপাক তৈল—মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, লাক্ষা, ঈশ্‌লাঙ্গলা, হরিদ্রা ও গন্ধক এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সর্ষপ তৈলে নিক্ষেপ করিয়া সূর্য্যতাপে পাক করিবে। ইহা পামানাশক উৎকৃষ্ট তৈল ॥ ১৩৪

সৈন্ধব, চাকুন্দে, সর্ষপ ও পিপুল কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে পামা ও কণ্ডূ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩৫

কচ্ছুচিকিৎসা—অর্কতৈল।—আকন্দ পত্রের রসে ও হরিদ্রার কল্কে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে পামা কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকা বিনষ্ট হয়॥ ১ ৬

কচ্ছুরাক্ষস তৈল—সর্ষপ তৈল /৮ সের। কল্কার্থ—মনছাল, হরিতাল, হীরাকস, গন্ধক, সৈন্ধব, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুঁঠ, কুড়, পিপুল, ঈশলাঙ্গলা, করবীরমূল, চাকুন্দে, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, দন্তী ও নিমপাতা, প্রত্যেক দুই দুই তোলা। আকন্দের আটা ৮ তোলা ও সীজের আটা ৮ তোলা। গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দুঃসাধ্য কচ্ছু, পামা, কণ্ডূ, ত্বগ্‌ ব্যাধি ও রক্তদুষ্টিজনিত ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। কচ্ছুরাক্ষস নামক এই তৈল হারিত কর্ত্তৃক ভাষিত॥ ১৩৭—১৪১

সোন্দালপত্র, ডহরকরঞ্জপত্র, দ্রোণপুষ্পাপত্র (ঘলঘসিয়া পাতা), সর্ষপ, রাইসর্ষপ, হরিদ্রা, কুড়চী, যষ্টিমধু, মুতা, শুঁঠ, রক্তচন্দন, আমলকী, যমানী ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া এবং তাহাতে সর্ষপ তৈল মিশাইয়া উদ্বর্ত্তন (ধীরে ধীরে মর্দ্দন) করিলে কণ্ডূ, পামা ও শীতপিত্তাদিরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪২—১৪৪

দদ্রু চিকিৎসা—কুড়, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, সৈন্ধব ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রুকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। দূর্ব্বা, মঘা (ধান্যতৃণ বিশেষ), সৈন্ধব, চাকুন্দে ও কুঠেরক (বাবুই তুলসী) এই সকল দ্রব্য কাঁজী ও তক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ তিনবার দিলে বদ্ধমূল দদ্রু ও কুষ্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। গণ্ডীলক নামক তৃণ শ্বেতসর্ষপ ও সীজপত্র এই দ্রব্যত্রয়ের প্রত্যেকটি সমপরিমাণে এবং চাকুন্দে দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া সেই সকল দ্রব্য প্রকৃত অবস্থায় আটগুণ গোতক্রে ভিজাইয়া রাখিবে। তিন দিনের পর উদ্ধৃত করিয়া সম্যক্ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিবে। দদ্রু বনঘুঁটে দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে সাত দিন ঐ প্রলেপ দিলেই দদ্রু বিনষ্ট হইবে॥ ১৪৫—১৪৯

শ্বিত্রচিকিৎসা—বহেড়ার ত্বক্ এবং ডুমুরের মূলের ক্বাথ করিয়া এবং তাহাতে গুড় মিশাইয়া সেই ক্বাথের সহিত সোমরাজী বীজ চূর্ণ পান করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা পুণ্ডরীক কুষ্ঠও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সোমরাজী বীজ অর্দ্ধসের, হরিতাল অর্দ্ধপোয়া এবং মনছাল, গুঞ্জাফল (কুঁচ) ও চিতামূল এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্রস্থানের বর্ণ সবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণাপরাজিতার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে একপক্ষে বা পক্ষাধিক সময়ে শ্বিত্র নষ্ট হয়। আমলকী ও খদিরসারের ক্বাথে সোমরাজী বীজচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে শঙ্খ চন্দ্র বা কুঁদপুষ্প তুল্য শ্বেতবর্ণ ধবলও বিনষ্ট হয়। মথিতের (নির্জ্জল-বিলোড়িত দধির) সহিত কাকডুমুর ও সোমরাজী বীজচূর্ণ খাইলে কিংবা তৈলাভ্যক্ত হইয়া রৌদ্র সেবন ও তক্র (চতুর্থাংশ জলযুক্ত বস্ত্র গালিত দধি) পান করিলে শ্বিত্র নাশ হইয়া থাকে॥ ১৫০—১৫৪

সোমরাজী ঘৃত—ঘৃত চারিসের, কল্কার্থ—সোমরাজী বীজ অর্দ্ধসের, খদির অর্দ্ধপোয়া এবং পটোলমূল, ত্রিফলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও কট্‌কী প্রত্যেক দুই দুইতোলা, শোধিত গুগ্‌গুলু একপোয়া। যথাবিধি পাক করিবে। অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠের ইহা পরম ঔষধ। এই সোমরাজী ঘৃত শ্বিত্র কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত লোকদিগের হিতেচ্ছায় পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়॥ ১৫৫—১৫৯

ইতি কুষ্ঠাধিকার।

শীতপিত্তাধিকার।

শীতপিত্তের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান এবং সম্প্রাপ্তি—শীতল বায়ুর সংস্পর্শে প্রবৃদ্ধ কফ ও বায়ু পিত্তের সহিত (স্বহেতু কুপিত পিত্তের সহিত) সম্যক্ মিলিত হইয়া ত্বকে ও রক্তাদি ধাতুতে পরিসর্পণ করিয়া শীতপিত্ত রোগ উৎপাদন করে ॥ ১

পূর্ব্বরূপ—শীতপিত্তরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে পিপাসা, অরুচি, বমনবেগ, শরীরের অবসাদ ও গুরুতা এবং লোচনের লৌহিত্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২

শীতপিত্তের লক্ষণ—এই রোগে শরীরের ত্বকের উপরি) বোল্‌তাদংশন জনিত-শোথের ন্যায় শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাতে অত্যন্ত কণ্ডূ ও তোদ, বমি, জ্বর এবং দাহ বিদ্যমান থাকে। শীতপিত্তে বায়ুর আধিক্য থাকে ॥ ৩

উদর্দ্দের লক্ষণ—(উদর্দ্দ—শীতপিত্তেরই প্রকার ভেদ) উদর্দ্দশোথ—মধ্যনিম্ন, রক্তবর্ণ, কণ্ডূযুক্ত ও মণ্ডলাকার। ইহা শৈশির ব্যাধি অর্থাৎ প্রায় শিশির ঋতুতেই উৎপন্ন হয়। উদর্দ্দে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে ॥ ৪

কোঠ ও উৎকোঠের লক্ষণ—(ইহাও শীতপিত্তের প্রকার ভেদ)—বমনক্রিয়া দ্বারা সম্যগ্‌রূপে বমন না হইলে, বহির্গমনোন্মুখ পিত্ত শ্লেষ্মা ও ভুক্তান্নের অনির্গমহেতু শরীরে রক্তবর্ণ, কণ্ডূবিশিষ্ট ও মণ্ডলাকার বহুসংখ্যক শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাকেই কোঠ কহে। কোঠ—নিরনুবন্ধ অর্থাৎ উদ্গত হইবার কিছুক্ষণ পরে বিলয় প্রাপ্ত হয়, আর তাহা পুনরুদ্ভূত হয় না। কিন্তু তাহা যদি সানুবন্ধ হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও পুনঃ পুনঃ বিনাশশীল হয়, তাহা হইলে তাহা উৎকোঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৫

শীতপিত্ত-উদর্দ্দ-কোঠ ও উৎকোঠের চিকিৎসা—শীতপিত্ত রোগে—পল্‌তা নিম ও বাসকের যোগে বমন এবং ত্রিফলা গুগ্‌গুলু ও পিপুল যোগে বিরেচন করান প্রশস্ত। ইহাতে সর্ষপতৈল অভ্যঙ্গ ও উষ্ণজলের পরিষেক হিতকর। মধুসংযুক্ত ত্রিফলা ও নবকার্ষিক খাইতে দিবে। নবকার্ষিক যথা—ত্রিফলা তিনকর্ষ, গুগ্‌গুলু ৫ কর্ষ এবং পিপুল এককর্ষ এই নয়কর্ষ দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা শীতপিত্ত-অর্শঃ ও ভগন্দর রোগিদিগের হিতকর। ত্রিকটুচূর্ণ চিনির সহিত, আমলকীচূর্ণ গুড়ের সহিত এবং যমানীচূর্ণ ত্রিকটু ও যবক্ষারের সহিত খাইতে দিবে। পুরাণ গুড়ের সহিত আদার রস পান করিবে। ইহা শীতপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্যের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শ্বেত সর্ষপ, হরিদ্রা, চাকুন্দে ও তিল এই সকল দ্রব্য পেষিত ও সর্ষপতৈলে মিশ্রিত করিয়া শীতপিত্তে উদ্বর্ত্তন (ধীরে ধীরে মর্দ্দন) করিবে। ইহা শীতপিত্তে হিতকর উদ্বর্ত্তন। গুড়ের সহিত যমানী খাইয়া সুপথ্য ভোজী হইলে সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্বদেহজ উদর্দ্দ বিনষ্ট হয়। কোঠ রোগে প্রথমে রোগিকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া বমন বিরেচন দ্বারা সংশুদ্ধ করিবে এবং মহাতিক্ত ঘৃত পান করাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। উৎকোঠ রোগে বমনবিরেচন দ্বারা রোগিকে সংশুদ্ধ দেহ করিয়া কুষ্ঠ নাশক চিকিৎসা করিবে। নিমের পাতা ও আমলকী ঘৃতের সহিত সদা প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বিস্ফোটক, কণ্ডূ, ক্রিমি, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ কোঠ ও কফ বিনষ্ট হয় ॥ ৬—১৪

আর্দ্রক খণ্ড—আদা একপ্রস্থ (⁄৪ সের), গব্যঘৃত ⁄১ সের, গব্যদুগ্ধ দুই প্রস্থ (⁄৮ সের), চিনি একপ্রস্থ এবং পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও শটী, প্রত্যেক ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা—১ পল পর্য্যন্ত। এই আর্দ্রক খণ্ড প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, উৎকোঠ, যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অরোচক, বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, শোথ, কণ্ডূ ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনে জঠরানল প্রদীপ্ত, বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত এবং দেহ পুষ্ট হয়। অতএব এই আর্দ্রক খণ্ড সদা সেব্য ॥ ১৫—২০

ইতি শীতপিত্ত-উদর্দ্দ-কোঠ ও উৎকোঠাধিকার।

বিসর্পাধিকার।

বিসর্পের বিপ্রকৃষ্ট নিদান সংখ্যা ও সম্প্রাপ্তি—লবণ অম্ল কটু ও উষ্ণাদির (আদি শব্দে চরকোক্ত হরিত শাক ও শিগু'কী প্রভৃতি) সতত সেবন হেতু বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া বিসর্প রোগ উৎপাদন করে। শরীরের সকল স্থানে বিসর্পণ হেতু ইহা বিসর্প নামে অভিহিত। বিসর্প সাত প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ। বাতপিত্তজ বিসর্পকে আগ্নেয় বিসর্প, বাতশ্লেষ্মজ বিসর্পকে গ্রন্থিবিসর্প এবং পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্পকে কর্দ্দমক বিসর্প কহে, কর্দ্দমক বিসর্প অতি ভয়ানক ॥ ১—৩

বিসর্পের দোষ ও দূষ্য—রক্ত, লসীকা, ত্বক্ ও মাংস এই চারিটি দূষ্য এবং বায়ু পিত্ত কফ এই তিনটি দোষ (দূষক) বিসর্পরোগের এই সাতটি উপাদান সামগ্রী। (কুষ্ঠেরও এই সাতটি উপাদান, তবে কুষ্ঠে ও বিসর্পে প্রভেদ এই—কুষ্ঠরোগে দোষ ও দূষ্য সকল গুলিই স্থিরভাবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কার্য্য করে এবং ইহাতে রক্তপিত্তের প্রাবল্য থাকে না, কিন্তু বিসর্পরোগে দোষ দূষ্য সর্ব্ব শরীরে শীঘ্র শীঘ্র বিসর্পণ ক্রিয়া করে এবং ইহাতে রক্তপিত্ত প্রবল থাকে। তদ্ভিন্ন নিদানগতও বৈষম্য আছে;—ব্রাহ্মণ গুরুলোক প্রভৃতির অপমান ও পর দ্রব্য হরণাদি, কুষ্ঠরোগের নিদান কিন্তু উহা বিসর্পের নিদান নহে। কুষ্ঠরোগ সান্নিপাতিক, কিন্তু কাহার কাহার মতে বিসর্পরোগ পৃথক্ পৃথক্ দোষেও উদ্ভূত হইয়া থাকে) ॥ ৪

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ—বাতজনিত বিসর্পে বাতজ্বরের ন্যায় ব্যথা হয় অর্থাৎ মস্তকে হৃদয়ে গাত্রে ও উদরে শূলাদি বেদনা হইয়া থাকে। শোথে স্ফুরণ (দপদপানি) সূচীবেধবৎ বা বিদারণবৎ অথবা আকর্ষণবদ্ বেদনা ও রোমাঞ্চ হয় ॥ ৫

পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ—ইহা শীঘ্র বিসর্পণশীল, অতি লোহিতবর্ণ এবং পিত্তজ্বর লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬

শ্লৈষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ—শ্লেষ্মজনিত বিসর্প কণ্ডূযুক্ত চিক্কণ এবং কফজ্বর লক্ষণাক্রান্ত।

সান্নিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ—এই বিসর্পে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ বিসর্পেরই লক্ষণ সকল মিলিত ভাবে উদয় হয় ॥ ৭

বাতপৈত্তিক বিসর্প লক্ষণ—বাতপৈত্তিক বিসর্পে (আগ্নেয় বিসর্পে) জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, অস্থিতে বিদারণবদ্ ব্যথা, অগ্নিমান্দ্য, তমক ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে সমস্ত অঙ্গ প্রদীপ্ত অঙ্গারব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বিসর্প শরীরের যে যে স্থানে বিসর্পণ করে, সেই সেই স্থান নির্ব্বাণ অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, কখন কখন নীল বা রক্তবর্ণ হইতেও দেখা যায়। অগ্নিদগ্ধ স্থানবৎ চতুর্দ্দিক্ স্ফোটকব্যাপ্ত হয়। শীঘ্র গমনশীল বলিয়া ইহা হৃদয়াদি মর্ম্মস্থান সকলকে ত্বরায় আক্রমণ করে। তাহাতে বায়ু অতি প্রবল হইয়া অঙ্গে বেদনা জন্মায়, সংজ্ঞা ও নিদ্রা নাশ করে এবং শ্বাস ও হিক্কা আনয়ন করে। রোগী এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, চেষ্টা করিয়াও ভূমি শয্যা ও আসনাদি কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। যন্ত্রণাভোগে ক্রমে ক্লিষ্ট অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া শেষে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া থাকে। ইহাই অগ্নিবিসর্প ॥ ৮—১৩

বাতশ্লৈষ্মিকগ্রন্থিবিসর্প—দুষ্ট কফ কর্ত্তৃক বায়ু অবরুদ্ধ হইলে সেই অবরুদ্ধ বায়ু অবরোধক কফকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থির শ্রেণী উৎপাদন করে, অথবা ঐ বায়ু রক্তাধিক ব্যক্তির ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকে দূষিত করিয়া উক্ত প্রকারে গ্রন্থিমালারূপে উদ্ভাবিত করিয়া থাকে এই গ্রন্থিমালা দীর্ঘ এবং গ্রন্থি সকল বর্ত্তুল স্থূল কঠিন ও রক্তবর্ণ। ইহাতে তীব্র বেদনা, প্রবল জ্বর শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, মোহ (জ্ঞান বৈপরীত্য), বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহারই নাম গ্রন্থিবিসর্প। গ্রন্থিবিসর্প বাতশ্লেষ্ম প্রকোপসম্ভূত ॥ ১৪—১৬

পিত্তশ্লৈষ্মিক-কর্দ্দমাখ্য বিসর্প লক্ষণ—ইহাতে জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরোবেদনা শরীরের অবসাদ, হস্তপদাদি বিক্ষেপ, মুখলিপ্ততা

অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থির বিদারণবদ্ বেদনা, পিপাসা, ইন্দ্রিয়-গুরুতা, অপক্কমল নির্গম ও স্রোতঃ সকলের লিপ্ততা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বিসর্প প্রায় আমাশয়েই উদ্ভূত হইয়া একদেশব্যাপী হয়। ইহা অতি পীত লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, চিক্কণ, কৃষ্ণ বা রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ, মলিন, শোথবিশিষ্ট, গুরু, গম্ভীর পাক (ভিতরে পাকে), স্পর্শে অতি উষ্ণ, ক্লিন্ন, বিদীর্ণ পঙ্কবর্ণ, ত্বগ্ বিশিষ্ট ও শবগন্ধী। এই রোগে মাংস গলিয়া পড়ে, সুতরাং শিরা ও স্নায়ু সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। ইহাকেই কর্দ্দমাখ্য বিসর্প কহে ॥ ১৭—২১

ক্ষতজ বিসর্প লক্ষণ—শস্ত্রাদি প্রহার, অথবা হিংস্রজন্তুর নখদন্তাদির আঘাত প্রভৃতি বাহ্য হেতু দ্বারা ক্ষত হইলে সেই ক্ষতনিবন্ধন বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে বিকৃত করিয়া কুলথকলাই সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত ও কৃষ্ণবর্ণরক্তসমন্বিত বিসর্প উৎপাদন করে। ইহাতে শোথজ্বর-বেদনা ও দাহ বিদ্যমান থাকে। (এই বিসর্প পিত্তজ-বিসর্পের অন্তর্ভূর্ত জানিবে) ॥ ২২।২৩

বিসর্পের উপদ্রব—জ্বর, অতিসার, বমি, ত্বক্ ও মাংসের বিদরণ, ক্লম, অরুচি ও অপরিপাক বিসর্পে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয় ॥ ২৪

সাধ্যত্বাদি।—বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প সাধ্য ; ত্রিদোষজ ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। পিত্তজবিসর্প যদি কজ্জলবর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই বিসর্প অর্থাৎ অগ্নিবিসর্প অসাধ্য। আর যে সকল বিসর্প মর্ম্মস্থানে জন্মে, তাহাদিগকে কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে ॥ ২৫

বিসর্প চিকিৎসা—বিসর্প রোগে বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া অবিদাহি-বিরেচন-বমন প্রলেপ ও পরিষেক এবং রক্তমোক্ষণ করিবে। বাতজবিসর্পে রাস্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া এবং তাহাতে দুগ্ধ ও ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ বাতবিসর্পের নাশক। কেশুর, পানিফল, পদ্ম, শরতৃণ, শৈবাল (শেওলা), নীলোৎপল এবং কর্দ্দম এই সকল দ্রব্য পেষিত, ঘৃত সংযুক্ত ও বস্ত্রখণ্ডের অভ্যন্তরীকৃত করিয়া পিত্তবিসর্পে প্রলেপ দিবে। এই সুশীতল প্রলেপ পিত্ত-বিসর্পের নাশক। ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, সমঙ্গা (লজ্জালু), করবীমূল, নলমূল ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া শ্লেষ্মবিসর্পে তাহার প্রলেপ দিবে। অগ্নিবিসর্পে বাতপিত্ত প্রশমক, গ্রন্থিবিসর্পে বাতশ্লেষ্ম প্রশমক, কর্দ্দমসংজ্ঞক বিসর্পে পিত্তশ্লেষ্ম-প্রশমক এবং ত্রিদোষজ বিসর্পে ত্রিদোষ-প্রশমিকা ক্রিয়া (প্রলেপাদি প্রয়োগ) করিবে ॥ ২৬—৩১

দশাঙ্গ লেপ—শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই দশটি দ্রব্য বাঁটিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর ও শোথ বিনষ্ট হয় ॥ ৩২

বিসর্পে পঞ্চবল্কলের, অথবা পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দনের প্রলেপ ও পরিষেক হিতকর। চিরতা, বাসক, কটকী, পল্তা, ত্রিফলা, রক্তচন্দন ও নিম ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, শোথ, কণ্ডু, বিস্ফোটক তৃষ্ণা ও বমি প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠে ও বিবিধ ব্রণে যে সকল ঘৃত উক্ত হইয়াছে বিসর্পরোগে সেই সকল ঘৃত পরিষেকে প্রলেপনে ও ভোজনে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৩—৩৫

করঞ্জ তৈল—ডহরকরঞ্জ, ছাতিম, ঈশ্‌লাঙ্গলা, সীজের আটা, আকন্দের আটা, চিতা, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও বিষ এই সকল কল্কদ্রব্যের ও গোমূত্রের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বিসর্প বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকা বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬

কুষ্ঠ স্ফোটক ও মসূরিকারোগোক্ত চিকিৎসা দ্বারা বিসর্পরোগের নাশ হয়। বিসর্প সকল পাকিলে তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৭

ইতি বিসর্পাধিকার।

স্নায়ুরোগাধিকার।

স্নায়ুরোগের বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও লক্ষণ— শাখাতে অর্থাৎ হস্তে বা পদে দোষ কুপিত হইয়া শোথোৎপাদন পূর্ব্বক সেই শোথকে ভেদ করত ক্ষতস্থানে উষ্মার সহিত মাংসকে শোষণ করিয়া তন্তুনিভ সূত্র উৎপাদন করে। তক্রে শক্তু মর্দ্দিত করিয়া পিণ্ডাকার করত সেই পিণ্ড ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত হইতে ক্রমে ক্রমে সূত্র সরিয়া যায়। ছেদন করিলে সূত্র প্রকুপিত হয়, কিন্তু সূত্রের পতনে শোথের শান্তি হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার স্থানান্তরে জন্মে। ইহাই স্নায়ুরোগ বলিয়া বিখ্যাত। ইহার চিকিৎসা বিসর্পবৎ উক্ত হইয়াছে। ভ্রম প্রমাদ বশতঃ বাহুর স্নায়ু ফাটা হইলে বাহুর সঙ্কোচ এবং জঙ্ঘার স্নায়ু ফাটা হইলে খঞ্জতা হইয়া থাকে ॥ ১—৪

স্নায়ুরোগের চিকিৎসা—স্নায়ুরোগে যথোপযুক্ত স্নেহ স্বেদ ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে। শীতল জলের সহিত হিঙ্গু পান করিলে স্নায়ুরোগ বিনষ্ট হয়। ভেকমাংস কাঁজীতে সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে, অথবা বাবলার বীজ কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অত্যুগ্র স্নায়ুরোগ নষ্ট হয়। গব্যঘৃত তিনদিন পান করিয়া তিনদিন নিসিন্দার স্বরস পান করিলে অত্যুগ্র স্নায়ুরোগ অবশ্য বিনষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। করেলার মূল শীতল জলে পেষণ করিয়া গন্ধর্ব্বগন্ধ (অশ্বগন্ধা) ঘৃতের সহিত পান করিলে সব্রণ উগ্র তন্তুক রোগ আশু বিনষ্ট হয়। আতইচ, মুতা, বামুনহাটী, শুঁঠ, পিপুল ও বহেড়া ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে তন্তু বিনষ্ট হয়। শজিনার মূল ও পত্র এবং সৈন্ধব কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে স্নায়ুকব্যাধির প্রশম হইয়া থাকে। কলেকাড়ার মূল জলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ক্ষত হইতে নিঃসংশয় স্নায়ু নিঃসারিত হয় ॥ ৫—১১

ইতি স্নায়ুরোগাধিকার।

বিস্ফোটকাধিকার।

বিস্ফোটকের বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও সম্প্রাপ্তি—কটু-অম্ল-তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-বিদাহি রুক্ষ ও ক্ষার দ্রব্য ভোজন, অসম্যক্পক্ক দ্রব্যভোজন, অধ্যশন, আতপ সেবন, ঋতুদোষ (ঋতুহেতুজ শীতোষ্ণাদির অতিযোগ), ঋতুবিপর্য্যয় (ঋতুচিতআহারবিহারের বৈপরীত্য) এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া ত্বক্‌কে আশ্রয় করত রক্ত মাংস ও অস্থিকে দূষিত করিয়া অতি ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক সকল উৎপন্ন করে। বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর প্রকাশ হয় ॥ ১। ২

বিস্ফোটক পূর্ব্বরূপ—দেহের কোন কোন স্থানে অথবা সর্ব্বদেহে অগ্নিদগ্ধনিভ ও জ্বরসমন্বিত যে সকল স্ফোটক জন্মে, তাহাদিগকে বিস্ফোটক কহে। বিস্ফোটক রক্তপিত্তজ ব্যাধি।

টীকা—"রক্তপিত্তজ" বলায় বুঝিতে হইবে যে, সকল বিস্ফোটকেই রক্তপিত্তের প্রধানকারণত্ব থাকে। যেমন সকল শূলেই বায়ুর প্রভুত্ব থাকে, ইহাতেও তদ্বৎ রক্তপিত্তের প্রভুত্ব থাকে, অপিচ বায়ুর অনুগতত্বও থাকে বুঝিবে। এসম্বন্ধে ভোজ বলিয়াছেন—"রক্তপিত্ত বায়ুর অনুগত হইয়া ত্বকে অগ্নিদগ্ধনিভ-সর্ব্বদেহগত বিস্ফোটক উৎপাদন করে" ॥ ৩

বাতিক বিস্ফোটক—শিরোবেদনা, অত্যন্ত শূলনি, জ্বর, তৃষ্ণা, পর্ব্বভেদ ও স্ফোটকের কৃষ্ণবর্ণতা এইগুলি বাতজ বিস্ফোটকের লক্ষণ ॥ ৪

পৈত্তিক বিস্ফোটক—জ্বর, দাহ, বেদনা, স্রাবনির্গম, পাক, তৃষ্ণা ও স্ফোটকের পীত লোহিত-বর্ণতা এইগুলি পিত্তজ বিস্ফোটকের লক্ষণ ॥ ৫

শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটক—বমি, অরুচি, অঙ্গের জড়তা, স্ফোটকের কণ্ডূতি, কাঠিন্য, বেদনাল্পতা ও পাণ্ডুবর্ণতা এইগুলি কফজ বিস্ফোটকের লক্ষণ। কফজ বিস্ফোটক বিলম্বে পাকে ॥ ৬

কফপৈত্তিক বিস্ফোটক—বিস্ফোটকের কণ্ডূতি, দাহ, জ্বর, বমি এইগুলি কফপৈত্তিক বিস্ফোটকের লক্ষণ ॥ ৭

বাতপৈত্তিক বিস্ফোটক—বাতপৈত্তিক বিস্ফোটকে তীব্র বেদনা থাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটক—বিস্ফোটকের কণ্ডূতি, স্তৈমিত্য ও গুরুতা এইগুলি বাতশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকের লক্ষণ ॥ ৮

সান্নিপাতিক বিস্ফোটক—ইহা নিম্নমধ্য ও উন্নতপ্রান্ত, কঠিন ও অল্পপাকবিশিষ্ট, ইহাতে দাহ, রক্তবর্ণতা, তৃষ্ণা, মোহ (বিপরীতজ্ঞান), বমি, মূর্চ্ছা (সর্ব্বথা জ্ঞানশূন্যতা), বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। সান্নিপাতিক বিস্ফোটক অসাধ্য ॥ ৯

রক্তজ বিস্ফোটক—পিত্তপ্রকোপক হেতু দ্বারা (কটু-অম্লাদি কারণ দ্বারা) রক্ত দুষ্ট হইয়া বিস্ফোটক উৎপাদন করে। ইহা কুঁচের ন্যায় রক্তবর্ণ। ইহাতে বিদাহ ও রক্তস্রাব হয়। শত শত প্রত্যক্ষফল ঔষধ দ্বারাও ইহার প্রশম হয় না ॥ ১০

এই আট প্রকার বাহ্য বিস্ফোটক বর্ণিত হইল। অভ্যন্তরেও বিস্ফোটক জন্মে। আভ্যন্তর-বিস্ফোটকে অত্যন্ত ব্যথা ও জ্বর হয়। যাহা বহির্গত হইলে রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে কিন্তু যদি তাহার বহির্গমন না হয়, তাহা হইলে তাহাতে বাতিক বিস্ফোটকের চিকিৎসা করিবে ॥ ১১। ১২

বিস্ফোটকের উপদ্রব। তৃষ্ণা, শ্বাস, মাংসপচন, দাহ, হিক্কা, মদ (মত্তত্ববৎ), জ্বর, বিসর্প ও মর্ম্মব্যথা (হৃদয়ব্যথা) এই গুলি বিসর্পের উপদ্রব ॥ ১৩

বিস্ফোটোপদ্রবের লক্ষণান্তর—হিক্কা, শ্বাস, অরুচি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়ে ব্যথা, বিসর্প, জ্বর ও বমনবেগ, কোন কোন পণ্ডিত বিস্ফোটকের এই সকল উপদ্রব লক্ষণ পাঠ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

সাধ্যত্বাদি—একদোষজ বিস্ফোটক সাধ্য দ্বিদোষজ বিস্ফোটক কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং ত্রিদোষজ বিস্ফোটক ও ভূরি উপদ্রবান্বিত বিস্ফোটক অসাধ্য। ত্রিদোষজ বিস্ফোটক অতি ভয়ানক ॥ ১৫

বিস্ফোটক চিকিৎসা—দোষবল বিবেচনা করিয়া বিস্ফোটকে উপবাস, বমন, পথ্যভোজন বিরেচন প্রয়োগ করিবে। পুরাণ শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, মসূর ও অড়হর এই খাদ্যগুলিকে বিস্ফোটকে হিতকর বলিয়া মুনিগণ বর্ণন করিয়াছেন।

বাতজ বিস্ফোটকে দশমূলী, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে। এই ক্বাথ পানে আশু বাতজ বিস্ফোটক সকল বিনষ্ট হয়।

পৈত্তিক বিস্ফোটকে দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, খর্জ্জুর, পল্‌তা, নিমছাল, বাসকছাল, কট্‌কী, খৈ ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে।

শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে—চিরতা, বচ, বাসকছাল, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, কুড়চী, নিমছাল ও পল্‌তা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

চিরতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পল্‌তা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব এই দ্বাদশটি দ্রব্যের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোটকের নাশক। ইন্দ্রযব তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিস্ফোটক বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চ, পল্‌তা, চিরতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুতা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিস্ফোটকের জ্বর নিবারিত হয়। চন্দন, নাগেশ্বর পুষ্প, অনন্তমূল, কাঁটানটের মূল, শিরীষছাল ও জাতীপত্র এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের দাহ বিনষ্ট হয়। নীলোৎপল, রক্তচন্দন, লোধ, বেণামূল অনন্তমূল ও শ্যামালতা এই সকল দ্রব্য জলে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের দাহ ও বেদনা নষ্ট হয়। পুত্রজীবের মজ্জা জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সবেদন কাল স্ফোটক, বিস্ফোটক, কক্ষগ্রন্থি, গলগ্রন্থি, কর্ণগ্রন্থি ও তাম্রস্ফোটক আশু বিনষ্ট হয় ॥১৬—২৮

ইতি বিস্ফোটাধিকার।

ফিরঙ্গরোগাধিকার।

ফিরঙ্গ দেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে হয় বলিয়া ব্যাধিবিশারদ্‌গণ ইহাকে ফিরঙ্গ ব্যাধি নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১

বিপ্রকৃষ্ট নিদান—ফিরঙ্গ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র সংস্পর্শ করিলে কিংবা ফিরঙ্গ রোগান্বিতা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে এই ফিরঙ্গ নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার নামান্তর গন্ধরোগ। ইহা আগন্তুজ ব্যাধি। এই ব্যাধি উৎপন্ন হওয়ার পর ইহাতে বাতাদিদোষের সংক্রম হয়। অতএব দোষের লক্ষণ দেখিয়া বাতাদিসম্বন্ধ স্থির করিবে ॥ ২ । ৩

ফিরঙ্গের রূপ—ফিরঙ্গ ত্রিবিধ, যথা বাহ্য আভ্যন্তর ও বহিরন্তর্ভব। ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি শুন,—বাহ্য ফিরঙ্গ দেখিতে বিস্ফোট সদৃশ, অল্প বেদনান্বিত, ইহা স্ফুটিত হইলে (ফাটিয়া গেলে) ব্রণবৎ হয়। বাহ্য ফিরঙ্গ সুখসাধ্য। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ সন্ধিস্থানে উৎপন্ন হয়। ইহা আমবাত সদৃশ, ইহাতে ব্যথা ও শোথ জন্মে। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য ॥ ৪—৬

উপদ্রব—দেহের কৃশতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ ও অস্থির বক্রতা এইগুলি ফিরঙ্গের উপদ্রব ॥ ৭

সাধ্যত্বাদি।—নূতন উৎপন্ন, উপদ্রব শূন্য বাহ্য ফিরঙ্গ সাধ্য। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য। ক্ষীণ ব্যক্তির বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত ও পুরাতন হইলে অসাধ্য হয় ॥ ৮ । ৯

ফিরঙ্গ চিকিৎসা—কর্পূর রস—পূর্ব্ব চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, রসকর্পূর প্রয়োগ করিলে ফিরঙ্গ রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়। রসকর্পূর যে নিয়মে ভক্ষণ করিতে হয় তাহা বলিতেছি শুন, সেই নিয়মে ভক্ষণ করিলে মুখ ফোলে না। ভক্ষণ নিয়ম যথা—ময়দা জলে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে একটি কূপিকা (ঠুলী) প্রস্তুত করিবে। সেই কূপিকা মধ্যে ৪ কুঁচ পরিমিত পারদ (রসকর্পূর) নিহিত করিয়া কূপিকাটি এরূপ সাবধানে গুটিকাকার করিবে যেন বহির্ভাগে পারদ দৃষ্ট না হয়। তৎপরে লবঙ্গের সূক্ষ্ম চূর্ণ তাহাতে মাখাইয়া এমন সাবধানে জলের সহিত ঐ গুটিকা গিলিয়া খাইবে যেন তাহা দন্ত স্পর্শ না হয়। ঔষধ সেবনানন্তর তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে। শাক অম্ল ও লবণ ত্যাগ করিবে। বিশেষতঃ শ্রম আতপ পর্য্যটন ও স্ত্রীসঙ্গ অবশ্য বর্জ্জন করিবে ॥ ১০—১৪

সপ্তসালিবটী—পারদ অর্দ্ধ তোলা, খদির অর্দ্ধ তোলা, আকরকরা এক তোলা ও মধু দেড় তোলা, এই সকল দ্রব্য খলে ফেলিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহাতে সাতটি বটী প্রস্তুত করিবে। ঐ বটী এক একটি করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে জলের সহিত ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবন করিয়া অম্ল ও লবণ বর্জ্জন করিবে ॥ ১৫-১৭

ধূমপ্রয়োগ—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও বিড়ঙ্গ ২ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করণ পূর্ব্বক তাহাতে ৭ টি বটী প্রস্তুত করিবে। এক একটি বটী অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম প্রয়োগ করিলে সাতদিন নিশ্চয় ফিরঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ১৯

অর্দ্ধ তোলা পারদ, পীতপুষ্প-বেড়েলা পত্রের রসে হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। যতক্ষণ পারদ অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিতে হইবে। তদনন্তর সেই হস্তকে স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। অম্ল লবণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইরূপ প্রক্রিয়া সাত দিন করিলে ফিরঙ্গ রোগ বিনষ্ট হইবে।

নিম্বপত্র একভাগ, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেকে নিম্ব পত্রের অষ্টমাংশ, হরিদ্রা নিম্বপত্রের ষোড়শাংশ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, জলের সহিত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় খাইলে বাহ্য ও আভ্যন্তর ফিরঙ্গ নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। তোপচিনি চূর্ণ মধুর সহিত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে ফিরঙ্গ ব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঔষধ সেবন করিয়া লবণ ত্যাগ করিবে। রোগী যদি লবণ ত্যাগ করিতে একান্তই না পারে, তাহা হইলে অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিতে দিবে। সৈন্ধব লবণ মধুর। উহা হিতকর।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও খদির ২ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে হরিদ্রা, নাগেশ্বর, বড় এলাইচ, ছোট এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পিপুল, বংশলোচন, জটামাংসী ও তেজপত্র এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এক এক তোলা লইয়া উক্ত কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর উহা ১৬ তোলা মধু ও ১৬ তোলা ঘৃতের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ এক তোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গ ক্ষত অবশ্য বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালজাত অন্য মহাব্রণও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সেবনে মুখাভ্যন্তর ফোলে না। ঔষধসেবী এক বিংশতি দিন লবণ ত্যাগ করিবে ॥ ২০—৩০

ইতি ফিরঙ্গাধিকার।

মসূরিকা (বসন্ত)-রোগাধিকার।

মসূরিকার বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান এবং সম্প্রাপ্তি—কটু অম্ল লবণ ও ক্ষার দ্রব্য (যবক্ষারাদি) ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন (মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি ভোজন), অধ্যশন (পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন বা অধিক ভোজন), দুষ্ট অন্ন শিম্বি ও শাকাদি ভোজন, সবিষ কুসুম সংস্পর্শ দূষিত বায়ু ও জল সেবন এবং দেশের প্রতি ক্রূর গ্রহের (রাহু শনৈশ্চরাদির) দৃষ্টি এই সকল কারণে বাতাদিদোষ প্রকুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূর কলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে সকল পিড়কা উৎপাদন করে, তাহাদিগকে মসূরিকা কহে ॥ ১। ২

পূর্ব্বরূপ—জ্বর, কণ্ডূ, গাত্রবেদনা, অনবস্থিতচিত্তত্ব, ভ্রম, ত্বকের স্ফীতি ও বিবর্ণতা এবং চক্ষুর লৌহিত্য এই সকল লক্ষণ মসূরিকা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায় ॥ ৩

বাতজ মসূরিকা—ইহাতে স্ফোট সকল কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, তীব্র বেদনাযুক্ত ও কঠিন। ইহা বিলম্বে পাকে। বাতজ মসূরিকায় সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বস্থানে বিদারণবদ্ বেদনা, কাস, কম্প, অনবস্থিতচিত্তত্ব, ভ্রম, তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা ও অরুচি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪। ৫

পিত্তজ মসূরিকা—ইহার স্ফোট সকল রক্ত পীত বা শ্বেতবর্ণ, দাহ ও তীব্র বেদনান্বিত। ইহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে ॥ ৬

রক্তজ মসূরিকা—ইহাতে মলভেদ, অঙ্গকুট্টন, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখপাক, নেত্রের লৌহিত্য ও সুদারুণ তীব্রজ্বর এই সকল এবং পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় ॥ ৭

কফজ মসূরিকা—ইহার স্ফোট সকল শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতি স্থূল, কণ্ডূবিশিষ্ট ও অল্প অল্প বেদনাযুক্ত। ইহা বিলম্বে পাকে। কফজ মসূরিকায় কফস্রাব, স্তৈমিত্য, শিরোরোগ, গাত্রগুরুতা, বমনযোগ, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৮। ৯

সান্নিপাতিক মসূরিকা—ত্রিদোষজ মসূরিকা নীলবর্ণ, চিপিটকবৎ চেপ্টা, মধ্যভাগে নিম্ন, মহাবেদনান্বিত ও পূতিস্রাব নিঃসারক। ইহা বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও বিলম্বে পাকে ॥ ১০

সপ্তধাতুগত মসূরিকার লক্ষণ— রসস্থ—রসগত মসূরিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট; ইহাতে দোষের অধিক প্রকোপ থাকে না (চলিত ভাষায় ইহাকে পানি বসন্ত কহে), ইহা বিদীর্ণ হইলে জলবৎ স্রাব বহির্গত হয় ॥ ১১

রক্তস্থ—রক্তগত মসূরিকা রক্তবর্ণ ও পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা শীঘ্র পাকিয়া থাকে। এই বসন্ত সাধ্য কিন্তু রক্তদুষ্টির আধিক্য থাকিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য। বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে রক্ত নির্গত হয় ॥ ১২

মাংসস্থ—মাংসগত মসূরিকা কঠিন, স্নিগ্ধ ও পুরু চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা বিলম্বে পাকে। ইহাতে

নিরন্তর গাত্রশূল, কণ্ডূ, মূর্চ্ছা, দাহ ও তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে ॥ ১৩

মেদোগত—মেদোগত মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোর জ্বর কারক, স্থূল, চিক্কণ ও বেদনান্বিত। ইহাতে রোগির মনোবিভ্রম, অরতি (অস্থিরচিত্ততা) ও সন্তাপ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। দৈবাৎ কেহ বা এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ১৪

অস্থি মজ্জগত মসূরিকা—অস্থি ও মজ্জগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্রসমবর্ণ, রুক্ষ, চিড়ার ন্যায় চেপ্‌টা ও কিঞ্চিৎ উন্নত। ইহাতে অত্যন্ত মোহ, বেদনা ও অরতি উপস্থিত হয়। মর্ম্মস্থান সকল যেন ছিন্ন হইতে থাকে, অস্থি সকল যেন ভ্রমর দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়। ইহা আশু প্রাণনাশক ॥ ১৫। ১৬

শুক্রগত মসূরিকা—ইহা দেখিতে পক্কাভ কিন্তু পক্ক নহে, ইহা চিক্কণ, কোমল ও অতি বেদনাযুক্ত। ইহাতে স্তৈমিত্য, অরতি, মূর্চ্ছা, দাহ ও মত্ততা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। শুক্রগত মসূরিকা নিশ্চয় প্রাণনাশক।

উল্লিখিত সপ্তধাতুগত বসন্তে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষজ বলিয়া জানিবে ॥ ১৭। ১৮

চর্ম্মজ মসূরিকা—চর্ম্মসংজ্ঞিত এক প্রকার মসূরিকা আছে, তাহা অতি দুশ্চিকিৎস্য, তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তব্ধতা, প্রলাপ ও অরতি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ১৯

রোমান্তিকা—রোমকূপের ন্যায় উন্নতি বিশিষ্ট রক্তবর্ণ যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে রোমান্তী (হাম) বলে। তাহাতে কাস ও অরুচি এই লক্ষণ দ্বয় বিদ্যমান থাকে। রোমান্তী কফপিত্তজ ব্যাধি। ইহা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর হইয়া থাকে ॥ ২০

সাধ্যত্ব—রসগত, রক্তগত, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও শ্লেষ্মপিত্তজ মসূরিকা সুখসাধ্য। ইহারা বিনা চিকিৎসাতেও প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২১

কষ্টসাধ্যতম—বাতজ, বাতপিত্তজ ও বাতশ্লেষ্মজ মসূরিকা কষ্টসাধ্যতম। অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহাদের চিকিৎসা করিবে ॥ ২২

অসাধ্য—সান্নিপাতিক মসূরিকা অসাধ্য। ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি শুন;—ইহাদের কতকগুলি প্রবালের ন্যায় লোহিতবর্ণ, কতকগুলি বা জামফল তুল্য কৃষ্ণচিক্কণ, কতকগুলি লৌহ গুড়ক সদৃশ রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি বা অতসীফল সন্নিভ (তমালফল তুল্য বর্ণ) তদ্‌ভিন্ন দোষভেদেও ইহাদের বর্ণ বহুবিধ হইয়া থাকে ॥ ২৩।২৪

অপর অসাধ্য লক্ষণ—মসূরিকা রোগে কাস, হিক্কা, চিত্তবিভ্রম, সুদারুণ তীব্রজ্বর, প্রলাপ, অরতি, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, অতিঘূর্ণতা (অতি নিদ্র), মুখ দিয়া, নাসিকা দিয়া ও চক্ষুদিয়া রক্তস্রাব এবং কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দোৎপাদন পূর্ব্বক সুদারুণ শ্বাস নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে ॥ ২৫—২৭

অরিষ্ট লক্ষণ—মসূরিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি মুখ ব্যতিরেকে কেবল নাসিকা দিয়াই ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করে এবং যদি সে তৃষ্ণার্ত্ত ও বায়ুদূষিত অর্থাৎ অপতানকাদি বাতব্যাধি গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে গতায়ু জানিবে ॥ ২৮

মসূরিকাহেতুক শোথ বিশেষ—মসূরিকা নিবৃত্তির পরে কখন কখন কূর্পরে (কণুইয়ে) মণিবন্ধে ও স্কন্ধদেশে শোথ উৎপন্ন হয়। তাহা অতি কষ্টপ্রদ ও দুশ্চিকিৎস্য।

কোন কোন মসূরিকা বিনা যত্নেও প্রশমিত হয়, কোন কোন মসূরিকা অতি কষ্টে নিবারিত হয়, কোন কোন মসূরিকা প্রশমিত হয় নাও বা হয়, আবার কোন কোন মসূরিকা প্রশমিত হয়ই না। অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক মসূরিকা রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ২৯। ৩০

মসূরিকা চিকিৎসা—কুষ্ঠরোগে যে সকল লেপনাদি ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে এবং পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পে যে সকল ক্রিয়া কথিত হইয়াছে, মসূরিকা রোগে তৎসমুদায় হিতকর ও প্রশস্ত।

মসূরিকার প্রারম্ভে শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া তাহা হেলেঞ্চা শাকের রসের সহিত, অথবা কেবল হেলেঞ্চা শাকের রস পান করিবে। দ্বিপঞ্চমূলী (দশমূলী), রাস্না, আমলকী, বেণামূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ মসূরিকা নিবৃত্ত হয়। বাতজ মসূরিকায় মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুমুর ইহাদের ত্বক্ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা বাতজ মসূরিকায় সর্ব্বতোভাবে হিতকর ॥ ৩১—৩৪

মসূরিকা পাকিবার সময়, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল ও দাড়িম এই সকল দ্রব্য গুড়সংযুক্ত করিয়া

প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হয় না, অথচ মসূরিকা সকল পাকিয়া উঠে। মসূরিকা রোগে শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও মসূরের ডাউল, মধুররস ও সৈন্ধব লবণ অল্প মাত্রায় পথ্য করিতে দিবে। পিত্তজ মসূরিকার প্রথমেই পটোল মূলের ক্বাথ ও ইক্ষুমূলের স্বরস পান করিতে দিবে। নিমছাল, ক্ষেত পাপড়া, আকনাদি, পল্‌তা, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, বেণামূল, কট্‌কী, আমলকী, বাসকছাল ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথ শীতলীকৃত ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া পিত্তজ-মসূরিকায় প্রয়োগ করিবে। এই ক্বাথ, দাহে জ্বরে বিসর্পে ও পিত্তাধিক ব্রণেও প্রযোজ্য। রক্তমোক্ষণ দ্বারা রক্তজ মসূরিকা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বাসক ছাল, মুতা, চিরতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পল্‌তা ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে কফজ মসূরিকা প্রশমিত হয়। শিরীষছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, খদির ও নিমপত্র পেষণ করিয়া কফসম্ভূত ও পিত্তসমুত্থিত মসূরিকায় প্রলেপ দিবে। নিম্ব, ক্ষেত্‌পাপড়া, আকনাদি, পল্‌তা, কট্‌কী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, বেণামূল, আমলকী, বাসক ছাল ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। এই নিম্বাদি ক্বাথ পান করিলে জ্বর ও বিসর্পসংযুক্ত সর্ব্বদোষজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়। যে মসূরিকা গাত্রে উত্থিত হইয়া বসিয়া যায়, কাঞ্চনছালের ক্বাথে স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সে মসূরিকা পুনর্ব্বার বাহির হইয়া আইসে। মসূরিকায় মুখে ও কণ্ঠে ক্ষত হইলে, আমলকীফল ও যষ্টিমধুর ক্বাথ করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া গণ্ডূষধারণার্থ তাহা প্রয়োগ করিবে। এবং গবেধু (গড়গড়ে) ও যষ্টিমধু ক্বাথ দ্বারা নেত্রদ্বয়ে পরিষেক করিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, ইহাদের প্রলেপ ও আশ্চ্যোতন হিতকর। ইহা দ্বারা নেত্রজাত মসূরিকা বিনষ্ট হয় এবং পুনর্ব্বার আর মসূরিকা জন্মে না। বহুবারত্বকের (চালিতা ছালের) প্রলেপ দ্বারাও নেত্রজাত মসূরিকা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পঞ্চ বল্কলের দ্বারা, কাহারও মতে পঞ্চবল্কলের ভস্ম দ্বারা, কাহারও মতে গোময়চূর্ণ দ্বারা, ক্লেদযুক্ত মসূরিকা অবচূর্ণিত করিবে। করলাপত্রের রসে হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে রোমান্তীজ্বর বিসর্প ও ব্রণের প্রশম হয়॥ ৩৫—৫১

মসূরিকাবিশেষ শীতলাধিকার।

শীতলাদেবী কর্ত্তৃক আক্রান্ত যে মসূরিকা, তাহাই শীতলানামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভূতাধিষ্ঠিত বিষমজ্বর যেরূপ ইহাও তদ্রূপ জানিবে। শীতলা সপ্তবিধ, তাহাদের প্রভেদ পরে বর্ণন করিব।

অগ্রে জ্বর, পরে বৃহৎ স্ফোট সমূহ দ্বারা শীতলা উৎপন্ন হয়। ইহা এক সপ্তাহে বহির্গত হয়, দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তৃতীয় সপ্তাহে স্বয়ং শুষ্ক ও স্খলিত হইয়া থাকে। শীতলা সমূহের মধ্যে যদি কোন শীতলা পাকিয়া ফাটিয়া যায় ও স্রাব নিঃসারণ করে, তাহা হইলে তাহা বন-গোময় ভস্ম দ্বারা অবধূলিত করিবে অর্থাৎ তাহার উপর বনগোময়ভস্ম ছড়াইয়া দিবে। নিমের শাখা ও পদ্মদল দ্বারা মক্ষিকা অপসারণ করিবে। জ্বর থাকিলেও শীতলায় শীতল জল দিবে, তাহা পাক করিবে না। শীতলা রোগিকে শীতল-মনোরম-পবিত্রনির্জ্জন স্থানে রাখিবে। অশুচি অবস্থায় তাহাকে স্পর্শ করিবে না এবং তাহার নিকটে যাইবে না। অনেক চিকিৎসক ইহাতে ভেষজ প্রয়োগ করেন না, আবার অনেকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই অনেকের মত বর্ণন করিতেছি ;—তাঁহারা বলেন ;—যে সকল শীতলারোগী নিম, বহেড়ার বীজ ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করে, শীতলাবিকার সকল তাহাদের দেহে কদাচ পীড়াকর হয় না। শীতলার পূর্ব্বরূপাবস্থায় যে ব্যক্তি মোচার রসের সহিত, শ্বেতচন্দনের সহিত বাসকের রসের সহিত, অথবা মধুর সহিত, কিংবা জাতীপত্রের রসের সহিত, যষ্টিমধু পান করে, তাহার শীতলাবিকার হয় না। শীতলা রোগে রক্ষার সহিত (শীতলার কবচধারণাদির সহিত) শীতল ক্রিয়া করিবে। গৃহাভ্যন্তরের চতুর্দ্দিকে নিম্বপত্র সকল বান্ধিয়া রাখিবে। রোগির গৃহে উচ্ছিষ্টদ্রব্য কদাচ প্রবেশ করাইবে না। স্ফোট সকলে দাহ উপস্থিত হইলে শুষ্ক গোময় চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। তদ্দ্বারা স্ফোটক সকল শুষ্ক হইবে, পাকিবে না। রক্তচন্দন, বাসকছাল, মুতা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা ইহাদের শীতকষায় শীতলা-জ্বরনাশক। জপ, হোম, উপহার (বলি), দান, স্বস্ত্যয়ন, অর্চ্চন, ব্রাহ্মণ-গো-শম্ভু ও গৌরীর পূজন এই সকল কার্য্য দ্বারা শীতলার প্রশম করিবে। শ্রদ্ধান্বিত ব্রাহ্মণ শীতলার নিকট শীতলা দেবীর

স্তোত্র পাঠ করিবেন। স্তোত্র পাঠ দ্বারা শীতলা প্রশমিত হইবে ॥ ৫২—৬৬

শীতলা প্রশান্তার্থ কাশীখণ্ডোক্ত শীতলাষ্টক স্তোত্র পাঠ করিবে। যথা—"স্কন্দ উবাচ" হইতে "ভক্তি শ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ।" পর্য্যন্ত। মন্ত্রের অনুবাদ অনাবশ্যক, এইজন্য অনুবাদ করা গেল না ॥ ৬৭–৭৯

শীতলার ভেদ—বাতশ্লেষ্ম হইতে কোদ্রবা নামে একপ্রকার শীতলা উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিতে কোদ্রবাকৃতি। কেহ তাহাকে বলেন পক্কা কিন্তু তাহা পাকে না। কোদ্রবা জলশূকবৎ অঙ্গ সকলকে বিশেষরূপে বেধ করে, অর্থাৎ তাহাতে শরীর সূচীবেধবদ্ ব্যথায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু তাহা বিনা ঔষধে সাত দিনে বা দশদিনে শান্তি পাইয়া থাকে। যদিই বা কোদ্রবার শান্তির জন্য ঔষধ দিতে হয়, তাহা হইলে খদিরাষ্টকের ক্বাথ দিবে। উষ্মা দ্বারা উষ্মজারূপা (শ্বেত সর্ষপাকৃতি) অন্য একপ্রকার শীতলা জন্মে, তাহা অত্যন্ত চুলকায় এবং চুল্‌কাইলে সুখবোধ হয়। পাণিসহা নামে খ্যাত আর একপ্রকার শীতলা উৎপন্ন হয়, (তাহাকে চলিতভাষায় লোকে অভৌরী কহে)। পাণিসহা সাত দিনেই স্বয়ং শুকাইয়া যায়। অন্য একপ্রকার শীতলা উদ্ভূত হয়, তাহার বর্ণ পীতসর্ষপের ন্যায়, দেখিতেও সর্ষপাকৃতি। ইহা সর্ষপিকা নামে খ্যাত; ইহাতে অভ্যঙ্গ বর্জ্জন করিবে। (কিঞ্চিৎ উষ্ম নিমিত্ত শ্বেত সর্ষপাকৃতি আর একপ্রকার শীতলা উৎপন্ন হয়। ইহা প্রায় বালকদিগেরই হইয়া থাকে। এই শীতলা বিনাক্লেশে স্বয়ংই শুষ্ক হয়। (ইহা দুঃখ কোদ্রবা নামে লোকে প্রসিদ্ধ)। কোঠবৎ (বোলতা দংশনজনিত শোথবৎ) অপর একপ্রকার শীতলা জন্মে, তাহা লোহিত বর্ণ এবং উন্নত-মণ্ডলাকার। তাহা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর হয় এবং সেই জ্বর তিন দিন থাকে। এই শীতলায় শরীরে ব্যথা হয়। (মগধ দেশে ইহা দাম এবং বঙ্গদেশে হাম নামে খ্যাত) আর একপ্রকার শীতলা জন্মে, তাহা একস্ফোটে বহুস্ফোটকের মিলন হেতু বহুস্ফোটাও দেখায়। তাহা কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মজা নামে (চমর গোটা নামে) অভিহিত। এই সাতপ্রকার শীতলা, শীতলা দেবীর অধিষ্ঠিত জানিবে। এই সকল শীতলায় শীতলোচিত আচরণ আশু অবলম্বন করিবে ॥ ৮০—৮৮

সাধ্যত্বাদি।—এই সকল শীতলার মধ্যে কতকগুলি বিনা যত্নে প্রশমিত হয়, কতকগুলি অতি কষ্টে নিবারিত হয়, কতকগুলি শীতলা প্রশমিত হয় বা নাও হয় এবং কতকগুলি শীতলা যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেও প্রশমিত হয় না ॥ ৮৯

ইতি মসূরিকা শীতলাধিকার।

ক্ষুদ্ররোগাধিকার।

ক্ষুদ্ররোগের মধ্যে পলিত রোগের নিদান ও লক্ষণ কথিত হইতেছে—ক্রোধ-শোক ও শ্রমজনিত দেহোষ্মা এবং পিত্ত শিরোগত হইয়া কেশ সকলকে অকালে পক্ক করে। ইহাকেই পলিত বা চুল পাকা কহে।

টীকা।—দেহোষ্মা—দেহাগ্নি। পিত্ত—ভ্রাজকাখ্য পিত্ত। ক্রোধ হেতু পিত্ত কুপিত ও শিরোগত হইয়া কেশকে পাকায়। শোক ও শ্রমহেতু বায়ু-কুপিত হইয়া দেহোষ্মাকে মস্তকে লইয়া যায়। "একদোষ প্রকুপিত হইয়া অন্যদোষদ্বয়কেও কুপিত করে" এই বচন হেতু বাতপিত্ত দ্বারা শ্লেষ্মাও কোপিত হইয়া থাকে। সেই শ্লেষ্মাই কেশের শুক্লত্ব সম্পাদন করে। এই প্রকার তিনটি দোষই পলিতের হেতু হইয়া থাকে। পলিত অর্থাৎ কেশের শুক্লবর্ণতা ॥ ১

পলিতের চিকিৎসা—লৌহচূর্ণ ২ তোলা, আমের আটীর শাঁস ১০ তোলা, আমলকীফল ২টা, হরীতকী ২টা এবং বহেড়া ১ টা, এই সকল দ্রব্য

পেষণ করিয়া লৌহপাত্রে একরাত্রি রাখিবে। ইহার প্রলেপ দিলে অচিরে পলিত নষ্ট হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—গাম্ভারীমূল, ঝাঁটী-মূল, কেয়ামূল, লৌহচূর্ণ, ভীমরাজ ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক এক মাসকাল মৃত্তিকা মধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া মস্তকে রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কাশকুসুম সদৃশ শুভ্রবর্ণ কেশও ভ্রমরসন্নিভ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ত্রিফলা, নীলপত্র, ভীমরাজ ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য মেষমূত্রে পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে পক্ককেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ ২—৫

ইন্দ্রলুপ্তের (টাকের) নিদান, সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—কুপিত পিত্ত ও বায়ু পরস্পর মিলিত এবং লোমকূপানুগত হইয়া তত্রত্য কেশ সকলকে উঠাইয়া দেয়। দুষ্ট শ্লেষ্মা ও রক্ত ঐ কেশকূপ সকলকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। তজ্জন্য ঐ স্থানে অন্য কেশ উঠে না। ইহাকেই ইন্দ্রলুপ্ত, খালিত্য বা রুহ্যা কহে ॥ ৬। ৭

ইন্দ্রলুপ্তের চিকিৎসা—তিক্ত পটোলী পত্রের স্বরসে তিন দিন নিয়ত ইন্দ্রলুপ্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে দীর্ঘকাল জাত ইন্দ্রলুপ্তও প্রশমিত হয়। গোক্ষুর ও তিল পুষ্প সমপরিমিত মধু ও ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা মস্তক প্রলেপিত করিলে মস্তক কেশে ব্যাপ্ত হয়। হস্তিদন্ত-ভস্ম ও রসাঞ্জন ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্তে কি, হস্ততলেও কেশ উঠিয়া থাকে। যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও কিস্‌মিস্ ইহাদের কল্কে তৈল ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া তাহা মস্তকে লেপন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত প্রশমিত এবং কেশ সকল ঘন ও দৃঢ় হয়। জাতী, ডহরকরঞ্জ, বরুণ, করবী ও চিতা এই সকলের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে নিঃসংশয় ইন্দ্রলুপ্ত বিনষ্ট হয় ॥ ৮—১২

স্নুহীদুগ্ধাদি তৈল—সীজের আটা, আকন্দের আটা; ঈশলাঙ্গলা, ভীমরাজ, বিষ, কুঁচ, রাখালশসা, শ্বেতসর্ষপ ও শ্বেত বচ এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং ছাগমূত্র ও গোমূত্র ইহাদের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত ও খালিত্য বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩। ১৪

দারুণকের লক্ষণ—এই রোগে কেশভূমি দারুণ (কর্কশ), কণ্ডূযুক্ত, রুক্ষ (ও ফাটা ফাটা) হয়। ইহা বাতশ্লেষ্ম প্রকোপজ ব্যাধি। (চলিত ভাষায় ইহাকে রুসী বা খুস্‌কী কহা গিয়া থাকে) ॥ ১৫

দারুণকের চিকিৎসা—পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া তাহাতে মধু সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক বিনষ্ট হয়। আম্রবীজ (আমের কেশীর শাঁস) ও হরীতকী এই দ্রব্যদ্বয় সমভাগে লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও দারুণক রোগ প্রশম প্রাপ্ত হয়। পোস্তদানা দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও দারুণক বিনষ্ট হয়। গুঞ্জাফলের (কুঁচের) কল্ক এবং ভীমরাজের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে কণ্ডূ, দারুণক ও কপালকুষ্ঠ দূরীভূত হয়। ইতি গুঞ্জাদি তৈল ॥ ১৬—১৮

অরুংষিকা লক্ষণ—কফ রক্ত ও ক্রিমি-কোপে মস্তকে যে বহুমুখ ও বহুক্লেদ বিশিষ্ট ব্রণ সমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অরুংষিকা কহে ॥ ১৯

চিকিৎসা—নীলোৎপলের কেশর, আমলকী ও যষ্টিমধু বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অরুংষিকা বিনষ্ট হয় ॥ ২০

ত্রিফলাদ্য তৈল—ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভীমরাজ, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও সৈন্ধব এই সকল কল্ক দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখিলে অরুংষিকা নষ্ট হয় ॥ ২১

ইরিবেল্লিকালক্ষণ—উগ্র বেদনা ও জ্বর সমন্বিত বর্ত্তুলাকার যে পিড়কা মস্তকে জন্মে, তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও ত্রিদোষলক্ষণান্বিত ॥ ২২

চিকিৎসা—পৈত্তিক বিসর্পের যে চিকিৎসা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভিষক্ ইরিবেল্লিকারও সেই চিকিৎসা করিবেন ॥ ২৩

পনসিকা লক্ষণ—কর্ণাভ্যন্তরে উগ্র বেদনা-যুক্ত স্থির যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে পনসিকা কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি ॥ ২৪

চিকিৎসা—প্রথমে পনসিকায় স্বেদ দিবে। পরে মনছাল, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাল ও দেবদারু

এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে। পনসিকা পাকিয়াছে বুঝিলে তাহা কাটিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে ॥ ২৫

পাষাণগর্দ্দভের লক্ষণ—হনুসন্ধিতে অল্প বেদনান্বিত স্থির ও চিক্কণ যে শোথ জন্মে, তাহাকে পাষাণগর্দ্দভ কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ॥ ২৬

চিকিৎসা—পাষাণ-গর্দ্দভে প্রথমে স্বেদ দিবে। পরে পনসিকা রোগোক্ত দ্রব্য সমূহের কল্ক উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। বাতশ্লৈষ্মিক শোথনাশক অন্যান্য কল্কেরও প্রলেপ দিবে। পাষাণগর্দ্দভ পাকিয়াছে দেখিলে তাহা কাটিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। জলৌকা দ্বারা রক্ত নির্হরণ করিলে বিনা ঔষধে পাষাণগর্দ্দভ প্রশমিত হয়। ইহা বহুস্থলে পরিদৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া লিখিত হইল ॥ ২৭—২৯

মুখদূষিকালক্ষণ—যুবা ব্যক্তিদিগের মুখে শিমুল কাঁটার ন্যায় যে সকল ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে মুখদূষিকা (বয়োব্রণ) কহে। ইহা কফ মারুত ও রক্তদোষে উদ্ভূত হইয়া থাকে। (যুবা ব্যক্তিদিগেরই মুখে স্বভাবতঃ ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।) ॥ ৩০

চিকিৎসা—মুখলেপের মাত্রা—মুখপ্রলেপের হীনমাত্রা—এক অঙ্গুলের চতুর্থাংশ পুরু, মধ্যমমাত্রা—এক অঙ্গুলের তৃতীয়াংশ পুরু এবং শ্রেষ্ঠমাত্রা—অর্দ্ধাঙ্গুল পুরু হইবে। মুখপ্রলেপের স্থিতিকাল—যে পর্য্যন্ত না প্রলেপ শুষ্ক হয়, সে পর্য্যন্ত প্রলেপ থাকিবে। শুষ্ক হইলেই তুলিয়া ফেলিবে। কারণ শুষ্ক প্রলেপ গুণহীন হয় এবং তাহা ত্বক্‌কে দূষিত করিয়া থাকে ॥ ৩১। ৩২

মুখলেপ—লোধকাষ্ঠ, ধনে ও বচ এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, তদ্বৎ গোরোচনা ও মরিচের প্রলেপ দিলে, তথা শ্বেত সর্ষপ, বচ, লোধকাষ্ঠ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে যৌবনোদ্ভূত পিড়কা আশু বিনষ্ট হয়। কেবল মাত্র তীক্ষ্ণ শিমুল কাঁটা দুগ্ধে পেষণ করিয়া তিনদিন মুখে প্রলেপ দিলে যৌবনপিড়কা বিনষ্ট হয় এবং মুখ পদ্মোপম হইয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৫

ব্যঙ্গের লক্ষণ—ক্রোধ ও শ্রমহেতু বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত এবং মুখে সমুপস্থিত হইয়া শ্যাববর্ণ অনুন্নত বেদনাহীন যে মণ্ডল উৎপাদন করে, তাহাকে মুখব্যঙ্গ (মেচেতা) কহে ॥ ৩৬

নীলিকা লক্ষণ—মুখে বা গাত্রে উক্ত ব্যঙ্গলক্ষণান্বিত অর্থাৎ অনুন্নত ও বেদনাহীন মণ্ডল যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নীলিকা বলে। (ব্যঙ্গ ও নীলিকায় প্রভেদ এই—ব্যঙ্গ শ্যাববর্ণ (কৃষ্ণমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ) নীলিকা অতি কৃষ্ণবর্ণ। ভোজ বলেন—ব্যঙ্গ কেবল মুখেই হয়, নীলিকা গাত্রে হইয়া থাকে ॥ ৩৭

ব্যঙ্গ ও নীলিকার চিকিৎসা—শিরাবেধ (রক্তমোক্ষণ) প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ দ্বারা ব্যঙ্গ, নীলিকা, ন্যচ্ছ ও তিলকালকের চিকিৎসা করিবে বটাঙ্কুর ও মসুর কলাই বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ নষ্ট হয়। মধু সংযুক্ত মঞ্জিষ্ঠা প্রলেপ ব্যঙ্গে প্রশস্ত। শশকের রক্তলেপনও ব্যঙ্গে হিতকর। বরুণছাল ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ নাশ পায়। জায়ফলের প্রলেপে ব্যঙ্গ ও নীলিকা প্রশমিত হয়। আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্র মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালজাত মুখকৃষ্ণতা দূরীভূত হয়। মসুরদাউল দুগ্ধে পেষিত এবং ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া সপ্তাহকাল প্রলেপ দিলে মুখ পদ্মোপম হইয়া থাকে। বটের পাণ্ডুবর্ণ পত্র (কচিপাতা), মালতীপুষ্প, রক্তচন্দন, কুড়, কালীয়ক (পীতচন্দন), ও লোধকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে যৌবনপিড়কা ও ব্যঙ্গ বিনষ্ট হয়। এই প্রলেপ দ্বারা মুখ নীলিকাদি বর্জ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮—৪৪

কুঙ্কুমাদ্যতৈল—তৈল ৴৮ সের। কল্কার্থ—কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, লোধকাষ্ঠ, বকমকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, কালীয়ক (পীতবর্ণ সুগন্ধিকাষ্ঠ), বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্ম, কুড়, গোরোচনা, হরিদ্রা, লাক্ষা, দারুহরিদ্রা, গৈরিক, নাগেশ্বর, পলাশকুসুম, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর, মালতীপুষ্প, মোম, শ্বেতসর্ষপ ও মহাভরী বচ ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই তোলা, দুগ্ধ ৩২ সের। মৃদু অগ্নিসন্তাপে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মুখে মাখিলে ব্যঙ্গ নীলিকা তিলকালক মাষক, ন্যচ্ছ, মুখদূষিকা, পদ্মিনীকণ্টক ও জতুমণি বিনষ্ট হয়। এই তৈল মর্দ্দনে মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল সদৃশ সুন্দর হইয়া থাকে ॥ ৪৫—৫০

বল্মীকের লক্ষণ—গ্রীবা, স্কন্ধ, কক্ষ (বাহুমূল, বগল), হস্ত ও পদদেশে, সন্ধিস্থলে ও গলদেশে বল্মীকবৎ বহুশিখর বিশিষ্ট যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বল্মীক কহা যায়। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। এই ব্যাধি অচিকিৎসিত হইলে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্রাব ও বেদনাযুক্ত উন্নতাগ্র

বহুমুখ বিসর্পবৎ বিসর্পিত হয়। ইহা দীর্ঘকাল জন্মিলে চিকিৎসার বিশেষ অযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৫১। ৫২

চিকিৎসা—শস্ত্র দ্বারা বল্মীককে কাটিয়া তাহা ক্ষার ও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে এবং অর্ব্বুদোক্ত বিধানে শোধন করিয়া ব্রণের রোপণ করিবে। বল্মীক যদি অত্যন্ত বর্দ্ধিত না হয় এবং মর্ম্মস্থানে না জন্মে, তাহা হইলে বমনবিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন করিয়া শোণিত মোক্ষণ করিবে। কুলখের মূল, গুলঞ্চ, সৈন্ধবলবণ, সোন্দালের মূল, দন্তীমূল, শ্যামামূল, তিলচূর্ণ ও যবশক্তু এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতাক্ত ও সুখোষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উপনাহ দিবে। বল্মীক পাকিয়াছে বুঝিলে উহার গতি সকল (নালী সকল) বিশেষরূপে অবগত হইয়া শস্ত্র দ্বারা চিরিয়া দিবে এবং তাহাতে ব্রণচিকিৎসোক্ত প্রদেহ (প্রলেপ বিশেষ) প্রয়োগ করিবে। দুষ্ট মাংস সকল ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা অপনয়ন করিবে। ব্রণ বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিলে রোপণ ঔষধ দ্বারা ব্রণের রোপণ করিবে ॥ ৫৩—৫৮

মনঃশিলাদ্যতৈল—মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, ছোট এলাচ, অগুরু, চন্দন ও জাতীপত্র এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং তক্রের সহিত নিম্বতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বহুচ্ছিদ্র ও বহুচ্ছিদ্র দ্বারা আবৃত ও শোথান্বিত যে বল্মীক, তাহা বর্জ্জন করিবে ॥ ৫৯। ৬০

কক্ষা ও গন্ধনামার লক্ষণ—বহু, কক্ষা (বগল), স্কন্ধ ও পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে কক্ষা কহে। কক্ষা পিত্তপ্রকোপজ ব্যাধি। বাহু প্রভৃতি স্থানে কক্ষোক্ত এক একটি স্ফোটকসন্নিভ পিড়কাকে গন্ধনামা কহে। ইহাও পিত্তপ্রকোপজ ব্যাধি ॥ ৬১। ৬২

ইহাদের চিকিৎসা—পূর্ব্বোক্ত পৈত্তিক বিসর্পের চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসক কক্ষার ও গন্ধনামার চিকিৎসা করিবেন ॥ ৬৩

অগ্নিরোহিণী লক্ষণ—কক্ষা ভাগে মাংসবিদারক, অন্তর্দাহ ও জ্বরকারক, প্রদীপ্ত পাবকসন্নিভ যে সকল বিস্ফোট জন্মে, তাহাদিগকে অগ্নিরোহিণী কহে। ইহা সান্নিপাতিক অসাধ্য ব্যাধি। এই রোগে সাতদিনে দশদিনে বা পনর দিনে রোগির মৃত্যু হয়।

টীকা।—বাতপিত্ত ও কফ প্রকোপেই যথাক্রমে সাত দিনে, দশ দিনে বা পনর দিনে রোগির মৃত্যু ঘটে। অগ্নিরোহিণী অচিকিৎসিত হইলে রোগিকে বিনাশ করে কিন্তু চিকিৎসিত হইলে উহা সাধ্য হইয়া থাকে। যেহেতু চরকে অগ্নিরোহিণীর চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে ॥ ৬৪।৬৫

চিকিৎসা—পিত্তবিসর্প বিধানে অগ্নিরোহিণীর চিকিৎসা করিবে। ইহাতে লঙ্ঘন দিবে, রক্তমোক্ষণ ও রুক্ষ ক্রিয়া সংশোধন করিবে। অগ্নিরোহিণী প্রবৃদ্ধ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে।৬৬

বিদারিকা লক্ষণ—কক্ষা (বগল) ও বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে বিদারীকন্দের ন্যায় (ভূমিকুষ্মাণ্ডের মত) সম্বদ্ধ ও রক্তবর্ণ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহা সর্ব্বদোষজ ও সর্ব্বলক্ষণান্বিত ॥৬৭

চিকিৎসা—বিদারিকায় প্রথমে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ হিতকর। বিদারিকা পাকিলে তাহা চিরিয়া দিয়া ব্রণবিধানে চিকিৎসা করিবে ॥ ৬৮

চিপ্পের লক্ষণ—বায়ু ও পিত্ত নখের মাংসকে দূষিত করিয়া দাহ ও পাক বিশিষ্ট যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে চিপ্প (অঙ্গুলিবেষ্ট, আঙ্গুলহাড়া) কহে ॥ ৬৯

কুনখের লক্ষণ—অভিঘাতে নখ দুষ্ট হইয়া রুক্ষ (চিক্কণতাহীন) শ্বেতবর্ণ ও খরস্পর্শ হইলে তাহাকে কুনখ অথবা কুলীর কহা গিয়া থাকে ॥ ৭০

চিপ্প ও কুনখের চিকিৎসা—রক্ত-মোক্ষণ ও সংশোধন দ্বারা চিপ্পের চিকিৎসা করিবে। পরে তাহার উষ্মা অপগত হইয়াছে বুঝিলে তাহাতে উষ্ণ বারি সেচন করিবে। প্রয়োজন হইলে শস্ত্র দ্বারাও চিপ্প বিদারণ করিয়া তাহা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। তৎপরে ব্রণোক্তবিধানে ক্ষতের রোপণ করিবে। লৌহ পাত্রে হরিদ্রার স্বরসে হরীতকী ঘর্ষণ করিলে তাহাতে যে কল্ক উৎপন্ন হইবে, সেই কল্ক দ্বারা পুনঃপুনঃ চিপ্প প্রলিপ্ত করিবে। গাম্ভারীর সাতটি কচি পত্রে চিপ্প পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলে আশু চিপ্প প্রশমিত হয়। শ্লেষ্মবিদ্রধিবিধানে কুনখের চিকিৎসা করিবে। নখকোটি মধ্যে সোহাগার খৈ প্রবেশিত করিলে কুনখের শান্তি হয় ॥ ৭১—৭৫

পরিবর্ত্তিকা লক্ষণ—লিঙ্গ অতি মর্দ্দিত, অতি প্রপীড়িত বা অভিহত হইলে তদ্দ্বারা ব্যান বায়ু কুপিত হইয়া লিঙ্গ চর্ম্মকে আশ্রয় করিলে ঐ চর্ম্ম দূষিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাতে বেদনা ও দাহ

হইয়া থাকে এবং ইহা কদাচিৎ পাকে। লিঙ্গমণির অধোভাগে ঐ চর্ম্মকোশ গ্রন্থিরূপে লম্বমান হয়। ইহাকেই পরিবর্ত্তিকা কহে। বাতজ পরিবর্ত্তিকা বেদনান্বিত কিন্তু উহাতে শ্লেষ্মা অনুগ হইলে সকণ্ডু ও কঠিন হইয়া থাকে।

টীকা —পরিবর্ত্তিকায় যখন দাহ ও পাক থাকে, তখন উহা বাতজ হইলেও উহাতে পিত্তেরও অনুবন্ধ থাকে বুঝিতে হইবে ॥ ৭৬—৭৮

চিকিৎসা—পরিবর্ত্তিকাকে প্রথমে ঘৃতাভাক্ত, তৎপরে স্বেদ দ্বারা সুস্বিন্ন করিয়া ত্রিরাত্র বা পঞ্চরাত্র বাতঘ্ন শাল্বণাদি দ্বারা উপনাহ দিবে। তদনন্তর চর্ম্মকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া শস্ত্র দ্বারা পাটিত করিবে (চিরিয়া দিবে) এবং লিঙ্গমণিকে ধীরে ধীরে টিপিয়া চর্ম্ম মধ্যে প্রবেশিত করিবে। লিঙ্গমণি চর্ম্মমধ্য প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে উপনাহ স্বেদ দিবে। পরে বাতহর বস্তি প্রয়োগ করিবে এবং রোগিকে স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করাইবে ॥ ৭৯। ৮০

অবপাটিকার লক্ষণ—অনার্ত্তবা বালিকার সূক্ষ্মমুখ-যোনিতে হর্ষ বা বলপূর্ব্বক গমন করা প্রযুক্ত অথবা হস্তাভিঘাত দ্বারা, কিংবা বলপূর্ব্বক মর্দ্দন বা পীড়ন দ্বারা, অথবা শুক্রবেগ দ্বারা লিঙ্গচর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত হইলে অর্থাৎ স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে যদি ঐ চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে অবপাটিকা কহা গিয়া থাকে। বাতপ্রকোপে অবপাটিকা খরস্পর্শ রুক্ষ সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনান্বিত, পিত্তপ্রকোপে পীত বা রক্তবর্ণ এবং দাহ ও তৃষ্ণা সমন্বিত ; কফপ্রকোপে কঠিন স্নিগ্ধ কণ্ডুযুক্ত ও স্বল্প বেদনান্বিত হইয়া থাকে ॥ ৮১—৮৩

চিকিৎসা—স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা অবপাটিকার চিকিৎসা করিবে।

নিরুদ্ধ প্রকাশের লক্ষণ—লিঙ্গ বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইলে চর্ম্মকোশ যদি লিঙ্গমণিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করে এবং তজ্জন্য যদি মণি বদ্ধ, সুতরাং মূত্রস্রোতও রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে নিরুদ্ধ প্রকাশ (নিরুদ্ধ প্রকশ) কহে। মূত্রস্রোত যদি সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মন্দ মন্দ ধারে অল্প বেদনার সহিত মূত্র অল্প অল্প প্রবর্ত্তিত হয় কিন্তু রুদ্ধ হইলে মূত্র একবারে বদ্ধ হইয়া যায়। নিরুদ্ধপ্রকাশে মণি বিবৃত হয় না। বাতসম্ভূত নিরুদ্ধপ্রকাশ অধিক বেদনান্বিত হইয়া থাকে। (আর্ষত্ব হেতু নিরুদ্ধপ্রকাশের স্থলে নিরুদ্ধ প্রকশ হইয়াছে)। ৮৪।৮৫

চিকিৎসা—লোহ নির্ম্মিত, কাষ্ঠ নির্ম্মিত বা জতু-নির্ম্মিত একটা দ্বিমুখ শলাকা ঘৃতাক্ত করিয়া নিরুদ্ধপ্রকাশে প্রবেশিত করিয়া দিবে। এবং শুশুকের বসা দ্বারা, অথবা বাতঘ্ন ঔষধযুক্ত চক্র তৈল দ্বারা নিরুদ্ধপ্রকাশ পরিষেক করিবে। তিন তিন দিন অন্তর অপেক্ষাকৃত স্থূলতর শলাকা মূত্রমার্গে প্রবেশিত করিয়া মূত্রস্রোত বিবর্দ্ধিত করিবে। এবং রোগিকে স্নিগ্ধ অন্ন পথ্য দিবে। অথবা সেবনী রক্ষা পূর্ব্বক নিরুদ্ধপ্রকশ ভেদ করিয়া সদ্যঃক্ষতবৎ চিকিৎসা করিবে ॥ ৮৬—৮৮

সন্নিরুদ্ধ গুদ লক্ষণ—পুরীষের বেগ ধারণ হেতু অপান বায়ু কুপিত হইয়া মল-নির্গম মার্গকে রুদ্ধ ও সূক্ষ্মদ্বার করে। মলমার্গের সূক্ষ্মত্ব হেতু পুরীষ অতি কষ্টে নির্গত হয়। ইহারই নাম—সন্নিরুদ্ধ গুদ। ইহা অতি ভয়ানক ॥ ৮৯। ৯০

চিকিৎসা—সন্নিরুদ্ধগুদে বাতহর তৈল সকল দ্বারা পরিষেক করিবে। অথবা নিরুদ্ধপ্রকশের চিকিৎসাও করিবে ॥ ৯১

বৃষণকচ্ছূ লক্ষণ—স্নান ও উদ্বর্ত্তন বর্জ্জিত ব্যক্তির অণ্ডকোষের মলা ঘর্ম্ম দ্বারা ক্লিন্ন হইলে তাহাতে কণ্ডূ জন্মে। এবং কণ্ডূয়ন হেতু শীঘ্রই স্ফোটক ও স্রাব উৎপন্ন হয়। ইহাকেই বৃষণকচ্ছূ কহে। ইহা শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজ ব্যাধি ॥ ৯২। ৯৩

চিকিৎসা—ধুনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া নিয়ত উদ্বর্ত্তন (মর্দ্দন) করিলে বৃষণকণ্ডূ প্রশমিত হয়। ইহাতে পামারোগের ও অহিপূতন রোগের নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসাও করিবে ॥ ৯৪। ৯৫

অহিপূতনের লক্ষণ—শিশুদিগের গুহ্যদেশের মলমূত্র বা ঘর্ম্ম ধুইয়া না দিলে ক্লেদ হেতু ঐ স্থানে কফোদ্ভব কণ্ডূ জন্মে এবং কণ্ডূয়ন হেতু শীঘ্রই তথায় স্ফোট (ক্ষত) ও স্রাব উৎপন্ন হয়। পরে ক্ষত সকল একীভূত হইয়া অতি কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। ইহাকেই অহিপূতনক কহে ॥ ৯৬।৯৭

চিকিৎসা—অহিপূতন রোগে প্রথমে সংশোধন দ্বারা ধাত্রীর স্তন্য শোধন করিবে। ত্রিফলা ও খদিরের ক্বাথে ক্ষত সকল ধৌত করিবে। এবং শঙ্খচূর্ণ, সৌবীর (সদা সূর্ম্মা) ও যষ্টিমধুর প্রলেপ দিবে ॥ ৯৮

গুদভ্রংশের লক্ষণ—অতিশয় কুন্থন ও অতি তরল মল প্রবর্ত্তন হেতু রুক্ষ ও দুর্ব্বল দেহ ব্যক্তির

গুদনাড়ী বহির্গত হইলে তাহাকে গুদভ্রংশ রোগ কহা যায় ॥ ৯৯

চিকিৎসা—গুদভ্রংশে গুদনাড়ীকে ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা অভ্যক্ত এবং স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া দিবে। গুদনাড়ী প্রবিষ্ট হইলে একখান সচ্ছিদ্র গব্যচর্ম্ম দ্বারা যত্নপূর্ব্বক গুহ্যমার্গ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি কোমল পদ্মিনী পত্র চিনি সহ নিত্য খায়, তাহার গুদনাড়ী নির্গত হয় না। মূষিকের বসা দ্বারা গুদভ্রংশে প্রলেপ দিবে। অথবা মূষিকের মাংস দ্বারা গুদভ্রংশে স্বেদ প্রদান করিবে। বৃক্ষাম্ল (মহাদা বা তেঁতুল), চিতামূল, আমরুল, বিল্ব, আকনাদি ও যবক্ষার গুদভ্রংশ রোগী এই সকল দ্রব্য তক্রের সহিত নিত্য সেবন করিবে। ইহা অগ্নির দীপক ॥ ১০০—১০৩

মূষক তৈল—মূষিক মাংস ও দশমূল এই উভয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া তাহাদের ক্বাথ ও কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গে গুদভ্রংশ এবং গুদশূল ও ভগন্দর বিনষ্ট হয় ॥ ১০৪। ১০৫ ॥

শূকর দংষ্ট্রের লক্ষণ—উক্ত গুদভ্রংশে যদি দাহ, তীব্র বেদনা ও কণ্ডূ থাকে—এবং তাহাতে যদি ত্বক্ পাকে ও জ্বর হয়, তাহা হইলে তাহাকে শূকরদংষ্ট্র কহা যায় ॥ ১০৬

চিকিৎসা—ভীমরাজের মূল ও হরিদ্রা চূর্ণ করিয়া লেপন করিলে শূকরদংষ্ট্র শীঘ্র বিনষ্ট হয়। পদ্মের মূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে খাইলে শূকর দংষ্ট্র এবং তদুদ্ভব ঘোর জ্বর প্রশমিত হয়। হরিদ্রা ও ভীমরাজের মূল শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিসর্প ও শূকরদংষ্ট্র বিনষ্ট হয় ॥ ১০৭-১০৯

অনুশয়ী লক্ষণ—পাদের উপরিভাগে অল্প শোথ বিশিষ্ট, ত্বক্‌সম বর্ণ, অন্তঃপাকশীল সুতরাং গম্ভীর যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অনুশয়ী কহে ॥ ১১০

চিকিৎসা—শ্লেষ্ম বিদ্রধির চিকিৎসা দ্বারা অনুশয়ীর চিকিৎসা করিবে ॥ ১১১

অলসের লক্ষণ—দুষ্ট কর্দ্দম সংস্পর্শে পাদাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগ ক্লিন্ন এবং কণ্ডূ দাহ (ও বেদনা) বিশিষ্ট হইলে তাহাকে অলস কহে। চলিত ভাষায় ইহাকে পাঁকুই কহা গিয়া থাকে ॥ ১১২

চিকিৎসা—কাঞ্জী দ্বারা পাদদ্বয় (অলস রোগান্বিত পাদ) সিক্ত করিয়া তাহাতে (অলসে) পল্‌তা, মনছাল, নিম, গোরোচনা, মরিচ ও তিল ইহাদের প্রলেপ দিবে। কণ্টকারীর স্বরস সহ সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল অলসে লেপন করিবে। তদনন্তর হীরাকস, মনছাল ও তিল ইহাদের চূর্ণ দ্বারা অলস অবচূর্ণিত করিবে। করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, পদ্মকাষ্ঠ, মধু, গোরোচনা ও হরিতাল এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ অলসে হিতকর ॥ ১১৩–১১৫

দারী লক্ষণ—যে ব্যক্তি পদব্রজে অধিক পরিভ্রমণ করে তাহার পদতলদ্বয়, রুক্ষ হইয়া বায়ু কর্তৃক বিদারিত হয় অর্থাৎ ফাটিয়া যায়, ইহাকেই পাদদারী কহে। পাদদারীতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে ॥ ১১৬

চিকিৎসা—পাদদারী রোগে পদতলের শিরা-বেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পাদদ্বয়ে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এবং মোম বসা মজ্জা ঘৃত ও যবক্ষারের প্রলেপ মুহুর্মুহুঃ দিবে।

টীকা। বিশেষ উল্লেখ না থাকায় এস্থলে ছাগাদিরই বসা ও মজ্জা লইতে হইবে। যেহেতু মদনপালে উক্ত আছে যে, "মেদঃ মজ্জা ও বসা, গ্রাম্য আনূপ ও ঔদক জন্তুদিগেরই লইবে"। শুদ্ধমাংসোদ্‌ভূত স্নেহ পদার্থকে বসা এবং অস্থির বিশুদ্ধ স্নেহকে মজ্জা কহে। ক্ষার যবক্ষার।

ধুনা ও সৈন্ধবচূর্ণ ঘৃত ও মধুপ্লুত এবং সর্ষপ তৈলে মথিত করিয়া তদ্দ্বারা পাদদারী পরিমার্জ্জন করিবে। মোম, গৈরিক (শিলাজতু), ঘৃত, গুড়, মহিষাখ্য গুগ্‌গুলু, ধুনা ও গৈরিক (গেরিমাটী) এই সকল দ্রব্য মর্দ্দিত করিয়া প্রলেপ দিলে পাদদারী বিনষ্ট হয়। ইহা সিদ্ধ ঔষধ ॥ ১১৭—১১৯

উন্মত্ত তৈল—ধুতুরা বীজের কল্ক এবং মাণের ক্ষার মিশ্রিত জল, ইহাদের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল পাদদারীতে মাখাইলে নিঃসংশয় পাদদারী বিনষ্ট হয় ॥ ১২০

কদরের লক্ষণ—কাঁকড় দ্বারা পদতল উন্মথিত, অথবা কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত হইলে কুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহাকেই কদর (কুলআঁটী) কহে ॥ ১২১

চিকিৎসা—শস্ত্র দ্বারা কদর উদ্ধৃত করিয়া অত্যুষ্ণ তৈল বা অগ্নি দ্বারা তৎস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে ॥ ১২২

তিলকালক লক্ষণ—ত্বকের উপর অনুন্নত, অবেদন ও কৃষ্ণবর্ণ তিলবৎ যে সকল চিহ্ন উৎপন্ন

হয়, তাহাকে তিলকালক (তিল) কহে। ইহা ত্রিদোষজ ॥ ১২৩

মশক লক্ষণ—বেদনা রহিত. অচল, কৃষ্ণবর্ণ, উন্নত এবং মাষকলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে মাংসাঙ্কুর গাত্রে উৎপন্ন হয়, তাহাকে মশক (আঁচিল) কহে। ইহা বাতজ ব্যাধি ॥ ১২৪

জতুমণি লক্ষণ—ত্বকের উপর মসৃণ, কিঞ্চিৎ উন্নত ও অবেদন যে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে জতুমণি (জড়ুল) কহে। ইহা সহজ অর্থাৎ শরীরের সহজাত। জতুমণি কফরক্ত প্রকোপজ ব্যাধি। ইহার অন্য নাম লক্ষ, কোন কোন আচার্য্যের মতে ইহার অপর নাম লক্ষ্য। (কিন্তু অপর কতকগুলি পণ্ডিত জতুমণি ও লক্ষের ভেদক লক্ষণ পাঠ করেন, যথা)—গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ চিক্কণ ও অবেদন যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহা জতুমণি। জতুমণি শ্লেষ্মোল্বণ ত্রিদোষে উদ্ভূত হইয়া থাকে। আর ঐ মণ্ডল যদি রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে লক্ষ বা লক্ষ্য নামে অভিহিত করা যায় ॥ ১২৫—১২৭

তিলকালক মশক ও জতুমণির চিকিৎসা—চর্ম্মকীল, জতুমণি, মশক ও তিলকালক ইহাদিগকে শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া দিবে ॥ ১২৮

ন্যচ্ছ লক্ষণ—গাত্রে বহ্বায়ত বা অল্পায়ত এবং শ্যাব বা কৃষ্ণবর্ণ যে বেদনা রহিত মণ্ডল উদ্ভূত হয়, তাহাকে ন্যচ্ছ (ছোদ্র বা ছুলি) কহে ॥ ১২৯

চিকিৎসা—শিরাবেধ প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ দ্বারা ন্যচ্ছের চিকিৎসা করিবে। বটাদি ক্ষীরি বৃক্ষের ছাল দুগ্ধে পেষণ করিয়া ন্যচ্ছে লেপন করিবে। সিদ্ধিপত্র, বিদ্ধড়কমূল ও শিংশপা (শিশু) এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩০–১৩১

পদ্মিনীকণ্টক লক্ষণ—ত্বকের উপর পদ্ম মৃণালের কণ্টকের ন্যায় কণ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, বৃত্তাকার যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে পদ্মিনী কণ্টক (পদ্মকাঁটা) কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি ॥ ১৩২

চিকিৎসা—পদ্মিনীকণ্টক রোগে রোগিকে নিমের ক্বাথ খাওয়াইয়া বমন করাইবে। নিমের ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত মধুর সহিত পান করিতে দিবে। ইহাতে নিম ও সোন্দালের কল্ক দ্বারা উদ্বর্ত্তন হিতকর ॥ ১৩৩

নিম্বাদি ঘৃত—গব্য ঘৃত যত লইবে, নিমের ক্বাথ তাহার চতুর্গুণ এবং নিম ও সোন্দাল পত্রের কল্ক তাহার চতুর্থাংশ লইয়া তৎসহ ঐ ঘৃত পাক করিবে। সেবন মাত্রা—১ পল পর্য্যন্ত। এই ঘৃত পানে পদ্মিনীকণ্টক রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৩৪।১৩৫

অজগল্লিকা—স্নিগ্ধ, গাত্রসমবর্ণ, গ্রথিত, অবেদন ও মুদ্গাকৃতি যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অজগল্লিকা কহে। ইহা প্রায় বালকদিগেরই হইয়া থাকে। এই ব্যাধি কফবাতের প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৩৬

চিকিৎসা—অজগল্লিকার আমাবস্থায় জলৌকা দ্বারা তাহা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। শুক্তিচূর্ণ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও যবক্ষার ইহাদের কল্ক দ্বারা মুহুর্মুহুঃ অজগল্লিকায় প্রলেপ দিবে। অজগল্লিকা কঠিন হইলে তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিয়া বিনষ্ট করিবে ॥ ১৩৭

যবপ্রখ্যার লক্ষণ—যবাকৃতি অর্থাৎ যবের ন্যায় মধ্যস্থূল ও প্রান্তকৃশ এবং কঠিন, গ্রথিত ও মাংসাশ্রিত যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে যবপ্রখ্যা কহে। ইহা কফবাতজ ব্যাধি ॥ ১৩৮

অন্ত্রালজী লক্ষণ—কঠিন, অবক্র, উন্নত. বর্ত্তুলাকার ও অল্পপূযযুক্ত যে পিড়কা উদ্ভূত হয়, তাহাকে অন্ত্রালজী কহে। ইহা বাতশ্লেষ্ম ব্যাধি ॥ ১৩৯

যবপ্রখ্যা ও অন্ত্রালজীর চিকিৎসা—অন্ত্রালজী ও যবপ্রখ্যারোগে প্রথমে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। মনছাল, দেবদারু ও কুড় ইহাদের কল্কদ্বারা প্রলেপ দিবে। অন্ত্রালজী ও যবপ্রখ্যা পাকিলে ব্রণোক্ত বিধানে তাহাদের চিকিৎসা করিবে ॥ ১৪০

বিবৃতা লক্ষণ—পাকা ডুমুরের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অত্যন্ত দাহান্বিত, পরিমণ্ডল (সর্ব্বতঃ শোথান্বিত) ও বিবৃতমুখ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিবৃতা কহে। ইহা পিত্তপ্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪১

ইন্দ্রবৃদ্ধা লক্ষণ—পদ্মবীজকোশের বীজ সকল কোশমধ্যে যেরূপ মণ্ডলাকারে সংস্থিত, ত্বকের উপরি সেইরূপ ভাবে পিড়কা সকল উদ্ভূত হইলে, তাহাকে ইন্দ্রবৃদ্ধা কহা যায়। ইহা বাতপিত্তজ ব্যাধি ॥ ১৪২

গর্দ্দভিকা লক্ষণ—মণ্ডলাকারে উৎপন্ন, বর্ত্তুলাকৃতি, উন্নত, রক্তবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও পিড়কা-ব্যাপ্ত, যে পিড়কা তাহাকে গর্দ্দভিকা কহে। ইহা বাতপিত্তজ ॥ ১৪৩

জালগর্দ্দভ লক্ষণ—যে শোথ তনু (পাত্‌লা) ও অপাকবান্ (ঈষৎ পাকবান্), যাহা বিসর্পের ন্যায় পরিসর্পণশীল এবং যাহাতে দাহ ও জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহাকে জালগর্দ্দভ কহে। জালগর্দ্দভ অগ্নিবাত নামে খ্যাত। ইহা পিত্তপ্রকোপে উৎপন্ন হয় ॥ ১৪৪

বিবৃতা-ইন্দ্রবৃদ্ধ-গর্দ্দভিকা ও জাল-গর্দ্দভ চিকিৎসা—পৈত্তিক বিসর্পের ন্যায় বিবৃতা-ইন্দ্রবৃদ্ধা-গর্দ্দভিকা ও জালগর্দ্দভের চিকিৎসা করিবে। এই সকল রোগ পাকিলে মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা উহাদের রোপণ করিবে ॥ ১৪৫

কচ্ছপিকা লক্ষণ—কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ মধ্যে উন্নত ও প্রান্তে নত এবং অতি কঠিন ও কষ্টপ্রদ এরূপ পাঁচটি বা ছয়টি পিড়কা একত্র গ্রথিত হইলে তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। কচ্ছপিকা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি ॥ ১৪৬

চিকিৎসা—কচ্ছপিকাতে প্রথমে স্বেদ দিবে। পরে হরিদ্রা, কুড়, চিনি, হরিতাল ও দেবদারু ইহাদের কল্ক দ্বারা প্রলেপ দিবে। কচ্ছপিকা পাকিলে ব্রণ চিকিৎসাবিধানে শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ১৪৭

শর্করার্ব্বুদের লক্ষণ—কুপিত বায়ু ও শ্লেষ্মা, মাংস-শিরা-স্নায়ু ও মেদকে দূষিত করিয়া গ্রন্থি উৎপাদন করে। ঐ গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে ঘৃত মধু ও বসাসদৃশ স্রাব নির্গত হয়। এবং ধাতুক্ষয়হেতু পূর্ব্ব দুষ্টবায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া মাংস শোষণপূর্ব্বক শর্করাতুল্য কঠিন গ্রন্থি জন্মাইয়া থাকে। তৎপরে সেই অর্ব্বুদস্থিত শিরাসকল হইতে দুর্গন্ধ পচা ও নানাবর্ণবিশিষ্ট স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে, কখন বা সহসা সেই সকল শিরা দিয়া রক্ত নির্গত হয়। এই ব্যাধিকেই শর্করার্ব্বুদ কহা গিয়া থাকে। ১৪৮—১৫০

চিকিৎসা—মেদোজ অর্ব্বুদের বিধানে শর্করা-র্ব্বুদের চিকিৎসা করিবে।

হেতু ও লক্ষণের সহিত কতিপয় বিকার বর্ণিত—হইতেছে।

কার্য্যক্ষম ব্যক্তির কার্য্যে যে অনুৎসাহ, তাহাকে আলস্য কহে। অত্যর্থ চিন্তা দ্বারা যে অস্বাস্থ্য (অপ্রকৃতিস্থতা) তাহাকে অরতি কহে। ভুক্ত অন্ন উৎক্লেশিত (বহির্গমনোন্মুখ) হইয়া বহির্গত হইতে না পারিলে এবং মুখ দিয়া জলস্রাব ও কেবল থুথু বাহির হইতে থাকিলে ও তজ্জন্য হৃদয় ব্যথিত হইলে তাহাকে উৎক্লেশ কহা যায়। মুখের মধুরতা, তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্বেষ্টন (পীড়নবদ্ ব্যথা), ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) ও অন্নে অরুচি এই সকল লক্ষণ যাহার উপস্থিত হয়, তাহার গ্লানি হইয়াছে বলা যায়। ওজঃক্ষয়, দুঃখ, অজীর্ণ ও শ্রম এই সকল কারণে গ্লানি হয়। উদান বায়ুর প্রকোপ এবং আহারের সুস্থিতত্বহেতু বায়ুর যে ঊর্দ্ধগমন হয়, তাহাকে উদ্গার কহা যায়। উদরে যে গুড়গুড়া শব্দ হয়, তাহাকে আটোপ কহে। তমঃস্থ (অন্ধকার প্রবিষ্ট) ব্যক্তির ন্যায় যে জ্ঞান অর্থাৎ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দর্শন, তাহাই তমঃ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৫১—১৫৫

ইতি ক্ষুদ্ররোগাধিকার।

শিরোরোগাধিকার।

শিরোরোগের নিদান ও সংখ্যা—শিরোরোগ (শিরোগত শূলরূপ পীড়া) একাদশ প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ধাতুক্ষয়জ ও ক্রিমিজ এবং সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক ও শঙ্খক। এই একাদশ প্রকার শিরোরোগের লক্ষণ বলিব ॥ ১। ২

বাতজ শিরোরোগ—বাতজ শিরোরোগে হঠাৎ অর্থাৎ অতর্কিত কারণে মস্তকে বেদনা

উপস্থিত হয়। রাত্রিকালে বেদনা অতিমাত্র বৃদ্ধি পায় (রাত্রিকালের শীতলতাহেতু বায়ুর প্রকোপাধিক্য হওয়ায় বাতজ শিরোরোগ রাত্রিকালে বাড়ে), বস্ত্রাদি দ্বারা শিরোবন্ধন বা মস্তকে স্বেদ প্রয়োগ করিলে বেদনার প্রশম হইয়া থাকে ॥ ৩

পিত্তজশিরোরোগ—ইহাতে বোধ হয় যেন, মস্তক প্রদীপ্ত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, চক্ষুঃ ও নাসিকা যেন দগ্ধ হইতেছে। শৈত্য ক্রিয়ায় ও রাত্রিকালে ইহার বিশেষ উপশম হয় ॥ ৪

কফজশিরোরোগ—ইহাতে মস্তক (মস্তকাভ্যন্তর) কফলিপ্ত, গুরু, প্রতিষ্টব্ধ (বদ্ধবৎ) ও হিমস্পর্শ হয়। কফজ শিরোরোগে নেত্রে নাসিকায় ও বদনে শোথ হয় ॥ ৫

ত্রিদোষজশিরোরোগ— সান্নিপাতিক শিরোরোগে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ শিরোরোগেরই লক্ষণ সকল সংঘটিত হয়।

রক্তজশিরোরোগ—ইহাতে পিত্তজ শিরোরোগের লক্ষণ সকলই উপস্থিত হয়। পৈত্তিক শিরোরোগ হইতে প্রভেদ এই— রক্তজ শিরোরোগে মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া থাকে ॥ ৬

ক্ষয়জ শিরোরোগ—শিরোগত বসা কফ ও রক্তের অতি ক্ষয়হেতু ক্ষয়জ শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা অতি কষ্টদায়ক ও কষ্টসাধ্য। স্বেদ, বমন, ধূম ও নস্য প্রয়োগ এবং রক্তমোক্ষণ করিলে ইহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ক্ষয়জ শিরোরোগে গাত্র ঘূর্ণন, গাত্রে সূচীবেধবৎ পীড়া, মস্তকের ও নেত্রের বিভ্রান্ততা, মূর্চ্ছা ও গাত্রাবসাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৭—৯

ক্রিমিজ শিরোরোগ—ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকে অতিমাত্র নিস্তোদ (সূচীবেধবৎ পীড়া), ক্রিমির কামড়ানি, মস্তকাভ্যন্তরে দপদপানি এবং নাসিকা দিয়া সপূয রক্তনির্গম (ক্রিমিরও নির্গম) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রিমিজ শিরোরোগ অতীব ভয়ানক ॥ ১০

সূর্য্যাবর্ত্ত—সূর্য্যাবর্ত্তনামক শিরোরোগে সূর্য্যোদয়কালে চক্ষুঃ ও ভ্রূতে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, বেদনাও তত বৃদ্ধি পায়, এইরূপে মধ্যাহ্নকালে বেদনার অতি প্রাবল্য হইয়া থাকে। এবং সূর্য্য পশ্চিমে যত নামিতে থাকে, বেদনাও ক্রমশঃ তত মন্দীভূত হইয়া সায়ংকালে নিবৃত্তি পায়। ইহাকেই সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগ কহে। ইহা সান্নিপাতিক ও অতি কষ্টসাধ্য ॥ ১১। ১২

অনন্তবাত—অনন্ত বাতনাশক শিরোরোগে বাতাদি দোষত্রয় মন্যানামক গ্রীবাদেশস্থ শিরাকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া নিজ নিজ বেদনা (ব্যথা দাহ গৌরবাদি) তীব্ররূপে উৎপাদন করে। সেই বেদনা শীঘ্রই অক্ষি ভ্রূ ও শঙ্খদেশে বিশেষরূপ অবস্থিতি করিয়া গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ এবং বিবিধ নেত্ররোগ জন্মাইয়া থাকে। ইহারই নাম অনন্তবাত। ইহা ত্রিদোষোদ্ভব ব্যাধি ॥ ১৩। ১৪

শঙ্খক—শঙ্খক নামক শিরোরোগে পিত্ত রক্ত ও বায়ু (ইহাতে কফেরও অনুবন্ধ থাকে) কুপিত ও পরস্পর মিলিত হইয়া শঙ্খদেশে অতি দারুণ বেদনা ও দাহ সমন্বিত রক্তবর্ণ শোথ উৎপাদন করে। সেই শোথ বিষবৎ বেগে শীঘ্র মস্তক ও গলদেশকে নিরুদ্ধ করিয়া তিন দিনের মধ্যে রোগির জীবন নাশ করে। কিন্তু যদি কুশল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া রোগী তিন দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে, তখন তাহার চিকিৎসার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৫। ১৬

অর্দ্ধাবভেদক—রুক্ষভোজন, অধ্যশন, পূর্ব্ববায়ু ও হিমসেবন, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, আয়াস (অতি চলন-ভারোদ্বহনাদি), ব্যায়াম (মল্লযুদ্ধাদি) এই সকল কারণে বায়ু কুপিত ও বলবান্ হইয়া স্বয়ং অথবা কফের সহিত মস্তকের অর্দ্ধভাগ আশ্রয় করিয়া সেই ভাগের মন্যা, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, নেত্র ও ললাটে তীব্র বেদনা উৎপাদন করে। এই রোগকে অর্দ্ধাবভেদক (আধ্‌কপালে) কহে। ইহার বেদনা শস্ত্রাঘাতের ন্যায় বা বজ্রপাতের ন্যায় কষ্টদায়ক। ইহা প্রবৃদ্ধ হইলে চক্ষুঃ অথবা কর্ণকে নষ্ট করে ॥ ১৭—১৯

শিরোরোগের চিকিৎসা—বাতজ শিরোরোগে স্নেহ, স্বেদ, ঘর্ষণ এবং বাতরোগনাশক পান আহার ও উপনাহ ব্যবস্থা করিবে। কুড়, এরণ্ডমূল ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য তক্রে পেষিত এবং অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া কপালে তাহার প্রলেপ দিবে। ইহা বাতজ শিরোরোগনাশক। শ্বাসকুঠার রস নামে যে ঔষধ আছে, তাহার নস্য লইলে নিশ্চয় শিরঃশূল প্রশমিত হয় ॥ ২০—২২

শিরোবস্তিবিধি—মস্তক-প্রমাণ আয়ত এবং ষোড়শাঙ্গুল (পাঠান্তরে আট অঙ্গুল) উন্নত, এমন

একটি চর্ম্মবস্তি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা রোগির মস্তক বেষ্টিত করিবে এবং অধোভাগ মাষকলায়ের কল্ক দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্মবস্তি পূর্ণ করিবে। এক প্রহরই হউক বা অর্দ্ধ প্রহরই হউক যে পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত রোগী বস্তি ধারণ করিয়া স্থিরভাবে উপবেশন করিবে। ইহাতে বায়ুজনিত শিরোরোগ, শিরঃকম্প, অর্দ্দিত এবং হনু, মন্যা, নেত্র ও কর্ণের পীড়া বিনষ্ট হয়। বিনা ভোজনে শিরোবস্তি প্রযোজ্য। উক্ত প্রকারে পাঁচ দিন বা সাত দিন বা তাহারও অধিক কাল বস্তি প্রয়োগ করিয়া তৎপরে তৈল অপনয়ন ও বস্তিবন্ধন মোচন করিবে। এবং রোগির মস্তক, ললাট, বদন, গ্রীবা ও স্কন্ধাদি স্থান বিমর্দ্দন করিবে। সুখোষ্ণ জলে রোগির গাত্র প্রক্ষালন করিয়া হিতকর অন্ন খাইতে দিবে। জাঙ্গল মাংস, শাল্যাদি তণ্ডুলের অন্ন এবং মুগ মাষ ও কুলথকলাইয়ের দাইল, বাতজ শিরোরোগে সুপথ্য। রাত্রিতে কেবল কটু-উষ্ণ ও ঘৃত সমন্বিত দ্রব্য এবং উষ্ণ দুগ্ধ সেব্য।

পিত্তজ শিরোরোগে চন্দনাক্ত শীতল জল সেচন, কুমুদ উৎপল ও পদ্মের স্পর্শন, শীতল বায়ু সেবন এবং শতধৌত পুরাতন ঘৃত মস্তকে লেপন হিতকর। শ্বাসকুঠাররস, কিঞ্চিৎ কর্পূর, নূতন কুঙ্কুম ও চিনি এই সকল দ্রব্য রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারা ছাগদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। সকল প্রকার মস্তকশূলেই ইহা হিতকর। শুঁঠের কল্কে গুড় মিশাইয়া তাহার নস্য লইলে শিরঃশূল বিনষ্ট হয়।

রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজ শিরোরোগ-বিহিত ভোজন আলেপন ও পরিষেচনাদি সমস্ত ক্রিয়াই করিব। শীত ও উষ্ণের বিন্যাস করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সকল ক্রিয়াই করণীয়। ইহাতে রক্তমোক্ষণ বিশেষ হিতকর।

কফজ শিরোরোগে—লঙ্ঘন এবং অগ্ন্যাত্মক রুক্ষোষ্ণ স্বেদ প্রশস্ত। সান্নিপাতিক শিরোরোগে সন্নিপাতনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে পুরাণ ঘৃত পান বিশেষ হিতকর ॥ ২৩—৩৫

ষড়্বিন্দু তৈল—তিল তৈল ⁄৪ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুল্‌ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, ভীমরাজ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ মিলিত ⁄১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ছয় বিন্দু পরিমাণে এই তৈলের নস্য লইবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চ্যুত ও পলিত কেশ এবং নির্ব্বন্ধ মূল দন্ত সকল দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৮

ক্ষয়জ শিরোরোগে—ক্ষয়নাশার্থ বৃংহণ বিধি কর্ত্তব্য। বাতঘ্ন মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পানে ও নস্যে প্রয়োগ করিবে।

ক্রিমিজ শিরোরোগে—ত্রিকটু, করঞ্চা ও শজিনাবীজ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে ক্রিমি বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯। ৪০

সূর্য্যাবর্ত্তে নস্য কর্ম্মাদি তাবৎ চিকিৎসাই করিবে।

কুমারী তৈল—তৈল ⁄৪ সের। ঘৃতকুমারীর স্বরস ⁄৪ সের, ধুতূরার স্বরস ⁄৪ সের, ভীমরাজের স্বরস ⁄৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, নাগরমুতা, নখী, কর্পূর, দারুচিনি, এলাইচ, জীবন্তী, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, ভীমরাজ, বাসক, তালীশপত্র, ধুনা, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, শুল্‌ফা, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, ভল্লাতক ও নারিকেল, প্রত্যেক ২ তোলা যথাবিধি পাক করিয়া এবং বস্ত্রে ছাঁকিয়া সুধূপিতপবিত্র ভাণ্ডে তাহা যত্নপূর্ব্বক তিন দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর এই তৈল অভ্যঙ্গে ও শিরোবস্তিতে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অর্দ্দিত, প্রবল মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ: এবং তালু নাসা ও নেত্রগত রোগ, শোষ, মূর্চ্ছা, হলীমক, হনুগ্রহ, বাধির্য্য ও কর্ণবেদনা বিনষ্ট হয় ॥ ৪১—৪৭

গুড়, ঘৃত ও ঘৃতপূর পিষ্টক ভক্ষণ করিতে দিবে। দুগ্ধ ও ঘৃতের নস্য প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ ও ঘৃত পান করাইবে। তিল দুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা এবং জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্য দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। ভীমরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত এবং সূর্য্যতাপিত করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে আশু সূর্য্যাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়।

অর্দ্ধাবভেদকে প্রথমে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগই উত্তম ঔষধ। ইহাতে বিরেচন, কায়শুদ্ধি, ধূপ ও স্নিগ্ধোষ্ণ ভোজন প্রশস্ত। বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাগে লইয়া পেষণ করত তাহার প্রলেপ দিবে, তদ্দ্বারা নস্যও প্রদান করিবে। ইহার প্রলেপে ও নস্যে অর্দ্ধাবভেদক বিনষ্ট হয়। সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগে চিনি মিশ্রিত জল বা ডাবের জল অথবা কেবল সুশীতল জল কিংবা ঘৃত নাসিকা দ্বারা পান করিবে।

অনন্তবাতে সূর্য্যাবর্ত্ত বিহিত চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য, বাতপিত্ত নাশক আহার প্রদাতব্য। মধুপ্লুত সংযাব (পক্কান্ন-বিশেষ পেরকিয়া নামে প্রসিদ্ধ) ও ঘৃত-পূপ (পূয়া) বিশেষ হিতকর ॥ ৪৮—৫৪

পথ্যাদি ক্বাথ—হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিম ইহাদের ক্বাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া তাহা নাসিকায় নিহিত করিলে ভ্রূ-শঙ্খ কর্ণ ও নেত্রশূল এবং অর্দ্ধাবভেদক তৎক্ষণাৎ অপগত হয় ॥ ৫৫

শঙ্খক শান্তির নিমিত্ত দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের প্রলেপ দিবে। শীতল জলে অভিষেক, শীতল দুগ্ধ সেবন এবং বটাদি ক্ষীর বৃক্ষের কল্ক দ্বারা প্রলেপ শঙ্খকে হিতকর ॥ ৫৬। ৫৭

সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগে—যষ্টিমধু এক মাত্রা, বিল্ব উহার চতুর্থাংশ এই উভয়ের সূক্ষ্মচূর্ণ সর্ষপ পরিমাণে লইয়া নাসিকাভ্যন্তরে ন্যস্ত করিলে সকল প্রকার শিরোব্যথা প্রশমিত হয়। ইহার প্রয়োগ ফল অনুভাবি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে, এই জন্যই তাঁহারা ইহার আদর করিয়াছেন। আর্দ্র শুক্তিকা চূর্ণ ও নিশাদল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার গন্ধ ঘ্রাণ করিলে শীর্ষরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৮—৬০

ইতি শিরোরোগাধিকার।

নেত্ররোগাধিকার।

নেত্রের প্রমাণ—নয়ন বুদ্‌বুদের অভ্যন্তরভাগ নিজ অঙ্গুষ্ঠোদর পরিমাণে পরিমিত হইলে দুই অঙ্গুল বিস্তৃত হয় এবং বর্ত্মসমেত সমস্ত নয়নমণ্ডল আড়াই অঙ্গুল হইয়া থাকে ॥ ১

নেত্রের অঙ্গ—পক্ষ্মমণ্ডল, বর্ত্মমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডল (পক্ষ্ম—নেত্র লোম, বর্ত্ম—নেত্রের পাতা)। এই সকল মণ্ডল যথাক্রমে পরপরটির মধ্যবর্ত্তী, তদ্‌যথা—দৃষ্টিমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, শ্বেতমণ্ডল বর্ত্মমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী এবং বর্ত্মমণ্ডল পক্ষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী ॥ ২

নেত্রমণ্ডলে অষ্টসপ্ততি (৭৮ টি) ব্যাধি হইয়া থাকে। যথা—দৃষ্টিমণ্ডলে দ্বাদশ প্রকার ব্যাধি হয়। চরক মতে নেত্রমণ্ডলে ৭৮ টি ব্যাধি, কিন্তু সুশ্রুত মতে ৭৬ টি ব্যাধি জন্মে। চরকোক্ত অধিক ব্যাধি দুইটি এই দৃষ্টিমণ্ডলেই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং চরক-মতে দৃষ্টিমণ্ডলে চতুর্দ্দশটি ব্যাধি জন্মে। কৃষ্ণমণ্ডলে চারিটি ব্যাধি, শুক্লমণ্ডলে একাদশটি ব্যাধি, বর্ত্মমণ্ডলে একবিংশতিটি ব্যাধি, পক্ষ্মমণ্ডলে দুইটি ব্যাধি, নেত্রসন্ধি সকলে নয়টি ব্যাধি এব সর্ব্বনেত্রে সপ্তদশটি ব্যাধি হইয়া থাকে। এইরূপে নেত্রে সমুদায়ে ৭৮টি ব্যাধি জন্মে ॥ ৩। ৪

সুশ্রুতোক্ত ষট্‌সপ্ততি সংখ্যা—যথা—বাতজ ১০, পিত্তজ ১০, কফজ ১৩, রক্তজ ১৬, ত্রিদোষজ ২৫ এবং বাহ্যকারণজাত (আগন্তুজ) ২, সমুদায়ে এই ৭৬ প্রকার নেত্ররোগ ॥ ৫

নেত্ররোগের সামান্যতঃ বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান—আতপাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলপ্রবেশ, অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরস্থ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ, দিবা নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্বেদ (অগ্ন্যাদি সন্তাপ), চক্ষুতে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, বমির বেগধারণ বা অতিবমন যোগ, শুক্ত-কাঁজী-জল-কুলত্থ ও মাষকলাই ভক্ষণ, মল মূত্র ও বায়ুর বেগধারণ, নিরন্তর ক্রন্দন, শোকজনিত সন্তাপ, মস্তকে আঘাত প্রাপ্তি, অতি দ্রুতগামি-যানগমন, ঋতুবিপর্য্যয় (ঋতুচর্য্যার বিপরীত আচরণ), ক্লেশাভিতাপ (কাম ক্রোধাদি দুঃখজনিত পীড়া), অতি মৈথুন, অশ্রু বেগ ধারণ ও সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া নেত্রে রোগ সকল জন্মাইয়া থাকে ॥ ৬—৮

সম্প্রাপ্তি—কুপিত বাতাদি দোষ শিরানুগমন পূর্ব্বক উর্দ্ধগত হইয়া নেত্রভাগে (দৃষ্ট্যাদি অবয়বে) সুদারুণ রোগ সকল জন্মাইয়া থ'কে ॥ ৯

প্রথমতঃ দৃষ্টিরোগ বর্ণিত হইতেছে

নেত্রদৃষ্টি লক্ষণ—দৃষ্টির প্রমাণ মসূর দলের ন্যায়। উহা পঞ্চভূতের সার হইতে উৎপন্ন। দৃষ্টি যদিও পঞ্চভূতাত্মক, তথাপি উহাতে তেজঃ পদার্থেরই প্রাধান্য থাকে। উহা চিরস্থায়ি তেজো দ্বারা উৎপন্ন অর্থাৎ দৃষ্টি তেজোময়ী। যেমন খদ্যোত ও অতি সূক্ষ্ম অগ্নিকণা দাহ করে না, সেইরূপ নেত্রতেজও নেত্রে দাহ উৎপাদন করে না। অর্থাৎ উহা নিমেষ দ্বারা কদাচিৎ খদ্যোতাভ (খদ্যোতবৎ) নিমেষাভাবে বিদ্যোতমানত্ব হেতু অতি সূক্ষ্ম অগ্নিকণাভ (অগ্নিকণাবৎ) হইয়া থাকে। বিশেষ উহা রসরক্তাধারভূত (তেজোজলাধার) বাহ্য পটল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, এজন্যও নয়নতেজ দাহ উৎপাদন করে না। দৃষ্টি দেখিতে ছিদ্রাকৃতি। নয়নচিন্তক পণ্ডিতগণ বলেন—দৃষ্টি শীতসাত্ম্য ॥ ১০। ১১

পটল চতুষ্টয়—নয়নান্তর্গত পটল চতুষ্টয়ের মধ্যে বাহ্য পটল তেজোজলাশ্রিত (এস্থলে তেজঃ শব্দে আলোক সমাশ্রিত শিরাগত রক্ত এবং জল শব্দে ত্বগ্‌গত রসধাতু বুঝিতে হইবে), দ্বিতীয় পটল মাংসাশ্রিত, তৃতীয় পটল মেদঃ সমাশ্রিত এবং চতুর্থ পটল অস্থি সমাশ্রিত। এই পটল সকলে স্থূলতা দৃষ্টির পঞ্চমাংশ। (পটল-ত্বক্) ॥ ১২

প্রথম পটলগত দোষস্বভাব—কুপিত বাতাদি দোষ যাহার দৃষ্টিমণ্ডলের প্রথম পটলে ব্যবস্থিত হয়, সে ব্যক্তি পদার্থ সকল অব্যক্ত (ঈষদ্ব্যক্ত) দর্শন করে। কদাচিৎ (দোষের অল্পতাহেতু) স্বরূপ ও (যথাবৎ রূপও) দর্শন করিয়া থাকে।

টীকা। প্রথম পটলে অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যন্তরে ; বাহ্য পটলে নহে। যেহেতু বিদেহে উক্ত হইয়াছে—"দৃষ্টির অভ্যন্তরে দোষ সকল পটলে অবস্থিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে এক একটি পটলান্তক প্রাপ্ত হইয়া থাকে" ॥ ১৩

দ্বিতীয় পটলগত দোষস্বভাব—দোষ দ্বিতীয় পটলগত হইলে দৃষ্টি অত্যন্ত বিহ্বল হয়, অর্থাৎ পদার্থের রূপ সম্যক্ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। (দৃষ্টির বিহ্বলত্বই বর্ণিত হইতেছে)—মক্ষিকা মশক ও কেশ সকল মাকর্শা রচিত জালবৎ দৃষ্ট হয় ; মণ্ডল (বর্ত্তুলরূপ), পতাকা, মরীচি (মৃগতৃষ্ণা বা সূর্য্যরশ্মি), কর্ণকুণ্ডল, নক্ষত্রাদির নানাপ্রকার গতি, বৃষ্টি, মেঘ বা অন্ধকার এই সকল বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হয় ; দৃষ্টিগোচর বিভ্রমহেতু (ইন্দ্রিয়ার্থ বিভ্রমহেতু) দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ এবং নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থিত বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। অতি যত্নেও সূচীচ্ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৪—১৬

তৃতীয় পটলগত দোষস্বভাব—দোষ তৃতীয় পটলগত হইলে রোগী উর্দ্ধদিকে দেখিতে পায়, কিন্তু অধোদিকে দেখিতে পায় না। বৃহদাকার বস্তু সকলকেও যেন বস্ত্রাবৃত বলিয়া বোধ করে। কর্ণ-নাসা-নেত্র বিশিষ্ট লোককেও বিপরীত দর্শন করে অর্থাৎ কর্ণ-নাসা-নেত্রবিহীন দেখে। দোষ অতি বলবান্ হইলে দোষের বর্ণানুসারে শ্বেতপীতাদি বর্ণ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কফ প্রাবল্যে শ্বেত, পিত্তপ্রাবল্যে পীত ইত্যাদি দর্শন হইয়া থাকে। দোষ দৃষ্টিমণ্ডলের অধোভাগে অবস্থিত হইলে সমীপস্থ, উপরিভাগে অবস্থিত থাকিলে দূরস্থ, পার্শ্বে অবস্থিত থাকিলে পার্শ্বস্থ বস্তু দৃষ্ট হয় না। চতুর্দ্দিকে অবস্থিত থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সকল মিলিত বৎ বোধ হয়। দোষ দৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত থাকিলে বৃহৎ বস্তুকে ক্ষুদ্র দর্শন করে। দোষ দৃষ্টিমণ্ডলে তির্য্যগ্‌ভাবে বা দুই ভাগে অবস্থিত থাকিলে একটি বস্তুকে দুইটি দেখায়। দোষ অনবস্থিত থাকিলে অর্থাৎ চঞ্চল ভাবে অবস্থান করিলে এক বস্তুকে বহুধা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭—২১

চতুর্থ পটলগত দোষ—নেত্রগত উক্তপ্রকার দোষ (দোষশব্দে এস্থলে রোগ) আন্ধ্যোৎপাদকত্ব হেতু তিমির নামে অভিহিত। সেই তিমিরাখ্য দোষ চতুর্থ পটলগত হইয়া যখন সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টিকে রোধ করে, তখন তাহা লিঙ্গনাশ নামে অভিহিত হয়। লিঙ্গশব্দের অর্থ—এস্থলে দৃষ্টি তেজঃ। সেই তমোভূত মহাব্যাধিলিঙ্গনাশ যে পর্য্যন্ত না গাঢ়তর হয়, সে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুতের নির্ম্মল তেজঃ ও উজ্জ্বল রত্নাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গনাশই নীলিকা ও কাচরোগ নামে কথিত হয় ॥ ২২—২৪

দৃষ্টিরোগের নাম ও সংখ্যা—দৃষ্ট্যাশ্রয়রোগ ছয় ছয় অর্থাৎ বার প্রকার। তন্মধ্যে লিঙ্গনাশ ছয়প্রকার ; যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও পরিম্লায়ী। তদ্ভিন্ন পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্ট্যাদি অন্য ছয়প্রকার দৃষ্ট্যাশ্রয়-রোগ আছে ; যথা—পিত্তবিদগ্ধ

দৃষ্টি, কফবিদগ্ধদৃষ্টি, ধূমদৃষ্টি, হ্রস্বজাড্য, নকুলান্ধ্য ও গম্ভীর দৃষ্টি। এই বারপ্রকার দৃষ্ট্যাশ্রয় রোগ ॥২৫।২৬

বাতজ লিঙ্গনাশ—বাতজ লিঙ্গনাশে বোধ হয় যেন, সকল বস্তু ঘুরিতেছে। এই রোগে বস্তু সকলকে কলুষ, অরুণাভ ও কুটিল বলিয়া বোধ হয় ॥ ২৭

পিত্তজ লিঙ্গনাশ—পিত্তজনিত লিঙ্গনাশে বোধ হয় যেন সূর্য্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইয়াছে, ময়ূরগণ বিচিত্র পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে এবং সমস্ত জগৎ নীলবর্ণ হইয়াছে ॥ ২৮

কফজ লিঙ্গনাশ—কফজনিত লিঙ্গনাশে বস্তু সকল গৌরচামরবৎ শ্বেতবর্ণ বা শ্বেতমেঘপ্রতিম ও অত্যর্থ স্থূল দৃষ্ট হয়। মেঘ না থাকিলেও মেঘের ইতস্ততঃ গমন দেখা যায়। বস্তুর রূপ সকল স্নিগ্ধ ও শুভ্র দেখায়। সকল স্থান জলপ্লাবিতবৎ ও সকল বস্তু জালকবৎ (পাঠান্তর—জড়বৎ) দৃষ্ট হয় ॥ ২৯।৩০

সন্নিপাতজ লিঙ্গনাশ—সান্নিপাতিক লিঙ্গনাশে বস্তু সকল নানাবর্ণ ও বিপ্লুত (বিপরীত) দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কখন দ্বিধা, কখন বা বহুধা, কখন বা হীনাঙ্গ, কখন বা অধিকাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, কখন বা চতুর্দ্দিকে জ্যোতিঃ পদার্থ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১

রক্তজ লিঙ্গনাশ—রক্তজ লিঙ্গনাশে বস্তু সকলকে রক্তবর্ণ, তমোময়, নানাবিধ এবং হরিত কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ দেখায় (পাঠান্তর—হরিত-শ্যাব-কৃষ্ণবর্ণ ও ধূমবেষ্টিত বলিয়া বোধ হয়) ॥ ৩২

পরিম্লায়ী লিঙ্গনাশ—পিত্ত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পরিম্লায়ীরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দিক্ সকল পীতবর্ণ দেখায় এবং বোধ হয় যেন সূর্য্য উদয় হইতেছে, বৃক্ষ সকল যেন খদ্যোত দ্বারা বা হীরকাদি উজ্জ্বল পদার্থ সমূহ দ্বারা আকীর্ণ রহিয়াছে।

বাতাদিজনিত লিঙ্গনাশ রোগে—বস্তু সকল যেরূপ বর্ণে দৃষ্ট হয়, তাহা কথিত হইল ; অতঃপর বাতাদিজনিত-নেত্রবর্ণ দ্বারা অন্য যে ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ হয়, তাহা বর্ণন করিব। তদ্যথা—বাতজ লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ, পিত্তজ লিঙ্গনাশে পরিম্লায়ী (পীত নীলবর্ণ অথবা) নীলবর্ণ ; কফজ লিঙ্গনাশে শ্বেতবর্ণ ; রক্তজলিঙ্গনাশে রক্তবর্ণ এবং ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমণ্ডল নানাবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৫

বাতাদিজনিত মণ্ডলের রূপবিশেষ—(পরিম্লায়ী নেত্ররোগই কাচাখ্য তিমিররোগ।) এই কাচাখ্য তিমির রোগে বা লিঙ্গনাশ রোগে, দৃষ্টিমণ্ডল বাতপ্রকোপে অরুণবর্ণ চঞ্চল ও রুক্ষ হয়, পিত্তপ্রকোপে নীলবর্ণ কাংস্যাভ বা পীতবর্ণ হয় ; শ্লেষ্মপ্রকোপে স্থূল, স্নিগ্ধ এবং শঙ্খ কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, কিংবা পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল ও শুক্লবর্ণ হয়। নেত্র মর্দ্দন করিলে মণ্ডল ইতস্ততঃ সরিয়া যায়। ত্রিদোষ প্রকোপে দৃষ্টিমণ্ডল উপযুক্ত অরুণ-নীল-পীতাদি সর্ব্বপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট হয়, রক্তপ্রকোপে দৃষ্টিমণ্ডল প্রবালপ্রভ বা রক্তপদ্মদলনিভ হয়। (পরিম্লায়িলক্ষণ কথিত হইতেছে)—পরিম্লায়ী নেত্ররোগ রক্ততেজ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাতে দৃষ্টিমণ্ডল স্থূল কাচের ন্যায় অরুণবর্ণ অর্থাৎ স্থূল ও অরুণবর্ণ এবং পরিম্লায়ী (পীত-নীলবর্ণ) বা ঈষন্নীলবর্ণ হইয়া থাকে। পরিম্লায়ি-রোগে কালান্তরে যদি দোষের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে দর্শনশক্তি কদাচিৎ স্বয়ংই প্রত্যাগত হয়। এই সকল রোগে যে দোষের প্রকোপ থাকে, সেই দোষেরই লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৪০

পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টিলক্ষণ—অরুণাদি বর্ণভেদে ষড়্‌বিধ লিঙ্গনাশ অভিহিত হইল, অতঃপর পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্ট্যাদি অপর ছয়প্রকার দৃষ্টিগত রোগ বর্ণন করিব। তদ্যথা—প্রদুষ্ট পিত্ত দৃষ্টিমণ্ডলকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ দৃষ্টিমণ্ডলের প্রথম ও দ্বিতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে দৃষ্টিমণ্ডল পীতবর্ণ হয় ; এবং রোগী সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দেখে। ঐ প্রদুষ্ট-পিত্ত তৃতীয় পটলগত হইলে রোগী দিবসে দেখিতে পায় না, রাত্রিতে শৈত্যনিবন্ধন এবং পিত্তাল্পতা হেতু তখন সমস্ত দেখিতে পায়। এই রূপ রোগকে পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে ॥ ৪১। ৪২

শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টিলক্ষণ—প্রদুষ্ট কফ প্রথম ও দ্বিতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে রোগী পদার্থ সকল শুক্লবর্ণ দেখে। কিন্তু যদি সেই কফ অল্প দুষ্ট হইয়া তৃতীয় পটলকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে রাত্র্যান্ধ্যরোগ উপস্থিত করে। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং কফ মন্দীভূত হওয়ায় সকল বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ রোগকে কফবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে ॥ ৪৩

ধূমদর্শি-লক্ষণ—শোক, জ্বর, পরিশ্রম ও মস্তকে রৌদ্রাদির সন্তাপ এই সকল কারণে দৃষ্টি অভ্যাহত হইলে সকল বস্তুই ধূমব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ রোগকে ধূমদৃষ্টি কহা যায় ॥ ৪৪

হ্রস্বজাড্য লক্ষণ—হ্রস্বজাড্য রোগে দিবসে অতিকষ্টে দেখা যায়(অর্থাৎ দিবাভাগে অতি সামান্যরূপ দর্শন হয়. রাত্রিতে কিছুই দেখা যায় না) এই রোগে বৃহৎবস্তুকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। রাত্রিকালে শৈত্যনিবন্ধন দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও পিত্ত মন্দীভূত হওযায় তখন বস্তু সকল সম্যক্ দেখা যায় ॥ ৪৫

নকুলান্ধ্য লক্ষণ—বাতাদি দোষ সমস্ত দৃষ্টিমণ্ডলকে আশ্রয় করিলে দৃষ্টি নকুলদৃষ্টির ন্যায় প্রতিভাসিত হয়। রোগী দিবসে বস্তু সকলকে নানাবর্ণ বিশিষ্ট দেখে। এইরূপ রোগকে নকুলান্ধ্য কহে ॥ ৪৬

গম্ভীরিকা লক্ষণ—দৃষ্টিমণ্ডল বায়ু কর্ত্তৃক উপসৃষ্ট হইলে উহা বিকৃত, অভ্যন্তরগত, সঙ্কুচিত ও প্রগাঢ় বেদনান্বিত হয়। এইরূপ রোগকে গম্ভীরিকা কহে।

এতদ্ভিন্ন সনিমিত্ত ও অনিমিত্তভেদে অপর দুই প্রকার বাহ্য অর্থাৎ আগন্তুজ নেত্ররোগের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সনিমিত্ত লিঙ্গনাশ শিরোরোগ হইতে উৎপন্ন এবং তাহা রক্তাভিষ্যন্দের লক্ষণান্বিত হয়। আর দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মহানাগ ও ভাস্বর দ্রব্য সন্দর্শন হেতু দৃষ্টি ব্যাহত হওয়ায় অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (মহর্ষি প্রভৃতির দর্শন প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ইহাকে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ কহা যায়), ইহাতে চক্ষুঃ নির্ম্মল হয় এবং দৃষ্টি বৈদূর্য্য মণিবৎ শ্যামবর্ণ ও বিমল হইয়া থাকে। কিন্তু দৃষ্টি বিদীর্ণ অবসন্ন ও হীন হইয়া থাকে। কারণ দেবতাদি মহানুভাবগণ মনুষ্যের অবয়বকে দূষিত না করিয়া তাহার শক্তিকে নষ্ট করেন ॥ ৪৭—৫০

ইতি দৃষ্টিরোগ।

কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগ।

কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগের নাম ও সংখ্যা—নেত্রের কৃষ্ণমণ্ডলে এই চারিটি রোগ উৎপন্ন হয়, যথা--সব্রণ শুক্র, অব্রণ শুক্র, পাকাত্যয় ও অজকা ॥ ১

সব্রণ শুক্র লক্ষণ—কৃষ্ণমণ্ডলে সূচীবিদ্ধবৎ গোলাকার-নিমগ্ন শুক্লবর্ণ বেদনান্বিত ও অতীব উষ্ণ স্রাবনিঃসারক যে আকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে সব্রণ (সক্ষত) শুক্র কহে ॥ ২

সব্রণ শুক্রের সাধ্যাসাধ্যত্ব—যে সব্রণ শুক্র দৃষ্টিমণ্ডলের সমীপে উৎপন্ন হয়, যাহা অবগাঢ় নহে অর্থাৎ একত্বগ্গত, যাহাতে স্রাব ও বেদনা না থাকে এবং যাহা যুগ্ম উৎপন্ন না হয়, অর্থাৎ একক, তাহা কদাচিৎ সাধ্য হইতে পারে, তাহার বিপরীত হইলে অসাধ্য জানিবে ॥ ৩

অব্রণ শুক্র লক্ষণ—কৃষ্ণমণ্ডলে স্যন্দাত্মক অর্থাৎ যাহা অভিষ্যন্দ হইতে (চক্ষু উঠা হইতে) উৎপন্ন, যাহা শঙ্খ ও কুন্দবৎ পাণ্ডুবর্ণ, যাহা আকাশের মেঘবৎ পাত্লা প্রকাশ পায়, তাহা অব্রণ শুক্র। অব্রণ শুক্র সুখসাধ্য ॥ ৪

সাধ্যতমেরও অবস্থা ভেদে কষ্টসাধ্যত্ব—যে অব্রণ শুক্র গম্ভীরজাত অর্থাৎ দ্বিত্রিত্বগ্গত (দ্বিত্রিপটলগত) যাহা পুষ্ট ও যাহা দীর্ঘকালোৎপন্ন, তাহা কষ্টসাধ্য ॥ ৫

অব্রণ শুক্রের অসাধ্যতা—অব্রণ শুক্রের মধ্যভাগ যদি বিচ্ছিন্ন বা মাংসাবৃত হয় এবং তাহা যদি চল, শিরাজাত, দৃষ্টিনাশক, দ্বিত্বগ্গত (পটলদ্বয়গত), লোহিতপ্রান্ত ও দীর্ঘকালোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে ॥ ৬

অপর অসাধ্য লক্ষণ—উষ্ণ অশ্রুপাত, কৃষ্ণভাগে পিড়কা ও মুদ্গসম শুক্র উৎপন্ন হইলে তাহাও অসাধ্য জানিবে। কেহ কেহ বলেন—যে শুক্র তিত্তিরিপক্ষ তুল্য, তাহাও অসাধ্য ॥ ৭

অক্ষিপাকাত্যয়—দোষপ্রকোপে সমুদায় কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতাবৃত হইলে তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। ইহা অভিষ্যন্দ হইতে উৎপন্ন হয়। অক্ষিপাকাত্যয় ত্রিদোষাত্মক। ইহা অসাধ্য জানিবে ॥৮

অজকাজাত—ছাগের শুষ্ক পুরীষের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, বেদনান্বিত, ঈষল্লোহিতবর্ণ এবং লোহিত-পিচ্ছিল অশ্রুস্রাবী যে মেদঃপ্রচয় (মেদের উচ্ছ্রায়) সমস্ত কৃষ্ণভাগকে গ্রহণ করিয়া পরিব্যাপ্ত হয়, তাহাকে অজকাজাত রোগ কহে ॥ ৯

ইতি কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগ।

শুক্লভাগজাত রোগ।

শুক্লভাগজাত রোগের নাম ও সংখ্যা—নেত্রের শুক্লভাগে, এই একাদশটি রোগ উৎপন্ন হয়, যথা—প্রস্তার্য্যর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম ও

স্নায়ুর্ম্ম এই পাঁচটি অর্ম্মসংজ্ঞক নেত্ররোগ, তদ্ভিন্ন শুক্তিকা, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপিড়কা এবং বলাসগ্রথিত (কফগ্রন্থি) এই ছয়টি অর্থাৎ সমুদ য়ে এগারটি রোগ শুক্লভাগে জন্মিয়া থাকে ॥১০

প্রস্তারি অর্ম্মের লক্ষণ—শুক্লভাগে পাত্‌লা বিস্তৃত শ্যাব বা শুক্লবর্ণ বা রক্তাভ যে মাংস সঞ্চয় হয় (ছানি পড়ে) তাহাকে প্রস্তারি-অর্ম্ম কহে।

শুক্লার্ম্ম লক্ষণ—শুক্লভাগে অতি শুক্ল কোমল যে মাংস সঞ্চয় হয়, তাহাকে শুক্লার্ম্ম কহে। ইহা দীর্ঘকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ১১

রক্তার্ম্ম—শুক্লভাগে অরুণ পদ্মনিভ কোমল যে মাংস সঞ্চয় হয়, তাহাকে রক্তার্ম্ম কহে।

অধিমাংসার্ম্ম—শুক্লভাগে বিস্তীর্ণ স্থূল কোমল ও যকৃন্নিভ (ঈষৎ কৃষ্ণলোহিত), যে মাংসসঞ্চয় হয়, তাহাকে অধিমাংসার্ম্ম কহে।

স্নায়ুর্ম্ম—শুক্লভাগে কঠিন, প্রসরণশীল, মাংসবহুল ও শুষ্ক (স্রাবরহিত) যে মাংসসঞ্চয় হয়, তাহাকে স্নায়ুর্ম্ম কহে ॥ ১২

শুক্তি লক্ষণ—শুক্লমণ্ডলে শ্যাববর্ণ বা মাংসসদৃশবর্ণ অথবা শুক্লাভ যে সকল বিন্দু উৎপন্ন হয়, তাহাকে শুক্তি কহে।

অর্জ্জুন লক্ষণ—শুক্ল মণ্ডলে শশরক্তনিভ লোহিতবর্ণ একটি মাত্র বিন্দু উৎপন্ন হইলে তাহাকে অর্জ্জুন কহে ॥ ১৩

পিষ্টক লক্ষণ—শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপে শুক্ল মণ্ডলে পিষ্টবৎ (পিষ্টতণ্ডুলবৎ) শ্বেতবর্ণ, মলিন দর্পণনিভ ও সমুন্নত যে মাংসসঞ্চয় হয়, তাহাকে পিষ্টক কহে ॥ ১৪

শিরাজাল লক্ষণ—শুক্লমণ্ডলে জালবৎ গবাক্ষিত, কঠিন শিরা সমন্বিত ও অরুণ বর্ণ যে শিরা সন্তান (শিরা সমূহের বিস্তার) জন্মে, তাহাকে শিরাজাল কহে ॥ ১৫

শিরাজ পিড়কা—কৃষ্ণমণ্ডলের সমীপে শুক্ল ভাগে শিরাবৃত ও শুক্লবর্ণ যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শিরাজপিড়কা কহে ॥ ১৬

বলাস গ্রথিত (কফ গ্রন্থি)—শুক্লমণ্ডলে কাংস্যবৎ শুভ্রবর্ণ, অমৃদু (কঠিন) ও জলবিন্দু সদৃশ (অল্প উন্নত) যে বিন্দু উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলাসগ্রথিত কহে ॥ ১৭

ইতি শুক্লভাগজ রোগ।

বর্ত্মজ রোগ।

বর্ত্মজ রোগ সমূহের নাম ও সংখ্যা—যথা, উৎসঙ্গিনী, কুম্ভীকা, পোথকী, বর্ত্মশর্করা, অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ, অঞ্জন, বহলবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, বর্ত্মবন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, কর্দ্দম বর্ত্ম, শ্যাববর্ত্ম, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, বাতহতবর্ত্ম, অর্ব্বুদ, নিমেষ, শোণিতার্শঃ, লগণ, বিসবর্ত্ম ও কুঞ্চন (পক্ষকোপ) এই একবিংশতি বর্ত্মাশ্রিত রোগ ॥ ১৮—২১

উৎসঙ্গপিড়কা লক্ষণ—বর্ত্মের (চক্ষুর পাতার) বহির্ভাগে অভ্যন্তরমুখী (যাহার মুখ বর্ত্মের অভ্যন্তরে) তাম্রবর্ণা, সোৎসঙ্গা (অন্তঃপূযা), উৎসঙ্গপিড়কা (যাহার ক্রোড়ে বহু পিড়কা অবস্থিত), স্থূলা ও কণ্ডূসমন্বিতা যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে উৎসঙ্গপিড়কা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি ॥ ২২

কুম্ভীকা—বর্ত্মপ্রান্তে কুম্ভীকাবীজ সদৃশ যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, যাহা স্ফীত হইয়া উঠে, বিদীর্ণ হয় ও স্রাব নিঃসারণ করে, তাহাকে কুম্ভীকা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। (কুম্ভীকা লতা কচ্ছদেশে জন্মে, ইহার ফল দেখিতে দাড়িমের ন্যায়। ইহার বীজও দাড়িমবীজবৎ) ॥ ২৩

পোথকী—চক্ষুর পাতায় কণ্ডূ ও স্রাবান্বিত, গুরু, বেদনাযুক্ত এবং দেখিতে রক্ত সর্ষপাকৃতি যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে পোথকী কহে ॥ ২৪

বর্ত্মশর্করা—চক্ষুর পাতায় স্থূল ও খরস্পর্শ যে পিড়কা জন্মে এবং যাহা অন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুপিড়কা দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহাকে বর্ত্মশর্করা কহে। (ইহা বর্ত্মদূষক) ॥ ২৫

অর্শোবর্ত্ম—চক্ষুর পাতায় অল্প বেদনান্বিত, চিক্কণ, সূক্ষ্মাভ্র এবং কাঁকুড়ের বীজ সদৃশ যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে অর্শোবর্ত্ম কহে ॥ ২৬

শুষ্কার্শঃ—চক্ষুর পাতার অভ্যন্তরে খরস্পর্শ স্তব্ধ ও অতি কষ্টদায়ক যে দীর্ঘ মাংসাঙ্কুর জন্মে, তাহাকে শুষ্কার্শঃ কহে ॥ ২৭

অঞ্জন—চক্ষুর পাতায় দাহ ও তোদবিশিষ্ট, তাম্রবর্ণ, কোমল ও অল্প বেদনান্বিত যে সূক্ষ্ম পিড়কা জন্মে, তাহাকে অঞ্জন কহে ॥ ২৮

বহল বর্ত্ম—ত্বক্‌সমবর্ণ বিশিষ্ট কঠিন পিড়কা সমূহ দ্বারা বর্ত্ম পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে বহল বর্ত্ম কহা যায় ॥ ২৯

বর্ত্মবন্ধক—চক্ষুর পাতায় কণ্ডূ বিশিষ্ট ও অল্প তোদান্বিত শোথ হওয়ায় যদি সেই শোথ দ্বারা চক্ষুকে সমভাবে আচ্ছাদিত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে বর্ত্মবন্ধক কহা যায়॥ ৩০

ক্লিষ্ট বর্ত্ম—যদি চক্ষুর পাতা দ্বয় অকস্মাৎ তাম্র বা রক্তবর্ণ, কোমল ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্লিষ্টবর্ত্ম কহে। ইহা কফদুষ্ট রক্তজ ব্যাধি। ৩১

বর্ত্মকর্দ্দম—যদি ঐ ক্লিষ্টবর্ত্ম পিত্তযুক্ত হইয়া শোণিতকে বিদগ্ধ করিয়া ক্লিন্নত্ব (আর্দ্রত্ব) প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ক্লিন্নত্ব প্রাপ্ত বর্ত্মকে বর্ত্মকর্দ্দম কহা যায়॥ ৩২

শ্যাববর্ত্ম—নেত্র বর্ত্মের বহিরন্তঃ উভয় দিকই যদি শ্যাববর্ণ, শোথযুক্ত বেদনান্বিত, কণ্ডূ ও ক্লেদবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে শ্যাববর্ত্ম কহে॥ ৩৩

প্রক্লিন্ন বর্ত্ম—চক্ষুর পাতার বহির্ভাগ যদি অল্প বেদনা ও শোথ বিশিষ্ট এবং অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত ক্লিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রক্লিন্ন বর্ত্ম কহে॥ ৩৪

অক্লিন্ন বর্ত্ম--চক্ষুর পাতা ধৌতই হউক বা অধৌতই হউক, তাহা যদি পুনঃ পুনঃ সম্বদ্ধ হয় (যোড়ালাগে) অথচ না পাকে, তাহা হইলে তাহাকে অক্লিন্ন বর্ত্ম কহে॥ ৩৫

বাতহত বর্ত্ম—এই রোগে বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি বিশ্লিষ্ট হওয়ায় বর্ত্ম নিমেষোন্মেষরহিত হইয়া মিলিত হইতে পারে না॥ ৩৬

বর্ত্মার্ব্বুদ—বর্ত্মের অভ্যন্তরে বিষম (অবর্ত্তুল) গ্রন্থিভূত (কঠিন) অবেদন (ঈষদ্ বেদনান্বিত) ঈষল্লোহিত ও অবলম্বি (অস্রস্ত) যে আকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ত্মার্ব্বুদ কহে॥ ৩৭

নিমেষ—এই রোগে কুপিত বায়ু নিমেষিণী শিরা সকলকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুর পাতাকে অতি সঞ্চালিত করিতে থাকে ; ইহা অসাধ্য॥ ৩৮

শোণিতার্শঃ—রক্তের প্রকোপ হেতু চক্ষুর পাতার মধ্যে রক্তবর্ণ কোমল যে মাংসাঙ্কুর জন্মে, তাহাকে রক্তার্শঃ কহে। ইহা ছিন্ন বা বিদীর্ণ হইলেও পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইয়া থাকে॥ ৩৯

নগণ—নেত্রবর্ত্মে অপাকী, কঠিন, স্থূল, অল্প বেদনাযুক্ত, সকণ্ডূ, পিচ্ছিল ও কুলপ্রমাণ যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে নগণ কহে॥ ৪০

বিসবর্ত্ম—এই রোগে বাতাদি দোষত্রয় বর্ত্মের বহির্ভাগে শোথ এবং অভ্যন্তরভাগে বহুমুখ ছিদ্রসকল উৎপাদন করে। এই সকল ছিদ্র হইতে জলবৎ স্রাব নিঃস্রুত হয়। বিস অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল যেরূপ বহুছিদ্র বিশিষ্ট, ইহাও তদ্বৎ বলিয়া ইহাকে বিসবর্ত্ম কহে॥ ৪১

কুঞ্চন—বাতাদি দোষসকল চক্ষুর পাতাকে সঙ্কুচিত করিয়া দর্শন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহাকে কুঞ্চন কহা যায়॥ ৪২

ইতি বর্ত্মরোগ।

পক্ষ্মরোগ।

পক্ষ্মজাত রোগ এবং তাহাদের নাম—তদ্‌যথা—পক্ষ্মকোপ ও পক্ষ্মশাত এই দুইটি পক্ষ্মজাতরোগ।

পক্ষ্মকোপ—এই রোগে পক্ষ্ম অর্থাৎ বর্ত্মলোম সকল বায়ু দ্বারা প্রচালিত হইয়া নেত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক নেত্রকে মুহুর্মুহুঃ ঘর্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে শুক্ল ও কৃষ্ণ মণ্ডলে শোথ উৎপন্ন হয়। এবং ঐ পক্ষ্ম সকল মূলকোষ হইতে পতিত হইয়া থাকে। এই পক্ষ্মকোপ ব্যাধি অতি কঠিন ; ইহা ত্রিদোষজ॥ ৪৩। ৪৪

তন্ত্রান্তরোক্ত পক্ষ্মকোপ লক্ষণ—যে পক্ষ্ম নেত্ররূপ গৃহদ্বারের অধঃ এবং বর্ত্মের অন্তঃ উৎপন্ন হইয়া শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলকে ঘর্ষণ করে, তাহাকে পক্ষ্মকোপ কহে॥ ৪৫

পক্ষ্মশাত—এই রোগে বর্ত্ম ও পক্ষ্মাশয়গত পিত্ত রোগ সকলকে স্খলিত করে এবং কণ্ডূ ও দাহ জন্মায়॥ ৪৬

ইতি পক্ষ্মরোগ।

সন্ধিজ রোগ।

সন্ধি—নেত্রে ছয়টি সন্ধি আছে, যথা—পক্ষ্ম ও বর্ত্মগত সন্ধি, বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলগত সন্ধি শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলগত সন্ধি কৃষ্ণ ও দৃষ্টিমণ্ডলগত সন্ধি কনীনকগত সন্ধি ও অপাঙ্গসংশ্রিত সন্ধি॥ ৪৭

সন্ধিজ রোগের নাম ও সংখ্যা—পূয়ালস, উপনাহ, চারিপ্রকার স্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী ও জন্তুগ্রন্থি এই নয় প্রকার রোগ সন্ধিতে জন্মে॥৪৮

পূযালস—কনীনক-সন্ধিজাত যে শোথ পাকিয়া গাঢ় পূতি পূযস্রাব করে, তাহাকে পূযালস কহে।

উপনাহ—কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টমণ্ডলের সন্ধিতে ঈষৎপাকশীল, অল্পবেদনাযুক্ত, কণ্ডূবহুল, যে বৃহৎ গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপনাহ কহে ॥ ৪৯

স্রাবচতুষ্টয়—স্রাবের সম্প্রাপ্তি—বাতাদিদোষ অশ্রুমার্গাবলম্বন পূর্ব্বক নেত্রান্তর্গত সন্ধি চতুষ্টয়ে গমন পূর্ব্বক স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত স্রাব উৎপাদন করে। তাহাকেই স্রাবরোগ কহে। কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে নেত্রনাড়ীও কহিয়া থাকেন। স্রাব চারি প্রকার, তাহাদের লক্ষণ ক্রমশঃ বর্ণন করিব ॥ ৫০

পৈত্তিক স্রাব—সন্ধিমধ্য হইতে হরিদ্রাভ (পীতরক্ত) বা পীতবর্ণ-উষ্ণ ও জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইলে তাহাকে পিত্তস্রাব কহে ॥

শ্লেষ্মস্রাব—সন্ধিমধ্য হইতে শ্বেতবর্ণ, গাঢ়, পিচ্ছিল যে স্রাব নির্গত হয়, তাহাকে শ্লেষ্মস্রাব কহে। (বাতিক স্রাব হয় না, কেবল বাত দ্বারা স্রাব অসম্ভব) ॥ ৫১

সন্নিপাতস্রাব—সন্ধিজাত শোথ পাকিয়া পূযস্রাব করিলে তাহাকে পূযস্রাব কহে। পূযস্রাব ত্রিদোষজ।

রক্তস্রাব—সন্ধিজ শোথ বহুল পরিমাণে উষ্ণ রক্তস্রাব করিলে তাহাকে রক্তস্রাব কহে ॥ ৫২

পর্ব্বণী ও অলজী—শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডল সন্ধিতে তাম্রবর্ণ, পাত্‌লা দাহ ও পাকবিশিষ্ট, গোলাকার যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পর্ব্বণী কহে। ইহা রক্তজ (ইহাতে রক্তের প্রাবল্য থাকে বলিয়াই সুশ্রুত ইহাকে রক্তজ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা কফজ ও বাতজও হইয়া থাকে।) ঐ শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডল সন্ধিতে প্রমেহাধিকারোক্ত অলজী লক্ষণাক্রান্ত শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে অলজী বলা যায় ॥ ৫৩

জন্তুগ্রন্থি—বর্ত্ম ও পক্ষ্মমণ্ডলের সন্ধিতে নানারূপ ক্রিমি জন্মিয়া ঐ স্থানে কণ্ডূ উৎপাদন করে। ক্রমে উহারা বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের অন্তর্গত সন্ধি মধ্যে প্রবেশ করিয়া চক্ষুকে দূষিত করিয়া থাকে ॥ ৫৪

ইতি সন্ধিজ রোগ।

সমস্ত নেত্রজ রোগ।

সমস্ত নেত্রজ রোগের নাম ও সংখ্যা—তদ্‌যথা—চারি প্রকার অভিষ্যন্দ (নেত্রপ্রদাহ চোক উঠা), চারি প্রকার অধিমন্থ, সশোথ অক্ষিপাক, শোথহীন অক্ষিপাক, হতাধিমন্থ, বাতপর্য্যয়, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিত, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ, এই সপ্তদশটি রোগ সমস্ত নেত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ সকল যথাবৎ বর্ণন করিব ॥ ৫৫—৫৭

অভিষ্যন্দ চতুষ্টয়—যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ও রক্তজ এই চারি প্রকার অভিষ্যন্দ। অভিষ্যন্দ অতি ক্লেশকর। ইহা প্রায় সকল নেত্র রোগেরই উৎপাদক অর্থাৎ ইহা হইতে সকল প্রকার নেত্ররোগই জন্মে ॥ ৫৮

বাতিকাভিষ্যন্দ—এই অভিষ্যন্দে সূচীবেধবদ্ ব্যথা, স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ, কর্করিকা, পুরুষতা, শিরোবেদনা, বিশুষ্কভাব (দূষিকারাহিত্য, নেত্রমলহীনতা, পিচুটী না হওয়া) ও শীতলাশ্রুপাত এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৫৯

পৈত্তিক অভিষ্যন্দ—ইহাতে নেত্রের প্রদাহ ও পাক, শীতলেচ্ছা, নেত্র হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি, অশ্রুস্রাব, অশ্রুর উষ্ণতা ও নেত্রের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৬০

শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দ—এই অভিষ্যন্দে উষ্ণাভিলাষ, নেত্রের গুরুতা, অক্ষিশোথ, কণ্ডূ, উপনাহ (মললিপ্ততা), নেত্রের অতি শীতলতা ও মুহুর্মুহুঃ পিচ্ছিল স্রাব এই সকল লক্ষণ জন্মে ॥ ৬১

রক্তজ অভিষ্যন্দ—রক্তজ অভিষ্যন্দে তাম্রবর্ণ অশ্রুস্রাব, নেত্রের লৌহিত্য, সমস্ত নেত্রে অতি লোহিত শিরাসমূহের উৎপত্তি, এই সকল লক্ষণ এবং পৈত্তিক অভিষ্যন্দের যে সকল লক্ষণ, তাহাও উপস্থিত হয় ॥ ৬২

অভিষ্যন্দ হইতে যে অধিমন্থ জন্মে, তাহাই বর্ণিত হইতেছে;—উপর্য্যুক্ত বাতজাদি চারি প্রকার অভিষ্যন্দই অচিকিৎসিত হইলে তাহারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বাতজাদি চারি প্রকার অধিমন্থরূপে পরিণত হয়। সকল অধিমন্থেরই সাধারণ লক্ষণ—তীব্রবেদনা ॥ ৬৩

অধিমন্থের লক্ষণ—অধিমন্থ রোগে চক্ষু যেন উৎপাটিত, মস্তকের অর্দ্ধভাগ যেন মথিত

হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বাতজাদি অভিষ্যন্দের লক্ষণ সমূহও বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ বাতিক অধিমন্থে বাতিকাভিষ্যন্দের, পৈত্তিকাধিমন্থে পৈত্তিকাভিষ্যন্দের, শ্লৈষ্মিকাধিমন্থে শ্লৈষ্মিকাভিষ্যন্দের ও রক্তজাধিমন্থে রক্তজাভিষ্যন্দের লক্ষণ সকল উপস্থিত থাকে।

আহার বিহারের নিয়ম প্রতিপালিত না হইলে শ্লৈষ্মিক অধিমন্থ সাতদিনে, রক্তজ অধিমন্থ পাঁচদিনে, বাতজ অধিমন্থ ছয়দিনে এবং পৈত্তিক অধিমন্থ সদ্যঃ দৃষ্টিনাশ করে। (সদ্যঃ শব্দে এস্থলে তিন দিন বুঝিতে হইবে, যেহেতু তন্ত্রান্তরে তিন দিনেরই উল্লেখ আছে ॥ ৬৪ । ৬৫

সশোথপাক—চক্ষু পাকা যজ্ঞডুমুরের ন্যায় লোহিত বর্ণ, কণ্ডূবিশিষ্ট, পিচুটীলিপ্ত, অশ্রুযুক্ত ও শোথ সমন্বিত হইয়া পাকিলে তাহাকে সশোথ নেত্রপাক কহে ॥ ৬৬

অশোথপাক—শোথ ব্যতিরেকে নেত্র পাকের অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে তাহাকে সশোথ নেত্রপাক কহা যায়।

হতাধিমন্থ—উপেক্ষিত হইলে বাতাধিক অধিমন্থ চক্ষুকে শুষ্ক ও উগ্র তোদশূলাদি ব্যথায় ব্যথিত করিয়া শীঘ্রই শোষণ করে অর্থাৎ শোষণ করিয়া ত্বরায় নষ্ট করিয়া থাকে। ইহাকেই হতাধিমন্থ নামে অভিহিত করা যায়।

টীকা। শোষণ করিয়া চক্ষুকে যে নষ্ট করিয়া থাকে, বিদেহ কর্ত্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে, যথা—"সংশুষ্ক পদ্মবৎ লোচনকে অবসন্ন (বিনষ্ট) করে।" ৬৭

বাতপর্য্যয়—যে রোগে কুপিত বায়ু পর্য্যায় ক্রমে নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রূযুগলে নানাপ্রকার তীব্রবেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে বাতপর্য্যয় কহে ॥ ৬৮

শুষ্কাক্ষিপাক—এই রোগে চক্ষু মুদ্রিত, চক্ষুর পাতা বিকৃত ও রুক্ষ, চক্ষুর জ্বালা, আবিল দর্শন ও নেত্রোন্মীলনে কৃচ্ছ্রতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৬৯

অন্যতোবাত—এই রোগে বায়ু ঘাড়ে কর্ণে মস্তকে হনুদেশে বা মন্যা নামক গ্রীবা দেশস্থ শিরায় অথবা অন্যস্থানে (পৃষ্ঠাদিদেশে) অবস্থিত হইয়া নেত্রে ও ভ্রূযুগলে বেদনা উৎপাদন করে। (বায়ু অন্যত্র স্থিত হইয়া অন্যত্র বেদনা জন্মায় বলিয়া ইহার নাম অন্যতোবাত) ॥ ৭০

অম্লাধ্যুষিত—এই রোগে নেত্রের মধ্যভাগ শ্যাব বর্ণ ও প্রান্তভাগ লোহিত বর্ণ হইয়া সমস্ত নেত্র পাকিয়া উঠে। ইহাতে দাহ শোথ ও স্রাব বিদ্যমান থাকে। অধিক অম্লভোজনে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া এই ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৭১

শিরোৎপাত—এই রোগে চক্ষুর শিরা সকল অবেদন বা সবেদন হইয়া বারংবার তাম্রবর্ণ বা বিকৃত বর্ণ হয় ॥ ৭২

শিরাহর্ষ—অজ্ঞানতা হেতু শিরোৎপাত রোগ উপেক্ষিত হইলে শেষে তাহা শিরাহর্ষ রোগে পরিণত হয়। শিরাহর্ষ রোগে নেত্রের তাম্রবর্ণতা ও প্রগাঢ় অশ্রুস্রাব হয় (পাঠান্তর-তাম্রবর্ণ অশ্রু প্রগাঢ় নিঃস্রুত হয়) এইরোগে রোগী নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭৩

নেত্রের সামতা লক্ষণ—সাম অর্থাৎ তরুণ নেত্ররোগে অত্যন্ত বেদনা, রক্তবর্ণতা, শোথ, কর্করিকা, সূচীবেধবদ্ বেদনা, শূলনি ও অশ্রুপাত এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

টীকা। লঙ্ঘনাদির বিধানার্থ এবং অঞ্জনাদির নিষেধার্থ নেত্ররোগের এই সামতা লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। যেহেতু তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—"স্বেদাধিকার কথিত চারি প্রকার স্বেদ, লঙ্ঘন, মাংসরস এবং স্বাদু তিক্ত ভোজন, প্রলেপ ও বাষ্পস্বেদ এইগুলি নেত্র রোগের সাধারণ চিকিৎসা। সাম নেত্ররোগে অঞ্জন, ঘৃতপান, কষায় গুরুভোজন ও স্নান এইগুলি পরিত্যাজ্য" ॥ ৭৪

নেত্রের নিরামতা লক্ষণ—নিরাম অর্থাৎ পক্ক নেত্ররোগে বেদনা, শোথ ও অশ্রুর অল্পতা, কণ্ডূ এবং নেত্রের স্বাভাবিক বর্ণতা হইয়া থাকে ॥ ৭৫

ইতি সমস্ত নেত্রজ রোগ।

নেত্ররোগের চিকিৎসা—পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দুইটী স্থূল শিরা সন্নিবেশিত আছে। ঐ শিরাদ্বয় বহু শাখা প্রশাখায় নেত্রগত হইয়াছে। এজন্য পাদদ্বয়ে পরিষেক উদ্বর্ত্তন ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করিলে সেই শিরাসকল পাদপ্রযুক্ত পরিষেকাদির ক্রিয়া নেত্রে প্রদর্শন করে। পাদস্থ শিরা সকল ধূলি প্রভৃতি মল দ্বারা বা উষ্ম দ্বারা বা সংঘট্টন দ্বারা অথবা পীড়নাদি দ্বারা দুষ্ট হইলে তাহার নেত্রকে দূষিত করিয়া থাকে। অতএব সদা উপানৎ ধারণ (চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার) পাদাভ্যঙ্গ

ও পাদপ্রক্ষালনাদি দৃষ্টিহিত কার্য্য সকল প্রতিপালন করিবে।

শালি তণ্ডুল, মুগ, যব, জাঙ্গলমাংস, পক্ষিমাংস, বেতোশাক, নটেশাক: এবং ঘৃতপাচিত পটোল, কাঁক্‌রোল, করেলা, উচ্ছে, কচি বেগুন ও স্বাদু তিক্ত অন্যান্য ব্যঞ্জন দ্রব্য নেত্রের হিতকর।

কটু অম্ল গুরু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য,মাষকলাই, শিম, মৈথুন, মদ্য, শুষ্কমাংস, তিলকল্ক, মৎস্য, শাক, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন এবং বিদাহজনক সমস্ত অন্নপান, নেত্ররোগির পক্ষে অহিতজনক।

সেক (পরিষেক), আশ্চোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ, পুটপাক ও অঞ্জন এই সকল কল্প দ্বারা নেত্ররোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৭৬–৮১

সেকবিধি—সূক্ষ্মধারায় সমস্তনেত্রে পরিষেক হিতকর। পরিষেক সময়ে রোগী নেত্রনিমীলিত করিয়া থাকিবে। বাতজ নেত্ররোগে স্নেহনসেক, পিত্তজ ও রক্তজ নেত্ররোগে রোপণ সেক, কফজ নেত্ররোগে লেখন সেক প্রযোজ্য। সেকের সময় পরিমাণ ছয়শত বাক্ (গুরু অক্ষর) উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তত সময় পর্য্যন্ত স্নেহন সেক দিবে; চারিশত বাক্ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তত সময় পর্য্যন্ত রোপণ সেক দিবে এবং তিনশত বাক্ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তত সময় পর্য্যন্ত লেখন সেক দিবে। একবার নিমেষোন্মেষণ করিতে বা অঙ্গুলী দ্বারা ছোটিকা করিতে (তুড়িদিতে) অথবা একটি গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই এক বাঙ্‌মাত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেকপ্রয়োগ দিবসে কর্ত্তব্য, তবে আত্যন্তিক পীড়ায় রাত্রিতে প্রযোজ্য। সেক যথা—এরণ্ডের পত্র মূল ও ত্বকের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ নেত্রে পরিষেক করিলে বাতাভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও খাখস বল্কল (পোস্তাঢেঁরী) শিলায় পেষিত এবং তাহা সূক্ষ্মবস্ত্রখণ্ডে পোট্‌লী বদ্ধ করিয়া সেই পোট্‌লী অহিফেন–ভিজার জলে সিক্ত করত নেত্রে স্থাপন করিলে শীঘ্রই সকল প্রকার অভিষ্যন্দ সংক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জগতের উপকারার্থ পরম কারুণিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই যোগ উক্ত হইয়াছে। ভোজন করিয়া আচমনানন্তর সজল পাণিতল ঘর্ষণ পূর্ব্বক যদি নেত্রদ্বয়ে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই জল অচিরেই তিমির রোগ সকল নাশ করে। কৃষ্ণ তিলের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করিবে। ইহা নেত্রহিত ও অনিলাপহ। আমলকীর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করিলে দৃষ্টি-বলবৃদ্ধি হয়। ত্রিফলার ক্বাথে নেত্র ধৌত করিলে নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়, কবল করিলে মুখরোগ এবং পান করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮২—৯১

আশ্চ্যোতন বিধি—দুই অঙ্গুলি দ্বারা নেত্রকে উন্মীলিত করিয়া তাহাতে কোন ক্বাথের, দুগ্ধের, দ্রব পদার্থের বা স্নেহের যে বিন্দুপাত করা যায়, তাহাকেই আশ্চ্যোতন কহা যায়। লেখন আশ্চ্যোতনে আটবিন্দু, রোপণ আশ্চ্যোতনে দশবিন্দু এবং স্নেহন আশ্চ্যোতনে দ্বাদশবিন্দু নিঃক্ষেপ্য। শীতে ঈষদুষ্ণ বিন্দু ও উষ্ণে শীতল বিন্দু প্রযোজ্য। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জানিবে। বাতে তিক্ত ও স্নিগ্ধ; পিত্তে মধুর ও শীতল এবং কফে তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রূক্ষ আশ্চ্যোতন বিধেয়। সকল আশ্চ্যোতনেরই মাত্রা একশত বাক্ অর্থাৎ একশত গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তত সময় পর্য্যন্ত আশ্চ্যোতন কর্ত্তব্য, তাহার অধিককাল আশ্চ্যোতন করণীয় নহে। রাত্রিতে কদাচ আশ্চ্যোতন করিবে না। বিল্বাদি পঞ্চমূল, বৃহতী, এরণ্ড ও শজিনা ছাল ইহাদের ক্বাথ বাতাভিষ্যন্দ নাশক। ত্রিফলা ক্বাথের আশ্চ্যোতনে সকল প্রকার অভিষ্যন্দ বিনষ্ট হয় ॥ ৯২—৯৭

পিণ্ডীবিধি—উক্ত ভেষজ দ্রব্যের কল্ক এক তোলা মাত্রায় লইয়া তাহা বস্ত্রখণ্ডে পোট্‌লীবদ্ধ করত নেত্রে স্থাপন করিলে অভিষ্যন্দ জনিত ব্রণ (ক্ষত) বিনষ্ট হয়। বাতে স্নিগ্ধ (স্নেহ সমন্বিত) ও উষ্ণ পিণ্ডিকা, পিত্তে শীতলা পিণ্ডিকা এবং কফে রূক্ষ ও উষ্ণ পিণ্ডিকা প্রযোজ্য। এরণ্ডের পত্র, মূল ও ত্বক্ নির্ম্মিত পিণ্ডী বাত নাশক। আমলকী নির্ম্মিত পিণ্ডী পিত্ত নাশক, শজিনাপত্র নির্ম্মিত পিণ্ডী কফনাশক,নিম্বপত্র নির্ম্মিত পিণ্ডী পিত্তশ্লেষ্মনাশক। শুঁঠ ও নিমপাতার কল্কে স্বল্প সৈন্ধব সংযুক্ত এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার পিণ্ডী নেত্রে ধারণ করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক এবং শোথ কণ্ডূ ও ব্যথা হারক। ত্রিফলার পিণ্ডী নেত্রে ধারণ করিলে বাতপিত্ত ও কফ বিনষ্ট হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও খাখসবল্কল (পোস্তাঢেঁড়ী) ইহাদের কল্কে অহিফেন-ভিজার জলসংযুক্ত করিয়া পিণ্ডী প্রস্তুত করিবে। এই পিণ্ডী ধারণে সকল প্রকার অভিষ্যন্দ বিনষ্ট হয় ॥ ৯৮—১০৩

বিড়ালক বিধি—পক্ষ্মবর্জ্জন করিয়া নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ দেওয়াকে বিড়ালক কহা যায়। ইহার মাত্রা মুখালেপ বিধানবৎ জানিবে। মুখালেপ যথা—এক অঙ্গুলের চতুর্থাংশ পূরু করিয়া মুখে প্রলেপ দেওয়া মুখলেপের হীনমাত্রা, তৃতীয়াংশ পূরু করিয়া মুখে প্রলেপ দেওয়া মুখলেপের মধ্যম মাত্রা এবং অর্দ্ধাঙ্গুল পূরু করিয়া মুখে প্রলেপ দেওয়া মুখলেপের শ্রেষ্ঠ মাত্রা। প্রলেপ যে পর্য্যন্ত না শুষ্ক হয়, সে পর্য্যন্ত প্রলেপ রাখা, মুখলেপের স্থিতিকাল। শুষ্কপ্রলেপ গুণহীন এবং তাহা ত্বক্‌কে দূষিত করিয়া থাকে। প্রলেপ যথা—যষ্টিমধু, গেরিমাটী, সৈন্ধব লবণ, দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য জলে পেষিত এবং তাহাতে মধুসংযুক্ত করিয়া নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। রসাঞ্জনের প্রলেপ বা হরীতকী ও বিল্বপত্রের প্রলেপ কিংবা বচ হরিদ্রা ও শুঁঠের প্রলেপ অথবা শুঁঠ ও গেরিমাটীর প্রলেপ দিলে নেত্ররোগ সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ১০৪—১০৮

তর্পণবিধি—বাতাতপধূলিবর্জ্জিত গৃহে রোগী চিত হইয়া শয়ন করিবে। মাষকলায়ের চূর্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া রোগির নেত্রকোশদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে আলি দিবার ন্যায় মণ্ডলাকারে তদ্দ্বারা আলি দিবে। আলি যেন সম (নিম্নোন্নতত্ব রহিত) দৃঢ় (নিশ্ছিদ্র) ও অসংবাধ (বাধা বিঘ্ন রহিত) হয়। পরে ঘৃতমণ্ড (ঘৃতের উপরিতন স্বচ্ছভাগ) কোন পাত্রে রাখিয়া তাহা উষ্ণোদকে গলাইয়া তদ্দ্বারা, কিংবা শত ধৌত ঘৃত দ্বারা, অথবা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা নেত্রের পক্ষ্মাগ্রপর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে, তর্পণকালে রোগী নিমীলিত নেত্রে থাকিবে, তর্পণানন্তর ধীরে ধীরে নেত্র উন্মীলন করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্য কর্তৃক এইরূপ তর্পণবিধি উক্ত হইয়াছে।

রুক্ষনেত্র, পরিশুষ্কনেত্র, কুটিলনেত্র, আবিলনেত্র, শীর্ণপক্ষ্ম, শিরোৎপাত, কৃচ্ছ্রোন্মীলন, তিমির, অর্জ্জুন, শুক্রাদি, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, শুষ্কাক্ষিপাক, নেত্রশোথ ও বাতপর্য্যয় এই সকল রোগে নেত্ররোগবিশারদ ভিষক্ নেত্রকে সম্যক্ তর্পণ করিবেন। তর্পণার্থ নেত্রে ঘৃত ধারণের কাল—পক্ষ্ম রোগে একশত বাষ্মাত্রা; কফ স্বস্থ থাকিলে সন্ধিগত রোগে পাঁচশত বাষ্মাত্রা; কফদুষ্টিতে ছয়শত বাষ্মাত্রা; কৃষ্ণগত রোগে সাতশত বাষ্মাত্রা; দৃষ্টিগত রোগে আট শত বাষ্মাত্রা; অধিমন্থে সহস্র বাষ্মাত্রা এবং বাতরোগে সহস্র বাষ্মাত্রা; তর্পণার্থ নেত্রে ঘৃতধারণ করিবে। তদনন্তর অপাঙ্গ প্রদেশ দিয়া ঘৃত নিঃসারিত করিয়া স্বিন্ন যবপিষ্ট দ্বারা নেত্রের বিশোধন করিবে, অর্থাৎ শলাকা দ্বারা অপাঙ্গ দেশের আলিতে ছিদ্র করিয়া ক্রমে ক্রমে ঘৃত বাহির করিয়া ফেলিবে এবং যবপিষ্ট দ্বারা ধীরে ধীরে নেত্র মুচিবে। অনন্তর যথান্ব ধূমপান দ্বারা অর্থাৎ কফনাশক শিরোবিরেচন ধূমপান দ্বারা স্নেহবীর্য্য প্রেরিত কফের নির্হরণ করিবে। কয়দিন তর্পণ প্রয়োগ করিতে হইবে; তাহাই কথিত হইতেছে—একদিন তিনদিন বা পাঁচদিন তর্পণ প্রয়োগের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। (গয়ী বলেন—বাতে একদিন, পিত্তে তিনদিন, কফে পাঁচদিন তর্পণ প্রযোজ্য। জেজ্জটাচার্য্য বলেন—ন্যূনদোষে একদিন, মধ্যদোষে তিনদিন, প্রবল দোষে পাঁচদিন তর্পণ বিধেয়)। সম্যক্ তর্পণের এই লক্ষণ—সুখনিদ্রা, সুখজাগরণ, বৈশদ্য (মলাভাব), দৃষ্টিপটুতা, নির্বৃতি (তাৎকালিক সুখোৎপত্তি), ব্যাধিবিধ্বংস, ক্রিয়া (নিমেষোন্মেষাদি), নেত্র লাঘব, নেত্রের সম্যক্ তর্পণ হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতি তর্পণের লক্ষণ—নেত্রের গুরুতা, আবিলতা, অতি স্নিগ্ধতা, অশ্রুপতন, কণ্ডূ, মললিপ্তত্ব, ঘর্ষ (কর্করিকা) ও তোদ, নেত্র অতি তর্পিত হইলে এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। হীন তর্পণের লক্ষণ—অস্রাব, শোথ ও রোগের বৃদ্ধি, রূপ দর্শনে অসামর্থ্য, রুক্ষত্ব, আবিলত্ব ও পারুষ্য এই গুলি হীনতর্পণের লক্ষণ। অতি তর্পণ ও হীন তর্পণে দোষের বাহুল্য হেতু শাস্ত্রবিদ্ বৈদ্য বিবেচনা করিয়া রুক্ষ ও স্নিগ্ধ উপচার দ্বারা (ধূম নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ দ্বারা) এই উভয়ের চিকিৎসায় প্রযত্ন করিবেন। তর্পণের অবিষয়—দুর্দ্দিনে (ঝড়বৃষ্টির দিবসে) অতি উষ্ণ বা অতি শীত সময়ে, চিন্তাকালে, সংভ্রমসময়ে (ভয়ের উপস্থিতিতে) এবং অশান্তোপদ্রবে নেত্রতর্পণ প্রশস্ত নহে॥ ১০৯—১২৪ ॥

পুটপাকবিধি—অস্থ্যাদিরহিত স্নিগ্ধ মাংস পেষণ করিয়া বিল্বফল-পরিমিত (বা আটতোলা পরিমিত) দুইটি পিণ্ড করিবে এবং মধুরৌষধাদি অন্য যে সকল দ্রব্য তাহাতে দিতে হইবে, সেই সকল দ্রব্য আটতোলা পরিমাণে লইবে। আর তাহাতে যে মধু মস্তু প্রভৃতি দ্রব পদার্থ দিতে হইবে, তাহা কুড়ব পরিমাণে (আধপল, কোনমতে চারিপল) লইবে। পরে সেই মাংস-পিণ্ডাদি সমস্ত দ্রব্য একত্র

পেষণ করিয়া তাহা গাম্ভারীপত্র কুমুদপত্র এরণ্ডপত্র পদ্মপত্র বা কদলীপত্র দ্বারা বেষ্টিত এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া পুটপাকের বিধানে উহা পুটপক্ক করিবে। পুটপাকে সুস্বিন্ন হইলে উহা উদ্ধৃত করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক রস বাহির করিবে। পরে তর্পণোক্ত বিধানে রোগিকে শোয়াইয়া তাহার দৃষ্টিমধ্যে সেই রস নিষেক করিবে। পুটপাক গ্রহণের পর বা তর্পিতনেত্র রোগীকে তেজঃ পদার্থ বায়ু আকাশ ও সূর্য্যের আতপ দর্শন করিতে দিবে না ॥১২৫—১২৮

অঞ্জনবিধি—নেত্ররোগে রোগোৎপাদক দোষের সম্যক্ পরিপাক হইলে রোগির নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। যে দ্রব্য দ্বারা অঞ্জন দেওয়া যায়, তাহাকেই অঞ্জন কহা যায়। তদ্যথা—বটিকাঞ্জন, রসক্রিয়াঞ্জন ও চূর্ণাঞ্জন, অঞ্জন এই ত্রিবিধ। শলাকা ও অঙ্গুলি দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জনত্রয়ের পর-পরটি যথাক্রমে হীনবল অর্থাৎ গুটিকাঞ্জন অপেক্ষা রসক্রিয়াঞ্জন, রসক্রিয়াঞ্জন অপেক্ষা চূর্ণাঞ্জন হীনবল। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই—মহাবল রোগে গুটিকাঞ্জন, মধ্যবল রোগে রসক্রিয়াঞ্জন এবং হীনবল রোগে চূর্ণাঞ্জন প্রযোজ্য। অঞ্জন সকল আবার প্রত্যেকটি ত্রিবিধ, যথা স্নেহন অঞ্জন, রোপণ অঞ্জন ও লেখন অঞ্জন। মধুর ও স্নেহ দ্রব্যসম্পন্ন অঞ্জন স্নেহন, কষায় ও তিক্ত রসযুক্ত এবং স্নেহপদার্থ বিশিষ্ট অঞ্জন রোপণ এবং ক্ষার তিক্ত ও অম্লরস কৃত অঞ্জন—লেখন। তীক্ষ্ণাঞ্জনে মটর-পরিমিত, মধ্যমাঞ্জনে দেড় মটর পরিমিত এবং মৃদু অঞ্জনে দুই মটর পরিমিত বটী করিবে। (অর্থাৎ লেখনাঞ্জনের বর্ত্তি মটর প্রমাণ, প্রসাদনাঞ্জনের বর্ত্তি দেড়মটর প্রমাণ এবং রোপণাঞ্জনের বর্ত্তি দুই মটর প্রমাণ হইবে)। রসক্রিয়া-অঞ্জনের উচ্চ মাত্রা তিন বিড়ঙ্গ পরিমিত, মধ্যম মাত্রা দুই বিড়ঙ্গ পরিমিত এবং হীন মাত্রা এক বিড়ঙ্গ পরিমিত করিবে। স্নেহন পূর্ণাঞ্জনে চারিশলাকা, রোপণচূর্ণাঞ্জনে তিনশলাকা এবং লেহন চূর্ণাঞ্জনে দুই শলাকা প্রযোজ্য। শলাকার উভয় মুখ কুঞ্চিত মসৃণ ও মটরবৎ গোল (কিন্তু তাহা মুকুলাকার করিতে হইবে); শলাকার দৈর্ঘ্য আট অঙ্গুল। উহা প্রস্তরে (বৈদূর্য্যাদি পাষাণে) বা ধাতুতে নির্ম্মাণ করাইবে। সুবর্ণ ও রজত জাত শলাকা স্নেহাঞ্জনে, তাম্র লৌহ ও পাষাণ নির্ম্মিত শলাকা লেখনাঞ্জনে এবং অঙ্গুলি মৃদুত্ব হেতু রোপণাঞ্জনে প্রশস্ত ॥ ১২৯—১৩৭

অঞ্জনে শলাকা বিশেষ—সীসক অগ্নিতে প্রতাপিত করিয়া তাহা ত্রিফলা ভৃঙ্গরাজ ও শুণ্ঠীর ক্বাথে, ঘৃতে এবং গোমূত্র, মধু ও ছাগদুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া তাহার শলাকা প্রস্তুত করিবে। অঞ্জনকার্য্যে সেই শলাকা প্রয়োগ করিলে সকল নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। ইতি দৃষ্টিপ্রসাদনী শলাকা ॥ ১৩৮

কৃষ্ণমণ্ডলের অধোভাগে নয়নে অঞ্জন দিবে—হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতে পূর্ব্বাহ্নে বা পরাহ্নে, বর্ষা ঋতুতে মেঘ বর্জ্জিত ও নাত্যুষ্ণ দিবসে এবং বসন্ত ঋতুতে সদাই অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু প্রাতঃ ও সায়ংকালই অঞ্জনের প্রশস্ত সময়, অতএব ঐ সময়েই অঞ্জন প্রদেয়, সর্ব্বদাই প্রযোজ্য নহে। শ্রান্ত, ক্রন্দিত, ভীত ও পীতমদ্য ব্যক্তিকে অঞ্জন দিবে না; নবজ্বরে অজীর্ণে মলমূত্রাদির বেগরোধে অঞ্জন প্রযোজ্য নহে ॥ ১৩৯—১৪২

স্নেহনীবটিকা—হরীতকীর বীজ একভাগ, বহেড়ার বীজ দুইভাগ এবং আমলকীর বীজ তিন ভাগ লইয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক দুইমটর পরিমিত বটী করিবে। ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নেত্রস্রাব ও বাতরক্তজ নেত্ররোগ আশু বিনষ্ট হয় ॥ ১৪৩

রোপণীবটী—রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য গোময়রসে পেষণ করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে রাত্র্যান্ধ্য বিনষ্ট হয়। অঞ্জনে এই বটীর মাত্রা—দেড় মটর ॥ ১৪৪

লেখনী চন্দ্রোদয়া বটী—শঙ্খনাভি, বহেড়ার মজ্জা, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করত যবপরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। মটর পরিমিত বটী জলে ঘষিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। এই চন্দ্রোদয় বটীর অঞ্জনে তিমির, মাংসবৃদ্ধি, কাচ, পটল, অর্ব্বুদ, রাত্র্যান্ধ্য এবং বৎসরাভ্যন্তরজাত পুষ্প রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪৫—১৪৭

পুষ্পহরী বর্ত্তি—করঞ্জবীজ পলাশ পুষ্পের স্বরসে বহুবার ভাবিত করিয়া পেষণ পূর্ব্বক তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি জলে ঘষিয়া তাহার অঞ্জন দিলে দৃষ্টিমণ্ডলের পুষ্প বিনষ্ট হয় ॥ ১৪৮

স্নেহনী রসক্রিয়া—নির্ম্মলীফল মধুতে ঘসিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নেত্র নির্ম্মল হয় ॥ ১৪৯

রোপণী রসক্রিয়া—প্রক্লিন্নবর্ত্ম রোগে রসাঞ্জন, [illegible] জাতীপুষ্প, [illegible]ছাল, সমুদ্রফেন, সৈন্ধব-

লবণ, গেরিমাটী ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুতে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিবে। এই অঞ্জন ক্লেদ-কণ্ডুনাশক ও পক্ষ্মের উৎপাদক। পুনর্নবা দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে কণ্ডু, মধুতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব, ঘৃতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রপুষ্প, তৈলে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে তিমির রোগ এবং কাঁজীতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নিশান্ধ্যতা আশু বিনষ্ট হয়। বাবলার ক্বাথকে পুনঃপাকে লেহীভূত করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া তাহার অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব, নিঃসংশয় শুক্রতা প্রাপ্ত হয়॥১৫০-১৫৩

লেখনী রসক্রিয়া—বটের আটার সহিত কর্পূর চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে দুইমাস জাত পুষ্প শীঘ্রই নষ্ট হয়। মধু, ঘোড়ার লাল ও মরিচ একত্র ঘর্ষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, অতি নিদ্রা প্রশমিত হয় ॥ ১৫৪। ১৫৫

স্নেহন চূর্ণ—সৌবীরাঞ্জনকে যথাক্রমে সাতবার অগ্নিতে প্রতপ্ত ও সাতবার ত্রিফলার ক্বাথে নিষিক্ত করিবে এবং স্ত্রী স্তন্যেও ঐরূপ সিক্ত করিবে। পরে তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ নেত্রে অঞ্জন দিবে। এই অঞ্জনে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ নিঃসংশয় প্রশমিত হয় ॥ ১৫৬।১৫৭

রোপণ চূর্ণ—রসককে (খাপরকে) শিলায় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া জলে গুলিবে। এবং কিছুক্ষণ পরে সেই জলের অধোভাগগত চূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জল গ্রহণ করিবে। তদনন্তর সেই জল সূর্য্যাতপে শুকাইবে। সমুদায় জল শুষ্ক হইয়া যখন পর্পটী সন্নিভ হইবে, তখন তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে তিনবার সম্যক্ ভাবিত করিবে এবং তাহাতে তদ্দশমাংস কর্পূরের চূর্ণ মিশাইবে। নয়নে ইহার অঞ্জন দিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ নষ্ট হয়॥ ১৫৮—১৬০

লেখন চূর্ণ—কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্, মনঃশিলা, কাচলবণ, শঙ্খ, চন্দন ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬১

সাধারণ অঞ্জন—মুক্তা, কর্পূর, কাচলবণ, অগুরু, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধব, এলবালুক, শুঁঠ, কাকলা (সুগন্ধদ্রব্য বিশেষ, তদভাবে জাতীপুষ্প, জাতীপুষ্পাভাবে লবঙ্গ গ্রাহ্য), মারিত মাংস্য, মারিত রঙ্গ, হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, মারিত অভ্র, তুঁতে, কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্, বহেড়াফল, কুঙ্কুম, হরীতকী, যষ্টিমধু, রাজবর্ত্ত (রাবটী নামে লোকে প্রসিদ্ধ), জাতীপুষ্প, তুলসীর পুষ্প অর্থাৎ অভিনব মঞ্জরী, ডহর করঞ্জ, নিম্ব, অর্জ্জুন, নাগরমুতা, মারিত তাম্র ও রসাঞ্জন এই সকল প্রত্যেকটি এক এক মাষা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করত মধুর সহিত তাহার অঞ্জন দিবে। এই মুক্তাদি মহাঞ্জনের অঞ্জনে নেত্রাশ্রিত অতি প্রবল রোগ সকলও অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইতি মুক্তাদি মহাঞ্জন ॥১৬২-১৬৪

নয়নশোণাঞ্জন—পিপুল, সৈন্ধব, মরিচ, রসাঞ্জন, অঞ্জন (সূর্ম্মা), সমুদ্রফেন, শ্বেত পুনর্নবাজাত চিনি, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, মধু, তুঁতে, হরীতকী, মনঃশিলা, নিম্বপত্র, সাবরলোধ, ফটকিরী, শঙ্খনাভি ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণিত এবং নিবিড় বস্ত্রে গালিত করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তাম্রদণ্ড দ্বারা বিমর্দ্দন করিবে। মুনিগণ কর্ত্তৃক ইহা নয়ন শোণাঞ্জন নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অঞ্জন তিমির রোগের ক্ষয় এবং পটল পুষ্পের নাশ করিয়া থাকে ॥ ১৬৫। ১৬৬

চন্দ্রোদয়া বটী—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গব্যদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। ইহার অঞ্জনে তিমির, কণ্ডু, পটল, অর্ব্বুদ, ত্রিবর্ষজাত শুক্র, অধিক মাংস এবং নিশান্ধ্যতা একমাসেই বিনষ্ট হয়। এই চন্দ্রোদয়া বটী নূতন পটলে প্রযোজ্য ॥ ১৬৭—১৬৯

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি—হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, নাগর মুতা ও হরীতকী এই সাতটি দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করত তাহার বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বটী জলে ঘসিয়া অঞ্জন দিলে তিমির, গোমূত্রে ঘসিয়া অঞ্জন দিলে পিষ্টক, মধুতে ঘসিয়া অঞ্জন দিলে পটল, নারীদুগ্ধে ঘসিয়া অঞ্জন দিলে পুষ্প রোগ বিনষ্ট হয়। এই চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি স্বয়ং রুদ্র কর্ত্তৃক নিৰ্ম্মিত।

ছাগলের যকৃতের মধ্যে পিপুল নিহিত করিয়া সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে তাহা হইতে পিপুল বাহির করিয়া সেই যকৃতের রসে মর্দ্দন করিবে। ঐ মর্দ্দিত পিপুলের অঞ্জনে নিশান্ধ্যতা (রাতকাণা) অচিরে দূরীভূত হয়। তদ্বৎ মরিচ ও ছাগ যকৃতের মধ্যে নিহিত করিয়া উত্তমরূপে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মধুসহ তাহার অঞ্জন দিলে নিশান্ধ্যতা প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৭০—১৭২

ত্রিফলাদ্য ঘৃত—ঘৃত ⁄৪ সের, ত্রিফলার ক্বাথ ⁄৪ সের, ভীমরাজের রস ⁄৪ সের, বাসকের রস ⁄৪ সের, শতমূলীর রস ⁄৪ সের, গুলঞ্চের ক্বাথ ⁄৪ সের, আমলকীর রস ⁄৪ সের ও ছাগদুগ্ধ ⁄৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী (অভাবে অশ্বগন্ধামূল), মধুপর্ণী (গুলঞ্চ, অভাবে যষ্টিমধু) ও কণ্টকারী মিলিত ⁄১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষে এই ঘৃত পবিত্র পাত্রে রাখিবে। ইহা ভোজনের পূর্ব্বে মধ্যে ও অন্তে সেব্য। এই ত্রিফলাদ্য মহাঘৃত সুরক্তে, রক্তদুষ্টে, বিকৃত রক্তে, নিশান্ধ্যে, তিমিরে, কাচে, নীলিকায়, পটলে, অর্ব্বুদে, অভিষ্যন্দে, অধিমন্থে, সুদারুণ পক্ষকোপে এবং দোষত্রয় কৃত সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে প্রশস্ত ॥ ১৭৩—১৭৯

দ্বিতীয় ত্রিফলাদ্য ঘৃত—ঘৃত ⁄৪ সের। হরীতকী একশত, বহেড়া দুইশত, আমলকী চারিশত এবং বাসকছাল ও ভীমরাজ সম পরিমিত (সাড়ে বারসের করিয়া গ্রহীতব্য) এই সকল দ্রব্য চতুর্গুণ জলে ১২৮ সের জলে মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কল্কার্থ—শর্করা, মৌলফল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী (এই কাকোলী যুগলের অভাবে অশ্বগন্ধা মূল দ্বিগুণ গ্রাহ্য), ত্রিফলা, নাগেশ্বর, পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, বলাডুমুর, নীলোৎপল, মিঃ ⁄১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পানে তিমির, কাচ, নিশান্ধ্যতা, শুক্র, স্রাব, কণ্ডূ, শোথ, নেত্রের লৌহিত্য ও কলুষত্ব বিন্দু, অর্ম্ম ও পটল বিনষ্ট হয়, অধিক কি বলিব, ইহা দ্বারা সকল নেত্র রোগই বিনষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্য ও অগ্নির তেজোদর্শনে যাহার দৃষ্টি উপহত হইয়াছে, এই ত্রিফলাদ্য ঘৃতই তাহার পরম হিতকর ঔষধ বলিয়া মুনিগণ বর্ণন করিয়াছেন। দর্পণ মার্জ্জিত হইলে যেমন পরম নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, এই ঘৃত পীত হইলে নেত্রও তদ্বৎ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিফলাদ্য ঘৃতের ক্বাথ্য দ্রব্য দুই দ্রোণ (১২৮ সের) জলে পক্তব্য ; বাসক ও ভীমরাজ প্রত্যেকটি তুল্য পরিমাণে (⁄১২॥০ সের করিয়া) গ্রাহ্য ॥ ১৮০—১৮৭

বাসকাদি ক্বাথ—বাসক ছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দারু হরিদ্রা, রক্ত চন্দন, চিতামূল, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী, পল্‌তা, ত্রিফলা, মুতা, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব ও কুড়চী ইহাদের ক্বাথ সকল নেত্ররোগ নাশক। ইহা পানে স্বর বিকৃতি, পীনস, শ্বাস ও কাস নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮৮।১৮৯

ইতি নেত্ররোগাধিকার।

কর্ণরোগাধিকার।

কর্ণরোগের নাম ও সংখ্যা—তদ্‌যথা—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, ক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডূ, কর্ণগূথ, প্রতিনাহ, কৃমিকর্ণ, দ্বিবিধ বিদ্রধি, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, চতুর্ব্বিধ অর্শঃ, সপ্তবিধ অর্ব্বুদ ও চতুর্ব্বিধ শোথ, এই অষ্টাবিংশতিটি রোগ কর্ণে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১—৩

কর্ণশূলের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—কর্ণগত বায়ু প্রতিলোম ভাবে কর্ণের ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক কর্ণস্রোতে অতীব শূল উৎপাদন করে এবং পিত্ত রক্ত বা কফ ইহাদের মধ্যে যে দোষ দ্বারা আবৃত হয়, তাহারও লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যাধিকে কর্ণশূল কহে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ॥ ৪

কর্ণশূলের অসাধ্যত্ব—মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর, কাস, শ্বাস ও বমি, কর্ণশূলে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগির জীবন সংশয় ॥ ৫

কর্ণনাদের লক্ষণ—কুপিত বায়ু কর্ণস্রোতোগত হইলে কর্ণে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খাদির শব্দের ন্যায় বিবিধ শব্দ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাকেই কর্ণনাদ কহা যায় ॥ ৬

বাধির্য্য লক্ষণ—কেবল বায়ু বা কফান্বিত বায়ু শব্দবহ স্রোতকে আবরণ করিয়া অবস্থান করিলে বাধির্য্য (কালা) রোগ উপস্থিত হয় ॥ ৭

অসাধ্য বাধির্য্য—বাল্যকালে ও বৃদ্ধাবস্থায় যে বাধির্য্য উপস্থিত হয়, সে বাধির্য্য এবং দীর্ঘকাল-জাত বাধির্য্য অসাধ্য ॥ ৮

ক্ষ্বেড় লক্ষণ—কুপিত বায়ু পিত্তাদির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণে ক্ষ্বেড় বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ উৎপাদন করে। ইহাকেই কর্ণক্ষ্বেড় কহে।

টীকা। বংশীধ্বনিবৎ শব্দকেই ক্ষ্বেড় কহে। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "বেণু ঘোষবৎ শব্দ ক্ষ্বেড় বলিয়া অভিহিত হয়"। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, কর্ণনাদ ও ক্ষ্বেড়ে প্রভেদ কি? উত্তর—কর্ণনাদ কেবল বায়ু দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে নানা প্রকার শব্দ অনুভূত হইয়া থাকে। কর্ণক্ষ্বেড় পিত্তাদি যুক্ত বায়ু দ্বারা জন্মে এবং তাহাতে বেণুঘোষবৎ শব্দই শ্রুত হয়, উভয়ের এই প্রভেদ ॥ ৯

কর্ণস্রাব লক্ষণ—মস্তকে অভিঘাত অথবা জলে নিমজ্জন কিংবা কর্ণবিদ্রধির প্রপাক এই সকল কারণে কর্ণ বাতার্দ্দিত হইয়া পূযস্রাব করে (পূয শব্দ এস্থলে উপলক্ষণ, জল ও রস স্রাবও করিয়া থাকে) ইহাকেই কর্ণ-স্রাব রোগ কহা গিয়া থাকে ॥ ১০

কর্ণকণ্ডূ লক্ষণ—কর্ণগত বায়ু কফসংযুক্ত হইয়া কর্ণে কণ্ডূ উৎপাদন করিলে তাহাকে কর্ণকণ্ডূ কহে।

কর্ণগূথ লক্ষণ—কর্ণস্থ শ্লেষ্মা পিত্তোষ্ম কর্ত্তৃক শোষিত হইলে তাহাকে কর্ণগূথ কহে ॥ ১১

কর্ণপ্রতিনাহ লক্ষণ—ঐ কর্ণগূথ যদি স্নেহ স্বেদাদি দ্বারা দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং দ্রবত্ব (তরলত্ব) প্রাপ্ত হইয়া নাসিকা ও মুখ দিয়া নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহে। কর্ণপ্রতিনাহ রোগে অর্দ্ধাবভেদক উপস্থিত হয় ॥ ১২

ক্রিমিকণ লক্ষণ—কণের অভ্যন্তরে মাংস ও রক্তের পচন হেতু ক্রিমি জন্মিলে অথবা মক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করিলে তাহাকে ক্রিমিকর্ণক রোগ কহে। কর্ণে ক্রিমি লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া প্রাচীন-ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক ইহা ক্রিমিকর্ণক রোগ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ১৩

পতঙ্গাদি কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে ;—পতঙ্গ ও কাণকোটারিগণ কর্ণে প্রবেশ করিলে অস্থির চিত্ততা, অত্যন্ত ব্যাকুলতা, দারুণ বেদনা ও তোদ উপস্থিত হয়, কাণ ফর্‌ফর্ করিতে থাকে। কীট যখন চলিয়া বেড়ায়, তখন অত্যন্ত যাতনা বোধ হয় কিন্তু নিস্পন্দ (নিশ্চল) হইলে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে ॥ ১৪। ১৫

দ্বিবিধ কর্ণবিদ্রধি—ক্ষত বা অভিঘাত হেতু কর্ণে যে বিদ্রধি উৎপন্ন হয়, তাহা আগন্তুজ বিদ্রধি এবং বাতাদি দোষের প্রকোপে যে বিদ্রধি জন্মে, তাহা দোষজ বিদ্রধি, এই দ্বিবিধ বিদ্রধিতেই সূচীবেধবদ্ বেদনা, কর্ণ হইতে ধূম নির্গমবৎ পীড়া এবং দাহ ও চূষণবৎ ব্যথা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহাতে লোহিত পীত বা অরুণবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে ॥ ১৬

কর্ণপাক—পিত্তের প্রকোপ হেতু কর্ণ ক্লিন্ন ও পূতিভাবাপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণপাক কহে ॥ ১৭

পূতিকর্ণ—কর্ণ বিদ্রধির পাক অথবা কর্ণে জলপ্রবেশ হেতু কর্ণ দিয়া পূতি (পচা, দুর্গন্ধ) পূয নিঃসৃত হইলে তাহাকে পূতিকর্ণক রোগ কহে। (কর্ণস্রাব রোগ হইতে পূতিকর্ণক রোগের ভেদ এই—ইহাতে কেবল পূতি পূযই নিঃসৃত হইয়া থাকে) ॥ ১৮

কর্ণগত শোথ-অর্ব্বুদ-ও অর্শের লক্ষণ—কর্ণে যে শোথ, অর্ব্বুদ ও অর্শঃ উৎপন্ন হয়, তাহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথাদির লক্ষণের ন্যায়ই জানিবে। (কর্ণশোথ চারি প্রকার, যথা বাতজ পিত্তজ কফজ ও রক্তজ। এইরূপ অর্শঃও চারি প্রকার অর্থাৎ বাতজ পিত্তজ কফজ ও রক্তজ। এই চারি প্রকার শোথ ও অর্শঃ ভিন্ন কর্ণে অন্য প্রকার শোথ ও অর্শঃ জন্মে না, ইহা আধারের প্রভাবেই জানিবে। অর্ব্বুদ সপ্তবিধ, যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ ও শিরাজ) ॥ ১৯

ইতি সুশ্রুতোক্ত কর্ণরোগ।

অতঃপর চরকোক্ত বাত-পিত্ত-কফ-সন্নিপাতকৃত কর্ণনাদ কথিত হইতেছে।—

বাতজ—বাতজনিত কর্ণরোগে কর্ণে শব্দোৎপত্তি, অতি বেদনা, কর্ণমলের শোষ, পাত্‌লা স্রাব এবং শ্রবণশক্তি নাশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পিত্তজ—পিত্তজনিত কর্ণরোগে কর্ণে শোথ, রক্ত বর্ণতা, বিদরণ, বিদাহ এবং পূতি ও পীতবর্ণ স্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ২০

কফজ—কফজনিত কর্ণরোগে শ্রবণবৈকৃত্য, কণ্ডূ, স্থির শোথ, কর্ণের শুক্লবর্ণতা, স্নিগ্ধতা ও অল্প বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

সন্নিপাতজ—সান্নিপাতিক কর্ণরোগে ত্রিদোষের প্রকোপে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ কর্ণরোগেরই লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় এবং যে দোষের আধিক্য থাকে, তদ্দোষজ বর্ণ বিশিষ্ট স্রাব হইয়া থাকে ॥ ২১

কর্ণের অবয়ব বলিয়া কর্ণপালীর (কর্ণের পাতার) রোগও এই স্থলেই বর্ণন করিব। তদ্‌যথা—

পরিপোটকনামককর্ণপালী-জাত রোগের নিদান ও লক্ষণ—সুকোমল কর্ণপালী বর্দ্ধিত করিবার জন্য যদি উহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কর্ণপালিতে কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, সবেদন ও স্তব্ধ ফাটা ফাটা যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পরিপোটক কহে। পরিপোটক বাতজ ব্যাধি ॥ ২২

উৎপাতরোগের নিদান ও লক্ষণ--কর্ণে ভারবিশিষ্ট অলঙ্কার ধারণ, তাড়ন ও ঘর্ষণাদি করিলে কর্ণপালীতে শ্যাব বা রক্তবর্ণ দাহ পাক ও বেদনাযুক্ত যে শোথ জন্মে, তাহাকে উৎপাত কহে। ইহা রক্তপিত্তজ ব্যাধি ॥ ২৩

উন্মন্থক—বলপূর্ব্বক কর্ণকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া ধরিলে বায়ু কুপিত ও কফ সংযুক্ত হইয়া কর্ণপালীতে স্তব্ধ, অল্পবেদন ও কণ্ডূযুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উন্মন্থক কহে ॥ ২৪

দুঃখবর্দ্ধন—কর্ণ সংবর্দ্ধ্যমান ও দুর্বিদ্ধ হইলে কণ্ডূ-দাহ-রুজা ও পাক বিশিষ্ট যে শোথ হয়, তাহাকে দুঃখবর্দ্ধন কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি ॥ ২৫

পরিলেহী—কফ রক্ত প্রকোপে জাত এবং সর্ষপাকৃতি ক্রিমিগণ কর্ণপালীতে বিচরণ করিয়া কণ্ডূ ও দাহ যুক্ত পিড়কা উৎপাদন করে। সেই ক্রিমিসম্ভূত পিড়কাত্মক ব্যাধি ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইয়া পালী ও শষ্কুলীকে (কর্ণগহ্বরকে) নির্মাংস বা আচ্ছাদিত করে। এই ব্যাধিকে পরিলেহী কহে ॥ ২৬। ২৭

কর্ণরোগ-চিকিৎসা—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও ক্ষেড় এই চারিটি রোগের সাধারণ ঔষধ এই—আদার রস মধু সৈন্ধব ও তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে ধারণ করিবে। ইহা বেদনানাশক। রসুন আদা ও শজিনার স্বরস, বরুণমূলের স্বরস, কদলীকন্দের স্বরস, ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে, ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আকন্দের অঙ্কুর কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহাতে তৈল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিবে এবং একটা মনসার ডাল চিরিয়া ও তাহার মধ্যভাগ কুরিয়া তন্মধ্যে ঐ পেষিত আকন্দাঙ্কুর নিহিত করিবে। পরে তাহা মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া পুটপাক ক্রমে পাক করিবে। পুটপাক দ্বারা তাহা স্বিন্ন হইলে তাহার রস গালিত করিবে। সেই রস ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে প্রক্ষেপ করিবে। ইহা দ্বারা কর্ণশূল নিবারিত হয়। আকন্দের পীতবর্ণ পত্রে অর্থাৎ পক্বপত্রে ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে। পরে তাহার রস গালিত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেই রস কর্ণে নিষেক করিবে। ইহা দ্বারা কর্ণের শূল নিবারিত হয়। কর্ণ তীব্রশূলার্ত্ত ও সশব্দ হইলে এবং তাহা হইতে ক্লেদস্রাব হইতে থাকিলে ছাগমূত্র উষ্ণ এবং তাহাতে সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া কর্ণ মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহা প্রশংসিত ঔষধ। মৃদু অগ্নিসন্তাপে শ্বেতাকন্দের মূলের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে আশু ত্রিদোষোত্থ কর্ণশূল বিনষ্ট হয়। হিঙ্গু সৈন্ধব ও শুঁঠের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল অবশ্য বিনষ্ট হয়। কর্ণশূলে কর্ণনাদে বাধির্য্য রোগে ও কর্ণক্ষ্বেড়ে বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ হিতকর। আপাঙ্গের ক্ষারমিশ্রিত জল এবং আপাঙ্গের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বাধির্য্য প্রশমিত হয়। গোমূত্রে বিল্ব পেষণ করিয়া সেই বিল্বকল্ক এবং জল ও গব্য দুগ্ধ ইহাদের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলে বাধির্য্য দূরীভূত হয়। ইতি বিল্বতৈল। কর্ণস্রাবে পূতিকর্ণে ও কৃমিকর্ণক রোগে কর্ণরোগের সাধারণ চিকিৎসা করিবে, বিশেষ চিকিৎসাও করিবে। টাবা লেবুর রসে স্বর্জ্জিক্ষার চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া কর্ণে ক্ষেপণ করিবে। ইহা দ্বারা কর্ণের স্রাব বেদনা ও দাহ নিঃসংশয় দূরীভূত হয়। আমের জামের মৌলের ও বটের পত্র সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণরোগ প্রশমিত হয়। জাতীপত্রের রসের সহিত পক্ব তৈল প্রয়োগ করিলেও পূতিকর্ণরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। নারীর স্তনদুগ্ধে রসাঞ্জন পেষণ করিয়া

তাহাতে মধু মিশাইয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালজাত কর্ণস্রাব ও পূতিকর্ণক রোগ নিবারিত হয় ॥ ২৮ – ৪৩

কুষ্ঠাদি তৈল—কুড়, হিঙ্, বচ, দেবদারু, শুলফা, শুঁঠ ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণরোগ প্রশমিত হয় ॥ ৪৪

শম্বুকের মাংসের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের নালী প্রশমিত হইয়া থাকে।

গন্ধক মনঃশিলা ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণ ১ পল, সর্ষপ তৈল ৮ পল এবং ধুতূরা পত্রের রস ৮ পল একত্র পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন কর্ণনালীও প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্রিমিকর্ণক রোগশান্তির জন্য ক্রিমিনাশক চিকিৎসা করিবে। বার্ত্তাকুর ধূম ও সর্ষপ তৈল ইহাতে হিতকর। হরিতাল সংযুক্ত গোমূত্র দ্বারা কর্ণ-পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি নষ্ট হয়। কর্ণ-দৌর্গন্ধ্য রোগে গুগ্‌গুলুর ধূম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। পূর্ব্বোক্ত শোথ অর্শঃ ও অর্ব্বুদের চিকিৎসা কর্ণশোথে কর্ণার্শে ও কর্ণার্ব্বুদে প্রয়োগ করিবে ॥ ৪৫—৪৯

কর্ণপালিজাত রোগের চিকিৎসা—পালী সংশোষণে বাতজ কর্ণরোগের চিকিৎসা করিবে। পালীতে যত্নপূর্ব্বক স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং তিল দ্বারা স্বিন্ন পালী বর্দ্ধিত করিবে ॥ ৫০

শতাবরী তৈল—শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ক্ষীরকাকোলী, এরণ্ড ও অসন ইহাদের কল্ক এবং দুগ্ধসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল পালীতে প্রয়োগ করিলে পালী সংবর্দ্ধিত হয় ॥ ৫১

জীবনীয়গণের কল্ক এবং দুগ্ধসহ তৈল পাক করিয়া পরিপোটকের রক্তনির্হরণ পূর্ব্বক তাহাতে ঐ তৈল মর্দ্দন করিবে।

শীতল প্রলেপ ও জলোকা প্রয়োগ দ্বারা উৎপাত রোগের চিকিৎসা করিবে।

গোসাপ ও হাড়গিলের বসা মিশ্রিত তৈল, ঈশলাঙ্গলা ও তুলসীর কল্ক সহ পাক করিয়া সেই তৈল মাখিলে উন্মন্থ রোগ নিশ্চয় নিবারিত হয়।

জাম আম ও বিল্বপত্রের ক্কাথে দুঃখবর্দ্ধন পরিষিক্ত এবং তৈল দ্বারা তাহা সুস্নিগ্ধ করিয়া তাহাতে ঐ জাম আম ও বিল্বপত্রের চূর্ণ ম্রক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা দুঃখবর্দ্ধন বিনষ্ট হয়।

তপ্ত গোময় দ্বারা পরিলেহী বারংবার স্বেদিত করিলে এবং ছাগমূত্রে কর্পূর মর্দ্দিত করিয়া তদ্দ্বারা পরিলেহী প্রলিপ্ত করিলে উহা প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৫২—৫৫

ইতি কর্ণরোগাধিকার।

নাসারোগাধিকার।

নাসারোগের নাম ও সংখ্যা—তদ্‌যথা—পীনস, পূতিনস্য, নাসাপাক, পূযশোণিত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্তি, প্রতীনাহ, পরিস্রাব, নাসাশোষ, পাঁচ প্রকার প্রতিশ্যায়, সাতপ্রকার অর্ব্বুদ, চারিপ্রকার অর্শঃ, চারিপ্রকার শোথ ও চারিপ্রকার রক্তপিত্ত, এই চতুস্ত্রিংশৎটি রোগ নাসিকায় উৎপন্ন হয় ॥ ১–৩

পীনসের লক্ষণ—পীনস রোগে নাসিকা, নিশ্বাসবাতশোষিত শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ, ধূমনির্গমবৎ পীড়ায় পীড়িত অর্থাৎ সন্তপ্ত এবং কখন শুষ্ক, কখন বা আর্দ্র হয়। ইহাতে ঘ্রাণশক্তি লোপ হয়। কারণ নাসার শ্লেষ্মরুদ্ধত্ব হেতু রোগী সুরভি বা অসুরভি কোন গন্ধই পায় না। স্বাদগ্রহণ শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। কারণ—নাসারোগারম্ভক দোষ দ্বারা রসনারও দুষ্টি হইয়া থাকে, তজ্জন্যই রোগী অম্ল মধুরাদি কোন রস সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না। পীনস রোগ বাতশ্লেষ্মভব, ইহা বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের তুল্য লক্ষণান্বিত জানিবে। (অপীনস ও পীনস এই দুইই একার্থবাচকশব্দ,

অপীনসের অকারের লোপ বিকল্পে হওয়ায় অপীনস ও পীনস দুইই হইয়া থাকে) ॥ ৪

পূতিনস্য লক্ষণ—দুষ্ট রক্ত-পিত্ত-কফ দ্বারা বায়ু গলদেশ ও তালুমূলে সন্দূষিত অর্থাৎ পূতিভাব প্রাপ্ত হইয়া মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্গত হয়। ইহাকেই পূতিনস্য কহে ॥ ৫

নাসাপাক লক্ষণ—যে রোগে নাসাশ্রিত দুষ্ট পিত্ত নাসিকায় পিড়কা সকল উৎপাদন করে এবং প্রবল পাক জন্মায়, অথবা যাহাতে নাসিকা ক্লিন্ন ও পূতিভাবাপন্ন হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে ॥ ৬

পূযরক্ত লক্ষণ—দুষ্টদোষ দ্বারা অথবা ললাট দেশে কোন কিছুর অভিঘাত প্রযুক্ত নাসিকা হইতে রক্ত মিশ্রিত পূয নির্গত হইতে থাকিলে তাহাকে পূযরক্তরোগ কহা যায় ॥ ৭

দোষজ ক্ষবথু (হাঁচী) লক্ষণ—নাসামর্ম্মে (শৃঙ্গাটক নামক মর্ম্মে) প্রদুষ্ট বায়ু কফানুগত হইয়া নাসিকা দিয়া প্রবল শব্দের সহিত বারংবার নির্গত হইতে থাকিলে তাহাকে ক্ষবথু রোগ বলা যায় ॥ ৮

আগন্তুজ ক্ষবথু—রাইসর্ষপাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভোজন, কটু দ্রব্য ঘ্রাণ, সূর্য্য দর্শন অথবা সূত্রাদি দ্বারা নাসিকার তরুণাস্থির ও মর্ম্মের (নাসাবংশাস্থির ও শৃঙ্গাটকের) ঘর্ষণ এই সকল কারণেও ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচী হইয়া থাকে। ইহাকে আগন্তুজ ক্ষবথু কহে ॥ ৯

ভ্রংশথু লক্ষণ—পিত্তসন্তাপে মস্তক প্রতপ্ত হইলে মস্তকস্থ পূর্ব্বসঞ্চিত ঘন কফ বিদগ্ধ, সুতরাং লবণ রস বিশিষ্ট হইয়া নাসিকা দিয়া নির্গত হইলে তাহাকে ভ্রংশথু রোগ কহে। (কফ বিদগ্ধ হইলে লবণরসান্বিত হইয়া থাকে) ॥ ১০

দীপ্তি লক্ষণ—এই রোগে নাসিকা অত্যন্ত দাহ সমন্বিত এবং প্রদীপ্তবৎ (প্রজ্বলিতবৎ) হয় এবং বোধ হয় যেন নাসিকা দিয়া ধূম নিঃসরণ হইতেছে। এইরূপ রোগকে দীপ্তিরোগ কহা যায় ॥ ১১

প্রতীনাহ—বাতসমন্বিত কফ নিঃশ্বাসমার্গকে রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতীনাহ কহে।

স্রাবলক্ষণ—নাসিকা দিয়া ঘন বা পাত্‌লা, পীত বা শুক্লবর্ণ কফ নির্গত হইলে তাহাকে নাসাস্রাব কহা যায় ॥ ১২

নাসাশোষ লক্ষণ—নাসাশ্রিত শ্লেষ্মা, বায়ু ও পিত্ত কর্ত্তৃক গাঢ় পরিশুষ্ক হইলে অতিকষ্টে মানবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হয়। ইহাকেই নাসাশোষ রোগ কহে ॥ ১৩

প্রতিশ্যায়ের সদ্যোজনক নিদান ও সম্প্রাপ্তি—মলমূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, অধিক বাক্য কথন, ক্রোধ, ঋতুবৈষম্য (ঋতুচর্য্যা বিপরীতাচরণ), মস্তকের অভিতাপ (যদ্দ্বারা মস্তকের অভিতাপ হয়, অর্থাৎ ধূমাদি), রাত্রিজাগরণ ও দিবসে অতিনিদ্রা, শীতল জল ও শৈত্য তুষার, মৈথুন ও রোদন এই সকল কারণে মস্তকস্থ কফ ঘনীভূত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া সদ্যঃ প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) উৎপাদন করে।

টীকা। প্রতিশ্যায়ের নিদান দ্বিবিধ, এক নিদান সদ্যঃ প্রতিশ্যায়জনক, প্রাবল্যহেতু তাহা চয়াদিক্রমকে অপেক্ষা না করিয়াই প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"নিদানের বাহুল্য হেতু দোষ সকল চয়কে প্রাপ্ত না হইয়াই সত্বর প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে।" অপর নিদান চয়াদিক্রমকে অপেক্ষা করিয়া প্রতিশ্যায়ের জনক হয়। চয়াদিক্রম, যথা—প্রথমে দোষের চয় (স্বস্থানে সঞ্চয়) পরে চয় হইতে প্রকোপ, প্রকোপ হইতে প্রসর, প্রসর হইতে স্থান প্রাপ্তি, তৎপরে অভিব্যক্তি (রোগরূপে সম্পূর্ণ প্রকাশ) ॥ ১৪। ১৫

চয়াদিক্রমজনক নিদান ও সম্প্রাপ্তি—বায়ু-পিত্ত-কফ ও রক্ত ইহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বা পরস্পর মিলিত হইয়া মস্তকে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয় এবং বিবিধ প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত হইয়া পরে প্রতিশ্যায় জন্মায় ॥ ১৬

পূর্ব্বরূপ—প্রতিশ্যায়োৎপত্তির পূর্ব্বে হাঁচী, মস্তকের অভিপূর্ণতা (ভার দ্বারা যেন মস্তকের ব্যাপ্ততা), অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ এবং অন্যান্য পৃথগ্বিধ উপদ্রব সকল (নাসিকা হইতে ধূম নির্গমবৎ পীড়া, তালুজ্বালা ও নাক-মুখ দিয়া জলস্রাব প্রভৃতি বিদেহোক্ত উপদ্রব সমূহ) প্রকাশ পায় ॥ ১৭

বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ—বাতজনিত প্রতিশ্যায়ে নাসিকা স্তব্ধ ও আচ্ছাদিতবৎ, নাসিকা হইতে পাত্‌লা স্রাব নির্গম, গল-তালু ওষ্ঠের শোষ, শঙ্খদেশে সূচীবেধবদ্ বেদনা, হাঁচীর বাহুল্য, মুখের বিরসতা ও স্বরের বিকৃতি হইয়া থাকে ॥ ১৮

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়—পিত্তজনিত প্রতিশ্যায়ে ঈষৎ পীতবর্ণ উষ্ণস্রাব নির্গত হয় এবং রোগী কৃশ

পাণ্ডুবর্ণ, সন্তপ্ত ও উষ্মাভিপীড়িত হয়, তাহার নাক মুখ দিয়া যেন সধূম অগ্নি বাহির হইতে থাকে ॥ ১৯

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়—শ্লেষ্মজনিত প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া বহু পরিমিত পাণ্ডুবর্ণ শীতল কফ নির্গত হয়। রোগির দেহ শুক্লাভ, নেত্র স্ফীত, মস্তক ভারাক্রান্ত এবং গল-তালু-ওষ্ঠ-ও মস্তক কণ্ডূপীড়িত হইয়া থাকে ॥ ২০

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়—যে পক্ক বা অপক্ক প্রতিশ্যায় কারণ বিনা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ তিরোহিত হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায় বলিয়া জানিবে।

টীকা। সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়ে ত্রিদোষ লক্ষণ উক্ত হয় নাই, তথাপি উহাতে ত্রিদোষ লক্ষণ উপস্থিত হয় বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষত্ব হেতু উহা অসাধ্য বলিয়াও জানিবে। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—"মানবগণের দুষ্ট প্রতিশ্যায় ও সর্ব্বদোষজ প্রতিশ্যায় অসাধ্য" ॥ ২১

দুষ্টপ্রতিশ্যায় লক্ষণ—যে প্রতিশ্যায়ে নাসিকা কখন আর্দ্র, কখন শুষ্ক, কখন বদ্ধ, কখন বা বিবৃত হয় এবং নিশ্বাস দুর্গন্ধ ও ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট হয়, তাহাকে দুষ্ট প্রতিশ্যায় বলিয়া জানিবে। তাহা কষ্ট সাধ্য বা অসাধ্য ॥ ২২। ২৩

রক্তজ প্রতিশ্যায়—রক্তজনিত প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখ ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণশক্তির বিলোপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্ভিন্ন পিত্তজ প্রতিশ্যায়ের সমস্ত লক্ষণ ইহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এবং বুকে বেদনা হয়।

চিকিৎসিত না হইলে সকল প্রতিশ্যায়ই কালক্রমে দুষ্ট প্রতিশ্যায়ে পরিণত হয় ও তখন তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ২৪—২৬

প্রতিশ্যায়ে যে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে ;—উক্তরূপ দুষ্টতা-প্রাপ্ত প্রতিশ্যায়ে শ্বেত বর্ণ ও চিক্কণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে ক্রিমিজ শিরোরোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়। (প্রতিশ্যায়ে কফজ ক্রিমিগণই শ্বেতবর্ণ ও চিক্কণ হইয়া থাকে) ॥ ২৭

প্রতিশ্যায় প্রবৃদ্ধ হইয়া যে অপর রোগ সকলও উৎপাদন করে, তাহাই কথিত হইতেছে ;—প্রতিশ্যায় সকল গাঢ়তর হইলে বাধির্য্য, আন্ধ্য, ঘ্রাণনাশ, উৎকট নেত্ররোগ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনস উৎপাদন করে ॥ ২৮

প্রতিশ্যায়ের চতুস্ত্রিংশৎ সংখ্যার পূরণ ;—উক্ত প্রতিশ্যায় ভিন্ন সাত প্রকার অর্ব্বুদ (বাত পিত্ত-শ্লেষ্ম-সন্নিপাত রক্ত মাংস-মেদোজ অর্ব্বুদ) ; চারি প্রকার শোথ (বাত-পিত্ত শ্লেষ্ম-সন্নিপাতজ শোথ) ; চারি প্রকার অর্শঃ (বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম সন্নিপাতজ অর্শঃ) ; চারি প্রকার রক্তপিত্ত (বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-সন্নিপাতজ রক্তপিত্ত) এই রোগ গুলিও নাসিকায় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৯

চিকিৎসাভেদ হেতু আম পীনসের লক্ষণ—মাথাভার, অরুচি, নাসিকা দিয়া পাত্‌লা কফস্রাব, স্বরের ক্ষীণতা ও মুহুর্মুহুঃ নিষ্ঠীবন (নাসিকা দিয়া পুনঃ পুনঃ কফ নির্গম) এইগুলি অপক্ক পীনসের লক্ষণ ॥ ৩০

পক্ক পীনসের লক্ষণ—পক্ক পীনসে শিরোগুরুত্বাদি অপক্ক পীনস লক্ষণ সমস্ত বিদ্যমান থাকে, তবে ইহাতে কফ ঘন হইয়া নাসারন্ধ্রে বিলীন হয় এবং স্বর ও বর্ণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩১

নাসারোগের চিকিৎসা—যে কোন কালেই পীনস উৎপন্ন হউক না কেন, উৎপন্ন হইবামাত্রই সকল পীনসেই গুড় ও দধির সহিত মরিচ চূর্ণ খাইবে। তাহাতে পীনসের প্রশম হইবে। কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়া শৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ বা কষায় আদার রসের সহিত খাইবে। ইহা পীনস রোগে স্বরভেদে তমকে হলীমকে সন্নিপাতে কফে কাসে জ্বরে ও শ্বাসে প্রশস্ত। ইন্দ্রযব, হিঙ্গ, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌ফল, কুড়, বচ, শজিনামূল ও বিড়ঙ্গ ইহাদের অবপীড় নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহাও পীনসাদি রোগে প্রশস্ত ॥ ৩২—৩৫

ব্যোষাদি বটী—ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশ-পত্র, তিন্তিড়ী, অম্লবেতস, চৈ ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক সমভাগ ; এলাইচ দারুচিনি ও তেজপত্র চতুর্থাংশ; ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড়ে মর্দ্দিত করিয়া খাইবে। এই ব্যোষাদি বটী, পীনস-শ্বাস ও কাসনাশক এবং রুচি ও স্বরজনক ॥ ৩৬। ৩৭

ব্যাঘ্রী তৈল—কণ্টকারী, দন্তী. বচ, শজিনা, তুলসী ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকল কল্ক দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে পূতিনাসারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৮

শিগ্রু তৈল—শজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক এবং বিল্বপত্রের রসের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল নাসিকায় প্রয়োগ করিলে পূতিনস্য বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯

ঘৃত গুগ্‌গুলু ও মোম ইহাদের ধূম গ্রহণ করিলে ক্ষবথু ও ভ্রংশথুরোগ বিনষ্ট হয়। শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বেলশুঁঠ ও দ্রাক্ষা ইহাদের ক্বাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে ক্ষবথু (হাঁচী) প্রশমিত হয়। দীপ্তরোগে নিম্ব ও রস'ঞ্জনের নস্য এবং মস্তকে অল্প স্বেদ প্রদান হিতকর। নস্যগ্রহণানন্তর দুগ্ধ মিশ্রিত জলের পরিষেক ও মুদ্‌গ যূষের সহিত ভোজন শস্ত। নাসাস্রাব রোগে উপর্য্যুক্ত দ্রব্যের চূর্ণের [illegible] দবে এবং হিতকর অবপীড় নস্য সকল প্রয়োগ[illegible]রবে। দেবদারু ও চিতার তীক্ষ্ণ ধূম গ্রহণ এবং[illegible]য় মাংস ভোজন, নাসাস্রাবে হিতকর। সকল প্রকার প্রতিশ্যায় রোগেই নিবাত গৃহ এবং গুরু বস্ত্র দ্বারা শিরোবেষ্টন প্রশস্ত। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিঙ্, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও বচ ইহাদের চূর্ণ আঘ্রাণ করিলে প্রতিশ্যায় বিনষ্ট হয়। ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত ছাতুর ধূম পান করিলে প্রতিশ্যায় কাস ও হিক্কা প্রশমিত হয়। প্রতিশ্যায়ে সর্ব্বগন্ধের অর্থাৎ দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, কাকোলী, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ প্রভৃতির ধূম পান করিবে অথবা চাতুর্জাতক চূর্ণের (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর চূর্ণের) কিংবা কালজীরা চূর্ণের ঘ্রাণ লইবে। তৈল ও সৈন্ধব সংযুক্ত সিদ্ধিপত্র পুটপাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সকল প্রতিশ্যায়েই পরম ঔষধ। প্রতিশ্যায় নিবারণে পিপুল, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহাদের অবপীড় নস্য প্রশস্ত। শিরোঽভ্যঙ্গ, স্বেদ, নস্য, অল্প ও উষ্ণ ভোজন, বমন ও ঘৃত পান, এই সকল যথাদোষ ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমিনাশক যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ক্রিমিতে প্রয়োগ করিবে। বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ক্রিমিঘ্ন নস্য ও ভেষজ সকল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

নাসিকাতে যে রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শঃ ও অর্ব্বুদ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের স্ব স্ব চিকিৎসা করিবে। গৃহধূম (ঝুল), পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, ডহরকরঞ্জবীজ, সৈন্ধব ও অপামার্গ বীজ ইহাদের কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল নাসার্শোরোগে হিতকর ॥ ৪০—৫৩

ইতি নাসারোগাধিকার।

মুখরোগাধিকার।

মুখের স্বরূপ—ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, দন্ত, জিহ্বা, তালু, গল ও মুখাদি এই সপ্তাঙ্গ সকল মুখ বলিয়া অভিহিত ॥ ১

মুখরোগের সংখ্যা—ওষ্ঠদ্বয়ে ৮ প্রকার, দন্তমূলে ১৬ প্রকার, দন্তে ৮ প্রকার, জিহ্বায় ৫ প্রকার, তালুতে ৯ প্রকার, কণ্ঠে ১৮ প্রকার এবং সর্ব্ব মুখব্যাপী, ৩ প্রকার, এই সপ্তষষ্টি সংখ্যক (৬৭ টি) মুখরোগ ॥ ২।৩

মুখরোগের নিদান—আনূপমাংস, ক্ষার (পাঠান্তর ক্ষীর) দধি ও মাষাদি সেবনে কুপিত দোষ কফ প্রধান হইয়া মুখমধ্যে রোগ সকল উৎপাদন করে ॥ ৪

ওষ্ঠরোগের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার, রক্তজ এক প্রকার, মাংসজ একপ্রকার, মেদোজ এক প্রকার এবং অভিঘাতজ এক প্রকার, সমুদায়ে এই আট প্রকার রোগ ওষ্ঠে উৎপন্ন হয় ॥ ৫

বাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—বাতজনিত ওষ্ঠ রোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, রুক্ষ, স্তব্ধ ও তোদাদি

বাতবেদনাযুক্ত এবং দলিত (বিদারিত) ও পরিপাটিত (কিঞ্চিদ্ বিদারিত ত্বক্) হয় ॥ ৬

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগ—ইহাতে ওষ্ঠদ্বয় পৈত্তিক বেদনান্বিত-পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, দাহপাক-পিড়কা বিশিষ্ট এবং পীতাভ হইয়া থাকে ॥ ৭

শ্লৈষ্মিক ওষ্ঠরোগ—ইহাতে ওষ্ঠদ্বয় ত্বক্-সমবর্ণ-পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, অল্প বেদনান্বিত, কণ্ডূযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতলস্পর্শ ও গুরু হয় ॥ ৮

সান্নিপাতিক ওষ্ঠরোগ—ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণ, কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ হয়; এবং নানাবিধ বেদনান্বিত হইয়া থাকে ॥ ৯

রক্তজ ওষ্ঠরোগ—এই রোগে ওষ্ঠদ্বয় পক্ব খর্জ্জূর ফলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট-পিড়কা সমূহ দ্বারা পরিপীড়িত, রক্তোপসৃষ্ট, রক্তস্রাবী ও রক্তপ্রভ হইয়া থাকে ॥ ১০

মাংসজ ওষ্ঠরোগ—মাংসদুষ্ট-ওষ্ঠদ্বয়-গুরু, স্থূল ও মাংসপিণ্ডবৎ উদ্গত হয় এবং ওষ্ঠ-প্রান্তদ্বয়ে (সৃক্কণীতে) ক্রিমি সকল জন্মিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১১

মেদোজ ওষ্ঠরোগ—ইহাতে ওষ্ঠদ্বয়-ঘৃতমণ্ড-প্রভ, কণ্ডূর ও কোমল হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় হইতে স্বচ্ছ স্ফটিক সন্নিভ স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে ॥ ১২

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগ—ইহাতে ওষ্ঠদ্বয়রক্তাভ, বিদীর্ণ, পীড়িত, মথিত ও কণ্ডূসমন্বিত হয় ॥ ১৩

ওষ্ঠরোগের চিকিৎসা—গল দন্তমূল ও দন্তবেষ্টে যে সকল রোগ জন্মে, তাহারা কফ রক্ত-ভূয়িষ্ঠ হয়, অতএব সেই সকল রোগে উষ্ণ রক্ত মোক্ষণ করিবে। বাতজ ওষ্ঠরোগে মোম মিশ্রিত চতুর্ব্বিধ-স্নেহ দ্বারা (ঘৃত-তৈল-বসামজ্জা দ্বারা) অভ্যঞ্জন করিবে ও নাড়ীস্বেদ দিবে। পিত্তজ-ওষ্ঠরোগে শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, তিক্তক ঘৃতপান, মাংসরসভোজন, শীতল প্রলেপপ্রয়োগ ও শীতল পরিষেচন করিবে। কফজ ওষ্ঠরোগে প্রথমে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া পরে শিরোবিরেচন, ধূম, স্বেদ ও কবল প্রয়োগ করিবে। মেদোজ ওষ্ঠরোগে প্রথমে ওষ্ঠদ্বয়কে স্বেদ দ্বারা স্বেদিত ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা শোধিত করিয়া কবল ধারণ করিবে। পরে প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা ও লোধ চূর্ণে মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে ॥ ১৪—১৮

প্রতিসারণের বিধি—দন্ত জিহ্বা ও মুখে অঙ্গুলি দ্বারা যে চূর্ণ কল্ক বা অবলেহ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করা যায়, তাহাই প্রতিসারণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সকল ওষ্ঠরোগেই বাতাদি দোষ দেখিয়া চিকিৎসা করিবে। ওষ্ঠরোগ সকল ব্রণত্ব (ক্ষতত্ব) প্রাপ্ত হইলে ব্রণচিকিৎসাবৎ তাহাদের চিকিৎসা করিবে ॥ ১৯। ২০

দন্তবেষ্টগত (দাঁতের মাড়ীতে জাত) **রোগ সকলের নাম ও সংখ্যা**—শীতাদ, দন্তপুপ্পুটক, দন্তবেষ্ট, সৌষির, মহাসৌষির, পরিদর, উপকুশ, বৈদর্ভ, খল্লীবর্দ্ধন, অধিমাংসক, পাঁচপ্রকার দন্তনাড়ী ও দন্তবিদ্রধি এই ষোল প্রকার রোগ দন্তবেষ্টে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২১—২৩

শীতাদ লক্ষণ—এই রোগে দন্তবেষ্ট হইতে (দন্ত বেষ্টন মাংস অর্থাৎ দাঁতের মাড়ী হইতে) অকস্মাৎ (আঘাত বিনা) রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়িতে থাকে। কফ ও রক্তের দুষ্টিতে এই রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ২৪। ২৫

দন্তপুপ্পুট—দুইটি বা তিনটি দাঁতের গোড়া অত্যন্ত শোথযুক্ত হইলে তাহাকে দন্তপুপ্পুট কহা যায়। ইহাও কফ ও রক্তের প্রকোপে জন্মে ॥ ২৬

দন্তবেষ্ট—দন্তবেষ্ট নামক রোগে দন্তমূল হইতে পূয রক্ত পড়ে ও দন্ত সকল নড়িতে থাকে। ইহা দুষ্ট রক্তজ ব্যাধি ॥ ২৭

সৌষির—এই রোগে দন্তমূলে যন্ত্রণাদায়ক শোথ ও কণ্ডূ হয় এবং দন্তমূল হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে। ইহা কফ বাতজ ব্যাধি ॥ ২৮

মহাসৌষির—যে রোগে দন্তবেষ্ট হইতে দন্ত সকলের বিচলন হয়, তালু অবদীর্ণ হয় এবং দন্তমাংস ও মুখ প্রক্লিন্ন হয় (পচে), তাহাকে মহাসৌষির বলিয়া জানিবে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি।

টীকা। "তালুচ" এই বাক্যে "চ" থাকায় বুঝিতে হইবে যে, তালু এবং দন্তবেষ্টও অবদীর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগ সপ্তরাত্রেই রোগিকে সংহার করে। যেহেতু ভোজ বলিয়াছেন ;—"এই মহাসৌষির নামক ব্যাধি সপ্তরাত্রের মধ্যেই রোগির প্রাণ বিনাশ করে ॥ ২৯

পরিদর—এই রোগে দন্তমাংস সকল গলিত ও দন্তবেষ্ট হইতে রক্ত নিঃস্রুত হয়। ইহা রক্ত-পিত্ত-কফজনিত ব্যাধি ॥ ৩০

উপকুশ—এই রোগে দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক উপস্থিত হয় এবং দাহ ও পাক নিবন্ধন দন্ত সকল নড়িতে ও পড়িতে থাকে ; অল্প ঘট্টিত হইলেই রক্ত নির্গত হয়, অল্প অল্প বেদনা থাকে ; রক্তমোক্ষণ না করিলে দন্তমাংস সকল ফুলিয়া উঠে ও মুখে দুর্গন্ধ হয়। ইহা পিত্তরক্তসম্ভূত ব্যাধি ॥ ৩১ । ৩২

বৈদর্ভ—যে রোগে দন্তমূল ঘৃষ্ট হইলে মহান্ শোথ হয় এবং দন্ত সকল নড়ে, তাহাকে বৈদর্ভ কহে। ইহা অভিঘাতজ ব্যাধি। (মূলে "চ" থাকায় বেদনা দাহ ও পাকও হয়, বুঝিতে হইবে) ॥ ৩৩

খল্লীবর্দ্ধন—বায়ুর—প্রকোপে প্রবল যাতনার সহিত যে একটি অতিরিক্ত দন্ত উঠে, তাহাকে খল্লীবর্দ্ধন (আক্কেল দন্ত) কহে। দন্তটি উৎপন্ন হইলে পর আর যাতনা থাকে না ॥ ৩৪

অধিমাংসক—হনুপ্রদেশস্থ অন্ত্য দন্তমূলে অতি যন্ত্রণাদায়ক ও লালাস্রাবী মহান্ শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে অধিমাংস রোগ কহে। ইহা কফজ ব্যাধি ॥ ৩৫

পঞ্চদন্ত নাড়ী—নাড়ীব্রণাধিকারে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ এই পাঁচ-প্রকার নাড়ীব্রণের যে যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, দন্তমূলেও সেই সেই লক্ষণাক্রান্ত পাঁচ প্রকার নাড়ী (নালী) উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৬

দন্তবিদ্রধি—দন্তবেষ্টগত বায়ু পিত্ত কফ ও রক্ত দ্বারা দন্তবেষ্টের বাহ্য ও অন্তর্ভাগে দাহ ও বেদনান্বিত প্রবল শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে দন্তবিদ্রধি রোগ কহে। ইহা ভেদ করিলে পূযরক্ত নির্গত হইয়া থাকে ॥ ৩৭

দন্তবেষ্টগত রোগের চিকিৎসা—শীতাদ-রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও সর্ষপের ক্বাথের এবং ত্রিফলার ক্বাথের গণ্ডূষ ধারণ করিবে। হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল ইহাদের চূর্ণে মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে দন্তমূল ঘর্ষণ করিলে পূতি মাংস সকল অপনীত হয়। শীতাদরোগে রক্তমোক্ষণ করণীয়। ইহাতে মধুসংযুক্ত পঞ্চলবণ ও যবক্ষারের প্রতিসারণ, শিরোবিরেচন, নস্য ও স্নিগ্ধ ভোজন হিতকর। দন্তবেষ্ট :বিস্রাবিত করিয়া লোধকাষ্ঠ, বকমকাষ্ঠ যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত প্রতিসারণ করিবে (অঙ্গুলি দ্বারা ধীরে ধীরে ঘসিবে)। বটাদি ক্ষীরি বৃক্ষের ক্বাথে মধু ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া তাহার গণ্ডূষধারণ করিলে ও বকুল চর্ব্বণ করিলে চলদ্দন্ত দৃঢ় হয় ॥ ৩৮—৪৩

মুস্তাদিবটিকা—নাগরমুতা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করত তাহার বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। চলদ্দন্তরোগী এই বটিকা মুখে ধারণ করিয়া নিদ্রা যাইলে তাহার দন্তসকল দৃঢ় হয়। ইহার ন্যায় চল দ্দন্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৪৪ । ৪৫

সহচরাদ্য তৈল বা ঘৃত—তৈল বা ঘৃত ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ—নীল ঝিণ্টী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—দুরালভা, খদির, ইরিমেদ (দুর্গন্ধ খদির, গুয়েবাব্‌লা), জামছাল, আমছাল, যষ্টিমধু ও উৎপল, প্রত্যেক অর্দ্ধপল (৪ তোলা)। যথাবিধি ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই তৈল বা ঘৃত মুখে ধারণ করিলে চলদ্দন্ত সদ্যঃই দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ৪৬ । ৪৭

সৌষির রোগে দন্তবেষ্ট হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহাতে মধুসংযুক্ত লোধ মুতা ও রসাঞ্জন চূর্ণের প্রলেপ দিবে এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথের গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

পরিদর রোগে শীতাদরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে। উপকুশ রোগে বমন দ্বারা উর্দ্ধকায়, বিরেচন দ্বারা অধঃকায় এবং নস্যদ্বারা শিরঃসংশোধন করিয়া ডুমুরের পত্র দ্বারা ক্ষতকে বিস্রাবিত করিবে। ত্রিকটু চূর্ণ সৈন্ধবলবণ ও মধু মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। শস্ত্রদ্বারা বৈদর্ভকে উদ্ধৃত করিয়া দন্তমূলকে ক্ষতবিশোধক ক্বাথাদি দ্বারা শোধন করিবে। তদনন্তর ক্ষার প্রয়োগ এবং শীতল ক্রিয়া সকল করিবে। খল্লীবর্দ্ধন রোগে অধিক দন্তটি উদ্ধৃত করিয়া তৎস্থান অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দিবে। এবং কৃমিদন্তক রোগবৎ চিকিৎসা করিবে।

শস্ত্র দ্বারা অধিমাংসকে ছেদন করিয়া তাহাতে বচ, তেজবল, আক্‌নাদি, সর্জ্জিক্ষার ও যবক্ষার, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ প্রয়োগ করিবে। পিপুলের ক্বাথে মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার কবল করিবে পল্‌তা, নিমছাল, ত্রিফলা ইহাদের কষায় দ্বারা মুখ-ধাবন করিবে।

দন্তনাড়ীরোগে নাড়ীব্রণনাশক কার্য্য সকল করিবে। যে দন্ত মধ্যে নাড়ী জন্মে, সেই দন্তকে তুলিয়া ফেলিয়া এবং শস্ত্র দ্বারা দন্তমাংস সকল ছেদন করিয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু যদি উপরিপাটীর দন্তে নাড়ীব্রণরোগ না হয় অর্থাৎ নীচের পাটীর দন্তে নাড়ী হয়,তাহা হইলেই ঐরূপ দন্তোদ্ধরণাদি করিবে। দন্ত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা তৎস্থান দগ্ধ করিবে। দন্তকে যদি উপেক্ষা করা যায়, অর্থাৎ তুলিয়া ফেলা না যায়, তাহা হইলে দন্তনাড়ী নিশ্চয়ই হনুকে ভেদ করিয়া ফেলে। অতএব দন্তকে এবং ভগ্ন অস্থিকে সমূলে উদ্ধৃত করিবে। উপর পাটীর দন্ত উদ্ধৃত হইলে অধিক রক্তস্রাব হয় এবং অধিক রক্তস্রাব হেতু পূর্ব্বোক্ত ঘোর ব্যাধি সকল জন্মে, রোগী কাণা হয় ও অর্দ্দিত রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব উপর পাটীর দন্ত নড়িলেও তাহাকে উদ্ধৃত করিবে না। জাতীপত্র, ধুতূরাপত্র, গোক্ষুর ও খদির ইহাদের কষায় দ্বারা মুখধাবন করিবে॥ ৪৮—৫৯

জাত্যাদি তৈল—জাতীপত্র, ধুতূরাপত্র, কণ্টকীমূল (বড়ীকটৈয়া মূল বঁইচমূল) ও গোক্ষুরের মূলাদি পঞ্চাঙ্গ এই সকলের ক্বাথ এবং মঞ্জিষ্ঠা,লোধ, খদির ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক সহ যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈল দন্তগতনাড়ী নাশক। ইতি জাত্যাদি তৈল।

দন্তবিদ্রধিরোগে পূর্ব্বোক্ত বিদ্রধি চিকিৎসা করিবে। কুশল ব্যক্তি ইহাতে শস্ত্রকর্ম্ম করাইবে না॥ ৬০—৬২

দন্তরোগ।

দন্তরোগের নাম ও সংখ্যা—দালন, কৃমিদন্তক, ভঞ্জনক, দন্তহর্ষ, দন্তশর্করা, কপালিকা, শ্যাবদন্তক ও করালদন্তক এই আটটি দন্তরোগ॥ ৬৩।৬৪

দালনের লক্ষণ—এই রোগে দন্তে এরূপ যন্ত্রণা হয়, যেন দন্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া রোগির বোধ হয়। ইহা বাতজ ব্যাধি॥ ৬৫

কৃমিদন্তক লক্ষণ—কৃমিদন্তক রোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয়, দন্ত নড়ে, দন্তমূলে অতি বেদনান্বিত শোথ হয়, দন্তমূল শোথ হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে, দন্তমূলে অকস্মাৎ (অবঘট্টনাদিকারণ বিনাই) মহাবেদনা উপস্থিত হয়। ইহাও বাত-প্রকোপজ ব্যাধি॥ ৬৬

ভঞ্জনক—এই রোগে মুখ বাঁকিয়া যায় ও দন্ত ভগ্ন হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মজনিত ব্যাধি॥ ৬৭

দন্তহর্ষ—যে রোগে দন্তসকল শীতলতা, রুক্ষতা, বাতপ্রবাহ ও অম্লের স্পর্শ সহ্য করিতে না পারে, তাহাকে দন্তহর্ষ রোগ কহে। ইহা বাতপিত্তপ্রকোপে উৎপন্ন হয়॥ ৬৮

দন্তশর্করা—দন্তলগ্ন মল এবং কফ বায়ু-কর্তৃক শোষিত হইয়া শর্করার ন্যায় (কাঁকড়ের মত) খরস্পর্শ হইলে তাহাকে দন্তশর্করা কহে॥ ৬৯

কপালিকা—ঐ দন্তশর্করা দন্তাবয়বের সহিত কপালের ন্যায় (খাপরার ন্যায়) বিদীর্ণ হইলে তাহাকে কপালিকা কহে। ইহা দন্তনাশক রোগ॥৭০

শ্যাবদন্ত।—দুষ্টরক্ত ও পিত্ত দ্বারায় কোন দন্ত সর্ব্বাবয়বে দগ্ধবৎ শ্যাববর্ণ বা নীলবর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্তক কহে॥ ৭১

করাল।—দন্তাশ্রিত কুপিত বায়ু দন্ত সকলকে ক্রমে ক্রমে বিষম ও বিকটাকার করিলে তাহাকে করাল দন্ত রোগ কহে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি॥ ৭২

দন্তরোগের চিকিৎসা।

লাক্ষাদি তৈল।—তৈল /৪ চারি সের। লাক্ষারস ষোল সের। দুগ্ধ ষোল সের। কল্কার্থ—লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক এক এক পল (আট তোলা)। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দালন, দন্তচাল (দাঁতনড়া), দন্তমোক্ষ (দন্তচ্যুতি,) কপালিকা, শীতাদ, পূতিবক্ত্র, অরুচি ও মুখবৈরস্য, এই সকল রোগ বিনষ্ট হয় এবং দন্তদৃঢ় হইয়া থাকে। এই লাক্ষাদিতৈল দন্তরোগ সমূহে সুপূজিত॥ ৭৩—৭৬

অচল ক্রিমিদন্তে স্বেদ প্রদান করিয়া তাহা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের রস দ্বারা অবপীড় নস্য দিবে; স্নেহ পদার্থের গণ্ডূষ ধারণ করাইবে; ভদ্রদার্ব্বাদিগণোক্ত দ্রব্য ও পুনর্নবা ইহাদের প্রলেপ দিবে এবং স্নিগ্ধ ভোজন ব্যবস্থা করিবে। দন্তমধ্যে ঈষদুষ্ণ হিঙ্গু নিহিত করিয়া রাখিলে ক্রিমিদন্তরোগ বিনষ্ট হয়। বৃহতী, ভূঁই-কদম, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথে তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিলে কৃমিদন্তের বেদনা নাশ হয়। নীলমূল, কাকজঙ্ঘা ও তিতলাউ ইহাদের প্রত্যেকটীর মূল চূর্ণ করিয়া দন্তে ধারণ করিলে দাঁতের কৃমি বিনষ্ট হয়। ঈষদুষ্ণ স্নেহের কবল এবং তেউড়ীর সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃতের কবল করিলে দন্তহর্ষরোগ নষ্ট

হয়। বাতঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথ সকলও দন্তহর্ষনাশক। স্নৈহিক ধূম, স্নৈহিক নস্য, পেয়া, মাংসরস, যবাগূ, দুগ্ধের সর, ঘৃত, শিরোবস্তি এবং বাতনাশক কার্য্য সকল, কৃমি দন্তরোগে হিতকর। দন্ত মূল ছেদন না করিয়া দন্তশর্করা উদ্ধৃত করিবে অর্থাৎ এরূপ সাবধানে দন্ত শর্করা তুলিতে হইবে, যেন দন্তমূল কাটিয়া না যায়। দন্ত শর্করা উদ্ধৃত করিয়া মধুসংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ দ্বারা তৎস্থান প্রতিসারণ করিবে (ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে)। দন্তহর্ষের চিকিৎসা সকলও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। কপালিকা রোগ অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও তাহাতে দন্তহর্ষের চিকিৎসা করিবে। দন্তরোগী-অম্লফল, শীতল জল, রুক্ষ অন্ন, দন্ত ধাবন ও অতি কঠিন ভক্ষ্য পরিত্যাগ করিবে॥ ৭৭—৮৫

জিহ্বারোগ।

জিহ্বারোগের নিদান ও সংখ্যা।—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, অলাস ও উপজিহ্বিকা এই পাঁচ প্রকার রোগ জিহ্বাতে উৎপন্ন হয়॥ ৮৬

বাতজ লক্ষণ।—বাতদুষ্ট জিহ্বা স্ফুটিত (অল্প অল্প বিদীর্ণ) ও রসাস্বাদনে অসমর্থ এবং শাকবৃক্ষের (সেগুণের) পত্রবৎ কণ্টক ব্যাপ্ত হয়॥ ৮৭

পিত্তজ লক্ষণ।—পিত্ত দুষ্ট জিহ্বা–দাহান্বিত ও রক্তাভ দীর্ঘ দীর্ঘ কণ্টক সমূহ দ্বারা আকীর্ণ হয়॥ ৮৮

কফজ লক্ষণ।—কফদুষ্ট জিহ্বা—গুরু, স্থূল এবং শাল্মলী কণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুরে ব্যাপ্ত হয়॥ ৮৯

অলাস লক্ষণ।—প্রদুষ্ট কফ ও রক্ত জিহ্বাতলে যে দারুণ শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে অলাস কহে। ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জিহ্বাস্তম্ভ এবং জিহ্বামূলে অত্যন্ত পাক উপস্থিত হয়।

টীকা।—জিহ্বাস্তম্ভ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে বায়ুরও অনুবন্ধ থাকে এবং অত্যন্ত পাক হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে পিত্তও প্রকুপিত থাকে। অতএব এই অলাসব্যাধি ত্রিদোষজ এবং অসাধ্য॥ ৯০

উপজিহ্বিকা লক্ষণ।—প্রদুষ্ট কফ ও রক্ত জিহ্বাকে উন্নমিত করিয়া নিম্নভাগে যে লালাস্রাব কণ্ডূ ও দাহ বিশিষ্ট জিহ্বাগ্রাকৃতি শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপজিহ্বিকা রোগ কহে॥ ৯১

জিহ্বারোগের চিকিৎসা।—জিহ্বাগত রোগ সমূহে রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত। শুলঞ্চ পিপুল ও নিম ইহাদের ক্বাথের কবল সুখপ্রদ। বাতজ ওষ্ঠপ্রকোপের যে চিকিৎসা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বাতজনিত জিহ্বাকণ্টকেও সেই সকল চিকিৎসা করিবে। পিত্তজ জিহ্বাকণ্টক রোগে কণ্টকিত জিহ্বাকে পরিঘৃষ্ট ও তাহা হইতে দুষ্ট রক্ত নিঃসারিত করিয়া হিতকর ও মধুর দ্রব্যের প্রতিসারণ গণ্ডূষ ধারণ এবং নস্য গ্রহণ করিবে। কফজ জিহ্বাকণ্টক রোগসমূহে কণ্টকিত জিহ্বাকে লিখিত (অল্প অল্প চিরিয়া) ও তাহা হইতে রক্ত নিঃসারিত করিয়া মধুসংযুক্ত পিপ্পল্যাদি ক্বাথ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। উপজিহ্বাকে লেখন করিয়া (অল্প অল্প চিরিয়া) ক্ষার দ্বারায় প্রতিসারণ করিবে। শিরোবিরেচন গণ্ডূষ ও ধূমপান দ্বারা উপজিহ্বিকা রোগের চিকিৎসা করিবে। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতা ইহাদের চূর্ণ দ্বারা উপজিহ্বিকা ঘর্ষণ করিবে। এবং উপজিহ্বিকা শান্তির জন্য এই সকল দ্রব্যেরই সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিবে॥ ৯২—৯৭

তালুরোগ।

তালুরোগের নাম ও সংখ্যা।—গলশুণ্ডী, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, কচ্ছপ, তাল্বর্ব্বুদ, মাংসসঙ্ঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক, এই নয়টি তালুরোগ॥ ৯৮। ৯৯

গলশুণ্ডী লক্ষণ।—প্রদুষ্ট কফ রক্ত দ্বারা তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। এই রোগে তৃষ্ণা কাস ও শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ১০০

তুণ্ডিকেরী লক্ষণ।—কফ ও রক্তের প্রকোপে তালুমূলে তুণ্ডিকেরীর অর্থাৎ বনকার্পাসের ফলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং স্থূল যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তুণ্ডিকেরী কহে। ইহাতে তোদ ও দাহ বিদ্যমান থাকে এবং ইহা পাকে।

অধ্রুষ লক্ষণ—রক্ত দুষ্টি হেতু তালুমূলে স্তব্ধ ও লোহিতবর্ণ যে শোথ জন্মে, তাহাকে অধ্রুষ কহে। ইহাতে জ্বর ও তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়॥ ১০১

কচ্ছপ—শ্লেষ্মপ্রকোপে তালুদেশে অল্প বেদনাযুক্ত, কূর্ম্মাকৃতি যে শোথ ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়, তাহাকে কচ্ছপ কহে।

অর্ব্বুদ—রক্তদুষ্টিহেতু তালুমধ্যে পদ্মকর্ণিকার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ দীর্ঘ মাংসাঙ্কুরে বেষ্টিত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাল্বর্ব্বুদ কহে। ইহা পিত্তার্ব্বুদ লক্ষণাক্রান্ত ॥ ১০২

মাংসসঙ্ঘাত—শ্লেষ্মদ্বারা তালুমধ্যে বেদনারহিত যে দুষ্ট মাংসোপচয় হয়, তাহাকে মাংসসঙ্ঘাত কহে।

তালুপুপ্পুট—দুষ্ট কফ ও মেদঃ তালুদেশে কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নির্ব্বেদন যে স্থায়ী শোথ উৎপন্ন করে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে ॥ ১০৩

তালুশোষ—তালুশোষ রোগে তালুর অত্যন্ত শোষ ও তালু বিদীর্ণ হয় এবং ইহাতে উগ্র শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে। তালুশোষ বাতপ্রকোপজ ব্যাধি।

তালুপাক—পিত্ত প্রকুপিত হইয়া তালুদেশে অতি দারুণ পাক উৎপাদন করিলে তাহাকে তালুপাক রোগ কহে ॥ ১০৪

তালুরোগের চিকিৎসা—কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধব, পিপুল, আকনাদি ও কৈবর্ত্ত মুস্তক (কেওটমূতা) ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গলশুণ্ডী ঘর্ষণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা গলশুণ্ডীকে আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা জিহ্বোপরিস্থিত গলশুণ্ডীকে ছেদন করিবে। অধিক ছেদনে রক্তের অতিস্রাব হেতু রোগির মৃত্যু ঘটিতে পারে, অল্পচ্ছেদনেও শোথ লালাস্রাব ও ভ্রম উপস্থিত হয়; অতএব দৃষ্টকর্ম্মা বিশারদ চিকিৎসক যত্নপূর্ব্বক গলশুণ্ডী ছেদন করিবেন। গলশুণ্ডী ছেদন করিয়া এই সকল কার্য্য করিবে, যথা—পিপুল আতইচ, কুড়, বচ, মরিচ, শুঁঠ ও লবণ ইহাদের চূর্ণে মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা তৎস্থান প্রতিসারণ করিবে। বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিম্ব ইহাদের ক্বাথের কবল করাইবে। তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, কচ্ছপ, মাংসসঙ্ঘাত ও তালুপুপ্পুট এই সকল রোগেও এই চিকিৎসা করিবে, তবে শস্ত্রকর্ম্মে বিশেষ আছে। তালুপাক রোগে পিত্তনাশক বিধান কর্ত্তব্য। তালুশোষে স্নেহস্বেদ দিবে এবং বায়ুনাশক বিধি অবলম্বন করিবে ॥ ১০৫–১১২

গলরোগ।

গলরোগের নাম ও সংখ্যা—পাঁচ প্রকার রোহিণী, কণ্ঠশালূক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, গিলায়ু, কণ্ঠবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান ও বিদারী এই আঠারটি রোগ কণ্ঠদেশে উৎপন্ন হয় ॥ ১১৩। ১১৪

পাঁচপ্রকার রোহিণীরসাধারণ সম্প্রাপ্তি—বায়ু পিত্ত ও কফ এবং রক্ত ইহাদের এক একটি বা সকলেই এক সঙ্গে প্রবৃদ্ধ হইয়া মাংসকে দূষিত করিয়া কণ্ঠদেশে মাংসাঙ্কুর সমূহ উৎপাদন করে। সেই মাংসাঙ্কুর দ্বারা কণ্ঠরোধ হওয়ায় রোগির প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই ব্যাধির নাম রোহিণী ॥ ১১৫

বাতজা রোহিণী—বাতজনিত রোহিণী রোগে অতি কষ্টদায়ক কণ্ঠনিরোধক মাংসাঙ্কুর সকল জিহ্বার চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হয়। তাহাতে স্তম্ভাদি বাতাত্মক উপদ্রব সকল প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে ॥ ১১৬

পিত্তজা রোহিণী—পিত্তজা রোহিণী রোগে মাংসাঙ্কুর সকল শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া উঠে। ইহাতে তীব্র বিদাহ ও জ্বর উপস্থিত হয়।

শ্লেষ্মজা রোহিণী—ইহা (মাংসাঙ্কুর সকল) কণ্ঠরোধক, অল্পপাকশীল, গুরু ও কঠিন হয় ॥ ১১৭

সন্নিপাতজ রোহিণী—ত্রিদোষজ রোহিণীর মাংসাঙ্কুর সকল গম্ভীরপাকী, দুর্নিবার্য্য ও ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত হয়।

রক্তজা রোহিণী—রক্তজা রোহিণী পিত্তজরোহিণীর লক্ষণাক্রান্ত। ইহা স্ফোটক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত। এই রোহিণী সাধ্য বলিয়া প্রদিষ্ট ॥ ১১৮

রোহিণীরোগের মারাত্মকত্বের সীমা—ত্রিদোষজ রোহিণী সদ্যঃই প্রাণ সংহার করে, কফজ রোহিণী তিনদিনে প্রাণ বিনাশ করে, পিত্তজ রোহিণী পাঁচদিনে প্রাণ বিনষ্ট করে এবং বাতজ রোহিণী এক সপ্তাহে প্রাণ নাশ করিয়া থাকে ॥ ১১৯

কণ্ঠশালূক—কফপ্রকোপে কণ্ঠদেশে কুলআঁটীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, খরস্পর্শ ও কঠিন যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কণ্ঠশালূক কহে। ইহা কণ্টকবৎ ও শূকবৎ বেদনাদায়ক। কণ্ঠশালূক শস্ত্রসাধ্য ব্যাধি ॥ ১২০

আধিজিহ্বক—কফ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া জিহ্বার উপরিভাগে জিহ্বাগ্রভাগের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে অধিজিহ্ব রোগ কহে। ইহা পাকিলে অসাধ্য জানিবে ॥ ১২১

বলয়—প্রদুষ্ট কফ কণ্ঠদেশে বলয়াকৃতি যে উন্নত শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলয় রোগ কহে। বলয়রোগে অন্নবহ স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহার শক্তি দুর্নিবার্য্য, সুতরাং এই রোগে বিবর্জ্জনীয় ॥১২২

বলাস—কফ ও বায়ু প্রকুপিত হইয়া গলদেশে শ্বাস ও বেদনান্বিত মর্ম্মচ্ছেদক (হৃদয় মর্ম্মে ছেদনবৎ বেদনাদায়ক) যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলাস কহে। ইহা দুর্নিবার্য্য ব্যাধি ॥ ১২৩

একবৃন্দ—প্রদুষ্ট কফ ও রক্ত কণ্ঠমধ্যে দাহ ও কণ্ডূযুক্ত, ঈষৎ পাকশীল, ঈষৎ মৃদু, গুরু, উন্নত ও গোলাকার যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে একবৃন্দ কহে ॥ ১২৪

বৃন্দ—পিত্ত ও রক্তের প্রকোপহেতু কণ্ঠদেশে উন্নত, গোলাকার এবং তীব্র জ্বর ও দাহ বিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৃন্দ কহে। বৃন্দ বাতাত্মক হইলে তোদবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২৫

শতঘ্নী—বাতাদিদোষত্রয়ের প্রকোপে কণ্ঠনিরোধক, কঠিন এবং শতঘ্নীর ন্যায়, আকৃতি বিশিষ্ট, মাংসাঙ্কুর-সমাচ্ছন্ন যে বর্ত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে শতঘ্নী রোগ কহে। ইহাতে বাতাদিত্রিদোষকৃত বিবিধ বেদনা তোদ-দাহ-কণ্ড্বাদি বিদ্যমান থাকে। এই রোগ প্রাণনাশক। (লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ শিলাকে শতঘ্নী বলে। শতঘ্নী যেমন লৌহকণ্টকে আচ্ছন্ন, ইহাও তেমনি মাংসাঙ্কুরে ব্যাপ্ত) ॥ ১২৬

গিলায়ু—কফ রক্তের প্রকোপে কণ্ঠদেশে আমলকীর আঁটীর ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গিলায়ু কহে। ইহাতে বোধ হয় যেন আহার দ্রব্য কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। গিলায়ু শস্ত্রসাধ্য ব্যাধি ॥ ১২৭

গলবিদ্রধি—বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপে সমস্ত কণ্ঠদেশে যে শোথ হয়, যাহাতে তোদ দাহ ও কণ্ডূ প্রভৃতি ত্রিদোষজ সর্ব্বপ্রকার বেদনাই বিদ্যমান থাকে এবং যাহা পূর্ব্বোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণাক্রান্ত, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। (স্থানভেদে চিকিৎসাভেদ থাকায় গলবিদ্রধি পৃথগ্‌ভাবে পুনঃপঠিত হইয়াছে) ॥ ১২৮

গলৌঘ—এই রোগে গলমধ্যে এরূপ বৃহৎ শোথ হয় যে তাহাতে অন্ন জল ও উদান বায়ুর (নিশ্বাসের) গতি রুদ্ধ হয় এবং প্রবল জ্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা কফ রক্তজনিত ব্যাধি ॥ ১২৯

স্বরঘ্ন—এই রোগে শ্বাসমার্গ কফরুদ্ধ হওয়ায় রোগী মূর্চ্ছা যায়, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে, তাহার স্বরভেদ হয় এবং কণ্ঠ শুষ্ক ও অস্বাধীন (অন্ন গিলিতে অসমর্থ) হয়। ইহা বাতজ ব্যাধি ॥ ১৩০

মাংসতান—এই রোগে কণ্ঠদেশে বিস্তৃত, অতিকষ্টপ্রদ ও লম্বমান শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কণ্ঠরোধ করিয়া প্রাণ নাশ করে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি ॥ ১৩১

বিদারী—এই রোগে কণ্ঠমধ্যে তোদ-দাহবিশিষ্ট তাম্রবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয়। ক্রমে সেই শোথের মাংস পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া খসিয়া পড়ে। যে পার্শ্বে শয়ন করা অভ্যাস, সেই পার্শ্বেই এই রোগ বাহুল্যরূপে জন্মিয়া থাকে। ইহা পিত্তপ্রকোপজ ব্যাধি ॥ ১৩২

গলরোগের চিকিৎসা—সাধ্য লক্ষণান্বিত রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ ও নস্য কর্ম্ম হিতকর। বাতজ রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লবণ দ্বারা রোহিণী প্রতিসারণ করিবে এবং বারংবার ঈষদুষ্ণ স্নেহপদার্থে গণ্ডূষধারণ করাইবে। পিত্তজ রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া চিনি মধু ও প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ দ্বারা রোহিণী ঘর্ষণ করিবে। এবং দ্রাক্ষা ও ফল্‌সার ক্বাথ দ্বারা কবল করাইবে। গৃহধূম (ঝুল), শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ দ্বারা কফজ রোহিণী প্রতিসারণ করিবে। শ্বেতাপরাজিতা বিড়ঙ্গ দন্তী ও সৈন্ধবের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য দিবে এবং কবল করাইবে। পিত্তসম্ভূত (রক্ত সম্ভূত) রোহিণীর পিত্তবৎ চিকিৎসা করিবে। কণ্ঠশালূক হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া তুণ্ডিকেরিবৎ চিকিৎসা করিবে। কণ্ঠশালূক রোগী এক বেলা অল্পপরিমাণে স্নিগ্ধ যবান্ন ভোজন করিবে। উপজিহ্বক রোগবৎ অধিজিহ্বক রোগের চিকিৎসা করিবে। একবৃন্দ রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শোধন বিধি (বমন বিরেচনাদি কর্ম্ম) আচরণ করিবে। একবৃন্দের ন্যায়ই বৃন্দের চিকিৎসা করিবে। অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা গিলায়ুরোগের চিকিৎসা করিবে। অমর্ম্মস্থানজাত-সুপক্ক গলবিদ্রধি ছেদন করিবে ॥ ১৩৩—১৪০

সাধারণ কণ্ঠরোগের চিকিৎসা—বিজ্ঞচিকিৎসক সকল কণ্ঠরোগেই রক্তমোক্ষণ ও তীক্ষ্ণনস্যাদি কর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। (১) দারুহরিদ্রার ত্বক্, নিমছাল, রসাঞ্জন ও কুড়্‌চী ইহাদের কষায়ে বা হরীতকীর কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া

কণ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে। (২) কট্‌কী, আতইচ, দেবদারু, আক্‌নাদি, মুতা ও কুড়চী এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে ক্বথিত করিয়া সেই কষায় পান করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। (৩) কিস্‌মিস্, কট্‌কী, দারুহরিদ্রার ত্বক্, ত্রিফলা, মুতা, আক্‌নাদি, রসাঞ্জন, দূর্ব্বা ও গজপিপ্পলী ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া গলরোগে প্রয়োগ করিবে। এই যোগ তিনটি গলরোগের মহৌষধ। ইহারা যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও কফজ গলরোগনাশক। যবক্ষার, গজপিপ্পলী, আক্‌নাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ মধুতে মর্দ্দিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে সকল গলরোগেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ॥১৪১—১৪৬

সমস্ত মুখজাত রোগ ।

সমস্তমুখজাত রোগের নিদান ও সংখ্যা—সমস্ত মুখে পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার সর্ব্বসর মুখরোগ জন্মে, অর্থাৎ বাতজ সর্ব্বসর, পিত্তজ সর্ব্বসর ও কফজ সর্ব্বসর ॥ ১৪৭

বাতিক—বাতজনিত সর্ব্বসর রোগে সমস্ত মুখ সূচীবেধবদ্ পীড়াদায়ক, স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। পৈত্তিক সর্ব্বসররোগে রক্ত বা পীতবর্ণ, দাহসমন্বিত স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। শ্লৈষ্মিক সর্ব্বসররোগে অল্প বেদনান্বিত, কণ্ডূযুক্ত ও গাত্রসমবিশিষ্ট স্ফোটক সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় ॥১৪৮।১৪৯

মুখরোগসমূহের মধ্যে অসাধ্য মুখরোগ, তদ্‌যথা—ওষ্ঠগত রোগের মধ্যে যাহা মাংসগত রক্তগত ও ত্রিদোষজাত, তাহা অসাধ্য। দন্তবেষ্টগতরোগ সকলের মধ্যে ত্রিদোষনালী ও ত্রিদোষজ মহাসৌষির বর্জনীয়। দন্তরোগের মধ্যে শ্যাবদন্ত দালন ও ভঞ্জন ত্যাজ্য। জিহ্বাগতরোগের মধ্যে অলাস অসাধ্য। তালুগত রোগের মধ্যে অর্ব্বুদ অসাধ্য। কণ্ঠগত রোগের মধ্যে স্বরঘ্ন, বলয়, বৃন্দ, বলাস, বিদারিকা, গলৌঘ, মাংসতান, শতঘ্নী ও রোহিণী অসাধ্য। এই ঊনবিংশতিটি মুখরোগ অসাধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত, নিশ্চিত ফলের আশা ত্যাগ করিয়াই ইহাদের চিকিৎসা করিবে ॥ ১৫০—১৫৩

সমস্ত মুখরোগের চিকিৎসা—বাতিকসর্ব্বসররোগে বাতঘ্ন দ্রব্যের চূর্ণ ও সৈন্ধব চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের কবল ও নস্য প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক সর্ব্বসর রোগে বিরেচনাদি দ্বারা রোগিকে সংশুদ্ধ করিয়া পিত্তহর ক্রিয়া সকল করিবে। ইহাতে মধুর শীতল বিধি প্রশস্ত। কফাত্মক সর্ব্বসররোগে কফঘ্ন প্রতিসারণ গণ্ডূষধারণ ধূমপান ও সংশোধন এবং কফনাশক চিকিৎসা করিবে।

মুখপাক রোগে শিরাবেধ ও শিরোবিরেচন করিবে। মধু গোমূত্র ঘৃত ও দুগ্ধ ইহাদের শীতল কবল করিবে। জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা ইহাদের ক্বাথে শীতলাবস্থায় মধু প্রক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা গণ্ডূষধারণ করিলে মুখপাক বিনষ্ট হয়। মুখপাকে নিত্য বহুবার জাতীপত্র চর্ব্বণ করিবে। কৃষ্ণজীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব তিনদিন চর্ব্বণ করিলে মুখপাক ব্রণ ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য দূরীভূত হয়। পল্‌তা, নিম, জাম, আম ও মালতী ইহাদের নবপল্লবের কষায়ে মুখধাবন করিলে মুখপাক প্রশমিত হয়। মুখাপাকরোগে পঞ্চবল্কলের (বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ত্বকের,) অথবা ক্বাথে, ত্রিফলার ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা মুখধাবন করিবে। দারুহরিদ্র র স্বরস ঘনীভূত করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া মুখপাকে প্রয়োগ করিবে। এই রসক্রিয়া দ্বারা মুখরোগ রক্তদোষ ও নালী ঘা নিবারিত হয়। ছাতিমছাল, বেণামূল, পল্‌তা, মুতা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোন্দালু ও রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথ প ন করিলে মুখপাক নিবারিত হয়। তিল, নীলোৎপল, ঘৃত, শর্করা ও দুগ্ধ এই সকলের সহিত কিছু অধিক মাত্রায় মধু মিশাইয়া তাহার গণ্ডূষধারণ করিলে ক্ষারাদিদগ্ধ মুখের পাক বিনষ্ট হয়। টাবালেবুফলের ত্বক্ একবার মাত্র চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিলে মুখের সকল মুখগন্ধ অপনীত হয় এবং অপাচ্য বায়ু নিবারিত হইয়া থাকে। হরিদ্রা, নিমপাতা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল ইহাদের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে মুখপাক নিবারিত হয়।

তৈল /৪ সের ; দুগ্ধ /৮ সের ; কল্কার্থ—যষ্টিমধু ১ পল ও নীলোৎপল ৩০ পল। যথাবিধি পাক করিয়া রাত্রিকালে সেই তৈলের নস্য লইলে মুখের স্রাব নিবারিত হয় এবং তৈল মর্দ্দন করিলে গাত্রের দোষ সকল ও কেশের ঘর্ষত্ব অবশ্যই ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ১৫৪—১৬৮

ইতি মুখরোগাধিকার ।

বিষাধিকার।

বিষের দ্বৈবিধ্য—স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে বিষ দ্বিবিধ। স্থাবর বিষের আশ্রয় দশটি এবং জঙ্গম বিষের আশ্রয় ষোলটি ॥ ১

স্থাবর বিষের আশ্রয় দশটি, যথা—মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক্, ক্ষীর (দুগ্ধবৎ আটা), সার, নির্য্যাস (আটা), ধাতু ও কন্দ।

টীকা। মূলবিষ করবীরাদি। পত্রবিষ—বিষপত্রিকাদি। ফলবিষ—কর্কোটকাদি। পুষ্পবিষ—বেত্রাদি। ত্বক্-সার ও নির্য্যাসবিষ—করন্তাদি। ক্ষীরবিষ—সীজ মনসাদি। ধাতুবিষ—হরিতালাদি। কন্দবিষ—বৎসনাভ শক্তুকাদি ॥ ২

জঙ্গম বিষের ষোলটি আশ্রয়, যথা—দৃষ্টি, নিশ্বাস, দংষ্ট্রা (দাঁড়), নখ, মূত্র, মল, শুক্র, লালা, আর্ত্তব, স্পর্শ, মুখসন্দংশ, অবমর্দ্দিত (বিগন্ধিত মলদ্বার কৃতকুৎসিত শব্দ) মলদ্বার, অস্থি, পিত্ত ও শূক।

টীকা। দৃষ্টিবিষ ও নিশ্বাস বিষ—দিব্য সর্প সকল অর্থাৎ দিব্য সর্পগণের দৃষ্টিতে ও নিশ্বাসে বিষ অবস্থিতি করে। দংষ্ট্রাবিষ—ভৌম সর্পগণ অর্থাৎ পার্থিব সর্পগণের দাঁড়ে বিষ থাকে। দংষ্ট্রা নখবিষ ব্যাঘ্র্যাদি। মূত্র পুরীষ বিষ—গৃহগোধিকাদি। শুক্রবিষ—মূষিকাদি। লালা বিষ—উচ্চিষ্টকাদি। লালা-স্পর্শ-মূত্র পুরীষ-আর্ত্তব-শুক্র-মুখসন্দংশ-অবমর্দ্দিত। মলদ্বারপুরীষ বিষ—চিত্র শীর্ষাদি। অস্থিবিষ সর্পাদি। পিত্ত বিষ-শকুল-মৎস্যাদি। শূকবিষ—ভ্রমরাদি ॥ ৩

স্থাবর বিষের সামান্য কার্য্য—মূলবিষের কার্য্য—মূল বিষে উদ্বেষ্টন (দণ্ডাদি দ্বারা তাড়নবৎ পীড়া) মোহ ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পত্রবিষের কার্য্য—পত্রবিষে জৃম্ভা, কম্প, শ্বাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪

ফলবিষের কার্য্য—ফলবিষে অণ্ডকোষে শোথ, দাহ ও ভোজনে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়।

পুষ্পবিষের লক্ষণ—পুষ্পবিষে বমি, উদরাধ্মান ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৫

ত্বক্-সার-নির্য্যাস বিষের কার্য্য—ত্বগ্বিষ সারবিষ ও নির্য্যাস বিষ ভোজনে মুখের দৌর্গন্ধ্য, শরীরের কর্কশতা, শিরোবেদনা ও কফস্রাব হইয়া থাকে ॥ ৬

ক্ষীরবিষের কার্য্য—ক্ষীরবিষ ভোজনে মুখ দিয়া ফেন নির্গম, মলভেদ ও জিহ্বার গুরুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ধাতুবিষের কার্য্য—ধাতুবিষ ভক্ষণে হৃৎপীড়ন, মূর্চ্ছা ও তালুদেশে দাহ উপস্থিত হয়। মূল বিষাদি এই নয়টি বিষ কালান্তর মারক ॥ ৭

কন্দবিষের কার্য্য—উগ্রবীর্য্য যে ত্রয়োদশটি কন্দ বিষ (সুশ্রুতে) উক্ত হইয়াছে, তাহাদের দশটি গুণ আছে জানিবে। স্থাবর বিষই হউক বা জঙ্গম বিষই হউক অথবা কৃত্রিম বিষই হউক, যে কোন বিষ সেই দশটি গুণযুক্ত হয়, সেই বিষই সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট করে ॥ ৮।৯

বিষের দশটি গুণ যথা—রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামী), আশু (শীঘ্রকার্য্যকারী) ব্যবায়ী (সেবন মাত্রেই যাহা সমস্ত শরীরে নিজগুণ প্রদর্শন করিয়া শেষে পরিপাক প্রাপ্ত হয়), বিকাশী (যাহা সেবিত হইলে সন্ধিবন্ধ সকলকে শিথিল করিয়া দেয়), বিশদ (ক্লেদচ্ছেদকর) লঘু ও অপাকী এই দশটি বিষের গুণ ॥ ১০

সেই সকল গুণ দ্বারা বিষ যে কার্য্য করে, তাহা কথিত হইতেছে।—বিষ রুক্ষতা গুণে বায়ুকে প্রকুপিত করে; উষ্ণতাগুণে পিত্তকে ও রক্তকে প্রকুপিত করে; তীক্ষ্ণতাগুণে মতিকে মোহপ্রাপ্ত (মতিভ্রংশ) ও মর্ম্ম বন্ধকে ছেদন করে; সূক্ষ্মতাগুণে শরীরাবয়ব সকলে প্রবেশ করে এবং তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া ফেলে; আশুত্বগুণে আশু কার্য্য সাধন করে, এই জন্য বিষ আশুগুণ বলিয়া প্রোক্ত; ব্যবায়গুণে প্রকৃতি নাশ করে, বিকাশিত্বগুণে দোষ ধাতু ও মলকে নাশ করে; বৈশদ্যগুণে কোথাও সংযুক্ত হয় না; লঘুতাগুণে বিষ দুশ্চিকিৎস্য হয়, (বিষ লঘুগুণ বলিয়া লাফাইয়া মনে ধাবিত হয় ও স্থির

থাকে না ; এই জন্য সংশমন ভেষজ দ্বারা অপ্রাপ্তি হেতু উহা দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে) ; এবং অপাকিত্বগুণে দুর্জ্জর হইয়া থাকে। অতএব উহা প্রাণিকে দীর্ঘকাল ক্লেশ দেয় ॥ ১১—১৩

বিষলিপ্ত-শস্ত্রহত ব্যক্তির লক্ষণ—বিষদগ্ধ শস্ত্র দ্বারা ক্ষত হইলে সেই ক্ষত সদ্যঃই পাকিয়া উঠে, রক্তস্রাব করে, দিন দিন পচিতে থাকে ও ক্ষত হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্লিন্ন পচা মাংস সকল গলিত হইয়া পড়ে এবং শস্ত্র ক্ষত ব্যক্তির তৃষ্ণা, বহিস্তাপ, অভ্যন্তরে দাহ ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। বিষদিগ্ধ শস্ত্রক্ষত ভিন্ন অন্য ক্ষতেও যদি শত্রুকর্ত্তৃক বিষ প্রদত্ত হয়, তাহা হইলেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১৪।১৫

বিষদাতার লক্ষণ—শত্রুগণ ইষ্টসিদ্ধির জন্য অতিগোপনভাবে প্রায় রাজাদির অন্নাদিতে বিষ প্রদান করে, কিন্তু ইঙ্গিতজ্ঞ বুদ্ধিমান্ বৈদ্য সেই বিষদাতার বাক্য চেষ্টা ও মুখ-বিকার এবং পরোক্ত লক্ষণ সকল দেখিয়া তাহাকে চিনিয়া লইতে পারেন। বিষদাতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না, বলিতে উপক্রম করিলেও মোহ প্রাপ্ত হয়, নির্ব্বোধের ন্যায় অর্থহীন অস্ফুট বহু কথা বলিতে থাকে, আঙ্গুল মট্কায়, মাটীতে দাগ কাটে, বিনা কারণে হাসে, কাঁপে, এস্ত হইয়া একে ওকে দেখে, বিবর্ণ বদন ও দগ্ধসম বর্ণ হয়, নখ দ্বারা তৃণাদি ছেদন করে, ম্লান হইয়া হস্ত দ্বারা বারংবার কেশস্পর্শ করে এবং অপদ্বার দিয়া পলাইবার ইচ্ছা করে ও এদিক্ ওদিক্ পুনঃ পুনঃ তাকাইয়া দেখে। বিষদাতা বিচেতন হইয়া এবম্প্রকার বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ॥১৬—২০

সাধারণ জঙ্গম বিষের কার্য্য—নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লম, দাহ, পাক (পচন, পাঠান্তর—অপাক) লোমাঞ্চ, শোথ ও অতিসার এই গুলি জঙ্গম বিষের সাধারণ কার্য্য ॥ ২১

সর্প—ভোগী সর্প বাতপ্রকৃতি, মণ্ডলী সর্প পিত্তপ্রকৃতি, রাজিলসর্প কফপ্রকৃতি, আর যে সকল সর্প ইহাদের পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন হয়, তাহারা দ্বন্দ্বপ্রকৃতি অর্থাৎ যে দুই প্রকার সর্পের সংযোগে তাহাদের উৎপত্তি, সেই দুই প্রকারের প্রকৃতির মিলনই উহাদের প্রকৃতি। ভোগিসর্পের ফণা আছে, তাহারা বিংশতি প্রকার। মণ্ডলি-সর্পের গাত্র মণ্ডলাকার বিবিধ চিত্রে চিত্রিত ; মণ্ডলী সর্প ছয় প্রকার, তাহারা স্থূল ও মন্দগামী, অগ্নি এবং সূর্য্যাতপে তাহাদের বিষোৎপত্তি হয়। রাজিল সর্পের গাত্র স্নিগ্ধ (চিক্কণ) এবং বিবিধবর্ণের তির্য্যগ্ রেখাসমূহে চিত্রিত, ইহারাও ছয় প্রকার ॥ ২২—২৪

ভোগিপ্রভৃতিকৃত-দংশ লক্ষণ—ভোগি সর্পে দংশন করিলে দষ্টক্ষত কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং তাহাতে নানাপ্রকার বাতবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। মণ্ডলিসর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থান পীতবর্ণ, সশোথ ও কোমল হয় এবং তাহাতে পিত্তবিকার সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজিল সর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থান কঠিন শোথ বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ ও অতি গাঢ় রক্তান্বিত হয় এবং তাহাতে সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্ম-বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৫।২৬

দেশ বিশেষে ও কালবিশেষে দষ্টের অসাধ্যত্ব—অশ্বত্থমূলে দেবালয়ে শ্মশানভূমিতে বল্মীকে সন্ধ্যা সময়ে চতুষ্পথে ভরণী ও মঘা নক্ষত্রে এবং শরীরের মর্ম্মস্থানে সর্পে দংশন করিলে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। দর্ব্বীকর সর্পের অর্থাৎ ফণাধারিসর্প সকলের বিষ আশু মারাত্মক। সকল বিষই মেঘানিল সময়ে ও উষ্ণ সংযোগে দ্বিগুণ বীর্য্যশালী হইয়া উঠে ॥ ২৭।২৮

দর্ব্বীকরলক্ষণ—যে সকল সর্পের গাত্রে রথাঙ্গ (চক্র), লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক ও অঙ্কুশ চিহ্ন থাকে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর সর্প কহে। ইহারা ফণাধারী ও শীঘ্রগামী ॥ ২৯

যে যে ব্যক্তিতে বিষ আশু মারক হয়, তাহা কথিত হইতেছে ;—অজীর্ণ পিত্তদুষ্ট ও আতপ দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি, বালক, বৃদ্ধ, বুভুক্ষিত ব্যক্তি, ক্ষীণ, ক্ষত এবং মেহ ও কুষ্ঠ রোগার্ত্ত ব্যক্তি, রূক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি এবং গর্ভবতী স্ত্রী ইহারা বিষার্ত্ত হইলে আশু প্রাণত্যাগ করে।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে যদি ক্ষত হইতে রক্ত নির্গত না হয়, লতা দ্বারা সবলে আঘাত করিলেও যদি দাগ না পড়ে, শীতল জল দ্বারা যদি শরীরে রোমাঞ্চ না হয়, তাহা হইলে সেই সর্পাহত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার মুখ বাঁকিয়া যায়, টানিলে চুল উপড়াইয়া আইসে, নাসিকা নত হয়, ঘাড় লটকাইয়া পড়ে, এবং দংশনজনিত শোথ কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ হয় ও চুয়াল বন্ধ হইয়া যায়, সেরূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। অপর অসাধ্য লক্ষণ।—যাহার

মুখ দিয়া বাতির ন্যায় ঘন লালা নির্গত হয়, ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে, দষ্টস্থানে চারিটি দংষ্ট্রাপাত দৃষ্ট হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি বিষে উন্মত্ত, জ্বরাতিসারাদি নানা উপদ্রবে উপদ্রুত, হীনস্বর, বিবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ), নাসাভঙ্গাদি অরিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত এবং বিষবেগরহিত (ব্যাখ্যান্তর—গমনাগমনাদি-বেগরহিত বা মল মূত্রাদির বেগরহিত), হইলে তাহার চিকিৎসা করিবে না ॥ ৩০—৩৪

দূষীবিষ—স্থাবর বা জঙ্গম বিষ যদি অতি পুরাণ বা বিষঘ্ন ঔষধি দ্বারা, হতবীর্য্য, অথবা দাবানল বায়ু ও আতপ দ্বারা বিশোষিত কিংবা স্বভাবতঃই ব্যবায়াদি দশবিধ গুণের কোন কোন গুণে হীন হয়, তাহা হইলে তাহাকে দূষীবিষ কহা যায় ॥ ৩৫

দূষীবিষের কার্য্য—অল্পবীর্য্যত্ব হেতু দূষীবিষ কফাবৃত হওয়ায় প্রাণনাশ করে না কিন্তু অনেক কাল পর্য্যন্ত দেহে অবস্থিতি করে। দূষীবিষাক্রান্ত ব্যক্তির মল তরল, দেহ বিবর্ণ, গাত্র দুর্গন্ধযুক্ত ও মুখ বিরস হয়। এবং পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বাক্যের গদ্‌গদতা ও বমি উপস্থিত হয়। বিষযন্ত্রণায় রোগী বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মূর্চ্ছাদি নানা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬

স্থান বিশেষোত্থিত দূষীবিষের লক্ষণ বিশেষ কথিত হইতেছে ;—দূষীবিষ আমাশয়গত হইলে বাতশ্লেষ্মজ রোগসকল উপস্থিত হয়,পক্বাশয়গত হইলে বাতপিত্তজ পীড়া সকল জন্মে এবং মস্তকের কেশ ও দেহের লোম সকল উঠিয়া যাওয়ায় রোগী দেখিতে যেন পক্ষহীন পক্ষির ন্যায় হইয়া থাকে। দূষীবিষ রসরক্তাদি ধাতুগত হইলে সুশ্রুত-গ্রন্থের ব্যাধি সমুদ্দেশীয় অধ্যায়োক্ত ধাতু সম্ভব রোগ সকল উৎপন্ন হয় ॥ ৩৭ । ৩৮

দূষীবিষের প্রকোপ সময়—শীতল বায়ুপ্রবাহ সময়ে ও দুর্দ্দিনে (ঝড়বৃষ্টির দিনে) দূষীবিষ প্রকুপিত হইয়া থাকে। দূষী বিষের পূর্ব্বরূপ বলিতেছি শুন।

দূষীবিষের পূর্ব্বরূপ—নিদ্রা, দেহের গুরুতা, জৃম্ভা, গাত্র-শৈথিল্য, রোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ্দ এই গুলি দূষী বিষের পূর্ব্বরূপ ॥ ৩৯

দূষীবিষের রূপ—পূর্ব্বরূপ প্রকাশানন্তর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে যথা—অন্নমদ (আহারান্তে অন্নজনিত মত্ততাভাব, পূগফলভক্ষণে যেরূপ মত্ততা জন্মে, তদ্বৎ), অন্নের অপরিপাক, অরুচি,গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্ন ও কোঠের উৎপত্তি, মাংসক্ষয়, হস্তপদে শোথ, মূর্চ্ছা, বমি, অতিসার, শ্বাস, তৃষ্ণা, জ্বর ও উদরের বৃদ্ধি ॥ ৪০

দূষীবিষ বিশেষে রোগ বিশেষ—কোন দূষীবিষ উন্মাদ, কোন দূষীবিষ আনাহ, কোনটি বা শুক্রক্ষয়, কোনটী গদ্‌গদ ভাষণ, কোনটী বা কুষ্ঠ এবং কোনটী বা বিসর্পবিস্ফোটকাদি নানা প্রকার পীড়া উৎপাদন করে ॥ ৪১

দূষীবিষের নিরুক্তি—অনূপাদিদেশ, দুর্দ্দিনাদি কাল, কুলথ-তিল-মসূরাদি অন্ন ও দিব নিদ্রা এই সকল কারণ ঘটিলেই কুপিত হইয়া পুনঃ পুনঃ রসাদি ধাতু সকলকে দূষিত করে বলিয়া ঐরূপ বিষকে দূষীবিষ কহে ॥ ৪২

দূষীবিষের সাধ্যত্বাদি—হিতাহিতজ্ঞ নির্লোভ ব্যক্তির অচির সেবিত দূষীবিষ সাধ্য, সংবৎসরোত্থিত যাপ্য, ক্ষীণদেহ ও অহিত-সেবি-ব্যক্তির অসাধ্য।

টীকা—কৃত্রিম বিষ দ্বিবিধ, এক প্রকার সবিষ তাহাই দূষীবিষ নামে অভিহিত। অন্যপ্রকার অবিষ, তাহাই গরনামে কীর্ত্তিত। কাশ্যপ সংহিতাতে ইহাই উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৩

দূষীবিষ কথিত হইল, অতঃপর গর প্রদর্শিত হইতেছে—অসাধুবৃত্তা স্ত্রীগণ স্বামিকে বা অপর পুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য স্বেদ রজঃ ও নানা অঙ্গের বিষোৎপাদক মল পদার্থ গোপন ভাবে খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে দেয়, শত্রুগণও বৈরসাধনার্থ ঐরূপে গর (সংযোগজবিষ) প্রদান করিয়া থাকে। ঐ প্রকার সংযোগজবিষই গর বলিয়া অভিহিত ॥ ৪৪

গরকার্য্য—উক্ত স্বেদাদি সংযোগজ বিষে অপরিপাক হেতু মানব পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতে থাকে এবং তাহার অগ্নিমান্দ্য, মর্ম্মব্যথা, উদরাধ্মান, হস্তদ্বয়ে শোথ, জঠররোগ, গ্রহণীদোষ, যক্ষ্মা, গুল্ম, ক্ষয় ও জ্বর এবং এই প্রকার অন্যান্য পীড়া সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ । ৪৬

লূতাবিষ—মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের ঘর্ম্ম বিন্দু সকল লূন (ছিন্ন) তৃণের উপরি পতিত হয়। পরে সেই সকল ঘর্ম্ম-বিন্দু হইতে কীট সকল জন্মে, সেই সকল কীটই লূতানামে খ্যাত। লূতা ষোল প্রকার ॥ ৪৭

লূতাসম্বন্ধে সুশ্রুতোক্তি—এইরূপ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে যে, একদা রাজা বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার কামধেনুটি লইবার বাসনায় বলপ্রয়োগ করায় ঋষিবরের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু সকল নিঃসৃত হইয়া নিকটস্থ লুন (ছিন্ন) তৃণের উপরি নিপতিত হয়, পরে সেই তৃণ-পতিত ঘর্ম্মবিন্দু সকল মহর্ষির দৃষ্টিপাত মাত্র তীব্র বিষধর বিবিধাকৃতি জন্তুরূপে পরিণত হয়। লুন অর্থাৎ ছিন্ন তৃণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহারা লূতা (মাকড়শা) নামে অভিহিত হইয়াছে। লূতা অতি ভয়ানক কীট, ইহাদের মধ্যে ত্রিমণ্ডলাদি আট প্রকার লূতা কষ্টসাধ্য এবং সৌবর্ণিক প্রভৃতি আট প্রকার অসাধ্য। লূতা সমুদায়ে ষোড়শ প্রকার ॥ ৪৮—৫০

সাধারণ লূতার দংশ লক্ষণ—লূতায় দংশন করিলে দষ্টস্থান মধ্যে পূতিভাব এবং রক্তস্রাব, জ্বর, দাহ, অতিসার, নানাবিধ ত্রিদোষজ পীড়া, বিবিধাকৃতি পিড়কা, বৃহৎ বৃহৎ মণ্ডলাকার চিহ্ন, রক্ত বা শ্যাববর্ণ কোমল-বিস্তৃত সচল শোথ, সকল প্রকার লূতার দংশনেই এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। দষ্টস্থান যদি কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ জালকাবৃত ও দগ্ধাকৃতি হয় এবং তাহাতে যদি অত্যন্ত পাক ক্লেদ শোথ ও জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে দূষীবিষা লূতায় অর্থাৎ কালান্তর প্রকোপকারি ত্রিমণ্ডলাদি আট প্রকার লূতায় দংশন করিয়াছে জানিবে ॥ ৫১—৫৩

প্রাণহর লক্ষণ—সৌবর্ণিকাদি আট প্রকার লূতায় দংশন করিলে দষ্টস্থানে শোথ এবং শ্বেত কৃষ্ণ রক্ত বা পীতবর্ণ পিড়কা ও জ্বর হয় এবং প্রাণান্তিক দাহ হিক্কা ও শিরোবেদনা উপস্থিত হয় ॥ ৫৪

ইন্দুর বিষ লক্ষণ—ইন্দুরে দংশন করিলে দংশন সময় হইতেই রক্তস্রাব, পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডলোৎপত্তি, জ্বর, অরুচি, লোমাঞ্চ ও দাহ উপস্থিত হয় ॥

প্রাণহর মূষিক বিষকার্য্য—প্রাণহর মূষিকে দংশন করিলে মূর্চ্ছা, গাত্রে মূষিকাকৃতি শোথ, অঙ্গের বিবর্ণতা, ক্লেদ, অল্পশ্রুতি, জ্বর, শিরোগুরুত্ব, লালাস্রাব ও রক্ত নিষ্ঠীবন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৫৬

কৃকলাস দষ্টের লক্ষণ—কৃকলাস (কাঁকলাস বা গিরগিটী) দংশন করিলে দংশ-শোথের কৃষ্ণ বর্ণতা ও নানা বর্ণতা হয় এবং মোহ ও মলভেদ হইয়া থাকে ॥ ৫৭

বৃশ্চিক-বিষ-লক্ষণ—বৃশ্চিক-বিষ প্রথমে অগ্নির ন্যায় দাহ এবং বিদারণবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া দ্রুতবেগে উর্দ্ধে গমন করে। তৎপরে দষ্টস্থানে প্রত্যাগত হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥৫৮

অসাধ্য বৃশ্চিকদষ্টের লক্ষণ—অসাধ্য বৃশ্চিকে অর্থাৎ সদ্যঃপ্রাণহর বৃশ্চিকে দংশন করিলে মানবহৃদয়ের নাসিকার ও জিহ্বার কার্য্য রহিত হয়, দষ্টস্থানের মাংস খসিয়া পড়ে, তজ্জন্য অত্যর্থ বেদনার্ত্ত হয় এবং শেষে প্রাণত্যাগ করে ॥ ৫৯

কণভদষ্টের লক্ষণ—কণভ নামক কীটে দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি ও দষ্টস্থানের অবসাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৬০

উচ্চিটিঙ্গ দষ্ট লক্ষণ—উচ্চিটিঙ্গে দংশন (করিলে লোমের কৃষ্ণবর্ণতা রোমাঞ্চ) লিঙ্গের, স্তব্ধতা ও অতিযাতনা উপস্থিত হয় এবং বোধ হয় যেন অঙ্গ সকল শীতল জলে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৬১

সবিষ মণ্ডূক-দষ্ট লক্ষণ—সবিষ মণ্ডূক, স্বভাবতঃ একটা দংষ্ট্রা দ্বারাই দংশন করিয়া থাকে। ইহারা দংশন করিলে শোথ, বেদনা, পীতবর্ণতা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও বমি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৬২

মৎস্য বিষের কার্য্য—সবিষ মৎস্যে দংশন করিলে দাহ শোথ ও বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

জলৌকা বিষের কার্য্য—সবিষ জলৌকা দংশন করিলে কণ্ডূ, শোথ, জ্বর ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয় ॥ ৬৩

গৃহগোধিকা বিষ-কার্য্য—গৃহগোধিকা (টিকটিকী) দংশন করিলে দাহ, শোথ, তোদ ও স্বেদ হইয়া থাকে।

শতপদীবিষকার্য্য—শতপদী (কোন্দাই) দংশন করিলে দংশে স্বেদ দাহ ও বেদনা উপস্থিত হয় ॥ ৬৪

মশক বিষের কার্য্য—মশকে দংশন করিলে কণ্ডূ অল্প শোথ ও অল্প বেদনা হইয়া থাকে।

অসাধ্য মশক লক্ষণ—অসাধ্য লূতাদি কীট কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়,

অসাধ্য মশকে দংশন করিলেও সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। (এক প্রকার পার্ব্বতীয় মশক আছে, তাহারা অসাধ্য) ॥ ৬৫

মক্ষিকাদংশলক্ষণ—সুশ্রুতোক্ত ছয় প্রকার মক্ষিকার মধ্যে স্থগিকা নাম্নী মক্ষিকা আশু প্রাণহরা। তাহারা দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে সদ্যঃই স্রাব নির্গত হয়, শ্যাববর্ণ পিড়কা জন্মে এবং দাহ মূর্চ্ছা ও জ্বর এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৬৬

ব্যাঘ্রাদি বিষের কার্য্য—ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পদ বা বনমানুষাদি দ্বিপদ জন্তুতে সবিষ নখদন্ত দ্বারা দংশন করিলে দষ্টস্থান পাকিয়া ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে পূয সঞ্চার হইয়া স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। ইহাদের দংশনে জ্বর উপস্থিত হয় ॥ ৬৭

বিষমুক্তের লক্ষণ—যখন দোষের প্রশম, ধাতু সকলের প্রকৃতিস্থতা, অন্নে অভিলাষ, মলমূত্রের স্বাভাবিক প্রবর্ত্তন এবং বর্ণ ইন্দ্রিয় চিত্ত ও চেষ্টার প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তখন জানিবে যে, বিষার্দ্দিত ব্যক্তি নির্বিষ হইয়াছে ॥ ৬৮

বিষের চিকিৎসা।

স্থাবর বিষ চিকিৎসা—যত্নপূর্ব্বক স্থাবর বিষার্ত্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে। কারণ—বমনের তুল্য বিষের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আর দ্বিতীয় নাই। বিষ যে অতি উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অতএব সকল বিষেই শীতল পরিষেক প্রশস্ত। উষ্ণত্ব ও তীক্ষ্ণত্ব গুণে বিষ পিত্তকে বিশেষ প্রকুপিত করে, অতএব বমন করাইবার পরে শীতল জলের পরিষেক করিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত বিষঘ্ন ঔষধ শীঘ্রই খাওয়াইবে। অম্লরস ভোজন করিতে দিবে। গাত্রে মরিচ ঘর্ষণ করিবে। যে যে দোষের ভূরিভূরি লক্ষণ দেখিবে, সেই সেই দোষের বিপরীত গুণশালী-ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ভোজনার্থ শালি ষষ্টিক কোদ ও প্রিয়ঙ্গু (কঙ্গু) তণ্ডুলের অন্ন প্রদান করিবে। বমন বিরেচন দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃ শোধন করিবে। শিরীষের মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প ও বীজ গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে, ইহা বিষহর শ্রেষ্ঠ প্রলেপ। দূষীবিষার্ত্ত ব্যক্তিকে সুস্নিগ্ধ করিয়া বমন বিরেচন দ্বারা তাহার ঊর্দ্ধাধঃ শোধন করিবে। এবং দূষীবিষ নাশক এই মুখ্য অগদ (বিষনাশক ঔষধ) পান করাইবে। তদ্‌যথা—পিপুল, রোহিষতৃণ (তদলাভে বেণামূল), জটামাংসী, লোধকাষ্ঠ, এলাইচ, স্বর্জ্জিকাক্ষার, মরিচ, বালা, ছোট এলাইচ ও স্বর্ণগৈরিক (অত্যন্ত আরক্ত সোণা গেরিমাটী) ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দূষীবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৯ – ৭৭

জঙ্গমবিষের চিকিৎসা।

মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃত—ঘৃত চারি সের। কল্কার্থ-হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, আকন্দপত্র, নীলোৎপল, নলমূল, বেতসমূল, গরল (মিটেবিষ), তুলসী, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা (বা অনন্তমূল), শতমূলী, পানিফল, বরাক্রান্তা ও পদ্মকেশর মিলিত একসের, দুগ্ধ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিবে। পাকান্তে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে চারিসের মধু মিশাইবে। পরে রক্ষামন্ত্রাদি দ্বারা তাহাকে কৃতরক্ষ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। এই মৃত্যুপাশচ্ছেদিঘৃত অঞ্জনে পানে অভ্যঙ্গে ও বস্তিতে প্রযোজিত হইলে গরদোষকৃত দুস্তর বিষ সকল বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনে সর্ব্ব বিষ প্রশমিত হয়, গরকর্ত্তৃক উপহতত্বক্ দোষবিমুক্ত হয়, যোগজ, তমক, কণ্ডু, মাংসসাদ ও সংজ্ঞাহীনতা দূরীভূত হয়। ইহা সর্প-কীট-মূষিক ও লূতাদিদষ্ট ব্যক্তিদিগের বিষনাশক পরম ঔষধ। ইতি মৃত্যুপাশচ্ছেদিঘৃত ॥ ৭৮—৮৩

ধুতুরার মূল, আঁকোড়ের মূল বা বাঁশের মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া খাইলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকমকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগেশ্বর এই সকল দ্রব্য শীতল জলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে লূতার বিষ সদ্যঃ বিনষ্ট হয়।

জীরা বাঁটিয়া তাহা ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত এবং অগ্নিতে সুখোষ্ণ করিয়া মধুর সহিত তাহার প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ নষ্ট হয়। হুড়হুড়ের পাতা মর্দ্দিত করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হয় ॥ ৮৪—৮৭

ইতি বিষাধিকার।

প্রদরাদি রোগাধিকার।

প্রদরের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—বিরুদ্ধ ভোজন যুগপৎ ক্ষীর মৎস্যাদি ভোজন), মদ্যপান, অধ্যশন, অপক্ক ভোজন, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, যানাবরোহণ, পথপর্য্যটন, শোক ও উপবাসাদি অতিকর্ষণ কার্য্য এবং ভারবহন, অভিঘাত ও দিবানিদ্রা এই সকল কারণে প্রদর রোগ উৎপন্ন হয়। প্রদর চারিপ্রকার, যথা শ্লেষ্মজ, পিত্তজ, বাতজ ও সন্নিপাতজ।

টীকা—অতিস্রাব বোধনার্থ প্রথমেই শ্লৈষ্মিক প্রদরের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১

প্রদরের সাধারণ লক্ষণ—সকল প্রকার প্রদরেই অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত স্রাব নির্গম হইয়া থাকে ॥ ২

শ্লৈষ্মিক প্রদরের লক্ষণ—শ্লেষ্মজ প্রদরে অপক্করসযুক্ত শাল্মল্যাদি নির্য্যাসবৎ পিচ্ছিল, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও গবেধুকধান্যধাবন্ জলসদৃশ স্রাব নিঃসৃত হয় ॥ ৩

পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ—পিত্তজনিত প্রদরে পীত নীল কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণ উষ্ণ স্রাব নির্গত হয়, তাহাতে দাহাদি পিত্তবেদনা সকল বিদ্যমান থাকে এবং প্রবলবেগে বারংবার স্রাব হয় ॥ ৪

বাতিক প্রদরের লক্ষণ—বাতজ প্রদরে রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), অরুণবর্ণ, ফেনিল ও মাংসধাবন জলতুল্য স্রাব অল্প অল্প নির্গত হয়। ইহাতে তোদ বিদ্যমান থাকে ॥ ৫

সান্নিপাতিক প্রদর লক্ষণ—সান্নিপাতিক প্রদরে মধু ঘৃত বা হরিতালবদ্বর্ণ, মজ্জপ্রতিম এবং শবদুর্গন্ধি স্রাব নিঃসৃত হয়। ইহা অসাধ্য, সুতরাং ইহার চিকিৎসায় ফল হয় না ॥ ৬

রক্তের অতি নির্গমে যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে—রক্তের অতি প্রবর্ত্তনে দৌর্ব্বল্য, বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ (পাঠান্তর—ভ্রম), মূর্চ্ছা, মত্তত্ব, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, পাণ্ডুত্ব, তন্দ্রা এবং বাতজ রোগ সকল (আক্ষেপকাদি) উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭

অসাধ্যপ্রদর ব্যাধিমতী—যে প্রদর রোগিণী ক্ষীণরক্ত ও দুর্ব্বল, যাহার নিরন্তর স্রাব নিঃসৃত হয় এবং তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহার আরোগ্য লাভের আশা নাই, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৮

চিকিৎসানিবৃত্তির জন্য শুদ্ধ-আর্ত্তবের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে—যে ঋতু-শোণিত মাসে মাসে প্রবৃত্ত হইয়া পাঁচদিন পর্য্যন্ত অনুবন্ধি থাকে এবং যাহা অপিচ্ছিল, দাহবর্জিত ও শূলনিবেদনা রহিত, যাহা অতি অধিকও নহে, অতি অল্পও নহে অর্থাৎ সমপরিমিত, সেই ঋতু-শোণিতকে বিশুদ্ধ জানিবে।

টীকা। "পাঁচদিন পর্য্যন্ত অনুবন্ধি থাকে" এই বাক্যে বুঝিতে হইবে যে, ঋতুশোণিত তিনদিন প্রভূত পরিমাণে, তৎপরে দুইদিন মধ্যম পরিমাণে নির্গত হয়। কাহারও বা তৎপরেও ষোলদিন পর্য্যন্ত অতি অল্প অল্প মাত্রায় নির্গত হইয়া থাকে, তাহাও শুদ্ধ শোণিতই জানিবে ॥ ৯

প্রদর-চিকিৎসা—সৌবর্চ্চল, জীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল পুষ্প, প্রত্যেকটি দুই দুই মাষা পরিমাণে লইয়া তৎসমুদায় আটতোলা দধিতে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে আটমাষা মধু মিশাইয়া তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে বাতজপ্রদর প্রশমিত হয়। যষ্টিমধু দুই তোলা ও চিনি দুই তোলা মিলিত করিয়া তণ্ডুল-জলে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে রক্তপ্রদর নিবারিত হয়। কঙ্কতিকা নামক বেড়েলার অর্থাৎ গোরক্ষচাকুলের মূল সুচূর্ণিত এবং তাহাতে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া খাইলে রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। কোন পবিত্র স্থানের উত্তরদিগ্ভাগে যে ব্যাঘ্রনখী (নখী) জন্মে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে তাহার মূল উদ্ধৃত করিয়া কটিদেশে ধারণ করিলে রক্তপ্রদর দূরীভূত হয়। রসাঞ্জন ও কাঁটানটের মূল তণ্ডুলজলে পেষিত এবং তাহাতে মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়। বামুনহাটী ও শুঁঠচূর্ণ মধুসহ খাইলে রক্তপ্রদর ও শ্বাস প্রশমিত হয়। অশোকছাল অর্দ্ধপোয়া, চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই

ক্বাথের সহিত একসের দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। সুশীতল হইলে সেই দুগ্ধ যথাগ্নিবল (অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত) পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে তীব্র রক্তপ্রদর প্রশমিত হইয়া থাকে। কুশের মূল তুলিয়া তাহা তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া তিনদিন পান করিলে, নারী প্রদর রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞডুমুর ফলের রস মধুমিশ্রিত করিয়া পান এবং শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিলে অসৃগ্দর বিনষ্ট হয়। তিতলাউফলের চূর্ণ ও চিনি মধুতে মর্দ্দন পূর্ব্বক মোদক করিয়া খাইলে প্রদর শান্তি হয় ॥ ১০—১৮

দার্ব্ব্যাদিক্কাথ—দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, চিরতা, বাসকছাল, মুতা, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন ও আকন্দপুষ্প ইহাদের ক্বাথে মধুপ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বেদনান্বিত রক্তপ্রদর ও শ্বেতপ্রদর নিবারিত হইয়া থাকে। রক্তপিত্তাধিকারোক্ত কুষ্মাণ্ডখণ্ড প্রদররোগে হিতকর ॥ ১৯

ইতি প্রদরাধিকার।

সোমরোগাধিকার।

সোমরোগের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—অধিক মৈথুন, শোক, অতিরিক্ত শ্রম, আভিচারিক যোগ, (পাঠান্তর—অতিসারক যোগ) অথবা গরযোগ এই সকল কারণে স্ত্রীলোকের সর্ব্বদেহস্থ জল পদার্থ আন্দোলিত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয় এবং মূলরূপে পরিণত হইয়া মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হইতে থাকে। (সোমরোগ স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হয়) ॥ ১ । ২

সোমরোগের লক্ষণ - সোমরোগে স্বচ্ছ, নির্ম্মল (মল পদার্থের সংযোগ রহিত), শীতল, নির্গন্ধ, অবেদন ও শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব অতি মাত্রায় নিঃসৃত হয়। তাহাতে স্ত্রীলোক দুর্ব্বল হইয়া প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে সমর্থা হয় না এবং কিছুতেই সুখ পায় না। তাহার মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শোষ, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, প্রলাপ ও ত্বকের রুক্ষতা হয়। ভক্ষ্য ভোজ্য বা পেয় কিছুতেই সে সুখ লাভ করে না। শরীরের সন্ধারণ হেতু সেই জল পদার্থ সোমনামে অভিহিত এবং স্ত্রীলোকদিগের সেই সোমপদার্থের ক্ষয় হেতু ঐ রোগ সোমরোগ নামে কথিত হইয়াছে ॥ ৩—৬

সোমরোগের চিকিৎসা—সুপক্ক কদলীফল, আমলকী ফলের রস, মধু ও চিনি এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া খাইবে। ইহা সোমধারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাষকলাই যষ্টিমধু ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের চূর্ণ এবং মধু ও চিনি এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাইলে সোম নিঃসরণ বন্ধ হয়। সেই সোমপদার্থই যদি বেদনান্বিত হইয়া মূত্রের সহিত মুহুর্মুহুঃ নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে এলাইচ ও তেজপত্রের চূর্ণ বারুণী মদ্যের সহিত রোগিণীকে পান করিতে দিবে। আমলকী বীজের কল্কে মধু চিনি মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত পান করিলে তিন দিনেই শ্বেতপ্রদর বিনষ্ট হয়। নাগেশ্বর তক্রে পেষণ করিয়া তাহা তিন দিন পান এবং তক্রের সহিত অন্ন পথ্য করিলে শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৭—১১

এই স্থলেই **মূত্রাতিসারের লক্ষণ** কথিত হইতেছে—সোমরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তাহাতে যখন মূত্রের অতিস্রাব হইতে থাকে, তখন তাহাকে মূত্রাতিসারনামে অভিহিত করা যায়। মূত্রাতিসারে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে ॥ ১২

ইতি সোমরোগ-মূত্রাতিসারাধিকার।

যোনিরোগাধিকার।

যোনিরোগের নিদান—অবৈধ আহার বিহার দ্বারা বাতাদিদোষ দূষিত হইয়া ঋতুশোণিতকে দুষ্ট করিলে তদ্দ্বারা অথবা মাতাপিতার বীজদোষে কিংবা দৈবকারণে স্ত্রীলোকের যোনিতে রোগ উপস্থিত হয় ॥ ১

যোনিরোগের নাম—উদাবর্ত্তা, বন্ধ্যা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা ও বাতলা এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ বাতপ্রকোপে উৎপন্ন হয়। লোহিতক্ষরা, প্রস্রংসিনী, বামনী, পুত্রঘ্নী ও পিত্তলা এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ পিত্তপ্রকোপে জন্মে। অত্যানন্দা, কর্ণিনী, আনন্দচরণা, অতিচরণা ও শ্লেষ্মলা এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ শ্লেষ্মপ্রকোপে জন্মে। ষণ্ডী, অণ্ডিনী, মহতী, সূচীবক্ত্রা ও ত্রিদোষিণী এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ ত্রিদোষ প্রকোপে জন্মিয়া থাকে ॥ ২—৫

উক্ত যোনিরোগ সকলের লক্ষণ—উদাবর্ত্তা যোনি হইতে ফেনিল রজঃ অতিকষ্টে নিঃসৃত হয়। বন্ধ্যাযোনি নিরার্ত্তবা অর্থাৎ বন্ধ্যাযোনি রোগে রজঃ নষ্ট হয়। বিপ্লুতাযোনি নিত্য বেদনান্বিত। পরিপ্লুতা যোনিতে মৈথুন করিলে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়। বাতলা যোন—কর্কশ, স্তব্ধ এবং তাহা শূল ও সূচীবেধবদ্ বেদনায় পীড়িত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত চারিপ্রকার যোনিতেও বাত বেদনা অর্থাৎ তোদশূলাদি থাকে, তবে বাতলাযোনিতে তোদশূলাদি অধিক হয় বলিয়া ইহা বাতলাযোনি নামে অভিহিত হইয়াছে।

যে যোনি হইতে দাহের সহিত অধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়, তাহাকে লোহিতক্ষরা যোনি বলে (রক্তের অতিনির্গমে রক্তক্ষয় হয় বলিয়া ইহাকে লোহিতক্ষয়াও বলা যায়)। যোনি স্বস্থান হইতে অধঃচ্যুত বিমর্দ্দিত ও দুষ্টপ্রজননশীলা হইলে তাহাকে প্রস্রংসিনী যোনি বলে। বামনী যোনি বায়ুর সহিত রজোমিশ্রিত শুক্র নিঃসারণ করে। যে যোনিরোগে রক্তের অতিস্রাবহেতু গর্ভের স্রাব হয়, তাহাকে পুত্রঘ্নীযোনি কহে। (এস্থলে পুত্র শব্দে অপত্য বুঝিতে হইবে)। পিত্তলাযোনি অত্যর্থ দাহ-পাক ও জ্বর সমন্বিত হইয়া থাকে। লোহিতক্ষরাদি প্রথমোক্ত চারিপ্রকার যোনিতেও দাহাদি পিত্তলিঙ্গ বিদ্যমান থাকে, তবে পিত্তযোনিতে দাহাদি প্রবল ভাবে বিদ্যমান থাকে বলিয়া উহা পিত্তলাযোনিনামে কথিত হইয়া থাকে।

অত্যানন্দা যোনি মৈথুনে পরিতৃপ্ত হয় না। কফ ও রক্তের দ্বারা যোনিতে কর্ণিকাকৃতি অর্থাৎ মাংসকন্দাকার গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণিকাযোনি কহে। আনন্দচরণাযোনি মৈথুনকালে অগ্রেই পুরুষ হইতে মৈথুনে বিরত হয় অর্থাৎ রজোনিঃসারণ করে। অতিচরণাযোনি বহু মৈথুনেও পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং চরণা ও অতিচরণা এই উভয়বিধ যোনিতেই বীর্য্য অবস্থিতি করিতে পারে না। শ্লেষ্মলাযোনি পিচ্ছিল কণ্ডূযুক্ত ও অতি শীতল হয়। পূর্ব্বোক্ত অত্যানন্দা প্রভৃতি যোনি চতুষ্টয়েও পিচ্ছিলতা প্রভৃতি শ্লেষ্ম লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে, তবে ইহাতে শ্লেষ্মলক্ষণ সকল অধিকমাত্রায় থাকে বলিয়া ইহা শ্লেষ্মলাযোনি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যে যোনিরোগে ঋতু হয় না, স্তন অতি অল্প উঠে এবং মৈথুনকালে যোনি খরস্পর্শ হয়, তাহাকে ষণ্ডী যোনি কহে। মহামেঢ্র পুরুষের সহিত সূক্ষ্মযোনিদ্বারবিশিষ্ট বালা মৈথুন করিলে তাহার যোনি অণ্ডবৎ লম্বমানা হয়। এইরূপ যোনিকেই অণ্ডিনীযোনি কহা যায়।

যে যোনি ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত, তাহাকে ত্রিদোষজা যোনি কহে। পূর্ব্বোক্ত ষণ্ডী প্রভৃতি যোনি চতুষ্টয়ও ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত কিন্তু ইহাতে ত্রিদোষের লক্ষণ সকল বাহুল্যরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে ত্রিদোষজ কহে ॥ ৬—১৫

বিবৃতা ও সূচীবক্ত্রা—যে যোনি অতি বৃহৎ ও বিবৃত মুখ, তাহাকে বিবৃতা এবং যে যোনি অতি সংবৃত মুখ, তাহাকে সূচীবক্ত্রাযোনি কহে।

অসাধ্য যোনি—ষণ্ডী হইতে ত্রিদোষজা যোনি পর্য্যন্ত এই পাঁচ প্রকার যোনিই অসাধ্য জানিবে ॥ ১৬

যোনিকন্দের নিদান ও লক্ষণ—দিবানিদ্রা, অতিক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতি মৈথুন এবং নখদন্তাদি দ্বারা ক্ষত এই সকল কারণে বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া যোনিতে পূযরক্তসন্নিভ ডেলোমান্দার ফলসদৃশ মাংসকন্দ উৎপাদন করে। ইহাকে যোনিকন্দ কহে ॥ ১৭।১৮

বাতজাদিভেদে রূপ—বাতজনিত কন্দ—রুক্ষ, বিবর্ণ ও স্ফুটিত (কিঞ্চিৎ বিদারণবৎ) ; পিত্তজকন্দ—রক্তবর্ণ এবং দাহ ও জ্বরসমন্বিত ; শ্লেষ্মজকন্দ—তিলপুষ্পপ্রতিম (পাঠান্তর নীলপুষ্পসঙ্কাশ অর্থাৎ অতসীকুসুমাদিবর্ণ) ও কণ্ডূযুক্ত ; সান্নিপাতিক কন্দ—উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণযুক্ত হয় ॥ ১৯।২০

যোনিরোগ চিকিৎসা।

নষ্টার্ত্তব-চিকিৎসা—আর্ত্তব নষ্ট হইলে প্রত্যহ মৎস্য, মাষকলাই, কাঁজী, তিল, উদশ্বিৎ (তক্রবিশেষ) ও দধি ভোজন করিতে দিবে। তিত-লাউএর বীজ, দন্তী, পিপ্পলী, গুড়, ময়নাফল, কিণ্ব (সুরাবীজ) ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য মনসাসীজের আটায় মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে নিহিত করিয়া রাখিলে নারীর ঋতু হইয়া থাকে। লতাকট্‌কীর পত্র, স্বজ্জিক্ষার, বচ ও অসনকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য শীতল দুগ্ধে পেষণ করিয়া তিন দিন পান করিলে রজঃ হইয়া থাকে ॥ ২১—২৩

বন্ধ্যা-চিকিৎসা—শ্বেতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মৌল, বটশৃঙ্গ ও নাগেশ্বর এই সকল দ্রব্য ঘৃত মধু ও দুগ্ধসহ পান করিলে বন্ধ্যানারী সন্তান প্রসব করে। অশ্বগন্ধার কষায়সহ যথাবিধানে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করি। ঋতুস্নাতা স্ত্রী প্রাতঃকালে পান করিলে গর্ভ ধারণ করে। পুষ্যানক্ষত্রে লক্ষ্মণার মূল উদ্ধৃত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ঋতুস্নাতা স্ত্রী তাহা পান করিলে নিশ্চয় গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে। পীত ঝাঁটির মূল, ধাইফুল, বটাঙ্কুর ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে বাঁটিয়া পান করিলে নিশ্চয় গর্ভোৎপত্তি হয়। পলাশ পিপুল (হিন্দীগজহড়) জীরক এবং শ্বেতপুষ্প শরপুঙ্খা পান করিলে অবশ্যই গর্ভ হইয়া থাকে। একটি পলাশপত্র দুগ্ধে বাঁটিয়া পান করিলে বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। আলকুশীর মূল ও কয়েতবেলের শাঁস, অথবা ভবলিঙ্গীবীজ (পঞ্চগুড়িয়ার বীজ) দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে নারী কন্যা প্রসব করে না অর্থাৎ কেবল পুত্র সন্তানই প্রসব করিয়া থাকে। জিয়াপুতার মূল, অপরাজিতা এবং ঈশলিঙ্গী, (ভবলিঙ্গী, পঞ্চগুড়িয়া) এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া আট দিন পান করিলে নারী কখনই কন্যা প্রসব করে না। অর্থাৎ তাহার পুত্রই জন্মে ॥ ২৪—৩১

গর্ভের অজনক ঔষধ—ঋতুসময়ে পিপুল বিড়ঙ্গ ও সোহাগার খৈ এই সকল দ্রব্যের সমপরিমিত চূর্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে নারীর কখনই গর্ভ হয় না। ঋতুমতী স্ত্রী জবাফুল কাঁজীতে বাঁটিয়া তিন দিন পান করত আটতোলা করিয়া পুরাণ গুড় খাইলে নিশ্চয়ই তাহার গর্ভ হয় না ॥ ৩২। ৩৩

বাতাদিক্রমে চিকিৎসা—যোনিরোগের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটিতে স্নেহাদি প্রয়োগ, উত্তরবস্তি প্রদান, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও পিচুধারণ (যোনিমধ্যে ঔষধসিক্ত তূলাদি প্রণিধান) ব্যবস্থেয়।

তগরপাদুকা, বৃহতী (বা কণ্টকারী), কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে তূলাসিক্ত করিয়া বিপ্লুতাযোনিতে সদা তাহার পিচুধারণ করিলে ব্যথা প্রশমিত হয়। বাতলা কর্কশা স্তব্ধা ও অল্পস্পর্শা যোনিতেও উপযুক্ত পিচুধারণ করিবে। এবং সংবৃত-গৃহমধ্যে কুম্ভীস্বেদ দিবে, অথবা তিল তৈলসিক্ত পিচু যোনিমধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে

পিত্তলাযোনি সকলে পরিষেক, অভ্যঙ্গ, পিচুধারণ এবং পিত্তহর শীতল ক্রিয়া সকল করণীয় ও স্নেহনার্থ ঘৃত সকল প্রযোজ্য।

প্রস্রংসিনী যোনিকে ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত এবং উষ্ণদুগ্ধ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া দিবে। তদনন্তর বেশবার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। বেশবার যথা—শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, দাড়িম ও পিপুলমূল এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া যে বাট্‌না প্রস্তুত করা যায়, তাহাকেই পণ্ডিতগণ বেশবার বলিয়া বর্ণন করেন। যোনিতে দাহ থাকিলে আমলকীর রসে চিনি মিশ্রিত করিয়া সদা পান করিবে। অথবা হুড়হুড়ের মূল তণ্ডুল-জলে পেষণ করিয়া তাহা পান করিবে।

যোনি পূযস্রাবিণী হইলে নিম্ব পত্রাদি শোধন দ্রব্য গোমূত্রে বাঁটিয়া এবং তাহাতে সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া তাহার পিণ্ড যোনিদ্বারে প্রবেশিত

করিয়া রাখিবে। দুর্গন্ধা বা পিচ্ছিলা যোনিতে পঞ্চকষায় দ্রব্যের (অর্থাৎ বচ বাসক পল্‌তা প্রিয়ঙ্গু ও নিমের) চূর্ণ, অথবা সোন্দালুর ক্বাথজল পূরণ করিবে। শ্লেষ্মদুষ্ট যোনির বিশোধনার্থ পিপুল মরিচ মাষকলাই শুল্‌ফা কুড় ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য দ্বারা তর্জ্জনীর তুল্য দীর্ঘ ও স্থূল বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ত্তি শ্লেষ্মদুষ্ট যোনিতে প্রবেশিত করিয়া রাখিবে। কর্ণিনী যোনিতে নিম্বপত্রাদি শোধন দ্রব্য নির্ম্মিত বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তীর ক্বাথের ধারা দিলে এবং সেই ক্বাথ দ্বারা যোনি প্রক্ষালন করিলে যোনির কণ্ডূ প্রশমিত হয়। খদির, হরীতকী, জায়ফল, নিম ও সুপারী ইহাদের চূর্ণ মুগের যূষে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া যোনিমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলে যোনি সঙ্কীর্ণ হয় এবং তাহা হইতে জল নিঃসৃত হয় না। আলকুশী মূলের ক্বাথ যোনিমধ্যে প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা যোনি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, করলাপত্র, বাবুই-তুলসী পত্র, বচ, বাসক, সৈন্ধব, যবক্ষার ও যমানী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতে কিঞ্চিৎ ভাজিয়া খাঁড়-গুড় দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া সেই মোদক অগ্নিবলানুসারে ভক্ষণ করিলে যোনিরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ইন্দুর মাংসের ক্বাথসহ তিলতৈল পাক করিয়া সেই তৈল সিক্ত পিচু যোনিতে ধারণ করিলে পূর্ব্বোক্ত যোনিরোগসমূহ নিঃসংশয় বিনষ্ট হয়॥ ৩৪—৫১

ত্রিফলা ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, নীলঝাঁটী, পীতঝাঁটী, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, শ্যোনাছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদা ও শতমূলী, মিলিত /১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করাইলে যোনিরোগিণী রোগমুক্ত হয়॥ ৫২। ৫৩

ফলঘৃত—জীবদ্‌বৎসা (যাহার বৎস জীবিত অর্থাৎ কোন বৎস মরে নাই) ও একবর্ণা গাভীর দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, শর্করা, বেড়েলা, মেদা ও মহামেদা, ক্ষীরকাকোলী ও :কাকোলী, অশ্বগন্ধার মূল, বন-যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, নীলোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী, চন্দন ও রক্তচন্দন এবং লক্ষ্মণামূল প্রত্যেক দুই দুই তোলা। শতমূলীর রস ১৬ সের ও দুগ্ধ ১৬ সের। বনঘুঁটের অগ্নির জ্বালে যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে পুরুষ বৃষবৎ নিত্য স্ত্রীতে গমন করিতে সমর্থ হয় এবং নারী মেধাবী-প্রিয়দর্শন বীর-পুত্র সকল প্রসব করে। যে স্ত্রী অস্থিরগর্ভা বা যে স্ত্রী মৃতপুত্র বা অল্পায়ুঃপুত্র প্রসব করে অথবা যে স্ত্রী কেবল কন্যাই প্রসব করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত হিতকর। যোনিরোগে রজোদোষে ও পরিস্রাবে এই ঘৃত প্রশস্ত। ইহা প্রজাবর্দ্ধক আয়ুষ্কর ও সর্ব্বগ্রহ নিবারক। ইহা ফলঘৃত নামে প্রসিদ্ধ, এই ঘৃত অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত। ফলঘৃত সকল যোনিরোগে প্রযোজ্য।

টীকা। মেদা ও মহামেদার অভাবে শতমূলী দ্বিগুণ প্রদেয়। কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে অশ্বগন্ধা দ্বিগুণ প্রদেয়। প্রিয়ঙ্গু স্থলে কেহ কেহ হিঙ্গু পাঠ করিয়া থাকেন। কাকোলী ও ক্ষীর-কাকোলীর দুইবার উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উহা দ্বিগুণ দ্বিগুণ লইতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে এই ফলঘৃতের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। সেই সকল তন্ত্রে—"হিঙ্গু, বচ, তগরমূল, জীবক ও ঋষভক" এই অধিক পাঠও আছে। জীবক ও ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রাহ্য॥ ৫৪—৬১

যোনিকন্দের চিকিৎসা—গেরিমাটী আমের আঁটির শস্য, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া যোনিতে পূরণ করিলে এবং ত্রিফলার ক্বাথে মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি সেচন করিলে নারী যোনিকন্দ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে॥ ৬২। ৬৩

গর্ভিণী-রোগের চিকিৎসা।

হ্রীবেরাদি ক্বাথ—বালা, আতইচ, মুতা, মোচরস ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে চলিতগর্ভ স্থির হয় এবং প্রদর ও কুক্ষিব্যথা প্রশমিত হইয়া থাকে।

গর্ভিণীস্ত্রীর জ্বর উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, রক্ত-চন্দন, বেণার মূল, অনন্তমূল ও পদ্মপত্র ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধকাষ্ঠ ও কিস্‌মিস্‌ ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও গর্ভিণীর জ্বর প্রশমিত হয়। ছাগদুগ্ধের সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিলে গর্ভিণীর বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

আমছাল ও জামছালের ক্বাথের সহিত খৈএর ছাতু খাইলে গর্ভিণীর গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

বালা, শ্যোনাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণার মূল, দুরালভা, ক্ষেত্‌পাপড়া ও আতইচ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে গর্ভিণীর নানা ব্যাধি-বেদনা, অতিসার, রক্তস্রাব বা জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা সূতিকারোগে (অতিসারাদিতে) উত্তম যোগ বলিয়া মুনিগণ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥৬৪—৬৯

গর্ভের স্রাব ও পাতের নিদান—মৈথুন, পথপর্য্যটন, যানে গমনাগমন, পরিশ্রম, গর্ভপীড়ন, জ্বর, উপবাস, উল্লম্ফন, উদরে প্রহার, অজীর্ণ, দ্রুতগমন, বমন, বিরেচন, কুন্থন, গর্ভপাতনশীল দ্রব্য ভক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ-বীর্য্য-উষ্ণ-কটু-তিক্ত ও রুক্ষ-দ্রব্য নিষেবণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বিষমভাবে অবস্থান বা বিষমভাবে শয়ন ও ভয় এই সকল কারণে গর্ভের স্রাব বা গর্ভের পাত হয়। গর্ভের স্রাব ও পাতের পূর্ব্বরূপ—গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইবার পূর্ব্বে শূলবৎ বেদনার সহিত রক্তস্রাব হইয়া থাকে ॥ ৭০—৭২

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতের অবধি কথিত হইতেছে—চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত গর্ভ শোণিতরূপ থাকে, সেই শোণিতরূপ গর্ভের নির্গমকে গর্ভস্রাব কহা যায়। আর চতুর্থ মাসের পর অর্থাৎ পঞ্চম ষষ্ঠমাসে কঠিন শরীর-গর্ভের নির্গমকে গর্ভপাত কহা গিয়া থাকে ॥ ৭৩

গর্ভস্রারের দৃষ্টান্ত—যেমন বৃন্তলগ্ন পক্কফল অভিঘাত দ্বারা তৎক্ষণাৎ পতিত হয়, সেইরূপ গর্ভও অভিঘাত-বিষমাশন-পীড়নাদি দ্বারা অকালে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৭৪

গর্ভস্রাবের চিকিৎসা—গর্ভিণীর গর্ভ হইতে যদি বারংবার রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে উৎপলাদিগণের ক্বাথসহ দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ তাহাকে খাইতে দিবে। তাহাতে রক্তনিঃসরণ বন্ধ হইয়া যাইবে ॥ ৭৫

উৎপলাদিগণ, যথা—নীলোৎপল, আরক্তোৎপল, কহ্লার (শ্বেতোৎপল), কুমুদ (রক্তপদ্ম); শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু এই সমস্তকে উৎপলাদিগণ কহে। ইহা সেবন করিলে দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, বমি ও অরোচক বিনষ্ট হয় ॥ ৭৬। ৭৭

গর্ভপাতের উপদ্রব—গর্ভ পতিত হইলে দাহ, পার্শ্বদ্বয়ে শূল, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, প্রদর, আনাহ ও মূত্ররোধ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয় ॥ ৭৮

গর্ভের স্থানান্তর গমনে উপদ্রব—গর্ভ স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে আমাশয় ও পক্কাশয়ের ক্ষোভ (আন্দোলন) এবং পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব (দাহ পার্শ্বশূলাদি) সকল উপাস্থত হইয়া থাকে ॥ ৭৯

গর্ভপাতের চিকিৎসা—গর্ভপাতজনিত দাহাদি উপদ্রব সকলে স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া করিবে। কুশ, কাশ, এরণ্ড ও গোক্ষুর ইহাদের সহিত যথাবিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করাইলে গর্ভিণীর শূল বিনষ্ট হয়। ইহা শূলহারক উত্তম ঔষধ। গোক্ষুর, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও বাণপুষ্প এই সকলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে চিনি ও মধু মিশাইয়া পান করিলে গর্ভিণীর বেদনা নষ্ট হয়। কোষ্ঠাগারিকা অর্থাৎ কোষ্ঠাগারকারিকা অর্থাৎ কুমুরিকা পোকা, দেওয়ালাদিতে যে মৃন্ময় গৃহ নির্ম্মাণ করে, সেই গৃহের মৃত্তিকা এবং নবমল্লিকা, লজ্জালু, ধাইফুল, গেরিমাটী, রসাঞ্জন ও ধুনা এই সকল দ্রব্যের যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তৎসমস্তকে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে গর্ভপাত নিবারিত হয়। কেশুর, নীলোৎপল ও পানিফল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিলে, অথবা বচ ও রসুনের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে হিঙ্‌ ও সচল লবণ মিশাইয়া পান করিলে গর্ভিণীর আনাহ বিনষ্ট হয়। পঞ্চতৃণ মূলের কল্কসহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে গর্ভিণী মূত্ররোধ রোগ হইতে মুক্ত হয়। পঞ্চতৃণ যথা—শালী, ইক্ষু, কুশ, কাশ ও শর এই পাঁচ প্রকার তৃণকে পঞ্চতৃণ কহা যায়। ইহাদের মূল তৃষ্ণা-দাহ-পিত্ত-রক্ত ও মূত্ররোধ নাশক ॥ ৮০—৮৬

গর্ভিণীর মাসানুমাসিক চিকিৎসা—প্রথম মাসে গর্ভিণীর গর্ভ পাতোন্মুখ হইয়া তাহাতে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, সেগুণবীজ, ক্ষীরকাকেলী (অভাবে অশ্বগন্ধা) ও দেবদারু। দ্বিতীয় মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে অশ্মন্তক (কাঞ্চন বৃক্ষ সদৃশ বৃক্ষ, অম্লপত্র, অম্লোন নামে লোকে প্রসিদ্ধ) কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী। তৃতীয় মাসে পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, প্রিয়ঙ্গু ও অনন্তমূল। চতুর্থমাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, পদ্মচারিণী (কোনমতে বা বামুনহাটী) ও যষ্টিমধু। পঞ্চমমাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী, বটাদি ক্ষীরি-বৃক্ষের শুঙ্গা (অবিকাশিত পত্র), গুড়ত্বক্‌ ও ঘৃত।

ষষ্ঠমাসে চাকুলে, বচ, শজিনাবীজ, গোক্ষুর ও গাম্ভারী। সপ্তমমাসে পানিফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি। এই সাতটি যোগের প্রত্যেকটির পরিমাণ দুই দুই তোলা, শীতল জলে পেষণ করিয়া আটতোলা দুগ্ধে আলোড়ন পূর্ব্বক পেয়। ইহা পানে গর্ভ স্থাপিত এবং গর্ভবেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে। অষ্টমমাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে কয়েত বেল, বেল, বৃহতী, পল্‌তা, ইক্ষু ও কণ্টকারী ইহাদের মূল, মিলিত অর্দ্ধপোয়া. দুগ্ধ এক সের ও জল চারিসের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। নবম মাসে যষ্টমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা, মিলিত দুই তোলা, শীতল জলে পেষণ ও আটতোলা দুগ্ধে আলোড়ন পূর্ব্বক পাতব্য। দশমমাসে বেদনা উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টপ্রদ হইলে শুঁঠ ও ক্ষীরকাকোলী, মিলিত অর্দ্ধপোয়া, দুগ্ধ একসের এবং জল চারিসের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারু শীতল জলে পেষণ ও দুগ্ধে আলোড়ন করিয়া পান করাইবে। ইহাতে গর্ভিণীর শূলনি নিবারিত হইবে। দ্বাদশমাসে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী (অভাবে অশ্বগন্ধামূল), ক্ষীরিকা ও মৃণাল এই সকল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ পেষণাদি করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা বেদনা নাশক ঔষধ। এই সকল যোগ দ্বারা গর্ভ আপ্যায়িত হয় এবং তীব্রবেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৮৭—৯৬

বাতশুষ্ক গর্ভের চিকিৎসা—বাত প্রকোপে গর্ভ সংশুষ্ক হইয়া যদি গর্ভের পূরণ না করে, তাহা হইলে গর্ভিণী বৃংহণীয় গণোক্ত দ্রব্যের সহিত সংসিদ্ধ দুগ্ধ ও মাংসরস পান করিবে। গর্ভাশয়স্থ শুক্র-শোণিত যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন না হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক সংশুষ্ক হয়, আর যদি তাহাতে জীবের সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে তাহা কঠিনরূপে অবস্থিতি করে এবং শুক্রার্ত্তব পীড়ক বায়ু উদরের আধ্মান সম্পাদন করিয়া থাকে। কখন কখন ঐ আধ্মান স্বয়ংই প্রশমিত হয়। এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে লোকে বলে—গর্ভ নৈগমেয় গ্রহকর্ত্তৃক (বালগ্রহকর্ত্তৃক) অপহৃত হইয়াছে। আর যদি সেই গর্ভ অল্প বৃদ্ধি দ্বারা লঘুভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে নাগোদর নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উদূখল দ্বারা ধান্যকুট্টনই (ধানভানাই) ঐ উভয়-বিধ গর্ভেরই প্রধান চিকিৎসা ॥ ৯৭—১০১

প্রসবমাস—নবম বা দশম মাসে নারী গর্ভ প্রসব করে, একাদশ দ্বাদশমাসেও প্রসব করিয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলেই বুঝিবে যে, গর্ভ রোগগ্রস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসেও যদি প্রসব না করে, তাহা হইলে গর্ভকে বিকার প্রাপ্ত স্থির করিয়া চিকিৎসা করিবে ॥ ১০২

প্রসবনির্দ্দিষ্ট মাস অতিক্রম করিয়া গর্ভ অবস্থিতি করিলে তাহার চিকিৎসা—বায়ুদ্বারা গর্ভের সঙ্কোচ হেতু যে স্ত্রী উপস্থিত প্রসব সময়েও প্রসব না করে, তাহাকে উদূখলে মুশল দ্বারা ধান্যকুট্টন করিতে দিবে এবং বিষম পান ভোজন করাইবে ॥ ১০৩। ১০৪

প্রসব সময়ে প্রসব করিতে কাল বিলম্ব হইলে তাহার চিকিৎসা—প্রসব কালে প্রসব করিতে বিলম্ব হইলে সাপের খোলস দ্বারা অথবা ময়নাফল দ্বারা যোনির চতুষ্পার্শ্বে ধূপ প্রদান করিবে। তাহার হস্তে পদে ঈশ্‌লাঙ্গার মূল সূতা দ্বারা বান্ধিয়া দিবে। হুড়হুড়ের বা পারুলের মূল হাতে পায়ে বান্ধিয়া দিলেও নারী শীঘ্র প্রসব করে। অস্থিভূত গোমুণ্ড সূতিকা-গৃহের উপরি স্থাপিত করিলে নারী তৎক্ষণাৎ বিনা ক্লেশে প্রসব করিয়া থাকে। পুঁইগাছের মূল পেষিত এবং তাহাতে তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনির অভ্যন্তর প্রলিপ্ত করিলে নারী বিনা কষ্টে প্রসব করে। পিপুল ও বচ জলে পেষিত এবং তাহাতে এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নাভিতে প্রলেপ দিলে বহুপ্রমাদ পীড়িতা নারীও সুখে প্রসব করে। টাবা-লেবুর মূল ও যষ্টমধু ঘৃতের সহিত পান করিলে নারী অনায়াসে প্রসব করিয়া থাকে। ইক্ষুর উত্তর-দিগ্‌জাত মূল, গর্ভিণীর শরীর প্রমাণ এক গাছা সূত্র দ্বারা তাহার কটিদেশে বান্ধিয়া দিলে সে বিনা ক্লেশে অবিলম্বে প্রসব করিয়া থাকে। তালের উত্তর দিগ্‌ভব মূলও স্বপ্রমাণ সূত্র দ্বারা গর্ভিণীর কটিতে বান্ধিয়া রাখিলে নারী অনায়াসে প্রসব করে ॥ ১০৫—১১২

মূঢ় গর্ভের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—বায়ু স্বহেতু কুপিত ও রুদ্ধগতি হইয়া গর্ভকে মূঢ় অর্থাৎ রুদ্ধগতি করে এবং মূত্ররোগ ও যোনি জঠরাদিতে শূলনি উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই কুপিত ও রুদ্ধগতি বায়ু দ্বারা সেই মূঢ়গর্ভ কুটিলীকৃত হইয়া চারি প্রকারে, কেহ বলেন—আট প্রকারে—যোনি-দ্বার প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ মূঢ়গর্ভ উক্ত চারি বা আট

সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়া বহু প্রকারে যোনিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ১১৩

প্রথমতঃ চারি প্রকার গতি প্রদর্শিত হইতেছে—সঙ্কীলক, প্রতিখুর, পরিঘ ও বীজ এই চারি প্রকার মূঢ়গর্ভ। যে মূঢ়গর্ভের হাত পা ও মস্তক ঊর্দ্ধ দিকে থাকে, পৃষ্ঠভাগ যোনিদ্বারে কীলকবৎ সংসক্ত হয়, তাহাকে সঙ্কীল মূঢ়গর্ভ কহে। যে মূঢ় গর্ভের হস্তদ্বয় পদদ্বয় ও মস্তক বহির্গত হইয়া দেহটা যোনিদ্বারে সংসক্ত হয়, তাহাকে প্রতিখুর মূঢ়গর্ভ কহা যায়। (এস্থলে খুর শব্দে হস্ত পদ বুঝিতে হইবে)। যে মূঢ়গর্ভের হস্তদ্বয় ও মস্তক বহির্গত হয়, কিন্তু অবশিষ্ট অঙ্গ যোনিতে আট্‌কায়, তাহাকে বীজক মূঢ়গর্ভ কহে। যে গর্ভ পরিঘের ন্যায় যোনিতে আসিয়া সংসক্ত হয়, তাহাকে পরিঘ মূঢ়গর্ভ কহে॥ ১১৪

আট প্রকার মূঢ়গর্ভ বর্ণিত হইতেছে—কোন ভ্রূণ বৃহৎ মস্তক দ্বারা, কেহ বা স্ফীত উদর দ্বারা, কেহ কুব্জ দেহ বা কুব্জ পৃষ্ঠ দ্বারা, কেহ এক হস্ত কেহ বা দুই হস্ত যোনি-নিঃসৃত করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থান দ্বারা, কেহ বা গ্রীবাভঙ্গ হেতু অবাঙ্‌মুখ হইয়া, কেহ বা পার্শ্বভঙ্গ হেতু নিরুদ্ধগতি হইয়া যোনিদ্বারে সংসক্ত হয়॥ ১১৫

সুশ্রুতোক্ত অন্যবিধ আটপ্রকার মূঢ়গর্ভ বর্ণিত হইতেছে—কোন মূঢ়গর্ভের দুই পা যোনিদ্বারে আইসে, কোন মূঢ়গর্ভের এক পা বক্র হইয়া থাকে, অপর পা যোনিদ্বারে আইসে, কোন মূঢ়গর্ভের পদদ্বয় ও শরীর বক্র হইয়া থাকে, কেবল পাছাটা তির্য্যগ্‌ভাবে যোনিমুখে উপস্থিত হয়। কোন মূঢ়গর্ভ বক্ষঃ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ ইহাদের অন্যতম দ্বারা যোনিমুখকে আবৃত করিয়া আট্‌কাইয়া থাকে। কোন মূঢ়গর্ভের মস্তক পার্শ্বভাগে বাঁকিয়া পড়ে, কেবল একটা হাত যোনিমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাহারও বা মস্তকটা বাঁকিয়া পড়ে, দুইটা হাত যোনি দ্বারে আসিয়া লাগে। কাহারও বা মধ্য দেহটা বক্র হইয়া থাকে, হাত পা ও মস্তক যোনি দ্বারে উপস্থিত হয়। কাহারও বা একটা পা যোনিমুখে উপস্থিত হয়। কাহারও বা পায়ুদেশ (গুহ্যদেশ) যোনিদ্বারে উপস্থিত হয়॥ ১১৬

অসাধ্য মূঢ়গর্ভিণীর লক্ষণ—যে গর্ভিণীর মস্তক নত হইয়া পড়ে, শরীর শীতল হয়, লজ্জা থাকে না এবং কুক্ষিতে নীলবর্ণ শিরা সমূহ উদ্‌গত হয়, সে গর্ভিণী গর্ভকে বিনষ্ট করে এবং গর্ভও তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে অর্থাৎ গর্ভিণী ও গর্ভ উভয়ই মৃত্যু মুখে পতিত হয়॥ ১১৭

মৃতগর্ভের কর্ষণার্থ লক্ষণ—উদর মধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইলে গর্ভের অস্পন্দন, আবির নাশ অর্থাৎ প্রসব বেদনার বিরাম, অথবা আবিশব্দে মূত্রপ্রসেকাদি প্রসব লক্ষণ সকলও বুঝায়, অতএব সেই মূত্রপ্রসেকাদিরও বিরতি, শ্যাব বা পাণ্ডুবর্ণতা, নিঃশ্বাসে পচা গন্ধ এবং অন্তর্মৃত শিশুর স্ফীতি হেতু গর্ভিণীরও উদরাধ্মান এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ১১৮

গর্ভের মরণে হেতু—মাতার ধনজনাদি বিয়োগজনিত মানস দুঃখে ও প্রহারাদি আগন্তু দুঃখে এবং ব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত হইলে কুক্ষিমধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হয়॥ ১১৯

অপর অসাধ্য গর্ভিণী লক্ষণ—যোনিসম্বরণ রোগ, কুক্ষিতে গর্ভবিবন্ধ, কুপিতরক্ত ও বায়ুজনিত মক্কল্ল নামক বেদনা বিশেষ এবং আক্ষেপশ্বাসকাসাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে গর্ভিণীর মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১২০

মূঢ়গর্ভের চিকিৎসা—গর্ভসঙ্কট কালে যে সকল প্রসাবিতা (ধাই) সম্যক্ যশোলাভ করিয়াছে, সেই সকল যশস্বিনী ধাত্রী এই সকল ক্রিয়া করিবে, যথা—গর্ভ জীবিত থাকিলে ধাত্রী (জনয়িত্রী) হস্তে ঘৃত মাখাইয়া সেই ঘৃতাভ্যক্ত হস্ত যোনিমধ্যে প্রবেশিত করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক সন্তান বাহির করিবে। গর্ভ মৃত হইলে শস্ত্র-শাস্ত্রার্থ বিদুষী লঘুহস্তা ও নির্ভয়া জনয়িত্রী (ধাই) গর্ভিণীর যোনিমধ্যে শস্ত্রপ্রয়োগ :করিয়া মৃত গর্ভকে কাটিয়া বাহির করিবে। কিন্তু গর্ভ যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ শস্ত্র দ্বারা কাটিবে না। কারণ জীবিত গর্ভ বিদারিত হইলে গর্ভও মরে, জননীকেও মারে। কিন্তু মৃতগর্ভকে মুহূর্ত্তমাত্রও উপেক্ষা করিবে না, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ মৃত গর্ভ বিদারিত করিয়া বাহির করিবে। মৃতগর্ভকে উপেক্ষা করিলে প্রভূত ভুক্তান্ন যেমন পশুকে বিনাশ করে, গর্ভস্থ মৃতগর্ভও সেইরূপ জননীকে বিনাশ করিয়া থাকে॥ ১২১—১২৪

ছেদন প্রকার—গর্ভের যে যে অঙ্গ যোনিতে সংসক্ত থাকে (আট্‌কাইয়া থাকে) সেই সেই অঙ্গ কাটিয়া মৃতগর্ভকে সম্যক্ বাহির করিয়া গর্ভিণীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। এই প্রকারে গর্ভরূপ

শল্য বহিষ্কৃত করিয়া নির্হৃতগর্ভা নারীকে উষ্ণ জল দ্বারা পরিষিক্ত করিবে। তৎপরে তাহাকে স্নেহাভ্যক্ত করিয়া যোনিতে স্নেহ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে যোনি মৃদু ও যোনিবেদনা প্রশমিত হইবে ॥ ১২৬

প্রসূতার যোনিতে ক্ষতাদি হইলে তাহার চিকিৎসা—লাউপাতা ও লোধ সমপরিমাণে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক যোনিতে তাহার প্রলেপ দিলে যোনিক্ষত শীঘ্রই নিবারিত হয়। পলাশ ও যজ্ঞডুমুর ফল পেষিত এবং তাহাতে তিল তৈল ও মধু সংযুক্ত করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হইয়া থাকে। পিপুলমূল মথিতের (তক্র বিশেষের) সহিত বাঁটিয়া প্রাতঃকালে তিন সপ্তাহ খাইলে প্রসূতা নারীর প্রবৃদ্ধ উদরের হ্রাস হইয়া থাকে ॥ ১২৭—১২৯

প্রসূতার উদরস্থ অপর উপদ্রব—প্রসূতার গর্ভ হইতে যদি অপরা (গর্ভবেষ্টক চর্ম্ম, ফুল) না পড়ে, তাহা হইলে তাহা উদরের শূলনি ও আধ্মান এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত করে ॥ ১৩০

অপরা পতিত না হইলে তাহার চিকিৎসা—অপরা পতিত না হইলে অঙ্গুলিতে কেশ জড়াইয়া সেই অঙ্গুলি দ্বারা প্রসূতার কণ্ঠাভ্যন্তর ঘর্ষণ করিবে। সাপের খোলস, কট্‌কী, লাউ, কোশাতকী ও সর্ষপ ইহাদের চূর্ণে সর্ষপ তৈল মিশ্রিত করিয়া যোনির চতুর্দ্দিকে তাহার ধূপ দিবে। ঈশ্‌লাঙ্গলার মূল বাঁটিয়া তদ্দ্বারা প্রসূতার হস্ত পদতল প্রলিপ্ত করিলে অপরা পতিত হইয়া থাকে। জনয়িত্রী নখ কাটিয়া হস্তে তৈল মাখিয়া সেই হস্ত ধীরে ধীরে যোনির অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া তদ্দ্বারা অপরা নির্হরণ করিবে। এই প্রকারে অপরারূপ শল্য নির্হৃত হইলে সেই নির্হৃতশল্যা প্রসূতাকে উষ্ণ জল দ্বারা পরিষিক্ত করিবে। তৎপরে তাহাকে স্নেহাভ্যক্ত করিয়া যোনিতে স্নেহ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৩১—১৩৪

মক্কল্লের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—রুক্ষ সেবন দ্বারা বায়ু বৰ্দ্ধিত এবং তীক্ষ্ণোষ্ণ সেবন দ্বারা রক্ত শোষিত হইলে প্রসূতার সেই বর্দ্ধিত বায়ু, সেই তীক্ষ্ণোষ্ণ শোষিত রক্তকে রুদ্ধ করিয়া নাভির নিম্নপার্শ্বদ্বয়ে বা বস্তিতে অথবা বস্তির মূর্দ্ধায় গ্রন্থিরূপে পরিণমিত করে। সেই রক্তগ্রন্থি হইতে নাভিতে বস্তিতে ও উদরে মক্কল্লনামক শূলবদ্ বেদনা উৎপন্ন হয় এবং পক্বাশয়ে আধ্মান ও মূত্রসঙ্গ (মূত্ররোধ) জন্মে। ইহাই মক্কল্ল রোগের লক্ষণ বলিয়া ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৩৫—১৩৭

মক্কল্লের চিকিৎসা— মক্কল্ল নিবৃত্তির জন্য প্রসূতা নারীকে উষ্ণ জলের সহিত বা ঘৃতের সহিত যবক্ষার চূর্ণ পান করিতে দিবে। পিপুল, পিপুল মূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, চিতা, চৈ, রেণুক, এলাইচ, বনযমানী, সর্ষপ, হিঙ্‌, বামুনহাটী, আক্‌নাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, ঘোড়ানিম, মূর্ব্বা, আতইচ, কট্‌কী ও বিড়ঙ্গ এই গুলিকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। পিপ্পল্যাদিগণ কফ ও বায়ু নাশক। ইহাদের ক্বাথ সৈন্ধব লবণের সহিত পান করিলে গুল্ম-শূল ও জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক, আমের পাচক, মক্কল্ল শূলের নাশক এবং কফ বায়ু নিবারক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মক্কল্ল নাশার্থ ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), চাতুর্জাতক (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র নাগেশ্বর) ও ধনে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত নিত্য খাইবে ॥ ১৩৮—১৪৩

প্রসূতার হিত বিষয়—প্রসূতা নারী উপযুক্ত আহার বিহার করিবে। ব্যায়াম মৈথুন ক্রোধ ও শীতল জল ত্যাগ করিবে। অবৈধ আচরণ হেতু সূতিকার যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব পথ্য সেবন করিবে ॥ ১৪৪। ১৪৫

সূতিকা রোগের নিদান—অনুচিত আচরণ (প্রবাতাদি সেবন) এবং বাতাদি দোষ সকল যাহাতে উৎক্লিষ্ট হয়, এরূপ কার্য্যকরণ, বিষমাশন ও অপক্ব ভোজন এই সকল কারণে নব প্রসূতার যে সমস্ত রোগ জন্মে, সে সকল রোগ অতি ভয়ানক জানিবে ॥ ১৪৬

সূতিকা ব্যাধি—অঙ্গ মর্দ্দন (গাত্রকুট্টন), জ্বর, কাস, পিপাসা গাত্রগুরুতা, শোথ, শূল ও অতিসার এই গুলি সূতিকা রোগের লক্ষণ অর্থাৎ সূতিকার এই অঙ্গ মর্দ্দনাদি রোগ প্রায়ই হইয়া থাকে ॥ ১৪৭

জ্বরাদি রোগ বিশেষের নিদান বিশেষ-প্রসূতার অবৈধ আহার বিহারে জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলক্ষয় এবং তন্দ্রা, অরুচি ও কফ প্রসেকাদি বাতশ্লেষ্মসম্ভূত রোগ জন্মিয়া থাকে।

বল মাংসক্ষীণ প্রসূতার এই সকল রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। জ্বরাদি এই সকল রোগ সূতিকা-ক্ষেত্রোৎপন্ন বলিয়া ইহারা সূতিকারোগ নামে অভিহিত হয়। আবার এই জ্বরাদি সূতিকারোগের উপদ্রবও হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহারা আপনাদের মধ্যে কোনটিকে প্রধানীভূত করিয়া উপদ্রব স্বরূপ হয়॥ ১৪৮। ১৪৯

সূতিকারোগ চিকিৎসা—সূতিকা রোগের প্রশমনার্থ বায়ুনাশক চিকিৎসা করিবে। দশমূলের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝাঁটী, গন্ধভাদুলে, বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূল ও মুতা ইহাদের ক্বাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে সূতিকারোগ অচিরে প্রশমিত হয়॥ ১৫০। ১৫১

দেবদার্ব্বাদি ক্বাথ—দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, চিরতা, কট্‌ফল, মুতা, কট্‌কী, ধনে, হরীতকী, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংস জল থাকিতে নামাইবে। সেই ক্বাথে সৈন্ধব ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া প্রসূতাকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা শূল, কাস, জ্বর, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতিসার ও বমি বিনষ্ট হয়। এই দেবদার্ব্বাদি কষায় বাতজ পিত্তজ ও কফজ প্রসূতার পরম ঔষধ॥ ১৫২—১৫৬

পঞ্চজীরক পাক—জীরা, স্থূলজীরা, শুল্‌ফা, মৌরী, যমানী, বনযমানী, ধনে, মেথী, শুঁঠ, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, হবুষ, কুলফলচূর্ণ, কুড় ও কমলাগুঁড়ী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধপোয়া, গুড় সাড়েবার সের, দুগ্ধ আটসের, ঘৃত অর্দ্ধসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই পঞ্চজীরক-পাক খাইলে প্রসূতা নারীর সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সূতিকারোগে, যোনিরোগে, জ্বরে, ক্ষয়রোগে, কাসে, শ্বাসে, পাণ্ডুরোগে,. কার্শ্যে ও বাতরোগে প্রযোজ্য॥ ১৫৭—১৬০

সৌভাগ্যশুণ্ঠী—গব্য ঘৃত একপোয়া, গব্য দুগ্ধ আটসের, খাঁড়গুড় (বা চিনি) ৵৬।০ সের, এই সকল দ্রব্য যথাবিধি গুড়পাকের ন্যায় পাক করিয়া তাহাতে শুঁঠ চূর্ণ আটপল, ধনে চূর্ণ তিনপল, মৌরী চূর্ণ পাঁচপল এবং বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, ত্রিকটু, মুতা, তেজপত্র, নাগেশ্বরফুল, দারুচিনি ও ছোট এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক একপল প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে। এই শুণ্ঠীখণ্ড সূতিকা রোগ নাশক। ইহা সেবনে তৃষ্ণা, বমি, জ্বর, দাহ, শোষ, শ্বাস, কাস, প্লীহা, ক্রিমি ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়॥ ১৬১। ১৬২

প্রসূতার নিয়মসময়ের সীমা—প্রসূতা নারী সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ থাকিবে, অর্থাৎ নিঃসৃত দুষ্ট রক্তাদি অপনয়ন করিয়া পরিষ্কৃতপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে, স্নিগ্ধ-হিতকর ভোজ্য অল্প পরিমাণে ভোজন করিবে, প্রতিদিন তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। পথ্যাদি সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া একমাস কাল থাকিবে। প্রসবের পর দেড়মাস অতীত হইলে অথবা পুনর্ব্বার আবর্ত্ত শোণিত দৃষ্ট হইলে প্রসূতা সূতিকা নাম বর্জ্জিত হয় অর্থাৎ প্রসবের পর দেড়-মাস পর্য্যন্ত অথবা পুনরার্ত্তব দর্শন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে সূতিকা নামে অভিহিত করা যায়; ইহা ধন্বন্তরির মত। প্রসূতাকে উপদ্রব রহিত ও বিশুদ্ধ (নিঃসৃত দুষ্ট রক্তাদি বর্জ্জিত) দেখিয়া চারিমাসের পর পথ্যাদির বিশেষ নিয়ম পরিবর্জ্জন করিবে অর্থাৎ তখন প্রসূতাকে স্বাভাবিক আহার করিতে দিবে॥ ১৬৩—১৬৫

স্তনরোগের সম্প্রাপ্তি—বাতাদি দোষ সদুগ্ধ বা অদুগ্ধ স্তনকে আশ্রয় এবং রক্ত মাংসকে দূষিত করিয়া স্তনরোগ উৎপাদন করে। ("অদুগ্ধ স্তন" বলায় প্রসূতা ও গর্ভিণী উভয়েরই স্তন বুঝিতে হইবে)। সুশ্রুত বলিয়াছেন;—"বালিকা-গণের স্তনাশ্রিত ধমনী সমূহের দ্বারা সংবৃত থাকায় বাতাদি দোষ তাহাদের স্তনদ্বয়ে সঞ্চরণ করিতে পারে না, এই জন্য বালিকাগণের স্তনরোগ জন্মে না। প্রসূতা ও গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের স্তনাশ্রিত ধমনী সকলের মুখ স্বভাবতঃই বিবৃত থাকে, তজ্জন্য তাহা হইতে দুগ্ধ সংস্রুত হয়॥" ১৬৬—১৬৮

পূর্ব্বে যে ছয় প্রকার বিদ্রধি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে রক্তজ বিদ্রধি ভিন্ন অপর পাঁচপ্রকার বিদ্রধি অর্থাৎ বাতজ পিত্তজ কফজ সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ বিদ্রধি স্তনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত বাহ্য বিদ্রধি সকলের লক্ষণবৎ জানিবে। (অভিঘাত বা শল্য দ্বারা আগন্তুজ স্তনরোগ জন্মে)॥ ১৬৯

স্তনরোগের চিকিৎসা—বিদ্রধিতে যে সকল চিকিৎসাবিধান উক্ত হইয়াছে, স্তনে শোথ হইলে সেই সকল বিধানেই চিকিৎসা করিবে। বিদ্রধির

অপক্কাবস্থায় পচ্যমানাবস্থায় বা পক্কাবস্থায় স্তনদ্বয় দাহান্বিত হইলে তাহাতে পিত্তঘ্ন শীতবীর্য্য ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। জলৌকা দ্বারা রক্তনির্হরণ করিবে, কদাচ উপনাহ স্বেদ (পুল্টিশ) দিবে না। রাখালশসার মূল অথবা হরিদ্রা ও কনক ধুতূরার পত্র বাঁটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে স্তনোত্থিত রোগ বিনষ্ট হয়। বন্ধ্যা কর্কোটীর (বাঁঝকাঁকরোলের) মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই স্তন-বিদ্রধি বিনষ্ট হয়। তপ্তলৌহ জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল পান করিলে স্তনবিদ্রধি প্রশমিত হয় ॥ ১৭০—১৭৩

ইতি স্ত্রীরোগাধিকার।

বালরোগাধিকার।

অনাচার হেতু বালগ্রহ সকল শিশুকে পীড়া দেয়। অতএব গ্রহোপদ্রব হইতে বালককে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে ॥ ১

বালগ্রহ সকলের নাম—স্কন্দগ্রহ, স্কন্দাপস্মার, শকুনী, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমণ্ডিকা ও নৈগমেয় এই নয়টি বালগ্রহ ॥ ২। ৩

গ্রহগণের উৎপত্তি—বালকগণের এই যে স্কন্দাদি নয় প্রকার গ্রহ উক্ত হইল, ইহারা শ্রীমান্ দিব্যবপুঃ ও নারী পুরুষ দেহধারী অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কেহ নারীদেহধারী কেহ বা পুরুষদেহধারী। শরবণস্থ কার্ত্তিকেয় নিজতেজ (স্বশক্তি দ্বারা) রক্ষিত হইলেও স্নেহবশে কৃত্তিকা উমা অগ্নি ও শূলপাণি ইহারা কার্ত্তিকেয়ের রক্ষার্থ এই সকল গ্রহকে সৃষ্ট করিয়াছিলেন (নিযুক্ত করিয়াছিলেন)। ভগবান্ ত্রিপুরারি দেব কর্তৃক স্কন্দগ্রহ সৃষ্ট, ইহার অপর নাম কুমার (কার্ত্তিকেয়েরও অন্য নাম স্কন্দ ; অতএব কার্ত্তিকেয় হইতে এই স্কন্দগ্রহ ভিন্ন)। স্কন্দাপস্মারগ্রহ অগ্নি কর্তৃক সৃষ্ট, ইহার দ্যুতি অগ্নিসম। কার্ত্তিকেয়সখ এই স্কন্দাপস্মার গ্রহের অন্য নাম বিশাখ। নারীশরীরধারী নানারূপ যে সকল গ্রহ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা গঙ্গা উমা ও কৃত্তিকার অংশ এবং রজস্তমোগুণময়। নৈগমেয় গ্রহ পার্ব্বতী কর্তৃক সৃষ্ট, ইহা মেষবদন। এইগ্রহ কার্ত্তিকেয় দেবের পালয়িতা এবং আত্মসম সখা। গ্রহগণের সৃষ্টির পর ভগবান্ কার্ত্তিকেয়কে দেবতাগণের সেনাপতি করা হইলে ঐ সকল গ্রহ দীপ্তশক্তিধরকার্ত্তিকেয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে বলেন—ভগবন্! আপনি আমাদিগের বৃত্তি (জীবনধারণোপায়) বিধান করুন। তাহাদের প্রার্থনায় স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) গ্রহগণের জন্য মহাদেবকে অনুরোধ করেন। ভগবান্ মহাদেব সেই সকল গ্রহকে বলিলেন—তির্য্যগ্‌যোনি মানব ও দেবতা এই তিন লইয়াই জগৎ, উহারা পরস্পর উপকার দ্বারা পরস্পরের বর্ত্তন ও ধারণ করিয়া থাকে। দেবগণ যথাকাল প্রবৃত্ত শীত বর্ষা উষ্ণতা ও মারুত দ্বারা মনুষ্যদিগের এবং তির্য্যগযোনিদিগের প্রীণন করেন, মনুষ্যগণও সম্যক্ কৃত যাগ কৃতাঞ্জলি নমস্কার জপ হোম ও ব্রতাদি দ্বারা দেবতাগণের প্রীণন করিয়া থাকেন। দেবাদিত্রিতয় বিভাজ্য বিষয়সমস্তই বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, অবশিষ্ট আর কিছুই নাই। যাহাহউক তোমরা যখন বালরক্ষার্থ (বালক কার্ত্তিকেয়ের রক্ষার্থ) সৃষ্ট হইয়াছ, তখন বালক সমূহেই তোমাদের শুভা দৃষ্ট হইবে ॥ ৪—১৫

বালগ্রহদিগেরবালগ্রহণ—যে কুলে দেবপূজা ও পিতৃ পূজা হয় না, ব্রাহ্মণ, সাধু, গুরু ও অতিথি সেবা হয় না, যে বংশে লোকেরা আচারভ্রষ্ট, শৌচহীন ও কুৎসিতবৃত্তি, যে বংশে ভিক্ষাদান ও পূজা নিবৃত্ত হইয়াছে, যে সকল লোক ভাঙ্গা কাংস্যপাত্রে ভোজন এবং ভাঙ্গা ঘরে বাস করে, সেই সকল ঘরে যে সমস্ত বালক জন্মে, তাহাদিগকে তোমরা নিঃসংশয়ে আক্রমণ করিবে। সেই সকল বালকে তোমাদের বিপুল বৃত্তি (হিংসনরূপ) ও পূজা হইবে। এই জন্যই গ্রহগণ উৎপন্ন বালকদিগকে হিংসা করিয়া থাকে। অতএব গ্রহাক্রান্ত বালকগণ দুশ্চিকিৎস্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ১৬—১৯

সাধারণ গ্রহপীড়িত বালকের লক্ষণ— গ্রহপীড়িত বালক কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন ভয় পায়, কখন ক্রন্দন করে, কখন নখ দন্তাদি দ্বারা ধাত্রীকে বা আপনাকেই কামড়ায়, কখন ঊর্দ্ধদিকে চায়, কখন দাঁত কিড়িমিড়ি করে, কখন কোঁথায়, কখন হাই তোলে, কখন ভ্রূভঙ্গী করে, কখন বা দন্ত-ওষ্ঠ কামড়ায়, কখন বা ফেন বমন করে। গ্রহপীড়িত বালক অতি ক্ষীণ হয়, রাত্রিতে ঘুমায় না, তাহার অঙ্গ-স্ফীত হয় (বা চক্ষুঃ ফোলে) মল তরল ও স্বর ভগ্ন হয়, গাত্রে মৎস্য বা শোণিতের গন্ধ হয়, পূর্ব্বের ন্যায় আহার করিতে পারে না। সে দুর্ব্বল মলিনাঙ্গ ও সংজ্ঞাহীন হয়, এইগুলি সাধারণ গ্রহজুষ্টের লক্ষণ ॥ ২০—২৩

বিশিষ্ট গ্রহজুষ্টের লক্ষণ— বালক স্কন্দগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অঙ্গ শিথিল হয়, গাত্রে রক্তের গন্ধ বাহির হয়, স্তন্য পানে বিদ্বেষ জন্মে, মুখ বাঁকিয়া যায়। এক নেত্রের পক্ষ্ম হত ও চলিত হয়, বালক উদ্বিগ্নচিত্ত হয়, চক্ষুঃ সজল হয়, অল্প রোদন করে, মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে এবং তাহার মল কঠিন হয়।

বালক স্কন্দাপস্মারগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞাহীন হয় ও মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞালাভ করে, স্তব্ধ হইয়া থাকে, হাত পা যেন নাচাইতে থাকে, দীর্ঘকালান্তে মলমূত্র ত্যাগ করে, হাই তোলে ও ফেন বমন করে।

শকুনিগ্রহপীড়িত শিশু শিথিলাঙ্গ, ভয়চকিত, পক্ষিগন্ধযুক্ত, স্রাবশীল ব্রণে ব্যাপ্তদেহ এবং দাহপাক বিশিষ্ট স্ফোটকে আকীর্ণদেহ হয়।

শিশু রেবতীগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে মুখ লালবর্ণ, মল হরিতবর্ণ, দেহ অতিপাণ্ডু বা শ্যাববর্ণ হয়, হস্ত ও মুখপাক বেদনায় পরিপীড়িত হয় এবং ব্যথিত তনু হইয়া নাক-কাণ অত্যন্ত ঘর্ষণ করে।

বালক পূতনাগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তরল মল স্রাব করে, দিনে বা রাত্রিতে ঘুমায় না, ভাঙ্গা-মল ত্যাগ করে (পাঠান্তর—শিথিলাঙ্গ হয়, দিনে বা রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যায় না) তাহার গাত্রে কাকের ন্যায় গন্ধ হয়, সে বমি করিতে থাকে এবং রোমাঞ্চিত ও তৃষ্ণার্দ্দিত হয়।

বালক গন্ধপূতনা (বা অন্ধপূতনা) গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে স্তন্য পান করিতে চায় না, অতিসার—কাস-হিক্কা-বমি ও জ্বরে অর্দ্দিত হয়, বিবর্ণ হয় এবং তাহার গাত্র দিয়া সতত রক্তগন্ধ নির্গত হয় (পাঠান্তর সতত অধোমুখে শয়ন করে ও তাহার গাত্র হইতে অম্ল গন্ধ বাহির হইতে থাকে।)

শীতপূতনাগ্রহপীড়িত বালক ভয়চকিত হইয়া ক্রন্দন করে, অত্যন্ত কাঁপে, চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া থাকে, ব্যথান্বিত হয়, তাহার অন্ত্র কূজন হয় (আঁত-ডাকে), সে শিথিলাঙ্গ হয় এবং অতিশীর্ণ ও শীতার্ত্ত হইয়া থাকে।

বালক মুখমুণ্ডিকা-গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার দেহ ম্লান হয়, কিন্তু হাত পা ও মুখ শোভন হইয়া থাকে, সে বহুভোজন করে, মলিন শিরা সমূহে তাহার উদর ব্যাপ্ত হয়, সে সদা উদ্বিগ্নচিত্ত হয় এবং তাহার গাত্রে মূত্রতুল্য গন্ধ হইয়া থাকে।

নৈগমেয়গ্রহপীড়িত শিশু ফেন বমন করে, মধ্যদেহে নত হইয়া পড়ে, উদ্বিগ্ন হয়, ঊর্দ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ ও হাস্য করে, সতত কূজন করে, তাহার গাত্রে বসার গন্ধ হয় এবং সে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকে ॥ ২৪—৩২

সাধারণ গ্রহজুষ্টের চিকিৎসা— মাষাণি, মুণ্ডীরি ও বালা ইহাদের ক্বাথে শিশুকে স্নান করাইলে গ্রহের শান্তি হয়। ছাতিমছাল, কুড়, হরিদ্রা ও চন্দন এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া শিশুর গাত্রে মাখাইলে বালগ্রহাবেশ দূরীভূত হয়। সাপের খোলস, রসুন, মূর্ব্বা, সর্ষপ, নিমপাতা, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেড়াশিঙ্গী, বচ ও মধু ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে শিশুর জ্বর ও গ্রহদোষ বিনষ্ট হয়। গ্রহদোষ প্রশমনার্থ বালকের জন্য শান্তি ও ইষ্টকর্ম্ম সকল করিবে ॥ ৩৩—৩৫

অষ্টমঙ্গল ঘৃত— বচ, কুড়, ব্রাহ্মীশাক, শ্বেত সর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপযুক্ত মাত্রায় শিশুকে খাওয়াইলে শিশু প্রগাঢ় স্মৃতি প্রত্যুৎপন্নমতি ও বুদ্ধিমান্ হয়। এবং পিশাচ রাক্ষস ভূত ও মাতৃকাগ্রহগণ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ৩৬—৩৮

বিশিষ্টগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা।

স্কন্দগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা— স্কন্দগ্রহপীড়িত শিশুর গ্রহশান্তির জন্য তাহার গাত্রে বাতঘ্ন বৃক্ষপত্রের ক্বাথ (নিম্বাদি পত্রের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল) পরিষেচন করিবে।

ঘৃত চারিসের, কল্কার্থ—দেবদারুর কল্ক এবং রাস্না ও মধুরগণোক্ত দ্রব্য সকলের ক্বাথ ও গব্য

দুগ্ধের সহিত যথাবিধানে পাক করিয়া স্কন্দগ্রহ পীড়িত শিশুকে সেই ঘৃত খাওয়াইবে।

সর্ষপ, সাপের খোলস, বচ, শ্বেতকুঁচ, ঘৃত এবং উষ্ট্র ছাগ মেষ ও গো ইহাদের লোম এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে গ্রহশান্তি হইয়া থাকে।

সোমলতা, অর্জ্জুন, পরগাছা, বেল কাঁটা, শমীপত্র ও রাখালশসার মূল এই সকল দ্রব্য গাঁথিয়া শিশুর অঙ্গে ধারণ করাইবে। রক্তবর্ণ পুষ্পের মাল্য, রক্তবর্ণ পতাকা, বিবিধ গন্ধদ্রব্য, নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য, ঘণ্টা এবং সকুক্কুট বলি, বালকের মঙ্গলার্থ স্কন্দগ্রহকে নিবেদন করিয়া দিবে। বৈদ্য স্নানানন্তর শুচি হইয়া শস্ত্রহস্তে রাত্রিতে বলিপ্রদান করিবেন)। রাত্রিকালে চত্বর স্থানে (চতুষ্পথে, মতান্তরে ত্রিপথে (গায়ত্রী মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলে স্নান করিয়া নূতন শালিধান্য ও যবে :বিরচিত মণ্ডলাভ্যন্তর স্থলে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। অতঃপর বালকগণের পাপনাশক (আপদ্ বিপদ্ নিবারক) রক্ষা (স্বস্ত্যয়ন) বিধি বলিব, যাহা বৈদ্যগণের অনলসভাবে প্রতিদিন করা কর্ত্তব্য। রক্ষা মন্ত্র যথা—"তপসাং তেজসাঞ্চৈব ইত্যাদি॥" ৩৯—৪৯

স্কন্দাপস্মারের চিকিৎসা—স্কন্দাপস্মার গ্রহের শান্তির জন্য বিল্ব, শিরীষ, শ্বেতদূর্ব্বা ও সুরসাদিগণ ইহাদের ক্বাথ পরিষেকে প্রয়োগ করিবে। সুরসাদিগণ যথা—কৃষ্ণতুলসী, শ্বেত তুলসী, আক্নাদি, বামুনহাটী, মরুবক, কহ্লার, সুগন্ধ তৃণ, রাইসর্ষপ, শ্বেত বাবুইতুলসী, কট্ফল, বাবুই তুলসী, কালকাসুন্দে, শল্লকীবৃক্ষ, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, কর্ণিকার, যজ্ঞডুমুর, বেড়েলা. কাকমাচী ও কুঁচিলা এই সকল দ্রব্য সুরসাদিগণ নামে অভিহিত। সুরসাদিগণ কফ ক্রিমি নাশক॥ ৫০—৫৩

মূত্রাষ্টক তৈল—গোমূত্রাদি অষ্ট প্রকার মূত্রের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া স্কন্দাপস্মার পীড়িত শিশুকে মাখাইবে।

মূত্রাষ্টক যথা—গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও হস্তী এই আটটি পশুর মূত্র, সকল তন্ত্রেই মূত্রাষ্টক নামে খ্যাত।

ক্ষীরি বৃক্ষের কষায়, কাকোল্যাদিগণের কল্ক এবং দুগ্ধসহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিতে দিবে॥ ৫৪। ৫৫

কাকোল্যাদিগণ যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, মুগানি, মাষাণি, পদ্মকাষ্ঠ, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, জীবন্তী, যষ্টিমধু ও কিস্‌মিস্ এই সকল দ্রব্য কাকোল্যাদিগণ নামে অভিহিত। কাকোল্যাদিগণ—স্তন্যকারক, বৃংহণ, বৃষ্য এবং পিত্ত-রক্ত-বায়ু নাশক।

স্কন্দাপস্মার গ্রহে বচ ও হিঙ্গুযুক্ত উদ্বর্ত্তন হিতকর। ইহাতে গৃধ্র ও পেচকের বিষ্ঠা, কেশ, হস্তিনখ, ঘৃত ও বৃষের লোম এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। অনন্তা (দুরালভা, মতান্তরে অনন্তমূল), কুক্কুটী (শাল্মলী, মতান্তরে কুক্কুটী শরীরবৎ কুসুম), বিম্বী ও আলকুশী এই গুলি বালককে ধারণ করাইবে।

স্কন্দাপস্মার পীড়িত শিশুর মঙ্গলার্থ পক্কাপক্ক মাংস, ছাগরক্ত, প্রসন্না, গব্যদুগ্ধ এবং মুদ্গান্ন (পাঠান্তরে সোপহারবলি) এই সকল দ্রব্য বটতলায় (পাঠান্তর ভূগর্ত্তে) স্কন্দাপস্মারগ্রহকে নিবেদন করিয়া দিবে। সংযতাত্মা বৈদ্য "স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বালককে চতুষ্পথে স্নান করাইবেন॥ ৫৬—৬৩

শকুনীগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—বেতস আম্র ও কয়েতবেল ইহাদের ক্বাথে শকুনীগ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেক করিবে। বালা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, অনন্তমূল, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠা ও গেরিমাটী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শিশুর গাত্রে লেপন করিবে। স্কন্ধগ্রহে যে সকল ধূপ উক্ত হইয়াছে, শকুনিগ্রহেও সেই সকল ধূপ প্রয়োগ করিবে। স্কন্দাপস্মার গ্রহ প্রশমক ঘৃত শকুনিগ্রহে হিতকর। শতমূল, ইন্দ্রবারুণী (রাখালশসার মূল), নাগদনা, কণ্টকারী, লক্ষ্মণা, পীতপুষ্প বেড়েলা ও বৃহতী এই সকল দ্রব্য শিশুর অঙ্গে ধারণ করাইবে। তিলতণ্ডুল, মাল্য, হরিতাল ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্যাত্মক বলি, করঞ্জমূলে শকুনিগ্রহকে নিবেদন করিয়া দিবে। নিকুঞ্জে (গৃহোপবনে) বালককে যথাবিধি অর্থাৎ স্কন্দ গ্রহোক্তবিধানে স্নান করাইবে। শ্বেতা (শ্বেতাপরাজিতা), শিরীষ, অশ্বগন্ধা, ধাওয়া, গুগ্‌গুলু ও সর্ষপ এই সকলের কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া শিশুকে মাখাইবে। শকুনীগ্রহপ্রশমনার্থ পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত ধারণ, প্রলেপ ও প্রদেহ ব্যবস্থা করিবে। শুভ পুষ্প সকল দ্বারা শকুনিগ্রহের বিবিধ পূজা করিবে। নিকুঞ্জোক্তবিধানে বালককে স্নান

করাইয়া "অন্তরীক্ষচরা দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। (নিকুম্ভ—শিবের গণ বিশেষ) ॥৬৪—৭৩

রেবতীগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী (মেড়া শৃঙ্গী), অনন্তমূল, পুনর্নবা, সেউতী (পাঠান্তর—মুগানি ও মাষাণি) ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের কষায় দ্বারা রেবতীগ্রহপীড়িত বালকের পরিষেচন করিবে।

কুড়, ধুনা, গুগ্গুলু, নলদ (বেণাবৎ পীতচ্ছবি-তৃণ) ও গৌরকদম্ব এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল রেবতীগ্রহপীড়িত শিশুকে মাখাইবে। এবং ধাওয়া, লতাশাল, অর্জ্জুন, শল্লকী, গাব এবং কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য সমূহ ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিতে দিবে। কুলথকলাই, শঙ্খচূর্ণ ও অশ্বগন্ধা ইহাদের প্রদেহ দিবে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে গৃধ্র ও পেচকের পুরীষ, যব, বংশাঙ্কুর ও ঘৃত ইহাদের ধূপ দিবে। গোতীর্থে অর্থাৎ গোষ্ঠে শুক্লপুষ্প, খই, দুগ্ধ, শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং দধি, এই সকল দ্রব্য সংযতচিত্ত হইয়া রেবতীকে বলি দিবে। সঙ্গমস্থানে ধাত্রী ও শিশুকে স্নান করাইয়া "নানাশস্ত্রধরা দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুতি পাঠ করিবে ॥ ৭৪—৮১

পূতনাগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—ব্রাহ্মী, খোনাছাল, বরুণছাল, পালিধামান্দার ও অপরাজিতা ইহাদের ক্বাথ দ্বারা পূতনাগ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেচন করিবে। নূতন ক্ষীরকাকোলী ও শ্বেতদূর্ব্বা (পাঠান্তর—বচ ও আমলকী) হরিতাল, মনঃশিলা, কুড় ও ধুনা এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখাইবে। বংশলোচন ও মধুরগণোক্ত দ্রব্য সমূহের সহিত তথা—কুড়, তালীশপত্র, খদির, স্পন্দন (স্বনাম প্রসিদ্ধ) ও অর্জ্জুন (পাঠান্তর—চন্দন ও তিনিস) এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে। কাঁটাল (কাঁটালের ভূতড়ি) অর্জ্জুনছাল, কুলের মজ্জা, কুক্কুটের অস্থি, সর্ষপ ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। শ্বেতকুঁচ (মতান্তরে মাকড়া গাব) বৃহৎ ইন্দ্রবারুণী, তেলাকুচা ও কুঁচ এই সকল দ্রব্য পূতনাগ্রহপীড়িত শিশুর অঙ্গে ধারণ করাইবে। মৎস্য ও তণ্ডুল কৃত অন্ন, খিচুড়ী ও মাংস এই সকল দ্রব্য দুই খানি শরার মধ্যগত করিয়া শূন্যগৃহে পূতনাগ্রহকে বলি দিবে। উচ্ছিষ্ট (আচমনকৃত) জল দ্বারা শিশুর শিরঃস্নান করাইবে। কুড়, তালীশপত্র, খদিরকাষ্ঠ, চন্দন, স্পন্দন, দেবদারু, বচ, হিঙ্গু, কুড়, গিরিকদম্ব, এলাইচ ও রেণুক এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিবে। বলি ও উপহার দ্বারা পূতনা-দেবীর পূজা করিয়া "মলিনাম্বর সম্বীতা" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুতি পাঠ করিবে ॥ ৮২—৮৯

অন্ধপূতনাগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—তিক্তক বৃক্ষসকলের পত্রের ক্বাথ দ্বারা অন্ধপূতনাগ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেচন করিবে। তিক্তক বৃক্ষ যথা—নিম, পটোল, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক। এই পঞ্চতিক্তকগণ বিসর্প ও কুষ্ঠনাশক বলিয়া খ্যাত। পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, মধুরগণোক্ত দ্রব্যসমূহ ও যষ্টিমধু, শালপানি, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত শিশুকে খাওয়াইবে। শিশুর গাত্রে সর্ব্বগন্ধ দ্রব্যের (কুঙ্কুম অগুরু কর্পূর কস্তূরী ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের) প্রলেপ দিবে এবং নেত্রদ্বয়ে শীতল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে (চন্দন ও কর্পূরের প্রলেপ দিবে, কস্তূরী, কুঙ্কুম ও অগুরুর প্রলেপ দিবে না। কারণ ঐ সকল দ্রব্য উষ্ণবীর্য্য) কুক্কুটের পুরীষ, কেশ, সাপের খোলস, জীর্ণবস্ত্র (পাঠান্তর—পরিব্রাজকের জীর্ণবস্ত্র) এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিবে। কুক্কুটী (কুক্কুটীশরীরবৎ কুসুমলতা), আলকুশী, বিম্বী ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য বালকের অঙ্গে ধারণ করাইবে। পক্ক ও অপক্ক মাংস এবং শোণিত শিশুর রক্ষার নিমিত্ত চতুষ্পথে ও গৃহের মধ্যে অন্ধপূতনার উদ্দেশে বলি দিবে। শুভ সর্ব্বগন্ধাদিদ্রব্য সমন্বিত জলে শিশুকে (ধাত্রীকেও) স্নান করাইবে। এবং "করালা পিঙ্গলা" ইত্যাদি মন্ত্রে অন্ধপূতনার স্তুতি করিবে ॥ ৯০—৯৫

শীতপূতনাগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—মুতা, দেবদারু, কুড় ও চন্দনাদি সর্ব্বগন্ধদ্রব্য ইহাদের কল্ক এবং অশ্বমূত্র ও গোমূত্র এই সকলের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখাইবে। কট্‌ফল, নিম, খদির, পলাশ ও অর্জ্জুন এই সকল দ্রব্যের ত্বকের ক্বাথ ও কল্ক এবং দুগ্ধসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত বালককে পান করিতে দিবে। গৃধ্র ও পেচকের পুরীষ এবং বনযমানী, সাপের খোলস ও নিমপাতা এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিবে। কুঁচ, বেড়েলা ও কাকাদনী (মাকড়া গাব) এই সকল দ্রব্য বালকের অঙ্গে ধারণ করাইবে। মুদগকৃত অন্ন দ্বারা নদীতে শীত

পূতনার তর্পণ করিবে। জলাশয় তটে বালককে স্নান করাইবে এবং পূজোপহার—বারুণী (মদ্যবিশেষ) ও রুধির শীতপূতনাদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। তদনন্তর "মুদ্গৌদনাশনা" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর স্তুতি পাঠ করিবে ॥ ৯৬—১০১

মুখমণ্ডিকাগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—কপিত্থ, বিল্ব, গণিয়ারি, বাসকছাল, শ্বেতএরণ্ড ও পারুল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে মুখমণ্ডিকাগ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেক করিবে। ভীমরাজ ও অশ্বগন্ধার স্বরস সহ তৈল বা বসা পাক করিয়া শিশুকে মাখাইবে। বচ, ধুনা, কুড় ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিবে। বর্ণক (কমলা গুঁড়ি), চূর্ণক, মাল্য, অঞ্জন, পারদ ও মনঃশিলা, গোষ্ঠ মধ্যে এই সকল দ্রব্যের বলি প্রদান করিবে। বলির জন্য পায়স পিষ্টকও উপহার দিবে। মন্ত্রপূত জল দ্বারা বালককে গোষ্ঠমধ্যে স্নান করাইবে। পরে "অলঙ্কৃতা কামবতী" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর স্তুতি পাঠ করাইবে ॥ ১০২—১০৬

নৈগমেয়গ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—বিল্ব, গণিয়ারি পূতিকরঞ্জ এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে নৈগমেয়গ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেক করিবে। প্রিয়ঙ্গু, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল, শুল্‌ফা ও কুটন্নট (বিতুন্নকনামক বৃক্ষের ত্বক্, যাহা গুড়ত্বজী নামে খ্যাত) এই সকল দ্রব্যে কল্ক এবং গোমূত্র দধির মাত ও অম্লকাঁজী ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল বালককে মাখাইবে। বচ, আমলকী, শ্বেতবচ বা জটামাংসী এই সকল দ্রব্য বালকের অঙ্গে ধারণ করাইবে। স্কন্দাপস্মারনাশক উদ্বর্ত্তন ইহাতেও হিতকর। বানর, উলূক ও গৃধ্র ইহাদের পুরীষের ধূপ দিবে। লোকেরা নিদ্রা যাইলে পর এই ধূপ প্রদেয়। তিলতণ্ডুল, মাল্য ও বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, পাকুড়মূলে নৈগমেয়গ্রহকে নিবেদন করিয়া দিবে। বটবৃক্ষমূলে শিশুকে স্নান করাইয়া "অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুতি পাঠ করিবে ॥ ১০৭—১১২

বালরোগের নিদান ও লক্ষণ—গুরুভোজন, বিষমাশন ও বাতাদিদোষজনক দ্রব্য সেবন এই সকল কারণে অবৈধ আহার বিহারশীল ধাত্রীর বাতাদিদোষত্রয় কুপিত হইয়া তাহার স্তন্যকে দূষিত করিয়া থাকে। সেই স্তন্য পান করিয়া শিশুর ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়।

শিশু বাতদুষ্ট স্তন্য পান করিলে বাতজনিতরোগে আক্রান্ত ক্ষীণস্বর ও কৃশাঙ্গ হয়। তাহার মল মূত্র ও অধোবায়ু-নির্গমে কৃচ্ছ্রতা হইয়া থাকে। পিত্তদুষ্ট স্তন্য পান করিলে স্বেদ (ঘর্ম্ম), ভিন্ন মল (ছেঁড়াছেঁড়ামল), তৃষ্ণা, গাত্রের সন্তাপ, কামলা ও অন্যান্য পৈত্তিক রোগ সকল জন্মে। শ্লেষ্মদুষ্ট স্তন্য পান করিলে লালাস্রাব, শ্লৈষ্মিক পীড়া, নিদ্রাধিক্য, জড়তা, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, শোথ ও বমন হয়। দ্বিদোষদুষ্ট স্তন্য পানে তদ্দোষদ্বয়ের এবং ত্রিদোষদুষ্ট স্তন্য পানে ত্রিদোষের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জ্বরাদি যে সকল রোগ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বালকদিগেরও সেই সকল রোগ তদ্বৎই হইয়া থাকে জানিবে। তদ্ব্যতীত তালকণ্টকাদি অন্য যে সকল রোগ কেবল বালকদিগেরই জন্মে, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হয় না, সেই সকল রোগের বর্ণন করিতেছি শুন ॥ ১১৩–১১৯

তালুকণ্টক—শিশুদিগের তালুমাংসে কফ প্রদুষ্ট হইয়া তালুকণ্টক রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে মস্তকের তালুপ্রদেশ বসিয়া যায় এবং অভ্যন্তরভাগে তালুর অধঃপতন, স্তন্যপানে দ্বেষ ও অতিকষ্টে স্তন্যপানে, তরলমলভেদ, পিপাসা, নেত্রে কণ্ঠে ও মুখে বেদনা, বমি (দুধতোলা) ও ঘাড় নুইয়া পড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥১২০।১২১

মহাপদ্মক—শিশুদিগের মস্তকে ও বস্তিদেশে রক্তপদ্মবর্ণ (লোহিতবর্ণ) মহাপদ্ম নামক একপ্রকার সান্নিপাতিক বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাণনাশক। মস্তকজাত বিসর্প শঙ্খদেশ দিয়া হৃদয়ে এবং হৃদয় হইতে গুহ্যদেশে আইসে। এইরূপ বস্তিজাত বিসর্পও গুহ্যদেশে, গুহ্যদেশ হইতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে মস্তকে গমন করে ॥ ১২২

কুক্রূণক—বিকৃত দুগ্ধপান হেতু শিশুগণের চক্ষুর পাতায় কুক্রূণকনামক (কোথোনামক) রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে নেত্রে বেদনা, কণ্ডূ ও নেত্র দিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ জলস্রাব হয়। এই রোগে বালক কপাল চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে, রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না ॥ ১২৩। ১২৪

তুণ্ডী ও গুদপাক—কুপিত বায়ুকর্ত্তৃক বালকের নাভি স্ফীত ও বেদনান্বিত হইলে তাহাকে তুণ্ডী রোগ কহে। এবং পিত্তকর্ত্তৃক গুহ্যদেশ পাকিলে তাহাকে গুদপাক রোগ বলে ॥ ১২৫

অহিপূতনক—শিশুদিগের গুহ্যদেশের মল মূত্র বা ঘর্ম্ম ধুইয়া না দিলে ক্লেদ হেতু তথায় রক্তকফোদ্ভব কণ্ডূ জন্মিয়া থাকে। উহা চুলকাইয়া সহসা ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হইতে থাকে। পরে ক্ষত সকল মিলিত হইয়া অতি কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। ইহাকেই অহিপূতনক রোগ বলে ॥১২৬।১২৭

অজগল্লী—মুগের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, চিক্কণ, গাত্র সমবর্ণ, গ্রন্থিল ও বেদনা রহিত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অজগল্লিকা কহে। এই রোগ প্রায় বালকগণেরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কফবাতোত্থিত ব্যাধি ॥ ১২৮

পারিগর্ভিক—গর্ভবতী জননীর স্তনদুগ্ধ অধিক পান করিলে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি, ভ্রম ও উদরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ পীড়ার নামই পারিগর্ভিক বা পরিভব। চলিত ভাষায় ইহাকে এঁড়ে লাগা কহে। এই রোগে অগ্নিদীপক ঔষধ প্রযোজ্য।

টীকা। "অপি" শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, স্তনদুগ্ধ পান না করিলেও পারিগর্ভিক রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ১২৯। ১৩০

দন্তোদ্ভেদক রোগ—দন্তোদ্ভেদ (দাঁতউঠা) শিশুর সর্ব্বরোগের কারণ, ইহা জ্বর, মলভেদ, কাস, বমি, শিরোরোগ, অভিষ্যন্দ (চোক্ উঠা), পোথকী ও বিসর্পের বিশেষ কারণ ॥ ১৩১

বালরোগসমূহের চিকিৎসা।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের জ্বরাদি রোগের যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, বালকগণেরও সেই সকল রোগে সেই সমস্ত ঔষধই প্রয়োগ করিবে, কেবল দাহাদিতে তৎসমস্তই প্রযোজ্য নহে।

টীকা। "দাহাদি" অর্থাৎ অগ্নিদাহাদি এবং ক্ষারপ্রয়োগ বমন বিরেচন ও শিরামোক্ষণাদি। কিন্তু বিনাশকর কষ্ট উপস্থিত হইলে বমন বিরেচনাদিও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—যদি বিনাশকর কষ্ট উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ মৃত্যু আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে শিশুদিগকে বমন বিরেচন ও বস্তি প্রয়োগ করিবে না, অর্থাৎ মরণাশঙ্কাস্থলে যদি বমনাদি প্রয়োগ করিলে বিপদ্ নিবারিত হয়, তাহা হইলে বমনাদি অবশ্য প্রয়োগ করিবে।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের যে বাতাদিদোষ, যে রসরক্তাদি দূষ্য এবং যে জ্বরাদি ব্যাধি, বালকগণেরও তাহাই, অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাধিতে যে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, শিশুগণের ব্যাধিতেও সেই ঔষধই প্রযোজ্য, তবে অল্পমাত্রায় ॥ ১৩২। ১৩৩

বালকগণের ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন ;—জাতমাত্র বালকের ঔষধের মাত্রা এক বিড়ঙ্গপ্রমাণ, তৎপরে মাসে মাসে এক এক বিড়ঙ্গ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

টীকা।—বিড়ঙ্গ পরিমিত ভৈষজ্য চূর্ণীকৃত বা কল্কীকৃত অথবা অবলেহীকৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কিন্তু তন্ত্রান্তরে মাত্রা সম্বন্ধে অন্যরূপ বলা হইয়াছে।

মাত্রাসম্বন্ধে তন্ত্রান্তরের মত—তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—জাতমাত্র বালককে এক রতি পরিমিত ঔষধ মধু দুগ্ধ চিনি ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করাইবে। তৎপরে প্রতিমাসে এক এক রতি করিয়া ঔষধের মাত্রা বাড়াইবে। এইরূপ বৃদ্ধি এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হইবে। তৎপরে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে এক এক মাত্রা করিয়া বাড়াইবে।

টীকা—এক বৎসরের পর ষোলবৎসর পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর এক এক মাষা করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। এস্থলে মাষার পরিমাণ, পাঁচরতি বুঝিবে। অমরেও উক্ত হইয়াছে—পঞ্চগুঞ্জাস্থ মাষক।

তৎপরে অর্থাৎ ষোল বৎসরের পরে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত ঔষধের মাত্রা স্থির (হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য) থাকিবে। সত্তর বৎসরের পর হইতে বালকবৎ ক্রমে ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে, অর্থাৎ যে ক্রমে বালকের ঔষধ মাত্রা বাড়াইতে হয়, সেই ক্রমে সত্তর বৎসরের পর ক্রমে ক্রমে ঔষধের মাত্রা কমাইতে হইবে।

চূর্ণ কল্ক ও অবলেহের এইরূপ মাত্রা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু কষায়ের মাত্রা ইহার চতুর্গুণ জানিবে। দুগ্ধপায়ী শিশুকে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ঔষধ খাইতে দিবে। কিন্তু ধাত্রীকে দুগ্ধ বা ঘৃত বিনা কেবল ঔষধ সেবন করাইবে। (দুগ্ধান্নাশিবালককেও অর্থাৎ যে বালক দুগ্ধ ও অন্নভোজী, তাহাকেও দুগ্ধপায়ী শিশুবৎ দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ঔষধ খাইতে দিবে ॥ ১৩৪—১৩৯

প্রকারান্তরে ঔষধ সেবন করাইবার যে উপায় সুশ্রুত বলিয়াছেন,তাহাই এস্থলে কথিত হইতেছে—শিশুগণের রোগসমূহের মধ্যে যে যে রোগ এবং যে

যে রোগের যে যে ঔষধ বলিব, সেই সেই রোগে সেই সেই ঔষধের কল্ক ধাত্রীর স্তনদ্বয়ে সংলিপ্ত করিয়া শিশুকে সেই স্তন্য পান করাইবে ॥ ১৪০

যে সকল বালক কথা কহিতে পারে না, তাহাদের অভ্যন্তর-ব্যাধি বুঝিবার উপায় বর্ণিত হইতেছে—যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা জন্মে, বালক সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুহুর্মুহুঃ স্পর্শ করে, অন্যে স্পর্শ করিলে কান্দিয়া উঠে। মস্তকে রোগ জন্মিলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে এবং মস্তক তুলিতে পারে না। বস্তিতে রোগ জন্মিলে মূত্ররোধ হয় এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাও যায়। মলমূত্রের রোধ, বৈকল্য, বমি, আধ্মান ও অন্ত্রকূজন দ্বারা বালকের কোষ্ঠজাত ব্যাধির বোধ হয়। বালক নিরন্তর কান্দিলে বুঝা যায় যে, তাহার সর্ব্বশরীরগত রোগ জন্মিয়াছে ॥ ১৪১—১৪৪

বালকের জ্বরচিকিৎসা—বালকের জ্বরে সমস্তই বন্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু স্তন্য কদাচ বন্ধ করা যায় না। জ্বরাক্রান্ত বালকের ধাত্রীকে উপযুক্ত মাত্রায় লঙ্ঘন করাইবে অর্থাৎ লঘু ভোজন করিতে দিবে। ধাত্রীর লঘুভোজনই বালকের লঙ্ঘন জানিবে।

বালকের সকল জ্বরেই ভদ্রমুস্তাদি ক্বাথ প্রযোজ্য। ভদ্রমুস্তাদি ক্বাথ যথা—নাগরমুতা, হরীতকী, নিমছাল, পল্‌তা ও যষ্ট মধু ইহাদের ক্বাথ ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিলে শিশুর জ্বর নিঃশেষে প্রশমিত হয়।

বালকের জ্বরাতিসার ও চতুর্ভদ্রিকা—মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই চারিটী দ্রব্যের চূর্ণ মধু সহ পান করিলে বালকের জ্বরাতিসার. কাস, শ্বাস ও বমি নিবারিত হয়।

বালকের অতিসারে বিল্বাদির ক্বাথ ও অবলেহ—বালকের অতিসার রোগ হইলে বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও অবলেহ করিয়া তাহা মধুর সহিত খাইতে দিবে ॥ ১৪৫—১৪৮

দুর্দ্ধর অতিসারে সমঙ্গাদি ক্বাথ—লজ্জালুমূল, ধাইফুল লোধ ও অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে বালকের দুর্দ্ধর অতিসারও নিবৃত্ত হয় ॥ ১৪৯

অতিসারে বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ—বিড়ঙ্গ, যমানী ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ তপ্তজলে আলোড়িত করিয়া আমাতিসারে শিশুকে পান করাইবে ॥ ১৫০

রক্তাতিসারে মোচরসাদি যবাগূ—মোচরস, লজ্জালুমূল, ধাইফুল ও পদ্মকেশর ইহাদের চূর্ণ সমুদায়ে ১ তোলা, তণ্ডুল চূর্ণ ১ তোলা, জল ১১ তোলা এই সমস্ত একীকৃত করিয়া যবাগূ পাক করিবে। ইহা বালকের রক্তাতিসারে প্রযোজ্য ॥ ১৫১

সর্ব্বাতিসারে নাগরাদি ক্বাথ—শুঁঠ, আতইচ, মুতা, বালক ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ প্রাতঃকালে পান করাইলে বালকের সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয় ॥ ১৫২

বালকের প্রবাহিকায় লাজাদি চূর্ণ—খৈ চূর্ণ, যষ্টমধু চূর্ণ, চিনি ও মধু এই সকল দ্রব্য তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে প্রবাহিকা নিবারিত হয় ॥ ১৫৩

গ্রহণ্যাদি রোগে রজন্যাদি চূর্ণ—হরিদ্রা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, বৃহতী, গজপিপ্পলী, চাকুলে ও শুল্‌ফা এই সকলের চূর্ণ ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে গ্রহণী, বায়ুজনিত রোগ, কামলা, জ্বরাতিসার ও পাণ্ডু বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক এবং বালকদিগের সর্ব্বরোগ নাশক ॥ ১৫৪। ১৫৫

বালকের কাসে মুস্তকাদি স্বরস—মুতা, আতইচ, বাসক, পিপুল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের স্বরসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বালক পঞ্চবিধ কাস হইতে মুক্তিলাভ করে ॥ ১৫৬

কণ্টকারী, মালতী, জাতী ও নাগেশ্বর ইহাদের চূর্ণ মধুসহ অবলেহন করিলে শিশুর দীর্ঘকালজাত কাস বিনষ্ট হয় ॥ ১৫৭

শ্বাস-কাসে ধান্যাদি পান—ধনে চূর্ণ ও চিনি তণ্ডুল-জলে আলোড়িত করিয়া পান করিলে শিশুর শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয় ॥ ১৫৮

শ্বাস কাসে দ্রাক্ষাদি চূর্ণ—দ্রাক্ষা, বাসক, হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিলে শিশুর শ্বাস কাস ও তমক (শ্বাসভেদ) আশু নিবারিত হয় ॥ ১৫৯

হিক্কা ও বমনে—কট্‌কীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শীঘ্রই হিক্কা এবং দীর্ঘকালোৎপন্ন বমনরোগ নিবারিত হয় ॥ ১৬০

দুগ্ধ বমনে—আমের আঁটীর মজ্জা খৈ ও সৈন্ধব মধুসহ সেবন করিলে বমি নিবারিত হয়। বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস স্তন্যের সহিত বা ঘৃত মধুর সহিত পান করিলে কিংবা পঞ্চকোল স্তন্যাদির সহিত লেহন করিলে শিশুর দুগ্ধ বমন প্রশমিত হয়।

টীকা। দ্বিবার্ত্তাকী—বৃহতী ও কণ্টকারী। পঞ্চকোল যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ। দুগ্ধবমনে ইহা প্রযোজ্য ॥ ১৬১ । ১৬২

আনাহ ও বাতশূলে—সৈন্ধব, শুঁঠ, এলাইচ, হিঙ্ ও বামুনহাটী ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে অথবা জলের সহিত পান করিলে শিশুর আনাহ ও বাতিক শূল নিবারিত হয় ॥ ১৬৩

মূত্রাঘাতে—পিপুল, মরিচ, চিনি, ছোট এলাইচ ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে শিশুর মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। ইহা উত্তম লেহ ॥ ১৬৪

কার্শ্যে—যে বালকের অগ্নিও আছে, আহারও করে, অথচ সে যদি দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভূমিকুষ্মাণ্ড গোধূম ও যবের চূর্ণ ঘৃতে আপ্লুত করিয়া খাইতে দিবে। এবং খাওয়ার পর আবর্ত্তিত দুগ্ধে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে ॥ ১৬৫

শোথে—মুতা, কুষ্মাণ্ডবীজ, দেবদারু ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শিশুর শোথ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬৬

ক্ষত বিসর্প বিস্ফোটক ও জ্বররোগে—পল্‌তা, ত্রিফলা, নিম ও হরিদ্রা ইহাদের ক্বাথ পান করাইলে শিশুর ক্ষত বিসর্প বিস্ফোট ও জ্বরের শান্তি হয় ॥ ১৬৭

সিধ্ম-পামা-বিচর্চ্চিকা রোগে—ঝুল, হরিদ্রা, কুড়, সর্ষপ ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য তক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শিশুর সিধ্ম-পামা ও বিচর্চ্চিকা আশু প্রশমিত হয় ॥ ১৬৮

মুখস্রাবে—অনন্তমূল, তিল, লোধকাষ্ঠ ও যষ্টিমধু ইহাদের ক্বাথ দ্বারা নিত্য মুখধাবন করিলে মুখের লালাস্রাব নিবারিত হয়।

মুখপাকে ও রোদনে—অশ্বত্থের ত্বক্ ও পত্র পেষিত এবং তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের পাক নিবারিত হয়। যে বালক অধিক রোদন করে, তাহাকে পিপুল ও ত্রিফলা চূর্ণ ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে ॥১৬৯।১৭০

তালুকণ্টক রোগে—হরীতকী বচ ও কুড় বাঁটিয়া এবং তাহাতে মধুসংযুক্ত করিয়া স্তন দুগ্ধের সহিত শিশুকে খাওয়াইলে তাহার তালুকণ্টক রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৭১

কুক্রূণক রোগে—শিশুর কুক্রূণক রোগে ত্রিফলা, লোধ, পুনর্নবা, শুঁঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য পেষিত এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় নেত্রে লেপন করিলে কুক্রূণক রোগ দূরীভূত হয়। ইহা কফনাশক ॥ ১৭২

নাভিশোথে—শিশুর নাভিতে শোথ হইলে অর্থাৎ নাভি উঠিলে, মৃৎপিণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্ত ও দুগ্ধে সিক্ত করিয়া সেই উষ্মসমন্বিত মৃৎপিণ্ড দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিবে। ইহা দ্বারা নাভিশোথ প্রশমিত হয় ॥ ১৭৩

নাভিপাকে—শিশুর নাভি পাকিলে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল নাভিতে ম্রক্ষণ করিবে। অথবা ঐ হরিদ্রাদির চূর্ণ দ্বারা নাভি অবধূলিত করিবে। ছাগবিষ্ঠা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম নাভিতে ছড়াইয়া দিলে বা বটাদি ক্ষীরবৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণ কিংবা চন্দনরেণু দ্বারা অবচূর্ণিত করিলে নাভিপাক প্রশমিত হয় ॥ ১৭৪ । ১৭৫

গুদপাকে—শিশুর গুহ্যদেশ পাকিলে পিত্তনাশক ক্রিয়া সকল করিবে। পানে ও আলেপনে রসাঞ্জন বিশেষ হিতকর। শঙ্খ যষ্টিমধু ও রসাঞ্জন ইহাদের চূর্ণ গুহ্যপাক নাশক ॥ ১৭৬

অহিপূতন রোগে—অহিপূতন রোগে শঙ্খ সৌবীরাঞ্জন ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে।

পারিগর্ভিক রোগে—পারিগর্ভিক রোগে অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধ ও পথ্য হিতকর ॥ ১৭৭

দন্তোদ্ভেদজ রোগে—বালকের দন্তোত্থানজনিত রোগে ধাইফুল ও পিপুলের চূর্ণ মধুর সহিত বা আমলকীর রসের সহিত পান করাইলে দন্তোত্থানজনিত রোগ সকল বালককে পীড়া দিতে পারে না। দন্ত উত্থিত হইলেই (দাঁত উঠিলেই) দন্তোত্থান হেতুক রোগ সকল নিশ্চয়ই প্রশমিত হয় ॥ ১৭৮ । ১৭৯

সৌবর্ণ চূর্ণ—(১) জারিত সুবর্ণচূর্ণ কুড় ও বচচূর্ণ ; (২) জারিত সুবর্ণচূর্ণ মৎস্যাক্ষক চূর্ণ (ব্রাহ্মী, কোন কোন মতে বকম) ও শঙ্খপুষ্পী চূর্ণ, (৩) জারিত সুবর্ণ চূর্ণ, অর্কপুষ্পী (অর্কসদৃশপুষ্পী লতা) ও বচচূর্ণ, (৪) জারিত সুবর্ণ চূর্ণ, কট্‌ফলচূর্ণ ও শ্বেতদূর্ব্বাচূর্ণ, এই চারিটি যোগ, মধু ও ঘৃতের সহিত একবৎসর কাল, কোন কোন

মতে বার বৎসর কাল নিয়ত সেবন করাইলে বালকগণের দেহকান্তি মেধা বল ও পুষ্টি হইয়া থাকে ॥ ১৮০—১৮২

বালরোগে—লাক্ষাদি তৈল—তৈল /৪ সের, লাক্ষারস চারি সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, কট্‌কী ও রেণুক, মিলিত এক সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই লাক্ষাদি তৈল শিশুর জ্বরনাশক, রক্ষোঘ্ন ও বলবর্ণকর ॥ ১৮৩_। ১৮৪

ইতি বালরোগাধিকার।

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্‌মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মধ্যখণ্ডে চতুর্থ ভাগ সম্পূর্ণ।

ভাবপ্রকাশ।

উত্তর খণ্ড।

বাজীকরণাধিকার।

বাজীকরণের লক্ষণ—যে দ্রব্য সেবনে পুরুষ বাজির ন্যায় (অশ্বের ন্যায়), মৈথুন ক্রিয়ায় সমর্থ হয়, তাহাকেই বাজীকরণ বলা যায় ॥ ১

প্রসঙ্গক্রমে ক্লৈব্যের লক্ষণ সংখ্যা ও নিদান কথিত হইতেছে—যে ব্যক্তি মৈথুনে অশক্ত, তাহাকে ক্লীব কহে, ক্লীবের ভাবকে ক্লৈব্য কহা যায়। ক্লৈব্য সপ্তবিধ, ক্লৈব্যের নিদান বলিতেছি শুন—ভয়, শোক ও ক্রোধাদি দ্বারা এবং অহৃদ্য বিষয় দ্বারা অর্থাৎ হৃদয়ের অহিত ব্যাপার দ্বারা রমণেচ্ছু ব্যক্তির মন অস্বস্থীকৃত হইলে তাহার ধ্বজ অর্থাৎ লিঙ্গ উত্থিত হয় না, তাহাতে মানবের ক্লৈব্য জন্মে। ক্লৈব্যের সপ্তবিধত্ব কথিত হইতেছে—(১) দ্বেষ্য স্ত্রীর সহিত মৈথুনেও ধ্বজের অনুত্থান হয়, তাহাতেও ক্লৈব্য জন্মে, সেই ক্লৈব্যকে মানস ক্লৈব্য কহে। (২) কটু অম্ল-উষ্ণ ও লবণের অতি সেবন দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া শুক্রের ক্ষয় করে অর্থাৎ শুক্রকে বিদগ্ধ করিয়া থাকে। তাহাতেও ক্লৈব্য জন্মে, ইহা পিত্তজ ক্লৈব্য। (৩) যে ব্যক্তি অতিশয় মৈথুনশীল, অথচ বাজীক্রিয়া করে না, তাহারও ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত হয়। ইহা শুক্রক্ষয় নিমিত্তক ক্লৈব্য। (৪র্থ) উৎকট লিঙ্গ রোগেও ক্লৈব্য জন্মে। (৫ম) বীর্য্যবাহি শিরাচ্ছেদে লিঙ্গের অনুন্নতি হয় অর্থাৎ ক্লৈব্য জন্মে। (৬ষ্ঠ) বলবান্ ব্যক্তি (পুষ্টব্যক্তি) কামে সঞ্চলন্মনা হইয়াও যদি মৈথুন না করে, তাহা হইলে শুক্রনিরোধ হেতু তাহার ক্লৈব্য জন্মে। ইহা শুক্রনিরোধজ ক্লৈব্য। (৭ম) জন্মাবধি যে ক্লৈব্য জন্মে, তাহাকে সহজ ক্লৈব্য কহা যায় ॥ ২—৮

অসাধ্য ক্লৈব্য—সহজ ক্লৈব্য এবং বীর্য্যবাহি শিরাচ্ছেদ হেতু যে ক্লৈব্য জন্মে, তাহা অসাধ্য জানিবে ॥ ৯

ক্লৈব্যের চিকিৎসা—সাধ্যক্লৈব্য সকলের হেতু বিপর্য্যয় কার্য্য করিবে, অর্থাৎ যে যে কারণে যে যে ক্লৈব্য জন্মে, সেই সেই ক্লৈব্যে তাহাদের উৎপাদক হেতুর বিপরীত ক্রিয়া করিবে ॥ ১০

অতঃপর ক্লৈব্য চিকিৎসায় বাজীকরণ যোগ বলা হইতেছে—বমন বিরেচনাদি দ্বারা মানব সম্যক্ সংশুদ্ধ ও নিরাময় হইয়া বাজীকরণ যোগ সকল সেবন করিবে। ষোল বৎসর বয়সের পর সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাজীকরণ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং সত্তর বৎসর বয়সের পরে কদাচ স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। এই নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে দুর্জ্জয় ক্ষয়রোগ বৃদ্ধিরোগ ও উপদংশ রোগ এবং অকালমৃত্যু উপস্থিত হয়।

স্ত্রীসঙ্গের বিধি রাত্রিচর্য্যায় সবিস্তর লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিবে। বিলাসী অর্থবান্ রূপযৌবনসম্পন্ন ও বহুভার্য্য ব্যক্তিগণের বাজীকরণ হিতকর। যাহারা স্থবির ও রিরংসু এবং যাহারা স্ত্রীগণের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করে, অধিক স্ত্রীসঙ্গ হেতু যাহারা ক্ষীণ হইয়াছে, যাহারা ক্লীব ও অল্পরেতাঃ, তাহাদের পক্ষে বাজীকরণ যোগ সকল হিতকর প্রীতিজনক ও বলপ্রদ। কিন্তু পুষ্টদেহ ব্যক্তিদিগেরও এতাদৃশ গুণসম্পন্ন বাজীকরণ যোগ সকলও কালাদি বিবেচনা করিয়া সেব্য ॥ ১১—১৬

বাজীকরণ সকল কথিত হইতেছে—নানাবিচিত্র পান ভোজন ও গীত, শ্রুতিমধুর বাক্য সুখস্পর্শ তিলকভূষিতা ও নবযৌবনা কামিনী, শ্রুতিসুখকর মনোজ্ঞ গান, তাম্বুল, মদিরা, মাল্য, মনোহর গন্ধ ও রূপ, বিচিত্র উপবন ও মনের অপ্রতীঘাত এই সমস্ত মানবের বাজীকরণ।

স্বর্ণমাক্ষিক পারদভস্ম ও লৌহচূর্ণ মধুসহ এবং হরীতকী শিলাজতু ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ঘৃতসহ একবিংশতি দিবস লেহন করিলে রোগার্ত্ত ব্যক্তি এবং অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবার ন্যায় স্ত্রীসঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

গুলঞ্চের স্বত্ব, অভ্রভস্ম, লোধ, এলাইচ, চনি ও পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে ষণ্ডব্যক্তিও শতস্ত্রী গমনে সমর্থ হয়।

জীববৎসা গাভীর দুগ্ধে গোধূমচূর্ণের পায়স পাক করিয়া তাহা চিনি মধু ও ঘৃতের সহিত খাইয়া বৃদ্ধব্যক্তিও হৃষ্টচিত্তে দশটি স্ত্রীতে গমন করিতে পারে ॥ ১৭—২২

রসালা—ঈষৎ অম্লমধুর দধি ৮ সের, চন্দ্রদ্যুতি খণ্ড অর্থাৎ নির্ম্মল শুভ্র চিনি ২ সের, মধু ১ পল, ঘৃত ১ পল, শুঁঠ ৮মাষা, মরিচ ৪ মাষা এবং লবঙ্গ ২ তোলা এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহা একখানি শুক্লবস্ত্রে ঢালিয়া করতল দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ পূর্ব্বক বিস্রাবিত করিবে। এবং একটি মৃদ্‌ভাণ্ড, মৃগনাভি ও চন্দনরসে সংসৃষ্ট, অগুরু দ্বারা ধূপিত ও কর্পূরে সুগন্ধিত করিয়া ঐ বিস্রাবিত পদার্থ আলোড়ন পূর্ব্বক তাহাতে স্থাপন করিবে। এই রসালা স্বয়ং মকরেশ্বর নিজের জন্য রচনা করেন। ইহা ভোক্তার কামোদ্দীপক সুখকর এবং কান্তার ন্যায় নিত্যপ্রিয় ॥ ২৩। ২৪

রতিবর্দ্ধন মোদক—গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকুশী বীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ চাকুলে ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দুগ্ধে সিদ্ধ ও ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া তাহাতে চিনি মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট বাজীকর ঔষধ। অগ্নিবলানুসারে এই মোদক সেব্য। ইহার দ্রব্য পরিমাণ যথা—চূর্ণ যত, দুগ্ধ তাহার আট গুণ, ঘৃত চূর্ণের সমান এবং চিনি সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ। ভূরি বাজীকর যোগ সকল সংগ্রহ করিয়া, ইহা রচিত হইয়াছে, অতএব বহুবাজীকর যোগের মধ্যে এই রতিবর্দ্ধন মোদক শ্রেষ্ঠ বাজীকর ॥ ২৫—২৮

মদনমঞ্জরীবটী—মারিত অভ্র ৪ভাগ, মারিত বঙ্গ ২ ভাগ, মারিত পারদ ১ ভাগ, কৃষ্ণধুতূরার মূল ১ ভাগ এবং চাতুর্জাত (দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর), জায়ফল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, লবঙ্গ ও জৈত্রী ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই ভাগ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত হইবে, তাহাতে তদ্দ্বিগুণ চিনি মিশাইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া এই বাজীকর যোগ ভক্ষণ করিলে সত্বর অভিনব আনন্দবর্দ্ধন হয়। ভৈরবানন্দ কর্ত্তৃক এই বাজীকর যোগ অভিহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অশেষ ব্যাধির বিনাশ এবং মদনোন্মত্ত বহু কামিনীর কন্দর্প-দর্পের দলন হইয়া থাকে ॥ ২৯। ৩০

ছাগের অণ্ড বা কচ্ছপের অণ্ড ঘৃতে ভর্জ্জিত এবং তাহাতে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা অতিশয় বাজীকর ॥ ৩১

রতিবল্লভ পূগপাক—দক্ষিণ দেশজাত গুবাক্ দশপল পরিমাণে লইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কর্ত্তনপূর্ব্বক জলে সিদ্ধ করিবে। এবং তাহা কোমল হইলে শুষ্ক ও কুট্টিত করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া আটগুণ বিশুদ্ধ গব্যদুগ্ধে পাক করিবে। গাঢ়তর হইলে তাহাতে অর্দ্ধসের ঘৃত ও সওয়া ছয়সের চিনি প্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষ হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া তাহাতে এলাইচ, গোরক্ষ চাকুলে, বেড়েলামূল, চপলা (পিপুল, কোনমতে সিদ্ধি), জায়ফল, লিঙ্গকা (লতা বিশেষ পঞ্চগুরিয়া হিন্দীভাষা) জৈত্রী, উৎকৃষ্ট তেজপাত, দারুচিনি, শুঁঠ, বেণামূল, সুগন্ধিবালা, মুতা, ত্রিফলা, বংশলোচন, শতমূলী, আলকুশীবীজ, দ্রাক্ষা, কুলেখাড়ার বীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃহৎ খর্জ্জূর, ক্ষীরী, ধনে, কেশুর, যষ্টিমধু, পানিফল, জীরা, ছোট এলাইচ, যমানী, বরাটিকা (শালূকাদির বীজকোষ), জটামাংসী, মৌরী, মেথী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, অশ্বগন্ধামূল, শটী, নাগেশ্বর, মরিচ, পিয়ালবীজ, শিমুলবীজ, গজপিপ্পলী, পদ্মবীজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। এবং মারিত পারদ, বঙ্গ, সীসক, লৌহ, অভ্র এবং কস্তূরী ও কর্পূর ইহাদের যাহা পাওয়া যায়, তাহাও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে এক পল প্রমাণে ইহার মোদক সকল প্রস্তুত করিবে। যেমন অগ্নিবল, সেইরূপ মাত্রায় ইহা সেবন করিবে। ঔষধ সেবন করিয়া অম্লরস খাইবে না। পূর্ব্ব আহার পরিপাক প্রাপ্ত হইলে পুনর্ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ ভক্ষণ করিবে। এই শ্রী-রতিবল্লভাখ্য পূগপাক নিত্য সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে বীর্য্যের বৃদ্ধি, কামের উদ্দীপ্তি, অশ্বের ন্যায় রতিতে শক্তি, অগ্নির দীপ্তি, বলের বৃদ্ধি, বলীপলিতের নাশ এবং দেহের

পুষ্টি হয় বৃদ্ধও এই বাজীকর ঔষধ সেবন করিলে যুবার ন্যায় রুচির এবং পূর্ণেন্দুবৎ সুন্দর হইয়া থাকে ॥ ৩২—৩৮

কামেশ্বর মোদক—এই রতিবল্লভ পূগপাকে যদি সুরা অর্দ্ধতোলা এবং ধুতুরাবীজ, আকন্দ, করভ (গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, কোনমতে (সূর্য্যাবর্ত্ত), হিজলবীজ, সমুদ্রফেন, মাজূফল খসফল ও দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুই তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধাংশ সিদ্ধিচূর্ণ নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে ঐ রতিবল্লভ পূগপাকই কামেশ্বর মোদক নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯

রক্তপিত্তাধিকারোক্ত বৃহৎ খণ্ড কুষ্মাণ্ডক রক্তপিত্তাদিরোগনাশক এবং মহা বাজীকর ঔষধ বলিয়া জানিবে ॥ ৪০

আম্রপাক—পাকা আম্রের রস ৬৪ সের, চিনি /৮ আট সের, ঘৃত চারিসের, শুঁঠচূর্ণ একসের, মরিচচূর্ণ অর্দ্ধসের, পিপুলচূর্ণ একপোয়া ও জল ষোলসের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৃন্ময় পাত্রে পাক করিবে, পাক কালে কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা দ্বারা আলোড়ন করিবে। পরে উহা ঘনীভূত হইলে নামাইয়া তাহাতে ধনে, জীরা, হরীতকী, চিতা, মুতা, দারুচিনি, বৃহৎজীরা (স্থূল জীরা), পিপুলমূল, নাগেশ্বর, এলাইচ দানা, লবঙ্গ ও জায়ফল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এক এক পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু একসের মিশ্রিত করিবে। আহারের পূর্ব্বে ইহা একপল মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। অথবা মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, অগ্নিবলানুসারে খাইবে। এই আম্রপাক সেবনে মানব মৈথুন ক্রিয়ায় অশ্ববৎ সমর্থ হয় এবং বলবান্ পুষ্ট ও নিত্য নিরাময় থাকে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, ক্ষয়, শ্বাস, অরোচক, অম্লপিত্ত মহাশ্বাস, রক্তপিত্ত ও পাণ্ডুতা বিনষ্ট . হইয়া থাকে ॥ ৪১—৪৮

গোক্ষুরচূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া তাহা মধু মিশাইয়া খাইলে, কুপ্রয়োগ হেতু লিঙ্গ জড়তা প্রশমিত হয় ॥ ৪৯.

মহা চন্দনাদি তৈল—তৈল চারিসের। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বকম কাষ্ঠ, কালীয়াকড়া, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, পঞ্চতৃণ (কুশ, কাশ, শর, উলু ও ইক্ষু ইহাদের মূল), কর্পূর, মৃগনাভি, লতাকস্তূরিকা (মুষকদানা), শিলারস, নূতন কুঙ্কুম, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, কাঁকলাফল (তদভাবে জায়ফল তদলাভে লবঙ্গ গ্রাহ্য), পিড়িং, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বালা, বেণার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, কৃত কর্পূর, শৈলজ, নাগরমুতা, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, শ্রীবাস (সরল নির্য্যাস), গুগ্‌গুলু, লাক্ষা, নখী, ধুনা, ধাইফুল, গেঁটেলা, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা ও মোম, প্রত্যেক চারি চারি মাষা। জল ষোলসের। যথাবিধি ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধও যুবার ন্যায় শুক্রাঢ্য হয় এবং বহুস্ত্রীর বল্লভ হইয়া থাকে। ইহা মর্দ্দনে বন্ধ্যারও গর্ভ হয়, বৃদ্ধও তরুণ হয়, অপুত্রক ব্যক্তি পুত্রলাভ করে এবং শতবৎসর জীবিত থাকে। এই মহাচন্দনাদি তৈল দ্বারা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, জ্বর, দাহ, স্বেদ, গাত্রদৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ ও কণ্ডূ বিনষ্ট হয় ॥৫০—৫৮

মধুপক্কহরীতকী—দশমূলী, পিপুল, চিতামূল, কয়েতবেল, বহেড়া, কট্‌ফল, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, সৈন্ধব, রক্তরোহিতক (রক্তপুষ্প বৃক্ষ বিশেষ, বোড়া), দন্তী, দ্রাক্ষা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দেবদারু, পুনর্নবা, ধনে, লবঙ্গ, সোন্দালু, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, পারুল ও বেণামূল এই সকল ঔষধের প্রত্যেকটি দুই দুইপল এবং শ্লথ পোট্টলী বদ্ধ হরীতকী আটসের ; এই সমস্ত দ্রব্য ৮০ সের জলে পাক করিবে। হরীতকী স্বিন্ন হইলে গুরূপদেশানুসারে যথাবিধি তিনদিনে, তৎপরে পাঁচদিনে, তদনন্তর দশদিনে তাহাতে মধু নিক্ষেপ করিবে। পরে একটি পরিষ্কৃত সুদৃঢ়-মধু পরিপূর্ণ ঘৃতভাবিত পাত্রে সেই সিদ্ধ হরীতকী গুলি যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে। তদনন্তর বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই হরীতকী গুলি উদ্ধৃত করিয়া অপর একটি ঘৃতভাবিত পাত্রে রাখিবে। এই শুভা হরীতকী ধন্বন্তরি কর্তৃক কৃত। ইহা নিত্য সেবন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, ক্ষয়, পাণ্ডু, হিক্কা, বমি, মদ, ভ্রম, মুখরোগ, তৃষ্ণা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, সুদারুণ বাতরক্ত, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, বদ্ধ গুদোদ্ভবরোগ, দুর্ব্বিকার গ্রহণীরোগ ও ত্রিদোষোদ্ভব শোষ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধুপক্কাহরীতকী অশেষ রোগ নাশক ॥ ৫৯—৬৮

বানরী বটিকা—অর্দ্ধসের পরিমিত আলকুশীবীজ, চারিসের গোদুগ্ধে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করিবে। দুগ্ধ গাঢ় হইলে ঐ বীজগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের

খোসাগুলি ছাড়াইয়া ফেলিবে। তদনন্তর তাহা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সেই পিষ্টকায় ছোট ছোট বটী প্রস্তুত করিবে। পরে বটীগুলি গব্য ঘৃতে পাক করিয়া দ্বিগুণ পরিমিত চিনির রসে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর সেই চিনি প্রলিপ্ত বটিকাগুলি মজ্জন যোগ্য মধুতে বিরলভাবে স্থাপন করিবে, অর্থাৎ বটিকাগুলি যেন পরস্পর জড়াইয়া না যায়। এই বটিকা আড়াই তোলা পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভক্ষণ করিবে। যাহার শুক্র শীঘ্র স্খলিত হয় এবং লিঙ্গ শীঘ্র পতিত হয়, সে ব্যক্তিও এই বটী সেবনে মৈথুন কার্য্যে অশ্ববৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বাজীকর অন্য কোন দ্রব্য নাই॥ ৬৯—৭৩

আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জৈত্রী ও চন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুই তোলা এবং অহিফেন আটতোলা, এই সমস্ত একীকৃত করিয়া একমাষা মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহা পুরুষের শুক্রস্তম্ভকারক আনন্দদায়ক ও স্ত্রীলোকের প্রীতিজনক। কামুক ব্যক্তি এই ঔষধ রাত্রিতে সেবন করিবে॥ ৭৪—৭৬

ইতি বাজীকরণাধিকার।

রসায়নাধিকার।

রসায়নের লক্ষণ—যাহা জরাব্যাধি নাশক, বয়ঃস্তম্ভকারক (যৌবনস্থাপক), চক্ষুষ্য, বৃংহণ ও বৃষ্য, সেই ভেষজকে রসায়ন কহা যায়॥ ১

রসায়নের ফল—রসায়ন সেবনে মানব দীর্ঘআয়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তারুণ্য, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বল এবং কান্তিলাভ করে।

বমন বিরেচনাদি দ্বারা শরীরকে বিশুদ্ধ না করিয়া রসায়ন সেবন কর্ত্তব্য নহে। মলসংশ্লিষ্ট বস্ত্রে যেমন রং শোভা পায় না, সেইরূপ অবিশুদ্ধ শরীরে রসায়ন ফলপ্রদ হয় না॥ ২।৩

রসায়নের উদাহরণ—শীতলজল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত ইহাদের এক একটি বা দুই দুইটি অথবা তিন তিনটি কিংবা সমস্ত গুলি প্রাতঃকালে পান করিলে বয়ঃস্থাপন হয় অর্থাৎ যৌবন স্থির থাকে। ব্রাহ্মীর স্বরস (তদভাবে মঞ্জিষ্ঠা), যষ্টিমধুর চূর্ণ, গুলঞ্চের রস, মূলপুষ্পসমন্বিত শঙ্খপুষ্পীর কল্ক এই সকল রসায়ন ঔষধ আয়ুঃপ্রদ, রোগনাশক, বল-বর্ণ-অগ্নি ও স্বরবর্দ্ধক এবং মেধ্য, ইহাদের মধ্যে শঙ্খপুষ্পী বিশেষ মেধ্য (মেধাহিত) জানিবে।

বংশলোচন মধুর সহিত, পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবের সহিত এবং ত্রিফলাচূর্ণ চিনির সহিত সংযুক্ত হইলে পরম রসায়ন হয়।

রসায়ন গুণলাভেচ্ছু :ব্যক্তি বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তকালে শুঁঠের সহিত, শিশিরকালে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে।

অর্দ্ধপল নূতন পুনর্নবা দুগ্ধে পেষণ করিয়া অর্দ্ধমাস একমাস দেড়মাস বা তিনমাস যে ব্যক্তি খায়, সে বৃদ্ধ হইলেও যুবা হইয়া থাকে।

যাহারা ভীমরাজের স্বরস একমাসকাল প্রতিদিন পান করে এবং দুগ্ধাশী হয়, তাহারা বল-বীর্য্যযুক্ত হইয়া শতবৎসর পরমায়ুঃলাভ করে।

শতমূলী, মুণ্ডিরী, গুলঞ্চ, হস্তিকর্ণ, পলাশ ও তালমূলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিয়া যে ব্যক্তি ঘৃতের সহিত বা মধুর সহিত লেহন করে, সে ব্যক্তি জরাব্যাধি ও অকাল মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হয়, বলবীর্য্যাদি সম্পন্ন হয়, দেবপ্রতিম হয়, নিত্য প্রভাময় থাকে এবং তাহার বুদ্ধি ভূরি বিবৃদ্ধ হয়।

অশ্বগন্ধা দুগ্ধের সহিত, ঘৃতের সহিত, তিলতৈলের অথবা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অর্দ্ধমাসকাল সেবন করিলে বলবীর্য্যের বৃদ্ধি এবং শরীরের পুষ্টি হয়। জলবর্ষণে যেমন শস্যের পুষ্টি হয়, ইহা দ্বারাও তদ্রূপ হইয়া থাকে॥ ৪—১৭

লৌহগুগ্‌গুলু—লৌহ আটতোলা, গুগ্‌গুলু ২৪ তোলা, ত্রিকটু ৪০ তোলা এবং ত্রিফলা একসের; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মিলিত করিয়া দুইতোলা পরিমাণে লেহন করিলে :অমরত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি বিবিধ রসায়ন সেবন করে, সে ব্যক্তি যে কেবল ইহকালে দীর্ঘায়ুঃই প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে, অন্তে দেবর্ষি-সেবিত শুভ অক্ষর ব্রহ্মপদও লাভ করে॥ ১৪। ১৫

ইতি রসায়নাধিকার।

* * *

যতকাল আকাশে সূর্য্যচন্দ্রের কিরণ প্রকাশ পাইবে, যতকাল পৃথিবী-পৃষ্ঠে গিরির সহিত সপ্ত সমুদ্র অবস্থান করিবে, যতকাল অবনীমণ্ডল ফণিপতির (অনন্তের) ফণামণ্ডলে অবস্থিতি করিবে; ততকাল সদ্বিষগ্গণ এই শুভ ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ পাঠ করুন।

ইতি অষ্টম প্রকরণ।

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাব বিরচিত ভাবপ্রকাশে উত্তরখ।

সম্পূর্ণ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দরাবাদ রাজ্যাধিপতি নিজাম বাহাদুর এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, ইন্দোর, যোধপুর, কাশ্মীর, ভরতপুর ও পাতিয়ালাধিপতি

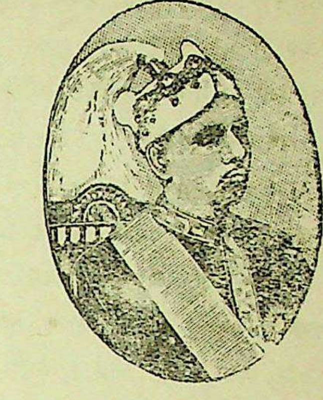

এবং অপরাপর স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত—

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট—কলিকাতা।

* * *

চরক-সংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা, সটীক চক্রদত্ত, আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ, পাচন-সংগ্রহ, সটীক মাধবনিদান, নাড়ী-প্রকাশ, আয়ুর্ব্বেদ-প্রদীপ, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, ভাবপ্রকাশ, পরিভাষা-প্রদীপ, দ্রব্যগুণ, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রণেতা—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক।

ভারতের স্বাধীন মহারাজগণ এবং দেশের অধিকাংশ বড় লোকেরা আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত হয়েন এবং এই ঔষধালয়ের ঔষধ ব্যবহার করেন। দেশের সমস্ত লোকেই এই ঔষধালয়ের অতিশয় আদর ও সম্মান করেন বলিয়াই আমাদের এত উন্নতি। বিগত বিংশতি বৎসর হইতে আমরা চিকিৎসা করিতেছি। আমাদিগকে প্রত্যহ শত শত রোগী দেখিতে হয়। আমাদের সমস্ত ঔষধই অকৃত্রিম—কাজেই বিশেষ ফলপ্রদ; ঔষধাদির মূল্যও যথাসম্ভব কম।

রোগ-শান্তি জন্য নিজ নিজ প্রাণ, যে সে চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে চিকিৎসক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও বহুদর্শী এবং শাস্ত্রজ্ঞ, যাঁহার নিকট দেশের জ্ঞানী ও বড় লোকেরা চিকিৎসিত হইয়া থাকেন—তাঁহার দ্বারাই চিকিৎসিত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে ভুলিয়া কাহারও জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত করা উচিত নহে।

আমাদের ঔষধালয়ই সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীটস্থ যে বাটীতে আমাদের এই ঔষধালয় অবস্থিত, উহা অতি বিস্তৃত চতুস্তল বাটী, প্রায় ২,০০,০০০ দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত

৭০ নং সুবৃহৎ ত্রিতল বাটীতে আমাদের ঔষধ-ভাণ্ডার এবং ছাত্র ও কর্ম্মচারীর অবস্থিতির স্থান। ১০ নং কালীঘাট রোডস্থ সুরম্য প্রশস্ত বাটীতে আমাদের শাখা ঔষধালয়। কলিকাতার সন্নিকটস্থ আমাদের জমিদারী আগড়পাড়া গ্রামে রেলওয়ে ষ্টেশনের সংলগ্ন দেড়শত বিঘা জমির উপর আয়ুর্ব্বেদ উদ্যান ও গোশালা। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই কয়টী বাটীই আমাদের নিজের।

বিদেশস্থ যে কোন মহোদয় আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার বাসনায় অথবা কোন ঔষধ বা ভেষজ দ্রব্য পাইবার বাঞ্ছায় পত্র লিখিলে—তাঁহার পত্র প্রাপ্তির পর দিবসেই আমরা তাঁহার আদিষ্ট ঔষধ অথবা পুস্তক কিংবা অপর কোনও দ্রব্য নিশ্চয়ই প্রেরণ করিয়া থাকি।

এই স্থানে জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অতিসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, মেহ, ধাতুক্ষীণ, ধ্বজভঙ্গ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, প্রদর, সূতিকারোগ, শিরোরোগ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ (গরমি), বাত, ক্রিমি, অর্শঃ, শোথ, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত এবং শূল প্রভৃতি সমস্ত রোগের সর্ব্বপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অরিষ্ট, আসব এবং মকরধ্বজ ও ধাতুদ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আমাদের ঔষধের গুণ জগদ্বিখ্যাত।

বিদেশীয় রোগিগণ আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার অভিলাষে নিজ নিজ রোগ-বিবরণ সহ পত্র লিখিতে অতি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়া ত্বরায় বিনামূল্যে ব্যবস্থাদি প্রদান করা যায়। পত্র সকল গোপন করিয়া রাখা হয়।

নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন।

প্রাতে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। আমরা উভয়ে ঔষধালয়ে উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগীদিগকে যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া ব্যবস্থাদি প্রদান করিয়া থাকি।

আমরা কলিকাতা হইতে পত্র দ্বারা প্রত্যহ শত শত রোগির চিকিৎসা করিতেছি, রোগিরাও চিকিৎসায় শীঘ্র নিরাময় হইয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। রোগী চক্ষে না দেখিলে চিকিৎসা করা হয় না এবং পীড়াও আরোগ্য হয় না, এইরূপ ধারণা থাকা নিতান্ত ভুল।

আমাদের সমস্ত ঔষধ আমাদের প্রখরা দৃষ্টিতে প্রস্তুত, কাজেই তীক্ষ্ণবীর্য্য—ডাকিলে ডাক শুনে। ঔষধ প্রস্তুত করণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সংগ্রহ করিতে যতই কেন অর্থব্যয় হউক না, আমরা তাহা করিয়া থাকি, তাহাতে কখনও কৃপণতা করি না। যথাশাস্ত্র প্রস্তুত আমাদের জগদ্বিখ্যাত ঔষধের উপকারিতায় সকল লোক মোহিত হইয়া থাকেন বলিয়াই আমাদের দিন দিন এত উন্নতি এবং ঔষধালয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

আমাদের প্রণীত ও সম্পাদিত চরক, সুশ্রুত, আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ, পাচন-সংগ্রহ, চক্রদত্ত, নিদান, দ্রব্যগুণ, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি পুস্তক পণ্ডিত মাত্রকেই মোহিত করিয়াছে

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়
২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট
কলিকাতা।

দেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
ও
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

জবাকুসুম তৈল

মস্তক ও কেশের

জগদ্বিখ্যাত হিতকর তৈল।

এই মহৌষধ পরম সুগন্ধি "**জবাকুসুম তৈল**" মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশক্ষয়, অকালে কেশের পক্কতা, ইন্দ্রলুপ্ত অর্থাৎ টাক্ প্রভৃতি কেশসংক্রান্ত সমস্ত পীড়ার শান্তি হয়; ফলতঃ যে যে গুণ থাকিলে কেশের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তৎসমস্তই ইহাতে সম্যক্ বর্ত্তমান আছে। অধিকন্তু ইহা দ্বারা মস্তক ঘূর্ণন, মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য, সদা মনঃ হুহু করা, কর্ত্তব্যকার্য্যে অনিচ্ছা, অনুচিত শুক্রব্যয় ও অতি মাদক সেবন জন্য বা দীর্ঘকালের প্রমেহাদি হেতু মস্তিষ্কের পীড়া এবং দর্শন ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা প্রভৃতি রোগ অতি সত্বর নিবারিত হয় এবং মস্তিষ্ক সুশীতল থাকে। ইহা বায়ুজন্য শিরোরোগের মহৌষধ।

যাঁহাদের অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে হয়—তাঁহাদের মস্তিষ্ক অবিকৃত, সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম ও সুশীতল রাখিতে হইলে "জবাকুসুম তৈল" ব্যবহার করিলে অধিক মানসিক শ্রম জন্য কোনরূপ পীড়া আক্রমণ করিতে পারে না। শ্রম জন্য অবসাদ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে আমাদের এই **জবাকুসুম তৈল** অদ্বিতীয় মহৌষধ। বিবিধ কারণে মনুষ্য-শরীরের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে সেই উত্তপ্ত শোণিত সুশীতল হইয়া মস্তিষ্ককে ক্রিয়াবান্ ও সমস্ত বায়ুবিকার বিদূরিত করে। ইহা অতি মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ও মনের প্রফুল্লতাসাধক।

জবাকুসুম তৈল
শিরোরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এরূপ উপকারী তৈল জগতে আর নাই।

যাঁহারা বহুদিবস হইতে শিরোরোগের ও কেশ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন এবং বহুবিধ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন—জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন—আরোগ্য লাভ করিবেন। যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের **জবাকুসুম তৈল** ব্যবহার করুন—ইহা ব্যবহারে স্বাস্থ্যনাশক এবং কষ্টদায়ক নিদ্রানাশ ও নিদ্রাল্পতা পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবেন। এই সকল পীড়ায় রোগী যত দিবস না জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিতেছেন—তত দিবস তাঁহার চিকিৎসা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

জবাকুসুম তৈল বাঙ্গালী জাতির একটী শ্লাঘার জিনিষ। কারণ একজন স্বদেশবাসী ইহার আবিষ্কর্ত্তা! আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, এই পৃথিবীতে যতপ্রকার মস্তিষ্কের ব্যবহার্য্য

তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জবাকুসুম তৈলের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন উৎকৃষ্ট তৈল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। জবাকুসুম তৈল নিজগুণে জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক চালনার জন্য যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা অতি আদরের সহিত আমাদের এই জবাকুসুম তৈল প্রত্যহ ব্যবহার করেন। দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহিলাগণ প্রায় সকলেই জবাকুসুম তৈল অতি আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। জবাকুসুম তৈলে মস্তকের কেশ এবং দাড়ি ও গোঁপের চুল ঘন, চিক্কণ, বৃহৎ ও সুদৃশ্য হয় এবং ইহার সুগন্ধে দিবারাত্র মনঃ প্রফুল্ল থাকে। জবাকুসুম তৈল প্রত্যেক মহিলার আদরের জিনিষ।

জবাকুসুম তৈল উপকারিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ইহা ব্যবহার করেন।

জবাকুসুম তৈল সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কি মনঃপ্রাণবিমোহনকারী সুগন্ধে, কি কেশদাম পরিপোষণে, কি মস্তিক স্নিগ্ধকরণে অথবা পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূরীকরণে আমাদের “জবাকুসুম তৈল” জগতে অতুলনীয়। ভারতের সমস্ত মনস্বিগণ অতি আদরের সহিত প্রত্যহ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। জবাকুসুম তৈল তাঁহাদের পক্ষে **মস্তিষ্কের খাদ্য** স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিতে, চিন্তাক্লিষ্ট শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিতে, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূর করিতে, কুন্তলের কান্তি যথোপযুক্তরূপে বৃদ্ধি করিতে যে যে উপাদানের আবশ্যক—**“জবাকুসুম তৈলে”** তৎসমুদায় সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই জন্যই **“জবাকুসুম তৈলের”** গুণগান সকলেরই কণ্ঠে তারস্বরে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত **“জবাকুসুম তৈলর”** গন্ধ অতি মনোহর। বিলাসিতার জন্য যাঁহারা এসেন্স বা দেশীয় গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুগন্ধের জন্য ব্যবহার করিলে তাঁহারাও ইহা ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। জবাকুসুম তৈলের ন্যায় মনঃপ্রাণবিমোহনকারী বহুক্ষণস্থায়ী সুগন্ধি তৈল এ জগতে আর নাই।

সর্ব্বগুণসম্পন্ন বহুরোগনাশক মহাসুগন্ধি **“জবাকুসুম তৈল”** নিজগুণে জগতে এরূপ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে যে, এক্ষণে ইহার বিক্রয়াধিক্য দেখিলে সকলেরই বিস্ময় উৎপাদিত হইয়া থাকে। **“জবাকুসুম তৈল”** ব্যবহার করিয়া কখনও কাহাকে অনুতাপ করিতে দেখা যায় না।

এই তৈলের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া অনেক অসৎ ব্যক্তি এইরূপ নামযুক্ত নিতান্ত অপদার্থ নকল ও জাল তৈল প্রস্তুত করিয়া গ্রাহকগণকে ঠকাইতেছে। সেইজন্য জবাকুসুম তৈলের শিশির গাত্রে।

JABAKUSUM TAILA. **জবাকুসুম তৈল।**

जवाकुसुम तैल। جواکسم تیل

এই কথাগুলি অঙ্কিত আছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া লইবেন।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি ।/০ আনা।
তিন শিশির মূল্য ২।০ নয় সিকা। ডাকমাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।
ছয় শিশির মূল্য ৪॥০ টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৵০ আনা।
ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আট টাকা বার আনা। ডাঃ মাঃ ১।০ টাকা।
বড় এক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি ॥/০ আনা।
বড় এক শিশি তৈলে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের

জবাকুসুম তৈল

ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১। যাঁহাদিগকে প্রত্যহ অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয়।

২। যাঁহাদিগকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে হয়।

৩। যাঁহাদিগকে অধিক বিদ্যানুশীলন বা পাঠ করিতে হয়।

৪। যাঁহাদের মস্তিষ্ক স্বভাবতঃ উষ্ণ ও মেজাজ্ খিট্‌খিটে।

৫। যাঁহাদের ধাতু বায়ুপ্রধান বা পিত্তপ্রধান।

৬। যাঁহাদের নিদ্রা বেশ ভাল হয় না।

৭। যাঁহাদের শ্রম করিলে মাথা ধরে।

৮। যাঁহাদের মানসিক পরিশ্রম করিলে কষ্ট হয়।

৯। যাঁহাদের মন সদাই খারাপ থাকে এবং যাঁহারা মনে সুখ পান না।

১০। যাঁহাদের শ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না।

১১। যাঁহাদের চুল পাত্‌লা হইয়া যাইতেছে বা মস্তকে টাক্ পড়িতেছে।

১২। পান-দোষাদির জন্য যাঁহাদের মস্তিষ্ক ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে।

১৩। যাঁহাদের কেশ-সংক্রান্ত কোন প্রকার পীড়া যথা—চুলের দুর্ব্বলতা, চুলের বিবর্ণতা, অকালপক্কতা, টাক, মরামাস, খুস্‌কি প্রভৃতি আছে।

১৪। যাঁহাদের মস্তিষ্কে কোনপ্রকার পীড়া যথা—মস্তক-ঘূর্ণন, মাথাধরা, চক্ষুতে ঝাপ্সা দেখা, শারীরিক অবসাদ, নিদ্রানাশ প্রভৃতি রোগ বা উপসর্গ আছে।

জবাকুসুম তৈলের উপকারিতা।

JABAKUSUM
TAILA

উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিতে, চিন্তাক্লিষ্ট শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিতে, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূর করিতে, কুন্তলের কান্তি যথোপযুক্তরূপে বৃদ্ধি করিতে যে যে উপাদানের আবশ্যক—জবাকুসুম তৈলে তৎসমুদায় সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই জন্যই জবাকুসুম তৈলের গুণগান সকলেরই মুখে তারস্বরে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত জবাকুসুম তৈলের গন্ধ অতি মনোহর। বিলাসিতার জন্য যাঁহারা এসেন্স বা দেশীয় গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুগন্ধের জন্য ব্যবহারে তাঁহারা বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। জবাকুসুম তৈলের ন্যায় মনঃপ্রাণ-বিমোহনকারী বহুক্ষণস্থায়ী সুগন্ধি তৈল এ জগতে আর নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।

ডাকমাশুলাদি ।৵০ আনা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত হিজ্ হাইনেস্ দি অনারেবল মহারাজ স্যার প্রতাপনারায়ণ সিং বাহাদুর কে, সি, আই, ই, অব অযোধ্যা কৃপাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈলের অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে আমি মোহিত হইয়াছি। এই তৈল সাধারণকে ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করি।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত জামানাধিপতি মহারাজ শ্রীশ্রীহামির সিং বাহাদুর কে, জি, সি, এস, আই মহোদয়ের অভিমত—

* * জবাকুসুম তৈল মাথাধরা ও টাকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বান্দারাধিপতি নবাব জুল্ ফিকান (২) বাহাদুরের অভিমত—

* * জবাকুসুম তৈলের গন্ধ অতি আনন্দপ্রদ। ইহা মস্তিষ্ক ও কেশের পক্ষে বড়ই উপকারী।

হার হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্তা মাড়োয়ার অধীশ্বরী মহারাণী অধিরাণী সাহেবা (যোধপুর) লিখিয়াছেন—

* * জবাকুসুম তৈল বড়ই উপকারী। আমি ইহা অত্যন্ত পছন্দ করি এবং প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ রাণা লোকেন্দ্র বাহাদুর—ঢোলপুর—

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করা সম্বন্ধে জবাকুসুম তৈলের উপকারিতা অসাধারণ। গন্ধও মনোরম, ইহা বেশ ক্লান্তিনাশক।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রবল প্রতাপান্বিত চন্দ্রসমসেরজং বাহাদুর রাণা জি, সি, এস, আই, পি, জি, ভি, পি, জি, সি, বাহাদুর অব নেপাল—

* * জবাকুসুম তৈল অতি উপাদেয়, গন্ধ অতি মনোহর। স্নানের পর ইহার সুগন্ধের ব্যাঘাত হয় না।

ঝান্সী প্রদেশাধিপতি কে, জি, সি, এস, আই, বাহাদুরের অভিমত—

জবাকুসুম তৈল যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; ইহা সমস্ত শরীরের স্নিগ্ধতাকারক।

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রতাপগড়াধিপতি মহারাজ বাহাদুরের অভিমত—

প্রত্যহ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করি, ইহা আমি বেশ পছন্দ করি।

হিস্ হাইনেস্ ঝান্ঝিরাধিপতি নবাব স্যার সিদি আমেদ খাঁ সিদি ইব্রাহিমখাঁ জি, সি, আই, ই, বাহাদুরের অভিমত—

জবাকুসুম তৈল ও বসন্তমালতী অতি উপাদেয় ঔষধ। হুজুর ইহা সদাই ব্যবহার করেন। ইতি।

হার হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী অধিরাণী কুচবিহার সি, আই, ই, বলেন—

ইহা অতি উপাদেয়, গন্ধ অতি মনোহর, ইহা বেশ স্নিগ্ধগুণ বিশিষ্ট ও চুলের হিতকর।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর—কালীকোট—

ইহা মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে এবং নূতন কেশ সমুদ্ভূত করে। আমি প্রত্যহ ব্যবহার করি।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বরোদাধিপতি গায়কোয়াড় কে, জি, সি, এস, আই, বাহাদুরের এডিকং কুমার শিবরাজ রাও সিং বাহাদুর বলেন—

* * আপনার জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা স্নিগ্ধকর ও বিশেষ ক্লান্তিনাশক, ইহার গন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী ও বিশেষ প্রীতিপ্রদ।

মেজর জেনারেল হিস্ হাইনেস মহারাজাধিরাজ স্যার প্রতাপ সিং বাহাদুর জি, সি, এস, আই, কে, সি, বি,—আইডার—

সন্তোষের সহিত লিখিতেছি যত প্রকার কেশ তৈল ব্যবহার করিয়াছি তন্মধ্যে জবাকুসুম তৈল একটী উৎকৃষ্ট তৈল।

হার হাইনেস্ সিনিয়র মহারাণী ইন্দোর অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

আমি প্রত্যহ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করি। জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিতে এবং কেশ বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর। কেশ তৈলের মধ্যে জবাকুসুম তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

হিস্ হাইনেস শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর ইন্দোরাধিপতি শিবাজী রাও হোলকার কে, জি, সি, এস, আই বাহাদুর কৃপাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল স্নিগ্ধ গুণ বিশিষ্ট। ইহা অতি মনোহর ও ক্লান্তিনাশক। আমি ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করি।

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়াজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা-যকৃৎ ও মেহসংযুক্ত জ্বর এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের **অব্যর্থ** মহৌষধ।

যে সকল জ্বররোগী বহুদিবস হইতে পীড়িত আছেন এবং নানা প্রকার দেশীয় বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া প্রাণে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তার আর কোন কারণ নাই। জগদ্বিখ্যাত অমৃতাদি বটিকা ব্যবহার করুন সর্ব্বপ্রকার জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিবেন। "অমৃতাদি বটিকা" সকল রকম জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহার তুল্য জ্বরের অমোঘ ঔষধ এতাবৎকাল পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। পুনঃ পুনঃ কুইনাইন্ বা অপর কোন বিষসংযুক্ত ঔষধ ব্যবহারে যাঁহারা জ্বরের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই, তাঁহারা **অমৃতাদি বটীকা** ব্যবহার করুন অমৃতের ন্যায় উপকার পাইবেন। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে যাঁহাদের অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে এবং অদূরে মৃত্যুর ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শনে অধিকতর ম্রিয়মাণ হইতেছেন, অমৃতাদি বটিকা তাঁহাদের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী সুধা; মেহযুক্ত বিষমজ্বর ডাক্তারী চিকিৎসায় প্রায় নির্দ্দোষরূপে প্রশমিত হয় না, কিন্তু ধাতুঘটিত আয়ুর্ব্বেদ সম্মত "অমৃতাদি বটিকা" সেবনে ঐ পীড়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়। যে অমৃতাদি বটিকার গুণের কথা ভারতের মুকুটধারী রাজা হইতে কুটীরবাসী প্রজা পর্য্যন্ত আবাল-বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন, সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন সেই অমৃতাদিবটিকার গুণের বিষয় কিছু বলিবারও বোধ হয় প্রয়োজন নাই। চিকিৎসকপরিত্যক্ত প্রত্যহ শত শত জ্বররোগী "অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে প্রাণ পাইতেছেন। ইহা নূতন জ্বরেও বিশেষ উপকারী।

৪৫ বটিকাপূর্ণ এক কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৵০ তিন আনা।
তিন কৌটার মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৵০ আনা।

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার **শ্রীযুক্ত পি, মিত্র** বলেন—

অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে নির্দ্দোষরূপে জ্বর নিবারিত হইয়াছে।

পাবনা গড়দহ হইতে প্রসিদ্ধ জমিদার **গুরুদাস নাগ** মহোদয় লিখিয়াছেন—

অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে আমার স্ত্রী ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

কানপুর হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার **নীলমণি মণ্ডল** এল, এম, এস, মহোদয় লিখিয়াছেন—

অমৃতাদি বটিকা দ্বারা পুরাতন জ্বর ও পালাজ্বর সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। ঔষধের অমোঘ গুণ দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছি।

মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত **কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন** মহাশয় বলেন—

আমি আপনার অমৃতাদি বটিকা দ্বারা বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

ভবানীপুরের সর্ব্বপ্রধান প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত **বিহারীলাল বসু** এল, এম, এস, মহোদয় বলেন—

অমৃতাদি বটিকা জ্বরের বিশেষতঃ পুরাতন ও ম্যালেরিয়া জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু **কালীপদ সেন** মহোদয় লিখিয়াছেন—

অমৃতাদি বটিকা সেবন করিয়া ম্যালেরিয়া ও তরুণ জ্বরে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রজার জি, এস, চিউ—**M. D.** মহোদয় বলেন—

অমৃতাদি বটিকার ন্যায় জ্বরনাশকত্তাগুণ বিশিষ্ট ঔষধ পৃথিবীতে অল্পই দেখা যায়। উহাতে কোন উগ্রবীর্য্য দ্রব্য নাই।

রংপুরের খ্যাতনামা মোক্তার শ্রীযুক্ত বাহার উল্লা সাহেব মহোদয় লিখিয়াছেন—

অমৃতাদি বটিকা আনাইয়া নিজের ও প্রতিবেশী অনেক জীর্ণ শীর্ণ জ্বররোগীর, বহুকালের জ্বর নিবারণ করিয়াছি।

অগ্নিযোগ

আয়ুর্ব্বর্ণো বলং স্বাস্থ্যমুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা।
ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকাঃ॥
শান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরঞ্জীবত্যনাময়ঃ।
রোগী স্যাদ্বিকৃতে মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরুচ্যতে॥

এই মহৌষধ "অগ্নিযোগ" সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগ অচিরে নিবারিত হয়। ইহা ব্যবহারে অগ্নির দীপ্তি, আহারে রুচি, সম্যক্ পরিপাক, কোষ্ঠশুদ্ধি, শরীর-ধারণোপযোগী আহার রসের উৎপত্তি ও তদ্দ্বারা ধাতু সকলের পুষ্টি হয়, সুতরাং অপাক, মলবদ্ধতা, উদরে ভার বা বেদনা এবং দমকা ভেদাদি উপদ্রব সকল উপস্থিত হইতে পারে না। ইহা দ্বারা শরীরের উপচয় ও কান্তি, মনের প্রসন্নতা এবং বলের বৃদ্ধি হয়। অল্পভোজী মনুষ্য ইহা সেবনে প্রচুর ভোজন করিতে সমর্থ হয়েন। অগ্নিমান্দ্যাধিকারে ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ দৃষ্টিগোচর হয় না।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী তিন প্রকার ঔষধ ও এক প্রকার তৈলের মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

ডাকমাশুল ।৶০ আনা।

ভারতের সুসন্তান—আলিগড়ের সুপ্রসিদ্ধ ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত পি, শ্রীলাল আই, সি, এস, মহোদয় বলেন—

অগ্নিযোগ ব্যবহারে বড়ই উপকার পাইয়াছি। এই উপাদেয় ঔষধের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃতের সিনিয়র অধ্যাপক বঙ্গসাহিত্যাকাশে উজ্জ্বলরত্ন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"অগ্নিযোগ" ব্যবহারে অসীম উপকার পাইয়াছি। ইহা অপাক জনিত শারীরিক ক্লেশ নষ্ট করিতে অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন ঔষধ।

অমৃতপ্রাশ

শিশু ও রুগ্নের বলকারক পথ্য।

পর্ব্বতজাত কয়েক প্রকার সুমিষ্ট ফল হইতে এই উপাদেয় লঘু ও বলকারক খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা সেবন করিলে মস্তিষ্ক স্নায়ু ও পেশী সমস্ত সতেজ এবং বলিষ্ঠ হয় ও পাকস্থলীর অম্লাধিক্য নষ্ট হইয়া আহারে রুচি, ক্ষুধাবৃদ্ধি, শরীর পুষ্টি এবং রক্ত পরিষ্কৃত হয়। এই পবিত্র খাদ্য সমস্ত ব্যাধিতে পথ্য রূপে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। ইহা সাগু, এরারুট প্রভৃতি বিদেশীয় খাদ্য অপেক্ষা লঘু ও দুগ্ধ অপেক্ষা বলকারক। এই সুস্বাদু খাদ্য শীঘ্রই জীর্ণ হয় এবং শরীরের কোন উগ্রতা জন্মায় না বলিয়া মাংস অপেক্ষা উত্তম খাদ্য। অরুচি ও মন্দাগ্নিসম্পন্না গর্ব্ভিণী, দুগ্ধপোষ্য শিশু, জরাজীর্ণ স্থবির এবং যাঁহাদের রোগপূর্ণ শরীরে কোন প্রকার আহারীয় বস্তু সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে ইহা পরম কল্যাণকর রসায়ন।

মূল্য এক টীন ১৲ এক টাকা।

ডাকমাশুল ।/০ আনা।

পিঙ্গলা হইতে সুপ্রসিদ্ধ সবজজ শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন—

অমৃতপ্রাশ পথ্যে আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

*

সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় শ্রীযুক্ত জি, এন, মুকুন্দ মহোদয় লিখিয়াছেন—

অমৃত প্রাশ ব্যবহার করিয়া আমার কন্যা অজীর্ণাদি রোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছে।

অভয়া বটিকা।

কোষ্ঠশুদ্ধির মহৌষধ।

অভয়া বটিকা যথানিয়মে সেবন করিলে ভুক্তদ্রব্য সুজীর্ণ হইয়া সুন্দররূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। অভয়া বটিকা কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর মহৌষধ, চিকিৎসা শাস্ত্রে যত প্রকার পীড়ার উল্লেখ আছে, একমাত্র কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে তাহার অধিকাংশ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে; কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে প্রায় কোন প্রকার পীড়াই আক্রমণ করিতে বা স্থায়ী হইতে পারে না। যাহাদের কোষ্ঠ—পরিষ্কার হয় না তাহাদের সকলেরই অভয়া বটিকা ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য; কোষ্ঠবদ্ধতা জন্য যে কোন পীড়া হউক না কেন, অভয়া বটিকা সেবনে সেই পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

আমাদের অভয়া বটিকা দুগ্ধপোষ্য বালক এবং জরাজীর্ণ বৃদ্ধগণকেও অক্লেশে সেবন করান যাইতে পারে। ইহা উগ্র জোলাপ নহে। অভয়া বটিকা খাইতে কোন কষ্ট নাই, অভয়া বটিকার প্রত্যেক মাত্রাই অব্যর্থ।

এক কৌটার মূল্য ॥০ আনা। ভিঃ পিতে ॥৶০ আনা
তিন কোটার মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।
ডাকমাশুলাদি ৶০ তিন আনা।

অশেষ ভাষাবিদ্ পণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মহারাজ জ্ঞানানন্দ স্বামিজী বলেন—

অভয়াবটিকা বাস্তবিক কোষ্ঠশুদ্ধির একমাত্র ফলদায়ক ঔষধ। এমন সুখকর ও নির্দ্দোষবিরেচক কখনও দৃষ্ট করি নাই।

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত সি, এম, চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী নাগপুর হইতে লিখিয়াছেন—

আপনাদের অভয়া বটিকা অতি উত্তম, ব্যবহারে কোনরূপ কষ্ট হয় না। আপনাদের চিকিৎসাপদ্ধতি অতি উত্তম।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত

শুক্রতারল্যের শাস্ত্রীয় মহৌষধ।

ক্ষীণবীর্য্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অমৃততুল্য। শাস্ত্রোক্ত রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধ সমূহের মধ্যে এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বীর্য্যবান্ ঔষধ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নষ্ট পুরুষত্ব পুনরায় পূর্ণভাবে লাভ করা যায়।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পরম মিত্র, পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর আর্ত্তব অযথা ক্ষয় হইলে ইহা ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ এই মহৌষধ সেবনে বৃদ্ধগণও যুবার ন্যায় বলবীর্য্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অর্দ্ধপোয়ার মূল্য তিন টাকা। ডাঃ মাঃ ।৴০
এক পোয়ার মূল্য ছয় টাকা, ডাঃ মাঃ ॥৵০।
অর্দ্ধসের বার টাকা, ডাঃ মাঃ ৸৴০ আনা।

অশোক ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই ঘৃত সেবন করিলে রমণীগণের রক্ত, শ্বেত, নীল প্রদরাদি, ধাতু ও অবস্থা বিশেষে সত্বর বা বিলম্বে প্রশমিত হয়। রজোরোধ প্রভৃতি স্ত্রীরোগ এবং প্রমেহাদি জন্য জননেন্দ্রিয়ের দোষ দূর করিয়া আয়ুঃ বল ও বর্ণের বৃদ্ধি করিতে অশোকঘৃত মহিলাগণের পরম সহায়। কুক্ষি ও কটিশূল পর্য্যন্ত এই ঘৃত সেবনে প্রশমিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধপোয়ার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।
এক পোয়া তিন টাকা, ডাঃ, মাঃ ॥৴০ আনা।

অমৃতাদি কষায়

ম্যালেরিয়া নূতন, পুরাতন জ্বরের পাচন।

জ্বরের এরূপ আশুফলপ্রদ পাচন অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। অমৃতাদি বটিকার প্রায় সমস্ত গুণই এই পাচনে বিদ্যমান আছে, কারণ অমৃতাদি বটিকার উপাদান হইতেই ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে; প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি থাকিলে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পনরটী ক্ষুদ্র বটিকা সমেত এক বোতলের
মূল্য ১৲ এক টাকা।

মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে শিশি করিয়া পাঠান হয়। মাশুলাদি ।৵০ নয় আনা।

কনকাষ্টক

ক্রিমিরোগের অমোঘ ঔষধ।

এরূপ ব্যাধি নাই—যাহা ক্রিমি হইতে উৎপন্ন না হইতে পারে, কিন্তু উহার লক্ষণাবলী অন্যান্য ব্যাধির লক্ষণ সমূহ হইতে সময়ে সময়ে পৃথক্ করা বড়ই দুরূহ; এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে উহার প্রধান লক্ষণ—গা বমি বমি, মুখ দিয়া লালা উঠা, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, নাক চুলকান, দন্তঘর্ষণ ইত্যাদির প্রকাশ হইলে আমাদিগের কনকাষ্টক ব্যবহার করিতে পারেন, কেন না, ইহা দ্বারা কোনরূপ অপকারের সম্ভাবনা নাই; ইহা অতি নির্দ্দোষ ঔষধ। ব্যাধি প্রকৃতপক্ষে ক্রিমিজ হইলে কনকাষ্টক দ্বারা ত্বরায় সমস্ত উপদ্রবের শান্তি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহীলতা বা ফিতার ন্যায় ক্রিমি এবং মলস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি সমূলে বিনষ্ট হইবে।

এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৶০ তিন আনা।

কাঞ্চন ঘৃত

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই কল্যাণকর সিদ্ধঘৃত সেবনে সর্ব্বশরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া জরায়ুসংক্রান্ত যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা—শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ ও তজ্জন্য বেদনা, অরুচি, মাথাব্যথা ও ঘূর্ণন, চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখা, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনিচ্ছা, খিট্‌খিটে মেজাজ, শারীরিক অবসাদ এবং আলস্য, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ, দুর্গন্ধ ধাতুনিঃস্রাব, অকালে অধিক বা অল্প পরিমাণে রক্তস্রাব প্রভৃতি স্ত্রীরোগ সকল দূরীভূত হইয়া শরীর সবল হৃষ্টপুষ্ট এবং সমধিক সৌন্দর্য্যশালী হয়। বিশেষতঃ ইহা গর্ভস্রাব এবং প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু (ভূমিষ্ঠ হইয়া বা ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন মধ্যেই মৃত্যু) এবং বন্ধ্যা দোষ প্রভৃতি দুরারোগ্য ও কষ্টপ্রদ পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ। রজোদোষ জন্য স্ত্রীলোকের শরীরে নানাপ্রকার পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাঞ্চন ঘৃত তৎসমুদায়ের অব্যর্থ মহৌষধ। শ্বেতপ্রদর এবং সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগে কাঞ্চনঘৃতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ এতাবৎকাল আবিষ্কৃত হয় নাই।

আধপোয়া ঘৃতের মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।
ভিঃ, পিতে লইলে মোট ২৸০ আনা।
এক পোয়ার মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।
ভিঃ পিতে লইলে মোট ৫।৵০ আনা।
আধসের ঘৃতের মূল্য ১০৲ দশ টাকা।
ভিঃ, পিতে লইলে মোট ১০৸০ আনা।

বালেশ্বর শুনহট্ট হইতে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ দাস মহোদয় বলেন—

* * * কাঞ্চন ঘৃত আপনার নিকট হইতে আনাইয়াছিলাম, তাহা দুই তিন দিন ব্যবহারেই ঋতুকালে বেদনা প্রভৃতির বিশেষ উপকার হইয়াছে।

রংপুর কুড়িগ্রাম হইতে উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার ঘোষ মহোদয় লিখিয়াছেন—

* আপনার প্রেরিত কাঞ্চন ঘৃত সেবনে আমার স্ত্রীর বাধক রোগ সম্পূর্ণ নিবারিত হইয়াছে!

কর্পূরাসব।

প্রবল উদরাময় ও ওলাউঠার মহৌষধ।

আমাদের অনেক দিবসের চেষ্টা, যত্ন ও পরীক্ষার ফলে এই মহৌষধ কর্পূরাসব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সর্ব্বলোকে ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছেন। এক্ষণে বিশেষ সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, বিসূচিকার যত প্রকার প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

ইহা সেবনে বিসূচিকা (ওলাউঠা), দুরারোগ্য আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, প্রবাহিকা অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, পেটের বেদনা প্রভৃতি ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহা বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা (কলেরা) রোগের আশু ফল প্রদ মহৌষধ। অধিকার ভেদ বা বমি হইলে ইহা ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ উপকার পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ঋতুতে অনেকের যে প্রবল উদরাময় পীড়া হইয়া থাকে, ইহা ব্যবহারে তাহা শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া যায়। বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব কালে প্রত্যেক লোকের নিকট ইহার এক একটী শিশি থাকা উচিত। সে সময় **কর্পূরাসব** একশিশি নিকটে থাকিলে অনেকের জীবন রক্ষা পাইতে পারে।

কর্পূরাসবের আঘ্রাণ অথবা নস্য (নাস) লইলে, ওলাউঠা (কলেরা) পীড়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পীড়ার প্রথমাবস্থায় কর্পূরাসব ব্যবহার করিলে ওলাউঠা (ভেদবমি) পীড়ায় জীবন হারাইবার ভয় থাকে না। যাহাদের সদাই দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এবং যাঁহাদের বাটীতে অধিকসংখ্যক পরিবার অথবা যাঁহারা পাড়া প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের গৃহে অন্ততঃ এক শিশি কর্পূরাসব সংগ্রহ করিয়া রাখা নিতান্ত উচিত।

যাঁহাদের বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে হয়, তাঁহাদের ব্যাগে এক শিশি কর্পূরাসব রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

এক শিশির মূল্য ॥০ আট আনা।

ডাকমাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা।

তিন শিশির মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা। ডাকমাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

কল্যান বটিকা

স্বপ্নদোষের অব্যর্থ মহৌষধ।

স্বপ্নবিকার বা নিদ্রাবস্থায় শুক্রক্ষয় যে পুরুষের বহুবিধ উৎকট ও দুরারোগ্য রোগনিচয়ের মূল কারণ, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। তন্মধ্যে শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, সকল বিষয়ে অমনোযোগ, উদ্যমরাহিত্য, স্ফূর্ত্তিহীনতা, নৈরাশ্য ও নিস্তেজস্কতা প্রভৃতি এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, রক্তহীনতা, চক্ষুর চারিদিকে নীলিমোৎপত্তি, কোষ্ঠবদ্ধতা বা অতিসার, শুক্রতারল্য, শিরোঘূর্ণন ও বক্ষোবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব সকল অতি অল্পে অল্পে উপস্থিত হয়। এই রোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে অত্যল্প কারণে এমন কি মলমূত্রাদির বেগ কিংবা স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন ও স্মরণ মাত্রেই শুক্রস্খলন হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ এমন কি শয়ন করিলে কিংবা কিঞ্চিন্মাত্র তন্দ্রাবেশ হইলেও শুক্র নির্গত হয়, ক্রমে লিঙ্গোদ্রেক রাহিত্য, লিঙ্গের শিথিল অবস্থাতেই শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

কিন্তু আমাদের কল্যাণ বটীকা সেবন করিলে স্বপ্নদোষ ও তজ্জনিত উপরিউক্ত উপদ্রব সকল অবশ্যই নিবারিত হইয়া স্বাভাবিক বলবীর্য্য ও ধারণাশক্তি সংস্থাপিত হয়।

এক কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ২৶০ তিন আনা।

তিন কৌটার মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ৫।০ পাচ টাকা চারি আনা।

কুটজাসব

রক্ত আমাশয়ের মহৌষধ ।

কুটজাসব রক্তামাশয়ের সিদ্ধ ফলপ্রদ মহৌষধ। এক শিশি ঔষধ সেবনেই অনেক স্থলে অজীর্ণ ও আমরক্ত পীড়া নিবারিত হইয়া হইয়া থাকে।

এই মহৌষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য রক্তাতিসার, আমরক্ত ও গ্রহণীরোগ, জ্বর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা, কন্‌কনানি ইত্যাদি উপদ্রব সংযুক্ত থাকিলেও অতি শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ২।৵০ আনা।

ক্ষতান্তক ঘৃত।

(উপদংশ-ক্ষতের মহৌষধ।)

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ঔপদংশিক ক্ষত (গর্ম্মি ঘা) পারদ দুষ্ট ক্ষত, অর্শঃক্ষত, নালী ঘা ও ঘুরঘুরে ঘা প্রভৃতি দুরারোগ্য ক্ষতরোগ সকল অচিরে দূরীকৃত হয়। ঔপদংশিক ও পারদজনিত ক্ষতরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ দেখা যায় না। এই মহৌষধ ব্যবহারে উপকার অতি শীঘ্র হইয়া থাকে।

এক কৌটার মূল্য ৸০ বার আনা।

ভিঃ পিতে লইলে মোট ৸৶০ পনর আনা।

তিন কৌটা ভিঃ পিতে লইলে ২৶০ আনা।

ক্ষতান্তক তৈল

আমাদের ক্ষতান্তক তৈলে সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য কষ্টপ্রদ ক্ষতরোগ, দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, অর্শঃক্ষত, বালকদিগের খোষ পাচড়া, নারাঙ্গা ঘা, কাণে পূয হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষতরোগ অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়; এবং ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। ইহা দুরারোগ্য ক্ষতরোগের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। অগ্নিদগ্ধক্ষতে (পোড়া ঘায়ে) ক্ষতান্তক তৈল ব্যবহার করিলে সত্বর সুফল পাওয়া যায়। ইহা ক্ষতের যন্ত্রণানাশক, দোষ সংশোধক ও ব্রণরোপক। এই তৈল ব্যবহারে অগ্নিদগ্ধ স্থানে সাদা দাগ হয় না।

একশিশির মূল্য ১৲ একটাকা।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড।

রক্তপিত্তের মহৌষধ।

“কুষ্মাণ্ডখণ্ড” রক্তপিত্ত রোগের যে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা বোধ হয় প্রত্যেকেই অবগত আছেন। যাঁহাদের পূর্ব্বে রক্ত উঠিয়াছে বা এক্ষণে উঠিতেছে তাঁহারা তৎপর হইয়া এই মহৌষধ সেবন করিলে নিশ্চয়ই রক্তপিত্তের ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। রক্তপিত্ত উপেক্ষিত হইলে শেষে যে শ্বাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি প্রাণনাশক পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারও আশঙ্কা থাকিবে না; কুষ্মাণ্ডখণ্ড ব্যবহারে মুখ দিয়া রক্ত উঠা, নাসিকা বা গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত পড়া, রক্তকাস প্রভৃতি পীড়া অচিরে প্রশমিত হইয়া থাকে; অধিকন্তু ইহা একটী পরম রসায়ন। ইহা দ্বারা যৌবনের স্থিতি, শুক্রের বৃদ্ধি, শরীরের পুষ্টি, স্বরের বিশুদ্ধি ও বলবর্ণের প্রসাদন হয়।

সপ্তাহ ১৲ টাকা। ভিঃ পিতে মোট ১৶০ আনা।

অর্দ্ধসের ৫৲ টাকা, ডাকমাশুলাদি ।৵০ দশ আনা।

ক্ষুধাবতী।

অম্লপিত্তের ও অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ।

পঞ্চলবণ, অষ্টাক্ষর এবং অন্যান্য বিবিধ বাতানুলোমক আগ্নেয় দ্রব্য হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা এই মহৌষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি অগ্নিমান্দ্যজনিত পীড়া সকল অচিরে বিনষ্ট হয়। অম্লোদ্গার, পেটফাঁপা, আহারান্তে ভেদ বা বমন, শিরোঘূর্ণন, অরুচি, অম্লবমি, পেটব্যথা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের ইহা মহৌষধ।

ক্ষুধাবতী সেবনে অল্পাহারা ব্যক্তিগণের দিন দিন ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। ক্ষুধাবতী ব্যবহারে পাকস্থলীর উগ্রতা নষ্ট হয় এবং উহা উদর ঠাণ্ডা রাখে। বুকজ্বালা বা পেটবেদনার সময় একমাত্রা **ক্ষুধাবতী** ব্যবহার করিলেই উপকার বোধ হয়। আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ করিবার শক্তি বা উপযুক্ত পরিমাণে আহার করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার ইহা মহৌষধ। একমাত্রা সেবনে উপকার জানিতে পারা যায়।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।
ডাকমাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা।
তিন শিশির মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।
ডাকমাশুলাদি ।৶০ আনা।
ছয় শিশির মূল্য ৫৲ টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৸৶০ আনা।

বঙ্গের প্রধানপণ্ডিত সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় **শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ** মহোদয় বলেন—

কবিরাজ মহাশয়! আপনার **ক্ষুধাবতীর** ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে কিনা জানিনা; অম্লপিত্ত ও অজীর্ণ রোগে ইহার উপকারিতা অসাধারণ, ঔষধ ব্যবহার মাত্রেই উপকার অনুভব করা যায়।

মানভূমাধিপতি মহারাজ যুবরাজ **শ্রীরামগোপালাদিত্য দেব** বাহাদুর বলেন—

আপনার ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত, বুকজ্বালা, পেটবেদনা প্রভৃতি রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছি। ইহা অম্লরোগের অতি আশ্চার্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ।

চ্যবনপ্রাশ

কাস শ্বাসাদির শাস্ত্রোক্ত মহৌষধ।

সর্ব্বজনবিদিত পরমরসায়ন এই মহৌষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বাস, কাস ও স্বরভঙ্গ নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়, দুর্ব্বল ও ক্ষীণধাতুর পক্ষে মহর্ষি নির্ম্মিত **চ্যবনপ্রাশের** ন্যায় পুষ্টিকর ও রসায়ন ঔষধ এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সকল ব্যক্তির ধাতু শ্লেষ্মপ্রবণ, যাঁহাদের মধ্যে মধ্যে কাসি ও সর্দ্দি হয়, যাঁহাদের ধাতু ম্যাজ্‌ম্যাজে, ঋতু পরিবর্ত্তনে যাঁহাদের কাস বৃদ্ধি পায়, চ্যবনপ্রাশ তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ সেবনে তাঁহারা দিন দিন উপকার অনুভব করিতে পারিবেন।

ইহা দ্বারা শরীরের বল, ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য, পরমায়ুর বৃদ্ধি ও বায়ুর অনুলোম হয় এবং ইহা সেবনে পলিতকেশ বৃদ্ধেরও জরাভাব অপগত হইয়া যৌবনের বল ও উৎসাহ উপস্থিত হয়। প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের ইহা অতি আদরের ধন। ইহা খাইতে সুস্বাদু এবং সালসার ন্যায় পুষ্টিকর।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত—চ্যবনপ্রাশের ন্যায় ষড়্‌গুণসম্পন্ন ঔষধ পৃথিবীতে কোন জাতিরই চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই, ইহা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারা যায়। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ।
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপ দৃশ্যতে॥
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ।
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্॥
মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্বমায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগাল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটীপ্রবেশাৎ।
জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্য রূপং বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥

এক সপ্তাহের মূল্য ১৲ টাকা।
ডাকমাশুল ৶০ তিন আনা।
একচল্লিশ দিবসের ঔষধের মূল্য ৫৲ টাকা।
এক সেরের মূল্য দশ টাকা।

চন্দনাসব

নূতন মেহরোগের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

অধিকাংশ রোগের ন্যায় মেহরোগও বড়ই প্রাণান্তকর। প্রস্রাব ত্যাগ কালে অসহ্য যাতনা, মুহুর্ম্মুহুঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা, সপূয ধাতু নির্গম, খড়িজলবৎ প্রস্রাব, শোণিতস্রাব, রাত্রিকালে লিঙ্গোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কষ্টকর উপদ্রব জন্য রোগীকে মৃতবৎ করিয়া তুলে। এক দিকে এইরূপ ভীষণ কষ্ট, অপর দিকে চিন্তা—পাছে এই পীড়ার বিষয় গুরুজন বা আত্মীয় স্বজন জানিতে পারেন, অথবা সহধর্ম্মিণীতে এই লজ্জাকর পীড়া সংক্রামিত হয়।

আমাদের চন্দনাসব সর্ব্বপ্রকার নূতন মেহ রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ সিদ্ধ মহৌষধ। যিনি দুরদৃষ্টবশতঃ কর্ম্মবিপাকে এই পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি সরল উপদেশ—ক্ষণকাল মাত্র আর বিলম্ব না করিয়া আমাদের চন্দনাসব ব্যবহার করুন, পীড়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় দূরে পলায়ন করিবে। যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। শরীর সুস্থ ও শুক্র যথাযথ হইয়া যাইবে; এই মহৌষধ সেবনে এত শীঘ্র পীড়া প্রশমিত হইয়া যায় যে, রোগী ফলদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন।

চন্দনাসব মেহরোগের অতি সুন্দর ঔষধ।

ইহা ব্যবহারে অতিশীঘ্র মূত্রনালীক্ষত নির্দ্দোষরূপে নিবারিত হইয়া যায়। প্রস্রাবের জ্বালা, হস্তপদের দাহ, স্বপ্নদোষ, মস্তকঘূর্ণন, হৃদয়ের শূন্যতা, অবসাদ, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, জ্বরভাব, মুখবিস্বাদ, অরুচি, মনের অপ্রসন্নতা, অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সমস্ত মেহোক্ত উপদ্রব শীঘ্র নাশ করিতে "চন্দনাসবের" ন্যায় সুন্দর ঔষধ আর নাই। ইহা ব্যবহারে কাহাকেও বিফলমনোরথ বা অসন্তুষ্ট হইতে হয় নাই। প্রমেহদুষ্ট শুক্রকে শীঘ্র বিশোধিত করিতে চন্দনাসব এজগতে অতুলনীয়, সর্ব্বপ্রকার নূতন মেহে ইহা অত্যাশ্চর্য্য উপকার দর্শাইয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ডাকমাশুলাদি ।৶০ নয় আনা।

জয়মঙ্গলরস।

দেবাদিদেব মহাদেব নির্ম্মিত এই মহৌষধ সেবনে নানাদোষোদ্ভূত সর্ব্বপ্রকার সাধ্য, অসাধ্য, অস্থিগত, মজ্জাগত, মেদোগত, শুক্রগত এবং অন্তর্ব্বেগ প্রভৃতি যাবতীয় জীর্ণ ও বিষমজ্বর নিশ্চয় নিবারিত হয়।

জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকালসমুদ্ভবম্।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
পৃথগ্‌দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
মেদোগতং মাংসগতমস্থিমজ্জগতং যথা॥
অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিঃস্থন্তু বিশেষতঃ।
নানাদোষোদ্ভবশ্চৈব জ্বরঃ শুক্রগতং তথা॥
নিখিলং জ্বরনামানং হন্তি শ্রীশিবশাসনাৎ।
জয়মঙ্গলনামায়ং রসঃ শ্রীশিবনির্ম্মিতঃ।
বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্ব্বরোগনিবর্হণঃ॥

এক সপ্তাহের মূল্য ৩৲ তিন টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৵০ তিন আনা।
চারি আনা মাশুলে অনেক সপ্তাহের ঔষধ যায়।

ক্ষার ঘৃত

এই মহৌষধ ব্যবহারে পারদ ও উপদংশ [গরমি] হেতু হস্ত ও পদতলের বিকৃত-চিহ্ন সকল নিশ্চয়ই শীঘ্র নিবারিত হয়। ইহাতে উপরি উক্ত পীড়া এমন সহজে ও বিনাক্লেশে প্রশমিত হয় যে, রোগী ফলদর্শনে সমধিক বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া থাকেন। ইহাতে পারদ বা অন্য কোন দূষিত ধাতু নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।
ভিঃ পিতে লইলে এক টাকা পাঁচ আনা।

দশনকান্তি চূর্ণ

বহুকাল দন্ত নিশ্চল ও কর্ম্মঠ রাখিবার এবং সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ দূর করিবার জন্য ইহাই উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

(দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা আবশ্যক।)

দীর্ঘজীবন প্রয়াসী মনুষ্য মাত্রেরই দন্তরক্ষা বিষয়ে সচেষ্ট থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য; কারণ দন্তহীন মনুষ্য আহার সুচারুরূপে সহজে হজম করিতে পারে না; এবং সেই কারণে স্বাস্থ্য ভগ্ন ও শরীর নানা রোগের আকর হইয়া উঠে। বহুকাল দন্ত নিশ্চল ও কর্ম্মঠ রাখিতে হইলে দশনকান্তি চূর্ণ ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা দন্তবেষ্টের স্ফীতি, বেদনা, কন্‌কনানি, রক্ত পূযাদির স্রাব ও চলদ্দন্ত এবং পারদ ও উপদংশজনিত যাবতীয় দন্তরোগ ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইয়া মুখ সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় প্রত্যহ ইহা দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিলে দন্তসম্বন্ধীয় কোন প্রকার ব্যাধিই উপস্থিত হইতে পারে না। ইহার ন্যায় দন্তরক্ষণের উৎকট ঔষধ আর নাই। দশনকান্তি চূর্ণ নিয়মিতরূপে প্রতিদিন ব্যবহার করিলে মুখে ও নিশ্বাসে সুগন্ধ ফুটিয়া উঠে এবং দন্তপাতি সম্পূর্ণরূপে রোগ বিবর্জ্জিত ও মুক্তার ন্যায় শুভ্রজ্যোতিঃ বিশিষ্ট হয়।

যাঁহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় বা যাঁহাদের দাঁতের গোড়া ফুলে বা ব্যথা হয়, তাঁহাদের পক্ষে দশনকান্তিচূর্ণ অতি উপকারী। ইহাতে কোনপ্রকার দূষিত পদার্থ নাই। এককৌটা ঔষধে একমাসের অধিক কাল হয়।

এক কৌটার মূল্য ।।০ আনা।
ভিঃ পিতে ।।৶০ আনা।
তিনকৌটার মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।
মাশুলাদি ৵০ তিন আনা।

দ্রাক্ষাসব

শ্লৈষ্মিক পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ।

দ্রাক্ষাসব—সেবনে কাসরোগ, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, স্বরভঙ্গ ও হৃদ্রোগ এবং ইহাদের উপসর্গ—জ্বর, বক্ষঃ ও পার্শ্ববেদনা, রক্তনিষ্ঠীবন, রাত্রিতে ঘর্ম্ম ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দূরীভূত এবং শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। দ্রাক্ষাসব ব্যবহারে শিশুদিগের উৎকাসি ও ঘুংড়িকাসি প্রভৃতি সত্বর নিবারিত হয়। যাঁহাদের কোন ঋতুবিশেষে সদাই কাসি হইয়া থাকে, এই ঔষধ সেবন দ্বারা তাঁহাদের কাস-প্রবণতা দূর হইয়া শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হয়; ইহা এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে কড্‌লিভার অয়েল অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী ও হিতকর।

এক শিশির মূল্য ১।।০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।
তিন শিশি ৩৸০ তিন টাকা বার আনা।
ডাক মাশুল ।।৵০।

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি।

ইহা একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ। এই ঔষধ সর্ব্বশরীরের পেশী ও স্নায়ুসমূহের বল বৃদ্ধি করিয়া জীবনকে সর্ব্বসুখের আকর করিয়া থাকে। ইহা জরা ব্যাধি ও তজ্জন্য দৌর্ব্বল্য দূর করে এবং আনুষঙ্গিক নানাবিধ পীড়া প্রশমিত করিয়া থাকে।

এক সপ্তাহ ৫৲ পাঁচ টাকা।
ডাকমাশুলাদি ।০ চারি আনা।

নারায়ণ তৈল

বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই পরম উপকারী সর্ব্বজনবিদিত শাস্ত্রীয় **নারায়ণ তৈল** ব্যবহারে বায়ুর শমতা হইয়া যাবতীয় বায়ুরোগ, শিরোঘূর্ণন, হৃৎস্পন্দন, মনঃ হুহু করা, অস্থিরতা, বহুভাষণ, ক্রন্দনেচ্ছা, স্মরণশক্তির অল্পতা, শুক্রক্ষীণতা, হস্তপদের জ্বালা ও গাত্রদাহ, অনিদ্রা ও নিদ্রাল্পতা এবং স্বপ্নে বিভীষিকাদর্শন প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট বায়ুরোগ ও তাহার উপদ্রব প্রশমিত হয়, বায়ুপিত্তপ্রধান লোকের পক্ষে শাস্ত্রীয় **নারায়ণ** তৈল মহোপকারক। ইহা দ্বারা বায়ু ও পিত্তজন্য যাবতীয় রোগ নিবারিত হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে—

যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

মূল্য এক পোয়া ৫৲ পাঁচ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ॥৵০ দশ আনা।
অর্দ্ধপোয়ার মূল্য আড়াই টাকা।
ডাকমাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

প্রাণদা বটিকা

সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগের মহৌষধ।

ইহা সেবনে অন্তর্ব্বলি, মধ্যবলি ও বহির্ব্বলি-জাত যাবতীয় অর্শোরোগ ও তজ্জনিত তীব্রবেদনা, জ্বালা এবং রক্ত পূযনির্গম, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে ভারবোধ, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা প্রভৃতি উপদ্রব সকল ত্বরায় নিরাকৃত হয়। এই মহৌষধ সেবনে অতি দীর্ঘকাল সম্ভূত অসাধ্য অর্শঃও যাপ্য থাকে।

এক মাসের ঔষধের মূল্য চারি টাকা।
১৫ দিবসের ঔষধের মূল্য ২৲ টাকা।

নেত্রামৃত

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের ঔষধ।

নেত্রামৃত ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার নেত্রাভিষ্যন্দ অর্থাৎ চক্ষু লাল হওয়া কর্‌কর্‌ করা, বেদনাবোধ, জল ও পিচুটী পড়া, পাতায় কণ্ডূ (চুল্‌কণা হওয়া) পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া এবং সূর্য্যান্ধতা, রাত্র্যন্ধতা (রাতকাণা) দূরদৃষ্টিহীনতা, ঝাপ্‌সা দেখা প্রভৃতি যাবতীয় দৃষ্টি বৈকৃত্য পীড়া এবং উপসর্গ সমূহ যথা—শিরোবেদনা, মাথাভার, মস্তকের ভিতর অসহ্য যাতনা, ক্ষুধানাশ, অজীর্ণ, জ্বরভাব, শারীরিক অবসাদ প্রভৃতি প্রশমিত এবং চক্ষুঃ স্নিগ্ধ ও শীতল হয়। ইহাতে চক্ষুর জ্বালা যন্ত্রণাদি কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ছানির দৃঢ়তা পাত্‌লা হইয়া রোগীকে ক্রমশঃ আরোগ্যপথে অগ্রসর করায় এবং শেষে অস্ত্র সাহায্য বিনা রোগ নির্ম্মূল হয়।

যাঁহাদের চক্ষুঃ মধ্যে মধ্যে লাল হয়, অথবা যাঁহারা আলোকের জ্যোতিঃ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাদের চক্ষুঃ অবিকৃত রাখিতে হইলে নেত্রামৃত ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। চক্ষুর জ্যোতির্ব্বৃদ্ধি করিতে ও চক্ষুঃ স্নিগ্ধ রাখিতে নেত্রামৃতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।
ডাকমাশুলাদি ।৵০ আনা।

বালরোগাশনি

বালকদিগের উদরাময়ের ঔষধ।

ইহা সেবনে শিশুদিগের অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং তৎসংক্রান্ত সমুদ্রায় পীড়া, যথা—উদরাধ্মান (পেটফাঁপা), ভস্‌কা ভস্‌কা তরল বা দমকা ভেদ, আমাশয় প্রভৃতি এবং অহিগুি (এঁড়ে-লাগা) ও দন্তোদ্গমকালীন যাবতীয় পীড়া বিনষ্ট হয়।

বালরোগাশনি শিশুদিগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহার উপকারিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।

ডাকমাশুল ।৵০ পাঁচ আনা।

তিন শিশির মূল্য ২॥০ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

শঙ্খদ্রাবক লবণ

ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে গুল্ম, অষ্ঠীলা, প্রত্যষ্ঠীলা, তূণী ও প্রতিতূণী, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি আকৃতিমান্ সমস্ত রোগ অচিরে বিনষ্ট হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ।৵০ পাচ আনা।

তিন শিশির মূল্য ২॥০ টাকা।

ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

প্রসূতারিষ্ট

প্রসবান্তে আমাদের এই মহৌষধ "প্রসূতারিষ্ট" সেবন করিলে কখনই সূতিকা রোগ উপস্থিত হইতে পারে না। ইহাতে শীঘ্রই দুর্ব্বল শরীর সবল, হৃষ্ট-পুষ্ট এবং যৌবন-শ্রী পুনরাগত, পাচকাগ্নি বর্দ্ধিত, স্তনদুগ্ধ বিশোধিত ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। আমাদের এই প্রসূতারিষ্ট শারীরিক ও মানসিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধির, সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ ও শিথিলতা নাশের এবং নাড়ীদোষ নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে স্তন্য বিশোধিত হয় বলিয়া যে সকল শিশু দূষিত স্তনদুগ্ধ পান হেতু দুর্ব্বল বা অজীর্ণাদি পীড়ায় পীড়িত, তাহারা বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য এবং স্তন্যপানে দিন দিন কান্তি ও পুষ্টসম্পন্ন হইয়া থাকে।

"প্রসূতারিষ্ট" কিছু দীর্ঘকাল থাকিলে নষ্টবীর্য্য হওয়ায় এবং মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে অধিকাংশ স্থলে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, এজন্য আমরা উহাকে বটিকারূপে প্রস্তুত করিয়া প্রসূতিবান্ধব নাম দিলাম। যিনি যে প্রকার চাহিবেন, তাঁহাকে আমরা তাহাই পাঠাইব। ফলতঃ ইহা প্রসূতারিষ্ট অপেক্ষা গুণে কোন অংশে ন্যূন নহে। প্রসবান্তে প্রসূতিগণের পক্ষে ইহা অমৃত স্বরূপ।

প্রসূতিবান্ধব এক কৌটার মূল্য দুই টাকা।

মাশুলাদি ৵০ তিন আনা।

প্রসূতারিষ্ট এক শিশির মূল্য দুই টাকা।

মাশুলাদি ॥৵০ নয় আনা।

বসন্তমালতী

ব্রণ ও মেচেতার অব্যর্থ মহৌষধ।

এই মনোহর গন্ধযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মেচেতা ও ব্রণ প্রভৃতি মুখমণ্ডলের বিকৃতি চিহ্নসকল বিদূরিত হইয়া মুখ-শ্রী সমুজ্জ্বল, শুষ্কত্বক্ কোমল, দেহের লাবণ্য বর্দ্ধিত এবং বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। বসন্তমালতী গাত্র ও ঠোঁটফাটা, ছুলি, ঘামাচি, চুলকণা এবং ঘর্ম্মোদ্গমের জন্য শরীরের দুর্গন্ধ প্রভৃতি নিবারনের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। বসন্তমালতী অতি সুন্দর দ্রব্য। আমরা সাধারণকে ইহা ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করি।

এই শ্রেণীর বিলাতী দ্রব্য অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বদেশজাত দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত আমাদের বসন্ত মালতী যে স্নিগ্ধ ও উপাদেয়, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিলাতী স্কিন্ লোশন্ (Skin Lotion) ব্যবহার করিলে শরীরে যেরূপ উগ্রতা জন্মে, ইহাতে সেরূপ কিছুই হয় না।

বসন্তমালতী প্রত্যহ ব্যবহার করিলে মুখমণ্ডলের শ্রী 'ও লাবণ্য বার্দ্ধত হয়! ইহাতে শরীর সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। মহিলাগণ ইহা ব্যবহারে অপার আনন্দ ও প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ॥৵০ দশ আনা।
ডাকমাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।
তিন শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।
ছয় শিশির মূল্য ৩৲ তিন টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

বাধকারি বটিকা

সর্ব্বপ্রকার বাধকের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

ইহা ব্যবহারে বাধক ও তদুপসর্গ—ঋতুকালে ভয়ানক যন্ত্রণা, কষ্টরজঃ, উরুদেশে, তল্‌পেটে এবং কোমরে বেদনা ও ভার-বোধ, মস্তকের কামড়ানি, কাপড়ে দাগ-লাগা, মাসে দুই তিন বার ঋতু হওয়া বা খারাপ রঙ্গের ঋতুস্রাব হওয়া, ঋতুস্রাব পরিষ্কাররূপে না হওয়া, উদরে গুল্মাকৃতি বোধ হওয়া, মেজাজ্ খিট্‌খিটে হওয়া, সর্ব্বদা গা বমি বমি করা, অরুচি, নিদ্রাল্পতা, ঝাপ্সা দেখা, মস্তকঘূর্ণন, ভারবোধ, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও আলস্যভাব, মনের অপ্রসন্নতা প্রভৃতি উপদ্রব দূরীভূত হইয়া মাসে মাসে আল্‌তাবর্ণ বিশুদ্ধ রজঃ যথাসময়ে ও যথাবৎ পরিমাণে বিনা ক্লেশে প্রবর্ত্তিত হয়। এই মহৌষধ বাধকারি বটিকা সেবনে রজঃ ও জরায়ু বিশুদ্ধ হয় এবং সন্তানোৎপাদিকা শক্তি জন্মে এবং উৎপন্ন সন্তান নীরোগ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ুঃ এবং স্ত্রী সুস্থ, হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিমতী হইয়া থাকেন। ইহা বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদরাদি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

৩০ বটিকা পূর্ণ

এক কৌটার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৶০ তিন আনা।
।ভিঃ পিতে লইলে মোট খরচ ১॥৶০ আনা।

বাসারিষ্ট।

সর্ব্বপ্রকার হাঁপানি রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

এই সিদ্ধফলপ্রদ মহৌষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ ও তদুপদ্রব সকল যথা—জ্বর, পার্শ্বশূল, বক্ষঃস্থলে ব্যথা, ভারবোধ, সপূয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, অগ্নিমান্দ্য, অধিক ভেদ বা কোষ্ঠবদ্ধতা, হাঁপানি প্রভৃতি ত্বরায় দূরীভূত হয়।

আমাদের “বাসারিষ্ট” হাঁপানি রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ। শ্বাসের টানে যখন প্রাণ বাহির হইতে যায়, সেই সময়ে এক মাত্রা “বাসারিষ্ট” সেবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাসারিষ্টের মত উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। বাসারিষ্ট হাঁপানি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত। আমরা শতকরা পঁচানব্বই জন রোগীকে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে দেখিয়াছি।

হতাশ রোগীরা আর রোগের ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হইবেন না। আর নিরাশায় প্রপীড়িত হইবেন না, আর জীবনকে বৃথা ভার জ্ঞান করিবেন না; আমাদের ঔষধ পরীক্ষা করুন; বিনা পরীক্ষায় কোনো জিনিসের গুণ জানা যায় না। পরীক্ষা না করিলে, বাসারিষ্টের অদ্ভুত গুণ জানিতে পারিবেন না।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

ভিঃ পিতে মোট ১।৵০ আনা।

বৃহৎ

অশ্বগন্ধা ঘৃত।

রসায়ন ও বাজীকরণের মহৌষধ।

রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধসমূহের মধ্যে **বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত** সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যাঁহাদের শুক্র ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে, ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতির জন্য যাঁহাদের পুরুষত্ব সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের অকালে জরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে এবং যে স্ত্রীর রজঃক্ষয় বা রজোদুষ্টি হইয়াছে অথবা যাঁহাদের বন্ধ্যাত্ব-দোষ জন্মিয়াছে, সেই স্ত্রীগণের পক্ষে এই ঘৃত পরম মহৌষধ। ইহা সেবন করিলে শুক্র ও রজঃ পরিবর্দ্ধিত, বিশুদ্ধ এবং জরায়ু দোষবিমুক্ত হইয়া থাকে। এই ঘৃতের মাহাত্ম্যে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় বীর্য্যবান্ হইয়া থাকেন। ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি ওজঃ, তেজঃ ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা লাভ করেন এবং খালিত্য, পালিত্য ও বিবিধ উৎকট ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হন। অশ্বিনীকুমার নির্ম্মিত এই ঘৃতের গুণের বিষয় শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে; যথা—

ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা বৃদ্ধা বালাস্তথাবলাঃ।
হীনমাংসাশ্চ যে কচিৎ প্রাশ্নেদং মাত্রয়া ঘৃতম্॥
ওজঃ স্বাস্থ্যঞ্চ তেজশ্চ প্রসাদমিন্দ্রিয়স্য চ।
লভন্তে সূর্য্যসঙ্কাশো ভ্রাজতে বিগতজ্বরঃ॥
বৃদ্ধো যুবায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শবর্ষবৎ।
নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেন্ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥
বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধাসমন্বিতম্।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলিপলিতনাশনম্॥
খালিত্যং তিমিরং ব্যাধীন্ বাতিকান্ কফপিত্তজান্।
হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ শীঘ্রমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

একপোয়া ঘৃতের মূল্য ৮৲ আট টাকা।

ডাকমাশুলাদি ॥৵০ দশ আনা।

অর্দ্ধ পোয়া ঘৃতের মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ৪।৵০ আনা।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত

শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধ পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক মহৌষধ।

স্বভাবতঃ বা রোগ দ্বারা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঘৃত যেমন পুষ্টিকর এমন আর কিছুই নাই। সর্ব্বজনবিদিত এই বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত ব্যবহার করিলে দিন দিন শরীরের পুষ্টি, বলবীর্য্যের গাঢ়তা এবং পুরুষত্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা সেবনে অগ্নি, বল ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। ইহা দ্বারা শরীরের কান্তি, মনের প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের বলবত্তা, চক্ষুর দীপ্তি, স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি, ক্লৈব্য ভাবের অপগম এবং সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও স্থিরতা প্রভৃতি নানা উপকার সাধিত হয় এবং সকল প্রকার বাতব্যাধি, উন্মাদ, অপস্মার, নষ্টশুক্র ও নষ্টার্ত্তব প্রভৃতি উৎকট রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। অতএব যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তি বলপুষ্টি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই শাস্ত্রোক্ত পরম কল্যাণকর রসায়ন ঘৃতই যে পরম উপযোগী, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। পুষ্টির জন্য বৃহৎ "ছাগলাদ্য ঘৃত" অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমাদের ছাগলাদ্য ঘৃতের গুণ জগদ্বিখ্যাত। ইহার গুণের বিষয় শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

এক পোয়া ঘৃতের মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

ডাঃ মাঃ ৷৷/০ নয় আনা।

অর্দ্ধপোয়া ঘৃতের মূল্য ২৲ দুই টাকা। ভিঃ পিতে লইলে দুই টাকা পাঁচ আনা।

অর্দ্ধসেরের মূল্য আট টাকা। ভিঃ পিতে লইলে আট টাকা বার আনা।

মানবাজারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা **কিশোরীপ্রসাদ নারায়ণ দেব** বাহাদুর লিখিয়াছেন—

আপনার অকৃত্রিম বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত আনাইয়া উহা ব্যবহারে একটী উন্মাদ রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন যখন যে ঔষধ আনাইয়া থাকি, তাহাতেই আশাতীত ফল দেখিতে পাই। আমি আপনাদের মত জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মভীরু লোকের সর্ব্বদা দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

বৃহৎ সুরবল্লী কষায়

সর্ব্বোৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক পুষ্টিকর রসায়ন।

পারদ সেবনে কিংবা উপদংশ বিষে অথবা অন্য কোনো কারণে শোণিত বিশেষরূপে দূষিত হইয়া যদি শরীরে দদ্রু, মসূর বা ঘামাচির ন্যায় চিহ্ন অথবা কাল কাল দাগ বাহির হয়, কিংবা হস্ত ও পদতলে, মস্তকে ও চিবুকে ঘা হয়, তাহা হইলে আমাদের **বৃহৎ সুরবল্লী কষায়** সেবনে অতি সত্বর এমন কি এক সপ্তাহ মধ্যে ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই ভয়ঙ্কর রক্তদুষ্টিরোগে যাহারা আরোগ্য লাভে হতাশ হইয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা বৃহৎ সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করি। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয়ই হতাশ প্রাণে আশার অঙ্কুর সঞ্চারিত হইবে এবং পুনরায় সাংসারিক সুখ উপভোগের ইচ্ছা বলবতী হইবে। অবশ্য আমাদের সুরবল্লী কষায়ের সমস্ত গুণই ইহাতে সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান আছে। ইহাতে পারদাদি কোন দূষিত ধাতু নাই।

এক শিশির মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ৩/০ আনা।

বিশুদ্ধ পদ্মমধু।

চক্ষুরোগের মহৌষধ।

সকলেই জানেন যে পদ্মমধু চক্ষুরোগের মহৌষধ কিন্তু পদ্মমধু কি প্রকার তাহা অনেকেই চিনেন না। অনেকে বিশ্বাস করিয়া সাধারণ মধুকে পদ্মমধু বিবেচনা করিয়া চক্ষুরোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়া থাকে; সুতরাং পদ্মমধু ব্যবহারের সময় তাহার গন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যে মধুতে পদ্মের গন্ধ নাই, তাহা পদ্মমধু নহে। আমাদের পদ্মমধু ঘ্রাণ গ্রহণ মাত্রেই চিনিতে পারা যায়। সুতরাং প্রতারিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

মূল্য এক তোলা ১৲ এক টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

ভাস্কর-রস।

কোষবৃদ্ধি ও দূষিত

জলজনিত পীড়ার মহৌষধ।

এই মহৌষধ সেবনে কোষবৃদ্ধি (একশিরা ও কুরণ্ড), গণ্ডমালা, গলগণ্ড ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি দূষিত জলজনিত যাবতীয় পীড়া এবং তদুপসর্গ — জ্বর, আনাহ, অরুচি, টন্‌টনানি, কর্ত্তনবৎ পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, পুরুষত্বহানি, স্ফূর্ত্তিহীনতা প্রভৃতি অতি কষ্টদায়ক উপদ্রব সকল নিশ্চয়ই নিবারিত হয়। ভাস্কর রস ব্যবহার করিলে অস্ত্র দ্বারা "টাপ্" করিয়া জল বাহির করিতে হয় না। ইহার গুণ লোকে যতই শুনিতেছেন, ততই ইহার প্রতিপত্তি ও সমাদর বৰ্দ্ধিত হইতেছে। নিয়মিতরূপে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া শত শত ব্যক্তির কুলসংক্রামিত পীড়াও একেবারে প্রশমিত হইয়াছে। কোষবৃদ্ধি নিবারণের এরূপ ঔষধ আর নাই।

একমাসের ব্যবহারোপযোগী এক প্রকার তৈল এক প্রকার বটী ও এক প্রকার চূর্ণের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাকমাশুলাদি ৷৷০ আট আনা।

সবিনয়নিবেদনমিদম্—

মহাশয়! নিম্নলিখিত ঠিকানায় আর ১৫ দিনের ব্যবহারোপযোগী ভাস্কর রস পাঠাইবেন। ভাস্কর রসে আমার কোষবৃদ্ধির উপকার হইয়াছে। ইতি

শ্রীজহুরিলাল মজুমদার।

কুরটিপাড়া, পোষ্ট কুলিঙানি (যশোহর)।

মান্যবরেষু—

মহাশয়দিগের ঔষধালয় হইতে এক মাসের ভাস্কর রস আনাইয়াছিলাম, তাহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ইতি

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর রায়।

পোঃ বড়বাজার, ধানাকোড়ারবাসা,
ময়মনসিংহ।

ভীমসেন কর্পূর।

(ছানির মহৌষধ।)

ভীমসেন কর্পূর ব্যবহারে চক্ষুর ছানি ক্রমশঃ পাত্‌লা হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। চক্ষুতে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাদের ভীমসেন কর্পূর ব্যবহারে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছেন। ভীমসেন কর্পূর অনেক চক্ষুরোগীকে অনিশ্চিতকর অস্ত্র চিকিৎসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়াছে। যাঁহারা অল্পবয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন, ভীমসেন কর্পূর ব্যবহারে তাঁহারা শীঘ্রই দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। চশমা ব্যবহার করিবার অগ্রে এক বার আমাদের ভীমসেন কর্পূর ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

এক তোলার মূল্য ৪৲ টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ৪৵০ চারি টাকা তিন আনা।

মকরধ্বজ রস।

উৎকৃষ্ট রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ।

নিখিলজ্ঞানশালী পূজ্যতম আর্য্য মহর্ষিগণের প্রস্তুত "মকরধ্বজ" রসের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ যে পৃথিবীর কোনো জাতির চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে, এরূপ বোধ হয় না। আর্য্যচিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ মহৌষধ আছে বলিয়া প্রত্যেক হিন্দুসন্তানই গর্ব্ব করিতে পারেন। "মকরধ্বজ রস" সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। জরাজীর্ণ নিতান্ত বৃদ্ধগণও ইহা সেবনে যুবার ন্যায় বল-বীর্য-যুক্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে ইহার গুণের বিষয় বিস্তর লিখিত আছে।

এক সপ্তাহের মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

ভিঃ, পিঃ ৪৵০ চারি টাকা তিন আ।।

ষড়্‌গুণবলিজারিত ও স্বর্ণঘটিত

মকরধ্বজ

জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বরোগঘ্ন বলকারক মহৌষধ।

বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত আমরা নিজহস্তে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া থাকি, ইহার গুণ অব্যর্থ ও জগদ্বিখ্যাত; উপকারিতায় ইহা অতুলনীয়। মকরধ্বজ যে সর্ব্বরোগের মহৌষধ ইহা কোনও ভারতবাসীর অবিদিত নাই। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যথাযথরূপে প্রস্তুত হইলে মকরধ্বজের ন্যায় সর্ব্বরোগঘ্ন বলকারক ঔষধ এজগতে অতি বিরল। অনুপানবিশেষে ব্যবহৃত হইলে ইহা দ্বারা অজীর্ণ, ক্রিমি এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত পীড়া, উৎকট ব্যাধির অন্তে বা স্ত্রীগণের প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য এবং জীর্ণ ও জটিল রোগসঙ্কর সকল ত্বরায় নিবারিত হয়।

অতিশয় অধ্যয়ন, কিংবা অপর কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, মস্তিষ্কের হীনবলতা, স্মৃতিশক্তির অল্পতা, চক্ষুর জ্যোতিঃহ্রাস ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি এবং শিশুদিগের উৎকাসির ইহা এক অব্যর্থ মহৌষধ। জরাজীর্ণ বৃদ্ধগণও শাস্ত্রোক্ত আমাদের মকরধ্বজ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে সবল ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত মকরধ্বজের ন্যায় অদ্ভুতগুণসম্পন্ন সর্ব্বরোগের ঔষধ জগতের কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। যে সকল ব্যক্তি শরীরকে বহুকাল নীরোগ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের "মকরধ্বজ" ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ বিশুদ্ধতা ও রোগনাশকতা শক্তির গুণে জগদ্বিখ্যাত। স্বাধীন নৃপতিবর্গ এবং দেশীয়—ধনী, মানী, রাজা প্রজা সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমাদের মকরধ্বজের বিক্রয়াধিক্যই আমাদের উন্নতির একটী প্রধান কারণ। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদের ইহা বস্তুতই প্রাণরক্ষক।

সাতপুরিয়ার মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

এক ভরির মূল্য চব্বিশ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ছয় আনা।

সিদ্ধসূত মকরধ্বজ এক ভরির মূল্য ৩৲ টাকা।

এক সপ্তাহের মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

মধ্যমনারায়ণ তৈল

বায়ুরোগের শাস্ত্রীয় তৈল।

মধ্যমনারায়ণ তৈল সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় মহৌষধ। যাহারা একাঙ্গহীন হইয়াছে, যে সকল ব্যক্তি অৰ্দ্দিত, জিহ্বাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ প্রভৃতি উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত, অথবা যাহারা উন্মাদ বা মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত, তাহাদের সকলের পক্ষে এই তৈল অমৃততুল্য। বন্ধ্যা রমণী এই তৈল ব্যবহারে সর্ব্বগুণসম্পন্ন বীরোপম পুত্ররত্ন লাভ করেন।

একপোয়ার মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

ডাকমাশুলাদি ৷৶০ নয় আনা।

মহাশঙ্খ বটী।

ইহা অরুচি ও অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ। মন্দাগ্নিত্ব নিবন্ধন অম্লপিত্ত, অম্লশূল প্রভৃতি যে সমস্ত কষ্টসাধ্য রোগ জন্মে, তাহাও ইহা সেবনে নিবারিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

> সদ্যোবহ্নিকরী চৈব ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।
> ভুক্ত্বাকণ্ঠন্তু তস্যান্তে খাদেচ্চ গুড়িকামিমাম্।
> তৎক্ষণাজ্জারয়ত্যাশু সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী॥

এক সপ্তাহের মূল্য ১৲ এক টাকা।

।০ চারি আনা মাশুলে অনেক সপ্তাহের ঔষধ যায়।

মালতী রসায়ন।

বহুমূত্র ও মূত্রাতিসারের মহৌষধ।

ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বহুমূত্র, মধুমেহ এবং মূত্রাতিসার ও তদুপসর্গ—হস্তপদাদির জ্বালা, অনিবার্য্য মূত্রবেগ, মুখশোষ, তৃষ্ণা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, হৃৎস্পন্দন, সর্ব্বাঙ্গে পাণ্ডুতা, মুখমণ্ডলের মালিন্য, চক্ষুঃ কোটরপ্রবিষ্ট, হস্ত পদাদির শোথ এবং পুরুষত্বের হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর বলিষ্ঠ এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়।

বহুমূত্ররোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য স্বীকার করি, কিন্তু মালতীরসায়নও এই রোগের উপযুক্ত ঔষধ। যে সকল বহুমূত্র রোগী বহুবিধ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের মালতী রসায়ন ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করি। **মালতী রসায়ন** ব্যবহারে শত শত চলচ্ছক্তিরহিত বহুমূত্ররোগী আরোগ্য লাভ করিয়া পরম সুখে নীরোগ শরীরে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার ঔষধ এবং অর্দ্ধপোয়া তৈলের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ॥০ আট আনা। ভিঃ পিতে লইলে মোট পাঁচ টাকা আট আনা।

যোগরাজ তৈল।

আমবাতের মহৌষধ।

ইহা মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বেদনা—পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, কটী, প্রভৃতির বেদনা; আঘাতপ্রাপ্তি ও পতিত হওয়ার জন্য বেদনা, মোচড়ান জন্য বেদনা, খুঁটিনড়া এবং সর্ব্বপ্রকার ফিক্‌বেদনা সত্বর নিবারিত হয়।

যোগরাজ তৈল সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন বাতের সিদ্ধফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে গেঁটে বাত শীঘ্র নিবারিত হয়। দুরারোগ্য কৃচ্ছ্রসাধ্য সর্ব্বপ্রকার বাত ইহা ব্যবহারে উপসর্গের সহিত শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ১।৴০ এক টাকা পাঁচ আনা।

রোহিতাদি কষায়

যকৃতের মহৌষধ।

ইহা বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে যকৃতের সংবৃদ্ধি, বেদনা, রক্ত হইতে পিত্তহরণ শক্তির অল্পতা এবং যকৃদ্দোষ, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, কাস, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠরোধ, দৌর্ব্বল্য ও নিদ্রানাশ প্রভৃতি শীঘ্র নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

যাঁহাদের চক্ষুঃ হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে এবং যাঁহাদের শরীর হরিদ্রাভ হইতেছে, তাঁহারা এই মহৌষধ ব্যবহার করিলে অল্প দিবসে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিবেন। ইহা পাণ্ডুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, রোহিতাদি কষায়ের ন্যায় যকৃদ্দোষ নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ॥৴০ নয় আনা।

শোধিত শিলাজতু।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও প্রমেহের মহৌষধ।

সূর্য্যতাপে বিগলিত হইয়া শিলাজতু পর্ব্বতগাত্র হইতে নির্য্যাসবৎ নির্গত হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ শিলাজতু আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া নেপাল হইতে বিশুদ্ধ শিলাজতু সংগ্রহ করিয়াছি। শোধিত শিলাজতু ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, পাথরী, বাত, সর্ব্বপ্রকার রক্তদোষ, বাতরক্ত প্রভৃতি অতি কঠিন রোগ সকল সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হয়।

এক তোলার মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ১৶০ আনা।

শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন

সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

শিরঃশূলের যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা, যিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পীড়ায় ভুগিয়াছেন, তিনিই বিশেষরূপে অবগত আছেন। সামান্যরূপ মাথা ধরিলে শরীর যেরূপ অবসন্ন, মনঃ যেরূপ উদাস ও যন্ত্রণাময় হয়, তাহা দেখিলেই শিরঃশূলের ভয়ানক কষ্ট অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। এই পীড়ার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেকে কায়মনোবাক্যে মৃত্যু কামনা করিয়া থাকেন, অনেকে এমন কি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হন। যাহারা এই যন্ত্রণাদায়ক শিরঃশূল পীড়ায় পীড়িত তাহারা আমাদের **শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন** ব্যবহার করিলে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিবেন।

ইহা দ্বারা মাথাভার, মাথাকামড়ান, ঝন্‌ঝনানি, দপ্‌দপানি, গ্রীবা, ভ্রূ ও অক্ষিকূটে শূলনি, আধ্‌কপালে, শিরোরোগ এবং তদুপসর্গ—বমন, কর্ণে পূয, চক্ষে জলপড়া ও মন্যাগ্রহ (গ্রীবার শিরা টানিয়া ধরা), অনিদ্রা, মস্তকের ভার ও শূন্যতাবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মনের অস্থিরতা, অগ্নিমান্দ্য, পেটভার ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ ত্বরায় নিবারিত হইয়া থাকে। **শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন** ব্যবহারের সঙ্গেই পীড়ার উপশম উপলব্ধি হয়।

একমাসের ব্যবহারের জন্য দুই কৌটা ঔষধ এবং দুই শিশি তৈলের মূল্য ৫৲ টাকা ভিঃ পিতে লইলে মোট ৫।৷৹ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রায়সাহেব কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন—

আপনাদের শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন ব্যবহারে শিরঃপীড়া হইতে আমার পুত্রটি আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

ময়মনসিংহ বনগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠলাল রায় মহোদয় লিখিয়াছেন—

আপনার প্রেরিত শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন ব্যবহারে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

শোণিতামৃত

বাতরক্তের অব্যর্থ মহৌষধ।

বাতরক্ত বা রক্ত খারাপের পীড়া যে অতি ভয়াবহ রোগ, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। ইহা যে কুষ্ঠরোগের প্রসূতি, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বাতরক্ত পীড়া জানিতে পারিবামাত্র তাহার চিকিৎসা করা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ পীড়ার স্থায়িত্বে উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন কি অধিক দিনের পীড়া হইলে প্রায়ই অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য পীড়া প্রকাশের পর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

মহৌষধ শোণিতামৃত সেবনে সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত অর্থাৎ রক্ত খারাপ রোগ ও তদুপসর্গ যথা—হস্তপদাদির অথবা সার্ব্বাঙ্গিক জ্বালা, শারীরিক ভারবোধ, অঙ্গের অবসাদ, সন্ধি সকলের শৈথিল্য, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ বা বিকৃত চিহ্ন, সূচীবেধবদ্‌বেদনা, আলস্য, অবসন্নতা, শ্রমক্লিষ্টতা, নাসিকা ও কর্ণের স্ফীততা, কোন কারণে শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা ও শীঘ্র আরোগ্য না হওয়া এবং দেহের বিবর্ণতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা অচিরোৎপন্ন এবং অল্পদোষজাত বাতরক্তে অসাধারণ উপকার করে।

এক মাসের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার ঔষধ এবং দেড় পোয়া তৈলের মূল্য ৮৲ আট টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ৮৸৹ আট টাকা বার আনা।

শ্বাসান্তক চূর্ণ

যখন শ্বাস কাসের প্রবল যন্ত্রণায় প্রাণ বহির্গত হইতেছে বোধ হয়, যখন এই রোগের দারুণ কষ্টে জগৎ অন্ধকার এবং শ্বাসাবরোধ হইতেছে অনুমান হয়, যখন যাতনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া রোগী মুহুর্ম্মুহুঃ মৃত্যুকে ডাকিতে থাকেন, সেই সময়েও এই মহৌষধের অল্পমাত্র ধূম গ্রহণ করিলে তৎকালের জন্য হাঁপানির টান্ বন্ধ হয়। পিঠ সাঁটিয়া ধরা, পেটফাঁপা, মূর্চ্ছিতভাব প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রণা ও ক্লেশ দূরীভূত হইয়া যায় এবং শরীর খোলসা ও মনঃ প্রফুল্ল হয়। এই উৎকট পীড়ার জন্য যাঁহারা এক কালে নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা ব্যবহারের পর গভীর নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন। এই মহৌষধ প্রত্যেক শ্বাস (হাঁপানি) কাসরোগীর পূর্ব্বাহ্ণে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।
ভিঃ পিতে লইলে ১।৴০ আনা।

শ্রীগোপাল তৈল।

এই তৈল বাত, পিত্ত ও কফোদ্ভূত অশেষবিধ রোগ নাশ করে এবং শুক্র, ওজঃ ও বল বৃদ্ধি করে। বিশেষতঃ ইহা ব্যবহারে বিবিধ বায়ুরোগ ও বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অপস্মার, উন্মাদ ও সর্ব্বপ্রকার শূল প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হইয়া শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ সংস্থাপিত হয়। ইহার গুণ শাস্ত্রে বিস্তর বর্ণিত আছে।

এক পোয়ার মূল্য ১০৲ দশ টাকা।
ডাকমাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা।

সঞ্জীবন রসায়ন

ধাতুক্ষীণ, শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গের মহৌষধ।

ধ্বজভঙ্গ পুরুষের যেরূপ মনঃপীড়াদায়ক ও লজ্জাজনক পীড়া, এরূপ রোগ আর দ্বিতীয় নাই। পুরুষত্ব-বিহীন পুরুষের জীবন বিড়ম্বনাময়। তিনি কি দিবসে, কি রাত্রিতে, কি শয়নে ও কার্য্যক্ষেত্রে, সকল সময়েই দুর্ব্বিষহ মনঃকষ্টে প্রপীড়িত। তাঁহার মনঃ সদাই উদাস, হৃদয় শূন্য, স্ত্রী পুত্র পরিবার বেষ্টিত এই স্বর্ণসংসার তাঁহার নিকট অসার ও অকিঞ্চিৎকর। পক্ষান্তরে ক্লীব ব্যক্তি এরূপ হেয় যে, তাঁহার মুখদর্শন করিলেও পাপ হয় এবং শুভ যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। এরূপ জঘন্য, ও ঘৃণার্হ পীড়া যাহাতে না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। "সঞ্জীবন রসায়ন" ব্যবহারে ধাতুক্ষীণতা পীড়া নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং ধ্বজভঙ্গ হইবার আশঙ্কা নিঃসন্দেহরূপে তিরোহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য ও পুরুষত্বের বৃদ্ধি হয়। অপিচ ইহা ধ্বজভঙ্গের মহৌষধ।

প্রথম যৌবন-স্বভাবসুলভ দোষে অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্তি অথবা পুরাতন প্রমেহাদি রোগহেতু যে শুক্রতারল্য, দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বের হানি, ইচ্ছাকালে অনুদ্গম, সঙ্গমসময়ে শীঘ্র শুক্রক্ষরণ অথবা স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন কিংবা স্মরণ মাত্রেই রেতঃপাত প্রভৃতি ব্যাধি—এই ঔষধ সেবনে অচিরে দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা ক্ষুধাবৃদ্ধি, সুনিদ্রা, পুরুষত্ব বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সত্বর বলিষ্ঠ এবং পেশী সমস্ত সতেজ হয়। ইহা ধাতুক্ষীণ ও ধ্বজভঙ্গের মহৌষধ। ঔষধ সেবনের তিন চারি দিবসের মধ্যেই রোগী "সঞ্জীবন রসায়নের" প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিতে পারেন। রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারে এই মহৌষধ "সঞ্জীবন রসায়নের" ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ অতি বিরল।

একমাস ব্যবহারোপযুক্ত এক প্রকার তৈল, একপ্রকার বটিকা ও একপ্রকার মোদকের মূল্য ৮৲ আট টাকা। ডাকমাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। ভিঃ পিতে লইলে ৮।৵০ আট টাকা ছয় আনা।

D

সুদর্শনচূর্ণ

দদ্রুরোগের ন্যায় অশান্তিপ্রদ ব্যাধি অতি অল্পই দেখা যায়। এই রোগ আক্রমণ করিলে লোকের লজ্জা-সরম থাকে না; অবিরত চুল্কাইতে হয়, রস পড়ে, কাপড় নষ্ট হয়, মনের সর্ব্বদা অশান্তি ঘটায় এবং সুন্দর দেহও কুৎসিত দেখায়। আমাদের এই মহৌষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার দদ্রু (দাদ্) দুই এক দিবসের মধ্যেই নিবারিত হইয়া থাকে, একবার প্রশমিত হইলে আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। ইহা ব্যবহারে কোন প্রকার দুর্গন্ধ ও জ্বালা যন্ত্রণা হয় না।

এক শিশির মূল্য ।০ চারি আনা।
ডাকমাশুলাদি ৶০ তিন আনা।

সোমাসব

মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া), অপস্মার (মৃগী)
প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

এই মহৌষধ ব্যবহারে যাবতীয় উৎকট বায়ুবিকার যথা—মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া), অপস্মার (মৃগী), যোষাপস্মার, অনিদ্রা, উন্মাদ ও চিত্তবিকার প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

সোমাসব মূর্চ্ছারোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূর্চ্ছার উপক্রমকালে এই ঔষধ খাওয়াইলে আর রোগাক্রমণের ভয় থাকে না।

যাঁহাদের আদৌ নিদ্রা হয় না, তাঁহাদের পক্ষে আমাদের "সোমাসব" পরম উপকারী।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।
ভিঃ পিতে লইলে মোট খরচ ১।৴০
এক টাকা পাঁচ আনা।

সোম তৈল।

বায়ুরোগের মহৌষধ।

সোম তৈল যথানিয়মে ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ, মূর্চ্ছা, অপস্মার (মৃগী), চিত্তবিকার ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ সকল অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহা শরীরের উত্তপ্ত শোণিত শীতল করিয়া শরীরের পোষণ ক্রিয়া বৃদ্ধি করাতে শরীর সবল ও পুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর পীড়া সকলের আশু প্রতিকার করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বায়ুজন্য যে স্তম্ভিত ভাব, বাক্যরাহিত্য, অধিক বাক্যকথন, মনঃ হুহু করা, আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি ভয়ানক মনোবিকার, অত্যন্ত ক্রোধ, ভুল বকা বা হঠাৎ সক্রোধ চীৎকার, বুদ্ধিভ্রংশ, অনুচিত কথন, হাস্য, ভয় ও হস্তপদাদির কম্পন বা দাহ ইহা দ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়।

এক পোয়ার মূল্য ৪৲ চারি টাকা।
ডাকমাশুলাদি ।।৴০ নয় আনা।

সোমনাথ রস।

মেহরোগাধিকারে "সোমনাথ রস" একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ ও মূত্রদোষ নিবারিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রঞ্চ সোমকম্।
মূত্রাতিসারমত্যুগ্রং মূত্রাঘাতং সুদারুণম্॥"

এক সপ্তাহ ঔষধের মূল্য ২৲ টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৶০ তিন আনা।

ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সালসা।

পারদ ও রক্তদুষ্টির অব্যর্থ মহৌষধ।

এই দেশীয় সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার কণ্ডূ, বাত, রক্তদুষ্টি, দদ্রু, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারদবিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই নিরাকৃত হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য,কৃশতা ও ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর সবল, পুষ্ট এবং চিত্ত প্রফুল্ল হয়। ইহা সেবনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সতেজ ও বলিষ্ঠ এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির পূর্ব্বে উপদংশ (গর্‌মি) পীড়া হইয়াছিল অথবা যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে পারদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের শরীর নীরোগ ও কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য আমাদের সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ সুরবল্লী কষায়ের ন্যায় রক্তপরিষ্কারক ঔষধ জগতে আর নাই। রক্তদূষিত ব্যক্তি সুরবল্লী কষায় ব্যবহারের পর নূতন দেহ ও নবজীবন লাভ করিবেন। ইহা খাইতে সুমিষ্ট।

এই দেশীয় সালসা এরূপ রাসায়নিক সংযোগ বিশেষে প্রস্তুত হইয়াছে যে, সকল সময় ও সকল ঋতুতেই বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে ইহা সেবন করিতে পারেন। বাঁধা সালসা সেবনে গৃহে আবদ্ধ থাকা প্রভৃতি যেরূপ কষ্টকর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, ইহাতে সেরূপ কিছুই করিতে হয় না।

এক শিশির মূল্য দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ॥/০ আনা।

তিন শিশির মূল্য ৩৸০ পনর সিকা। ডাকমাশুলাদি ৸৵০ আনা।

ছয় শিশির মূল্য ৭॥০ টাকা। ডাকমাশুলাদি ১॥০ দেড় টাকা।

রেল বা ষ্টীমারে লইলে মাশুল ॥০ আট আনা।

সুরবল্লী কষায়ের উপকারিতা।

সুরবল্লী কষায় পারদের একমাত্র মহৌষধ।

পারদ ব্যবহার করিলে শরীর একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিলে মল মূত্র ঘর্ম্মাদি দ্বারা শরীর-মধ্যস্থ পারদ শীঘ্র শীঘ্র বহির্গত হইয়া আসে। কয়েক দিনমাত্র সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিয়া প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নিম্নে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পারদরেণু পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহাদের শরীরে পারদ আছে, তাঁহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিলে নিজে নিশ্চয় চিরকালের জন্য নীরোগ ও কার্য্যক্ষম থাকিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুরবল্লী কষায় উপদংশের একমাত্র ভরসাস্থল।

উপদংশ (গর্‌মি) বিষ শরীরের অতি ভয়ঙ্কর শত্রু। আমরা অহঙ্কার পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, সুরবল্লী কষায় উপদংশ-বিষনাশের জগতে অদ্বিতীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঔষধ। সুরবল্লী কষায় সেবনে উপদংশজনিত বাত ও অন্যান্য উপসর্গ প্রশমিত হইয়া থাকে। মাতৃদুগ্ধ যেরূপ শিশুর জীবন রক্ষার প্রধান উপায়, সুরবল্লী কষায়ও সেইরূপ গর্‌মি রোগির রোগমুক্তির ও স্বাস্থ্য-সংস্থিতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। সুরবল্লী কষায় অমৃততুল্য; ইহাতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ নাই।

সুরবল্লী কষায়ে ঘা ফোড়া চুল্‌কানি আরোগ্য হয়।

দূষিত রক্ত জন্যই ঘা, ফোড়া, চুল্‌কানি প্রভৃতি ব্যাধি হইয়া থাকে। সুরবল্লী কষায় কিছুদিবস ব্যবহার করিলে রক্ত সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয়। যে সকল ব্যক্তি ঘা, ফোড়া, চুলকানি, দদ্রু ও অন্যান্য চর্ম্মরোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করুন, অতি শীঘ্র ঐ সকল পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইবেন। সুরবল্লী কষায়ে বর্ণ সমুজ্জ্বল হয়। ইহাতে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সুরবল্লী কষায়ে বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

বাতরক্ত পীড়া অতি ভয়ানক। ইহার নামে সকলেই শিহরিয়া উঠেন, কিন্তু আমাদের সুরবল্লী কষায় সেবনে লক্ষ লক্ষ বাতরক্তরোগী আরোগ্য হইয়া পরমসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

সুরবল্লী কষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্টিকর রসায়ন।

যাঁহারা রুগ্ন, জীর্ণ ও দুর্ব্বল—কিছুতেই শরীর শোধরাইতে পারিতেছেন না এবং মোটা ও তাজা হইতেছেন না, তাঁহারা সুরবল্লী কষায় দিন কতক ব্যবহার করুন, শরীরে স্ফূর্ত্তি পাইবেন এবং শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন হৃষ্ট, পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হইবেন।

সুরবল্লী কষায় বাতের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।

ইহা ব্যবহারে নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কৃচ্ছ্রসাধ্য বাত পীড়া শীঘ্র নির্দ্দোষরূপে প্রশমিত হয়।

সুরবল্লী কষায়ে বল-বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

ভগবান্ চরক কহিয়াছেন যে "বিশুদ্ধ শোণিত প্রাণিগণকে বল, বর্ণ ও সুখায়ুঃ সমন্বিত করে এবং প্রাণিগণের প্রাণ শোণিতের অনুগমন করিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ শোণিত ব্যতিরেকে শারীরিক বল সংরক্ষিত বা বর্দ্ধিত হওয়া অসম্ভব। শৌর্য্য, বীর্য্য, পুরুষকার প্রভৃতি গুণনিচয় শারীরিক বলের উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। উদ্যমশীলতা, অক্লিষ্টতা, উৎসাহ প্রভৃতি গুণাবলী জগতে যশস্বী হইবার একমাত্র উপায়। সেই সমস্ত সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত

রাখিতে হইলে অথবা সাংসারিক সুখ সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে হইলে, শারীরিক সামর্থ্যের অর্থাৎ বিশুদ্ধ শোণিতের সংরক্ষণ বড়ই আবশ্যক। ফলতঃ শরীরী মানবের বিশুদ্ধ শোণিত যেরূপ কল্যাণপ্রদ, এরূপ আর কিছুই নাই। আমাদের সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে শোণিতের সমস্ত অপবিত্রতা বিদূরিত হইয়া রুধির বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া থাকে। রক্তবৃদ্ধির ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সুরবল্লী কষায়ে বর্ণ সমুজ্জ্বল করে।

অমসৃণ ত্বক্ কেবলমাত্র কুরূপতার বৃদ্ধি করে না, গাত্রে দাগবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাধারণের নিকট বিশেষ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত থাকিতে হয়। গায়ে বিকৃত চিহ্ন থাকিলে গুরুজনের নিকট ও ভদ্রসমাজে যাতায়াত করা বিপজ্জনক বলিয়া বোধ হয়। মনুষ্য শরীরের শোণিত বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে শরীরের স্বাভাবিক বর্ণও বিকৃত হইয়া থাকে। দুষ্ট শোণিত উত্তমরূপে বিশোধিত হইলেই গাত্রের বিকৃতচিহ্ন বিদূরিত এবং বর্ণ স্বাভাবিক সুন্দর হইয়া থাকে। আমাদের সুরবল্লী কষায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন রক্তপরিষ্কারক ও রসায়ন। ইহা দ্বারা পুরাতন অপরিষ্কৃত শোণিত বিশোধিত হয় এবং প্রত্যহ পরিশোধিত উৎকৃষ্ট নূতন শোণিত দেহে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তজ্জন্য সুরবল্লী কষায় কিছু দিবস ব্যবহারের পর বর্ণ সমুজ্জ্বল, ত্বক্ সুন্দররূপে মসৃণ এবং দেহ প্রভা ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

সুরবল্লী কষায় মানবের পরম বন্ধু।

জীর্ণদেহী চিন্তাক্লিষ্ট ও জীবন্মৃত রক্তদুষ্ট মানব ইহা কিছুদিন সেবনের পর হইতেই শরীরে সামর্থ্য, দেহে বল, মনে উৎসাহ ও প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন এবং জীবনের ভোগ্য বিষয় পুনরায় আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে সমর্থ হন। সুরবল্লী কষায় শরীর হইতে রোগের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া দেয়। যিনি **সুরবল্লী কষায়** ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই ইহার উপকারিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ভারতবাসীর পক্ষে বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী ও উপযোগী।

সুরবল্লী কষায় সর্ব্বঋতুতে ব্যবহার করিতে পারেন।

এই সালসা এরূপ রাসায়নিক সংযোগবিশেষে প্রস্তুত হইয়াছে যে, সকল সময় সকল অবস্থাতেই বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, রোগী, অরোগ সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ইহা সেবন করিতে পারেন। বাঁধা সালসা সেবনে গৃহে আবদ্ধ থাকা প্রভৃতি যেরূপ কষ্টকর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, ইহাতে সেরূপ করিতে হয় না। ইহা খাইতে সুস্বাদু এবং ইহার গন্ধও অতি উত্তম।

সুরবল্লীকষায় সর্ব্বজনবিদিত, রক্তপরিষ্কারক এবং উৎকৃষ্ট পুষ্টিবর্দ্ধক। ইহা বিশুদ্ধ অর্থাৎ সালসার সারভাগ হইতে প্রস্তুত। ইহাতে পারদ বা অন্য কোন দূষিত ধাতু নাই। ইহা দ্বারা শোণিত বিশোধিত, শরীর পুষ্ট, মনঃ উল্লসিত ও স্বাস্থ্য পুনঃ স্থাপিত হয়।

এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ।৵০ নয় আনা।

সুরবল্লী কষায় সম্বন্ধে

ডাক্তারগণের অভিমত—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আর, নিউজেণ্ট ফিজিসন, সার্জ্জন এবং একুসার মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ কৃত সুরবল্লী কষায় দেহ হইতে উপদংশ ও পারদ বিষ বিদূরিত করিতে অব্যর্থশক্তিসম্পন্ন।

বঙ্গের সুসন্তান দেশ প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ডাক্তার বি, কে, বসু M. D. I. M. S. মহোদয় লিখিয়াছেন—

আমি "সুরবল্লী কষায়ের" শোণিত-শোধকতা গুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি, সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার ও পুষ্টির ইহা অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

সোমলতারিষ্ট

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবারক ও
স্মরণশক্তি বৃদ্ধিকারক অদ্বিতীয় মহৌষধ।

এই পরম কল্যাণকর সোমলতারিষ্ট যথাবিধি সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্তকণিকা সকল উৎপন্ন হয় এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্রিক্ত হইয়া দুর্ব্বল শারীর যন্ত্র সকলকে সবল করে। ইহাতে দেহের পুষ্টি, শুক্রের বৃদ্ধি, স্বপ্নদোষের নাশ, মনের প্রফুল্লতা, উৎসাহের বৃদ্ধি, মস্তিষ্কের বলোপচয়, চক্ষুর জ্যোতিঃ ও স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি হয়।

অল্পমেধাসম্পন্ন বালকবালিকা ও অধিক অধ্যয়নশীল ছাত্রগণ ইহা দ্বারা অচিরে মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। মস্তিষ্কের বল-বৃদ্ধি করিতে হইলে **সোমলতারিষ্ট** ব্যবহার করা অবশ্যকর্ত্তব্য; অপিচ মেধাশক্তির বৃদ্ধিকরণে ইহার ন্যায় দ্বিতীয় ঔষধ আর জগতে দৃষ্টিগোচর হয় না। জীর্ণ ও জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা ইহা কিছুকাল সেবনে দিন দিন কান্তি ও পুষ্টিসম্পন্ন হয়েন। ইহা জটিল রোগের মহৌষধ।

যে সকল ব্যক্তি আপনাকে সদাই ক্লিষ্ট ও অবসাদযুক্ত মনে করেন এবং যে সকল ব্যক্তির কোন প্রকার কার্য্য করিতে কিছুতেই ইচ্ছা হয় না, যে সকল ব্যক্তি মনে কিছুতেই সুখ ও স্ফূর্ত্তি পান্ না, আমাদের সোমলতারিষ্ট তাঁহাদের অবশ্য ব্যবহার করা উচিত।

"সোমলতারিষ্ট" মনের প্রফুল্লতা শতগুণে বৃদ্ধি করে বলিয়া মনের বিষণ্ণতা এবং শারীরিক রোগ-প্রবণতা বিদূরিত করে। **সোমলতারিষ্ট** এই সকলের অমোঘ ঔষধ।

এক শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ডাকমাশুলাদি ।৷৵০ নয় আনা।

দুই শিশির মূল্য ৪৲ চারি টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৷৶০ এগার আনা।
তিন শিশির মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।
ডাকমাশুলাদি ১৲ এক টাকা।
ছয় শিশির মূল্য ১০৲ টাকা।
ডাকমাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা দশ আনা।

হিমাংশু বটিকা

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

আমাদের হিমাংশুবটিকার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সুন্দর ঔষধ এ জগতে আর নাই। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কাহাকেও বিফলমনোরথ হইতে হয় না। যাঁহারা শত শত ঔষধ ব্যবহারে মেহপীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এই অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ "হিমাংশুবটিকা" ব্যবহার করুন, মেহপীড়া হইতে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবেন—প্রত্যহ শত শত হতাশ মেহরোগী হিমাংশুবটিকার অমোঘফলদাতৃত্বগুণে নিরাময় হইয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

আমাদের **হিমাংশু বটিকা**—প্রমেহ পীড়ার অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ। মাসকালোৎপন্ন মেহপীড়ায় হিমাংশুবটিকার ফল অব্যর্থ। নূতন মেহপীড়াও ইহা ব্যবহারে শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

এই "হিমাংশু বটিকা" ব্যবহার করিলে সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন প্রমেহ, মূত্রনালীর ক্ষত প্রভৃতি ত্বরায় প্রশমিত হয় এবং প্রস্রাবের জ্বালা, মূত্রবেগ, স্বপ্নদোষ, কাপড়ে দাগলাগা, হস্তপদের দাহ, জ্বর, অনিদ্রা, চক্ষুর জ্যোতির্হীনতা, মস্তকঘূর্ণন, হৃদয়ের বেদনা, শরীরের অবসাদ এবং মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য ও শূন্যতা প্রভৃতি যাবতীয় মেহোক্ত উপদ্রব আশু বিদূরিত হইয়া শরীর সবল ও মনঃ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

এই ঔষধ সেবনে এত শীঘ্র পীড়ার উপশম হয় যে, ফল দর্শনে রোগী সমধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া হিমাংশু বটিকা ব্যবহার করুন। রোগ শীঘ্র প্রশমিত হইবে। পীড়ার নিষ্ঠুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবেন। সাংসারিক সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন এবং শরীরও হৃষ্টপুষ্ট হইবে।

এক কৌটার মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

ডাকমাশুলাদি ৵০ তিন আনা।

হুতাশন বটী

অগ্নির দুষ্টিই উদরাময় রোগের প্রধান কারণ; সেই অগ্নিদুষ্টি হইতে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ জন্মে এবং সেই বাতাদির প্রকোপেই আমাশয়, পক্বাশয়, মলাশয় ও গ্রহণী প্রভৃতি সমস্ত কোষ্ঠযন্ত্রের বিকৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং উদরাময় রোগে আহার পরিপাক পায় না এবং আহারের অপরিপাক হেতু, অপিচ আমাশয় পক্বাশয়াদি বিশেষ বিশেষ কোষ্ঠযন্ত্রের বিকৃতি নিবন্ধনই উদরাময় রোগের নানা মূর্ত্তিভেদ হয়।

আমরা উদরাময়ের সন্নিকৃষ্ট কারণ, বিপ্রকৃষ্ট কারণ ও অধিষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া হেতুব্যাধি-প্রশমক এমন কতকগুলি উপাদানে এই "হুতাশন বটী" নামক মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছি যে, ইহা দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, বাতাদি দোষের প্রশম ও কোষ্ঠযন্ত্রের বিশুদ্ধি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপাক পাইবে এবং উপরি উক্ত যে কোন প্রকার উদরাময় উপস্থিত হউক না কেন, নিশ্চয়ই তাহার শান্তি হইবে। অপিচ যাহাদের দিবারাত্রে অধিক বাহ্যে হয়, হাতের জল শুকায় না, হুতাশন বটী তাহাদের একমাত্র মহৌষধ। ইহা দ্বারা দিন দিন মল বাঁধা হইতে থাকিবে এবং কোষ্ঠের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হইবে। এই মহৌষধ হুতাশন বটী সেবনে ক্রমে ক্রমে ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি এত বাড়িবে যে, আকণ্ঠ ভোজন করিলেও তাহা পরিপাক হইয়া যাইবে এবং রোগী সিতপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন হৃষ্ট, পুষ্ট ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইবেন।

এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। তিন কৌটা ২॥০ আড়াই টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৶০ তিন আনা।

অস্মৎ-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী।

চরক-সংহিতা।

চরকের গৌরবে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার এত গৌরব দেখিয়া এবং ইহার বিশুদ্ধ সংস্করণ নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায়, আমরা চরক-সংহিতা মুদ্রিত করিয়াছি এবং ইহাতে একটী সুবিস্তৃত সূচীপত্র দিয়াছি। এই সূচীর সাহায্যে সকলেই সহজে চরকের মর্ম্ম অবগত হইবেন। দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাকমাশুল ॥৵০ দশ আনা।

চরকের বঙ্গানুবাদ।

যাঁহারা ভালরূপ সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ চরক-সংহিতার বঙ্গানুবাদ অতি সুখবোধ্য ও মনোহর বলিয়া প্রতীতি হইবে। ইহা বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাকমাশুল ॥৵০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদ প্রদীপ।

যাহাতে সকলেই সহজে চিকিৎসা শিখিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে নূতন ধরণে এই পুস্তক খানি প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা। ডাকমাশুল ৶০ তিন আনা।

সটীক সানুবাদ মাধবনিদান।

আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থীদের ইহাই সর্ব্বপ্রধান পাঠ্য পুস্তক। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক আর নাই। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ৶০ তিন আনা। নিদানের বঙ্গানুবাদের মূল্য ॥০ আট আনা।

সুশ্রুত-সংহিতা।

নির্ভুল ও মনোমুগ্ধকর সুশ্রুত-সংহিতা পাওয়া যাইত না বলিয়া বুধমণ্ডলী আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের অনুরোধে আমরা বহু অর্থব্যয় করিয়া এই মহামূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। অক্ষর, কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণ উৎকৃষ্ট।

মূল্য ৩৲তিন টাকা। ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা। মূল ও বঙ্গানুবাদ একত্র পাঁচ টাকা।

সুশ্রুতের বঙ্গানুবাদ।

সুশ্রুতের সরস: ও হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ:করিলে জ্ঞানী মহোদয়গণও বিশেষ আনন্দিত হইবেন; ইহা সুশ্রুতের বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও টীকা।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

শার্ঙ্গধর।

ইহা একখানি অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র গ্রন্থ; তিন খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে নিদান এবং চিকিৎসাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় মূল শ্লোক ও প্রাঞ্জল অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা। ডাকমাশুল ৶০ আনা।

রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ।

প্রসিদ্ধ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় রস-চিকিৎসাগ্রন্থ; মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ৶০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ।

এতাদৃশ বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ এতাবৎকাল প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে প্রত্যেক অধিকারের নিদানভেদে চিকিৎসাদি বিশেষরূপে কথিত আছে। ৪র্থ সংস্করণ১৬০০পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

মূল্য ৬॥০ ছয় টাকা আট আনা। ডাকমাশুল ৸০ আনা।

চক্রদত্ত। (সটীক সানুবাদ)

যতপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ চিকিৎসাগ্রন্থ আছে, চক্রদত্ত তন্মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল, টীকা ও অনুবাদ একত্র মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা।

পাচন-সংগ্রহ।

ইহাতে রোগের লক্ষণ এবং বায়ু পিত্ত কফ ভেদে প্রত্যেক রোগের পাচন, মুষ্টিযোগ, ঔষধ, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও মোদক সমস্তই দেওয়া হইয়াছে এবং কি অনুপানে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ক্রয় করিলে মূল্যের অন্ততঃ সহস্রগুণ ফল পাওয়া যায়।

মূল্য ॥০ আট আনা। মাশুল ৶০ তিন আনা।

দ্রব্যগুণ

এই পুস্তকে চিকিৎসা কার্য্যে ব্যবহার্য্য ও আহারীয় সমস্ত দ্রব্যের গুণ এবং তাহাদের পর্য্যায়াদি সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৸০ বার আনা। ডাঃ মাঃ ।৶০ সাত আনা।

নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ।

মহর্ষি কণাদকৃত এই অতুলনীয় গ্রন্থই নাড়ী দেখিতে শিখিবার অত্যুৎকৃষ্ট উপায়।

মূল্য চারি আনা। ডাঃ মাঃ সহ ।৵০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ঔষধালয়। ২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাদুর এবং শ্রীল
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, পাতিয়ালা,
যোধপুর ও ভরতপুরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং
অপরাপর স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের অনুমোদিত,
বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

এই স্থানে [illegible], প্লীহা, যকৃৎ, অতীসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, মেহ, ধাতুক্ষীণ, ধ্বজভঙ্গ, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, বায়ুবিকার, প্রদর, সূতিকা, শিরোরোগ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ (গরমি), বাত, ক্রিমি, অর্শঃ, শোথ, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত এবং শূল প্রভৃতি সমস্ত রোগের সর্ব্বপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অরিষ্ট, আসব এবং মকরধ্বজ ও ধাতুদ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আমাদের ঔষধের গুণ জগদ্বিখ্যাত।

বিদেশীয় রোগিগণ আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার অভিলাষে নিজ নিজ রোগবিবরণ সহ পত্র লিখিতে তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়া ত্বরায় বিনামূল্যে ব্যবস্থা প্রদান করা যায়। পত্র সকল গোপনে রাখা হয়। নাম ও ঠিকানা অর্থাৎ গ্রাম, পোষ্টাফিস ও জেলা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হয়।

আমরা পত্রদ্বারা কলিকাতা হইতে প্রত্যহ মফঃস্বলস্থ শত শত রোগীর চিকিৎসা করিতেছি, রোগীরাও চিকিৎসায় শীঘ্র নিরাময় হইয়া পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। রোগী চক্ষুতে না দেখিলে চিকিৎসা করা হয় না এবং পীড়াও আরোগ্য হয় না, এরূপ ধারণা থাকা নিতান্ত ভুল।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
ও
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।